

Visit

Dwarkadheeshvastu.com

For

FREE Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

All Music is also available in **CD** format. **CD Cover** can also be print with your Firm Name

We also provide this whole Music and Data in **PENDRIVE** and **EXTERNAL HARD DISK**.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

VAYU PURAN

(NEPALI)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ। অনুক্রমণিকা কথন	১	৩১ অঃ। দেববংশ বর্ণন	১৬৮
২ অঃ। দ্বাদশবার্ষিক সত্র নিরূপণ	১৩	৩২ অঃ। যুগধর্মকথন	১৭২
৩ অঃ। সৃষ্টিপ্রকরণ	১৬	৩৩ অঃ। স্বায়ত্ত্ববংশ বর্ণন	১৭৭
৪ অঃ। পুরাণ লক্ষণাদিকীর্তন	১৯	৩৪ অঃ। জম্বুদ্বীপ বর্ণন	১৮১
৫ অঃ। প্রকৃতি ক্ষোভকথন	২৫	৩৫ অঃ। মেরুপর্বতের আয়াম বর্ণন	১৮৮
৬ অঃ। বরাহরূপবর্ণনাদি	২৮	৩৬ অঃ। ভূবন-বিন্যাস	১৯১
৭ অঃ। প্রতিসন্ধি কীর্তন	৩৪	৩৭ অঃ। ভূবনবিন্যাস-প্রসঙ্গে শ্রীসরঃ ও	
৮ অঃ। চতুরাশ্রম বিভাগ	৩৯	শ্রীবনাদি বর্ণন	১৯৪
৯ অঃ। দেবাদি সৃষ্টি কথন	৫৩	৩৮ অঃ। উদুহর বন বর্ণনাদি	১৯৬
১০ অঃ। মন্বন্তরাদি কথন	৬১	৩৯ অঃ। শীতান্তাদি পর্বত বর্ণন	২০১
১১ অঃ। পাণ্ডপত যোগ	৬৭	৪০ অঃ। ভূবনকোষ বিন্যাস	২০৬
১২ অঃ। যোগোপসর্গ নিরূপণ	৭১	৪১ অঃ। ভূবন-বিন্যাস কথন	২০৮
১৩ অঃ। যোগৈশ্বর্য নিরূপণ	৭৪	৪২ অঃ। আকাশগঙ্গা বর্ণন	২১৪
১৪ অঃ। গর্ভোৎপত্তি প্রকার বর্ণন	৭৬	৪৩ অঃ। গণ্ডিকাদি বর্ণন	২২০
১৫ অঃ। পাণ্ডপতযোগ নিরূপণ	৭৯	৪৪ অঃ। কেতুমাল বর্ণনাদি	২২২
১৬ অঃ। শৌচাচার কথন	৮০	৪৫ অঃ। ভারতবর্ষ বর্ণনাদি	২২৪
১৭ অঃ। পরমাশ্রমবিধি কথন	৮২	৪৬ অঃ। কম্পুরুষাদি বর্ষ বর্ণন	২৩৩
১৮ অঃ। যতিপ্রায়শ্চিত্তবিধি কথন	৮৩	৪৭ অঃ। কৈলাস বর্ণনাদি	২৩৬
১৯ অঃ। অরিষ্ট নিরূপণ	৮৪	৪৮ অঃ। অগ্ন্যস্ত্রভবন, লঙ্কা ও	
২০ অঃ। ওঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ কীর্তন	৮৭	গোকর্ণাদি বর্ণন	২৪২
২১ অঃ। কল্প নিরূপণ	৯১	৪৯ অঃ। প্রলম্বদ্বীপ বর্ণনাদি	২৪৫
২২ অঃ। কল্পসংখ্যা নিরূপণ	৯৬	৫০ অঃ। জ্যোতিষ্প্রচার	২৫৮
২৩ অঃ। মাহেশ্বর অবতার কথন	৯৮	৫১ অঃ। মেঘ হইতে জলবর্ষণ	
২৪ অঃ। শাকবৃন্তব	১১৩	প্রকার বর্ণন	২৭৩
২৫ অঃ। মধুকৈটভোৎপত্তি ও		৫২ অঃ। ধ্রুবচর্যা	২৭৮
তদ্বিনাশবর্ণন	১২৫	৫৩ অঃ। জ্যোতিঃসম্মিলেশ কথন	২৮৫
২৬ অঃ। স্বরোৎপত্তি কথন	১৩২	৫৪ অঃ। নীলকণ্ঠ স্তব	২৯৪
২৭ অঃ। মহাদেবমূর্তিবর্ণন	১৩৬	৫৫ অঃ। লিঙ্গোদ্ভব স্তব	৩০৩
২৮ অঃ। ঋষিবংশকীর্তন	১৪০	৫৬ অঃ। পিতৃবর্ণন	৩০৮
২৯ অঃ। অগ্নি বর্ণন	১৪৩	৫৭ অঃ। যজ্ঞপ্রবর্তন	৩১৫
৩০ অঃ। দক্ষকৃত শিবস্তব	১৪৭	৫৮ অঃ। চতুর্যুগ কথন	৩২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৯ অঃ। ঋষিলক্ষণ	৩৩২	৮৪ অঃ। বৈবস্বতোৎপত্তি কথন	৫০৯
৬০ অঃ। বেদশাস্ত্র প্রণয়ন বর্ণন	৩৪১	৮৫ অঃ। বৈবস্বতকৃত সৃষ্টি কথন	৫১৪
৬১ অঃ। প্রজাপতিবংশ কীর্তন	৩৪৭	৮৬ অঃ। বৈবস্বতবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে	
৬২ অঃ। পৃথিবী দোহন কথন	৩৬১	গান্ধর্ব মুচ্ছনা লক্ষণ কথন	৫১৭
৬৩ অঃ। পৃথুবংশ বর্ণন	৩৭৫	৮৭ অঃ। গীতালঙ্কার নির্দেশ	৫২১
৬৪ অঃ। বৈবস্বত সৃষ্টিবর্ণন	৩৮০	৮৮ অঃ। ইক্ষ্বাকুবংশ কথন	৫২৪
৬৫ অঃ। ভৃগু ও শুক্র প্রভৃতির		৮৯ অঃ। মৈথিলবংশ বর্ণন	৫৩৯
উৎপত্তি বিবরণ	৩৮২	৯০ অঃ। সোমোৎপত্তি কথন	৫৪১
৬৬ অঃ। কশ্যপীয় প্রজাসৃষ্টি	৩৯৩	৯১ অঃ। অমাবসু-বংশ বর্ণন	৫৪৪
৬৭ অঃ। ব্রহ্মা হইতে আকুতাদির		৯২ অঃ। রজ্জিয়ুদ্ধ বর্ণন	৫৫৩
উৎপত্তি	৪০৫	৯৩ অঃ। যযাতির উৎপত্তি বিবরণ	৫৬১
৬৮ অঃ। দনুবংশ বর্ণন	৪১৫	৯৪ অঃ। কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনোৎপত্তি	৫৬৮
৬৯ অঃ। মৌনেয়াখ্য দেব-গন্ধর্বাদির		৯৫ অঃ। জ্যামঘবৃত্তান্ত কথন	৫৭২
বিবরণ	৪১৭	৯৬ অঃ। বিষ্ণুবংশ বর্ণন	৫৭৬
৭০ অঃ। ঋষিবংশ বর্ণন	৪৪১	৯৭ অঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্যে শঙ্কর স্তব	৫৯৫
৭১ অঃ। শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়া কথন	৪৪৭	৯৮ অঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্য কথন	৬০৯
৭২ অঃ। কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বিবরণ	৪৫৩	৯৯ অঃ। তুর্বসু প্রভৃতির বংশ বর্ণন	৬১৮
৭৩ অঃ। শ্রাদ্ধকল্প কথন	৪৫৭	১০০ অঃ। মন্বন্তর কথন	৬৫১
৭৪ অঃ। পিতৃ-পাত্র নির্দেশ	৪৬১	১০১ অঃ। শিবপুর বর্ণন	৬৬৮
৭৫ অঃ। বলিপাত্র কীর্তন	৪৬৩	১০২ অঃ। প্রতिसর্গ বর্ণন	৬৯২
৭৬ অঃ। বিশ্বদেবের উৎপত্তি	৪৬৮	১০৩ অঃ। সৃষ্টিবর্ণন	৭০২
৭৭ অঃ। শ্রাদ্ধকল্প প্রসঙ্গে		১০৪ অঃ। ব্যাসসংশায় পনোদন	৭০৭
তীর্থ-যাত্রা কথন	৪৭২	১০৫ অঃ। গয়া-মাহাত্ম্য	৭১৫
৭৮ অঃ। শ্রাদ্ধের উপাদেয় দ্রব্য কথন	৪৮১	১০৬ অঃ। গয়াসুর-বৃত্তান্ত কথন	৭১৮
৭৯ অঃ। ব্রাহ্মণপ্রদক্ষিণফল কথন	৪৮৬	১০৭ অঃ। শিলা-বৃত্তান্ত কথন	৭২৬
৮০ অঃ। শ্রাদ্ধ কথন প্রসঙ্গে		১০৮ অঃ। শিলা-মাহাত্ম্যাদি কীর্তন	৭৩০
দানফল কথন	৪৯৩	১০৯ অঃ। গদাধর-বৃত্তান্ত কথন	৭৩৭
৮১ অঃ। শ্রাদ্ধফল কথন	৪৯৭	১১০ অঃ। গয়া-যাত্রা কথন	৭৪২
৮২ অঃ। নক্ষত্রবিশেষে শ্রাদ্ধফল		১১১ অঃ। উত্তরমান সতীর্থে	
কথন	৪৯৯	স্নানফলাদি	৭৪৭
৮৩ অঃ। পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধক		১১২ অঃ। গয়রাজের যজ্ঞ বর্ণন	৭৫৩
দ্রব্য কথন	৫০০		

সূচীপত্র সমাপ্ত

বায়ু পুরাণম্

প্রক্রিয়া পাদঃ

প্রথমোহধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈধৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীধৈব ততো জয়তুদীরয়েং ॥

জয়তিপরাশরসুনুঃ

সত্যবতী-হৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ ।

যস্যাস্যকমলগলিতং

বাজ্রায়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥১

প্রপদ্যে দেবমীশানং শাস্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।

মহাদেবং মহাত্মানং সর্বস্য জগতঃ পতিম্ ॥২

ব্রহ্মাণং লোককর্তারং সর্বজ্ঞমপরাজিতম্ ।

প্রভুং ভূতভবিষ্যস্য সাম্প্রতস্য চ সৎপতিম্ ॥৩

জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ জগৎপতেঃ ।

ঐশ্বর্যধৈব ধর্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্ ॥৪

য ইমান পশ্যতে ভাবান্নিত্যং সদসদাশ্রকান্ ।

আবিশক্তি পুনস্তং বৈ ক্রিয়াভাবার্থমীশ্বরম্ ॥ ৫

লোককর্ত্ত্বোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমাস্থায় তত্ত্বাবিৎ ।

অসৃজৎ সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৬

তমজং বিশ্বকর্মাণং চিত্তপতিং লোকসাক্ষিনম্ ।

পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসূর্ব্রজামি শরণং প্রভুম্ ॥ ৭

ব্রহ্মাবায়ুমহেন্দ্রেভ্যো নমস্কৃত্য সমাহিতঃ ।

ঋষীণাঞ্চ বরিষ্ঠায় বসিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥ ৮

তন্নপ্তে চাতিযশসে জাতুকর্ন্যায় চর্ষয়ে ।

বসিষ্ঠায়ৈব শুচয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় চ ॥ ৯

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

যাঁহার মুখ-কমল-গলিত বাজ্রায় অমৃত এই জগদ্বাসী পান করে, সেই সত্যবতীর হৃদয়ানন্দপ্রদ পরাশরনন্দন বেদব্যাস জয়যুক্ত হউন। যিনি শাস্বত ধ্রুব অব্যয় পুরুষ, যিনি মহাত্মা মহাদেব, যিনি সর্ব জগতের প্রভু, আমি সেই দেবদেব ঈশানের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বলোক-কর্ত্তা, অপরাজিত, এবং ভূত ভাবী ও বর্ত্তমানের

প্রভু, — যে জগৎ পতির জ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য এবং সিদ্ধিচতুষ্টয়সম্পন্ন ধর্ম অপ্রতিম, যিনি এই সদসদাশ্রক ভাবসমূহ নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, যাঁহাতে পুনরায় এই সকল আবিষ্ট হয়, যিনি লোককর্ত্তা ও লোকভক্ষক এবং যিনি যোগাবলম্বনে এই চরাচর নিখিল প্রাণীর সৃষ্টিবিধাতা, আমি পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসু হইয়া সেই অজ অব্যয় চিত্তপতি বিশ্বকর্মা লোকসাক্ষী ব্রহ্মার শরণ লইলাম। ১—৭। আমি সমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মা, বায়ু ও মহেন্দ্রকে এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠ,

পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মোক্তং বেদসম্মিতম্ ।
 ধর্মার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমৈঃ সুবিভূষিতম্ ॥ ১০
 অসীমকৃষ্ণে বিক্রান্তে রাজন্যে হনুপমাত্ম য ।
 প্রশাসতীম্যং ধর্মেণ ভূমিং ভূমিপসন্তমে ॥ ১১
 ঋষয়ঃ সংশিতাত্মানঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
 ঋজবো নষ্টরজসঃ শাস্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রস্ত ইজিরে ॥ ১২
 নদ্যাস্তীরে দৃষদ্বত্যাঃ পুণ্যায়াঃ শুচিরোধ্যসঃ ।
 দীক্ষিতাস্তে যথাশাস্ত্রং নৈমিষারণ্যগোচরাঃ ॥
 দ্রষ্টুং তাং স মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ
 লোমানি হর্ষরাধক্ষে শ্রোতৃগাং যৎসুভাষিতৈঃ
 কর্মণা প্রথিতস্তেন লোকেহ স্মাত্তমহর্ষণঃ ॥ ১৫
 তপঃশ্রুতচারনিধের্বৈদব্যাসস্য ধীমতঃ ।
 শিষ্যো বভূব মেধাবী ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
 পুরাণবেদো হাখিলস্তাত্মন সম্যক্প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৭

তাহার নপ্তা প্রথিতযশা ঋষি জ্ঞাতুর্ক্য ও পবিত্র
 কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া এই ধর্ম, অর্থ
 ও ন্যায়সম্পন্ন আগম-ভূষিত ব্রহ্মভাষিত বেদ-
 সম্মিত পুরাণ কীর্তন করিতেছি। নরপতি-প্রবর
 অমিতপ্রভাব পরাক্রান্ত রাজা অসীমকৃষ্ণ, যখন
 ধর্মানুসারে এই পৃথ্বী শাসন করেন, তৎকালে
 নৈমিষারণ্যবাসী সংশিতাত্মা সত্যব্রত-ব্রত সরল-
 চিত্ত শাস্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ যথাশাস্ত্র
 দীক্ষিত হইয়া পুণ্যতটশালিনী পুণ্যজলবতী
 দৃষদ্বতী নদীর তীরদেশে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক
 দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ সময়
 মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিবার জন্য
 পৌরাণিকপ্রবর মহাবুদ্ধি সূত লোমহর্ষণ তথায়
 আগমন করেন। ইনি সুষ্ঠুবাক্যে শ্রোতৃগণের
 রোমরাজি হর্ষিত করিতেন, তাহার এই বর্ণ দ্বারা
 লোকে তিনি লোমহর্ষণ নামে প্রথিত
 হইয়াছিলেন। সূত লোমহর্ষণ তপস্যা, শ্রুত ও
 আচার-নিধি ধীমান্ বেদব্যাসের ত্রিলোক-বিখ্যাত
 মেধাবী শিষ্য ছিলেন। সমস্ত পুরাণ-বেদ তাহাতে

ভারতী চৈব বিপূলা মহাভারতবর্দ্ধিনী ॥ ১৮
 ধর্মার্থকামমোক্ষার্থাঃ কথা যস্মিন প্রতিষ্ঠিতাঃ *
 মুক্তাঃ সুপরিভাষাশ্চ ভূমাবোষধয়ো যথা ॥ ১৯
 স তাং ন্যায়েন সুধিয়ো ন্যায় ধনুনিপুঙ্গবান্ ।
 অভিগম্যোপসংসৃত্য নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২০
 তোষায়ামাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানুপীন্ ।
 তে চাপি সত্রিণঃ শ্রীতাঃ সসদস্যা মহৌজসঃ ॥ ২১
 তস্মৈ সাম চ পূজাং চ যথাবৎ প্রতিপেদিরে ।
 অথ তেষাং পুরাণস্য শুশ্রূষা সমপদ্যত ॥ ২২
 দৃষ্টা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষণম্ ।
 তস্মিন সত্রে গৃহপতিঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২৩
 ইঙ্গিতৈর্ভাবমালক্ষ্য তেষাং সূতমচোদয়ৎ ।
 ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধির্ভগবান্ ব্রহ্মবিশ্বমঃ ॥ ২৪
 ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সমণ্ডপাসিতঃ ।
 দুদোহ বৈ মতিং তস্য ত্বং পুরাণাশ্রয়াং কথাম্

প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষমূলক
 কথাসমূহের তিনি আধার ছিলেন। মহাভারতময়ী
 বিপুল ভারতী তাহার আয়ত্ত ছিল। ভূমিতলে
 ওষধিরাজির ন্যায় সর্ববিধ সূত্র সুপরিভাষা
 তাহাতে বিরাজ করিত। সেই ন্যায়-নীতিজ্ঞ সূত
 লোমহর্ষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তত্রত্য যজ্ঞসভায়
 সমাগত হইয়া ধীমান্ মুনিপুঙ্গবদিগকে যথানিয়মে
 নমস্কার করিলেন। মেধাবী সূত প্রণিপাত দ্বারা
 সকল ঋষির সন্তোষ জন্মাইলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান-
 তৎপর, মহৌজা মহর্ষিগণও তাহাকে যতারীতি
 সম্মানপূর্বক সমাদর করিলেন। অনন্তর সেই অতি
 বিশ্বস্ত বিদ্বান লোমহর্ষণকে দেখিয়া সকল ঋষিরই
 পুরাণপ্রস্তাব শুনিবার বাসনা হইল। ৮ — ২২।
 সেই যজ্ঞে যিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ গৃহপতি ছিলেন, তিনি
 ইঙ্গিতক্রমে সমস্ত ঋষির অভিপ্রায় বুঝিয়া
 লোমহর্ষণকে বলিলেন — হে সূত! তুমি ইতিহাস
 পুরাণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মহামুদ্রি ভগবান্
 ব্রহ্মবিশ্বম ব্যাসদেবের সম্যক্ উপাসনা করিয়াছ।

*এতৎপাদ চতুষ্কং কচিন্ন লভ্যতে।

এষাঞ্চ ঋষিমুখ্যাণাং পুরাণং প্রতি ধীমতাম্ ।
 শুশ্রাবাস্তি মহাবুদ্ধে তচ্ছ্রাবয়িতুমহসি ॥ ২৬
 সৰ্বে হোমে মহাত্মানো নানাগোত্রাঃ সমাগতাঃ
 স্বাং স্বাং বংশান্ পুরাণৈস্ত শৃণুয়ুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
 সপুত্রান দীর্ঘসত্রেহ স্বাং শ্রাবয়েথা মুনীনধ ।
 দীক্ষিষ্যমাণৈরস্মাভিস্তেন প্রাগসি সংস্মৃতঃ ॥
 ইতি সম্বোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরাম্
 শ্লক্ষ্মাঞ্চ ন্যায়সংযুক্তাং যাং ব্রায়াম্ভ্রোমহর্ষণঃ ॥ ২৯

সূত উবাচ ।

পুতোহস্ম্যনুগৃহতিচ্চ ভবন্তিরভিনোদিতঃ ।
 পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞেঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ৩০
 স্বধর্ম এষ সূতস্য সন্তিদৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ ।
 দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঃ চামিততেজসাম্ ॥
 বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্
 ইতিহাসপুরাণেষ দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩২
 ন হি বেদেষবীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে ।

বৈন্যস্য হি পৃথোর্ব্যজ্ঞে বর্তমানে মহাত্মনঃ । ৩৩
 সূতায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতঃ ।
 ঐন্দ্রেণ হবিষা তত্র হবিঃ পূক্তং বৃহস্পতেঃ ॥
 জুহাবেন্দ্রায় দেবায় ততঃ সূতো ব্যজায়ত ।
 প্রমাদান্তত্র সঞ্জ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং চ কর্মসু ॥
 শিষ্যহব্যেন যৎপূক্তমাভভূতং গুরোহবিঃ ।
 অধরোত্তরচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণ-বৈকৃতঃ ॥ ৩৬
 যচ্চ ক্ষত্রাৎসমভবদ্ ব্রাহ্মণাবরযোনিতঃ ।
 ততঃ পূর্বেণ সাধম্যার্জুণ্যধম্মা প্রকীর্তিতঃ ॥
 মধ্যমো হ্যেব সূতস্য ধর্মঃ ক্ষত্রোপবীজনম্ ।
 রথনাগাশ্চরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্ ॥ ৩৮
 তৎস্বধর্মমহং পৃষ্টো ভবন্তির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
 কস্মাৎ সম্যগ্ ন বিব্রুয়াং পুরাণমৃষিপূজিতম্ ॥
 পিতৃণাং মানসী কন্যা বাসবী সমপদ্যত ।
 অপধ্যাতা চ পিতৃভির্মৎস্যায়োনৌ বভূব সা ॥
 অরণীব হতাশস্য নিমিত্তং যস্য জন্মনঃ ।

তাঁহার বুদ্ধি হইতে তুমি পুরাণবিষয়িনী কথা দোহন
 করিয়া লইয়াছ। হে মহা বুদ্ধি! এখানে এই যে সকল
 ধীমান ঋষি প্রধান আছেন, ইহাঁদের পুরাণ শ্রবণে
 ঔসুক্য হইয়াছে, অতএব তুমি ইহাঁদিগের
 শ্রবণেচ্ছাপূরণ কর। এই সমাগত ব্রহ্মবাদী মহাত্মা
 ঋষিগণ নানা গোত্রে বিভক্ত; ইহাঁরা পৌরাণিক
 প্রস্তাবে স্ব স্ব বংশ বিবরণ শ্রবণ করুন। তুমি সপুত্র
 মুণিগণকে পুরাণ প্রস্তাব শ্রবণ করাইবে; এইজন্য
 আমরা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্বেই তোমাকে
 স্মরণ করিয়াছিলাম। পুরাণজ্ঞ সত্যব্রতরত মুনিগণ
 এইরূপে তখন সূতকে পুরাণ কথনে প্রণোদিত
 করিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দেশ
 করিয়াছেন যে অমিততেজা দেব, ঋষি, রাজা ও
 অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত
 জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম। ব্রহ্মবাদিগণ ইতিহাস-
 পুরাণ-সম্বন্ধেই সূতের এইরূপ অধিকার নির্দেশ
 করেন; পরন্তু দেবসমূহে সূতের কোনই অধিকার
 দেখা যায় না। বৈননন্দন মহাত্মা পৃথুর যজ্ঞে সূত্যা

হইতেই প্রথমে সূতের উৎপত্তি হয়। সূত
 বর্ণসঙ্কর। ঐ যজ্ঞে ঐন্দ্র হবির সহিত বৃহস্পতির
 হবিঃ সম্পূক্ত হইয়াছিল, সেই হবি ইন্দ্রের
 উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে সূত
 জন্মগ্রহণ করে। শিষ্যহব্যে সম্পূক্ত হইয়া গুরুর
 হবি অভিভূত হইয়াছিল; এইজন্য অধরোত্তর
 ক্রমে বর্ণসঙ্কর সূতের উৎপত্তি হয়। সূত্র হইতে
 ব্রাহ্মণেতর যোনিতে জন্ম হওয়ায় সাধর্ম্যক্রমে
 সূত পূর্বের সহিত তুল্যধর্ম্য বলিয়াই কীর্তিত।
 ২৩-৩৭। কিন্তু এই ক্ষত্রবৃত্তি সূতের মধ্যম ধর্ম,
 আর রথ, নাগ ও অশ্ব চালনা বা চিকিৎসা সূতের
 জঘন্য ধর্ম। অতএব আপনার ব্রহ্মাণী ঋষি,
 আমাকে আমার স্বধর্মই জিজ্ঞাস করিয়াছেন
 সূতরাং আমি সেই ঋষিপূজিত পুরাণ কথা কেন
 না বলিব? পিতৃগণের বাসবী নামে এক মানসী
 কন্যা ছিল। সে পিতৃগণ কর্তৃক অপধ্যাত হইয়া
 মৎস্যায়োনিতে জন্ম গ্রহণ করে। অরণি যেমন
 হতাশনজন্মের

তস্যাং জাতো মহাযোগী ব্যাসো বেদবিদাং
বরঃ ॥ ৪১

তস্মৈ ভগবতে কৃত্বা নমো ব্যাসায় বেধসে ।
পুরুষায় পুরাণায় ভৃগুবাক্য প্রবর্তিনে ।
মানুষচ্ছদ্যরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।
জাতমাত্রাঞ্চ যং বেদ উপভস্মে সসংগ্রহঃ ॥ ৪৩
ধর্মমেব পুরস্কৃত্য জাতুকর্ষ্যাদ্বাপ তম্ ।
মতিং মহানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ ।
প্রকাশং জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ ॥
বেদক্রমশ্চ যং প্রাপ্য সশাখঃ সমপদ্যত ।
ভূমিকালগুণান প্রাপ্য বহুশাখো যথা ক্রমঃ ॥
তস্মাদহমুপশ্রুত্য পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
সর্বজ্ঞাং সর্ববেদেষু পূজিতাদীপ্ততেজসঃ ।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং মাতরিষা ॥ ৪৭
পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্বং নৈমিষীয়ের্মহাত্মভিঃ ।
মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তশ্চ তুর্বাঙ্কচতুর্মুখঃ ॥ ৪৮

নিমিত্ত, তেমনি সেই মৎস্যসম্ভবা কন্যা মহর্ষি
বেদব্যাসের উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া ছিল ।
বেদবিদগণের অগ্রণী মহাযোগী ব্যাস সেই
মৎস্যদুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । আমি সেই
ভগবান পুরাণপুরুষ মানুষচ্ছদ্যরূপী প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পুরাণপ্রস্তাব আরম্ভ
করিব । যাহার জন্মমাত্রই সাক্ষ বেদ আয়ত্ত
হইয়াছিল, যিনি ধর্ম পুরঃসর জাতুকর্ষ্য হইতে
বেদপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; যিনি স্বীর মতি
মহানদগুরুপে পরিচালিত করিয়া শ্রুতিসাগর
হইতে জগতে মহাভারতরূপ চন্দ্রমাকে প্রকাশিত
করিয়াছিলেন, যোগ্য ভূমি ও যোগ্যকাল প্রাপ্ত
হইয়া বৃক্কে যেমন বহুশাখায় সমন্বিত হয়, তেমনি
যাহাকে পাইয়া বেদ বৃক্ষ শাখাশালী হইয়াছিল,
আমি সেই সর্বজ্ঞ সর্ববেদপূজিত দীপ্ত তেজা
ব্রহ্মবাদী মহর্ষির মুখে পুরাণকথা শ্রবণ করিয়া
অধুনা বায়ুপ্রোক্ত পুরাণ বর্ণন করিব । পূর্বে
নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণ বায়ুর নিকট
জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে বায়ু এই পুরাণ

অচিন্ত্যচাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভূহেতুরীশ্বরঃ ।
অব্যক্তং কারণং যদ্যমিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৪৯
মহাদিবিশেষান্তং সৃজ্যতীতি বিনিশ্চয়ঃ ।
অণ্ডং হিরণ্ময়ং চৈব বভূবাপ্রতিমং ততঃ ॥ ৫০
অণ্ডস্যাবরণং চাষ্টিরপামপি চ তেজসা ।
বায়ুনা তস্য নভিসা নভো ভূতাদিনাবৃতম্ ॥
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাহবৃতো মহান্ ।
অতোহত্র বিশ্বদেবানামিষীণাং চোপবর্ণিতম্ ॥
নদীনাং পর্বতানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবো হত্র শস্যতে ।
মন্মন্তরাণাং সর্বেষাং কল্পানাং চোপবর্ণম্ ॥ ৫৩
কীর্তনং ব্রহ্মাক্ষত্রস্য ব্রহ্মজন্ম চ কীর্ত্যতে ।
অত্রো ব্রহ্মাণি ঐষ্টৃত্বং প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ॥ ৫৪
অবস্থাশ্চাত্র কীর্ত্যন্তে ব্রহ্মাণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
কল্পানাং বৎসরৈশ্চৈব জগতঃ স্থাপনং তথা ॥ ৫৫
শয়নঞ্চ হরেকুত্র পৃথিব্যাক্করণং তথা ।
সন্নিবেশঃ পুরাদীনাং বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ॥ ৫৬
বৃক্ষাণাং গৃহসংস্থানাং সিদ্ধীনাঞ্চ বিনাশনম্ ।

বলিয়াছিলেন । যিনি মহেশ্বর পরম পুরুষ অব্যক্ত
চতুর্বাহু, চতুর্মুখ, যাহার স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি
অপ্রমেয়, স্বয়ম্ভূ, সর্বহেতু ঈশ্বর, তিনিই এই নিত্য
সদসদাত্মক মহাদি বিশেষান্ত নিখিল পদার্থ সৃজন
করেন, ইহাই নিশ্চিত । প্রথমে এক অপ্রতিম
হিরণ্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয় । সেই অণ্ডের আবরণ
জল, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে,
আকাশ ভূতাদিতে, ভূতাদি মহতে এবং মহান
অব্যক্তে আবৃত । আদি সৃষ্টিক্রম এইরূপেই
বর্ণিত । ৩৮-৫২ । যাহা হউক, অতঃপর এই
পুরাণে বিশ্বদেব ও ঋষিগণের বিবরণ নিরূপণ,
নদী ও পর্বত সমূহের প্রাদুর্ভাব প্রকটন, সমস্ত
মন্মন্তর ও কল্প বর্ণন, ব্রহ্মাক্ষত্র ও ব্রহ্মজন্ম কীর্তন,
ব্রহ্মা ঐষ্টৃত্ব ও গজাসৃষ্টি উপবর্ণন, অব্যক্তজন্মা
ব্রহ্মার অবস্থাকীর্তন, এবং কল্প, বৎসর, ও জগৎ
স্থাপন, হরিশয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার সাধন,
পুরাদির সন্নিবেশ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, গৃহসংস্থা
বৃক্ষাদির বিনাশ, যোজন ও পথসমূহের

যোজনানাং পথাঙ্কৈব সঞ্চরং বহুবিস্তরম্ ॥ ৫৭ ॥
 স্বর্গে স্থানবিভাগঞ্চ মর্ত্যানাং শুভচারিণাম্ ।
 বৃক্ষাণামোষধীনাঞ্চ বীরুধাঞ্চ প্রকীর্তনম্ ॥ ৫৮ ॥
 বৃক্ষনারিকীটত্বং মর্ত্যানাং পরিকীর্তনম্ ।
 দেবতানামৃষীণাঞ্চ দ্বৈ সৃতী পরিকীর্তিতে ॥ ৫৯ ॥
 অন্নাদানাং তনুনাঞ্চ সৃজনং ত্যজনং তথা ।
 প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মাণা স্মৃতম্ ॥ ৬০ ॥
 অনন্তরঞ্চ বক্ত্রে ভ্যো বেদান্তস্য বিনিঃসৃতাঃ ।
 অঙ্গানি ধর্মশাস্ত্রাঞ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা ॥ ৬১ ॥
 পশুনাং পুরুষাণাঞ্চ সম্ভবঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 তথা নিব্বচনং প্রোক্তং কল্পসা চ পরিগ্রহঃ ॥ ৬২ ॥
 নব সর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মাণোহবুদ্ধিপূর্বকাঃ ।
 ত্রয়োহন্যে বুদ্ধিপূর্বাস্তু ততো লোকানকল্পয়ৎ
 ব্রহ্মাণোহবয়বেভ্যশ্চ ধর্মাদীনাং সমুদ্ভবঃ ।
 যে দ্বাদশ প্রসূয়ন্তে প্রজাঃ কল্পে পুনঃপুনঃ ॥ ৬৪ ॥
 কল্পয়োরন্তরং প্রোক্তং প্রতिसন্ধিঞ্চ যন্তয়োঃ ।
 তমোমাত্রাবৃত্ত্বাচ্চ ব্রহ্মাণোহধর্মসম্ভবঃ ॥ ৬৫ ॥
 তথৈব শতরূপায়াঃ সম্ভবশ্চ ততঃ পরম্ ।
 প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ প্রসূত্যা কৃতয়শ্চ তাঃ ॥ ৬৬ ॥

বহুবিস্তার সঞ্চার, ভূতলগত ও মর্ত্যগণের স্বর্গে
 স্থান-বিভাগ, বৃক্ষ, ওষধি ও লতারাজির
 উৎপত্তিবাক্য, মর্ত্যদিগের বৃক্ষত্ব ও নারকীয় কীটত্ব
 কীর্তন, দেব ও ঋষিদিগের দ্বিবিধ পদবী-কথন,
 অন্নাদি ও তনু প্রভৃতির সৃজন ও বিসর্জন,
 সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে ব্রহ্মা কর্তৃক অগ্রে পুরাণ-বেদন,
 অনন্তর তদায় বক্তৃসমূহ হইতে সাস্ত্র বেদচতুষ্টয়,
 ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ব্রত নিয়মাদির আবির্ভাব,
 পশু ও পুরুষদিগের উৎপত্তি, কল্পনিব্বাচন, কল্প-
 পরিগ্রহ, ব্রহ্মাকর্তৃক অবুদ্ধিপূর্বক পুনরায় নববিধ
 সৃষ্টি, বুদ্ধিপূর্বক অন্য ত্রিবিধ সৃষ্টি, অনন্তর
 লোককল্পন, ব্রহ্মার অবয়ব হইতে ধর্মাদির
 উদ্ভব, দ্বাদশবিধ প্রজার প্রতিকল্পীয় পুনঃপুনঃ
 উৎপত্তি, কল্পদ্বয়ের মধ্য ও তাহার প্রতিসন্ধি,
 তমোমাত্রা আবৃত্ত হওয়ায় ব্রহ্মা হইতে অধর্মের
 আবির্ভাব, অনন্তর শতরূপার সম্ভব, প্রিয়ব্রত,

কীর্ত্ত্যন্তে ধূতপাপানো যেযু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতা
 রুচেঃ প্রজ্ঞাপতেশ্চোদ্যমাকৃত্যাং মিথুনোদ্ভবঃ ॥
 প্রসূত্যা মপি দক্ষস্য কন্যানাং প্রভবন্ততঃ ।
 দাক্ষায়ণীষু চাপ্যুর্দ্ধং শ্রদ্ধাদ্যাসু মহাত্মনাম্ ॥ ৬৮ ॥
 ধর্মস্য কীর্ত্ততে সর্গঃ সাত্ত্বিকস্য সুখোদয়ঃ ।
 তথাধর্মস্য হিংসায়াং তামসোহশুভলক্ষণঃ ॥
 মহেশ্বরস্য সত্যঞ্চ প্রজ্ঞাসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
 নিরাময়ঞ্চ ব্রহ্মাণং তাদৃশং কীর্ত্তিতং পুনঃ ॥ ৭০ ॥
 যোগং যোগনিধিঃ প্রাহ দ্বিজানাং মুক্তি -
 কাঙ্ক্ষিণাম্ ।

অবতারশ্চ রুদ্রস্য মহাভাগ্যং তথৈব চ ॥ ৭১ ॥
 ত্রৈবেদিকা কথা বাপি সংবাদঃ পরমো মহান্ ।
 ব্রহ্মানারায়ণাভ্যাঞ্চ যত্র স্তোত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
 স্তুতস্তাভ্যাং স দেবেশস্ততোষ ভগবান্ধ্রিবঃ ।
 প্রাদুর্ভাবোহথ রুদ্রস্য ব্রহ্মাণোহঙ্গে মহাত্মনঃ ॥
 কীর্ত্ততে নায়হেতুশ্চ যথারোদীন্মহামনাঃ ।
 রুদ্রাদীনি যথা হৃষ্টো নামান্যাপ্নোৎ স্বয়ম্ভুবঃ ॥
 যথা চ তৈর্যাপ্তমিদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 ভগ্নাদীনামৃষীণাঞ্চ প্রজ্ঞাসর্গোপবর্ণনম্ ॥ ৭৫ ॥

উত্তানপাদ, প্রসূতি ও আকৃতি প্রভৃতি লোকপ্রতিষ্ঠা
 নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গের বিবরণ, আকৃতির গর্ভে
 প্রজ্ঞাপতি রুচির মিথুনোৎপত্তি, প্রসূতির গর্ভে
 দক্ষ-কন্যাগণের উদ্ভব, শ্রদ্ধাদি দক্ষকন্যার সাত্ত্বিক
 ধর্মের সুখজনক সৃষ্টি, হিংসার গর্ভে অধর্মের
 অশুভ-লক্ষণ তামস সৃষ্টি, সতীর গর্ভে মহেশ্বরের
 প্রজ্ঞাসৃষ্টি, ব্রহ্মার নিরাময়ত্ব, মুমুকু দ্বিজগণের
 জন্য যোগনিধি কর্তৃক যোগক্রম কীর্ত্তন, রুদ্রের
 অবতার ও মহাভাগ্য-কথন, ত্রৈবেদিক কথা,
 ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরমোদার সংবাদ, ব্রহ্মা ও
 নারায়ণ-কৃত মহেশ্বর-স্তব, ব্রহ্মা ও নারায়ণের
 স্তবে ভগবান শিবের পরিতুষ্টি, মহাত্মা ব্রহ্মার
 অঙ্গে রুদ্রের আবির্ভাব, তদীয় রোদনের হেতু,
 স্বয়ম্ভুর নিকট তাঁহার রুদ্রাদি অষ্টনাম প্রাপ্তি,
 রুদ্রগণ কর্তৃক এই চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্তি, ভূত
 প্রভৃতি ঋষিগণের প্রজ্ঞাসৃষ্টি,

বশিষ্ঠস্য চ ব্রহ্মার্ঘ্যত্র গোত্রানুকীৰ্ত্তনম্ ।
 অগ্নেঃ প্রজায়াঃ সন্ততিঃ স্বাহায়াং যত্র কীৰ্ত্তিতা
 পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং স্বধায়াস্তদনন্তরম্ ।
 পিতৃবংশপ্রসঙ্গে কীৰ্ত্ত্যতে চ মহেশ্বরঃ ॥ ৭৭
 দক্ষস্য শাপঃ সত্যৰ্তে ভৃগ্বাদীনাঞ্চ ধীমতাম্ ।
 প্রতিশাপশ্চ রুদ্রস্য দক্ষাদভূত কৰ্ম্মণঃ ॥ ৭৮
 প্রতিষেধশ্চ বৈবস্য কীৰ্ত্ত্যতে দোষদৰ্শনাৎ ।
 মন্বন্তরপ্রসঙ্গে কালজ্ঞানঞ্চ কীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৭৯
 প্রজাপতেঃ কৰ্ম্মদস্য কন্যা যা শুভলক্ষণা ।
 প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং কীৰ্ত্ত্যতে যত্র বিস্তরঃ ॥ ৮০
 তেষাং নিয়োগো দ্বীপেষু দেশেষু চ পৃথক্ পৃথক্
 স্বায়ম্ভুবস্য সর্গস্য ততশ্চাপ্যানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৮১
 উক্তো নাভেনিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাত্মনঃ ।
 দ্বীপানাং সমুদ্রাণাং পর্বতানাঞ্চ কীৰ্ত্তনম্ ॥ ৮২
 বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ তন্ত্বেদানাঞ্চ সর্বশঃ ।
 দ্বীপভেদসহস্রাণামন্তর্ভেদশ্চ সপ্তসু ॥ ৮৩
 বিস্তরান্মণ্ডলাশ্চৈব জম্বুদ্বীপসমুদ্রয়োঃ ।
 প্রমাণং যোজনাগ্রেণ কীৰ্ত্ত্যতে পর্বতেঃ সহ ॥
 হিমবান্ হেমকূটস্ত নিষধো মেরুরেব চ ।
 নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ কীৰ্ত্ত্যন্তে বর্ষ পর্বতাঃ ॥
 তেষামন্তর বিষ্কম্বা উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ ।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রানুকীৰ্ত্তন, স্বাহাগর্ভে
 অগ্নির প্রজাসৃষ্টি, স্বধা হইতে দ্বিবিধপিতৃগণসৃষ্টি,
 পিতৃবংশপ্রসঙ্গে মহেশ্বর হইতে সতী নিমিত্ত দক্ষ
 ও ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উদ্দেশ্যে অভিষাপ,
 অভূতকৰ্ম্মা দক্ষের রুদ্রকে প্রতিশাপ প্রদান,
 বিস্তৃতরূপে বৈব-নির্যাতন কথন, দ্বীপ ও
 দেশসমূহে তাহা দিগের পৃথক্ পৃথক্ বিনিয়োগ,
 স্বায়ম্ভুব সৃষ্টি কীৰ্ত্তন, মহাত্মা নাভি ও রজার সৃষ্টি
 কথন, দ্বীপ, সমুদ্র, ও পর্বত-বর্ণন, বর্ষ, নদী,
 তন্ত্বে ভেদ ও সপ্ত দ্বীপের অন্তর্গত সহস্র সহস্র
 দ্বীপভেদ, জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্রের মণ্ডল বিস্তার
 হইতে পর্বতসমূহ সহ যোজনাধিক প্রমাণ কীৰ্ত্তন,
 হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গ
 বান, প্রভৃতি বর্ষপর্বতসমূহের বিবরণ, পর্বত
 সকলের অন্তর বিষ্কম্বা, উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ ও

কীৰ্ত্তন্তে যোজনাগ্রেণ যে চ তত্র নিবাসিনঃ ॥
 ভারতাদীনি বর্ষাণি নদীভিঃ পর্বতেস্তথা ।
 ভূতৈশ্চোপনিবিষ্টানি গতিমন্ত্ৰিঞ্চ বৈস্তথা ॥ ৮৭
 জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রেঃ সপ্তাভবতাঃ ।
 ততশ্চাপ্যময়ী ভূমিলোকালোকশ্চ কীৰ্ত্ত্যতে ॥
 অণ্ডস্যান্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।
 ভূরাদয়শ্চ কীৰ্ত্ত্যন্তে বরণৈঃ প্রাকৃতৈঃ সহ ॥ ৮৯
 সর্বঞ্চ তৎপ্রধানস্য পরিমণৈকদেশিকম্ ।
 সব্যাসপরিমাণঞ্চ সন্তেক্ষপেণৈব কীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৯০
 সূর্য্যচন্দ্রমসৌশ্চৈব পৃথিব্যাশ্চাপ্যশেষতঃ ।
 প্রমাণং যোজনাগ্রেণ সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ ॥
 মহেন্দ্রাদ্যাঃ সভাঃ পুণ্যা মানসোস্রবমূর্ধ্বনি ।
 অত উর্দ্ধং গতিশ্চোক্তা স্বর্গস্যালাতচক্রবৎ ॥
 নাগবীথ্যজবীথ্যাশ্চ লক্ষণং পরিকীৰ্ত্ত্যতে ।
 কাষ্ঠয়োল্লেখয়োল্লেখৈব মণ্ডলানাঞ্চ যোজনৈঃ ॥
 লোকালোকস্য সঙ্খ্যায়া অহো বিবৃবতস্তথা
 লোকপালাঃ স্থিতাশ্চোর্দ্ধং কীৰ্ত্ত্যন্তে যে
 চতুর্দিশম্ ॥
 পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ পছানৌ দক্ষিণোত্তরৌ ।
 গৃহিণাং ন্যাসিনাং চোক্তৌ রজঃসদৃশমাশ্রয়ৎ ॥

বিস্তার, এবং তন্ত্বে পর্বতের অধিবাসীদিগের
 বৃত্তান্ত, ৫৩-৮৬; স্বাবর জঙ্গম প্রাণিনিচয়াধ্যুষিত
 ভারতাদি বর্ষসমূহের এবং তত্রত্য নদী ও বর্ষাদির
 বিবরণ, জম্বু দ্বীপাদি দ্বীপসকলের সপ্ত সমুদ্র দ্বারা
 পরিবেষ্টন কীৰ্ত্তন, তৎপরবর্তী জলময়ী ভূমি ও
 লোকালোক পর্বত-বিবরণ, সপ্তদ্বীপা মেদিনী ও
 এই সকল লোকের অণ্ডমধ্যে অবস্থান কীৰ্ত্তন, বিভিন্ন
 প্রাকৃত আবরণসহ ভূরাদির বর্ণন, সূর্য্য-চন্দ্র ও
 পৃথিবীর প্রমাণ কীৰ্ত্তন, মানসোস্রব শৈলশিখরে
 মহেন্দ্রাদির পুণ্য সভাবর্ণন, অতঃপর স্বর্গের
 অলাতচক্রাৎ গতি-নিরূপণ, নাগবীথী ও
 অজবীথীর লক্ষণ কীৰ্ত্তন, চারিদিকের উর্দ্ধস্থ
 লোকপালদিগের নাম নিরূপণ, পিতৃ ও দেবগণের
 দক্ষিণোত্তর পথ-নির্দেশ, রজ ও সদৃশ্যের আশ্রয়-
 নিবন্ধন গৃহী ও সন্ন্যাসীদিগেরও উক্ত দ্বিবিধ পথ

কীর্ত্যতে চ পদং বিশেষধর্মাদ্যা যত্র বিষ্টিতাঃ ।
 সূর্য্যচন্দ্রমসোশ্চারো গ্রহাণাং জ্যোতিষাং তথা
 কীর্ত্যতে ধ্রুবসামর্থ্যাং প্রজ্ঞানাঞ্চ শুভাশুভম্ ।
 ব্রহ্মাণানির্মিতঃ সৌরঃ স্যন্দনোহর্থবশাং স্বয়ম্
 কীর্ত্যতে ভগবান যেন প্রসপতি দিবি স্বয়ম্ ।
 সরেথোহধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈশ্চিতিস্তথা ॥
 গন্ধর্বৈরঙ্গরোভিচ্চ গ্রামণীসপরাঙ্কসৈঃ ।
 অপাং সারময়শ্চেন্দোঃ কীর্ত্যতে চ রথস্তথা ॥
 বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চ সোমস্য কীর্ত্যতে সূর্য্যকারিতৌ
 সূর্য্যাদীনাং স্যন্দনানাং ধ্রুবাদেব প্রকীর্তনম্ ॥
 কীর্ত্যতে শিশুমারশ্চ যস্য পুচ্ছে ধ্রুবঃ স্থিতঃ ।
 তারারূপাণি সর্বাণি নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ১০১
 নিবাসা যত্র কীর্ত্যন্তে দেবানাং পুণ্যকারিণাম্
 সূর্য্যরশ্মিসহস্রে চ বর্ষশীতোষ্ণনিঃস্রবঃ ॥ ০২
 প্রবিভাগশ্চ রশ্মীনাং নামতঃ কস্ম্যনোহর্থতঃ ।
 পরিমাণগতী চোক্তে গ্রহাণাং সূর্য্যাসংশ্রয়াৎ ॥
 যথা চাণ্ডি বিধাং প্রাপ্তা শস্তোঃ কণ্ঠস্য নীলতা

কখন, ধর্মাদির অধিষ্ঠান বিষ্ণুপদ কীর্তন, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্ঘার বর্ণন, ধ্রুবসামর্থ্যে প্রজ্ঞাবর্ণের শুভাশুভ নিরূপণ, প্রয়োজনবশে স্বয়ং ব্রহ্মা যে সৌর স্যন্দন নির্মাণ করেন, ভগবান দিবাকর যাহাতে আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, যাহাতে দেবতা, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব, অঙ্গরা, রথকার, সর্প ও রাক্ষস-গণ বিদ্যমান সেই রথের ও জলসারময় চন্দ্ররথের বিবরণ, সূর্য্যনির্মিত চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় কখন, ধ্রুব হইতে সূর্য্যাদির স্যন্দন-সমূহের কীর্তন, শিশুমার-বিবরণ, তদীয় পুচ্ছে ধ্রুবের অবস্থান বর্ণন, গ্রহগণ সহ তারারূপী সমুদয় নক্ষত্রবিবরণ, তথায় পুণ্যকারী দেবগণের নিবাস কখন, সূর্য্যের সহস্ররশ্মিতে বর্ষরূপ শীত ও উষ্ণ নিঃস্রব কখন, নাম, কস্ম ও অর্থানুসারে রশ্মিসমূহের বিভাগ বর্ণন, সূর্য্যের সংস্রবে গ্রহগণের পরিণাম ও গতি নিরূপণ, বিষপানে শস্তুর আণ্ড নীলকণ্ঠ-প্রাপ্তি বর্ণন, ব্রহ্মাকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া শূলপাণির বিষ

ব্রহ্ম প্রসাদিতস্যাশু বিষাদঃ শূলপাণিনাঃ ॥
 স্তুয়মানঃ সুরৈবিষ্ণুঃ স্তৌতি দেবং মশেশ্বরম্ ।
 লিঙ্গোদ্ভবকথাং পুণ্যাং সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥
 বিশ্বরূপাং প্রধানস্য পরিণামোহয়মদ্ভুতঃ ।
 পুরুরবস ঐলস্য মাহাত্ম্যানু প্রকীর্তনম্ ॥ ১০৬
 পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং তর্পণং চামৃতস্য বৈ ।
 ততঃ পর্ব্বাণি কীর্ত্যন্তে পর্ব্বণাং চৈব সঙ্কয়ঃ ॥
 স্বর্গলোকগতানাঞ্চ প্রাপ্তানাং চাপ্যধোগতিম্ ।
 পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং শ্রাদ্ধেনানুগ্রহো মহান্ ॥
 যুগসংখ্যা প্রমাণঞ্চ কীর্ত্যতে চ কৃতং যুগম্ ।
 ত্রেতাযুগে চাপকর্ষাদ্বার্তায়াঃ সম্প্রবর্তনম্ ॥ ১০
 বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংখ্যানাঞ্চ প্রবর্তনম্ ॥
 বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংস্থিতিধর্মতস্তথা ॥ ১১০
 যজ্ঞ প্রবর্তনৈষেব সংবাদো যত্র কীর্ত্যতে ।
 ঋষীণাং বসুনা সার্কং বসোশ্চাধঃ পুনর্গতিঃ ॥
 প্রপ্তানাং দুর্বিষ্মতঃ স্বায়ত্ত্ববমৃতে মনুম্ ।
 প্রশংসা তপসশ্চোক্তা যুগাবস্থাশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥
 দ্বাপরস্য কলেশ্চাত্র সঙেক্ষপেণ প্রকীর্তনম্ ।
 দেবতির্য্যগ্ভ্য নুয্যাণাং প্রমাণানি যুগে যুগে ॥ ১১৩

ভক্ষণ, সুরগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া বিষ্ণুর মহেশ্বর-স্তব, সর্বপাপ-প্রণাশিনী পাবনী লিঙ্গে উদ্ভবকথা, বিশ্বরূপ হইতে প্রধানের অদ্ভুত পরিণাম, ঐল পুরুরবার মাহাত্ম্য কীর্তন, দ্বিবিধ পিতৃ-পুরুষের তর্পণ বর্ণন, অন্তর পর্ব ও পর্ব-সঙ্কিসমূহের কীর্তন, স্বর্গগত ও অধোগত এই দ্বিবিধ পিতৃ পুরুষগণের শ্রাদ্ধ দ্বারা বিশেষ সুযোগপ্রাপ্তি বর্ণন, যুগসংখ্যা প্রমাণ, কৃত ও ত্রেতাযুগাদির বিবরণ বর্ণন, বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সংখ্যা ও প্রবর্তন, ধর্ম্যানুসারে বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সংস্থান, যজ্ঞ প্রবর্তন, বসু সহ ঋষিগণের সংবাদ কীর্তন, বসুর অধোগতি কখন, স্বায়ত্ত্বর মনু ব্যতীত প্রম্মসমূহের দুর্ব্বচছ কখন, তপস্যার প্রশংসা, সমুদয় যুগবার্তা এবং সংক্ষেপে দ্বাপর ও কলির বৃত্তান্ত বর্ণন, দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্য-দিগের প্রতियুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ

কীর্ত্যন্তে যুগসামর্থ্যং পরিণাহোচ্ছ্রায়ামুখঃ ।
 শিষ্টাদীনাঞ্চ নির্দেশঃ প্রাদূর্ভাবশ্চ কীর্ত্যতে ॥
 মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ লক্ষণং পরিকীর্তিতম্ ।
 ঈশ্বরানাং মনোঃ পিতৃগণস্য চ ॥
 বেদস্য তদ্বিজ্ঞাতানাং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকীর্তনম্ ।
 শাখানাং পরিমাণঞ্চ বেদব্যাসাদিশব্দনম্ ॥
 মন্বন্তরাণাং সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ ।
 দেবতানামুখীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ ॥ ১১৭
 ন শক্যং বিস্তরাঙ্কুমিত্যুক্তঞ্চ সমাসতঃ ।
 মন্বন্তরস্য সংখ্যা চ মানুষেণ প্রকীর্তিতা ॥ ১১৮
 মন্বন্তরাণাং সর্বেষামেতদেব চ লক্ষণম্ ।
 অতীতানাগতানাঞ্চ বর্তমানেন কীর্ত্যতে ॥
 তথা মন্বন্তরাণাঞ্চ প্রতिसন্ধানলক্ষণম্ ।
 অতীতানাগতানাঞ্চ প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেহন্তরে ॥
 মন্বন্তরত্রয়ঞ্চৈব কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্যতে ।
 মন্বন্তরেষু দেবানাং প্রজ্ঞেশানাঞ্চ কীর্তনম্ ॥
 দক্ষস্য চাপি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সূতাঃ ।
 ব্রহ্মাদিভিস্তে জনিতা দক্ষেনৈব চ ধীমতা ॥
 সাবর্ণ্যাদ্যাশ্চ কীর্ত্যন্তে মনবো মেরুমাশ্রিতাঃ ।

ধ্রুবসোত্তানপাদস্য প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ॥ ১১৩
 পৃথুনা বাপি বৈন্যেন ভূমেদৌহপ্রবর্তনম্ ।
 পাত্রাণাং পয়সাক্ষৈব বংশানাঞ্চ বিশেষণম্ ॥
 ব্রহ্মাদিভিঃ পূর্বমেব দুক্ষা চেয়ং বসুন্ধরা ।
 দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতেঃ
 দক্ষস্য কীর্ত্যতে জন্ম সোমস্যাংশেন ধীমতঃ ।
 ভূতভব্যভবেশত্বং মহেন্দ্রাণাঞ্চ কীর্ত্যতে ॥
 মন্বাদিকা ভবিষ্যন্তি আপ্যনৈর্বহুভিবৃতাঃ ।
 বৈবস্বতস্য চ মনোঃ কীর্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ ।
 দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিদ্রতন্তনুম্ ।
 ব্রহ্মশুক্রাং সমুৎপত্তির্ভূতাদীনাঞ্চ কীর্ত্যতে ॥
 বিনিবৃন্তে প্রজাসর্গে চাক্ষুষস্য মনোঃ শুভে ।
 দক্ষস্য কীর্ত্যতে সর্গো ধ্যানাং বৈবস্বতেহন্তরে
 নারদঃ প্রিয়সংবাদো দক্ষপুত্রান্মহাবলান্ ।
 নাশয়ামাস শাপায় আশ্বনো ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥
 ততো দক্ষোহসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামেব বিপ্রতা
 কীর্ত্যতে ধর্মসর্গশ্চ কশ্যপস্য চ ধীমতঃ ॥
 অত উর্দ্ধং ব্রহ্মণশ্চ বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ ।
 একত্বঞ্চ পৃথক্বত্বঞ্চ বিশেষত্বঞ্চ কীর্ত্যতে ॥ ১৩২

দিগের প্রতিযুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ প্রভাবে
 প্রাণীদিগের পরিণাহ, উচ্ছ্রায় ও আয়ুষ্কাল কীর্তন,
 শিষ্টাদির নির্দেশ ও প্রাদূর্ভাব কথন, বেদ ও
 বেদমন্ত্রসমূহের কীর্তন, বেদ শাখাসমূহের
 পরিমাণ, বেদব্যাসাদি-শব্দের ব্যুৎপত্তি,
 মন্বন্তরসমূহের সংহার ও সংহারান্তে পুনরায়
 তৎসমুদয়ের সম্ভব, দেবতা, ঋষি, মনু ও
 পিতৃগণের বহু বিস্তৃত সম্ভববাস্তা সংক্ষেপতঃ
 কীর্তন, মানুষ মানে মন্বন্তর সংখ্যা-নিরূপণ, সমস্ত
 মন্বন্তরেরই ঐরূপ লক্ষণ কীর্তন, বর্তমান সহ
 অতীত ও অনাগত মন্বন্তরসমূহের কীর্তন,
 মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধিলক্ষণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে
 অতীত ও অনাগত মন্বন্তরবাস্তা, মন্বন্তরত্রয়
 ও কালজ্ঞান কীর্তন, মন্বন্তরীয় দেব ও
 প্রজাপতিগণের নাম কীর্তন, প্রজাপতি দক্ষের
 দয়িতা, দুহিতা ও দৌহিত্রদিগের বিবরণ,
 মেরুগিরিবাসী সাবর্ণ্যাদির বৃত্তান্ত কীর্তন,

ঐত্তানপাদ ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টিবর্ণন, বেননন্দন পৃথুর
 পৃথিবীদোহন বিবরণ, দোহনব্যাপারে পাত্র, দুক্ষ
 ও দোহনকর্তৃগণের বিশেষত্ব কীর্তন, ব্রহ্মাদি কর্তৃক
 পৌর্বকালিক পৃথ্বীদোহন বিবরণ, মারিষার গর্ভে
 দশ প্রচেতা হইতে সোমের অংশে দক্ষ প্রজাপতির
 জন্ম কীর্তন, মহেন্দ্রগণের ভূত, ভাবী ও ভবেশত্ব
 কথন, ৮৭-১১৬। ভাবী মন্বাদির বহু আখ্যানময়ী
 কথা, বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবিস্তার বর্ণন, যজ্ঞে
 মহাদেবের বারুণী ভনু ধারণ, ব্রহ্মশুক্র হইতে ভূত
 প্রভৃতির সমুৎপত্তি বার্তা, চাক্ষুষ মনুর শুভ প্রজাসৃষ্টি
 নিবৃত্ত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধ্যানযোগে
 দক্ষপ্রজাপতির প্রজাসৃষ্টি কথন আপনার শাপ
 প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মপুত্র নারদ কর্তৃক মহাবল
 দক্ষনন্দনগণের ধ্বংস সাধন, অনন্তর দক্ষ হইতে
 বীরিণীর গর্ভে বিখ্যাত দক্ষকন্যাগণের উৎপত্তি,
 ধীমান কশ্যপের ধর্মসর্গ কথন অতঃপর ব্রহ্মা,
 বিষ্ণু ও ভবের একত্ব, পৃথক্বত্ব, ও বিশেষত্ব কীর্তন,

ঈশত্বাচ্চ যথা শপ্তা জাতা দেবাঃ স্বয়ম্ভুবা ।
 মরুৎ প্রসাদৌ মরুতাং দিত্যা দেবাংশসন্তবাঃ
 কীর্ত্যন্তে মরুতাং চাথ গণান্তে সপ্তসপ্তকাঃ ।
 দেবত্বং পিতৃবাক্যেণ বায়ুস্কন্ধেন চাশ্রয় ॥
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।
 সর্পভূতপিশাচানাং পশুনাং পক্ষিবীরুধাম্ ॥
 উৎপত্তয়শ্চাক্ষরসাং কীর্ত্যন্তে বহুবিস্তরা ।
 সমুদ্রসংযোগকৃতং জন্মৈরাবতহস্তিনঃ ॥ ১৩৬
 বৈনতেয়সমুৎপত্তিস্তথা চাস্যাভিষেচনম্ ।
 ভৃগুণাং বিস্তরশ্চোক্তস্তথা চাক্ষিরসামপি ॥ ১৩৭
 কশ্যপস্য পুলস্ত্যস্য তথৈবাত্রেমহাত্মনঃ ।
 পরাশরস্য চ মুনেঃ প্রজানাং যত্র বিস্তরঃ ॥
 দেবতাণামৃষীণাঞ্চ প্রজোৎপত্তিস্ততঃ পরম্ ।
 তিস্রঃ কন্যাঃ প্রকীর্ত্যন্তে যাসুলোকাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ
 পিতৃদৌহিত্রনির্দেশো দেবানাং জন্ম চোচ্যতে
 বিস্তরন্তে ভগবতঃ পঞ্চানাং সুমহাত্মনাম্ ॥
 ইলায়া বিস্তরশ্চোক্ত আদিত্যস্য ততঃ পরম্ ।
 বিকৃক্ষিচরিতং চোক্তং ধৃক্ষোশ্চৈব নিবর্হণম্ ॥

বৃহদ্বলান্তসন্তোক্ষপাদিস্কন্ধাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 নিম্যাदीনাং ক্ষিতীশানাং যাবজ্জহগাদিতি ॥
 কীর্ত্যন্তে বিস্তরো যশ্চ যজ্ঞাতেরপি ভূপতেঃ ।
 যদুবংশসমুদ্দেশো হৈহয়স্য চ বিস্তরঃ ॥ ১৪৩
 ক্রোষ্টোরনন্তরং চোক্তস্তথা বংশস্য বিস্তরঃ ।
 জ্যামঘস্য চ মহাত্ম্যং প্রজাসর্গশ্চ কীর্ত্যন্তে ॥
 দেবাবৃধস্য ত্বর্কস্য বৃহ্মশ্চৈব মহাত্মনঃ ।
 অনমিত্রাশ্রয়শ্চৈব বৃক্ষোদ্যিভ্যাভিশংসনম্ ॥ ১৪৫
 বিবস্বতোহয় সম্প্রাপ্তির্মাণরত্নস্য ধীমতঃ ।
 যুধাজিতঃ প্রজাসর্গঃ কীর্ত্যন্তে চ মহাত্মনঃ ॥
 কীর্ত্যন্তে চান্বয়ঃ শ্রীমান রাজর্ষের্দেবমীতুষঃ ।
 পুনশ্চ জন্ম চাপ্যুক্তং চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৪৭
 কংসস্য চাপি দৌরাশ্র্যমেকাশ্তেন সমুত্তবঃ ।
 বাসুদেবস্য দেবক্যাং বিষ্ণোর্জন্ম প্রজাপতেঃ ॥
 বিষ্ণোরনন্তরঞ্চাপি প্রজাসর্গোপবর্ননম্ ।
 দেবাসুরে সমুৎপাদে বিষ্ণুনা স্ত্রীবধে কৃতে ॥
 সংরক্ষতা শত্রুবধং শাপঃ প্রাপ্তঃ পুরা ভৃগোঃ
 ভৃগুশ্চোথাপয়ামাস দিব্যাং শুক্রস্য মাতরম্ ॥
 দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামা দ্বাদশাঙ্কতাঃ ।

প্রভুত্ব হেতু ব্রহ্মা কর্তৃক দেবগণের প্রতি
 অভিষাপপ্রদান, দিতির গর্ভে মরুদগণের
 উৎপত্তি, দেবগণ সহ তাহাদিগের সম্ভাব ও
 দেবত্ব প্রাপ্তি, মরুদগণের উনপঞ্চাশৎ সংখ্যা
 নিরূপণ, পিতৃবাক্যে তাহাদিগের দেবত্ব ও
 বায়ুস্কন্ধে আশ্রয় লাভ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব,
 উরগ রাক্ষস, সর্পভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী,
 লতা, ও অক্ষরঃসমূহের বহু বিস্তৃত
 উৎপত্তিবিবরণ, সমুদ্র হইতে ঐরাবতের
 জন্মবৃত্তান্ত, বৈনতেয়ের উৎপত্তি ও
 অভিষেকবর্ণন; ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, পুলস্ত্য,
 মহাত্মা অত্রি, ও পরাশর মুনির সৃষ্ট প্রজাসমূহের
 বিস্তৃতবাস্তা, অনন্তর দেব ও ঋষিগণের
 প্রজোৎপত্তিবিবরণ, সর্বলোকপ্রসূতি কন্যাত্রয়ের
 বিবরণ, সুমহাত্মা পঞ্চ দেবগণের জন্ম ও
 পিতৃদৌহিত্র নির্দেশ, ইলা ও আদিত্যের বিস্তৃত
 বিবরণ, বিকৃক্ষি চরিত ও ধৃক্ষুনিবর্হণ, এবং

ইক্ষাকু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদ্বল পর্যন্ত সমস্ত
 ভূপতির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন, নিম্যাদি
 ক্ষিতীশগণের বিবরণ, ভূপতি যযাতির বিস্তৃত
 বার্তা, যদুবংশ কীর্তন, হৈহয়ের বিস্তৃত বৃত্তান্ত,
 ক্রোষ্টুর পরবর্তী বংশধরগণের বিবরণ, জ্যামঘের
 মহাত্ম্য ও প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, দেবায়ুধ, অর্ক ও মহাত্মা
 বৃষ্ণি প্রভৃতির বিবরণ, অনমিত্রবংশ বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর
 দিব্যাভিষাস্ত, ধীমান বিবস্বানের মণিরত্ন প্রাপ্তি,
 মহাত্মা যুধাজিতের প্রজাসৃষ্টি কীর্তন, রাজর্ষি
 দেবমীতুষের সুসমৃদ্ধ বংশবিবরণ এবং ঐ মহাত্মার
 পুনরুৎপত্তি ও চরিতাখ্যান, কংসের দৌরাশ্র্য,
 দেবকীর গর্ভে বাসুদেবাখ্য বিষ্ণুর একান্তে জন্ম
 বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর পরবর্তী প্রজা সৃষ্টিবর্ণন, দেবাসুর-
 সংঘর্ষে বিষ্ণু কর্তৃক স্ত্রীবধ ও ইন্দ্রের জীবন রক্ষা
 বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর অভিষাপ, ভৃগু কর্তৃক
 শুক্রমাতার উত্থাপন, সুরাসুরগণের দ্বাদশ

নারসিংহপ্রভৃতয়ঃ কীর্ত্যন্তে প্রাণনাশনাঃ । ১৫১
 শুক্রেণারাদনং স্থাণোধীরেণ তপসা কৃতম্ ।
 বরদানপ্রলুপ্তেন যত্র শর্বস্তবঃ কৃতঃ । ১৫২
 অনন্তরং বিনির্দিষ্টং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্ ।
 জয়ন্ত্যা সহ সন্তে তু যত্র শুক্রে মহাত্মনি ॥ ১৫৩
 অসুরান্মোহয়ামাস শুক্রেণাপেণ বুদ্ধিমান্ ।
 বৃহস্পতিস্ত তান শুক্রে শশাপ সুমহাদ্যুতিঃ ॥
 উক্তঞ্চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যং বিষ্ণেজ্জন্মাদিশব্দনম্ ।
 তুর্বসুঃ শুক্রেদৌহিত্রো দেবযান্য্যং যদোরভুৎ
 অনুদ্রষ্টব্যস্তথা পুরুষযাতিতনয়া নৃপাঃ ।
 অত্র বংশ্যা মহাত্মানস্তেষাং পার্থিবসন্তমাঃ ॥ ১৫৬
 কীর্ত্যন্তে যত্র কার্ভম্নেন ভূতিরব্রবিশতেজস্রঃ ।
 কুশিকস্য চ বিপ্রর্ষেঃ সম্যগ্ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ ॥
 বাহস্পত্যং তু সুরভির্ষত্র শাপমিহানুদৎ ।
 কীর্তনং জহু বংশস্য শান্তনোবীর্য্যশব্দনম্ ॥
 ভবিষ্যতাং তথা রাজ্ঞামুপসংহারশব্দনম্ ।
 অনাগতানাং সপ্তানাং মনুনাং চোপবর্ণনম্ ॥
 ভৌমস্যাস্তে কলিযুগে ক্ষীণে সংহারবর্ণনম্ ।
 পরাধ্বপরয়োশ্চৈব লক্ষণং পরিকীর্ত্যতে ॥

বর্ষব্যাপী সংগ্রাম, নরসিংহাদি দৈত্যপ্রাণহর
 অবতার কথন, শুক্রে তপস্যা ও স্থাণুর
 আরাধনা, বরদানে প্রলুপ্ত হইয়া শুক্রে কর্তৃক
 মহাদেবের স্তব, সুরাসুরগণের কার্য্য নির্দেশ,
 মহাত্মা শুক্রে জয়ন্তী সহ সংসক্ত হইলে বুদ্ধিমান
 বৃহস্পতি কর্তৃক অসুরদিগের মোহ উৎপাদন,
 মহাপ্রভু শুক্রে অসুরগণের প্রতি শাপ প্রদান,
 বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন ও তদীয় জন্মাদি বিবরণ,
 যযাতি হইতে শুক্রেদৌহিত্র যদু, তুর্বসু, অনু, দ্রুম্য
 ও পুরু প্রভৃতির উৎপত্তি, এই বংশে যে সকল
 প্রভূতবলবীর্য্য ও কীর্ত্তি-সম্পত্তিশালী, মহাত্মা
 নরপতি ছিলেন তাহাদের বিবরণ, বিপ্রষিকুশিকের
 যথায়থ ধর্ম্মসংশ্রয় কীর্ত্তন, সুরভির শাপদান
 বিবরণ, জহু বংশ কীর্ত্তন, শান্তনুর বীর্য্য-ব্যাখ্যা,
 ভাবী রাজগণের উপসংহার কথন, অনাগত সপ্ত
 মনুর বিবরণ, কলিযুগে ক্ষীণ হইবার পর সংহার

ব্রহ্মাণো যোজনাগ্রেণ পরিমাণবিনির্ণয়ঃ ।
 নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তি চঃ স্মৃতঃ ॥
 ত্রিবিধঃ সর্বভূতানাং কীর্ত্যতে প্রতিসঙ্করঃ ।
 অনাবৃষ্টিভাস্কারাচ্চ ঘোরঃ সম্বর্ত্তকোহনলঃ ॥ ১৬২
 মেঘো হ্যেকার্ণবং বায়ুস্তথা রাত্রির্মহাত্মনঃ ।
 সংখ্যালক্ষণমুদষ্টং ততো ব্রাহ্মাণং বিশেষতঃ ॥
 ভূরাদীনাঞ্চ লোকানাং সপ্তানামুপবর্ণনম্ ।
 কীর্ত্যন্তে চ ত্র নিরয়াঃ পাপানাং রৌরবাদয়ঃ ॥
 ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাভু শিবস্য স্থানমুত্তমম্ ।
 যত্র সংহারমায়াস্তি সর্বভূতানি সঙ্করয়ে ॥ ১৬৫
 সর্বেষাং চৈব সত্ত্বানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ ।
 ব্রহ্মণঃ প্রতিসংসর্গে সর্বসংহারবর্ণনম্ ॥ ১৬৬
 অষ্টরূপ্যমতঃ প্রোক্তং প্রাণস্যাষ্টিকমেব চ ।
 গতিশ্চোদ্র্ধমধশ্চোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসমাশ্রয়াৎ ॥ ১৬৭
 কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহতামপি সঙ্করয়ঃ ।
 প্রসংখ্যায় চ দুঃখানি ব্রহ্মাণশ্চাপ্যনিত্যতা ॥ ১৬৮
 দৌরাশ্র্যং চৈব ভোগানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ ।
 দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বৈরাগ্যাদোষদর্শনম্ ॥ ১৬৯
 ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য সত্ত্বং ব্রহ্মাণি সংস্থিতম্ ।

বর্ণন, পরাধ্বয়ের লক্ষণ কীর্ত্তন, নৈমিত্তিক
 প্রাকৃতিক ও আত্মাত্মিক এই ত্রিবিধ প্রলয়কথন,
 ভাস্কর হইতে অনাবৃষ্টি ও সম্বর্ত্তকাণ্ড অনলের
 আবির্ভাব, অনন্তর মেঘবর্ষণে একাগবীভাব,
 বায়ুপ্রবাহ ও ব্রাহ্মা রাত্রির সমাগম এবং উহাদের
 সংখ্যা ও লক্ষণ কীর্ত্তন ভূরাদি সপ্তলোক বর্ণন,
 রৌরবাদি পাপসমূহের বিবরণ, প্রলয়ে সর্ব প্রাণী
 যথায় সংহৃত হয়, ব্রহ্মলোকোপরি শিবের সেই
 উত্তম স্থান নির্দেশ, সর্বপ্রাণীর পরিণাম নির্ণয়,
 ব্রহ্মার প্রত্যেক সৃষ্টির পর সৃষ্ট প্রাণীদিগের সংহার
 কথন, ১১৭-১৬৬। প্রাণের অষ্টবিধত্ব কীর্ত্তন,
 ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়ে উদ্র্ধ ও অধোগতি বর্ণন,
 প্রতি কল্পে মহাভূতগণেরও সংহার বিবরণ, দুঃখ-
 প্রসংখ্যা, ব্রহ্মার অনিত্যত্ব, ভোগসমূহের
 দৌরাশ্র্য ও পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দুর্লভতা,
 বৈরাগ্যবশে সংসারের দোষ দর্শন, ব্যক্তাব্যক্ত

নানাত্বদর্শনাচ্ছৃঙ্খং ততস্তদভিবর্জতে ॥ ১৭০
ততস্তাপত্রয়াতীতো নীরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ ।
আনন্দো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো ন বিভেতি কুতশ্চন
কীর্ত্যতে চ পুনঃ সর্গো ব্রহ্মণোহন্যস্য পূর্ববৎ
কীর্ত্যতে ঋষিবংশশ্চ সর্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ১৭২
ইতিকৃত্যসমুদ্দেশঃ পুরাণস্যোপবর্ণিতঃ ।
কীর্ত্যন্তে জগতো হ্যত্র সর্বপ্রলয়বিক্রিয়াঃ ॥ ১৭৩
প্রবৃত্তয়শ্চ ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ ।
প্রাদুর্ভাবো বশিষ্ঠস্য শস্ত্রে জন্ম তথৈব চ ॥ ১৭৪
সৌদাসামিগ্রহস্তস্য বিশ্বামিত্রকৃতেন চ ।
পরাশরস্য চোৎপত্তিরদৃশ্যত্বং যথা বিভোঃ ॥
জজ্ঞে পিতৃণাং কন্যায়াং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ
শুকস্য চ তথা জন্ম সহ পুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৭৬
পরাশরস্য প্রদ্বৈবো বিশ্বামিত্রকৃতো যথা ।
বশিষ্ঠসমুত্তশ্চাগ্নিবিদ্বামিত্রজিঘাংসয়া ॥ ১৭৭
সন্তানহেতোর্বিভূনা চীর্ণঃ স্কন্দেন ধীমতা ।
দৈবেন বিধিনা বিপ্র বিশ্বামিত্রহিতৈষণা ॥ ১৭৮
একং বেদং চতুস্পাদং চতুর্দ্বাপুনরীশ্বরঃ ।
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্বান স্ববুদ্ধিতঃ ॥

প্রপঞ্চাভীত ব্রহ্মকেই শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়রূপে
কীর্তন, অনন্তর তাপত্রয়াভীত নীরূপাখ্য নিরঞ্জন
আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণন, পুনরায় ব্রহ্মার
পূর্ববৎ অপর এক সৃষ্টি কথন, সর্বপাপহর
ঋষিবংশ কীর্তন, পুরাণ সম্বন্ধীয় ইতিকর্তব্যতা
নির্ণয়, জগতের সর্ববিধ প্রলয় বিক্রিয়া কীর্তন,
ভূতসমূহের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ফল কথন, বশিষ্ঠের
প্রাদুর্ভাব, শাস্ত্রের জন্ম, বিশ্বামিত্রের উত্তেজনা
সৌদাব কর্তৃক তাহার নিগ্রহ, পরাশরের উৎপত্তি,
পিতৃগণের কন্যায় ব্যাস মুনির জন্ম, শূকের
উৎপত্তি, পরাশরের প্রতি বিশ্বামিত্র-কৃত দ্বেষ,
বিশ্বামিত্রকে নিহত করিবার জন্য বশিষ্ঠের
অগ্নিসংরক্ষণ, বিশ্বামিত্রের হিতৈষণায় দৈব বিধি
অনুসারে ধীমান্ স্কন্দ কর্তৃক সন্তান হেতু
অনুষ্ঠানবিশেষ, ভগবান্ ব্যাস কর্তৃক স্বীয়
বুদ্ধিবলে একই বেদ চতুর্ভাগে বিভাগ, তদীয়

তস্য শিষ্যেঃ প্রশিষ্যেচ্চ শাখাভেদাঃ পুনঃকৃতাঃ
প্রয়োগৈঃ ষড়্গুণীয়েচ্চ যথা পৃষ্ঠঃ স্বয়ম্ভুবা ॥
পৃষ্টেন চানুপৃষ্টান্তে মুনয়ো ধর্ম্মকাণ্ডিক্ষণঃ ।
দেশং পুণ্যমভীপ্সন্তো বিভূনা তদ্বিতৈষণা ॥
সুনাভং বিদ্যরূপাখ্যং সত্যাজং শুভবিক্রমন্ ।
অনৌপম্যমিদং চক্রং বর্ত্তমানমতদ্রিতাঃ ॥ ১৮২
পৃষ্ঠতো যাতি নিয়তাস্ততঃ প্রাপ্যথ যদ্বিতম্ ।
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নৈমিষীর্ষ্যতে ॥ ১৮৩
পুণ্যং স দেশো মন্তব্য ইত্যবাচ তদা প্রভুঃ ।
উক্তা চৈবমৃষীন্ ব্রহ্মা হৃদশ্যত্মমগাং পুনঃ ॥ ১৮৪
গঙ্গাগর্ভসমাহারং নৈমিষেয়ত্বমেব চ ।
ঈজিরে চৈব সত্রেণ মুনয়ো নৈমিষে তদা ॥ ১৮৫
মৃত্যে শরদ্ধতি তথা তস্য চোৎথাপনং কৃতম্ ।
ঋষয়ো নৈমিষেয়াস্ত শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ ॥ ১৮৬
নিঃসীমাং গামিমাং কুৎস্নাং কৃদ্ধা রাজানমাহরন্
যথাবিধি যথাশাস্ত্রং তমাতিথ্যৈরপূজয়ন্ ॥ ১৮৭

শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ কর্তৃক প্রম্বানুসারে ষড়্গুণ্য
প্রয়োগ সহকারে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রকাশ,
পবিত্র দেশ প্রাপ্তি বাসনায় ব্রহ্মার নিকট
ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণের প্রশ্ন, তদুত্তরে মুনিগণের
হিতাভিলাষী ব্রহ্মার কথা এই যে, এই সুনাভ
সত্যাজ, শুভবিক্রম অনুপম দিব্যরূপাখ্য চক্র আছে,
আপনারা অতদ্রিত হইয়া ইহার পশ্চাৎ পাশ্চাৎ
গমন করুন, তাহা হইলেই হিতকর দেশ প্রাপ্ত হইতে
পারিবেন । এই ধর্ম্মচক্র গমন করিতে থাকিলে
যথায় গিয়া ইহার নৈমিষীর্ষ্য হইবে, তাহাই পুণ্য
দেশ বলিয়া মনে করিবেন । মুনিগণকে এই কথা
কহিবার পর ব্রহ্মার অন্তর্ধান, গঙ্গাগর্ভ-সমাহার,
নৈমিষেয়ত্ব কথন, নৈমিষারণ্যে মুনিগণের
যজ্ঞারম্ভ, শরদ্ধানের মৃত্যু, ঋষিগণ কর্তৃক পুনরায়
তাহার উৎথাপন, নৈমিষেয় ঋষিগণ কর্তৃক পরম
শ্রদ্ধা সহকারে ঐড় রাজাকে যথাবিধি সমগ্র
পৃথিবীরাজ্যে বরণ করিয়া অতিথিজনোচিত

শ্রীতং চৈব কৃতাতিথ্যং রাজ্ঞানং বিধিবস্তদা ।
 অন্তর্দ্বানগতঃ ক্রুরঃ স্বর্ভানুরসুরোহহরঃ ॥ ১৮০
 অনুসমুর্হতং চাপি নৃপমৈড়ং যথা পুরা ।
 গন্ধর্বসংহিতং দৃষ্ট্বা কলাপগ্রামবাসিনম্ ॥ ১৮৯
 সন্নিপাতঃ পুনস্তস্য যথা যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ ।
 দৃষ্ট্বা হিরণ্ময়ং সর্বং যজ্ঞে বস্তু মহাত্মনাম্ ॥ ১৯০
 তদা বৈ নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ।
 যথা বিবদমানস্ত ঐড়ঃ সংস্থাপিতস্ত তৈঃ ॥ ১৯১
 জনয়িত্বা ত্বরণ্যাস্ত ঐড়পুত্রং যথায়ুষ্ম ।
 সম্মাপয়িত্বা তৎসত্রমায়ুষং পর্য্যাপাসতে ॥ ১৯২
 এতৎসর্বং যথাবৃত্তং ব্যাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 ঋষীণাং পরমং চাত্র লোকতত্ত্বমনুত্তমম্ ॥ ১৯৩
 ব্রহ্মণা যৎপুরা প্রোক্তং পুরাণং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
 অবতারশ্চ রুদ্রস্য দ্বিজানুগ্রহকারণাৎ ॥ ১৯৪
 তথা পাশুপতা যোগাঃ স্থানানাং চৈব কীর্তনম্
 লিঙ্গোদ্ভবস্য দেবস্য নীলকণ্ঠস্বমেব চ ॥ ১৯৫
 কথ্যতে যত্র বিপ্রাণাং বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা ।

সংকার করণ, কৃতাতিথ্য শ্রীতিমান রাজাকে প্রচ্ছন্ন
 মূর্তি ক্রুর অসুর স্বর্ভানু কর্তৃক হরণ, ঋষি কর্তৃক
 হৃত ঐড় নরপতির অনুসরণ ও কলাপ গ্রামে
 গন্ধর্বসহ রাজার সাক্ষাৎ লাভ, ঋষিগণের চেষ্টায়
 পুনরায় যজ্ঞক্ষেত্রে রাজার আগমন, নৈমিষেয়
 ঋষিগণের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞীয় পাত্র
 সুবর্ণময় দেখিয়া ঐড় রাজার বিবাদ, তাহাতে
 ঋষিগণ কর্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, অরণ্যপ্রান্তে
 ঐড়পুত্র আয়ুকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ
 সমাধান ও ঋষিগণ কর্তৃক আয়ু রাজার যথেষ্ট
 সমাদর; হে দ্বিজগণ! এই সকল বিবরণ এই
 পুরাণে যথাযথ কীর্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ
 পুরাণে ঋষিগণের অনুত্তম লোকতত্ত্বতা, ব্রহ্মাকর্তৃক
 পুরা প্রোক্ত অনুত্তম জ্ঞানোৎপাদক পুরানাখ্যান,
 দ্বিজগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ রুদ্রাবতার,
 পাশুপত যোগ ও নানা স্থান এবং লিঙ্গোদ্ভব দেবের
 নীলকণ্ঠ, ব্রহ্মবাদী বায়ু কর্তৃক বিপ্রগণের নিকট
 এই সকল পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হয়। এ পুরাণ

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্বপাপপ্রশমনম্ ॥ ১৯৬
 কীর্তনং শ্রবণং চাস্য ধারণঞ্চ বিশেষতঃ ।
 অনেন হি ক্রমেণেদং পুরাণং সম্প্রচক্ষ্যতে ॥
 সুখমর্থঃ সমাসেন মহানপ্যপলভ্যতে ॥
 তস্মাৎ কিঞ্চিৎ সমুদ্दिश्य पश्चाद्वक्ष्यामि विस्तरम्
 पादमाद्यमिदं सम्यग्योहवीर्यीत जितेन्द्रियः ।
 तेनाधीतं पुराणं तं सर्वं नास्त्यत्र संशयः
 यो विद्याच्छतूरो वेदान् साक्षोपनिषदो द्विजः
 न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥
 इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।
 विभेदात्प्रशन्ताद्धेदो मामयं ग्रहविद्यति ॥ ২০০
 অভ্যাসমিমমধ্যায়ং সাক্ষাৎ প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা ।
 আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদগতিম্
 যস্মাৎপুরা হনীতীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম্ ।

ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য পুণ্য ও পাপহর, ইহার
 কীর্তন, শ্রবণ, বিশেষতঃ ধারণ সমধিক
 পুণ্যপ্রদ। এই উপক্রমণিকা অনুসারেই এই পুরাণ
 কীর্তিত। ১৬৭-১৯৭। এ পুরাণের সংক্ষিপ্ত
 বার্তা শ্রবণেও মহান অর্থ লব্ধ হইয়া থাকে;
 অতএব অগ্রে কিঞ্চিৎ মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে
 বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি
 ইহার এই আদ্য পাদও সম্যক্ অধ্যয়ন করে,
 সমস্ত পুরাণই তৎকর্তৃক অধীত হয়, সংশয়
 নাই, যিনি সাঙ্খ্যোপনিষদ চতুর্বেদ অধ্যয়ন
 করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন,
 তাদৃশ ব্যক্তি বিচক্ষণ হইতে পারেন না।
 ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান উপচিহ্নিত করিয়া
 লইতে হয়। অন্যথা 'আমাকে এই ব্যক্তি গ্রহণ
 করিবে' এই মনে করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট
 হইতে শ্রুতি ভীত হইয়া থাকেন। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু
 এই অধ্যায়ের ব্যক্তা। যে ব্যক্তি এই অধ্যায়
 অভ্যাস করেন, তিনি আপদগ্রস্ত হইয়াও মুক্ত
 হইয়া থাকেন এবং তাঁহার যথেষ্ট গতি লাভ
 হয়। যেহেতু ইহা পুরাকালে ছিল, এই জন্য ইহার
 নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের এই নিরুক্তি যে

নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
নারায়ণঃ সর্বমিদং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রবর্ততে ।
তস্যাপি জগতঃ স্রষ্টুঃ স্রষ্টা দেবো মহেশ্বরঃ ॥
অতশ্চ সঙ্ক্ষেপমিমং পৃণুধ্বং
মহেশ্বরঃ সর্বমিদং পুরাণম্ ।
সংসর্গকালে চকিরোতি সর্গং
সংহারকালে পুনরাদদীত ॥ ২০৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়া-
পাদেহনুক্রমণিকাকথনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

শুক উবাচ ।

প্রত্যব্রুবন্ পুনঃ সূতমৃষয়শ্চে তপোধনাঃ ।
কুত্র সত্রং সমভবন্তেষামদ্ভুতকর্মণাম্ ॥ ১
কিয়ন্তুং চৈব তৎকালং কথঞ্চ সমবর্তত ।
আচচক্ষু পুরাণঞ্চ কথং তেভ্যঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ২

জ্ঞানে, তাহারও সর্বপাপ হইতে মুক্তি হয় ।
ভগবান নারায়ণ এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া
বিরাজমান; সেই জগৎস্রষ্টারও স্রষ্টা — দেব
মহেশ্বর । অতএব সংক্ষেপতঃ ইহাই শুনিয়া রাখুন
যে, মহেশ্বরই এই নিখিল পুরাণের প্রতিপাদ্য ।
তিনিই সৃষ্টিকালে সমস্ত সৃষ্টি করেন এবং
সংহারকালে তিনিই পুনরায় সমস্ত সংহার করিয়া
লয়েন । ১৯৮-২০৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শুক কহিলেন, তপোধন ঋষিগণ
পুনরায় সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত !
কোথায় সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষিগণের যজ্ঞ
হইয়াছিল? ঐ যজ্ঞ কতকাল ধরিয়া কিভাবে
নির্বাহিত হয়? প্রভঞ্জন কিরূপে সেই ঋষিগণের
নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা করেন? আমাদের বড়ই

আচক্ষু বিস্তরেণেদং পরং কৌতূহলং হি নঃ ।
ইতি সন্মোদিতঃ সূতঃ প্রত্যাবাচ শুভং বচঃ ॥
শৃণুধ্বং যত্র তে ধীরা ঈজিরে সত্রমুত্তমম্ ।
যাবন্তুং চাভবৎ কালং যথা চ সমবর্তত ॥ ৪
সিসৃক্ষমাণা বিশ্বং হি যত্র বিশ্বসৃজং পুরা ।
সত্রং হি ঈজিরে পুণ্যং সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৫
তপোগৃহপতির্যত্র ব্রহ্মা ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ম্ ।
ইলায়া যত্র পত্নীত্বং শামিত্রং যত্র বুদ্ধিমান্ ॥ ৬
মৃত্যুশ্চক্রে মহাতেজাস্ত্র স্মন সত্রে মহাত্মনাম্ ।
বিবুধা ঈজিরে তত্র সহস্রং প্রতিবৎসরান্ ॥ ৭
ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত ।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্ ॥ ৮
যত্র সা গোমতী পুণ্যা সিদ্ধচারণসেবিতা ।
রোহিণী সুষুবে তত্র ততঃ সৌম্যোহভবৎ সূতঃ
শক্তিজ্যোষ্ঠাঃ সমভবন বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
অরুন্ধত্যাঃ সূতা যত্র শতমুত্তমতেজসঃ ॥ ১০

কৌতূহল হইয়াছে; তুমি সেই সকল বিষয়
বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর । সূত এই প্রকারে প্রেরিত
হইয়া শুভবাক্যে প্রত্যুত্তরে বলিলেন — ঋষিগণ !
যথায় যে প্রকারে যতকাল ধরিয়া তপস্বিগণের
সেই উত্তম যজ্ঞ হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
যথায় বিশ্বস্রষ্টৃগণ বিশ্বসৃষ্টিকামনায় পুরাকালে
সহস্রবর্ষাবধি পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন,
যথায় স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্ম-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন,
যেখানে ইলার পত্নীত্ব হয়, মহাতেজা মহাবুদ্ধি মৃত্যু
যথায় শামিত্র করিয়াছিলেন, বিবুধগণ সহস্র বৎসর
ধরিয়া যেখানে যজ্ঞ করেন, যেথায় ভ্রমণশীল
ধর্ম্মচক্রের নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, এইজন্য যাহা
মুনিপূজিত নৈমিষ আখ্যায় বিখ্যাত হয়, যথায়
সিদ্ধচারণ-সেবিতা পাবনী গোমতী নদী প্রবাহিত,
যথায় রোহিণী প্রসব করেন ও বুধের জন্ম হয়,
যেখানে অরুন্ধতীর গর্ভে মহাত্মা বশিষ্ঠের শক্তি
প্রমুখ শতসংখ্যক উত্তম-

কম্মাষপাদো নৃপতির্যত্র শপ্তশ্চ শক্তিনা ।
 যত্র বৈরং সমভবদ্বিমিত্রবশিষ্ঠয়োঃ ॥ ১১
 অদৃশ্যন্ত্যাং সমভবনমুনির্যত্র পরাশরঃ ।
 পরাভবো বশিষ্ঠস্য যস্মিন জাতেহপ্যবর্তত ॥ ১২
 তত্রত ঈজয়ে সত্রং নৈমিষে ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 নৈমিষ ঈজিরে যত্র নৈমিষেয়াস্ততঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
 তৎসত্রমভবন্তেষাং সমা দ্বাদশ ধীমতাম্ ।
 পুরারবসি বিক্রান্তে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্ ॥ ১৪
 অষ্টাদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানধ্বনু পুরারবাঃ ।
 তুতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদি ত হি নঃ শ্রুতম্
 উর্বশী চকমে যঞ্চ দেবহুতিপ্রণোদিতা ।
 আজহার চ তৎসত্রং স্বর্বেশ্যাসহস্রতঃ ॥ ১৬
 তস্মিন্নরপতৌ সত্রং নৈমিষেয়াঃ প্রচক্রিরে ।
 যং গর্ভে সুযুবে গঙ্গা পাবকাদীপুতেজসম্ ॥
 তদুৎসং পর্বতে ন্যস্তং হিরণ্যং প্ৰত্যপদ্যত ।

তেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যথায় নৃপতি
 কম্মাষপাদ শক্তিকর্তৃক অভিষপ্ত হইয়া ছিলেন,
 যেখানে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর বৈরিভাব
 বন্ধমূল হয়, যথায় অদৃশ্যস্তীর গর্ভে পরাশর মুনি
 জন্মগ্রহণ করেন, পরাশরের জন্ম হইলে যেখানে
 বশিষ্ঠের পরাভব নিবর্তিত হইয়াছিল, তথায় —
 সেই নৈমিষাখ্য অরণ্যে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ
 যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মুনিগণ নৈমিষারণ্যে
 যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া নৈমিষেয় নামে বিখ্যাত
 হন। বিক্রমশালী রাজা পুরারবা যখন বসুন্ধরা
 শাসন করেন, সেই সময়েই মুনিগণের এই
 দ্বাদশবর্ষ-সাধ্য যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। আমরা
 শুনিয়াছি, - রাজা পুরারবা সাগরের অষ্টাদশ দ্বীপ
 উপভোগ করিয়াও রত্নলোভে তৃপ্তিলাভ করেন
 নাই। স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশী দেবহুত কর্তৃক প্রণোদিত
 হইয়া এই পুরারবা রাজাকে কামনা করিয়া ছিল।
 নরপতি পুরারবা ঐ উর্বশী সমভিব্যাহারেই যজ্ঞ
 আহরণ করেন। নৈমিষেয় ঋষিগণ ঐ নরপতি
 পুরারবার শাসন-সময়েই যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন।
 গঙ্গাদেবী পাবক হইতে যে এক প্রদীপুতেজা উৎস
 গর্ভে ধারণপূর্বক প্রসব করেন, তাহা শৈলোপরি

হিরণ্যং ততশ্চক্রে যজ্ঞবাটং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮
 বিশ্বকর্মা স্বয়ং দেবো ভাবঘম্মৌকতাবনম্ ।
 বৃহস্পতিস্ততস্তত্র তেবামমিততেজসাম ॥ ১৯
 ঐড়ঃ পুরারবা ভেঙ্গে তং দেশং মৃগয়াং চরন্ ।
 তং দৃষ্ট্বা মহাদাশ্চর্য্যং যজ্ঞবাটং হিরণ্যয়ম্ ॥ ২০
 লোভেন হতবিজ্ঞানস্তদাদাতুং প্রচক্রমে ।
 নৈমিষেয়াস্ততস্তস্য চুক্রুধুর্নৃপতের্ভৃশম্ ॥ ২১
 নিজঘৃশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ কুশবজ্রৈর্ননীষিণঃ ।
 ততো নিশাতে রাজানং মুনয়ো দৈবনোদিতাঃ
 কুশবজ্রৈর্নিষ্পিষ্টাঃ স রাজা ব্যজ্রহাতনুম্ ।
 ঔর্বশেয়ং ততস্তস্য পুত্রং চক্রুর্নৃপং ভুবি ॥ ২৩
 নহবস্য মহাত্মানং পিতরং যং প্রচক্ষতে ।
 স তেবু বর্ততে সম্যগ্ধর্ম্মশীলো মহীপতিঃ ॥ ২৪
 আয়ুরারোগ্যমত্যাগ্ৰং তস্মিন স নরসত্তমঃ ।

ন্যস্ত হইয়া হিরণ্যক আকারে পরণিত হয়।
 লোকহিতৈষী দেব বিশ্বকর্মা তত্রত্য হিরণ্য দ্বারাই
 নৈমিষারণাবাসী : হাওয়া মুনিগণের যজ্ঞবাট
 নির্মাণ করেন। সেই অমিততেজা ঋষিগণের
 যজ্ঞে দেবগুরু বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। ১—
 ১৯। ঐল রাজা পুরারবা একদা মৃগয়া উপলক্ষে
 সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি
 ঋষিগণের সেই মহাশ্চর্য্যজনক হিরণ্যয় যজ্ঞভূমি
 দর্শনে লোভে হতজ্ঞান হইয়া তাহা গ্রহণ করিবার
 উপক্রম করিলেন। তখন নৈমিষেয় ঋষিগণ তাঁহার
 প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কুশ বজ্র দ্বারা তাঁহাকে
 নিহত করিলেন। দৈব-প্রেরিত মুনিগণ সেই
 রাজাকে কুশ-বজ্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট করিলে,
 নিশাবসানে, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পুরারবার
 অভাবে মুনিগণ তদীয় উর্বশীগর্ভজাত পুত্রকে
 রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই রাজাই
 মহাত্মা নহব-পিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি একজন
 ধর্ম্মশীল মহীপতি। মুনিগণের প্রতি ইনি
 যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইনি দীর্ঘায়ু
 ও উত্তম আরোগ্যলাভের অধিকারী হইলেন।
 ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ তাঁহাকে সাক্ষনা করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির
 জন্য যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সাস্থ্যিত্বা চ রাজানং ততো ব্রহ্মবিদাং বরাঃ ॥
সত্রমারেভিরে কর্ত্তং যথাবন্ধস্মভূতয়ে ।
বভূব সত্রং তন্ত্বেষাং বহুশ্চর্য্যং মহাত্মনাম্ ॥
বিশ্বং সিসৃক্ষমণিনিং পুরা বিশ্বসৃজামিব ।
বৈখানসৈঃ প্রিয়সখৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিকৈঃ ॥
অন্যৈশ্চ মুনিভিষ্চু ষ্টং সূর্য্যবৈশ্বানর প্রভৈঃ ।
পিতৃদেব পুসরঃসিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈ রগচারণৈঃ ॥
সম্ভারৈস্ত শুভৈষু ষ্টং তৈরেবেন্দ্রসদো যথা ।
স্তোত্রসত্রগ্র হৈর্দেবান পিতৃন্ পিত্র্যৈশ্চ কস্মভিঃ
আনর্চুশ্চ যথাজ্জতি গন্ধর্ব্বদীন্ যথাবিধি ।
আরাধয়িতুমিচ্ছন্তস্ততঃ কস্মান্তরেতথ ॥ ৩০
জ্ঞাতঃ সামানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
ব্যাজহুর্মুনয়ো বাচং চিত্রাক্ষরপদাং শুভাম্ ॥
মন্ত্রাদি তত্ত্ববিদ্যাংসো জগদুশ্চ পরস্পরম্ ।

বিতণ্ডাবচনশৈচকে নিজঘুঃ প্রতিবাদিনঃ ॥
ঋষয়স্তত্র বিদ্যাংসঃ সাংখ্যার্থন্যায়কোবিদাঃ ।
ন তত্র দুরিতং কিঞ্চিদ্বিদধুরন্ধারাক্ষসাঃ ॥ ৩৩
ন চ যজ্ঞহনো দৈত্যা ন চ যজ্ঞমুঘোহসুরাঃ ।
প্রায়শ্চিন্তং দু রষ্টং বা ন তত্র সমজ্যায়ত ॥ ৩৪
শক্তি প্রজ্ঞা ক্রিয়াযোগৈবিধিরাসীৎ স্বনুষ্ঠিতঃ ।
এবং বিতোনরে সত্রং দ্বাদশাঙ্গং মনীষিণঃ ॥
ভৃগাদ্যা ঋষয়ো ধীরা জ্যোতিষ্টোমনি পৃথক্ ।
পৃথক্ ।

চক্রিরে পৃষ্ঠগমনানং সর্ব্বানযুতদক্ষিণান্ ॥ ৩৬
সমাপ্তযজ্ঞান্তে সর্ব্বৈ বায়ুমেব মহাধিপম্ ।
পপ্রচ্ছুরমিতাত্মানং ভবন্তির্যদহং দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
প্রণোদিতশ্চ বংশার্থং স চ তানব্রবীৎ প্রভুঃ ।

পুরাকালে বিশ্বসৃষ্টি-সমুৎসুক বিশ্বশ্রষ্টাদিগের
ন্যায় সেই সকল নৈমিষেয় মহাত্মা মুনিগণের
যজ্ঞ অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর হইয়াছিল । সেই যজ্ঞে
বৈখানসগণ, প্রিয়সখ বালখিল্যগণ, মরীচিকগণ,
সূর্য্য ও বৈশ্বানরপ্রভ অন্যান্য মুনিগণ এবং পিতৃ,
দেব, অঙ্গরা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও চারণগণ
আগমন করিয়াছিলেন । এত উত্তম উত্তম দ্রব্য-
সম্ভার সে যজ্ঞে সমাহৃত হইয়াছিল যে, উহা
ইন্দ্রসভার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় । মুনিগণ
স্তোত্র ও সত্রাদি দ্বারা দেবগণকে এবং পিত্র্য
কার্য্যসমূহ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে অর্চনা
করিলেন । গন্ধর্ব্বাদি অভ্যাগতগণ যথাবিধি
অর্চিত হইলেন । অনন্তর কস্মাবসানে যজ্ঞে
সমাগত দেব-ঋষিদিগকে পরিতুষ্ট করিবার
জন্য গন্ধর্ব্বগণ সাম গান করিতে লাগিল এবং
অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল । মুনিগণ
পরস্পর বিচিত্র পদবিন্যাসে শুভ বাক্যে আলাপ
করিতে লাগিলেন । মন্ত্রাদিতত্ত্বে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ
পরস্পর মন্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । অনেক
বিতণ্ডাবাদী লোক প্রতিবাদীকে কূটতর্কে পরাস্ত

করিতে লাগিল । তথায় বহু বিজ্ঞ সাংখ্যার্থ ও
ন্যায়কোবিদ ঋষি ছিলেন । তাঁহারাও পরস্পর
শাস্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । ব্রহ্মঘাতী
রাক্ষসেরা, যজ্ঞঘাতী দৈত্যেরা বা যজ্ঞচৌর
অসুরেরা সে যজ্ঞের কোনই বিঘ্ন উৎপাদন
করিতে পারিল না । অথবা কোন প্রায়শ্চিত্ত বা
যজ্ঞদোষ তাহাতে ঘটিল না । ২০-৩৪ । ঋষিগণের
প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা ঐ
যজ্ঞবিধি অতি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ।
মনীষী মুনিগণ এইরূপে তখন দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ
সমাধা করেন । ভৃগুপ্রভৃতি ধীরচেতা ঋষিগণ
তথায় পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । এই
সমস্ত যজ্ঞেই অযুত সংখ্যক দক্ষিণা প্রদত্ত
হইয়াছিল । যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পর ঋষিগণ
সকলেই মহাপ্রভাব অমিতাত্মা বায়ুর নিকট
পূর্ণপ্রণাম করেন । হে দ্বিজগণ ! আমাকে আপনারা
যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই ঋষিরাও বায়ুর নিকট
এই প্রশ্নই উত্থাপন করেন । বংশবিবরণ বর্ণন
করিবার জন্য ঋষিগণ কর্ত্তক

শম্যঃ স্বয়ম্ভুবো দেবঃ সর্বপ্রত্যক্ষধ্বশী ॥ ৩৮
 অগ্নিমাতিভিরষ্টাভিরৈশ্বর্যৈঃ সমন্বিতঃ ।
 তির্যগ্‌যোন্যাতিভির্ধর্মৈঃ সর্বলোকান্ বিভর্তি যঃ
 সপ্তস্বজাদিকং শশ্বৎ প্রবতে যোজনাধারঃ ।
 বিষয়ে নিয়তা যস্য সংস্থিতাঃ সপ্তকা গণাঃ ॥
 ব্যুহাংস্ত্রয়াণাং ভূতানাং কুববন্ যশ্চ মহাবলঃ ।
 তেজসশ্চাপ্যুপম্যানং দধাতীমং শরীরিণাম্ ॥
 প্রাণাদ্যা রত্তয়ঃ পঞ্চ করণানাঞ্চ বৃন্তিভিঃ ।
 প্রের্যয়াণাঃ শরীরিণাং কুববতে যাস্ত্ব ধারণম্ ॥
 আকাশযোনের্হি গুণঃ শব্দস্পর্শসমন্বিতঃ ।
 তৈজসপ্রকৃতিশ্চোক্তোহপ্যয়ং ভাবো মনীষিভিঃ
 তত্রাভিমানী ভগবান্ বায়ুশ্চাতিক্রিয়াত্মকঃ ।
 বাতারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪৪
 ভারত্যা শঙ্কুয়া সর্বান্ মুনীন প্রভূদয়মিব ।
 পুরাণজ্ঞঃ সুমনসঃ পুরাণাশ্রয়যুক্তয়াঃ ॥ ৪৫
 ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে দ্বাদশবার্ষিক সত্‌নিরূপণং
 নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

প্রণোদিত হইয়া বায়ু তাঁহাদিগকে পুরাণকথা বলিতে আরম্ভ করেন । এই বায়ুদেব স্বয়ম্ভুর শিষ্য, ইতি সর্বদশী, জিতেন্দ্রিয় ও অগ্নিমাতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত । ইনি তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতির সমুচিত ধর্ম্মানুসারে এই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাকেন । ইনি এক এক যোজনাস্তর সপ্ত সপ্ত গণে বিভক্ত হইয়া নিত্য প্রবহমান । ইহার বিষয়ে নিয়ত গণসপ্তক অবস্থিত । এই মহাবল বায়ু ভূতত্রয়ের সন্তোষাত বিধান করেন । ইনি তেজের উত্তাপ হরণ ও শরীরীদিগকে পালন করেন । এই বায়ুই প্রাণাদি পঞ্চবৃন্তিস্বরূপ ; ইনিই ইন্দ্রিয়বৃন্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরীদিগকে ধারণ করিয়া থাকেন । এই বায়ুই আকাশযোনি, ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শাধিত । মনীষিগণ ইহাকে তৈজসপ্রকৃতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । বাতারণি আখ্যায় অভিহিত শব্দশাস্ত্রবিশারদ পুরাণজ্ঞ এ হেন অতিক্রিয়াত্মক ভগবান বায়ু সুমধুর পৌরাণিক

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মহেশ্বরায়োত্তমবীর্য্যকর্ম্মণে
 সুরষভায়ামিতবুদ্ধিতেজসে ।
 সহস্রসূর্য্যানলবর্চসে নমঃ
 ত্রিলোকসংহারবিসৃষ্টয়ে নমঃ ॥ ১
 প্রজাপতীল্লোকনমস্কৃতাংস্তথা
 স্বয়ম্ভুরুদ্রপ্রভৃতীন্ মহেশ্বরান্ ।
 ভৃগুং মরীচিং পরমেষ্ঠিনং মনুং
 রজস্তুমোদধর্ম্মমথাপি কশ্যাপম্ ॥ ২
 বশিষ্ঠদক্ষাত্রিপুলস্ত্যকর্দমান্
 ক্রুচিং বিবস্বন্তমথাপি চ ক্রতুম্ ।
 মুনিং তথৈবাস্মিরসং প্রজাপতিং
 প্রণম্য মূর্খা পুলাহঞ্চ ভাবতঃ ॥ ৩
 তথৈব চাক্রোধানমেকবিংশতিং
 প্রজাবিবৃদ্ধ্যাপিতকার্য্যশাসনম্ ।
 পুরাতনান্যপরাংশ্চ শাস্বতাং
 স্তথৈব চান্যান্ সগগানবহ্নিতান্ ॥ ৪
 মনুংশ্চ সর্বানখিলানবহ্নিতাং
 স্তথৈব চান্যানপি ধৈর্য্যশোভিনঃ ।

বাক্যে সমস্ত নৈমিষীয় মুনিদিগকে যেন আহ্বাদিত ও মুদিতচিত্ত করিয়াই পুরাণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ৩৫-৪৫ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায়

সূত বলিলেন, — সহস্র সূর্য্য ও অনল তুল্য তেজস্বী, অমিতবুদ্ধি, মহাবীর্য্য, মহাকর্ম্মা, ত্রিলোকসংহর্ত্তা, সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে নমস্কার । লোকনমস্কৃত প্রজাপতিগণ, স্বয়ম্ভু রুদ্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যগণ, ভৃগু, মরীচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজস্তুমোদধর্ম্মা কশ্যাপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কর্দম, ক্রুচি, বিবস্বান, ক্রতু, অস্মিরামুনি, পুলহ,

মুনীন্ বৃহস্পত্যশনঃ পুরোগমাং
স্তপঃ শুভাচারঋষীন্ দয়াষিতান্ ॥ ৫
প্রণম্য বক্ষ্যে কলিপাপনাশিনীং
প্রজাপতেঃ সৃষ্টিমিমামনুত্তমাম্।
সুরেশদেবর্ষিগণৈরলঙ্কৃতাং
শুভামতুল্যামমদামৃষাপ্রিয়াম্ ॥ ৬
প্রজাপতী নামপি চোষ্ণার্চিষাং
বিশুদ্ধবাগবুদ্ধি শরীরতেজসাম্।
তপোভূতাং ব্রহ্মাদিনাদিকালিকীং
প্রভুতমাবিষ্কৃতপৌরুষশ্রিয়ম্ ॥ ৭
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসূতামুদাহতাং
পরাং পরাণামনিলপ্রকীর্ষিতাম্।
সমাসবন্ধৈর্নিবর্তৈর্যথাতথং
বিশব্দনেনাপি মনঃ প্রহৃষিণীম্ ॥ ৮
যস্যাক্ষ বন্ধা প্রথমা প্রবৃদ্ধিঃ
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ।
যন্তুং স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ং
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতিপ্রসূতি ॥ ৯
আত্মা গুহ্যোনিপ্রথাপি চক্ষুঃ
ক্ষেত্রং তথৈবামৃতমক্ষরঞ্চ।
শুক্রে তপঃ সত্ত্বমভিপ্রকাশং
তদ্যষ্টি নিত্যং পুরুষং দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০

অপরাপর প্রজাবর্ধন কর্মাসক্ত পুরাতন মুনিগণ,
এবং ধৈর্য্যশালী বৃহস্পতি ও শুক্রাদি
তপঃসম্পন্ন দয়ালু ঋষিগণকে ভক্তিভাবে
প্রণামপূর্ব্বক কলিপাপ-নাশক বায়ুপ্রোক্ত উত্তম
পুরাণ কীর্তন করিতেছি। ইহা সুরেশ-
দেবর্ষিগণের মনোহর বিবরণে অলঙ্কৃত এবং
শুভ জনক, অতুলনীয় প্রজাপতির অত্যাশ্রম
সৃষ্টি। মহাতেজা প্রজাপতিগণের তপস্যা, পৌরুষ
ও সমৃদ্ধি বিবরণে পরিপূর্ণ, এই মহাপুরাণে শ্রুতি
ও স্মৃতির রহস্যতত্ত্ব নিহিত; অপিচ ইহা
শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাস ও সমাসবন্ধে মনোরম।
ইহাতে প্রকৃতি-পুরুষকৃত প্রথম সৃষ্টি-বিবরণ
বিশেষরূপেই বর্ণিত। ১-৮। অপ্রমেয়,

তমপ্রমেয়ং পুরুষেণ যুক্তং
স্বয়ম্ভুবা লোকপিতামহেন।
উৎপাদকত্বদ্বিজসোহি তরেকাৎ
কালস্য যোগান্নিয়মাবধেচ্চ ॥ ১১
ক্ষেত্রজযুক্তান্ নিয়তান্ বিকারা
শ্রৌকস্য সন্মানবিবৃদ্ধিহেতুন।
প্রকৃত্যবস্থা সুষুবে তথাষ্টৌ
সঙ্কল্পমাত্রেণ মহেশ্বরস্য ॥ ১২
দেবাসুরাদ্বিধ্রুতসাগরাণাং
গন্ধর্ব্বযক্ষোরগমানুষণাম্।
মনু প্রজেশর্ষিপিভৃদ্বিজানাং
পিশাচযক্ষোরগরাক্ষসানাম্ ॥ ১৩
তারাগ্রহার্ক্ষর্ক নিশাচরাণাং
মার্সতুসংবৎসররাত্র্যহানাম্।
দিক্কালাযোগাদিযুগায়নানাং
বনৌষধীনামপি বীরুধাঞ্চ ॥ ১৪
জলৌকসমাজর সাং পশুনাং
বিদ্যুৎসরিন্মেঘবিহঙ্গমানাম্।
যৎসূক্ষ্মগং যজ্জুবি যদ্বিয়ৎস্থং
যৎস্থাবরং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ১৫

সর্ব্বকারণ, প্রকৃতি প্রকাশক, গুহ্যোনি, জ্ঞানময়,
ক্ষেত্রস্বরূপ, অমৃত, অক্ষর, শুক্র, তপঃ, সত্ত্ব,
স্বপ্রকাশ, এবং ব্যষ্টি ভাবে দ্বিতীয় পুরুষরূপ,
পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মার অন্তরে নিরন্তর বর্তমান।
উৎপাদকত্ব, রজোগুণ-বাহুল্য, ও লয়স্থানত্ব
নিবন্ধন কালযোগে তাঁহা হইতে লোকসন্তানকর
ক্ষেত্রজ-সমন্বিত বিকার নিয়ত উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরের
ইচ্ছামাত্রেই প্রকৃতি-দেবী অষ্টবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ
করেন; তাহা হইতে সৃষ্টিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। দেব,
অসুর, অদ্বি, দ্রুম, সাগর, মনু, প্রজাপতি, ঋষি,
পিতৃ, দ্বিজ, পিশাচ, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, তারা,
গ্রহণ, সূর্য্য, নক্ষত্র, নিশাচর, মাস, ঋতু, সংবৎসর,
রাত্রি, দিবা, দিক্, কাল, যোগ, যুগ, অয়ন, বন,
ওষধি, লতা, জলৌক, অঙ্গরা, পশু, বিদ্যুৎ, সরিৎ,
মেঘ, বিহঙ্গ, ইত্যাদি স্থূল সূক্ষ্ম, স্থাবর

সর্বস্য তস্যাশ্চি গতিবিভক্তি-
 রা ব্রহ্মাণো যাবদিয়ং প্রসূতিঃ।
 ছন্দাংসি বেদাঃ সখ্যচো যজুংসি
 সামানি সোমশ্চ তথৈব যজ্ঞাঃ।
 আজীব্যমেবাং যদভীজিতঞ্চ
 দেবস্য তস্যৈব চ বৈ প্রজ্ঞানাম্॥ ১৬
 বৈবস্বতস্যাস্য মনোঃ পুরস্তাৎ
 সঙ্ঘতিরুক্তা প্রসবশ্চ তেষাম্॥ ১৭
 যেষামিদং পুণ্যকৃতাং প্রসূত্যা
 লোকত্রয়ং লোকনমস্কৃতানাম্।
 সুবেশদেবর্ষিমনুপ্রধান -
 মাপুরিতং চোপরিভূষিতঞ্চ॥ ১৮
 রুদ্রস্য শাপাৎ পুনরুদ্ভবশ্চ
 দক্ষস্য চাপ্যত্র মনুষ্যালোকে।
 বাসঃ ক্ষিতৌ বা নিয়মাদ্ভবস্য
 দক্ষস্য চাত্র প্রতিশাপলাভঃ॥ ১৯
 মন্বন্তরাণাং পরিবর্তনানি
 যুগেষু সঙ্ঘতিবিকল্পনঞ্চ।
 ঋষিত্বমার্যস্য চ সম্প্রবৃদ্ধি-
 যথা যুগাদিষ্পি চেষ্টনত্র॥ ২০

যে দ্বাপরেষু প্রথয়ন্তি বেদান
 ব্যাসাশ্চ তেহত্র ক্রমশো নিবন্ধাঃ।
 কল্পস্য সংখ্যা ভুবনস্য সংখ্যা
 ব্রাহ্মস্য চাপ্যত্র দিনস্য সংখ্যা॥ ২১
 অণ্ডোদ্ভিদ্বন্দজরায়ু জ্ঞানাং
 ধর্ম্মাশ্বনাং স্বর্ণনিবাসিনাং বা।
 যে যাতনাস্থানগতাশ্চ জীবা-
 স্তর্কেণ তেষামপি চ প্রমাণম্॥ ২২
 আত্যন্তিকঃ প্রাকৃতকশ্চ যোহয়ং
 নৈমিত্তিকশ্চ প্রতিসর্গহেতুঃ।
 বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ বিশিষ্য তত্র
 প্রোক্তা চ সংসারগতিঃ পরা চ॥ ২৩
 প্রকৃত্যবস্থেষু চ কারণেষু
 যা চ স্থিতির্যা চ পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
 তচ্ছাস্ত্রযুক্ত্যা স্বমতিপ্রযত্নাৎ
 সমস্তমাবিদ্ধতদীর্থতিভ্যঃ।
 বিপ্রা ঋষিভ্যঃ সমুদাহৃতং যদ-
 যথাতথং তচ্ছৃণুতোচ্যমানম্॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়াপাদে
 সৃষ্টিপ্রকরণং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ৩॥

বর, যেখানে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ
 আছে, তৎসমস্তই সেই প্রকৃতি-দেবীর স্থিতি
 গতি-পরিণতি দ্বারা সমাক্রান্ত। ছন্দ, বেদ, ঋক্,
 যজু, সাম, ও সোম-যজ্ঞাদি বিবিধ জীবিকা-
 বিবরণ সহ ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ
 এই মহাপুরাণে বর্ণিত। ৯ - ১১। ইহাতে
 প্রথমতঃ বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি ও তদীয় সৃষ্টি
 বিবরণ আছে। অনন্তর যাহাদিগের সন্ততিগণ
 দ্বারা এই লোকত্রয় পরিপূরিত ও বিভূষিত
 হইয়াছে, সেই সমস্ত দেব, ঋষি ও মনু প্রভৃতি
 প্রতিভা শালী লোকনমস্কৃত পুণ্যাশ্রাদিগের বৃত্তান্ত
 ইহাতে নিবন্ধ হইয়াছে, অতঃপর রুদ্রশাপে
 দক্ষের এই নরলোকে পুনরুৎপত্তি, ভবদেবের
 নিয়ম সহকারে ক্ষিতিতলে বাস, এবং দক্ষ ইহাতে
 প্রতিশাপ প্রাপ্তি, মন্বন্তর পরিবর্তন, যুগে যুগে

উৎপত্তি ভেদ, ঋষিত্ব, এবং যুগানুসারে
 আর্যধর্ম্মের যেমন যেমন পরিবর্তন, তদ্বিবরণ,
 আর দ্বাপরযুগে যাহা ব্যাস হইয়া বেদ বিস্তার
 করেন, তাহাদিগের ক্রম বিবরণও এই
 বায়ুপুরাণে বর্ণিত। কল্পসংখ্যা, ভুবনসংখ্যা,
 ব্রাহ্ম দিনের সংখ্যা, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, শ্বেদজ
 ও জরায়ুজদিগের বিবরণ, যাহারা স্বর্গবাসী,
 যাহারা ধর্ম্মাত্মা, যাহারা নরকগত জীব,
 তাহাদিগের প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত বৃত্তান্ত;
 আত্যন্তিক, প্রাকৃতিক, ও নৈমিত্তিক প্রলয় এবং
 বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তত্ত্বাবর্ত্তা
 এই বায়ু পুরাণে পরিব্যক্ত। প্রকৃতি গত
 কারণসমূহের স্থিতিপ্রবৃতি যেমন যেমন হইয়া
 থাকে, ধতি-বুদ্ধি-সম্পন্ন ঋষিগণ যাহা যেমন
 বলিয়া থাকেন, আমি সযত্নে শাস্ত্রযুক্তি সহকারে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

ঋষিয়ন্ত ততঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রত্যুচুস্তে ততঃ সর্বৈ সূতং পর্যাকুলেক্ষণাঃ
ভবান বৈ বংশকুশলো ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষদর্শিবান
তস্মাস্ত্বং ভবনং কৃৎস্নং লোকস্যামুষ্য বর্ণয় ॥ ২
যস্য যস্যাহুয়া যে যে তাংস্তানিচ্ছাম বেদিতম্
তেষাং পূর্ব্বিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রাং তাং প্রজাপতেঃ
অসক্লং পরিপৃষ্ঠনৈর্মহাত্মা লোমহর্ষণঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস সত্তমঃ ॥ ৪

লোমহর্ষণ উবাচ।

পুষ্টাষ্টৈত্যাং কথ্যং দিব্যাং শ্রদ্ধাং পাপ-
প্রশাশিনীম্।

কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহুর্থাং শ্রুতিসম্মতাম্ ॥
যশ্বেমাং ধারয়েন্নত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষণাঃ।

যথামতি তৎসমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। হে
বিপ্রগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। ১৭-২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায়

নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এই বিবরণ
শ্রবণে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পুনরায় সূতকে
বলিলেন— আপনি ব্যাসের নিকট প্রত্যক্ষ
দর্শনের ন্যায় সমস্ত জগত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত
আছেন; অতএব এই লোক সকলের উৎপত্তি-
বিবরণ বর্ণন করুন। যে যে বংশে যাহার যাহার
জন্ম, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে আমরাদিগের
বাসনা। প্রজাপতি প্রথমে যে আর্ষসৃষ্টি বিস্তার
করেন, উহা অতি বিচিত্র; সেই সমস্ত আমরা
শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা লোমহর্ষণ, সেই
মুনিগণ কর্তৃক বারম্বার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া
যথাক্রমে সবিস্তরে সমস্ত সৃষ্টিবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ
করিলেন। সূত কহিলেন,— হে মুনিগণ!
আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত এই দিব্য মনোহর
পাপনাশক বিচিত্র শ্রুতিসম্মত, অনেকার্থযুক্ত সৃষ্টি-

শ্রবয়েচ্চাপি বিপ্রৈভ্যো যতিভ্যশ্চ বিশেষতঃ
শুচিঃ পর্ব্বসু যুক্তাত্মা তীর্থেষ্বায়তনেষু চ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুরাণানুকীর্ণনাৎ ॥ ৭
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
বিস্তারাবয়বং তেষাং যথাশব্দং যথাক্রমতম্ ॥ ৮
কীর্ত্ত্যমানং নিবোধধ্বং সর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
ধন্যং যশস্যং শত্রুঘ্নং স্বর্গমায়ুর্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকারিণাম্
সর্গশ্চ প্রতिसর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১০
কল্পেভ্যোহপি হি যঃ কল্পঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ।

শুচিঃ ॥ ১১

পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি মারুতং বেদসম্মিতম্।
প্রবোধঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিরুৎপত্তিরেব চ ॥ ১২
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথ্যবস্তুপরিগ্রহঃ।
উপোদঘাতোহনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ ॥ ১৩

বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি। যে মানব, পর্ব্বদিনে
শুচি ও সংযতভাবে তীর্থে বা দেবালয়ে এই
পুরাণাখ্যান আলোচনা করে, কিম্বা নিরন্তর শ্রবণ
করে, অথবা বিপ্রদিগকে বিশেষতঃ যতিগণকে
শ্রবণ করায়, সে দীর্ঘায়ু হয় — স্ববংশ বিবরণ
অভ্যাস করিলে স্বর্গে সম্মানিত হয়। যাহা হউক
আমি সেই সমস্ত স্থিরকীর্ত্তি পুণ্যাখ্যাদিগের
কীর্ত্তিকথা যথাক্রম কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা ধন্য,
যশস্য, আয়ুষ্য, শত্রুনাশক, স্বর্গপ্রাপক ও
কীর্ত্তিবর্দ্ধক। আপনারা অবধান সহকারে শ্রবণ
করুন। ১-১০। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর,
ও বংশজাত জনগণের বিবরণ, এই পাঁচটি
পুরাণের লক্ষণ। সমস্ত মঙ্গলসাধন অপেক্ষা
যাহা মঙ্গল, সমস্ত শুচি অপেক্ষা যাহা শুচি,
আমি সেই বেদসম্মত মহনীয় বায়ুপুরাণ
বলিতেছি। প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি —
এই চতুর্বিধ বিবরণ-সম্বলিত প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ
, উপাদঘাত ও উপসংহার, — এই চারি ভাগে

ধর্ম্যং যশস্যামায়ুয্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্।
 এবং হি পাদাশ্চত্বারঃ সমাসাৎ কীর্তিতা ময়া॥
 বক্ষ্যাম্যেতান পুনস্তাংস্ত বিস্তরেণ যথাক্রমম্।
 তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়ৈশ্বরায় চ॥ ১৫
 অজায় প্রথমায়ৈব বিশিষ্টায় প্রজ্ঞায়নে।
 ব্রহ্মাণে লোকতত্ত্বায় নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে॥ ১৬
 মহাদাং বিশেষান্তং সর্বৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
 পঞ্চপ্রমাণং ষট্শ্বেতং পুরুষাধিষ্ঠিতং নুতম্॥ ১৭
 অসংশয়াৎ, প্রবক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্।
 অব্যক্তং কারণং যন্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্॥ ১৮
 প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যমাচ্ছত্ত্বচিন্তকাঃ।
 গন্ধবর্ণরসৈহীনং শব্দস্পর্শবিবর্জিতম্॥ ১৯
 অজাতং ধ্বংসক্ষয়ং নিত্যং স্বায়ম্ভব্যবহিতম্।
 জগদ্যোনিং মহত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ২০
 বিগ্রহং সর্বভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল।
 অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভাবাপ্যম্॥
 অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাণ্ডে সমবর্তত।
 তস্যাত্মনা সর্বমিদং ব্যাপ্তমাসীত্তমোময়ম্॥ ২২

এই মহাপুরাণ বিভক্ত। ধর্ম্য, যশস্য, আয়ুয্য ও পাপ-নাশক এই পাদচতুষ্টয়ের কথা সংক্ষেপে কহিলাম। পুনরায় বিস্তারক্রমে এ সকল বৃত্তান্ত বলিব। অজ, প্রথম, বিশিষ্ট পুরুষ, লোকতত্ত্বপ্রবর্তক, ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্বক মহত্ত্বাবিধি বিশেষ তত্ত্বান্ত, সবিকার, পুরুষাধিষ্ঠিত, পঞ্চপ্রমাণ ষট্শ্বেত বিবরণ ও লক্ষণ সহ পুরুষাধিষ্ঠিত প্রশংসনীয় ভূতসর্গ আমি নিঃশংসরূপে বলিতেছি। নিত্য সদসদাত্মক যে অব্যক্ত কারণকে তত্ত্বচিন্তকগণ প্রধান প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, পূর্বে সেই ব্রহ্মই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না। সেই ব্রহ্ম,— গন্ধ-বর্ণ-রসহীন, শব্দস্পর্শাদি বর্জিত, অজাত, স্থিতিশীল, অক্ষয়, নিত্য আত্মস্থ, জগদ্যোনি, সনাতন, সর্বভূতের মূলস্বরূপ, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, সৃষ্টি-সংহারময়, অবিজ্ঞেয়, অসীম ও সকলের পরবর্তী। তাঁহার দ্বারা এই সমস্তই ব্যাপ্ত ও

গুণসাম্যে তদা তস্মিন গুণভাবে তমোময়ে।
 সর্গকালে প্রধানস্য ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিতস্য বৈ॥ ২৩
 গুণভাবাচ্ছাচ্চিমানো মহান্ প্রাদুর্ভূত হ।
 সূক্ষ্ণেণ মহতা সৌখ্যে অব্যক্তেন সম বৃতঃ॥ ২৪
 সত্ত্বোদ্ভিক্তো মহানগ্রে সত্ত্বমাত্রং প্রকাশকম্।
 মনো মহাংশচ বিজ্ঞেয়ো মনস্তংকারণং শ্রুতম্॥
 লিঙ্গমাত্রসমুৎপন্নং ক্ষেত্রজা ধিষ্ঠিতস্ত সঃ।
 ধর্মাদীনাং তু রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ॥ ২৬
 মহাংশস্ত সৃষ্টিং কুরুতে নোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।
 মনো মহান্মতিব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ॥ ২৭
 প্রজ্ঞা চিতিঃ শ্রুতিঃ সংবিদ্বিপুয়ং চোচ্যতে বুধৈঃ
 মনুতে সর্বভূতানাং যস্মাচ্ছেষ্টাকলং বিভূঃ॥ ২৮
 সূক্ষ্মত্বেন বিবৃদ্ধানাং তেন তন্ময় উচ্যতে।
 তত্ত্বানামগ্রজো যস্মান্মহাংশচ পরিমাণতঃ।
 শেষেভ্যোহ্যপ গুণেভ্যোহসৌ মহানিভি
 ততঃ শ্রুতঃ।
 বিভর্তি মানং মনুতে বিভাগং মন্যতেহপি চ॥
 পুরুষোপভোগসম্বন্ধাত্তেন চাসৌ মতিং শ্রুতঃ।

তমোময় ছিল। ১১-২২। সৃষ্টির পূর্বকালে প্রকৃতির গুণসমূহ সমভাবেই ছিল। পরে ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে গুণবৈষম্য হেতু মহান প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত দ্বারা সম্যকরূপে আবৃত। এই মহান সত্ত্বগুণ-বহুল। উহা হইতে সত্ত্বমাত্রের প্রকাশ হইয়া থাকে। মহানই নানারূপে পরিণত হইয়াছে; মহানই মনের কারণ। ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিত সেই মহান লিঙ্গমাত্র; ধর্মাদি লোকতত্ত্বসমূহের উহাই হেতু। সৃষ্টিবাসনায় প্রেরিত হইয়া মহানই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মন মতি, ব্রহ্মা, পূর্বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ক্ষিতি, শ্রুতি, সংবিদ, বিপুয়,— মহানেরই এই সমস্ত নাম। সেই বিভূ পরিবর্তনশীল সর্বভূতের চেষ্টাকালসমূহ সূক্ষ্মরূপে সাধন করেন বলিয়া তাঁহাকে মন বলা যায়। তিনি তত্ত্বসমূহের অগ্রজ এবং পরিমাণে অপরাপর গুণবিকার অপেক্ষা মহান; তজ্জন্য তাঁহাকে মহান বলে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে থাকিয়া ভাবসমূহের বৃহৎ

বৃহত্তাদ্ভুংহগত্বাচ্চ ভাবানাং সলিলাশ্রয়াৎ ॥ ৩১ ॥
 যস্মাদ্ভুংহয়তে ভাবান্ ব্রহ্মা তেন নিরুচ্যতে ।
 আপুরয়িত্বা যস্মাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ ॥
 তত্ত্বভাবাংশ্চ নিয়তাংস্তেন পুরিতি চোচ্যতে ।
 বুধ্যতে পুরুষশ্চাত্র সৰ্ব্বভাবান হিতাহিতান্ ॥
 যস্মাদ্ভোধয়তে চৈব তেন বুদ্ধিনিরুচ্যতে ।
 খ্যাতিঃ প্রত্যুপভোগশ্চ যস্মাৎ সংবর্ততে ততঃ ।
 ভোগস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বাণ্ডেন খ্যাতিরিত্তি স্মৃতঃ ॥
 খ্যায়তে তদুগ্ঠৈর্বাপি নামাদিভিরনেকশঃ ॥
 তস্মাচ্চ মহতঃ সংজ্ঞা খ্যাতিরিত্ত্যভিধীয়তে ॥
 সাক্ষাৎসৰ্বং বিজ্ঞানাতি মহাত্মা তেন চেশ্বরঃ
 তস্মাজ্জাতা গ্রহাশ্চৈব প্রজ্ঞা তেন স উচ্যতে
 জ্ঞানদীনি চ রূপাণি ক্রতুকৰ্ম্মফলানি চ ।
 চিনোতি যস্মাজ্জোগার্থং তেনাসৌ চিত্তিরুচ্যতে
 বর্তমানান্যতীতানি তথা চানাগতান্যপি ।
 স্মরতে সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে ॥

কৃৎস্নঞ্চ বিন্দতে জ্ঞানং তস্মান্মাহাত্ম্যমুচ্যতে ॥
 তস্মাদ্বিন্দোর্বিন্দশ্চৈব সংবিদিত্যভিধীয়তে ।
 বিদ্যতে স চ সৰ্বস্মিন্ সৰ্বং তস্মিংশ্চ বিদ্যতে
 তস্মাৎ সংবিদিত্তি প্রোক্তো মহান্ বৈ বুদ্ধিমন্তরৈঃ
 জ্ঞানত্ব জ্ঞানমিত্যাহ ভগবান্ জ্ঞানসম্মিধিঃ ॥ ৪১ ॥
 দ্বান্ধানাং বিপুরীভাবাদ্বিপুৰং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ।
 সৰ্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যঞ্চ তথেশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥
 বৃহত্তাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভব উচ্যতে ।
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ ॥
 যস্মাৎ পূর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ।
 নোৎপাদিতত্বাৎ পূৰ্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভুরিত্তি চোচ্যতে
 পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তত্ত্বমাদ্যমনুত্তমম্ ।
 ব্যাখ্যাতং তত্ত্বভাববৈজ্ঞেয়ং সত্ত্বাবচিস্তকৈঃ ॥ ৪৫ ॥
 মহান্ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া ।
 সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ তস্য বৃত্তিধ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ পুষ্টিবিধান করেন; এজন্য ইহাঁকে ব্রহ্মা বলে । তত্ত্বভাবাত্মক জীবসমূহ ইহাঁরই করুণায় নিয়ত পরিপূরিত হয় বলিয়া ইহাঁকে পূর বলে । পুরুষ সকল ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত হিতাহিত বুঝে, আর ইনিই সকলকে বুঝাইয়া থাকেন; এজন্য ইহাঁকে বুদ্ধি বলা যায় । খ্যাতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ভোগসমূহ ইহাঁ হইতে প্রবর্তিত হয় বলিয়া ইনি খ্যাতিপদবাচ্য । অথবা ইনি গুণগণ দ্বারা নানাবিধ নাম রূপাদি যোগে খ্যাতিসম্পন্ন হয়েন বলিয়া ইহাঁকে খ্যাতি বলে । সেই মহাত্মা ঈশ্বর সাক্ষাৎ রূপে সমস্ত জানিয়া থাকেন, আর তাঁহা হইতেই গ্রহসমূহ জন্মিয়াছে । এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রজ্ঞা বলা যায় । ২৩-৩৬ ।
 ভোগহেতু নিখিল জ্ঞানগম্য বিষয়, ক্রতু ও কৰ্ম্মফলসমূহ সঞ্চয় করেন বলিয়া তাঁহাকে চিত্তি শক্তি বলে । অতীত অনাগত বর্তমান সৰ্ব্ববিধ কার্যস্মরণ করেন বলিয়া ইহাঁকে স্মৃতি বলা যায় । সমগ্র জ্ঞানের আধার বলিয়া ইহাঁকে

সংবিদ্ বলে; বিদ্ বা বিন্দ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন । তিনি সৰ্বত্র বিদ্যমান, সমস্ত প্রপঞ্চও তাঁহাতেই বিদ্যমান, এজন্য মহানকে বুদ্ধিমান জনগণ সংবিদ্ বলেন । সেই জ্ঞাননিধি ভগবান সমগ্র জ্ঞানময় বলিয়া জ্ঞান-পদবাচ্য । দ্বন্দ্বসমূহ বিপূর অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন; সেই মহান সৰ্ব্বদ্বন্দ্বের আশ্রয় বলিয়া বিপূর শব্দে খ্যাত । তিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর । বৃহত্ত্ব হেতু তিনি ব্রহ্মা, সৰ্ব্বভূতরূপী বলিয়া ভব । আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদ-বাচ্য । অব্যক্ত পূর্বে নিরন্তর শয়ন করেন বলিয়া তিনি পুরুষ; তিনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, অপিচ তিনি সকলেরই পূৰ্ব্ববর্তী বলিয়া স্বয়ম্ভু পদবাচ্য । সত্ত্বাব-চিস্তক তত্ত্বজ্ঞগণ এই সকল পর্য্যায়বাচক শব্দ দ্বারা সেই আদ্য তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন; এই মহানই প্রকৃতির সৃষ্টিবাসনাবশে বিকারাত্মক সৃষ্টি প্রবর্তিত করেন; সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় এই দুইটি

ধৰ্মাদীনি চ রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ ।
 ত্রিগুণস্ত স বিজ্ঞেয়ঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ ॥ ৪৭
 ত্রিগুণদ্বজসো দ্বিত্বাদহঙ্কারস্ততোহভবৎ ।
 মহর্তা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্ত সঃ ॥ ৪৮
 তস্মাচ্চ তমসোদ্বিত্বাদহঙ্কারাদজায়ত ।
 ভূততন্মাত্রসর্গস্ত ভূতাদিস্তামসস্ত সঃ ॥ ৪৯
 ভূতাদিস্ত বিকূৰ্বাণঃ শব্দমাত্রং সসজ্জ হ ।
 আকাশং ওষিরং তস্মাদুদ্বিত্বং শব্দবক্ষণম্ ॥ ৫০
 আকাশং শব্দমাত্রস্ত ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ পুনঃ ।
 শব্দমাত্রং তদাকাশং স্পর্শন ত্রং সজ্জস হ ॥ ৫১
 বলবান জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ ।
 আকাশং শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥ ৫২
 বায়ুশ্চাপি বিকূৰ্বাণো রূপমাত্রং সসজ্জ হ ।
 জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥
 স্পর্শমাত্রস্ত বৈ বায়ো রূপমাত্র সমবিণোৎ ।
 জ্যোতিশ্চাপি বিকূৰ্বণং রসমাত্রং সসজ্জ হ ॥

ইহীর বৃত্তি। লোক-তত্ত্বার্থহেতু ধৰ্মাদি সমস্তই ইহীর
 রূপ। ইনি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়। এই
 গুণত্রয় মধ্যে রজোগুণ বুদ্ধি পাইলৈ ইহী হইতে
 অহঙ্কার জন্মে। এই অহঙ্কার মহান দ্বারা সম্যক
 আবৃত। তমঃ প্রধান অহঙ্কার বিকৃত হইয়া
 ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি করে; এ নিমিত্ত ইহাকে ভূতাদি
 বলে। এই ভূতাদি বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি
 করে; ইহা হইতেই শব্দগুণ যুক্ত আকাশের
 উৎপত্তি। আকাশ ছিদ্রযুক্ত। উক্ত আকাশকে ভূতাদি
 আবৃত করে। পরে শব্দ তন্মাত্রাত্মক আকাশ হইতে
 স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ু সৃষ্টি হয়। বায়ু— বলবান
 ও স্পর্শগুণাত্মক। ঐ বায়ুকে শব্দতন্মাত্রাত্মক
 আকাশ আবরণ করে। বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হইয়া
 রূপতন্মাত্র জ্যোতিঃ সৃষ্টি করে; উহার গুণ-রূপ।
 ঐ জ্যোতিঃপদার্থকে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ু আবরণ
 করে। জ্যোতিঃ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রাত্মক জল
 সৃষ্টি করে; সেই জল রূপতন্মাত্রাত্মক জ্যোতি দ্বারা
 সমাবৃত হয়। সেই জল বিকৃত হইয়া

সম্ভবন্তি ততো হ্যাপঃ পশ্চাত্ত বৈ রসাত্মিকাঃ
 রসমাত্রাত্মতা হ্যাপো রূপমাত্রাভিৰ্যবৃণোৎ ॥
 আপো রসান্ বিকূৰ্বতো গন্ধমাত্রং সসজ্জিহ্নে
 সঙঘাতো জায়তে তস্মাস্তস্য গন্ধো গুণঃ স্মৃতঃ
 রসমাত্রস্ত তন্তোয়ং গন্ধমাত্রং সমাবৃণোৎ ।
 তস্মিংশ্চ তস্মিংশ্চ তন্মাত্রা তেন তস্মাত্রতা স্মৃতা
 অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততঃ স্মৃতাঃ ।
 অশান্তঘোরমূঢ়ত্বাদবিশেষাস্ততঃ পুনঃ ॥ ৫৮
 ভূততন্মাত্রসর্গোহয়ং বিজ্ঞেয়স্ত পরস্পরাৎ ।
 বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্বিত্বাত্তু সাস্তকাৎ ॥
 বৈকারিকঃ স সর্গস্ত যুগপৎসম্প্রবর্ততে ।
 বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কৰ্ম্মোদ্রিয়াণ্যপি ॥ ৬০
 সাধকানীন্দ্রিয়াণি সূর্যেবা বৈকারিকা দশ ।
 একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ॥
 শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী
 শব্দাদীনাং বাপ্তার্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে ॥ ৬২
 পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাগ্দশমী ভবেৎ ।
 গতিবিসর্গে হ্যানন্দঃ শিঙ্গং বাক্যঞ্চ কৰ্ম্ম চ ।
 আকাশং শব্দমাত্রঞ্চ স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ ॥

গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙঘাত উৎপাদন করে। উহা
 গন্ধগুণাত্মক। রসতন্মাত্রাত্মক জল সেই
 গন্ধগুণাত্মক সঙঘাতকে আবৃত করে। সেই সেই
 পদার্থে অজ্ঞান মাত্রায় থাকে বলিয়া তন্মাত্রা বলা
 যায়। ইহাদিগের বিশেষ বাচক অপর কিছু নাই;
 এজন্য ইহাদিগকে অবিশেষ বলে। আর ইহারা শাস্ত,
 ঘোর বা মূঢ় নহে বলিয়াও অবিশেষ পদ-বাচ্য।
 ৩৭-৫৮। ভূততন্মাত্র সৃষ্টির বিবরণ এই বলিলাম।
 বৈকারিক ও সাস্তিক অহঙ্কার হইতে যুগপৎ
 পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়।
 ইন্দ্রিয়নিচয় পুরুষব্যাপার-সাধক; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা
 দেবতা দশটী; ইহারা বৈকারিক। মন একাদশ
 ইন্দ্রিয়। কৰ্ম্ম, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা— বুদ্ধিযুক্ত
 এই পাঁচটি শব্দাদি বিষয়বোধক। পাদ, পায়ু, উপস্থ,
 হস্ত, বাক্য,— এই পাঁচটি দ্বারা যথাক্রমে গতি,

দ্বিগুণস্ত ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাঙ্কোহভবৎ।।
 রূপং তথৈব বিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
 ত্রিগুণস্ত ততশ্চাণ্ডঃ স শব্দস্পর্শরূপবান।। ৬৫
 স শব্দস্পর্শরূপশ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
 তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্ত রসাত্মকাঃ।।
 সশব্দস্পর্শরূপেষু গন্ধস্তেষু সমাবিশৎ।
 সংযুক্তা গন্ধমাত্রেন আচিন্তস্তো মহীমিমাম্। ৬৭
 তস্মাৎ পঞ্চগুণ ভূমঃ স্থূলভূতেষু দৃশ্যতে।
 শাস্তা ঘোরশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মৃতাঃ
 পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ভারয়ন্তি পরস্পরম্।
 ভূমেরস্তাত্ত্বদং সর্বং লোকালোকমনাবৃতম্।। ৬৯
 বিশেষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
 গুণং পূর্বস্য পূর্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যন্তরোত্তরম্।। ৭০

মলত্যাগ, আনন্দ, শিল্প, বাক্য ও কর্ম সাধন হয়। শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করে বলিয়া বায়ু— শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণযুক্ত। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ, রূপে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া তেজঃ — শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাত্মক। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ইহারা রসতন্মাত্রাে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া জল — শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, — এই চতুর্গুণযুক্ত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, — ইহারা গন্ধতন্মাত্রাে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙ্ঘাত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ — এই পঞ্চ গুণাত্মক। এই সঙ্ঘাতই পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। স্থূল ভূতমধ্যে পৃথিবীই পঞ্চগুণযুক্ত দৃষ্ট হয়। ইহারা শাস্ত, ঘোর ও মূঢ় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহারা পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে ধারণ করিয়া থাকে। ভূমি মধ্যে ইহারা লোকলোচনের অগোচরভাবে গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াও ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহাদিগের পরপর ভূতসকল পূর্বপূর্ব ভূতের গুণসকল প্রাপ্ত হয়;

তেষাং যাবচ্চ যদ্যচ্চ তন্ত্ত্রাবদগুণং স্মৃতম্।
 উপলভ্য শুচৈর্গন্ধং কেচিদ্ধায়োরনৈপুণাৎ।। ৭১
 পৃথিব্যামেব তদ্বিদ্যাদেষাং বায়োশ্চ সংশ্রয়াৎ।
 এতে সপ্ত মহাবীৰ্যা নানাভূতাঃ পৃথক্ পৃথক্
 নাশকুবন প্রজাঃ স্তম্ভমসমাগম্য কুৎসশঃ।
 তে সমেত্য মহাস্থ নো হ্য ন্যান্যস্যৈব সংশ্রয়াৎ
 পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেন চ।
 মহাদায়ো বিশেষান্তা অণুমুৎপাদয়ন্তি তে।। ৭৪
 এককালং সমুৎপন্ন জলবুদ্ধবদবচ্চ তৎ।
 বিশেষেভ্যোহণ্ডম ভবদ্রহণ্ডদুদঞ্চ যৎ।। ৭৫
 তন্ত্ত্রস্মিনং কার্য্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মগন্তদা।
 প্রাক্তেহণ্ডে বিবুদ্ধে সন ক্ষেত্রজ্ঞোব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
 স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
 আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাণ্ডে সমবর্ত্তত।। ৭৭
 হিরণ্যগর্ভঃ সোহগ্রেহস্মিন্ প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্মুখঃ।
 সর্গে চ প্রতिसর্গে চ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।।
 করণৈঃ সহ সৃজ্যন্তে প্রত্যাহারে ত্যজন্তি চ।

সূতরাং পরত্বের তারতম্যে ইহাদিগের গুণেরও তারতম্য ঘটে। নৈপুণ্য-রহিত কোনও ব্যক্তি বিশুদ্ধ বায়ুর গন্ধ উপলব্ধ করিয়া বায়ুরও গন্ধগুণ আছে, এরূপ মনে করিতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত বায়ুর যে গন্ধ উপলব্ধ হয়, উহা তৎসহকৃত পৃথিবীরই গুণ; বায়ুর গুণ নহে। মহান অবধি বিশেষ পর্য্যন্ত এই সপ্ত মহাবীৰ্য্য ভূত পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া প্রজা-সৃষ্টি করিতে পারে না; পরে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের আশ্রয়ে পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্তের অনুগ্রহে একটি অণু উৎপাদন করে। সেই বিশেষ পদার্থ হইতে এককালে উৎপন্ন জলবদ্ধবৎ বৃহৎ অণুটি ব্রহ্মার কার্য্য-কারণ রূপ জলমধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই অণু মধ্যে ব্রহ্মা হইয়া রহিলেন। ইনিই প্রথম শরীরধারী। ইহাকেই পুরুষ বলে। ইনিই আদিকর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সকল সৃষ্টিতেই এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে

ভজন্তে চ পুনর্দেহানসমাহারসন্ধিবু ॥ ৭৯
 হিরণ্যয়ন্ত যো মেরুস্তস্যোষ্মৎ তন্মহাশ্বনঃ ।
 গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জ্বরাদ্যস্থীনি পর্বতাঃ ॥ ৮০
 তস্মিন্মণ্ডে ত্রিমে লোকা অন্তর্ভূতাস্ত সপ্ত বৈ ।
 সপ্তদ্বীপা চ পৃথিবী সমুদ্রৈঃ সহ সপ্তভিঃ ॥ ৮১
 পর্বতেঃ সূমহন্তিষ্চ নদীভিষ্চ সহস্রশঃ ।
 অন্তস্তস্মিন্ ত্রিমে লোকা অন্তর্বিদ্যামিদং জগৎ ॥
 চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা ।
 লোকালোকঞ্চ যৎকিঞ্চচ্চাণ্ডে তস্মিন্ সমর্পিতম্
 অস্তির্দশগুণাভিস্ত বাহ্যতোহণ্ডং সমাবৃতম্ ।
 আপো দশগুণা হেবং তেজসা বাহ্যতো বৃত্তাঃ
 তোজো দশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনাবৃতম্ ।
 বায়ুর্দশগুণেনৈব বাহ্যতো নভসাবৃতঃ * ॥ ৮৫
 আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খঞ্চ ভূতাদিনাবৃতম্ ।
 ভূতাদির্মহতা চাপি অব্যক্তেনাবৃতো মহান ॥
 এতৈরাবরণেরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ।

ব্রহ্মা বলে। ইনি ইন্দ্রিয় সহ সমস্ত সৃষ্টি করেন,
 আবার সংহার কালে সৃষ্টি হইতে বিরত হয়েন।
 পুনঃসৃষ্টি জন্য দেহ ভঞ্জন করেন। হিরণ্যয় মেরু,
 সেই মহাত্মার জরায়ু, সমুদ্র সকল গর্ভোদক,
 পর্বতনিচয় তাঁহার অস্থি স্থানীয়। ৫৯-৮০।
 সেই অণ্ড মধ্যে এই সপ্ত লোক অবস্থিত। সপ্ত
 দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও সূমহান পর্বতসমূহ সহ
 পৃথিবীও তাহারই মধ্যে বিরাজিত। সেই অণ্ড
 মধ্যেই এই সমগ্র জগৎ বর্তমান। চন্দ্র, সূর্য্য,
 নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, বায়ু, ইত্যাদি প্রত্যক্ষগোচর যাহা
 কিছু সমস্তই সেই অণ্ডমধ্যে অবস্থিত। দশগুণ
 জল দ্বারা সেই অণ্ড, বহির্ভাগে আবৃত; সেই
 জল দশগুণ তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই
 তেজ দশগুণ বায়ু দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই

* ইদমর্কং কচিমাশ্চি।

এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ ॥
 প্রসর্গকালে স্থিত্বা চ গ্রসন্ত্যেতাঃ পরস্পরম্ ।
 এবং পরস্পরোৎপন্ন্য ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮৮
 আধারাধেয়ভাবেন বিকারাশ্চ বিকারিষু ।
 অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্ভিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥
 ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্ত সঃ ।
 অবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রাগাসীৎ প্রাদুর্ভূতা তড়িদযথা ॥ ৯০
 এতদ্বিরণ্যগর্ভস্য জন্ম যো বেদ তত্ত্বতঃ ।
 আয়ুত্থান কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্ব্যত
 নিবৃত্তিকামোহপি নরঃ শুদ্ধাত্মা লভতে গতিম্
 পুরাণশ্রবণান্নিত্যং সুখঞ্চ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণকথনং
 নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

বায়ু দশগুণ আকাশ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত; সেই
 আকাশ ভূতাদি দ্বারা, ভূতাদি মহানের দ্বারা আর
 মহান্ অব্যক্ত দ্বারা সমাবৃত। এই সপ্ত প্রাকৃত
 আবরণে সেই অণ্ড আবৃত। এই অষ্টবিধ প্রকৃতি
 পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া বর্তমান।
 লয়কালে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিয়া
 থাকে। ইহারা পরস্পর উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে
 আধারাধেয় ভাবে ধারণ করে। এই বিকারসমূহের
 অব্যক্তই ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ।
 ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি, মহেশ্বরের
 বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় নাই; পরন্তু তড়িৎপ্রকাশের ন্যায়
 সহসা প্রকটিত হইয়াছিল। হিরণ্যগর্ভের এই
 জন্ম-বিবরণ যথাযথ অবহৃত হইলে মানব
 আয়ুত্থান, কীর্ত্তিমান্ ও প্রজাবান্ হয়। আর
 নিষ্কাম নর এই পুরাণশ্রবণে শুদ্ধাত্মা হইয়া নিত্য
 সুখ ও ক্ষেম প্রাপ্ত হইয়া অস্তে সদগতি লাভ
 করে। ৮১-৯২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

লোমহর্ষণ উবাচ

যদ্বিসৃষ্টেস্তং সংখ্যাতং ময়া কালান্তরং দ্বিজাঃ।
এতৎকালান্তরং জ্ঞেয়মহর্ষে পারমেশ্বরম্ ॥ ১
রাত্রিস্তেতাৱতী জ্ঞেয়া পরমেশস্য কৃৎস্নশঃ।
অহস্তস্য তু যা সৃষ্টিঃ প্রলয়ো রাত্রিরুচ্যতে ॥ ২
অহঃচ বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিরিতি ধারণা।
উপচারঃ প্রক্রিয়তে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
প্রজাঃ প্রজানাং পতয় ঋষয়ো মুনিভিঃ সহ।
ঋষীনং সনৎকুমারাখ্যান্ ব্রহ্মসায়ুজ্যগৈঃ সহ ॥ ৪
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাত্তানি পঞ্চ চ।
তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়গণো বুদ্ধিষ্চ মনসা সহ ॥ ৫
অহস্তিষ্ঠন্তি তে সর্বে পরমেশস্য ধীমতঃ।
অহরন্তে প্রলীয়ন্তে রাত্র্যন্তে বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ৬
স্বাশ্বন্যবস্থিতে সন্তে বিকারে প্রতिसংহাতে।
সাধর্ম্যেণাবতিষ্ঠেতে প্রধানপুরুষাবুভৌ ॥ ৭

তমঃসত্ত্বগুণাবেতৌ সমত্বেন ব্যবস্থিতৌ।
অত্রোদ্রিক্তৌ প্রসূতৌ চ তৌ তথা চ পরস্পরম্
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিক্রুচ্যতে
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্
তথা তমসি সন্তে চ রজোহব্যক্তাশ্রিতং স্থিতম্
উপাস্য রজনীং কৃৎস্নাং পরাং মাহেশ্বরীং তদা
অহর্মুখে প্রবৃন্তে চ পরঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ।
ক্লোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১
প্রধানং পুরুষঐক্যেব প্রবিশ্যাণ্ডং মহেশ্বরঃ।
প্রধানাৎ ক্লোভ্যমাণাসু রজো বৈ সমবর্তত ॥ ১২
রজঃপ্রবর্তকং তত্র বীজেষুপি যথা জলম্।
গুণবৈষম্যাসাদ্য প্রসূয়ন্তে হৃদিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৩
গুণোভ্যঃ ক্লোভ্যমাণেভ্যঙ্গয়ো দেবা বিজ্জজ্বিরে
আশ্রিতাঃ পরমা গুহ্যাঃ সর্বাত্মানঃ শরীরিণঃ ॥
রজো ব্রহ্মা তমো অগ্নিঃ সত্ত্বং বিষ্ণুরজায়ত।
রজঃপ্রকাশকো ব্রহ্মা সৃষ্টত্বেন ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫
তমঃপ্রকাশকোহগ্নিস্তু কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

লোমহর্ষণ কহিলেন, — হে দ্বিজগণ!

আমি যে পূর্বে সৃষ্টি বর্ণন প্রসঙ্গে কালান্তরের
উল্লেখ করিয়াছি, সেই কালান্তর, পরমেশ্বরের
একটি দিনমাত্র। তাঁহার রাত্রির পরিমাণও
এতদুল্লভ। সৃষ্টিকাল তাঁহার দিন, আর প্রলয়কাল
তাঁহার রাত্রি। তাঁহার কেবল দিনই আছে, রাত্রি
নাই, এ ধারণা লোকহিত-কামনায় উপচার করা
হয় মাত্র। প্রজাপতি, প্রজা, ঋষি, মুনি, সনৎ
কুমারাদি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মসায়ুজ্যপ্রাপ্তি অপরাপর
ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয় পঞ্চ মহাত্ত,
তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, মন, — এ মন্ত সেই
পরমেশ্বরের দিবাভাগেই বিদ্যমান থাকে;
দিবাবসানে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। আবার রাত্রির
অবসানে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়। বিকার সকল
প্রতिसংহত হইলে সত্ত্ব আত্মাবস্থিত হয়; প্রকৃত
ও পুরুষ উভয়ে তখন সাধর্ম্যযুক্ত হইয়া অবস্থান

করেন। তখন তম ও সত্ত্বগুণ পরস্পর সমভাবে
অবস্থান করে। ইহারা উদ্রিক্ত হইয়াই সৃষ্টির কারণ
হয়। গুণের সমতা হইলেই লয় হয়, আর বৈষম্য
কালে সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। তিলের মধ্যে যেমন তৈল
থাকে, কিম্বা দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, তদ্রূপ
অব্যক্তাশ্রিত রজোগুণ সেই সত্ত্ব ও তমোগুণের
মধ্যে অবস্থান করে। সেই মাহেশ্বরী পরা রাত্রি
অতিবাহিত করিয়া প্রকৃতিস্থ পুরুষরূপী পরমেশ্বর
দিবাভাগে পরম যোগ দ্বারা প্রকৃতি দেবীকে
ক্লোভিত করেন। ১-১১। প্রকৃতি ক্ষুদ্র হইলে রজঃ
প্রবর্তিত হয়। জল যেমন বীজের প্রবর্তক, তেমনি
রজোগুণ সমস্ত ক্রিয়ার প্রবর্তক। গুণ-বৈষম্য
অবলম্বন করিয়াই অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ সকল প্রসূত
হইয়া থাকে। গুণক্লোভ হইতেই তিন দেবতার
উৎপত্তি। ইহারা সর্বজীব আশ্রয় করিয়া বর্তমান।
রজঃ ব্রহ্মা, তমঃ অগ্নিঃ, সত্ত্ব বিষ্ণু। রজঃ প্রকাশক
ব্রহ্মা, সৃষ্টরূপে, তমঃপ্রকাশক অগ্নি

সত্ত্বপ্রকাশকো বিষ্ণুরৌদাসীন্যে ব্যবস্থিতঃ ॥
 এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ ।
 এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োহুগ্রয়ঃ ॥ ১৭
 পরস্পরাশ্রিতা হ্যেতে পরস্পরমনুরতাঃ ।
 পরস্পরেণ বর্তন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ১৮
 অন্যান্যমিথুনা হ্যেতে হ্যান্যান্যমুপজীবিনঃ ।
 ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেবাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্ ।
 ঈশ্বরো হি পরো দেবো বিষ্ণুস্ত মহতঃ পরঃ ।
 ব্রহ্মা তু রজসোদ্ভিক্তঃ সর্গাষেহ প্রবৃন্ততে ।
 পরশ্চ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ প্রকৃতি পরাস্মতা ॥ ২০
 অধিষ্ঠিতোহসৌ হি মহেশ্বরেণ
 প্রবর্ততে চোদ্যমানঃ সমস্তাং ।
 অনুপ্রবর্তন্তি মহান্তমেব
 চিরস্থিতাঃ স্বে বিষয়ে প্রিয়ত্বাৎ ॥ ২১
 প্রধানং গুণবৈষম্যাং সর্গকালে প্রবর্ততে ।
 ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাং পূর্বং তস্মাৎ সদসদাস্বকাৎ ॥
 ব্রহ্মা বুদ্ধিশ্চ মিথুনং যুগপৎ সম্ভবতুঃ ।

তস্মাস্তমোহব্যক্তময়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
 সংসিদ্ধঃ কার্যকরণৈর্ব্রহ্মাণ্যে সমবর্তত ॥ ২৩
 তেজসা প্রথমো ধীমানব্যক্তঃ সম্প্রকাশতে ।
 স বৈ শরীরী প্রথমঃ কারণত্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৪
 অপ্রতীঘেন জ্ঞানেন ঐশ্বর্যেণ চ সোহস্থিতঃ ।
 ধর্মেন চাপ্রতীঘেন বৈরাগ্যেণ সমস্থিতঃ ॥ ২৫
 তস্যৈশ্বরস্যাপ্রলিঘং জ্ঞানং বৈরাগ্যলক্ষণম্ ॥ ২৬
 ধর্মৈশ্বর্যাকৃতা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী জজ্ঞেহভিমানিনঃ
 অব্যক্তাজ্জায়তে চাস্য মনসা চ যদিচ্ছতি ॥ ২৭
 বশীকৃতত্বাৎগুণ্যং সুরেশত্বাৎ স্বভাবতঃ ।
 চতুর্মুপস্ত ব্রহ্মত্বে কালত্বে চাত্তকোহভবৎ ॥ ২৮
 সহস্রমূর্তী পুরুষস্তিস্রোহবস্থাঃ স্বয়ম্ভবঃ ।
 সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ ॥ ২৯
 সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তিঃ স্বয়ম্ভবঃ ।
 লোকান্ সৃজতি ব্রহ্মত্বে কালত্বে সাত্ত্বিকপতাপি
 পুরুষত্বে হৃদাসীনস্তিস্রোহবস্থাঃ প্রজাপতেঃ ।

কালরূপে, এবং সত্ত্ব প্রকাশক বিষ্ণু উদাসীন রূপে
 অবস্থিত। ইহঁরাই তিন লোক, ইহঁরাই তিন গুণ,
 ইহঁরাই তিন বেদ এবং ইহঁরাই তিন অগ্নি। ইহঁরা
 পরস্পর আশ্রিত, পরস্পর অনুরক্ত, পরস্পরের
 সাহায্যই বর্তমান এবং পরস্পর পরস্পরকে ধারণ
 করিয়া অবস্থিত। ইহঁরা পরস্পর সংসক্ত হইয়া
 পরস্পরকেই উপজীব্য করিয়া থাকেন। ইহঁা দিগের
 ক্ষণমাত্রও পরস্পরে বিয়োগ হয় না; কদাচ ইহঁরা
 পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বর — পর
 দেব। বিষ্ণু — মহানের পরবর্তী। রজোগুণাধিক
 ব্রহ্মা এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপ্ত। পুরুষ—
 পর, — আর প্রকৃতি পরাপদবাচ্য।
 মহেশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি সেই মহেশ্বরেরই প্রেরণায়
 সৃষ্টিরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহানের অন্তর্গত
 ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ সুখাভিলাষে সেই মহানের সঙ্গে
 সঙ্গেই প্রবৃত্ত হইয়া তাকে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায়
 ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সদসদাস্বক প্রকৃতির গুণবৈষম্য হয়;
 তখন ব্রহ্মা ও বুদ্ধি — যুগপৎ এই মিথুন উদ্ভূত
 হয়। এই তমোময় প্রপঞ্চে ব্যক্তরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ

ব্রহ্মপদ-বাচ্য। ইনি কার্য্যকারণ সমষ্টি স্বরূপ।
 এই অব্যক্তরূপী ধীমান্ ব্রহ্মাই সর্বপ্রথমে
 তেজ দ্বারা বযক্ত হইলেন। সর্বকারণ স্বরূপ
 ব্রহ্মাই প্রথম শরীরধারী। ইনি অনন্তজ্ঞানের,
 অসীম ঐশ্বর্যের, অশেষধর্মের ও অপ্রমি
 বৈরাগ্যের আধার। ১২-২৫। সেই ঈশ্বরের
 জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিসীমা নাই। অভিমানী
 ব্রহ্মার ধর্ম ও ঐশ্বর্য্য সংপৃক্ত ব্রাহ্মী বুদ্ধি
 উৎপন্ন হয়। ইনি স্বভাবতঃ বশীকরণশক্তিশালী,
 গুণপরিণামসাধক ও সুরগণেরও ঈশ্বর;
 এজন্য ইনি — যাহা যাহা কামনা করেন,
 তৎসমস্তই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।
 ইনি ঐষ্টরূপে চতুর্মুখ, কালরূপে অন্তক এবং
 বিষ্ণুরূপে সহস্রশীর্ষ্য পুরুষ। স্বয়ম্ভুর এই ত্রিবিধ
 অবস্থা উক্ত হইল। ব্রহ্মা ব্রহ্মারূপে সত্ত্ব ও
 রজঃ, কালরূপে রজঃ ও তমঃ এবং পুরুষরূপে
 সত্ত্ব গুণকে আশ্রয় করেন। স্বয়ম্ভুর গুণবৃত্তি
 এই প্রকার। ব্রহ্মারূপে লোকসকল সৃজন
 করেন, কালরূপে সমস্ত সংহার করেন, আর

ব্রহ্মা কমলগর্ভাভঃ কালো জাত্যাঞ্জন প্রভঃ।
 পুরুষঃ পুণ্ডরীকাভো রূপং তৎপরমাত্মনঃ।
 যোগেশ্বরঃ শরীরানি কৰোতি বিকরোতি চ॥
 নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবৃদ্ধিঃ স্বলীলয়া।
 ত্রিধা যদ্ধৰ্ভতে লোকে তস্মাত্রিগুণ উচ্যতে॥
 চতুর্ধা প্রবিভক্তত্বাচ্চতুর্ভূহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।
 যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাপ্তি বিষয়ং প্রতি॥ ৩৪
 তচ্চাস্য সততং ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে।
 ঋষিঃ সৰ্ব্বগতত্বাচ্চ শরীরাদ্ যাত্যয়ং প্রভুঃ॥ ৩৫
 স্বামিত্বমস্য তৎসৰ্বং বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বপ্রবেশনাৎ।
 ভগবান্ ভগসম্ভাবাদ্রাগো রাগস্য শাসনাৎ॥
 পরশ্চ তু প্রকৃষ্টত্বাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ।
 সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ববিজ্ঞানাৎ সৰ্বঃ সৰ্বং যতন্ততঃ॥ ৩৭
 নরাণাময়নং যস্মাঞ্জন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।

ত্রিধা বিভজ্য স্বাত্মানং ত্রৈলোক্যং সম্প্রবর্ততে
 সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চত্ৰিভিস্ত যৎ।
 অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাদুর্ভূ চতুর্মুখঃ॥ ৩৯
 আদিভ্রাতৃদেবোহসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ
 পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ
 দেবেষু চ মহান্ দবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।
 সৰ্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যত্বাস্তথেশ্বরঃ॥ ৪১
 বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাচ্চ উচ্যতে।
 ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদিভুঃ সৰ্বগতো যতঃ॥
 যস্মাৎ পূর্যানুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
 নোৎপাদিতত্বাৎ পূৰ্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি স স্মৃতঃ
 ইজ্যত্বাদুচ্যতে যজ্ঞ কাবৰ্বিক্রান্তদর্শনাৎ।
 ক্রমণঃ ক্রমণীয়ত্বাৎ স্বর্গকস্যাপি পলানৎ॥ ৪৪

পুরুষরূপে উদাসীন থাকেন। প্রজাপতির এই
 ত্রিবিধ অবস্থা। ব্রহ্মা পদ্মগর্ভাভ, কাল
 নীলাঞ্জনসম, আর পুরুষ শ্বেতকমলপ্রভ।
 পরমাত্মার এই রূপ উক্ত হইল। সেই যোগেশ্বর,
 নিজ লীলানুসারে বিবিধ নাম, রূপ, আকৃতি ও
 বৃত্তিসম্পন্ন শরীর ধারণ করেন, আবার তাহার
 সংহারও করেন। লোকসমূহে তিন প্রকারে
 বর্তমান বলিয়া ইহাকে ত্রিগুণ এবং চারিভাগে
 বিভক্ত বলিয়া চতুর্ভূত বলা যায়। ইনি যাহা
 প্রাপ্ত হয়েন, যাহা আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন,
 যাহা অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করেন, তৎসমস্তই ইহাঁর
 নিত্য ভাব, এ জন্য ইহাঁকে আত্মা বলে। ইনি
 সৰ্ব ভূতের অন্তর্গত বলিয়া ঋষিশব্দে উক্ত
 হয়েন। সৰ্ব শরীর হইতেই লয়কালে ইনি প্রয়াণ
 করেন, সৰ্বভূতেই ইহাঁর স্বামিত্ব বিদ্যমান, আর
 সৰ্বভূত ব্যাপিয়া ইনি বিরাজিত; এ নিমিত্ত
 ইহাঁকে বিষ্ণু বলে। ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি
 ইহাঁর নিয়ত বিদ্যমান বলিয়া ইহাঁকে ভগবান
 আর রাগ সমস্তের শাসন করেন বলিয়া ইনি
 পর আর অবন অর্থাৎ রক্ষা করেন বলিয়া ইনি
 ওঁ শব্দ-বাচ্য। সমস্ত বিজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া

সৰ্বজ্ঞ আর ইনিই সৰ্ব পদার্থরূপে পরিণত
 হইয়াছেন বলিয়া ইহাঁকে সৰ্ব বলা যায়। ইনি
 নরগণের অয়ন অর্থাৎ গম্যস্থান বলিয়া নারায়ণ।
 ইনি আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া
 ত্রৈলোকে সেই রূপত্রয় দ্বারা সৃজন, সংহরণ
 ও উদাসীনভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এই
 চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ সৰ্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।
 ইনি সকলের আদি বলিয়া আদিদেব এবং ইহাঁর
 জন্ম নাই বলিয়া ইনি অজ-পদবাচ্য। ২৬-৪০।
 ইনি প্রজাসমূহ পালন করেন বলিয়া প্রজাপতি
 এবং সৰ্ব দেবগণ মধ্যে মহান্ বলিয়া মহাদেব
 নামে বিখ্যাত। ইনি সকলের ঈশ্বর এবং কাহারও
 বশ্য নহেন, আর সৰ্বাপেক্ষা বৃহৎ; এজন্য ব্রহ্মা
 নামে খ্যাত। ইনিই সৰ্বভূতরূপী; এজন্য ভূত
 পদবাচ্য। ক্ষেত্র সকল অবগত আছেন বলিয়া
 ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ; সৰ্বভূতান্তর্গত বলিয়া বিভু;
 অব্যক্ত পুরমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ;
 আর ইনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, এবং
 সকলের পূৰ্ববর্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ নামে বিখ্যাত।
 সকলের যজ্ঞনীয় বলিয়া ইনি যজ্ঞ; আর অতীত
 বিক্রান্ত বলিয়া কবি নামে প্রথিত। ইনি

আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্ত্রয়োহগ্নিরিতি স্মৃতঃ ।
 হিরণ্যমস্য গর্ভোহভূদ্ধিরণ্যস্যাপি গর্ভজঃ ॥ ৪৯
 তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেহস্মিন্নিরূচ্যতে ।
 স্বয়ম্ভুবো নিবৃন্তস্য কালো বর্ষাগ্রজস্ত যঃ ৪৬
 ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুমপি বর্ষশতৈরপি ।
 কল্পসংখ্যানিবৃন্তস্ত পরাখ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭
 তাবচ্ছেষোহস্য কালোহন্যস্তস্যাস্তে প্রতি -
 সৃজ্যতে ।

কোটিকোটিসংখ্যানি অন্তর্ভূতানি যানি বৈ ॥
 সমতীতানি কল্পানাং তাবচ্ছেষাঃ পরাস্ত য়ে ।
 যন্তুয়ং কৰ্ত্ততে কল্পো বারাহং তং নিবোধত ॥ ৪৯
 প্রথমঃ সাম্প্রতন্তেষাং কল্পোহয়ং বর্ত্ততে দ্বিজা
 তস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাস্ত মনবঃ সূচ্যতুর্দশ ॥ ৫০

ইনি সকলের ক্রমণীয় অর্থাৎ গম্য বলিয়া ক্রমণ,
 এবং বর্ণসকলের পালন করেন বলিয়া আদিত্য
 নামে প্রসিদ্ধ। সকলের অগ্রজ এবং অগ্নি স্বরূপ
 বলিয়া ইনি কপিল। ইহার গর্ভ হিরণ্য আর ইনি
 হিরণ্যের গর্ভ স্বরূপ; এজন্য পুরাণশাস্ত্রে ইহাকে
 হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। সেই স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকার্য্য ইহাতে
 নিবৃন্ত হইলে কত বর্ষাকাল কি ভাবে যে অতিক্রান্ত
 হয়, তাহা শত বর্ষেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য।
 সৃষ্টিপ্রবৃত্ত পরব্রহ্মের যাবৎকাল সৃষ্টি প্রবাহ, উহাকে
 কল্প বলে। সৃষ্টি নিবৃন্ত হইলেও তাঁহার ততকালই
 অতিক্রান্ত হয়; তৎপরে পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত
 হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র কোটি কোটি কল্প অতীত
 হইয়া তাঁহাতে লয় পাইয়াছে; আর তাবৎ
 পরিমাণকাল অবশেষও রহিয়াছে। এই যে কল্প
 বর্ত্তমান, ইহা বারাহ কল্প বলিয়া জ্ঞাতব্য। হে
 দ্বিজগণ! বারাহ কল্পেরও এই প্রথম ভাগই
 চলিতেছে। এই কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু
 উৎপন্ন হইবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতীত,
 কেহ কেহ বর্ত্তমান, এবং কেহ কেহ ভবিষ্যকালে
 উৎপন্ন হইবেন। সেই নরেশ্বরগণ এই সপ্তদ্বীপা

অতীতা বর্ত্তমানাস্চ ভবিষ্যা য়ে চ বৈ পুনঃ ।
 তৈরিয়ং পৃথিবী সৰ্ব্বা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ ॥ ৫১
 পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ ।
 প্রজাভিস্তপসা চৈব তেষাং শৃণুত বিস্তরম্ ॥ ৫২
 মম্বন্তরেণ চৈকেন সৰ্ব্বাণ্যেবাস্তুরাণি বৈ ।
 ভবিষ্যানি ভবিষ্যেচ্চ কল্পঃ কল্পেন চৈব হ ॥ ৫৩
 অতীতানি চ কল্পানি সোদকানি সহায়কৈঃ ।
 অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজ্ঞানতা ॥ ৫৪
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রক্রিয়াপাদে
 প্রকৃতিশ্লেষো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সূচ উবাচ ।

আপো হ্যগ্নেঃ সমভবন্নষ্টেহমৌ পৃথিবীতলে ।
 সান্তরালৈকলীনেহস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১
 একাৰ্ণবে তদা তস্মিন্ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ।
 তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২

পৃথিবীকে সর্বতোভাবে প্রজ্জোৎপাদন ও
 তপস্যাধারা সম্পূর্ণ সহস্রযুগ যাবৎ পরিপালন
 করেন। বিস্তরক্রমে তাঁহাদিগের বিবরণ শ্রবণ
 করুন। এক মম্বন্তর দ্বারা অপর মম্বন্তর, এক কল্প
 দ্বারা অপর কল্প, অতীত দ্বারা বর্ত্তমান ও
 ভবিষ্যৎ,—পূর্ব কারণ দ্বারা পরবর্ত্তী ফল,—এই
 ক্রমে ধীমান্ ব্যক্তি অনাগত বিষয়সমূহের তত্ত্ব
 অবগত হইবেন। ৪১-৫৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,— অগ্নি ইহাতে জলের
 উৎপত্তি। স্থাবর-জঙ্গমাঙ্গক সান্তরাল পৃথিবীতল
 একাৰ্ণবাকারে পরণিত হইলে অগ্নি বিনষ্ট হয়, তখন
 আর কোন কিছুই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন
 সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ, অতীন্দ্রিয়,
 নারায়ণ নামক পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্বক সেই

সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুদ্রবর্ণেহহ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
 ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যঃ স সুস্থাপ সলিলে তদা।। ৩
 ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।। ৪
 আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুক্রম।
 অঙ্গু শেতে চ যন্তস্মাস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।। ৫
 তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমূপাস্য সঃ।
 শব্দব্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বঃ সর্গকারণাৎ।। ৬
 সত্ত্বোদ্বেকাৎ প্রবুদ্ধস্ত শূন্যং লোকমুদীক্ষ্য সঃ
 ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন বায়ুর্ভূত্বা তদা চরন্।
 নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্কালে ততস্ততঃ।।
 ততস্ত্ব সলিলে তস্মিন বিজ্জায়ান্তর্গতাং মহীম্।
 অনুমানাদসমুদ্রো ভূমেরুদ্ধরগং প্রতি।। ৮
 অকরোৎ স তনুং হন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
 ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিস্তয়ৎ।। ৯
 সলিলেনাপ্লুতাং ভূমিং দৃষ্ট্বা স তু সমস্ততঃ।
 কিংনুরূপং মহৎ কৃতা উদ্ধরেয়মহং মহীম্।। ১০

জলক্ৰীড়াসু কুচিরং বারাহং রূপমস্মরৎ।
 অধ্যৎ সর্বভূতানাং বাঙময়ং ধর্মসংজ্ঞিতম্।। ১১
 দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমুচ্ছিতম্।
 নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিস্তনম্।। ১২
 মহাপর্বতবর্ধাণং শ্বেতং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্টিগম্।
 বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশাক্ষমাদিত্য সমতেজসম্।। ১৩
 পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
 পীনোল্লতকটীদেশং সুশ্লক্ষং শুভলক্ষণম্।। ১৪
 রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ।
 পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্।। ১৫
 স বেদপাদযুপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিচীমুখঃ।
 অগ্নিজিহ্বা দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ।। ১৬
 অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাগ্রক্ষতিভূষণঃ।
 আজ্যনাসঃ শ্রুবাভুগুঃ সামঘোষধ্বনো মহান্।। ১৭
 সত্যধর্মময়ঃ শ্রীমান্ ধর্মাবিক্রমসংস্থিতঃ।
 প্রায়শ্চিত্তরথো ঘোরঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ।। ১৮

সলিলরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। নারায়ণ
 সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক প্রচলিত আছে যে,—
 জলীয় পরমাণুপুঞ্জের নাম 'নারা' এইরূপ শুনা
 যায়; জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া সেই পুরুষকে
 নারায়ণ বলে। তিনি সহস্রযুগ তুল্য নৈশ কাল
 অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অস্তে সৃষ্টি করিবার
 নিমিত্ত ব্রহ্মমূর্তি পরিগ্রহ করেন। ক্রমে সতত্ব
 গুণের উদ্বেক বশতঃ সেই ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া সকল
 লোক শূন্যকার — সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর
 আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খদ্যোতবৎ বিচরণ
 করিতে থাকেন। ক্রমে বুদ্ধিমান ব্রহ্মা অনুমান
 দ্বারা সেই জলরাশি মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে; ইহা
 জানিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্বক
 অন্যান্য কল্পের ন্যায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে
 অভিলাষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি
 কোন্ মহৎরূপ ধারণ করিয়া এই ধরণীর উদ্ধার
 করিতে পারিব? এবিধ চিন্তাঘটিত ব্রহ্মা চতুর্দিক্
 জলাকীর্ণ দর্শনে জলক্ৰীড়াকুশল বারাহ-রূপ স্মরণ

করিলেন। ঐরূপ বাঙময় ও সর্বভূতের
 অনভিভাব্য। উহারই নামান্তর ধর্ম। ঐ মূর্তি
 দশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন উন্নত ও নীল-মেঘ-
 তুল্য। উহার দেহ — মহাপর্বত-সম, বর্ণ — শ্বেত,
 দংষ্ট্রা — তীক্ষ্ণ ও উগ্র; স্বর — মেঘগজ্জন সদৃশ,
 নয়ন — বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল; দেহদ্যুতি
 আদিত্যসদৃশ, স্কন্ধদেশ — পীন ও সুবৃত্ত, গমন —
 সিংহের ন্যায়। কটীদেশ — পীনোল্লত, সুমসৃণ ও
 সুলক্ষণাক্রান্ত। ১-১৪। অতঃপর সেই হরি
 বিপুলাকার বরাহ-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর
 উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার
 চারিপদ- চারিবেদ, দংষ্ট্রা — যুপ, বক্ষঃস্থল —
 ক্রতু, মুখ — চিত্তী, জিহ্বা — অগ্নি, রোম — কুশ,
 ব্রহ্মা — মস্তক, মহত্ব-তপস্যা, চক্ষু — আহোরাত্র,
 কর্ণভূষণ — বেদাগ্র, নাসা — আজ্য, মুখ — শ্রুব,
 শব্দ — সামধ্বনি, দেহকাস্তি — সত্য ও ধর্ম
 বিক্রম — ধর্ম, রথ — প্রায়শ্চিত্ত, জানুদেশ

উদগাত্রস্তো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধিঃ
বেদ্যন্তরাঙ্গা মন্ত্রস্থিগাঙ্গ্যস্পৃক্ সোমশোণিতঃ
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাক্তিরেগবান্।
প্রাণবংশকায়ো দ্যুতিমানানাদীক্ষাভিরধিতঃ॥
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্ত্বময়ো বিভূঃ।
উপাকর্শোষ্ঠরুচিরং প্রবর্গ্যবিষ্ঠভূষণঃ॥ ২১
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছিতঃ॥ ২২
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ স প্রাবিশৎ প্রভূঃ।
অঙ্ঘ্রিঃ সঙ্ঘাদিতামুর্বাং স তামগ্নন প্রজাপতিঃ॥
উপগম্যোজ্জহারাণ্ড অপস্তাশ্চ স বিন্যাসন্।
সামুদ্রীর্বে সমুদ্রেষু নাদেয়ীশ্চ নদীধ্বজঃ॥ ২৪
রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাভ্যাজ্জহার গাম্॥ ২৫
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীকরঃ।

— পশু, অস্ত্র— উদগাতা, লিঙ্গ — হোম, বীৰ্য্য— মহৌষধিনিচয়, অন্তরাঙ্গা — বেদি, কটিদেশ— মন্ত্র, স্পৃহা— ঘৃত, শোণিত— সোম, স্কন্ধদেশ — বেদ, গন্ধ — হবিঃ, বেগ— হব্য-কব্য, শরীর— প্রাণবংশ, দেহদ্যুতি — নানাবিধ দীক্ষা, হৃদয়দেশ — দক্ষিণা, ওষ্ঠ — উপাকর্শ, রোমাবর্ভ — প্রবর্গ্য, গতিপথ— বিবিধ ছন্দ, আসন — গুহ্য উৎনিষৎসমূহ, এবং পত্নী — ছায়া। সেই মহাসত্ত্বময় যোগী বিভূ — মণিশৃঙ্গে র ন্যায় সমুন্নত। সেই বিভূ প্রজাপতি এবম্বিধ যজ্ঞবরাহাকার ধারণ করত জলরাশি মধ্যে প্রবেশপূর্বক অনুসন্ধান করিয়া জলনিমগ্ন পৃথিবীকে প্রাপ্তি হইলেন, এবং অনায়াসেই তাহাকে উদ্ধার করেন। তৎকালে তিনি সেই জলরাশিকেও বিভাগপূর্বক সমুদ্রজল সমুদ্রে আর নদীর জল নদীতে স্থাপন করিয়া অতল জলমগ্না, রসাতলগতা পৃথিবীকে লোকাহত-কামনায় দংষ্ট্রা দ্বারা উত্তোলন করিলেন। পৃথিবীধর বরাহদেব, সেই পৃথিবীকে উত্তোলনপূর্বক জলরাশির উপরে স্থাপন করিলেন।

মুমোচ পূর্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ॥ ২৬
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
চরিতত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি বিপ্রবন্। ২৭
ততোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া
পৃথিব্যাঃ প্রবিভাগায় মনশ্চক্রেহধ্বজেক্ষণঃ॥
পৃথিবীস্ত সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোহচি

নোদিগরীন্।

প্রাক্ সর্গে দহ্যমানাস্ত তদা সন্ধর্ভকায়িনা॥ ২৯
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণান্তে পর্বতা ভুবি সর্বশঃ।
শৈত্যাৎদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্ত সংহতাঃ॥
নিবিস্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোহভবৎ।
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বাভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩১
গিরয়োহন্তনিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ।
ততস্তেষু বিশীর্নেষু লোকোদধিগিরিষ্বথ॥ ৩২
বিশ্বকর্মা বিভজতে কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
সসমুদ্রামিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্॥

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরি মহতী নৌকার ন্যায় ভাসমান রহিল। সেই দেব মনোহারা পূর্ব পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে জলোপরি বিন্যস্ত করিলেন। কিন্তু পৃথিবী বিস্তীর্ণা বলিয়া ভুলিল না। অধ্বজলোচন বরাহদেব, অতঃপর জগদ্বিস্তার বাসনায় পৃথিবীর বিভাগ বিষয়ে মনোযোগ করিলেন। ১৫-২৮। তিনি পৃথিবীকে সমভূমি করিয়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতসমূহ বিন্যাস করিলেন। পূর্ব্বসৃষ্টিতে সংবর্ভক অগ্নিদ্বারা পর্ব্বতসকল দহ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; পরে একণিবের শৈত্যবশতঃ বায়ুদ্বারা জলরাশি স্থানে স্থানে দৃঢ়সম্বন্ধ হইয়া পুনরায় পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। তখন চলন রহিত বলিয়া উহারা অচল এবং পর্ব্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্ব্বতসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পূর্ব্বকল্পায় লোক, সাগর ও গিরিসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; পরকল্পের প্রারম্ভে বিশ্বকর্মা পুনরায় সপ্তদ্বীপা সসমুদ্রা সপর্ব্বতা পৃথিবী বিভাগপূর্বক বিন্যাস করিয়া থাকেন। তিনি ভূ প্রভৃতি লোকচতুষ্টয়

ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পুনঃ সোহথ

প্রকল্পবৎ ।

লোকান প্রকল্পয়িত্বা চ প্রজাসর্গং সসঙ্ঘর্জ হ । ৩৪

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূতগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

সসঙ্ঘর্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং কল্পাদিষু যথা পুরা । ৩৫

তস্যাভিধায়তঃ সর্গং তদা বৈ বুদ্ধিপূর্বকম্ ।

প্রধানসমকালং বৈ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ । ৩৬

তমো মোহো মহামোহস্তামি ত্রাহ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ ।

অবিদ্যা পঞ্চপৈবেষা প্রাদুর্ভূতা মহাশ্বনঃ । ৩৭

পঞ্চা চাশ্রিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোহভিমানিনঃ ।

সর্বতন্তুমসা চৈব দীপঃ কুন্তবদাবৃতঃ । ৩৮

বহিরন্তঃ প্রকাশশ্চ শুদ্ধো নিঃসংঘর্জ এব চ ।

যস্মাষ্ট্রেঃ সংবৃতা বুদ্ধির্মুখ্যানি করণানি চ ।

তস্মাষ্ট্রেঃ সংবৃতাশ্চ নো নৈগ্য মুখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ

মুখ্যসর্গং তথাভূতং ব্রহ্মা দৃষ্টা হ্যসাধকম্ । ৪০

অপ্রসন্নমনাঃ সোহথ ততো ন্যাসোহভ্যমন্যত

তস্যাভিধায়তস্তত্র তির্যক্শ্রোতোহভ্যবর্তত

কল্পনা করিয়া প্রজা সৃজনে প্রবৃত্ত হয়েন । বিবিধ প্রজা সৃজনাভিলাষী ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, পূর্ব পূর্ব কল্পের ন্যায়ই সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়েন । তিনি বুদ্ধি পূর্বক সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে থাকিলে প্রথমতঃ তমোময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয় । তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র,— এই পঞ্চ পঞ্চাশ্বিক । অবিদ্যাই সর্ব প্রথমে সৃষ্ট হয় । ইহারা সেই অভিমানী ব্রহ্মাকে পঞ্চ বধ আবরণে সমাচ্ছিন্ন করিল; তাহাতে তিনি ঘট দ্বারা দীপের ন্যায় বহির্ভাগে সম্পূর্ণ আবৃত এবং অন্তরে শুদ্ধ প্রকাশমান অথচ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন । মোহাদি দ্বারা বুদ্ধি ও মুখ্য ইন্দ্রিয়সমূহ সমাবৃত হওয়ায় উহারা সংবৃতা বুলিয়া খ্যাত; উহাই স্থূল পর্বতাকার ধারণ করে । ২৯-৩৯ । প্রথম সৃষ্টি ব্রহ্মার অভিপ্রায়ানুরূপ না হওয়ায় তিনি অপ্রসন্নমনে সৃষ্টিব্যাপারে বিরত হইয়া পুনরায় তাবনা করিতে লাগিলেন । তখন শ্রোতঃসমূহ

যস্মাস্তির্যগ্ভ্যবর্তন্ত তির্যক্শ্রোতস্ততঃ শ্রুতম্

তমোবহুত্বা সর্বে হ্যজ্ঞানবহ্লাঃ শ্রুতাঃ । ৪২

উৎপথগ্রাহিণশ্চাপি তে ধ্যানাচ্ছানমানিনঃ ।

তির্যক্শ্রোতস্ত দৃষ্টা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ ।

অহঙ্কৃতা অহস্মানা অষ্টাবিংশদ্বিধাশ্চাক্ষাঃ

একাদশেন্দ্রিয়বিধা নবধা চোদয়ন্তথা । ৪৪

অষ্টৌ চ তারকাদ্যাশ্চ তেষাং শক্তিবিধাঃ

শ্রুতাঃ ।

অন্তঃপ্রকাশান্তে সর্ব আবৃত্যশ্চ বহিঃ পুনঃ । ৪৫

যস্মাস্তির্যক্ প্রবর্ত্তেত তির্যক্শ্রোতাঃ স উচ্যতে

তির্যক্শ্রোতশ্চ দৃষ্টা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ । ৪৬

অভিপ্রায়মথোভূতং দৃষ্টা সর্বং তথাবিধম্ ।

তস্যাভিধায়তো চিন্তং সাত্ত্বিকং সমবর্ত্তত । ৪৭

উর্দ্ধশ্রোতাস্তৃতীয়স্ত স চৈবোর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।

যস্মাদ্যবর্ত্ততোহর্দ্ধস্ত উর্দ্ধশ্রোতাস্ততঃ শ্রুতঃ । ৪৮

তে সুখপ্রীতিবহ্লা বহিরন্তশ্চ সংবৃতাঃ ।

প্রকাশা বহিরন্তশ্চ উর্দ্ধশ্রোতোভূতবাঃ শ্রুতাঃ । ৪৯

তেন বাতাদয়ো জ্ঞেয়াঃ সৃষ্টাশ্চানো ব্যবস্থিতাঃ

উর্দ্ধশ্রোতাস্তৃতীয়ো বৈ তেন সর্গস্ত স শ্রুতঃ । ৫০

তির্যক্ (কুটিল) ভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তাহা হইতে তির্যক্জাতির উৎপত্তি হইল । তির্যগ্ভাগে ইহাদিগের বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে তির্যক্শ্রোতঃ বলে । তাহারা তমোগুণবহল, সুতরাং অজ্ঞানাজ্ঞম, উৎপথগ্রাহী এবং ধ্যানোৎপন্ন বলিয়া ধ্যানাভিমানী । এই তির্যক্শ্রোতঃসৃষ্টি যেন দ্বিতীয় বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ । ইহারা অহঙ্কৃত, অভিমানী, অষ্টাদশবিধ আশ্রয়যুক্ত, একাদশবিধ ইন্দ্রিয়ান্বিত, নববিধ উদয়বিশিষ্ট ও অষ্টবিধ তারকাদি শক্তিসম্পন্ন । এতৎসমস্তই ইহাদিগের অন্তরে প্রকাশমান, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশ । এই সৃষ্টির তির্যক্ভাবে প্রবৃত্তি বলিয়া ইহারা নাম— তির্যক্শ্রোতঃ । ঈশ্বর দ্বিতীয় জগতের ন্যায় তির্যক্শ্রোতঃসৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের কথাঞ্চ সাফল্য বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উৎসাহান্বিত হইলেন; তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সান্ত্বিকভাবে পূর্ণ

উর্দ্ধশ্রোতঃসু সৃষ্টেষু দেবেষু স তদা প্রভুঃ ।
 প্রীতিমানভবদ্রব্ধা ততোহন্যং সৌভাগ্যমন্যত
 সসঙ্কর্ষ সর্গমন্যং স সাধকং প্রভুরীশ্বরঃ ।
 অথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যভিধ্যায়িনস্তদা ॥৫২
 প্রাদুর্ভূব চাব্যক্তাদ বাক্শ্রোতঃ সুসাধকম্ ।
 যস্মাদব্যাগব্যবর্ত্তেত ততোহর্বাঙ্কশ্রোত উচ্যতে
 তে চ প্রকাশবহ্নাস্তমঃসম্ভবজোহধিকাঃ ।
 তস্মাস্তে দুঃখবহ্না ভূয়ো ভূয়শ্চ কারিণঃ ॥৫৪
 প্রকাশ্য বাহারন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাস্চ তে ।
 লক্ষণৈস্তারকাদ্যৈস্তে অষ্টধা চ ব্যবস্থিতাঃ ॥৫৫
 সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাশ্চৈব গন্ধর্ব্বসহস্রিণাং ।
 ইত্যেব তৈজসঃ সর্গো হ্যর্বাঙ্কশ্রোতাঃ
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৫৬

ইওয়ায় উর্দ্ধশ্রোতঃ সৃষ্টি হইল। ইহা প্রজাপতির
 তৃতীয় সৃষ্টি। ইহা উর্দ্ধে অবস্থিত হইল। উর্দ্ধদিকে
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে উর্দ্ধশ্রোতঃ বলে।
 উর্দ্ধশ্রোতঃসৃষ্টিজাত জীবগণ সকলেই অন্তরে-
 বাহিরে প্রকাশ ও অপ্রকাশযুক্ত। বায়ু প্রভৃতি এই
 উর্দ্ধশ্রোতঃসৃষ্টির অন্তর্গত। উর্দ্ধশ্রোতঃসৃষ্টি
 ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি। দেবতা পর্য্যন্ত
 উর্দ্ধশ্রোতঃসমূহ সৃষ্টি হইলে প্রভু ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ
 প্রীত হইলেন। তখন তিনি অপর সৃষ্টিবিষয়ক
 চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অপর আরও
 সাধক সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব করিলেন। অতঃপর
 সত্যসঙ্কল্প অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্যের
 সুসাধক অর্বাঙ্কশ্রোতঃ সৃষ্টি হইল। অর্বাঙ্ক অর্থাৎ
 নিম্নদিকে ইহার প্রবৃত্তি বলিয়া অর্বাঙ্কশ্রোতঃ নাম
 হইয়াছে। ইহারা প্রকাশবহ্নল ও সমধিক
 ব্রজোগুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত ইহারা প্রায়শঃ
 দুঃখাক্রান্ত; আর ইহারা পুনঃপুনঃ
 ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী। অন্তরে-বাহিরে প্রকাশযুক্ত এই
 মনুষ্যসৃষ্টিই সাধক সৃষ্টি। ইহা তারকাদি অষ্টবিধ
 লক্ষণাক্রান্ত। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ এই মনুষ্যসৃষ্টির
 প্রকারভেদ মাত্র। অর্বাঙ্কশ্রোতঃ সৃষ্টি এইরূপ।

পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গশ্চতুর্ধ্বা স ব্যবস্থিতঃ ।
 বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ঠ্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ ॥৫৭
 বিবৃন্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেহর্থং জ্ঞানস্তি তদ্বতঃ ।
 ভূতাদিকানাং সম্ভানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে ॥
 তে পরিগ্রহণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ ।
 খাদনাশ্চাপ্যশীলাশ্চ জ্ঞেয়া ভূতাদিকাস্ত তে ॥
 বিপর্য্যয়েণ ভূতাদিরশক্ত্যা চ ব্যবস্থিতঃ ।
 প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহতস্ত সঃ ॥৬০
 তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ।
 বৈকারিকত্বতীয়স্ত সর্গ ইন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥৬১
 ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতোহবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ।
 মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্ত মুখ্যা বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥৬২
 তির্য্যাক্শ্রোতাস্চ যঃ সর্গান্তর্য্যাক্যোনিঃ সপঞ্চমঃ
 ততোর্দ্ধশ্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥
 তথাঅর্বাঙ্কশ্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ
 অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্ত সঃ ॥৬৪
 পঞ্চমৈব বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্ত ত্রয় স্মৃতাঃ

এ সমস্তই তৈজস সৃষ্টি। ৪০-৫৬। বিপর্য্যয়,
 শক্তি, তুষ্টি ও ঋদ্ধি—এই চতুর্বিধ গুণযুক্ত
 অনুগ্রহ সর্গ পঞ্চম সৃষ্টি। ভবিষ্য ও বর্ত্তমান
 সমস্ত তত্ত্বই ইহাদিগের অবগত। তামস জীব-
 জাতির সৃষ্টি ষষ্ঠ। ইহারা সকলেই পরিগ্রহশালী,
 সংবিভাগরত, ভোগাসক্ত ও দুঃশীল। ইহারা
 বিপর্য্যয় ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। মহানের সৃষ্টি
 প্রথম, তন্মাত্রসৃষ্টি দ্বিতীয়, ইহাকে ভূতসৃষ্টি বলে।
 বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়, ইহাকেই ইন্দ্রিয় সৃষ্টি
 বলে। এই কয়টি প্রাকৃত সৃষ্টি ব্রহ্মার
 অবুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়াছিল। স্বাবরদিগকেই মুখ্য
 বলে। মুখ্য সৃষ্টি চতুর্থ। তির্য্যাক্শ্রোতঃ অর্থাৎ
 তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি পঞ্চম। উর্দ্ধশ্রোতঃ অর্থাৎ
 দেবসৃষ্টি ষষ্ঠ। অর্বাঙ্কশ্রোতঃ অর্থাৎ মানুষ
 সৃষ্টি সপ্তম। অনুগ্রহ সৃষ্টি তমঃসত্ত্ব-বহ্নল; ইহা
 অষ্টম। এই অষ্টবিধ সৃষ্টি মধ্যে প্রথমোক্ত
 তিনটি প্রাকৃত আর শেষোক্ত পাঁচটি বৈকৃত

প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥
 প্রাকৃতাস্তত্রয়ঃ সর্গাঃ কৃতান্তেহবুদ্ধিপূর্বকাঃ।
 বুদ্ধিপূর্বং প্রবর্তন্তে ষট্‌সর্গা ব্রহ্মনস্ত তে ॥৬৬
 বিস্তরানুগ্রহং সর্গং কীর্ত্যমানং নিবোধত।
 চতুর্থাবস্থিতঃ সোহথ সর্বভূতেষু কৃৎস্নশঃ ॥৬৭
 বিপর্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ঠ্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।
 স্বাবরেষু বিপর্যাসস্তির্থাগ্‌যোনিষু শক্তিতাঃ ॥
 সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্ত তুষ্টির্দেবেষু কৃৎস্নশঃ ॥
 ইত্যেতে প্রাকৃতশ্চৈব বৈকৃতশ্চ নব স্মৃতাঃ।
 সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ।
 অগ্রে সসঙ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাশ্বনঃ সমান্ ॥৭০
 সনন্দনঞ্চ সনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্।
 বিজ্ঞানেন নিবৃত্তান্তে বৈবর্তেন মহৌজসঃ ॥৭১
 সমুদ্রাশ্চৈব নানাত্বাদপ বদ্ধ জ্বয়োবপি তে।
 অসৃষ্টৈব প্রজাসর্গং প্রতিসর্গং গতাঃ পুনঃ ॥৭২
 তদা তেষু ব্যতীতেষু তদান্যান্ সাধকাংশ্চ তান
 মানসানসৃজদ্‌ব্রহ্মা পুনঃ স্থানাভিমানিনঃ ॥৭৩
 আভূতসংপ্রবাবস্থান নামতস্তামিবোধত।

আপোগগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশন্তথা ॥
 স্বর্গং দিবঃ সমুদ্রাংশ্চ নদান শৈলান বনস্পতীন
 ওষধীনাং তথাহ্মানো হ্যাহ্মানো বৃক্ষবীরুধাম্ ॥
 লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্তাঃ সন্ধিরাত্রাহাঃ।
 অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ অয়নাদযুগানি চ ॥৭৫
 স্থানাভিমানিনঃ সর্বৈ স্থানাখ্যাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ
 বক্তাদ্যস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা-
 শুদ্ধক্ষন্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্বভাগে।
 বৈশ্যাশ্চোর্বোর্বস্য পদ্ম্যাক্ষ শূদ্রাঃ
 সর্বৈ বর্ণা গাত্রতঃ সম্প্রসূতা ॥৭৭
 নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
 অণ্ডাঙ্জলো পুনর্ব্রহ্মা লোকান্তেন কৃতঃ স্বয়ম্
 এষ বঃ কথিতঃ পাদঃ সমাসাম্ন তু বিস্তরাৎ।
 অনেনাদ্যেন পাদেন পুরাণং সম্প্রকীর্তিতম্ ॥
 ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬॥
 সমাপ্তঃ প্রক্রিয়াপাদঃ।

সৃষ্টি। কৌমার সৃষ্টি নবম। প্রাকৃত, বৈকৃত ও
 কৌমার — এই ত্রিবিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রাকৃত
 তিনটি সৃষ্টিই অবুদ্ধিপূর্বক, আর অবশিষ্ট
 ছয়টি বুদ্ধিপূর্বক। ৫৭-৬৬। এক্ষণে অনুগ্রহ
 সর্গ সিস্তার কীর্তন করিতেছি, আপনারা
 অবগত হউন। এই সৃষ্টি সর্ব-ভূতেই বিপর্যয়,
 শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই চারি প্রকারে বিদ্যমান।
 স্বাবরে বিপর্যাস, তির্যকযোনিতে শক্তি,
 মনুষ্যে সিদ্ধি এবং দেবতাতে তুষ্টি বর্তমান।
 প্রাকৃত ও বৈকৃত সমুদায়ে মিলিত এই নববিধ
 সৃষ্টি আবার প্রত্যেকে প্রকারভেদে বহুবিধ।
 ব্রহ্মা প্রথমে আত্মসম সনন্দন, সনক, সনাতন,
 এই তিনটি মানস সন্তান সৃষ্টি করেন। ইহারা
 তিন জনেই মহা তেজস্বী, বিবর্ত বিজ্ঞান-
 সম্পন্ন, এবং ব্রহ্মাজ্ঞানবান্। ইহারা প্রজা সৃষ্টি
 না করিয়াই নিবৃত্তিপথাবলম্বী হইয়া মহাপ্রস্থান
 করেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে তাদৃশভাবে প্রস্থান

করিতে দেখিয়া পুনরায় স্থানাভিমानी সৃষ্টিসাধক
 অপর পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। ইহারা
 প্রলয়পর্যন্ত স্থায়ী। ইহাদিগের নাম বলিতেছি,
 শ্রবণ করুন। জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ,
 দিক্, স্বর্গ, দিব, সমুদ্র, নদ, শৈল, বনস্পতি,
 এ সকলের আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কল, মুহূর্ত, সন্ধি,
 রাত্রি, দিবা, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন, অন্দ,
 যুগ,— ইহারা সকলেই স্থানাভিমानी; সুতরাং
 স্থানপদবাচ্য। পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,
 বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুস্থ হইতে বৈশ্য,
 পদযুগল হইতে শূদ্র; — এই ভাবে সর্বগাত্র
 হইতে বর্ণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পরমপুরুষ
 নারায়ণ অব্যক্তেরও পরবর্তী; অব্যক্ত হইতে
 ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; অণু হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি;
 এই ব্রহ্মা স্বয়ং সকল লোক সৃষ্টি করিয়াছেন।
 এই আমি আপনাদিগের নিকট আদ্য প্রক্রিয়া

অনুবাদপাদঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ইত্যেব প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 অস্মা তু সংহৃষ্টমনাঃ কাশ্যপেয়ঃ সনাতন ॥ ১
 সঙ্ঘোষ্য সূতং বচসা পপ্রাজ্ঞাতোকরাং কথাম্ ।
 অন্তঃ প্রভৃতি কল্পজ্ঞ প্রতिसন্ধিঃ প্রচক্ষু নঃ ॥ ২
 সমতীতস্য কল্পস্য বর্তমানস্য চোত্তরোঃ ।
 কল্পমোরস্তরং যচ্চ প্রতিসন্ধির্ঘতন্তরোঃ ।
 এতন্নেদিতুমিচ্ছামো হ্যত্যন্তকুশলো হ্যস ॥ ৩

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অত্র বোহহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিঞ্চ যন্তরোঃ
 সমতীতস্য কল্পস্য বর্তমানস্য চোত্তরোঃ ॥ ৪
 মনস্তরানি কল্পেষু যেষু যানি চ সূত্রতাঃ ।
 যচ্চামং বর্ততে কল্পো বারাহঃ সীশ্রকঃ শুভঃ

পাদ, সংক্ষেপে কহিলাম; বিস্তর সহকারে বলা
 হইল না; এই আদ্য পাদে বায়ুপুরাণের সৃষ্টিকৃত্তান্ত
 বর্ণিত হইল । ৬৭-৭৯ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সূত-কথিত বায়ুপুরাণের প্রথম পাদ--
 সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রবণে নৈমিষীয় মুনিগণ হস্তচিহ্নে
 সূতকে সঙ্ঘোধানপূর্বক পরবর্তী বৃত্তান্ত সমুদয়
 জিজ্ঞাসা করিলেন । = হে কল্প তত্ত্বজ্ঞ সূত ।
 অতীত ও বর্তমান কল্পের অন্তর ও প্রতিসন্ধি
 বিবরণ আমরা জানিতে অভিলাষ করি । আপনি
 পুরাবৃত্ত-কথনে সৰ্বিশেষ কুশল । অতএব
 আমাদের নিকট তাহা বর্ণন করুন । সূত
 কহিলেন, = অতীত ও বর্তমান কল্পের প্রতিসন্ধি
 বৃত্তান্ত আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি ।
 হে সূত্রজ্ঞ মুনিগণ । যে কল্পে যত মনস্তর, এবং
 বর্তমান বারাহ কল্পের পূর্ববর্তী কল্প আর
 ইহাদিগের মধ্যবস্থা, এতৎসমস্ত বিবরণ প্রবণ

অস্মাং কল্পান্ত যঃ কল্পঃ পূৰ্ব্বোহতীতঃ সনাতনঃ
 তস্য চাস্য চ কল্পস্য মধ্যবস্থাং নিবোধত ॥ ৬
 প্রত্যাহতে পূর্বকল্পে প্রতিসন্ধিঞ্চ তত্র বৈ ।
 অন্যঃ প্রবর্ততে কল্পো জনান্নোকাং পুনঃ পুনঃ ॥
 ব্যুজ্জিমাং প্রতিসন্ধেস্ত কল্পাং কল্পঃ পরম্পরম্
 ব্যুজ্জিমাং প্রতিসন্ধিঃ সৰ্ব্বাঃ কল্পান্তে সৰ্ব্বশব্দা
 তস্মাং কল্পান্ত কল্পস্য প্রতিসন্ধির্বিগদ্যতে ।
 মনস্তরযুগ খ্যানামব্যুজ্জিমাঞ্চ সঙ্ঘয়ঃ ॥ ৯
 পরম্পরঃ প্রবর্ততে মনস্তরযুগৈঃ সহ ।
 উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্বকল্পাঃ সমাসতঃ ॥ ১০
 তেষাং পরাক্ষকল্পনাং পূর্বো হ্যস্মাৰ্থ্য যঃ পরঃ
 আসীৎ কল্পো ব্যতীতো বৈ পরাক্ষঃ ন পরাক্ষঃ
 অন্যে ভবিষ্য য়ে কল্পা অপরাক্ষাদংশীকৃতাঃ ।
 প্রথমঃ সান্নাতন্তেষাং কল্পোহয়ং বর্ততে বিজাঃ
 যন্মিন পূর্বঃ পরাক্ষে তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে
 এতাবান স্থিতিকালস্য প্রত্যাহারস্ততঃ শ্রুতঃ ॥

কল্পন । পূর্ব কল্প প্রত্যাহত হইলে অন্য কল্প প্রবৃত্ত
 হয়, এতদুভয়ের মধ্যবস্থারূপ প্রতি সন্ধিতে জন-
 লোক হইতে অপর সৃষ্টি প্রারম্ভ হইয়া থাকে । প্রতি
 সন্ধিকাল যদি বিজিন্ন হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিধারা যদি
 সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তবে কল্পসকলও পরম্পর
 বিজিন্ন হইয়া থাকে, তখন আর পূর্বকল্পীয়
 ক্রিয়াকলাপ পরকল্পগামী হইতে পারে না । পরন্তু
 সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় । ১-৮ । এ নিমিত্ত
 এক কল্প হইতে অপর কল্পের প্রতিসন্ধি কল্প বিবরণ
 বলিতেছি । যুগযুগান্তবাদেরও সন্ধিকাল অবিস্মিয়াই
 থাকে । ক্রিয়াকলাপ অপর মনস্তর যুগাদির সহিতই
 প্রবর্তিত হইয়া থাকে । প্রক্রিয়া, বিবরণে সংক্ষেপে
 কল্পসমূহের বর্ণনা করিয়াছি । ইতঃপূর্বে যে কল্প
 অতীত হইয়াছে, উহা পূর্ব পরাক্ষান্তগত ।
 পরপরাক্ষ কালের কল্প সকলের মধ্যে বর্তমান
 বারাহ কল্পই প্রথম । হে বিজ্ঞগণ । পূর্ব পরাক্ষ ও
 পরপরাক্ষ = এই বিবিধ কালের পর এ জগৎপ্রপঞ্চ

অস্মাৎ কল্পান্তে যঃ পূৰ্ব্বং কল্পোহতীতঃ সনাতন
চতুৰ্যুগসংখ্যাস্তে অহোমবন্তরৈঃ পুরা ॥১৪
ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে অপর্যন্তে
তস্মিন্ কল্পে তদা সেবা আসন্ বৈমানিকাস্ত য়ে
নক্ষত্রগ্রহতারাস্ত চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ য়ে ।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোটিস্ত সুকৃতাশ্বনাম্
মবন্তরে তথৈকস্মিন্ চতুর্দশসু বৈ তথা ।
ত্রীণি কোটি সতান্যাসন্ কোট্যো দ্বিনবতিস্তথা
অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং শ্বতাঃ পুরা ।
বৈমানিকানাং সেবানাং কল্পোহতীতে তু য়েহ

ভবন ॥১৪

একৈকস্মিন্ কল্পে বৈ সেবা বৈমানিকাঃ শ্বতাঃ
অথ মবন্তরেহাসং চতুর্দশসু বৈ দিবি ॥১৫
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা ।
তেষামনুচরা য়ে চ মনুপুত্রাস্তথৈব চ ॥
বর্ণাশ্রমিতীরীড়্যাশ্চ তস্মিন কালে তু য়ে সুরাঃ
মবন্তরেযু য়ে হ্যাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ ॥
তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্কং গ্রাপ্তে সঙ্কালনে
তথা ।

উপসংহৃত হইয়া থাকে। এই কল্পের পূর্বে যে
সনাতন কল্প অতীত হইয়াছে, চতুঃসংখ্য যুগাদ্বয়
মবন্তর-পরিমিত ব্রাহ্ম দিবাবসানে ঐ কল্প ক্ষীণ
হইলে যখন জগতের দাহকাল ঘটিয়াছিল,
তদানীন্তন রাশি, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহ প্রভৃতি
বিমাননিহারী দেবগণের সংখ্যা, = অষ্টাবিংশতি
কোটি। ইহা এক মবন্তরের পরিমাণ। চতুর্দশ
মবন্তরে দেবসংখ্যা ত্রিশশত দ্বিনবতি কোটি অতি
সংখ্য সাত শত। ইহারা অতীত কল্পের বৈমানিক
সেবতা। এইরূপ প্রতিকল্পেই বৈমানিক দেবগণ
বিদ্যমান থাকেন। চতুর্দশ মবন্তরে অস্তরীক্ষলোক
দেবতা, পিতৃ, মুনী, মনু, মনুপুত্র, ইহাদিগের
অনুচর, বর্ণাশ্রমধর্মিগণের উপাস্য দেবতা, আর
অতীত মবন্তরের দেবলোকবাসী, = ইহারা
সকলেই সেই সংহারসময়ে আপনাদিগের
বিপদাশঙ্কায় চিন্তাধিত হইয়া পড়েন। সেই সকল

তুল্যানিষ্ঠান্ত তে সর্ব্বে গ্রাপ্তে হ্যাত্ততসংগ্ৰবে ॥
ততস্তেহবশ্যভাবিত্বাদবুজা পর্য্যায়মাশ্বনঃ ।
ত্রৈলোক্যবালিনো সেবা ইহস্থানাভিমানিনঃ ॥
স্থিতিকালে তদা পূর্ণে হ্যাসমে পশ্চিমেহন্তরে ।
কল্পাবসানিকা সেবাস্তস্মিন্ গ্রাপ্তে অপর্যবে ॥
তেনৌৎসুক্যাবধাসেন ত্যহা স্থানানি ভবন্তঃ
মহর্লোকায সংবিগ্নাস্ততস্তে দধিরে মতিম্ ॥২৫
তে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসি বৈঃ শরীরকৈঃ ।
বিশুদ্ধিবহলাঃ সর্ব্ব মানসীঃ সিক্তিমাহ্বিতাঃ ॥
তৈঃ কল্পবাসিত্তিঃ সার্কং মহানাঙ্গাদিতস্ত যৈঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈস্তত্তৈশ্চাপরেজনৈঃ ॥
মত্বা তু তে মহর্লোকং দেবসংখ্যাস্ততুর্দশ ।
ততস্তে জনলোকায সোধেগা দধিরে মতিম্ ॥
বিশুদ্ধিবহলাঃ সর্ব্ব মানসীঃ সিক্তিমাহ্বিতাঃ ॥
তৈঃ কল্পবাসিত্তিঃ সার্কং মহানাঙ্গাদিতস্ত যৈঃ ।
দশকৃৎ হবাবৃত্য তস্মাদ্ গচ্ছন্তি বন্তপঃ ।
তত্র কল্পান্ দশ স্থিত্বা সত্ৰং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ
এতেন ক্রমযোগেন যান্তি কল্পনিবাসিনঃ ।
এবং দেবযুগমাস্ত সহস্রাণি পরম্পরাং ॥৩১

স্থানাভিমानी দেবগণमध्ये आश्रयकार्थमहर्लोक
गमन अन्य महान् व्याकुलताव यटे । সেই সকল
কল্পবাসীদিগের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা
শূত্র—যাঁহারা বিশুদ্ধিবহল ও মনঃসিক্ত সম্পন্ন,
তাঁহারা যোগপ্রভাবে শরীরে মহর্লোকে যাইতে
পারেন। সেই সেই চতুর্দশ দেবসংখ্য মহর্লোকে
গমনান্তর সেস্থান হইতেও উদ্ভিগতিতে জনলোকে
যাইবার অভিপ্রায় করেন ॥২৫॥ মানসসিক্তি
সম্পন্ন, অতিবিশুদ্ধ মহর্লোকবাসী মহর্ষিগণ
কল্পবাসীদিগের সহিত জনলোকে যাইয়া তথা
হইতে স্বর্লোকে প্রস্থান করেন। তাহাদিগের
পথিমধ্যে বহবার গতিরোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা
প্রবল উদ্যমে তথা হইতে স্বর্লোকে যাইয়া উপস্থিত
হন। সেখানে তাঁহারা দশকল্পকাল বাস করেন,
পরে তথা হইতে আবার সত্যলোকে গমন করেন।
কল্পবাসীদিগের এইক্রমে পরম গতি হইয়া

গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্তনীং গতিম্।
 আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্যেণ তু তৎসমাঃ
 ভবন্তি ব্রহ্মণস্ত্ব রূপেণ বিষয়েণ চ।
 তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসঙ্গমাৎ।।
 আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ।
 অবশ্যস্তাবিনার্ধেন প্রাকৃতে নৈব তে স্বয়ম্।।
 নানাভ্যেনাভিসংবদ্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ।
 স্বপতো বুদ্ধিপূৰ্বং হি যথা ভবতি জ্ঞাতঃ।।৩৫
 তৎকালভাবি কেষান্ত তথা জ্ঞানং প্রবর্ততে।
 প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নানি সূক্ষ্মাণাঃ
 তৈঃ সার্কং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি করণানি চ
 নানাভ্যদর্শনান্তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্।
 বিনষ্টস্বাধিকার্যাণাং স্বেন ধর্মেণ তিষ্ঠতাম্।।৩৮
 তে তুল্যলক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ
 প্রকৃতৌ কারণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ
 প্রখ্যাপষিত্বা হ্যাত্মানং প্রকৃতিস্তেষু সর্বশঃ।
 পুরুষাব্যবহতেন প্রতীতা ন প্রবর্ততে।।৪০

থাকে। সহস্র সহস্র দেবযুগের জীবগণ এই প্রকারে
 ব্রহ্মলোকে পুনরাবর্তনহীন গতি লাভ করে।
 তাঁহারা তথায় আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য্য, রূপ
 ও বিষয়সমূহে সর্বথা ব্রহ্মার তুল্য হইয়া
 ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদসম পরম প্রীতি ভোগ সহকারে
 বাস করেন। পরে ব্রহ্মার সহিতই তাঁহাদিগের
 মুক্তিলাভ হয়। অবশ্যাস্তাবী বিবিধ প্রাকৃত বিষয়ে
 আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সেই সময় অতিবাহিত
 করেন। জ্ঞাত ব্যক্তির ইচ্ছা করিয়া শুইয়া থাকার
 মত তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন জ্ঞানে বিষয়খ্যান
 বর্জনপূর্বক অবস্থান করেন। সেই বিষয়-
 বিনিবৃত্ত-বুদ্ধি ব্রহ্মা লোকবাসীদিগের মধ্যে
 যাহাদিগের বিষয়াভিলাষ উদ্ধৃত হয়, সৃষ্টিকালে
 তাঁহাদিগের সহিত কার্য্যকারণ সকল সৃষ্ট হইয়া
 থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসীদিগের নানাভ ও
 যথেষ্টাচারবাহিত্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মরূপেই
 অবস্থান করেন। প্রকৃতি দেবী, পুরুষসমূহকে
 সর্বথা আপনার স্বরূপ দেখাইয়া তাহাদিগের

প্রবর্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বা কারণে পুনঃ।।
 সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং যুক্তানাং তদ্বদর্শিনাম্
 অত্রাপবর্গিণাং তেষাং পুনর্মার্গগ্যামিণাম্।
 অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শাস্তানামর্চিবামিব।।৪২
 ততঃ তৌ গতেযুর্দ্বং ত্রৈলোক্যাং সুমহাত্মসু।
 তৈঃ সার্কং যে মহর্লোকাস্তদা নাসাদিতো জনঃ
 তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্পাদেহমুপাসতে।।৪৩
 গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচাস্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ
 পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ।।৪৪
 তিষ্ঠৎসু তৌ তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু।
 সহস্রং যন্তু রক্ষীনাং সূর্য্যস্যেহ বিভাসতে।।৪৫
 তে সপ্তরক্ষীনাং ভূত্বা হোকৈকো জায়তে রবিঃ
 ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানান্তে ত্রীল্লোকান্ প্রদহন্ত্যত।।
 জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্বাশ্চ পর্ব্বতান।
 পূর্বে শুক্লা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যোস্তৈশ্চ প্রধূপিতাঃ।।
 তদা তে বিবশাঃ সর্বে নির্দম্বাঃ সূর্য্যরক্ষীভিঃ
 জঙ্গমাঃ স, স্থাবরাঃ সর্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মাস্ত বৈ।।
 দন্ধদেহাস্ততস্তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে।

অনাসক্তি দর্শনে স্বয়ং নিবৃত্ত হয়েন। কারণসমূহের
 যোগে পুনরায় সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্তিত হইলেও সেই
 যোগযুক্ত তদ্বদর্শী মোক্ষাভিলাষী নিবৃত্তিনিরত
 জীবগণের, নিব্বাণ দীপের ন্যায় পুনরুৎপত্তির
 সম্ভাবনা থাকে না। ২৯-৪২। সেই সুমহাত্মা
 জীবগণ ত্রৈলোক্যের উর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া,
 পূর্বে যাহারা মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন
 করেন নাই, তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানে বাস
 করেন, এবং কল্পান্তে দেহধারণ করিয়া থাকেন।
 তখন ভূমণ্ডল, গন্ধর্ব্বাদি পিশাচাস্ত দেবতা,
 ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর ও সরীসৃপাদি
 প্রাণিগণে পরিপূর্ণ থাকে। সূর্য্যের একসহস্র রশ্মি
 আছে, উহারা বিভক্ত হইয়া সপ্ত সূর্য্যাকার ধারণ
 করে। তখন প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে ত্রিলোক দন্ধ
 হইতে থাকে। স্থাবর, জঙ্গম, নদী, পর্ব্বত, —
 সকলই পূর্বে হইতে অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক থাকে,

যোন্যা তয়া হনির্নুজ্ঞাঃ শুভপাপানুবদ্ধয়া ॥৪৯
ততস্তে স্থপপদ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ ।
বিশুদ্ধিবহ্লাঃ সর্বের মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসীপ্রজাঃ ॥৫১
ততস্তেপ্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু ।
নির্দক্ষেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যেস্ত সপ্তভিঃ ॥
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্রাবিতায়াং বিশীর্ণেষালয়েষু চ ।
সামুদ্রাশ্চৈব মেঘ্যাশ্চ আপঃ সর্বাশ্চ পার্থিবাঃ ।
ব্রজন্ত্যেকাৰ্ণবত্বং হি সলিলাখ্যান্দাশ্রিতাঃ ।
আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহ ॥৫৪
সঙ্খাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমিমৰ্ণবাখ্যা তদা চ সা ।
আভাস্তি তন্মাত্রাভাস্তি ভাসন্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু
সর্বতঃ সমনুপ্রাব্য ভাসাং চাভ্যো বিভাব্যতে ।
তদন্তস্তনুতে যন্মাং সর্বা পৃথ্বীং সমস্ততঃ ॥৫৬
ধাতুস্তনোতিবিস্তারে তেনাস্তনবঃ স্মৃতাঃ ।

সূর্য্যাকাশে প্রস্থপিত হয়; সমস্তই তখন সূর্য্যতেজে
দগ্ধ হইতে থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক স্থাবর জঙ্গম
সকলেই তখন দগ্ধদেহ হইয়া শুভাশুভ যে কোন
যোনিতে প্রবেশ করে। এই ক্রমে তাহারা সকলেই
সারূপ্যমুক্তি লাভ করিয়া জনলোক পর্য্যন্ত
প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহারা শুচি, শুদ্ধ
মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা অপর ব্রহ্মরজনী
অতিবাহিত করিয়া পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার মানস
সন্তান রূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্য
প্রাণিহীনস লোক সকল সপ্ত সূর্য্য দ্বারা দগ্ধ,
ক্ষিতিতল বৃষ্টিদ্বারা প্রাবিত, ও লোকালয়সমূহ
বিশীর্ণ হইলে সমুদ্র, মেঘ ও পৃথিবী— ইহাদিগের
সলিলরাশি পরস্পর মিলিত হইয়া এক সাগরাকার
ধারণ করে। পৃথক্ পৃথক্ভাবে বহু জল থাকিলেও
তাহাদিগকে জলই বলা যায়, কিন্তু যখন মিলিত
বহু জল পৃথিবীর বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকে, তখন
তাহাকে সাগরসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। আভাত
অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, আবার নাও হয়; পরন্তু স্থায়

অরমিত্যেষ শীঘ্রস্ত নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ ॥
একাৰ্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নরাঃ ।
তস্মিন যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোহহনি ॥
রজন্যাং বর্ত্তমানায়াং তাবন্তসলিলাত্মনা ।
ততস্ত সলিলে তস্মিন্মষ্টেহমৌ পৃথিবীতলে ॥
প্রশান্তবাতেশ্চকারে নিরালোকে সমস্ততঃ ।
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ ॥৬০
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্বৈ কস্তুমিচ্ছতি ।
একাৰ্ণবে তদা তস্মিন্মষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥৬১
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুদ্রবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ ॥৬২
ব্রহ্মা নার্যাণাখ্যাস্ত সুস্থাপ সলিলে তদা ।
সদ্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্ত শূন্য লোকমবেক্ষ্য চ ॥
ইমং চোদহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥

ব্যাপ্তি ও দীপ্তিদ্বারা বিভাসিত অর্থাৎ জ্ঞানগোচর
হয়, এজন্য ইহাকে অন্তঃ বলে। এই অন্তঃসমস্ত
পৃথিবীকে বিস্তারিত করে; এজন্য বিস্তারার্থক
তনুধাতু 'তনু' শব্দেও জলকেই বোঝায়। অর
শব্দ শীঘ্র গমনার্থক; একাৰ্ণবকালে জল সকল
শীঘ্রগামী হয় না, এজন্য জলের অপর একটি
নাম নার। যুগসহস্রাত্মক ব্রাহ্ম্য দিবাবসানে
রাত্রিকাল একাৰ্ণবাকারেই অতিবাহিত হয়। তখন
অগ্নি ও পৃথিবী বিনষ্ট, বায়ু প্রশান্ত, সমস্ত
অন্ধকার— নিরালোক ও জল পরিপূর্ণ। পুরুষরূপী
প্রভু ব্রহ্মা সেই সময়ে পুনরায় এই লোক সকলের
বিভাগ করিতে অভিলাষ করেন। সেই স্থাবর-
জঙ্গমহীন একাৰ্ণবে তখন ব্রহ্মা সহস্রনেত্র,
সহস্রপাদ, সহস্রমস্তক, স্বর্ণবর্ণ ও উৎসাহসম্পন্ন
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি সেই জল মধ্যে তৎকালে
শয়ন করিয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহাকে নারায়ণ
নামে অভিহিত করা হয়। যখন তাঁহার সত্ত্ব গুণের
উদ্রেক হয়, তখন তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত লোক
শূন্যাকারদর্শনে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ৪৩—৬৩ ।
নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক

আপো নরাখ্যাতনব ইত্যাণাং নাম শুক্রম।
 আপূর্য নাভিঃ তদ্রাহন্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
 সহস্রশীর্ষা সূমনাঃ সহস্রপাং
 সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রভুজ।
 সহস্রবাক্ষঃ প্রথমঃ প্রজাপতি
 দ্বিতীপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে। ৬৬
 আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
 একো হ্যপূর্বঃ প্রথমঃ তুরাষাট্।
 হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা
 স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরাস্তাৎ। ৬৭
 কল্পাদৌ রজসোদ্রিত্তো ব্রহ্মা ভূত্বাস্তজং প্রজাঃ
 কল্পান্তে তমসোদ্রিত্তঃ কালো ভূত্বাঃসং পুনঃ
 স বৈ নারায়ণাখ্যন্ত সত্বোদ্রিত্তোহর্গবে স্বপন।
 ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্তত।।
 সৃজতে এসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিঙ্গু তান
 একাৰ্গবে তদা লোকে নষ্টে হাবরজসমে। ৭০

চতুর্যুগসংস্রান্তে সর্বতঃ সলিলাবৃতে।
 ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যন্ত অপ্রকাশার্গবে স্বপন। ৭১
 চতুর্বিধাঃ প্রজা এত্বা ব্রাহ্মাং রাজাং মহার্গবে
 পশ্যন্তি তং মহর্লোকাং সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ।।
 ভূধনয়ো যথা সপ্ত কল্পে হ্যগ্নিমহর্ষয়ঃ।
 ততো বিবর্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ। ৭৩
 গত্যাৰ্থাদবতেৰ্ধাতোনামনির্বৃ ত্তিরাদিতঃ।
 তস্মাদৃষিপরত্নেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ। ৭৪
 মহর্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
 সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যসন্ কল্পেহতীতে মহর্ষয়ঃ
 এবং ব্রাহ্মীব রাজীবৃ হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
 দৃষ্টবস্তস্তথা হ্যন্যে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ। ৭৬
 কল্পস্যাদৌ তু বহুশ্যে যস্মাং সংহ্রাস্ততুর্দশ।
 কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাং কল্পো নিরুচ্যতে।।
 স অষ্টা সর্বভূতানাং কল্পাদিশু পুনঃপুনঃ।
 ব্যক্তাব্যক্তো মহাসেবস্তস্য সর্বমিদং জগৎ।।

প্রচলিত আছে যে, জল সকলই 'নর' নামক তনু; জলের এইরূপ নাম প্রসিদ্ধ; সেই নরের অর্থাৎ জলের মধ্যে নাভি পর্যন্ত আপূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নারায়ণ নামে খ্যাতি হয়। এই সহস্র শ্রাণ, মন, মুখ, মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু ও কর্ণ সম্পন্ন, সর্বপ্রবর্তী, প্রজাপতি পুরুষের বিষয় ত্রীমতে সর্বিশেষ উল্লেখ আছে। এই মহাত্মাই বেদে আদিত্যবর্ণ, ভুবনপালক, অপূর্ব, প্রথম প্রজাপতি, তমঃ পরবর্তী হিরণ্যগর্ভ মহাপুরুষ বলিয়া পঠিত। কল্পান্তে সৃষ্টি প্রারম্ভে এই পুরুষই রজোগুণোদ্ভব ব্রহ্মা হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন; আবার কল্পান্তকালে তমোগুণের উদ্ভব হেতু কাল হইয়া গ্রাস করেন। সত্বগুণোদ্ভব তিনে একাৰ্গবে শয়ান থাকিয়া নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যে বিরাজমান। তিন মূর্তি দ্বারা তিনি সৃজন, গ্রাসন ও বীক্ষণ করিয়া থাকেন। চতুঃসহস্র যুগান্তে যখন হাবর জলম

বিনষ্ট ও দশদিক্ জলময় হইয়া একাৰ্গবাকার হয়, যখন ব্রহ্মা কালরূপে চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া নিরালোক জলরাশি মধ্যে নারায়ণরূপে শয়ান থাকেন, তখন তাঁহাকে তৎকালীয় মহর্লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ দেখিতে পান। সেই মহর্ষিগণ পরম পুরুষ মহানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; এইজন্য ইহাদিগকে মহর্ষি বলা যায়। ৬৪-৭৪। গমনার্থক ঋষি ধাতু হইতেই ঋষি নাম নিস্পন্ন। মহর্লোকস্থিত সেই সমস্ত ঋষিগণ তখন কালকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া থাকেন। পূর্বকল্পে সত্য প্রভৃতি যে সকল মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপে কালকে শয়ন করিতে দেখিয়াছেন। এই অতীত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মা রাজিতে পূর্বপূর্ব মহর্ষিগণ কালের শয়ন দর্শন করিয়াছেন। কল্পের আদিতে ব্রহ্মা চতুর্দশ বিভাগে অনেকানেক জীবজাত কল্পনা করিয়া থাকেন; এজন্য সেই সময়কে কল্প বলে। সেই ব্যক্তাব্যক্ত মহাসেবই কল্পাদি সর্বভূতের সৃষ্টি করেন

ইত্যেব প্রতিসন্ধিৰ্ব্যঃ কীর্তিতঃ কল্পয়োৰ্বয়ো ।
সাম্প্রতাতীতয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব য়া ॥
কীর্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা ।
সাম্প্রতং তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত ।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুশ্রোত্রে প্রতিসন্ধি-
কীর্তনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ

তুল্যং যুগসংখ্যস্য নৈশ কালমুপাস্য সঃ ।
শৰ্ব্বব্যাপ্তে প্রকুরতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ ॥১॥
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন বায়ুর্ভূত্বা তদা চরন্ ।
অঙ্ককারে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥২॥
জলেন সমনুধ্যাপ্তে সর্বতঃ পৃথিবীতলে ।
অবিভাগেন ভূতেষু সমস্তাং সুস্থিতেষু তু ॥৩॥
নিশায়ামিষ খদ্যোতঃ প্রাবৃত্তকালে ততস্ততঃ ।

তদাকাশে চরন সোহথ বীক্ষ্যনাগঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥
প্রতিষ্ঠায়া হ্যপায়ং তু মার্গমাগন্তদা প্রভুঃ ।
ততস্ত সলিলে তস্মিন জ্বাত্বা হ্যন্তর্গতাং মহীম
অনুমানাতু সমুজ্জ্বো ভূমেরঙ্কারগং প্রতি ।
চকারান্যাং তনুং চৈব পূর্বকজাদিষু শ্মৃতাম্ ॥
স তু রূপং বরাহস্য কৃৎস্নাপঃ প্রবিশং প্রভুঃ ।
অস্তিঃ সঙ্খাদিতামুর্কীং সমীক্ষ্যথ প্রজাপতিঃ ॥
উদরতোর্কীমথাত্ত্যস্ত অপস্তান্ত স বিন্যসন ॥
সামুদ্রীক্স সমুদ্রেষু নাসেয়ীর্নির্মগাহপি ।
পাথিবীক্স সবিন্যস্য পৃথিব্যাং সোহচিনোদ
গিরীন ॥৯॥

ব্রাহ্মসর্গে দৃষ্টমানে তু তদা সংবর্তকামিনা ।
তেনামিনা প্রলীনাশ্চে পর্বতা ভূবি সর্বশঃ ।
শৈত্যাদেবার্গবে তস্মিন বায়ুনাপস্ত সংহতা ॥
নিবক্তা যত্র বত্সংস্তত্র তত্রাচলোহভবৎ ।
কুরাচলত্বাদচলাঃ পর্বতিঃ পর্বতাঃ শ্মৃতাঃ ॥
গরয়োহস্তিমিগীর্ণত্বাক্ষয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ ।

এজগৎ তাঁহারই। অতীত ও বর্তমান কালের
মধ্যভাগে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সেই প্রতি
সন্ধিবৃত্তান্ত আগুনাদিগের নিকট এই আমি বর্ণন
করিলাম। কল্পে কল্পে যেরাপ অবস্থা ঘটে, তাহাও
সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই যাহা বলিলাম, ইহা
বর্তমান কল্পেরই বিবৃতি। আপনারা এ তত্ত্ব বৃত্তান্ত
অবধারণ করুন ॥৭৫-৮০॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, সেই পুরুষ, যুগসংখ্যাক
রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অবসানে
সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মমূর্তি গ্রহণ করেন। সেই
স্থাবরজঙ্গমহীন, অঙ্ককারযুক্ত জলময়, ভূত-
বিভাগহীন নিশাকালে ব্রহ্মা তর ন্যায় নভোনওলে
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত সৃষ্টিবিভাগের উপায়

অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পরে সেই সলিল মধ্যে
পৃথিবী নিমগ্না রহিয়াছে, অনুমানে ইহা বুঝিতে
পারিয়া ভূমির উচ্চারার্থ চিন্তাপূর্বক পূর্বাপূর্ব
কল্পের ন্যায় অপর শরীর ধারণ করেন। তিনি
বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ পূর্বক
পৃথিবীকে উচ্চার করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন
পৃথিবীকে জলচ্ছাদিত দেখিয়া সেই জলসমূহও
বিভাগ অনুসারে পৃথক পৃথক স্থাপন করেন। তিনি
সমুদ্রজল সমুদ্রে, নদীজল নদীতে এবং পার্শ্ব
জল পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া পর্বতসমূহ স্থাপনার্থ
উদ্যত হইলেন ॥১-৯॥ পূর্ব সৃষ্টিতে সংবর্তক
অগ্নিহারা সমস্ত পর্বত দগ্ধ হইয়া যায়; পরন্ত
একারণে শৈত্যাধিক্যবশতঃ বায়ু দ্বারা জল সকল
স্থানে স্থানে কঠিনাকার গ্রাপ্ত হইয়া পর্বতরূপে
পরিণত হয়। চলন রহিত বলিয়া উহাদিগকে অচল
বলে আর উহাদিগের পর্ব অর্থাৎ স্তর আছে
বলিয়া পর্বত সংজ্ঞা হইয়াছে। জলে নিগীর্ণ
অর্থাৎ গ্রস্ত ছিল বলিয়া গিরি,

ততস্ত্ব তাং সমুদ্ভূত্যা ক্ষিতিমন্তর্জলাং প্রভুঃ ॥
 স্বস্থানে স্থাপয়িত্বা চ বিভাগমকরোং পুনঃ ।
 সপ্ত সপ্ত তু বর্ষাণি তস্যা দ্বীপেষু সপ্তসু ॥১৩
 বিষমাণি সমীকৃত্য শিলাভিরচিনোদিগরীন ।
 দ্বীপেষু তেষু বর্ষাণি চত্বারিংশমবৈব চ ॥১৪
 তাবন্তঃ পর্বতাশ্চৈব বর্ষান্তে সমবস্থিতাঃ ।
 সর্গাদৌ সন্নিবিষ্টান্তে স্বভাবেনৈব নান্যথা ॥১৫
 সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ অন্যান্যস্য তু মণ্ডলম ।
 সন্নিবিষ্টাঃ স্বভাবেন সমাবৃত্য পরস্পরম ॥১৬
 ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকাংশ্চন্দ্রাদিতৌ গ্রহৈঃ সহ
 পূর্বন্তু নির্মমে ব্রহ্মা স্থানানীমানি সর্বশঃ ॥১৭
 কল্পস্য চাস্য ব্রহ্মা বৈ হ্যসৃজৎ স্থানিনঃ পুরা ।
 আপোহগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিবং তথা
 স্বর্গং দিশঃ সমুদ্রাংশ্চ নদীঃ সর্বাংশ্চ পর্বতান ।
 ওষধীনাং তথাআনমাআনং বৃক্ষবীরুধাম ॥
 লবান্ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্তং সন্ধিরাত্ৰ্যহম্ ।

অর্দ্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চ অয়নাদযুগানি চ ॥২০
 স্থানাভিমানিনশ্চৈব স্থানানি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 স্থানাশ্রয়ঃ স সৃষ্টা বৈ যুগাবস্থাং বিনির্মমে ।
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিঞ্চৈব তথা যুগম্ ।
 কল্পাস্যাদৌ কৃতযুগে প্রথমে সোহসৃজৎ প্রজাঃ
 প্রাপুস্তা যা ময়া তুভ্যং পূর্বকালং প্রজাস্তু তাঃ
 তস্মিন্ সংবর্তমানে তু কল্পে দক্ষাস্তদায়িনা ॥
 অপ্রাপ্তা যাস্তপোলোকং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
 প্রবর্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি ॥
 বীজার্থেন স্থিতাস্তত্র পুনঃ স্বর্গস্য কারণাং ।
 ততস্তাঃ সৃজ্যমানাস্ত সন্তানার্থং ভবন্তি হি ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণামিহ তাঃ সাধিকাঃ শ্রুতাঃ ।
 দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মানবস্তথা ॥২৬
 ততস্তে তপসা যুক্তাঃ স্থানান্যাপুরয়ন্তি হি ।
 ব্রহ্মাণো মানসান্তে বৈ সিদ্ধাআনো ভবন্তি হি
 যে সঙ্গাদ্বেষযুক্তেন কর্মণা তে দিবং গতাঃ ॥

এবং শিলাসমূহের চয়নে উহাদিগের উৎপত্তি
 বলিয়া উহাদিগের আর একটি নাম— শিলোচ্চয় ।
 প্রভু প্রজাপতি জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার
 করিয়া ক্রমে তাহাকে প্রতিদ্বীপে সাত সাতটি
 বর্ষযুক্ত সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করেন । আর বিষম
 ভূভাগ সমীকরণপূর্বক শিলাদ্বারা গিরিগণের
 বৃদ্ধিসাধন করেন । সমুদায় দ্বীপের পর্বতসংখ্যার
 সমস্তিসংখ্যা ঊনপঞ্চাশ । প্রতিবর্ষে এতৎসম
 সংখ্যক পর্বতও বিদ্যমান । সৃষ্টির প্রাক্কালে
 এই সকল পর্বত স্বভাবতই এইরূপ নিবিষ্ট
 হইয়াছে । সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র স্বভাবতঃ
 পরস্পরকে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত করিয়া বর্তমান ।
 ব্রহ্মা সর্ব প্রথমে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারাতিসহ
 ভু প্রভৃতি চারিলোক নির্মান করেন ॥১০-১৭॥
 কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা সৃষ্টির আশ্রয়ভূত মূল পদার্থ
 সকল সৃজন করেন যথা - জল, অগ্নি, পৃথিবী,
 বায়ু, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী,
 পর্বত, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, এতৎসমস্তের আত্মা,

লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্তে, সন্ধি, রাত্রি, দিন,
 পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, পৃথক্ পৃথক্ স্থান,
 স্থানাভিমानी,— ইত্যাদি স্থানাশ্রয় পদার্থচয় নির্মাণ
 করিয়া পরে যুগাবস্থা নির্মাণ করিয়া থাকেন ॥১৮-
 ২১॥ যুগ চারিটি,— কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ।
 কল্পের আদিম সত্যযুগের প্রথম ভাগে, ব্রহ্মা
 প্রজাসকল সৃজন করেন । পূর্বকল্পীয় প্রজাসকল
 যে অগ্নি দ্বারা দধ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই
 বলিয়াছি । তৎকালে যাহারা তপোলোকে পর্যন্ত
 যাইতে পারেন নাই, জনলোকেই রহিয়াছেন;
 পরবর্তী সৃষ্টির তাহারাই বীজস্বরূপ । তাহারাই
 পরবর্তী কালে প্রজা সৃষ্টি করেন, প্রজাসমূহ হইতে
 আবার অপর প্রজা, এই ক্রমে প্রজাবিস্তার হইয়া
 থাকে । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের ইহঁরাই সাধক ।
 দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনুগণ, তপঃপ্রভাবে
 স্থানসমূহের পুরণার্থ— ব্রহ্মার তপঃসিদ্ধ
 মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । যাহারা দ্বেষযুক্ত
 কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সঙ্গুণে স্বর্গগামী

আবর্তমানা ইহ তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥২৮
স্বকর্মফলশেষেণ খ্যাতাশ্চৈব তথাস্থিতাঃ।
সম্ভবন্তি জনান্নোকাং কর্মসংশয়বন্ধনাং ॥২৯
আশয়ঃ কারণং তত্র বোধব্যং কর্মণাং তু সঃ।
তৈঃ কর্মভক্ত জায়ন্তে জনান্নোকাঃ শুভাশুভৈঃ
গৃহুন্তি তৈ শরীরানি নানারূপানি যোনিষু।
দেবাদ্যস্বাবরাণ্ডে চ উৎপদ্যন্তে পরস্পরম্ ॥
তেষাং যে যানি কর্মানি প্রাক্ সৃষ্টেঃ প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানা পুনঃপুনঃ ॥৩২
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুকুরে ধর্মাদধর্মে ঋতানতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎশুভস্য রোচতে ॥
কল্লেশ্বাসং ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ।
তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে
তস্মাৎ নামরূপানি তান্যেব প্রতিপেদিরে।
পুনঃপুনন্তে কল্লেষু জায়ন্তে নামরূপতঃ ॥৩৫

ততঃ সর্গে হৃদষ্টক্রে সিসৃক্ষোব্রহ্মানন্ত বৈ।
প্রজাস্তা ধ্যায়তস্তস্য সত্যাবিধ্যায়িনস্তদা ॥৩৬
মিথুনানাং সহস্রস্ত সোহসৃজদৈ মুখাস্তা।
জনান্তে স্থপদ্যন্তে সঙ্কোদ্রিক্তাঃ সুচেতসঃ
সহস্রমন্যদ্বকন্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
তে সর্বে রজসেদ্রিক্তাঃ শুশ্রিণশ্চাপ্যশুশ্রিণঃ ॥
সৃষ্টা সহস্রমন্যদু ব্রহ্মানামুরূতঃ পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্ত তে স্মৃতাঃ ॥
পদ্ম্যাং সহস্রমন্যদু মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্বে নিঃশ্রীকা হৃদতেজসঃ ॥৩৮
ততো বৈ হর্ষমানান্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্ত প্রাণিনঃ।
অন্যোন্ম্যা হৃদ্যয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ ॥৩৯
ততঃ প্রভৃতি কল্লেশ্বিন্ মৈথুনোৎপত্তিরূপ্যতে
মাসিমাস্যর্জবৎ যদ্যন্তদাসীন্ম যোবিতান্ ॥
তস্মাৎস্তা ন সুসুবুঃ সবিতৈরপি মৈথুনৈঃ।
আয়ুষোহন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তে সকৃৎ

হইয়াছেন, তাঁহারা যুগে যুগে এই সংসারে
প্রত্যাবর্তন করেন। যে সকল জনলোকবাসীর
কর্মাবশেষ বিদ্যমান, তাঁহারাই জনলোক হইতে
তখন ভূতলে আসিয়া জন্ম গ্রহণপূর্বক
কর্মানুরূপ আকৃতি ও প্রকৃত্যনুসারে খ্যাতি-
প্রতিপত্তি লাভ করে। ইচ্ছাই কর্মসমূহের জননী।
কর্মবশেই জনলোক হইতে শুভাশুভ ফল-ভোগার্থ
জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। দেবাদি স্বাবরাণ্ড নানা
যোনিতে সেই জনলোকবাসীরা নানাকারে উৎপন্ন
হয়েন। পূর্ব পূর্ব কল্লে যিনি যিনি যেমন যেমন
কর্ম আচরণ করিয়াছেন, পরবর্তী সৃষ্টিতেও সেই
সেই ব্যক্তি সেই সেই কর্ম আচরণ করিবেন। তত্ত্ব
বিষয়ের ভাবনা বশত হিংস্র অহিংস্র, মৃদু ক্রুর,
সত্য মিথ্যা, ধর্ম অধর্ম,— সমস্তই পূর্ব কল্পীয়
জন্মের ন্যায় হইয়া থাকে। উহাই তত্ত্ব জীবের
কচিজনক। পূর্ব কল্লে যাহার যাহা রূপ-নামাদি
ছিল, ভাবিকল্লো জীবগণ প্রায়শঃ তাহাই প্রাপ্ত
হয়; এজন্য বিভিন্ন কল্লে জন্মগ্রহণ করিলেও নাম

রূপাদি একই প্রকার হয়। তাঁহারা একই নাম-
রূপে বিভিন্নকল্লে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥২২-
৩৫। সৃষ্টান্মুখ সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা ধ্যানপ্রভাবে মুখ
হইতে সহস্র প্রজা সঙ্কোদ্রিক্ত ও প্রশান্তচেতাঃ।
পরে তিনি আবার বন্ধঃস্থল হইতে অপর সহস্র
প্রজা সৃষ্টি করেন; ইহারা রজোগুণবহুল। গর্ভ
ও উৎসাহ সম্পন্ন। তিনি উরু হইতে
রজস্তমোবহুল অপর সহস্র প্রজা উৎপাদন
করেন। উহারা অত্যন্ত স্পৃহা সম্পন্ন। তিনি
পনদ্বয় হইতে সহস্র শূদ্র মিথুন সৃষ্টি করেন। ইহারা
তমোগুণবহুল; শ্রীহীন ও অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট। সেই
সমস্ত প্রজা হর্ষবশে পরস্পর কামাত্রাস্ত হইয়া
মৈথুনার্থ উদ্যুক্ত হইলে সেই হইতেই লোকে
মিথুনোৎপত্তি প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। এখন যেমন
নারীগণের মাসে মাসে আর্জব হয়, পূর্বে এরূপ
ছিল না। এজন্য তখন মৈথুন করিলেও
তাহাদিগের সন্তানোৎপত্তি হইত না। আয়ুষ্কালের
অন্তে তাহারা একবার একসঙ্গে পুত্র-কন্যা উৎপাদন

কুটকাঃ কুবিকাশ্চৈব উৎপদ্যন্তে যুমুর্বিভাঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি কল্পেহস্মিন মিথুনানাং হি সত্ত্বাঃ
 ধ্যাতে তু মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকল
 শাস্তাদিবিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণঃ ॥৪৫
 ইত্যেবং মানসী পূর্বং প্রাকসৃষ্টির্বা প্রজাপতেঃ
 তস্যাধ্বায়ে সত্ত্বতা যৈরিদং পুরিতং জগৎ ॥৪৬
 সরিৎসরঃসমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্বতানপি ।
 তদা নাত্যশুশাতোহঃ যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ ॥
 পৃথ্বিরসৌভবং নাম আহারং হ্যহরন্তি বৈ ।
 তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিকিমাহ্বিতাঃ
 ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্মাত্তাং নির্বিশেষাঃ প্রজাস্তু তাঃ
 তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন কৃতে যুগে
 ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্মাত্তাং কল্পাদৌ তু কৃতে যুগে
 যেন যেনাধিকারেণ জজিরে তে কৃতে যুগে ॥
 চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিব্যসংখ্যয়া ।

করিত। কুটুক ও কুবিক নামক সত্ত্বান সকল
 তাহাদিগেরই বৃদ্ধকালে সমুৎপন্ন হয়। মৈথুন দ্বারা
 সত্ত্বানোৎপত্তি- তাহার পর হইতেই প্রচলিত
 হইয়াছে। পূর্বের তাঁহারা একবার মাত্র ধ্যান
 করিলেই অতীষ্ট সত্ত্বান উৎপন্ন হইত। ধ্যানমাত্রেরই
 তাঁহাদিগের শাস্তাদি পঞ্চলক্ষণসম্বিত শুদ্ধ
 বিষয়সমূহ প্রাদুর্ভূত হইত। প্রজাপতি পূর্বের এই
 ভাবে যে সকল মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন,
 তাহাদিগের বংশজাত প্রজা দ্বারাই এই জগৎ
 পরিপূরিত হইয়াছে ৩৬-৪৬। সেই যুগাদিমকালে
 শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি অত্যন্তই ছিল। প্রজাগণ
 সরিৎ, সরোবর, সমুদ্র ও পর্বতাদিতে তখন
 বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী
 মনঃসিক্তিসম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীরসজাত আহার
 সমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। সেই সমস্ত
 প্রজাগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিল না, সকলেই নির্বিশেষ
 ছিল। আয়ু, রূপ, সুখ,—সমস্ত বিষয়েই তাহারা
 সকলে তুল্য ছিল। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে
 থাকিয়া জীবন যাপন করিত। সত্যযুগের পরিমাণ

আদ্যাং কৃতযুগং প্রাচ্যঃ সজ্জানান্ত চতুঃশতম্
 ততঃ সহস্রশতাসু প্রজাসু প্রথিতানপি ।
 ন তাসাং প্রতিঘাতোহস্তি য যন্তং নাপি চ ক্রমঃ
 পর্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাশ্চরাস্তু তাঃ ।
 বিশোকাঃ সত্ববহলা একান্তসুখিতপ্রজাঃ ॥৫৩
 তা বৈ নিকামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
 পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব ন তদাসন সরীসৃপাঃ ॥
 নোত্তমজা নারকশ্চৈব তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ ।
 ন মূলফলপুষ্পাঃ নার্ত্তবমৃতবো ন চ ॥৫৫
 সর্বকামসুখঃ কালো নাত্যর্থং হ্যবশীততা ।
 মনোভিলষিতাঃ কামান্তাসাং সর্বত্র সর্বদা ॥৫৬
 উত্তিষ্ঠন্তি পৃথিব্যাং বৈ তাভির্ধ্যাতা রসোখিতাঃ
 বলবর্ণকরা তাসাং সিক্তিঃ সা রোগনাশিনী ॥
 অসংস্কার্যোঃ শরীরৈশ্চ প্রজাত্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ
 তাসাং বিশুদ্ধাং সঙ্করাজ্জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ
 সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ত্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্ ॥৫৯

দিব্য চারি সহস্র বৎসর। উহ্যক সজ্জা— চারিশত
 বর্ষ; তৎকালে সেই সহস্র সহস্র প্রজার
 শীতোষ্ণাদি স্বচ্ছন্দ্রেশ, ক্রম— কিছুই ছিল না;
 তাহারা পর্বত সাগরাদি সেবা করিয়া একান্ত
 সুখী ছিল। তাহারও নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না।
 সকলেই শোকহীন, সত্ববহল, কামচারী ও
 প্রমুদিতচিত্ত ছিল। তখন পশু, পক্ষী, সরীসৃপ,
 উদ্ভিদ বা অধর্ম্ম জন্য দুঃখী মানব ছিল না।
 মূল, ফল, পুষ্প, আর্ন্তব কিম্বা ঋতু — কিছুই
 ছিল না। সকল কালেই তাহাদিগের সুখকর; —
 শৈত্য বা উষ্ণতা অল্পই অনুভূত হইত।
 তাহাদিগের সর্বত্র সর্বদা মনোবাঞ্ছিত কাম
 সকল সুসিদ্ধ হইত। তাহাদিগের ধ্যানপ্রভাবে
 পৃথিবীতে বলবর্ণকরী, রোগনাশিনী রসাসক্তি
 সমভূত হইত। কদাচ শরীরসংস্কার না করিলেও
 তাৎকালিক প্রজাসমূহ স্থিরযৌবন ছিল।
 তাহাদিগের বিশুদ্ধ সংকর প্রভাবেই মিথুন সত্ত্বান
 জন্মিত। সেই মিথুনের — জন্ম, মরণ ও রূপ

তদা সত্যমজোভ্যচ্চ কমা তুষ্টিঃ সুখং দমঃ।।
 নিৰ্বিশেষান্ত তাঃ সৰ্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ।
 আবুদ্ধিপূৰ্বকং বৃত্তং প্রজনাং জায়তে স্বয়ম্।।৬০
 অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কৰ্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থাচ্চ ন তদাসন্ন শঙ্করঃ।।৬১
 অনিচ্ছাষেবযুক্তান্তে বর্তমান্তি পরস্পরম্।
 তুল্যরূপায়ুঃ সৰ্বা অধমোত্তমবজ্জিতাঃ।।৬২
 সুখপ্রায়া হ্যশোকাস্চ উৎপদ্যন্তে কৃতে যুগে।
 নিত্য প্রলুপ্তমনসো মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।।৬৩
 লাভালাভৌ ন তাহাত্তাং মিত্রামিত্রে প্রিয়ামিত্রে
 মনসা বিষয়স্তাসাং নিরীহাণাং প্রবর্ততে।।৬৪
 ন লিপন্তি হি তান্যোন্যং নানুগৃহ্ণন্তি চৈব হি।
 ধ্যানং পরং কৃতযুগে দ্বেতায়াম্ জ্ঞানমুচ্যতে।।
 প্রবৃত্তে স্বাপরে যজ্ঞো দানং কলিযুগে বরম্।
 সত্ত্বং কৃতং রজস্বৈতা স্বাপরন্ত রজস্তমৌ।।৬৬

উভয়েরই সম্পূর্ণ সমান হইত। তখন কমা, তুষ্টি, সুখ, দম, —এ সকল সকলেরই ছিল। রূপ, আয়ু, স্বভাব ও ক্রিয়া আর সকলেরই সমান ছিল, কাহারই কিছুমাত্র বিশেষত্ব লক্ষিত হইত না। কেহই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিত না; পরন্তু স্বভাববশেই কৰ্ম করিত। সত্যযুগে ও অন্তঃ কোন রকম কৰ্মেরই প্রবৃত্তি ছিল না; বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না; পরন্তু বর্ণসঙ্করও হইত না। কাহারই লোভ বা ষেব ছিল না; পরস্পর সকলেরই সুখে কালাতিপাত করিত। রূপ ও আয়ু সকলেরই তুল্য; সুতরাং অধমোত্তম ভাব ছিল না। যত্যযুগে সুখবহুল, দুঃখহীন প্রজাই উৎপন্ন হইত। তাহারা সকলে সত্য হৃষ্টচিত্ত, মহাবল ও মহাবীৰ্য্য। তাহারা চেষ্টাহীন; লাভালাভ, প্রিয় অপ্রিয়, মিত্র শত্রু, এ সকল তখন ছিল না; সংকল্পমাত্রেরই কাম্য বিষয়সমূহ সমুৎপন্ন হইত। তাহাদিগের ভালবাসা, বা অনুগ্রহ ছিল না। সত্যযুগে ধ্যান, দ্বেতায় জ্ঞান, স্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং কলিযুগে

কলৌ তমন্ত বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তবশেন তু।।৬৭
 কালঃ কৃতে যুগে দ্বেব তস্য সংখ্যাং নিবোধত
 চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগম্।
 সজ্যাংশৌ তস্য দিবানি শতান্যষ্টৌ চ সংখ্যমা
 তদা তাসাং বভূবায়ুর্ন চ ক্লেশবিপত্তিয়ঃ।
 ততঃ কৃতযুগে তন্মিন সজ্যাংশে হি গতে তু বৈ
 পাদাবশিষ্টৌ ভবতি যুগধর্মন্ত সর্বশঃ।
 সজ্যামাপ্যতীম্যামন্তকালে যুগস্য তু।।৭০
 পাদতশ্চাবশিষ্টে তু সজ্যাধর্মো যুগস্য তু।
 এবং কৃতে তু নিঃশেবে সিদ্ধিত্ত্বতর্দধে তদা।।
 তস্যাক সিদ্ধৌ ভ্রষ্টায়াং মানস্যামভবত্ততঃ।
 সিদ্ধিরন্যা যুগে তন্মিত্ত্বোত্তম্যামন্তরে কৃত।।৭২
 সর্গাদৌ যা ময়াষ্টৌ তু মানস্যো বৈ প্রকীৰ্তিতাঃ
 অষ্টৌ তাঃ ক্রমযোগেণ সিদ্ধয়ো যান্তি সজ্জম
 কল্পাদৌ মানসী হোবা সিদ্ধির্ভবতি সা কৃতে।
 মনস্তরেব সর্বেষু চতুর্যুগবিভাগশঃ।।৭৪

দানই প্রশংসনীয়। সত্যযুগে সত্ত্ব, দ্বেতায় রজঃ, স্বাপরে পজস্বমঃ এবং কলিতে তমোগুণ প্রবল যুগের ক্রিয়াসমূহের তারতম্য বশেই এইরূপ ঘটে। ৪৭-৬৭। এই সত্যযুগের পরিমাণ অবগত করুন। দৈব চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ। ইহার সজ্যা ও সজ্যাংশ অষ্টশত বর্ষ। তদানীন্তন প্রজাগণ ক্লেশ ও বিপত্তিহীন হইয়া এই আয়ুচ্ছাল অতিবাহিত করিত। সত্যযুগের সজ্যা ও সজ্যাংশ অতীত হইলে যুগধর্ম একপাদহীন হয়। সজ্যা সজ্যাংশ অতীত হইলে সেই যুগান্তকালে প্রজাবর্গের মানসী সিদ্ধিও বিলুপ্ত হয়। মানসী সিদ্ধি বিনষ্ট হইলে সেই সত্য-দ্বেতার সজিকালে অপরাপর সিদ্ধিসমূহও ক্রমে ক্রমে ত্রিরোহিত হয়। সৃষ্টির প্রথমে যে অষ্টবিধ মানসী সিদ্ধির কথা বলিয়াছি, তৎসমস্ত তখন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। সকল মনস্তরেই যুগ বিভাগানুসারে প্রতি সত্যযুগেরই আদিমকালে সেই সকল সিদ্ধি থাকে; কিন্তু

বর্ণাশ্রমাচারকৃতঃ কৰ্মসিক্কাপ্তবঃ স্মৃতঃ ।
সঙ্খ্যা কৃতস্য পাদেন সঙ্খ্যাপাদেন চাংশতঃ ॥
কৃতসঙ্খ্যাংশকা হ্যেতে ত্রীংদ্বীন্ পাদান্

পরম্পরান ।

হুসন্তি যুগধর্মেষু তপঃশ্রুতবলানুযুযৈঃ ॥৭৬
ততঃ কৃতাংশে ক্ষীণে তু বভূব তদনন্তরম্ ।
দ্রেতায়াং যুগমন্যসু কৃতাংশমৃষিসত্তমাঃ ॥৭৭
তস্মিন ক্ষীণে কৃতাংশে তু তচ্ছিষ্টাসু প্রজাস্বিহ
কল্পাদৌ সম্প্রবৃত্তায়াঃ দ্রেতায়াঃ প্রমুখে তদা ॥
প্রশস্যতি তদা সিদ্ধিঃ কালযোগেন নান্যথা ।
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়ামন্যা সিদ্ধিরবর্তত ॥৭৯
অপাং সৌম্বেয়্য প্রতিগতে তদা মেঘাঘ্রনা তু তৌ
মেঘেভ্যঃ স্তনয়িত্তভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসম্ভর্জনম্ ॥
সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে ।
প্রাদুরাসংসৃজদা তাসাং বৃক্ষাস্ত গৃহসংস্থিতাঃ ॥৮১
সর্বপ্রত্যুপভোগস্ত তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে
বর্তয়ন্তি হি তেভ্যস্তাদ্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ॥৮২
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্যয়াৎ ।

যুগশেষের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমাচার ও কৰ্ম জন্ম
তৎসমস্ত সিদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায় । সত্যযুগের
সঙ্খ্যাকালে যুগধর্মের একপাদ, সঙ্খ্যাংশকালে
সঙ্খ্যাকালীন ধর্মের একপাদ এবং দ্রেতাপ্রারম্ভে
সেই সঙ্খ্যাংশকালীন ধর্মের একপাদ—এই ক্রমে
তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, বল ও আয়ুঃ ক্ষয় পাইয়া
থাকে ৬৮-৭৬ । হে মুনিগণ! সত্যযুগ-সঙ্খ্যাংশ
ক্ষীণ হইলে দ্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হয় । তখন প্রজাগণের
সেই যুগাদিমকালীন সিদ্ধি থাকে না; পরন্তু তখন
আবার অপর সিদ্ধি প্রবৃত্ত হয় । জলসমূহের
সূক্ষ্মতা বিনষ্ট হওয়ায় উহারা গজ্জর্জনকারী
মেঘরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি
হইয়া থাকে । একবারমাত্র সেই বৃষ্টি হইলেই
প্রজাগণের বাসস্থানসমূহে বিবিধ উপভোগ প্রাপ্তি
ঘটে । দ্রেতাযুগের প্রথমাবস্থায় প্রজাবর্গ তদ্বারাই
জীবিকা-নির্বাহ করে । তদনন্ত ক্রমে ক্রমে

রাগলোভাশ্রুকা ভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোহভবৎ
যজ্ঞস্তবতি নারীণাং জীবিতান্তে তদার্তবম্ ।
তদা তদৈ ন ভবতি পুনর্যুগবলেন তু ॥৮৪
তাসাং পুনঃ প্রবৃত্তস্ত মাসে মাসে তদার্তবম্,
ততস্তেনৈব যোগেন বর্ততাং মিথুনে তদা ॥৮৫
তাসাং তৎকালভাবিত্বান্মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্
অকালে হ্যার্তবোৎপত্তির্গর্ভোৎপত্তিরজায়ত ॥
বিপর্যয়েণ তাসাং তু তেন কালেন ভাবিনা ।
প্রশস্যতি ততঃ সর্বৈ বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ ॥৮৭
ততস্তেষু পনষ্টেষু বিভ্রান্তা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাবিধ্যায়িনস্তদা
প্রাদুর্ভবুস্তাসাঞ্চ বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ ।
বজ্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যভরণানি চ ॥৮৯
তেষেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসাদ্বিতম্ ।
অমাক্ষিকং মহাবীর্যং পুটকে পুটকে মধু ॥৯০
তেন তা বর্তয়ন্তি স্ম সুখে দ্রেতাযুগস্য বৈ ।

তাহাদিগের ভাব পরিবর্তন ঘটে; —আসক্তি ও
লোভ দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইতে তাকে ।
সত্যযুগে আয়ুঃশেষেই রমণীগণের গর্ভধারণশক্তি
প্রাদুর্ভূত হইত; কিন্তু দ্রেতাযুগে সে ভাব বিলুপ্ত
হইয়া যায় । তখন নারীদিগের মাসে মাসে আর্তব
প্রাদুর্ভূত হয় । তাহাতে মিথুনীভূত প্রজাবর্গের
প্রতিমাসে সঙ্গমবশে অকালেই গর্ভোৎপত্তি হইতে
থাকে এবং বহু সন্ততি সমুৎপন্ন হয় । ক্রমে কাল
পরিবর্তন বশে প্রজাবর্গের নিবাসভূত পূর্বোৎপন্ন
বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হয় । তাহাতে প্রজাবর্গ বিভ্রান্ত ও
ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব সিদ্ধি বিষয়ক ধ্যান
করিতে থাকে । তাহাদিগের সত্যাবিধানফলে
তখন গৃহবৃক্ষ সমূহের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই
সকল বৃক্ষ হইতে বজ্র, আভরণ, ইল ও উত্তম
গন্ধ বর্ণ-র সমন্বিত ও মহাবীর্যকর, অমাক্ষিক
মধু পুটকে পুটকে সমুৎপন্ন হইয়া তাকে । দ্রেতাযুগে
প্রজাগণ তদ্বারা সুখে কালাতিপাত

হষ্টতুষ্টান্তরা সিদ্ধ্যা প্রজ্ঞা বৈ বিগতজ্বরাঃ ॥৯১
পুনঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লোভাবতাস্ত ত্বাঃ।
বৃক্ষাংস্তান পর্যাগৃহুস্ত মধু বা মাক্ষিকং বলাৎ ॥
তাসাং তেনাপচায়েণ পুনর্লোককৃতেন বৈ।
প্রনষ্টা মধুনা সার্কং কল্পবৃক্ষাঃ কচিৎ কচিৎ ॥৯৩
তস্যামেবান্নশিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশান্তদা।
প্রাবর্তন্ত তদা তাসাং দ্বন্দ্ব ন্যাভ্যুথিতানি তু ॥
শীতবাতাতপৈস্তীরৈস্ততস্তা দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বৈন্দ্বস্তাঃ পীড়্যমানাস্ত চক্রাবরণানি চ ॥৯৫
কৃত্বা দ্বন্দ্ব প্রতীকারং নিকেতানি হি ভেজিরে।
পূর্বং নিকামচারান্তে অনিকেতাশ্রয়া ভৃশম ॥৯৬
যথাযোগ্যং যথাশ্রীতি নিকেতেষ্ববসন্ পুনঃ।
মরুৎদ্বসু নিম্নেষু পর্বতেষু নদীষু চ ॥৯৭
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গানি ধ্বানং শাস্বতোদকম্।
যথাযোগ্যং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ ॥৯৮
আরদ্ধান্তে নিকেতান বৈ কর্তুং শীতোষ্ণবারণম

ততঃ সংস্থাপয়ামাস খেটানি চ পুরানি চ ॥৯৯
গ্রামাংশৈচব যথাভাগং তথৈবাস্তঃপুরানি চ।
তাসামায়ামবিষ্কম্বান সন্নিবেশান্তরাণি চ ॥১০০
চক্রান্তদা যথাপ্রজ্ঞং মিত্রা মিত্রাশ্রনোহসুলৈঃ।
মনোহর্থানি প্রমাণানি তদা প্রভৃতি চক্রিরে ॥
যথাসুলপ্রদেশাংস্ত্রীন্ হস্তবিষ্কুধনংষি চ।
দশ অঙ্গুলিপর্বানি প্রদেশঃ সংজ্ঞিতস্ত তৈঃ ॥
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ শ্বতো মধ্যময়া গোকর্ণশ্চাপ্যনাময়া ॥
কনিষ্ঠায়াং বিত স্তস্ত দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।
রত্নিরঙ্গুলপর্বানি সংখ্যায়া ত্বেকাবংশতিঃ ॥১০৪
চতুর্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলাতি তু।
কিঙ্কুঃ শ্বতো দ্বিরঙ্গুস্ত দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলম্ ॥
চতুর্হস্তং ধনুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃসহস্রে দ্বাতত্র গবু তিষ্ঠৈর্বিভাব্যতে ॥১০৬
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণ যোজনং তৈর্নিরুচ্যতে।
এতেন যোজনেনেব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ ॥

করে; সকলেই সেই সিদ্ধি দ্বারা হষ্ট, তুষ্ট ও
ক্লোভরহিতচিত্তে কাল কাটায়। তারপর আবার
কালক্রমে প্রজ্ঞাবর্গ লোভপরায়ণ হইয়া তৎসমস্ত
বৃক্ষ ও মাক্ষিক মধু বলপূর্বক আত্মসাৎ করিতে
আরম্ভ করে। তাহাদিগের সেই অপচারের ফলে
তৎসমস্ত কল্পবৃক্ষ মধুসহ স্থানে স্থানে বিনষ্ট হইয়া
যায়। সেই সন্ধ্যাংশকালে কল্পবৃক্ষ সকল ক্ষীণ
হইলে তখন প্রজ্ঞাবর্গের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ
প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাতে শীত বাত আতপ দ্বারা
পীড়িত প্রজ্ঞাবর্গ তখন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে
আরম্ভ করে ॥৭৭-৯৫॥ সেই যথেষ্টবিহারী
গৃহহীন প্রজ্ঞাগণ গাত্রাবরণ দ্বারা শীতবাতাতপ
ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাসগৃহসমূহ আশ্রয় করিতে
আরম্ভ করে। তাহারা যথাযোগ্য স্ব স্ব শ্রীতি
অনুসারে গৃহ নির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে
থাকে। মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্বত, নদী, জলপ্রায়,
সম, বিষম, দুর্গম, ইত্যাদি নানাস্থানে আপন
আপন রুচি অনুসারে শীতাতপ-ক্লেশ নিবারণার্থ

দুর্গভবনাদি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তাহাতেই
খেটা (ক্ষুদ্রগ্রাম) গ্রাম, পুর, অন্তঃপুর, ইত্যাদি
সংস্থাপিত হয়। সেই সকলের দীর্ঘপ্রস্থাদি পরিমাণ
করণার্থ তখন অঙ্গুলি দ্বারা বিবিধ পরিমাণসংজ্ঞা
বিহিত হয়। প্রাদেশ, হস্ত, কিঙ্কু, ধনু, — ইত্যাদি
সংজ্ঞা তখন হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। দশটি অঙ্গ
লিপর্বৎ এক প্রদেশ, অঙ্গুষ্ঠাবধি তজ্জনী পর্যন্তের
ব্যাস পরিমাণ প্রাদেশ, মধ্যমা পর্য্যন্তে তাল,
অনামিকান্তে গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠান্ত প্রমাণে এক
বিতস্তি হয়। বিতস্তির পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল।
একবিংশতি অঙ্গুলিপর্বৎ এক রত্নি; চতুর্বিংশতি
অঙ্গুলিপর্বৎ এক হস্ত এবং দুই রত্নিতে অর্থাৎ
দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে এক কিঙ্কু হয়। চারি হাতে
এক ধনু, দণ্ড, নালিতা এবং যুগ হয়। দুই সহস্র
ধনুতে এক গব্যুতি। অষ্ট সহস্র ধনুতে এক যোজন।
এই যোজন পরিমাণ অনুসারেই তাহারা আপন
আপন বাস সন্নিবেশ করিয়া

চতুর্গামেব দুর্গাণাং স্বসমুখানি ত্রীণি তু ।
 চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তস্য বক্ষ্যাম্যহং বিধিম ॥
 সৌধোচ্চবপ্রাকারং সর্বতঃশ্চাতকাবৃক্ষম্ ।
 তদেকং স্বস্তিকদ্বারং কুমারীপুরমেব চ ॥১০৯
 দ্রোতসীসংহতদ্বারং নিখাতং পুনরেব চ ।
 হস্তাষ্টৌ চ দশ দ্রোতা নবাষ্টৌ বাপরে মতাঃ ॥
 খেটানাং নগরাণাঞ্চ গ্রামীণাঞ্চৈব সর্বশঃ ।
 ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং পর্বতোদকবজ্রনম্ ॥১১১
 ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং বিজ্ঞানায়ামমেব চ ।
 যোজমানাঞ্চ বিজ্ঞানমষ্টভাগাঙ্গমায়তম্ ॥১১২
 পরমার্জ্যায়াম্যং প্রাণ্ডকপ্রবলং পুরম্ ।
 ছিন্নকর্ণং বিকর্ণং তু ব্যঞ্জনং কৃতসংস্থিতম্ ॥
 বৃত্তং দ্বীপঞ্চ দীর্ঘঞ্চ নগরং ন প্রণস্যতে ।
 চতুরঙ্গাঙ্গবং দিকস্থং প্রণতং বৈ পরং পরম
 চতুর্বিংশতিরাদ্যং তু হস্তানষ্টশতং পরম্

ছিল। ১৬-১০৭। তাহারা চতুর্বিধ দুর্গ আশ্রয়
 করিত। তন্মধ্যে তিনটি দুর্গ স্বভাবজাত। চতুর্থ
 দুর্গটি কৃত্রিম। উহার নির্মাণবিধি বলিতেছি।
 উহার সৌধসমূহ — সমুদ্রত প্রাচীর সমন্বিত,
 পরিখা—বহু জলপূর্ণ, দ্বারদেশ—সেতুসংযুক্ত,
 দ্বার—স্বস্তিকাখ্য। ঐ দুর্গ কুমারীপুর বিশিষ্ট করা
 কর্তব্য। পরিখা, দীর্ঘে প্রবেশে আট হাত ও দশ
 হাত হইলেই ভাল হয়, অথবা আট হাত আর
 নয় হাত করিবে। খেট, নগর, গ্রাম ও ত্রিবিধ
 দুর্গের পর্বত বা জলদ্বারা ই সীমা বজ্রন করিবে।
 ত্রিবিধ দুর্গের যাহা বিজ্ঞান পরিমাণ, উহাদিগের
 আয়তন পরিমাণ, উহার অঙ্গাধিক অষ্টমাংশ।
 পুর নির্মাণ কার্যে সৈন্য অপেক্ষা বিস্তারের
 পরিমাণ অঙ্গ হইলেই উত্তম। উহার পূর্বেকৃত
 ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিবে। ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ,
 বৃত্তাকার, অতি দীর্ঘ, অতি ক্ষুদ্র, সমাকাল কিম্বা
 নিরসকাল পুর নিম্নমীয়া। চতুরঙ্গ, দ্বিগদীর্ঘাকার
 ও একদিগবস্থিত নগরের মধ্যে পর-পরটি
 প্রণত। চতুর্বিংশতি হস্তাবধি অষ্টোত্তর শতহস্ত

অত্র মধ্যং প্রণংসন্তি হস্তোৎকৃষ্টবিবর্জিতম্ ॥
 অথ কিছু শতান্যষ্টৌ প্রাণ্ডমুখ্যং নিবেশনম্ ।
 নগরাদর্জবিজ্ঞানং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ ॥
 নগরাদ্যে জনং খেটং খেটাদ্যামোহর্জ্যোজনম্
 দ্বিপ্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্ধনুঃ ॥
 বিংশদধনুং বিস্তীর্ণো দিশাং মার্গস্ত তৈঃ কৃতঃ
 বিংশদধনুর্গ্রামমার্গঃ সীমান রাজপথঃ স্মৃতঃ ।
 ধনুং দশ বিস্তীর্ণঃ সীমান রাজপথঃ স্মৃতঃ ।
 নৃবাজিরথনাগানামসদ্বাধঃ সুসংঘরঃ ॥১১৯
 ধনুং তৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্ত তৈঃ কৃতঃ ।
 গৃহরথ্যাপরথ্যাস্ত দ্বিকান্তাপ্যপরথ্যকাঃ ॥১২০
 ঘণ্টাপথচতুঃপাদত্রিপদঞ্চ গৃহান্তরম্ ।
 বৃত্তিমার্গাঙ্গপদং প্রাণ্ডবংশঃ পদিকঃ স্মৃতঃ ॥
 অবকরং পরীবাহং পদমাত্রং সমস্ততঃ ।
 কতেষু তেষু স্থানেষু পুনঃচতুর্গৃহাণি বৈ ॥১২২
 যথা তে পূর্বমাসন বৈ বৃক্ষান্ত গৃহসংস্থিতাঃ ।

পর্যন্ত বিজ্ঞান পরিমাণযুক্ত, সম চতুরঙ্গ মধ্যভাগ,
 প্রণংসনীয়। ১০৮-১১৫। পুরমধ্যবর্তী মুখ্য
 বাসস্থানের বিজ্ঞান পরিমাণ অষ্টশত কিছু। কোটের
 পরিমাণ, নগর পরিমাণের অর্ধেক। গ্রামের
 পরিমাণ, খেট পরিমাণাপেক্ষা মূল্য। নগরাপেক্ষা
 খেটের দূরত্ব একযোজন, খেট হইতে গ্রাম
 অর্ধযোজন। সীমা নির্দেশ বিষয়ে দুই প্রোশই চরম
 সীমা। ক্ষেত্রের সীমা চারি ধনুঃ। এক এক দিকের
 পথের বিস্তার বিংশতি ধনুঃ। গ্রামপথের পরিমাণও
 বিংশতি ধনুঃ। সীমাপথের পরিমাণ দশ ধনুঃ।
 রাজপথ দশ ধনুঃ বিস্তার ও সীমান, এবং মনম্বা,
 রথ ও হস্তাথের সুখসংঘরণযোগ্য। তাৎকালিক
 প্রজাগণ শাখাপথ সমস্ত চারি ধনুঃ প্রমাণ করিতেন।
 গৃহরথ্যা দুই ধনুঃ, উপরথ্যা এক ধনুঃ, ঘণ্টাপথ
 চারিপদ, আর গৃহ হইতে গৃহান্তর ত্রিপদ প্রমাণযুক্ত।
 বৃত্তিপথ অর্ধপদ, এবং প্রাণ্ডবংশ একপদ পরিমিত।
 অবকর ও জলনির্গম পথের পরিমাণ একপদ। সেই
 প্রজাবর্গ এই সমস্ত করিয়া, পূর্বে তাহারা

তথা কথ্যুং সমারকাশ্চিহ্নয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥১১৩
বৃক্ষাশ্চৈব গতাঃ শাখা ন তশ্চৈব পরাগতাঃ ।
অত উর্দ্ধং গতাস্তান্যা এবং তির্যগ্গতাঃ পুরা
বৃক্ষাবিহাংস্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথা গতাঃ ।
তথা কৃতান্ত তৈঃ শাখান্তম্মাচ্ছালান্ত তাঃ

স্মৃতাঃ ॥১১২৫

এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখান্ত্যঃ শালাশ্চৈব গৃহাণি চ
তস্মাত্তা বৈ স্মৃতাঃ শালাহং চৈব তাসু

তৎ ॥১১২৬

প্রসীদতি মনস্তাসু মনঃ প্রসাদয়তি তাঃ ।

তস্মাদ্গৃহাণি শালাশ্চ প্রাসাদশ্চৈব সংজিতাঃ

কৃতা হ্রস্বোপঘাতাংস্তান বাওঁপায়মচিহ্নয়ন ।

নষ্টেষু মধুনা সার্কং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা ॥১১২৮

বিষাদব্যাকুলান্তা বৈ প্রজাত্বমগন্ধাধিক্যঃ

ততঃ প্রাদুর্ভবৌ তাসাং সিজিহ্নেতাযুগে পুনঃ ॥

বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যন্যা বৃত্তিত্তাসাং হি কামতঃ ।

তাসাং বৃষ্ট্যদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু ॥

বৃষ্ট্যা তদন্তবৎ স্রোতঃ খাতানি নিম্নগাঃ স্মৃতাঃ

এবং নদাঃ শ্রবতান্ত্ব দ্বিতীয়ে বৃত্তিসম্ভবনে ॥১১৩১

যে পরস্তাদপাং স্রোকা আপমাঃ পৃথিবীতলে

অপাং স্রুমেষ্ট সংযোগাসৌমধ্যস্তানু চাভবন ॥

পুষ্পমূলফলিন্যস্ত ওষধ্যস্তাঃ প্রজজিরে ।

অকালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যচতুর্দশ ॥১১৩৩

ঋতুপুষ্পফলশ্চৈব বৃক্ষা ওল্মাশ্চ জজিরে ।

প্রাদুর্ভাবশ্চ হ্রেতামাং বার্ত্তাম্যমৌষধস্য তু ॥

তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাহ্রেতাযুগে তদা ।

ততঃ পুনরভুতাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ

অবশ্যস্তাবিনার্থেন হ্রেতাযুগাবশেন তু ।

ততস্তাঃ পর্য্যগুহুস্ত নদীঃ ক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান ॥

বৃক্ষান্ ওল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্ ।

সিদ্ধাখ্যানস্ত যে পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ প্রাকৃকৃতে

ময়া ॥১১৩৭

যেমন বৃক্ষাশ্চৈব গৃহনির্মাণ করিত, তদ্রূপ গৃহাদি
নির্মাণ করিল। বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক বৃক্ষনিদর্শনে
বৃক্ষের শাখাবিস্তারের ন্যায় কাষ্ঠবিস্তার করিয়া
উত্তম গৃহনির্মাণ করিল। বৃক্ষশাখা যেমন একটা
সম্মুখে, একটা পার্শ্বে, একের উপর আর একটা
ইত্যাদি ক্রমে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপভাবে
বিন্যস্ত হওয়ায় সেই সকল গৃহের 'শালা' নাম
নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাখাকারে নির্মিত বলিয়া গৃহ
সকল তাৎকাল্যবধি শালা নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে। ইহাই শালা শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্যার্থ।
যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, আর তাহারাই মনকে
প্রসাদিত করে, এজন্য সেই সকল গৃহ শালা ও
প্রাসাদ নামে বিখ্যাত হয়। তাৎকালিক প্রজাবর্গ
এইভাবে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বক্লেশ নিবারণের উপায়
করিয়া তার পর জীবিকাবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়।
কল্পবৃক্ষ সকল বিনষ্ট এবং মধু বিলুপ্ত হওয়ায়
প্রজাগণ ক্ষুধাক্লমায় বিষাদব্যাকুল হইয়া পড়ে।
অতঃপর সেই হ্রেতাযুগে পুনরায় তাহাদিগের অপর

সত্যযুগের ন্যায় কামানুরূপ বার্ত্তার্থসাধক বৃত্তিরূপ
সিজি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই দ্বিতীয় বৃত্তি-সৃষ্টিতে
তুতলে যে সকল স্থান পূর্ব্ব জলহীন শুষ্ক ছিল,
তৎসমস্ত জলপূর্ণ হয় খাত সকল নদীরূপে পরিণত
হয়। আর স্থানে স্থানে যে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে
তাহা দ্বারা পৃথিবী রসবতী হইয়া শস্যশালিনী হয়।
তখন অফালকৃষ্ট, অনুপ্ত, পুষ্প মূল ফলাবিত,
গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দশবিধ ওষধি সমুদ্ভূত
হয় ॥১১৬-১১৩৩। ঋতুভেদজাত পুষ্পফলাবিত
বিবিধ বৃক্ষ এবং বার্ত্তসাধন নানাবিধ ঔষধ এই
হ্রেতাযুগেই আবিষ্কৃত হয়। সেই সকল ঔষধের
গুণে তদানীন্তন প্রজাগণ সুখে কালান্তিপাত করিতে
থাকে। তারপর অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ ক্রমে
আবার তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ রাগ ও লোভ উৎপন্ন
হয়। ফলে তাহারা স্ব স্ব শক্তানুসারে নদী, ক্ষেত্র,
পর্ব্বত, বৃক্ষ, ওল্ম ও ওষধি প্রভৃতি বলপূর্ব্বক
অধিকার করিতে থাকে। সত্যযুগের প্রথম যে
সিদ্ধাখ্যা সকলের কথা বলিয়াছি, উহার

ব্রহ্মাণা মানবাস্তে বা উৎপন্ন্য যোজনাদিহ,
শান্তাশ্চ শুষ্কিণশ্চৈব কশ্মিণো দুঃখনস্তদা ॥
ততঃ প্রবর্তমানাস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা ॥
ভাবিতাঃ পূৰ্ব্বজাতীষু কশ্মভিষ্চ শুভাশুভৈঃ ।
ইতস্তেভ্যো বিলা যে তু সত্যশীল হর্হিংসকাঃ
বীতলোভা জিতাত্মানো নিবসন্তি স্মতেষু বৈ
প্রতিগৃহ্যন্ত কুৰ্বন্তি তেভ্যশ্চান্যেহন্নতেজসঃ ॥
তেষাং কশ্মাণি কুৰ্বন্তি তেভ্যশ্চৈবাবলাস্ত যে
পরিচর্য্যাসু বর্তন্তে তেভ্যশ্চান্যেহন্নতেজসঃ ॥
এবং বিপ্রতিপন্নেষু প্রপন্নেষু পরস্পরম্ ।

তেন দোষেণ তেষাং তা ওষধো মিষতাং তদা
প্রনষ্টা হ্রিয়মাণা বৈ মুষ্টিভ্যাং সিকতা যথা ।
অগ্রসদ্ব্যুগবলাদগ্রাম্যারণ্যশ্চতুর্দশ ॥১৪৪

ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি। যজ্ঞন ইহতেই তাহাদিগের
উৎপত্তি। তাহারাই আবার ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ
করে। শুভাশুভ কর্মের গুরুত্ব-লঘুত্ব অনুসারে
যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও এই তিন
বর্ণের দ্রোহকারী শূদ্র— এই চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্ট
হয়। তন্মধ্যে যাহারা বলবান, সত্যবাদী,
অহিংসক, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, তাহারা
তৎসমস্ত পুরাদিতে বাস করিতে থাকেন।
যাহারা ইহাদের অপেক্ষা দুর্বল, তাহারা
ইহাদিগের নিকটে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাতে
বাসস্থাপন করেন। যাহারা তদপেক্ষাও দুর্বল,
তাহারা ইহাদিগের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ
করিতে থাকে। তদপেক্ষা হীনবল জনগণ
ইহাদিগের পরিচর্যা দ্বারা জীবন যাপন করে।
এইরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে
থাকিয়া কালান্তি পাত করিতে থাকিলে
তাহাদিগের সেই লোভাদি দোষে তৎসমস্ত ওষধি
পরস্পর দ্বারা মুষ্টি মুষ্টি প্রমাণে হ্রিয়মাণ হইয়া
বালুকারাশির ন্যায় প্রনষ্ট হইয়া গেল। যুগ
দোষবশে পৃথিবী তখন গ্রাম্য আরণ্য

ফলং গৃহুস্তি পুষ্পৈশ্চ পুষ্পং পট্টৈশ্চ যাঃ পুনঃ
ততস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ প্রজাস্তদা ॥
স্বয়ম্ভুবং প্রভুং জগ্মুঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ প্রজাপতিম্ ।
বৃত্ত্যর্থমভিলিঙ্গন্ত আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু ॥১৪৬
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান জ্ঞাত্বা তাসাং মনীষিতম্ ।
যুক্তং প্রত্যক্ষদৃষ্টেন দর্শনেন বিচার্য্য চ ।
প্রস্তাঃ পৃথিব্যা ওষধো জ্ঞাতা প্রত্যদুহং পুনঃ
রুত্বা বৎসং সুমেরুং তু দুদোহ পৃথিবীমিমাম্ ॥
দুক্ষেয়ং গৌস্তদা তেন বীজানি পৃথিবীতলে ।
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্ত তাঃ পুনঃ
ওষধাঃ ফলপাকাস্তাঃ সপ্তসপ্তদশাস্ত তাঃ ।
ব্রীহয়শ্চ যবশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ ॥
প্রিয়ঙ্গবোহুদারাস্চ কারাষাশ্চ সতীনকাঃ ।

চতুর্দশবিধ শস্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রজাগণও
লোভবশে তখন পুষ্প এই ভাবে অপহরণপরায়ণ
হওয়ায় সমস্ত শস্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রজাবর্গ
পুনরায় ক্ষুধাবশে বিভ্রান্ত হইয়া বৃত্তিবিধাননার্থ
স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত
হইল। সেই ত্রেতাযুগের আদিকালে ভগবান স্বয়ম্ভু
ব্রহ্মা তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে
বিচারপূর্বক পৃথিবী যে ওষধিসমূহ গ্রাস করিয়াছে,
তাহা জানিয়া পৃথিবীকে দোহনপূর্বক পুনরায়
তৎসমস্ত শস্যাদি আবিষ্কার করিলেন। ১৩৪-
১৪৭। তিনি সুমেরুকে বৎসরূপে কল্পনা করত
পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে গ্রাম্য ও আরণ্য
ওষধি বীজসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। ফল পাকিলেই
যাহাদিগের বিনাশ ঘটে তাহাদিগকে ওষধি বলে।
তখন সপ্তদশবিধ ওষধি জন্মে। যথা — ব্রীহি,
যব, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু উদার, কারাষ, কলায়,
মাষ, মুদগ, মসুর, নিষ্পাব, কুলথ, আড়কী, চণক,
ও সমস্ত গ্রাম্য ওষধি। গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দশবিধ
ওষধি— সমস্তই যজ্ঞসাধন। ব্রীহি, যব, মাষ,
গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও

মায়া মৃদগ মসুরাশ্চ নিম্পাবাঃ সকুলখকাঃ ॥
 আঢ্যকশ্চগকশ্চৈব সপ্তসপ্তদশাঃ স্মৃতাঃ।
 ইত্যেতা ওষধীনাশ্চ গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ স্মৃতাঃ
 ওষধ্যো যজ্জিরাশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ।
 ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধুমা অণবস্তিলাঃ ॥১৫৩
 প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতে অষ্টমী তু কুলখিকা।
 শ্যামকাস্তথ নীবায়া জর্জিকাঃ সগরেধুকাঃ।
 কুরুবিন্দা বেণুষবাস্তথা মর্কটাস্চ যে।
 গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্ত চতুর্দশ ॥
 উৎপন্নাঃ প্রথমা হ্যেতা আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।
 অফালকৃষ্টা ওষধো গ্রাম্যারণ্যাস্ত সর্বশঃ ॥
 বৃক্ষা ওল্ললতা বল্লী বীরুধস্তৃণজাতয়ঃ।
 মূলৈঃ ফলৈশ্চ রোহিণ্যো গৃহ্নন পুষ্পৈশ্চ জায়তে
 পৃথ্বী দুক্ষা তু বীজানি যানি পূর্বং স্বয়ম্ভুবা।
 ঋতুপুষ্পফলাস্তা ব ওষধ্যো জজ্জিরে দ্বিহ ॥
 যদা প্রসৃষ্টা ওষধো ন প্ররোহস্তি তাঃ পুনঃ
 ততঃ স তাসাং বৃত্ত্যর্থং বার্জোপায়ং চকার হ ॥
 ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান দৃষ্টা সিদ্ধিস্ত কস্মজাম্।
 ততঃ প্রভৃত্যখৌষধঃ কৃষ্টপচ্যাস্ত জজ্জিরে ॥১৬০

কুলখ, শ্যামাক, নীবার, জর্জিল, গবেধুক, কুরুবিন্দ, বেণুষব, মর্কটক,—এই চতুর্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি। ত্রেতাযুগের আদিকালে এই সকল মনুৎপন্ন হয়। এই সকল ওষধি ফালকৃষ্ট নহে; পরন্তু আপনিই তখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, বীরুধ, তৃণ এতৎসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া মূল, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পৃথিবী দোহন করিলে পর যে সকল বীজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে বিবিধ ঋতুসঞ্জাত পুষ্পফলাদি সমন্বিত ওষধি জন্মে। কিন্তু যখন সেই সমস্ত ওষধি ভালরূপে প্ররোহিত হইল না, তখন তিনি প্রজাবর্গের বৃত্তি বিষয়ে চিন্তা করিয়া জীবিকা বিধান করিলেন। তিনি প্রজাবর্গের কস্মজ সিদ্ধির বিষয় বিবেচনাপূর্বক ভূমিকর্ষণাদি দ্বারা শস্য বৃদ্ধির

সংসিদ্ধায়ান্ত বার্জায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবা।
 মর্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথাবুদ্ধাঃ পরস্পরম্ ॥
 যে বৈ পরিগ্রহীতারস্তাসামসম্বন্ধান্নিকাঃ।
 ইতরেবাং কৃতব্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান ॥
 উপতিষ্ঠন্তি যে তান বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
 সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতঃ ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥
 যে চাভ্যুৎপ্যবলাস্তেষাং বৈশসংকস্ম সংস্থিতাঃ
 কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাঃ প্রগতদ্রিয়াঃ
 বৈশ্যানেব তু তানাঃ কীনাশান বৃত্তিসাধকান।
 শোচস্তশ্চ দ্রবস্তশ্চ পরিচর্যাসু যে রতাঃ ॥
 নিস্তেজসোহগ্নবীর্যাশ্চ শূদ্রাংস্তানব্রবীতু সঃ।
 তেষাং কস্মানি ধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্ম তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ

ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি কর্ষণজ শস্যোৎপত্তি আরম্ভ হয় ১৪৮-১৬০। সেই প্রজাবর্গের জীবিকোপায় বিহিত হইলে ভগবান ব্রহ্মা তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণার্থ কতগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বলবান ও ভূপরিগ্রহীতা, সেই ক্ষত্রিয়দিগকে ইতর-সাধারণের পরিত্রাতা কার্যে নিয়োগ করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট যাহারা গমনাগমন করিতেন, অথচ সর্বদা ভয়হীন, সত্যবাদী সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞানবান ছিলেন, তাহারা তখন ব্রাহ্মণসংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। আর যাহারা ইহাদিগের অপেক্ষায় দুর্বল অথচ ক্রুরকস্মানিরত; আর যাহারা তৎপূর্বে যমের ন্যায় অনলসভাবে স্বার্থ সাধনোদ্দেশে প্রজাপুঞ্জের হিংসা করিত, সেই কীনাশপদবাচ্য প্রজাবর্গকে 'বৈশ্য' শব্দে অভিহিত করিয়া সর্বসাধারণের বৃত্তিসাধন কার্যে নিয়োগ করিলেন। যাহারা শোকও করিত এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিত, অথচ নিস্তেজাঃ ও অগ্নবীর্য্য—সেই সকল প্রজাকে 'শূদ্র' শব্দে অভিহিত করিয়া অপর বর্ণত্রয়ের পরিচর্যায় নিয়োগ করিলেন। প্রভু ব্রহ্মা তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মেরও বিধান প্রণয়ন করেন, উহার

সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়ান্ত চাতুৰ্বর্ণস্য সৰ্ব্বশঃ।
 পুনঃ প্রজাস্ত তা মোহান্তান ধৰ্ম্মান্ নানুপালয়ন
 বর্ণধৰ্ম্মৈরজীবন্ত্যো ব্যৰূধ্যস্ত পরস্পরম্।
 ব্রহ্মা তমর্থং বুদ্ধা তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভুঃ।।
 ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ডং যুদ্ধমাজীবমাদিশৎ।।
 যাজ্ঞমাধ্যাপনকৈব তৃতীয়ঞ্চ প্রতিগ্রহম্।
 ব্রাহ্মণানাং বিভূস্তেষাং কৰ্ম্মাণ্যেতান্যথাশিশম্
 পশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিকৈব বি শাং দদৌ
 শিজাজীবং ভ্যতকৈব শূদ্রাণাং ব্যবধাৎ প্রভুঃ
 সামান্যানি তু কৰ্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ।।
 যজ্ঞনাধ্যয়নং দানং সামান্যানি তু তেষু বৈ।
 কৰ্ম্মজীবং ততো দত্তা তেভ্যশ্চৈব পরস্পরম্।।
 লোকান্তরেণ স্থানানি তেষাং সিদ্ধাদদাৎ প্রভুঃ
 প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্
 স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেধপলায়িনাম্।

বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধৰ্ম্মমপজীবিনাম্।।
 গান্ধৰ্ব্বং শূদ্রজাতীনাং প্রতিচাৰেণ তিষ্ঠতাম্।
 স্থানান্তেতানি বর্ণানাং ব্যত্যাচারবতাং স্বয়ম্।।
 ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান।
 গৃহস্থো ব্রহ্মচারিভ্যং বানপ্রস্থং সতিক্ষুকম্।।
 আশ্রয়াংশচতুরো হোতান্ পূৰ্ব্বমাস্থাপয়ৎ প্রভুঃ
 বর্ণকৰ্ম্মাণি যে কেচিৎশেষামিহ ন কুৰ্ব্বতে।।১৭৭
 কুতঃ কৰ্ম্মাক্ষিতিং প্রাহরাশ্রমস্থানবাসিনঃ
 ব্রহ্মা তান্ স্থাপয়ামাস আশ্রমাস্থান নামতঃ।।
 নির্দেশার্থং ততস্তেষাং ব্রহ্মা ধৰ্ম্মানভাবত।
 প্রস্থানানি চ তেষাং বৈ যমাংশচ নিয়মাংশচ হ।।
 চাতুৰ্বর্ণাশ্রমকঃ পূৰ্ব্বং গৃহস্থশ্চাশ্রমঃ স্মৃতঃ।
 ত্রয়াণামাশ্রমাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠা যোনিরের চ।।
 যথাক্রমং প্রবক্ষ্যামি যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চ তে।
 দারাদয়োহথাতিথেয় ইজ্যাশ্রদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ

সাহায্যে চতুৰ্বর্ণ আপন আপন কর্তব্য সকল পালন
 করিতে থাকে। পরে আবার ক্রমে ক্রমে তাহারা
 মোহবশে সেই সকল নিয়মে অনাদর করত
 পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রভু ব্রহ্মা,
 প্রজাবর্ণের সেই ব্যত্যয় যথায়থ অবগত হইয়া
 মৰ্যাদারক্ষণার্থ ক্ষত্রিয়দিগের বল, শাসন ও যুদ্ধ
 — এই ত্রিবিধ জীবিকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।
 তিনি ব্রাহ্মণগণের যাজ্ঞন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ,
 — এই তিনটি বৃত্তি নির্দেশ করিলেন। পশুপালন,
 বাণিজ্য ও কৃষি, — এই তিনটি বৃত্তি বৈশ্যদিগকে
 প্রদান করিলেন; আর শূদ্রদিগের জন্য শিল্প ও
 দাসত্ব, — এই দুইটি বৃত্তি ব্যবস্থা করিলেন। তিনি
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য — এই বর্ণত্রয়ের যাজ্ঞন,
 অধ্যয়ন ও দান — এই তিনটি সাধারণ বৃত্তি বিধান
 করিয়া দিলেন। প্রভু ব্রহ্মা এই সকল কৰ্ম্ম ও
 জীবিকা বিধানান্তে তাহাদিগের সিদ্ধির ফলস্বরূপ
 লোকান্তরেও স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।
 ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রাজাপত্য স্থান,
 যুদ্ধে অপরাধী হীন ক্ষত্রিয়গণের জন্য ইন্দ্র স্থান,

স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্যগণের জন্য মারুত স্থান এবং
 স্বাচার নিরত শূদ্রদিগের নিমিত্ত গান্ধৰ্ব্ব স্থান নিরূপণ
 করিলেন। স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ বর্ণচতুষ্টয়ের নিমিত্ত তিনি
 এই সকল স্থান বিধান করিলেন। এইভাবে বর্ণ
 সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা অতঃপর
 আশ্রমসকলের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ
 এ ভিক্ষুক, — এই চতুর্বিধ আশ্রম তখনই প্রথম
 প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যখন
 আবার অনেকেই বর্ণধৰ্ম্ম পালনে ঔদাস্য
 অবলম্বনপূৰ্ব্বক “ভূমণ্ডলে আমাদিগের কর্তব্য
 এমন কি কৰ্ম্মই বা আছে? কিই বা করিব?” এরূপ
 বলিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কৰ্ম্মব্যাপ্ত
 করণার্থ আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধান করেন। প্রভু ব্রহ্মা
 প্রজাবর্ণকে শিক্ষা দানার্থ বিবিধ ধৰ্ম্ম, বিবিধ
 আচার, ও যম নিয়মাদি উপদেশ দেন। ১৬১-
 ১৭৯। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমই অপর
 আশ্রমত্রয়ের উৎপত্তি স্থিতির হেতু। এক্ষণে
 যথাক্রমে যম-নিয়মাদি সহ আশ্রম চতুষ্টয়ের
 বিধান বলিতেছি। দারপরিগ্রহ, অগ্নিহোত্ৰানুষ্ঠান,

ইত্যেব বৈ গৃহস্থস্য সমাসাঙ্কর্মসংগ্রহঃ।
 দণ্ডী চ মেখলী চৈব হৃদঃশায়ী তথা জটী।।
 গুরুশ্রাবণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যার্থে ব্রহ্মচারিণঃ।
 চীরপত্রাজিনানি সূর্যান্যমূলফলৌষধম্।।১৮৩
 উভে সঙ্ক্যেহবগাবশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্।
 আসন্নমুখলে ভৈক্ষমস্তেয়ং শৌচমেব চ।।১৮৪
 অপ্রমাদোহব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা।
 অক্রোধো গুরুশ্রাব্য সত্যঞ্চ দশমঃ স্মৃতম্।।
 দশলক্ষণকো হ্যেব ধর্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
 ভিক্ষোব্রতানি পঞ্চত্র পঠেবোপব্রতানি চ।
 সম্যগ্দর্শনমিত্যেবং পঠেবোপব্রতান্যপি।।১৮৭
 ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং
 সমাদরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপগম্য।
 মৌনং পবিত্রোপচিঁতৈর্বিমুক্তিঃ
 পরিব্রজো ধর্মমিমং বদন্তি।

সর্বৈ তে শ্রেয়সে প্রোক্তো আশ্রমা ব্রহ্মাণা স্বয়ম্
 সত্যার্জবং তপঃ ক্ষান্তির্যোগেন্দ্ৰিয়া দমপূর্বিকাঃ
 বেদাঃ সাস্তাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
 ন সিধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে।।১৯০
 বহিঃ কর্ম্মাণি সর্বাণি প্রসিধ্যন্তি কদাচ ন।
 অন্তর্ভাব প্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোহপি পরাক্রমান।।
 সর্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরায়না।
 ন তেন ধর্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্।।
 এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়ো মনস্তথা।
 তেষাং স্থানমমুখ্যিৎস্ব সংস্থিতানাং প্রচক্ষতে।।
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামুর্দ্ধরেতসাম্।
 স্মৃতান্ত তেষাং তৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্
 সপ্তর্ষীণান্ত যৎস্থানং স্মৃতং তদ্বৈ দিবৌকসাম্
 প্রাজ্ঞাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মাণঃ ক্ষয়ম্
 যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে।।
 স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।

অতিথিসৎকার, যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি কার্য,
 সম্ভানোৎপাদন,-গৃহস্থগণের প্রতিপাল্য ধর্ম
 সকল এই আমি সংক্ষেপে কহিলাম। দণ্ড, মেখলা
 ও জটী ধারণ, ভূতলে শয়ন, গুরুশ্রাব্য,
 ভিক্ষা,-বিদ্যালভার্থ ব্রহ্মচারীর এই সকল বিধান
 প্রতিপাল্য। চীর,পত্র ও অজিন ধারণ, ধান্য,
 মূল ও ফলভক্ষণ, উভয় সঙ্ক্যাকালে অবগাহন
 স্নান, এবং হোমানুষ্ঠান, এ সকল বানপ্রস্থগণের
 পালনীয়। যখন মুখলের শব্দ শুনা যায় না,
 তৎকালে ভিক্ষা, অস্তেয়, শৌচ, সাবধানতা,
 মৈথুনবর্জন, প্রাণিবর্গে দয়া, ক্ষমা, অক্রোধ,
 গুরুশ্রাব্য ও সত্য এই দশটি বিশেষ ধর্মের
 মধ্যে সম্যাসীদিগের প্রথম পাঁচটি মুখ্যব্রত এবং
 অপর পাঁচটি গৌণব্রত। এতদ্ভিন্ন সদাচার, বিনয়,
 শৌচ,লাসিতাবর্জন ও সম্যক্ বিবেচনা,- এই
 পাঁচটি উপব্রত। ধ্যান, ইন্দ্রিয়মনঃ সংযম, ভিক্ষা
 করিতে যাইয়া সমাদৃত হইলেও মৌনপালন আর

দেহেন্দ্রিয়প্রীতিকর উপচারনিকর পরিহার; এই
 কয়টি সম্যাসীদিগের ধর্ম। সমস্ত আশ্রমই
 মানবগণের মঙ্গলদায়ক। ব্রহ্মা স্বয়ং একথা
 বলিয়াছেন। সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, যোগ,
 যাগ, দম, বেদ, বেদাঙ্গ,যজ্ঞন, ব্রত, নিয়ম, প্রভৃতি
 কর্ম্ম শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ফলপ্রদ হয়না। ১৮০-১৯০।
 যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, সে বাহিরে মহাভয়
 করিলেও কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ
 কলুষিতচিত্তে সর্বস্ব দান করিলেও তদ্বারা সে
 ধর্ম্মভাগী হয় না। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে মানসিক ভাবই
 কারণ। দেব পিতৃ ঋষি মনু প্রভৃতি যেমন
 পরলোকে বাস করেন, সম্যাসীরাও তেমন
 মরণান্তে পরলোকবাসী হইয়া থাকেন।
 অষ্টাশীতিসহস্র উর্দ্ধরেতা ঋষি আছেন, তাঁহারা
 যেখানে বাস করেন, গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীরাও
 সেইখানেই বাস করেন, উহাই দেবগণের
 বাসস্থান। গৃহস্থগণ প্রজাপতিলোকে বাস করেন।
 যোগীগণের অমৃতাত্ম্য কৈবল্যপদে স্থান হয়।

চত্বার এত পস্থানো দেবযানা বিনির্মিতাঃ।
 ব্রহ্মাণা লোকতস্ত্রোণ আদ্যে মন্বন্তরে ভূবি।।
 পস্থানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ।
 তথৈব পিতৃযাণানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে।।১৯৮
 এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগো কৃতে তদা।
 যদ্যাস্য ন ব্যবর্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাস্থিকাঃ।।১৯৯
 ততোহন্যা মানসীঃ সোহথ ত্রেতামধ্যেহসৃজৎ
 প্রজাঃ
 আত্মনঃ স্বশরীরাস্ত তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ।।
 তসিগংস্ত্রেতায়ুগে ত্বাজ্যে মধ্যং প্রাপ্তে ক্রমেণ তু
 ততোহন্যা মানসীস্তত্র প্রজাঃ সৃষ্টুং প্রচক্রমে।।
 ততঃ সত্বরাজোদ্ভিক্তাঃ প্রজা সোহথাসৃজৎ প্রভু
 ধর্ম্মআর্থকামমোক্ষণাং বার্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ।।
 দেবাস্চ পিতরশ্চৈব স্বযয়ো মনবস্তথা।
 যুগানুরূপা ধর্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ।।

উপস্থিতে তদা তস্মিন প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভবঃ।
 অভিদযৌ প্রজাঃ সর্বা নানারূপাস্ত মানসীঃ।।
 পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
 কল্পেহতীতে তু তে হ্যাসন দেবাদ্যাস্ত প্রজা ইহ
 ধ্যাতস্তস্য তাঃ সর্বাঃ সন্তৃত্যর্থমুপস্থিতাঃ।
 মন্বন্তরক্রমেণহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ।।২০৬
 খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্ত সর্বাথৈরিহ ভাবিতাঃ।
 কুশলাখুশল প্রায়েঃ কন্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ।।
 তৎকন্মফলশেষেণ উপ,টক্কাঃ প্রজঙ্জিরে।
 দেবাসুরপিতৃঐশ্চ পশুপক্ষীসরীসৃপৈঃ।।২০৮
 বৃক্ষনারকিকাটঐশ্চৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপাস্থিতাঃ
 আধীনার্থং শ্রানাস্ত আত্মনো বৈ বিনির্মমে

ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে চতুরাশ্রম-
 বিভাগকথনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ।।৮।।

পরন্তু নানাবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কুত্রাপি স্থান নাই।
 ঐ সকল স্থান, আশ্রমস্থ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের
 জন্য নির্দিষ্ট। দেবযান মহাপথের এই চারিটি
 সাধারণ পথ। লোকবিস্তারার্থী ব্রহ্মা আদি
 মন্বন্তরে দেবযানপ্রাপ্তি নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ঐ সকল
 নির্মাণ করেন। রবি এ সকল পথের দ্বারস্বরূপ।
 চন্দ্রকেই পিতৃযাণ পথের দ্বার বলা যায়। এইরূপ
 বর্ণাশ্রমবিভাগ প্রবর্তিত করিলেও প্রজাগণ সেই
 বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে শৈথিল্য ক্রুরিতে লাগিল;
 তাহা দেখিয়া তিনি আবার আত্মশরীর হইতে
 আত্মতুল্য কতকগুলি মানসী প্রজা সৃষ্টি করিলেন।
 আদি ত্রেতায়ুগের মধ্যাবস্থায় তিনি অপর মানস
 সন্তানোৎপাদনের উদ্যম করেন। ১৯১-২০১।
 প্রভু ব্রহ্মা সেই সময়ে সত্ব-রজঃপ্রধান দেব ঋষি
 পিতৃ ও মনু এই চতুর্বিধ সন্তান সৃজন করেন।
 ইহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং জীবনযাত্রা,
 এতৎ সমস্তের সাধক। এই ব্রহ্মমন্দনই
 ধর্ম্মানুসারে যুগানুরূপ সন্তানোৎপাদন দ্বারা সৃষ্টি

বিস্তার করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু নির্মিত সেই
 প্রজাধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবকালে সকলেই নানারূপ
 মানসিক অভিযান করিতে লাগিল। আমি পূর্ব্ব
 বলিয়াছি যে, অতীত কল্পে যাঁহারা জনলোকে
 ছিলেন তাঁহারা এই কল্পে উক্ত দেবাদিরূপে জন্ম
 পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলেই
 এইরূপ প্রজা সৃষ্টি হয়। কি প্রথম, কি চরম—
 সকল মন্বন্তরেই সুকন্ম, কুকন্ম, সুখ, দুঃখ, খ্যাতি,
 প্রকিপত্তি, রূপ-গুণাদি সকল বিষয়ে এক প্রকার
 হইয়া থাকে। প্রাণিগণের কন্মফল অবশেষ
 থাকিলেই জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা দেব,
 অসুর, পিতৃ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষঃ, নারকী
 কীট প্রভৃতি নানাভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। ভগবান
 ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থেই
 এই সকল ব্যবস্থা করিলেন। ২০২-২০৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততোহভিধ্যায়তন্তস্য জজ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কাৰ্য্যৈসৈতেঃ কারণৈঃ সহ।।
ক্ষেত্রাজ্জাঃ সমবৰ্ত্তন্ত গাত্রৈভ্যন্তস্য ধীমতঃ।
ততো দেবাসুরপিতৃন মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্।।২
সিস্কুরভ্যাংস্যেতাংশ্চ স্বাত্মনা সমযুযুজৎ।
যুক্তানন্ততন্তস্য ততো মাত্রা স্বয়ম্ভবা।।৩
তমভিধ্যায়তঃ সর্গং প্রযতোহভূৎ প্রজাপতেঃ।
ততোহস্য জঘনাৎ পূৰ্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সূতাঃ
অসুঃপ্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রৈস্তজ্জন্মানন্ততোহসুরা
যয়া সৃষ্টা সুরাস্তম্বা তাং তনুং স ব্যপৌহত।।
সাপবিদ্ধা তনুন্তেন সদ্যো রাত্রিরজ্যত।
সা তমোবহ্লা যস্মাস্ততো রাত্রিপ্রিয়ামিকা।।৬
আবৃতাস্তমসা রাত্রৌ প্রজাস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভবঃ।
দৃষ্টা সুরাংস্ত দেবেশন্তনুমন্যামপদ্যত।।৭
অব্যক্তাং সত্ত্ববহ্লাং ততস্তাং সোহভ্যযুযুজৎ

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,— ভগবান ব্রহ্মা অভিধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার মানসী প্রজা সকল সমুৎপন্ন হয়। তাঁহার শরীর হইতে কার্য্য-কারণ সহ ক্ষেত্রজসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। তিনি দেব, অসুর, পিতৃ, মানব, এই চতুর্বিধ প্রজাসৃজনার্থ জলরাশি মধ্যে আত্মযোগে নিরত হন। তাহাতে সেই স্বয়ম্ভু প্রজাপতির প্রযত্ন সমুৎপন্ন হওয়ায় তদীয় জঘন প্রদেশ হইতে অসুরগণ জন্মে। বিপ্রগণ প্রাণকেই অসু বলেন, তাহা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া সেই সন্তানগণের নাম হয়— অসুর। তদর্শনে তিনি সেই শরীর পরিহার করিলেন। তৎপরিত্যক্ত সেই শরীর সদ্যই রাত্রিরূপে পরিণত হইল। উহা তমোবহ্ল বলিয়া রাত্রিও প্রিয়ামিকা। সেই জন্যই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রজাবর্গ রাত্রিকালে তমোগুণে সমাবৃত হইয়া

ততস্তাং যুক্ততসতেস্য প্রিয়মাসীৎপ্রভোঃ কিম।
ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতন্তস্য দেবতাঃ।
সতোহস্য দীব্যতো জাতাস্তেন দেবাঃ
প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।।৯
ধাতুদিবিতি যঃ প্রোক্তঃ ক্রীড়ায়াং স বিভাব্যতে।
তস্যাং তদ্বাস্ত দিব্যায়াং জজ্ঞিরে তেন দেবতাঃ
দেবান সৃষ্টাথ দেবেশন্তনুমন্যামপদ্যত।
উৎকৃষ্টা সা তনুন্তেন সদ্যোহহস্তদজ্যাত।।১১
তস্মাদহঃকর্মযুক্তো দেবতাঃ সমুপাসতে।
সত্ত্বমাত্রাশ্বিকাং দেবস্ততোহন্যাং সোহভ্যপদ্যত
পিতৃবন্মন্যমানস্তান পুত্রান প্রাধ্যায়ত প্রভুঃ।
পিতরো হ্যপপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহোরন্তরাসৃজৎ
তস্মাস্তে পিতরো দেবাঃ পুত্রত্বং তেন তেষু তৎ
যয়া সৃষ্টাস্ত পিতরস্তাং তনুং স ব্যপৌহত।।১৪

পড়ে। দেবেশ ব্রহ্মা অসুরগণকে দেখিয়া সে শরীর পরিহাপপূর্বক অব্যক্তা সত্ত্ববহ্লা অপর মূর্ত্তিগ্রহণ করিলেন। তিনি সেই মূর্ত্তিগ্রহণান্তে সন্তুষ্টচিত্তে যোগনিরত হইলেন। সেই যোগযুক্ত দেবন অর্থাৎ আনন্দনিরত ব্রহ্মার মুখ হইতে তখন দেবতাগণ সমুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার দেবনযুক্ত অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হওয়ায় উহারা দেবশব্দে প্রদিক্ত হইলেন। ১-৯। দিব্য ধাতুর অর্থ— ক্রীড়া। দেবনযুক্ত শরীরে জন্ম হেতু উহারা দেবতাপদবাচ্য। দেবেশ ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া সে দেহ ত্যাগান্তে অপর দেহ ধারণ করিলেন। তিনি দেহ ত্যাগ করিলে তাহা সদ্যই দিবারূপে পরিণত হইল। সেই জন্য দেবগণ কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ দিবারই উপাসনা করেন। তারপর দেব ব্রহ্মা সত্ত্বমাত্রাশ্বিক অপর শরীর পরিগ্রহ করিয়া পিতৃবৎ স্নেহভাবে পুত্রগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পক্ষদ্বয় সহ দিবা রাত্রির মধ্যভাগে পিতৃগণকে সৃজন করিলেন। এই জন্য সেই দেবগণের পিতৃসংজ্ঞা হইল; আর তাঁহাদিগের পুত্রত্বও সেই নিমিত্ত। ব্রহ্মা অতঃপর যে শরীরে পিতৃগণকে সৃজন

সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যঃ সঙ্খ্যা প্রজায়ত।
 তস্মাদহস্ত দেবানাং রাত্রীর্থা সাসুরী স্বতঃ।।
 তয়োর্মধ্যে তু বৈ পৈত্রী যা তনুঃ সা গরীয়সী
 তস্মাদ্বেবাসুরাঃ সর্ব্ব ঋষয়ো মনবস্তথা।
 তে যুক্তান্তামুপাসন্তে ব্রহ্মাণো মধ্যমাং তনুম্
 ততোহন্যাং স পুনর্ব্রহ্মা তনুং বৈ প্রত্যপদ্যত।।
 রজোমাত্রাশ্চিক্যাং তু মনসা সোহসৃজৎ প্রভুঃ
 রজঃপ্রায়ান্ততঃ সোহব মানসানসৃজৎ সুতান
 মনসস্ত ততস্তস্য মানসো জজিরে প্রজাঃ।
 দৃষ্টা পুনঃ প্রজাশ্চাপি স্বাং তনুং তামপোতত
 সাপবিদ্ধা তনুস্তেন জ্যোৎস্না সদ্যঃ প্রজায়ত।
 তস্মাদ্ভবন্তি সংহৃষ্টা জ্যোৎস্নায়া উদ্ভবে প্রজাঃ
 ইত্যেতান্তনবস্তেন ব্যপবিদ্ধা মহাম্বদা।
 সদ্যো রাত্র্যহনী চৈব সঙ্খ্যা জ্যোৎস্না চ
 জজিরে।।২১

জ্যোৎস্না সঙ্খ্যা তথাহ্চ সত্ত্বমাত্রাশ্চিক্যং ত্রয়ম্

করিয়াছিলেন, সেই শরীর পরিহার করিলে উহা
 সদ্যই সঙ্খ্যারূপে পরিণত হইল। তখন দিবা
 দেবগণের, রাত্রি অসুরগণের আর
 এতদুভয়মধ্যবর্তী গরীয়সী সঙ্খ্যা পিতৃগণের
 প্রীতিসাধিনী হইল। তদবধি দেব, অসুর, ঋষি,
 মনু — সকলেই সপ্রণিধানে ব্রহ্মার সেই তৃতীয়
 তনুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। ১০-১৬।
 অনন্তর ব্রহ্মা রজোগুণাধিক শরীরান্তর পরিগ্রহ
 করিলেন। সেই রজোবহুল দেহে তিনি অপর
 কতকগুলি মানস সন্তান উৎপাদন করিলেন। মন
 হইতে জন্ম বলিয়া সেই সকল সন্তান মানস নামে
 অভিহিত হয়। ব্রহ্মা সেই সন্তানগণকে দেখিয়া
 সেই শরীরও পরিত্যাগ করিলে উহাও তৎক্ষণাৎ
 জ্যোৎস্নারূপে প্রাপ্ত হইল। সেই জন্য প্রজাবর্গ
 জ্যোৎস্নাপ্রাদুর্ভাবে হৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই
 প্রকারে শরীর দিবা, রাত্রি, সঙ্খ্যা ও জ্যোৎস্নাকারে
 পরিণত হয়। জ্যোৎস্না, সঙ্খ্যা ও দিবা,—এই তিনটি

তমোমাত্রাশ্চিক্যা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাত্রিষামিকা
 তস্মাদ্বেবা দিব্যতম্বা হৃষ্টাঃ সৃষ্টা মুখাসু বৈ।
 যস্মাদ্বেবাং দিবা জন্ম বলিনস্তেন তে দিবা।।
 তম্বা যদুসুরান রাত্রৌ জঘনাদসৃজৎ প্রভুঃ।
 প্রাণেভ্যো রাত্রিজস্মানো হসন্ত্য নিশি তেন তে
 এতান্যেব ভবিষ্যাণাং দেবনামসুরৈঃ সহ।
 পিতৃণাং মানবানাঞ্চ অতীতানাগতেষু বৈ।।২৫
 মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নিমিত্তানি ভবন্তি হি।
 জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সঙ্খ্যা চত্বারিভাসিতানি বৈ
 ভাস্তি যস্মাদ্ভতোহস্তাংসি ভাশদোহয়ং মনীষিভিঃ।
 ব্যাপ্তিদীপ্তাং নিগদিতঃ পুনশ্চাহ প্রজাপতিঃ
 সোহস্তাংসেতানি দৃষ্টা তু দেবদানবমানবান্।
 পিতৃশ্চ বাসৃজৎ সোহন্যানাত্মনো বিবুধানপুনঃ
 তামুৎকৃত্যতনুং কৃৎস্নাং ততোহন্যামসৃজৎ প্রভুঃ

সত্ত্বগুণাশ্চিক্য। রাত্রি তমোগুণবহুল এবং ত্রিষাম-
 সমন্বিত। ব্রহ্মার দিব্য শরীরের মুখ হইতে সত্ত্বত
 হওয়ায় দেবগণ সতত হৃষ্টচেতাঃ। দিবাতে জন্ম
 বলিয়া তাঁহারা দিবাভাগেই সমধিক বলবান হয়েন।
 প্রভু ব্রহ্মা রাত্রিকালে জঘন প্রদেশ হইতে সৃষ্টি
 করিয়াছিলেন বলিয়া রাত্রিজাত অসুরগণ
 রাত্রিকালে সমধিক বীর্যবান ও অসহ্যবিক্রম হইয়া
 তাকে। দেব অসুর পিতৃ মনু প্রভৃতির ভূত ভবিষ্যৎ
 সকল মন্বন্তরেই এই বাবে সমুৎপত্তি হয়। রাত্রি,
 দিবা, সঙ্খ্যা, জ্যোৎস্না—ইহারাও এইরূপেই প্রাদুর্ভাব
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই একাধিক জলরাশিতেই ইহারা
 আভাসিত হওয়ায় তদাবধি ‘অস্তস’ শব্দ জলের
 বাচক হয়। ভা ধাতু ব্যাপ্তি ও দীপ্তি বাচক। উহা
 হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রজাগণ ভা যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া
 উহার নাম অস্তঃ। মনীষিগণ এইরূপ বলেন।
 প্রজাপতিই এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন। ১৭-২৭।
 এই ‘অস্ত’ দর্শনেই তিনি অপর নানাবিধ দেব-
 দানব-মানব-পিতৃগণের সৃজন করেন। ব্রহ্মা সে
 শরীরও পরিহারপূর্ব্বক অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্ট অবস্থায়

মূর্তিং রজস্তুমঃপ্রায়াং পুনরোবাভ্যযুজ্জৎ ॥২৯
অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টতোহন্যাং সৃজতে পুনঃ
তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাত্মানস্তেহস্তাংসাদাতুমদ্যতাঃ
অস্তাংসেত্যানি রক্ষাম উক্তবন্তশ্চ তেষু চ।
রাক্ষসান্তে সূতঃ লোকে ক্রোধাত্মানো

নিশাচরাঃ ॥৩১

যেহব্রবন ক্ষিণুমোহস্তাংসি তেযাং হৃষ্টাঃ

পরস্পরম্।

তেন তে কৰ্ম্মণা যক্ষা গুহ্যকাঃ ক্রুরকৰ্ম্মিণঃ ॥

রক্ষতিঃ পালনে চা প ধাতুরেষ বিভাব্যতে।

য এষ ক্ষিতিধাতুর্বে ক্ষয়ণে সন্নিরুচ্যতে ॥৩৩

তান দৃষ্ট্বা হ্যপ্রয়েণাল্য কেশাঃ শীমন্তু ধীমতঃ

শীতোষ্ণগণ্ডোচ্ছিতা হুর্জং তদারোহন্ত তং

প্রভুম্ ॥

হীনা তচ্ছিরসো ব্যালা যস্মাচ্চৈবাপসর্পিতাঃ

ব্যালাত্মানঃ সূতা ব্যালা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

পন্নত্বাং পন্নগাশ্চৈব সর্পশ্চৈবাপসর্পিণঃ

রজস্তুমোবহল মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায়
যাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তাহারা ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া
জন্মিল, এবং তখনই ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত
হইল। তন্মধ্যে যাহারা বলিল যে, এই জলরাশি
রক্ষা করিব, সেই সকল নিশাচর ক্রোধাত্মাদিগের
মধ্যে রাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ হয়। আর যাহারা বলিল
যে, এই জলরাশি খাইয়া ফেলিব, সেই ক্রুরকৰ্ম্মা
গুহ্যকগণ যক্ষ নামে খ্যাত হয়। রক্ষ ধাতু
পালনার্থক, তাহা হইতে রাক্ষস শব্দ নিষ্পন্ন; ক্ষি-
ধাতু ক্ষয়ার্থক, এতৎসমানার্থক যক্ষ ধাতু হইতে
যক্ষ শব্দ ব্যুৎপাদিত। এই আপন সৃষ্টি দর্শনে
ভগবান ব্রহ্মার কেশরাশি স্ফলিত হইয়া
শীতোষ্ণগুণযুক্ত সর্পাকারে পরিণত হইল এবং
তদীয় গাত্রে আরোহন করিতে লাগিল। ব্রহ্মার
মস্তক হইতে ইহারা হীন হইয়া অপসর্পণ অর্থাৎ
গমন করিয়াছিল এবং ইহারা ব্যালাত্মা অর্থাৎ
ফলস্বভাব, এজন্য হীনত্ব হেতু অহি, সর্পগণহেতু

তেযাং পৃথিব্যাং নিলয়াঃ সূর্যাচন্দ্রমসোরধঃ ॥

তস্য ক্রোধোদ্ভবো যোহসাবগ্নির্ভগসুদারুণঃ

স তু সর্পসহোৎপন্नावিবেশ বিধাত্মকান্ ॥

সর্পান সৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো

বিনির্ম্মমে।

বর্ণেন কপিশেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ

ভূতত্বান্তে স্মৃতা ভূতাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাৎ

ধয়ন্তো গাস্ততন্তস্য গন্ধর্ব্বা জজ্ঞিরে তদা ॥৩৯

ধয়তীত্যেব ধাতুর্বে পানার্থে পরিপঠ্যতে।

পিবন্তো জজ্ঞিরে গাস্ত গন্ধর্ব্বান্তেন তে স্মৃতাঃ

অষ্টাশ্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ।

ততঃ স্বচ্ছন্দতোহন্যানি বয়াংসি বয়সোহসৃজৎ

ছাদ্যতস্তানি চ্ছদাংস বয়সেহপি বয়াংস্যপি।

শূন্যান্ দৃষ্ট্বা তু দেবো বৈ সৃজৎ পক্ষিগণানপি

মুমতোহজ্ঞান সসজ্জার্থ বক্ষসশ্চ বয়োহসৃজৎ

সর্প, ব্যালত্ব হেতু ব্যাল এবং পন্নত্ব অর্থাৎ

রূপান্তর প্রাপ্তিত্ব হেতু পন্নগ শব্দে অভিহিত হইল।

পৃথিবীগর্ভে, চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ না হয়,

এমন স্থলে ইহাদিগের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই

সময়ে ব্রহ্মার যে সুদারুণ অগ্নিতুল্য ক্রোধ জন্মে

তাহা সহজাত সর্পগণে আবিষ্ট হওয়ায় সর্পসকল

বিষপূর্ণ হয়। ব্রহ্মা সর্পসকলকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন

এবং তখন ক্রোধপরায়ণ কপিলবর্ণ ভূত ও পিশাচ

সৃষ্টি করিলেন। উহারা ভূমণ্ডল আবৃতপ্রায় করিল

বলিয়া ভূত এবং পিশিত অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ

করিত বলিয়া পিশাচ নামে খ্যাত হয়। অতঃপর

গন্ধর্ব্বগণ জন্মে। ইহারা জন্মিয়াই তদীয় গো

অর্থাৎ তেজঃ পান করিতে থাকে, এজন্য পানার্থক

‘ধে’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন গন্ধর্ব্ব শব্দ উহাদের বাচক

হইয়াছে। ২৮-৪০। এই অষ্টবিধ দেবযোনি সৃষ্ট

হইলে প্রভু ব্রহ্মা, স্বচ্ছন্দ মনে বয়স হইতে

বয়ঃসমূহ সৃজন করেন। উহারা ছাদন ক্রু বলিয়া

ছন্দ এবং বয়স হইতে সৃষ্ট বলিয়া বয়ঃপদবাচ্য।

ব্রহ্মা শূন্যাবলোকনে পক্ষিগণ সৃষ্টি করেন।

গাশ্চৈবাতোধাদরাদ্রক্ষ্মা পার্শ্বাভ্যাক্ষ্যবিনির্ম্মমে
 পদ্মাং চান্দ্রান্ স ত্মাতঙ্গান শরভান গবয়ান্মৃগান
 উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব তান্চান্যশ্চৈব জাতয়ঃ ॥৪৪
 ওষধ্যঃ ফলমূলান্য রোমতন্তস্য জজ্ঞিরে।
 এবং পশ্বেষধীঃ সৃষ্টা ন্যযুজ্ঞং সোহধ্বরে প্রভুঃ
 তস্মাদাদৌ তু কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা।
 গৌরজঃ পুরুষো মেঘো হ্যশ্বোহশ্বতরগর্দভৌ
 এতান গ্রাম্যান পশূনাহরারণ্যাংশ্চ নিবোধত
 স্থাপদা দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ ॥৪৭
 উন্মকাঃ পশবঃ সৃষ্টাঃ সপ্তমাস্ত্র সরীসৃপঃ।
 গায়ত্র্য বরুণশ্চৈব ত্রিবৃৎ সৌম্যং রথন্তরম্ ॥৪৮
 অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানান্ নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
 ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভং কর্ম্ম স্তোমং পঞ্চদশং তথা ॥
 বৃহৎ সামমথোকথঞ্চ দক্ষিণাং সোহসৃজন্মুখাৎ
 সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা ॥৫০
 বৈরূপ্যমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাঙ্গসৃজন্মুখাৎ ॥৫১

একবিংশমথর্বাণমাণ্ডোয়্যামাণমেব চ।
 অনুষ্টুভং স বৈরাজমুস্তরাদসৃজন্মুখাৎ ॥৫২
 বিদ্যুতোহশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনুংষি চ।
 ব্যাংসি চ সসজ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান প্রভুঃ।
 উচ্চবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥
 ব্রহ্মণস্ত প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ
 সৃষ্টা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৃন প্রজাঃ ॥৫৪
 ততঃ সৃজতি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
 যক্ষাণ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চৈবাক্ষরসাং গণান্
 নরকিনররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান।
 অব্যয়ঞ্চ বায়ুধৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥৫৬
 তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
 তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥
 হিংস্রাহিংস্রে মৃদুকুরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবতানুতে।
 তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাস্তস্য রোচতে ॥
 মহাভূতেষু নানাভিমিঞ্জিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু।

তাহার মুখ হইতে অজ্ঞ এবং বক্ষ হইতে
 বয়ঃসকল উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা উদর-পার্শ্বদ্বয় হইতে
 গোসকল নির্মাণ করেন। তাহার পদদ্বয় হইতে
 অশ্ব, হস্তী, শরভ, গয়ব, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর
 প্রভৃতি পশু সমস্ত সমুদ্ভূত হয়। তাহার রোম
 হইতে ওষধি, ফল ও মূল্যাদি জন্মে। প্রভু ব্রহ্মা
 আদিকল্পীয় ত্রেতাযুগের প্রাক্কালে এইরূপ পশু
 ও ওষধি সৃজনপূর্ব্বক যজ্ঞকর্মে নিয়োগ
 করিলেন। গো, অজ্ঞ, পুরুষ, মেঘ, অশ্ব,
 অশ্বতর, গর্দভ ইহারা গ্রাম্য পশু। আরণ্য পশুর
 কথা শ্রবণ করুন। স্থাপদ, দ্বিখুর, হস্তী, বানর,
 পক্ষী, উন্মক ও সরীসৃপ; ইহারা আরণ্য পশু।
 গায়ক, বরুণ, ত্রিবৃৎ, সৌম্য, রথন্তর, অগ্নিষ্টোম
 এই সকল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তাহার পূর্ব্বমুখ হইতে
 প্রাদুর্ভূত হয়। ছন্দঃসকল, ত্রৈষ্টুভ, কর্ম্ম, স্তোম,
 পঞ্চদশ বৃহৎসাম, উকথ—এই সকল তাহার দক্ষিণ
 মুখ হইতে; সাম, জগতীচ্ছন্দের সপ্তদশবিধ

প্রকারভেদ, বৈরূপ্য অতিরাত্র — এ সকল পশ্চিম
 মুখ হইতে; আর একবিংশ প্রকার অথর্ব্ব,
 আণ্ডোয়্যাম, অনুষ্টুভ, বৈরাজ, এসকল উত্তর মুখ
 হইতে সৃষ্টি করেন হয়। ৪১-৫২। প্রভু ব্রহ্মা কল্পের
 আদিকালে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, নভোবৈচিত্র,
 ইন্দ্রধনু—এসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টিপ্রবৃত্ত
 প্রজাপতির গাত্র হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণিবর্গ প্রাদুর্ভূত
 হয়। তিনি প্রথমে দেবাসুরপিতৃপ্রমুখ চতুর্বিধ প্রজা
 সৃজনান্তে স্থাবর-চরাদি অপরাপর সমস্ত উৎপাদন
 করেন। যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অক্ষরা, নর, কিন্নর,
 রক্ষঃ, পক্ষী, পশু, মৃগ, উরগ, অব্যয়, ব্যয়, স্থাবর,
 জঙ্গম, সমস্ত পদার্থই, প্রথমকল্পীয় প্রথম সৃষ্টিতে
 যেযেমন কর্ম্মসংযুক্ত হইয়াছিল, অপরাপর সকল
 জন্মেই তদনুরূপ কর্ম্মসম্বিত হইয়া থাকে। সেই
 সেই কর্ম্মাবসানানুসারেই তাহাদিগের পৃথক পৃথক
 প্রবৃত্তি জন্মে; এজন্য তাহারা হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু,
 ক্রুর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অনৃত্যাদি বিবিধকর্মে

বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম ॥
 কেচিৎ পুরুষকারান্ত প্রাচ্যঃ কৰ্ম চ মানবাঃ ।
 দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিন্তকাঃ ॥
 পৌরুষং কৰ্ম দৈবাঞ্চ ফলবৃদ্ধি স্বভাবতঃ ।
 ন চৈকং ন পৃথগ্ভাবমধিকং ন তয়োৰ্বিদুঃ ॥
 এতদেবঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্ ।
 কৰ্মস্থান বিষয়ান ব্রুয়ুঃ স্তত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥
 নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্
 বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নিৰ্মমে স মহেশ্বরঃ ॥৬৩
 ঋষীণাং নামধেয়ানি যাস্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ ।
 শৰ্কর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবাস্য দধাতি সঃ ॥
 যথর্থাবতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে ।
 দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥
 এবংবিধাসু সৃষ্টাসু ব্রহ্মণ্যব্যক্তজন্মনা ।

নিরত হয় । বিধাতা স্বয়ংই মহাভূতের নানাত্ব এবং
 মূর্ত ইন্দ্রিয়ার্থনিচয়ের ব্যবহাররীতি বিহিত
 করিয়াছেন । হে বিপ্রগণ! কোন মানব কৰ্ম, কেহ
 পুরুষকার, কেহবা দৈব, অপরে স্বভাবকেই
 কৰ্মফলদায়ক বলিয়া নিরূপণ করেন; পরন্তু
 পুরুষকার, কৰ্ম ও দৈব— ইহারা প্রত্যেকেই
 স্বভাববশে ফলসাধক । ইহাদিগের মধ্যে
 ন্যূনাতিরিক্ত ভাব নাই; প্রত্যেকেই তুল্য প্রাধান্য-
 সম্পন্ন । কোন কৰ্মই ইহাদিগের একের দ্বারা
 সম্পন্ন হয়, এমন বলা যায় না । এতদ্ভিন্ন এমনই যে
 কৰ্মসাধনসমূহের একত্বদ্বিত্বাদি ভেদ করিয়া
 নির্বাক্যন করা যায় না । এজন্য সম্ভব ব্রহ্মনিষ্ঠগণ
 বিষয়সমূহ কৰ্মস্থ বলিয়া নির্দেশ করেন । মহেশ্বর
 ব্রহ্মা কল্লাদি কালে বেদবচন হইতেই ভূতসমূহের
 নাম-রূপ ও কৰ্মাদির নিৰ্মাণ করিয়াছেন । রাত্রির
 অবসানে দিব্য প্রারম্ভকালে ভগবান ব্রহ্মা,
 পূৰ্বদিবসীয় বেদবচন সমূহ প্রকাশ করেন এবং
 ঋষিগণেরও পূৰ্বদিবসীয় নাম সকল প্রচার
 করেন । বিভিন্ন ঋতুকালে যেমন ঋতুচিহ্নসমূহ
 বিবিধাকারে প্রকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিভিন্নযুগে,

শৰ্কর্য্যন্তে প্রদৃশ্যন্তে সিদ্ধিমাশ্রিত্য মানসীম্ ॥
 এবভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্তাবরাণি চ ।
 যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্জন্ত ধীমতঃ ॥
 অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান সদৃশানাত্মনো হসৃজৎ ।
 ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ॥
 মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্ ।
 নব ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥
 তেষাং ব্রহ্মাত্মকানাং বৈ সৰ্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্
 ততোহসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদরেং রোষাত্মসম্ভবম্
 সঙ্কল্পঞ্চৈব ধৰ্ম্মঞ্চ পৰ্বেষামাপ পূৰ্বজঃ ।
 অগ্রে সসঙ্কর্জ বৈ ব্রহ্মা মানসাত্মনঃ সমান্ ॥৭১
 সনন্দনং সসনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্ ।
 সনৎকুমারঞ্চ বিভূং সনকঞ্চ সনন্দনম্ ॥৭২
 ন তে লোকেষু সঙ্কর্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সনাতনাঃ
 সৰ্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগাঃ বিমৎসরাঃ ॥
 তেদেবং নিরপেক্ষেষু লোকবৃন্তানুকারণাৎ ।

ভাবসমূহও বিবিধাকারে প্রকাশিত হয় ।
 অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা শৰ্করীর অবসানে মানসী সিদ্ধি
 আশ্রয়পূৰ্বক প্রতিদিন এইরূপ সৃষ্টিকৰ্মে প্রবৃত্ত
 হইলেন । প্রতিদিনই এইপ্রকার স্বাবর জন্ম সৃষ্টি
 করেন । পরে সেই সমস্ত প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে না
 দেখিয়া তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা,
 মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই দশজন মানস
 পুত্র সৃজন করেন । ইহারা “নব ব্রাহ্মণ” শব্দে
 পুরাণশাস্ত্রে বিখ্যাত ৫০-৬৯ । ইহারা সকলেই
 ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মার্চ্যনিষ্ঠ হইলেন । তদর্শনে ব্রহ্মা
 ক্রোধবশে রোষপরবশ রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন ।
 পরে তিনি সঙ্কল্প ও ধৰ্ম্মকে সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মা
 সৰ্ব্বাগ্রে সনন্দন, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার
 নামক ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মসম পুত্র সকল সমুৎপাদন
 করেন । কিন্তু ইহারা সংসারে আসক্ত হইলেন না;
 তাঁহারা নিরপেক্ষ, জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগ, বিমৎসর
 ও ভবিষ্যজ্ঞানসম্পন্ন । ভগবান পরমেষ্ঠী
 হিরণ্যগর্ভ, সেই পুত্রগণ নিরপেক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ

হিরণ্যগর্ভো ভগবান পরমেষ্ঠী হৃচিস্তয়ৎ ॥৭৪
 তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোহর্কসমন্যুতিঃ ।
 অর্ধনারীনরবপুস্তেজসো জ্বলনোপমঃ ॥৭৫
 সর্বং তেজোময়ং জাতমাদিত্যসমতেজসম্ ।
 বিভাজ্যাত্মানমিত্যুক্তো তত্রৈবাস্তয়ধীযত ॥৭৬
 এবমুক্তো দ্বিধা ভূতঃ পৃথক স্ত্রী পুরুষঃ পৃথক ।
 স চৈকাদশধা জজ্ঞে অর্ধবাত্মানমীশ্বঃ ॥৭৭
 তেনোক্তান্তে মহাত্মনেঃ সর্ব এব মহাত্মনা ।
 জগতো বহুলীভাবমধিকৃত্য বিতৈষিণঃ ॥৭৮
 লোকবৃত্তান্তহেতোর্হি প্রযতধ্বভদ্রিতাঃ ।
 বিশ্বং বিশ্বস্য লোকসংস্থাপনায় হিতায় চ ॥৭৯
 এবমুক্তান্ত রুদ্রদুর্দ্রবশ্চ সমস্ততঃ ।
 রোদনাদ্রবণাচ্চৈব রুদ্রা নাম্নেতি বিপ্রত্যাঃ ॥
 যৈর্হি ব্যাপ্তমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 তেষামনুত্তরা লোকে সর্বলোকপরায়ণাঃ ॥৮১
 নৈকনাগায়ুতবলা বিক্রান্তাশ্চাগণেশ্বর্যঃ ।
 তত্র যা সা মহাভাগা শঙ্করস্যার্ককায়িনী ॥৮২

হইল দেখিয়া ত্রুন্ধচিণ্ডে চিন্তাধিত হইলেন ।
 তাঁহার জ্ঞেয় হইতে তখন সূর্য্যসম
 তেজঃপুঞ্জকলেবর, অর্ধ স্ত্রী অর্ধ পুরুষমূর্ত্তি
 আবির্ভূত হইল— হইয়া ব্রহ্মাকে কহিল— “সমস্তই
 তেজোময় হইয়াছে, আদিত্যতুল্য তেজস্বী
 আত্মাকে বিভক্ত কর ।” এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি
 অন্তর্হিত হইল । ভগবান ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া
 আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক স্ত্রী ও
 এক পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিলেন । সেই
 অর্ধপুরুষমূর্ত্তিকে আবার তিনি একাদশ ভাগে
 বিভক্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন যে,
 হে মহাত্মগণ! তোমরা জগতের হিতবিধানার্থ
 সৃষ্টিবিস্তার এবং সৃষ্ট প্রজাবর্গের মঙ্গলকর
 ব্যবস্থা প্রণয়ন জন্য অনলস ভাবে যত্নপরায়ণ
 হও । তাহারা এই কতা শুনিয়া রোদনসহকারে
 দ্রবণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিতে লাগিল; এজন্য
 উহারা রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হয় । সেই রুদ্রগণ এই

প্রাপ্তোক্তা তু ময়া তুভ্যং স্ত্রী স্বয়ন্তোর্মুখোদগতা
 কায়ার্দ্ধং দক্ষিণং তস্যাঃ শুক্রং বামাং তথাসিতম্
 আত্মানং বিভজ্জয়েতি প্রোক্তো দেবী স্বয়ন্তুবা ।
 সা তু প্রোক্তা দ্বিধা ভূতা শুক্রা কৃষ্ণা চ বৈ দ্বিজাঃ
 তস্য নামানি বক্ষ্যামিন শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ।
 স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
 অপর্ণ চৈকপূর্ণা চ তথা স্যাদেব পাটলা ।
 উমা হৈমবতী যম্বী কল্যাণী চৈব নামতঃ ॥৮৬
 খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি বিপ্রত্যা ।
 বিশ্বরূপমথার্য্যায়াঃ পৃথগ্দেহবিভাবনাৎ ॥৮৭
 শৃণু সঙ্ক্ষেপতন্তুস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ।
 প্রকৃতিনিয়তা রৌদ্রী দুর্গা উদ্রা প্রমাথিনী ॥
 কালরাত্রির্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা ।
 দ্বাপরাস্তবিকারেবু দেব্যা নামানি মে শৃণু ॥
 গৌতমী কৌশিকী আর্য্যা চণ্ডী কাতচ্যায়নী সতী ।

সমগ্র চরাচর সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান ।
 গণেশ্বর রুদ্রগণ সকলেই সৃষ্ট অপরাপর
 সর্বাপেক্ষা সমধিক বিক্রান্ত এবং অযুত নাগসম
 বলবান্ । আমি পূর্ব্ব বলিয়াছি যে, ব্রহ্মার মুখ
 হইতে দক্ষিণার্ধে শুক্রবর্ণা ও বামার্ধে কৃষ্ণবর্ণা
 শঙ্করার্ক-শরীরিণী এক মহাভাগা দেবী প্রাদুর্ভূত
 হইলেন ॥৭০-৮৩॥ সেই দেবীকে ভগবান ব্রহ্মা, দেহ
 বিভাগ করিতে কহিলে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত
 হইলেন । তাঁহার এক মূর্ত্তি শুক্র আর অপর মূর্ত্তি
 কৃষ্ণবর্ণ হইল । হে দ্বিজগণ! সেই দেবীর নাম
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা,
 মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা,
 উমা, হৈমবতী, যম্বী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা,
 মহাভাগা ও গৌরী । এই আর্য্যা দেহীই পৃথক পৃথক
 দেহদারণপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়াছেন । সংক্ষেপে
 তাঁহার অপর নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি । প্রকৃতি,
 নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, উদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি,
 মহামায়া, রেবতা, ও ভূনায়িকা । দ্বাপরাদি যুগে
 দেবী যে সকল নামে খ্যাতিলাভ করেন, তাহা শ্রবণ

কুমারী যাদবী দেবী বরদা কৃষ্ণপিঙ্গলা ॥৯০
বর্হিধ্বজা শূলধরা পরমব্রহ্মচারিণী।
মাহেন্দ্রী চেন্দ্রভগিনী বৃষকন্যেকবাসসী ॥৯১
অপরাজিতা বহুভূজা প্রগল্ভা সিংহবাহিনী।
একানংশা দৈত্যহনী মায়া মহিষমর্দিনী ॥৯২
অমোঘা বিদ্যানিলয়া বিক্রান্তা গণনায়িকা।
দেবীনামবিকারাণি ইত্যেনানি যথাক্রমম্ ॥
ভদ্রকাল্যাপ্তবোক্তানি দেব্যা নামানি তদ্বৃত্ততঃ।
যে পঠন্তি নরাস্তেষাং বিদ্যতে ন পরাভবঃ ॥
অরণ্যে প্রাপ্তরে বাপি পুরে বাপি গৃহেহপি বা
রক্ষামেতাং প্রযুক্তীত জ্বলে বাপি স্থলেহপি বা
ব্যান্ধকুন্তীরচৌরেভ্যো ভূতস্থানে বিশেষতঃ
আধিষ্ঠিপি চ সর্বেষু দেব্যা নামানি কীর্তয়েৎ ॥
অর্ভকগ্রহভূতৈশ্চ পুতনামাতৃভিঃ সদা
অভ্যর্চিতানাং বালানাং রক্ষামেতাং
প্রযোজয়েৎ ॥৯৭
মহাদেবীকুলে হে তু প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ প্রকীর্ত্যতে

আভ্যাং দেবীসহস্রাণি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ
সাসৃজদ্যবসায়ং তু ধর্মং ভূতসুখাবহম্।
সঙ্কল্পং চৈব কল্পাদৌ জঞ্জিরেহব্যক্তয়োনিতঃ ॥
মানসশ্চ রুচিনাম বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণঃ সূতঃ।
প্রাণাৎস্বাদসৃজদক্ষং চক্ষুর্ভ্যাক্ষ মরীচিনম্ ॥
ভৃগুস্ত হৃদয়াজ্জজ্ঞে ঋষিঃ সলিলজন্মনঃ।
শিরসোহঙ্গিরসং চৈব শ্রোত্রাদত্রিস্তথৈব চ ॥
পুলস্ত্যং চ তথোদানাধ্যানাক্ষ পুলহং পুনঃ।
সমানজং বসিষ্ঠং তু অপানান্নির্মমে ক্রতুম্ ॥
অভিমানাত্মকং রুদ্রং নির্মমে নীললোহিতম্।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ প্রাণজা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
ইত্যেতে মানসাঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণঃ সূতাঃ
ভৃগাদয়স্ত য়ে সৃষ্টা নবৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১০৪
গৃহমেধিনঃ পুরাণাস্তে ধর্মস্তুঃ প্রাক্প্রবর্তিতাঃ
দ্বাদশৈতে প্রবর্তন্তে সহ রুদ্রেণ বৈ প্রজাঃ ॥
ঋভুঃ সমৎকুমারস্ত দ্বাবেতাবুর্জরেতসৌ।
পূর্বেপদ্মৌ পুরাতেভ্যঃ সর্বেষামপি পূর্বজৌ

করুন। গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্য, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধরা, পরমব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একবাসসী, অপরাজিতা, বহুভূজা, প্রগল্ভা, সিংহবাহিনী, একানংশা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দিনী, অমোঘা, বিদ্যানিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। এই সমস্তই সেই দেবীর নামভেদ। হে মুনিবর! তোমার নিকট যথাক্রমে কথিত ভদ্রকালীর এই সকল নাম, যে সকল মানব পাঠ করে, তাহাদিগের কদাচ পরাভব ঘটে না। অরণ্যে, প্রাপ্তরে, পুরে বা গৃহে, জ্বলে, সথেলে, ভ্যাধ কুন্তীর চৌর ভূতাদি দ্বারা আক্রান্ত স্থলে এবং যাবতীয় মানস দুঃখকালে এই দেবীনাম পাঠরূপ রক্ষা প্রয়োগ করিবে। বালগ্রহ, ভূত, পুতনা ও মাতৃকাদি-কৃত দোষ ঘটিলে বালকদিগের জন্য এই রক্ষা প্রয়োগ করিবে। প্রজ্ঞা ও শ্রী—এই দুই মূর্তি হইতে সহস্র সহস্র মূর্তি সমুদ্ভূত হইয়া

জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। ৮৩-৯৮। সেই দেবী কল্পাদিকালে প্রথমে ব্যবসায়, ভূতসুখকর ধর্ম ও সঙ্কল্প সৃজন করেন। অব্যক্তয়োনি ব্রহ্মার মন হইতে রুচি নামে পুত্র জন্মে এবং প্রাণ হইতে দক্ষ, চক্ষুর্ভয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, মস্তক হইতে অঙ্গিরা, কর্ণ হইতে আত্র, উদান হইতে পুলস্ত্য, ব্যান হইতে পুলহ, সমান হইতে বশিষ্ঠ, অপান হইতে ক্রতু এবং অভিমান হইতে নীললোহিত রুদ্রকে উৎপাদন করেন। এই দ্বাদশ পুত্র ব্রহ্মার মানস সন্তান। ইহাদিগের মধ্যে ভৃগু প্রভৃতি নয়জন পুরাতন গৃহস্থ; তাঁহারা প্রথমে ধর্মকে প্রবর্তিত করেন। রুদ্রের সহিত এই দ্বাদশ জন ব্রহ্মানন্দন লোকহিত বিধানার্থ নিয়ত প্রবৃত্ত। ঋভু ও সনৎকুমার এই দুইজন সকলেরই পূর্বে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইহারা উভয়ে উর্দ্ধরেতাঃ। প্রথম কল্পের অবসানে লোকহিতাভিলাষা এই দুই

ব্যতীতে প্রথমে কল্পে পুরাণে লোকসাধকৌ।
বৈরাজে তাবুভৌ লোকে তেজঃ সঙ্ঘিপ্য
চাস্থিতৌ ॥১০৭
তাবুভৌ যোগধর্ম্মাণাবারোপ্যাত্মানমাত্মনি।
প্রজাধর্ম্মাঞ্চ কামঞ্চ বর্ত্তয়েভাং মহৌজসৌ ॥
যথোৎপন্নস্তথৈবেহ কুমার ইতি চোচ্যতে।
তস্মাৎসনৎকুমারোহয়ামতি নামাস্য কীর্তিতম্
তেষাং দ্বাদশ তে বংশা দিব্যা দেবগুণাধিতাঃ
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ ॥১১০
ইত্যেব করণোদ্ধুতো লোকান্ অষ্টু স্বয়ম্ভুবঃ।
মহাদানিহিশোষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্ ॥
চন্দ্রসূর্য্যাপ্রভালোকা গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতাঃ।
নদীভিশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ সমাবৃত্তাঃ ॥১১২
পুত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ প্রীতৈর্জনপদৈস্তথা।
তস্মিন ব্রহ্মবনেহব্যক্তে ব্রহ্মা চরতি শব্দরীম্
অব্যক্তবীজপ্রভবন্তস্যেবানুগ্রহোচ্ছিতাঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়াকুরকোটরঃ ॥১১৪

মহাত্মা, আত্মতেজঃ সংযমপূর্ব্বক বৈরাজ্য লোকে
যাইয়া অবস্থান করেন। মহা তেজস্বী মহাযোগী
সেই ব্রহ্মর্ষিধ্বয় আত্মাতে আত্মার সমাধানপূর্ব্বক
প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও কামসমূহ সাধন করিয়া
থাকেন। তাঁহারা যেমন জন্মিয়াছেন, তেমনই
আছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কুমার ও সনৎকুমার
শব্দে অভিহিত করা হয় ৯৯-১০৯। এই দ্বাদশ
ব্রহ্মতনয়ের বংশ বুদ্ধি পাইয়া দিব্য, দেবগুণাধিত
ক্রিয়াযুক্ত, প্রজাসম্বিত ও মহর্ষিগুণালঙ্কৃত হইয়া
পড়িল। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মহান হইতে
বিশেষ পর্য্যন্ত প্রাকৃতবিকারসমূহ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য,
আলোক, অন্ধকার, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র,
পর্ব্বত, বিবিধাকার পুর, সুপ্রীত জনপদাদি
সম্বিত জগৎপ্রপঞ্চ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মা সেই
অব্যক্ত ব্রহ্মাবনমধ্যে রাত্রিকাল অতিবাহিত
করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মবৃক্ষ অব্যক্তবীজোৎপন্ন,
অব্যক্তানুগ্রহেই সমুদ্ভূত। বুদ্ধি উহার স্কন্ধ,

মহাভূতপ্রশাখাশ্চ বিশেষৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুণ্ড্রসুখদুঃখফলোদয়ঃ ॥১১৫
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাময়ং বৃক্ষঃ, নাতনঃ।
এতদব্রহ্মাবনৈষেব ব্রহ্মাবৃক্ষস্য তস্য হ ॥১১৬
অব্যক্তং কারণং যদু নিত্যং সদাসদাত্মকম্।
ইত্যেবোহনুগ্রহঃ সর্গো ব্রহ্মাণঃ প্রাকৃতস্ত যঃ ॥
মুখ্যাদয়স্তু ষট্ সর্গা বৈকৃতা বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রৈকালে সমবর্ত্তন্ত ব্রহ্মাণস্তেহভিমানিনঃ ॥১১৮
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ কারণং তে বুধৈঃ স্মৃতাঃ।
দিব্যৌ সুপর্ণৌ সযুসৌ সশাখৌ পটবিদ্রুমৌ
একস্ত যো ব্রহ্মা বেত্তি নান্যঃ সর্ব্বাশ্বনন্ততঃ ॥
দ্যৌর্মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রাঃ স্তবন্তি
খঃ নাভির্বৈ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাখ্য ভূমিঃ
সোহচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রসূতিঃ ॥১২০
বক্তাদ্যস্য ব্রাহ্মাণাঃ সম্প্রসূতা
যদ্ব স্কন্তুঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।

ইন্দ্রিয়গণ উহার কোটর, মহাভূত সমুদয় উহার
শাখা প্রশাখা বিশেষ, তদ্ব সমুদয়ই উহার পত্র,
ধর্ম্মাধর্ম্ম উহার সুপুণ্ড্র, সুখ-দুঃখই উহার ফল;
এবং ঐ সনাতন বৃক্ষই সর্ব্বভূতের উপজীব্য।
এই ব্রহ্মাবৃক্ষই ব্রহ্মাবনের কারণ অব্যক্ত, নিত্য
অথচ সদসদাত্মক। এই প্রাকৃত সর্গ ব্রহ্মার
অনুগ্রহসর্গ নামে প্রসিদ্ধ, বৈকৃত মুখ্য সর্গ ছয়টি;
উহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত। ঐ সকল অভিমানী
সর্গ, অভিমানী ব্রহ্মার কালক্রয়েই প্রবর্ত্তিত হয়;
উহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ। ইহা
পণ্ডিতগণের অভিমত। সেই ব্রহ্মাবৃক্ষে
সমানাকার, সমানচারী দুইটি পক্ষী বাস করে,
পরন্তু তাহাদিগের একটি সেই বৃক্ষতদ্ব পরিজ্ঞাত
আছে। অপরটি সে তদ্ব কিছুই অবগত নহে।
বিপ্রগণ উর্দ্ধলোককে যাঁহার মস্তক, নভোমণ্ডলকে
নাভি, চন্দ্র সূর্য্যকে নেত্র, দিক সকলকে কর্ণধ্বয়
এবং ভূমিকে পদধ্বয় বলিয়া বর্ণন করেন, সেই
সর্ব্বভূত, প্রসূতি অচিন্ত্যাত্মা ভগবানের মুখ হইতে

বৈশ্যাস্চোরোর্থস্য পদ্ম্যাক্ষ শূদ্রাঃ
সর্বৈ বণা গাত্রতঃসম্প্রসূতাঃ ॥১২১॥
মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তাদভ্যব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুণর্ব্রহ্ম যেন লোকাঃ কৃতাস্বিমে ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দেবাদিসৃষ্টি
বর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥১৯॥

দশমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবমুত্তেযু লোকেষু ব্রহ্মাণা লোককর্তৃণা।
যদা তা ন প্রবর্তন্তে প্রজাঃ কেনাপি হেতুনা ॥
তমোমাত্রাবতে ব্রহ্ম তদাপ্রভৃতি দুঃখিতঃ।
ততঃ স বিদধে বুদ্ধমর্থানশ্চয়গামিনাম্ ॥২॥
অথাহুনি সমস্রাক্ষীভূমোম ত্রাং নিয়ামিকাম্
রাজসত্বং পরাজিত্য বর্তমানং স ধর্মতঃ ॥৩॥
তপ্যতে তেন দুঃখেন শোকং চক্রে জগৎপতিঃ

ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে
বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ, এইরূপে গাত্র
হইতে সর্ববর্ণেরই সৃষ্টি হইয়াছে। মহেশ্বর
অব্যক্তেরও পরবর্তী, অব্যক্ত হইতে অণ্ডের
উৎপত্তি, অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম; ব্রহ্মাই এই
সচরাচর ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা। ১১০-১২২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯॥

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, — লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই প্রকার
সমস্ত প্রজা সৃজন করিলেও সেই প্রজাগণ
বিধিনির্দিষ্ট পথে প্রবৃত্ত হইল না, দেখিয়া ব্রহ্মা
তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দুঃখিতমনে চিন্তা করিয়া
কর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক আপনাতে নিয়ামিকা তামসী
শক্তি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাগণ রাজস ভাবসমূহ
পরাজিত করিয়া সকলেই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইল,
দেখিয়া তিনি দুঃখশোকে সমামিষ্ট হইলেন। পরে
তিনি সেই তমোভাব পরিহার পূর্ব্বক

তমশ্চ বানুদন্তমাদ্রয়স্তমাবুগোৎ ॥৪॥
তত্তমঃ প্রতিনুত্তং বৈ মিথুনং সংব্যজায়ত।
অধর্ম্মশ্চরণাজ্জজ্ঞে হিংসা শোকাদজায়ত ॥৫॥
ততস্তন্মিন্ সমুদ্ভূতে মিথুনেচরণাশ্বনি।
ততশ্চ ভগবানাসীৎ প্রীতিশ্চৈনমশিত্রিয়ৎ ॥৬॥
স্বাং তনুংস ততো ব্রহ্মা তামপপৌহ-

দভাস্বরাম্

দ্বিধাকরোৎ স তং দেহমর্দ্বেন পুরুষোহভবৎ
অর্দ্বেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রাকৃতাং ভূতধাত্রীং তাং কামাদ্ধৈ সৃষ্টবানবিভূঃ।
সাদিনং পৃথিবীকৈব মহিমা ব্যাপ্য ধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্ব্ব দিব্যমাবৃত্য তিষ্ঠাত ॥৯॥
যা ত্বর্কাং সৃজতে নারী- শতরূপা ব্যজায়ত।
সা দেবী নিযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥১০॥
ভর্ত্তারং দীপ্তযশসং পুরুষং প্রত্যপদ্যতে।
স বৈ স্বায়ত্ত্ববঃ পুরুষো মনুরুত্যতে ॥১১॥
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
লক্সা তু পুরুষঃ শতরূপামযোনিজাম্ ॥১২॥

রজোগুণাবলম্বন করিলে সেই রজোগুণ তদীয়
তমোগুণকে আবরণ করিল। সেই পরিত্যক্ত
তমোগুণ হইতে একটি মিথুন জন্মে। ব্রহ্মার চরণ
হইতে অধর্ম্ম এবং শোক হইতে হিংসা সমুৎপন্ন
হয়। ইহাতে ব্রহ্মা প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা
তদীয় মলিন দেহ পরিহার করিলেন। তিনি নিজ
দেহ বিভাগপূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষ এবং অপর
অর্দ্ধাংশ দ্বারা এক নারীমূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই
রমণীর নাম শতরূপা। ইনিই প্রাকৃত ভূতধাত্রী;
ইনি নিজমহিমায় ভূতল নভস্তল ব্যাপ্ত করিয়াছেন।
গগনব্যাপিনী সেই ব্রাহ্মী তনু শতরূপা নিযুতবর্ষ
পরম দুশ্চর তপশ্চরণ-পূর্ব্বক স্বায়ত্ত্বব মনুকে
পতিত্বে বরণ করেন। ব্রহ্মাসৃষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তিই স্বায়ত্ত্বব
মনু। একসপ্ততি যুগে একটি মন্বন্তর হয়। স্বায়ত্ত্বব

তয়া স রমতে সার্কং তস্মাৎ সা রতিক্র্যতে ।
 প্রথমঃ সম্প্রয়োগঃ স সমবস্তুতঃ ॥১৩
 বিরাজমসৃজদব্রহ্মা সোহভবৎ পুরুষো বিরাট্ ।
 স সম্রাট সা সরূপাস্থ বৈরাজস্ত
 মনুঃস্বভঃ ॥১৪
 স বৈরাজঃ স সর্গে পুরুষো মনুঃ ।
 বৈরাজাৎ পুরুষাদীরাচ্ছতরূপা ব্যজায়ত ॥১৫
 প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ ।
 কন্যে স্বে চ মহাভাগে যাত্যাং জাতাঃ

প্রজাস্বমাঃ ॥১৬

দেবী নায়ী তথাকৃতিঃ প্রসূতিশ্চৈব তে শুভে ।
 স্বায়ত্ত্ববঃ প্রসূতিং তু দক্ষায় ব্যসৃজৎ প্রভুঃ ॥১৭
 প্রাণো দক্ষস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কল্পো মনুর্ক্যতে ।
 রুচ্রেৎ প্রজাপতেশ্চৈব আকৃতিং
 প্রত্যপাদয়ৎ ॥১৮
 আকৃত্যাং নিধুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচ্রেঃ শুভম্ ।
 যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যমকৌ সম্ভবতুঃ ॥১৯
 যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে ।
 যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ত্ত্ববেত্তরে ॥২০

মনু সেই অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে পাইয়া তাঁহাতে রত হইলেন; তজ্জন্য শতরূপা রতিনামে খ্যাতিলাভ করেন। কল্পাদি কালে এই প্রথম দ্বী-পুরুষসংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইল ১-১৩। ব্রহ্মা বিরাটকে সৃজন করেন। বিরাট হইতে বৈরাজ মনুর উৎপত্তি। বীর সম্রাট বৈরাজ মনু, শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উস্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় এবং আকৃতি ও প্রসূতি মান্নী কন্যাদ্বয় উৎপাদন করেন। প্রভু মনু প্রসূতিকে দক্ষহস্তে সম্প্রদান করেন। দক্ষই প্রাণ বলিয়া জ্ঞাতব্য; আর মনুই সংকল্পস্বরূপ। মনু, রুচি প্রজাপতিকে আকৃতিনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মার মানস সন্তান রুচির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে একটি যমকামিথুন উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাগর্ভে যজ্ঞের যাম নামে বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র জন্মে। যজ্ঞেরই নামান্তর - যম, এজন্য যমের পুত্র যাম।

যমস্য পুত্রা যজ্ঞস্য তস্মাদ্যামাস্ত তে স্বতাঃ ।
 অজিতাশ্চৈব শূকশ্চ গণৌ দ্বৌ ব্রহ্মাণঃ স্বতৌ
 যামাঃ পূর্বং পরিক্রান্তা যতঃ সংজ্ঞা দিবৌকসঃ ।
 স্বায়ত্ত্ববসুতায়ান্ত প্রসূতয়াং লোকমাতরঃ ॥২২
 তস্যাং কন্যাশ্চতুর্বিংশদক্ষস্বজ্ঞয়ৎ প্রভুঃ ।
 সর্বাস্তাশ্চ মহাভাগাঃ সন্নাঃ কমললোচনাঃ ॥২৩
 যোগপত্ন্যাশ্চ ভাঃ সর্বাঃ সর্বাস্ত যোগমাতরঃ ।
 সর্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্বা বিশ্বস্য মাতরঃ ॥২৪
 শ্রদ্ধা লক্ষ্মীধৃতিস্তৃষ্টিঃ পুষ্টির্মৈবা ক্রিয়া তথা ।
 বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্থগোদশী ॥২৫
 পদ্যার্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্মো দাক্ষারণী প্রভুঃ ।
 দ্বারাণ্যোতানি চৈবাসা বিহিতানি স্বয়ন্ত্ববা ॥২৬
 তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্যা একাদশ সুলোচনাঃ ।
 খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্ব তঃ প্রীতিঃ ক্ষমাতথা
 সন্নতিশ্চাসূয়া চ উজ্জ্বা স্বাহা স্বধা তথা ।
 তাস্ততঃ প্রত্যপদ্যন্ত পুনরন্যে মহর্ষয়ঃ ॥২৮
 রুদ্রো ভৃগুর্গরীচিশ্চ অঙ্গরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥২৯
 পুলস্ত্যোহত্রিংশিষ্ঠশ্চ পিতরোহগ্নিস্তথৈব চ ॥২৯

ইহারা অজিত ও শূক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত; পরন্তু দেবগণ মধ্যে যাম নামেই প্রসিদ্ধ। প্রভু দক্ষ, স্বায়ত্ত্ববসুতা প্রসূতির গর্ভে লোকমাতা চতুর্বিংশতি কন্যা সমুৎপাদন করেন। সেই কন্যাগণ সকলেই মহাভাগ্যবতী, কমল-সমলোচনা, যোগপত্নী, যোগমাতা, ও ব্রহ্মবাদিনী। ইহাঁরাই জগতের মাতা। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তৃষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি, — এই সমস্ত দক্ষতনয়াকে প্রভু ধর্ম, পত্নীরূপে পরিগ্রহ করেন। স্বয়ত্ত্ব ব্রহ্মা ধর্মলাভার্থ এই সকলকেই দ্বারস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাদিগের কনিষ্ঠা খ্যাতি; সতী, সম্ভূতি, স্বতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উজ্জ্বা, স্বাহা, ও স্বধা, — এই এতাদশ কন্যাকে রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, পিতৃগণ ও অগ্নি, — ইহাঁরা গ্রহণ করেন। সতী

সতীং ভবায় প্রায়চ্ছং খ্যাতিঞ্চ ভূগবে তথা।
 মরীচয়ে চ সজ্জুতিং স্মৃতিমাঙ্গরসে দদৌ। ১৩০
 প্রীতিঞ্চৈব পুলস্ত্যায় ক্ষমাং বৈ পুলহায় চ।
 ক্রতবে সন্নতিং নাম অনসূয়াং তথাত্রয়ে। ১৩১
 উজ্জ্বলাং দদৌ বসিষ্ঠায় স্বাহাং বৈ হৃগ্নয়ে দদৌ।
 স্বধাঞ্চৈব পিতৃভ্যস্তু তাম্রপত্যানি বক্ষ্যতে। ১৩২
 এতে সর্বের মহাভাগাঃ প্রজ্ঞাঃস্বানুষ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ।
 মম্বনতরেষু সর্বেষু যাবদাভূতসংগ্রহম। ১৩৩
 শ্রদ্ধা কামং বিজ্ঞে বৈ দপো লক্ষ্মসুতঃ।
 ধৃত্যাস্তু নিয়মঃ পুত্রস্তুষ্ঠ্যাঃ সন্তে য উচ্যতে। ১৩৪
 পুষ্ঠ্যালভঃ সুতশ্চাপি মেধাপুত্রঃ শ্রুতস্তথা।
 ক্রিয়ায়স্ত নয়ঃ প্রোক্তো দণ্ডঃ এব চ। ১৩৫
 বুদ্ধিবোধঃ সুভশ্চাপি অপ্রমদশ্চ বৃভৌ।
 লজ্জায়া বিণয়ঃ পুত্রো ব্যবসায়ো বপোঃ সুতঃ। ১৩৬
 ক্ষেমঃ শান্তিসুতশ্চাপি সুখং সিদ্ধেব্যজায়ত।
 যশঃ কীর্ত্তিঃ সুতশ্চাপি ইত্যেতে ধর্মসূনবঃ। ১৩৭
 কামস্য হয়ঃ পুত্রো বৈ দেব্যাং রত্যাং ব্যজায়ত।
 ইত্যেস বৈ সুখোদর্কঃ সর্গো ধর্মস্য কীর্ত্তিতঃ। ১৩৮

জ্ঞে হিংসা ত্বস্মিদ্ধৈ নিকৃতিশ্চনৃতাবৃভৌ।
 নিকৃত্যনৃতয়োজ্ঞে ভয়ং নরক এব চ। ১৩৯
 মায়া চ বেদনা চাপি মিথুনদ্বয়মেতয়োঃ।
 ভয়াজ্ঞেহথ সা মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্। ১৪০
 বেদানায়ান্ততশ্চাপি দুঃখং জ্ঞেহথ রৌরবাং।
 মৃত্যোর্ব্যাধিজরা শোকঃ ক্রোধোহসূয়া চ
 জ্ঞেহথ। ১৪১
 দুঃখান্তরাঃ স্মৃতা হেতে সর্বের চাধর্মলক্ষণাঃ।
 নৈবাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্বের হনিধনাঃ
 স্মৃতঃ। ১৪২
 ইত্যেব তামসঃ সর্গো জ্ঞে ধর্মনিয়ামকঃ।
 প্রজ্ঞাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টো ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ। ১৪৩
 সৌভিধ্যায় সতীং ভাষ্যাং নিম্নমে হাত্মসম্ভবান্।
 নাধিকান্ চ হীনাংস্তাং মানসানাত্মনঃ সমান্। ১৪৪
 সহস্রং সহস্রাণামসৃজং কৃতিবাসসাম।
 তুল্য শৈবাত্মনঃ সর্বের রূপতেজোবলশ্রুতৈঃ। ১৪৫
 পিঙ্গলান সন্নিবদ্ধাংশ্চ সকপর্দান বিলোহিতান।

ভবকে, খ্যাতি ভূগকে, সজ্জুতি মরীচিকে, স্মৃতি
 অগিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি
 ক্রতুকে, অনসূয়া অত্রিকে, উজ্জ্বলা বসিষ্ঠকে, স্বাহা
 অগ্নিকে, এবং স্বধা পিতৃ গণকে প্রদত্ত হয়।
 ইহাদিগের সন্তানবিবরণ বলিতেছি। এই মহাভাগা
 বুদ্ধিমতী দক্ষকন্যাগণ সকলেই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত,
 সকল মন্বন্তরে সদাচারসমূহ প্রতিপালন করিয়া
 থাকেন। ১৪-৩২। শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর পুত্র
 দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির
 পুত্র লাভ, মেধার পুত্র ক্রতু, ক্রিয়ার পুত্র নয়,
 দণ্ড ও সময়; বুদ্ধির পুত্র বোধ ও অপ্রমাদ; লজ্জার
 পুত্র বিনয়, বপূর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম,
 সিদ্ধির পুত্র সুখ, এবং কীর্ত্তির পুত্র যশ; — ইহারা
 ধর্মের সন্তান। রতির গর্ভে কামের হর্ষনামক পুত্র
 জন্মে। সুখদায়ক ধর্মের বংশবিবরণ এই কীর্ত্তিত
 হইল। হিংসার গর্ভে অধর্মের নিকৃতি নাম্নী কন্যা

ও অনৃত নামক পুত্র জন্মে। নিকৃতিতে অনৃতের
 ভয় ও নরক নামে পুত্রদ্বয় এবং মায়া ও বেদনানাম্নী
 কন্যাযুগল জন্মে। এই মিথুনদ্বয়ের মধ্যে ভয় হইতে
 মায়ার গর্ভে ভূতহারী মৃত্যুর জন্ম হয়। নরক হইতে
 বেদনার দুঃখনামে পুত্র জন্মে। মৃত্যু হইতে ব্যাধির
 জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে সন্তান জন্মে।
 ইহারা সকলেই দুঃখময় ও অধর্মলক্ষণাক্রান্ত।
 ইহাদিগের আর ভার্য্যা পুত্রাদি নাই; ইহারা সকলেই
 মরণহীন। এই তামস সর্গ, ধর্মের নিরামক হইয়া
 প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মা নীললোহিতকে প্রজাসৃজনে
 আদেশ করিলে তিনি ভার্য্যা সতীকে অুভিধান
 করত ন্যূনাতিরিক্ততান্য আত্মসম সহস্র সহস্র
 মানস সন্তান উৎপাদন করেন। সেই সন্তানগণ
 সকলেই রূপে তেজে বলে ও জ্ঞানে পিতৃতুল্য;
 সকলেই চর্ম্মপরিধারী, পিঙ্গলবর্ণ, নিয়মধারী,
 জটাবান্, ইষৎ লোহিত বর্ণ, বসনহীন, হরিতকেশ,

বিবাসান হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ ॥৪৬
বহরূপান বিরূপাংশ্চ বিষ্ণুরূপাংশ্চ রূপিণঃ ।
রথিনো বর্শ্মিণশ্চৈব চশ্মিণশ্চৈব বরুথিনঃ ॥৪৭
সহস্রশতবাহুংশ্চ দিব্যান ভৌমাস্তুরিষ্কগান ।
স্থূলশীর্ঘ্যানিষ্টদংষ্ট্রানু দ্বুজহবাংস্ত্রি লাচনান ॥৪৮
অন্নদান পিশিতাদাংশ্চ আজ্যপন্ সোমপাং

স্তথা

ম্রেপাংশ্চতিকায়োংশ্চ শিতিকণ্ঠোগ্রমন্যবঃ ॥
সোপাঙ্গতলত্রাংশ্চ ধ্বিনো স্থপবর্শ্মিণঃ ।
আসীনান ধাবতশ্চৈব জুস্তগশ্চৈব বিষ্ঠিতান ॥
অধ্যায়িনোহথ জপতো যুদ্ধতো ধ্যায়তস্তথা ।
জুলতো বর্ষতশ্চৈব দ্যোতমানান পধূপিতান ॥
বুদ্ধান বুদ্ধতমাংশ্চৈব ব্রহ্মিষ্ঠান শুভদর্শনাম ।
নীলগ্রীবান সহস্রাঙ্কান সর্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান
অদৃশ্যান সর্বভূতানাং মহাযোগান মহৌজসঃ ।
রুদতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান সহস্রশঃ ॥৫৩
অঘাতযামনসৃজক্షদ্ররূপান সুরোত্তমান ।

ব্রহ্মা দৃষ্টবাত্রবীদেতাশ্চা শ্রক্ষীরীদৃশীঃ প্রজাঃ ॥
অষ্টব্য্য নান্ননস্তল্যা প্রজা নৈবাধিকাস্তয়া ।
অন্যাঃ সূত্র ত্বং ভদ্রং তে প্রজা বৈ মৃত্যু

সংযুতাঃ ॥৫৫

নারজান্তেহে কর্ম্মাণি প্রজা বিগতমৃত্যবঃ ।
এবমুক্তোহব্রবীদেনং নাহং মৃত্যুসমম্বিতাঃ ।

প্রজাঃ শ্রক্ষ্যামি ভদ্রন্তে স্থিতোহং ত্বং

সৃজ প্রজাঃ ॥৫৬

এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ ।

সহস্রাণাং সহস্রন্তু আন্তনোপমনিশ্চিতাঃ ॥৫৭

এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ ।

পৃথিব্যামস্তুরিষ্কে চ রুদ্রনামা প্রতিশ্রুতাঃ ॥৫৮

শতরুদ্রসম মাতা ভবিস্যন্তীহ যজ্ঞিয় ।

যজ্ঞভাজো ভবিষ্যন্তি সর্বে দেবযুগৈঃ সহ ॥৫৯

মহান্তরেষু যে দেবা ভবিষ্যন্তীহ হ্রদ্রজাঃ ।

তৈঃ সার্কমিক্যমানান্তে স্বাস্যন্তীহ যুগক্ষয়াৎ ॥

এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা মহাদেবেন ধীমতা ॥৬১

ক্রুরদৃষ্টি, কপালপাণি ও ত্রিলোচন । তাঁহারা কেহ
কেহ বহরূপ, বিরূপ, সুরূপ ও বিশ্বরূপ; কেহ
কেহ রথী, বর্শ্মী, চশ্মী ও বরুথী; কেহ কেহ
শতবাহু, সহস্রবাহু, স্থূলশীর্ষ, ও অষ্টদংষ্ট্রাধ্বিত;
কেহ কেহ জিহ্বাহীন, দ্বিজিহ্ব, অতিকায়, শিতিকণ্ঠ
ও নীলগ্রীব; কেহ কেহ অন্নভোজী, মাংসভোজী,
ঘৃতপায়ী, লোমপায়ী, অতিক্রোধী ও ধনুর্বাণাদি
নানা অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী । কেহ কেহ আসীন, ধাবমান,
দণ্ডায়মান ও জুস্তাপরায়ণ; কেহ কেহ অধ্যয়ন,
জপ, যোগ, ধ্যান, জুলন, বর্ষণ, দ্যোতন ও
ধূপনাদি কর্ম্মাসক্ত; কেহ কেহ বুদ্ধ, বুদ্ধতম,
ব্রহ্মিষ্ঠ, শুভদর্শন, সহস্রলোচন, সর্বাঙ্গলোচন ও
রাত্রিবিচরণ পরায়ণ, সর্বভূতের অদৃশ্য,
মহাযোগযুক্ত, স্থিরযৌবন ও মহাতেজস্বী । ইহারা
তৎকালে শত সহস্র জনে দল বাঁধিয়া রোদন ও
দ্রবণ (ছুটাছুটি) করিতে থাকেন । ভগবান্ ব্রহ্মা
এইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি প্রজাসমূহ সৃজন করিতে দেখিয়া

নীললোহিতকে কহিলেন,—“ওহে! তোমার কুশল
হউক, তুমি আশ্চর্য্যজন্য এই প্রকার আর অধিক প্রজা
সৃষ্টি করিও না; মরণশীল অপর প্রজাসমূহ সৃজন
কর । দেখ, মৃত্যুরহিত প্রজাবর্গ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
হয় না” । ইহা শুনিয়া নীললোহিত কহিলেন,
“স্থিতোহস্মি” অর্থাৎ আমি বিরত হইলাম; আপনি
প্রজা সৃজন করুন । আমি মরণশীল প্রজা সৃজন
করিব না । আমি যে নীললোহিত, বিরূপ,
আশ্চর্য্যদৃশ সহস্র সহস্র প্রজা সৃজন করিয়াছি; এই
মহাবল দেবগণ ভুলোকে ও অন্তরিক্ষে রুদ্র নামে
প্রসিদ্ধ হইবেন এবং শত রুদ্র নামে যজ্ঞিয় দেবতা
মধ্যে পরিগণিত হইয়া সমস্ত দেবযুগে দেবগণ
সহ যজ্ঞভোজী হইবেন । প্রতি মহান্তরে
হ্রদ্রসমুৎপন্ন যে সকল যজ্ঞিয় দেবতা প্রদূর্ত্ত
হয়েন, ইহারা তাহাদিগের সহিত অর্চিত হইয়া
মহাপ্রলায় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন ৪৭—৬০ ।
মহাদেবের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা সহর্ষে

প্রতুবোচ তদা ভীমং হব্যমাণঃ প্রজ্ঞাপতিঃ।
 এবং ভবতু ভদ্রং তে যথা তে ব্যাহতং প্রভো
 ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতে সদা সর্বমভূৎ কিল।
 ততঃ প্রভৃতি দেবেশো ন প্রাসুয়ত বৈ প্রজ্ঞাঃ॥
 উর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্থাণুর্যাবদাভূতসংপ্রবম্।
 যস্মাচ্চোক্তং স্থিতোহস্মীতি ততঃ স্থাণুরিতি
 শ্রুতঃ॥৬৪

জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
 অষ্টবহুমাঙ্গসম্বোধস্থিষ্ঠাতৃভূমেব চ॥৬৫
 অথ যানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।
 সর্বান দেবানুয্যাংশ্চৈব সমেতানসুরৈঃ সহ॥
 অত্যেতি তেজসা দেবো মহাদেবস্ততঃ শ্রুতঃ।
 অত্যেতি দেবানৈশ্চয্যাঙ্কলেন চ মহাসুরান॥৬৬
 জ্ঞানেন চ মুনীন সর্বান যোগাভূতানি সর্বশঃ
 ঋষয় উচুঃ।

যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চাপি মহামুনে।
 মাহেশ্বরস্য জ্ঞানস্য সাধনঞ্চ প্রচক্ষব নঃ॥৬৮

সেই ভীমমূর্তি নীললোহিতকে কহিলেন, — প্রভো! আপনি যেমন বলিলেন, তদ্রূপই হইক; আপনার মঙ্গল হউক। হে মুনিগণ! সকল কালে সকল কার্যই বিধাতার ইঙ্গিতে সঙ্কটিত হইয়া থাকে। সেই স্থাণু দেব, তদবধি কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রজ্ঞা সৃজনে বিরত ও উর্দ্ধরেতা রহিয়াছেন। তিনি প্রজ্ঞা সৃজনে নিষিদ্ধ হইয়া “স্থিতোহস্মি” বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ‘স্থাণু’ নামে প্রসিদ্ধ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, অষ্টভু, ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটি গুণ সেই শঙ্কর দেবে, নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঋষি, দেব, অমর, — সর্বাপেক্ষা সমধিক তেজস্বী বলিয়া মহাদেব নামে অভিহিত হইলেন। তদীয় ঐশ্বর্য দ্বারা দেবগণ, বল দ্বারা মহাসুরগণ, জ্ঞান দ্বারা মুনিগণ এবং যোগ দ্বারা সর্বভূত পরাজিত হইয়াছে। ৬১—৬৭। ঋষিগণ কহিলেন, — হে মহামুনে, সূত! এক্ষণে আমাদিগের নিকট মাহেশ্বরানুমোদিত যোগ, তপস্যা, সত্য, ধর্ম এ

যেন যেন চ ধর্মের গতিং প্রাপ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
 তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং মাহেশ্বরং প্রভে
 বায়ুরুবাচ।

পঞ্চ ধর্ম্যঃ পুরাণে তু রুদ্রেণ সমুদাহতাঃ।
 মাহেশ্বর্যং যথা প্রোক্তং রুদ্রৈরক্লিষ্টকর্মভিঃ॥
 আদিত্যৈবসুভিঃ সাধৈরশ্বিত্যৈষ্ণব সর্বশঃ।
 মরুদ্ভিঃশুভিশ্চৈব যো চান্যে বিবুধালয়াঃ॥৭১
 যমশুক্রপুরুগৈশ্চ পিতৃকালান্তৈ স্তথা।
 এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তে ধর্ম্যঃ পযুপাসিতাঃ
 তে বৈ প্রক্ষীণকর্মণঃ শারদাম্বরনির্মলাঃ।
 উপাসতে মুনিগণাঃ সঙ্কায়াত্মানমাশ্রয়ি।
 গুরুপ্রিয়হিতে যুক্তা গুরুণাং বৈ প্রিয়েশ্ববঃ।
 বিদ্বচ্চামানুষ্য জন্ম বিনরন্তি চ দেববৎ॥৭৪
 মাহেশ্বরেণ যে প্রোক্তাঃ পঞ্চ ধর্ম্য সনাতনাঃ।
 তান সর্বান ক্রম যোগেণ উচ্যমানমিবোধত
 প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারে ইথ ধারণা।

জ্ঞানসাধন বিধান কীর্তন করুন। হে প্রভো! দ্বিজগণ যাহার অনুষ্ঠানে সদৃগতি লাভ করেন, সেই সকল মাহেশ্বর যোগধর্ম গুণিতে ইচ্ছা করি। বায়ু কহিলেন। — রুদ্রদেব, পঞ্চবিধ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসমূহে উহা মাহেশ্বর ধর্ম নামে পরিব্যক্ত। অক্লিষ্টকর্মী রুদ্রগণ সেই সকল ধর্ম প্রতি পালন করেন। আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ভৃগুবংশীয়গণ, আর সুরপুরবাসী ইন্দ্র, যম, রিতু, কাল, অন্তর, প্রভৃতি অনেকানেক ধার্মিক ব্যক্তি এই ধর্ম পরিপালন করেন। এই ধর্মের উপাসকগণ বাসনা ক্ষয় নিবন্ধন শরদম্বর-সম নির্মল হইলেন। মুনিগণ আত্মাকে আত্মসমাধানপূর্বক এই ধর্মের উপাসনা করেন। এই ধর্মের উপাসকগণ, গুরুর প্রিয় সাধন মানসে তদীয় হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া মানুষজন্ম পরিহারপূর্বক দেববৎ বিহার করেন। মাহেশ্বর যে পঞ্চবিধ ধর্ম বিধান করিয়াছেন, আমি যথাক্রমে তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ

স্মরণঞ্চৈব যোগেহস্মিন পঞ্চ ধর্ম্মা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 তেযাং ক্রমবিশেষেণ লক্ষণং কারণং তথা ।
 প্রবক্ষ্যামি তথা তত্ত্বং যথা রুদ্রেণ ভাষিতম ॥
 প্রাণায়ামগতিশ্চাপি প্রাণস্যাযাম উচ্যতে ।
 স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মন্দো মধ্যোত্তমস্তথা
 প্রাণানাঞ্চ নিরোধস্ত স প্রাণায়ামসংজ্ঞিতঃ ।
 প্রাণায়াম প্রমাণস্ত মাত্রা বৈ দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥৭৯
 মন্দো দ্বাদশমাত্রস্ত দঘাতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
 মধ্যমশ্চ দ্বিরুদঘাতশ্চতুর্বিংশতিমাত্রিকঃ ॥৮০
 উত্তমস্তদ্বিরুদঘাতো মাত্রাঃ সট্ ত্রিংশদুচ্যতে ।
 স্বেদকম্পবিষদানাং জননো হ্যস্তমঃ স্মৃতঃ ॥৮১
 ইশৈতৈস্ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্ ।
 প্রমাণঞ্চ সমাসেন লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥৮২
 সিংহো বা কুঞ্জরো বাপি তথান্যো বা মৃগো বনে ।
 গৃহীতঃ সেব্যমানস্ত মৃদুঃ সমুপজায়তে ॥৮৩
 তথা প্রাণো দুরধিযঃ সর্ব্বেষামকৃতাত্মাম ।

যোগতঃ সেব্যমানস্ত স এবা ভ্যাসতো ব্রজেৎ
 স চৈব হি যথা সংহঃ কুঞ্জরো বাপি দুর্বলঃ ।
 কালান্তরব শাদযোগাদগম্যতে পরিমর্দনাঃ ॥৮৫
 পরিধায় মনো যন্দং বশ্যত্বং চাধিগচ্ছতি ।
 পরিধায় মনোদেবং তথা জীবতি মারুতঃ ॥৮৬
 বশ্যত্বং হি যথা বায়ুগচ্ছতে যোগমাস্থিতঃ ।
 তদ্য স্বচ্ছন্দতঃ প্রাণং নয়তে যত্র চেচ্ছতি ॥৮৭
 যথা সিংহো গজে বাপি বশ্যত্বাদবতিষ্ঠতে ।
 অভয়ায় মনুষ্যাণাং মৃগেভ্যঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥৮৮
 যথা পরিচিতশ্চায়ং বায়ুবৈবিশ্বনোমুখঃ ।
 পরিধায়মানঃ সংরুদ্ধঃ শরীরে কিঞ্চিৎ দহেৎ
 প্রাণায়ামেন যুক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ ।
 সর্ব্বে সৌমাঃ প্রাণশাস্ত সত্ত্ব ই চৈব জায়তে ॥৮৯
 তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ।
 সর্ব্বযজ্ঞফলঞ্চৈব প্রাণায়ামশ্চ তৎসমঃ ॥৯১
 অবিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্রুতে ।

করুন । প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও স্মরণ,
 — এই মাহেশ্বর যোগের পাঁচটি ধর্ম্ম কথিত হইল ।
 ৬৮—৭৬ । এ সকলের লক্ষণ ও কারণ শিব যেমন
 বলিয়াছিলেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি ।
 প্রাণের বিস্তারগতিকেই প্রাণায়াম বলে । উহা মন্দ,
 মধ্যম ও উত্তম — এই তিনপ্রকার । আর প্রাণের
 নিরোধকেও প্রাণায়াম বলা যায় । প্রাণায়ামের প্রমাণ
 — দ্বাদশ মাত্রা । মন্দ প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাশ্লক ।
 উহাকে দ্বাদশটি আঘাত । মধ্যম প্রাণায়াম
 চতুর্বিংশতি মাত্রাশ্লক ; উহাতে দুইটি আঘাত ।
 উত্তম প্রাণায়ামের ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রা ; উহাতে তিনটি
 উদঘাত । যে প্রাণায়ামে স্বেদ, কম্প বা বিবাদ জন্মে
 তাহা উত্তম । এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের লক্ষণ
 বলিলাম ; ইহার প্রমাণ ও লক্ষণ সংক্ষেপে
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । সিংহ, হস্তী, বা অপর
 কোন তাদৃশ দুর্দ্বর্ষ আরণ্য পশুকে ধরিয়া তাহার
 আনুগত্য করিতে থাকিলে সে যেমন ক্রমে ক্রমে
 মৃদুভাব অবলম্বন করে, প্রাণও তদ্রূপ

অজিতেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে দুর্দর্ম্মনীয় ; পরন্তু
 যোগ সহকারে সেবিত হইলে অভ্যাস বশে
 বশীভূত হইয়া থাকে । সেই সিংহ বা হস্তী যেমন
 ক্রমে কালবশে দৌর্বল্য ও বশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া
 অহিংসক হয়, প্রাণও তদ্রূপ কালান্তর ক্রমে
 ক্রমে আয়ত্ত হইয়া থাকে । প্রাণ বায়ু মানসব্যাপার
 দ্বারা সম্যক্ সমাক্রান্ত হইয়া মন্দত্ব ও বশ্যত্ব
 প্রাপ্ত হয় ; অবার সেই মনঃস্বরূপ দেবতাকে
 আশ্রয় করিয়াই প্রাণবায়ু প্রাণবায়ু জীবিত থাকে ।
 যোগানুষ্ঠানবলে প্রাণবায়ু যখন বশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়,
 তখন স্বচ্ছন্দ যথা-তথা তাহাকে নয়নানয়ন করা
 যায় । সিংহ বা হস্তী বশীভূত থাকিলে তদ্বারা
 যেমন নরগণের সাধারণ পশুর ভয় দূর হয়,
 শরীর গত বায়ুও তদ্রূপ, অনবরুদ্ধ, ও অবরুদ্ধ
 — এই অবস্থাদ্বয় ভেদে সমস্ত পাপ নিরাস করিয়া
 থাকে । যে বিপ্র জিতেন্দ্রিয় ভাবে প্রাণায়ামানুষ্ঠান
 করে, তাহার যাবতীয় দোষ দূরীভূত হয় । সে
 সন্তুগুণে বিরাজিত হয় । যত তপস্যা, যত ব্রত,
 যত নিয়ম, যত যজ্ঞ, প্রাণায়াম এতৎসমস্তের

সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামং চ তৎসমম্ ॥৯২॥
 প্রাণায়ামেদহেদোষাকারণাভিশ্চ কিস্বিষম্।
 প্রত্যাহারেণ বিধয়ান ধ্যেনেনানীশ্বরান গুণান
 তস্মাদযুক্তঃ সদ্য যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
 সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৯৪॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাণ্ডপত-
 যোগে মন্তরাদিবর্ণনং নাম দশমো-
 হধ্যায়ঃ ॥১০॥

একাদশোহধ্যায়ঃ

বায়ুরূবাচ।

একং মহান্তং দিবসমহোরাত্রমথাপি বা।
 অর্দ্ধমাসং তথা মাসময়নাদযুগানি চ ॥১॥
 মহাযুগসংস্রাণি ঋষয়স্তপাসল হিতাঃ।
 উপাসতে মহাত্মানঃ প্রাণং দিব্যেন চক্ষুষা ॥২॥
 অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামপ্রয়োজনম।
 ফলক্লেব বিশেষেণ যথাহ ভগবান প্রভুঃ ॥৩॥

প্রয়োজনানি চত্বারি প্রাণায়ামস্য বিধি বৈ।
 শান্তিঃ প্রশান্তিদীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥৪॥
 ঘোরাকারাশিবানাং তু কর্মণাং ফলসম্ভবম্।
 স্বয়ংকৃতানি কালেন ইহামুত্র চ দেহিনাম্ ॥৫॥
 পিতৃমাতৃপ্রদুষ্টানাং জ্ঞাতিসম্বন্ধিসঙ্করৈঃ।
 ক্ষপণং হি কষায়াণাং পাপানাং শান্তিরুচ্যতে ॥৬॥
 লোভমানাত্মকানাং হি পাপানামপি সংযমঃ।
 ইহামুত্র হিতার্থায় প্রশান্তিস্তপ উচ্যতে ॥৭॥
 সূর্যোন্মুগ্নগ্রহতারাণাং তুল্যস্ত বিষয়ো ভবেৎ।
 ঋষিগণাঞ্চ প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদাম্ ॥৮॥
 অতীতানাগতানাঞ্চ দর্শনং সাম্প্রতস্য চ।
 বুদ্ধস্য সমতাং যান্তি দীপ্তিঃ স্যাস্তপ উচ্যতে।
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ চ মারুতান্।
 প্রসাদয়তি যেনাসৌ প্রসাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥১০॥
 ইত্যেব ধর্মঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামশ্চতুর্বিধঃ।
 সন্নিকৃষ্টফলো জ্ঞেয়ঃ সদ্যঃকালপ্রসাদজঃ ॥১১॥
 অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।

তুল্য। সম্পূর্ণ শত বৎসর, মাসে মাসে কুশাগ্র
 দ্বারা বারিবিন্দু পান করত অতিবাহিত করিলে,
 যে ফল, প্রাণায়ামের ফল ততুল্য। প্রাণায়াম দ্বারা
 দোষরাশি, ধারণা দ্বারা পাপনিচয়, প্রত্যাহার দ্বারা
 বিষয়সমূহ, এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণনিকর
 পরিহার করিতে পারা যায়। অতএব সকলে
 যোগনিষ্ঠ প্রাণায়ামপরায়ণ হইবে। যোগিগণ
 তাহাতে সর্ব পাপরহিত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত
 হইবেন। ৭৭-৯৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ১০।

একাদশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, — মহাত্মা ঋষিগণ একটী
 মহাদিবস, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন,
 বৎসর, যুগ, অথবা সহস্র মহাযুগ কাল যাবৎ
 তপস্যানিরত থাকিয়া দিব্য চক্ষুে দর্শন করত
 প্রাণের উপাসনা করেন। অতঃপর প্রাণায়ামের
 প্রয়োজন ও ফল বিশেষরূপে, প্রভু ভগবান যেমন
 বলিয়াছেন, আমি বলিতেছি। শান্তি, প্রশান্তি,

দীপ্তি ও প্রসাদ,— এই চারিটী, প্রাণায়ামের
 প্রয়োজন ইহ-পর কালে স্বয়ং কৃত অথবা পিতৃ-
 মাতৃসংক্রান্ত, কিম্বা জ্ঞাতি-সম্বন্ধি বান্ধবাদি
 সংসর্গজনিত পাপসমূহের যদ্বারা বিনাশ হয়,
 তাহাকেই শান্তি বলে। ইহ-পরকালে হিত
 বিধানার্থ লোভ অভিমানাদি পাপবৃত্তিনিচয়ের
 সংযমাত্মক তপস্যাকে প্রশান্তি বলে। তপঃপরায়ণ
 প্রতিবুদ্ধ যোগীর যে অবস্থায়, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-
 তারাসহ বিষয়সমূহ, প্রসিদ্ধ ঋষিগণের ন্যায়
 বিমল জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদ এবং অতীত,
 অনাগত, সাম্প্রত এই কালত্রয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান,
 — ইত্যাদি অলৌকিক সামর্থ্য প্রকাশ পায়, তাহাকে
 দীপ্তি বলে। ইন্দ্রিয়ার্থ সহ ইন্দ্রিয়গণ, মন,
 পঞ্চবিধ বায়ু, ইহারা যে অবস্থায় প্রসন্ন হয়,
 তাহাকে প্রসাদ বলে। এই চতুর্বিধ প্রাণায়াম ধর্ম
 কীর্ত্তিত হইল। ইহা আশু ফলদায়ক এবং

আসনঞ্চ যথাতত্ত্বং যুঞ্জতো যোগমেব চ ॥১২
 ওঁকারং প্রথমং কৃৎৱা চন্দ্রসূর্যো নভস্য চ।
 আসনং স্বস্তিকং কৃৎৱা পদ্মমর্দ্বাসনং তথা ॥১৩
 সমজ্ঞানুরেকজ্ঞানুরুত্তানঃ সুস্থিতেহপি চ।
 সমো দৃঢ়াসনো তুত্বা সংহত্য চরণাবুভৌ ॥১৪
 সংবৃতাস্যোহববদ্ধাক্ষ উরো বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
 পার্শ্বভ্যাং বৃষণৌ ছাদ্য তথা প্রজননং যতঃ ॥
 কিঞ্চিদুন্নামতশিরাঃ শিরো গ্রীবাং তথৈব চ।
 সম্শ্রেষ্ঠ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥
 তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সন্তেম ছাদয়েৎ।
 ততঃ সত্ত্বস্থিতো ভূত্বা যোগং যুঞ্জন্ সমাহিতঃ ॥
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ সমাক্রতান্।
 নিগৃহ্য সমবাসেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥১৮
 যুস্ত প্রত্যাহরেৎ কামান্ কুর্মে হঙ্গানীর সর্বতঃ

তথাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মনমাশ্রয়নি ॥১৯
 পুরয়িত্বা শরীরং তু সবাহ্যভ্যন্তরং শুচিঃ।
 আকষ্টনাভিযোগেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥২০
 কলামাত্রা তু বিজ্ঞেয়া নিমেষোন্মেষ এব চ।
 তথা দ্বাদশমাত্রস্ত প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥২১
 ধারণা দ্বাদশায়ামো যোগো বৈ ধারণাদ্বয়ম্।
 তথা বৈ যোগযুক্তশ্চ ঐশ্বর্যং প্রতিপদ্যতে ॥২২
 বীক্ষতে পরমাত্মানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
 প্রাণায়ামেন যপক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ ॥২৩
 সর্বৈ দোষাঃ প্রণশ্যন্ত সত্ত্বশ্চৈব জায়তে।
 এবং বৈ নিয়তাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥২৪
 জিত্বা জিত্বা সদা ভূমিমারোহেতু সদা মুনিঃ।
 অজিতা হি মহাভূমির্দোষানুৎপাদয়েদ্বহুন্ ॥২৫
 বিবর্দ্ধয়তি সম্মোহং ন রোহেদজিতাং ততঃ।

কালভয়নিবারক ১-১১। অতঃপর প্রাণায়ামের
 লক্ষণ এবং যোগানুষ্ঠান যোগ্য আসন সকলের
 উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক
 চন্দ্রসূর্যের প্রণাম করিবে। পরে স্বস্তিক, পদ্ম, অর্দ্ধ,
 সমজ্ঞানু, একজ্ঞানু, উত্তান, সুস্থিত যে কোন আসন
 পরিগ্রহ করিয়া সমকায় দৃঢ়াসীন হইয়া এমন ভাবে
 উপবেশন করিবে, যেন পদদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত
 থাকে। অথবা পাদপার্শ্ব যুগল দ্বারা লিঙ্গ ও
 বৃষণদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত রাখিয়া সংবৃতমুখে,
 নিমীলিতনেত্রে উপবেশন করিবে। বক্ষঃস্থল ঈষৎ
 নক্ষীত করিয়া রাখিবে। ইতস্ততঃ অবলোকন করিবে
 না, নাসিকাগ্রেই দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিবে। তমোগুণকেও
 রজোগুণ দ্বারা আবরণপূর্বক রজোগুণকেও
 সত্ত্বগুণ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে সত্ত্বমাত্রে
 অবস্থানপূর্বক সমাহিত মনে যোগানুষ্ঠানে নিরত
 হইবে। ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ, পঞ্চবায়ু, —
 ইহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া প্রত্যাহার অভ্যাস
 করিবে। কুর্মে যেমন তাহার অঙ্গসমূহ আকুঞ্চন
 করিয়া দেহমধ্যে লুপ্তায়িত করে, যোগী মানব
 তদ্রূপ বিষয় সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহারপূর্বক

আত্মাতেই তাহাকে নিরুদ্ধ করিবে। এরূপ করিলে
 তাহার আত্মদর্শন হইয়া থাকে। শুচি যোগী প্রাণায়াম
 কালে বায়ু দ্বারা আকষ্ট পূরণ করিয়া প্রত্যাহার
 আরম্ভ করিবে। ১২-২০। নিমোষোন্মেষ কালকে
 কলা বলে। ইহার নামান্তর মাত্রা। দ্বাদশমাত্রাকাল
 প্রাণায়ামের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বাদশ প্রাণায়ামে একটি
 ধারণা, এবং দুইটি ধারণায় একটি যোগ হয়। এই
 যোগানুষ্ঠান করিলে তাহার ঐশ্বর্য লাভ হইয়া
 থাকে। তখন সে নিজতেজে দীপ্যমান পরমাত্মার
 দর্শন প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়ামনিষ্ঠ নিয়তাত্মা ব্রাহ্মণের
 সমস্ত দোষ নাশ পায়, এবং সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত
 হইয়া থাকে। মুনি মানব, আহারসংযম সহকারে,
 প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া এক একটি ভূমি জয় করিয়া
 অর্থাৎ প্রাণায়ামজনিত এক একটি অবস্থাকে
 সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া অপর ভূমি-জয়ে উদ্যম
 করিবেন। পূর্ব ভূমি অজিত থাকিতে যদি পরভূমি
 জয়ে যত্ন করে, তবে, উহাতে সম্মোহাদি বহু দোষ
 জন্মে। এজন্য অজিত ভূমিতে আরোহণ অকর্তব্য।

নালেন তু যথা তোয়ং যন্তেণৈব বলাদ্বিতঃ ॥২৬
আপিবেত প্রযত্নেন তথা বায়ুং জিতশ্রমঃ।
মাভ্যাঞ্চ হৃদয়ে চৈব কণ্ঠে উরসি চাননে ॥
নাসাগ্রে তু তথা নেত্রে ভ্রুবোর্মধ্যেহথ মুৰ্দ্ধনি
কিঞ্চিদুৰ্দ্ধং পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা ॥২৮
প্রাণাপানসমারোহাৎ প্রণায়ামঃ স কথ্যতে।
মনসো ধারণা চৈব ধারণেতি প্রকীৰ্ত্তিতা ॥২৯
নিবৃত্তিবিবয়্যাণাং তু প্রত্যাহারস্ত্ব সংজ্ঞিতঃ
সর্বেষাং সমবায়ো তু সিদ্ধিঃ স্যাদযোগলক্ষণা
তয়োঃপরস্য যোগস্য ধ্যানং বৈ সিদ্ধিলক্ষণম্
ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্যেজ্ঞাত্বানং সূর্য্যচন্দ্রবৎ ॥৩১
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ তু দর্শনং তু ৎ দিব্যতে।
অদেশকালযোগস্য দর্শনং তু ৎ দিব্যতে ॥৩২
অগ্ন্যভ্যাসে বনে বাপি শুদ্ধপর্ণচয়ে তথা।
জন্তব্যাপ্তে শ্মশানে বা জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে
শব্দে সভয়ে বাপি চৈত্যবল্লীকসঞ্চয়ে।
উদপানে তথা নদ্যাং ন চাস্মতঃ কদাচন ॥৩৪

ক্ষুধাবিষ্টস্তথাগ্রীতো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।
যুঞ্জীত পরমং ধ্যানং যোগী ধ্যানপরঃ সদা ॥৩৫
এতানদোষান্ বিনিশ্চত্য প্রযাদদয়ো ঘৃনন্তিবৈ
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি শরীরে বিদ্বকারকাঃ
জড়ত্বং বধিরত্বঞ্চ মুকত্বং চাষিগচ্ছতি।
অন্ধত্বং স্মৃতিলোপশ্চ জ্বরো রোগস্তথৈব চ ॥৩৭
এতে দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি অজ্ঞানদবো যুনন্তি বৈ
তস্মাজ্জ্ঞানেন শুদ্ধেন যোগী যুঞ্জ্যেৎ সমাহিতঃ
অপ্রমত্তঃ সদা চৈব ন দোষান প্রাপ্নুয়াৎ কচিৎ
তেষাং চিকিৎসাং বক্ষ্যামি দোষাণাঞ্চ
যথক্রমম্ ॥৩৯

যথা গচ্ছন্তি তে দোষাঃ প্রাণায়ামসমুদ্ভিতাঃ।
স্নিগ্ধাং যবা গুমৎতুষ্ণাং ভূক্ষা তত্রাবধারণেৎ ॥
এতেন ক্রমযোগেণ বাতশূল্যং প্রশাম্যতি।
উদাবর্ত্তপ্রতীকারমিদং কুর্য্যচ্চিকিৎসিতম্ ॥৪১
ভূক্ষা দধি যবাগুং বা বায়রুৰ্দ্ধং ততো ব্রজেৎ।
বায়ুগ্রস্থিং ততো ভিত্ত্বা বায়ুদেশে প্রযোজয়েৎ

যন্ত্রসাহায্যে নাল দ্বারা যেমন জলাশয় হইতে জল
আকর্ষণপূর্ব্বক স্থানান্তরে সঞ্চয় করা যায়, প্রাণায়ামও
এই দৃষ্টান্তেই অক্লান্তভাবে যত্নসহকারে করিতে হয়।
নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষঃ, মুখ, নাসাগ্র, নেত্র, ভ্রুমধ্য,
মস্তক, ও ব্রহ্মারন্ধ্র — এ সকল স্থানে মনের ধারণা
অভ্যাস করিবে। প্রাণাপানাদি বায়ুর নিরোধকেই
প্রাণায়াম এবং মনের ধারণাকেই ধারণা বলে। বিষয়
হইতে নিবৃত্তিকেই প্রত্যাহার বলা যায়। মিলিত এই
কয়টির অনুষ্ঠানে সিদ্ধি হইলে যোগলক্ষণ প্রকাশ
পায়। যোগসিদ্ধির লক্ষণ ধ্যান। ধ্যানযুক্ত যোগী
আপনাকে সূর্য্য-চন্দ্রাদিরূপে ভাবনা করিবেন।
যোগদ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি না হইলে কিম্বা দেশ-
কালাদি বিচারহীন হইলে যোগানুষ্ঠানে দর্শনলাভ হয়
না। ধ্যান পরায়ণ যোগী অগ্নিসম্মিধানে, বনমধ্যে,
শুদ্ধ পত্ররাশিমধ্যে, কুমিকীটাদি ব্যাপ্ত স্থানে,
শ্মশানে, পুরাতন গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শব্দযুক্ত বা
ভয়যুক্ত স্থানে, চৈত্য তরুতলে, বল্লীকোপরি বা

নদী ও কূপাদিসমীপে, উত্তপ্ত, ক্ষুধাবিষ্ট, অগ্রীত
বা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ধ্যানযোগরত হইবেন না। এ
সকল দোষ বিচার না করিয়া হঠকারিতাবশতঃ
যোগাসক্ত হইলে তাহার দোষ সকল প্রকুপ্ত হইয়া
শরীরে পীড়া উৎপাদন করে, জড়ত্ব,
বধিরত্ব, অন্ধত্ব, বা মুকত্বাগি জন্মে; এবং
স্মৃতিলোপ ঘটে বা জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ প্রাদুর্ভূত
হয়। অজ্ঞানবশতঃ উক্ত স্থান-দোষাদি বিচার না
করিয়া যোগ করিলেই এই সকল জন্মে; এজন্য
সমাহিতমনে, শুদ্ধ জ্ঞানে, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক
যোগানুষ্ঠান করিবে। সতত সাবধানে যোগানুষ্ঠান
করিলে কোন দোষ ঘটে না। ২১—৩৮। এক্ষণে
সেই সকল প্রাণায়াম ও দোষের অপনোদনার্থ
চিকিৎসা যথাক্রমে বলিতেছি। স্নেহপদার্থমণ্ডিত
অত্যুষ্ণ যবাগু ভোজনাশ্তে কিয়ৎকাল সেই স্থানেই
ধারণা করিবে; ইহাতে বাতশূল্য বিনষ্ট হয়। উদাবর্ত্ত
প্রতিকারার্থ দধি কিম্বা যবাগু ভোজনাশ্তে বায়ুগ্রস্থি

তথাপি ন বিশেষঃ স্যাৎকারণাং মুর্দ্ধি ধারয়েৎ।
 যুগ্মানস্য তনুং তস্য সন্তুহস্যৈব দেহিনঃ ॥৪৩
 উদাবর্জপ্রতীঘাতে এতৎকুর্য্যাক্চিকিৎসিতম্।
 সর্বগাত্রকম্পেণ সমারকস্য যোগিনঃ ॥৪৪
 ইমাং চিকিৎসাং কুর্বাতি তয়া সম্পদ্যতে সুখী
 মনসা পর্বতং কিঞ্চিদ্বিষ্টপ্তীকৃত্য ধারয়েৎ।
 উরোদঘাতে উরঃস্থানং কণ্ঠদেশে চ ধারয়েৎ।
 বাচোবঘাতে তাং বাচি বাধির্যে শ্রোত্রয়োস্তথা
 জিহ্বাহানে তৃষার্ত্ত্ব অগ্নেঃ স্নেহাংশ্চ তন্তুভিঃ
 ফলং বৈ চিন্তয়েদ্যোগী ততঃ সম্পদ্যতে সুখী
 ক্ষয়ে কুষ্ঠে সর্কীলাসে ধারয়েৎ সর্বসাত্ত্বিকীম্
 যশ্মিন্ যশ্মিন্ বজ্রোদেশে তশ্মিন্ যুক্তো

বিনির্দিশেৎ ॥৪৮

যোগোৎপন্নস্য বিদ্বস্য ইদং কুর্য্যাক্চিকিৎসিতম্
 বংশকীলেন মুর্দ্ধানং ধারয়ানস্য তাড়য়েৎ
 মুর্দ্ধি কীলং প্রতিষ্ঠাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ
 ভয়ভীতস্য সা সজ্জা ততঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥

ভেদপূর্বক উর্দ্ধদেশে পরিচালন করিবে। ইহাতে
 প্রতিকার না হইলে মস্তকে ধারণা করিবে।
 যোগরত সন্তুহ যোগী এই প্রকারে উদাবর্জ রোগের
 প্রতীকারে সমর্থ হয়। যোগীর সর্বগাত্রকম্প
 আরম্ভ হইলে এইরূপ চিকিৎসা করিলে শান্তি
 লাভ হয়। গাত্রকম্পমান হইতে থাকিলে একটি
 পর্বত ধারণাদ্বারা দেহকে বিষ্টপ্তিত করিবে।
 বক্ষোত্রংশ ঘটিলে বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে
 উক্তরূপ ধারণা করিবে। বাকরোধ হইলে বাক্যে,
 ও বধিরতায় কর্ণে ধারণা করিতে হয়। তৃষার্ত্ত্ব
 ব্যক্তির জিহ্বাতে স্নেহাঙ্ক প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণা
 করিবে। ফলতঃ চিকিৎসার যাহা ফল, তাহাই
 চিন্তা করিবে। তাহাতেই শান্তি লাভ হয়। ৩৯-
 ৪৭। ক্ষয়, কুষ্ঠ ও কীলাসাদি রাজস বিকারে
 সাত্ত্বিকী ধারণা করিবে। রাজস বিকারে সাত্ত্বিকী
 ধারণাই বিহিত। যোগস বিদ্বের এই প্রকারে
 চিকিৎসা করিতে হয়। ভয়বশতঃ মস্তিষ্কবিকার

অথ বা লুপ্তসংজ্ঞস্য হস্তাভ্যাং তত্র ধারয়েৎ।
 প্রতিলভ্য ততঃ সজ্জাং ধারণাং মুর্দ্ধি ধারয়েৎ
 সিংঘমল্লঞ্চ ভূঞ্জীত ততঃ সম্পদ্যতে সুখী।
 অমানুষেণ সন্তেন যদা বুধ্যতি যোগবিৎ ॥
 দিব্যঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব বায়ুমগ্নিঞ্চ ধারয়েৎ।
 প্রাণায়ামেন তৎসর্বং দহ্যমানং বশী ভবেৎ ॥৫৩
 অথাপি প্রবিশেদেহং ততস্তং প্রতিবেদয়েৎ।
 ততঃ সংস্তভ্য যোগেন ধারয়ানস্য মুর্দ্ধনি ॥৫৪
 প্রাণায়ামাগ্নিনা দক্ষং তৎসর্বং বিলয়ং ব্রজেৎ।
 কৃষ্ণসর্পাপরাধস্ত ধারয়েদ্ধৃদয়োদরে ॥৫৫
 মহো জনস্তপঃ সত্যং হৃদি কৃত্বা তু ধারয়েৎ।
 বিষস্য তু ফলং পীত্বা বিশল্যাং ধারয়েত্ততঃ ॥
 সর্বতঃ সনগাং পৃথ্বী কৃত্বা মনসি ধারয়েৎ ॥
 হৃদি কৃত্বা সমুদ্রাংশ্চ তথা সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥৫৭
 সহস্রেণ ঘটানাঞ্চ যুক্তঃ স্নায়ীত যোগবিৎ।

ঘটিলে একখণ্ড বংশকীল মস্তকে রাখিয়া অপর
 একখণ্ড বংশকীল দ্বারা তদুপরি তাড়না করিবে।
 এরূপ করিলে তাহার পুনর্য্য সংজ্ঞালাভ হয়।
 অথবা সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্বক
 ধারণা অবলম্বন করিবে। তাহাতে চৈতন্য লাভ
 হইবে। রোগীকে তখন অল্প পরিমাণে শ্লিষ্ণ খাদ্য
 প্রদান করিবে। যোগী যখন অমানুষতত্ত্ব সকলের
 অনুভবে সমর্থ বয়েন, তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি,
 ভূমি, — এ সকল ধারণা নিহিত করিবেন। তাহাতে
 এ সকল তত্ত্ব তদীয় ভেজে দক্ষীভূত হইয়া বশীভূত
 হইবে। তথাপি যদি যোগীর দেহে কোনও দোষ
 সংক্রান্ত হয়, তবে তিনি সেই দোষকে মস্তকে স্তম্ভিত
 করিয়া ধারণাবলম্বনপূর্বক প্রাণায়ামাগ্নি দ্বারা দক্ষ
 করিয়া ফেলিবেন। ইহাতে সেই দোষ বিনষ্ট হইবে।
 কৃষ্ণসর্পের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে উদরে ও হৃদয়ে
 ধারণা করিবে। মহঃ, জন, তপ, ও সত্যলোকের
 ধারণা করিতে হয়। বিষফল ভক্ষণ করিয়া বিশল্যা
 ধারণ করিবে। মনোমধ্যে সমুদ্র, পর্বত ও বৃক্ষাদি

উদকে কণ্ঠমাত্রে তু ধারণাং মুক্তিং ধারয়েৎ ॥৫৮
প্রতিশ্রোতোবিবাবিষ্টো ধারয়েৎ সর্বগাত্রিকীম্
শীর্ণোহর্কপত্রপুটকৈঃ পিবেৎ বন্দীকমুত্তিকাম্ ॥
চিকিৎসিতবিধিহর্ষে বিশ্রুতো যোগনিশ্চিতঃ।
ব্যাখ্যাভঙ্গ সমাসেন যোগদৃষ্টেন হেতুনা ॥৬০
ব্রুবতো সঙ্কণং বিদ্ধি বিপ্রস্য কথয়েৎ কচিৎ।
অথ পি কথয়েন্মাহাত্মদ্বিজ্ঞানং প্রলীয়তে ॥৬১
তস্মাৎ প্রবৃত্তির্যোগস্য ন বক্তব্য কথঞ্চন ॥৬২

সত্ত্বং তথারোগ্যমলোলুপত্বং

বর্ণপ্রভা সুস্বরসৌম্যতা চ।

গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্লং

যোগপ্রবৃদ্ধিঃ প্রথম শরীরে ॥৬৩

আত্মানং পৃথিবীকৈব জ্বলন্তীং যদি পশ্যতি।

কৃতান্যাবিশতে চৈব বিদ্যাং সিদ্ধিমুপস্থিতাম্ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাশুপতযোগ্

সহ পৃথিবী এবং সমস্ত দেবতার ধারণা করিবে।
সহস্র ঘট জল দ্বারা স্নান করিবে। আকণ্ঠ জলে
থাকিয়া মস্তকে ধারণা করিবে। অথবা শ্রোতের
বিপরীত দিকে থাকিয়া সর্বগাত্রেই ধারণাবলম্বন
করিবে। শরীর ক্ষীণ হইলে তদবস্থায় অর্কপত্রপুটকে
করিয়া বন্দীকী মুত্তিকা ভক্ষণ করিবে। এই আমি
যোগজ রোগসমূহের যোগদৃষ্ট হেতু বিচার সহকারে
সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধি বলিলাম। যোগসাধনজ
লক্ষণ সকল কাহাকেও বলিতে নাই; কচিৎ কোনও
ব্রাহ্মণকে বলিতে পারে। পরন্তু মোহবশতঃ যাকে-
তাকে এ সকল তত্ত্ব জানাইলে তাহার বিজ্ঞান বিলুপ্ত
হইয়া যায়। এজন্য যোগবৃত্তান্ত কখনই ব্যক্ত করিবে
না। সত্ত্বগুণবাহুলা, আরোগ্য, লোভরাহিত্য,
বর্ণপ্রভা, সুস্বরবত্তা, সৌম্যতা, উত্তম গন্ধ এবং মূত্র
পুরীষের অমলতা, শরীরে যোগপ্রবৃদ্ধির ও সমস্ত
প্রথম লক্ষণ। যখন আপনাকে এবং পৃথিবীকে
জাজ্বল্যমান দর্শন করে, এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহে
আবিষ্ট হইতে পারে, যোগী মানবেরই তখনই সিদ্ধি
সমুপস্থিত জানিবে। ৪৮—৬৪।

নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত উর্দ্ধংপ্রবক্ষ্যামি উপসর্গা যথা তথা।
প্রাদুর্ভবন্তি যে দোষা দৃষ্টতত্ত্বস্য দেহিনঃ ॥১
মানুষ্যান্ বিবিধান কামান্ কাময়েত ঋতুং স্থিয়ং
বিদ্যাদানফলকৈব উপসৃষ্টস্ত যোগবিৎ ॥২
অগ্নিহোত্রং হবির্যজ্ঞমেতৎ প্রতপনং তথা।
মায়াকর্ম ধনং স্বর্গমুপসৃষ্টস্ত কাঙক্ষতি ॥৩
এব্ কর্মসু যুক্তস্ত সোহবিদ্যাবশমাগতঃ।
উপসৃষ্টস্ত জানীয়াদ্বুজ্য চৈব বিসর্জয়েৎ ॥৪
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে।
জিতপ্রত্যুপসর্গস্য জিতশ্বাসস্য দেহিনঃ ॥৫
উপসর্গাঃ প্রবর্তন্তে সান্ত্বরাজসতামসাঃ।
প্রতিভা শ্রবণে চৈব দেবান্যাক্ষব দর্শনম্ ॥৬
ভ্রমাবর্তন্ত ইত্যেতে সিদ্ধিলক্ষণসংজ্ঞিতাঃ।
বিদ্যা কাব্যং তথা শিল্পং সর্ববাচাকৃতানি তু ॥
বিদ্যার্থাশ্চোপতিষ্ঠন্তি প্রভাবস্যৈব লক্ষণম্ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন দেহীর যে
সকল উপসর্গ প্রাদুর্ভূত হয়, তৎসমস্ত যথায়থ
বলিতেছি। মানুষোচিত বিবিধ কামনা, স্ত্রীসঙ্গ
ভিলাষ, পুত্রোৎপাদনেচ্ছা, বিদ্যাদান, অগ্নিহোত্র,
হবির্যজ্ঞ, অপর তপস্যাди, কপটতা, ধনার্জন,
স্বর্গঙ্কহা, —এ সকল কার্যে আসক্ত হইলে যোগী
পুরুষ অবিদ্যায় বশীভূত হইয়া পড়ে। এ জন্য
এই সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বিবেচনাপূর্বক
পরিহার করিবে। নিয়ত ব্রহ্মপরাযণ হইয়া
যোগানুষ্ঠান করিলে সেই যোগী উপসর্গজয়ে সমর্থ
হয়েন। মানব, শ্বাসজয় ও উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত
হয়। দূরশ্রুতিশক্তি, দেবতাদর্শন, অজ্ঞান ভ্রম, —
এ সকল, সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাতব্য। বিদ্যা,

শৃণোতি শব্দান্ শ্রোতব্যান্ যোজনানাং শতাদপি
 সৰ্ব্বজ্ঞশ্চ বিধিজ্ঞশ্চ যোগী চোন্মত্তবস্তবেৎ।
 যক্ষরাক্ষসগন্ধৰ্বান্ বীক্ষ্যতে দিব্যমানুষান্।
 বেত্তি তাংশ্চ মহাযোগী উপসর্গস্য লক্ষণম্॥১৯
 দেবদানবগন্ধৰ্বানুষীংশ্চাপি তথা পিতৃন॥২০
 প্রেক্ষতে সৰ্ব্বতশ্চৈব উন্মত্তং তং বিনির্দেশেৎ
 ভ্রমেণ ভ্রাম্যতে যোগী চোদ্যমানোহস্তরাষ্ট্রনা॥
 ভ্রমেণ ভ্রান্তবুদ্ধেস্ত সৰ্বং জ্ঞানং প্রণশ্যতি।
 প্রাবৃত্ত্য মনসা শুক্লং পটং বা কঙ্কলং তথা॥২৩
 ততস্ত্ব পরমং ব্রহ্ম কিং প্রমেবানুচিন্তয়েৎ।
 তস্মাচ্চৈবাত্মানো দোষাংস্ত্বপসর্গানুপস্থিতান্।
 পরিত্যজেত মেধাবী যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাশ্রমঃ।
 ঋষয়ো দেবগন্ধৰ্বা যক্ষোরগমহাসুরাঃ॥২৫
 উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্তন্তে পুনঃপুনঃ।
 তস্মাদ্যুক্তঃ সদা যোগী লব্ধহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ

কবিত্ব, শিল্পনৈপুণ্য, সৰ্ব্বভাষাবোধ ও শাস্ত্রার্থসমূহ, যোগীর প্রভাবের ফল। যোগী শত যোজন দূর হইতেও শব্দ শ্রবণ করেন, সৰ্ব্বজ্ঞ ও বিধিজ্ঞ হয়েন, উন্মত্ত ভাব ধারণ করেন, —এরূপ নানা লক্ষণই তাঁহার ঘটিয়া থাকে। যক্ষ, রাক্ষস, ও গন্ধৰ্বাদি দিব্য দর্শনও যোগীর পক্ষে উপসর্গ বলিয়াই নিরূপিত। ১—৯। যোগী যখন চতুর্দিকে দেব দানব গন্ধৰ্ব ঋষি ও পিতৃগণাদির দর্শন লাভ করেন তখন উন্মত্ত হয়েন। ভ্রান্ত যোগী ভ্রমবশতঃ অন্তরাষ্ট্রা দ্বারা বিবিধ বিষয়ে যখন নিরত হয়; বার্তা দ্বারা তদীয় চিন্তা আক্রান্ত হইয়া খেন বিকৃত হয়। বার্তাক্রান্ত হইয়া বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়; সে তখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে অবিলম্বে মনে মনে শুক্ল কঙ্কল দ্বারা দেহ সম্যক আবৃত করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ মানব সিদ্ধি কামনায় আত্মদোষ এবং উপসর্গ-সমূহ পরিত্যাগ করিবেন। ঋষি, দেব, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, উরগ, মহাসুর, — সকলেই উপসর্গযুক্ত হইয়া পুনরাবর্তিত হয়। অতএব যোগী ব্যক্তি অমু-

তথা সুপ্তঃ সুসূক্ষ্মেযু ধারণাং মুর্দ্ধি ধারয়েৎ।
 ততস্ত্ব যোগযুক্তস্য জিতেন্দ্রস্য যোগিনঃ।
 উপসর্গাঃ পুনশ্চান্যে জায়ন্তে প্রাণসংজ্ঞকাঃ॥২৭
 পৃথিবীং ধারয়েৎ সৰ্ব্বাং ততশ্চাপো হ্যনন্তরম্॥
 ততোহগ্নিঞ্চৈব সৰ্ব্বেষামাকাশং মন এব চ।
 ততঃ পরাং পুনর্মুর্দ্ধিং ধারয়েদ্যত্নতো যতী॥২৯
 সিদ্ধীনাঞ্চৈব লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ।
 পৃথ্বীং ধারয়মাণস্য মহী সূক্ষ্মা প্রবর্ততে॥২০
 আত্মানং মন্যতে নিত্যং পৃথ্বীগন্ধঞ্চ জায়তে।
 অপো ধারয়মাণস্য আপঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি হি॥২১
 শীতা রসাঃ প্রবর্তন্তে সূক্ষ্মা হুমতসমিভাঃ।
 তেজো ধারয়মাণসং তেজঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ততে॥২২
 আত্মানং মন্যতে তেজস্তত্ত্বাবমনুপশ্যতি।
 বায়ুং ধারয়মাণস্য বায়ুঃসূক্ষ্মঃ প্রবর্ততে॥২৩

আহারে জিতেন্দ্রিয়াভাবে নিদ্রা জয় করত মস্তকে সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করিবেন। ইহার পর সেই জিতেন্দ্র যোগীর প্রাণনামক অপর উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। ১০—১৭। প্রথমে পৃথিবীর ধারণা করিবে, তারপর যথাক্রমে জলের ধারণা, অগ্নির ধারণা, বায়ুর ধারণা, আকাশের ধারণা, মনের ধারণা, ও বুদ্ধির ধারণা করিতে হয়। যত্ন সহকারে এ সকলের ধারণা করিবে এবং সিদ্ধি-লক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া এক একটি পরিত্যাগ করিবে। পৃথ্বী ধারণা করিলে তৎশরীরে সূক্ষ্মরূপে পৃথ্বীতত্ত্ব সংক্রান্ত হয়। যোগী তখন নিয়ত আপনাকে পৃথ্বীময় মনে করেন, এবং তাঁহার শরীরে উত্তম গন্ধ উপলব্ধ হয়। জলের ধারণায় সূক্ষ্ম জল সংক্রান্ত হয়; তাহাতে তদীয় দেহে অমৃতসম শীত সূক্ষ্ম রস প্রবাহিত হয়। তেজের ধারণায় তেজঃসূক্ষ্মরূপে সংক্রান্ত হয়; তাহাতে যোগীর আপনাকে তেজোময় বলিয়া বোধ হয়। বায়ুধারণায় বায়ু সূক্ষ্মরূপে সংক্রান্ত হয়; তাহাতে

আত্মানং মন্যতে বায়ুং বায়ুবলমূলং ত্রমেৎ ।
 আত্মানং ম তে নত্যং বায়ুঃ সূক্ষ্মঃ প্রবর্ততে*
 আকাশং ধারয়ণস্য ব্যোম সূক্ষ্মং প্রবর্ততে ॥
 তথ্য মনো ধারয়তো মনঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ততে ।
 পশ্যতে মণ্ডলং সূক্ষ্মং ঘোষচাস্য প্রবর্ততে ।
 মনসা সৰ্বভূতানাং মনস্ত বিশতে হি সঃ ॥ ২৬
 বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যদা যুগ্মতদা বিজ্ঞায় বুদ্ধ্যতে ।
 ত্রতানি সপ্ত সূক্ষ্মানি বিদিত্বা যন্ত যোগবিৎ ॥
 পরিত্যজতি মেধাবী স বুদ্ধ্যা পরমং ব্রজেৎ ॥
 যস্মিনযস্মিংশ্চ সংযুক্তো ভূত ঐশ্বর্যলক্ষণে ॥২৮
 তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেনৈব প্রবিনশ্যতি ।
 তস্মাদ্বিদিভ্য সূক্ষ্মানি সংসক্তানি পরস্পরম্ ॥২৯
 পরিত্যজতি যো বুদ্ধ্যা স পরং প্রাপুয়াধিজঃ ।
 দৃশ্যন্তে হি মহত্মান ঋষয়ো দিব্যচক্ষুষঃ ॥৩০
 সংসক্তাঃ সূক্ষ্মভাবেষু তে দোষান্তেষু সংজিতাঃ
 তস্মান্ন নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ সূক্ষ্মেষুহ কদাচন ॥ ৩১

ঐশ্বর্য্যাজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্ম চোচ্যতে
 বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মানি ষড়ঙ্গং মহেশ্বরম্ ॥
 প্রধানবিনিয়োগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩২
 সৰ্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
 স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ ।
 অনন্তশক্তিচ বিভোবিধিজ্ঞাঃ
 ষড়াহরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥ ৩৩
 নত্যং ব্রহ্মাননো যুক্ত উপসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 জিতশ্বাসোপসর্গস্য জিতরাগস্য যোগিনঃ ॥৩৬
 একা বহিঃ শরীরেহস্মিন্ ধারণা সার্বকামিকী
 বিশেষদা দ্বিজো যুক্তো যত্র যত্রপিয়েন্ননঃ ॥
 ভূতান্যাবিশতে ব্যপি ত্রৈলোক্যং চাপি

কম্পয়েৎ ।

ত্রতয়া প্রবিশেদেহং হিত্বা দেহং পুনস্তহ ॥৩৬
 মনো দ্বারং হি যোগানামাদিত্যঞ্চ বিনির্দ্দেশেৎ

যোগী আপনাকে বায়ুময় বোধ করেন; এবং
 বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারেন । আকাশ
 ধারণা করিলে সূক্ষ্ম আকাশ সংক্রান্ত হয়;
 তাহাতে যোগী শব্দসম্পন্ন হয়েন, এবং তাঁহার
 সূক্ষ্ম মণ্ডল দর্শন হইয়া থাকে । মনের ধারণায়
 সূক্ষ্ম মনঃসঞ্চারণ হয়, এইজন্য যোগী
 সৰ্বভূতের মনোমধ্যে আত্মমনো নিবেশে
 সমর্থ হয়েন । আর বুদ্ধির ধারণা দ্বারা যোগী
 সমস্ত তত্ত্ববোধে সমর্থ হয়েন । যে যোগী এই
 সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও তুচ্ছবোধে
 পরিহার করে, তিনি বুদ্ধি গুণে পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত
 হয়েন । ২৮-২৭ । যোগী মানব, ঐশ্বর্য্যলক্ষণ
 যে কোন ভূতে আসক্ত হইলেই তাঁহার
 বিনাশ নিশ্চিত । অতএব যে দ্বিজ, সূক্ষ্ম
 পরস্পরসংসক্ত ভূতসমূহ পরিহার করেন,
 তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন । এরূপ দেখা
 গিয়াছে যে, দিব্যচক্ষু মহাত্মা ঋষিগণও সূক্ষ্ম
 ভাবসমূহে সমাশক্তি হেতু দোষ প্রাপ্ত

হইয়াছেন । অতএব সূক্ষ্ম ভূতসমূহে একান্ত
 অস্থাবান্ হইবে না । ঐশ্বর্য্য হইতে অনুরাগ
 জন্মে; কিন্তু ব্রহ্ম-রাগহীন । এজন্য সপ্ত সূক্ষ্ম
 তত্ত্ব এবং ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে জানিয়া যিনি
 প্রকৃতি-নিয়োগ কৌশলে পারদর্শী হইতে
 পারেন; তিনিই সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ।
 বিধিতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যাক্তবর্গ, বিদু মহেশ্বরের ছয়টি
 অঙ্গ নির্বাচন করেন; যথা,-সৰ্বজ্ঞতা, তৃপ্তি,
 অনাদি বুদ্ধি, স্বতন্ত্রতা, নিয়ত স্বপ্রকাশ-
 শক্তিমত্তা, এবং অনন্তশক্তি । পরম ব্রহ্মকে
 পরমধনজ্ঞানে নিয়ত যোগমুক্ত হইলে যোগী
 যোগোপসর্গ হইতে বিমুক্ত হয়েন । যাহার শ্বাস
 ও উপসর্গ বিজিত হইয়াছে, তাঁহার সৰ্ব-
 কামসাধনী একটি মাত্র ধারণাই বিহিত । যোগী
 যেখানে যেখানে মনঃসমাধানপূর্বক ধারণা
 অবলম্বন করেন, তিনি কখন ত্রৈলোক্যকে
 কম্পিত করিতে পারেন; কখন বা দেহ ছাড়িয়া
 দেহান্তরেও প্রবেশে সক্ষম হয়েন । ২৮-৩৬ ।
 সকল যোগেরই মন দ্বারস্বরূপ । আদিত্যকেও
 যোগের দ্বাররূপে নির্দেশ করা

* কুচিদিদমধিকং লভ্যতে ।

আদানাভিন্দ্রিয়াণাং তু আদিত্য ইতি চোচ্যতে
 এতেন বিধিনা যোগী বিরক্তঃ সূক্ষ্মধর্জিতঃ ।
 প্রকৃতিং সমতিক্রম্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৩৭॥
 ঐশ্বর্যগুণসম্প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতং তু তং প্রভুমা ॥
 দেবস্থানেষু সর্বেষু সর্বতন্ত নিবর্তয়েৎ ॥৩৮॥
 পৈশাচেন পিশাচাংচ রাক্ষসেন চ রাক্ষসান ॥
 গান্ধর্বেন চ গন্ধর্বান্ কৌবেরেন কুবেরজান ॥
 ইন্দ্রমৈন্দ্রেণ স্থানেন সৌম্যং সৌম্যেন চৈব হি
 প্রজাপতিং তথা চৈব প্রাজাপত্যেন সাধয়েৎ
 ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ চাপ্যেবমুপামন্ত্রয়তে প্রভুমা ॥
 তত্র সন্তস্ত উন্যন্তস্তস্মাৎ সর্বং প্রবর্ততে ॥ ৪২
 নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্তঃ স্থানান্যেতানি বৈ

ত্যজ্যেৎ

অসঙ্কমানঃ স্থানেষু দ্বিজঃ সর্বগতো ভবেৎ ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যোগোপ-
 সর্গনিরূপণং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥১২॥

যায় । ইন্দ্রিয় আদান করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি
 নিচয় আকর্ষণ করেন বলিয়া আদিত্য নাম
 নিরক্ত হইয়াছে । যোগী বিষয়াসক্তিরহিত ও
 সূক্ষ্মতন্ম্রে সংস্রববর্জিত হইয়া এই
 বিধানানুমত যোগানুষ্ঠানে রত হইলে,
 প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া রুদ্র-লোকে
 সমস্মানে বাস করিতে পারে । ঐশ্বর্য
 গুণোৎপত্তি হইলে যোগী ব্রহ্মভূত হইবেন ।
 তখন তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহ-শক্তি দৃষ্ট হয় ।
 তদবস্থায় তিনি দেবস্থান সমূহেও আর ধারণা
 করিবেন না । তখন তিনি স্বকীয় পৈশাচ গুণে
 পিশাচদিগকে, রাক্ষস গুণে রাক্ষসগণকে,
 গান্ধর্ব গুণে গন্ধর্ববর্গকে, যক্ষীয় গুণে
 যক্ষদিগকে, ইন্দ্র গুণে ইন্দ্রকে, সৌম্য গুণে
 সৌমকে এবং প্রাজাপত্য গুণে প্রজাপতিকে
 সাধন করিবেন । যোগী ব্রহ্মগুণে ব্রাহ্মাকেও
 সাধন করিবেন । সেই প্রভুই সর্ব কার্যের
 প্রবর্তক, তাঁহাতে একান্ত আসক্ত হইলে উন্নত
 হইতে হয়; এজন্য এই সমস্ত গুণ

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ঐশ্বর্যগুণবিস্তরম্ ।
 যেন যোগবিশেষেণ সর্বলোকানতিক্রমেৎ ॥১॥
 তত্রাষ্টগুণমৈশ্বর্যং যোগিনাং সমদাহৃতম্ ।
 তৎসর্বং ক্রমযোগেণ উচ্যমানং বিবোধত ॥২॥
 অণিমা লক্ষ্মী চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ ।
 প্রাকাম্যং চৈব সর্বত্র জশিত্বং চৈব সর্বতঃ ॥৩॥
 বশিত্বমথ সর্বত্র যত্র কামাবসায়িতা ।
 তচ্চাপি বিবিধং জ্ঞেয়মৈশ্বর্যং সাক্ষকামিকম্ ॥৪॥
 সাবদ্যং নিরবদ্যং চ সূক্ষ্মং চৈব প্রবর্ততে ।
 সাবদ্যং নাম যন্তস্তু পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্ ॥৫॥
 নিরবদ্যং তথা নাম পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্
 ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অহঙ্কারচ বৈ স্মৃতম্ ॥৬॥
 তত্র সূক্ষ্মপ্রবৃত্তস্ত পঞ্চভূতাত্মকং পুনঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারসংজিতঃ ॥৭॥
 তথা সর্বময়ং চৈব আত্মাত্মা খ্যাতিরেব চ ।

স্থান বর্জনপূর্বক ব্রহ্মনিয়ত চিন্তে যোগ সাধানে
 সমাসক্ত হইলে দ্বিজ যোগী সর্বগামী হইতে
 পারেন । ৩৭-৪৩ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর যে সকল যোগ-
 কৌশল দ্বারা সর্বলোক অতিক্রম করা যায়,
 সেই সকল যোগৈশ্বর্য বর্ণন করিতেছি ।
 যোগিগণের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য প্রসিদ্ধ; আমি
 যথাক্রমে তৎসমস্ত বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ
 করুন । অণিমা, লক্ষ্মী, মহিমা, প্রাপ্তি,
 প্রাকাম্য, জশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা;
 এই অষ্ট ঐশ্বর্য । ইহারাও আবার সাবদ্য,
 নিরবদ্য ও সূক্ষ্মভাবে প্রবর্তিত হয় । স্থূল
 ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন,
 বুদ্ধি ও অহঙ্কার; আর সর্বময় আত্মখ্যাতি; -
 - অষ্ট ঐশ্বর্যের এই

সংযোগ এবং ত্রিবিধঃ সূক্ষ্মেষেব প্রবর্ততে॥৮
পুনরষ্টাণ্ডণস্যাপি তেন্বেবাথ প্রবর্ততে ।
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি যথাহ ভগবান প্রভুঃ॥৯
ত্রৈলোক্যে সর্বভূতেষু জীবস্যানিয়তঃ স্মৃতঃ ।
অনিমা চ যথাব্যক্তং সর্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম॥১০
ত্রৈলোক্যে সর্বভূতানাং দুঃপ্রাপ্যং সমুদাহৃতম
তচ্চাপি ভবতি প্রাপ্যং প্রথমং যোগিনাং বলাৎ
লম্বনং প্লবনং যোগে রূপমস্য সদা ভবেৎ ।
শীঘ্রং সর্বভূতেষু দ্বিতীয়ং তৎপদং স্মৃতম্ ॥১২
ত্রৈলোক্যে সর্বভূতানাং প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ
মহিমা চাপি যো ঘন্থিংস্তৃতীয়ো যোগ উচ্যতে॥
ত্রৈলোক্যে সর্বভূতেষু ত্রৈলোক্যমগমং স্মৃতম্
প্রকামান বিষয়ান ভুঙেক্ত নচ প্রতিহতঃ কুচিং
ত্রৈলোক্যে সর্বভূতানাং সুখদুঃখে প্রবর্ততে ।
ঈশো ভবতি সর্বত্র প্রবিভাগেন যোগবিৎ॥
বশ্যানি চৈব ভূতানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
ভবন্তি সর্বকার্যেষু ইচ্ছতো ন ভবন্তি চ॥ ১৬
যত্র কামাবসায়িত্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।

ইচ্ছয়া চেন্দ্রিয়াণি স্যুর্ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥১৭
শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চৈব মনস্তথা ।
প্রবর্ততেহস্য চেচ্ছাতো ন ভবন্তি তথেষ্টয়া॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ভিদ্যতে ন চ হিদিতে
ন দহ্যতে ন মুহ্যতে হীয়তে ন চ লিপ্যতে॥ ১৯
ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি ন খিদ্যতি কদাচন ।
ক্রিয়তে চৈব সর্বত্র তথা বিক্রিয়তে ন চ॥২০
অগন্ধরসরূপস্ত স্পর্শশব্দবিবর্জিতঃ ।
অবর্ণো হ্যস্বরশ্চৈব তথা বর্ণস্য কহিচিং॥২১
ভুঙেক্ত্বং বিষয়াংশ্চৈব বিষয়েন চ যুজ্যতে ।
জ্ঞাত্বা তু পরমং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মত্বাচ্চাপবর্গকঃ॥২২
ব্যাপকস্ত বির্গাচ্চ ব্যাপিত্বাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ ।
পুরুষঃ সূক্ষ্মভাবাতু ঐশ্বর্যো পরতঃ স্থিতঃ॥২৩
গুণান্তরং তু ঐশ্বর্যে সর্বতঃ সূক্ষ্ম উচ্যতে ।
ঐশ্বর্যম প্রতীঘাতি প্রাপ্য যোগমনুত্তমম্ ॥
অপবর্গং ততো গচ্ছেৎ সুসূক্ষ্মং পরমং পদম্॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যোগৈশ্বর্য-
নিরূপিণং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ॥১৩॥

ত্রিবিধ প্রবৃত্তি । সূক্ষ্ম ও স্থূল সর্বভূতেই এই
অষ্ট ঐশ্বর্য যে ভাবে প্রবৃত্ত হয়, প্রভু ব্রহ্মা
যেমন বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি । ১-
৯ । ত্রৈলোক্যে যত জীব জন্তু আছে, তাহাদিগের
সকলেরই অনিমা যোগীর আয়ত্ত হয় ।
ত্রৈলোক্যগত সর্বভূতের যাহা কিছু দুঃপ্রাপ্য,
যোগী যোগবলে তৎসমস্তই অনায়াসে প্রাপ্ত
হয়েন । দ্বিতীয়ৈশ্বর্য লঘিমার সাহায্যে যোগী
আকাশাবলম্বনে দ্রুত গমনে সমর্থ হয়েন ।
তৃতীয়ৈশ্বর্য প্রাপ্তি দ্বারা যোগী ত্রৈলোক্যের সর্ব
পদগার্হ প্রাপ্ত হয়েন । প্রাকাম্য ঐষড়ার্ঘ্যের
ফলে ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করিতে পারেন;
কুত্রাপি প্রতিহত হয়েন না । মহিমা দ্বারা এক
স্থানে থাকিয়াই ত্রৈলোক্যের সর্বত্র সংযুক্ত
হইতে পারেন । ঈশিত্ব প্রভাবে ত্রৈলোক্যের
সর্বভূতের সুখ-দুঃখ বিধানে সমর্থ হয়েন ।
বশিত্ব দ্বারা সকলেই যোগীর বশতাপন্ন হইয়া
থাকে । বশিত্ব ও কামাব

সায়িত্ব প্রভাবে যোগীর ইচ্ছানুসারেই সর্বকাম
লাভ ও প্রাণিগণের বশ্যতা ঘটে;- ইচ্ছা না
থাকিলে হয় না । শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও
মন - এ সমস্তই যোগীর ইচ্ছানুসারে কখন
প্রবর্তিত হয়; কখন হয় না । ১০-১৮ । সেই
যোগীর জন্ম, মৃত্যু, ক্ষেদ, ভেদ, দাহ, মোহ,
সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষয়, ক্ষরণ, বেদ বা
বিকারাদি কিছুই নাই । তিনি সর্ববস্ত্রায়ই আপন
ইচ্ছানুসারে কার্য সম্পাদন করিতে পারেন ।
গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বর্ণ, স্বর - এ সকল
তাঁহার কিছুই নাই । তিনি বিষয় ভোগ করেন
বটে কিন্তু বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না । পরম সূক্ষ্মের
জ্ঞান হইলে অপবর্গ লাভ হয় । সেই অপবর্গ
অতীব সূক্ষ্ম । পরম পুরুষ অপবর্গেরও ব্যাপক;
ব্যাপিত্ব হেতুই তাঁহাকে পুরুষ বলা যায় ।
পুরুষ, সূক্ষ্মভাবে পরম ঐশ্বর্যে অবস্থিত ।
ঐশ্বর্যগত গুণান্তর সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম । মানব,
উত্তম যোগ প্রভাবে অনপায়ী

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

ন চৈবমাগতোহজ্ঞানদ্রাগাৎ কৰ্ম সমাচরেৎ ।
রাজসং তামসং বাপি ভুক্তা তত্রৈব যুজ্যতে ॥
তথা সুকৃতকৰ্ম্মা তু ফলং স্বর্গে সমশ্রুতে ।
তস্মাৎ হৃদানাং পুনর্ভ্রষ্টো মানসুধ্যমনুপদ্যতে ॥২
তস্মাৎ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মং ব্রহ্ম শাস্বতমুচ্যতে ।
ব্রহ্ম ত্রৈব হি সেবেত ব্রহ্মৈব পরমং সুখম্ ॥৩
পরিশ্রমন্ত যজ্ঞানাং সহতার্থেন বর্ততে ।
ভূয়ো মৃত্যুবশং যাতি তস্মান্মোক্ষঃ পরং সুখম্
অথ বৈ ধ্যানসংযুক্তো ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ ।
ন স স্যাচ্ছ্যাপিতুং শক্যো মনন্তরশতৈরগি ॥৫
দৃষ্টা তু পুরুষং দিব্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বরূপিণম্
বিশ্বপাদশিরোহ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্ ।
বিশ্বগন্ধং বিশ্বমাল্যং বিশ্বাম্বরধরং প্রভুম্ ॥৬

ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরে সুসূক্ষ্ম অপবর্গাখ্য
পরম পদ লাভ করে । ১৯-২৪ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন, - পূর্বকথিত
ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত প্রাণীরা অজ্ঞানবশে রাজস
ও তামস কৰ্ম্ম সমুদয় করিয়া তত্তদগুণে
সংযুক্ত হয় । সুকৃতকৰ্ম্মা জনগণ
স্বর্গবাসাদিরূপে তৎফল ভোগ করে এবং
তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় মনুষ্যতা প্রাপ্ত
হয় । একমাত্র পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মই চিরস্থায়ী;
অতএব ব্রহ্মেরই সেবা করিবে । ব্রহ্মই পরম
সুখরূপ । মহাপ্রযত্নে অনেক অর্থ ব্যয়
করিয়া বহু পরিশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় বটে,
কিন্তু পুনরায় মৃত্যুবশীভূত হইতে হয়;
অতএব মোক্ষই পরম সুখ । ধ্যানসংযুক্ত
ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি কাহারও শত মনন্তর
প্রযত্নেও ব্যাপ্য হয়েন না । বিশ্বাখ্য, বিশ্বরূপী
বিশ্বপাদ শিরোহ্রীব, বিশ্বেশ, বিশ্বভাবন,

গোভির্মহী সংযততে পতত্রিণং
মহাত্মানং পরমমতিং বরেণ্যম্ ।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
সূক্ষ্মাচ্চ সূক্ষ্মং মহতো মহান্তম্ ॥৭
যোগেন পশন্ত নচক্ষুষা তং
নিরিন্দ্রিয়ং পুরুষং রুদ্রবর্ণং ।
অলিঙ্গিনং পুরুষং রুদ্রবর্ণং
সলিঙ্গিনং নির্ভণং চেতনং চ ॥৮
নিত্যং সদা সর্বগতস্ত শৌচং
পশ্যন্তি যুক্ত্যা হ্যচলং প্রকাশকম্ ।
তদ্ভাবিতস্তেজসা দীপ্যমান-
স্থপানিপাদোদরপার্শ্বজিহ্বাঃ ॥
অতীন্দ্রিয়োহদ্যাপি সুসূক্ষ্ম একঃ
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥১০
নাস্যন্ত্যবুদ্ধং ন চ বুদ্ধিরস্তি
স বেদ সর্বং ন চ বেদবেদ্যঃ ॥১১
তমাহরগ্য পুরুষং মহান্তং
সচেতনং সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্ ॥১১

বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য, বিশ্বাম্বরধর, প্রভু,
নিজকিরণে ভূমণ্ডলের সংযমনকারী, নিয়ত
গতিমান, পরম গতি, বরেণ্য, মহাত্মা, কবি,
অনুশাসক, সূক্ষ্মাপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্থলাপেক্ষা স্থল,
নিরিন্দ্রিয় দিব্য পুরুষকে যোগী ব্যক্তিই
প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন । যোগিগণ
যুক্তিবলে, সেই চেতনাত্মক নিত্য নির্ভণ
চিরহীন পরম পুরুষকে সত্ত্ব, স্বর্ণবর্ণ,
সকলব্যাপী, শুচি ও অচলসম প্রকাশমানরূপে
দর্শন করেন । সেই এক অতীন্দ্রিয় সুসূক্ষ্ম পরম
পুরুষ ভাবনাত্মক তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান,
এবং পাণি পাদ উদর পার্শ্ব ও জিহ্বাহীন । তিনি
অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, অকর্ণ হইয়াও
শ্রবণ করেন । ইহার অবুদ্ধ কিছুই নাই, অথচ
ইহার বুদ্ধিও নাই; ইনি সকলই জানেন; পরন্তু
ইহাকে বেদও জানেন না । এই সর্বগত
অতিসূক্ষ্ম সচেতন মহান পুরুষকেই সর্বপ্রা
বত্তী পরম পুরুষ বলে । ১-১১ । সকল

তমাহ্মুনয়ঃ দর্বে লোক প্রসবধর্মিণীম ।
 প্রকৃতিং সর্বভূতানাং যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥
 সর্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্বতোহন্ধিশিরোমুখম্
 সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩
 যুক্তা যোগেন চেশানং সর্বতশ্চ সনাতনম ।
 পুরুষং সর্বভূতানাং তস্মাদ্ভ্যাতা ন মুহ্যতি ॥১৪
 ভূতাত্মানং মহাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম ।
 সর্বাভ্যানং পরং ব্রহ্ম তদৈ ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি ॥
 পবনো হি যথা গ্রাহ্যো বিচরন সবিসৃজিষু ।
 পুরি শেতে তথাত্রে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে
 অথ চেন্দ্রপদম্মাত্ত্ব সবিশেষৈশ্চ কর্মভিঃ ॥
 অতস্ত ব্রহ্মযোনিয়াং বৈ শুক্রশোণিতসংযুতম ॥
 স্ত্রীপুমাংসপ্রযোগেণ জায়তে হি পুনঃপুনঃ ।
 ততস্ত গর্ভকালে তু কললং নাম জায়তে ॥৮
 কালেন কললঞ্চাপি বৃদ্ধবৃদ্ধশ্চ প্রজায়তে ।
 মৃৎপিণ্ডস্ত যথা চক্রে চক্রাবর্তেন পীড়িতঃ ॥১৯
 হস্তাভ্যাং ক্রিয়মাণস্ত বিশ্বত্বমুপগচ্ছতি ।

মুনিগণ, তাঁহাকে সর্বভূত প্রসবধর্মিণী প্রকৃতি
 বলিয়া থাকেন; যোগীরা তাঁহাকে ধ্যানযোগে
 চিন্তামধ্যে প্রত্যক্ষ করেন । তাঁহার পাণি-পাদ
 সর্বত্র, সর্বত্রই চক্ষু-কর্ণ-মুখ ও মস্তক; তিনি
 সমস্ত আবরণপূর্বক অবস্থান করেন । ধ্যানযোগ
 দ্বারা এই সর্বগত সনাতন সর্বভূতেশ পরম
 পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলে পুনরায় মোহগ্রস্ত
 হইতে হয় না । সেই ভূতাত্মা, মহাত্মা,
 পরমাত্মা, সর্বাভ্যাত্মা, অব্যয় পর ব্রহ্মকে ধ্যান
 করিলে যোগী কদাচ মোহাচ্ছন্ন হয়েন না ।
 সর্বভূতে বিচরণশীল পবনের ন্যায় সর্বভূতের
 হৃদয়াকাশপুরে শয়ন করে বলিয়া তাহাকে পুরুষ
 বলে । ধর্ম হীন জীবগণ প্রবিকৃত কর্মবশে সেই
 ব্রহ্মযোনিতে শুক্রশোণিতযুক্ত স্ত্রী-পুরুষরূপে
 পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে । গর্ভ কালে
 প্রথমতঃ মিলিত শুক্রশোণিভ কললাকার ধারণ
 করে; পরে কালবশে তাহা বৃদ্ধদাকার প্রাপ্ত হয় ।
 চক্রম্যন্ত মৃৎপিণ্ড যেমন চক্রাবর্তে বিঘূর্ণিত ও

ত্রবমাত্মা স্মিসংযুক্তো বায়না সমুদীরিতঃ ॥২০
 জায়তে মানুষস্তত্র যথারূপং তথা মনঃ ।
 বায়ুঃ সম্ভাতে তেষাংবাতাং সম্ভায়তে জলম্
 জলাৎ সম্ভবতি প্রাণঃ প্রাণ চ্ছুক্রং বিবর্জতে ।
 রক্তভাগাশ্রয়জ্জিহ্বাশ্চুক্রভাগাশ্চতুর্দশ ॥২২
 ভাগতোহর্দ্ধবলং কৃত্বা ততো গর্ভে নিষেচ্যতে
 ততস্ত গর্ভসংযুক্তঃ পঞ্চাভির্বাযুভিবৃডঃ ॥২৩
 পিতুঃ শরীরাৎ প্রত্যঙ্গং রূপমস্যোপজায়তে ।
 ততোহস্য মাতৃরাহারাৎ পীতলীড়প্রবেশিতম ।
 নাভিস্রো নঃপ্রবেশেন প্রাণাধারো হি দেহিনাম্
 নব মাসান্ পরিক তণ্ডঃ সংবেস্টিতশিরোধরঃ ॥
 বেস্টিতঃ সর্বগাত্রেশ্চ অপূর্য্যায়ক্রমাগতঃ ।
 নবমাসোয়িতশ্চৈব যোনিচ্ছিন্নাদবাসুখ ॥২৬
 ততস্ত কর্মভিঃ পাপৈর্নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ।
 অসিপত্রবনং চৈব শাল্মলীচ্ছেদভেদয়োঃ ॥২৭

কুলালকর দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া ঘট শরাবাদি
 নানাকার ধারণ করে, আত্মাও তদ্রূপ বায়ু দ্বারা
 পরিচালিত হইয়া কালবশে অস্থিযুক্ত বিবিধ
 মনঃসম্পন্ন মানুষরূপ সমুৎপন্ন হয়েন । বায়ু
 সেই সকল আশ্রয় করিয়া থাকে । বায়ু হইতে
 জলের উৎপত্তি হয় । জল হইতে প্রাণ এবং
 প্রাণ হইতে শুক্র জন্মে । ত্রয়জ্জিহ্বা ভাগ রক্ত
 ও চতুর্দশ ভাগ শুক্র একত্র মিলিত হইয়া
 সমুদায় অর্দ্ধ পল পরিমাণে গর্ভাশয়ে নিষিদ্ধ
 হইলে তদুৎপন্ন গর্ভ পঞ্চ বায়ু দ্বারা আবৃত
 হয় । ক্রমে পিতৃশরীর অনুসারে তাহার অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গ ও রূপ জন্মে । মাতার ভুক্তপীত দ্রব্যের
 রস, নাভিরক্ত দ্বারা গর্ভস্থ জীবে প্রবিষ্ট হয় ।
 তাহাতেই দেহিগণের প্রাণধারণ হইয়া থাকে ।
 ১২-২৪ । গর্ভগত সেই জীব নয় মাস যাবৎ
 গর্ভনাড়ী দ্বারা আপাদ মস্তক সর্বগাত্রে
 বিপর্য্যস্তভাবে বেষ্টিত হইয়া অধোমুখে বাস
 করত নবমাসান্তে প্রসূত হয় । মরণান্তে পুনরায়
 পাপকর্মের ফলে নরক প্রাপ্ত হয় । তদবস্থায়
 অসিপত্রবন ও শাল্মলী নরকে ছেদ

তত্র নির্ভৎসনং চৈব তথা শোণিতভোজনম ।
 ত্রাতান্ত যাতনা ঘোরাঃ কৃত্তীপাকসুদুঃসহাঃ ২৮
 যথা হ্যাপস্ত বিচ্ছিন্নাঃ স্বরূপমুপযান্তি বৈ ।
 তস্মাচ্ছিন্নাশ্চ ভিন্নাশ্চ যাতনাস্থানমাগতাঃ ২৯
 এবং জীবন্ত তৈঃ পাপৈস্তপ্যমানঃ স্বয়ংকৃতৈঃ
 প্রাপুয়াৎ কৰ্মাভিঃ শেষং দুঃখং বা যদি চেতরং
 একেনৈব তু গন্তব্যং সৰ্ব্বমৃত্যুনিবেশনম ।
 একেনৈব চ ভ্যেজ্যং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ
 ন হ্যেনং প্রস্থিতং কশ্চিদগচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ।
 যদনেন কৃতঃ কৰ্ম তদেনমনুগচ্ছতি ৩২
 তে নিত্যং যমবিষয়ে বিভিন্দ্বেদেহাঃ
 ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসম্প্রয়োগৈঃ
 শুষান্তে পরিগতবেদনাশরীরা
 বহ্বীভিঃ সুভৃশমধর্মযাতনাভিঃ ৩৩
 কর্মণা মনসা বাচা যদভীক্ষং নিষেচ্যতে ।
 তৎ প্রসম্য হরেৎ পাপং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ

যাদৃগজাতানি পাপানি পূর্বং কৰ্ম্মানি দেহিনঃ
 সংসারং তামসং তাদৃক্ ষড়বিধং প্রতিপদ্যতে
 মানুষ্যং পশুভাবঞ্চ পশুভাবানুগো ভবেৎ ।
 মৃগত্বাৎ পক্ষিভাবঞ্চ তস্মাচ্চৈব সন্নীসৃপঃ ৩৬
 সন্নীসৃপত্বাদগচ্ছেদ্ধি স্থাবরত্বং ন সংশয়ঃ ।
 স্থাবরত্বং পুনঃ প্রাপ্তো যাবদুন্নিষতে নরঃ ৩৭
 কুলালচক্রবদ্বাস্তন্ত্রৈব পরিকীর্তিতঃ ।
 ইত্যেবং হিমনুষ্যাদিঃ সংসারে স্থাবরাস্তকে
 বিজ্ঞেয়স্তামসো নাম তত্রৈব পরিবর্ততে ।
 সাত্ত্বিকশ্চাপি সংসারো ব্রহ্মাদিঃ পরিকীর্তিতঃ
 পিশাচান্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বর্গস্থানেষু দেহিনাম ।
 ব্রাহ্মে তু কেবলং সস্তুং স্থাবরে কেবলং তমঃ
 চতুর্দশানাং স্থানানাং মধ্যে বিষ্টন্তকং রজঃ ।
 মর্ম্মসু চিহ্নদ্যমানেষু বেদনার্তস্য দেহিনঃ ৪১
 ততস্ত পরমং ব্রহ্ম কং ধংবিপ্রঃ স্মরিষ্যতি ।
 সংস্কারাৎ পূর্বধর্ম্মস্য ভাবনায়াং প্রণোদিতঃ ।

ভেদ, শোণিতভোজন নরকে রক্ত পান, কোন
 কোন নরকে দুঃসহ ভৎসনা এবং কৃত্তীপাক
 নরকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । জল
 যেমন ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও পুনরায় একীভূত
 হয়, তদ্রূপ জীবগণও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াও
 অবিকৃত শরীরেই যাতনা-রাশি অনুভব
 করিতে থাকে । জীব এই ভাবে স্বকৃত
 কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ।
 একাকীই মৃত্যুপুরে যাইতে হয় আর
 একাকীই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়; অতএব
 সৎকর্ম্ম আচরণ করা সকলেরই কর্তব্য ।
 ইহলোক হইতে প্রস্থান কালে অপর কেহই
 অনুগমন করে না; কেবল মাত্র কৃত
 কর্ম্মসমূহই অনুগমন করিয়া থাকে । ২৫-
 ৩২ । পাপিগণ যমরাজ্যে যাইয়া বহুবিধ
 ঘোরতর মাতনায় ছিন্ন-ভিন্নদেহে বেদনাবশে
 দারুণ আর্তনাদ সহকারে শুষ্ক হইতে থাকে ।
 কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা নিরন্তর যে সকল

পাপানুষ্ঠান করা হয়, অন্তকালে তাহারাই
 বলপূর্বক পাপীকে যাতনাস্থানে লইয়া যায় ।
 অতএব সৎকর্ম্ম আচরণ করাই কর্তব্য । দেহী
 পূর্বে যেমন পাপাচরণ করে, পরে তদনুরূপ
 ষড়বিধ তামস সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সন্নীসৃপ ও স্থাবর,
 এইরূপ ক্রমে পরপর নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হইয়া
 পাপী জীব পুনরায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয় । এই
 প্রকারে কুলালচক্রের ন্যায় জীবের গতি
 নিরূপিত । মনুষ্যাদি স্থাবরাস্ত, তামস সৃষ্টি
 স্বর্গে অধিষ্ঠিত । ব্রহ্মাতে কেবল সস্তু আর
 স্থাবরে কেবল তমঃ; এবং চতুর্দশবিধ সৃষ্টির
 মধ্যবর্তী সৃষ্টিগুলি রজোগুণে পরিব্যাপ্ত । হে
 বিপ্রগণ । দেহিগণের বিষয়সম্ভজ ক্রেশে
 মর্ম্মসকল ছিন্ন-ভিন্ন হয়; তাহার সর্বদাই
 দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার
 আপনা হইতে সেই পরব্রহ্মের স্মরণ করিবে
 কিরূপে? পূর্বসংস্কার ও

মানুষ্যং ভজতে নিত্যং তস্মান্নিত্যং সমাদধেৎ
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পাণ্ডপত-
যোগনিরূপণং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

বায়ুরূবাচ।

চতুর্দশবিধং হ্যেতদ্বৃদ্ধা সংসারমণ্ডলম।
তথা সমারভেৎ কন্ম সংসার ভয়পীড়িতঃ ১
ততঃ স্মরতি সংসারং চক্রেণ পরিবর্তিতঃ।
তস্মাত্তু সততং যুক্তো ধ্যানতৎপরযুক্তকঃ ২
তথা সমারভেদএষাগং যথান্নানং স পশ্যতি।
এষ আদ্যঃপরং জ্যোতিরেষ সেতুরনুত্তমঃ ৩
বিরুদ্ধো হ্যেষ ভূতানাং ন সন্তেদচ্চ শাস্বতঃ।
তদেনং সেতুমাআনমগ্নিং বৈ বিশ্বতোমুখমঃ ৪
হৃদিস্থং সর্বভূতানামুপাসীত বিধানবিৎ।

হৃতাষ্টাবাহতীঃ সম্যকুচ্চিস্তবগতমানসঃ ৫
বৈশ্বনরং হৃদিস্থং তু যথাবদনুপূর্বশঃ।
অপঃ পূর্বং সর্কং প্রাশ্য ভূমীং ভূত্বা উপাসতে
প্রাণায়েতি ততস্তস্য পথমা হ্যাহতিঃ স্মৃতা।
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়ৈতি চাপরা ৬
উদানায় চতুর্থীতি ব্যানায়ৈতি চ পঞ্চমী।
স্বাহাকারৈঃ পরং হৃদ্বা শেষং ভূমীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সর্কং প্রাশ্য ত্র্যচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ
প্রাণানাং গ্রহরস্যাআ রুদ্রো হ্যাত্মা বিশান্তকঃ
স রুদ্রো হ্যাত্মাত্মঃ প্রাণা এবমাপ্যায়য়েৎ স্বয়ম
ত্বংদেবানামপি জ্যেষ্ঠ উগ্রস্বং চতুরো বৃষা।
মৃত্যুগ্নোহসি তুমস্বভাং ভদ্রমেতদ্রু তৎ হবিঃ ৭
এবং হৃদয়মালভ্য পাদাঙ্গুষ্ঠে তু দক্ষিণে।
বিশ্রাব্য দক্ষিণং পাণিং নাভিং বৈ পাণিনা
স্পৃশেৎ ১১
ততঃ পুনরুপস্পৃশ্য চাত্মানমভিসংস্পৃশেৎ।

ভাবনার ফলে জীব মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া
থাকে; অতএব নিয়ত সমাধিলাতার্থ
যত্নপরায়ণ হইবে। ৩৩-৪২।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ।

বায়ু বলিলেন; - সংসারভয়-ভীত মানব এই
চতুর্দশ সংসারমণ্ডল অবগত হইয়া
সৎকর্মাচরণে সমাসক্ত হইবে। তাহার ফলে
মানবের সংসারের হেয়ত্ব বুদ্ধি জন্মে। তখন
যোগমার্গানুসারে মানব ধ্যান-সাধনে তৎপর
হইবে। তখন এমন প্রযত্ন সহকারে যোগ
ধ্যানাসক্ত হইতে হইবে যে, তাহাতে যেন
তাঁহার আত্মদর্শন ঘটে। এই আত্মাই আদ্য
পরম জ্যোতিঃ, ইহাই সংসারপারের
অত্যুত্তম সেতু, ইনি বর্ধিত অর্থাৎ প্রকাশমান
হইলে জীবের চিরতরে গতায়িত্ব নিবৃত্ত হয়।
অতএব এই বিশ্বতোমুখ, অগ্নিস্বরূপ,
সেতুরূপী, সর্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মাকে
বিধানবিৎ যোগী সম্যক্ উপাসনা করিবেন।

শুচি ও তদগতচিত্ত সাধক হৃদয়স্থ সেই অগ্নিতে
যথাবিধি অষ্ট আহুতি হোম করিয়া পরে একবার
মাত্র জল প্রশ্নিনপূর্বক মৌনাবলম্বন করত
উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। প্রথমাহুতি -
“প্রাণায়,” দ্বিতীয় - “অপানায়,” তৃতীয় -
“সমানায়,” চতুর্থ - “উদানায়,” পঞ্চম -
“ব্যানায়,” ইহার পর “স্বাহা” শব্দ যোগ করিয়া
আহুতি দিতে হয়। তারপর যথাকাম শেষান্ন
ভোজন করিবে। তার পর পুনরায় একবার
জলপান করিবে, তিনবার আচমনান্তে হৃদয়
স্পর্শ করিবে। ১-৮। মন্ত্র যথা, - আত্মাই
প্রাণের গ্রহি; সর্বসংহারী রুদ্রদেবই সেই
আত্মাস্বরূপ; তিনি আত্মভূত আমার
প্রাণসকলকে আপ্যায়িত করুন। তুমি দেবগণের
জ্যেষ্ঠ, তুমি উগ্র, চতুর এবং ধর্মরূপে বৃষবাহন;
তুমি আমাদিগের মৃত্যুনাশক হও; এই তোমার
উদ্দেশে উত্তম হবি হোম করিলাম। এই প্রকারে
হৃদয় স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ
হস্ত সমর্পণ করাইয়া

অক্ষিণী নাসিকা শ্রোত্রে হৃদয়ং শির এব চ ।
 দ্বাবাত্মানাবুভাবেতৌ প্রাণাপানাবুদাহতৌ ॥১৩
 তয়োঃ প্রাণে হস্তরাত্রাস্য বাহ্যেহপানেহিত
 উচ্যতে ।

অন্নং প্রাণস্তথাপনিং মৃত্যুজীবিতমেব চ ॥১৪
 অন্নং ব্রহ্ম চ বিজ্ঞেয়ং পুচারাং পঙ্কাসাবস্তথা ।
 অন্নাত্তানি জায়ন্তে স্থিতিরনেন চেন্ম্যতো ॥১৫
 বর্জ্যন্তে তেন ভূতান তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ।
 তদেবাগ্নৌ হতং হ্যন্নং ভুঞ্জতে দেবদানাবা ॥১৬
 গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাসি পিশাচাচ্চান্নমেব হি ॥১৭
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপোক্তে পাশুপত ।
 যোগানিরূপণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮

ষোড়শোহধ্যায় ।

বায়ুরূবাচ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শৌচাচারস্য লক্ষণম ।
 যদনুষ্ঠায় শুদ্ধাত্মা প্রেত্য স্বর্গং হি চাপ্নায়াৎ ॥১

নাভি স্পর্শ করিবে । পরে পুনরায় আচমন
 করিয়া আত্মাকে স্পর্শ করিবে । চক্ষুদ্বয়,
 নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয় ও মস্তক, এই সকল
 স্পর্শ করিবে । চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয়
 ও মস্তক, এই সকল স্পর্শ করিতে হয় । প্রাণ
 ও আপন এই দ্বিবিধ আত্মা; তন্মধ্যে প্রাণ অন্ত
 রাত্মা আর আপন বহিরাত্মা । অন্নই প্রাণ, অন্নই
 জীবন; অন্নাভাবই মৃত্যু । অন্নই ব্রহ্ম এবং
 প্রজাসমূহের সৃষ্টিমূল । অন্ন হইতেই ভূতসমূহ
 জন্মে; অন্নেই স্থিতি হয়; ভূতসমূহদয় অন্ন দ্বারাই
 বৃদ্ধি লাভ করে; এইজন্য ইহার নাম অন্ন ।
 অগ্নিতে সেই অন্ন হত হইলে দেব, দানব
 গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ সকলেই তাহা ভোজন
 করিয়া থাকে ॥৯-১৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৮

ষোড়শ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, - অতঃপর আমি শৌচাচারের
 লক্ষণ বলিতেছি । ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধচিত্ত

উদকাধী তু শৌচানাং মুনীনামুত্তমং পদম ।
 যন্ত তেত্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ স মুনির্নাবসীদতি ॥২
 মানাবমানৌ দ্বাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে ।
 অবমানং বিষং তত্র মানসস্তমৃতমুচ্যতে ॥৩
 যন্ত তেত্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ সমনির্নাবসীদতি ।
 গুরোঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ স তু সংবৎসরং বসেৎ
 নিয়মেত্ব প্রমত্তস্ত যমেব চ সদা ভবেৎ ।
 বাথ্যানুজ্ঞাং ততশ্চৈব জ্ঞানাগমনমুত্তমম ॥৫
 অবিরোধেন ধর্ম্মস্য বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ।
 চক্ষুস্পৃতং ব্রজেন্নাগং বজ্রপৃতং জলং পিবেৎ ॥
 সত্যপূতাং বদেদ্বানীমিতি ধর্ম্মানুশাসনম ।
 আতিথ্যং শ্রাদ্ধযজ্ঞেযু ন গচ্ছেদযোগবিৎকৃচিৎ
 এবং হ্যহিংসকো যোগী ভবেদিতি বিচারণা ।
 বহৌ বিধুমে ব্যগারে সর্ব্বশ্মিন ভুজ্জনে ॥৮

হইয়া লোক দেহান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 শৌচসমূহের মধ্যে জল দ্বারা শুচি হওয়াই
 উত্তম । এইরূপ শৌচাচারী মুনি জনই শ্রেষ্ঠ ।
 মুনিগণ এইরূপ শৌচাচারেরই প্রশংসা করেন ।
 যে মুনি এতাদৃশ শৌচাচারে অপ্রমত্ত থাকেন,
 তিনি কখন অবসাদ প্রাপ্ত হন না । মান এবং
 অপমান এই দুটী বিষ ও অমৃত নামে
 অভিহিত । তন্মধ্যে অপমান বিষ এবং মান
 অমৃত বলিয়া নির্দিষ্ট । যে মুনি এই সকল বিষয়ে
 অপ্রমত্ত, তাহার কখন অবসাদ হয় না । গুরুর
 প্রিয় হিতে নিযুক্ত হইয়া ঐ মুনি সংবৎসর যাবৎ
 বাস করিবেন । ঐ সময় যাবতীয় যম ও নিয়ম
 ব্যাপারে তিনি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবেন ।
 অনন্তর গুরুর নিকট হইতে উত্তম জ্ঞান ও গমনে
 অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে এই
 পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন । দৃষ্টিপুত পথে
 গমন করিবেন, বজ্রপুত জল পান করিবেন; এবং
 সত্য-পুত বাণী বলিবেন - ইহাই ধর্ম্মানুশাসন ।
 যোগবিৎ ব্যক্তি কদাচ শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞে আতিথ্য
 স্বীকার করিবেন না । ১-৭ । এইরূপে যোগী
 হিংসা-বর্জিত হইয়া থাকেন ।

বিচরেন্নাতিমান যোগী ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ ।
 যথৈবমবমন্যন্তে যথা পরিভবন্তি চা১৯
 যুক্তস্তথাচরেন্নৈকং সতাং ধর্মমদুষয়ন ।
 ভৈক্ষং চরেন্নগৃহেষু যথা চারগৃহেষু চা১০
 শ্রেষ্ঠা তু পরমা চেয়ং বৃত্তিরসোপদিশ্যতে ।
 অত উর্দ্ধা গৃহেষু শালীনেষু চরেন্নিজঃ১১
 শ্রদ্ধধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু ।
 অত উর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টপতিতেষু চা১২
 ভৈক্ষচর্য্য ত্রিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরুচ্যতে ।
 ভৈক্ষং যবাগ্নং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব চা১৩
 ফলমূলং বিক্ণং বা পিণ্যাকং ভুক্তিতোহপি বা
 ইত্যেতে বৈ ময়া প্রোক্তা যোগিনাং সিদ্ধি-

বর্ধনাঃ১৪

ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত । গৃহস্থের পাকাগ্নি যখন
 নির্ধুম হইবে, সে অগ্নির অঙ্গার পর্য্যন্ত নিবিয়া
 যা,বে, গৃহস্থিত সমস্ত জনের আহারক্রিয়া
 সমাপ্ত হইবে, মতিমান যোগী তখনই সেই
 সেই গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন । কিন্তু
 এরূপ ভাবে প্রত্যহ ভিক্ষা করা অবৈধ ।
 ভিক্ষার্থী যোগীকে যাহাতে লোকে অবজ্ঞা
 করে, বা তিরস্কার করে, তিনি এমনই ভাবে
 সাধুসম্মত ধর্ম লঙ্ঘন না করিয়া ভিক্ষা-চর্য্যা
 করিবেন । যোগী প্রথমতঃ যথোক্ত সদাচার-
 সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিবেন । তাঁহার
 পক্ষে এইরূপ বৃত্তিই পরম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 নিদিষ্ট । দ্বিতীয়তঃ শালীন, শ্রদ্ধাশীল, দান্ত,
 মহাত্মা, শ্রোত্রিয় গৃহস্থ মাত্রের নিকটেই তিনি
 ভিক্ষা করিতে পারেন । অতঃপর অদুষ্ট এবং
 অপতিত গৃহস্থের গৃহেও ভিক্ষা করা যাইতে
 পারে । পরন্তু হীনবর্ণ গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা
 চর্য্যা যোগীর পক্ষে জঘন্যবৃত্তি বলিয়া
 উল্লিখিত । ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র, যবাগ্ন, তক্র, দুগ্ধ,
 যাবক, বিপক ফলমূল, পিণ্যাক অথবা শক্তি
 অনুসারে প্রদত্ত অন্য যে কিছু সামগ্রী, এই
 সকলই যোগীর ভোজ্যবস্ত্র বলিয়া নিদিষ্ট ।

আহারান্তেষু সিদ্ধেষু শ্রেষ্ঠং ভৈক্ষমিতি স্মৃতম
 অক্লিন্দুং যঃ কুশাশ্রোণ মাসে মাসে সমশ্রুতো
 ন্যায়তো যন্ত ভিক্ষেভ স পূর্ব্বোক্তাধিশিষ্যতে
 যোগিনাং চৈভ সর্ব্বোষাং শ্রেষ্ঠং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম
 একং হে ত্রীণি চত্বারি শক্তিতো বা সমাচরেৎ
 অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অলোভন্ত্যাগ এব চা১৭
 ব্রতানি চৈব ভিক্ষুণামহিংসা পরমার্জিতা ।
 অক্রোধো ঘুরুত্তশ্রমো শৌচমাহারলাঘবম১৮
 নিত্যং স্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়ামঃ পরিকীর্তিতাঃ
 বীজযোনির্গুণবপূর্ব্বকঃ কর্ম্মভিরেব চা১৯
 যথা দ্বিপ ইবারণ্যে মনুষ্যাণাং বিধীয়তে ।
 প্রাপ্যতে বাচিরাদেবাক্ষুশেনেব নিবারিতঃ ।
 এবং জ্ঞানেন শুদ্ধেন দক্ষবীজে হ্যকল্মষঃ ।
 বিমুক্তবন্ধঃ শান্তোহসৌ মুক্ত ইত্যভিধীয়তো
 বৈদৈন্তল্যাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াস্ত
 যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহরথাম ।

এই আমি যোগীদিগের সিদ্ধিসাধক আহারের
 বিষয় বলিলাম । এই সকল সিদ্ধ আহারীয় বস্তুর
 মধ্যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ।
 যে যোগী মাসে মাসে কুশাশ্রোণ করিয়া জলবিন্দু
 ভক্ষণ করেন; অথবা যিনি ন্যায়তঃ ভিক্ষা
 করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত যোগী অপেক্ষা তিনি
 বিশিষ্ট । সকল যোগীর পক্ষেই চান্দ্রায়ণ শ্রেষ্ঠ
 অনুষ্ঠান । ৮-১৬ । সুতরাং শক্তি অনুসারে এক,
 দুই, তিন বা চারিটি চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করা
 যোগীর কর্তব্য । অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ,
 ত্যাগ, ব্রতচরণ, অহিংসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা,
 অক্রোধ, গুরুশ্রদ্ধা, শৌচ, আহার-লাঘব, ও
 নিত্য স্বাধ্যায় এই সকল নিয়ম ভিক্ষুর পক্ষে
 বিহিত । অরণ্যচারী হস্তী যেমন অক্লুশাঘাতে
 নিবারিত ও শান্ত হইয়া অচিরেই
 মনসুষ্যদিগের বশীভূত হয়, তেমনি কর্ম্ম-
 বীজোৎপন্ন গুণময়দেহ কর্ম্মবদ্ধ জীব বিত্তদ্ধ
 জ্ঞানযোগে দক্ষবীজ হইয়া নিম্পাপ ও শান্ত
 হইয়া থাকে । সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া
 মুক্ত জীব আখ্যায় অভিহিত হয় । সমুদয়
 যজ্ঞক্রিয়া সমগ্র

জ্ঞানাক্ষ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন প্রাপ্তে শাস্তিস্যোপলক্ষিঃ ২২
দমঃ শমঃ সত্যমকলুষত্বং
মৌনঞ্চ ভূতেশ্বখিলেশ্বখার্জবম ।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানমিদং তথার্জবং
প্রাপ্ত্বা জ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ২৩
সমাহিতো ব্রহ্মপরোহপ্রমাদী
শুচিস্তম্বেবাত্মরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সমাপ্যুর্যোগমিমং মহাধিয়ো
সহস্রয়শ্চৈবমনিন্দিতামলাঃ ২৪
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শৌচাচার
লক্ষণনিকূপণং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ১৬

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

আশ্রমত্রয়মুৎসৃজ্য প্রাপ্তস্ত পরমাশ্রমম ।
অতঃ সংবৎসরস্যাস্তে প্রাপ্য জ্ঞানমনুত্তমম ॥

অনুজ্ঞাপ্য গুরুং চৈব বিচরেৎপৃথিবীমিমাম ।
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যজ্জ্যেয়সাধকম ॥২
ইদং জ্ঞানমিদং জ্যেয়মিতি যস্তৃষিতচ্চরেৎ ।
অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্যেয়মবাশ্রয়াৎ ॥৩
ত্যাক্তসঙ্গোজিতক্রোধো লঘাহারো

জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি ধ্যানে হ্যেবং মনো দধেৎ
শূন্যে শ্বেবাবকাশেষু গৃহাসু চ বনে তথা ॥
নদীনাং পুলিনে চৈব নিত্যং যুক্তঃ সদা ভবেৎ
বাগদণ্ডঃ কর্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ ॥৬
যস্যেতে নিয়তা দণ্ডাঃ সত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ ॥

অবস্থিতো ধ্যানরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ

শুভাশুভে হিত্য চ কর্মণী উভে ।

ইদং শরীরং প্রবিমূচ্য শাস্ত্রতো

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্ ॥৮

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পরমাশ্রম
বিধিকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ১৭

বেদালোচনার তুল্য । যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞই
জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত । জ্ঞান হইতে
সঙ্গ ও রাগবর্জিত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ । এইরূপ
ধ্যান-লাভেই নিত্য বস্তুর উপলক্ষি । শুদ্ধসত্ত্ব
জ্ঞানিগণ বলেন, - শম, দম, সত্য, অকলুষত্ব,
সর্বভূতে দয়া ও সারল্য - এই সকলই
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎপাদক । যাহারা সমাধি-
তৎপর, অপ্রমাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ, শুচি, জিতেন্দ্রিয়,
আত্মরতি সাধুপুরুষ, তাহারাই এই বিমল
যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মহামতি মহর্ষিগণও
এইরূপেই অনিন্দিত ও অমলাশয় হইয়া
বিরাজ করেন । ১৭-২৪ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন, - সংবৎসরান্তে গুরুর অনুজ্ঞা
গ্রহণপূর্বক তৃতীয়াশ্রম পরিহার করিয়া চতুর্থ

আশ্রমে প্রবেশ করিবেন । তখন তিনি এই
পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবেন; জ্যেয়সাধক
সারভূত জ্ঞানের উপসনা করিবেন । যে জন,
“এইটী জ্ঞান, এইটী জ্যেয়” এই ভাবে তৃষিত
হইয়া জ্ঞানানুশীলন করে, সে সহস্রকল্পজীবী
হইলেও জ্যেয় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে না । ১-
৩ । সঙ্গহীন জিতক্রোধ, লঘুভোজী, জিতেন্দ্রিয়
হইয়া বুদ্ধিযোগে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া
ধ্যানে মনোনিবেশ করিবে । উপরি
আচ্ছাদনহীন শূন্যস্থানে, গৃহাতে, বনে, কিম্বা
নদীপুলিনে, থাকিয়া নিয়ত যোগানুষ্ঠান করিবে ।
বাকদণ্ড, কর্মদণ্ড ও মনোদণ্ড, - এই ত্রিবিধ
দণ্ড হইতে যিনি নিবৃত্ত, তাহাকে ত্রিদণ্ডী বলা
যায় । ধ্যাননিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় মানব শাস্ত্রানুসারে
শুভাশুভ কর্ম সকল পরিহারপূর্বক শরীর ত্যাগ
করিলে পুনরায় তাহার আর জন্ম বা মরণ ঘটে
না । ৪-৮ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যতীনমিহ নিশ্চয়ম ।
প্রায়শ্চিত্তানি তন্ত্বেন যান্যকামকৃতানি তু ॥১
অথ কামকৃতেহপ্যাহঃ সূক্ষ্মধর্মবিদো জনাঃ ।
পাপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং বাজ্ঞনঃকায়সম্ভবম্ ॥
সততং হি দিবা রাত্রৌ যেনেদং বধ্যতে জগৎ ।
ন কর্ম্মাণি ন চাপ্যেষ তিষ্ঠতীতি পরা শ্রুতিঃ ॥৩
ক্ষণমেব প্রযোজ্যং তু আয়ুশ্চ বিধারণাৎ ।
ভবেদ্ধীরোহপ্রমত্তস্ত যোগো হি পরমং বলম্
ন হি যোগাৎ পরং কিঞ্চিন্নুরাণামিহ দৃশ্যতে ।
তস্মাদবোগং প্রশংসন্তি ধর্মযুক্তা মনীষিণঃ ॥৫
অবিদ্যাং বিদ্যায়াভীতু । প্রাপ্যৈশ্বর্যমনুত্তমম ।
দৃষ্টী পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদম ॥৬

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, - অতঃপর যতিদিগেব কর্তব্য
প্রায়শ্চিত্ত সকলের বিধান যথার্থ কীর্তন
করিতেছি । কামকৃত ও অকামকৃত-উভয়বিধ
পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে । সূক্ষ্মধর্ম-
তত্ত্বজ্ঞগণ একরূপ বলেন যে, পাপ - বাক্যজ,
মনোজ ও কায়জ; - এই তিন প্রকার । এই
ত্রিবিধ পাতকে সমগ্র জগৎ সতত আবদ্ধ ।
“কর্ম্মসমূহ বা কর্ম্মবদ্ধ সংসার সত্য নহে”
এরূপ যে শ্রুতি আছে, তাহা ক্ষণকাল মাত্র
প্রযোজ্য; কারণ আয়ুষ্কাল জীবগণের কর্ম্মায়ত্ত
দৃষ্ট হয় । সর্ব্বথা ধীর ও সাবধান হইবে; যোগই
পরম বল; নরগণের পক্ষে যোগ অপেক্ষা পরম
বল অপর কিছুই দেখা যায় না । সেই জন্যই
ধার্মিক মনীষিগণ যোগের প্রশংসা করেন । ধীর
জনগণ বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে অতিক্রম
করিয়া অনুত্তম যোগৈশ্বর্য লাভ করত পরাপর
প্রত্যক্ষ করণান্তে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন ।
সন্ন্যাসীদিগের প্রতিপাল্য ব্রত ও
উপব্রতসমূহের কোন একটি যথার্থ

ব্রতানি যানিভিক্ষুণাং তথৈবোপব্রতানি চ ।
একৈকপত্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥৭
উপেত্য তু জিয়ং কামাৎপ্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশেৎ
প্রাণায়ামসমায়ুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং তথা ॥৮
ততশ্চরতি নির্দোষঃ কৃচ্ছস্যান্তে সমাহিতঃ ।
পুনরাশ্রমমাগম্য চরেদ্ভিক্ষুরভদ্রিতঃ ॥৯
ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তীতি মনাষিণঃ ।
তথাপি চ ন কর্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ ॥ ১০
অহো নাত্রাধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম ইতি শ্রুতিঃ ।
হিংসা হ্যেষা পরা সৃষ্টা দৈবতৈর্মুনিভিষ্ঠিতা ॥১১
যদেতদ্ভবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিষ্চরাঃ ।
স তস্য হরতি প্রাণান যো যস্য হরতে ধনম্ ॥
এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃন্তো ব্রতচ্চ্যুতঃ ।
ভূয়ো নির্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম ॥১৩
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভূয়ঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ ॥১৪

প্রতিপালিত না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।
কামবশে জীসঙ্গ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ।
প্রাণায়াম সহ সান্তপন আচরণ করিলে ঐ
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; উক্ত কৃচ্ছ ব্রতাচরণের
পর সেই ব্যক্তি নির্দোষ হইয়া পুনরায় স্বীয়
আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিতভাবে ভিক্ষাচরণ
করিবে । পরিহাস স্থলে মিথ্যা কথা বলায় দোষ
নাই । পণ্ডিতেরা একরূপ বলেন বটে; কিন্তু
মিথ্যাপ্রসঙ্গই ভয়ঙ্কর ; অতএব উহা পরিহার
করা কর্তব্য । ১-১০ । অহো! দেবতা ও মুনিগণ
হিংসাকে সতত সাধনরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন
বটে; কিন্তু হিংসা অপেক্ষা অধর্ম নাই; এরূপ
ওতি আছে । ধন-লোকের বহির্ভাগস্থ
প্রানস্বরূপ; সুতরাং ধন হরণ করিলে লোকের
প্রাণই হরণ করা হয় । এই সকল অপকর্ম্ম
করিলে সেই দুষ্টচেতা ভিক্ষুক, ব্রতচ্চ্যুত হয়;
তখন তাহার শাস্ত্রবিধানানুসারে

ভূয়ো নির্বেদমাপনশ্চরেত্তিস্কুরতন্দ্রিতঃ ।
 অহিংসা সর্বভূতানাং কৰ্মণা মনসা গিয়া ॥১৫
 অকামাদপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশুন মৃগান ।
 কৃচ্ছাতিকৃচ্ছং কুব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥১৬
 ক্ষুদ্বেদিন্দ্রিয়দৌৰ্বল্যাং জিয়ং দুষ্টা যতিৰ্যদি ।
 তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামান্ত ষোড়শা ॥১৭
 দিবাঙ্কনস্য বিপস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ।
 ত্রিরাত্রমুপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা ॥১৮
 রাত্রৌ ক্ষুণ্ণঃ শুচিঃ স্নাতো দ্বাদশৈব তু ধারণাঃ
 প্রাণায়ামেন শুদ্ধাত্মা বিরজা জায়তে দ্বিজঃ ॥
 একান্নং মধু মাংসং বা হ্যামশ্রাদ্ধং ভৈষেব চ ।
 অভোজ্যানি যতীনাঞ্চ প্রত্যক্ষল বণানি চ ॥২০
 একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ।
 প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ ততঃ পাপাং প্রমুচ্যতে ॥
 ব্যতিক্রমাচ্চ যে কে চিদ্ধাত্মনঃকায়সম্ভবম্ ।

সংবৎসর যাবৎ চান্দ্রায়ণ আচরণ করা কর্তব্য ।
 এইরূপ শ্রুতি আছে । পরে বৎসরান্তে নিম্পাপ
 হইয়া নির্বেদযুক্ত-চিন্তে পুনরায় যথাবিধি
 আচার প্রতিপালন করিবে । কৰ্ম মন ও বাক্যে
 অহিংসা অবলম্বন করিবে । ভিক্ষু যদি
 অনিচ্ছায়ও পশু মৃগাদির হিংসা করেন, তবে
 কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ অথবা চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান
 করিবেন । ইন্দ্রিয়দৌৰ্বল্য হেতু যতি ব্যক্তি
 যদি জীদর্শনে রেতঃপাত করেন, তবে তাহার
 ষোড়শবার প্রাণায়াম করা কর্তব্য । ব্রাহ্মণ যদি
 দিবাভাগে রেতঃপাত করে, তবে তাহার
 ত্রিরাত্র উপবাস ও শত প্রাণায়াম প্রায়শ্চিত্ত ।
 আর রাত্রিকালে রেতঃপাতে স্নানান্তে শুচিভাবে
 দ্বাদশ প্রাণায়াম দ্বারা পাপহীন হইতে হয় ।
 নিরূপকরণ অনু, মধু, মাংস, আম শ্রাদ্ধ, আর
 প্রত্যক্ষ লবণ, যতিদিগের এ সমস্ত অভোজ্য ।
 এ সকলের এক একটীর অতিক্রম করিলেই
 প্রায়শ্চিত্ত হইতে হয় । কৃচ্ছ প্রাজাপত্য
 আচরণ করিলে উক্ত পাপবিদূরিত হয় । বাক্য,
 মন ও কায়জনিত যে কোনরূপ পাপ অনুষ্ঠিত

সত্তিঃ সহ বিনিশ্চিত্য যদব্রযুক্তং সমাচরেৎ ॥২২
 বিত্তদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
 সমস্তভূতেষু চরন্ সমাহিতঃ ।
 স্থানং ধ্রুবং শাস্বতমব্যয়ং সত্যং
 পরং স গত্বান পুনহি জায়তে ॥২৩
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যতি প্রায়শ্চিত্ত
 বিধিকথনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮

একোনবিংশোহধ্যায় ।

বায়রুবাচ ।

অত উৰ্দ্ধঃ প্রবক্ষ্যামি অরিষ্টানি নিবোধত ।
 যেন জ্ঞানবিশেষেণ মৃত্যুং পশ্যতি চাত্মনঃ ॥১
 অরুন্ধতীং ধ্রুবং চৈব সোমচ্ছায়াং মহাপথম্ ।
 যোন পশ্যেৎ সনো জীবেন্নরঃ সবৎসরাৎপরম
 অরশ্বিবন্তমাদিত্যং রশ্বিবন্তঞ্চ পাবকম্ ।
 যঃ পশ্যেন্ন চ জীবৈত মাসাদেকাদশাৎ পরম্ ।

হউক না কেন, সাধুগণ পরস্পর বিবেচনা
 করিয়া যেরূপ বিধান করিবেন, তদ্রূপ
 প্রায়শ্চিত্তই করিবে । পরিতুদ্ধবুদ্ধি,
 লোষ্টকাঞ্চনে সমজ্ঞানবান, সর্বভূতে সদয়
 ব্যবহারী যতি শাস্বত অব্যয় পরম স্থানে গমন
 করেন; তাহার আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে
 হয় না । ১১-২৩ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮

উনবিংশ অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর অরিষ্টসমূহের
 বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ করুন । ইহা জ্ঞাত
 হইলে মানব আপনার ভাবী মৃত্যুকাল অবগত
 হইতে পারে । যে মানব অরুন্ধতী, ধ্রুব,
 সোমচ্ছায়া, মহাপথ, - এ সমস্ত দেখিতে পায়
 না, সে সংবৎসরান্তে আর জীবিত থাকে না ।
 যে জন সূর্যকে রশ্মিহীন আর অগ্নিকে
 রশ্মিবান দর্শন করে, সে একাদশ

বমেনুত্রং পুরীষং বা সুবর্ণং রজতং তথা ।
প্রত্যক্ষমথ বা স্বপ্নে দশ মাসান স জীবতি ॥
অথাতঃ পৃষ্ঠতো বাপি খণ্ডং যস্য পদং ভবেৎ
পাংশুলে কৰ্দ্ধমে বাপি সপ্ত মাসান স জীবতি
কাকঃ কপোতো বা গৃধ্রো বা নিলীয়েদযস্য
মূৰ্দ্ধনি ।

ক্রব্যাদো বা খগঃ কচ্চিৎসন্নাঙ্গান্নাতিবৰ্জতে ॥
বধ্যোহায়সপঙজীভিঃ পাংশুবর্ষণে বা পুনঃ ।
ছায়াং বা বিকৃতাং পশ্যেচ্চতুঃ পক্ষঃ স জীবতি
অনন্ত্রে বিদ্যুতং পশ্যেদক্ষিণাং দিশমাপ্রিতাম্
উদকেন্দ্রধনুর্বাপি ত্রয়ো ঘৌ বা স জীবতি ॥
অক্সু বা যদি বাদশে আত্মানং যোন পশাতি
অশিরক্ষং কথাত্মানং মাসাদুদ্ধহন জীবতি ॥
শবগন্ধি ভবেদগাত্রং বসাগন্ধি হ্যথাপিবা ।
মৃত্যুর্হ্যপস্থিভক্তস্য অর্দ্ধমাসং স জীবতি ॥১০

যস্য বৈ স্নাতমাশ্রয়্য হৃৎপাদং বাবস্তম্যতি ।
ধূমো বা মস্তকান্নশ্যেদশাহংন স জীবতি ॥
সন্তিনো মারুতো যস্য মর্মস্থানানি কৃন্ততি ।
অদ্বিঃ স্পৃষ্টো ন হৃষ্যেচ্চ তস্য মৃত্যুরূপস্থিতঃ
ঋক্ষবানরযুক্তেন রথেনাশাং তু দক্ষিণাম ।
গায়ন্থং ব্রজেৎ স্বপ্নে বিদ্যানমৃত্যুরূপস্থিবঃ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা শ্যামা গায়ন্ত্রী বাথ চাক্ষনা ।
যং নসতেদক্ষিণামাশাং স্বপ্নে সোহপি ন জীবতি
হিদ্ৰং বাসচ্চ কৃষ্ণঞ্চ স্বপ্নে যো বিত্যান্নরঃ ॥
মগ্নং বা শ্রবণং দৃষ্টা বিদ্য নৃত্যুরূপস্থিতঃ ॥
আ মস্তকতলাদযন্ত নিমজ্জেৎপক্ষসাগরে ।
দৃষ্ট তু তাদৃশং স্বপ্নং সদা এব ন জীবতি ॥১৫
ভস্মাঙ্গারাংশ্চ কেশাংশ্চ নসদীং শুষ্কাং ভুজঙ্গমান
পশ্যেদএষা দশরাত্রং তু নস জীবতে সত্যাদৃশঃ
কৃষ্ণেচ্চ বিকটৈচ্চব পুরুষৈরুদ্যাতায়ৈধৈঃ ।

মাসের অধিক কাল বাঁচে না । যদি কেহ
প্রত্যক্ষে কিম্বা স্বপ্নে মুত্র, পুরীষ, সুবর্ণ, বা রজত
বমন করে, সে দশমাস মাত্র জীবিত থাকে ।
সম্মুখে বা পৃষ্ঠভাগে ধূলিতে বা কৰ্দ্ধমমধ্যে
যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে সপ্ত মাসান্তে
মৃত্যুগ্রস্ত হয় । যাহার মস্তকে কাক, কপোত বা
গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী উপবেশন করে, সে
ছয় মাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না ।
যাহাকে বায়সকুল আক্রমণ করে অথবা যে জন
ধূলিবর্ষণ দ্বারা সহসা আক্রান্ত হয় কিম্বা
আত্মচ্ছায়া বিকৃতাকার দর্শন করে, সে চারি
পাচ মাস মাত্র জীবিত থাকে । যদি মেঘ ব্যতীত
দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ কিম্বা জলমধ্যে ইন্দ্রধনু
দর্শন করে, তবে দুই বা তনি মাসেই
কালকবলিত হইতে হয় । ১-৮ । জলে বা
আদর্শতলে যদি আপনাকে দেখিতে না পায়,
কিম্বা নিজি দেহ মস্তকহীন দেখে, তবে সে
একমাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না ।
যাহার গাত্রে শবগন্ধ কিম্বা বসাগন্ধ অনুভূত হয়,
তাহার মৃত্যু উপস্থিত; অর্দ্ধ মাস মাত্র জীবিত

থাকে । স্নানাভ্যে যাহার হৃদয় ও পদ শুষ্ক হয়,
কিম্বা যাহার মস্তক হইতে ধূমোদগম ঘটে, সে
দশ দিনান্তে মৃত্যুমুখে পাতত হয় । বায়ু
প্রকুপিত হইয়া যাহার মর্মস্থানসমূহে যন্ত্রণা
উৎপাদন করে, এবং জলস্পর্শে যাহার তৃপ্তি না
ঘটে, তাহার মৃত্যু সন্নিহিত জানিবে । যদি স্বপ্নে
আপনাকে লুভক-বানর-যোজিত রথারোহণে
দক্ষিণদিকে যাইতে দেখে, তবে তাহারও মৃত্যু
নিকটবর্তী । স্বপ্নে কৃষ্ণবসনা কৃষ্ণবর্ণা কামিনী,
গান করিতে করিতে যাহাকে দক্ষিণদিকে লইয়া
যায়, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত । স্বপ্নে হিদ্ৰযুক্ত
কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিলেও তাহার মৃত্যু আসন্ন
জানিবে । আর যাহার কর্ণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে,
দেখা যায়, তাহার কর্ণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, দেখা
যায়, তাহারও মরণ- আসন্ন বন্ধিবে । স্বপ্নে
পক্ষরা শতে আপাদমস্তক নিমগ্ন দর্শন করিলেও
তাহার সদ্য মৃত্যু হয় । ৯-১৬ । স্বপ্নে ভস্ম,
অঙ্গার, কেশ, শুষ্ক নদী ও সর্ষ দর্শন করিলে
তাহার জীবন দশরাত্র মাত্র । স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ,
বিকটাকার, অগ্রধারী পুরুষ

পাষাণৈস্তাড্যতে স্বপ্নে যঃ সদ্যো ন স জীবতি
 সূর্য্যোদয়ে প্রত্যুষসি প্রত্যক্ষং যস্য বৈ শিবা
 ক্রোশন্তী সমুখাভ্যতি স গতায়ুর্ভবেন্নরঃ।
 যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড়াতে ভৃশম।
 জায়তে দন্তহর্ষচ তং গতায়ুষমাদিশেৎ॥২০
 ভূয়ো ভূয়ঃ স্বসেদ্যন্ত রাত্নৌ বা যদি বা দিবা।
 দীপগন্ধঞ্চ নো বেত্তি বিদ্যান্যত্মমুপস্থিতম।
 রাত্নৌ চেন্দ্রায়ুধং পশ্যেদিবা নক্ষত্রমণ্ডলম।
 পরনেত্রেষু চাত্মানং পশ্যেন্ন স জীবতি॥২২
 নেত্রমেকং প্রবেদ্যস্য কর্ণৌ স্থানাচ্চ ভ্রশ্যতঃ।
 নাসা চ বক্রা ভবতি স জ্ঞেয়ো গতজীবিতঃ।
 যস্য কৃষ্ণা খরা জিহ্বা পঙ্কভাসঞ্চ বৈ মুখম।
 গণ্ডে চিপিটকে রক্তে তস্য মৃত্যুরূপস্থিতঃ।
 মুক্তকেশে অহসংশ্চৈব গায়ন্ত্যংচ যো নরঃ।
 যাম্যাশাভিমুখো গচ্ছেদন্তং তস্য জীবিতম

যস্য শ্বেদসমুদ্ভূতাঃ শ্বেতসর্ষপসন্নিভাঃ।
 শ্বেদা ভবন্তি হ্যসকৃতস্য মৃত্যুরূপস্থিতঃ॥২৬
 উষ্ট্রা বা রাসভা বাপি যুক্তাঃ স্বপ্নে রথেষুভাঃ
 যস্য সোহপি ন জীবতে দক্ষিণাভিমুখো গতঃ
 যে চাত্র পরমে রিষ্টে এতদ্রূপং পরং ভবেৎ।
 ঘোষণং ন শৃণুয়াৎ কর্ণে জ্যোতির্নেত্রে ন পশ্যতি
 স্বদ্রে যো নিপতেৎ স্বপ্নে ঘোরং চাস্য ন বিদ্যতে
 ন চ্যোন্তিষ্ঠাত যঃ স্বভ্রাস্তদন্তং তস্য জীবিতম।
 উর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রাতিষ্ঠা
 রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্তমানা।
 মুখস্য চোন্মা শুবিয়াচ নাভি
 রত্নায়ুর্মুত্রো বিষমস্থ এবা॥৩০
 দিবা বা যদি বা রাত্নৌ প্রত্যক্ষং যোহভি
 হন্যতে।
 তং পশ্যেদথ হস্তারং স হতন্ত ন জীবতি॥৩১

গণ কর্তৃক পাষণ দ্বারা তাড়িত হইলেও সদ্যই
 মরণাপন্ন হয়। প্রত্যুষকালে সূর্য্যোদয় হইলে
 পর শৃগাল চিৎকার করিতে করিতে যাহার
 অভিমুখে আগমন করে, তাহারও আয়ুঃ ক্ষীণ
 হইয়াছে, বুঝিবে। স্নানান্তে যাহার বক্ষোবেদনা
 বা দন্তহর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাকেও হীনায়ু
 বলিয়া জানিবে। দিবসে বা রাত্রিকালে যে ব্যক্তি
 বারম্বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কিম্বা যে
 ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণগন্ধ পায় না, তাহারও মৃত্যু
 সন্নিহিত। যে জন রাত্রিতে ইন্দ্রধনু দেখে,
 দিবাতে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করে আর অপরের
 নয়নমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না,
 সেও অধিক কাল জীবিত থাকে না। যাহার
 একটী নেত্রে নিয়ত অশ্রু স্রাব হয়, কর্ণদ্বয়
 স্বস্থান-ভ্রষ্ট হয়, আর নাসা বক্রভাবে ধারণ করে,
 তাহাকে গতপ্রাণ বলিয়াই অবধারণ করিবে।
 যাহার বিহ্বা কর্কশ ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ পঙ্কপ্রভ,
 আর গণ্ডদ্বয় চেপটা ও রক্তাভ হয়, তাহারও
 মৃত্যু নিকটবর্তী। ১৭-২৪। স্বপ্নে যে জন
 মুক্তকেশে গান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে

দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহারও জীবন
 শেষ হইয়াছে বুঝিবে। যাহার বারম্বার
 শ্বেতসর্ষপ-সম শ্বেদ-বিন্দু উদগত হয়, তাহার
 মৃত্যু নিকটবর্তী। স্বপ্নে উষ্ট্র ও গর্দভাদি অশুভ
 পশু রথে যোজিত হইয়া যাহাকে দক্ষিণদিকে
 বহন করে, তাহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে,
 বুঝিবে। কর্ণে শব্দ শুনিতে না পাওয়া আর
 নয়নে জ্যোতিঃ পদার্থ দেখিতে না পাওয়া-
 এই দুইটী পরম অরিষ্ট; ইহা দ্বারা আসন্ন
 মরণকাল নির্ণয় করিবে। স্বপ্নে যে জন
 গর্ভমধ্যে পতিত হইয়া নির্গমন দ্বারা না পাইয়া
 তন্মধ্য হইতে উত্থান করিতে না পারে, তাহার
 জীবন তৎকাল পর্য্যন্তই জ্ঞাতব্য। যাহার দৃষ্টি
 উর্দ্ধগত, রক্তবর্ণ অথচ চঞ্চল; মুখ হইতে প্রবল
 উন্মা নির্গত হয়, নাভিচ্ছিন্ন গভীরতা প্রাপ্ত হয়,
 আর মুত্র অতিশয় উষ্ণ হয়, সে ব্যক্তিও
 মরণাপন্ন বলিয়া জানিবে। ২৫-৩০। দিবাতে
 বা রাত্রি কালে স্বপ্নাবস্থায় যাহা কর্তৃক আহত
 হয়, সেই আঘাতকারী ব্যক্তিকে যদি নিদ্রাভুক্ত
 প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তবে মৃত্যু নিশ্চয়

অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স্বপ্নান্তে যন্তম বঃ
স্মৃতিং নোপলভেচ্চাপি তদন্তং তস্য জীবিতম্
যন্ত প্রাবরণং শুক্রং স্বকং পশ্যতি মানবঃ।
রক্তং কৃষ্ণমপি স্বপ্নে তস্য মৃত্যুরূপস্থিতঃ॥৩৩
অরিষ্টসূচিতে দেহে তাম্রন কালে উপাগতে
ত্যক্তা ভয়াবষাদঞ্চ উদগচ্ছেদবুদ্ধিমান্নরঃ॥৩৪
প্রাচীং বা যদি বোদীচীং দিশং নিক্রম্য ব
শুচিঃ।

সমেহতিস্থাবরে দেশে বিবিঞ্চে জনবর্জিতে
উদজবঃ প্রাজুখো বা স্বপ্নঃ স্ফাচান্ত এব চ।
স্বস্তিকোপনিবিষ্টশ্চ নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম॥৩৭
সমকায়শিরোগ্রীবং ধারয়েন্নাবলোকয়েৎ।
যথা দীপো নিবাতস্তো নেগতে সোপমা স্মৃতা
প্রাণদকপ্রবণে দেশে তস্মাদযুক্তীত যোগবিৎ
কামং বিতর্কং প্রীতিঞ্চ সুখদুঃখে উভে তথা॥
নিগৃহ্য মনসা সর্বং শুক্লধ্যানমনুস্মরেৎ।
প্রাণে চ রমতে নিত্যং চক্ষুষোঃ স্পর্শনে তথা

শ্রোত্রে মনসি বুদ্ধৌ চ তথা বক্ষসি ধারয়েৎ।
কালধর্মঞ্চ বিজ্ঞায় সমুহম্ভৈব সর্বশঃ॥৪০
দ্বাদশাধ্যাত্ব ইত্যেবং যোগধারণমুচ্যতে।
শতমষ্টশতং বাপি ধারণাং মুর্ক্ষং ধারয়েৎ॥
ন তস্য ধারণাযোগাদ্ধ যুঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ততস্তাপূরয়েদেহমোক্ষ রণ সমাহিতঃ॥৪২
অর্থাঙ্কারময়ো যোগী ন ক্ষরেৎক্ষরী ভবেৎ॥
ইতি শ্রীমাহপূরাণে বায়ুপ্রোক্তেহ রষ্টানিরূপণং
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ॥৮

বিংশোহিধ্যায়।

বায়ুরূপাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ওঁকার প্রাপ্তিলক্ষণম।
এষ ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চাত্র সম্বরম॥১
প্রথম্য বৈদ্যুতী মাত্রা দ্বিতীয়া তামসী স্মৃতা।
তৃতীয়াং নির্গুণাং বিদ্যান্নাত্মামক্ষরগামিনীম॥

করিবে। স্বপ্নে অগ্নিপ্রবেশ করিলে কিম্বা
স্মৃতিলোপ ঘটিলেও মৃত্যু সন্নিহিত জানিবে।
স্বপ্নে যদি স্বকীয় শুক্রবর্ণ গাত্রবস্ত্র কোনরূপে
রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে, তবে তাহাতেও
মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। বুদ্ধিমান মানব দেহে
আরষ্ট সূচনা হইলে ভয়-বিষাদ পরিহারপূর্বক
যোগানুষ্ঠানের উদ্যম করিবে। পূর্ব বা ইস্তর
দিকে সম, স্থিরতর, জনবর্জিত, পবিত্র প্রদেশে
পূর্ব বা উত্তরমুখে, সুস্থচিস্তে আগমনপূর্বক
স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া মহেশ্বরকে
নমস্কার করিবে। পরে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ
মস্ত ও গ্রীবা সমান ভাবে রাখিয়া ধারণা অবলম্বন
করিবে। তৎকালে ইত্যন্ততঃ অবলোকন করিতে
নাই। বায়ুরহিত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় স্বৈর্য্য
অবলম্বন করিতে হয়। তজ্জন্য পূর্বোক্ত-নিম্ন
ভূভাগ অবলম্বন করাই কর্তব্য। কাম, বিকর্ক,
প্রীতি, সুখ, দুঃখ, - এ সকল সংযত করিয়া
সত্ত্বগুণধ্যানে নিরত হইবে। প্রাণ, চক্ষু ত্বক,

কর্ণ, মন, বুদ্ধি, মস্তক, বক্ষঃস্থল, - এ সকল
স্থানে ধারণা অবলম্বন করিবে। কাল-ধর্ম,
অরিষ্টের বলবাহুল্য, - ইত্যাদি বিচার করিয়া
দ্বাদশ অথবা অষ্টোত্তর শত ধারণা অবলম্বন
করিতে হয়। এইরূপ ধারণা দ্বারা বায়ুপ্রবৃত্তি
রুদ্ধ করিয়া পরে সমাহিতমনে ওঁকার দ্বারা
সমগ্র দেহ আপূরণ করিবে। এরূপ করিলে
সেই যোগী ওঁকারময় অক্ষরত্ব লাভ করেন;
তাহার আর ক্ষরণ হয় না। ৩১-৪৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, - অতঃপর ওঁকাপ্রাপ্তিলক্ষণ
বর্ণন করিতেছি। এই ওঁকার মাত্রাত্রয়-যুক্ত।
ইহাতে যে ব্যঞ্জন বর্ণটি আছে, উহাও
স্বরসম্বন্ধিত। উহার প্রথম মাত্রা বৈদ্যুতী,
দ্বিতীয় মাত্রা তামসী, আর

গাঙ্কবীতি চ বিজ্ঞেয়া গাঙ্কারস্বরসম্ভবা ।
 পিপীলিকাসম্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধি লক্ষ্যতে ॥৩
 তথা প্রযুক্তমোঙ্কারং প্রতিনির্ঝাতি মূর্দ্ধনি ।
 তথোঙ্কারময়ো যোগী হ্যঙ্করে তুন্তরী ভবেৎ ॥
 প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
 অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবত্তন্যায়ো ভবেৎ ॥৫
 ওমিত্যেকাঙ্করং ব্রহ্ম ওহায়াং নিহিতং পদ ॥
 ওমিত্যেতদ্রয়ো বেদান্ত্রয়ো লোক ত্রয়োহুগ্নয়ঃ
 বিষ্ণুক্রমাত্ময়ন্তে ঋকসানি যজুর্থমি চ ।
 মাত্রাচাত্ৰ চতস্রস্ত বজ্জিয়াঃ পরমার্থতঃ ॥৭
 তত্র যুক্তস্য যোযোগীতিস্য সালোক্যতাং

ব্রজেন্

অকারত্বাকরো জ্জোউকারঃ স্বরিতঃ স্মৃতঃ ॥৮
 মরারস্তু পুতো জ্জোত্রিমাত্র ইতি সংজ্ঞিতঃ ।
 অকারত্বাৎ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে ।
 সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকশ্চ বিধীয়তে ॥৯
 ওঁকারস্ত ত্রয়ো লোকাঃ শিরস্তস্য ত্রিবিষ্টপম ॥

তৃতীয় মাত্রা নির্গুণা । মাত্রা অক্ষরাশ্রয়িণী ।
 উহার মন্তকস্থা পিপীলিকা-স্পর্শসমা গাঙ্কবী
 মাত্রা গাঙ্কার-স্বরসজ্জতি । এই সকল মাত্রায়ুক্ত
 ওঙ্কার প্রযুক্ত হইয়া মন্তকে লয়প্রাপ্ত হইলে,
 যোগী ওঙ্কারময় হইয়া অক্ষরাত্ম লাভ করেন ।
 প্রণবস্বরূপ ধনুতে আত্মস্বরূপ শর
 যোজনপূর্বক সাবধানে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ
 করিতে হইবে; অতএব শরের ন্যায়
 তনুসয়াভালঙ্গন আবশ্যিক । 'ওঁ' এই অক্ষরটাই
 বুদ্ধিগুণ-নিহিত পরমপদ ব্রহ্মস্বরূপ । 'ওঁ'
 ইহাই তিন বেদ, তিন লোক, তিন অগ্নি । ঋক্,
 সাম, যজু, - এই তিনর বেদ, ত্রিবিষ্টপের
 পদ-ত্রয়স্বরূপ । প্রকৃত পক্ষে এই ওঙ্কারের
 চারিটি মাত্রা । যোগী উক্ত ওঙ্কার সাধনে নিয়ত
 হইলে ব্রহ্মসোলাক্য লাভ করেন । উহার
 আকার অক্ষর, উকার স্বরিত, এবং মকার
 পুত; এই তিনটি মাত্রা । অকার ভূর্লোক, উকার
 ভুবর্লোক আর ব্যঞ্জন সহিত মকার স্বর্লোক ।
 ১-৯ । সুতরাং ওঁকার ত্রিলোকাত্মক; উহার

ভুবনাত্মক তৎ সর্বং ব্রাহ্মং তৎপদমুচ্যতে ।
 মাত্রাপদং রুদ্রলোকো হ্যমাত্রস্ত শিবং পদম ॥
 এবং ধ্যানবিশেষেণ তৎপদং সমুপাসতে ।
 তস্মাদ্ধ্যানয়তিনিত্যমাত্রাং হি তদক্ষরম ॥২২
 উপাস্যং হি প্রযত্নেন শাস্বতং পদমিচ্ছতা ।
 হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা ততো দীর্ঘা তুনন্তরম ॥১৩
 ততঃ পুতবতী চৈব তৃতীয়া উপদিশ্যতে ।
 এতান্ত মাত্রা বিজ্ঞেয়া যথাবদনুপূর্বশঃ ॥১৪
 যাবচ্চৈব তু শক্যন্তে ধার্য্যন্তে তাবদেব হি ।
 ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিং ধ্যায়ন্তাত্মনি যঃ সদা ॥১৫
 অত্রাষ্টমাত্রমপি চেচ্ছৃণুয়াৎ ফলমাপুয়াৎ ॥১৬
 মাসে মাসেহশ্বমেধেন যো যজ্ঞেত শতং সমাঃ
 ন স তৎপ্রাপ । রুদ্রাৎ পুণ্যং মাত্রয়া বদবাপুয়াৎ ॥
 অক্লিন্দুং যঃ কুশাশ্রোণ মাসে মাসে পিবেন্নরঃ
 সংবৎসরশতং পূর্ণং মাত্রয়া তদবাপুয়াৎ ।
 ইষ্টাপূর্তস্য যজ্ঞস্য সত্যবাক্যে চ যৎফলম ॥১৮

শিরোভাগ - চন্দ্রবিন্দু ত্রিবিষ্টপ । উহা সমগ্র
 ব্রহ্মভুবনাত্মক । চন্দ্র - রুদ্রলোকাভ্যক, আর
 বিন্দু - শিবস্বরূপ । ইহা মাত্রাহীন । এই সকল
 বিশেষত্ব অনুসারে ধ্যাননিরত হইবে । এই
 ভাবেই সেই পরমপদের উপাসনা করিতে
 হয় । নিত্যপদপ্রার্থী যোগী যত্ন সহকারে
 ওঁঙ্কারের মাত্রাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া
 উপাসনানিরত হইবেন । ইহার প্রথম মাত্রা
 হ্রস্ব, দ্বিতীয় মাত্রা দীর্ঘ, তৃতীয় মাত্রা পুত ।
 এই তিনটি মাত্রা যথাযথ জানিয়া লইয়া যতদূর
 সামর্থ্য ধারণা করিবে । ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ও
 আত্মা ইহাদিগের সহিত ঐ প্রণবকে
 অষ্টমাত্রায়ুক্ত করিয়া সতত ধারণা অভ্যাস
 করিবে । এই অষ্ট মাত্রার বিষয় উপদেশ লাভ
 করিলে সবিশেষ ফললাভ হয় । ১০-১৬ । শত
 বর্ষাবৎ প্রতিমাসে এক একটী অশ্বমেদ যাগ
 করিলেও এই মাত্রাজ্ঞানে যে ফল হয়, ততুল্য
 ফললাভ হয় না । মাসে মাসে কুশাশ্র-বারি পান
 করিয়া শতবর্ষ অতিবাহিত করিলেও এই
 মাত্রাজ্ঞানের তুল্য ফললাভ

অবভক্ষণে চ মাসস্য মাত্রয়া তদবাপুয়াৎ ।
 স্বাম্যর্থৈ যুধ্যমানানাং স্তরাণামনিবর্তিনাম্ ॥১৯
 যন্তবেত্তৎ ফলং দৃষ্টং মাত্রয়া তদবাপুয়াৎ ।
 ন তথা তপসোশ্রেণ ন যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২০
 যৎকলং প্রাপুয়াৎ সম্যজ্জাত্রয়া তদবাপুয়াৎ ।
 তত্র বৈ যোহর্কমাত্রো যঃ পুতো নামোপদিশ্যতে
 এষা এব ভবেৎ কার্য্যা গৃহস্থানাং যোগিনাম্
 এষা চৈব বিশেষেণ ঐশ্বর্য্য কমলক্ষণা ॥২২
 যোগিনাং বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যে হৃষ্টলক্ষণে ।
 অগ্নিমাদ্যোতি বিজ্ঞেয়া তন্মাদযুক্তীত তাং দ্বিজাঃ
 এবং হি যোগী সংযুক্তঃ শু চর্দান্তে জিতেন্দ্রিয়ঃ
 আত্মানং বিন্দতে যন্ত স সর্বং বিন্দতে দ্বিজাঃ
 ঋচো যজুঃষি সামানি বেদোপনিসদন্তথা ।
 যোগজ্ঞানাদবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো ধ্যানচিন্তিতঃ ॥
 সর্বভূতলয়ো ভূত্বা অভূতঃ স তু জায়তে ।

হয় না। যজ্ঞ, পুর্ন, সত্যভাষণ ও জল মাত্র
 পান, এ সকল কার্য্য এক মাস যাবৎ করিলেও
 মাত্রাজ্ঞান-সম পুণ্য প্রাপ্তি হয় না। প্রভুর
 নিমিত্ত জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিলে যে ফল,
 মাত্রাজ্ঞানে ততুল্য ফল প্রাপ্তি হয়। মাত্রাজ্ঞানে
 যে ফল, উহা তপস্যা বা বহু দক্ষিণাম্বিত
 যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ ফল হয় না। সেই
 প্রণবের অর্কমাত্রা ও পুত মাত্রাটীই আবার
 গৃহস্থ যোগিগণের বিশেষ ভাবে আশ্রয়ণীয়।
 ইহাই ঐশ্বর্য্য-সাধন। ইহারই ফলে যোগীরা
 অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত করিয়া থাকেন। অতএব দ্বিজ
 ব্যক্তি সেই মাত্রাতত্ত্বের সাধনে সমাসক্ত
 হইবেন। হে দ্বিজগণ! শুচি, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়
 যোগী এই প্রণব সাধনদ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত
 হইলে তাঁহার আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।
 ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণ যোগদ্বারা ঋক্, যজু, সাম,
 সমগ্র বেদ ও উপনিষদ - এতৎসমস্তের জ্ঞান
 সম্যক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সর্বভূতের
 লয় স্থানে লীন হইয়া লয়স্থান রূপে পরিণত
 হয়েন, তাঁহার পুনরায় জন্ম হয় না। তিনি
 যোগিজ্ঞানোচিত উৎক্রমণ বিধানে

যোগিনঃক্রমণং কৃত্বা যাতি বৈ শাস্বতং পদম্ ॥
 অপি চাত্র চ রুহ্যেতাং ধ্যায়মানাচ্চিহ্নমুখীম ।
 প্রকৃতিং বিশ্বরূপাখ্যাং দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা ॥২৭
 অজামেকাং লোহিতশুক্কক্ষাং
 বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।
 অজো হ্যেকো জুষমাখোহনুশেতে
 জহাতে্যনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥২৮
 অষ্টাক্ষরাং ষোড়শপাণিপাদাং
 চতুর্শ্রীং ত্রিশিখামেকশ্রীম ।
 আদ্যামজাং বিশ্বসৃজাং স্বরূপাং
 জাত্বা বৃধাস্তমুতত্বং ব্রজান্তা ॥২৯
 যে ব্রহ্মণাঃ গবং বেদয়াস্ত
 ন তে পুনঃ সংসরন্তীহ ভুয়ঃ ॥৩০
 ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোক্তারসংজ্ঞিতম ।
 যন্ত বেদয়তে সম্যক তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥
 সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ভক্তবন্ধনবন্ধনঃ ।
 অচলং নির্গুণং স্থানং শিবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম

প্রাণত্যাগান্তে শাস্বত পদ লাভ করেন। ১৭-
 ২৬। যে সকল ব্রাহ্মণ এই চতুর্শ্রী
 বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতির সাহায্যে ধ্যান সহকারে
 দিব্য চক্ষুদ্বারা সেই অজা, লোহিত-শুক্ক-ক্ষা,
 আত্মতুল্য বহু প্রজাসৃজনকারিণী, সর্বাদিভূতা
 প্রকৃতি দেবীকে জানিতে পারেন, তাঁহারা
 অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেই প্রকৃতি দেবীকে
 অজ জীব উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে;
 কিন্তু অপর অজ শিব তাঁহাকে উপভুক্তা জ্ঞানে
 পরিহার করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি
 পুরুষাত্মক প্রণবের সম্যক জ্ঞান হইলে আর
 কদাচ সংসারে বিচরণ করিতে হয় না। এই
 ওক্তারাখ্য অক্ষররূপী ব্রহ্মকে যথাযথ জ্ঞাত
 হইয়া যে জন ইহার ধ্যান করে, সে সমস্ত বন্ধন
 হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সংসারযাত্রার দায়
 হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। তিনি
 অচল নির্গুণ শিবস্থান প্রাপ্ত হয়েন;

ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমোক্তপ্রাপ্তিলক্ষণম্।
নমো লোকেশ্বরায় সঙ্কল্পকল্পগ্রহণয়
মহাস্তমুপতিষ্ঠতে তস্মৈ হিতং যদবক্ষ্যে নমঃ।
সর্বত্রস্থানিনে নির্ভণায় সন্তুজ্যোগীশ্বরায়
চ। পুঙ্কবপর্ণমিবাভির্বিভুক্ষমি ব্রহ্মমু পতিষ্ঠেৎ
পবিত্রং পবিত্রাণাং পবিত্রং পবিত্রেণ পরি
পূরিতেন পবিত্রেণ হুস্বং দীর্ঘাপুতামতি তদেত
মোক্তারমশম্পর্শমরূপমরসমগন্ধং পর্যুপা
সীত, অবিদ্যেশানায় বিশ্বরূপো ন তস্য,
অবিদ্যেশানায় নমো যোগীশ্বরায়ৈতি চ, যেন
দ্যৌরখ্যা পৃথিবী চ দৃঢ়, যেন স্বঃ স্তম্ভিতং,
যেন নাকন্তয়োরন্তরিক্ষমিমে বরীয়সো
দেবানাং হৃদয়ং বিশ্বরূপো ন তস্য প্রাণাপানৌ
পম্যং চান্তি, ওঁকারো বিশ্ববিশ্বো বৈ যজ্ঞো
যজ্ঞো বৈ বেদো বেদো বৈ নমস্কারো

নমস্কারো রুদ্রো নমো রুদ্রায় যোগেশ্বরাদি-
পত্যে নমঃ। ইতি সিদ্ধিপ্রদ্যুপস্থানং সায়াং
প্রাতর্মধ্যাহ্নে নম ইতি। সর্বকামফলো রুদ্রঃ। ৩৩
যথা বৃত্তাং ফলং পঞ্চং পবনেন সমীরিতম।
নমস্কারেণ রুদ্রস্য তথা পাপং প্রণশ্যাতি। ৩৪
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্বধর্মফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেবনমস্কারো ন তৎফলমবাপুয়াৎ। ৩৫
ভস্মা ভ্রষবণং যোগী উপাসীত মহেশ্বরম।
দশবিস্তারকং ব্রহ্ম তথা চ ব্রহ্ম বিস্তরম। ৩৬
ওঙ্কারং সর্বতঃ কালে সর্বং বিহিতবান প্রভুঃ
ভেন ভেন তু বিষ্ণুত্বং নমস্কারং মহাশাঃ। ৩৮
নমস্কারস্তথা চৈব প্রণবং স্তবতে প্রভুং।
প্রণবঃ স্তবতে যজ্ঞং যজ্ঞঃ সংস্তবতে মনুঃ। ৩৮
মনঃ স্তবতি বৈরুদ্রং তস্মাদরুদ্রপদং শিবম।
ইত্যেতানি রহস্যানি যতীনাং বৈ যথাক্রমম্।

ইহাতে সন্দেহ নাই। এই আমি আপনাদিগের
নিকট ওঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণ বর্ণন করিলাম। ২৭-
৩২। সর্বসঙ্কল্পাভিজ্ঞ লোকেশ্বরকে নমস্কার।
সেই মহানেরই উপসনা করা কর্তব্য। সেই
ব্রহ্মকে প্রণাম করাই আপনাদিগের হিতকর।
সর্বব্যাপী, নির্ভণ, ভক্ত যোগীদিগের
ঐশ্বর্যপ্রদাতা, জলসম্পৃক্ত পদ্মপত্রের ন্যায়
বিশুদ্ধ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। সকল
পবিত্রাপেক্ষা পবিত্র, পবিত্র পরিপূরিত,
পবিত্রাশ্রয়, হুস্ব দীর্ঘ পুত - এই স্বরত্রয়বিশিষ্ট,
শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবর্জিত, অবিদ্যাপতি,
যোগী-স্বরকে নমস্কার। যে তাঁহাকে নমস্কার
করে, অবিদ্যা কদাপি তাহার প্রতি প্রভুত্ববিস্তা
রে সমর্থ হয় না। যিনি অন্তরাত্মাকে উন্নত
এবং ভূমিকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি স্বর্গকে
অন্যমার্গে স্তম্ভিত করিয়াছেন, যিনি দেবগণের
হৃদয়স্বরূপ, সেই পরমপুরুষই বিশ্বরূপ।
তাঁহার প্রাণাপানাদি নাই, উপমাও নাই। এই
ওঙ্কারাখ্য বিশ্বরূপী রুদ্রই যজ্ঞ, বেদ ও

নমস্কারাদিরূপে পরিণত হইয়াছেন। সেই
যোগেশ্বরাদিপতি রুদ্রদেবকে নমস্কার। এই
সিদ্ধিপ্রদায়ক রুদ্রোপস্থান প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে
পাঠ করিলে। ১৭-৩৩। পবন যেমন বৃত্তচ্যুত
করিয়া পঞ্চফল স্থানান্তরিত করে, রুদ্রকে
নমস্কার করিলেও তদ্রূপ পাপুঞ্জ দূরীভূত হয়।
রুদ্র-প্রণতিদ্বারা যেমন সর্ব ধর্মফল লাভ হয়,
অন্য কোন দেবতার প্রণামে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি
হয় না। অতএব যোগী ত্রিকালেই সেই
জগদবিস্তারকারী মহেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে
সবিশেষ যত্নবান হইবেন। সেই প্রভু সর্বকালে
সর্বমূলভূত ওঙ্কারস্বরূপ; নমস্কারমূর্ত্তি বিষ্ণুকে
সেই প্রণব স্তব করেন, প্রণব যজ্ঞকে, যজ্ঞ
মনকে, এবং মন রুদ্রকে স্তব করে; সুতরাং
রুদ্রপদই পরম মঙ্গলাম্পদ সমাপ্রায়ণীয়।
যোগীদিগের রহস্যভূত এই সমস্ত তত্ত্ব যে

যন্ত বেদয়তে ধ্যানংস পরং প্রাপুয়াৎ পদম॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ওঙ্কারপ্রাপ্তি-
লক্ষণকথনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ॥২০

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ঋষীণামগ্নিকল্পনাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম ।
ঋষিঃ শ্রুতিধরঃ প্রাজ্ঞঃ সাবর্ণিনাম নামতঃ॥১
ভেষাং সোহপ্যগ্রতো ভূত্বা বায়ুংবাক্যবিশারদঃ
সাতত্যং তত্র কুর্ক্বন্তঃ প্রিয়ার্শে সত্রযাজিনাম ।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য পথচ্ছ স মহাদ্যুতিম॥২
সাবর্ণিরুবাচ ।

বিভো পুরাণসম্বন্ধাং কথাং বৈ বেদসম্মিতাম ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক প্রসাদাৎ সর্বদর্শিনঃ
হিরণ্যগর্ভো ভগবান ললাটানীললোহিতম ।
কথং তত্তৈজসং দেবং লঙ্কবান পুত্রমাত্মনঃ॥৪

যোগী জ্ঞাত হইয়া ধ্যানান্ত হয়, তাহার পরমপদ
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৩৪-৩৯ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, - নৈমিষারণ্যবাসী অগ্নিকল্প
ঋষিদিগের মধ্যে সাবর্ণি নামে এক শ্রুতিধর
ঋষি ছিলেন । সেই সত্রযাগ-কারীদিগের
সহায়তাকারী বাক্য-বিশারদ ঋষি অগ্রবর্তী হইয়া
সহকারে মহাদ্যুতি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
সাবর্ণি কহিলেন, - প্রভো! আপনি সর্বদর্শী,
আপনার প্রসাদে আমরা বেদসদৃশ পুরাণনিবন্ধ
কথা সকল যথার্থ শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।
ভগবান হিরণ্যগর্ভ, নিজ ললাট হইতে,
অতিতেজস্বী নীললোহিত দেবকে কি প্রকারে
পুত্ররূপে লাভ করেন? কমলযোনি ব্রহ্মার
উৎপত্তি হইল কিরূপে? ব্রহ্মানন্দন
নীললোহিতের রুদ্রত্বই বা হইল কি প্রকারে?

কথঞ্চ ভগবান জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ।
রুদ্রত্বৈব শর্করস্য স্বাত্মজস্য কথং পুনঃ॥৫
কথঞ্চ বিষ্ণো রুদ্রেণ সার্কং প্রীতিরনুত্তমা ।
সর্কে বিষ্ণুময়া দেবাঃ সর্কে বিষ্ণুময়া গণা॥
ন চ বিষ্ণুসমা কাচিদগতিরন্যা বিধীয়তে ।
ইত্যেবং সততং দেবা গায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
ভবস্য স কথং নিত্যং প্রণামং কুরুতে হরিঃ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তেহুথ ভগবান বায়ুঃ সাবর্ণিমব্রবীৎ ।
অহো সাধু ত্বয়া সাধো পৃষ্টঃ প্রশ্নো হ্যনুত্তমঃ॥
ভবস্য পুত্রজন্যত্বং ব্রহ্মণঃ সোহভবদযথা ।
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং রুদ্রত্বং শর্করস্য চ॥৮
দ্বাভ্যামপি চ সম্প্রীতির্বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ ।
যচ্চাপি কুরুতে নিত্যং প্রণামং শর্করস্য চ ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ শূণ্ডত ক্রবতো মম॥১০
মমন্তরস্য সংহারে পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ॥১১
আসীত্তু সপ্তমঃ কল্পঃ পদ্মো নাম দ্বিজোত্তমাঃ
বারাহঃ সাম্প্রতন্তেষাং তস্য বক্ষ্যামি বিস্তরম্

বিষ্ণুর রুদ্রসহ অনুত্তম প্রীতিসজ্জটন হইল কি
করিয়া? 'সকল দেবতা বিষ্ণুময়, বিষ্ণুসম
অপর আর কোন গতি নাই', দেবগণ সতত
এইরূপ গান করিয়া থাকেন । সেই বিষ্ণু,
ভবদেবকে নিয়ত প্রণাম করেন কেন? সূত
কহিলেন, - এই কথা শুনিয়া ভগবান বায়ু,
সাবর্ণিকে কহিলেন, - হে সাধো! আপনি উত্তম
প্রশ্ন করিয়াছেন । ব্রহ্মার পুত্ররূপে ভবের
জন্মগ্রহণ, পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, শর্করের
রুদ্রত্ব, বিষ্ণু ও ভবের পরস্পর সম্প্রীতি,
বিষ্ণু যে শর্করকে প্রণাম করেন তাহার হেতু
- এতৎসমস্তই আমি যথাক্রমে বিস্তরে বর্ণন
করিতেছি; শ্রবণ করুন । ১-১০ । হে
দ্বিজোত্তমগণ! ষষ্ঠ কল্পের শেষ মনুর অধিকার
কালের অন্তে পাদ্র নামক সপ্তম কল্প প্রবৃত্ত
হয় ।

সাবর্ণিকুবাচ ।

কিয়তা চৈব কালেন কল্পঃ সন্তবতে কথম ।
কিঞ্চ প্রমাণং কল্পস্য তন্নঃ প্রকৃহি পৃচ্ছতাম্ ॥

বায়ুকুবাচ ।

মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং কালসংখ্যাং যথাক্রমম ।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্রুবতো মে নিবেধিতা ॥
কোটীনাং দ্বৈ সহস্রে বৈ অষ্টৌ কোটিশতানি চ
দ্বিষষ্টিশ্চ তথা কোটোন্যুতানি চ সপ্ততিঃ ॥
কল্পার্দ্ধস্য তু সংখ্যায়ামেতৎ সপ্তমুদাহৃতম ।
পূর্বোক্তৌ চ গুণচ্ছেদৌ বর্ষাং লক্ষমাদিশেৎ
শতৈধৈব তু কোটীনাং কোটীনামষ্টসপ্ততিঃ ।
দ্বৈ চ শতসহস্রে তু নবতি ন্যুতানি চ ॥ ১৭

মানুষেণ প্রমাণেন যাবদ্বৈবস্বতান্তরম ।
এষ কল্পস্ত বিজ্ঞেয়ঃ কল্পার্দ্ধদ্বিগুনীকৃতঃ ॥ ১৮
অনাগতানাং সপ্তানামেতদেব যথাক্রমম ।
প্রমাণং কালসংখ্যায়া বিজ্ঞেয়ং মতমৈশ্বরম ॥
নিযুতান্যষ্টপঞ্চাশত্তথাশীতিশতানি চ ।
চতুরশীতিশতান্যনি প্রযুতানি প্রমণিতঃ ॥ ২০
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ ।

বর্তমান কালে বরাহ কল্প চলিতেছে। সাবর্ণি
কহিলেন, - এক একটী কল্প কত কালে
কিপ্রকারে সম্ভূত হয়? আর উহার পরিমাণই
বা কি? আমরা ইহা জানিতে চাই; আপনি
ইহা বলুন। ১১-১৩। বায়ু কহিলেন, - মন্বন্ত
র সকলের কালসংখ্যা আমি যতাক্রমে
বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দুই সহস্র
অষ্টশত কোটী, আর দ্বিষষ্টি কোটী, অষ্ট নিযুত;
- ইহা কল্পার্দ্ধের পরিমাণ। ইহার পূর্বভাগ
বর্ষ পারমাণ বলিয়া জ্ঞাতব্য। একশত
অষ্টসপ্তাত কোটী, দুই লক্ষ নবতি নিযুত, -
ইহা বৈবস্বত মন্বন্তর পর্য্যন্তের মানুষ
পরিমাণ। কল্পার্দ্ধমানের দ্বিগুণীভূত এই
পরিমাণই কল্পপরিমাণ। অনাগত সপ্ত কল্পের
এইরূপ পরিমাণই ঈশ্বরানুমোদিত। অষ্ট
পঞ্চাশৎ নিযুত, অশীতিশত, চতুরশীতি প্রযুত
কাল যাবৎ সপ্তর্ষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবতা, -

এতৎকালস্য বিজ্ঞেয়ং বর্ষাং তু প্রমাণতঃ ॥
এষ মন্বন্তরে তেষাং মানুষান্তঃ প্রকীর্তিতঃ ।
প্রণদান্তাশ্চ যে দেবাঃ সাধ্যা দেবগণাশ্চ যে ।
বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যাঃ কল্পং জীবন্তি তেগণাঃ
অয়ং যো বর্ততে কল্পো বরাহঃ সতু কীর্ত্যতে
বীশ্মন স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দশ ॥ ২৩
ঋষয় উচুঃ ।

কস্মাদ্বারহিকল্পোহয়ং নামতঃ পরিকীর্তিতঃ ।
কস্মাচ্চ কারণাদেবো বরাহ ইতি কীর্ত্যতে ॥
কো বা বরাহো ভগবান কস্য যোনিঃ কিমাত্মকঃ
বরাহঃ কথমুৎপন্ন এতাদচ্ছামি বেদিতু ॥ ২৫
বায়ুকুবাচ ।

ধরাহুজ্জ্ব যথোৎপন্নো যাম্মন্থর্থে চ কল্পিতঃ ।
বরাহশ্চ যথা কল্পঃ কল্পতুং কল্পনা চ যা ॥ ২৫
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ তস্য চাস্য চ কল্পিতম ।
তৎসর্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাক্রমম ॥ ২৭
ভবন্ত প্রথমঃ কল্পো লোকাদৌ প্রথিতঃ পুরা ।

ইহারা বিদ্যমান থাকেন। এই কালই
বর্ষপ্রমাণ। এই মন্বন্তর কালান্তে মানুষগণেরও
অন্ত হয়। প্রণবপ্রতিপাদ্য দেবতা, সাধ্য ও
বিশ্বদেবতা, ইহারা সকলে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ;
পরন্তু ইহারা কল্পকালজীবী। বর্তমান কল্প বরাহ
নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে স্বায়ম্ভুবাди চতুর্দশ মনু
আবির্ভূত হয়েন। ১৪-২৩। ঋষিগণ কহিলেন,
এই কল্পের নাম বরাহ হইল কেন? সেই দেব
বিষ্ণুই বা বরাহ শব্দে কীর্তিত হয়েন কেন?
সেই ভগবান বরাহ কে? তিনি কিসের
উৎপাদক? তাঁহার স্বরূপই বা কিরূপ?
কেমনেই বা তিনি উৎপন্ন হইলেন? ইহা
জানিতে বাসনা করি। বায়ু কহিলেন, বরাহ যে
নিমিত্ত যে ভাবে উৎপন্ন হয়েন, কল্পের
নাম 'বরাহ' হইবার কারণ, কল্পের স্বরূপ ও
বিস্তৃতি, উভয় কল্পের অন্তর, - এতসমস্তই
যেমন যেমন দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি,
তদনুসারেই বলিতেছি। সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে
'ভব' কল্প; সেই কল্পে আনন্দময়

জ্ঞাতব্যো ভগবান যত্র হ্রনিন্দঃ সম্প্রিতঃ স্বয়ম্
ব্রহ্মস্থানমদং দিব্যং প্রাপ্তং বা দিব্যসম্ভবম ।
দ্বিতীয়স্ত্র ভুবঃ কল্পস্তৃতীয়স্তপ উচ্যতে ॥২৯
ভাবচ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো রম্ভ এব চ ।
ঋতুকল্পস্তথা ষষ্ঠঃ সপ্তমস্ত্র ক্রতুঃ স্মৃতঃ ॥৩৬
অষ্টমস্ত্র ভবেদ্বির্নবমো হব্যবাহনঃ ।
সাবিত্রো দশমঃ কল্পে ভুবন্তেকাদশঃ স্মৃতঃ ॥
উশিকো দ্বাদশস্ত্র কুশিকস্ত্র ত্রয়োদশঃ ।
চতুর্দশস্ত্র গন্ধর্বো গান্ধারো যত্র বৈ স্বরঃ ॥৩২
উৎপন্নস্ত্র যথা নাদো গন্ধর্বো যত্র চোখিতাঃ ।
ঋষতস্ত্র ততঃ কল্পো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশো দ্বিজাঃ ॥
ঋষভো যত্র সন্ততঃ স্বরো লোকমনোহরঃ ।
ষড়্জস্ত্র ষোড়শঃ কল্পঃ ষড়্জনা যত্র চর্যয়ঃ ॥৩৪
শিশিয়চ্চ বসন্তচ্চ নিদাঘো বর্ষ এব চ ।
শরদ্ধেমস্ত্র ইত্যেতে মানসা ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥৩৫
উৎপন্নাঃ ষড়্জসংসিদ্ধাঃ পুত্রাঃ কল্পে তু ষোড়শে
যস্মজ্জিতৈশ্চ তৈঃ ষড়্জিঃ সদ্যোজাতো

মহেশ্বরঃ ॥৩৬

জ্ঞেয় ভগবান এবং দিব্যসম্ভব তদীয় আধার
ভূত ব্রহ্মস্থান মাত্রেই উপলব্ধি ছিল। দ্বিতীয়
'ভুব' কল্প, তৃতীয় 'তপঃ' কল্প, চতুর্থ ভাব কল্প,
পঞ্চম 'রম্ভ' কল্প, ষষ্ঠ 'ঋতু' কল্প, সপ্তম 'ক্রতু'
কল্প, দশম 'সাবিত্র' কল্প, একাদশ 'ভুবঃ' কল্প,
দ্বাদশ 'ঔষিক' কল্প, ত্রয়োদশ 'কুশিক' কল্প,
চতুর্দশ 'গন্ধর্ব' কল্প, এই কল্পে গান্ধারস্বর
সমুৎপন্ন হয়। গান্ধার স্বর হইতেই নাদ এবং
গন্ধর্বগণ সম্ভূত হয়। হে দ্বিজগণ! পঞ্চদশ কল্প
'ঋষভ' নামক। এই কল্পে লোকমনোহর ঋষব
স্বর উৎপন্ন হয়। ষোড়শ কল্প 'ষড়্জ' নামক।
এ কল্পে ষটসংখ্যক প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন।
তাঁহাদিগের নাম যথা, - শিশির, বসন্ত, নিদাঘ,
বর্ষা, শরৎ, ও হেমন্ত। ইহারা ব্রহ্মার মানস
সন্তান। ষোড়শ কল্পে ইহারা ষড়্জ হইতে
উৎপন্ন হইলেন। এই ছয় জনের জন্ম হওয়ায়
সেই মহেশ্বরই যেন সদ্য জন্মগ্রহণ করেন;
এজন্য সেই সাগরসম গম্ভীর স্বরের ষড়্জ নাম

তস্মাৎ সমুখিতঃ ষড়্জঃ স্বরস্তদধিসন্নিভঃ ।
ততঃ সপ্তদশঃ কল্পো মার্জ্জালীয়া ইত স্মৃতঃ ॥
মার্জ্জালীয়া তু তৎকর্ম যস্মাদব্রাহ্মণমকল্পয়ৎ ।
ততস্ত্র মধ্যমো নাম কল্পোহষ্টাদশ উচ্যতে ॥
যাস্মন্ত্র মধ্যমো নাম স্বরো ধৈবতপূজিতা ॥
উৎপন্নঃ সর্বভূতেষু মধ্যমো বৈ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩৯
ততস্ত্রেকোনবিংশস্ত্র কল্পো বৈরাজকঃ স্মৃতঃ ।
বৈরাজো যত্র ভগবান্ননুর্বে ব্রহ্মণঃ সূতঃ ॥৪০
তস্য পুত্রস্ত্র ধর্মাত্মা দধীচির্নাম ধার্মিকঃ ।
প্রজাপতির্মহাতেজা বভূব ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৪১
অকাময়ত গায়ত্রী যজমানং প্রজাপতিম ।
তস্মাজ্জজ্ঞে স্বরঃ স্নিগ্ধঃ পুত্রস্তস্য দধীচিনঃ ॥৪২
ততো বিংশতিমঃ কল্পে নিষাদঃ পরিকীর্তিতঃ
প্রজাপতিস্ত্র তং দৃষ্টা স্বয়ম্ভুপ্রভবং তদা ॥৪৩
বিররাম প্রজাঃ স্রষ্টুং নিষাদস্ত্র তপোহতপং ।
দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত্র নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪

কল্পিত হয়। অতঃপর সপ্তদশ কল্প 'মার্জ্জালীয়া'
নামে প্রসিদ্ধ। কারণ সেই কল্পে ব্রহ্মপ্রাপক
মার্জ্জালীয়া কর্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে 'মধ্যম'
নামক অষ্টাদশ কল্প। উহাতে মধ্যম নামক
ধৈবত স্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বর প্রাদুর্ভূত হয়।
ব্রহ্মসৃষ্ট লোকমধ্যে সেই স্বর মধ্যম ভাব-
সমুখিত। তার পর 'বৈরাজ' নামক ঊনবিংশ
কল্প। এই কল্পে ব্রহ্মনন্দন ভগবান বৈরাজ মনু
সমুদ্ভূত হইলেন। বৈরাজ মনুর পুত্র দধীচি -
প্রজাপতি, অতিশয় ধার্মিক, তেজস্বী ও
ত্রিদশগণের প্রধান ছিলেন। একদা তিনি যজন
কর্মে ব্যাপ্ত হইলে গায়ত্রীদেবী তাঁহাকে
কামনা করেন। তাহাতে সেই দধীচির
পুত্ররূপে স্নিগ্ধস্বরের সমুৎপত্তি হয়। তার পর
বিংশ কল্প 'নিষাদ' নামে পরিচিত। প্রজাপতি
সেই স্বয়ম্ভু সঙ্ঘাত স্বরকে দেখিয়া প্রজা সৃজনে
বিরত হইলেন। নিষাদ তখন তপস্যা করিতে
বিরত হইলেন। নিষাদ তখন তপস্যা। করিতে
প্রবৃত্ত হইয়া নিরাহারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে দিব্য
সহস্র বৎসর অতি

ভম্বাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 উর্দ্ধবাহুং তপোগ্রানং দুঃখিতং ক্ষুৎপিপাসিতম্
 নিষীদেভ্যব্রবীদেনং পুত্রং শান্তং পিতামহঃ ।
 তস্মান্নিষাদঃ সঙ্কৃতঃ স্বরস্ত স নিষাদবান॥৪৬
 একবিংশতিমঃ কল্লো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো দ্বিজাঃ
 প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ॥
 ব্রহ্মাণো মানসাঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈতে ব্রহ্মণঃ সমাঃ
 তৈত্ত্বর্ধবাদিবিযুক্তৈর্বাগভিরিষ্টো মহেশ্বরঃ॥৪৮
 যস্মাৎ পরিগতৈর্গীতঃ পঞ্চভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ ।
 স্বরস্ত পঞ্চমঃ স্নিগ্ধস্তস্মাৎ কল্লস্ত পঞ্চমঃ॥৪৯
 দ্বাবিংশস্ত তথা কল্লো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ ।
 যত্র তবিষ্কর্মহাবাহুর্মেষী ভূত্বা মহেশ্বরম্॥৫০
 দিব্যং বর্ষসহস্রং তু অবহৎ কৃন্তিবাসসম ।
 তস্য নিশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ॥৫১
 নিজগাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ।
 যন্তুয়ং পঠ্যতে বিপ্রৈর্বিষ্কুবৈ কশ্যপাত্মজঃ॥৫২

বাহিত করিল । ২৪-৪৪ । ব্রহ্মা সেই উর্দ্ধবাহু, তপঃকৃশ, দুঃখিত, ক্ষুৎপিপাসাদর্শিত শান্ত পুত্রকে “নিষীদ” অর্থাৎ উপবেশন কর; এই কথা কহিলেন । এই জন্য সেই স্বর নিষাদ নামে বিখ্যাত হয় । হে দ্বিজগণ । একবিংশকল্ল ‘পঞ্চম’ নামে খ্যাত । ঐ কল্লে ব্রহ্মার প্রাণ, আপন, সমান, উদান ও ব্যান, - এই পঞ্চ মানস সন্তান সমুৎপন্ন হয় । ইহারা সদর্শযুক্ত মধুর বাক্যে সেই মহেশ্বরের স্তব করি যাচ্ছিল । স্নিগ্ধ পঞ্চম স্বর, উক্ত প্রাণাদি-পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া গান করিয়াছিল বলিয়া সেই কল্লের ‘পঞ্চম’ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে । দ্বাবিংশ কল্ল ‘মেঘবাহন’ নামে অভিহিত । ঐ কল্লে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘাকার পরিগ্রহপূর্বক মহেশ্বর কৃন্তিবাসকে দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ বহন করিয়াছিলেন । কশ্যপনন্দন বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে তখন লোকসংহারক মহাকায় কাল সমুদ্ভূত হয়েন ।

ত্রয়োবিংশতিমঃ কল্লো বিজ্ঞেয়শ্চিন্তকস্তর্বা ।
 প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমাংস্চিতিশ্চ মিথুনঞ্চ তৌ॥
 ধ্যায়তো ব্রহ্মণশ্চৈব যস্মাচ্চিন্তা সমুৎথিতা ।
 তস্মাস্থ চিন্তকঃ সো বৈ কল্লঃ শ্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা
 চতুর্বিংশতিমশ্চাপি হ্যাকৃতিঃ কল্ল উচ্যতে ।
 আকৃতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সমসৃজত্৷৫৫
 প্রজাঃ স্রষ্টং তথাকৃতিং যস্মাদাহ প্রজাপতিঃ
 তস্মাৎ স পুরুষো জ্ঞেয়ঃ আকৃতিঃ কল্লসংজ্ঞিতঃ
 পঞ্চবিংশতিমঃ কল্লো বিজ্ঞাতিঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 বিজ্ঞাতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সমসৃজত্৷৫৭
 ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য মনস্যধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
 বিজ্ঞাতং বৈ সমাসেন বিজ্ঞাতিস্ত ততঃ স্মৃতঃ॥
 সড়বিংশস্ত ততঃ কল্লো মন ইত্যভিধীয়তে ।
 দেবী চশঙ্করী নাম মিথুনং সম্প্রসৃজতৌ॥৫৯
 প্রজা বৈ চিন্তমানস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ তদা ।
 যস্মাৎ প্রজাসম্ভবনাদুৎপন্নস্ত স্বয়ম্ভুবা॥৬০
 তস্মাৎ প্রজাসম্ভবনাস্তাবনাসম্ভবঃ স্মৃতঃ ।
 সত্ত্ববিংশতিমঃ কল্লো ভাবো বৈ কল্লসংজ্ঞিতঃ

৪৫-৫২ । ত্রয়োবিংশ কল্লের নাম চিন্তা । উহার সহিত চিতি নারী একটি কন্যাও জন্মে । ইহারা মিথুনভাবেই সমুৎপন্ন হয় । ব্রহ্মা যখন তচিন্তা দ্বিত ছিলেন, তদবস্থায় উহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ কল্ল তচিন্তক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । চতুর্বিংশ কল্ল ‘আকৃতি’ নামক । ঐ কল্লে আকৃত ও আকৃতি নামক মিথুন সমুদ্ভূত হয় । ব্রহ্মা সেই আকৃতিকে প্রজা সৃজন করিতে বলিয়াছিলেন; তজ্জন্য ঐ কল্ল আকৃতি নামেই খ্যাত হয় । পঞ্চবিংশ কল্ল ‘বিজ্ঞাতি’ নামক । এই কল্লে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাতি নামক মিথুন জন্মে । ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যান করিতে থাকিলে সংক্ষেপে সমস্ত সৃষ্টিচিত্র তাঁহার বিজ্ঞাত হইয়াছিল বলিয়া এই কল্ল বিজ্ঞাতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ষড়বিংশ কল্লের নাম ‘মন’ । ইহাতে শঙ্করী দেবী একটি মিথুন উৎপাদন করেন । সৃষ্টিকামী প্রজাপতির প্রজাভিষয়ক প্রজাবিষয়ক

পৌর্ণমাসী তথা দেবী মিথুনং সমপদ্যত ।
 প্রজা বৈস্রষ্ট্র কামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা ॥৬২
 ধ্যায়তস্ত্ব পরং ধ্যানং পরমাত্মানমীশ্বরম ।
 অগ্নিস্ত্ব মণ্ডলী ভূত্বা রশ্মিজালসমাবৃতঃ ॥৬৩
 ভুবং দিবঞ্চ বিষ্টভ্য দীব্যতে স তমহাবপুঃ ।
 ততো বর্ষসহস্রান্তে সম্পূর্ণে জ্যোতির্মণ্ডলে ॥৬৪
 আবিষ্টয়া সহোৎপন্নমপশ্যৎ সূর্য্যমণ্ডলম ।
 যস্মাদদৃশ্যো ভূতানং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥৬৫
 দৃষ্ট্ব ভগবান দেবঃ সূর্য্যঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ।
 সর্বে যোগাচ্চ মন্ত্রমিচ্চ মণ্ডলেন সহে খিতাঃ ॥
 যস্মাৎ কল্লো হ্যয়ং দৃষ্ট্বস্তস্মাত্ত্বং দর্শমুচ্যতে ।
 যস্মান্নানসি সম্পূর্ণো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৬৭
 পুরা বৈ ভগবান সোমঃ পূর্ণমাসীতিতঃ স্মৃতা ॥
 ভস্মাস্তু পর্ব্বদর্শে বৈ পৌর্ণমাসঞ্চ যোগিভিঃ ।
 উভয়োঃ পক্ষয়োর্ব্যোজ্যমাত্মনো হিতকাম্যয়া ॥
 দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।
 ন ভেষাং পুনরাবৃন্তিব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥৭০

চিন্তাকালে ঐ কল্প সমুৎপন্ন হয় । সপ্তবিংশ
 কল্পের নাম 'ভাব' । ইহাতে পৌর্ণমাসী দেবী
 একটি মিথুন উৎপাদন করেন । প্রজাসৃষ্টিকামী
 পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলে
 তদীয় জ্যোতির্মণ্ডল অগ্নিরূপে ভূলোক দ্যুলোক
 সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । ক্রমে
 সহস্র বৎসরান্তে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ একীভূত
 হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাকারে পরিণত হইল । ব্রহ্মা
 পূর্বে অদৃশ্য সেই সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে
 পাইয়াছিলেন, এবং সেই মণ্ডলে সমস্ত যোগ
 ও মন্ত্রসমূহও তখন দৃষ্ট হইয়াছিল; এজন্য সেই
 কল্পকে দর্শনামে অভিহিত করা হয় । পুরাকালে
 সেই সময় ভগবান সোম, ব্রহ্মার মনোমধ্যে
 পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া উহার
 পৌর্ণমাসী সংজ্ঞা হয় । অতএব যোগবর্গের
 উভয়পক্ষের পর্ব্বদিনে দর্শ পৌর্ণমাসে
 আত্মহিতকামনায় যোগানুষ্ঠান কর্তব্য । যে সকল
 দ্বিজাতি দর্শ ও পৌর্ণমাসে যজ্ঞ করেন, তাহার
 কদাচ ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্যধামে প্রত্যাবৃত্ত

যোহনাহিতাগ্নিঃ প্রযতো বীরাধ্বানং
 গতৌহপি বা ।
 সমাধায় মনস্তীরং মন্ত্রমুচ্চারয়েচ্ছনৈঃ ॥১
 তুমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্কো
 মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে ।
 ত্বং পাশগন্ধর্ব্বশিষং পূসা বিধত্তপাসিনা ।
 ইত্যেব মন্ত্রং মনসা সম্যগুচ্চারয়েদ্বিজঃ ॥৭২
 অগ্নিং প্রবিশতে যস্ত্ব রুদ্রলোকং সগচ্ছতি ।
 সোমশ্চাগ্নিস্ত্ব ভগবান কালো রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ
 ভস্ম দুযঃ প্রবিশেদগ্নিং স রুদ্রান্ন নিবর্ত্ততে ।
 অষ্টাবিংশত্যমঃ কল্লো বৃহদিত্যবিসংজ্ঞিতঃ ॥৭৪
 ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য স্রষ্ট্রকামস্য বৈ প্রজাঃ ।
 ধ্যায়মানস্য মনসা বৃহৎসাম রথন্তরম ॥৭৫
 যস্মান্তত্র সমুৎপন্নো বৃহতঃ সর্ব্বতোমুখ ।
 তস্মাস্তু বৃহতঃ কল্লো বিজ্জৈহয়তুচিন্তকৈঃ ॥৭৬
 অষ্টাশীতিভসহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ।
 রথন্তরং তু বিজ্জেনং পরমং সূর্য্যমণ্ডলম ॥৭৭
 তস্মাদগুং তু বিজ্জয়মবেদ্যং সূর্য্যমণ্ডলম ।
 যৎসূর্য্যমণ্ডলং চাপি বৃহৎসাম তু ভিদ্যতে ॥৭৮

হয়েন না । ৫৩-৭০ । অনাহিতাগ্নি দ্বিজ যদি
 প্রযত হইয়া বীরপথে প্রবৃত্ত হইয়া মনঃসমাধান
 সহকারে শনৈঃ শনৈঃ এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র
 উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তবে
 তাহার রুদ্রলোকে গতি হয় । অগ্নিই সোম, কাল
 এবং রুদ্র । এইরূপ শ্রুতি আছে । অতএব যে
 জন অগ্নিতে প্রবেশ করে, তাহার রুদ্রত্ব প্রাপ্তি
 হইয়া থাকে । অষ্টাবিংশ কল্পের নাম 'বৃহৎ' ।
 প্রজোৎপাদন মানসে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার অন্ত
 ঃকরণ হইতে বৃহৎ সাম ও রথন্তর প্রাদুর্ভূত
 হয় । ঐ কল্পে সর্ব্বব্যাপী বৃহৎ সমুৎপন্ন
 হইয়াছিল বলিয়া ঐ কল্পকে বৃহৎ কল্প নামে
 অভিহিত করা হয় । ততুচিন্তকগণ এইরূপই
 নিরুপ্তি করিয়াছেন । রথন্তর, সূর্য্যমণ্ডলের অন্ত
 র্গত অষ্টাশীতি সহস্র যোজন পরিমাণ । এই
 জন্যই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা কঠিন । পরন্তু

উৎপন্নস্ত মহাতেজাঃ কুমারঃ পাবকোপমঃ॥১০
 ভীমং মুখং মহারৌদ্রং সুঘোরং শ্বেতলোহিতম্
 দীপ্তং দীপ্তেন বপুষা মহাস্যঃ শ্বেতবর্চসমঃ
 তং দৃষ্টা পুরুষঃ শ্রীমানস ব্রহ্মা বৈ বিশ্বতোমুখঃ
 কুমারং লোকধাতারং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম॥১২
 পুরাণপুরুষং দেবং বিশ্বাত্মা যোগিনাং বরম ।
 ববন্দে দেবদেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥১৩
 হৃদি কৃত্ব মহাদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম ।
 সদ্যোজাতং ততো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বৈ সমচিন্তয়ৎ
 জ্ঞাত্বা মুমোচ দেবেশো হৃষ্টো হাসং জগৎপতিঃ
 ততোহস্য পার্শ্বতঃ শ্বেতা ঋষয়ো ব্রহ্মবর্চসঃ॥
 প্রাদুর্ভূতা মহাত্মানঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনাঃ ।
 সুনন্দো নন্দকশ্চৈব বিশ্বনন্দোহথ নন্দনঃ॥১৬
 শিষ্যান্তে বৈ মহাত্মানো যৈস্ত্ব ব্রহ্ম ততো

বৃতম্ ।

তস্যাগ্রে শ্বেতবর্ণাভঃ শ্বেতনামা মহামুনিঃ॥১৭
 বিজজ্ঞেহথ মহাতেজা যস্মাজ্জজ্ঞে নরত্বসৌ ।
 তত্র তে ঋষয়ঃ সর্বের সদ্যোজাতং মহেশ্বরম॥

তস্মদ্বিশ্বেশ্বরং দেবং যে প্রপদ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ
 প্রাণায়ামপরা যুক্তা ব্রহ্মণি ব্যবসায়িনঃ॥১৯
 তে সর্বের পাপনির্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চসঃ ।
 ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি চ॥২০
 বায়ুরুবাচ ।

ততস্ত্রিংশত্তমঃ কল্পো রক্তো নাম প্রকীর্তিতঃ ।
 রক্তো যত্র মহাতেজা রক্তবর্ণমধারয়ৎ॥২১
 ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তবিগ্রহঃ॥২২
 রক্তমাল্যান্বরধরো রক্তনেত্রঃ প্রতাপবান ।
 স তং দৃষ্টা মহাদেবং কুমারং রক্তবাসসমঃ॥২৩
 ধ্যানযোগং পরং গত্বা বুবুধে বিশ্বমীশ্বরম ।
 স তং প্রণম্য ভগবান ব্রহ্মা পরমবক্তিতঃ ।
 বামদেবং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মাত্মকং ব্যচিন্তয়ৎ॥২৪
 এবং ধ্যাতো মহাদেবো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥২৫
 মনসা প্রীতিযুক্তেন পিতামহমথাব্রবীৎ ।
 ধ্যায়তা পুত্রকামেণ যস্মান্তেহহং পিতামহঃ॥২৬
 দৃষ্টঃ পরময়া ভক্ত্যা ধ্যানযোগেন সন্তম ।
 তস্মাদ্ভ্যানং পরং প্রাপ্য কল্পে মহাতপাঃ

মুর্তি । শ্রীমান, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সেই
 ব্যাদিতবদন ভীমাকার শ্বেত-লোহিত পুরুষকে
 দেখিয়া লোকধাতা, বিশ্বরূপ, পুরাণ পুরুষ,
 বিশ্বাত্মা, যোগিবর, দেবদেবেশ মহেশ্বরই এই
 রূপ ধারণ করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে নমস্কার
 করিলেন, এবং অন্তরে সেই পরমাত্মা
 সদ্যোজাত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে
 লাগিলেন । সেই জগৎপতি শ্বেতদেব, ব্রহ্মার
 মনোভাব জানিতে পারিয়া হৃষ্টভাবে উচ্চহাস্য
 করিলেন । তাহাতে তদীয় পার্শ্বদেশ হইতে
 শ্বেতমাল্যানুলেপন, শ্বেতবর্ণ, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন,
 মহাত্মা ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন ।
 তাহাদিগের নাম, - সনন্দ, নন্দক, বিশনন্দ
 ও নন্দন । ৮-১৬ । ইহারা ব্রহ্মস্বরূপ
 শ্বেতদেবের শিষ্য হইলেন । অতঃপর
 শ্বেতদেবের অগ্রভাগে শ্বেতবর্ণ, শ্বেতনামক
 মহামুনি আবির্ভূত হইলেন । এই শ্বেতমুনি
 হইতেই নরঋষির উদ্ভব হয় । যে সকল

ব্রহ্মানিষ্ঠ যোগযুক্ত প্রাণায়ামপরায়ণ দ্বিজ, সেই
 সদ্যোজাত বিশ্বেশ্বর দেবের শরণাপন্ন হইলেন,
 তাঁহারা পাপহীন বিমল ব্রহ্মতেজোময় হইয়া
 ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া থাকেন । বায়ু
 কহিলেন, - অতঃপর ত্রিংশ কল্প; উহা রক্ত নামে
 প্রসিদ্ধ । এই কল্পে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাসক্ত
 হইলে, রক্তবর্ণ, রক্তমাল্যানুলেপনধারী, রক্ত-
 নেত্র, এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন । ব্রহ্মা সেই
 রক্ত কুমারকে দেখিয়া ধ্যানাবলম্বনে তাঁহাকে
 বিশ্বেশ্বরেরই অবতার বোধে বিনম্রভাবে
 প্রাণামান্তে ব্রহ্মাত্মক বামদেবকেই চিন্তা করিতে
 লাগিলেন । ১৭-২৪ । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, এই
 প্রকারে ধ্যান করিতে থাকিলে মহাদেব
 প্রীতিযুক্ত চিন্তে সেই পিতামহকে কহিলেন, -
 হে মহাসত্ত্ব, মহাতপা, সন্তম, পিতামহ! তুমি
 পুত্রকামনায় ধ্যানস্থ হইয়া পরম ভক্তি সহকারে
 ধ্যানযোগদ্বারা আমাকে দর্শন করিয়াছ;

বেৎস্যসে মাং মহাসত্ত্ব লোকধাতারমীশ্বরম ।
 এবমুক্তা ততঃ শৰ্ব্বপুট্রহাসং মুমোচ হা ২৮
 ততস্তস্য মহাত্মানশ্চত্বারশ্চ কুমারকাঃ ।
 সম্ভবুর্মহাত্মানো বিরেজুঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ২৯
 বিরজশ্চ বিবাহশ্চ বিশোকো বিশ্বভাবনঃ ।
 ব্রহ্মাণ্যা ব্রহ্মণস্তল্যা বীরা অধ্যবসায়িনঃ ৩০
 রক্তাম্বরধরাঃ সৰ্বে রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ।
 রক্তভস্মানুলিঙাঙ্গা রক্তাস্যা রক্তলোচনাঃ ৩১
 ততো বর্ষসহস্রান্তে ব্রহ্মাণ্যা ব্যবসায়িনঃ ।
 গুণস্তশ্চ মহাত্মানো ব্রহ্ম তদ্ব্যমদৈবিকম ৩২
 অনুগ্রহার্থং রৌকানাং শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
 ধর্মোপদেষমমখিলং কৃত্বা তে ব্রহ্মাণাঃ স্বয়ম ৩৩
 পুনরেব মহাদেবং প্রবিষ্টা রুদ্রমব্যয়ম ।
 যেহপি চান্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুজ্ঞানা বামমীশ্বরম ৩৪
 প্রপদ্যন্তি মহাদেবে তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ ।
 তে সৰ্বে পাপনির্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চসঃ ।
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্ত পুনরাবৃন্তিদুর্লভম ৩৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
 কল্পসংখ্যানিরূপণং নাম
 দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ২২

এজন্য কল্পে কল্পে পরম ধ্যানাবলম্বনে
 লোকধাতা ঈশ্বররূপী আমাকে জানিতে
 পারিবে । ভগবান সর্ব এই বলিয়া অট্টহাস্য
 করিলেন । তাহাতে মহাত্মা, শুদ্ধবুদ্ধি চারিটি
 কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন । তাহাদিগের নাম
 বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন । তাহারা
 বীর, অধ্যবসায়ী, ব্রহ্মপরায়ণ ও সকলেই ব্রহ্মার
 সদৃশ । সকলেই রক্ত বসন-পরিধান,
 রক্তমাল্যানুলেপন, রক্ত ভস্মে অনুলিঙাঙ্গ,
 রক্তমুখ ও রক্তলোচন । ব্রহ্মপরায়ণ অধ্যবসায়ী
 বামদেবপ্রণীত বিধানে ব্রহ্মারাধনরত, মহাত্মারা
 অতঃপর সহস্র বৎসর যাবৎ
 লোকানুগ্রহকামনায় ও শিষ্যদিগের হিতবিধান
 মানসে সহস্র শৈব ধর্মের উপদেশ করিয়া
 পুনরায় সেই মহাদেব রুদ্রদেবে প্রবিষ্ট হইলেন ।
 যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ বামদেব মহেশ্বরের

ত্রয়োবিংশোহধ্যায় ।

বায়ুরূবাচ ।

একবিংশস্তমঃ কল্পঃ পীতবাসা ইতি শ্রুতঃ ।
 ব্রহ্মা যত্র মহাতেজাঃ পীতবর্ণতুমাগতঃ ১
 ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রবান ২
 পীতগন্ধানুলিঙাঙ্গঃ পীতমাল্যধরো যুবা ।
 পীতযজ্ঞোপবীতশ্চ পীতোক্ষীষো মহাভূজঃ ৩
 তং দৃষ্টা ধ্যানসংযুক্তং ব্রহ্মা লোকেশ্বরং প্রভুম্
 মনসা লোকধাতারং ববন্দে পরমেশ্বরম্ ৪
 ততো ধ্যানগতস্তত্র ব্রহ্মা মাহেশ্বরীং পরাম্ ।
 অপশ্যদগাং বিরূপাঞ্চ মহেশ্বরমুখচ্যুতাম্ ৫

উপাসনায় সমাসক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে
 তদেকপরায়ণ চিন্তে যোগানুষ্ঠান দ্বারা সেই ঈশ্বর
 বামদেবের শরণাপন্ন হইলেন, তাহারা পাপ-
 সংস্পর্শ বর্জিত বিমল ব্রহ্মতেজোযুক্ত হইয়া
 রুদ্রলোকে পুনর্জন্মহীন গতি প্রাপ্ত হইলেন । ২৫-
 ৩৫ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, - একত্রিংশৎ কল্পের নাম
 পীতবাসা । এই কল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পীতবর্ণ
 হইয়াছিলেন । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পুত্রকামনায় যখন
 ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার দেহ
 হইতে এক কুমার প্রাদুর্ভূত হন । এই কুমার
 অতি তেজস্বী । ইনি পীত-বস্ত্র ও পীত মাল্য-
 ধারী । ইহার অঙ্গ পীতগন্ধে অনুলিঙ । ইনি
 পীতযজ্ঞোপবীত ও পীত উক্ষীষধারী, মহাভূজ
 যুবা পুরুষ । ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মা এই কুমারকে
 দেখিয়া মনে মনে লোক-বিধাতা পরমেশ্বরকে
 বন্দনা করিলেন । অনন্তর ধ্যানানিষ্ঠ ব্রহ্মা
 দেখিলেন, - পরাৎপরা মাহেশ্বরী দেবী স্বীষ
 রূপ বিকৃত করিয়া গোরূপে মহেশ্বরের মুখ
 হইতে বিচ্যুত হইলেন । সেই সর্বতো

চতুস্পদাং চতুর্ভুজাং চতুর্হস্তাং চতুস্তনীম ।
 চতুর্নেত্রাং চতুঃশৃঙ্গীং চতুর্দণ্ডাং চতুর্মুখীম ॥৬
 দ্বাবিংশলোকসংযুক্তামীশ্বরীং সর্বতোমুখীম ।
 সভাং দৃষ্টা মহাতেজা মহাদেবীং মহেশ্বরীম ॥
 পুনরাহ মহাদেবঃ সর্বদেবনমস্কৃত ।
 মতিঃ স্মৃতিবুদ্ধিরিতি গায়মানঃ পুনঃপুনঃ ॥৮
 এহ্যেহীতি মহাদেবীং সোত্তিষ্ঠং প্রাজ্জলিভূ শম্
 বিশ্বমাবৃত্য যোগেন জগৎ সর্বং বশী কুরু ॥৯
 অথোবাচ মহাদেবো রুদ্রাণী ত্বং গমিষ্যসি ।
 ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় পরমার্থে ভবিষ্যসি ॥১১
 অথৈনাং পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রদদৌ দেবদেবেশচতুস্পদাং মহেশ্বরীম ॥
 ততস্তাং ধ্যানযোগেন বিদিত্বা পরমেশ্বরীম ।
 ব্রহ্মা লোকনমস্কার্যঃ প্রপদ্য তাং মহেশ্বরীম ॥
 গায়ত্রীং তু ততো রৌদ্রীং ধ্যাত্বা ব্রহ্মা

সুযজ্ঞিতঃ

ইত্যেতাং বৈদিকীং বিদ্যাং রৌদ্রীং গায়ত্রী-
 মর্পিতাম ॥১৩
 জপিত্বা তু মহাদেবীং রুদ্রলোকনমস্কৃতাম ।
 প্রসন্নস্ত মহাদেবং ধ্যানযুক্তেন চেতসা ॥১৪
 ততস্তস্য মহাদেবো দিব্যং যোগং পুনঃ স্মৃতম্
 ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানসম্পত্তিং বৈরাগ্যজ্ঞ দদৌ পুনঃ ॥
 অথাট্টহাসং মুমূচে ভীষণং দাপ্তমীশ্বরঃ
 ততোহস্য সর্বতো দীপ্তাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ

কুমারকাঃ ॥১৬

পীতমাল্যাম্বরধরাঃ পীতগন্ধবিলেপনাঃ ।
 পীতোক্ষীষশিরাস্চৈব পীতাস্যাঃ পীতমূর্দ্ধজাঃ
 ততো বর্ষসহস্রাঙ্ক উষিত্বা বিমলৌজসঃ ॥১৭
 যোগাত্মানস্ততঃ স্নাতা ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিণঃ
 ধর্মযোগবলোপেতা ঋষীণাং দীর্ঘসন্দিগাম ।
 উপদিশ্য তু তে যোগং প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরমা
 এবমেতেন বিধিনা প্রপন্না যে মহেশ্বরম ।
 অন্যেহপি নিয়তাত্মানো ধ্যানযুক্তাজিতেন্দ্রিয়াঃ

মুখী ঈশ্বরী চতুস্পদা, চতুর্ভুজা, চতুর্হস্তা, চতুস্ত
 নী, চতুর্নেত্রা, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্দণ্ডা, চতুরাননা
 ও দ্বাবিংশ লোক-সমষ্টিতা, সর্বদেব-বন্দিত
 মহাতেজা মহেশ্বর সেই মহাদেবী মহেশ্বরীকে
 দেখিয়া পুনঃপুন এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন
 যে, দেবি । তুমিই মতি, তুমিই স্মৃতি এবং তুমিই
 বুদ্ধি; তুমি এস এস । মহাদেবের এই কথায়
 মহাদেবী ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া উখাত হইলেন ।
 মহাদেব বলিলেন, - দেবি! তুমি এই সমস্ত বিশ্ব
 ব্যাপিয়া আছ; যোগবলে সমগ্র জগৎ বশীভূত
 কর । আপচ ভাবীকালে রুদ্রাণী হইয়া
 মহাদেবসহ তোমাকে বাস করিতে হইবে, এবং
 ব্রাহ্মণদিগের হিতবিধানের জন্য তুমি পরমোত্তম
 পদার্থরূপে প্রতিভাত হইবে । দেব দেব এই
 বলিয়া সেই চতুস্পদা । গোরূপিণী মহেশ্বরীকে
 ধ্যাননিষ্ঠ পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন ।
 লোকপূজ্য ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সেই মহেশ্বরীকে
 বিদিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং
 তাঁহাকে রৌদ্রী গায়ত্রী জ্ঞানে ধ্যান করিতে

লাগিলেন । এইরূপে দেবদেবার্পিত সেই রৌদ্রী
 বৈদিকী বিদ্যা রুদ্রলোক-নমস্কৃত মহাদেবী
 গায়ত্রীকে জপ করিয়া পরে ধ্যানসক্ত চিত্তে
 মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন । অনন্তর মহাদেব
 ব্রহ্মাকে দিব্যযোগ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানসম্পত্তি ও
 বৈরাগ্য দান করিলেন । ১-১৫ । অনন্তর ঈশ্বর
 এক ভীষণ উজ্জল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন ।
 তাহাতে তাঁহার দেহের সর্বস্থান হইতে
 দীপ্তিসম্পন্ন বত্রকুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন । এই
 কুমারগণ সকলেহ পীতমাল্য ও পীতবস্ত্রধারী,
 পীতগন্ধে অনুক্ষিপ্ত, পীতকেশ, পীতাস্য ও
 পীতবর্ণ উক্ষীষধারী । এই সকল বিশালতেজা
 কুমার সহস্রবর্ষ বাস করিবার পর যোগাসক্ত-
 চিত্ত, স্নাত, দ্বিজগণের হিতৈষী এবং ধর্ম ও
 যোগবলান্বিত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠায়া
 ঋষিগণকে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ
 প্রদানপূর্বক জগদীশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ
 করেন । এইরূপ বিধানে অন্য যে সকল
 জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানাসক্ত ব্যক্তি মহেশ্বরের

তে সৰ্ব্ব পাপমুৎসৃজ্য বিরজা ব্রহ্মবর্চসঃ ।
প্রবিশন্তি মহাদেবং রুদ্রং তে ত্বপুনর্ভবাঃ ॥২১
বায়ুরুবাচ ।

ততস্তশ্মিন গতে কল্পে পীতবর্ণে স্বয়ন্ভুবঃ ।
পুনরস্যঃ প্রবৃন্তস্ত সিতকল্পো হি নামতঃ ॥২২
একর্ণবে তদা বৃন্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে ।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥২৩
তস্য চিন্তয়মানস্য পুত্রকামস্য বৈ প্রভোঃ ।
কৃষ্ণঃ সমভবদ্বর্ণো ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৪
অথাপশ্যন্নাহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতঃ কুমারকম ।
কৃষ্ণাগং মহাবীৰ্য্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥২৫
কৃষ্ণান্বরধরোক্ষীষং কৃষ্ণজ্যোপবীতিনম ।
কৃষ্ণেন মৌলিনা যুক্তং কৃষ্ণস্রগনুলেপনম ॥২৬
স তং দৃষ্টা মহাত্মানমমরং ঘোরমন্ত্রিণম্ ।
ববন্দে দেবদেবেশং বিশ্বেশং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ॥
প্রাণায়ামপরঃ শ্রীমান হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্

শরনাপন্ন হন, তাঁহারও নিম্পাপ, বিরজাক্ষ,
ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী হইয়া অন্তে মহাদেব
রুদ্রের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন ।
তাঁহাদের কখন পুনর্জন্ম ঘটে না । বায়ু
বলিলেন, - অনন্তর ব্রহ্মার সেই পীতবর্ণ কল্প
অতীত হইলে, পুনরায় সিত নামক অন্য কল্প
প্রবৃত্ত হয় । তখন দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জগৎ
একর্ণিবীভূত হইবার পর ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি-
কামনায় দুঃখিত-চিন্তে চিন্তা করিতে
লাগিলেন । তিনি পুত্র-কামনায় চিন্তাশ্রুত হইয়া
ধ্যানস্থ হইলে, তদীয় বর্ণ কৃষ্ণ হইল । অনন্ত
র সেই মহাতেজা ব্রহ্মা দেখিলেন, - এক
কুমার উৎপন্ন হইল । ঐ কুমার - কৃষ্ণবর্ণ,
মহাবীৰ্য্য, স্বীয়তেজে দীপ্যমান, কৃষ্ণান্বর-
পরিধায়ী, কৃষ্ণবর্ণ উক্ষীষধারী, কৃষ্ণবর্ণ-
যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণ মৌশালী, এবং কৃষ্ণমাল্য
ও কৃষ্ণবর্ণ অনুলেপনধারী । ব্রহ্মা সেই মহাত্মা
দেবকুমারকে, দেখিয়া কৃষ্ণ-পিঙ্গলাভ
দেবদেবাধিপতি বিশ্বেশ্বরকে বন্দনা
করিলেন । শ্রীমান ব্রহ্মা প্রাণায়াম করিলেন-

মনসা ধ্যানসংযুক্তং প্রপন্নস্ত যতীশ্বরম ।
অঘোরেতি ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম এবানুচিন্তয়ন্ ॥
এবং বৈ ধ্যায়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
মুমোচ ভগবান রুদ্র অষ্টহাসং মহান্বনম ॥২৯
অথাস্য পার্শ্বতঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্রগনুলেপনাঃ ॥
চত্বারস্ত মহাত্মানঃ সম্ভবুঃ কুমারকাঃ ।
কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণান্বরোক্ষীষাঃ কৃষ্ণাস্যাঃ কৃষ্ণবাসসঃ
তৈশ্চাষ্টহাসঃ সুমহান্ হৃদ্ধারশ্চৈব পুঙ্কলঃ
নমস্কারশ্চ সুমহান পুনঃ পুনরুদীরিতঃ ॥৩২
ততো বর্ষসহস্রান্তে যোগাস্তংপারমেশ্বরম ।
উপসিত্বা মহাভাগাঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদুস্ততঃ ॥
যোগেন যোগসম্পন্নাঃ প্রবিশ্য মনসা শিবম ।
অমলং নির্গুণং স্থানং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরম ॥
এবমেতেন যোগেন যে চাপ্যন্যে বিজাতয়ঃ ।

করিয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে ধ্যান করিলেন এবং
মনে মনে সেই ধ্যাননিষ্ঠ যতীশ্বরের শরণাপন্ন
হইলেন । অনন্তর ব্রহ্মা 'অঘোর' ইত্যাদি মন্ত্রে
অনুক্ষণ পর ব্রহ্মেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
১৬-২৮ । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপে ধ্যানাসক্ত
হইলে ভগবান রুদ্র ঘোর রবে এক অষ্টহাস্য
করিলেন । অনন্তর তাঁহার পার্শ্ব হইতে চারিজন
মহাত্মা কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন । এই
কুমারগণ সকলেই কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণমাল্য ও
কৃষ্ণানুলেপনধারী । ইহাদের পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ
অম্বর, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ উক্ষীষ, ইহারা সকলেই
কৃষ্ণাস্য ও কৃষ্ণবাসা । তৎকালে কুমারগণ
সকলেই মহান্ হৃদ্ধার সহকারে অষ্টহাস্য
করিলেন এবং বারম্বার নবস্কারবাক্য উচ্চারণ
করিলেন । অনন্তর সহস্রবর্ষ পরে যোগবলে
তাঁহারা পরমেশ্বর-পদের উপাসনা করিয়া
তাঁহাদের শিষ্যদিগকে সেই যোগ-রহস্য প্রদান
করিলেন । সেই মহাভাগ কুমারগণ যোগসম্পন্ন
হইয়া মনে মনে শিবধ্যান করিতে করিতে
বিশ্বেশ্বরের নির্মল নির্গুণ পদে যোগাবলম্বনে
অন্যান্য দ্বিজাতিগণের মধ্যেও যাঁহারা

স্মরিস্যন্তি বিধানজ্ঞা গন্তারো রুদ্রমব্যয়ম্ ॥৩৬
ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে কৃষ্ণরূপে ভয়ানকে ।
অন্যঃ প্রবর্তিতঃ কল্পো বিশ্বরূপস্ত নামতঃ ॥
বিনিবৃন্তে তু সংহারে পুনঃ সৃষ্টে চরাচরে ।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৩৭
প্রাদুর্ভূতা মহানাদা বিশ্বরূপা সরস্বতী ।
বিশ্বমাল্যাম্বরধরং বিশ্বযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥৩৮
বিশ্বোক্ষীষং বিশ্বগন্ধং বিশ্বস্থানং মহাভুজম ।
অথ তং মনসা ধ্যাত্বা যুক্তাত্মা বৈ পিতামহঃ ॥
ববন্দে দেবমীশানং সর্বেশং সর্বগং প্রভুম ।
ওমীশান নমন্তেহস্ত মহাদেব নমোহস্ত তে ॥
এবং ধ্যানগতং তত্র প্রণমন্তং পিতামহম ।
উবাচ ভগবানীশঃ প্রীতোহহং তে কিমিচ্ছাসি
ততস্ত্ব প্রণতো ভূত্বা বাগভিঃ স্তুত্বা মহেশ্বরম
উবাচ ভগবান ব্রহ্মা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা ॥

যদিদং বিশ্বরূপং তে বিশ্বগং বিশ্বমীশ্বরম ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি কশ্চায়ং পরমেশ্বরঃ ॥৪৩
কৈষা ভগবতী দেবী চতুষ্পাদা চতুর্মুখী ।
চতুঃশৃঙ্গী চতুর্ভুজা চতুর্দন্তা চতুঃস্তনী ॥৪৪
চতুর্হস্তা চতুর্নেত্রা বিশ্বরূপা কথং স্মৃতা ।
কিন্নামধেয়া কোহস্যাত্মা কিংবীর্য্যা বাপি কর্ম্মতঃ
মহেশ্বর উবাচ ।

রহস্যং সর্বমজ্ঞাণাং পাবনং পুষ্টিবর্দ্ধনম ।
শৃণুস্বৈতৎপরং গুহ্যমাদিসর্গে যথাতথম্ ॥৪৬
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বিশ্বরূপস্তসৌ স্মৃতঃ ।
যস্মিন্ ভবাদয়ো দেবাঃ ষট্টিংশনানবঃ স্মৃতাঃ
ব্রহ্মস্থানমিদং ব্যপি যদা প্রাপ্তং ত্বয়া বিভো ।
তদা প্রভৃতি কল্পস্ত ত্রয়ত্রিংশন্তমো হয়ম্ ॥৪৮
শতং শতসহস্রাণামতীতা যে স্বয়ম্ভবঃ ।
পূরস্তান্তব দেবেশ তান শৃণুঘ মহামুনে ॥৪৯
আনন্দস্ত্ব সঁ বিজ্ঞেয় আনন্দত্বে মহাতপঃ ।

যথাবিধি শিব স্মরণ করিবেন, তাঁহারাও অব্যয়
রুদ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন । ২৯-৩৫ । অনন্তর সেই
ভীষণ কৃষ্ণরূপ কল্প অতীত হইলে, বিশ্বরূপ
নামে অপর এক কল্প প্রবর্তিত হয় । কল্পান্ত
কালীন সংহারিকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর পুনরায়
চরাচর জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইল । পরমেষ্ঠী
ব্রহ্মা পুত্র কামনায় ধ্যান করিতে লাগিলেন ।
তখন মহানাদশালিনী বিশ্বধারিণী সরস্বতী
প্রাদুর্ভূত হইলেন । পিতামহ যোগাসক্তচিত্তে -
বিশ্বমাল্য ও বিশ্ববসনধারী, বিশ্বযজ্ঞোপবীতী
বিশ্বোক্ষীষশালী, বিশ্বগন্ধি, বিশ্বস্থ, মহাভুজ,
সর্বগামী, সর্বেশ্বর ঈশানদেবকে মনে মনে
ধ্যান করিয়া বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন, -
হে মহাদেব! তোমায় আমি নমস্কার করি ।
তখন এইরূপে ধ্যানাসক্ত প্রণতি-পরায়ণ
পিতামহকে দেখিয়া ভগবান ঈশান বলিলেন,
- আমি প্রীত হইয়াছি । তোমার অভিপ্রায় কি
বল? অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা প্রণতভাবে
মহেশ্বরের স্তব করিয়া প্রীতচিত্তে মহেশ্বরকে
বলিলেন, - দেব । আপনার এই যে বিশ্বগামী,

বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা
করি । কে এই পরমেশ্বর? আর যিনি চতুষ্পদা,
চতুর্মুখী, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্ভুজা, চতুর্দন্তা, চতুঃস্ত
নী, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা, বিশ্বরূপা ভগবতী দেবী,
ইনিই বা কে? কিরূপে ইহার আবির্ভাব? ইনি
কোন নামে পরিচিতা? ইহার স্বরূপ কি? বীর্য্য
কিরূপ? এবং কর্ম্মই বা কি? ৩৬-৪৫ । মহেশ্বর
কহিলেন, - ইহা সর্ব মন্ত্রের রহস্য, পবিত্র
পুষ্টিবর্দ্ধন । আদি সৃষ্টির এই পরম গুহ্যতম
যথার্থ শ্রবণ কর । এই যে বর্ত্তমান কল্প, ইহার
নাম বিশ্বরূপ । ভবাদি দেবগণ এই কল্পের
ষট্টিংশং মনু । হে বিভো! যখন হইতে তুমি
এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হইতে এই
ত্রয়ত্রিংশন্তম কল্প চলিয়া আসিতেছে । হে
দেবেশ! তোমার সমক্ষেই যে শত শত সহস্র
সহস্র স্বয়ন্ভূ অতীত হইয়াছেন; হে মহামুনে!
তহাদের কথা শ্রবণ কর । এই তুমি পূর্বে
আনন্দ নামে পরিচিত ছিলে, তখন তোমা
কর্ত্তক বহু তপস্যা

গালব্যগোত্রতপসা মম পুত্রস্তমাগতঃ॥৫০
 ত্বয়ি যোগশ্চ সাংখ্যঞ্চ তপো বিদ্যাবিধিঃ ক্রিয়া
 ঋতং সত্যঞ্চ যদব্রহ্ম অহিংসা সন্ততিক্রমাঃ॥
 ধ্যানং ধ্যানবপুঃ শান্তিবিদ্যাবিদ্যা মতিধৃতিঃ
 কান্তিঃ শান্তিঃ স্মৃতির্মেধা লজ্জা শুদ্ধিঃ সরস্বতী
 তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব লজ্জা শান্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
 ষড়্বিংশতদগুণা হ্যেবা দ্বাত্রিংশাঙ্করসংজ্ঞতা
 প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মাণ্ডপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্
 সৈবা ভগবতী দেবী তৎপ্রসূতিঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
 চতুশ্চুখী জগদযোনিঃ প্রকৃতির্গৌং প্রকর্ষিতাং
 প্রধানং প্রকৃতিমৈব যদাহস্তরচিত্তকাঃ॥৫৬
 অজামেতাং লোহিতাং শুক্লকৃষ্ণাং
 বিশ্বং সম্প্রসৃজমানাং সুরূপাম্ ।
 অজোহহং বৈ বুদ্ধিমান বিশ্বরূপাং
 গায়ত্রীং গাং বিশ্বরূপাং হি বুদ্ধা॥৫৭
 এবমুক্তা মহাদেব অষ্টহাসমথাকরোং ।

বলিতাক্ষোটিভরবং কহাকহনদং তথা॥৫৮
 ততোহস্য পার্শ্বতো দিব্যাঃ সর্বরূপাঃ কুমারকাঃ
 জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ অর্দ্ধমুণ্ডচ জজ্জিরো॥
 ততস্তে তু যথোক্তেন যোগেন সুমহৌজসঃ ।
 দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত উপাসিত্বা মহেশ্বরম্॥৬০
 ধর্মোপদেশং নিয়তং কৃত্বা যোগময়ং দৃঢ়ম্ ।
 শিষ্টানাং নিয়তাত্মানঃ প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম্॥
 বায়ুরুবাচ ।

ততো বিস্ময়মাপনো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রপন্নস্ত মহাদেবং ভক্ত্যযুক্তেন চেতসা ।
 উবাচ বচনং সর্বং শ্বেতত্বং তে কথং বিভো॥
 ভগবানুবাচ ।

শ্বেতঃ কল্পো যদা হ্যাসীদহং শ্বেতস্ততোহভবম্
 শ্বেতোক্ষীয়ঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিবঃ॥
 শ্বেতান্ধ্রিমাংসরোমা চ শ্বেতত্বকৃ শ্বেতলোহিতঃ
 তেন নায়া চ বিখ্যাতঃ শ্বেতকল্পস্তদা হ্যাসৌ॥

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তুমি গালব্য গোত্রে
 জন্মিয়াছিলে; পরে তপোবলে আমার পুত্রত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছ। যোগ, সাংখ্য, তপস্যা, বিদ্যা,
 বিধি ব্যবস্থা, ক্রিয়া, ঋতু, সত্য, ব্রহ্ম, অহিংসা,
 অবিচ্ছিন্ন সন্ততি, ধ্যান, ধ্যানযোগ্য বপু, শান্তি
 বিদ্যা, অবিদ্যা, মতি, ধৃতি, কান্তি, শান্তি,
 স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, ও শান্তি এই সকল
 তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই যিনি
 দ্বাত্রিংশাঙ্করনামিকা, ষড়্বিংশতি-শগময়ী দেবী
 বিরাজিতা, - হে ব্রহ্মন! এই মহেশ্বরী
 প্রকৃতিকেই তুমি তোমার প্রসূতি বলিয়া
 জানিবে। এই চতুশ্চুখী জগদ-যোনি
 গোরূপিণী প্রকৃতি দেবী ভগবতাই তোমার
 প্রসূতি! তদ্বদশিগণ, ইহাকেই প্রধান বা
 প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহার
 জন্ম নাই, ইনি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা,
 বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, সুরূপা; এই গোরূপিণী
 বিশ্বরূপা গায়ত্রীকে বিদিত হইয়া আমি অজ
 ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছি। মহাদেব এই কথা

কহিয়া 'কহাকহ' নাদে এক অত্যাচ্চ অষ্টহাস্য
 করিলেন। অনন্তর ইহার পার্শ্ব হইতে
 বিবিধরূপধারী কহিপয় দিব্য কুমার প্রাদুর্ভূত
 হইলেন। এই কুমারগণের মধ্যে কেহ জটী,
 কেহ মুণ্ডী, কেহ শিখণ্ডী ও অর্দ্ধমুণ্ডী। এই মহ
 তেজস্বী কুমারেরা পরে যথাবিহিত যোগানুষ্ঠান
 দ্বারা দিব্য সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মহেশ্বরের
 উপাসনাপূর্বক নিয়ত যোগময় ধর্মোপদেশ
 করিয়া নিয়তাচিন্তে ঈশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ
 করিলেন। ৪৬-৬১। বায়ু বলিলেন, - অনন্তর
 রৌকপিতামহ ব্রহ্মা বিস্ময়াপন্ন হএরন এবং
 বলিলেন - হে বিভো! আপনার শ্বেতত্ব হইল
 কিরূপে? ভগবান কহিলেনস - যখন শ্বেতকল্প
 হয়, কখনই আমি শ্বেত হইয়াছিলাম। আমার
 উক্ষীয় শ্বেত, মাল্য শ্বেত, অম্বর শ্বেত, অস্থি
 মাংস ও রোম শ্বেত, এবং ত্বকু শ্বেত ও
 শোণিতও শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। আমি তখন
 শ্বেতকল্প প্রবর্তিত হয়। আমার প্রসাদে তৎকালে
 দেবাধিপ শ্বেতান্ধ্র, শ্বেতলোহিত এবং ব্রহ্মঃ

মৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশঃ শ্বেতাঙ্গঃ শ্বেতলোহিতঃ
শ্বেতবর্ণা তদা হ্যাসীদগায়ত্রী ব্রহ্মসংজ্ঞিতা॥
যস্মাদহঞ্চ দেবেশ ত্বয়া গৃহ্যে পদে স্থিতঃ।
বিজ্ঞাতঃ শ্বেন তপসা সদ্যোজাতঃ সনাতনঃ।
সদ্যোজাতোত ব্রহ্মৈতদগৃহ্যধৈব প্রকীর্তিতম
তস্মাদগৃহ্যত্বমাপন্নং যে বেৎস্যন্তি দ্বিজাভয়ঃ।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিদুর্লভম॥৬৭
যদাহঞ্চ পুনস্ত্বাসং লোহিতো নাম নামতঃ।
স মৎকৃতেন বর্ণেন কল্লো বৈ লোহিতঃ স্মৃতঃ
তদা লোহিতামংসাস্তিলোহিতক্ষীরসন্নিভা।
লোহিতাক্ষস্তনবতী গায়ত্রী প্রকীর্তিতা॥
ততোহস্য লোহিতত্বেন বর্ণস্য চ বিপর্য্যয়ে।
বামত্বাচ্চৈব যোগস্য বামদেবত্বমাগতঃ॥৭০
তথাপি হি মহাসত্ত্ব ত্বত্ত্বাহং নিয়তাত্মনা।
বিজ্ঞাতাঃ শ্বেতবর্ণেন ভস্মাধর্গোত্তমঃ স্মৃতঃ।

ততোহহং বামদেবেতি খ্যাতিং যাতো মহীতলে
যে চাপি বামদেবত্বং জ্ঞাস্যন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায় চেমাং রুদ্রাণীং গায়ত্রীং মাতয়ং বিভো
সর্বপাপবিনিমুক্তো বিরজ্ঞা ব্রহ্মবর্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিদুর্লভম॥৭৩
যদা তু পুনরেবাযং কৃষ্ণবর্ণো ভয়ানকঃ।
যৎকৃতেন চ বর্ণেন মৎকল্পঃ কৃষ্ণ উচ্যতে॥৭৪
তত্রাহং কালসঙ্কশঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ।
বিজ্ঞাতোহহং ত্বয়া ব্রহ্মন ঘোরো ঘোর পরাক্রমঃ
ভস্মাদঘোরত্বমাপন্নং যে মাং বেৎস্যন্তি ভূতলে
তেষামঘোরঃ শান্তশ্চ ভবিষ্যাম্যহমব্যয়ঃ॥৭৫
তস্মাদ্বিশ্বত্বমাপন্নং যে মাং পশ্যন্তি ভূতলে
তেবাং শিবশ্চ সৌম্যশ্চ ভাবব্যানি সদৈব তু
তস্মাচ্চ বিশ্বরূপো বৈ কল্লোহয়ং সমুদাহতঃ।
বিশ্বরূপা তথা চেয়ং সাবিদ্রী সমুদাহতাত্মা॥৭৮

সংজ্ঞিতা গায়ত্রী শ্বেতবর্ণা হইয়াছিলেন। হে
দেবেশ! যেহেতু আমিও তোমাসহ গৃহ্য পদে
অবস্থিত ছিলাম, এজন্য স্বীয় তপঃপ্রভাবে আমি
সদ্যোজাত সনাতন পুরুষ বলিয়াই তোমা কর্তৃক
বিজ্ঞাত হই। মদীয় সদ্যোজাত মূর্তি গৃহ্য ব্রহ্ম
বলিয়াই কীর্তিত। অতএব যে সকল দ্বিজাতি
আমার সেই গৃহ্যরূপ বিদিত হইবেন, তাহারা
ব্রহ্মসমীপেই গমন করিবেন। সেখানে গিয়া
তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।
যখন আমি লোহিত নামে বিখ্যাত ছিলাম, তখন
মৎকৃত বর্ণানুসারে সেই কল্প লোহিতসংজ্ঞায়
অবিহিত হয়। গোরূপিণী গায়ত্রীও তখন
লোহিতাকারে বিখ্যাত হন। তাহার মাংস, অস্থি,
অঙ্কি ও স্তন লোহিত হইয়াছিল, তিনি লোহিত
ক্ষীরের ন্যায় আকৃতি ধারণ করেন। অনন্তর
বর্ণবিপর্য্যয়ে আমার লোহিতত্ব ও যোগের
বামত্ব ঘটনায় আমি বামদেবত্ব প্রাপ্তি
হইয়াছিলাম। তথায় হে মহাসত্ত্ব! আমাকে তুমি
নিয়ত-চিন্তে শ্বেতবর্ণ বলিয়াই জানিয়াছ; এইজন্য

আমি বর্ণোত্তম নামেই বিখ্যাত হই। অতঃপর
মহীতলে আমি বামদেব নামে খ্যাতি লাভ করি।
হে বিভো! যে দ্বিজাতিগণ আমার বামদেব
স্বরূপ অবগত হইবেন এবং এই রুদ্রাণী গায়ত্রী
মাতার তত্ত্ব জানিবেন, তাহারা সকলেই সর্বপাপ
হইতে নির্মুক্ত, বিরজ্ঞ ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী
হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন। তাহাদের
আর পুনর্জন্ম হইবে না। ৬২-৭৩। যখন পুনরায়
মদীয় দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়, তখন মৎকৃত
বর্ণানুসারে মক্ষীয় কল্প কৃষ্ণ আখ্যায় অভিহিত
হয়। ঐ সময় আমি লোকপ্রকাশক কালনিভ কাল
হইয়াছিলাম। অতএব মর্ন্ত্যে যাহারা আমাকে
ঘোরাকারে বিদিত হইবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে
সর্বদাই আমি অঘোর, অব্যয় ও শান্তরূপেই
অবস্থান করিব। এইরূপে ভূতলে যাহারা
আমাকে বিশ্বরূপে দর্শন করিবে, তাহাদের প্রতি
সদাই আমি শিব, ও সৌম্য হইয়া থাকিব।
আমার বিশ্বরূপত্ব হেতু এই কল্প বিশ্বরূপ
বলিয়াই অভিহিত

সর্বরূপান্তথা চেমে সংবৃত্তা মম পুত্রকাঃ ।
 চত্বারশ্চে সমাখ্যাতাঃ পাদা বৈ লোকসম্মতাঃ
 তস্মাচ্চ সর্ববর্ণত্বং প্রজাত্বং মে ভবিষ্যতি ।
 সর্বভক্ষ্য চ মেধ্যা চ বর্ণভক্ষ ভবিষ্যতি ॥৮০
 মোক্ষো ধর্মস্তথাথশ্চ কামশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ।
 তস্মাদ্বেত্তা চ বেদ্যাঞ্চ চতুর্ধা বৈ ভবিষ্যতি ॥
 ভূতগ্রামাশ্চ চত্বার আশ্রমাশ্চতুরন্তথা ।
 ধর্মস্য পাদাশ্চত্বারশ্চত্বারো মম পুত্রকাঃ ॥৮২
 তস্মাচ্চতুর্য়ুগাবস্থং জগদ্ধৈ সচরাচরম্ ।
 চতুর্ধাবস্থিতং চৈব চতুস্পাদং ভবিষ্যতি ॥৮৩
 ভূলোকোহুথ ভুবলোকঃ স্বলোকোহুথ

মহন্তথা ।

জনস্তপশ্চ ৮ শান্তশ্চ রুদ্রলোকস্ততঃ পরম ॥৮৪
 অষ্টাঙ্করঃ স্মৃতো লোকঃ স্থানে স্থানে তদঙ্করম্
 ভুবং দিবং পরং চৈব পাদাশ্চত্বার এব চ ॥৮৫
 ভূলোকঃ প্রথমঃ পাদো ভুবলোকস্ততঃ পরম ।
 স্বলোকো হি তৃতীয়স্ত চতুর্থস্ত মহঃ স্মৃতঃ ।

এবং এই সাবিত্রীও বিশ্বরূপ নামে নির্দিষ্ট ।
 আমার তখন সর্বরূপাখ্য চারি পুত্র উৎপন্ন
 হয়; সেই পুত্রচতুষ্টয় ধর্মের লোকসম্মত
 চতুস্পদস্বরূপ । উক্ত পুত্র জনের উত্তরকালে
 আমার নানা বর্ণত্ব ও প্রজাত্ব হয় । এই
 প্রজাগণের মধ্যে বর্ণানুসারে ভবিষ্যতে কেহ
 কেহ সর্বভক্ষ্য এবং কেহ কেহ প্রবিত্র
 হইয়াছিল । মোক্ষ, ধর্ম, অর্থ ও কাম ইহারাই
 সেই পুত্রচতুষ্টয় । ইহা হইতেই বেত্তা এবং
 বেদ, চতুর্ধা হয় । চতুর্বিধ ভূতগ্রাম, চতুরাশ্রম,
 ইহারাও ধর্মের চতুস্পদস্বরূপ মদীয়
 পুত্রচতুষ্টয় । সেই হইতেই সচরাচর জগৎ
 চতুর্য়ুগাবস্থায় অবস্থিত ও চতুর্ধা বিভক্ত ।
 ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহলোক, জন,
 তপ ও সত্যলোক, অতঃপর রুদ্রলোক, এই
 অষ্টলোক; ইহাদের মধ্যে কোন কোন লোক
 ক্ষয়শীল । ভূলোক ও স্বলোক প্রভৃতি চারিপাদ;
 তন্মধ্যে ভূলোক প্রথম পাদ, ভুবলোক দ্বিতীয়,
 স্বলোক তৃতীয় এবং মহলোক চতুর্থ । উক্ত

তত্র লোকঃ পরং স্থানং পরং তদযোগিনাং
 স্মৃতম্ ॥৮৬
 নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ কামত্রৈনাধবিবর্জিতাঃ ।
 দ্রক্ষ্যন্তে তদ্বিদো যুক্তা ধ্যানতৎপরযুক্তকাঃ ॥৮৭
 যস্মাচ্চস্পদা হ্যেবা ত্বয়া দৃষ্টা সরস্বতী ।
 তস্মাচ্চ পশবঃ সর্বের ভবিষ্যন্তি চতুস্পদাঃ ।
 তস্মাচ্চৈষাং ভবিষ্যন্তি চত্বারোবৈ পয়োধরাঃ
 সোমশ্চ মজ্জসংযুক্তো যস্মান্নাম মুচ্চ্যতঃ ।
 জীবঃ প্রাণভূতাং ব্রহ্মান সর্বঃ পীত্বা স্তনৈর্ধৃতম্
 তস্মাৎ সোমসয়ং চৈভদমৃতং চৈব সংজ্ঞিতম্ ।
 চতুস্পাদা ভবিষ্যন্তি শ্বেতত্বং চাস্য তেন তৎ ॥
 যস্মাচ্চৈবং ত্রিমা ভূত্বা দ্বিপাদা বৈ মহেশ্বরী ।
 দৃষ্টা পুনস্ত্বয়া চৈষা সাবিত্রী লোকভাবিনী ।
 তস্মাদ্ধৈ দ্বিপদাঃ সর্বের দ্বিস্তানাশ্চ নরাঃ স্মৃতাঃ
 যস্মাচ্চৈবমজ্জা ভূত্বা সর্ববর্ণা মহেশ্বরী ।
 দৃষ্টা ত্বয়া মহাসত্ত্বা সর্বভূতধরা পরা ॥৯২

লোকসমূহের মধ্যে পরবর্তী রুদ্রলোকই পরম
 স্থান, তাহাই যোগিগণের পরম প্রাপ্য লোক ।
 যাঁহারা নির্মম, নিরহঙ্কার, কামত্রৈনাধীন,
 ধ্যাননিষ্ঠ যোগী পুরুষ, তাঁহারা এই লোক
 অবলোকন করিতে পারেন । ৭৪-৮৭ । যাহা
 হউক, যেহেতু চতুস্পদা বাগদেবতার
 সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, এই জন্য তোমার
 সৃষ্ট পশুপাল চতুস্পাদ হইবে এবং এইজন্য
 তাহাদের পয়োধরও চারি চারিটি করিয়া
 হইবে । হে ব্রহ্মন! সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ
 মজ্জময় সোম মদীয় মুখ হইতে বিচ্যুত হয় ।
 জীবগণ ইহাকে পান করিয়া স্তনমণ্ডলে ধারণ
 করে । এই জন্য এই সোমের চারিপাদ ও বর্ণ
 শ্বেত হইবে । যে হেতু তুমি এই লোকভাবিনী
 সাবিত্রী মহেশ্বরীকে দ্বিপদাকারে দেখিয়াছ, এই
 জন্য তোমার সৃষ্ট নরগণ সকলেই দ্বিপদ ও
 দ্বিস্তন বিশিষ্ট হইবে । যিনি সর্ববর্ণা সর্ব
 ভূতধারিণী, মহাসত্ত্বশালিনী, পরমা জন্মরহিতা

তস্মাস্তু বিশ্বরূপতুমজানাং বৈ ভবিষ্যতি ।
অজ্ঞৈশ্চ মহাতেজা বিশ্বরূপো ভবিষ্যতি ॥৯৩
অমোঘরেতাঃ সৰ্বত্র মুখে চাস্য হতাশনঃ ।
ভস্মাৎ সৰ্বগতো মেধ্যঃ পশুরূপী হতাশনঃ ॥
তপসা ভাবিতাত্মানো যে বৈ দ্রক্ষ্যন্তি বৈ

দ্বিজাঃ

ঈশিত্বে চ শিবিত্বে চ সৰ্বগং সৰ্বতঃ স্থিরম্ ॥৯৫
রজন্তমোবিনির্মুক্তাস্ত্যক্ত । মানুষ্যকং বুবি ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥৯৬
ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রেণ বৈ দ্বিজাঃ
প্রণম্য প্রযতো ভূত্বা পুন রাহু পিতামহঃ ॥৯৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন দেবদেবেশ বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ ।
ইমান্তব মহাদেব তনবো লোকবন্দিতাঃ ॥৯৮
বিশ্বরূপ মহাসত্ত্ব কস্মিন কালে মহাভূজ ।
কস্যাং বা যুগসন্তৃত্য্যং দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ

কেন বা তত্ত্বযোগেন ধ্যানযোগেন কেন বা ।
তনবন্তে মহাদেব শক্যা দ্রষ্টুং দ্বিজাতিভিঃ ॥১০০
ভগবানুবাচ ।

তপসা নৈব যোগেন দানধর্মফলেন বা ।
ন তীর্থফলযোগেন ক্রতুভির্বা সদক্ষিণৈঃ ॥১০১
ন বেদাধ্যাপনৈর্বাপি ন বিস্তেন নিবেদনৈঃ ।
শক্যোহহং মানুষৈর্দ্রষ্টুমুতে ধ্যানাৎ পরং ন হি
সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
ভবিষ্যতীহ নাম্বা তু বারাহো নাম বিষ্ণুতঃ ॥
চতুর্বাহুচতুস্পাদচতুর্নেত্রচতুর্মুখঃ ।
তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি ।
ষড়ঙ্গচ বিশীর্ষচ ত্রিহানত্রিশরীরবান ॥১০৪
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম ।
এতস্য পাদাচত্বার অঙ্গানি ক্রতবস্তথা ॥১০৫
ভূজাচ বেদাচত্বার ঋতুঃ সন্ধিমুখানি চ ।
দ্বৈ মুখে দ্বৈ চ অয়নে নেত্রাচ চতুরন্তথা ॥
শিরাংসি ত্রীণি বর্ণানি ফাঙ্গুন্যাষাঢ়কৃত্তিকাঃ ।

মহেশ্বরী দেবী, তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে
পারিয়াছ, এই জন্য অজগণের বিশ্বরূপত্ব
হইবে; মহাতেজা অজও বিশ্বরূপ হইবেন ।
ইহার মুখে অমোঘরেতা হতাশন সৰ্বগত ও
মেধ্য হইবেন । যে সকল তপোনিষ্ঠ দ্বিজ
আমাকে সৰ্বগামী ঈশ্বর শিবরূপে দর্শন
করিবেন, তাঁহারা রজ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত
হইয়া মনুষ্যদেহ পরিহারপূর্বক আমার সমীপে
আগমন করিবেন । তাঁহাদিগের আর পুনর্জন্ম
হইবে না । হে দ্বিজগণ! ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা
রুদ্র কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া প্রণতিপূর্বক
প্রযতভাবে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, - হে দেব,
দেবেশ! হে ভগবন! আপনি বিশ্বরূপধারী
মহেশ্বর । হে মহাদেব! আপনার এই সকল দেহ
লোকপূজ্য; কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, হে
বিশ্বরূপ! হে মহাসত্ত্ব! হে মহাভূজ! কবে কোন
কালে কোন যুগে দ্বিজাতিগণ আপনাকে দেখিতে
পাইবেন? হে মহাদেব! কিরূপ তত্ত্বযোগে,

কীদৃশ ধ্যানধারণায়, দ্বিজাতিবর্গ ভবদীয় মূর্তি
দর্শন করিতে পারিবেন? ৮৮-১০০ । ভগবান
কহিলেন, - কি তপস্যা, কি যোগ, কি দানধর্ম
ফল, কি তীর্থসেবাজানিত ফলযোগ, কি
দক্ষিণাম্বিত যজ্ঞ, কি বেদাধ্যাপন, কি বিস্ত, কি
পূজা, একমাত্র ধ্যান ব্যতীত এ সকলের কোন
কিছু দ্বারাই মনুষ্যগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ
করিতে পারে না । ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু নারায়ণই
একমাত্র সাধনীয় । তিনি বারাহ নামে বিষ্ণুত
হইবেন । তাঁহার চারি পদ, চারি নেত্র ও চারি
মুখ হইবে । তৎকালে তিনি ষড়ঙ্গ, ত্রিশীর্ষ,
ত্রিহান ও ত্রিশরীরবান হইবেন । কৃত, ত্রেতা,
দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় তাঁহার চারি পাদ
ও ক্রতুসকল তাঁহার অঙ্গ, চতুর্বেদ ভূজচতুষ্টয়,
ঋতু ও ঋতুসন্ধি তাঁহার মুখ, দুই অয়ন ও দুই
অয়ন-মুখ তাঁহার নেত্রচতুষ্টয়, পর্ব-সকল
ফাঙ্গুনী,

দিব্যান্তরীক্ষভৌমানি ত্রীনি স্থানানি যানি তু ।
 সম্ভবঃ প্রলয়শ্চৈব অশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্তিতৌ ॥
 স যদা কালরূপাভো বরাহভে ব্যবস্থিতঃ ।
 ভবিষ্যতি যদা সাধ্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥
 তদা তুমপি বেষ চতুবক্রো ভবিষ্যসি ।
 ব্রহ্মলোকনমস্কার্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১০৯
 একর্ণবে পুবে চৈব শয়ানং পুরুষং হরিম ।
 যদা দ্রক্ষ্যাসি দেবেশং ধ্যানযুক্তং মহামুনিম ॥
 তদা বাং মম যোগেন মোহিতৌ নষ্টচেতসৌ
 অন্যান্যস্পর্শিনৌ রাত্রাববিজ্ঞায় পরস্পরম ॥
 একৈকস্যোদরস্থং দৃষ্টা লোকাংশচরাচরান ।
 বিস্ময়ং পরমং গত্বা ধ্যানাদুদ্ধা তু মানুষৌ ॥
 ততস্ত্বং পদ্মাসনুতঃ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ ।
 পদ্মাক্ষিতস্তদা কল্পে খ্যাতিং যাস্যসি পুঙ্কলামা ॥
 ততস্ত্বস্মিন্তদা কল্পে বারাহে সপ্তমে প্রভেঃ ।

পুনবিষ্ণুনহাতেজাঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ।
 মনুর্বৈবম্বতো নাম তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥১১৪
 তদা চতুর্যুগাবস্থে কল্পে তস্মিন যুগান্তকে ।
 ভবিষ্যামি শিখায়ুক্তঃ শ্বেতো নাম মহামুনিঃ ॥
 হিসবচ্ছিকরে রম্যে ছাগলে পর্বতান্তমে ।
 চতুঃ শয্যাঃ শিবে যুক্তা ভবিষ্যন্তি তদা মম ॥
 শ্বেতশ্চৈব শিকশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ ।
 চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥
 তহস্তে ব্রহ্মভূয়াষ্ঠা দৃষ্টা ব্রহ্মগতিং পরাম ।
 তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিদুর্লভাম ॥১১৮
 পুনস্ত্ব মম দেবেশো দ্বিতীয়দ্বাপরে প্রভুঃ ।
 প্রজাপতির্ষদা ব্যাসঃ সত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥
 তদা লোকহিতার্থায় সুতারো নাম নামতঃ ।
 ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ লোকানুগ্রহচারণাৎ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যা নাম নমিতঃ ।
 দুন্দুভিঃ শতরূপচ ঋচীকঃ কেতুমান্থথা ॥১২১

আষাঢ়ী ও কৃষ্ণিকা এবং দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম
 এই ত্রিবিধ স্থান তাঁহার মন্তকদ্বয় এবং উৎপত্তি
 ও প্রলয় এই দুইটী তাঁহার আশ্রম বলিয়া
 কীর্তিক। সেই প্রভু নারায়ণ যখন কালরূপে
 বরাহদেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের আরাধ্য
 হইবেন, হে দেবেশ! তখন তুমিও চতুরানন
 হইবে। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মলোকবাসিদিগেরও
 তখন নমস্য হইবেন। যখন জগৎ একাণবীকৃত
 হইবে, তখন তুমি পুর্বমধ্যে পুরুষোত্তম হরিকে
 ধ্যানস্থ মহামুনিয় মত শয়ান দেখিবে, তখন
 আমার মায়ায় মোহিত হইয়া তোমরা নষ্টচেতা
 হইবে। রাত্রিযোগে তোমরা উভয়ে একে
 অপরকে না জানিয় পরস্পর স্পর্শ প্রকাশ
 করিবে। তখন পরস্পর একের উদরে অপরে
 এই চরাচর জগৎ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন
 হইয়া ধ্যানযোগে আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া
 বুঝিবে। অনন্তর সেই কল্পে তুমি পদ্মজন্মা,
 পদ্মনাভ, পদ্মাক্ষত প্রভৃতি বিপুল খ্যাতি প্রাপ্ত
 হইবে। পরে ভগবানের বরাহ কল্পে মহাতেজা

বিষ্ণু কাল হইয়া লোক সংহার করিবেন; অনন্ত
 র বৈবস্বত মনু নামে তোমার পুত্র হইয়া
 জন্মিবেন। আমি তৎকালে চতুর্যুগের
 উপসংহারক কল্পে শ্বেতনামক শিখায়ুক্ত মহামুনি
 হইব। হিমালয়ের শিখরে ছাগলাখ্য রম্য
 পর্বতবরে তখন আমার চারি জন শিষ্য হইবে।
 তাহারা সকলেই শিবানুরক্ত মহাত্মা, বেদপারগ
 ব্রাহ্মণ। তাহাদের নাম শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব
 ও শ্বেতলোহিত। অনন্তর সেই চারিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ
 শিষ্য পরাৎপর ব্রহ্মতত্ত্ব অবলোকন করিয়া
 আমার সমীপে আগমন করিবে। এখানে
 আসিলে তাহাদের আর পুনজন্ম হইবে না।
 ০১-১১৮। পুনরায় যখন আমার দ্বিতীয়
 দ্বাপরযুগে প্রভু প্রজাপতি দেবদেব সত্য নামে
 ব্যাস হইবেন, তখন আমি জগতের হিতকামনায়
 সুতার নামে আবির্ভূত হইব। ঐ সময়
 লোকদিগের অনুগ্রহ বিতরণের জন্য আমার
 কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্রগণের নাম
 দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও কেতুমানঃ

প্রাপ্য যোগং তথা জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈব সনাতনম্
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিদুর্লভম্ ॥ ১২২
 তৃতীয়ে দ্বাপরে চৈব যদাব্যাসস্ত ভার্গবঃ ।
 তদা হ্যহং ভবিষ্যামি দমনস্ত যুগান্তিকে ॥ ১২৩
 তত্রাপি চ ভবিষ্যন্তি চত্বারো মম পুত্রকাঃ ।
 বিশোকশ্চ বিকেশশ্চ বিশাপঃ শাপনাশনঃ ॥
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন মহৌজসঃ
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিদুর্লভম্ ॥ ১২৫
 চতুর্থে দ্বাপরে চৈব যদা ব্যাসোহঙ্গিরাঃ স্মৃতঃ
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সুহোত্রী নাম নামতঃ ॥
 তত্রাপি মম সৎপুত্রাশ্চত্বারশ্চ তপোধনাঃ ॥ ১২৬
 ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ।
 সমুখো দুর্মুখশ্চৈব দুর্দমো দুরতিক্রমঃ ॥ ১২৭
 প্রাপ্য যোগগতিং সূক্ষ্মাং বিমলা দক্ষকিষ্কিণীঃ
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
 পঞ্চমে দ্বাপরে চৈব ব্যাসস্ত সবিতা যদা ।

তদা চাপি ভবিষ্যামি কঙ্কো নাম মহাতপাঃ ॥
 অনুগ্রহার্থং লোকানাং যোগাত্মা নৈককর্মকৃৎ
 চত্বারস্ত মহাভাগা বিরজাঃ শুদ্ধযোনয়ঃ ॥ ১৩০
 পুত্রা মম ভবিষ্যন্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ।
 সনঃ সনন্দনশ্চৈব প্রভুর্যস্য সনাতনঃ ॥ ১৩১
 ঋভুঃ সনৎকুমারশ্চ নির্মমা নিরহঙ্কতাঃ ।
 মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিদুর্লভম্ ॥ ১৩২
 পরিবর্তে পুনঃ ষষ্ঠে মৃত্যুর্ব্যাসো যদা বিভুঃ ।
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি লোকাক্ষিনী নামতঃ ॥
 শিষ্যশ্চ মম তে দিব্যা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ
 ভবিষ্যন্তি মহাভাগাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥
 সুধামা বিরজশ্চৈব শঙ্খপাদব এব চ ।
 যোগাত্মানো মহাত্মানস্তে সর্বের দক্ষ কিষ্কিণীঃ ॥
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 সপ্তমে পরিবর্তে তু যদা ব্যাসঃ শতক্রতুঃ ॥
 বিভূর্নাম মহাতেজাঃ পূর্বমাসীচ্ছতক্রতুঃ ।

ইহারা যোগাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া
 সনাতন রুদ্রলোকে গমন করিবে । তথা হইতে
 সংসারে আর তাহাদিগকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন
 করিতে হইবে না । যখন তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব
 ব্যাস হইবেন, তখন যুগান্তে আমি দমন নামে
 বিখ্যাত হইব । তখন বিশোক, বিকেশ, বিশাপ
 ও পাপনাশন নামে আমার চারি পুত্র হইবে ।
 এই পুত্রগণও পূর্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বন
 করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবে । সেখান হইতে
 সংসারে আর তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে
 হইবে না । চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা যখন ব্যাস
 হইবেন, তখন আমি সুহোত্রী নামি বিখ্যাত হইয়া
 আবির্ভূত হইব । তখনও আমার চারিটি সৎপুত্র
 হইবে । ঐ পুত্রগণ সকলেই তপোধন, যোগাত্মা,
 দৃঢ়ব্রত ও দ্বিজপ্রধান । উহাদের নাম সমুখ, দুর্মুখ
 দুর্দম ও দুরতিক্রম । ইহারা সূক্ষ্ম যোগগতি প্রাপ্ত
 হইয়া ক্ষীণপাপ ও বিমল হইবে এবং
 পূর্বোক্তরূপে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া
 নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে গমন করিবে । পঞ্চম দ্বাপরে

সবিতা যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি
 কঙ্কনামক মহাতপা হইব । লোকদিগের প্রতি
 অনুগ্রহ বিতরণার্থ আমি যোগাত্মা ও বহু
 কর্মের কর্তা হইব । আমার চারিজন পুত্র
 হইবে; তাহারা বিরজক, শুদ্ধযোনি, মহাভাগ,
 যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত, নির্মম ও নিরহঙ্কার
 হইবে । ঐ পুত্রগণের নাম-সন, সনন্দন, ঋভু
 ও সনৎকুমার । ইহারা সকলেই মদীয় সমীপে
 আগমন করিবে । তাহাদের আর পুনরাবৃন্তি
 ঘটিবে না । ১০৯-১৩২ । ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু
 যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি লোকাক্ষি
 নামে বিখ্যাত হইব । তৎকালে আমার
 চারিজন শিষ্য হইবে-তাহারা সকলেই
 যোগাত্মা, দৃঢ়ব্রত, লোকমান্য মহাত্মা ও
 দক্ষপাশ্রা হইবে । তাহাদের নাম সুধামা,
 বিরজা, শঙ্খপাৎ ও বর । তাহারা সকলেই
 যোগমার্গ অবলম্বনে নিশ্চয়ই মদীয় লোকে
 গমন করিবে । পূর্ব মহাতেজা বিভু
 শতক্রতু ছিলেন । সপ্তম যুগ-পরিবর্তনে সেই
 শতক্রতু যখন ব্যাস হইবেন, তখনকার সেই

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি কলো তস্মিন্ যুগান্তিকে
 জৈগীষব্যেতি বিখ্যাতঃ সৰ্বেষাং যোগিনাং বরঃ
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি যুগে তদা ॥
 সারস্বতঃ সুমেধশ্চ বসুবাহঃ সুবাহনঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ ধ্যানযুক্তিং সমাশ্রিতাঃ
 ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রুদ্রলোকপরয়ণাঃ ।
 বসিষ্ঠশ্চাষ্টবে ব্যাসঃ পরিবর্তে ভবিষ্যতি ॥১৪০
 কপিলশ্চাসুরিষ্ঠৈব তথা পঞ্চশিখো মুনিঃ ।
 বাঙ্কলিচ্চ মহাযোগী সৰ্ব্ব এব মহৌজসঃ ॥১৪১
 প্রাপ্য মহেশ্বরং যোগং ধ্যানিনো দক্ষকল্যাণাঃ ।
 মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃতিদুর্লভম্ ॥ ১৪২
 পরিবর্তেহথ নবমে ব্যাসঃ সারস্বতো যদা ।
 তদা চাহং ভবিষ্যামি ঋষভো নাম নামতঃ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 পরাশরশ্চ গার্গ্যশ্চ ভার্গবো হ্যঙ্গিরাস্তথা ॥১৪৪
 ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
 সৰ্ব্বে তপোবলোৎকৃষ্টাঃ শাপানুগ্রহকোবিদাঃ
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন তপস্বিনঃ

যুগান্তে আমি যোগিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য নামে
 বিখ্যাত হইব। সেইযুগে তখন আমার
 চারিপুত্র হইবে। তাহাদের নাম- সারস্বত,
 সুমেধা, বসুবাহ ও সুবাহন। এই মহাত্মা
 পুত্রগণ সকলেই ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া
 পূর্বোক্তরূপে রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন।
 অষ্টম পরিবর্তনে বসিষ্ঠ ব্যাস হইবেন। তখন
 কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাঙ্কলি এই
 চারিজন মহাত্মা মুনি তাঁহার শিষ্য হইবেন
 তাঁহারা ধ্যানবলে মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া
 দক্ষকলিষ হইবেন এবং পুনরাবৃতি বর্জিত
 হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবেন। নবম
 পরিবর্তে সারস্বত ব্যাস হইবেন, তখন আমি
 ঋষভ নামে বিখ্যাত হইব এবং পরাশর, গার্গ্য,
 ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে আমার চারিজন
 মহাপ্রভাব পুত্র হইবে। তাহারা সকলেই
 বেদপারগ ব্রাহ্মণ, সকলেই তপঃপ্রভাবে
 উৎকৃষ্ট এবং সকলেই নিগ্রহ ও অনুগ্রহে

ধ্যানমার্গং সমাসাদ্য গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥
 দশমে দ্বাপরে ব্যাসত্রিধামা নাম নামতঃ ।
 ভবিষ্যতি যদা পিত্রাস্তদাহং ভবিতা পুনঃ ॥
 হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে ।
 নাম্না ভৃগোস্ত শিখরং তস্মাস্তচ্ছিখরং ভৃগুঃ ।
 তত্রৈব মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি দৃঢ়ব্রতাঃ ।
 বলবন্ধুনিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপাধনঃ ॥ ১৪৯
 যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগসমম্বিতাঃ ।
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি তপসা দক্ষকল্যাণাঃ ॥
 একাদশে দ্বাপরে তু তিষ্ঠত্ব্যাসো ভবিষ্যতি ।
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গঙ্গাধারে কলেধুরি ॥
 উগ্রা নাম মহানাদান্তথৈব মম পুত্রকাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহৌজকাঃ সুবৃতা লোক বিপ্রতাঃ ॥
 লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রালোকাং সংস্থিতাঃ
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্

অভিজ্ঞ হইবে। এই তপস্বী পুত্রগণ সকলেই
 পূর্বোক্তরূপে যোগপথ আশ্রয় করিয়া
 ধ্যানাবলম্বনে রুদ্রলোকে গমন করিবেন। দশম
 দ্বাপরে ত্রিধামা ব্যাস হইবেন। তখন আমি
 নগোত্তম হিমালয়ের ভৃগু নামক তুঙ্গ ও রম্য
 শিখরে আবির্ভূত হইব। তৎকালে আমার
 চারিজন দৃঢ়ব্রত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদের
 নাম- বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন।
 এই পুত্রগণ সকলেই যোগাসক্ত, মহাত্মা ও
 ধ্যানাবস্থিত হইবে। ইহারা তপস্যায় নিম্পাপ
 হইয়া পরে রুদ্রলোকে গমন করিবে। ১৩৩-
 ১৫০। একাদশ দ্বাপরে ত্রিবৃৎ ব্যাস হইবেন।
 তখন কলির প্রথমে আমি গঙ্গাধারে আবির্ভূত
 হইব। উগ্রনামে মহানাদ-শালী মদীয় চারিপুত্র
 তখন উৎপন্ন হইবে। ইহারা সকলেই মহৌজা
 ও লোকবিশ্রুত। তাহাদের নাম- লম্বোদর, লম্ব,
 লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক। ইহারা সকলেই
 মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোক-গমনে
 উদ্যত হইবে এবং পূর্বোক্তরূপ যোগপথ
 অবলম্বন করিয়াই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাদশে পরিবর্তে তু শততেজা মহামুনিঃ ।
 ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বা ব্যাসঃ কবিরোত্তমঃ ॥
 ততোহপ্যহং ভবিষ্যামি অত্রির্নাম যুগান্তিকে
 হৈমকং বনমাসাদ্য যোগমাস্ত্রায় ভূতলে ॥১৫৫
 অত্রাপি মম তে পুত্রা ভক্ষ্মস্নানানুলেপনাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহাযোগা রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥১৫৬
 সর্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিঃ সাধ্যঃ সর্বস্তুথৈব চ ।
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥
 ত্রয়োদশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমেণ তু ।
 ধর্মো নারায়ণো নাম ব্যাসস্ত ভবিতা সদা ॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বালির্নাম মহামুনিঃ ।
 বালিখিল্যাশ্রমে পুণ্যে পর্বতে গন্ধমাদনে ॥
 তত্রাপি মত তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ ।
 সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠো বিরজাস্তথা ॥১৬০
 মহাযোগবলোপেতা বিমলা উর্দ্ধরেতসঃ ।
 তেনৈব যোগমার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
 যদা ব্যাসঃ সুরক্ষস্ত পর্যায়শ্চ চতুর্দশ ।

তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ ১৬:
 বংশে তুঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ
 তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ তথা ।
 অত্রিকৃততপাশ্চৈব শ্রাবণোহত স্রবিষ্ঠকঃ ॥
 যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকনিবাসিনঃ ॥
 ততঃ প্রাপ্তে পঞ্চদশে পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
 আরুণিস্ত যদা ব্যাসো দ্বাপরে ভবিতা প্রভু ॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নাম্না বেদশিরা দ্বিজাঃ ।
 তত্র বেদশিরা নম অস্ত্রং তৎপারমেশ্বরম্ ॥ ১৬৭
 ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যং বেদশীর্ষঞ্চ পর্বতঃ ।
 হিমাংপৃষ্ঠমাশ্রিত্য সরস্বত্যা নগোস্তুমে ॥ ১৬৮
 তদাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ ।
 কুণিষ্ঠ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ ॥ ১৬৯
 যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চৈর্দ্ধরেতসঃ

দ্বাদশ পরিবর্তনে মহামুনি শততেজা মহাসত্ত্বশালী
 মহাকবি ব্যাস হইবেন । অনন্তর ঐ যুগান্তে আমি
 অত্রি নামে বিখ্যাত হইব এবং যোগাবলম্বন করিয়া
 হৈমক বন আশ্রয় করিব, আমার চারি পুত্র
 হইবে । তাহারা ভক্ষ্মস্নানে অনুলিপ্ত, মহাযোগে
 নিবিষ্ট এবং রুদ্রলোক গমনে উন্মুখ হইবে ।
 তাহাদের নাম হইবে-সর্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য
 এবং সর্ব । এই পুত্রগণ সকলেই ধ্যানযোগ
 অবলম্বনপূর্বক রুদ্রলোকে গমন করিবে । অনন্ত
 র ক্রমশঃ ত্রয়োদশ পরিবর্তন ঘটিলে ধর্মনারায়ণ
 যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি গন্ধমাদনশৈলস্থ
 পবিত্র বালিখিল্যাশ্রমে বালি নামে মহামুনি হইয়া
 আবির্ভূত হইবে । তখন আমার সুধামা, কাশ্যপ,
 বশিষ্ঠ ও বিরজা নামে চারিজন তপোধন পুত্র
 উৎপন্ন হইবে । এই পুত্রগণ সকলেই
 মহাযোগযুক্ত বিমলসত্ত্ব ও উর্দ্ধরেতা হইবেন ।
 ইহারাও পূর্বোক্তরূপ যোগপথে নিশ্চয়ই
 রুদ্রলোকে উপনীত হইবেন । চতুর্দশ পর্যায়ে

সুরক্ষ যখন ব্যাস হইবেন, তদানীন্তন যুগান্তে
 পুনরায় আমি অঙ্গিরার বংশে গৌতম নামক
 শ্রেষ্ঠ যোগী হইয়া উৎপন্ন হইব । মদীয় অশ্রমবন
 তখন হইতে পবিত্র গৌতমাশ্রম নামে পরিচিত
 হইবে । পরে কলির প্রারম্ভে আমার চারি পুত্র
 উৎপন্ন হইবে । তাহাদের নাম হইবে- অত্রি,
 উগ্রতপা, শ্রবণ ও স্রবিষ্ঠক । ঐ পুত্রগণ
 যোগাসক্ত মহাত্মা ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া
 পূর্বোক্তরূপ যোগমার্গ অবলম্বনপূর্বক
 রুদ্রলোকে গিয়া বাস করিবে । ১৫১-১৬৫ ।
 অনন্তর পঞ্চদশ পর্যায়ে দ্বাপরে মহাত্মা আরুণি
 যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি বেদশিরা নামে
 বিখ্যাত হইব । সেই হইতে বেদশিরা নামে
 ঐশ্বরিক মহাবীর্য্য অস্ত্র এবং বেদশীর্ষা নামে
 পর্বত বিখ্যাত হইবে । সরস্বতীর প্রবাহসমীপে
 নগবর হিমালয়ের পৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া আমি
 অবস্থান করিব । তখন কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর
 ও কুনেত্র নামে আমার চারি পুত্র হইবে । এই
 পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, ব্রহ্মিষ্ঠ উর্দ্ধরেতা
 হইবেন । ইহারা সকলেই পূর্বোক্তরূপে

তেহপি তেনৈব মার্গেন রুদ্রলোকং গতাস্ত তে
 ততঃ ষোড়শমে চাপি পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
 ব্যাসস্ত সঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যতি তদা প্রভুঃ ॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গোকর্ণো নাম নামতঃ ।
 তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গোকর্ণং নাম তদ্বনম্ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 কাশ্যপো হ্যশনা চৈব চ্যবনোহুথ বৃহস্পতিঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেন গমিষ্যন্তি পরং পদম্
 ততঃ সপ্তদশে চৈব পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
 তদা ভবিষ্যতে ব্যাসো নাম দেবকৃতঞ্জয়ঃ ॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গুহাবাসীতি নামতঃ ।
 হিমবচ্ছিখরে চৈব মহাতপে মহালয়ে ।
 সিদ্ধক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ভবিষ্যতি মহালয়ম্ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ব্রহ্মজ্ঞা যোগবেদিনঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো মর্মজ্ঞা নিরহঙ্কৃত্যঃ ॥ ১৭৬
 উত্থ্যো বামদেবশ্চ মহাকালো মহালয়ঃ ।
 তেষাং শতসহস্রস্ত শিষ্যাণাং ধ্যানসাধনম্ ॥

যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন
 করিবেন। অনন্তর ষোড়শ পর্যায়ে মহাত্মা
 সঞ্জয় ব্যাস হইবেন। আমি গোকর্ণ নামে
 বিখ্যাত হইব। সেই হইতে আমার পুণ্য
 আশ্রমবন গোকর্ণ নামে পরিচিত হইবে। তখন
 কাশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে আমার
 চারিজন মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই
 পুত্রগণও পূর্বেব্রাহ্মরূপে যোগমার্গ
 অবলম্বনপূর্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। অনন্ত
 র সপ্তদশ পর্যায়ে দেব কৃতঞ্জয় ব্যাস হইবেন।
 তখন আমি গুহাবাসী নামে বিখ্যাত হইব।
 অত্যুন্নত হিমালয়শিখরে আমার মহাপুণ্যজনক
 সিদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ক্ষেত্র মহালয়
 নামে বিখ্যাত হইবে। সেখানে আমার চারিজন
 যোগবেদী ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই
 পুত্রগণ মহাত্মা, সর্বজ্ঞ ও নিরহঙ্কৃত হইবে।
 ইহাদের নাম- উত্থ্য, বামদেব, মহাকাল ও
 মহালয়। এই পুত্রগণের শত সহস্রসংখ্যক শিষ্য
 ধ্যানসাধনায় তৎপর হইবে। ঐ কল্পে মদীয়

ভবিষ্যন্তি তদা কল্পে সর্বো তে ধ্যানযুক্তকঃ ।
 তে তু সন্নিহিতা যোগে হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্ ।
 মহালয়ে পদং ক্ষিপ্তা প্রবিষ্টাঃ শিবমব্যয়ম্ ॥
 যে চান্যেহপি মহাত্মানঃ কালে তস্মিন্
 যুগান্তিকে ।

ধ্যানযুক্তেন মনসা বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥
 গত্বা মহালয়ং পুণ্যং দৃষ্টা মহেশ্বরং পদম্ ।
 তুর্ণং তারয়তে জন্তু দশ পূর্বান দশাপরান্ ॥
 আত্মানমেকবিংশঞ্চ তারয়িত্বা মহার্ণবম্ ।
 মম প্রসাদাদ্যাস্যন্তি রুদ্রলোকং গতজরাঃ ॥
 ততোহষ্টাদশমৈব পরিবর্তো যদা ভবেৎ ।
 তদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যাসস্ত ভবিতা মুনিঃ ।
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি শিখণ্ডী নাম নামতঃ ॥
 সিদ্ধক্ষেত্রে মহাপুণ্যে দেবদানবপুজিতে ।
 হিমবচ্ছিখরে পুণ্যে শিখণ্ডী যত্র পর্বতঃ ।
 শিখণ্ডিনো বনং চাপি ঋষিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ ।

সমস্ত পুত্রই ধ্যানযোগী হইবে। তাহারা মহালয়ে
 থাকিয়াই যোগাসক্ত-চিত্তে হৃদয় মধ্যে
 মহেশ্বরকে ধ্যান করত অব্যয় শিবশরীরে প্রবেশ
 করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল মহাত্মা সেই
 যুগান্তকালে ধ্যানযুক্ত মনে বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি
 হইয়া ঐ পবিত্র মহালয়ে গমন ও মহেশ্বরের
 পদ দর্শন করিবেন, তাহারা সত্ত্বরই উর্দ্ধ ও
 অধস্তন দশ দশ পুরুষ এবং স্বীয় আত্মা, এই
 এক বিংশ পুরুষকে সংসারমহার্ণব হইতে
 উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। আমার প্রসাদে
 তাহাদিগের রুদ্রলোকে গতি হইবে। ১৬৬-
 ১৮০। অনন্তর অষ্টাদশ পর্যায়ে যখন ঋতঞ্জয়
 ব্যাস হইবেন, তখন আমিও শিখণ্ডী নামে
 আবির্ভূত হইব। দেব-দানব পুজিত পুণ্য
 হিমালয়শিখরে মহাপুণ্যজনক সিদ্ধক্ষেত্রে
 আমার বাস হইবে। তৎকালে তত্রত্য পর্বত
 শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হইবে। সেই হইতে
 শিখণ্ডী শৈলস্থিত বন ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্তৃক
 নিষেবিত হইতে থাকিবে। তখন আমার

বাচস্রবা ঋচীকশ্চ শাবাসশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৮৩
 যোগাত্মানো মহাসাস্ত্রঃ সর্বৈ তে বেদপারগাঃ
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে
 ততস্ত্রেকোনবিংশে তু পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
 ব্যাসস্ত ভবিতা নাম্না ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥ ১৮৪
 তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি জটামালীতি নামতঃ ।
 হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটায়ূর্বত্র পর্বতঃ ॥ ১৮৬
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 হিরণ্যনামা কৌশিল্যঃ কান্ক্ষীবঃ কুথুমিস্তথা ॥
 ঈশ্বর্য যোগধর্মাণঃ সর্বৈ তে হৃদ্বরেতসঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
 ততো বিংশতিমে সর্গে পরিবর্তে ক্রমেণ তু ।
 বাচশ্রবাঃ স্মৃতো ব্যাসো ভবিষ্যতি মহাম তিঃ
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি হৃদ্বহাসেতি নামতঃ ।
 অট্টহাসপ্রিয়শ্চাপি ভবিষ্যন্তি তদা নরাঃ ॥ ১৯০
 তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে ত্বষ্টহাসো মহাগিরিঃ ।

বাচশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামি চারি
 পুত্র জন্মিলে । এই পুত্রগণ তপোধন, যোগাত্মা
 মহাপ্রভাব ও বেদপারগ হইবে । ইহারা
 সকলেই মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে
 উপনীত হইবে । অনন্তর একোনবিংশ পর্য্যয়ে
 মহামুনি ভরদ্বাজ ব্যাস হইবেন । ঐ সময় আমি
 রম্য হিমাদ্রি-শিখরে জটামালী নামে বিখ্যাত
 হইব । আমার নামানুসারে তথায় জটায়ু পর্বত
 বিখ্যাত হইবে । তখন হিরণ্য, কৌশিল্য,
 কান্ক্ষীব ও কুথুমি নামে আমার চারিজন
 মহাতেজা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে । এই পুত্রগণ
 সকলেই ঐশ্বর্যশালী যোগধর্মী ও উর্দ্ধরেতা
 হইবে । ইহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া
 নিশ্চয়ই রুদ্রলোকে গমন করিবে । অনন্তর
 বিংশতিতম পর্য্যয়ের সৃষ্টি বিস্তারে মহামতি
 বাচশ্রবা ব্যাস হইবেন । তখন আমি অট্টহাসী
 নামে বিখ্যাত হইব । সেই হইতে লোক সকল
 অট্টহাসের অনুরাগী হইবে । সিদ্ধ-চারণ-
 সেবিত পূর্বোক্ত হিমালয়পৃষ্ঠেই আমি বাস
 করিব । সেখানে তখন আমার সুমন্ত, বর্বরি,

ভবিষ্যতি মহাতেজাঃ সিদ্ধচারণ সেবিতঃ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 যুক্তাত্মানো মহাসস্ত্রা ধ্যানিনো নিয়তব্রতাঃ ॥
 সুমন্তবর্বরিবিক্তান্ সুবঙ্কুঃ কুশিক্করঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকাং তে গতাঃ
 একবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমেণ তু
 বাচস্পাতঃস্মৃতো ব্যাসো যদা স ঋষিসত্তমঃ ॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দারুকো নাম নামতঃ ।
 তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং দেবদারুবনং মহৎ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 প্লক্ষো দাক্ষায়ণশ্চৈব কেতুমালী বকস্তথা ॥
 যোগাত্মানো মহাত্মানো নিয়তা হৃদ্বরেতসঃ ।
 পরমং যোগমাস্ত্রায় রুদ্রং প্রাপ্তস্তদানঘাঃ ॥ ১৯৭
 দ্বাবিংশে পরিবর্তে তু ব্যাসঃ শুক্লয়নো যদা ।
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বারাণস্যং মহামুনিঃ ॥ ১৯৯
 নাম্না বৈ লাঙ্গলী ভীমো যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ
 দ্রক্ষ্যন্তি মাং কলৌ তস্মিন্নবতীর্ণং হলায়ুধম্

সুবঙ্কু, ও কুশিক্কর নামে চারিজন মহাপ্রভাব
 পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই যুক্তাত্মা,
 মহাসস্ত্র, ধ্যাননিষ্ঠ ও সত্যব্রত । এই পুত্রগণ
 সকলেই মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া
 রুদ্রলোকাভিমুখে গমন করিবে । পরে ক্রমশঃ
 একবিংশ পর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে ঋষিপ্রবর
 বাচস্পতি যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি
 দারুক নামে অবতীর্ণ হইব । সেই হইতে
 পুণ্যপ্রদ মহান্ দেবদারুবণ বিখ্যাত হইবে ।
 একালে সেখানে আমার প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি,
 কেতুমালী ও বক নামে চারিজন মহাপ্রভাব
 পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে । এই পুত্রগণ সকলেই
 যোগাত্মা, মহাত্মা, যতচিত্ত ও উর্দ্ধরেতাঃ ।
 ইহারা নিষ্পাপ হইয়া পরম যোগাবলম্বনে
 রুদ্রকেই প্রাপ্ত হইবে । ১৮১-১৯৭ । দ্বাবিংশ
 পর্য্যয়ে শুক্লায়ন যখন ব্যাস হইবেন, তখন
 বারাণসী ধামে আমি-লাঙ্গলী নামে মহামুনি
 হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব । তথায় সেই কলিকালে
 ইন্দ্রাদি দেবগণ আমায় হলায়ুধ রূপে অবতীর্ণ

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্মিকাঃ ।
 তুল্যার্চির্মধুপিঙ্গাক্ষঃ শ্বেতকেতুস্তথৈব চ ॥২০০॥
 তেহপি মাহেশ্বরং যোগং প্রাপ্য ধ্যানপরায়ণাঃ
 বিরজা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা রুদ্রলোকে সৎস্থিতাঃ ॥
 পরিবর্তে ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দর্যদা মুনিঃ ।
 ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মা তদাহং ভবিত পুনঃ ।
 শ্বেতো নাম মহাকাযো মুনিপুত্রঃ সুধার্মিকঃ ॥
 তত্র কালং জরিষ্যামি তদা গিরিবরোত্তমে ।
 তেন কালঞ্জরো নাম ভবিষ্যতি স পর্বতঃ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 উসিজো বৃহদুক্খ্যচ্চ দেবলঃ কবিরেব চ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রালাকং গতা হি তে
 পরিবর্তে চতুর্বিংশে ঋক্ষ্যে ব্যাসো ভবিষ্যতি
 তত্রাহং ভবিতা ব্রহ্মন্ কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
 শূলী নাম মহাযোগী নৈমিষে যোগিবন্দিতে ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ ।
 শালিহোত্রোহগ্নিবেশ্যচ্চ যুবনাশ্বঃ শরৎসুঃ ।

দেখিবেন। তখন আমার তুল্যার্চি, মধুপিঙ্গাক্ষ
 ও শ্বেতকেতু নামে কতিপয় পরম ধার্মিক পুত্র
 উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ ধ্যাননিষ্ঠ, বিরজাক্ষ
 ও ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ। ইহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত
 হইয়া রুদ্রলোকেই অবস্থান করিবে।
 ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ের যখন তৃণবিন্দু ব্যাস
 হইবেন, তখন আমি শ্বেত নামে মহাকায
 সুধার্মিক মুনিপুত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। সে
 সময় গিরিবরে কালাতিপাত করিব; এই জন্য
 ঐ গিরি কালঞ্জর নামে বিখ্যাত হইবে। তখন
 উষিজ বৃহদুক্খ, দেবল ও কবি নামে চারিজন
 মহাপ্রভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহারা মাহেশ্বর
 যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে।
 চতুর্বিংশ পর্য্যায়ের ঋক্ষ্যে ব্যাস হইবেন। হে
 ব্রহ্মণ! সেই যুগান্তে কলির প্রারম্ভে যোগিজন-
 সেব্য নৈমিষে আমি শূলী নামে মহাযোগী হইয়া
 প্রাদুর্ভূত হইব। তখন শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য,
 যুবনাশ্ব ও শরৎসু নামে আমার চারিজন পুত্র
 হইবে। সেই যোগবলশালী সুব্রত পুত্রগণ

তেহপি যোগবলোপেতা রুদ্রং যাস্যন্তি সুব্রত
 পঞ্চবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে পরিবর্তে যতাক্রমম্ ।
 বসিষ্ঠস্ত যদা ব্যাসঃ শক্তির্নাম ভবিষ্যতি ॥২০৮॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দণ্ডী মুণ্ডীশ্বরঃ প্রভু ।
 কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপুজিতম্ ॥২০৯॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি ক্রমাগতাঃ ।
 যোগাত্মানো মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে হৃদ্বরেতসঃ
 ছগলঃ কুম্ভকর্ষাশ্যঃ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহকঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি তথৈব তে
 ষড়বিংশে পরিবর্তে তু যদা ব্যাসঃ পরাশরঃ ।
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সহিষ্কর্ণাম নামতঃ ।
 পুণ্যং রুদ্রবটং প্রাপ্য কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্মিকাঃ ।
 উলুকো বৈদ্যুতশ্চৈব শর্বকো হ্যাশ্বলায়নঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গন্তারস্তে তথৈব হি ॥
 সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
 জাতুকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ

রুদ্রকেই লাভ করিবে। পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ের
 বসিষ্ঠ যখন ব্যাস হইবেন, তখন আমি
 দেবপুজিত কোটিবর্ষ নগরে দণ্ডী মুণ্ডীশ্বর নামে
 প্রাদুর্ভূত হইব। ঐ সময় আমার ছাগল,
 কুম্ভকর্ষাশ্য, কুম্ভ ও প্রবাহক নামে চারি পুত্র
 উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ সকলেই যোগাত্মা,
 মহাত্মা ও উর্দ্ধরেতা হইবে। ইহারা মাহেশ্বর
 যোগপ্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্তরূপে রুদ্রলোকেই
 গমন করিবে, ১৮৯-২১১। ষড়বিংশ পর্য্যায়ের
 যৎকালে পরাশর ব্যাস হইবেন, তখন আমি
 সহিষ্কর্ণ নামে বিখ্যাত হইব। সেই যুগান্তে
 কলির প্রারম্ভে পবিত্র রুদ্রবনে আমার অবস্থান
 হইবে, তখন উলুক, বৈদ্যুত সার্বক ও
 আশ্বলায়ন নামে চারিজন সুধার্মিক পুত্র উৎপন্ন
 হইবে। তাহারা মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া
 পূর্বোক্তরূপে রুদ্রলোকেই প্রয়াণ করিবে।
 সপ্তবিংশতি পর্য্যায়ের যখন তপোধন জাতুকর্ণ্য,
 ব্যাস হইবেন, তখন আমিও দ্বিজবর

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্মা দ্বিজোত্তমঃ ।
 প্রভাসং তীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ ।
 অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥২১৬
 যোগাত্মানো মহাত্মানো বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ততো গতাঃ
 অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
 পরাশরসূতঃ শ্রীমান বিষ্ণুলোকপিতামহঃ ॥২১৭
 যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নাম্না দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ।
 তদা যষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ ।
 বসুদেবাদ্যদুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥
 তদা চাহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়য়া ।
 লোকবিস্ময়নার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ ॥ ২১৮
 শ্মশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্টা লোকমনাথকম্ ।
 ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রবিষ্টো যোগমায়য়া ॥২২০
 দিব্যাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্বয়া সার্কং চ বিষ্ণুনা
 ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মনুকুলী নাম নামতঃ ॥ ২২১
 কায়ারোহণমিত্যেবং সিদ্ধক্ষেত্রং চ বৈ তদা ।

সোমশর্মা নামে বিখ্যাত হইবে । এই সময়
 প্রভাসতীর্থে আমার বাস হইবে । আমি যোগসক্ত
 ও লোকবিশ্রুত হইব । তখন অক্ষপাদ, কণাদ,
 উলুক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন পুত্র
 উৎপন্ন হইবে । এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা,
 বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া মাহেশ্বর যোগ
 অবলম্বনে রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে । অষ্টাবিংশ
 পর্য্যায়ের পরাশরসূত লোকপিতামহ শ্রীমান বিষ্ণু
 যখন দ্বৈপায়ন ব্যাস হইবেন, তখন পুরুষোত্তম
 কৃষ্ণ ষষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেবরূপে বসুদেব
 হইতে প্রাদুর্ভূত হইবেন, তখন আমি যোগাত্মা
 হইয়া যোগমায়ায় লোকদিগের বিস্ময়
 উৎপাদনার্থ ব্রহ্মচারিদেহে প্রাদুর্ভূত হইব ; মৃত
 অনাথ লোকদিগকে শ্মশানে নিষ্কিণ্ড হইতে
 দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত আমি
 যোগমায়াবলে তোমার এবং বিষ্ণুর সহিত দিব্য
 পুণ্য মেরুগুহায় প্রবিষ্ট হইব । হে ব্রহ্মণ ! তখন
 আমি নুকুলী নামে বিখ্যাত হইব । যত দিন

ভবিষ্যতি তু বিখ্যাতং যাবদ্ধুমিধরিষ্যতি ॥২২২
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ ।
 কুশিকশ্চৈব গার্গ্যশ্চ মিত্রকো রুষ্ট এব চ ॥২২৩
 যোগযুক্তা মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদাপারগাঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হৃদ্বরেতসঃ ॥
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃতিদুর্লভম্ ॥২২৪
 ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্ ।
 মন্বাদিকৃষ্ণপর্যন্তমষ্টাবিংশযুগক্রমাৎ ॥ ২২৫
 ভবিষ্যতি তদা কল্পে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নো যদা ।
 তত্র স্মৃতিসমূহানাং বিভাগো ধর্মলক্ষণম্ ॥২২৬
 ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মাহেশ্বরাব-
 তারযোগো নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ

বায়ুরূবাচ ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনয়ো বিদুঃ ।
 কৃতং ত্রেতা দ্বপরঞ্চ তিস্যং চেতি চতুর্যুগম্ ॥

পৃথিবী থাকিবে, ততকাল পর্যন্ত মদীয় অধিষ্ঠিত
 স্থান কায়ারোহণ নামে সিদ্ধক্ষেত্র হইয়া বিখ্যাত
 হইবে । ঐ সময়ে আমার কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক
 ও রুষ্ট নামে চারিজন তপস্বী পুত্র উৎপন্ন
 হইবে । এই পুত্রগণ সকলেই যোগযুক্ত,
 মহাত্মা ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন । ইহারা
 মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে বিমল ও উর্দ্ধরেতা
 হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন । ইহাদের
 পুনর্জন্ম হইবে না । এই আমি অষ্টাবিংশ যুগ
 ক্রমে মন্বাদি কৃষ্ণ পর্যন্ত যাবতীয় অবতার
 লক্ষণ এবং স্মৃতিসমূহের বিভাগ ও ধর্মলক্ষণ
 কীর্তন করিলাম । ২১২-২২৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,- মুনিগণ বলিয়া থাকেন, এই
 ভারতবর্ষে চারিটি যুগ প্রচলিত আছে । যথা-

এতৎ সহস্রপর্যন্ত মহর্ষদ্ব্রজ্ঞাণঃ স্মৃতম্ ।
 যামাদ্যাস্ত্র গণাঃ সন্ত রোমবস্ত্রচতুর্দশ ॥ ২
 সশরীরাঃ শ্রয়ন্তে স্ম জনলোকং সহানুগাঃ ।
 এবং দেবেশ্বরীতেষু মহর্লোকাজ্জনং তপ ॥ ৩
 মন্বন্তরেস্বরীতেষু দেবাঃ সর্বে মহৌজসঃ ।
 ততস্তেষু গতেযুর্ধ্বং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম্ ॥ ৪
 সমেত্য দেবৈস্তে দেবাঃ প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা
 মহর্লোকং পরিত্যজ্য গণান্তে বৈ চতুর্দশ ॥ ৫
 ভূতাদিষবশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু বৈ তদা ।
 শূন্যেষু তেষু লোকেষু মহান্তেষু ভূবাদিষু ।
 দৈবেশ্বর্য গতেযুর্ধ্বং কল্পবাসিষ বৈ জনম্ ॥ ৬
 তৎসংহৃত্য ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিগণদানবান্ ।
 সংস্থাপয়তি বৈ সর্বান্ দাহবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে ॥ ৭
 যোগতীতঃ সপ্তমঃ কল্পো ময়া বঃ পরিকীর্তিতঃ
 সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্গাঢ়মেকীভূতৈর্মহার্ণ বৈঃ ।

কৃত, ত্রোতা, ষাপর ও কলি । এই চারি যুগের
 পরিমাণ দিব্য সহস্র বৎসর । এই সহস্র বর্ষ
 ব্রহ্মার এক দিন । এই দিনাবসানে যামাদি
 সপ্তগণ ও রোমবস্ত্র চতুর্দশগণ সশরীরে অনুচর
 সহচর বহুজনলোক আশ্রয় করিয়া থাকেন । এই
 রূপে দেবগণ মহর্লোক হইতে জন ও
 তপোলোকে গমন করেন । মন্বন্তর অতীত
 হইলে প্রভাবশালী সমস্ত দেবই এইরূপে
 উর্ধ্বগামী হন । তাঁহারা উর্ধ্বে কল্পবাসী দিগের
 সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য দেবগণ সহ
 সম্মিলিত হইলে তখন পূর্বোক্ত চতুর্দশগণও
 মহর্লোক পরিত্যাগ করেন । তখন কল্পবাসী
 দেবগণ উর্ধ্বে জনলোকে উপনীত হইবার পর
 স্থাবরান্ত অবশিষ্ট অখিল ভূতাদি বিলয় প্রাপ্ত
 হয় । ভূবাদি সমস্ত লোকই নষ্ট হইয়া যায় ।
 অনন্তর দহন ও বর্ষণ দ্বারা যুগক্ষয় সংঘটিত
 হইলে ব্রহ্মা তৎসমস্ত সংহার করিয়া সমুদায়
 দেব, ঋষি ও দানবদিগকে পুনরায় সংস্থাপিত
 করেন । যে সপ্তম কল্প অতীত হইয়াছে, আমি
 আপনাদিগকে তাহা বলিয়াছি । সেই কল্পশেষে

আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্ ১৮
 মায়ৈকার্ণবে তস্মিৎ শঙ্খচক্রাগদাধরঃ ।
 জীমুতাভোহম্বুজাক্ষচ কিরীটী শ্রীপতিহরিঃ ১৯
 নারায়ণমুখোদগীর্ণঃ সোহষ্টমঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 অষ্টাবাহর্মহোরক্ষো লোকানাং যোনিরুচ্যতে ।
 কিমপ্যচিন্ত্যং যুক্তাত্মা যোগমাস্থায় যোগবিৎ
 ফণাসহস্রকলিতং তমপ্রতিমবর্চসম্ ।
 মহাভোগপতের্ভাগমন্বাস্তীৰ্য্য মহোচ্ছয়ম্ ।
 তস্মিন্মহতি পর্য্যঙ্কে শেতে বৈ কনকপ্রভে ২১
 এবং তত্র শয়ানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
 আত্মারামেণ ক্রীড়ার্থং সৃষ্টং নাভ্যাং তু
 পঙ্কজম্ ২২

শতযোজনবিস্তীর্ণং তরুণাদিত্যবর্চসম্ ।
 বজ্রদণ্ডং মহোৎসেধং লীলয়া প্রভবিষ্ণুনা ২৩
 তসৈবং ক্রীড়মানস্য সমীপং দেবমীদৃষঃ ।
 হেমব্রহ্মাওজো ব্রহ্মা রুদ্রবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ ।

সপ্ত সাগর একীভূত হওয়ায় এই সমগ্র জগৎ
 ঘোর একার্ণবাকারে পরিণত হইয়াছিল ।
 কুত্রাপি কোনও বিভাগ নির্দেশ ছিল না ;
 সকলই তমোময় হইয়া ছিল । যিনি শঙ্খ-চক্র
 গদাধর, জীমুত-সন্নিভ, অম্বুজনেত্র, কিরাটধারী
 ও শ্রীপতি, নারায়ণের মুখ হইতে যাহাঁর
 আবির্ভাব যিনি অষ্টম পুরুষোত্তম, অষ্টবাহু,
 মহোরক্ষ, ও লোকসমূহের যোনি বলিয়া
 কথিত, সেই যুক্তাত্মা যোগবিৎ হরি ঐ মহার্ণবে
 মায়াবলে কোন এক অচিন্ত্য যোগ অবলম্বন
 করিয়া অনন্তের সহস্র ফনা-কলিত
 অনুপমদ্যুতি মহোন্নত মহাভোগ অঙ্গুত করত
 সেই কনকভ মহাপর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন ।
 ১-১১ । এইরূপে সেই আত্মারাম প্রভবিষ্ণু
 বিষ্ণু ক্রীড়ানিমিত্ত তথায় শয়ন করিলে তাঁহার
 নাভিদেলে একটা পঙ্কজ প্রাদুর্ভূত হইল । ঐ
 পঙ্কজ তরুণ অরুণবৎ তেজঃসম্পন্ন ; উহার
 বিস্তার শত যোজন পর্য্যন্ত । উহা মহোন্নত এবং
 প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর লীলাক্রমে উৎপন্ন । বিষ্ণু সেই
 পঙ্কজ লইয়া ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলে, হেম-

চতুর্নুমো বিশালাক্ষঃ সমাগম্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪
শ্রিয়া যুক্তেন নব্যেন সুপ্রভেণ সুগন্ধিনা ।
তং ক্রীড়মানং পদ্মেন দৃষ্টা ব্রহ্মা তু ভেজিবান্
স বিস্ময়মথাগম্য শস্য সম্পূর্ণয়া গিরা ।
প্রোবাচ কো ভবান্ শেতে আশ্রিতো

মধ্যমস্তসাম্ ॥ ১৫

অথ তস্যাচ্যুতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মজ্ঞস্ত শুভং বচঃ ।
উদতিষ্ঠত পর্যাঙ্কাবিস্ময়োৎ ফুল্ললোচনঃ ॥ ১৬
প্রত্যুবাচোত্তরং চৈব ক্রিয়তে যচ্চ কিঞ্চন ।
দৌরন্তরিক্ষং ভূশ্চৈব পরং পদমহং প্রভুঃ ॥ ১৭
তমেবমুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরথাব্রবীৎ ।
কন্তুং খলু সমায়াতঃ সমীপং ভগবান্ কুতঃ ।
কুতচ্চ ভূয়ো গন্তব্যং কুত্র বা তে প্রতিশ্রয়ঃ ॥
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্তুং কর্তব্যং কিঞ্চ তে ময়া
এবং ক্রবাণং বৈকুণ্ঠং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ ॥ ২০

ব্রহ্মাওজাত স্বর্ণবর্ণ অতীন্দ্রিয় বিশালনেত্র
চতুরানন ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তৎসমীপে আগমন
করিয়া দেখিলেন- বিষ্ণু সেই শ্রীসম্পন্ন সুপ্রভ
সুগন্ধি নবোদ্ভিন্ন পদ্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ।
তদর্শনে তিনি তাহার আরও নিকটবর্ত্তী
হইলেন- হইয়া সবিষ্ময়ে গম্ভীরস্বরে বলিলেন-
কে তুমি এই জলমধ্য আশ্রয় করিয়া শয়ান
রহিয়াছ? অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ অচ্যুত ব্রহ্মার সেই
শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে
পর্য্যাক্ত হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রত্যুত্তরে
বলিলেন- যে কিছু কার্য্য-কারণ এবং এই যে
ভূমি, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ, সমস্তই আমি এবং
আমিই প্রভু পরমপদ । ভগবান্ বিষ্ণু তাহাকে
এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিলেন- কে ভগবন্-
আপনি, কোথা হইতে আমার সমীপে আগমন
করিলেন? পুনরায় কোথায় যাইবেন? আপনার
প্রতিশ্রয়ই বা কোথায়? কে আপনি বিশ্বমূর্ত্তিধর?
আপনার আমি কোন্ কার্য্য করিব? বৈকুণ্ঠবিহারী
হরি এই কথা কহিলে, পিতামহ প্রত্যুত্তরে
বলিলেন- তোমার ন্যায় আমিও নারায়ণাখ্য
আদি কর্ত্তা প্রজাপতি । এতৎসমস্তই আমাতে

যথা ভবাংস্তথা চাহমাদিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ ।
নারায়ণসমাখ্যাতঃ সর্ব্বং বৈ মনিপ্রতিষ্ঠতি ॥ ২১
সবিস্ময়ং পরং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা ।
সোহনুজ্জাতো ভগবতা বৈকুণ্ঠো বিশ্বসম্ভবঃ ॥
কৌতুহলান্যাহাযোগী প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো মুখম্ ।
ইমানষ্টাদশ দ্বীপান সসমুদ্রান্ সপর্ব্বতান্ ॥ ২২
প্রবিশ্য স মাতেজাচ্চাতুর্ব্বণ্যসমাকুলান্ ।
ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্তান্ সপ্তলোকান সনাতনান্ ॥ ২৩
ব্রহ্মণস্তদরে দৃষ্টা সর্ব্বান বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ।
অহোহস্য তপসো বীর্য্যং পুনঃ পুনরভাষত ॥
পর্য্যটনং বিবিধালোকান বিষ্ণুর্নানাবিধাশ্রমান্ ।
ততো বর্ষসহস্রান্তে নাস্তং হি দদৃশে তদা ॥ ২৪
তদাসা ব্রহ্মান্নিক্রম্য পন্নগেন্দ্রদিকেতনঃ ।
অজাতশক্রর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৫
ভগাবান্নাদিমধ্যঞ্চ অন্তঃ কালদিশো ন চ ।
নাহমন্তং প্রপশ্যামি হৃদরস্য তবানঘ ॥ ২৬
এবমুক্তাব্রবীদ্বয়ঃ পিতামহমিদং হরিঃ ।

প্রতিষ্ঠিত । মহাযোগী বিশ্ববিধাতা বৈকুণ্ঠ
সবিস্ময়ে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া লোককর্ত্তা
ব্রহ্মার অনুজ্ঞাক্রমে কুতুহলবশতঃ তদীয়
মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন । মহাযশা
মহাতেজাঃ বিষ্ণু তথায় প্রবেশান্তে দেখিলেন-
ব্রহ্মার উদরে শৈল-সাগরাদি সহ অষ্টাদশ দ্বীপ
এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত চতুরাশ্রমবিভক্ত সপ্ত
সনাতন লোক বিদ্যমান । তদর্শনে তিনি
পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন- অহো! ইহার
কি অদ্ভুত তপঃপ্রভাব । এই বলিয়া বিষ্ণু
ব্রহ্মার উদরমধ্যস্থ বিবিধ লোক ও নানা
আশ্রম পর্য্যটন করিলেন ; কিন্তু সহস্র বর্ষ
অতীত হইল, তথাচ তিনি তাহার অন্ত সীমা
দেখিতে পাইলেন না । ১২-২৬ । তখন
ভগবান্ অজাতশক্র গরুড়ধ্বজ পিতামহ
ব্রহ্মার মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে
বলিলেন- ভগবন্! হে অনঘ! আপনার
উদরের আদি, মধ্য অন্ত বা দিককাল, কিছুই

ভবান্‌প্যেবমেবাদ্য হৃদরং মম শাস্বতম্ ।
 প্রবিশ্য লোকান্‌ পশ্যত্যননৌপম্যান্‌ দ্বিজোত্তম
 মনঃপ্রহ্লাদনীং বাণীং শ্রুত্বা তস্যভিনন্দ্য চ ।
 শ্রী পতেরুদরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ পিতামহঃ ॥ ৩০
 তানেব লোকান্‌ গর্ভস্থঃ পশ্যন্‌ সোহচিন্ত্যবিক্রমঃ
 পর্য্যটিত্বাদিদেবস্য দদর্শান্তং ন বৈ হরেঃ ॥ ৩১

জ্ঞাত্বাগমং তস্য পিতামহস্য
 দ্বারাণি সৰ্ব্বাণি পিধায় বিষ্ণুঃ ।

বিভূৰ্মনঃ কৰ্ত্তমিয়েষ চান্ত

সুখং প্রসুপ্তোহস্মি মহাজলৌঘে ॥ ৩২

ততো দ্বারাণি সৰ্ব্বাণি পিহিতান্যুপলক্ষ্য তু ।
 সূক্ষ্মং কৃৎস্নানো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত ॥
 পদ্মসূত্রানুমার্গেণ হ্যনুগম্য পিতামহঃ ।
 উজ্জহারান্তনো রূপং পুঙ্করাচ্চতুরাননঃ ।

আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না । এই বলিয়া
 হরি পুনরায় পিতামহকে বলিলেন- হে দ্বিজোত্তম
 ! অদ্য আপনিও এইরূপে আমার উদরে প্রবেশ
 করুন- করিয়া এইরূপে এই অপ্রতিম লোক
 সকল অবলোকন করুন । পিতামহ শ্রীপতির
 তথাবিধা মনঃপ্রহ্লাদনী বাণী শ্রবণ করিয়া
 তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্বক তদীয় উদরে প্রবেশ
 করিলেন । অচিন্ত্যবিক্রম ব্রহ্মা হরির উদরগত
 হইয়া সেই সমস্ত লোকই দেখিলেন ;
 উদরাভ্যন্তরে বহুবর্ষ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু
 সেই আদি দেবের অন্ত কোথায় পাইলেন না ।
 এদিকে ভগবান্‌ বিষ্ণু স্বীয় উদরাভ্যন্তরে
 পিতামহের আগমন-ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া
 সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করত মহাজলরাশির
 উপরি সুখসুপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে মনস্থ
 করিলেন । অনন্তর পিতামহ সর্বদ্বার নিরুদ্ধ
 দেখিয়া স্বীয় আকার সূক্ষ্ম করিয়া লইলেন এবং
 বিষ্ণুর নাভিদেশেই নির্মমদ্বার প্রাপ্ত হইলেন ।
 পরে চতুরানন বিষ্ণুর নাভিপদ্মের সূত্রপথে
 অনুগমনপূর্বক আত্মরূপ উদ্ধার করিয়া
 লইলেন । তখন পদ্মগর্ভাভ ব্রহ্মা অরবিন্দমধ্যে

বিরাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভ সমদ্যুতিঃ ॥ ৩৪
 সূত উবাচ ।

এতস্মিন্‌নগরে তাভ্যামেকৈকস্য কাংক্ষ্যতঃ
 প্রবর্তমানে সংহর্ষে মধ্যে তস্যার্ণবস্য তু ॥ ৩৫
 ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং ভূতভূতীশ্বরং ।
 শূলপাণির্মহাদেবো হৈমচীরাধরচ্ছদঃ ।
 আগচ্ছদ্যত্র সোহনন্তো নাগভোগপতির্হরিঃ ॥
 শীঘ্রং বিক্রমতন্তস্য পদ্ম্যামত্যন্তপীড়িতাঃ ।
 উদ্ধৃতাশ্চর্ণমাকাশে পৃথুলাস্তোয়বিন্দবঃ ।
 অত্যুষ্ণাশ্চাতিশীতাশ্চ বায়ুস্তত্র ববৌভূশম্ ॥ ৩৬
 তদদৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত ।
 অবিবিন্দবো হি স্থলোষ্ণাঃ কম্পতে চামুজং ভূশম্
 এতৎ মে সংশয়ং ক্রুহি কিম্‌গান্যতুং চিকীর্ষসি ॥
 এতদেবংবিধং বাক্যং পিতামহমুখোদ্যতম্ ।
 শ্রুত্বাপ্রতিমকর্ম্মাহ ভগবান্‌সুরান্তকং ॥ ৩৭

বিরাজ করিতে লাগিলেন । সূত বলিলেন-
 এইরূপে সেই অর্ণবমধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু
 উভয়ের পরস্পর কৌতুক ব্যাপার চলিতেছে,
 ইত্যবসরে যথায় নাগ-ভোগপতি অনন্ত হরি
 অবস্থিত, তথায় অপরিমেয়াত্মা ভূতপতি
 হৈম চীরাধরধারী শূলপাণি মহাদেব আগমন
 করিলেন । তিনি অতিদ্রুত পদবিক্ষেপ
 করিতেছিলেন, তাই তাঁহার পদদ্বয়ে অত্যন্ত
 পীড়িত হইয়া অতি উষ্ণ অতিশীত স্থল
 জলবিন্দু সকল সত্ত্বর আকাশে উখিত হইল ।
 ২৭-৩৪ । প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল । সেই
 মহান্‌ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে
 বলিলেন- এ কি, স্থল উষ্ণ জলবিন্দু সকল
 উখিত হইতেছে এবং এই পদ্মও অত্যন্ত
 কম্পিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? আমার
 এই সংশয় আপনি নিরসন করুন, বলুন,
 আপনিই কি অন্য আরোও কিছু করিতে
 অভিলাষী হইয়াছেন? অপ্রতিমকর্ম্মা
 অসুরসংহারী হরি, ব্রহ্মার মুখোচ্চরিত
 এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন- এ কি

কিং নু খল্বত্র মে নাভ্যাং ভূতমন্যং কৃতালয়ম্ ।
বদতি প্রিয়মত্যাং বিপ্রিয়েহপি চ তে ময়া ॥৪০
ইত্যেবং মসনা ধ্যাভা প্রত্যাবাচেদমুত্তরম্ ।
কিং স্বত্র ভগবাংস্তস্মিন্ পুরুষে জাতসম্মমঃ ॥৪১
কিং ময়া তৎকৃতং দেব যন্মাং প্রিয়মনুত্তমম্ ।
ভাষসে পুরুষশ্রেষ্ঠ কিমর্থং ব্রুহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২
এবং ব্রুবাণং দেবেশং লোকযাত্রাং তু তত্ত্বগাম্
প্রতুবাচামুজাভাক্ষং ব্রহ্মা বেদানিধিঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
যোহসৌ তবোদরং পূর্বং প্রবিষ্টেহহং ত্বদিচ্ছয়া
যথা মমোদরে লোকাঃ সর্বৈ দৃষ্টাস্ত্রয়া প্রভো
তথৈব দৃষ্টাঃ কাংক্ষ্যেন ময়া লেকান্তবোদরে
ততো বর্ষসহস্রান্ত উপাবৃন্তস্য মেহনঘ ।
নুনং মৎসরভাবেণ মাং বশীকর্তুমিচ্ছতা ।

আশু দ্বারিণি সর্বাণি ঘাতিনি ত্বয়া পুনঃ ॥ ৪৫
ততো ময়া মহাভাগ সঙ্কিন্ত্য স্বেন চেতসা :
লক্কো নাভ্যাং প্রবেশস্ত পদ্মসূতাধিনির্মগমঃ ॥৪৬
মা ভূতে মনসোল্লোলপি ব্যাঘাতোহয়ং কথঞ্চন
ইত্যেযানুগতির্বষো কার্ষাণামৌপসর্গিকী ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

যন্মায়ানন্তরং কায্যং ময়াধ্যবসিতঃ ত্বয়ি ।
ত্বাং বা বাধিতুকামেন ক্রীড়াপূর্বং যদৃচ্ছয়া ॥
আশু দ্বারিণি সর্বাণি ঘাতিনি ময়া পুনঃ ॥ ৪৮
ন তেহন্যথাবমন্তব্যো মান্যঃ পূজ্যশ্চ মে ভবান্
সর্বং মর্ষয় কল্যাণ যন্ময়াথকৃতং তব ।
তন্মান্বাযোচ্যমানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো ॥ ৪৯
নাহং ভবন্তং শক্নোমি সোদুং তেজোময়ং গুরুম্
স প্রোচাচ বরং ব্রুহি পদ্মাদবতরাম্যহম্ ॥ ৫০

হইল ! আমার নাভিদেখে অন্য কোন প্রাণী
আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে কি? অথবা ব্রহ্মণ !
আমি তোমার বিপ্রিয় আচরণ করিলেও তুমিই
কি এরূপ প্রিয় বাক্য আমায় বলিতেছ?
নাভিপদ্ম সম্বন্ধে এরূপে সম্মমশালী হইয়া
ভগবান্ হরি মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া
ব্রহ্মবাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন- হে পুরুষশ্রেষ্ঠ
! হে দেব ! আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি,
যাহার জন্য আপনি আমাকে এরূপ প্রিয় ও
উত্তম বাক্য বলিতেছেন? আপনি কি জন্য এ
কথা বলিলেন, তাহা সত্ত্বর যথার্থ আমায়
বলুন । লোকতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব ঐরূপ কথা
কহিলে অমুজবাসী বেদনিধি ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে
বলিলেন- আমিই পূর্বে তোমারই ইচ্ছায়
তোমার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলাম । হে
প্রভো! তুমি যেমন মদীয় উদরে লোক সকল
দেখিয়াছ, তেমনি আমিও তোমার উদরে
সমুদায় লোক অবলোকন করিয়াছি । হে
অনঘ! অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে যখন
আমি বহির্গত হইবার উপক্রম করি, তখন
নিশ্চয়ই তুমি মাৎসর্য্য বশে আমায় বশীভূত

করিবার ইচ্ছায় সত্ত্বর সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার
নিরোধ করিয়াছিলে । অনন্তর মে মহাভাগ!
আমি মনে মনে চিন্তা করিয়া ভবদীয়
নাভিদেখে প্রবেশ করিলাম এবং তথা হইতে
নাভিপঙ্কজের সূত্র পথে নির্গত হইলাম । হে
বিষ্ণো ! আমার এই কার্য্যে তোমার মন যেন
কিঞ্চিন্মাত্র আহত না হয় । দেখ, কার্য্য
পরস্পরার ঐরূপই ঔপসর্গিকী গতি । ৩৫-
৪৭ । বিষ্ণু বলিলেন- হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার
সম্বন্ধে যে রূপ কার্য্য করিয়াছি বা তোমাকে
বাধা প্রদান করিবার জন্য যে রূপ অধ্যবসায়ই
আমা দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা
ক্রীড়াচ্ছলেই করা হইয়াছে । আমি
যদৃচ্ছাক্রমেই সত্ত্বর দ্বারসকল রুদ্ধ
করিয়াছিলাম । এ সম্বন্ধে আপনি মনে মনে
অন্য ভাব পোষন করিবেন না । বাস্তবিকই
আপনি আমার মান্য এবং পূজ্য । হে কল্যাণ!
আমি আপনার সম্বন্ধে যাহা যাহা করিয়াছি,
আপনি সে সমস্ত ক্ষমা করুন । হে প্রভো!
আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি
এই পদ্ম হইতে অবরতন করুন । কেননা

বিষ্ণুরুবাচ ।

পুত্রো ভব মমারিষ্ম মুদং প্রাক্যাসি শোভনাম্
সত্যধনো মহাযোগী তুমীড্যঃ প্রণবাত্মকঃ ॥৫১
অদ্যপ্রভৃতি সর্বেশ শ্বেতোক্ষীষবিভূষণং ।
পদ্মযোনিরিতীত্যেবং খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যসি
পুত্রে মে ত্বং ভব ব্রহ্মন্ সর্বলোকাধিপ প্রভো
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরং গৃহ্য কিরীটিনঃ ।
এবং ভবতু চেতুঃস্রাজী প্রীতাত্মা গতমৎসরঃ ॥৫৩
প্রত্যাসন্নমথায়ান্তং বালার্কভং মহানলম্ ।
ভূতমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ৫৪
অপ্রমেয়ো মহাবজ্রো দংষ্ট্রী ব্যস্তশিরোরুহঃ ।
দশবাহুস্ত্রিশূল্যঙ্গো নয়নৈবিশ্বতোমুখঃ ॥ ৫৫
লোকপ্রভুঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিকৃতো মুঞ্জমেখলী ।
মেদ্রেণোর্ধ্বেন মহতা নদমানোহুতিভৈরবম্ ॥৫৬
কঃ খল্বেষু পুমান্ বিষ্ণো তেজোরশির্মহাদ্যুতিঃ

আপনি ভারভূত তেজস্বী পুরুষ, আপনার ভার
সহ্য করিতে আমি অক্ষম । ব্রহ্মা বলিলেন-
বিষ্ণো ! তুমি বর গ্রহণ কর । আমি পদ্ম হইতে
অবতরণ করিতেছি । বিষ্ণু বলিলেন- হে
অরিসূদন ! আমার ইচ্ছা, তুমি আমার পুত্র
হও । ইহা হইলেই আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত
হইব । তুমি পূজ্য, প্রণবাত্মক, সত্যধন,
মহাযোগী । হে সর্বেশ ! তুমি অদ্য হইতে
শ্বেত উক্ষীষশোভী পদ্মযোনি নামে বিখ্যাত
হইলে । হে সর্বলোকের অধীশ্বর ! অদ্য হইতে
তুমি আমার পুত্র হও । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা
কিরীটির নিকট বর লইলেন এবং প্রীতচিত্তে
অমৎসরভাবে বলিলেন- আচ্ছা তাহাই হউক ।
এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই মহামুখশালী তরুণ
তরণিসান্নভ অদ্ভুত প্রাণীকে সম্মুখাগত দেখিয়া
নারায়ণকে বলিলেন- এই যে অপ্রমেয়,
মহা ব্রহ্ম, দংষ্ট্রীসম্পন্ন, বিকীর্ণকেশ,
দশবাহুশালী, ত্রিশূলী, ত্রিনয়ন, সর্বব্যাপী,
সাক্ষাৎ লোকপতি, মুঞ্জ-মেখলধারী, মহান
উর্দ্ধলিঙ্গ বিশিষ্ট পুরুষ, যিনি অতি ভীষণ নিনাদ
করিতেছেন ; হে বিষ্ণো ! কে ইনি প্রদীপ্ত

ব্যাপ্যা সর্বা দিশো দ্যাক্ষ ইত এবভিবর্ততে ॥
তেনৈবমুজ্জো ভগবান্ বিষ্ণুব্রহ্মাণমব্রবীৎ ।
পদ্ম্যাং তলনিপাতেন যস্য বিক্রমতোহর্গবে ।
বেগেন মহতাকাশে ব্যাখিতাচ্চ জলাশয়াঃ ॥৫৮
ছটাভির্বিষ্বতোহুত্যর্থং সিচ্যতে পদ্মসম্ভবঃ ।
ঘ্রাণজেন চ বাতেন কম্প্যমানং ত্বয়া সহ ।
দোধূয়তে মহাপদ্মং স্বচ্ছন্দং মম নাভিজমা ॥৫৯
স এষ ভগবানীশো হ্যনাদিশ্চাত্ত্বকৃষ্ণিভুঃ ।
ভবানহঞ্চ স্ত্রোত্রেণ হ্যপতিষ্ঠাব গোধ্বজম্ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধোহমুজ্জাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্
ন ভবানুনমাস্তানং লোকানাং যোনিমৃগুমম্ ॥৬১
ব্রহ্মাণং লোককর্তারং মাঞ্চ বেত্তিসনাতনম্ ।
কোহয়ং ভো শঙ্করো নাম হ্যাবয়ঃ শক্তি

রিচ্যতে ॥৬২

তস্য তৎক্রোধজং বাক্যং শ্রুত্বা বিষ্ণুরভাষত
মা বৈবং বদ কল্যাণ পরিবাদং মহাত্মনঃ ॥

তেজঃপুঞ্জ মূর্তিতে সর্ব দিক্ ও অন্তরীক্ষ
ব্যাপিয়া এই দিকে আগমন করিতেছেন?
ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে
বলিলেন- যাঁহার পাদতলপাতে, পদক্ষেপে
ও মহাবেগে অর্ণবের জলরাশি ব্যথিত হইয়া
আকাশে উত্থিত হইতেছে -সর্বদিগ্গন্ত
জলোর্মিচ্ছটায় পদ্মযোনি আপনি পর্যন্ত
অতিমাত্র সিদ্ধ হইতেছেন, যদীয়
নিশ্বাসমাক্রান্তে মদীয় নাভিজাত মহাপদ্ম
তোমার সহিত কম্পিত হইতেছে, ইনি সেই
সংহার কর্তা অনাদি নিধন ঈশ্বর ; এক্ষণে
তুমি এবং আমি, আমরা উভয়ে স্তোত্র দ্বারা
এই বৃষধ্বজকে অর্চনা করিব । ৪৮-৬০ ।
অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নলিনাক্ষ কেশবকে
কহিলেন- তুমি নিশ্চয়ই লোকযোনি স্বীয় উত্তম
আত্মাকে এবং লোককর্তা সনাতন ব্রহ্মা-
আমাকে অবগত নহ । নতুবা এই শঙ্কর নামে
কে আবার আমাদের দুই জন হইতে
অতিরিক্ত আছে? বিষ্ণু তাঁহার সেই ক্রোধজ
বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন- হে কল্যাণ !

মায়াযোগেশ্বরো ধর্মো দুরাধর্মো বরপ্রদঃ ।
 হেতুরস্যাত্র জগতঃ পুরাণঃ পুরুসোহব্যয়ঃ ॥ ৬৪
 জীবঃ স্বল্পেষ জীবানাং জ্যোতিরেকং প্রকাশতে
 বালকীড়নকৈর্দেবঃ ক্রীড়তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৫
 প্রধানমব্যয়ং জ্যোতিরব্যক্তং প্রকৃতিস্তমঃ ।
 অস্য চৈতানি নামানি নিত্য প্রসবধর্মিণঃ ।
 যঃ কঃ স ইত্য দুঃখার্থৈর্মৃগ্যতে য তভিঃ শিবঃ
 এয বীজী ভবান বীজমহং যোনিঃ সনাতনঃ ।
 এবমুক্তেহুথ বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত ॥ ৬৭
 ভবান্যোনিরহং বীজং কথং বীজী মহেশ্বরঃ ।
 এতন্মো সূক্ষ্মমব্যক্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হাসি ॥ ৬৮
 জ্ঞাত্বা চৈবং সমুৎপত্তিং ব্রহ্মণা লোকতত্ত্বিণা ।
 ইদং পরমসাদৃশ্যং প্রশ্নমভ্যবদদ্ধ রঃ ॥ ৬৯
 অম্মান্নহস্তরং ওহ্যং ভুতমন্যন্ন বিদ্যাতে ।
 মহতঃ পরমং ধাম শিবমধ্যান্তিনাং পদম্ ॥ ৭০

দ্বৈধীভাবেন চাত্মানং প্রবিষ্টস্ত ব্যবস্থিতঃ ।
 নিষ্কলঃ সূক্ষ্মমব্যক্তঃ সকলশ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৭১
 অস্য মায়াবিধিজস্য আগম্যগমনস্য চ ।
 পুরা লিঙ্গং ভবদ্বিজং প্রথমং ত্বাদিসর্গিকম্ ॥ ৭২
 ময়ি যোনৌ সমায়ুক্তং তদ্বীজং কালপর্য্যয়াৎ ।
 হিরণ্যায়মপারং তদ্যোন্যামণ্ডমজায়ত ॥ ৭৩
 শতানি দশ বর্ষাণামণ্ড চান্নু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 অস্তে বর্ষসহস্রস্য বায়ুণা তদ্বিধা কৃতম্ ॥ ৭৪
 কপালমেকং দ্যোজ্জ্বলে কপালমপারং ক্ষিতিঃ ।
 ভবং তস্য মহোৎসেধং যোহসৌ কনকপর্বতঃ
 ততস্তস্মাৎ প্রবুদ্ধাত্মা দেবো দেববরঃ প্রভুঃ ।
 হিরণ্যগর্ভো ভগবানহং জজ্ঞে চতুর্ভুজঃ ॥ ৭৬
 ততো বর্ষসহস্রান্তে বায়ুনা তদ্বিধা কৃতম্ ।
 অতারকেন্দুনক্ষতং শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ ।
 কোহয়মদ্রেত্যাভধ্যাতে কুমারান্তেহভবন্তদা

তুমি মহাত্মার একরূপ পরিবাদবাক্য বলিও না ।
 ইনি মায়া-যোগেশ্বর, বরপ্রদ, দুরাধর্ম ধর্ম ;
 এই জগতের ইনিই একমাত্র হেতু ও অব্যয়
 পুরাণ পুরুষ । ইনি জীবসমূহের জীব এবং
 একমাত্র জ্যোতীরূপে প্রকাশমান । এই দেব
 শঙ্কর, বালকের খেলার সামগ্রীর ন্যায় এই জীব
 সমূহ লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন । প্রধান,
 অব্যয়, জ্যোতিঃ, অব্যক্ত, প্রকৃতি, তমঃ, এই
 সকল এই প্রসবধর্মী পুরুষের নিত্যনাম ;
 যতিগণ দুঃখার্ন্ত হইয়া এই পরব্রহ্মমূর্তি
 শিবকেই ধ্যান করিয়া থাকেন । ইনি বীজী, তুমি
 বীজ এবং আমি সনাতন যোনি । বিষ্ণু কর্তৃক
 এইরূপে উক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন-
 তুমি যোনি, আমি বীজ এবং মহেশ্বর বীজী,
 ইহা হইল কিরূপে? আমার এই সূক্ষ্ম অব্যক্ত
 সংশয় আপনি নিরাস করুন । বিষ্ণু সৃষ্টিতত্ত্ব
 বিদিত ছিলেন । তিনি লোককর্ত্তা ব্রহ্মার প্রস্তু
 বিত প্রশ্নের এইরূপ পরম সাদৃশ্য বোধক
 উত্তর প্রদান করিলেন, তিনি বলিলেন- এই
 মহেশ্বর হইতে মহত্তর বস্তু অন্য কিছুই নাই ।
 এই শিব মহতেরও পরম ধাম এবং

অধ্যাত্মবেদীদিগের প্রাপ্য পদ । ইনি দ্বিধা
 বিভিন্নভাবে আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত,
 ইহার একরূপ নিষ্কল, তাহা সূক্ষ্ম অব্যক্ত
 এবং অন্য-রূপ সকল, তাহা ইহার
 মহেশ্বররূপ । এই মায়াবিধিজ অবিজ্ঞেয় গতি
 মহেশ্বরের পূর্বকালে এক লিঙ্গ আদিসর্গীয়
 বীজস্বরূপে বিভাতি হয় হয় । সেই বীজ
 মৎরূপ যোনিতে সমায়ুক্ত হইয়াছিল;
 কালপর্য্যয়ে তাহা হইতে এই যোনিতে এক
 অপার হিরণ্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয় । এই অণ্ড
 দশশত বর্ষ জলে প্রতিষ্ঠিত থাকে ; পরে বর্ষ
 সহস্র অতীত হইলে উহা বায়ু কর্তৃক দ্বিধা
 বিভক্ত হয় । ৬১-৭৪ । উহার এক অর্ধে স্বর্গ
 এবং অপরাধে ক্ষিতির উৎপত্তি ঘটে । ঐ
 অণ্ডের যে মহান্ আবরণ ছিল, তাহা তখন
 কনকাচল সুমেরুরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় ।
 অনন্তর সেই হইতে প্রবুদ্ধাত্মা ভগবান
 দেবদেব-তুমি হিরণ্যগর্ভা এবং আমি চতুর্ভুজ
 বিষ্ণু, আমরা সকলে প্রাদুর্ভূত হই । এইরূপে
 সেই অণ্ড বায়ু কর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয় । এই
 লোক-গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য বিরহিত হইলে,

প্রিয়দর্শনাস্ত তনবো যেহতীতাঃ পূর্বজাস্তব ।
 ভূয়ো বর্ষসহস্রান্তে তত এবাত্মজাস্তব ।
 ভুবনানলসঙ্কশাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ৭৮
 শ্রীমান্ সনৎকুমারস্ত ঋভুশ্চৈবোর্দ্ধরেতসৌ ।
 সনাতনশ্চ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ ।
 উৎপন্নঃ সমকালং তে বুদ্ধ্যাতীন্দ্রিয়দর্শনাঃ ॥
 উৎপন্নাঃ প্রতিঘাত্মানৌ জগদুশ্চৈতদেব হি ।
 নারন্ধ্যস্তে চ কর্ম্মাণি তাপত্রয়বিবর্জিতাঃ ॥ ৮০
 অল্পসৌখ্যং বহুক্লেশং জরাশোকসমন্বিতম্ ।
 জীবিতং মরণং চৈব সম্ভবং চ পুনঃপুনঃ ॥ ৮১
 স্বপ্নভূতং পুনঃ স্বর্গং দুঃখানি নরকাস্তথা ।
 বিদিত্বা চাগমং সর্বমবশ্যং ভবিতব্যতাম্ ॥ ৮২
 ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ দৃষ্ট্বা তব বশে স্থিতৌ ।
 ত্রয়স্ত ত্রীন্ গুণান্ হিত্বা আত্মজাঃ সনকাদয়ঃ ।

তুমি ইহাকে শূন্যস্বরূপে অবলোকনপূর্বক
 'ইহা কি?' এই বলিয়া চিন্তায় নিবিষ্ট
 হইয়াছিলে ; তাহাতে তখন তোমার কতিপয়
 কুমার প্রাদুর্ভূত হয় । তোমার পূর্বতন যে
 সকল প্রিয়দর্শন তনু অতীত হয়, তাহা হইতে
 বর্ষসহস্রান্তে পুনরায় তোমার আত্মজগণ
 উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঐ সকল পুত্র ভুবনব্যাপী
 অনলতুল্য এবং উহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায়
 আয়ত । তন্মধ্যে শ্রীমান্ সনৎকুমার ও ঋভু
 ইহারা উভয়ে উর্দ্ধরেতাঃ । এতদ্ভিন্ন সনাতন,
 সনক ও সনন্দন, ইহারাও একইকালে উৎপন্ন
 হইয়া জ্ঞানবলে সকলেই অতীন্দ্রিয় দর্শন
 হয়েন । তাঁহারা উৎপন্ন মাত্রেই আত্মজ হইয়া
 বলিয়া থাকেন আমরা কর্ম্মারম্ভ করিব না;
 তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকিব । এই
 জীবনে অল্পই মাত্র সুখ আছে ; কিন্তু ইহা
 বহুক্লেশময় এবং জরা ও শোকসঙ্কুল । মৃত্যু
 এবং পুনঃপুনঃ উৎপত্তি বড়ই দুঃখাবহ ।
 স্বর্গসুখ স্বপ্নোপম; এইরূপে দুঃখ ও অস্তে
 নরকভোগ এখানে অনিবার্য্য এই প্রকারে ঐ
 আত্মজগণ সমস্ত আগম ও ভবিতব্যতা
 বিদিত হইয়া থাকেন । পরে ঋভু ও

বৈবর্তেন তু জ্ঞানেন নিবৃত্তান্তে মহৌজসঃ ॥
 ততস্তেষ্পবৃন্তেষু সনকাদিযু বৈ ত্রিযু ।
 ভবিষ্যসি বিমূঢ়স্ত মায়ায়া শঙ্করস্য তু ॥ ৮৪
 এবং কল্পে তু বৈ কল্পে সংজ্ঞা নশ্যতি তেহনঘ
 কল্পশেষাণি ভূতানি সৃক্ষাণি পার্থিবানি চ ॥
 সা চৈষা হৈশ্বরী মায়া জগতঃ সমুদাহতা ।
 স এষ পর্বতো মেরুর্দেবলোকো হ্যদাহতঃ ॥
 তবৈবেদং হি মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা চাত্মানমাশ্রনা ।
 জ্ঞাত্বা চেশ্বরসম্ভাবং জ্ঞাতা মামমুজেক্ষণম্ ।
 মহাদেবং মহাযোগং তভূতানাং বরদং প্রভুম্ ।
 প্রণবাত্মানমাসাদ্য নমস্কৃত্বা জগদ্গুরুম্ ॥ ৮৭
 ত্বাঞ্চ মাষ্ট্বেব সংক্রুদ্ধো নিশ্বাসান্নির্দহেদয়ম্ ॥
 এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগভূক্তিষ্ট মহাবল ।
 অহং ত্বামথতঃ কৃত্বা স্তোষ্যেহহমনলপ্রভম্ ॥

সনৎকুমারকে তোমার বশীভূত দেখিয়া
 সনকাদি অন্য মহাতেজা আত্মজত্রয়
 ত্রিগুণাতীতভাবে বৈবর্তজ্ঞানে নিবৃত্ত হন ।
 সনকাদি পুত্রত্রয় নিবৃত্তমার্গ আশ্রয় করিলে
 শঙ্করের মায়ায় তুমি মোহিত হইয়া থাক । হে
 অনঘ ! এইরূপে কল্পে কল্পেই তোমার সংজ্ঞা
 লোপ পায় । কল্পাবশেষে পার্থিক ভূতসকল
 সূক্ষ্মভাবেই অবস্থান করে । এ জগতে ইহাই
 ঐশ্বরী মায়া বলিয়া অভিহিত । এই সেই
 মেরু- দেবলোকের নিবাস ভূমি বলিয়া
 নির্দিষ্ট । যাহা হউক, এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য
 তোমারই মাহাত্ম্য । তুমি আত্মা দ্বারা
 আত্মাকে দেখিয়া ঈশ্বরসম্ভাব অবগত হও
 এবং আমি অমুজাক্ষ- আমাকে এবং মহাযোগী
 ভূতপাত বরদ মহাদেবকে বিদিত হও । পরে
 ঐ প্রণবাত্মা জগদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া নমস্কার
 কর । দেব, তোমার এবং আমার উপর ইনি
 ক্রুদ্ধ হইলে, নিশ্বাস মাত্রেই আমাদিগকে দক্ষ
 করিতে পারেন । অতএব হে মহাবল ! এই
 মহাযোগীকে এইরূপে জানিয়া উত্তিত হও;
 আইস, তোমাকে অগ্রে লইয়া আমি এই
 অনলদ্যুতি-ভূতপতিকে স্তব করি । ৭৫-৮৯ ।

সূত উবাচ ।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততঃ স গরুড়ধ্বজঃ ।
অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্তমানৈস্তথৈব চ ।
নামভিহ্বান্দসৈশ্চৈব ইদং স্তোত্রমুদীরয়ৎ ॥ ৯০
নমস্তভ্যং ভগবতে সুব্রতেহনন্ততেজসে ।
নমঃ ক্ষেত্রাধিপতয়ে বীজিনে শূলিনে নমঃ ॥
অমেদ্রায়োর্ধমেদ্রায় নমো বৈকুণ্ঠরেতসে ।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় হৃৎপূর্বপ্রথমায় চ ॥ ৯২
নমো হব্যায় পূজ্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ।
গহ্বরায় ধনেশায় হৈমচীরাম্বরায় চ ॥ ৯৩
নমস্তে-হ্যম্মদাদীনাং ভূতানাং প্রভবায় চ ।
বেদকর্মাবদাতানাং দ্রব্যানাং প্রভবে নমঃ ॥
গ্রহাণাং প্রভবে চৈব তারাণাং প্রভবে নমঃ ।
নমো যোগস্য প্রভবে সাংখ্যস্য প্রভবে নমঃ ।
নমো ধ্রুবনিশীথানামৃষীণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৯৫
বিদ্যুদশনিমেঘানাং গর্জিতপ্রভবে নমঃ ।
উদধীনাঞ্চ প্রভবে দ্বীপানাং প্রভবে নমঃ ॥

সূত কহিলেন, -অনন্তর ভগবান্ গরুড়ধ্বজ
ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া অতীত, ভবিষ্য ও বর্তমান
ছন্দোময় নামসমূহ দ্বারা এই স্তোত্র পাঠ
করিলেন ; যথা- তুমি ভগবান্ অনন্ততেজা,
তোমাকে নমস্কার । তুমি ক্ষেত্রাধিপতি, বীজী
ও শূলী, তোমায় নমস্কার । তুমি অমেদ্র,
উর্ধমেদ্র ও বৈকুণ্ঠরেতা, তোমায় নমস্কার ।
তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ও অপূর্ব প্রথম ; তোমায়
নমস্কার । তুমি হব্য, পূজ্য, ও সদ্যোজাত ;
তোমায় নমস্কার । তুমি শঙ্কর, ধনেশ, ও হৈম-
চীরাম্বর ; তোমায় নমস্কার । তুমি অম্মদাদি
ভূতের প্রভব এবং বেদ-কর্মাবদাত
দ্রব্যসকলের প্রভু ; তোমায় নমস্কার । তুমি
গ্রহগণের প্রভু এবং তারা-গণেরও প্রভু ;
তোমায় নমস্কার । তুমি যোগের প্রভু, সাংখ্যের
প্রভু এবং ধ্রুব ও নিশীথ প্রভৃতি ঋষিগণের
পতি ; তোমায় নমস্কার । তুমি বিদ্যুৎ, অশনি
ও মেঘগর্জনের উৎপত্তিস্থান এবং উদধি ও
দ্বীপের প্রভব ; তোমায় নমস্কার । তুমি আদ্র,

অদ্রীণাং প্রভবে চৈব বর্ষাণাং প্রভবে নমঃ ।
নমো নদানাং প্রভবে নদীনাং প্রভবে নমঃ ॥
নমস্তৌষধিপ্রভবে বৃক্ষাণাং প্রভবে নমঃ ।
ধর্ম্যাধ্যক্ষায় ধর্ম্যায় স্থিতানাং প্রভবে নমঃ ॥ ৯৮
নমো রসানাং প্রভবে রত্নানাং প্রভবে নমঃ ।
নমঃ ক্ষণানাং প্রভবে কলানাং প্রভবে নমঃ ॥
নিমেষপ্রভবে চৈব কাষ্ঠানাং প্রভবে নমঃ ।
অহোরাত্রার্কমাসানাং মাসানাং প্রভবে নমঃ ॥
নম ঋতুনাং প্রভবে সংখ্যায়াং প্রভবে নমঃ ।
প্রভবে চ পরার্কস্য পরস্য প্রভবে নমঃ ॥ ১০১
নমঃ পুরাণপ্রভবে যুগস্য প্রভবে নমঃ ।
চতুর্বিধস্য সর্গস্য প্রভবেহনন্তচক্ষুষে ॥ ১০২
কল্লোদয়নিবন্ধানাং বার্ত্তানাং প্রভবে নমঃ ।
নমো বিশ্বস্য প্রভবে ব্রহ্মাদিপ্রভব নমঃ ॥
বিদ্যানাং প্রভবে চৈব বিদ্যানাং পতয়ে নমঃ ।
নমো ব্রতানাং পতয়ে মন্ত্রাণাং পতয়ে নমঃ ॥
পিতৃণাং পতয়ে চৈব পশূনাং পতয়ে নমঃ ।
বাগ্‌বৃষায় নমস্তভ্যং পুরাণবৃষভায় চ ॥ ১০৫
সুচারুচারুকেশায় উর্ধ্বচক্ষুঃশিরায় চ ।
নমঃ পুশূনাং পতয়ে গোবৃষেন্দ্রধ্বজায় চ ॥ ১০৬
প্রজাপতীনাং পতয়ে সিদ্ধানাং পতয়ে নমঃ ।
দৈত্যদানবসজ্জানাং রক্ষসাং পতয়ে নমঃ ॥
ও বর্ষার প্রভব, তোমায় আমার নমস্কার ।
তুমি, নদ এবং নদীর উৎপাদক, তোমায়
নমস্কার । তুমি,-ঔষধি, বৃক্ষ, স্থিতি, রস,
রত্ন, ক্ষণ, কলা, নিমেষ, কাষ্ঠা, অহোরাত্র,
অর্কমাস, মাস, ঋতু, সংখ্যা, পরার্ক, পর,
পুরাণ, যুগ, চতুর্বিধ সর্গ, কল্লোদয়-নিবন্ধ-
বর্ণ বার্ত্তা, বিশ্ব ব্রহ্মাদিরও প্রভব ; তোমায়
আমার নমস্কার । ৯০-১০৩ । তুমি বিদ্যার
প্রভু, বিদ্যায় পতি, ব্রতের পতি, মন্ত্রের পতি,
পিতৃগণের পতি, পশুগণের পতি, বাগ বৃষ
এবং পুরাণবৃষভ ; তোমায় আমার নমস্কার ।
তুমি সুচরু-চারুকেশ, উর্ধ্বচক্ষুঃ, উর্ধ্বশির,
পশুদিগের পতি, গোবৃষেন্দ্রধ্বজ, প্রজাপতির
পতি, সিদ্ধগণের পতি, দৈত্য-দানব-রাক্ষস

গন্ধৰ্বগণাং চ পতয়ে যক্ষগণাং পতয়ে নমঃ ।

গরুড়োরগসর্পগণাং পক্ষিগণাং পতয়ে নমঃ ॥১০৮

গোকর্ণায় চা গেষ্ঠায় শঙ্কুবর্ণায় বৈ নমঃ ।

বরাহায়াপ্রমেয়ায় রক্ষোহধিপতয়ে নমঃ ॥১০৯

নমোহস্পরাগাং পতয়ে গণানাং পতয়ে নমঃ ।

অম্বুসাং পতয়ে চৈব তেজসাং পতয়ে নমঃ ॥

নমোহস্ত্র লক্ষ্মীপতয়ে শ্রীমতে হ্রীমতে নমঃ ॥

বলাবলসমূহায় হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ ॥ ১১১

দীর্ঘশৃঙ্গৈকশৃঙ্গায় বৃষভায় ককুদ্ভিনে ।

নমঃ স্থৈর্য্যায় বপুষে তেজসে সুপ্রভায় চ ॥১১২

ভূতায় চ ভবিষ্যায় বর্তমানায় বৈ নমঃ ।

সুবর্চসেহথ বীরায় সুরায় হ্যতিগায় চ ॥১১৩

বরদায় বরেণ্যায় নমঃ সর্বগতায় চ ।

নমো ভূতায় ভব্যায় ভবায় মহতে তথা ॥১১৪

সর্বায় মহতেহজায় নমঃ সর্বগতায় চ ।

জনায় চ নমস্তভ্যং তপসে বরদায় চ ।

নমো বন্দ্যায় মোক্ষায় জনায় নরকায় চ ॥১১৫

ভবায় ভজমানায় ইষ্টায় যাজকায় চ ।

অভ্যাদীর্ণায় দীপ্তায় তত্ত্বায় নির্গণায় চ ॥১১৬

নমঃ পাশায় হস্তায় নমঃ স্বাভরণায় চ ।

হতায় অপহতায় প্রহত প্রাশিতায় চ ॥১১৭

নমস্ত্বিষ্টায় মূর্ত্যায় হ্যগ্নিষ্টোমতিজায় চ ।

নম ঋতায় সত্যায় ভূতাধিপতয়ে নমঃ ॥১১৮

সদস্যায় নমশ্চৈব দক্ষিণারভূধায় চ ।

অহিসায়াথ লোকানাং পশুমন্ত্রৌসধায় চ ॥১১৯

নমস্ত্বিষ্টি প্রদানায় ত্র্যম্বকায় সুগন্ধিনে ।

নমোহস্ত্রিন্দ্রিয়পতয়ে পরিহারায় স্রথিণে ॥১২০

বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বতোহক্ষিমুখায় চ ।

সর্বতঃপাণিপাদায় রুদ্রায়াপ্রমিতায় চ ॥১২১

নমো হব্যায় কব্যায় হব্যকব্যায় বৈ নমঃ ।

নমঃ সিদ্ধায় মেধ্যায় চেষ্ঠায় ত্র্যম্বকায় চ ॥১২২

সুবীরায় সুঘোরায়া হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ ।

সুমেধসে সজায়ায় দীপ্তায় ভাস্বরায় চ ॥১২৩

নমো নমঃ সুপর্ণায় তপনীয়নিভায় চ ।

বিরূপাক্ষায় ত্র্যক্ষায় পিঙ্গলায় মহৌজসে ॥১২৪

দৃষ্টিঘ্নায় নমশ্চৈব নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ ।

নমো ধূম্রায় শ্বেতায় কৃষ্ণায় লোহিতায় চ ॥১২৫

পিণ্ডিতায় পিশঙ্গায় পীতায় চ নিষঙ্গিণে ।

নমস্তে সবিশেষায় নিব্বিশেষায় বৈ নমঃ ॥১২৬

দিগের পতি, গন্ধৰ্বগণের পতি, এবং যক্ষ
গরুড়, সর্প ও পক্ষীদিগের পতি, তোমায়
আমার নমস্কার । তুমি গোকর্ণ, গোষ্ঠ, শঙ্কুবর্ণ,
বরাহ, অপ্রমেয়, এবং রাক্ষসাদিপতি, তোমায়
আমার নমস্কার । তুমি- অম্বরোগণের ও গজ,
জল, তেজ ও লক্ষ্মীর পতি, তোমায় আমার
নমস্কার । তুমি শ্রীমান, তুমি হ্রীমান্, তুমি
বলাবলসমূহ, তুমি অক্ষোভ্য, ক্ষোভণ এবং তুমি
দীর্ঘশৃঙ্গৈক-শৃঙ্গ, তোমায় আমার নমস্কার । তুমি
বৃষভ, তুমি ককুদ্ভী, তুমি স্থৈর্য্য, তুমি বপুঃ,
তুমি তেজ, এবং তুমি সুপ্রভ ; তোমায় আমি
নমস্কার করি । হে অনির্বচনীয় । তুমি- ভূত,
ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সুবর্চা, বীর, শূর, অতিগ,
বরদ, বরেণ্য, সর্বগত, ভূত, ভব্য, ভব, মহান,
সর্ব অজ, জপ, বন্দ্য, জন, নরক, ভব,
ভজমান, ইষ্ট, যাজক, অভ্যাদীর্ণ, দীপ্ত তত্ত্ব

নির্গণ, পাশহস্ত, স্বাভরণ, হত, অপহত,
প্রহত, প্রাশিত, ইষ্ট, পূর্ব, অগ্নিষ্টোমার্ভিজ,
ঋত, সত্য, ভূতাধিপাত, সদস্য, দক্ষিণাবভুল,
লোকদিগের অহিংসা, পশু, মন্ত্রৌষধ,
ত্বষ্টিপ্রদান, ত্র্যম্বক, সুগন্ধী, ইন্দ্রিয়পতি,
পরিহার, স্রথী, বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বতোক্ষি মুখ,
সর্বতঃপাণিপাদ, রুদ্র, অপ্রতিম, হব্য, কব্য,
হব্য-কব্য, সিদ্ধ, মেধ্য, চেষ্ঠা, ত্র্যম্বক, সুবীর,
সুঘোর, অক্ষোভ্য ক্ষোভণ, সুমেধা, দীপ্ত,
ভাস্বর, সুবর্ণ তপনীয়নিভ, এবং বিরূপাক্ষ ;
তোমাকে আমি নমস্কার করি । তুমি ত্র্যক্ষ,
তুমি পিঙ্গল এবং মহৌজা তোমায় আমার
নমস্কার । ১০৪-১২৪ তুমি ধূম্র, তুমি দৃষ্টিঘ্ন,
তুমি শ্বেত, তুমি কৃষ্ণ, তুমি লোহিত, তুমি
পিণ্ডিত, পিশঙ্গ, পীত এবং নিষঙ্গী । তোমায়
আমি নমস্কার করি । তুমি সবিশেষ, নিব্বিশেষ

নম ইজ্যায় পূজ্যায় চোপজীব্যায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ ক্ষেম্যায় বৃদ্ধায় বৎসলায় নমো নমঃ ।
 নম ঋতায় সত্যায় সত্যাসত্যায় বৈ নমঃ ॥ ১২৭
 নমো বৈ পদ্মবর্ণায় মৃত্যুয়্যায় চ মৃত্যবে ।
 নমঃশ্যামায় গৌরায় কদ্রবে রোহিতায় চ ॥
 নমঃ কান্তায় সঙ্ক্ৰান্তবর্ণায় বহুরূপিণে ।
 নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বজ্রায় কপর্দিনে ॥ ১২৯
 অপ্রমেয়ায় শর্করায় হ্যবধ্যায় বরায় চ ।
 পুরস্তাৎপৃষ্ঠতশ্চৈব বিভ্রান্তায় কৃশানবে ॥ ১৩০
 দুর্গায় মহতে চৈব রোধায় কপিলায় চ ।
 অর্কপ্রভশরীরায় বলিনে রংহসায় চ ॥ ১৩১
 পিনাকিনে প্রসিদ্ধায় স্ফীতায় প্রসৃতায় চ ।
 সুমেধসেহক্ষমালায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে ॥ ১৩২
 চিত্রায় চিত্রবর্ণায় বিচিত্রায় ধরায় চ ।
 চেকিতানায় তুষ্টায় নমস্তুনিহিতায় চ ॥ ১৩৩
 নমঃ ক্ষান্তায় শান্তায় বজ্রসংহননায় চ ।
 রক্ষোঘ্নায় মখঘ্নায় শিতিকণ্ঠোর্ধ্বরেতসে ॥ ১৩৪
 অরিহায় কৃতান্তায় তিগ্নায়ুধধরায় চ ।
 সমোদায় প্রমোদায় হরিণায়ৈব তে নমঃ ॥ ১৩৫
 প্রণবপ্রণবেশায় ভক্তানাং শর্মদায় চ ।
 মৃগব্যাধায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায় চ ॥ ১৩৬
 সর্বভূতায় ভূতায় সর্বেশাতিশয়ায় চ ।

পুরভেদ্রে চ শান্তায় সুগন্ধায় বরেশবে ॥ ১৩৭
 পুষ্পবন্তস্বরায় ভগনেত্রান্তকায় চ ।
 কণাদায় বরিষ্ঠায় কামাঙ্গদহনায় চ ॥ ১৩৮
 রবেঃকরালচক্রায় নাগেন্দ্রদমনায় চ ।
 দৈত্যানামন্তকায়াখো দিব্যাক্রন্দকরায় চ ॥ ১৩৯
 শ্মশানরতিনিত্যায় নমস্ত্র্যাম্বকধারিণে ।
 নমস্তে প্রাণপালায় ধর্মপালধরায় চ ॥ ১৪০
 প্রহীণশোকৈর্বিবিধৈর্ভূতৈঃ পারষ্ট্যুতায় চ ।
 নরনারীশরীরায় দেব্যঃ প্রিয়করায় চ ॥ ১৪১
 জটিনে দণ্ডিনে তুভ্যং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে ।
 নমোহস্ত নৃত্যশীলায় ব্যাদ্যনৃত্যপ্রিয়ায় চ ॥ ১৪২
 মন্যবে শীতশীলায় সুগীতগায় তে নমঃ ।
 কটককরায় ভীমায় চোৎসুকপধরায় চ ॥ ১৪৩
 বিভীষণায় ভীমায় ভগপ্রমথনায় চ ।
 সিদ্ধসজ্জাতগীতায় মহাভাগায় বৈ নমঃ ॥ ১৪৪
 নমো মুক্তাট্টহাসায় ক্ষেড়িতাক্ষোচিতায় চ ।
 নদতে কুর্দতে চৈব নমঃ প্রমুদিতায় চ ॥ ১৪৫
 নমোহদ্ভুতায় স্বপতে ধাবতে প্রস্থিতায় চ ।
 ধ্যায়তে জৃম্বতে চৈব তুদতে দ্রবতে নমঃ ॥
 চলতে ক্রীড়তে চৈব লম্বোদরশরীরিণে ।

ইজ্য, পূজ্য, উপজীব্য, ক্ষেম্য, বৃদ্ধ, বৎসল, ঋত, সত্য এবং সত্যাসত্য ; তোমায় আমার নমস্কার ।
 তুমি পদ্মবর্ণ, মৃত্যুয়্য মৃত্যু, সাম, সৌর, কদ্রু, রোহিত, কান্ত, সঙ্ক্ৰান্তবর্ণ, বহুরূপী, করালহস্ত, দিগবজ্র, কপর্দি, অপ্রমেয়, শর্কর, অবধ্য, বর, সম্মুখ, পশ্চাৎ, বিভ্রান্ত, কৃশানু, দুর্গ, মহৎ, রোধ, কপিল, অর্কপ্রভ-শরীর, বলী এবং বেগ ; তোমায় আমার নমস্কার । তুমি পিনাকী, প্রসিদ্ধ, স্ফীত, প্রসৃত, সুমেধা, অক্ষমালা, দিগ্বাস, শিখণ্ডী, চিত্র, চিত্রবর্ণ, বিচিত্র, ধর চেকিতান, তুষ্ট, অহিনিত, ক্ষান্ত, শান্ত, বজ্রসংহনন, রক্ষোঘ্ন, মখঘ্ন, শিতিকণ্ঠ, উর্ধ্বরেতা, আরহা, কৃতান্ত, তিগ্নায়ুধধর, সমোদ, প্রমোদ, হরিণ্য, প্রণব, প্রণবেশ, ভক্ত শর্মদ, মৃগব্যাধ, দক্ষ,

দক্ষযজ্ঞহর, সর্বভূত, ভূত, সর্বেশাতিশয়, পুরভেদ্র, শান্ত সুগন্ধ, বরেষু, পুণ্য, দন্তবিনাশ, ভগনেত্রান্তক, কণাদ, বরিষ্ঠ, কামাঙ্গদহন, রবির করালনামক চক্র, নাগেন্দ্রদমন, দৈত্যান্তক, দিব্যাক্রন্দকর, শ্মশানরাত, নিত্য, ত্র্যম্বকধারী, প্রাণপাল ; এবং ধর্মপাল, প্রভো ! তোমায় নমস্কার । ১২৫-১৪০ । তুমি প্রহীণশোক, বিবিধ ভূতকর্ষক পরিষ্টুত, নর-নারী-শরীর, দেবীর প্রিয়কর, জটী, দণ্ডী, ব্যালযজ্ঞোপবীত, নৃত্য-গীতম্ভাব বলিয়া বাদ্য-নৃত্যপ্রিয়, মন্যু, গীতশীল, সুগীত, সুগীতি গায়ক, কটক-কর, ভীম উৎসুকপধর, বিভীষণ, ভীম, ভগ-প্রমথন, সিদ্ধসজ্জাগতী, মহাভাগ, মুক্তাট্টহাস, ক্ষেড়িতাক্ষোচিত, নর্দনকারী, কুর্দনকারী, প্রমুদিত, অদ্ভুত, নিদ্রিত, ধাবমান, প্রস্থিত, ধ্যাতা, জৃম্বমাণ, ক্রীড়ক, পলায়ণপর, চলমান,

নমঃ কৃতায় কম্প্রায় মুণ্ডায় বিকরায় চ ॥ ১৪৭
 নম উন্মত্তবেষায় কিঙ্কিণীকায় বৈ নমঃ ।
 নমো বিকৃতবেষায় তুরোগ্রামর্ষণায় চ ॥ ১৪৮
 অপ্রমেয়ায় দীপ্তায় দীপ্তয়ে নির্গুণায় চ ।
 নমঃ প্রিয়ায় বাদায় মুদ্রামণিধরায় চ ॥ ১৪৯
 নমস্তোকায় তনবে গুণৈর প্রতিমায় চ ।
 নমো গনায় গুহ্যায় অগম্যাগমনায় চ ॥ ১৫০
 লোকধাত্রী ত্রিযং ভূমিঃ পাদৌ সজ্জনসেবিতৌ
 সর্বেষাং সিদ্ধযোগানামধিষ্ঠানভবোদরম্ ॥ ১৫১
 মধ্যোত্তরিক্ষং বিস্তীর্ণং তারাগণবিভূষিতম্ ।
 তারাপথ ইবাভাতি শ্রীমাণ হারন্তবোরসি ॥
 দিশো দশ ভূজাস্তে বৈ কেয়ুরাঙ্গদভূষিতাঃ ।
 বিস্তীর্ণপরিণাহস্চ নীলাম্বুদচয়োপমঃ ॥ ১৫৩
 কণ্ঠস্তে শোভতে শ্রীমান হেমসূত্রবিভূষিতঃ ।
 দংষ্ট্রাকরালদুর্ধর্মমনোপম্যং মুখং তব ॥ ১৫৪
 পদ্মামালাকৃতোক্ষীষং শীর্ষণ্যং শোভতে কথম্
 দীপ্তিঃ সূর্য্যবপুশ্চন্দ্রে হৈর্য্যো ভূহ্যনিলো বলে

ক্রীড়ারত, লম্বোদরশরীরী, নমস্কৃত, কম্প্র, মুণ্ড, বিকর, উন্মত্তবেষ, কিঙ্কিণীকায়, বিকৃতনেত্র, বিকৃতবেশ, তুর, উগ্র, অমর্ষণ অপ্রমেয়, দীপ্ত, দীপ্তি, নির্গুণ, প্রিয়, বাদ, মুদ্রামণিধর, স্তোক, তনু, গুণাপ্রতিম, গণ, গুহ্য, গম্য ও গমন ; তোমায় আমার নবস্কার । হে শ্রীমান্ ! এই লোকধাত্রী পৃথিবী তোমার সজ্জন-সেবিত পদযুগল, নিখিল সিদ্ধ যোগিগণের অধিষ্ঠান তোমার উদর, তারাগণ-বিভূষিত অন্তরীক্ষ তোমার মধ্যদেশ, তারাদল তোমার বক্ষস্থলে হারের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; এবং দশদিক্ তোমার কেয়ুরাঙ্গদভূষিত দশ ভূজস্বরূপ । নীলাম্বুদচয়োপম বিস্তীর্ণপরিণাহ আকাশ তোমার হেম সূত্রবিভূষিত কণ্ঠদেশ ; তোমার অনুপম বদনমণ্ডল, দন্তপঙ্ক্তি দ্বারা করাল হইয়াছে, পদ্মামালামণিত তোমার শীর্ষস্থ উক্ষীষ দীপ্তি পাইতেছে । পণ্ডিতগণ সূর্য্যমণ্ডলে দীপ্তি, চন্দ্রে বপু পৃথিবীতে হৈর্য্য, অনিলে বল,

তিক্ষ্ণ্যমগ্নৌ প্রভা চন্দ্রে খে শব্দঃ শৈতমল্ল চ
 অক্ষরোত্তমানস্পন্দন্ গুণানেতান্ বিদুর্বুধাঃ ॥
 জপো জপ্যো মহাযোগী মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।
 পুরেশয়ো গুহাবাসী খেচরো রজনীচরঃ ॥ ১৫৭
 তপোনিধিগুহগুরুনন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ ।
 হয়শীর্ষো ধরাধাতা বিধাতা ভূতিবাহনঃ ॥ ১৫৮
 বোদ্ধব্যো বোধনো নেতা ধূর্ব্বহো দুশ্শ্রকম্পকঃ
 বৃহদ্রথো ভীমকর্ম্মা বৃহৎকীর্্তির্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫৯
 ঘণ্টাপ্রিয়ো ধ্বজী ছত্রী পতাকাধ্বজিনীপতিঃ
 কবচী পট্টিশী শঙ্খী পাশহস্তঃ পরশুভৃৎ ॥ ১৬০
 অগমস্তনঘঃ শূরো দেবরাজারিমর্দনঃ ।
 ত্বাং প্রসাদ্য পুরাস্মাভির্ধিষন্তো নিহতা যুধিঃ ॥
 অগ্নিস্ত্বং চার্ণবান সর্বান পিরন্থেব ন তৃপ্যসে ।
 ক্রোধাগারঃ প্রসন্নাঙ্গা কামহা কামদঃ প্রিয়ঃ ॥
 ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মচারী চ গোমুত্বং শিষ্টপূজিতঃ ।
 বেদানামব্যয়ঃ কোশস্ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ১৬৩
 হব্যঞ্চ বেদং বহতি বেদোক্তং হব্যবাহনঃ ।
 প্রীতে ত্বয়ি মহাদেব বয়ং প্রীতা ভবামহে ॥ ১৬৪

অগ্নিতে তীক্ষ্ণতা, চন্দ্রে প্রভা, আকাশে শব্দ ও জলে শৈত্যরূপে তোমাকেই কীর্্তন করিয়া থাকেন । ১৪১-১৫৬ । হে দেব ! তুমি জপ, তুমি জপ্য এবং তুমিই মহাদেব, মহেশ্বর, সুরেশ্বর, গুহাবাসী, খেচর রজনীচর, তপোনিধি, গুহগুরু, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হয়গ্রীব, ধরাধাতা, বিধাতা, ভূতিবাহন, বোদ্ধব্য, বোধন, নেতা, ধূর্ব্বহ, দুশ্শ্রকম্প্য, বৃহদ্রথ, ভীমকর্ম্মা, বৃহৎকীর্্তি, ধনঞ্জয়, ঘণ্টাপ্রিয়, ধ্বজী, ছত্রী, পতাকী, ধ্বজিনীপতি, কবচী, পট্টিশী, শঙ্খী, পাশহস্ত, পরশুভৃৎ, অনঘ, শূর, ও দেবারাজারিমর্দন । তোমাকে প্রসাদিত করিয়া আমরা পূর্বে রণে অরাতিনিধন করিয়াছিলাম । তুমি অগ্নিরূপে সমস্ত সাগর পান করিয়াও তৃপ্ত হও নাই । তুমি ক্রোধাগার, প্রসন্নাঙ্গা, কামহা, কামদ, প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারী, গোমু, শিষ্টপূজিত, দেবগণের অব্যয় কোষ এবং যজ্ঞকৃৎ । তুমিই বেদোক্ত হব্য বহন করিয়া

ভবানীশোনাদিমান্ ধামরাশি-
ব্রহ্মা লোকানাং ত্বং কর্তা ত্বাদিসর্গঃ ।
সাক্ষ্যাঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরমং ত্বাং বিদিত্বা
ক্ষীণধ্যানান্তে ন মৃত্যুং বিশন্তি ॥
যোগেন ত্বাং ধ্যানিনো নিত্যযুক্তা
জ্ঞাত্বা ভোগান্ সন্ত্যজন্তে পুনস্তান ।
যেহন্যে মর্ত্যাস্ত্বাং প্রপন্না বিমুক্তান্তে
কর্ম্মভির্দ্বিভ্যভোগান্ ভজন্তে ॥ ১৬৬
অপ্রমেয়স্য তত্ত্বস্য যথা বিদ্বঃ স্বশক্তিতঃ ।
কীর্তিতং তব মাহাত্ম্যমপারং পরমাত্মনঃ ।
শিবো নো ভবা সর্বত্র যোহসি সোহসি
নমোহস্ততে ॥ ১৬৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শার্করবো
নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

সম্পিবন্নিব তৌ দৃষ্টৌ মধুপিস্কায়তেক্ষণঃ ।
প্রহৃষ্টবদনোহত্যর্থমভবচ্চ স্বকীর্তনাং ॥ ১
উমাপতিবিরূপাক্ষো দক্ষদজ্জবিনাশনঃ ।
পিনাকী খণ্ডপরশুর্ভূতপ্রান্তস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২
ততঃ সে ভগবান্ দেবঃ শ্রুত্বা বাক্যামৃতং তয়োঃ
জানন্নপি মহাভাগঃ প্রীতপূর্ব্বমথাব্রবীৎ ॥ ৩
কৌ ভবন্তৌ মহাত্মানৌ পরস্পরহিতৈষিণৌ ।
সমেতাবমুজাভাক্ষৌ তস্মিন্ ঘোরে জলপ্লাবে
তাবুচতুর্মহাত্মানৌ সন্নিরীক্ষ্য পরস্পরম্ ।
ভগবান্ কিঞ্চ তথ্যেন বিজ্ঞাতেন ত্বয়া বিভো
কুত্র বা সুখমানন্ত্যমিচ্ছচারমৃতে ত্বয়া ॥ ৫
উবাচ ভগবান্ দেবো মধুরশ্লক্ষয়া গিরা ।
ভো ভো হিরণ্যগর্ভ ত্বাং ত্বাঞ্চ কৃঞ্চ বদাম্যহম্ ।

থাক । হে মহাদেব । তুমি প্রীত হইলেই
আমরাও প্রসন্ন হইয়া থাকি । তুমিই ঈশ,
অনাদি এবং তেজোরশি । তুমিই লোককর্ত্তা
এবং লোকসৃষ্টিকারক । সাংখ্য-যোগিগণ
তোমায় প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া
মৃত্যুমুখে পতিত হন না । নিত্যযুক্ত যোগিগণ
যোগবলে তোমায় জানিতে পারিয়া ভোগ
সকল পরিত্যাগ করেন । যে সকল মর্ত্ত্য
তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিমুক্ত
হইয়াছে, তাহারা ইহলোকে দিব্য ভোগ সকল
ভোগ করিয়া থাকে । তুমি অপ্রমেয়তত্ত্ব ; আমি
তোমার যে স্তব করিলাম, তুমি যেখানেই থাক,
এই স্তবে তুষ্ট হইয়া আমার মঙ্গল-বিধান
কর । তোমার তত্ত্ব অবগত হওয়া সাধ্যাতীত ।
১৫৭-১৬৭ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন- যিনি উমাপতি, যাঁহার প্রভাবে
দক্ষযজ্ঞ ধবংস হইয়াছিল এবং যিনি
পিনাকপাণি, খণ্ডপরশু ও ত্রিলোচন, সেই
দেবদেব মধুবৎ পিঙ্গল ও আয়তনেত্রে
দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে যেন পান
করিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন । কিন্তু স্বীয়
স্তুতিবাদে তৎকালে তাঁহার বদন অত্যন্ত
প্রহৃষ্ট হইল । সেই ভগবান্ তাঁহাদের সুমধুর
বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাঁদিগকে জানিতে
পারিয়াও প্রীতিসহাকারে জিজ্ঞাসা করিলে, -
কে, তোমরা পুণ্ডরিকাক্ষ মহাপুরুষ,
পরস্পরের হিতৈষণায় এই ভীষণ জলপ্লাবনে
সম্মিলিত হইয়াছ? সেই দুই মহাত্মা তাঁহার
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,-হে ভগবন্!
তথ্য জানিয়া আপনার প্রয়োজন কি আছে?
আপনি ব্যাতীত কোথায়ই বা অনন্ত সুখ-
স্বাচ্ছন্দ্য আছে? ভগবান্ দেবদেব তাঁহাদের
উভয়ের বচনশ্রবণে অভিনন্দন ও অনুমোদন
করিয়া স্নিগ্ধ মধুর বাক্যে বলিলেন,-ওহে

প্রীতোহহমনয়া ভক্তা শ্বাস্বতাক্ষরযুক্তয়া ।
 ভবন্তী মাননীয়ৌ বৈ মম হৃৎতরাবুভৌ ।
 যুবাভ্যাং কিং দদাম্যদ্য বরাণাং বরমুত্তমম্ ॥ ৭
 তেনৈবমুক্তে বচনে ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরব্রবীৎ ।
 ক্রহি ক্রহি মহাভাগ বরো যন্তে বিবক্ষিতঃ ॥ ৮
 প্রজাকামোহস্ম্যহং বিষ্ণো পুত্রমিচ্ছামি ধূর্ব্বহম্
 ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরেন্দ্রুঃ পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৯
 অথ বিষ্ণুরুবাচেদং প্রজাকামং প্রজাপতিম্ ।
 বীরমপ্রতিমং পুত্রং যন্তুমিচ্ছসি ধূর্ব্বহম্ ॥ ১০
 পুত্রত্বেনাভিযুক্তঃ ত্বং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।
 স তস্য বাক্যং সম্পূজ্য কেশবস্য পিতামহঃ ॥
 ঈশানং বরদং রুদ্রমভিবাদ্য কৃতাজ্জলিঃ ।
 উবাচ পুত্রকামস্ত বাক্যানি সহ বিষ্ণুনা ॥ ১২
 যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ পুত্রকামস্য নিত্যশঃ ।

পুত্রো মে ভব বিশ্বাত্মন স্বতুল্যো বাপি ধূর্ব্বহঃ
 নান্যং বরমহং বত্রে প্রীতে ত্বয়ি মহেশ্বর ॥ ১৩
 তস্য তাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ ভগনেত্রহা ।
 নিষ্কল্যুষমমায়ঞ্চ বাঢ় বিতত্বেবীষচঃ ॥ ১৪
 যদা কার্য্যসমারম্ভে কস্মিংশ্চিত্তব সুব্রত ।
 অনিষ্পত্তৌ চা কার্য্যস্য ক্রোধস্ত্যাং সমুপেষ্যতি ।
 আত্মৈকাদশ যে রুদ্রা বিহিতাঃ প্রাণহেতবঃ ॥
 সোহহমেকাদশাত্মা বৈ শূলহস্তঃ সহানুগঃ ।
 ঋষির্মিত্রো মহাত্মা বৈ ললাটান্ডবিভা তদা ॥
 প্রসাদমতুলং কৃত্বা ব্রহ্মণস্তাদৃশং পুরা ।
 বিষ্ণুং পুনরুবাচেদং দদামি চ বরং তব ॥ ১৭
 স হোবাচ মহাভাগো বিষ্ণুর্ভবমিদং বচঃ ।
 সর্ব্বমেতৎ কৃতং দেব পরিতুষ্টোহসি মে যদি ।
 ত্বয়ি মে সুপ্রতিষ্ঠাস্ত ভক্তিরম্বুদবাহন ॥ ১৮

হিরণ্যগর্ভ ! তোমাকে এবং ওহে কৃষ্ণ !
 তোমাকেও বলিতেছি, আমি তোমাদের এই
 সত্যবাক্য-সম্বলিত ভক্তি দ্বারা অতীব প্রীত
 হইয়াছি। তোমরা উভয়ে আমারও মাননীয়
 এবং পূজনীয়। আমি তোমাদিগের উভয়কে
 অদ্য কোন্ উত্তম বর প্রদান করিব? তিনি এই
 কথা কহিলে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন-- হে
 মহাভাগ ! বলুন বলুন, আপনার যাহা বলিবার
 ইচ্ছা আছে, এখনই প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা
 বলিলেন, আমি প্রজাকামা, আমি একজন
 যোগ্য পুত্র চাহি। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা
 পুত্রলিপ্সায় বরেন্দ্রু হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে
 বলিলেন,-আপনি যে প্রজাকামী প্রজাপতি
 অতুলনীয় সুযোগ্য বীরপুত্র ইচ্ছা করিতেছেন;
 আমার মতে এই দেব দেব মহেশ্বরকেই সেই
 পুত্রত্বে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করুন। পিতামহ
 কেশবের সেই বাক্যে আস্থাবান্ হইয়া বরপ্রদ
 রুদ্রদেব ঈশানকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিষ্ণুর
 সহিত একযোগে পুত্রকামনায় যুক্ত করে
 কহিলেন,-হে ভগবন্! আমি নিত্যই পুত্র
 প্রার্থী; আমার প্রতি আপনি যদি প্রীত হইয়া

থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনায় হে
 বিশ্বাত্মন ! আপনি আমার সুযোগ্য পুত্রস্বরূপে
 প্রতিভাত হউন। হে মহেশ্বর! আপনার
 প্রসন্নতার নিকট আমি আর অন্য কোন বর
 চাহি না। ১-১৩। ভগনেত্রহর ভগবান্ হর
 ব্রহ্মার সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া তাহাই
 উত্তম প্রস্তাব বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং
 বলিলেন,-হে সুব্রত ! তুমি কোন কার্য্যারম্ভ
 করিলে, সেই কার্য্যের অসমাপ্তি নিবন্ধন যখন
 তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে
 লইয়া যে একাদশ রুদ্র, সকলের প্রাণ
 হেতুরূপে কল্লিত আছেন, আমিই সেই
 একাদশাত্মা সানুচর শূলপাণি হইয়া মহাত্মা
 ঋষিমিত্ররূপে তোমার ললাট হইতে প্রাদুর্ভূত
 হইব। মহাদেব এইরূপে পুরাকালে ব্রহ্মাকে
 অপরিমিত প্রসাদ বিতরণ করিয়া পুনরায়
 বিষ্ণুকে বলিলেন,-হে বিষ্ণু! বর লও। আমি
 তোমাকেও বর প্রদান করিব। মহাভাগ বিষ্ণু
 বলিলেন,-আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া
 থাকেন, তবে তাহাতেই আমার সকল কার্য্য
 করা হইয়াছে। হে গঙ্গাধর! আপনার প্রতি

এবমুক্তস্ততো দেবস্তমভাষত কেশবম্ ।
 বিষ্ণোশৃণু যথা দেব প্রীতোহহং তব শাস্বত ॥
 প্রকাশধ্বাপ্রকাশঞ্চ জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ ।
 বিশ্বরূপমিদং সর্বং রুদ্রনারায়ণাত্মকম্ ॥ ২০
 অহমগ্নির্ভবান্ সোমো ভবান্ রাত্রিরহং দনম্ ।
 ভবানৃতমহং সত্যং ভবান্ ক্রুতুরহং ফলম্ ॥
 ভবান জ্ঞানমহং জ্যেয়ং যজ্ঞপিতৃ সদা জনাঃ ।
 মাং বিশন্তি ত্বয়ি প্রীতে জনাঃ সুকৃতকারিণাঃ ।
 আবাত্যাং সহিতা চৈব গতির্নান্যা যুগক্ষয়ে ॥
 আত্মানং প্রকৃতিং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি পুরুষং শিবম্
 ভবানর্দশরীরং মে ত্বহং ভব যতৈব চ ॥ ২৩
 বামপার্শ্বমহং মহ্যং শ্যামং শ্রীবৎসলক্ষণম্ ।
 ত্বঞ্চ বামেতরং পার্শ্বং ত্বহং বৈ নীললোহিতঃ ॥
 ত্বঞ্চ মে হৃদয়ং বিষ্ণো তব দাহং হৃদি স্থিতঃ ।
 ভবান্ সর্বস্য কার্যস্য কর্ত্তাহমধিদেবতম্ ॥ ২৫
 তদেহি স্বস্তি তে বৎস গমিষ্যাম্যমুদপ্রভ ।
 এবমুক্তা গতৌ বিষ্ণোর্দেবোহন্তর্দানমীশ্বরঃ ।

আমার ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক ; ইহাই আমার
 প্রার্থনা । কেশব এই কথা कहিলে, দেবদেব
 তাঁহাকে कहিলেন-হে বিষ্ণু ! শাস্বত দেব!
 শ্রবণ কর-আমি যেভাবে তোমার প্রতি প্রীত
 আছি । এই ব্যক্ত, অব্যক্ত, স্থাপর, জঙ্গম যে
 কিছু বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হয়, এ সকলই রুদ্র-
 নারায়ণাত্মক । আমি অগ্নি, তুমি সোম; তুমি
 রাত্রি, আমি দিন; তুমি ঋত, আমি সত্য; তুমি
 ক্রতু, আমি ফল; তুমি জ্ঞান, আমি জ্যেয়; এই
 জ্যেয় বস্ত্র জপ করিয়াই জনগণ আমাতে
 প্রবেশ করে । তোমার প্রীতি হইলেই জনগণ
 এ হেন সুকৃতভাগী হয় । আমাদের উভয়েরই
 মিলিত গতি ব্যতীত যুগক্ষয়ে অন্য গতি নাই ।
 তুমি তোমার আত্মাকে প্রকৃতি এবং আমি
 শিব, আমাকে পুরুষ বলিয়াই জানিও । তুমি
 আমার অর্দ্ধদেহ, আমিও তোমার তাহাই ।
 আমি তোমার শ্যামল শ্রীবৎসলাঞ্ছন বাম পার্শ্ব,
 আর তুমিও আমার শ্যামল দক্ষিণ পার্শ্ব; তাই
 আমি নীললোহিত । হে বিষ্ণো! তুমি আমার

ততঃ সোহন্তর্হিতে দেবে সম্প্রহৃষ্টভূতা পুনঃ ।
 অশেত শয়নে ভুব প্রবিশ্যাত্তর্জলে হরিঃ ॥ ২৭
 তং পদ্মং পদ্মগর্ভাভং পদ্মাক্ষঃ পদ্মসম্ভবঃ ।
 সম্প্রহৃষ্টমনা ব্রহ্মা ভেবে ব্রাহ্মণং তদাসনম্ ॥
 অথ দীর্ঘেণ কালেন তদ্রূপ্য প্রতিমাবুভৌ ।
 মহাবলৌ মহাসন্তৌ ভ্রাতরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৯
 উচতুশ্চৈব বচরং ভক্ষ্যে বৈ নৌ ভবিষ্যসি ।
 এবমুক্তা তু তৌ তস্মিন্নন্তর্দানং গতাবুভৌ ॥
 দারুণস্ত থয়োর্ভাবং জ্ঞাত্বা পুরুষসম্ভবঃ ।
 মাহাত্ম্যং চাত্মনো বুদ্ধা বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে ॥ ৩১
 কর্ণিকাঘটনং ভূয়ো নাভ্যজানাদ্যদা গতিম্ ।
 ততঃ সে পদ্মনালেন অবতীর্য্য রসাতলম্ ।

হৃদয়, আর আমি তোমার হৃদয়ে অবস্থিত ।
 তুমি সর্ব কার্যের কর্ত্তা, আর আমি তাহার
 অধিদেবত । অতএব হে অমুদাভ! এস
 এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, বৎস ! আমিও
 এক্ষণে চলিলাম । এই বলিয়া বিষ্ণুর সাক্ষাতে
 দেবদেব অন্তর্হিত হইলেন । তিনি অন্তর্দান
 করিবার পর হরি হৃষ্টান্তঃকরণে জলাভ্যন্তরে
 প্রবেশ করিয়া পুনরায় আপন শয়্যায় শয়ন
 করিলেন । ১৪-২৭ । তখন পদ্মাক্ষ পদ্মজন্মা
 ব্রহ্মা হৃষ্টমনে সেই ব্রাহ্ম আসন পদ্মগর্ভে
 আশ্রয় লইলেন । অনন্তর বহুকাল অতীত
 হইল । মধু ও কৈটভ নামক মহাবল মহাবীর্য্য
 অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয় নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে
 সেই তরুণ-তরুণি-সন্নিভ পদ্মকে কাঁপাইয়া
 তুলিল এবং তাহারা তাহার পত্রগুলি ভাঙ্গিয়া
 ফেলিল । পরে ব্রহ্মাকে বলিল,-ওহে তুমি
 আমাদের ভক্ষ্য হও । এই বলিয়া তাহারা
 তখন সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল । পদ্মযোনি
 তাহাদের সেই নিদারুণ ভাব এবং স্বীয়
 মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া,-কে তাহারা তাহা
 জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন । তিনি তাঁহার
 পদ্মাসনের কর্ণিকাভঙ্গ বা মধুকৈটভের
 গতিবিধি বুঝিতে পারিলেন না । তিনি

কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং দদৃশেহন্তর্জলেহরিম্ ॥
স চ তং বোধয়ামাস বিবুদ্ধং চেদমব্রবীৎ ।
ভূতেভ্যো মে ভয়ং দেব ত্রায়শ্চোত্তিষ্ঠ শং কুরু
ততঃ স ভগবান বিষ্ণুঃ সপ্রহাসমরিন্দমঃ ।
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমিত্যুবাচ মুনিঃ স্বয়ম্ ॥
তস্মাৎ পূর্বং ত্বয়া চোক্তং ভূতেভ্যো মে

মহত্ত্বয়ম্ ।

তস্মাভুতাদিবাক্যেস্তৌ দৈত্যৌ ত্বং নাশয়িষ্যসি
ভূর্ভুবঃস্বততো দেবং বিবিস্তমযোনিজম্ ।
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা তমেবাসীনমাগতম্ ॥৩৬
গতে তস্মিংশতোহনন্ত উদগীৰ্য্য ভ্রাতরৌ

মুখাৎ ।

বিষ্ণুং জিষ্ণুঞ্চ প্রোবাচ ব্রহ্মাণমভিরক্ষতাম্ ।
মুখকৈটভযোজ্ঞাত্বা তয়োরাগমনং পুনঃ ॥
চক্রাতে রূপসাদৃশ্যং বিষ্ণোজিষ্ণোশ্চ সন্তমৌ ।

পদ্মনাল ধরিয়া একেবারে রসাতলে অবতীর্ণ
হইলেন এবং তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন ও
উত্তরীয়ধারী হরিকে জলাভ্যন্তরে দিখিতে
পাইলেন । অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ
করিলেন । তিনি প্রবুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মা বলিলেন,
-হে দেব ! আমার অধুনা ভূত হইতে ভয়
উপস্থিত হইয়াছে । আপনি উথিত হউন ।
আমায় ভয় হইতে ত্রাণ করুন । আমার মঙ্গল
বিধান করুন । অনন্তর অরিন্দম ভগবান্ বিষ্ণু
হাস্যসহকারে বলিলেন, -ভয় নাই, তুমি যেহেতু
ভূত হইতে আমার মহা ভয় উপস্থিত, এই
কথা প্রথমে কহিলে ; এইজন্য সেই দুই
দৈত্যকে ভূতাদি বাক্যে তুমিই নাশ করিবে ।
অনন্তর ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোক এই
লোকত্রয় সেই অযোনিজ সমাসীন ব্রহ্মদেবকে
প্রদিক্ষণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিল । তিনি
অন্তর্দান করিলেন এই সময় অনন্ত তাঁহার মুখ
হইতে বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক ভাতৃদ্বয়কে
উৎপাদন করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে
ব্রহ্মাকে মধুকৈটভের হস্ত হইতে রক্ষা কর ।

কৃতসাদৃশ্যরূপৌ তৌ তাবেবাভিমুখৌ স্থিতৌ ।
ততস্তৌ প্রোচতুর্দৈত্যৌ ব্রহ্মাণং দারুণং বচঃ
অস্মাকং যুধ্যমানানাং মধ্যে বৈ প্রাশ্নিকো ভব
ততস্তৌ জলমাবিশ্য সংস্তুত্যাপঃ স্বমায়য়া ।
চক্রতুস্তমূলং যুদ্ধং যস্য যেনেক্সিতং তদা ॥৪০
তেষাম্ যুধ্যমানানাং দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ।
ন চ যুদ্ধমদোৎসেকো হ্যন্যোন্যং সন্নিবর্তত ॥৪১
লক্ষণদ্বয়স স্থানদ্ রূপবন্তৌ স্থিতেঙ্গিতৌ ।
সাদৃশ্যাদ্ ব্যাকুলমনা ব্রহ্মা ধ্যানমুপাগমৎ ॥৪২
স তয়োরন্তরং বুদ্ধা ব্রহ্মা দিব্যেন চক্ষুষা ।
পদ্মকেশরজং সূক্ষ্মং ববন্ধ কবচং তয়োঃ ।
আমেখলঞ্চ গাত্রঞ্চ ততো মস্ত্রমুদাহরৎ ॥৪৩
জপতন্তুভবং কন্যা বিশ্বরূপসমুখিতা ।
পদ্মেন্দুবদনপ্রখ্যা পদ্মহস্তা শুভা সতী ।

এদিকে মধু ও কৈটভ সেই বিষ্ণু ও জিষ্ণুর
আগমন বার্তা বিদিত হইয়া তাহাদিগেরই
রূপ সাদৃশ্য ধারণ করিল; -তাহারা বিষ্ণু-জিষ্ণুর
রূপ ধরিয়া ব্রহ্মার অভিমুখে অবস্থান করিল ।
সেই দৈত্যদ্বয় পরে ব্রহ্মাকে এই দরুণ বাক্য
বলিল যে, আমরা যুদ্ধ করিব, তুমি আমাদের
মধ্যে মধ্যস্থের কার্য্য কর । অনন্তর তাহারা
জলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় মায়ায় জল স্তম্ভন
করত ইচ্ছানুরূপ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল ।
যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের তখন দিব্য
শতবর্ষ কাটিয়া গেল । কিন্তু রণমদে মত্ত
হইয়া পরস্পর কেহই কাহাকে নিরস্ত করিতে
পারিল না । ২৮-৪১ । ব্রহ্মা দেখিলেন, -
তাহাদের আকার প্রকার ও সংস্থানাди
একইরূপ, একইভাবে তাহারা গাতিস্থিতি
করিতেছে । এইরূপ সাদৃশ্য দর্শনে ব্রহ্মা
ব্যাকুলমনে ধ্যানস্থ হইলেন । ধ্যানে দিব্যনেত্রে
তিনি তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন
এবং পদ্মকিঙ্কর দ্বারা দৈত্য দুইজনের নাভির
উর্ধ্বে দেহাবচ্ছেদে এক সূক্ষ্ম কবচ বন্ধন
করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা মন্ত্র পাঠ করিতে
লাগিলেন । বিশ্বরূপী ব্রহ্মা জপসাধনায় নিমগ্ন

তাং দৃষ্ট্বা ব্যাখিতৌ দৈত্যৌ ভয়াবর্ণবিবর্জিতৌ
ততঃ প্রোবাচ তাং কন্যাং ব্রহ্মা মধুরয়া গিয়া।
কাত্র তুমবগন্তব্য্য ক্রুহি সত্যমনিন্দিতে ॥ ৪৫
সান্না সম্পূজ্য সা কন্যা ব্রহ্মাণং প্রঞ্জলিস্তদা।
মোহিনীং বিদ্ধি মাং মায়াং বিষ্ণোঃ

সন্দেশকারিণীম্ ॥ ৬

তুয়া সঙ্কীৰ্ত্ত্যমানাহং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তা তুরায়ুতা।
অন্যাঃ প্রীতমনা ব্রহ্মা গৌণং নাম চকার হ ॥
ময়া চ ব্যাহতা যস্মাদ্ভুঞ্জেব সমুপস্থিতা।
মহাব্যাহতিরিত্যেব নাম তে বিচরিস্যতি ॥ ৪৮
উখিতা চ শিরো ভিত্তা সাবিত্রী তেন চোচ্যতে
একানংশা তু যস্মাদ্ভূমনেকাংশা ভবিষ্যসি। ৪৯
গৌণানি তাবদেতানি কৰ্ম্মজান্যপরাণি চ।
নামানি তে ভবিষ্যন্তি মৎপ্রসাদাং শুভাননে
ততস্তৌ পীড়্যমানৌ তু বর মেনমযাচতাম্।

হইলে তদীয় মস্তক হইতে এক পদ্ম ও
ইন্দুবদনা পদ্মহস্তা প্রিয়দর্শনা কন্যা প্রাদুর্ভূত
হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যদ্বয় ভয়ে বিবর্ণ
হইয়া ব্যাখিত হইল। ব্রহ্মা মধুর বাক্যে সেই
কন্যাকে কহিতে লাগিলেন,-হে অনিন্দিতে!
সত্য বল, তোমাকে আমি কোন্ নামে কি
বলিয়া অবগত হইব! তখন সেই কন্যা
বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া যুক্তকরে
কহিল-আমাকে আপনি বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী
মোহিনী মায়া বলিয়াই জানিবেন। হে ব্রহ্মন্!
আপনার সঙ্কীৰ্ত্তনে অদ্য আমি তুরান্বিত হইয়া
আসিয়াছি। ব্রহ্মা তখন প্রীত হইয়া তাঁহার
কয়েকটি গৌণ নাম নির্দেশ করেন। তিনি
বলেন,-আমার ব্যাহতিক্রমে তুমি যখন
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমার
মহাব্যাহতি নাম প্রখ্যাত হইবে। তুমি আমার
শিরো ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছ; এইজন্য
তোমার সাবিত্রী নামও নির্দিষ্ট হইল। যেহেতু
তুমি অনেকাংশা হইবে; এই জন্য তোমার
নাম একানংশা। এই সকল তোমার গৌণ নাম
হইল; অতঃপর আমার প্রাসাদে হে শুভাননে!

অনাবৃতং নৌ মরং পুত্রতৃষ্ণ ভবেত্তব ॥ ৫১
তথৈতু্যক্তা ততঃস্বর্ণমনয়দ্যমসাদনম্।
অনয়ং কৈটভং বিষ্ণুর্জিষ্ণুশ্চাপানয়ন্যধুম্ ॥ ৫২
এবস্তৌ নিহতৌ দৈত্যৌ বিষ্ণুনা জিষ্ণুনা সহ।
প্রীতেন ব্রহ্মণা চাথ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
পুত্রতুমীশেন যথা হ্যাত্মা দত্তো নিবোধত ॥ ৫৩
বিষ্ণুনা জিষ্ণুনা সার্কং মধুকৈটভয়োস্তথা।
সম্পরায়ে ব্যতিক্রান্তে ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত ॥
অদ্য বর্ষশতং পূর্ণং সময়ঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
সজ্জেকপসপ্লবং ঘোরং স্বস্থানং যামি চাপাহম্ ॥
স তস্য বচসা দেবঃ সংহারমকরোত্তদা।
মহীং নিস্তাবরাং কৃত্বা প্রকৃতিস্থাং চ জঙ্গমান্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।

যদি গোবিন্দ ভদ্রং তে ক্ষিপ্তস্তে যাদসাংপতিঃ
ক্রুহি যৎকরণীয়ং স্যান্ময়া তে লক্ষ্মিবর্জন ॥ ৫৯

তুমি কৰ্ম্মজনিত অপরাপর অসংখ্য নামে
নিরূপিত হইবে। এদিকে দৈত্যদ্বয় যুদ্ধ
করিয়া পীড়িত হইলে, তাহারা বর চাহিল যে,
অনাবৃত স্থানে আমাদের মৃত্যু হউক আর
তুমি আমাদের পুত্র হও। বিষ্ণু 'তথাস্ত'
বলিয়া সত্বর কৈটভকে যমসদনে প্রেরিত
করিলেন এবং জিষ্ণু মধুকে সংহার করিলেন,
এইরূপে জিষ্ণু ও বিষ্ণু কর্তৃক দৈত্যদ্বয় নিহত
হইল। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া জগতের হিতকামনায়
অবস্থিত হইলেন। অধুনা ঈশ্বর যেক্রমে
পুত্ররূপে আত্মদান করেন, তাহা শ্রবণ
করুন। ৪২-৫৩। বিষ্ণু ও জিষ্ণুর সহিত মধু
ও কৈটভের তথাবিধ যুদ্ধব্যাপারের সমাধান
হইবার পর ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন অদ্য
শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে সময় উপস্থিত।
তুমি এই ঘোর কল্প সংহার করিয়া লও।
আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। প্রভু বিষ্ণু ব্রহ্মার
কথায় কল্প সংহার করিলেন। মহীকে
স্বাবরহীন ও জঙ্গমদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।
পরে ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন-হে গোবিন্দ!
তোমার মঙ্গল হউক। তুমি জলধিকে

বিষ্ণুরূবাচ।

বাঢ়ং শৃণু ত্বং হেমাভ পদ্মযোনে বচো মম।
প্রসাদো যন্তুয়া লব্ধ ঈশ্বরাত্ পুত্রলিঙ্গয়া ॥ ৬০
তং ততা সফলং কৃতা মন্তেহভূদনৃণো ভবান্
চতুর্বিধানি ভূতানি সৃজ্য ত্বং বিসৃজ্য চ ॥ ৬১

সূত উবাচ।

অবাপ্য সংজ্ঞাং গোবিন্দাত্ পদ্মযোনিঃ

পিতামহঃ

প্রজাঃ সৃষ্টুমনাশ্তেপে তপ উগ্রং ততো মহৎ ॥
তস্যৈবং তপ্যমানস্য ন কিঞ্চিৎসমবর্তত।
ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎ ক্রোধো ব্যবর্জিত
সক্রোধাবিষ্টনেত্রাভ্যামপতনুশ্চবিন্দবঃ।
ততস্তেভ্যোহশ্রবিন্দুভ্যো বাতপিত্তকফাত্মকাঃ
মহাভোগা মহাসত্তাঃ স্বস্তিকৈরভ্যলঙ্কৃতাঃ।
প্রকীর্ণকেশাঃ সর্পান্তে প্রাদুর্ভূতা মহাবিষাঃ ॥
সর্পান্তস্থায়জান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাত্মানমনিন্দত।

আলোড়িত করিয়াছ ; এক্ষণে আমি দ্বারা
তোমার যদি কিছু করণীয় থাকে, তবে হে
লক্ষ্মীবর্ধন ! তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।
বিষ্ণু বলিলেন,-হে হেমাভ পদ্মযোনে ! বাস্ত
বিকই আমার কথা তুমি শ্রবণ কর। তুমি
পুত্রলিঙ্গায় ঈশ্বরের নিকট হইতে যে প্রসাদ
লাভ করিয়াছ, তাহা সফল করিয়া আমার
নিকটে অর্পণী হও। তুমি চতুর্বিধ ভূতবৃন্দকে
সৃজন ও বিসর্জন কর। সূত কহিলেন-পদ্মযোনি
পিতামহ গোবিন্দের কথায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া
প্রজা সৃষ্টি-কামনায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন
হইলেন। এইরূপ তপস্যায় তাঁহার কোনই
কার্য্যসিদ্ধি হইল না, বহুকাল পরে অতি দুঃখে
তাঁহার ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তদীয়
ক্রোধকষায়িত নেত্র হইতে বহু অশ্রু-বিন্দু
পতিত হইল। সেই সকল অশ্রু-বিন্দু পতিত
হইল। সেই সকল অশ্রু-বিন্দু হইতে বাত,
পিত্ত ও কফাত্মক মহাফণাশালী, মহাসত্ত্ব সম্পন্ন,
স্বস্তিকাদি-সমলঙ্কৃত, প্রকীর্ণ-কেশ-কলাপযুক্ত
মহাবিষধর সর্প সকল প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা

অহো ধিক্‌পসা মহ্যং ফলমীদৃশকং যদি।
লোকবৈনাশিকী জজ্ঞে আদাবেব প্রজা মম ॥
তস্য তীব্রাভবনুর্চ্ছা ক্রোধামর্ষসমুদ্ভবা।
মূচ্ছাভিতাপেন তদা জহৌ প্রাণাণ প্রজাপতিঃ
তস্যাপ্রতিমবীৰ্য্যস্য দেহাৎকরণ্যপূর্ব্বকম্।
আত্মৈকাদশ তে রুদ্রাঃ প্রেত্বতা রুদতন্তথা।
রোদনাৎখলু রুদ্রান্তে রুদ্রত্বং তেন তেষু তৎ
যে রুদ্রাঃ খলু তে প্রাণা যে প্রাণান্তে

তদাত্মকাঃ ॥ ৬৮

প্রাণাঃ প্রাণভূতাং জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বভূতেশ্ববস্থিতাঃ
অতুগ্ৰস্য মহত্বস্য সাধুনা চরিতস্য চ ॥ ৬৯
তস্য প্রাণান্ দদৌ ভূষন্তিশূলী নীললোহিতঃ।
ললাটাত্‌পদ্মযোনেস্ত প্রভুরেকাদশাত্মকঃ ॥ ৭০
ব্রহ্মণঃ সোহদদাত্ প্রাণানাশ্রজঃ স তদা প্রভুঃ
প্রহস্টবদনো রুদ্রঃ কিঞ্চিৎপ্রত্যাগতাসবম্।
অভ্যভাষন্তদা দেবো ব্রহ্মাণং পরমং বচঃ ॥ ৭১

অগ্রেই সর্পদিগকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া
নিজেকে নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন-
তস্যার ফল যদি এইরূপই হয়, তবে সে
তপস্যায় আমি ধিক্কার প্রদান করি। অহো !
প্রথমেই আমার লোকবিনাশিনী প্রজা প্রাদুর্ভূত
হইল। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধ
ও অমর্ষজনিত তীব্র মূচ্ছা আসিল। প্রজাপতি
সেই মূচ্ছাভিঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।
তখন সেই অপ্রতিমবীৰ্য্য ব্রহ্মার দেহ হইতে
সকরণভাবে রোদন করিতে করিতে একাদশ
রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইল। রোদন নিবন্ধনই তাঁহারা
রুদ্র নামে খ্যাত হইলেন। রুদ্রগণই প্রাণ এবং
প্রাণই রুদ্র। ৫৪-৬৮। এই রুদ্রগণই
দেহিগণের হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত।
নীললোহিত ত্রিশূলী পুনরায় সেই অতুগ্ৰ
সাধুবৃন্ত ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন। পরে
পদ্মযোনির ললাটদেশ হইতে একাদশাত্মক
প্রভু রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। এইরূপে প্রভু
রুদ্র অগ্রে ব্রহ্মার প্রাণ দান করেন, পরে তাঁর
আত্মজ হন। অনন্তর রুদ্র ধর্ম্মমুখে

উপযাচক্ষ মাং ব্রহ্মন স্বর্ভূমহীসি চাত্মনঃ ।
মাং চ বেথাজ্জং রুদ্রং প্রসাদং কুরু মে প্রভো
শ্রুত্বা ত্বিদং বচন্তস্য প্রভূতং চ মনোগতম্ ।
পিতামহঃ প্রসন্নাত্মা নেত্রৈঃ ফুল্লান্বজ প্রভৈঃ ॥ ৭৩
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ।
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা শুদ্ধজাম্বুনদপ্রভঃ ॥ ৭৪
ভো ভো বদ মহাভাগ আনন্দয়সি মে মনঃ ।
কো ভবান্ বিশ্বমুর্তিস্থং স্থিত একাদশাত্মকঃ ॥
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণানন্ততেজসা ।
ততঃ প্রত্যবদদ্রুদ্রো হ্যবিবাদ্যাশ্রজৈঃ সহ ॥ ৭৬
যন্তে বরমহং ব্রহ্মান্ যাচিতে বিষ্ণুনা সহ ।
পুত্রো মে ভব দেবেতি তত্ত্বল্যো বাপি ধূর্ব্বহঃ
লোকেষু বিশ্বতৈঃ কার্য্যং সৌর্ব্ববিশ্বাত্মসমুদৈঃ
বিষাদং ত্যজ দেবেশ লোকাংস্ত্বং স্রষ্টুমহীসি ॥ ৭৮

এবং স ভগবানুক্তো ব্রহ্মা প্রীতমনাভবৎ ।
রুদ্রং প্রত্যবদদ্রুদ্রো লোকান্তে নীললোহিতম্
সাহায্যং মম কার্য্যার্থং প্রজাঃ সৃজ ময়া সহ ।
বীজী ত্বং সর্ব্বভূতানাং তৎপ্রপন্নস্তথা ভব ।
বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রতিজ্ঞাহ শঙ্করঃ ॥ ৮০
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিনবিভূষিতঃ ।
মনোহয়ে সোহসৃজদেবো ভূতানাং ধারণাং
ততঃ ॥ ৮১
জিহ্বাং সরস্বতীং চৈব ততস্তাং বিশ্বরূপিণীম্
ভৃগুমগিরসং দক্ষং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
বশিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সসৃজে সপ্ত মানসান্ ॥ ৮২
পুত্রানাত্মসমানন্যান্ সোহসৃজদ্বিশ্বসম্ভবান্ ।
তেষাং ভূয়োহনুমার্গেণ গাবো বজ্রাদিজজিরে
ওঙ্কারপ্রমুখান্ বেদানভিমান্যাশ্চ দেবতাঃ ।

পুনরুজ্জীবিত ব্রহ্মাকে তখন এই পরম বাক্য
বলিলেন যে, হে ব্রহ্মণ ! আত্মাকে স্মরণ কর
; আমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা কর । জানিবে-
আমিই তোমার আত্মজ রুদ্র । হে প্রভো !
আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর । পিতামহ
রুদ্রের মুখে তাঁহার সেই মনোমত বাক্য শ্রবণ
করিয়া প্রসন্ন হইলেন । তাঁহার নেত্র প্রফুল্ল
অন্বুজবৎ প্রতিভাত হইল । অনন্তর প্রাণপ্রাপ্ত
শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি, ব্রহ্মা, স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে
বলিলেন- ওহে মহাভাগ ! কে তুমি বিশ্ব
ব্যাপিয়া একাদশাত্মক রুদ্ররূপে
অবস্থানপূর্ব্বক আমার মনে আনন্দ উৎপাদন
করিতেছ? আমায় প্রকাশ করিয়া বল । অনন্ত
তেজা ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, রুদ্র
আত্মজগণসহ একযোগে তাঁহাকে
অভিবাদনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বলিলেন- হে ব্রহ্মণ
! বিষ্ণুর সহিত তুমি আমার নিকট এইরূপ
বর চাহিয়াছিলে যে, হে দেব ! তুমি আমার
পুত্র হও অথবা তোমার তুল্য কোন সুযোগ্য
পুত্র আমার হউক । আমি তথ্যবিধ লোক-
বিশ্রুত বিশ্বাত্ম সমুদ পুত্রগণ দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য

করিব । দে দেবেশ ! তোমার সে বর প্রাপ্তি
হইয়াছে, তুমি বিষাদ পরিত্যাগ কর,
লোকসৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও । ভগবান্ ব্রহ্মা
এইরূপে উক্ত হইয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং
পুনরায় নীললোহিত রুদ্রকে কহিলেন, আপনি
আমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত হউন । আমার
সহিত প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকুন । আপনি
সর্ব্বভূতের বীজী : তাই আপনারই সাহায্য
লইতেছি । আপনি আমার সাহায্যকারী হউন ।
তখন শঙ্কর ব্রহ্মার সে প্রস্তাব উত্তর বলিয়া
অঙ্গীকার করিলেন । ৬৯-৮০ । অনন্তর
ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন-বিভূষিত হইয়া প্রথমে
মনুকে সৃজন করিলেন, পরে ভূত সমূহের
ধারণাকে ও বিশ্বরূপিণী রসনাসনা সরস্বতীকে
উৎপাদন করিলেন । অনন্তর মহাতেজা ব্রহ্মা
ভৃগু, অগ্নিরা, দক্ষ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও
বশিষ্ঠ এই সপ্ত মানস পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন ।
এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের অনুরূপ আরও
অনেক বিশ্বস্রষ্টা পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন এবং
তাহাদের পরে তদীয় ব্রহ্ম হইতে গোগণ
উৎপন্ন হইল । তৎপরে ওঙ্কার প্রমুখ দেবগণ

এবমেতান যথাশ্রোক্তান্ ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ
 দক্ষাদ্যান্মানসান্ পুত্রান প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ
 প্রজাঃ সৃজত ভদ্রং বো রুদ্রেণ সহ ধীমতা ॥
 অনুগম্য মহাত্মানং প্রজানাং পতয়ন্তদা ।
 বয়মিচ্ছামহে দেব প্রজাঃ সৃষ্টুং ত্বয়া সহ ।
 ব্রহ্মণশ্চেষ সন্দেমস্তব চৈব মহেশ্বর ॥ ৮৬
 তৈরেবমুক্তে ভগবান্ রুদ্রঃ প্রোবাচ তান্ প্রভুঃ
 ব্রহ্মণশ্চাত্মজা মহ্যং প্রাণান্ গৃহ্য চ বৈ সুরাঃ ॥
 কৃত্বাথজোহথজানেতান্ ব্রাহ্মণানাত্মজান্ মম ।
 ব্রহ্মাদিস্ত স্বপর্যন্তান্ সপ্ত লোকান্ মদাত্মকান্
 ভবন্তঃ সৃষ্ট্বর্মহন্তি বচনাম্মম স্তিতি বঃ ॥ ৮৮
 তেনৈবমুক্তাঃ প্রত্যুচু রুদ্রমাদ্যং ত্রিশূলিনম্ ।
 যথাজ্ঞাপয়সে দেব তথা তদ্বৈ ভবিষ্যতি ॥ ৮৯
 অনুমান্য মহাদেবাং প্রজানাং পতয়ন্তদা ।
 উচুর্দক্ষং মহাত্মানং ভবান্ শ্রেষ্ঠ প্রজাপতিঃ ।

ও অভিমানিনী দেবতাগণ আবির্ভূত হইলেন ।
 এইরূপে সৃষ্টি বিস্তার হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা
 দক্ষাদি মানস পুত্রদিগকে কহিলেন- হে পুত্রগণ
 ! তোমরা ধীমান রুদ্রের সহিত একযোগে প্রজা
 সৃষ্টি কর । তখন প্রজাপতিগণ মহাত্মা রুদ্রের
 অনুগামী হইয়া বলিলেন- হে দেব ! আমরা
 আপনার সহিত প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি ।
 হে মহেশ্বর ! আপনার প্রতি ব্রহ্মার ইহাই
 সন্দেশ । প্রজাপতিগণ এই কথা কহিলে,
 ভগবান্ রুদ্র তাহাদিগকে কহিলেন,- হে
 ব্রহ্মনন্দনগণ ! আপনাদের যিনি অগ্রজ, তিনি
 আমার নিকট হইতে প্রাণ সকল গ্রহণপূর্বক
 ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া মদাত্মক
 এই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্ত সপ্তলোক সৃজন করুন ।
 ফলে আমার বাক্যে আপনারা সকলেই
 সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হউন । আপনাদের মঙ্গল
 হউক । রুদ্র এই কথা কহিলে সেই
 প্রজাপতিগণ তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,- হে
 দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহাই
 হইবে । এইরূপে প্রজাপতিগণ মহাদেবের

ত্বাং পুরকৃত্য ভদ্রং তে প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে বয়ম্
 এবমস্তিতি বৈ দক্ষঃ প্রত্যপদ্যত ভাষিতম্ ।
 তৈঃ সহ সৃষ্ট্বিমাংরেভে প্রজাকামঃ প্রজাপতি ।
 সর্গস্থিতে ততঃ স্থাগৌ ব্রহ্মা সর্গমবাসৃজৎ ॥ ৯১
 অর্থাস্য সপ্তমেহতীতে কল্পে বৈ সম্ভবতুঃ ।
 ঋতুঃ সনৎকুমারশ্চ তপোলোকনিবাসিনৌ ।
 ততো মহর্ষীনন্যান্ স মানসানসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৯২
 ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুশ্রোক্তে মধুকৈটভোৎ-
 পত্তিবিনাশবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশো-

হধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ

অহো বিস্ময়নীয়ানি রহস্যানি মহামতে ।
 ত্বয়োক্তানি যতাতত্ত্বং লোকানুগ্রহকারণাৎ ॥ ১

কথায় অনুমোদন করিয়া তৎকালে মহাত্মা
 দক্ষ প্রজাপতিকে কহিলেন,- আপনি
 আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি । আপনাকে
 অগ্রবর্তী করিয়া আমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে
 ইচ্ছা করি । আপনার মঙ্গল হউক । দক্ষ
 প্রজাপতি সেই কথায় 'এবমস্ত' বলিয়া
 অনুমোদন করিলেন । অনন্তর প্রজাকামনায়
 তাহাদের সহিত একযোগে প্রজা সৃষ্টি করিতে
 লাগিলেন । এইরূপে স্থাগদেব প্রজাসৃষ্টি
 ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে পর ব্রহ্মাও সৃষ্টি
 করিতে লাগিলেন । তাহাতে অতীত সপ্তম
 কল্পে তপোলোকবাসী ঋতু ও সনৎকুমার
 উৎপন্ন হন । তৎপরে ভগবান্ ব্রহ্মা অন্যান্য
 মানস ঋষিদিগকেও সৃজন করেন । ৮১-৯২ ।
 পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়বিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,- হে মহাভাগ ! আপনি
 লোকহিতের নিমিত্ত যে সকল অত্যাশ্চর্য্য

তত্র বৈ সংশয়ো মহ্যমবতারেষু শূলি নঃ ।
 কিং কারণং মহাদেবঃ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্
 হিত্বা যুগানি পূর্বানি অবতারং কৰোতি বৈ ॥২
 অস্মিন্ মহন্তরে চৈব প্রাপ্তে বৈবস্বতে প্রভো
 অবতারং কথং চক্রে এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩
 ন তেহন্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিহ লোকে পয়ত্র চ ।
 ভক্তানামুপদেশার্থং বিনয়াৎ পৃচ্ছতো মম
 কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ যদি শ্রাব্যং মহামতে ॥ ৩
 লোমশ উবাচ ।

এবং পৃষ্টোহথ ভগবান্ বায়ুলোকহিতে রতঃ ।
 ইদমাহ মহাতেজা বায়ুলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫
 এতদুত্তমং লোকে ষন্যাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি
 তৎসৰ্বং শৃণু গাধেয় উচ্যমানং বথাক্রমম্ ॥ ৬
 পুরা হ্যেকার্ণবে বৃন্তে দিব্যে বর্ষে সহস্রকে ।
 স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৭
 তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতঃ কুমারকঃ

গোপনীয় বিষয় আমাদিগের নিকট যথাযথ
 কীর্তন করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে ভগবান্
 শূলীর অবতার বিষয়ে আমাদিগের সংশয়
 আছে কিজন্য তিনি পূর্ব যুগ সকল
 পরিত্যাগপূর্বক অধুন বৈবস্বত মহন্তরে
 সুদারুণ কলিকালে অবতীর্ণ হইলেন? ইহা
 আমরা আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি
 ইহলোক বা পরলোকের বিষয় কিছুমাত্র
 আপনার অবিদিত নাই ; এজন্য আমরা
 আপনাকে সবিনয় প্রশ্ন করিতেছি ; হে মহামতে
 ! উহা যদি আমাদিগের শ্রাব্য হয়, তবে
 ভক্তজনের উপদেশার্থ প্রকাশ করিয়া বলুন
 লোমশ বলিলেন,- লোকহিতৈষী মহাতেজা
 ভগবান্ বায়ু এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া
 বলিয়াছিলেন,- হে গাধেয় ! তুমি যাহা প্রশ্ন
 করিলে, ইহা অতি গুহ্যতম । আমি ক্রমশঃ
 ইহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব দিব্য
 বর্ষসহস্র কাল ব্যাপিয়া জগৎ একাৰ্ণবীভূত
 থাকিলে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে দুঃখিত
 হইয়া চিন্তিত হইলেন । তিনি চিন্তিত হইবামাত্র

দিব্যগন্ধঃ সুধাপেক্ষী দিব্যাং শ্রুতিমুদীরয়ন্ ॥
 অশব্দস্পর্শরূপাং তামগন্ধাং রসবর্জিতাম্ ।
 শ্রুতিং হ্যুদীরয়ন্ দেবো যামবিন্দচ্চতুর্মুখঃ ॥ ৯
 ততস্ত ধ্যানসংযুক্তস্তপ আস্থায় ভৈরবম্ ।
 চিন্তয়ামাস মনসা ত্রিতয়ং একো স্বয়ং ত্বিতি ॥ ১০
 তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতং তদক্ষরম্ ।
 অশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসগন্ধবিবর্জিতম্ ॥ ১১
 অথোত্তমং স লোকেষু স্বমূর্তিং চাপি পশ্যতি ।
 ধ্যায়ন্ বৈ স তদা দেবমশ্বৈনং পশ্যতে পুনঃ ॥
 তং শ্বেতমথ রক্তঞ্চ পীতং কৃষ্ণং তদা পুনঃ ।
 বর্ণস্থং তত্র পশ্যেত ন স্ত্রী ন চ নপুংসকম্ ॥ ১৩
 তৎসৰ্বং সুচিরং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ন্ হি তদক্ষরম্ ।
 তস্য চিন্তয়মানস্য কণ্ঠাদুদ্ভিষ্টতেহক্ষরঃ ॥ ১৪
 একমাত্রো মহাঘোষঃ শ্বেতবর্ণঃ সুনির্মলঃ ।
 স ওঁকারো ভবেদ্বদ অক্ষয়ং বৈ মহেশ্বরঃ ।

এক দিব্যগন্ধী, সুধাপেক্ষী কুমার দিব্য শ্রুতি
 উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে
 প্রাদুর্ভূত হইলেন তিনি ঐ অশব্দ-স্পর্শরূপা
 গন্ধ-রস-বর্জিতা শ্রুতি উচ্চারণ করিলে
 ভগবান্ চতুর্মুখ তাহা লাভ করিলেন এবং
 তৎকালে তিনি ধ্যাননিরত হইয়া ঘোর
 তপশ্চরণপুরঃসর- এই পুরুষ কে? এবং
 এতদুচ্চারিত ত্রিতয়ই বা কি? এই প্রকার চিন্তা
 করিতে লাগিলেন তাঁহার ঐ চিন্তার ফলে,
 শব্দ-স্পর্শ রূপ-রহিত, রস-গন্ধ-বর্জিত
 অক্ষয় প্রাদুর্ভূত হইল ১-১০ অনন্তর
 ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অনুত্তম অক্ষয় ও স্বীয়
 মূর্তি নিরীক্ষণ করিলেন । ধ্যানাবস্থায় বার বার
 দেখিলেন- ঐ দেবস্বরূপ অক্ষয় শ্বেত, কৃষ্ণ,
 রক্ত ও পীতবর্ণস্থ এবং উহা অস্ত্রী ও
 অনপুংসরূপে বিভাতি । এইরূপে তিনি
 অক্ষরের সমস্ত স্বরূপ অবগত হইয়া চিন্তা
 পরায়ণ হইলে তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে
 পুনরায় এক একমাত্র, মহাঘোষ, শ্বেতবর্ণ ও
 সুনির্মল অক্ষর আবির্ভূত হইল । ঐ অক্ষরই
 বেদ, ওঙ্কার, এবং সাক্ষাৎ মহেশ্বর-স্বরূপ ।

ততশ্চিন্তয়মানস্য অক্ষরং বৈ স্বয়ম্ভুবঃ ।
 প্রাদুর্ভূতস্ত রক্তস্ত স দেবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
 ঋগ্বেদং প্রথমং তস্য ত্বগ্নিমীলে পুরোহিতম্ ।
 এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ ।
 তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোককৃৎ ॥
 তস্য চিন্তয়মানস্য তস্মিন্ধ মহেশ্বরঃ ।
 দ্বিমাত্রমক্ষরং জজ্ঞে ঈশিত্বেন দ্বিমাত্রিকম্ ॥
 ততঃ পুনর্দ্বিমাত্রস্ত চিন্তয়ামাস চাক্ষরম্ ।
 প্রাদুর্ভূতস্ত রক্তং তচ্ছেদনে গৃহা সা যজুঃ ॥ ১৯
 ইষেত্বোজ্জ্বৈ ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা
 পুনঃ ।

ঋগ্বেদ একমাত্রস্ত দ্বিমাত্রস্ত যজুঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
 ততো বেদং দ্বিমাত্রস্ত দৃষ্ট্বা চৈব তদক্ষরম্ ।
 দ্বিমাত্রং চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা ত্বক্ষরং পুনরীশ্বরঃ ॥ ২১
 তস্য চিন্তয়মানস চোঙ্কারঃ সম্ভব হ ।
 ততস্তদক্ষরং ব্রহ্মা ওঙ্কারং সমচিন্তয়ৎ ॥ ২২

অনন্তর ভগবান্ স্বয়ম্ভু পুনরায় অক্ষরবিষয়ক
 চিন্তা করিলে, এক রক্ত অক্ষর উদ্ভূত হইল ।
 ঐ রক্তাক্ষরই আদি দেবতা বলিয়া কথিত ।
 ঐ অক্ষরই ঋগ্বেদ ; তাহার প্রথম ঋক্-
 "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি এই
 ঋকের উৎপত্তি দেখিয় লোককৃৎ ব্রহ্মা পুনরায়
 'ইহা কি' এবং প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
 তিনি এইরূপ চিন্তা করিলে, তাহাতে
 প্রভুত্বসম্পন্ন দ্বিমাত্র অক্ষররূপ মহেশ্বর
 আবির্ভূত হইলেন । পুনরায় তিনি ঐ দ্বিমাত্র
 অক্ষরের বিষয় চিন্তা করিলে, ঋক্ছেদযুক্ত
 রক্তাক্ষরই প্রাদুর্ভূত হইল ; এতৎ-সংশ্লিষ্ট
 ঋক্-ই-যজুঃ । ইহার আদিতে "ইষে
 ত্বোজ্জ্বৈ" ইত্যাদি মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে ।
 ঋগ্বেদ একমাত্র এবং যজুঃ দ্বিমাত্র বলিয়া উক্ত
 হইয়াছে । ঈশ্বর ব্রহ্মা পুনরায় দ্বিমাত্র বেদ ও
 অক্ষর দর্শনে তাহারই বিষয় চিন্তা করিলেন,
 তাহার এই চিন্তার ফলে ওঙ্কার আবির্ভূত
 হইল । তিনি পুনরায় ওঙ্কার অক্ষরেরই ধ্যান
 করিতে লাগিলেন । এইরূপ ধ্যান নিবন্ধন ব্রহ্মা

অথাপশ্যন্ততঃ পীতামৃচং চৈব সমুখিতাম্ ।
 অগ্নুআয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ॥ ২৩
 ততস্ত স মহাতেজা দৃষ্ট্বা বেদানুপস্থিতান্ ।
 চিন্তয়িত্বা চ ভগবান্ ত্রিসঙ্খ্যং যত্রিরক্ষরম্ ।
 ত্রিবর্ণং যত্রিষবর্ণমোঙ্কারং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪
 ততশ্চৈব ত্রিসংযোগাং ত্রিবর্ণং তু তদক্ষরম্ ।
 লক্ষ্যালক্ষ্য প্রদৃশ্যং চ সহিতং ত্রিদিবং ত্রিকম্ ॥
 ত্রিমাত্রং ত্রিপদং চৈব ত্রিযোগৈষেব শাস্বতম্
 তস্মাত্তদক্ষরং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ২৬
 তস্মাত্তদক্ষরং সোহথ ব্রহ্ম রূপং স্বয়ম্ভুবঃ ।
 চতুর্দশমুখং দেবং পশ্যতে দীপ্ততেজসম্ ।
 তমোঙ্কারং স কৃত্বাদৌ বিজ্ঞেয়ঃ স স্বয়ম্ভুবঃ ॥
 চতুর্মুখমুখান্তস্মাদিজায়ত চতুর্দশ ।
 নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যাদ্যং তচ্চ তদক্ষরম্ ।
 তস্মাৎ ত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥
 ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানাং তু স্বয়ম্ভুবঃ ।
 অকাররূপ আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ ॥ ২৯
 ততস্তেন্ম্যঃস্বরেভ্যস্ত চতুর্দশ মহামুখাঃ ।

দেখিলেন,- "অগ্নু আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি
 ঋক্ সমুখিত হইল । মহাতেজা প্রজাপতি এই
 প্রকার বেদাবির্ভাব অবলোকন ও ব্রহ্মসংজ্ঞিত
 ত্রিবর্ণাক্ষর ওঙ্কার ত্রিসঙ্খ্যে ধ্যান করিতে
 লাগিলেন । ঐ ওঙ্কাররূপ অক্ষর, তিনটি বর্ণের
 সংযোগ হেতু ত্রিবর্ণ এবং উহা লক্ষ্যালক্ষ্য-
 প্রদৃশ্য, সংহিত, ত্রিদিবস্বরূপ, ত্রিক, ত্রিমাত্র,
 ত্রিপদ, ত্রিযোগ, ও শাস্বত । এজন্য ভগবান্
 ব্রহ্মা ইহা নিরন্তর চিন্তা করিতেন । ১২-২৬
 ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ প্রদীপ্ত তেজস্ব, আত্মরূপ
 ওঙ্কারাক্ষর সকলকে চতুর্দশ মুখ বিশিষ্ট
 দেখিলেন । তিনি আদিতে ওঙ্কার সৃষ্টি করিয়াই
 স্বয়ম্ভু নামে প্রসিদ্ধ হন । অনন্তর চতুর্মুখের
 মুখ হইতে নানাবর্ণ চতুর্দশ স্বর ও সেই দিব্য
 আদ্য অক্ষর আবির্ভূত হইল । সাধারণতঃ
 বর্ণসকল সংখ্যায় ত্রিষষ্টি, এবং সকলেই
 অকার হইতে উদ্ভূত । অকারই প্রথম স্বর ।
 পূর্বোক্ত চতুর্দশ স্বর হইতে মন্বন্তরাধিপতি

মনবঃ সম্প্রসূয়ন্তে দিব্যা মন্বন্তরেশ্বরঃ ॥ ৩০
 চতুর্দশমুখো যশ্চ অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ।
 ব্রহ্মকল্পঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩১
 মুখাত্ত প্রথমান্তস্য মনুঃ স্বয়ম্ভবঃ স্মৃতঃ ।
 আকরন্ত স বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ স্বয়ম্ভবঃ ॥ ৩২
 দ্বিতীয়াস্ত্র মুখান্তস্য আকারো বৈ মুখঃ স্মৃতঃ ।
 নাম্না স্বারোচিষো নাম বর্ণঃ পাণ্ডুর উচ্যতে ॥ ৩৩
 তৃতীয়াস্ত্র মুখান্তস্য ইকারো যজুৰ্ব্যং বরঃ ।
 যজুর্ময়ঃ স চাদিত্যো যজুর্বেদো যতঃ স্মৃতঃ ॥
 ঈকারঃ স মনুর্জ্যেয়ো রক্তবর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
 ততঃ ক্ষত্রং প্রবর্তেত তস্মাদ্রক্তস্ত্র ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ৩৪
 চতুর্থাস্ত্র মুখান্তস্য উকারঃ স্বর উচ্যতে ।
 বর্ণতস্ত্র স্মৃতস্ত্রাম্রঃ স সমুস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫
 পঞ্চমাস্ত্র মুখান্তস্য উকারো নাম জায়তে ।
 পীতকো বর্ণতশ্চৈব মনুশ্চাপি চরিস্রবঃ ॥ ৩৬
 ততঃ ষষ্ঠানুখান্তস্য ওঙ্কারঃ কপিলঃ স্মৃতঃ ।
 বরিষ্ঠশ্চ ততঃ ষষ্ঠো বিজয়ঃ স মহাতপাঃ ॥ ৩৭
 সপ্তমাস্ত্র মুখান্তস্য সূতো বৈবস্বতো মনুঃ ।

ঋকারশ্চ স্বরস্তত্র বর্ণতঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ৩৯
 অষ্টমাস্ত্র মুখান্তস্য ঋকারঃ শ্যামবর্ণতঃ ।
 শ্যামাক্ষরসবর্ণশ্চ ততঃ সবার্ণিরূচ্যতে ॥ ৪০
 মুখাত্ত নবমান্তস্য ঋকারো নবমঃ স্মৃতঃ ।
 ধুম্রো বৈ বর্ণতশ্চাপি ধুম্রশ্চ মনুরূচ্যতে ॥ ৪১
 দশমাস্ত্র মুখান্তস্য ঋকারঃ প্রভুরূচ্যতে ।
 সমশ্চৈব সবর্ণশ্চ বভৌ সবর্ণকো মনুঃ ॥ ৪২
 মুখাদেকাদশান্তস্য একারো মনুরূচ্যতে ।
 পিশঙ্গো বর্ণতশ্চৈব পিশঙ্গো বর্ণ উচ্যতে ॥ ৪৩
 দ্বাদশাস্ত্র মুখান্তস্য ঐকারো নাম উচ্যতে ।
 পিশঙ্গো ভস্মবর্ণাভঃ পিশঙ্গো মনুরূচ্যতে ॥ ৪৪
 ত্রয়োদশানুকান্তস্য ওকারো বর্ণ উচ্যতে ।
 পঞ্চবর্ণসমায়ুক্ত ওকারো বর্ণ উত্তমঃ ॥ ৪৫
 চতুর্দশমুখান্তস্য ঔকারো বর্ণ উচ্যতে ।
 কবরুরো বর্ণতশ্চৈব মনুঃ সাবর্ণিরূচ্যতে ॥ ৪৬
 ইত্যেব মনবশ্চৈব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ ।
 বিজ্ঞেয়া হি যথাতত্ত্বং স্বরতো বর্ণতস্তথা ॥ ৪৭

দিব্য প্রধান চতুর্দশ মনু প্রাদুর্ভূত হন ।
 অকারই- চতুর্দশ-মুখ, ব্রহ্মসংজ্ঞিত, ব্রহ্মকল্প
 ও সর্ববর্ণের প্রজাপতি বলিয়া কীর্তিত । উহার
 প্রথম মুখ হইতে স্বয়ম্ভব মনু প্রাদুর্ভূত হন ।
 ঐ স্বয়ম্ভব মনু গুরুবর্ণ ও স্বয়ম্ভুর আকার
 স্বরূপ । এই প্রকার দ্বিতীয় মুখ হইতে
 আকারস্বরূপ স্বারোচিষ মনু প্রাদুর্ভূত হন ।
 ইনি পাণ্ডুর বর্ণ ; তৃতীয় মুখ হইতে ইকার ;
 ইনি যজুঃশ্রেষ্ঠ, যজুর্ময় আদিত্যস্বরূপ ; ইহা
 হইতেই যজুর্বেদ আবির্ভূত । ঈকার-
 প্রতাপবান্ সাক্ষাৎ মনুস্বরূপ ; ইনি রক্তবর্ণ,
 ইহা হইতেই রক্তবর্ণ ক্ষত্রকুল প্রবর্তিত । চতুর্থ
 মুখ হইতে উকার উৎপন্ন হয়, উকার তাম্রবর্ণ
 এবং উহা তামস মনু বলিয়া কথিত । পঞ্চম
 মুখ হইতে উকার প্রাদুর্ভূত ; ইহা পীতবর্ণ
 এবং চরিস্রব মনু বলিয়া অভিহিত । অনন্তর
 ষষ্ঠ মুখ হইতে কপিলবর্ণ ওঙ্কার উৎপন্ন হয় ।
 ইহা মহাতপা, বরিষ্ঠ বিজয় মনু বলিয়া

প্রসিদ্ধ । সপ্তম মুখ হইতে ঋকাররূপ
 বৈবস্বত মনুর জন্ম । ইনি কৃষ্ণবর্ণ । অষ্টম
 মুখ হইতে ঋকারাত্মক শ্যামবর্ণ সাবর্ণির
 আবির্ভাব । নবম মুখ হইতে ঋকারের
 উৎপত্তি । ইহা ধূম্রবর্ণ ও ধূম্রা মনু বলিয়া
 কথিত । দশম মুখ হইতে ঋকারের জন্ম ;
 ইহা সাবর্ণিক মনু বলিয়া নির্দিষ্ট । একাদশ
 মুখ হইতে একার জন্মে ; ইহা পিশঙ্গবর্ণ
 এবং পিশঙ্গী মনু নামে নির্দিষ্ট । দ্বাদশ মুখ
 হইতে ঐকার জন্মে, ইহাও পিশঙ্গ ও ভস্ম-
 বর্ণাভ এবং পিশঙ্গ মনু নামে নিরূপিত ।
 ত্রয়োদশ মুখ হইতে পঞ্চবর্ণ-সমায়ুক্ত উত্তম
 বর্ণ ওকারের উৎপত্তি । ইহা উত্তম মনু ।
 চতুর্দশ মুখ হইতে কবরুরবর্ণ ঔকারের জন্ম
 ; ইহা সবর্ণি নামে নিরূপিত । ২৭-৪৬ ।
 কল্পে কল্পে মনুগণ এ রূপে স্বর ও বর্ণরূপে
 অবস্থিত হইয়া থাকেন । স্বর ও বর্ণনুসারে
 ইহাদের বিবরণ যথায়থ বিজ্ঞেয় । যেহেতু

পরস্পরসবর্ণাশ্চ স্বরা যন্মাদবৃত্তা হি বৈ ।
তস্ম্যন্তেষাং সবর্ণত্বাদন্বয়স্ত্ব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৮
সবর্ণাঃ সদৃশাশ্চৈব যন্মাজ্জাতাস্ত কল্পজাঃ ।
তস্ম্যৎ প্রজানাং লোকেহস্মিন্ সবর্ণাঃ সৰ্ব

সঙ্কয়ঃ ॥ ৪৯

ভবিষ্যন্তি যথাশৈলং বর্ণাশ্চ ন্যায়তোহর্থতঃ ।
অভ্যাসাৎ সঙ্কয়শ্চৈব তস্ম্যাজ্ জেয়াঃ স্বরা ইতি
ইতি শ্রী মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে স্বরোৎপত্তির্নাম
ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

আস্মিন্ কল্পে ত্বয়া চোক্তঃ প্রাদুর্ভাবো মাহাত্ম্য নঃ
মহাদেবস্য রুদ্রস্য সাধকৈর্মানিভিঃ সহ ॥ ১

সূত উবাচ ।

উৎপত্তিরাদিসর্গেহস্য ময়া প্রোক্তা সমাসতঃ ।
বিস্তরেণাস্য বক্ষ্যামি নামানি তনুভিঃসহ ॥ ২

স্বর সকল পরস্পর সবর্ণতা ধারণ করে; এজন্য
সবর্ণত্বপ্রযুক্ত তাহাদের অশ্বয় কথিত হয় ।
কল্পকালে উহারা সকলেই যখন জন্মিয়াছে,
তখন উহাদিগকে সদৃশ বলা যায় । এ
সংসারের প্রজাগণের মধ্যে সকলেই সবর্ণ,
ও সর্ব-সন্ধি অর্থাৎ একটা না একটা
সম্পর্কযুক্ত । অপিচ ভাবী কালে ন্যায়তঃ
অর্থতঃ বর্ণসকল একই স্বভাবযুক্ত হয় এবং
অভ্যাসবশে একই স্বরবর্ণ সকলও ঐরূপ সন্ধি
প্রাপ্ত হয় ; যথা -ই-ই = ঐ । ৪৭-৫০ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,- হে সূত ! তুমি এই কল্পের
সাধক মুনিবৃন্দের সহিত ভগবান রুদ্রের
আবির্ভাব বৃত্তান্ত কীর্তন করিলে । সূত
বলিলেন,- আমি আদিসর্গের উৎপত্তি বিবরণ

পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান বহন ।
কল্পেযন্যেযতীতেষু যস্মিন কল্পে তু তচ্ছৃণু ॥ ৩
কল্পাদৌ চাত্তনন্তল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ
প্রাদুরাসীত্ততোহঙ্কেহস্য কুমারো নীললোহিতঃ
তং দধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা ॥ ৪
দৃষ্টা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্ ।
কিং রোদিষি কমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত
সোহব্রবীদেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ ।
রুদ্রন্তং দেব নাম্নাহসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদং পুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ
নাম দেহি দ্বিতীয়ং মে ইত্যাচ স্বয়ম্ভবম্ ॥ ৭
ভবন্তং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদং পুনঃ

সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি ; অধুনা বিস্তৃতভাবে
বিবিধ কিংহ সহ ভগবান্ শঙ্কর নাম কীর্তন
করিতেছি,-অষ্টম কল্প বিগত হইলে, যে কল্পে
ভগবান্ পার্শ্বতীপতি স্বীয় পত্নীসমূহের গর্ভে
বহু পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা শ্রবণ করুন ।
প্রভু স্বয়ম্ভব কল্পাদি কালে আত্মতুল্য পুত্র কামনা
করিয়া ধ্যানস্থ হইলে, নীললোহিত নামক
একটি কুমার তাঁহার অঙ্কে প্রাদুর্ভূত হইল ।
তখন তিনি তেজোছারা ঐ কুমারকে দক্ষ
করিয়াই যেন ঘোর ও সুস্বর-সম্পন্ন করিলেন
এবং তাহাকে সহসা রুদ্রন করিতে দেখিয়া
ব্রহ্মা বলিলেন,-কুমার! তুমি রোদন করিতেছ
কেন? তখন কুমার বলিল,-হে পিতামহ !
আপনি আমার প্রথম নাম প্রাদন করুন ।
তখন ভগবান্ স্বয়ম্ভব ঐ কুমারকে বলিলেন,-
হে দেব! তোমার প্রথম নাম হইল রুদ্র ।
কুমার পুনরায় রুদ্রন করিতে লাগিল ।
ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,-
রুদ্রন করিতেছ কি জন্য ? কুমার কহিল-
আমার দ্বিতীয় নাম প্রদান করুন । পুনরায়
পিতামহ বলিলেন তোমার দ্বিতীয় নাম হইল-
ভব । এইরূপে কুমার রুদ্রনপূর্বক অষ্টবার
যাবৎ স্বীয় বিভিন্ন নাম প্রার্থনা করিলেন ; আর

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাথ শঙ্করম্
তৃতীয়ং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
শিবস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদংপুনঃ ॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরব্রবীৎ
চতুর্থং দেহি মে নাম ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভবম্ ॥ ১০
পশুনাং ত্বং পতির্দেব ইত্যুক্তঃ সোহরুদংপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরব্রবীৎ
পঞ্চমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্ ।
ঈশস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদংপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরব্রবীৎ
ষষ্ঠং দেহি মে নাম দেহীতি ইত্যুবাচাথ তং প্রভুম্ ॥
ভীমস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদংপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরব্রবীৎ
সপ্তমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্
ঊগ্রস্ত্বং দেব নামাসি ইত্যুক্তঃ সোহরুদংপুনঃ
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরব্রবীৎ
অষ্টমং দেহি মে নাম ত্বং বিভো পুনরব্রবীৎ ।
মহাদেবস্ত দেব নামাসি ইত্যুক্তো বিররামহ ॥ ১৬
লক্ষ্মা নামানি চৈতানি ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ ।
প্রোবাচ নামামেতেষাং স্থানানি প্রদিশেতি হ
ততোহভিসৃষ্টাস্তনব এষাং নামাং স্বয়ম্ভবা ।
সূর্যো মহী জলং বহির্বাযুরাকাশমেব চ ॥ ১৮
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ ।
তেষু পূজ্যশ্চ বন্দ্যঃ স্যাদ্রুদ্রস্তানু হিনস্তি বৈ ।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু তাঁহাকে যথাক্রমে রুদ্র, ভব, শিব,
পশুপতি, ঈশ, ভীম, ঊগ্র ও মহাদেব এই অষ্ট
নাম প্রদান করিলেন । তখন তিনি ঐ অষ্ট নাম
প্রাপ্ত হইয়া বিরত হইলেন । নীললোহিত
পিতামহ সকাশে এই সকল নাম প্রাপ্ত হইয়া
বলিলেন,- আপনি আমার এই সমুদয় নামের
মূর্তি নিরূপন করিয়া দিন । অনন্তর স্বয়ম্ভু তাঁহার
সূর্য, মহী, জল, বহি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত
ও চন্দ্র ঐ অষ্ট নামের অষ্ট মূর্তি সৃজন করিলেন ।
এই মূর্তি সকল ব্রহ্মধাতু । ঐ সকল মূর্তিতে
রুদ্রদেব পূজিত হইলে, তিনি আর সেই
পূজকদিগকে হিংসা করেন না । অনন্তর ভগবান্

ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্
দ্বিতীয়ং নামধেয়ং তে ময়া প্রোক্তং ভবেতি যৎ
এতস্যাপো দ্বিতীয়া তে তনুর্নাম্না ভবিষ্যতি
ইত্যুক্তে যথস্থিরং তস্য শরীরস্থং রসাত্মকম্ ।
তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ ॥
যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি তাত্যস্তা ভাবয়ন্তি চ ।
ভবনাদ্ভাবনাচ্চৈব ভূতানাং সম্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
তস্মান্নুত্রং পুরীষঞ্চ নাক্স কুব্বীত সর্বদা ।
ন স্নায়েদক্স নগ্নশ্চ ন নিষ্ঠীবৎ কদাচন ॥ ২৩
মৈথুনং নৈব সেবেত শিরঃস্নানঞ্চ বর্জয়েৎ ।
ন প্রীতঃ পরিচক্ষীত বহন্থ সংস্থিতোহপি বা ॥
মেধ্যামেধ্যশরীরত্বান্নৈব দুষ্যন্তপঃ ক্ৰচিৎ ।
বিবর্ণরসগন্ধাশ্চ অল্লাশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৫
অপাং যোনিঃ সমুদ্রশ্চ তস্মান্তং কাময়ন্তি তাঃ

ব্রহ্মা দেব নীললোহিতকে বলিলেন,- আমি
যে তোমার 'ভব' এই দ্বিতীয় নাম, প্রদান
করিয়াছি ; জল-এই ভব দেবের তনু হইবে ।
তুমি, ভব নামধেয় ; তোমার ভব মূর্তির অপর
নাম হইবে- জল । এই কথা कहিলে তাহার
দেহস্থ যে রসাত্মক জল ছিল, তাহাতে তিনি
প্রবেশ করিলেন । তখন জলও ভবের মূর্তি
হইল । ভূতগ্রাম জল হইতে জন্ম গ্রহণ করে,
এবং জল তাহাদিগকে জন্মাইয়া থাকে- এই
ভবন-ভাবন সম্বন্ধ বশতই জল নিখিল ভূত
সম্ভব বলিয়া স্মৃত হইয়াছে । এজন্য কেহ
কখন জলে মুত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করিবে
না ; নগ্নাবস্থায় জলে অবরতণ করিয়া স্নান
করিবে না ; পুতু ফেলিবে না ; মৈথুন করিবে
না ; শিরঃস্নান করিবে না ; এবং জলের উপর
দিয়া বাহিয়া যাইতে যাইতে কদাচ বিরক্তির
সহিত জলের উদ্দেশে কুবাক্য প্রয়োগ করিবে
না । ১-১৪ । মেধ্য এবং অমেধ্য শরীরসঙ্গ
নিবন্ধন জল কদাচ দূষিত হয় না । বিবর্ণ,
বিরস, দুর্গন্ধ ও অল্প জল পরিত্যাগ করিবে ।
সমুদ্র-জলের উৎপত্তি স্থান । এইজন্য জলরাশি

মেধ্যাশ্চৈবামৃতৈশ্চৈব ভবন্তি প্রাপ্য সাগরম্
তস্মাদপো ন রক্ষীত সমুদ্রং কাময়ন্তি তাঃ ।
ন হিনস্তি ভবো দেবঃ সদৈবং যোহনু বর্জতে
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রক্ষা তং দেবং কৃষ্ণলোহিতম
শর্ক্বম্ভূমিতি যন্মাম তৃতীয়ং সমুদাহৃতম্ ।
তস্য ভূমিস্তৃতীয়া তু তনুর্নাম্না ভবত্বিয়ম্ ॥ ২৮
ইত্যুক্তে যৎস্থিরং তস্য শরীরস্যাস্তিসংজ্ঞিতম্
তদ্বিবেশ ততো ভূমিস্তস্মাদ্ভুঃ শর্ক্ব উচ্চতে ॥
তস্মাৎ কুর্ক্বীতে নো বিদ্বান্ পুরীষং মুত্রমেব বা
ন-চ্ছায়ায়াং ন সোপানে স্বচ্ছায়াং নাপিমেহয়েৎ
শিরঃ প্রাবৃত্য কুর্ক্বীত অন্তর্ধায় তৃণৈর্মহীম্ ।
য এবং বর্জতে ভূমৌ তং শর্ক্বো ন হিনস্তি বৈ
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রক্ষা দেবং নীললোহিতম
ঈশান ইতি যৎপ্রোক্তং চতুর্থং নাম তে ময়া ।
চতুর্থস্য চতুর্থী স্যাৎসায়ুর্নাম্না তনুস্তব ॥ ৩২

ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং পঞ্চধা প্রাণসংজ্ঞিতম্ ।
বিবেশ তং তদা বায়ুমীশানো বায়ুরুচ্যতে ।
তস্মাদেনং পরিবদেদায়তং বায়ুমীশ্বরম্ ।
এবং যুক্তমথেশানো নৈব দেবো হিনস্তি তম্
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রক্ষা তং দেবং ধূমলোহিম্
যন্তে পশুপতীত্যুক্তং ময়া নামেহ পঞ্চমম্ ।
পঞ্চমী পঞ্চমসৈম্যা তনুর্নাম্নাগ্নিবস্ত তে ॥ ৩৫
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং তেজস্তস্যোঞ্চসংজ্ঞিতম্
বিবেশ তদুদা হ্যগ্নিস্তস্মাৎ পশুপতিঃ পতিঃ ॥
চন্দ্রমাস্ত স্মৃতঃ সোমতস্যাত্মা হ্যোষধীগণঃ ।
এবং যো বর্জতে বিদ্বান্ সদা পর্ক্বণি পর্ক্বণি ।
ন হস্তি তং মহাদেব এবং বন্দেত তং প্রভুম্
গোপায়তি দিবাদিতাঃ প্রজা নক্তং তু চন্দ্রমঃ
একরাত্রে সমেয়াতাং সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ ॥
অমাবাস্যাশিয়াস্ত তস্যাত্মা যুক্তঃ সদা বসেৎ

সমুদ্রকে কামনা করিয়া থাকে। তাহারা
সাগরকে প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র ও অমৃতময় হয়।
সুতরাং তাহাদের গতিরোধ করা উচিত নহে।
তাহারা সমুদ্রকে কামনা করে। যে ব্যক্তি
এইরূপে জলতত্ত্ব জনিয়া সর্বদা জলে থাকে,
ভগবান্ ভব তাহাকে হিংসা করেন না। অনন্ত
র ভগবান্ স্বয়ম্ বলিলেন,- হে নীললোহিত
! আপনাকে 'শর্ক্ব' এই যে তৃতীয় নাম
দিয়াছি, ভগবতী ভূমি- এই নামের তনু; ইহা
আপনার তৃতীয় তনু। ঐ শর্ক্ব-দেহের
অস্থিসংজ্ঞক যে স্থির পদার্থ, ভূমি তাহাতে
প্রবেশ করেন, এই জন্যই তিনি শর্ক্ব বলিয়া
কীৰ্ত্তিত। এজন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ছায়ায়,
সোপানে বা স্বচ্ছ স্থানে মুত্র-পুরীষ ত্যাগ বা
মেহন করিবে না। করিতে হইলে, মস্তক
আবৃত্ত করিয়া তৃণ দ্বারা মহী আচ্ছাদনপূর্ব্বক
করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভূমির প্রতি এরূপ
আরচণ করে, শর্ক্ব তাহাকে কদাচ হিংসা
করেন না। ব্রক্ষা পুনরায় দেব নীললোহিতকে
বলিলেন,- আমি 'ঈশান' এই চতুর্থ নাম

তোমায় প্রদান করিয়াছি; বায়ু এই নামের
তনু। অতএব শরীরস্থ পঞ্চধা বিভক্ত যে
প্রাণবায়ু, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিলে উহা
ঈশান বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি
এই বিরাট বায়ুর স্তুতিবাদ করে, ঈশান দেব
তাহাকে হিংসা করেন না। ২৫-৩৪। পুনরায়
ব্রক্ষা বলিলেন,- হে দেব নীললোহিত!
আপনাকে 'পশুপতি' এই যে পঞ্চম নাম
প্রদত্ত হইয়াছে; ঐ নামের তনু অগ্নি। এই
কথা कहিলে এক শরীর উৎপন্ন হইল। সেই
শরীরস্থ উষ্ণ নামক তেজে অগ্নি প্রবেশ
করিলেন। তখন ঐ অগ্নি পশুপতি হইলেন।
চন্দ্রমা সোম নামে প্রসিদ্ধ। ওষধিগণ তাহার
আত্মা, এই ভাব যিনি প্রতিপর্ক্ব হৃদয়ঙ্গম
করেন, মহাদেব তাহাকে হিংসা করেন না।
এ কারণ প্রভু মহেশের বন্দনা করা উচিত।
আদিত্য দিবাভাগে ও চন্দ্রমা রাত্রিভাগে প্রজা
পালন করিয়া থাকেন। সূর্য্য ও চন্দ্রমা যে
রাত্রে একত্র অধিষ্ঠান করেন, উহাকে
অমাবস্যা বলে। ঐ অমাবস্যা তিথিতে

তত্রাবিষ্টং সৰ্বমিদং তনুভিনামভিঃ সহ ।
একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্যোহসৌ চন্দ্র উচ্যতে
সূর্যস্য যৎপ্রকাশেন বীক্ষন্তে চক্ষুষা প্রজাঃ ।
শুক্লাত্মা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যন্তো গভস্থিভিঃ
অদ্যতে পীয়তে চৈবাপ্যন্নপানাত্মকানি যা ।
তনুরাত্মভবা সা বৈ দেহেষেবোপচীয়তে ॥ ৪১
যয়া ধন্তে প্রজাঃ সৰ্বাঃ স্থিরীভূতেন চেতসা ।
পাৰ্থিবী সা তনুস্তস্য শাবী ধারয়তি প্রজাঃ ॥
যাবৎস্থিতা শরীরেষু ভূতানাং প্রাণবৃন্তিভিঃ ।
বায়াত্মিকা তু ঐশানী সা প্রাণাঃ প্রাণিনা সহ
পীতানিতানি পচতি ভূতানাং জঠরেষু যা ।
ততঃ পাশুপতী তস্য পাচিকা শক্তিরুচ্যতে ॥
যানীহ সুধিরাণি সূর্যদেহেহতর্গতানি বৈ ।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় সা ভীমা চোচ্যতে তনুঃ ।
বৈতানদীক্ষিতানাং তু যা স্থিতিব্রহ্মবাদিনাম্ ।
তনুরুত্মাত্মিকা সা তু তোনোত্মো দীক্ষিতঃ

স্মৃতঃ ॥

পরমযোগী দেব নীললোহিত সর্বদা বাস
করিয়া থাকেন । তনু ও নামসহ সেই
অমাবস্যাতেই যিনি একাকী বিচরণ করেন,
তিনিই সূর্য ও চন্দ্র বলিয়া নির্দিষ্ট । লোক সকল
সূর্য প্রকাশে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় ।
শুক্লাত্মরূপে রুদ্র সূর্যমধ্যে সংস্থিত হইয়া
কিরণদ্বারা যাবতীয় জল আকর্ষণ করেন । যিনি
যাহা দ্বারা অন্ন-পানাত্মক বস্ত্র ভোজন ও পান
করেন, তাহাই তাঁহার আত্মসম্ভব তনু বলিয়া
নিরূপিত হয় । ভগবান দেবদেব
স্থিরীভূতচিন্তে যে তনুদ্বারা প্রজা সকল ধারণ
করেন, উহাই তাঁহার শাবী পাৰ্থিবী তনু । আর
যে তনু প্রাণবৃন্তিসহ ভূত নিচয়ের শরীরে
অবস্থান করে, উহাই তাঁহার বায়াত্মিকা ঐশানী
তনু । যে মূর্তি জীবগণের জঠরে পীত ও ভুক্ত
দ্রব্য পাক করিয়া থাকে উহাই তাঁহার পাচিকা
শক্তিরূপিণী পাশুপতী মূর্তি । দেহীদিগের
দেহমধ্যে বায়ুসঞ্চরণের নিমিত্ত যে সকল রক্ত
আছে, উহাই তাঁহার ভৈমী তনু । বৈতান-

যস্তু সঙ্কল্পকং তস্য প্রজাষিহ সমং স্থিতম্ ।
সা তনুর্মানসী তস্য চন্দ্রমাঃ প্রাণিষু স্থিতঃ ॥
নবো নবো ভবতি হি জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ।
নীয়তে যো যথাকামং বিবুধৈঃ পিতৃভিঃ সহ ॥
মহাদেবোমৃতাত্মাহসৌ হ্যম্ময়চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ
তস্য যা প্রথমা নাম্না তনু রৌদ্রী প্রকীৰ্ত্তিতা ।
পত্নী সুবর্চলা তস্য পুত্রস্তস্যাঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৪৯
ভবস্য যা দ্বিতীয়া তু তনুরাপঃ স্মৃতা তু বৈ ।
তস্যোষাত্র স্মৃতা পত্নী পুত্রাপ্যুশনা স্মৃতঃ ॥ ৫০
শর্কস্য য তৃতীয়া তু নাম ভীমস্তনুঃ স্মৃতা ॥
পত্নী তস্য বিকেশীতি পুত্রাঙ্গারকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫১
ঈশানস্য চতুর্থস্য স্বর্গতস্য চ যা তনুঃ ।
তস্য পত্নী শিবা নাম পুত্রাঙ্গস্য মনোজবঃ ॥ ৫২
নাম্না পাশুপতেষা তু তনুরগ্নিধ্বিজৈঃ স্মৃতা ।
তস্য পত্নী স্মৃতা স্বাহা ব্রহ্মচাপি সুতঃ স্মৃতঃ ॥
নাম্না ষষ্ঠস্য যা ভীমা তনুরাকাশ উচ্যতে ।

দীক্ষিত ব্রহ্মবাদিগণের যে বৃন্তি উহাই তাঁহার
উগ্রাঙ্গিকা মূর্তি এবং তাঁহার 'উগ্র' নামের তনু
যজমান । ভগবান দেবদেবের যে সঙ্কল্প,
নিখিল প্রজায় সমভাবে বর্তমান, ঐ সঙ্কল্পই
তাঁহার প্রাণিহিত সোমরূপিণী মানসী তনু ।
ঐ সোমরূপা তনু পুনঃপুন জায়মান হইলেও
আসাধারণ রমণীয়তা প্রযুক্ত নিত্য নতুন বলিয়া
প্রতীত হইয়া থাকে এবং ঐ অমৃতময় তনুই
দেব ও পিতৃগণ কর্তৃক যথেষ্ট নীত হয় ।
ভগবান মহাদেবই অমৃতাত্মা জলময় চন্দ্রমা
বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ৩৫-৪৮ । তাঁহার
প্রথমা রৌদ্রী তনুর পত্নী সুবর্চলা । সুবর্চলার
পুত্র শনৈশ্চর । তাঁহার 'ভব' এই নামের দ্বিতীয়
তনু জল ; এই জলের পত্নী-উষা, উষার পুত্র
উশনা । মহাদেবের 'শর্ক' নামের মূর্তি ভূমি,
এই ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী ।
বিকেশীর পুত্র অঙ্গারক । এইরূপ ঐশানী
তনুরূপী মহাদেবের পত্নী শিবা ; শিবের পুত্র
মনোজব । পাশুপতী মূর্তি অগ্নির পত্নী স্বাহা ;

দিশঃ পত্নীঃ স্মৃতান্তন্য স্বর্গচাস্য সূতঃ স্মৃতঃ ॥
 উগ্রা তনুঃ সপ্তমী যা দীক্ষিতৈব্রাহ্মণৈঃ স্মৃতা
 দীক্ষা পত্নী স্মৃতা-তস্য সন্তানঃ পুত্র উচ্যতে ॥
 নাম্নাষ্টমস্য মহভক্তনুখ্য চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ।
 পত্নী তু রোহিণী তস্য পুত্রচাস্য বুধঃ স্মৃতঃ ॥
 ইতোতান্তনবস্তস্য নামভিঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 তাস্ত্ব বন্দ্যা নমস্যাশ্চ প্রতিনাম তনুযু বৈ ॥ ৫৭
 ভক্তৈঃ সূর্য্যেহন্সু পৃথিব্যাং বায়ুগ্নিব্যোম-

দীক্ষিতৈঃ ।

তথা চ বৈ চন্দ্রমসি তনুভিনামভিঃ সহ ॥ ৫৭
 প্রজাবানেতি সাযুজ্যমীশ্বরস্য নরো হি সঃ ॥ ৫৮
 ইত্যেতদ্বো ময়াখ্যাতং গুহ্যং ভীমস্য তদ্যশঃ
 শং নোহস্ত্ব দ্বিপদে নিত্যং শং নোহস্ত্ব চ

চতুষ্পদে ॥ ৫৯

এতৎপ্রোক্তং নিদানং বস্তনাং নামভিঃ সহ
 মহাদেবস্য দেবস্য ভূগোস্ত্ব শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৬০
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মহাদেবতনু-
 বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

স্বাহার পুত্র স্বন্দ । তাঁহার 'ভীম' এই নামের
 তনু আকাশ ; আকাশের পত্নী দিক্‌পুঞ্জ ; আর
 পুত্র তাঁহার স্বর্গ । তাঁহার 'উগ্র' নামের তনু
 দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান ; এই যজমানরূপী
 মহাদেবের পত্নী দীক্ষা ; আর সন্তান তাঁহার
 পুত্র । তাঁহার অষ্টম নামের তনু চন্দ্রমা ;
 চন্দ্রমার পত্নী রোহিণী, তৎপুত্র বুধ । ভগবান্
 মহাদেবের এই অষ্ট প্রকার তনু কীর্তিত
 হইল । ঐ সকল তনু স্বীয় নামের সহিত
 পূজনীয়, বন্দনীয় এবং নমস্য । যে সকল
 মানব সূর্য্য, অপ, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, ব্যোম,
 দীক্ষিত ও চন্দ্রমা- এই সকল হরতনুতে ভক্তি
 স্থাপন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রজাবান্ হয় ও
 হরসায়ুজ্য লাভ করে । এই আমি
 আপনাদিগের নিকট গুহ্য, যশস্য হরতনু
 কীর্তন করিলাম ; ইহর ফলে অধুনা দ্বিপদ ও
 চতুষ্পদের মঙ্গল হউক । এই আমি দেব

অষ্টবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভূগোঃ খ্যাতিবিজ্জেষ্থঃ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ
 শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্বপ্রাণভূতামিহ ।
 দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তরবিচারিণৌ ॥ ১
 তয়োর্জ্যোষ্ঠা তু ভগিনী দেবী শ্রীলোকভাবিনী
 সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্
 নারায়ণাশ্রজৌ সাধ্বী বলোৎসহৌ ব্যজায়ত
 তস্যাশ্চ মানসাঃ পুত্রা যে চান্যে দিব্যচারিণঃ ।
 যে বহন্তি বিমানানি দেবানাং পুণ্যকর্মণাম্ ॥
 যে তু কন্যে স্মৃতে ভার্য্যে বিধাতুধাতুরেব চ
 আয়তির্নিয়তিশ্চৈব তয়োঃ পুত্রৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৪
 পাণ্ডুশ্চৈব মৃকশ্চ ব্রহ্মকোশৌ সনাতনৌ ।
 মনস্বিন্যাং মৃকশ্চৈব মার্কণ্ডেয়ো বভূব হ ॥ ৫

মহাদেবের তনু ও নামের নিদান কীর্তন
 করিলাম, অধুনা ভূগুবংশ কীর্তন করিতেছি-
 শ্রবণ করুন । ৪৯-৬০ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,-ভূগু হইতে খ্যাতির গর্ভে সুখ-
 দুঃখের প্রভু, প্রাণিমাত্রের শুভাশুভ-প্রদাতা
 মন্বন্তরবিচারী ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয়
 জন্মগ্রহণ করেন । লোকতারিণী শ্রীদেবী
 ইহাদের জ্যোষ্ঠা ভগিনী । ইনি দেব নারায়ণকে
 পতিরূপে বরণ করেন । এই সাধ্বী রমণীর
 গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুইটি
 পুত্র উৎপন্ন হয় । যাহারা স্বর্গচারী ও যাহারা
 পুণ্যকর্ম্মা ও দেবগণের বিমানসমূহের
 বহনকারী, তাহারা সকলেই ঐ শ্রীদেবীর মানস
 পুত্র । আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটি প্রসিদ্ধ
 কন্যা বিধাতা ও ধাতার ভার্য্যা ছিলেন ।
 তাঁহাদের দুইটি দৃঢ়ব্রত পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 তাঁহাদের নাম- পাণ্ডু ও মৃকশু । এই দুই পুত্র

সুতো বেদশিরাস্তস্য মুর্ধন্যায়ামজায়ত ।
 পীবর্যাং বেদশিরসঃ পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ ।
 মার্কণ্ডেয়া ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥ ৬
 পাণ্ডোশ্চ পুণ্ডরীকায়্যং দ্যুতিমানাত্মজোহভবৎ
 উৎপন্নৌ দ্যুতিমন্ত্ৰশ্চ সৃজবানশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
 তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভার্গবাণাং পরস্পরম্
 স্বয়ম্ভবেহন্তরেহতীতে মরীচেঃ শৃণুত প্রজাঃ
 পত্নী মরীচেঃ সন্ততির্বিজজ্ঞে সাত্মসম্ভবম্ ।
 প্রজাপতেঃ পূর্ণমাসং কন্যাশ্চৈমা নিবোধত ।
 কুষ্টিঃ পৃষ্টিত্বিষা চৈব তথা চাপচিতিঃ শুভা ॥ ৯
 পূর্ণমাসঃ সরস্বত্যাং দ্বৌ পুত্রাবুদপাদয়ৎ ।
 বিরজং চৈব ধর্মিষ্ঠং পর্বসং চৈব তাবুভৌ ॥ ১০
 বিরজসাত্মজো বিদ্বান সুধামা নাম বিশ্রুতঃ
 সুধামসুতো বৈরাজঃ প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতঃ
 লোকপালঃ সুধর্মাত্মা গৌরীপুত্রঃ প্রতাপবান্

পর্বসঃ সর্বগণানাং প্রবিষ্টঃ স মহাযশাঃ ॥ ১২
 পর্বসঃ পর্বসায়াং তু জনয়ামাস বৈ সুতৌ ।
 যজ্ঞবামং চ শ্রীমন্তং সুতং কাশ্যপমেব চ ।
 তয়োর্গোত্রকরৌ পুত্রৌ তৌ জাতৌ
 ধর্মনিশ্চিতৌ ॥ ১৩
 স্মৃতিশ্চাগ্নিরসঃ পত্নী জজ্ঞে তাবাত্মসম্ভবৌ ।
 পুত্রৌ কন্যাশ্চতস্রশ্চ পুণ্যাস্তা লোকবিশ্রুতাঃ ॥
 সিনীবালী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ।
 তথৈব ভরতাগ্নিঃ চ কীর্তিমন্তঃ চ তাবুভৌ ॥ ১৫
 অগ্নেঃ পুত্রং তু পর্জন্যং সংহৃতী সুযুবে প্রভুম্
 হিরণ্যরোমা পর্জন্যো মারীচ্যামুদপাদয়ৎ ।
 আভুতসংপ্লবস্থায়ী লোকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥
 জজ্ঞে কীর্তিমান্চাপি ধেনুকা তাবকল্যুষৌ ।
 বরিষ্ঠং ধৃতিমন্তং চাপ্যভাবগ্নিরসাং বরৌ ॥ ১৩
 তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ য়েহতীতা বৈ সহস্রশ

সনাতন ব্রহ্মাকোশস্বরূপ । মৃকতু হইতে
 মনস্বিনীয়া গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন ।
 তৎপুত্র বেদশিরা ; বেদশিরা মুর্ধন্যার গর্ভে
 মার্কণ্ডেয় হইতে জন্মলাভ করেন । পীবরীর
 গর্ভে তাঁহার বহু বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 তাঁহারা সকলেই মার্কণ্ডেয় নামে প্রসিদ্ধ এবং
 সকলেই বেদপারগ ঋষি । পুণ্ডরীকার গর্ভে
 পাণ্ডুর দ্যুতিমন, দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান্ নামে
 তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তন্মধ্যে দ্যুতিমন্ত
 ও সৃজবানের পুত্র-পৌত্রগণ ভার্গবদিগের
 সহিত পরস্পর সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ । স্বয়ম্ভব
 মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে ভগবান্
 মরীচির যেরূপ বংশবিস্তৃতি ঘটে, তাহা শ্রবণ
 করুন । মরীচীর পত্নী সন্ততি ; ইনি প্রজাপতি
 মরীচি হইতে পূর্ণমাস নামে এক পুত্র ও
 কতিপয় কন্যা প্রসব করেন । তাহাদের বিবরণ
 শ্রবণ করুন । ঐ কন্যাগণের নাম কুষ্টি, পৃষ্টি,
 ত্বিষা ও অপচিতি । পূর্ণমাস সরস্বতীর গর্ভে
 দুইটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । পুত্রদ্বয়ের
 নাম বিরজ ও পর্বস । এতদ্বয়ের মধ্যে

বিরজের পুত্র সুধামা ; তৎপুত্র ধার্মিক প্রতাপী
 বৈরাজ, প্রাচ্য দেশ আশ্রয় করেন । পর্বস
 গৌরীর পুত্র ; ইনি সুধার্মিক প্রতাপবান্,
 মহাযশা ও লোকপাল হইয়া প্রমথগণের
 অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । পর্বস
 পর্বসার গর্ভে দুইটি শ্রীমান পুত্র উৎপাদন
 করেন । তাহাদের নাম যজ্ঞবাস ও কাশ্যপ ।
 এতদ্বয়ের বংশবৃদ্ধিকর ধর্মনিশ্চায়ক দুইটি
 পুত্র উৎপন্ন হয় । ১-১৩ । অগ্নিরার পত্নী
 স্মৃতি । স্মৃতির গর্ভে দুইটি পুত্র ও চারিটি
 কন্যা উৎপন্ন হয় । ঐ কন্যাগণ সকলেই
 লোকবিশ্রুত ; সিনীবালী, কুহু, রাকা ও
 অনুমতি- ইহারা অগ্নিরার কন্যা । আর
 ভরতাগ্নি ও কীর্তিমন্ত এই দুইজন পুত্র ।
 সংহৃতি, অগ্নি হইতে প্রভু পর্জন্যকে
 পুত্ররূপে প্রসব করেন । হিরণ্যরোমা পর্জন্য
 মারীচীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন ।
 ঐ পুত্র আভুত-সংপ্লব-স্থায়ী লোকপাল
 হইয়াছিলেন । ধেনুকা, কীর্তিমান্ হইতে বরিষ্ঠ
 ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন ।

অনুসূয়াপি জজ্ঞে তান্ পঞ্চাদ্রেয়ানকলষান্ ॥
কন্যাং চৈব শ্রুতিং নাম মাতা শঙ্খপদস্য যা ।
কর্দমস্য তু যা পত্নী পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥১৯
সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপোমূর্তিঃ শনৈশ্চরঃ ।
সোমশ্চ পঞ্চমন্তেসামাসীৎ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে ।
যামেহতীতে সহাতীতাঃপঞ্চাদ্রেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ হ্যত্রিণা বৈ মহাত্মনা
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে যামে শতশোহথ সহস্রশঃ ॥২১
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তালিস্তৎসুতো

হভবৎ ।

পূর্বজনানি সোহগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে
মধ্যমো দেববাহুশ্চবিনীতো নাম তে ত্রয়ঃ ॥
স্বসা যবীয়সী তেষাং সদ্ধতী নাম বিষ্ণুতা ।
পর্জন্যজননী শুভ্রা পত্নী ত্বগ্নেঃ স্মৃতা শুভ্রা ॥২৬
পৌলস্ত্যস্য ঋষেচাপি প্রীতিপুত্রস্য ধীমতঃ ।
দত্তালেঃ সুমুবে পত্নী সুজজ্বাদীন্ বহনসুতান্

পৌলস্ত্য ইতি বিখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে
ক্ষমা তু সুমুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ ।
তে ত্রিগ্নিবর্চসঃ সর্বে যেষাং কীর্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
কর্দমশ্চানুরীষশ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ।
ঋষির্ধনকপীবাংশ্চ শুভ্রা কন্যা চ পীবরী ॥ ২৬
কর্দমস্য শ্রুতিঃ পত্নী আদ্রেয়াজনয়ৎ সুতান্ ।
পুত্রং শঙ্খপদং চৈব কন্যাং কাম্যাং তথৈব চ
স বৈ শঙ্খপদঃ শ্রীমান্লোকপালঃ প্রজাপতিঃ
দক্ষিণস্যাং দিশি রতঃ কাম্যাং দত্তা প্রিয়ব্রতে
কাম্যা প্রিয়ব্রতাত্তেভে স্বায়ম্ভুবসমান্ সুতান ।
দশ কন্যাং যং চৈব যৈঃ ক্ষত্রং সম্ভবতি তম্ ॥
পুত্রো ধনকপীবাংশ্চ সহিষ্ণুর্নাম বিশ্রুতঃ ।
যশোধরী বিজজ্ঞে বৈ কামাদেবং সুমধ্যমা ॥
ক্রতোঃ ক্রতুসমঃ পুত্রো বিজজ্ঞে সন্ততিঃ শুভ্রা
নৈয়াং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্বে তে

হ্যর্করেতসঃ ।

ইহারা উভয়েই আগ্নিরস শ্রেষ্ঠ । ইহাদিগের
যে সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র অতীত হইয়াছেন ;
তাঁহাদের মধ্যে অনুসূয়া অত্রি হইতে পাঁচটি
নিষ্পাপ পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব
করিয়াছিলেন । ঐ কন্যার নাম শ্রুতি ; উনি
শঙ্খপদের মাতা ও কর্দমঋষির পত্নী ।
অনুসূয়া যে পাঁচটি পুত্রপ্রসব করেন, তাঁহাদের
নাম- সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্তি, শনৈশ্চর
ও সোম । স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে ইহারা
বিদ্যমান ছিলেন । পরে যামনামক বেদগণসহ
এই পঞ্চ অত্রিবংশধর অতীত হইয়াছিলেন ।
স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে উহাদের শত শত
সহস্র সহস্র পুত্র-পৌত্র মহাত্মা অত্রির সহিত
বিদ্যমান ছিলেন । পুলস্ত্য হইতে প্রীতির গর্ভে
দত্তালি জন্মগ্রহণ করেন । ইনিই পূর্বজনো
স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অগস্ত্য ছিলেন ।
পুলস্ত্যের মধ্যম পুত্র দেববাহু ও কনিষ্ঠ
বিনীত । ইহাদের যবীয়সী ভগ্নীর নাম সদ্ধতী ;
পর্জন্য-জননী সুন্দরী শুভ্রা অগ্নির পত্নী ।
পৌলস্ত্য ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীমান্ দত্তালি

হইত তাঁহার পত্নী সুজজ্ব প্রভৃতি বহু পুত্র
প্রসব করেন । স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সকলেই
তাঁহারা পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন । পুলহ
প্রজাপতির পত্নী স্বাধা- অগ্নিতুল্য তেজস্বী বহু
প্রখ্যাতকীর্তি পুত্র প্রসব করেন । তাঁহাদের নাম
কর্দম, অনুরীষ ও সহিষ্ণু । এই সহিষ্ণুর
অপর নাম ধনকপীবান্ । ইহাদের ভগ্নীর নাম
পীবরী । কর্দমের পত্নী অত্রিনন্দিনী শ্রুতি
শঙ্খপদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নামী এক
কন্যা প্রসব করেন । শ্রীমান্ লোকপাল
প্রজাপতি শঙ্খপদ রাজা প্রিয়ব্রতের হস্তে স্বীয়
ভগিনী কাম্যাকে সম্ভ্রদান করিয়া দক্ষিণ
দিকে বাস করিয়াছিলেন । ১৪-২৮ । কাম্যা
প্রিয়ব্রত হইত স্বায়ম্ভুবসম দশ পুত্র ও দুইটি
কন্যা প্রসব করেন । এই পুত্রগণ হইতেই
ক্ষত্রকুল বর্ধিত হয় । পূর্বোক্ত ধনকপীবান্
সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত । ইহার পত্নী সুমধ্যমা
যশোধারী কামদেব নামে এক পুত্র উৎপাদন
করেন । ক্রতুর আত্মতুল্য পুত্র উৎপন্ন হয় ।
তাহা হইতেই ক্রতুর শুভ বংশবিস্তৃতি ঘটে ।

ষষ্ট্যেতানি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি শ্রুতাঃ ॥
 অরুণস্যাপ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্ ।
 আভুতসংপ্রবাৎসর্কে পতঙ্গসহচারিণঃ ॥ ৩২
 স্বসারৌ তু যবীয়সৌ পূণ্যাত্মসুমতী চ তে ।
 পর্ব্বসস্য স্নুশ্বে তে বৈ পূর্ণমাসসুতস্য বৈ ॥ ৩৩
 উজ্জায়ান্ত্র বসিষ্ঠস্য পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্জিরে ।
 জ্যায়সী চম্বসা তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা ॥
 জননী সা দ্যুতিমতঃ পাণ্ডোস্ত্র মহিষী প্রিয়া ।
 অস্যাং ত্রিমে যবীয়াংসো বাসিষ্ঠাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ
 রজঃপুত্রোহর্দ্ধবাহুঃ সর্বনশ্চাধনঃ যঃ ।
 সুতপাঃ শুক্ল ইত্যেতে সর্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ
 রজসো বাপ্যজনয়নার্কণ্ডেয়ী যশস্বিনী ।
 প্রতীচ্যাং দিশি রাজন্যং কেতুমন্তং প্রজাপতিম্
 গোত্রাণি নামভিষ্টেষাং বাসিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্
 স্বায়ম্বেহভরেহতীতাস্ত্বগ্নেস্ত শৃণুত প্রজাঃ ॥

এই বংশধরগণের ভার্য্যা পুত্র ছিল না ; ইহারা সকলেই উর্দ্ধরেতা ছিলেন । সংখ্যায় ইহারা ষষ্ঠী সহস্র ও বালখিল্য আখ্যায় অভিহিত । ইহারা দিবাকরকে পরিবৃত্ত করিয়া অরুণের অগ্নে অগ্নে প্রধাবিত হন । প্রলয়-কাল বধি ইহারা সূর্যের সাহচর্য্য করিয়া থাকেন । ইহাদের ভগিনীদ্বয়ের নাম পূণ্য ও আত্মসুমতী । ইহারা পূর্ণমাস-সুত পর্ব্বসের পুত্রবধু । উজ্জাগর্ভে বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । ইহাদের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন ; নাম তাঁহার পুণ্ডরীকা । ইনি দ্যুতিমানের জননী এবং পাণ্ডুর মহিষী । ইহার গর্ভে সপ্ত বাসিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন । এই সপ্ত বাসিষ্ঠের নাম রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সর্বন, অধন, সুতপা ও শুক্ল । ইহারা সকলেই সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত । মনস্বিনী মার্কণ্ডেয়ী রজস্ হইতে রাজন্য কেতুমান্ প্রজাপতিকে প্রসব করেন । ইনি প্রতীচ্য দিক্ আশ্রয় করিয়াছিলেন । মাহাত্ম্য বাসিষ্ঠগণের বংশ, নামের সহিত স্বায়ম্বেহাধিকারে লুপ্ত হইয়াছে । অধুনা

ইত্যেয ঋষিসর্গস্ত সানুবন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চাপ্যগ্নেস্ত শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৩৯
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
 ঋষিবংশানুকীর্ণনং নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

যোহসাবগ্নিরভিমানী হ্যসীৎ স্বায়ম্বেহভরে
 ব্রহ্মাণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজায়ত ১
 পাবকঃ পবমানিচ্চ শুচিরগ্নিচ্চ যঃ স্মৃতঃ ।
 শুচিঃ সৌরস্ত্র বিজ্ঞেয়ঃ স্বাহাপুত্রাজয়স্ত্র তে ॥ ২
 নির্মথ্য পবমানস্ত্র শুচিঃ সৌরস্ত্র যঃ স্মৃতঃ ।
 পাবকা বৈদ্যুতশ্চৈব তেষাং স্থানানি যানি বৈ
 পবমানাত্মজশ্চৈব কব্যবাহন উচ্যতে ।
 পাবকাং সহরক্ষস্ত্র হব্যবাহঃ শুচেঃ সুতঃ ॥ ৪
 দেবানাং হব্যবাহোহগ্নিঃ পিতৃণাং কব্যবাহনঃ

অগ্নিবংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । এই সানুবন্ধ ঋষিসর্গ কীর্তিত হইল, অধুনা বিস্তৃতভাবে অগ্নিবংশের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ২৮-৩৯ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

যিনি স্বায়ম্বেহ মনুর অধিকারে অভিমানী অগ্নি হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই স্বাহা তিন পুত্র প্রসব করেন । ঐ পুত্রগণের নাম পাবক, পবমান ও শুচি । শুচি অগ্নি সৌর বলিয়া বিখ্যাত । নির্মর্থন-জাত অগ্নিই পবমান ; সূর্য্যকরিণস্ত্র অগ্নি শুচি এবং বৈদ্যুত অগ্নিই পাবক বলিয়া জ্ঞাতব্য । ইহাদিগের বাসস্থান কথিত হইল । পবমানের আত্মজ-কব্যবাহন, পাবক হইতে সহরক্ষ; এবং শুচি হইতে হব্যবাহ জন্মগ্রহণ করেন । হব্যবাহ

সহরক্ষোহনুরাণাং তু ত্রয়াণাং তু ত্রয়োহগ্নয়ঃ
 এতষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ চত্বারিংশনুবৈব তু ।
 বক্ষ্যামি নামতন্তেষাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্
 বৈদ্যুতো লৌকিকাগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মাণঃ সূতঃ
 ব্রহ্মোদনগ্নিঃ তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ ॥
 বৈশ্বানরমুখস্তস্য মহঃ কাব্যো হ্যপাং রসঃ ।
 অমৃতোহথর্কবাং পূর্বং মধিতঃ পুরুরোদধৌ ।
 সোহথর্কো লৌকিকাগ্নিঃ দধ্যঙ্গোহথর্কবাং সূতঃ
 অথর্কো তু ভৃগুর্জ্যোহপ্যগ্নিরাথর্কবাং সূতঃ
 তস্মাৎ স লৌকিকাগ্নিঃ দধ্যঙ্গোহথর্কবাং মতঃ
 অথ যঃ পবমানোহগ্নিনির্মহ্যঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ
 স জ্যেয়ো গার্হপত্যোহগ্নিস্ততঃ পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্
 শংস্যাহবনীয়োহগ্নির্যঃ স্মৃতো হব্যবাহনঃ ।
 দ্বিতীয়স্ত সূতঃ প্রোক্তঃ শুক্রোহগ্নির্যঃ প্রণীয়তে
 তথা সভ্যাবসথ্যৌ বৈ শংস্যস্যাগ্নেঃ সূতাবুভৌ
 শংস্যাস্ত্র যোড়শ নদীশ্চকমে হব্যবাহনঃ ।

দেবাতাদিগের, কব্যবাহন পিতৃদিগের এবং
 সহরক্ষ অসুরদিগের অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
 ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি সংখ্যায়
 একোনপঞ্চাশৎ । ইহাদের নামতঃ বিভাগ
 বলিতেছি শ্রবণ করুন । প্রথমতঃ ব্রহ্মার সন্তান
 লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত, তৎপুত্র ব্রহ্মোদনগ্নি,
 তৎপুত্র ভরত । বৈশ্বানর-মুখ, ইহার তেজ এবং
 কাব্য ইহার রসরূপে উক্ত । পুরুরোদধি
 মস্থানে অমৃতোৎপত্তির পর অথর্কবাং অগ্নির
 উৎপত্তি । এই অথর্কো লৌকিকাগ্নিঃ ইহার পুত্র
 দধ্যঙ্গ । অথর্কো ভৃগু বলিয়া বিদিত ! ইহার
 পুত্র অগ্নিরা । অগ্নিরা হইতেই অথর্কবার পুত্র
 দধ্যঙ্গ লৌকিকাগ্নি বলিয়া অভিহিত । পবমান
 নামক অগ্নি কবিগণ কর্তৃক নির্মহ্য । এই অগ্নি
 গার্হপত্য নামে পরিচিত । ইহার দুই পুত্র ;
 তন্মধ্যে একের নাম শংস্য ; এই শংস্যই
 আহবনীয় হব্যবাহন নামে অভিহিত ।
 দ্বিতীয়ের নাম শুক্রাগ্নি । শংস্যের দুই পুত্র ;
 নাম- সভ্য ও অবসথ্য । দ্বিজগণ যে
 হব্যবাহনকে আহবনীয় অভিমানী অগ্নি বলিয়া

যোহসাবাহবনীয়োহগ্নিরভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ
 কাবেরীং কৃষ্ণবেণীং চ নর্মদাং যমুনাং তথা ।
 গোদাবরীং বিতস্তাং চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্
 বিপাশাং কৌশিকীং চৈব শতদ্রুং সরযুং ততা
 সীতাং সরস্বতীং চৈব হ্রাদিনীং পাবনীং তথা
 তাসু ষোড়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্
 আত্মানং ব্যদধাত্তাসু ধিক্ষীষথ বভূব সঃ ॥
 ধিক্ষ্যাদব্যভিচারিণ্যস্তাসুৎপন্নাশ্চ ধিক্ষয়ঃ ।
 ধিক্ষীষু জজিরে যস্মাদ্ধিক্ষয়স্তেন কীর্তিতাঃ ॥১৬
 ইত্যেতে বৈ নদী পুত্রা ধিক্ষীষেব বিজজিরে ।
 তেষাং বিহরণীয়া যে উপস্থেয়াশ্চ যেহগ্নয়ঃ ।
 তান্ শৃণুধ্বং সমাসেন কীর্ত্যমানান্ যথা তথা ॥
 ঋতুঃ প্রবাহণোহগ্নীধ্রুঃ পুরস্তাদ্ধিক্ষয়োহপরে
 বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যোহহি সর্বনক্রমাৎ
 অনির্দেশ্যান্নবাচ্যানামগ্নীণাং শৃণুত ক্রমম্ ।
 সম্রাডগ্নিঃ কৃষানুর্যো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ ॥ ১৯

জানেন তিনিই বিখ্যাত ষোড়শ নদীকে কামনা
 করেন । ঐ নদী সকলের নাম- কাবেরী,
 কৃষ্ণবেণী, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা,
 চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী,
 শতদ্রু, সরযু, সীতা, সরস্বতী, হ্রাদিনী ও
 পাবনী । হব্যবাহন ঐ নদীসমূহে স্থায় শরীর
 ষোড়শধা বিভক্ত করিয়া পরে স্বয়ং সেই
 সকল ধিক্ষীতে অর্থাৎ আধারভূত নদীতে
 আসক্ত হইলেন । অগ্নি নিজেও ধিক্ষ, সেই
 সকল সাধ্বী ধিক্ষীর উদরে তাহা হইতে
 অনেক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয় । ধিক্ষীগর্ভে
 জাত বলিয়া সেই পুত্রগণ ধিক্ষি নামে নিরূপিত
 হয় । এই সকল নদীনন্দন অগ্নির মধ্যে যাহারা
 বিহরণীয় ও পূজ্য সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ
 কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ১-১৭ । ঋতু,
 প্রবাহণ, অগ্নীধ্রু ও অপরাপর ধিক্ষিগণ
 যজ্ঞদিবসে বসনক্রমে সম্মুখভাগে সন্নিবেশিত
 হইয়া থাকেন । যে সকল অগ্নির স্থান নির্দেশ
 হয় নাই বা অন্য কেহ কেহ নির্দেশ
 করিয়াছেন, তাহাদের স্থাপনক্রম বলিতেছি ।

সম্রাড়াগ্নিঃ স্মৃতা হৃষ্টৌ উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজাঃ
 অধস্তাৎপর্যদন্যস্ত দ্বিতীয়ঃ সোহুত দৃশ্যতে ॥
 প্রতদ্বোচে নবো নাম চত্বারি স বিভাব্যতে ।
 ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥
 হব্যসূর্যাদ্যসংসৃষ্টঃ শামিত্রে স বিভাব্যতে ।
 বিশ্বস্যায়ঃ সমুদ্রোহগ্নিব্রহ্মস্থানে স কীর্ত্যতে ॥
 ঋতুদামা চ সুজ্যোতিরৌদুমর্য্যা স কীর্ত্যতে
 ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥ ২২
 অজৈকপাদুপস্থেয়ঃ স বৈ শালামখীয়কঃ ।
 অনুদেশ্যোহপ্যহির্বুরা সোহগ্নির্গৃহপতিঃ স্মৃতঃ
 শংস্যসৌব সুতাঃ সর্বে উপস্থেয়া দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
 ততো বিহরণীয়াংশ্চ কক্ষ্যাম্যষ্টৌ তু তৎসুতান
 ক্রতুপ্রবাহণোহগ্নীধস্তক্রস্তা ধিক্ষ্যয়োহপরে ।
 বিহ্বয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যোহহি সর্বনক্রমাৎ
 পৌত্রৈয়ন্তৎসুতো হ্যগ্নিঃ স্মৃতো যো হব্যবাহনঃ

যিনি অগ্নির সম্রাট কৃশানু, উত্তরদিগবর্তী যজ্ঞীয়
 দ্বিতীয় বেদিকা তাঁহার স্থান । সম্রাট অগ্নি
 অষ্টবিধ; দ্বিজগণ ইহাদের পূজা করিয়া
 থাকেন । পর্যৎনামক অগ্নি পূর্বোক্ত অষ্টবিধ
 অগ্নির মধ্যে দ্বিতীয়; ইহাকে বেদীর অধোবাগে
 নিরূপণীয় । নভ নামক অগ্নি চতুর্দা ভাবনীয় ।
 ব্রহ্মজ্যোতি বসু নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে
 স্থাপনীয় । হব্য ও সূর্যাদির সহিত যাহার কোন
 সংসর্গ নাই, এরূপ অগ্নি শামিত্র বিষয়ে
 ভাবনীয় । সমুদ্রাগ্নি ব্রহ্মস্থানে নির্হিত করিবে ।
 সুজ্যোতি ঋতুধাম নামক অগ্নি ঔদুমরীতে
 স্থাপনীয় বলিয়া কীর্তিত । অজৈকপাদ অগ্নি
 পূজনীয় । ইহাকে শালামুখ করিয়া স্থাপন
 করিতে হয় । অহির্বধ নামক অগ্নি অনুদেশ্য;
 ইহা গৃহপতি বলিয়া নির্দিষ্ট । আর শংস্যসুত
 অগ্নিগণ, দ্বিজগণের উপাস্য । অতঃপর
 বিহরণীয় অগ্নি ও তাহাদের পুত্রের বিবরণ
 বলিতেছি । ঋতু, প্রাবাহণ ও অগ্নিপ্র ইহাদিগকে
 লইয়া ধিক্ষিগণ যজ্ঞদিবসে যথাস্থানে সর্বন
 ক্রমে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । হব্যবাহন নামক

শান্তিচাগ্নিঃ প্রচেতাস্ত দ্বিতীয়ঃ সত্য উচ্যতে
 তথাগ্নির্বিষদেবস্ত ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ।
 অবক্ষুরচ্ছাবাকস্ত ভুবঃ স্থানে বিভাব্যতে ॥
 উশীরাগ্নি সর্বার্যস্ত নেষ্টীয়ঃ সং বিভাব্যতে ।
 অষ্টমস্ত ব্যরত্নিস্ত মার্জ্জালীয়ঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
 ধিক্ষ্যা বিহরণী য়া যে সৌম্যেনাজ্যেন চৈব হি
 তয়োর্থঃ পাবকো নাম স চাপাং গর্ত উচ্যতে
 অগ্নিঃ সোহবভূথো জ্জৈয়ঃ সম্যক্প্রাপ্যানুভূয়তে
 হ্রচ্ছয়ন্তৎসুতো হ্যগ্নির্জঠরে যো নৃণাং স্থিতঃ ॥
 মন্যমান্ জঠরস্যাগ্নের্বিকানগ্নিঃ সুতেঃ স্মৃত ।
 পরস্পরোচ্ছিতঃ সোহগ্নির্ভূতানাং হি বিভূর্নহান্
 পুত্রঃ সোহগ্নের্মন্যমতো ঘোরঃ সংবর্তকঃ স্মৃত
 পিবনপঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৩৩
 সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে
 সহরক্ষসুতঃ কআমো গৃহাণি স দহেন্নৃণাম্ ॥ ৩৪
 ক্রব্যাদোহগ্নিঃ সুতন্তস্য পুরুসানর্তি যো মৃতান্

অগ্নি পৌত্রৈয় বলিয়া বিখ্যাত । শান্তি নামক
 অগ্নি প্রচেতাস্বরূপ । সত্য নামক অগ্নি দ্বিতীয়
 স্থানীয় । বিষদেব নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে
 স্থাপনীয় । অচক্ষু এবং অচ্ছাবাক অগ্নি
 ভূমিতে স্থাপনীয় বলিয়া বিভাবিত সর্বার্য
 উশীরাগ্নি নেষ্টীয় বলিয়া জ্ঞাতব্য । অষ্টম
 ব্যরত্নি মার্জ্জালীয় বলিয়া কীর্তিত । যাহারা
 ধিক্ষ্য এবং যাহারা অন্য সৌম আজ্য দ্বারা
 বিহরণীয়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পাবক
 নামক অগ্নিই জলরাশির গর্ত বলিয়া কথিত ।
 যে অগ্নি জলে সম্যক্হুয়মান হয় তাহাই
 অবভূত অগ্নি । ইহার পুত্রের নাম হ্রচ্ছয় অগ্নি;
 এই হ্রচ্ছয় অগ্নিই প্রাণীদিগের জঠরে বাস
 করে । ১৮-৩১ । জাঠরাগ্নির পুত্র বিদ্বান্
 মন্যমান্ । ঐ অগ্নি ভূতগণের প্রবু ও পরস্পর
 উচ্ছিত । মন্যমানের পুত্র গোর সংবর্তক । এই
 সংবর্তক সমুদ্রে বড়বামুখে বাস করে ।
 সমুদ্রবাসী অগ্নির পুত্র সহরক্ষ; তৎপুত্র কাম;
 ইনিই নরগণের গৃহ দাহ করেন । তৎপুত্র-
 ক্রব্যাদ অগ্নি; এই অগ্নিই শবদেহ দক্ষ করে ।

ইত্যেতে পাবকস্যাগ্নেঃ পুত্রা হ্যেবং প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
ততঃ শুচেষ্ট যৈঃ সৌরৈর্গন্ধকৈর্বসুরাবৃতৈঃ ।
মথিতো যন্তরণ্যাং বৈ সৌহগ্নিরগ্নিঃ সমিধ্যতে
আয়ুর্নামাখ ভগবান্ পশৌ যন্ত প্রণীয়তে ।
আয়ুষো মহিমান্ পুত্রঃ স শাবান্নামতঃ সুতঃ ॥
পাকযজ্ঞেষভিমানী সৌহগ্নিস্ত স বনঃ স্মৃতঃ ।
পুত্রশ্চ সবনস্যাগ্নেরদ্ভুতঃ স মহাযশাঃ ॥ ৩৮
বিবিচিদ্ভুতস্যাপি পুত্রোহগ্নেঃ স মহান্ স্মৃতঃ
প্রায়শ্চিত্তেহথ ভীমানাং হতং ভুঙক্তে হবিঃ সদ
বিবিচেষ্ট সুতো হ্যকৌ যৌহগ্নিস্তস্য সুতাস্ত্বিমে
অনীকবান্ বাসৃজবাংশ্চ রঞ্জেহাপিতৃকৃত্বধা ।
সুরভির্বসুরত্নাদৌ প্রবিষ্টৌ রুদ্রবান্ ॥ ৪০
শুচেরগ্নেঃ প্রজা হ্যেবা বহুয়ন্ত চতুর্দশ ।
ইত্যেতে বহুয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীয়ন্তে-

হধ্বরেষু যে ॥ ৪১

আদিসর্গে হ্যতীতা বে যামৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্বমগ্নয়ন্তেহভিমানিনঃ ॥ ৪২
এতে বিহরণীয়াস্ত চেননাচেতনেশ্বিহ ।
স্থানভিমানিনো লোকে প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ'

পাচকাগ্নির এই সমস্ত পুত্রদিগের বিবরণ
কথিত হইল। অনন্তর শুচির পুত্রগণের বিষয়
বলা হইতেছে। শুচির পুত্র সৌরি অগ্নি-অসুর
ও গন্ধর্বগণ কর্তৃক অরণীমধ্যে মথিত হইয়া
সমিদ্ধ হইয়াছিল। আয়ুঃ নামক ভগবান্ অগ্নি
পশুশরীরে বিরাজিত। আয়ুর পুত্র মহিমান্ ।
যে অগ্নি পাক-যজ্ঞ অভিমানী, তাহাই সবন
নামে কথিত; সবনের পুত্র অদ্ভুত; তৎপুত্র
বিবিচি; এই বিবিচি প্রায়শ্চিত্তহোমে হত হবি
ভোজন করেন। বিবিচির পুত্র- অর্ক। অর্কের
কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়; যথা- অনীকবান্,
বাসৃজবান্, রঞ্জেহা, পিতৃকৃৎ ও সুরভি, এই
সুরভি ধনত্বাদিতে জ্যোতীরূপে প্রবিষ্ট। ইহারা
সকল শুচি অগ্নির সন্তান এবং সংখ্যায়
চতুর্দশ। ইহারাই অধ্বরে প্রণীত হইয়া
থাকে। যে সকল অভিমানী অগ্নি
স্বায়ম্ভুবাধিকারে অতীত হইয়াছে, তাহারা

কাম্য নৈমিত্তিকাজসেঘেতে কর্মম্ববস্থিতাঃ ।
পূর্বমম্বন্তরেহতীতে শুক্রৈর্ধামৈঃ সুরৈঃ সহ ॥
দেবৈর্মহাত্মভিঃ পুণ্যৈঃ প্রথমস্যান্তরে মনৌঃ
ইত্যেতানি ময়োক্তানি স্থানানি স্থা ননশ্চ হ ।
তৈরেব তু প্রসংখ্যাতমতী তানাগতেষপি ॥ ৪৫
মম্বন্তরেষু সর্বেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্ ।
সর্বৈ তপস্বিনো হ্যেতে সর্বৈ হ্যবভৃথাস্থথা ।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্বৈ জ্যোতিষ্মন্তশ্চ তে স্মৃতাঃ
স্বারোচিষাদিষু জেয়াঃ সাবর্ণ্যন্তেষু সপ্তসু ।
মম্বন্তরেষু সর্বেষু নানারূপপ্রয়োজনৈঃ ॥ ৪৭
বর্তন্তে বর্তমানৈশ্চ দেবৈরিহ সহাগ্নয়ঃ ।
অনগতৈঃ সুরৈঃ সার্কং বর্তন্তেহনাগতগ্নয়ঃ ।
ইত্যেব বিনয়োহগ্নীনাং ময় প্রোক্ত যথাতথম
বিস্তরেণানুপূর্ব্য চা পিতৃণাং বক্ষ্যতে ততঃ ॥
ইতি শ্রীমাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তেহগ্নিবর্ণনং
নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

বিহরণীয়াসংজ্ঞক অগ্নি; চেতন ও অচেতন
প্রাণীতে ইহাদের স্থিতি। ইহারা পূর্বের কাম্য,
নৈমিত্তিক ও নিত্য কর্মে অবস্থিত থাকিয়া
স্থানভিমানী ছিল; এবং পূর্ব মম্বন্তর অতীত
হইলে প্রথম মনুর অধিকারকালে পুণ্যশালী
মহাত্মা যাব দেবগণের সহিত অবস্থিত
ছিলেন। এই সকল অতীত অনাগত
অগ্নিদিগের স্থান স্থানী ও লক্ষণাদি আমি
কীৰ্ত্তন করিলাম। এই সকল অগ্নি তপস্বী
অবভৃতী, প্রজাপতি ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া
কীৰ্ত্তিত। স্বারোচিষ মনুর অধিকার পর্যন্ত
সকল মম্বন্তরেই অশেষ প্রয়োজন সাধনের
জন্য বর্তমান অগ্নি সকল বর্তমান দেবের
সহিত এবং অনাগত অগ্নিসকল অনাগত
দেবের সহিত বর্তমান। এই আমি যথার্থ
অগ্নি-নির্ণয় কীৰ্ত্তন করিলাম। অতঃপর
বিস্তৃতিরূপে পিতৃগণের বংশবিবরণ
আনুপূর্ব্বক কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
৩২-৪৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পুত্রান্ পূৰ্বে স্বায়ম্ভুবেহন্তরে ।
 অষ্টাংশি জজ্ঞিষে তানি মনুষ্যাসুরদেবতাঃ । ১
 পিতৃবন্যন্যমানস্য জজ্ঞিষে পিতরোহস্য বৈ ।
 তেষাং নিসর্গঃ প্রাপ্তক্কা বিস্তরন্তস্য বক্ষ্যতে
 দেবাসুরমনুষ্যাণাং দৃষ্টা দেবোহভ্যভাষত ।
 পিতৃবন্যন্যমানস্য জজ্ঞিষে বোপযক্ষিতাঃ ॥ ৩
 মধ্যাদয়ঃ ষড তবস্থান্ পিতৃন্ পরিচক্ষতে ।
 ঋতবঃ পিতরো দেবা ইত্যেষাবৈদিকী শ্রুতিঃ
 মন্বন্তরেষু সৰ্বেষু হ্যতীতানাগতেষপি ।
 এতে স্বায়ম্ভুবে পূৰ্বমুৎপন্ন হ্যন্তরে শুভে ॥৫
 অগ্নিস্বাস্তাঃ স্মৃতা নাম্না তথা বর্হিষদশ্চ বৈ ।
 অযজ্ঞানস্তথা তেসামাসন্ বৈ গৃহমেধিনঃ ।

ত্রিশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,- পূৰ্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান্
 প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে মনঃসমাধান
 করিলে, তাঁহা হইতে প্রথমতঃ জল ও পরে
 দেব, অসুর ও মনুষ্য সৃষ্ট হইল । পরে তিনি
 আপনাকে পিতার ন্যায় মনে করিলে পিতৃগণ
 জন্ম গ্রহণ করিলেন । এই পিতৃগণের সৃষ্টির
 বিষয় পূৰ্বে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ; অধুনা
 বিস্তৃতরূপে বলিতেছি- শ্রবণ করুন । ভগবান্
 ব্রহ্মা তদানীন্তন দেব, অসুর, মনুষ্যদিগকে
 নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,-আমি সকলের
 পিতার ন্যায় । এইরূপ ভাবনা করিলে মধু
 প্রভৃতি ষড়ঋতু জন্ম গ্রহণ করিল- এই ষড়
 ঋতুই পিতৃলোক বলিয়া কথিত । ‘ঋতু সকল
 পিতৃদেব’ ইহাই বৈদিক শ্রুতি । স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি
 অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরেই এই
 পিতৃগণ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছেন ।
 ইহাগিদের নাম অগ্নিস্বাস্তা ও বর্হিষদ ।

অগ্নিস্বাস্তাঃ স্মৃতাঃ বৈ পিতরোহনাহিতাগ্নয়ঃ
 যজ্ঞানস্তেষু যে হ্যসন পিতরঃ সোমপীথিনঃ ।
 স্মৃতা বর্হিষদস্তে বৈ পিতরস্তৃণিহোত্রিণঃ ॥ ৭
 ঋতবঃ পিতরো দেবাঃ শাস্ত্রেহম্মিন্শিচয়ো মতঃ
 মধুমাধবৌ রসৌ জ্যৈষৌ শুচিশুকৌ তু শুশ্রিণৌ
 নভশ্চৈব নভস্যশ্চ জীবাবেতাবুদাহতৌ ॥ ৮
 ইষশ্চৈব তথোজ্জশ্চ সুধাবস্তাবুদাহতৌ ।
 সহশ্চৈব তপস্যশ্চ মনুমন্তৌ তু তৌ স্মৃতৌ ।
 তপশ্চৈব তপস্যশ্চ ঘোরাবেতৌ তু শৈশিরৌ
 কালাবস্তাশ্চ ষট্‌তেসাং মাসাখ্যা বৈ ব্যবস্থিতাঃ
 ত ইমে ঋতবঃ প্রেক্ষাশ্চেতনাচেতনাস্ত বৈ ॥
 ঋতবো ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়াস্তেহভিমানিনঃ
 মাসার্কমাসস্থানেষু স্থানঞ্চ ঋতবোর্ভবাঃ ॥ ১১
 স্থানানাং ব্যতিরেকণ জ্ঞেয়াঃ স্থানভিমানিনঃ
 অহোরাত্রঞ্চ মাসাশ্চ ঋতবশ্চায়নানি চ ॥ ১২
 সংবৎসরাশ্চ স্থানানি কালাবস্থাভিমানিনঃ ।
 নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ ॥
 এতেষু স্থানেনা যে তু কালাবস্থাবস্থিতাঃ ।

ইহাদের মধ্যে কতিপয় অযজ্ঞা গৃহমেধী
 ছিলেন । অগ্নিস্বাস্তা নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণই
 অনাহিতাগ্নি বলিয়া বিদিত । পিতৃগণের মধ্যে
 যাহারা যজ্ঞা ও সোমপীথি, তাহারাই বর্হিষদ
 নামে অগ্নিহোত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ । ‘ঋতু সকল
 পিতৃদেব’ ইহাই শাস্ত্রের অনুমোদিত । চৈত্র
 বৈশাখ- রাস, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়- অগ্নি, শ্রাবণ
 ভাদ্র- জীব, আশ্বিন কার্ত্তিক- সুধা, অগ্রহায়ণ
 পৌষ- মন্যু এবং মাঘ ফাল্গুন- ঘোর
 শিশিরস্বরূপ । এই প্রকারে ঋতুর সামান্য
 কালাবস্থা বিহিত আছে । এই ঋতু সকল
 চেতন এবং অচেতন বলিয়া উক্ত হয় । ঋতু
 সকল ব্রহ্মার অভিমানী পুত্র মাসার্ককালে ঋতু
 অর্ন্তিবরূপে পরিণত হয় এবং স্থান ব্যতিরেকে
 তাহারা অভিমানী হইয়া থাকে । অহোরাত্র,
 মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর,- এই সকল
 কালাবয়ব কালাবস্থাভিমানী । নিমেষ, কলা,
 কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন ও ক্ষপা- এই সমুদায়ে

তন্ময়ত্বাস্তদাত্মাস্তদাত্মানন্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত
 পৰ্বণ্যাস্তিথয়ঃ সন্ধ্যা পক্ষা মাসার্দ্ধসংজ্ঞিতাঃ ।
 নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূৰ্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ ।
 দ্বাবৰ্দ্ধমাসৌ মাসস্ত দ্বৌ মাসাবতুরুচ্যতে ॥ ১৫
 ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নং দ্বৈহয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
 সংবৎসরঃ সুমেককস্ত স্থানান্যেতানি স্থানিনাম্
 ঋতবঃ সুমেকপুত্রা বিজ্ঞেয়া হৃষ্টধা তু ষট্ ।
 ঋতুপুত্রাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ প্রজাস্তর্জবলক্ষণাঃ ॥ ১৬
 যস্মাচ্চৈবার্ভবেয়াস্ত জায়ন্তে স্থাণুজঙ্গমাঃ ।
 আর্ভবাঃ পিতরশ্চৈব ঋতবশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১৮
 সুমেকাত্ম প্রসূয়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ প্রজাতয়ঃ ।
 তস্মাৎ স্মৃতঃ প্রজানাং বৈ সুমেকঃ প্রপিতামহঃ
 স্থানেষু স্থানিনো হ্যেতে স্থানাত্মনঃপ্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 তদাত্ম্যাস্তন্ময়ত্বাচ্চ তদাত্মানশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২০
 প্রজাপতিঃ স্মৃতো যস্ত স তু সংবৎসরো মতঃ
 সংবৎসরঃ স্মৃতো হ্যগ্নির্ধর্মিত্যুচ্যতে দ্বিজৈঃ

অবস্থিত যে সকল কালাবয়ব কালাত্মক বলিয়া
 তাহাদেরও নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
 করুন । পৰ্ব, তিথি, সন্ধ্যা, মাসার্দ্ধ-সংজ্ঞিত
 পক্ষ, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূৰ্ত্ত, দিন, রাত্রি,
 দুই অর্দ্ধ মাসে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু,
 তিন ঋতুতে এক অয়ন ; দক্ষিণ ও
 উত্তরাভিধেয় অয়ন, এবং দুই অয়নে এক
 বৎসর সুমেকসংজ্ঞায় অভিহিত । এইগুলি
 কালরূপ অবয়বীয় অবয়ব । ঋতু সকল
 সুমেক-পুত্র ; ইহরা ছয় ও আট ভাগে বিভক্ত ।
 ঋতু গণের পঞ্চ পুত্র ; তাহারা আর্ভব নামে
 খ্যাত । আর্ভব হইতে জাত স্থাণু ও জঙ্গম
 সকলেই আর্ভবেয় ; আর্ভব পিতৃ স্বরূপ ;
 ঋতুগণ পিতামহস্বরূপ । পূর্বোক্ত সকলেই
 সুমেক হইতে প্রসূত হইয়া মৃত হয় । এইজন্য
 সুকেম প্রজাগণের প্রপিতামহ বলিয়া কথিত ।
 এই সকল যথাস্থানস্থিত স্থানিগণ স্থানাত্মক
 বলিয়া কথিত । উহারা তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত সেই
 সেই নাম ও রূপশালী বলিয়া বিদিত । অর্থাৎ

ঋতাত্ম ঋতবো যস্মাজ্জজ্ঞিরে ঋতবস্ততঃ ।
 মাসাঃ ষড়ঋতবো জ্ঞেয়াস্তেষাং পঞ্চার্ভবাঃ
 সুতাঃ ॥ ২২
 দ্বিপদাং চতুষ্পদাং চৈবপক্ষিসংসর্পজামপি ।
 স্থাবরাণাঞ্চ পঞ্চানাং পুষ্পং কালার্ভবং স্মৃতম্
 ঋতুত্বমার্ভবত্বঞ্চপিতৃত্বঞ্চ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ইত্যেতে পিতরো জ্ঞেয়া ঋতবমর্ভবশ্চ যে ॥
 সর্বভূতানি তেভ্যোহথ ঋতু কালাদ্বিজজ্ঞিরে
 তস্মাদেতেহপি পিতর আর্ভবা ইতি নঃ শ্রতম্
 মন্বন্তরেষু সর্বেষু স্থিতাঃ কালান্ভিমানিনঃ ।
 স্থানান্ভিমানিনো হ্যেতে তিষ্ঠন্তীহ প্রসংযমাং
 অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
 জজ্ঞাতে চ পিতৃত্বাশ্চ দ্বৈ কন্যে লোকবিশ্রুতে
 মেনা চ ধারিণী চৈব যাভ্যাং বিশ্বমিদং ধৃতম্ ।
 পিতরন্তে নিজে কন্যে ধর্মার্থং প্রদদুঃ শুভে ।
 তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চৈব তে
 উভে । ২৮

ঋতু প্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট । প্রজাপতি-সম্বৎ-
 স্রর স্বরূপ এবং সম্বৎসর- অগ্নি ও ঋতুস্বরূপ
 বলিয়া উল্লিখিত । ঋত হইতেই ঋতুগণের
 জন্ম ; এই জন্যই উহাদের নাম ঋতু । মাস
 সকল ষড়ঋতু বলিয়া নির্দিষ্ট । পাঁচটা আর্ভব-
 ঐ ষড়ঋতুর সুতস্থানীয় । দ্বিপদ, চতুষ্পদ,
 পক্ষী, সর্প ও স্থাবরদিগের পুষ্পই কালার্ভব
 বলিয়া নিরূপিত । ঋতুত্ব ও আর্ভবত্ব-পিতৃত্ব
 বলিয়াই কীর্তিত । এজন্য ঋতু সকল ও আর্ভব
 সকল পিতা বলিয়া উক্ত । আমরা শুনিয়াছি,
 সর্বভূতই ঋতুকালে এই ঋতু ও আর্ভব
 হইতে জন্মগ্রহণ করে । সেইজন্য ইহাদিগকে
 পিতা বলা যায় । ১-২৫ । সকল মন্বন্তরেই
 কালান্ভিমানী ও স্থানান্ভিমানী অগ্নিস্বাত্তা ও
 বর্হিষদ নামক দ্বিবিধ পিতৃপুরুষ বর্তমান । ঐ
 পিতৃদ্বয় হইতে লোকবিশ্রুত দুইটি কন্যা
 জন্মগ্রহণ করে । ঐ কন্যাদ্বয়ের নাম- মেনা ও
 ধারিণী । ইহঁরাই এই বিশ্ব পোষণ করেন ।
 পিতৃগণ ধর্মার্থ ঐ কন্যাদ্বয় সম্প্রদান

অগ্নিস্বাস্ত্রাং যে প্রোক্তান্তেষাং মেনা তু মানসী
 ধারিণী মানসী চৈব কন্যা বর্হিষদাং স্মৃতা ॥ ২৯
 মেরোস্ত ধারিণী নাম পত্ন্যর্থং ব্যসৃজন্ শুভাম্
 পিতরস্তে বর্হিষদঃ স্মৃতা যে সোমপীথিনঃ ।
 অগ্নিস্বাস্ত্রাং তাং মেনাং পত্নীং হিমবতে দদুঃ
 স্মৃতাংস্তে বৈ তু দৌহিত্রাস্তদৌহিতান্নিবোধত ॥
 মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং সান্বসূয়ত ।
 গঙ্গা সরিষদ্বরা চৈব পত্নী যা লবণোদধেঃ ।
 মৈনাকস্যনুজঃ ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো যতঃ স্মৃতঃ
 মেরোস্ত ধরনী পত্নী দিবৌষধিসমন্বিতম্ ।
 মন্দরং সুষুবে পুত্রং তিস্রঃ কন্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥
 বেলা চ নিয়তিশ্চৈব তৃতীয়া চায়তিঃ পুনঃ ।
 ধাতুশ্চৈবায়তিঃ পত্নী বিধাতুনিয়তিঃ স্মৃতা ॥
 স্বায়ম্ভবেহস্তরে পূর্বং তয়োবৈ কীর্তিতাঃ প্রজাঃ
 সুষুবে সাগরাধ্বলা কন্যামেকামান্দিতাম্ ॥
 সাবর্ণিনা চ সামুদ্রী পত্নী প্রাচীনবর্হিষঃ ।

সবর্ণা সাখা সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
 সর্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩৬
 তেষাং স্বায়ম্ভবো দক্ষঃ পুত্রত্বে জজ্জিবান্ প্রভুঃ
 ত্র্যম্বকস্যভিশাপেন চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ॥ ৩৭
 এতচ্ছূত্বা ততঃ সূতমপৃচ্ছচ্ছাংশপায়নঃ ।
 উৎপন্নঃ স কথং দক্ষো হ্যভিশাপান্তবস্য তু ।
 চাক্ষুষস্যাম্বয়ে পূর্বং তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ৩৮
 ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস সূতো দক্ষাশ্রিতাং কথাম্
 শাংশপায়নমামন্ত্র্য ত্র্যম্বকাচ্ছাপকারণম্ ॥ ৩৯
 দক্ষস্যাসন্ সূতো হৃষ্টৌ কন্যা যাঃ কীর্তিতা ময়া
 শ্বেভ্যোগৃহেভ্যো হ্যনায্য তাঃ পিতাভ্যর্চয়দ
 গৃহে ।

ততস্থভ্যচ্চিতাঃ সর্বা ন্য বসংস্তাঃ পিতৃগৃহে ॥
 ভাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্য বৈ
 নাজুহাবাত্মজাং তাং বৈ দক্ষ্যে রুদ্রমভিধ্বিন
 অকরোং স নতিং দক্ষ্যে ন কদাচিন্মহেশ্বরঃ ।

করিয়াছিলেন । ঐ উভয় কন্যা ব্রহ্মবাদিনী এবং
 পরম যোগিনী ছিলেন । তন্মধ্যে মেনা- অগ্নিস্বাস্ত্রা
 নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা । আর ধারিণী
 নামী কন্যা বর্হিষদ নামক পিতৃগণের মানসী
 কন্যা । সোমপীথী বর্হিষদ পিতৃগণ মেরুকে
 ধারিণী নামী কন্যা প্রদান করেন এবং অগ্নিস্বাস্ত্রা
 পিতৃগণ মেনা নামী স্বয়ি কন্যাকে হিমবানের
 হস্তে পত্নীত্বে সম্প্রদান করেন । অধুনা
 তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবরণ শ্রবণ করুন ।
 হিমবানের পত্নী মেনা মৈনাককে প্রসব করেন ।
 সরিষদ্বরা গঙ্গা লবণোদধির পত্নী । ক্রৌঞ্চ-
 মৈনাকের অনুজ । ক্রৌঞ্চ হইতেই
 ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিখ্যাত । মেরুপত্নী ধারিণী
 দিবৌষধি-সমন্বিত মন্দরাখ্য পুত্র ও তিনটি
 কন্যা প্রসব করেন । ঐ কন্যাত্রয়ের নাম- বেলা,
 নিয়তি ও আয়তি । ইহাদের মধ্যে আয়তিকে
 ধাত্রা এবং নিয়তিকে বিধাতা পত্নীত্বে গ্রহণ
 করেন । স্বায়ম্ভুবাধিকারে ইহাদের সন্তান-সন্ত
 তি কীর্তিত হইয়াছে । বেলা সাগর হইতে এক

অনিন্দিতাঙ্গী কন্যা প্রসব করেন । সাবর্ণিস্বয়ি
 সামুদ্রী নামী কন্যা প্রাচীনবর্হির হস্তে সম্প্রদান
 করেন । তাহা হইতে দশ পুত্র উৎপন্ন হয় ;
 সকলেই প্রাচেতস সংজ্ঞায় অভিহিত এবং
 সকলেই ধনুর্বেদে বিশারদ । চাক্ষুষ মনুর
 অধিকার কালে ভগবান্ ত্র্যম্বকের অভিশাপে
 স্বায়ম্ভুব দক্ষ তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ
 করেন । ২৬-৩৭ । শাংশপায়ন এই কথা
 শুনিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে সূত!
 চাক্ষুষ মন্বন্তরে কি প্রকারে দক্ষ ভব-শাপে
 পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন? আপনি তাহা
 বলুন । সূত এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া
 ক্ষবিষয়িনী কথা কহিতে লাগিলেন । তিনি
 কহিলেন,- দক্ষ প্রজাপতির অষ্ট কন্যা; তিনি
 তাঁহার কন্যাগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনয়ন
 করিয়া নিজগৃহে যথোচিত সম্মানের সহিত
 বাস করাইতে লাগিলেন । তাঁহাদের মধ্যে
 সতী নামী জ্যেষ্ঠা কন্যা- জগজ্জননী ত্র্যম্বক-
 পত্নী । দক্ষ রুদ্রের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সতীকে

জামাতা শ্বশুরে তস্মিন্ স্বভাবান্তেজসি স্থিতঃ
ততো জ্ঞাত্বা সতী সৰ্ব্বাঃ স্বসৃঃ প্রাপ্তাঃ পিতৃ
গৃহম্ ।

জাগাম সাপ্যনাহুতা সতী তৎ স্বং পিতৃগৃহম্ ॥
তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যঃ পূজাম-
সম্মতাম্ ।

ততোহব্রবীৎ সা পিতরং দেবী ক্রোধাদমর্ষিতা
যবীয়নীভ্যো জ্যায়সীং কিম্ব পূজামিমাং প্রভো
অসম্মতামবজ্জায় কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥ ৪৪
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা হি ন ত্বসৎকর্তুমর্হসি ।
এবমুক্তেহব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ॥
ত্বং তু শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ পূজ্যা বালা সদা মম ।
তাসাং যে চৈব ভর্তারন্তে মে বহুমতাঃ সদা ॥
ব্রক্ষিষ্ঠাশ্চ তপিষ্ঠাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্মিকাঃ ।
গুণৈশ্চৈবাবিকাঃ শ্লাঘ্যা সৰ্ব্বৈ তে ত্র্যম্বকাং
সতি ॥ ৪৭

আহবান করিলেন না, কারণ- সতীপতি কদাপি
দক্ষকে প্রণাম করিতেন না ; পরন্তু তিনি
জামাতা হইয়াও শ্বশুরের নিকট অতি
তেজস্বিত দেখাইতেন । অনন্তর সতী আপন
অপর ভগিনীগণ পিতৃগৃহে আসিয়াছে শুনিয়
অনাহুতভাবেই পিতৃগৃহে আগমন করিলেন ।
কিন্তু দক্ষ তাঁহার অন্যান্য কন্যা অপেক্ষা
তাঁহাকে নিকৃষ্টতম পূজা করিলেন । তাহাতে
সতী ক্রোধাবিষ্টা হইয়া পিতাকে কহিলেন,-
হে পিতঃ ! আপনি কনিষ্ঠাদিগকে জ্যেষ্ঠার
ন্যায় সম্মান করিতেছেন ; ইহাতে আমি
অসম্মতা বা দুঃখিতা হইলে, আপনি আমার
নিন্দা করিয়া থাকেন । আমি আপনার জ্যেষ্ঠা
কন্যা, কি জন্য আপনি আমায় উপযুক্ত সম্মান
করেন না ? ক্ষা সতী কর্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত
হইয়া আরক্ত-নেত্রে বলিতে লাগিলেন,-হে
সতি ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও সম্মানার্থী
কন্যা বটে, কিন্তু তুমি ব্যতীত আমার
অপরাপর কন্যাগণের ভর্তৃগণ সকলেই আমার

বসিষ্ঠো হতি পুলস্ত্যশ্চ অগ্নিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
ভৃগুর্গরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥৪৪
তস্যাশ্চা স চ তে শৰ্কো ভক্তা চাসি হিতং সদা
তেন ত্বাং ন বুভূষামি প্রতিকুলো হি মে ভবঃ
ইত্যুবাচ তদা দক্ষঃ সম্ভ্রমুদৈন চেতসা ।
শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যে চোক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৫০
তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবী দমব্রবীৎ
বাজ্বনঃকর্ম্মভির্ষম্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসে ।
তস্মাস্ত্যজাম্যহং দেহমিদং তাত তবাত্মজম্ ॥
ততস্তেনাবমানে সতী দুঃখাদমর্ষিতা ।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৫২
যত্রাহমুপ্পৎসেহহং পুনর্দেহেন ভাস্বতা ।
তত্রাপ্যহমসম্মুঢ়া সল্লতা ধার্মিকী পুনঃ ।
গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধর্ম্মতঃ ॥৫৩
তত্রৈবাপি সমাসীনা যুক্তাত্মানং সমাদধে ।

বহুমত এবং তাহারা সকলেই ত্র্যম্বক অপেক্ষা
ব্রক্ষিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, মহাযোগী, ধার্মিক ও
গুণাধিক ! বসিষ্ঠ, অগ্নি, পুলহ, অগ্নিরা, পুলস্ত্য,
ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি- ইহারা আমার শ্রেষ্ঠ
জামাতা । শৰ্ক আমার প্রতিকুল অথচ সে-ই
তোমার আত্মস্বরূপ এবং তাহাতেই তুমি
অনুরক্তা । এজন্য আমি তোমার পক্ষপাতী
নহি । মৃঢ়চিত্ত দক্ষ শাপপ্রস্তু হইবার নিমিত্তই
এইরূপ কথা বলিলেন । সতী পিতা কর্তৃক
এইরূপে অবমানিতা হইয়া বলিলেন,- হে
তাত ! আমি বাক্য-মন ও কর্ম্ম দ্বারা অদুষ্টা
হইলেও আপনি যে হেতু আমায় বিনাদোষে
অবমাননা করিলেন, অতএব আমি আপনা
হইতে উৎপন্ন আমার এই কলুষিত তনু সত্বর
পরিত্যাগ করিব । ৩৮-৫১ । অনন্তর
অবমানিতা সতী নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া
ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্বক মনে মনে
বলিতে লাগিলেন,- আমি পুনরায় যেকানে
জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিব,
সেইখানেই মুক্ত না হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব

ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ ॥ ৫৪
তত আগ্নেয়ীসমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ ।
সৰ্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহির্ভস্ম চকার তাম্
তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্য্য দেবোহুথ শৃরভঃ ।
সংবাদঞ্চ তয়োৰ্বৃদ্ধা যাতাতথ্যেন শঙ্করঃ ।
দক্ষস্যাথ ঋষীণাঞ্চ চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥
যস্মাদবমতা দক্ষ মৃৎকৃতে নাম সা সতী ।
প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সৰ্ব্বাঃ স্বসুতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥
তস্মাদ্ধৈবস্বতং প্রাপ্য পুনরেব মহর্ষয়ঃ ।
উৎপস্যন্তে দ্বিতীয়ে বৈ মম যজ্ঞে হ্যযোনিজাঃ
হুতে বৈ ব্রহ্মণা শত্রে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
অভিব্যাহত্যা চ ঋষীন্ দক্ষমভ্যগমৎ পুনঃ ॥
ভবিতা চাক্ষুসো রাজা চাক্ষুষস্য সমন্বয়ে ।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চেব প্রচেতসঃ ॥ ৬০
দক্ষ ইত্যেব নাম্না তুং মার্ষায়াং জনয়িষ্যসি ।

এবং ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধর্মপত্নীত্ব প্রাপ্ত হইব ।
এই বলিয়া সেই স্থানেই তিনি যোগাবলম্বনে
স্বীয় দেহ সমাহিত করিলেন ।- সতী তখন মনে
আগ্নেয়ী ধারণা করিলেন ; করিবামাত্র আগ্নেয়ী
ধারণা করিলেন ; করিবামাত্র আগ্নেয়ী ধারণা
হইতে সমুখিত বায়ু দ্বারা বহিঃ সৰ্ব্বাঙ্গে
সঙ্গলিত হইয়া তাহার দেহ তৎক্ষণাৎ তস্মসাৎ
করিয়া ফেলিল । অনন্তর শূলধারী ভগবান্ শঙ্কর
দেবীর নিধন-সংবাদ যথায়থ অবগত হইয়া
দক্ষ ও ঋষিগণের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া
বলিলেন,- হে দক্ষ ! তুমি যেমন আমার জন্য
সতীকে অবমানিত করিয়া তোমার অপর
সকল কন্যাগণকে ভর্তার সহিত সম্মানিত
করিয়াছ ; ইহার ফলে বৈবস্বতযুগে তোমার
অনুগত মহর্ষিগণ মৃত্যু-কবলিত হইয়া পুনরায়
আমার দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিবেন । চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ভগবান্
ব্রহ্মা দক্ষযজ্ঞে হোম করিতেছিলেন, তৎকালে
ভগবান্ শূলী ঋষিগণের প্রতি এই প্রকার বাক্য
প্রয়োগ করিয়া ক্রমে দক্ষসমীপে আসিয়া

কন্যায়াং শাখিনাঈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষেহুত্রে
দক্ষ উবাচ ।

অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুশ্মতে ।
ধর্মার্থকামযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃপুনঃ ॥ ৬২
যস্মাদ্ভুং মৎকৃতে ক্রুবমৃষীন্ ব্যাহতবানসি ।
তস্মাৎ সার্কং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ
দ্বিজাঃ ॥ ৬২

হত্বাহতিং ততঃ ক্রুর অপত্যক্ষ্যন্তি কর্ম্মসু ।
ইহৈব বৎস্যসি ততা দিবং হিত্বাযুগক্ষয়াৎ ॥
রুদ্র উবাচ ।

সর্বেষামেব লোকানাং ভূলোকত্বাদিরুচ্যতে ।
তমহঙ ধারয়িষ্যামি নিদেমাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৬৪
অস্যাং ক্ষিতৌ বৃতা লোকাঃ সর্বৈ তিষ্ঠন্তি
ভাস্করাঃ ।

তানহং ধারয়ামীহ সততং ন তবাজ্জয়া ॥ ৬৩
চাতুর্কর্ণ্যং হি দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে

উপস্থিত হইয়া বলিলেন, -চাক্ষুষান্বয়ে চাক্ষুষ
নামে এক রাজা হইবেন, ঐ রাজা প্রাচীনবিহর
পৌত্র ও প্রচেতার পুত্র । উনি তোমাকে
বৃক্ষনন্দিনী মরিষার গর্ভে উৎপাদন করিবেন ।
দক্ষ বলিলেন- রে দুশ্মতে । আমি সে জন্মেও
তোমার ধর্মার্থকামযুক্ত কর্ম্মে পুনঃপুন বিঘ্ন
উৎপাদন করিব বেং তুমি যে আমার নিমিত্ত
নিরীহ ঋষিগণকে ক্রুরবাক্যে তিরস্কার
করিয়াছ ; তাহার ফলে দ্বিজগণ তোমাকে
সুরগণের সহিত পূজা করিবেন না এবং
তাহারা আহতি প্রদান করিয়াজ্ঞকুণ্ডে জল
ঢালিয়া দিবেন । সুতরাং যুগক্ষয় নিব্বন
তোমাকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া এই
মর্ত্যলোকেই বাস করিতে হইবে । ৫২-৬৩ ।
রুদ্র বলিলেন,- মুঢ় ! ভূলোক, লোক সকলের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আমি উহা পরমেষ্ঠীর আদেশে
ধারণ করিয়া থাকি । এই ক্ষিতিতলে
ভাস্করোপম লোক সকল বিরাজ করিতেছেন ।
আমি তাহাদিগকে তোমার আদেশে ধারণ

নাহং তৈঃ সহ ভোক্ষ্যামি ততো দাস্যাস্তি তে
পৃথক্ ।

ততো দেবৈঃ স তেঃ সাক্ষং নেজ্যতে

পৃথগিজ্যতে ॥ ৬৭

ততো হৃভিব্যাহতো দক্ষো রুদ্রোণামিততেজসা
স্বয়ম্বেহন্তরে ত্যজ্ঞা উৎপন্নো মানুষেষ্বিহ ॥

জ্ঞাত্বা গৃহপতিং দক্ষং জ্ঞাননামীশ্বরং প্রভুম্ ।

দক্ষো নাম মহায়জ্ঞেঃ সোহ্যজদৈবতৈঃ সহ ॥

অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্তে বৈবস্বতেহন্তরে

মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥

সা তু দেবী সতী পূৰ্ব্বং ততঃ পমআদুমাভবৎ ।

সহব্রতা ভবসৈশ্বা ন তয়া মুচ্যতে ভবাঃ ।

যাবদিচ্ছতি সংস্হাতুং প্রভূৰ্মস্বন্তরেস্বিহ ॥ ৭১

মরীচং কশ্যপং দেবী যথাদিতিরনুব্রতা ।

সাধ্যং নারায়ণং শ্রীশ্চ মঘবন্তং শচী যথা ॥ ৭২

বিষ্ণুং কীৰ্ত্তী রুচিঃ সূর্য্যং বসিষ্ঠং চাপ্যরুদ্রতী ।

নৈতান্ত্র বিজহত্যেতান্ ভর্তৃন্ দেব্যঃ কথঞ্চন

আবর্ত্তমানকল্পেষু পুনর্জায়ন্তি তৈঃ সহ ॥ ৭৩

করি না । দেবতাদিগের মধ্যে চাতুৰ্কণ্য আছে, তাহারা সকলে একত্র ভোজন করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি তাহাদের পণ্ডিত্তে ভোজন করি না; সুতরাং আমাকে তাহারা পৃথকভাবেই ভোজন করান । এজন্য আমি হবির্ভাগ ও পূজা তাহাদের সহিত গ্রহণ না করিয়া পৃথকভাবে গ্রহণ করি । অনন্তর দক্ষ অমিততেজা রুদ্র কৰ্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্বয়ম্ভবাধিকারে মানুষ লোকে উৎপন্ন হইলেন এবং জ্ঞানবান্ গৃহপতি দক্ষ দেবতাগণের সহিত এক মহায়জ্ঞ আরম্ভ করিলেন । এদিকে শৈলরাজ মেনার গর্ভে উমা দেবীকে উৎপাদন করিলেন । ইনিই পূৰ্ব্বজন্মে সতী আখ্যায় অভিহিতা ছিলেন । এই দেবীই পূৰ্ব্ব সতী পশ্চাৎ উমা নাম্নী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন । যেমন দিতি মরীচ কশ্যপকে, লক্ষ্মী নারায়ণকে, কীৰ্ত্তি বিষ্ণুকে, রুচি সূর্য্যকে এবং অরুদ্রতী বসিষ্ঠকে কদাপি কোন প্রকারে

এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ

চাক্ষুষেহন্তরে ।

প্রাচীনবর্হিষঃ পৌতঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥

দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মার্ষায়াঞ্চ পুনর্নৃপঃ ।

জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্
ভৃগাদয়স্ত তে সৰ্ব্বৈ জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ ।

আদ্যে ত্রেতাযুগে পূৰ্ব্বং মনো বৈবস্বতস্য হু ॥

দেবস্য মহতাং যজ্ঞে বারুণীং বিদ্রতস্তনুম্ ॥

ইতি সানুশায়ো হ্যাষীস্তয়োজাত্যন্তরাগতঃ ।

প্রজাপতেস্ত দক্ষস্য ত্রাশ্বকস্য চ ধীমতঃ ॥ ৭৭

তস্মান্ননষয়ঃ কার্যো বৈরিষহ কদাচন ।

জাত্যন্ত রগতস্যাপি ভাবিতস্য শুভাশুভৈঃ ।

জন্তং ন মুঞ্চতি খ্যাতিস্তনু কার্য্যং বিজানতা ॥

উষয় উচুঃ ।

প্রাচেতসস্য দক্ষস্য কথং বৈবস্বতেহন্তরে ।

বিনাশমগমৎ সূত হয়মেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৭৯

পরিত্যাগ করেন না এবং ইহারা সকলেই প্রতি কল্পে কল্পেও পুনরায় আপন আপন ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হন, তেমনি এই সতী সৰ্ব্বদাই ভবের সহধর্মিণী, কদাপি ভবকে পরিত্যাগ করেন না । অনন্তর দক্ষ রুদ্রশাপ নিবন্ধন চাক্ষুষাধিকারে প্রাচীনবহির পৌত্র ও দশ প্রচেতার পুত্ররূপে মার্ষার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণও বৈবস্বত মনুর অধিকারকালের পূৰ্ব্ব ত্রেতাযুগের প্রথমে বরুণতুল্য রূপধারী দক্ষের যজ্ঞে জন্মগ্রহণ করিলেন । ৬৪-৭৬ । এই প্রকারে ভগবান হর ও প্রজাপতি দক্ষের জন্মান্তরেও দীর্ঘ ঘেষ চলিতে লাগিল । বহুতঃ জন্মান্তরীয় বৈবস্বতাবশে উপনীত শুভাশুভ কর্ম্মে পরিচালিত জীবের অন্তর হইতে পূৰ্ব্ব সংস্কার কদাচ বিলুপ্ত হয় না ; অতএব বৈরিতা করিয়া ক্রোধ কিম্বা ঘেষ বর্জন করা সমীচী নহে । ঋষিগণ বলিলেন- হে সূত ! বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির

দেব্যা মৃত্যুং কৃতং মত্বা ক্রুদ্ধং সৰ্বাত্মকং প্রভুম্
কথং প্রাসাদয়দক্ষঃ সাধিতঃ কথম্ ॥

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামন্তনো ব্রাহ্মি যথাতথম্ ॥ ৮০

সূত উবাচ ।

পুরা মেরোর্ধ্বজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
এতিহ্যং নাম সাবিত্রং সৰ্ব্বরত্নবিভূষিতম্
অপ্রমেয়মনাধুষ্যং সৰ্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ।

তস্মিন্ দেবো গিরিশ্রেষ্ঠে সৰ্ব্বাধাতুবিভূষিতে ।

পর্য্যঙ্ক ইব বিভ্রাজনুপবিষ্টো বভূব হ ॥ ৮২

শৈলরাজসুতা চাস্য নিত্যং পার্শ্বস্তিতাভবৎ ।

আদিত্যাম্বহাআনো বসবমআমিতৌজসঃ ॥

তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ।

তথা বৈশ্রবানো রাজা গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৪

যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ ।

উপাসতে মহাত্মানমুশা চ মহামুনিঃ ।

সনৎকুমরপ্রমুখাস্তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮৫

অগ্নিরঃ প্রমুখাশ্চৈব ততা দেবর্ষয়োহপরে ।

বিশ্বাবসুর্নস্তুতা নারদপর্ব্বতৌ ॥ ৮৬

অঙ্গরোগণসজ্জাম্বাজগুরনেকশঃ ।

ববৌ শিবঃ সুকো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচি ॥ ৮৭

হয়মেধ যজ্ঞ কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ?
কি প্রকারেই বা দক্ষ প্রজাপতি, দেবীর
দেহত্যাগ জনিত ক্ষোভে নিতান্ত ক্রুদ্ধ রুদ্রকে
প্রসন্ন করিলেন ? এবং বিধ্বস্ত যজ্ঞই বা সাধিত
হইল কিরূপে ? ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা
করি । তুমি যথায়থ কীর্ত্তন করিয়া আমাদের
কৌতুহল নিবারণ কর । সূত বলিলেন,- হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! পূর্বে দেবদেব একদা
সর্বলোকে নমস্কৃত অপ্রমেয় অনাধুষ্য
সর্বরত্ন-বিবুধিত, লোকবিশ্রুত জ্যোতিষ্ক-
নামক মেরুশৃঙ্গে পর্য্যঙ্কাসীনবৎ উপসিষ্ট
ছিলেন । ঐ সময় শৈলরাজসুতা নিরন্তর তাঁহার
পার্শ্বে বাস করিতেন । তৎকালে আদিত্যগণ,
অমিতৌজা বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সনৎ
কুমার প্রমুখ পরম ঋষি, অগ্নিরা-প্রমুখ
দেবর্ষি, বিশ্বাবসু, গন্ধর্ব্ব, নারদ, পর্ব্বত ও

সর্বর্ষুকুসুমোতোঃ পুষ্পবন্তো দ্রুমাস্তথা ।

ততা বিদ্যাধরাশ্চৈব সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ ॥ ৮৮

মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যুপাসন্তি তত্র বৈ ।

ভুতানি চ তথান্যানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ৮৯

রাক্ষসাম্বহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ ।

বহুরূপধরা হৃষ্টা নানা প্রহরণোদ্যতাঃ ॥ ৯০

দেবস্যানুচরাস্তত্র তদ্বৈবৈশ্বানরোপমাঃ ।

নন্দীশ্বরভৃগবান্ দেবস্যানুমতে স্থিতঃ ।

প্রগৃহ্য জ্বলিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ৯১

গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা ।

পর্য্যুপাসত তং দেবরূপিণী দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৯২

এবং স ভগবাংস্তত্র দীপ্যমানং সুরর্ষিভিঃ ।

দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৯৩

হরা হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষ্যে বৈ যজ্ঞমারভৎ ।

গঙ্গাদ্বারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধ নিষেবিতে ॥

ততস্তস্য যথে দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ ।

গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিয়ে তদা ॥ ৯৫

শৈবীর্মানৈর্মহাত্মানো জ্বলন্তির্জ্বলন প্রভাঃ ।

অঙ্গরাগণ সকলে আসিয়া সেইখানে নিত্য
নিত্য তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ।
মঙ্গলময় সুখস্পর্শ বায়ু বিবিধ গন্ধ লইয়া
অনুকূলভাবে বহিতে লাগিল । বিটপিবৃন্দ
সকল ঋতুতেই সমভাবে পুষ্প প্রদান করিতে
লাগিল ; সিদ্ধ বিদ্যাধর ও তপোধনগণ
ভগবান পশুপতির সর্ব্বদা উপাসনা করিতে
লাগিলেন ; অন্যান্য বিবিধরূপ ভূত সকল,
মহারৌদ্র রাক্ষসগণ ও মহাবল পিশাচগণ,
ইহারা সকলেই নানা প্রহরণে ভূষিত হইয়া
ভগবান মহাদেবের অনুচরের কার্য্য করিতে
লাগিল । ভগবান্ নন্দীশ্বর স্বীয় তেজে
দীপ্যমান উজ্জ্বল শূল হস্তে ধারণ করিয়া
মহাদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আদেশ
পালন করিতে লাগিলেন । ৭৭-৯১ ।
সর্ব্বতীর্থময়ী দেবরূপিণী সরিষরা গঙ্গা
তৎকালে দেবদেবের আরাধনা করিতে
লাগিলেন । এই প্রকারে ভগবান মহাদেব

সেবস্যানুমতেহগচ্ছন্ গঙ্গাধার ইতি শ্রুতিঃ ॥
 গন্ধৰ্বান্ধরসাকীণং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ।
 ঋষিসঙ্ঘৈঃ পরিবতং দক্ষং ধর্মভূতাং বরম্ ॥
 পৃথিব্যমন্তরিক্ষে বা যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ ।
 সর্বে প্রাজ্ঞলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ॥
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সহ মরুদগণৈঃ
 জিহ্মুনা সহিতাঃ সর্বে আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ॥
 উশ্মপাঃ সোমপাশ্চৈব আজ্যপা ধুমপাস্থথা ।
 অশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব আগতা ব্রহ্মণা সহ ॥১০০
 এতে চান্যে চ বহবো ভূতগ্রামান্তথৈব চ ।
 জরায়ুজাওজাশ্চৈব শ্বেদজোঽস্তিজ্জকাস্থথা ॥১০১
 আহুতা মন্ত্রতঃ সর্বে দেবাশ্চ সহ পত্নিভিঃ ।
 বিরাজন্তে বিমানস্তা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥১০২
 তান্ দৃষ্টা মন্যুমাষিষ্টো দধীচো বাক্যমব্রবীৎ
 অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে ।

তথায় দেব ও সুরর্ষিগণের সহিত দীপ্তি পাইতে
 লাগিলেন। এমন সময় দক্ষ হিমালয়পৃষ্ঠে যজ্ঞ
 আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমি মঙ্গলজনম
 মুনিসিদ্ধ-নিষেবিত গঙ্গাধারে প্রতিষ্ঠিত
 হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঐ যজ্ঞোপলক্ষে
 অনলকান্তি শতক্রতু প্রমুখ দেবগণ প্রজ্বলিত
 বহ্নিবৎ নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করিয়া
 গঙ্গাধারে আগমন করিয়াছিলেন। তখন কি
 পৃথিবীস্থ, কি অন্তরীক্ষস্থ, কি স্বর্লোকবাসী
 সকলেই কৃতাজ্ঞলিপুটে ঋষিসঙ্ঘ-পরিবৃত
 ধার্মিকপ্রবর প্রজাপতি দক্ষের প্রশংসা করিতে
 লাগিলেন। আদিত্য, বসু রুদ্র, সাধ্য ও
 মরুদগণ ইহারা সকলে দেব বিষ্ণুর সহিত
 যজ্ঞভাগ লাভার্থ আগমন করিলেন। উশ্মপা,
 সোমপা, আজ্যপা, ধুমপা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও
 পিতৃগণ, ইহারা সকলে পিতামহ ব্রহ্মার সহিত
 আগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বহু
 ভূতগ্রাম, জরায়ুজ, অওজ, উদ্ভিজ্জ ও শ্বেদজ
 প্রভৃতি প্রাণিগণও এ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়াছিল।
 দেবগণ স্বীয় স্বীয় পত্নীর সহিত অনলবৎ
 দীপ্যমান বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে

নরঃ পাপমবাপ্রোতি মহদৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥
 এবমুক্তা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমবাষত ।
 পূজ্যস্ত পশুভর্তারং কন্মান্নাহবয়সে প্রভুম্ ॥১০৪
 দক্ষ উবাচ ।
 সন্তি মে বহুবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ ।
 একাদমাবস্তগতা নান্যং বেদ্বি মহেশ্বরম্ ॥১০৫
 দধীচ উবাচ ।
 সর্বেষামেকমনেত্রহয়ং যেনেমো ন নিমন্ত্রিতঃ ।
 যথাহং শঙ্করাদুর্দ্ধং নান্যৎপশ্যামিদৈবতম্ ॥
 তথা দক্ষস্য বিপুলো যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি ॥
 দক্ষ উবাচ ।

এতন্মুখেশায় সুবর্ণপাত্রে
 হবিঃ সমস্তং বিধিমন্ত্রপুতম্ ।
 বিষ্ণোর্নয়াম্য প্রতিমস্য সর্বং
 প্রবোর্বিভোহ্যাহবনীয়নিত্যম্ ॥ ১০৭
 গতান্ত দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা ।

বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই সময় ব্রহ্মর্ষি
 দধীচি মুনিগণকে আগমন করিতে দেখিয়া
 প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন,- অপূজ্য-পূজনে
 এবং পূজ্যগণের অপূজনে নর মহৎ পাপ প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।
 বিপ্রর্ষি দধীচ দক্ষকে এই কথা বলিয়া পুনরায়
 বলিলেন,-হে প্রজাপতে! আপনি পূজনীয় দেব
 পশুপতিকে কি জন্য আহ্বান করেন নাই?
 দক্ষ বলিলেন,-একদশ অবস্থা প্রাপ্ত বহুতর
 শূলহস্ত কপর্দী রুদ্র আমার আছে। অন্য
 মহেশ্বর কে? রুদ্র আমার আছে। অন্য মহেশ্বর
 কে? তাহা আমি জানি না। দধীচ বলিলেন,-
 সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; কিন্তু
 মহেশকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। শঙ্কর অপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট দেবতা ত কৈ আমি কাহাকেও
 দেখিতেছি না; দক্ষের এই বিপুল যজ্ঞ সম্পন্ন
 হইবে না। ৯২-১০৬। দক্ষ বলিলেন,-এই
 যজ্ঞে আমি সুবর্ণপাত্রে করিয়া বিধি-মন্ত্রপুত
 সমস্ত হবিং গ্রহণপূর্বক অপ্রতিম ভগবান্
 বিষ্ণুকেই উপহার প্রদান করিব। তিনিই নিত্য

উবাচ বচরং সাধ্বী দেবং পশুপতিং তদা ॥

উমোবাচ ।

ভগবন্ ক্ব গতা হ্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।

ব্রুহি তন্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥

মহেশ্বর উবাচ ।

দক্ষো নাম মহাভাগে প্রজানাং পতিরুত্তমঃ ।

হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ১১০

দেবুবাচ ।

যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং ন গতোহসি বৈ ।

কেন বা প্রতিষেধেন গমনং প্রতিষিধ্যতে ॥

মহেশ্বর উবাচ ।

সুরৈরেব মহাভাগে সৰ্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্ ।

যজ্ঞেসু মম সৰ্ব্বেষু ন বাগ উপকল্পিতঃ ॥ ১১২

পূৰ্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি ।

ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি বাগং যজ্ঞস্য ধীমতঃ ॥

দেবুবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বদেবেষু প্রবাবাভ্যধিকো গুণৈঃ ।

অজেষ্টাপ্রধৃষ্যচ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ১১৪

অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন ভাগতঃ ।

অতীব দুঃখমাপন্ন বেপথুম্মমানঘ ॥ ১১৫

কিং নাম দানং নিয়মং তপো বা

কুর্য্যামহং যেন পতিন্মাদ্য ।

লভেত ভাগং ভগাবন্চিন্ত্যো

যজ্ঞস্য চার্কমত বা তৃতীয়ম্ ॥ ১১৬

এবং ক্রুবাণাং ভগবানচিন্ত্যঃ

পত্নীং প্রহৃষ্টঃ ক্ষুভিতামুবাচ ।

ন বেৎসি দেবেশি কৃশোদরাজি

কিং নম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ১১৭

অহং হি জানামি বিশালনেত্রে

ধ্যানেন সৰ্বং হি বদন্তি সত্ত্বঃ ।

তবাদ্য মোহেন মহেন্দ্রদেবো

লোকত্রয়ং সৰ্ব্বথা সম্ভ্রশৃঢ়ম্ ॥ ১১৮

মামধ্বরে শংসিতারঃ স্তবন্তি

রথন্তরে সাম গায়ন্তি গেয়ম্ ।

মাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্রে যজন্তে

মমাধ্বর্যাবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ১১৯

হরনীয় । এদিকে আমন্ত্রিত দেববৃন্দ দলে দলে দক্ষের যজ্ঞভূমিতে আগমন করিতেছেন, দেখিয়া সাধ্বী শৈলরাজ-সূতো ভগবান্ হরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-ভগবন্ ! এই শক্রপ্রমুখ দেববৃন্দ কোথায় গমন করিতেছেন? যথাযথ বলিয়া আমার কৌতুহল নিবরণ করুন । মহেশ বলিলেন,-দেবি! মহাভাগে! দক্ষা নামক প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, তদুপলক্ষে দেবগণ তথায় যাইতেছেন । দেবী বলিলেন,-হে মহাভাগ! আপনি কেন এই যজ্ঞে যাইতেছেন না? কোন অন্তরায় হেতু আপনার গমন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে? মহেশ্বর বলিলেন,-হে মহাভাগে! সুরগণই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ কল্পনা করেন না বা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদানও করেন না । দেবী বলিলেন,-ভগবন্! আপনি সকল দেবতা হইতে অধিক প্রভাববান, অজেয়, এবং তেজ, যশ ও ঐশ্বর্য্যে অপ্রধৃষ্য ;

এত গুণ সত্ত্বেও আপনার যজ্ঞভাগ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এ কারণ আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং এজন্য আমার শরীরে কম্প হইতেছে । এমন কোন দান, নিয়ম বা তপস্য আছে যাহা করিলে আপনি যজ্ঞের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশও লাভ করিতে পারেন, যদি থাকে, তবে আমি তাহাই করি । ১০৭-১১৬ । দেবী এই কথা বলিলে, ভগবান্ দেবেশ দেবীকে দুঃখিত জানিয়া, হৃষ্টচিন্তে বলিলেন,-হে কৃশোদরাজি! তুমি জানো না তোমার কি একরূপ বলা শোভা পায়, আমি জানি, সাদু ব্যক্তির ধ্যান বশে সমস্তই জানিতে পারেন । বলিব কি, তোমার মোহে মহেন্দ্র, এমন কি লোকত্রয়ই আপাততঃ মুগ্ধ হইয়াছে নতুবা দেখিতেছ না কি যে, প্রস্তোতা সকল যজ্ঞে আমারই স্তব করিতেছে এবং রথন্তরে নান গান হইতেছে । ব্রাহ্মণগণ আমাকে ব্রহ্মযজ্ঞে

দেব্যাচ।

সুপ্রাকৃতোহপি ভগবান্ সৰ্ব্বস্ত্রীজনসংসদি।
স্তৌত গোপায়তে বাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ

ভগবানুবাচ।

নাআনং স্তৌমি দেবেশি পশ্য ত্বমুপগচ্ছ চ।
যং ব্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থং বরবর্ণিনি ॥
এবমুক্তা তু ভগবান্ পত্নীং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।
সোহসৃজন্তবান্ ব্রহ্মাত্ততং ক্রোধাগ্নিসন্নিভম্
সহস্রশীৰ্ষং দেবঞ্চ সহস্রচরণেষ্কণম্।
সহস্রমুদগরধরং সহস্রশরপাণিনম্ ॥ ১২৩
শঙ্খচক্রগদাপাণিং দীপ্তকাম্বকধরিণম্।
পরমসিধরং দেবং মহারৌদ্রং ভয়াবহম্ ॥ ১২৪
ঘোররূপেণ দীপ্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধকৃতভূষণম্।
বসানং চর্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরনিস্রবম্ ॥ ১২৫
দংষ্ট্রাকরালং ভিদ্ভান্তং মহাবক্রং মহোদরম্।
বিদ্যুজ্জিহবং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং দুরাসদম্ ॥
কুলিশোদ্যোতিতকরং ভাভিজ্বলিতমুর্দ্ধজম্।
জ্বালামালাপরিষ্কিণ্ডং মুক্তাদামবিভূষিতম্ ॥ ১২৬

পূজা করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্যু গণ
আমরাই ভাগ কল্পনা করেন। দেবী বলিলেন,-
ভগবন্! অত্যন্ত প্রাকৃত লোকও স্ত্রীজন
সন্নিধানে নিজের প্রশংসা করে অথবা
আত্মগোপন করিয়া থাকে। ভগবান্ বলিলেন-
হে দেবশি! আমি আত্মজ্ঞান করিতেছি না।
তুমি আমার নিকটে আসিয়া দেখ-আমি
যজ্ঞভাগ লাভের নিমিত্ত এক ভূত সৃজন
করিতেছি। ভগবান্ হর স্বীয় পত্নীকে এই কথা
বলিয়া নিজ মুখ হইতে ক্রোধাগ্নি-সন্নিভ এক
ভূত সৃজন করিলেন। ঐ ভূত-সহস্রশীৰ্ষ,
সহস্রচরণ, সহস্রমুদগর-ধর, সহস্রশরপাণি,
শঙ্খচক্রগদা-পাণি, দীপ্তকাম্বকধারী, পরও ও
অসিধারী সাক্ষাৎ ভয়তুল্য, মহারৌদ্র,
ঘোররূপে দীপ্যমান, চন্দ্রার্দ্ধকৃত-ভূষণ,
বদ্যচর্মপরিধারী, রুধিপ্লাবিত-সর্কাস, করাল-
দংষ্ট্রা, মহাবক্র, মহোদর, বিদ্যুজ্জিহ্বা, লম্বোষ্ঠ,
লম্বকর্ণ, দুরাসদ, বহু বার দীপ্তহস্ত,

তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্তমিব পাবকঃ।
আকর্ণদারিতাস্যাত্তং চতুর্দংষ্ট্রং ভয়ানকম্ ॥ ১২৮
মহাবলং মহাতেজং মহাপুরুষমীশ্বরম্।
বিশ্বহর্ষমহাকায়ং মহান্যগ্রোধমণ্ডলম্।
যুগপচ্চন্দ্রশতবদীপ্যন্তং মনুগাগ্নিবৎ ॥ ১২৯
চতুর্মহাস্যং সিতভীক্ষদন্তং
মহোদ্রতেজোবলপৌরুষাত্মম্ ॥
যুগান্তসূর্যাগ্নিসহস্রভাসং
সহস্রচন্দ্রামলকান্তিকান্তম্।
প্রদীপ্ত সর্কৌষধিমন্দরাভং
সুমেরুকৈলাসহিমাদ্রিতুল্যম্ ॥ ১৩০

যুগার্কভং মহাবীর্যং চারুনাগং মহাননম্।
প্রচণ্ডগণ্ডং দীপ্তাক্ষমগ্নিজ্বালাবলাননম্ ॥ ১৩১
মৃগেন্দ্রকৃন্তিবসনং নানাগন্ধানুলেপনম্।
উষ্ণীষিণং চন্দ্রধরং কুচিদুগ্ধং কুচিং সমম্ ॥ ১৩২
নানাকুসুমমুর্দ্ধানং নানাগন্ধানুলপনম্।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্গং নানাভরণভূষিতম্ ॥ ১৩৩
কর্ণিকারস্রজং দীপ্তং ক্রোধাদুদ্ভ্রান্তলোচনম্ ॥
কচিন্মৃত্যতি চিত্রাঙ্গং কচিদদতি সুব্রম্।
কচিক্షায়তি যুজাত্মা কচিং স্থলং প্রমার্জ্জতি।
কচিক্ষায়তি বিশ্বাত্মা কচিদ্রৌতি মুহর্মহঃ ॥

তেজঃপ্রদীপ্ত কেশরাশি-ধর, জ্বালা-মালায়
পরিষ্কিণ্ড, মুক্তা-দাম-বিভূষিত, যুগান্ত
পাবকের ন্যায় তেজে প্রদীপ্ত, আকর্ণ-বিস্তৃত-
বদন, মহাবল মহাতেজা, বিশ্বহর্ষা, মহাকায়,
মহান্ বটবিটপীর ন্যায় পরিমণ্ডল-যুত, যুগপৎ
শতচন্দ্রবৎ সমুদ্ভুল, মনুগাগ্নির ন্যায়
দীপ্যমান, চারিটী বিরাট্ আস্যযুক্ত, সিত
ভীক্ষ দংষ্ট্রশালী, মহেন্দ্রতেজা, সহস্রযুগান্ত-
সূর্যা-সন্নিভ, সুমেরু কৈলাস ও হিমাদ্রি তুল্য,
প্রচণ্ড-গণ্ড, দীপ্তাক্ষ, অগ্নিজ্বালা-বিশিষ্ট
মুখবিবর, মহাভুজসংবেষ্টিত, উষ্ণীষধর, বিবিধ
কুসুম-ভূষিত মস্তক-ধর, নানা আভরণে
ভূষিত ও ক্রোধে উদ্ভ্রান্তস্ত্রে। ১১৭-১৩৪।
সে নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া কখন নৃত্য করিতে
লাগিল, কখন সুহরে কথা কহিতে লাগিল,

জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ
প্রভুত্বমাত্মসম্বোধো হৃদিষ্ঠানগুণৈর্যুতঃ ॥ ১৩৬
জানুভ্যামবনিং গতা প্রণতঃ প্রঞ্জলিঃ স্থিতঃ ।
অজ্ঞাপয় ত্বং দেবেশ কিং কার্য্যং করবাণি তে
তমুবাচাক্ষিপ মখং দক্ষস্যেহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৩৭
দেবস্যানুমতিং শ্রুত্বা বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবেশস্য উমাপতেঃ ॥
ততো বন্ধাং প্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া ।
দেব্যা মন্যকৃতং মত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ ॥
মন্যনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী ।
আত্মানঃ সর্বসাক্ষিতে তেন সাক্ষং সহানুগা ॥
স এষ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতো দেব্যা মন্যপ্রমার্জকঃ
সোহসৃজদ্রোমকুপেভ্যো রৌদ্রান্নাম গণেশ্বরান্
রুদ্রানুগা মহাবীর্যা রুদ্রবীর্য্যপরক্রমাঃ ॥ ১৪২
রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্বেরুদ্রসমপ্রভাঃ ।

কখন স্থল বস্ত্র মার্জন করিতে লাগিল, কখন
গান করিতে লাগিল, এবং কখন বা মহর্ষুহ
রোদন করিতে লাগিল । জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য,
তপ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, প্রভুত্ব, আত্মসম্বোধ,
ও অধিষ্ঠান-গুণযুক্ত হইয়া সে ক্ষিতিতল লুপ্তিত
ভাবে কৃতাজলিপুটে দেবদেব মহেশ্বরকে
বলিল,-হে দেব! আজ্ঞা করুন, আমি আপনার
কি কার্য্য করিব? তখন ভগবান্ মহাদেব
বলিলেন,-তুমি দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস
কর । অনন্তর মহাবল বীরভদ্র দেব মহেশ্বরের
অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক
পিঞ্জর-মুক্ত সিংহের ন্যায় অতিক্রোধে দেবীর
উৎকণ্ঠাজনক সেই দক্ষযজ্ঞাভিমুকে ধাবিত
হইলেন । ঐ সময়েই দেবীর ক্রোধ-সমুতা
মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী বীরভদ্রের
অনুসরণ করিলেন । অতীব ক্রুদ্ধ প্রেতাবাসবাসী
বীরভদ্র তখন দেবীর ক্রোধোপশমের নিমিত্ত
স্বীয় রোমকুপ হইতে রৌদ্রনামক অসংখ্য
গণেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন । ঐ রুদ্রসহচর অতি
বিভীষণ রুদ্রগণ সকলেই রুদ্রতুল বল-

তে নিপেতুস্ততঃশতং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥
ততঃ কিলকিলাশ্ব আকাশং পুরয়ান্নিব ।
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্বেরুদিবৌকসঃ ॥
পর্ব্বতাশ্চ ব্যাশীর্য্যস্ত কম্পতে চ বসুন্ধরা ।
মেরুশ্চ ঘূর্ণ্যতে বিপ্রাঃ ক্ষুভ্যন্তে বরুণালয়াঃ ॥
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ ।
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ॥
ঋষয়ো নাভ্যভাষন্ত ন দেবা ন চ দানবাঃ ।
এবং হি তিমিরীভূতে নিদহন্তি বিমানিতাঃ ॥
সিংহনাদং প্রমুঞ্চন্তে ঘোররূপা মহাবলাঃ ।
প্রভঞ্ন্তে পরে ঘোরা যুপানুৎপাটয়ন্তি চ ॥
প্রমদন্তি তথা চান্যে বিনৃত্যন্তি তথাপরে ।
আধাবন্তি প্রধাবন্তিবায়ুবেগা মনোজবাঃ ।
চূর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যাগস্যায়তানি চ ॥ ১৪৯

বীর্য্যশালী ও রুদ্রের ন্যায় রূপধারী ; তাহারা
সংখ্যায় শত শত সহস্র সহস্র । তাহারা দলবদ্ধ
হইয়া যুগপৎ যজ্ঞভূমি আক্রমণ করিল ।
তাহাদের কিল-কিলা শব্দে আকাশ ও দিক্
সকল পরিপূর্ণ হইল । নিখিল দেববৃন্দ চকিত
ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ
হইয়া গেল ; বসুন্ধরা কম্পান্বিত হইতে
লাগিলেন । মেরু ঘূর্ণ্যমাণ হইল । সাগর
ক্ষুভিত, অগ্নি দীপ্তিহীন, ভাস্কর তেজোহীন,
গ্রহগণ অপ্রকাশিত, এবং তারকাপুঞ্জ নিঃপ্রভ
হইয়া পড়িল । যজ্ঞে সমাগত ঋষিগণ,
দেবগণ এবং দানবগণের কারও বাক্য ক্ষুরণ
হইল না । ক্রমশঃ সর্বস্থান যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন
হইয়া উঠিল । গণসমূহ আকাশে থাকিয়া
যজ্ঞাগত লোক সকলকে নির্দয়ভাবে
নিপীড়িত করিতে লাগিল ; মহাবল গণগণ
ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিল ; কেহ কেহ
বা যজ্ঞাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; কেহ কেহ বা
যজ্ঞপুট উৎপাটন করিয়া দিল ; কেহ কেহ
বা নির্দয় নিপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল ; অপর
কতিপয়গণ দলবদ্ধ হইয়া পৈশাচিক আনন্দে
তাণ্ডব করিতে লাগল । তাহারা দলে দলে

শীর্ষ্যমাণানি দৃশ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাং ।
 দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ ॥
 ক্ষীরনদ্যন্ততা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দমাঃ ।
 মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ॥ ১৫১
 ষড়ুরসান্নিবহন্ত্যান্য গুড়কুল্যা মনোরমাঃ ।
 উচচাবচানিমাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥
 পানকানি চ দিব্যানি লেহ্যং চোষ্যং তথাপরে
 ভুঞ্জতে বিবিধৈর্বৈক্রেবিলুষ্ঠন্তি ক্ষিপন্তি চ ॥
 রুদ্রকোপান্নাহাকায়াঃ কালাগ্নিসদৃশোপমাঃ ।
 সুরসৈন্যানি মর্দন্তে ভীষয়ন্তি চ সর্বশঃ ।
 ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারান্চিচ্ছিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥
 রুদ্রকোপপ্রযুক্তান্ত সর্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্ ।
 তং যজ্ঞমহনন্ শীঘ্রং রুদ্রকল্পাঃ সমীপতঃ ॥
 চত্বরন্যে তথা নাদান্ সর্বভূতভয়ঙ্করান্ ।
 ছিত্তা শিরোহন্যে যজ্ঞস্য বিনন্দতি ভয়ঙ্করাঃ ॥
 দক্ষো দক্ষপতিশ্চৈব দেবো যজ্ঞপতিস্তথা ।
 মৃগরূপেণ চাকাশে প্রপলায়িতুমারভৎ ॥ ১৫৭

বায়ুবেগে ধাবন ও কুর্দন করিতে লাগিল
 যজ্ঞপাত্র সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল ; যজ্ঞ-
 ভবন বিনষ্ট করিল ; নভস্তলে তারা যেমন
 বিশীর্ণ দেখায়, তদ্রূপ যজ্ঞভূমি বিশীর্ণ হইয়া
 উঠিল । তাহারা দিব্য দিব্য পর্বতোপম অন্ন
 ও পানীয়-রাশি, ক্ষীর-নদী, ঘৃত ও পায়স-
 কর্দম, শদু ও মাণ্ডোদক, জল, খণ্ড ও
 শর্করারূপ বালুকারাশি, ষড়ুরসবাহিনী অসংখ্য
 গুড়কুল্যা, উচচাবচ মাংসস্তম্ভ, অন্যান্য বিবিধ
 ভক্ষ্য ও দিব্য দিব্য লেহ্য, চুষ্য প্রভৃতি খাদ্য-
 সামগ্রীর স্তম্ভ যথেষ্ট ভোজন ও চতুর্দিকে
 উঃক্ষেপণ করিতে লাগিল । সেই
 রুদ্রকোপপ্রযুক্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রমথগণ
 সুরসৈন্যগণকে মর্দন করিয়া ইতস্ততঃ ক্রিড়া
 করিতে করিতে সুরবালাগণকেও দূরে নিক্ষেপ
 করিতে লাগিল । তাহারা সর্বদেব সমক্ষে
 দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল । উহাদের
 মধ্যে কেহ কেহ সর্বভূতভয়ঙ্কর অতি ভীষণ

বীরভদ্রোহপ্রমেয়াত্মা জ্ঞাত্বা তস্য বলং তদা ।
 অন্তরীক্ষগতস্যাণ্ড চিচ্ছেদাস্য শিরো মহান্ ॥
 দক্ষঃ প্রতাপতিশ্চৈব নষ্টঃ সম্ভ্রান্তচৈতনঃ ।
 ক্রুদ্ধেন বীরভদ্রেণ শিরঃ পাদেন পীড়িতম্ ।
 জরাভিভূততীব্রত্মা নিপপাত মহীতলে ॥ ১৫৯
 ত্রয়স্ত্রিংশদেবতানাং তাঃ কোট্যো বিমলাত্মিকাঃ
 পাশোগ্নিবলেনামু বদ্ধাঃ সিংবলেন চ ॥
 ততো জগুর্মহাত্মানং সর্বৈ দেবা মহাবলম্ ।
 প্রসীদ ভগবন্ রুদ্র ভৃত্যানাং মা ক্রুধঃ প্রবো
 ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ ।
 উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কথ্যতাং কো ভবানিতি
 বীরভদ্র উবাচ ।

ন চ দেবো ন চাদিত্যো ন চ ভোজুমিহাগতঃ
 নৈব দ্রষ্টুং হি দেবেন্দ্রান্ চ কৌতুহলাশ্বিতঃ ॥
 দক্ষযজ্ঞবিনাশাথং সম্ভ্রান্তং বিদ্ধি মামিহ ।
 বীরভদ্র ইতি খ্যাতং রুদ্রকোপাধিনির্গতম্ ॥

হৃদয় করিতে লাগিল । কেহ বা যজ্ঞ-শির
 ছেদন করিয়া ভয়ঙ্কর নাদ করিল । ঐ সময়
 যজ্ঞপতি দক্ষ মৃগরূপ ধারণ করিয়া
 আকাশখানে পালায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 কিন্তু অপ্রমেয়াত্মা মহাবীর বীরভদ্র জানিতে
 পারিয়া অতি সত্বর অন্তরীক্ষগত দক্ষের মস্ত
 ক ছেদন করিলেন । দক্ষ প্রজাপতি এইরূপ
 অচেতন হইয়া ভূপতিবস্থায় বীরভদ্রকর্তৃক
 পদদলিত হইতে লাগিলেন । তখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ
 কোটি দেবতা অগ্নি প্রদীপ্ত পাশে আবদ্ধ
 হইয়া মহাবল বীরভদ্রসমীপে আগমন
 করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
 দক্ষপ্রজাতি কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন,- প্রভো!
 আপনি কে? এ ভৃত্যগণের প্রতি প্রসন্ন হউন
 এবং আপনি কে? তাহা বলিয়া আমাদিগকে
 অনুগৃহীত করুন । ১৩৫-১৬২ । বীরভদ্র
 বলিলেন,-আমি দেবাতা বা আদিত্য নহি,
 আমি এখানে ভোজন করিতে আসি নাই এবং
 কৌতুহলাশ্বিত হইয়া দেবতাদিগকে দর্শন
 করিতেও আমার আগমন হয় নাই । আমি

ভদ্রকালী চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ ক্রোধাধ্বিনির্গতা
 প্রেযিতা দেবদেবেন যজ্ঞাস্তিকমিহাগতা ॥
 শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবং তং তুমুমাপতিম্ ।
 বরং ক্রোধোহপি রুদ্রস্য বরদানং ন দেবতঃ
 বীরভদ্রবচঃ শ্রুত্বা দক্ষো ধর্মভূতাং বরঃ ।
 তোষয়ামাস দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥
 প্রদুষ্টে যজ্ঞবাটে তু বিদ্রুতেষু দ্বিজাতিষু ।
 তারমৃগময়ে দীপ্তে রৌদ্রে ভীমমহানলে ॥
 শূলনির্ভিন্ণবদনৈঃ কুজস্তিঃ পরিচারকৈঃ ।
 নিখতোৎপাটিতৈর্যুবেরপবিন্ধৈর্যতস্ততঃ ॥
 উৎপতস্তিঃ পতস্তিচ্চ গৃধৈরামিষগুর ভিঃ ।
 পক্ষাপাতবিনিধু তৈঃ শিবাশতনিনাদিতৈঃ ॥
 প্রাণাপানৌ সন্নিরুধ্য ততঃ স্থানেন যত্নতঃ ।
 বিচার্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টির্মিত্রজিৎ ॥
 সহসা দেবদেবেশস্তগ্নিকুণ্ডাদুপাগতঃ ।
 চন্দ্রসূর্য্যসহস্রস্য তেজঃ সম্বর্ত্তকোপমম্ ॥ ১৭২
 প্রহস্য চৈনং ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ ।

কেবল দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশের নিমিত্তেই এখানে আসিয়া ছিলাম ; আমার নাম-বীরভদ্র-আমি রুদ্রকোপ হইতে উৎপন্ন । আর এই ভদ্রকালী, দেবী সতীর ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া দেবদেব কর্তৃক এই যজ্ঞভূমিতে প্রেরিত হইয়াছেন । হে রাজেন্দ্র ! আপনি দেব উমাপতির শরণাপন্ন হউন, অন্য দেবতার বরদান অপেক্ষা রুদ্রের ক্রোধও ভাল । ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ বীরভদ্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শূলপাণিকে সন্তুষ্ট করিলেন । এই সময় দেব শূলপাণি ইতস্ততঃ দৃষ্টি বিক্ষেপপূরঃসর প্রাণাপান নিরোধ করিয়া-দক্ষের যজ্ঞভূমি প্রদুষ্ট, যজ্ঞদীক্ষিত দ্বিজাতিকুল বিদ্রুত, প্রদীপ্ত ভীম যজ্ঞীয় মহানল নির্ব্বাপিত, পরিচারকগণ শূলাহতবদনে রোরুদ্যমান এবং যজ্ঞরূপ উৎপাটিত, আমিসগৃধু পতনোৎপতনশীল গৃধ্রগণ কর্তৃক ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত ও পক্ষবাতবিনির্ভূত, এবং শিবাশত কর্তৃক নিনাদিত হইতে দেখিয়া

নষ্টস্তেহজ্ঞানতো দক্ষ প্রীতিস্তে ময়ি সাম্প্রতম্
 স্মিতং কৃত্বাব্রবীদ্বাক্যং ব্রহ্মি কিং করবাণি তে
 শ্রাবিতঞ্চ সমাখ্যায় দেবানাং গুরুভিঃ সহ ।
 তমুবাচাঞ্চলিংকৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ
 ভীতশঙ্কিতবিক্রান্তঃ সবাস্পবদনেক্ষণঃ ॥ ১৭৫
 যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ ।
 যদি বাহমনুগ্রাহ্যো যদি দেয়ো বরো মম ॥
 যদক্ষং ভক্ষিতং পীতমশিতং যচ্ছ নাশিতম্ ।
 চুর্ণীকৃতং চাপবিদ্ধং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্ । ১৭৭
 দীঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চা সঙ্কিতম্ ।
 তন্মিথ্যা ভবেন্নাহং বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥
 ততাস্থিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ ।
 ধর্ম্মাধ্যক্ষং মহাদেবং ক্র্যক্ষং তং বৈ প্রজাপতিঃ

সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে উখিত হইলেন । এবং শত সহস্র চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া দক্ষকে বলিলেন-হে প্রজাপতে ! তোমার অজ্ঞানতার জন্যই এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইল । কিন্তু এখন তোমার প্রতি আমার প্রীতি যথেষ্ট আছে । এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,- অধুন তোমার কি উপকার করিব, তাহা বল । আমি দেবগণের নিকট তোমার দুর্দ্দেবের সকল বিষয়ই অবগত আছি । অনন্ত র দক্ষ প্রজাপতি ভগবান্ হরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত-মানসে গলদশ্রবণনে বলিলেন,-হে দেব ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার প্রতি যদি আপনার প্রীতি থাকে, আমাকে যদি অনুগ্রহ্য বলিয়া মনে করেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার দীর্ঘকালের সঙ্কিত যজ্ঞ-সম্ভার সমুদয়-যাহা অযাথাবাবে ভক্ষিত ও নাশিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত অতি প্রযত্ন-সঙ্কিত দ্রব্য-সম্ভার আমি বররূপে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ; আপনার প্রসাদে আমার সেই যজ্ঞফল প্রাপ্তি হউক । ১৬৩-১৭৮ । ভগবান্ হর দক্ষ কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া 'তথাস্থ' বাক্যে বর দান

নুত্যাংবনিং গত্বা দক্ষো লক্ষা ভবাহরম্ ।
 যামস্টসহস্রৈণ স্তবান্ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৮০
 দক্ষ উবাচ ।

দেবাদেবেশ দেবারিবলসুদন ।

দেবেন্দ্রহুমরশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত ॥ ১৮১

সহস্রাঙ্ক বিরূপাঙ্ক ত্র্যঙ্ক যক্ষাধিপপ্রিয় ।

সর্বতঃপাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমান্লোকে সর্বানাবৃত্য তিষ্ঠসি ॥

শঙ্কুকর্ণ মহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয় ।

গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোহস্ত তে ॥

শতৌদর শতাবর্ত শতজিহ্ব শতানন ।

গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রীণো হ্যর্চয়ন্তি তথার্চিনঃ ॥

দেবদানবগোআ চ ব্রহ্মা চত্বং শতক্রুতঃ ।

মুণ্ডীশ ত্বং মহামূর্তে সমুদ্রানুধরায় চ ॥ ১৮৫

সর্বা হ্যশ্মিন্ দেবতাশ্চে গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে

শরীরং তে প্রপশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরম্ ॥

আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্ ।

ক্রিয়া কার্যং কারণঞ্চ কৰ্ত্তা করণমেব চ ॥ ১৮৭

করিলেন। অনন্তর দক্ষ, নতজানু হইয়া উপবেশন করত ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ ত্রিলোচন হইতে বর লাভ করিয়া অষ্টাধিক সহস্র নাম কীর্ত্তনপূর্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ বলিলেন,- হে দেবদেবেশ! আপনি দেবারিবলসুদন, দেবেন্দ্র, অমরশ্রেষ্ঠ, দেবদানবপূজিত, সহস্রাঙ্ক, বিরূপাঙ্ক, ত্র্যঙ্ক, যক্ষাধিপপ্রিয়, সর্বতঃপাণিপাদ, সর্বতোহক্ষি-শিরোমুখ, সর্বতঃ শ্রুতিমান্ এবং আপনিই সমুদয় জগৎ আবৃত করিয়া বিরাজমান; আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কুকর্ণ! আপনি মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, পাণিকর্ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি শতৌদর, শতাবর্ত, শতজিহ্ব ও শতানন; গায়ত্রী-জপ-পরায়ণগণ এবং অর্ধিগণ আপনার গুনগান করিয়া থাকেন। আপনি দেবদানবের পালয়িতা, ব্রহ্মা, শতক্রুত, মুণ্ডীশ, মহামূর্তি এবং সমুদ্রানুধর; গোষ্ঠে গোগণের ন্যায় দেবাতগণ আপনাতেই অবস্থিত। সোম, অগ্নি,

অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ম্ ।

নমো ভবায় শর্ক্বায় রুদ্রায় বরদায় চ ॥ ১৮৮

পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্তৃক্ককঘাতিনে ।

ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে ॥ ১৮৯

ত্র্যম্বকায় ত্রিনেতায় ত্রিপুরদ্বায় বৈ নমঃ ।

নমঃচণ্ডায় মুণ্ডায় প্রচণ্ডায়ধরায় চ ॥ ১৯০

দণ্ডিমাঙ্গকর্ণায় দণ্ডিমুণ্ডায় বৈ নমঃ ।

নমোহর্দ্ধদণ্ডকেশায় নিক্কায় বিকৃতায় চ ॥ ১৯১

বিলোহিতায় ধুম্রায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ ।

নমস্ত্ব প্রতিরূপায় শিবায় চ নমোহস্ত তে ॥

সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে ।

নমঃ প্রমথনাথায় বৃষস্কন্ধায় ধন্বিনে ॥ ১৯৩

নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ ।

হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ১৯৪

সত্রঘাতায় দণ্ডায় বর্ণপানপুটায় চ ।

নমঃ স্ততায় স্তৃত্যয় স্ত্রয়মানায় বৈ নমঃ ॥ ১৯৫

সর্ব্বায়াভক্ষ্যভক্ষ্যায় সর্ব্বভূতান্তরাত্তনে ।

নমো হোত্রায় মন্ত্রায় গুরুধ্বজপতাকিনে ॥ ১৯৬

নমো নমায় নম্যায় নমঃ কিলিকিলায় চ ।

নমস্তে শয়মানায় শয়িতায়েথিতায় চ ॥ ১৯৭

জলেশ্বর, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি আপনার শরীরস্বরূপ। আপনি ক্রিয়া কার্য, কারণ, কৰ্ত্তা, করণ, অসঃ সঃ, সদসঃ, প্রভব ও অব্যয়; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব, নাথ, রুদ্র বরদ, পশুপতি এবং অন্ধকঘাতী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূল-বরধারী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরদ্ব, চণ্ড, মুণ্ড, প্রচণ্ড, ধর, দণ্ডী, আসক্ত কর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, অর্দ্ধদণ্ডকেশ, নিক্ক, বিকৃত, বিলোহিত, ধুম্র, নীলগ্রীব, অপ্রতিরূপ এবং শিব, আপনাকে নমস্কার। সূর্য্য, সূর্য্যপতি, সূর্য্যধ্বজপতাকী, প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধন্বী, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকৃতচূড়, হিরণ্যপতি, সত্রঘাত, দণ্ড, বর্ণপান-পুট, স্ত্রত, স্তৃত্য, স্ত্রয়মান, সর্ব্ব ভক্ষ্যভক্ষ্য, সর্ব্বভূতান্তরাত্তন, হোত্র, মন্ত্র, গুরুধ্বজপতাকী, নম,

স্থিতায় চলমানায় মুদ্রায় কুটিলায় চ ।
 নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ॥ ১৯৮
 নাট্যোপহারলুকায গীতবাদ্যরতায় চ ।
 নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বল প্রমথনায় চ ॥ ১৯৯
 কলনায় চ কল্লায় ক্ষয়ায়োপাক্ষয়ায় চ ।
 ভীমদুনন্দুবিহাসায় ভীমসনপ্রিয়ায় চ ॥ ২০০
 উথায় চ নমো নিত্যং নমস্তে দশবাহবে ।
 নমঃ কপালহস্তায় চিতাভস্মপ্রিয়ায় চ ॥ ২০১
 বিভীষণায় ভীষ্মায় ভীষ্মব্রতধারায় চ ।
 নমো বিকৃতবক্ষায় খড়্গাজিহ্বাদংষ্টিণে ॥
 পঙ্কামমাংসলুকায তুণ্ডবীণাপ্রিয়ায় চ ।
 নমো বৃষায় বৃষ্যায় বৃষ্ণয়ে বৃষণায় চ ॥ ২০৩
 কটকটায় চণ্ডায় নমঃ সাবয়বায় চ ।
 নমস্তে বরকৃষ্ণায় বরায় বরদায় চ ॥ ২০৪
 বরগন্ধমাল্যবজ্রায় বরাতিবরয়ে নমঃ ।
 নমো বধায় বাতায় ছায়ায়ৈ আতপায় চ ॥ ২০৫
 নমো রক্তবিরক্তায় শোভনায়াক্ষমালিনে ।
 সন্তিন্নায় বিভিন্নায় বিবিজ্ঞবিকটায় চ ॥ ২০৬
 অরূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ ॥ ২০৭
 একপাদহনেত্রায় একশীর্ষ নমোহস্ত তে ।
 নমো বৃদ্ধায় লুকায সংবিবাগপ্রিয়ায় চ ॥ ২০৮

পঞ্চমালার্চিতাঙ্গায় নমঃ পাণ্ডপতায় চ ।
 নমচ্চণ্ডায় ঘন্টায় ঘন্টয়া জঙ্গগৃদ্ধিনে ॥ ২০৯
 সহস্রশতঘন্টায় ঘন্টামালাপ্রিয়ায় চ ।
 প্রাণদণ্ডায় ত্যাগায়নমো হিলিহিলায় চ ॥
 হুংহংকারায় পারায় হুংহংকারপ্রিয়ায় চ ।
 নমচ্ শম্ভবে নিত্যং গিরিকৃষ্ণফলায় চ ॥ ২১১
 গর্ভমাংসশৃগালায় তারকায় তরায় চ ।
 নমো যজ্ঞাধিপতয়ে দ্রুতায়োপদ্রুতায় ॥ ২১২
 যজ্ঞবাহায় দানায় তপ্যায় তপনায় চ ।
 নমস্তটায় ভ্যায় তড়িতাংপতয়ে নমঃ ॥ ২১৩
 অনুদায়ান্নপতয়ে নমোহস্তান্নভবায় চ ।
 নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চা ॥ ২১৪
 সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রনয়ায় চ ।
 নমোহস্ত বালরূপায় বালরূপধরায় চা ॥ ২১৫
 বালানাঈকৈব গোপত্রে চ বালক্ৰীড়নকায় চা ।
 নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায়াক্ষতায় চ ॥ ২১৬
 তরঙ্গাক্ষিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ ষট্কর্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মনিরতায় চ ॥ ২১৭
 বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে ।
 নমো ঘোষায় ঘোষ্যায় নমঃ কলকলায় চ ।
 শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তেক্ষণায় চ ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ ॥ ২১৯

নম্য, কিলিকিল, শয়মান, শয়িতা, উখিত, স্থিত,
 চলমান, ক্ষুদ্র, কুটিল, নর্ত্তনশীল, মুখবাদিত্রকারী,
 নাট্যোপহারলুকা, গীতবাদ্যরত, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ,
 বলপ্রমথন, কলন, কল্ল, ক্ষয়, উপক্ষয়,
 ভীমদুনন্দুভিহাস ও ভীমসেনপ্রিয়; আপনাকে নিত্য
 নমস্কার ॥ ১৭৯-২০০ ॥ আপনি উগ্র, দশবাহু,
 কপালহস্ত, চিতাভস্মপ্রিয়, বিভীষণ,
 ভীষ্ম, ভীষ্মব্রতধর, বিকৃতবক্ষা, খড়্গাজিহ্বা,
 উদ্রদংষ্ট্রী, পঙ্কাম-মাংসলুকা, তুণ্ডবীর্ণাপ্রিয়, বৃষ,
 বৃষা, বৃষ্ণি, বৃষণ, কটকট, চণ্ড, সাবয়ব, বরকৃষ্ণ,
 বর, বরদ, বর-গন্ধ-মাল্যবজ্র, বরাতিবার, বর্ষ,
 বাত, ছায়া, আতপ, রক্ত বিরক্ত, শোভন,
 অক্ষমালী, সংভিন্ন, বিভিন্ন, বিবিজ্ঞ, কিকট,
 অঘোর-রূপরূপ, ঘোর, ঘোরতর, শিব, শান্ত,

শান্ততর, একপাং, মহেন্দ্র, একশীর্ষ, বৃদ্ধ, লুকা,
 সংবিভাগপ্রিয়, পঞ্চমালার্চিতাঙ্গ, পাণ্ডপত, চণ্ড,
 ঘন্ট, ঘন্টাজঙ্গগৃদ্ধী, সহস্র শতঘন্ট,
 ঘন্টামালাপ্রিয়, প্রাণদণ্ড, ত্যাগ হিলিহিল, হুহুঙ্কার,
 পার, হুহুঙ্কারপ্রিয় ও শম্ভু, আপনাকে নমস্কার ।
 গিরিবৃক্ষফল, গর্ভমাংস, শৃগাল, তারক, তর,
 যজ্ঞাধিপতি, দ্রুত, উপদ্রুত, যজ্ঞবাহু, দান,
 তপ্য, তপন, তব্য, তড়িপতি, অনুদ, অনুপতি,
 অনুভব, সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্যত-শূল,
 সহস্রনয়ন, বালরূপ, বালরূপধর,
 বালগোপাতআ, বালক্ৰীড়নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ,
 ক্ষোভণ, অক্ষত, তরঙ্গাক্ষিতকেশ, মুক্তদেশ,
 ষট্কর্ম্মনিষ্ঠ, ত্রিকর্ম্মনিরত, বর্ণাশ্রমীদিগের
 পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মনির্দেষ্টা, ঘোষ, ঘোষা,

সাংখ্যায় সাংখ্যামুখ্যায় যোগাধিপত্যে নমঃ ।
 নমো রথ্য বিরথ্যঃ চতুষ্পথরতায় চ ॥ ২২০
 কৃষ্ণাজীনোত্তরীয়ায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে ।
 ঈশান বজ্রসংহায় হরিকেশ নমোহস্ত তে ॥
 অবিবেকৈকনাথায় ব্যক্তাব্যক্ত নমোহস্ত তে
 কাম কামদ কামঘ্ন ধৃষ্টোদ্-নিসূদনঃ ।
 সৰ্ব সৰ্বদ সৰ্বজ্ঞ সঙ্ঘ্যারাগ নমোহস্ত তে ॥
 মহাবল মহাবাহো মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতে ।
 মহামেঘবরপ্রেক্ষ মহাকাল নমোহস্ত তে ॥
 স্থূলজীর্ণাঙ্গজটিনে বঙ্কলাজিনধারিণে ।
 দীপ্তসূর্য্যাগ্নিজটিনে বঙ্কলাজিনবাসসে ।
 সহস্রসূর্য্যপ্রতিম তপোনিত্য নমোহস্ত তে ॥
 উন্মাদন শতাবৰ্ত্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্রমূৰ্দ্ধজ ।
 চন্দ্রাবৰ্ত্ত যুগাবৰ্ত্ত মেঘাবৰ্ত্ত নমোহস্ত তে ॥ ২২৫
 ত্বমনুমনকর্ত্তা চ অনুদন্ত ত্বমেব হি ।
 অনুস্রষ্টা চ পক্তা চ পক্কভুক্তপচে নমঃ ॥ ২২৬
 জরায়ুজোহণ্ডজৈব শ্বেদজোদ্ধিঞ্জ এব চ ।
 ত্বমেব দেবদেবেশো ভুতগ্রামমউর্বিধঃ ॥ ২২৭
 চরাচরস্য ব্রহ্মা ত্বং প্রতিহর্ত্তা ত্বমেব চ ।
 ত্বমেব ব্রহ্মবিদুষামপি ব্রাবিদাং বরঃ ॥ ২২৮

কলকল, শ্বেতনিঙ্গলনেত্র, কৃষ্ণরক্তেক্ষণ,
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, ক্রথ, ক্রথন, সাংখ্য,
 সাংখ্যামুখ্য ও যোগাধিপতি, আপনাকে
 নমস্কার । হে সাংখ্যবিরথ্য, ১পনি চতুষ্পথ,
 কৃষ্ণাজীনোত্তরীয়, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, ঈশান,
 বজ্রসংহ, হরিকেশ, অবিবেকৈকনাথ,
 ব্যক্তাব্যক্ত, কাম, কামদ, কামঘ্ন, ধৃষ্ট,
 দৃপ্তনিসূদন, সৰ্ব, সৰ্বদ, সৰ্বঘ্ন, সঙ্ঘ্যারোগ,
 মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতি,
 মহাবেঘবর-প্রেক্ষ, মহাকাল, সউল,
 জীর্ণাঙ্গজটী, বঙ্কলাজিনধারী, দীপ্তসূর্য্যাগ্নিজটী,
 বঙ্কলাজিনবাসা, সহস্র সূর্য্যপ্রতিম, তপোনিত্য,
 উন্মাদন, সভাবৰ্ত্ত, গঙ্গাতোয়ার্দ্রমস্তক, চন্দ্রাবৰ্ত্ত,
 যুগাবৰ্ত্ত, মেঘাবৰ্ত্ত, অনু, অনুকর্ত্তা, অনুদ,
 অনুস্রষ্টা, পক্তা, পক্কভুক্তপচ, জরায়ুজ, অণ্ডজ,
 শ্বেদজ, উদ্ধিঞ্জ, দেবদেবেশ, চতুর্বিধ ভুতগ্রাম,

সত্ত্বস্য পরমা যোনিরব্বাযুর্জ্যোতিষাং নিধিঃ ।
 ঋক্সামানি তথোঙ্করমাহুস্তাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
 হবিহাবী হবো হাবী হবাং বাচাহতঃ সদা ।
 গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৩০
 যজুর্ময়ো ঋজম্বশ্চ সামাথর্ব্বময়স্তথা ।
 পঠ্যসে ব্রহ্মবিজ্ঞিস্ত্বং কল্লোপনিষদাং গণৈঃ ॥
 ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাবণাবরাম যে ।
 ত্বামেব মেঘসজ্জামইবমন্তনিতগজ্জিতম্ ॥ ২৩২
 সংবৎসরস্তমৃতবো মাসো মাসার্কমেব চ ।
 কলাকাষ্ঠানিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগা গ্রহাঃ ॥ ২৩৩
 বৃষাণাং কুকুদং ত্বং হি গিরীণাং শিকরাণি চ ।
 সিংহো মৃগাণাং পততাং তাক্ষ্যোহনন্তম

ভোগিনাম ॥ ২৩৪

ক্ষীরোদো হৃদধীনাঞ্চ যজ্ঞাণাং ধনুরেব চ ।
 বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাংসত্যমেব চ ॥ ২৩৫
 ইচ্ছা ধ্বেষশ্চ রাগশ্চ মোহঃ ক্ষামো দমঃ শমঃ
 ব্যাবসায়ো ঋতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ
 ত্বং গদী ত্বং শরী চাপি খট্বাসী ভূভরী তথা ।
 ছেভ্রা ভেভ্রা প্রহর্ত্তা চ ত্বং নেতাপ্যন্তকো মতঃ

চরাচর ব্রহ্মা, প্রতিহর্ত্তা ও ব্রহ্মবিদ্বর । আপনি
 জন্তুগণের যোনি, জল, বায়ু ও জ্যোতিঃ
 পদার্থের নিধি । ব্রহ্মবাদিগণ আপনাকে ঋক্স
 সাম ও ওঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করেন । হে
 সুরশ্রেষ্ঠ । আপনিই হবির্কাণী হব, হায় এবং
 হোমের আহুতি । সামগ ব্রহ্মবাদিগণ আপনার
 এই সকল নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন । ২০১-
 ২৩০ । আপনি যজুর্ময়, ঋজময়, সামাথর্ব্বময়,
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণবর, বিশ্বস্ত
 নিতগজ্জিত, সংবৎসর, ঋতু, মাস, মাসার্ক,
 কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ নক্ষত্র, যুগ, গ্রহ, বৃষককুদ,
 গিরিশিখর, মৃগদিগের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদিগের
 মধ্যে গরুড়, সর্পদিগের মধ্যে অনন্ত,
 উদধিদিগের মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রের মধ্যে ধনু,
 প্রহরণের মধ্যে বজ্র, ব্রত সকলের মধ্যে সত্য,
 ইচ্ছা, ধ্বেষ, রাগ, মোহ, ক্ষাম, দম, শম,
 ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয়, অজয়,

দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্মোহর্থঃ কাম এব চ ।
 ইন্দ্রঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ পদ্মলানি সরাসি চ ॥
 লতাবলী তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ ।
 দ্রব্যকর্মণ্ডণারম্ভঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ২৩৯
 আদিচক্ষিচ মধ্যচ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ ।
 হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তথারুণঃ ॥
 কদ্রুচ কপিলৈচব কপোতো মেচকস্তথা ।
 সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণচপ্যতো মতঃ ॥
 সুবর্ণনাম চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ ।
 ভূমিন্দ্রোহুধ যমৈচব বরুণো ধনদোহনলঃ ॥
 উৎফুল্লশ্চিত্রাভানুচ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ ।
 হোত্রং হোতা চ হোমস্তুং হতং চ প্রহতং প্রভুঃ
 সুবর্ণং তথা ব্রহ্ম যজুযাং শতরুদ্রিয়ম্ ।
 পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্ ॥ ২৪৪
 গিরিঃ স্তোকস্তথা বৃক্ষো জীবঃ পুঙ্গল এব চ ।
 সত্বং ত্বঞ্চ রজস্তঞ্চ তমচ প্রজনং তথা ॥ ২৪৫
 প্রাণোহপানঃ সমানচ উদানে ব্যান এব চ
 উন্মেষ্টৈচব মেঘচ তথা জুস্তিতমেব চ ॥ ২৪৬
 লোহিতাজ্ঞো গদী দংষ্ট্রী মহাবক্রো মহোদরঃ
 শুচিরোমা হরিশ্শৃঙ্গকেশত্রিলোচনঃ ॥ ২৪৭
 গীতবাদিত্রনৃত্যাজ্ঞো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ ।

গদী, শরী খট্কাঙ্গী, বাঝরী, ছেস্তা, ভেস্তা, প্রহস্তা,
 নেতা, অন্তক, দশ লক্ষণ-সংযুক্ত ধর্ম, অর্থ,
 কাম, ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পদ্মল, সর, লতা, বল্লী,
 তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগপক্ষী, দ্রব্য-কর্ম-গুণারম্ভ,
 কালপুষ্প-ফলপ্রদ, আদি, অন্ত, মধ্য, গায়ত্রী,
 ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ,
 কদ্রু, কপিল, কপোত, মেচক, সুবর্ণরেতা,
 বিখ্যাত, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, ইন্দ্র, যম,
 বরুণ, ধনদ, অনল, উৎফুল্ল, চিত্রাভানু, স্বর্ভানু,
 ভানু, হোত্র, হোতা, হোম, হত, প্রহত, প্রভু,
 সুবর্ণ, ব্রহ্মা, শতরুদ্রিয়, পবিত্রেরও পবিত্র,
 মঙ্গলেও মঙ্গল, গিরি, স্তোক বৃক্ষ, জীব, পুঙ্গল,
 সত্ব, রজ, তম, প্রজন, প্রাণ, অপান, সামান ;
 উদান ও ব্যান । আপনিই উন্মেষ, মেঘ, জুস্তিত,
 লোহিতাজ্ঞ, গদী, দংষ্ট্রী, মহাবক্র, মহোদর,

মৎস্যো জলো জল্যো জবঃ কালঃ কলী
 কলঃ ॥ ২৪৮
 বিকালচ সুকালচ দুঃকালঃ কালনাশনঃ ।
 মৃত্যুৈচব ক্ষয়োহস্তচ ক্ষমাপায়করো হরঃ ॥
 সম্বর্তকোহস্তকৈচবসম্বর্তকবলাহকৌ ।
 বটো ঘটীকো ঘন্টীকে চড়ালো লবলো বলী
 ব্রহ্মকালোহগ্নিবজ্রচ দণ্ডী মুণ্ডী চ দণ্ডধৃক্ ।
 চতুর্যুগচতুর্বেদচতুর্হোত্রচতুর্পথঃ ॥ ২৫১
 চতুরাশ্রমবেস্তা চ চাতুর্বর্ণ্যকরচ হ ।
 ক্ষরাক্ষরপ্রিয়ো ধূর্ভেহগণ্যোহগণ্যগণাধিপঃ
 রক্তমাল্যধরধরোগিরিশো গিরিকপ্রিয়ঃ ।
 শিল্লীশঃ শিল্লিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বশিল্প প্রবর্তকঃ ॥
 ভগনেত্রাস্তকচন্দ্রঃ পুষ্পো দন্তবিনাশনঃ ।
 স্বাহাস্বধা বষট্কার নমস্কার নমোহস্ত তে ॥
 গূঢ়াবর্ষচ গূঢ়চ গূঢ়প্রতিনিষেবিতা ॥ ২৫৪
 তরণস্তারকৈচব সর্বভূতসুতারণঃ ।
 ধাতা বিধাত সন্ত্রুণাং নিধাতা ধারণো ধরঃ ॥
 তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যমথার্জবম্ ।
 ভূতান্মা ভূতকৃদ্ভূতো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥
 ভূর্ভবস্বারাতৈচব তথোৎপত্তির্মহেশ্বরঃ ।

শুচিরোমা, হরিশ্শৃঙ্গ, উর্ধ্বকেশ, ত্রিলোচন,
 গীত-বাদিত্র-নৃত্যাজ্ঞ, গীত-বাদনক-প্রিয়,
 মৎস্য, জলী, জল, জল্য, জব, কাল, ফলী, কল,
 বিকাল, সুকাল, দুঃকাল, কালনাশন, মৃত্যু, ক্ষয়,
 অন্ত, ক্ষমাপায়কর, হর, সম্বর্তক, অন্তক,
 সম্বর্তক-বলাহক, ঘট, ঘটিক, চুড়াবল, বল,
 বলী, ব্রহ্মকাল, অগ্নিবজ্র, দণ্ডী, মুণ্ডী, দণ্ডধৃক্,
 চতুর্যুগ, চতুর্বেদ, চতুর্হোত্র, চতুর্পথ,
 চতুরাশ্রমবেস্তা, চাতুর্বর্ণ্যকর, ক্ষরাক্ষর-প্রিয়,
 ধূর্ভ, অগণ্য, অগণ্য-গণাধিপ, রক্তাক্ষ
 মাল্যধরধর, গিরিক, গিরিকপ্রিয়, শিল্লীশ,
 শিল্লিশ্রেষ্ঠ, সর্ব শিল্পপ্রবর্তক, ভগনেত্রাস্তক,
 চন্দ্র, পুষ্প, দন্তবিনাশন, গূঢ়াবর্ষ,
 গূঢ়প্রতিনিষেবিত, তরণ, তারক,
 সর্বভূতসুতারণ, ধাতা, বিধাতা, সন্ত্রু-নিধাতা,
 ধারণ, ধর, তপ, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, আর্জব,

ঈশানোদীক্ষণঃ শান্তো দুর্দান্তো দন্তনাশনঃ ॥
 ব্রহ্মাবর্ত সুরাবর্ত কামাবর্ত নমোহস্ত তে ।
 কামবিশ্বনিহর্তা চ কর্ণিকার রজঃপ্রিয়ঃ ॥২৫৮
 মুখচন্দ্রো ভীমমুখঃ সুমুখো দুর্মুখো মুখঃ ।
 চতুর্মুখো বহুমুখো রণেহ্যভিমুখঃ সদা ॥২৫৯
 হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোদধিঃ পরো বিরাট্ ।
 অধর্মহা মহাদণ্ডো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥২৬০
 গৌতমো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ ।
 ধর্মকৃষ্ণর্মস্রষ্টা চ ধর্মো ধর্মবিদুত্তমঃ ॥২৬১
 ত্রৈলোক্যগোষ্ঠা গোবিন্দো মানদো মান এব চ
 তিষ্ঠন্ স্থিরশ্চ স্থাণুশ্চ নিষ্কম্পঃ কম্প এব চ
 ॥দুর্বারণো দুর্বিষদো দুঃসহো দুরতিক্রমঃ ।
 দুর্দারো দুঃপ্রকম্পশ্চ দুর্বিদো দুর্জয়ো জয়ঃ
 শশঃ শশাঙ্কঃ শমনঃ শীতোষ্ণঃ দুর্জরাথ তুট্
 অধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিগশ্চ হ ॥
 সহ্যো যজ্ঞো মৃগব্যাধো ব্যাধীনামাকরোহকরঃ
 শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ॥২৬৫
 দণ্ডধরঃ সদণ্ডশ্চ দণ্ডমুণ্ডবিভূষিতঃ ।
 বিষপোহমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ॥

ভুতাত্মা, ভুতকৃৎ, ভুত, ভুতভব্য, ভবোদ্ভব,
 ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, তদুৎপত্তি, মহেশ্বর, ঈশান,
 বীক্ষণ, শান্ত, দুর্দান্ত, দন্তনাশন, ব্রহ্মাবর্ত,
 সুরাবর্ত, কামাবর্ত, কাম-বিশ্বনিহর্তা, কর্ণিকার-
 রজঃপ্রিয়, মুখচন্দ্র, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্মুখ,
 মুখ, চতুর্মুখ, বহুমুখ, রণাভিমুখ, হিরণ্যগর্ভ,
 শকুনি, মহোদধি, পর, বিরাট্, অধর্মহা,
 মহাদণ্ড, দণ্ডধার, রণপ্রিয়, গৌতম, গো,
 প্রতার, গো-বৃষেশ্বর-বাহন, ধর্মকৃষ্ণ, ধর্মস্রষ্টা,
 ধর্ম, ধর্মবিদুত্তম, ত্রৈলোক্যগোষ্ঠা, গোবিন্দ,
 মানদ, মান, তিষ্ঠ, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প, কম্প,
 দুর্বারণ, দুর্বিষদ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্জয়,
 দুঃপ্রকম্প, দুর্বিদ, দুর্জয়, জয়, শশ, শশাঙ্ক,
 গমন, শীতোষ্ণ, দুর্জরা, তুট্, আধি, ব্যাধ,
 ব্যাধিহা, ব্যাধিগ, সহ্য, যজ্ঞ, মৃগ, ব্যাধ, ব্যাধি-
 আকর, অকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ,
 পুণ্ডরীকাবলোকন, দণ্ডধর, সদণ্ড, দণ্ড

মধুপশ্চাজ্যপশ্চৈব সর্বপশ্চ মহাবলঃ ।
 বৃষাশ্ববাহ্যো বৃষভস্ততা বৃষভলোচনঃ ॥ ২৬৭
 বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংকৃতঃ
 চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুর্দয় তে হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ।
 অগ্নিরাপস্ততা দেবো ধর্মকর্মপ্রসাধিতঃ ॥ ২৬৮
 ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণ ঋষয়ো ন চ ।
 মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যথাতথ্যেন তে শিব
 যা মূর্তয়ঃ সুসূক্ষ্মান্তে ন মহ্যং যান্তি দর্শনম্ ।
 তর্তিমাং সতততং রক্ষ পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥
 রক্ষমাং রক্ষণীয়োহুতং তবানঘ নমোহস্ত তে
 ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তমআহং সদা ত্বয়ি ॥
 যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাহ্য দুর্দশঃ ।
 তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোষ্ঠাস্ত্র নিত্যশঃ
 যং বিন্দি জিতশ্বাসাঃ সন্তুস্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
 জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুগ্মানান্তমৈ যোগাত্মনে নমঃ
 সন্তুস্ত্য সর্বভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে ।

মুণ্ডবিভূষিত, বিষয়, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর-
 সোমপ, মধুপ, আজ্যপ, সর্বপ, মহাবল,
 বৃষাশ্ব-বাহ্য, বৃষভ, বৃষভলোচন, লোক-
 বিখ্যাত বৃষভ,, ও লোক সংকৃত । চন্দ্র ও
 আদিত্য আপনার চক্ষুর্দয়, এবং পিতামহ
 আপনার হৃদয় । অগ্নি, জল, ধর্মকর্ম-প্রসাধক
 দেবগণ, ব্রহ্মা, গোবিন্দ, ও পুরাণ ঋষিগণ,
 ইহারা কেহই আপনার মাহাত্ম্য-কীর্তনে সক্ষম
 নহেন । ১৩১-২৬৯ । আপনার যে অতিসূক্ষ্ম
 মূর্তি সকল, তাহা আমাদের দৃষ্টিপথের
 অগোচর । ঐ সকল মূর্তি দ্বারা আপনি পিতার
 ন্যায় আমাকে রক্ষা করিতেছেন । আপনি
 আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার রক্ষণীয় ।
 আপনাকে নমস্কার করি । আপনি
 ভক্তানুকম্পী, আমি আপনার ভক্ত । আপনি
 বহু সহস্র পুরুষ আহরণ করিয়া একাকী
 সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করেন, আপনিই আমার
 পালনকর্ত্তা । বিগতনিদ্র-জিতশ্বাস সমদর্শী
 যুগ্মান পুরুষগণ আপনাকে জ্যোতীরূপে দর্শন
 করিয়া থাকেন । আপনি যোগাত্মা ; আপনাকে

যঃ শেতে জলমধ্যস্থং প্রপদ্যেহলু শায়িনম্
প্রবিশ্য বদনে রাহোৰ্যঃ সোমং গ্রসতে নিশি ।
গ্রসত্যর্কঞ্চ স্বর্ভানুর্ভূতা সোমাগ্নিরেব চ ॥ ২৭৫
যেহসুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্বদেহিনাম্ ।
রক্ষন্ত তে হি মাং নিত্যং নিত্যমাপ্যায়য়ন্ত মাম্
যে চাপ্যুৎপতিতা গর্ভাদধোভাগগতাশ্চ যে ।
তেষাং স্বাহা স্বধাশ্চৈব আপুবন্ত স্বদন্ত চ ॥
যে ন রোদন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ
হর্যয়ন্তি চ হর্যন্তিনমসেতভ্যস্ত নিত্যশঃ ॥
যে সমুদ্রে নদীদুর্গে পর্বতেষু গুহাসু চা ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ২৭৮
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ ।
হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্গোদ্যানালয়েষু চ ॥ ২৭৯
পঞ্চপঞ্চসুভূতেষু দিশাসুবিদিশাসু চ ।
চন্দ্রকর্যোর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশিসু ॥ ২৮০
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরং গতাঃ ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ

নমস্কার। ঋগুগান্ধকাল সমুপস্থিত হইলে আপনিভূত
সকল সম্যক্ ভক্ষণ করিয়া জলমধ্যে শয়ন করেন;
আপনাকে নমস্কার । আপনি রজনীযোগে
রাহুবদনে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকে গ্রাস করেন এবং
স্বর্ভানু ও সোমাগ্নি হইয়া সূর্য্যকে কবলিত করিয়া
থাকেন । আপনিই দেহীদিগের দেহস্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র
পুরুষ; আপনি নিত্য আমাকে রক্ষা ও আপ্যায়িত
করুন । যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ গর্ভ হইতে উৎপত্তিত
ও অধোগত হয়, স্বাহা ও স্বধা তাহাদের রুচিকর
হইয়া থাকে । উহারা দেহস্থ অবস্থায় রোদন করে
না এবং প্রাণিগণকেও রোদন-পরায়ণ, হুঁষ্ট বা তৃপ্ত
করে না উহাদিগকে নমস্কার । ঐ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ
সমুদয় সমুদ্র-মধ্যে, নদীদুর্গে, পর্বতে, গুহায়,
বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে, কান্তার-গহনে, চতুষ্পথে, রথ্যায়
চত্বরে, সভাভূমিতে, চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যস্থলে,
চন্দ্রার্ক-রশ্মি-মধ্যে, রসাতলে ও তদতিরিক্ত
স্থানেও অবস্থিত । তাহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কৃশ ও হ্রস্ব ।
আপনি তাহাদিগের স্বরূপ । অতএব তাহাদিগকে
আমি নিত্য নমস্কার করি । হে দেব! আপনিই

সূক্ষ্মাঃ স্থূলাঃ কৃশাঃ হ্রস্বা নমস্তেভ্যস্ত নিত্যশঃ
সর্বস্তং সর্বগো দেব সর্বভূতপতির্ভবান্ ।
সর্বভূতান্তরাশ্চা চ তেন ত্বং ন নিমজ্জিতঃ ॥ ২৮৩
ত্বমেব চেজসে যস্মাদ্ যজৈর্কির্বিধদক্ষিণৈঃ ।
ত্বমেব কর্তা সর্বস্য তেন ত্বং ন নিমজ্জিতঃ ॥ ২৮৪
অথ বা মায়া দেব মোহিতঃ সূক্ষ্ময়া ত্বয়া ।
এতস্মাৎ কারণাষাপি তেন ত্বং ন নিমজ্জিতঃ ॥
প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম ।
ত্বং গতিস্থং প্রতিষ্ঠা চ ন চান্যন্তি ন মে গতিঃ
স্তত্বেবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ ।
ভগবানপি সুপ্রীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৮৭
পরিতুষ্টেহস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত ।
বহ্নাত্ৰ কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ২৮৮
অথৈনমব্রবীদ্বাক্যং তৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ ।
কৃত্বান্বাসকরং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যমাহ তম্
দক্ষ দক্ষ ন কর্তব্যো মন্যুর্বিঘ্নমিমং প্রতি ।

নিখিল বস্তু, সর্বগ, সর্ব ভূতপতি, ভগবান্ ও
সর্ব ভূতাত্মরাত্মা, এই জন্যই আপনার নিমজ্জণ
করা হয় নাই । ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সকলে আপনিই
বিধিবৎ যজনীয় হন; আপনি সকলের কর্তা; এই
জন্যই আপনি নিমজ্জিত হন নাই । হে দেব! অথবা
আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম মায়া দ্বারা অভিভূত
করিয়াছিলেন, এই জন্যই আপনি নিমজ্জিত হন
নাই । হে দেব! অথবা আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম
মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন, এই জন্যই
আপনি নিমজ্জিত হন নাই । ২৭০-২৮৪ । হে
দেবেশ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন;
আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য । আপনি আমার
গতি ও প্রতিষ্ঠা; আপনি ব্যতীত আমার আর
গত্যন্তর নাই । প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে ভগবান্
মহেশ্বের স্তব করিয়া বিরত হইলে, ভগবান্
মহেশ্বর সুপ্রীত হইয়া পুনরায় দক্ষকে বলিলেন,-
হে সুব্রত! আমি তোমার এই সুবিস্তৃত স্তবে
পরিতুষ্ট হইয়াছি; আর অধিক তোমায় বলিতে
হইবে না, তুমি আমার নিকটে আইস; এই বলিয়া
ভগবান্ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,-

অহং যজ্ঞহা ন ত্বন্যো দৃশ্যতে তৎপুরা ত্বয়া ॥
 ভূষত ত্বং বরমিমং মন্তো গৃহস্ব সুব্রত ।
 প্রসন্নবদনো ভূত্বা ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২১১
 অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ ।
 প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎ ফলভাগী ভবিষ্যসি ॥
 বেদান ষড়ঙ্গানুকৃত্য সাজ্জ্যান্ যোগাংস্ কৃৎস্নশঃ
 তপস্চ বিপুলং তপ্তা দুশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥
 অর্থেদর্শার্কসংযুক্তৈর্গূঢ়মথাজ্জনির্মিতম্ ।
 বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্মৈবিপরীতং ক্ৱচিৎ সমম্ ॥ ২১৪
 শ্রুত্যর্থেইরধ্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্ ।
 সর্বেসামাশ্রমাণাং তু ময়া পাশপতং ব্রতম্ ।
 উৎপাদিতং শুভং দক্ষ সর্বপাপবিমোক্ষণম্ ॥
 অস্য নীর্ণস্য যৎসম্যকুফলং ভবতি পুঙ্কলম্ ।
 তদস্তু তে মহাভাগ মানসন্ত্যজ্যতাং জ্বরঃ ॥
 এবমুক্তা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ ।
 অদর্শনমনুপ্রাপ্তে দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ ॥ ২১৭
 অবাধ্য চ তদা ভাগং যতোজ্ঞং ব্রহ্মণা ভবঃ ।

জ্বরঃ সর্বধর্মজ্ঞো বহুদা ব্যভজত্তদা ।
 শাস্ত্যর্থং সর্বভূতানাং শৃণুধ্বং তত্র বৈ দ্বিজাঃ
 শীর্ষাভিতাপো নাগানাং পর্বতানাং শিরারুজঃ
 অপাং তু নীলিকাং বিদ্যান্নির্মোকং ভুজগেঙ্গপি
 স্কোরকঃ সৌরভেয়াণামৃষরঃ পৃথিবীতলে ।
 ইবানামপি ধর্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ॥ ৩০০
 রক্তোদ্ভুতং ততস্থানাং শিকোদ্ভেদস্চ বর্হিণাম্ ।
 নেত্ররোগ কোকিলাং জ্বর প্রোক্তো মহাস্বভিঃ ॥ ৩০১
 অজানাং পিত্তভেদস্চ সর্বেসামিতি ন শ্রুতম্ ।
 শুকানামপি সর্বেষাং হিমিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ
 শার্দূলেঙ্গপি বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে
 মানুষেষু তু সর্বজ্ঞ জ্বরো নাইমেষ কীর্তিতঃ ।
 মরণে জন্মানি ততা মধ্যে চ বিশতে সদা ॥ ৩০৩
 এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদরুণঃ ।
 নমস্যাত্শৈব ম্যাস্চ সর্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥ ৩০৪
 ইমাং জ্বরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
 পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ ।

হে দক্ষ! তুমি এই যজ্ঞবিষয় বিষয়ে দুঃখিত
 বা ক্রুদ্ধ হইও না। আমিই এই যজ্ঞ ধ্বংস
 করিয়াছি; অন্য কেহ নহে, তাহা তুমি সাক্ষাৎ
 দেখিয়াছ। তুমি পুনরায় আমার নিকট হইতে
 বর প্রার্থনা কর। হে প্রজাপতে! তুমি প্রীতি
 সহকারে শ্রবণ কর; তুমি সহস্র অশ্বমেধ ও
 শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। তুমি
 ষড়ঙ্গ বেদ উদ্ধার করিয়া সাংখ্যযোগ ও বিপুল
 তপ স্মরণ করিয়া গূঢ়, অপ্রাজ্ঞচরিত,
 বিপরীত-ভাবাপন্ন ও ক্ৱচিৎসম বর্ণশ্রম ধর্ম
 শ্রুত্যর্থ-সঙ্গত করিয়া প্রচার কর, এই
 পশুপাশ-বিমোচন পাশপত ব্রত আমি
 সর্বাশ্রমীর নিকটোই প্রচারিত করিব। এই
 ব্রত আচরণ করিলে যে ফল হইবে, তাহার
 সমুদয় ফল, তুমিই প্রাপ্ত হইবে। তুমি মানস
 জ্বর পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া ভাগবান্
 মহাদেব অনুচরগণের সহিত সপত্নীক অন্ত
 র্হিত হইলেন এবং ব্রহ্ম-পরিকল্পিত যথোক্ত

যজ্ঞ ভাগ লাভ করিয়া সর্বভূতের শান্তির
 নিমিত্ত জ্বরকে বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। হে
 দ্বিজগণ! আপনারা ইহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ
 করুন। ২৮৫-৩১৮। নাগদিগের
 শীর্ষাভিতাপ, পর্বদিগের শিলাজনিত পীড়া,
 জলের নালিকা, ভুজগণের নির্মোক,
 সৌরভেয়গণের স্কোরক, পৃথিবীর উষরতা,
 গজগণের দৃষ্টি প্রত্যবরোধন, অশ্বগণের
 রক্তোদ্ভব, ময়ূরদিগের শিকোদ্ভেদ, এবং
 কোকিলগণের নেত্ররোগ জ্বর বলিয়া কীর্তিত।
 এই প্রকার-অজগণের পিত্তভেদ, শুকদিগের
 হিমিকা এবং শার্দূলগণের শ্রম, জ্বর বলিয়া
 কথিত। মানুষদিগের জ্বর জ্বরনামেই
 অভিহিত। ইহা মানবগণের জন্ম-মরণ-কালে
 ও মধ্যাপস্থাতেও সম্মতিত হইয়া থাকে। এই
 যে সুদারণ জ্বর, ইহা শাস্ত্রব তেজ বলিয়া
 জানিবেন। এই জ্বররূপী শাস্ত্রব তেজ
 সর্বপ্রাণীরই সদা নমস্যা, ও মাননীয়। যে

বিমুক্তরোগঃ স নরো মৃদা যুতো
নভেত কামান্ স যতা মনীষিতান্ ॥ ৩০৫
দক্ষপ্রোক্তং স্তবং পাপি কীর্তয়েদ্ যঃশৃণোতি বা
নাশভং প্র পুয়াথকিঞ্চিদীর্ঘং চাযুরবাপুষাৎ ॥
যতা সর্বেষু দেবেষু বরিষ্ঠো যোগবান্ হরঃ ।
তথা স্তেবো বরিষ্ঠোহয়ং স্তবানাং ব্রহ্মনির্মিতঃ
যশোরাজ্যসুখৈশ্বর্যবিস্তায়ুর্ধনকাক্ষিভিঃ ।
স্তোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ
ব্যাধিতো দুঃখিতে দীনচৌরত্রস্তো ভয়াদিতঃ
রাজকার্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভায়ং ॥
অনেন চৈব দেহেন গণানাং স গণাধিপঃ ।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণ এবোপপদ্যতে ॥
ন চ যক্ষাঃ পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ ।
কুর্যুর্বিঘ্নং গৃহে তস্য যত্র সংস্কৃত্যতে স্তবঃ ॥ ৩১০
শৃণুয়াদ্ভা ইদং নারী সুভক্ত্যা ব্রহ্মচারিণী ।
পিত্রভির্ভর্তৃপক্ষাভ্যাং পূজ্যা ভবতি দেববৎ ॥

শৃণুয়াদ্ভা ইদং সর্বং কীর্তয়েদ্যাপ্যভীক্ষণঃ ।
তস্য সর্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিঘ্নতঃ ॥
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচাপ্যদাহতম্ ।
সর্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবনস্যানুকীর্ণনাৎ ॥
দেবস্য সহস্রাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্য তু ।
বলিং বিভবতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ৩১৫
ততঃ সন্তুষ্কে গৃহীয়ান্নমান্যশ্চ যথাক্রমম্ ।
ঈলিতান্নভতেহত্যর্থং কামান্ ভোগাংশ্চ মানবঃ
মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রী সহস্রপরীবৃতঃ ॥ ৩১৬
সর্বকর্মসু যুক্তো বা যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ ।
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
মৃতশ্চ গণসালোক্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥
কৃষেব বিধিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে ।
আভূতসংপ্রবস্থায়ী রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৩১৮
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসূতঃ প্রভুঃ ।
নৈতদ্বদয়তে কচ্চিন্নেদং শ্রাব্যং তু কস্যসিৎ ॥
শ্রুত্বৈতং পরমং শুভং মেহপি স্যুঃ পাপকারিণঃ

নর সুসমাহিত হইয়া এই জরোৎপত্তি বিরবণ
পাঠ করে, সে সর্বরোগমুক্ত হইয়া আনন্দের
সহিত যথামতি অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হয় ।
যে ব্যক্তি এই দক্ষ-প্রোক্ত স্তব পাঠ বা শ্রবণ
করে, সে কদাচ অমঙ্গল প্রাপ্ত হয় না ; পরন্তু
দীর্ঘায়ু লাভ করে । যেমন সকল দেবতার
মধ্যে ভগবান্ হরই বরিষ্ঠ, সেইরূপ যাবতীয়
স্তবের মধ্যে ব্রহ্মনির্মিত দক্ষপ্রোক্ত এই স্তব
অতি মহনীয় । যাহারা যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য,
বিস্ত, আয়ু এবং ধন আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা
ভক্তিপূর্বক এই স্তোত্র পাঠ করিলে এবং
যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত, ভীত, রাজকার্য
নিযুক্ত, তাহারাও এই স্তোত্র পাঠ করিলে মহৎ
ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে । এই দেহেই
তাহারা গণাধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে সুখ
ও পরলোকে গণনায়কত্ব প্রাপ্ত হয় । যেখানে
ভগবান্ ভব স্তব হন, সেখানে যক্ষ, পিশাচ,
নাগ ও বিনায়কগণ কোন বিঘ্ন উৎপাদন
করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্রহ্মচারিণী নারী

ভক্তি সহকারে এই স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করে,
সেই নারী, পিতৃকুল ও ভর্তৃকুল এই উভয়
কুল হইতেই দেববৎ পূজা লাভ করে । যে
ব্যক্তি এই স্তব মাত্র শ্রবণ বা বারবার কীর্তন
করে, তাহারও সকল কর্ম নিকির্ঘ্নে সিদ্ধি প্রাপ্ত
হয় । যাহা মনে মনে ভাবনা করা যায়, যাহা
স্পষ্ট বাক্যে বলা যায়, এতৎসমুদয়ই এই স্ত
বানুকীর্ণনে সিদ্ধ হইয়া থাকে । কাস্তিকেষসহ
বিভবানুসারে যে ব্যক্তি দেব-ত্রিলোচন, দেবী
ও নন্দীশ্বরের বলি-পূজাদি করে, সে
ঈলিতার্থ ও অভিলষিত ভোগ সকল প্রাপ্ত
হয় এবং মৃত হইলে স্ত্রীসহস্রপরিবৃত হইয়া
স্বর্গ লাভ করে । বিষয়মুক্ত বা সর্ব পাতকযুক্ত
ব্যক্তি দক্ষ-কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিলে, সর্ব
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং অশ্তে
সুরাসুর-পূজিত হইয়া গণসালোক্য প্রাপ্ত হয়;
পরে আভূতসংপ্রব কাল পর্যন্ত রুদ্রানুচর হইয়া
থাকে । ইহা পরাশরসূত ব্যাসদেব বলেন ।

বৈশ্যা ত্রিংশ শূদ্রশ্চ রুদ্রলোকমবাশুযুঃ ॥ ৩২০ ॥
 শ্রাবয়েদ্ যস্ত বিপ্রৈভ্য সদা পর্বসু পর্বসু ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি ত্রিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দক্ষ প্রোক্ত-
 স্তবো নাম ত্রিমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায় ।

সূত উবাচ

ইত্যেবা সমনুজ্জাতা কথা পাপপ্রণাশিনী ।
 যা দক্ষমধিকৃত্যেহ কথা শর্বাদুপাগতা ॥ ১ ॥
 পিতুবৎ প্রসঙ্গেন কথা হ্যেবা প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 পিতৃণামানুপূৰ্বেণ দেবান্ বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥
 ত্রোয়ুগমুখে পূৰ্ব্বমাসন্ স্বায়ম্ভবেহন্তরে ।
 দেবা যামা ইতি খ্যাতাঃ পূৰ্বং যে যজ্ঞসূনবঃ ॥
 অজিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রা জিতা জিদজিতাশ্চ যে ।
 পুত্রাঃ স্বায়ম্ভবস্যেতে শুক্রনাম্না তু মানসাঃ ॥ ৪ ॥

এই স্তোত্র কেহ সহসা প্রকাশ করিবে না এবং
 শ্রবণও করিবে না । পাপকারী ব্যক্তি বৈশ্য,
 ক্রী, বা শূদ্র, যদি এই পরম গুহ্য স্তব শ্রবণ
 করে, তাহা হইলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয় । যে
 দ্বিজ বিপ্রগণকে পর্ব পর্ব ইহা শ্রবণ করায়,
 সে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে বিন্দুমাত্র
 সংশয় নাই । ৩১৯-৩২০ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,- পিতৃবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে
 ভগবান্, ভব ও দক্ষসম্বন্ধিনী কথা আপনারা
 অবগত হইয়াছেন ; অধুন পিতৃবংশের
 অনুরূপ দেববংশ বর্ণন করিতেছি ; শ্রবণ
 করুন । স্বায়ম্ভব মনুর অধিকারকালে
 ত্রোয়ুগের আদিতে দেবগণ 'যাম' নামে
 প্রসিদ্ধ ছিলেন । পূৰ্ব ইহারা যজ্ঞপুত্র বলিয়া
 বিখ্যাত হন । ইহাদের মধ্যে অজিতগণ ব্রহ্মার
 পুত্র এবং জিত, জিৎ ও অজিত, ইহারা স্বায়ম্ভব

তৃপ্তিমন্তো গণা হ্যেতে দেবানস্ত্র ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ
 ছন্দোগান্ত্র ত্রয়স্ত্রিংশৎসর্বে স্বায়ম্ভবস্য হ ॥ ৫ ॥
 যদুৰ্যযাতিষ্ঠৌ দেবৌ দীধয়ঃ শ্রবসো মতিঃ ।
 বিভাসশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রজাতির্বিংশতো দ্যুতিঃ ॥
 বায়সো মঙ্গলশ্চৈব যামা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ
 অভিমন্যুরথদৃষ্টিং সময়োহথ শুচিশ্রবাঃ ।
 কেবলো বিশ্বরূপশ্চ সুপক্ষো মধুপস্তথা ॥ ৭ ॥
 তুরীয়ো নির্হয়ুশ্চৈব যুক্তো গ্রাবাজিনস্ত্র তে ।
 যমিনো বিশ্বদেবাদ্যং যবিষ্ঠোহমৃতবানপি ॥ ৮ ॥
 অজিরো বিভূর্বিভাবশ্চ মূলিকোহথ দিদেহকঃ
 শ্রুতিশৃণো বৃহচ্ছুক্রো দেবা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ ॥
 আসন্স্বায়ম্ভবস্যেতে অন্তরে সোমপায়িনঃ ।
 ত্রিবিমন্তো গণা হ্যেতে বীৰ্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥
 তেষামিন্দ্রঃ সদা হ্যাসীদ্বিশ্বভুক্ত প্রথমো বিভুঃ ।
 অসুরা যে তদা তেষামাসন্ দায়াদবাক্ষবাঃ ॥ ১১ ॥
 সুপর্ণক্ষগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ।
 অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্কং নাসত্যা দেবযোনয়ঃ

মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র । দেবগণের
 মধ্যে গণ কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ঐ সকল
 পুত্র তৃপ্তিমান গণ বলিয়া খ্যাত । স্বায়ম্ভব মনুর
 ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক পুত্র ছন্দোগ বলিয়া
 প্রসিদ্ধ । যদু, যযাতি, দীধর, শ্রবস, মতি,
 বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স,
 ও মঙ্গল, এই দ্বাদশটি 'যাম' দেব বলিয়া
 কথিত এবং অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়,
 শুচিশ্রবা, কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ,
 তুরীয়, গ্রাবাজিন, যুক্ত, নির্হয়ু, সাধন
 বিশ্বদেবাদ্য, যবিষ্ঠ অমৃতবান, অজির, বিভু,
 বিভাব, মুনিক, বিদেহগ, শ্রুতিশৃণ, ও
 বৃহচ্ছুক্র, ইহারা স্বায়ম্ভবাবধিকারে সোমপায়ী
 ছিলেন । ইহারা মহাবল ত্রিবিমন্তগণ বলিয়া
 বিখ্যাত । ১-১০ । বিশ্ববুদ্ধ বিভু সর্বদা
 ইহাদের ইন্দ্র ছিলেন । তখন অসুর, সুপর্ণ,
 যক্ষ, গন্ধর্ব, বিশাচ, উরগ, ও রক্ষস এই
 অষ্টগণ ইহাদের জ্ঞাতি ও বাক্ষব মধ্যে
 পরিগণিত ছিল । তখন পিতৃগণের সহিত

স্বায়ম্ভুবেহন্তরেহতীতাঃ প্রজাস্থাসাং সহস্রশঃ
প্রবাবরুসম্পন্না আয়ুষা চ বলেন চ ॥ ১৩
বিস্তরাদিহ নোচ্যন্তে মা প্রসঙ্গে ভবত্বিহ ।
স্বায়ম্ভুবো নিসর্গশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতং মনুঃ ॥ ১৪
অতীতে বর্তমানেন দৃষ্টো বৈবস্বতেন সঃ ।
প্রজাভির্দেবতাভিশ্চ ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৫
তেসাং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্বমাসন্ যে তান্নিবোধত ।
ভৃগুশ্চ মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১৬
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সপ্ত স্বায়ম্ভুবেহন্তরে ।
অগ্নীধ্রুচাতিবাহশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ ॥ ১৭
জ্যোতিশ্মান দুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যেতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ ॥ ১৮
বায়ুপ্রোক্তা মহাসত্ত্বা রাজানঃ প্রথমেহন্তরে ।
সাসুরং তৎসগন্ধর্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ।
সপিশাচমনুষ্যঞ্চ সুপগ্ন্ধরসাং গণম্ ॥ ১৯
নো শক্যমানুপূর্ব্যেণ বজ্রং বর্ষশতৈরপি ।
বহুত্বান্নামধেয়ানাং সংখ্যা তেসাং কুলে তথা ॥

যা বৈ ব্রজকুলাখ্যাস্ত আসন্ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে ।
কালেন বহুনাতীতা অয়নাদয়ুগক্রমৈঃ ॥ ২১
ঋষয় উচুঃ ।

ক এষ ভগবান্ কালঃ সর্বভূতাপহারকঃ ।
কস্য যোনিঃ কিমাদিশ্চ কিং তস্বং স কিমাত্মজঃ
কিমস্য চক্ষুঃ কা মূর্তি কে চাস্যবয়বাঃ স্মৃতাঃ
কিংনামধেয়ঃ কোহস্যাত্মা এতৎ প্রকৃহি
পৃচ্ছতাম্ ॥ ২৩

সূত উবাচ ।

শ্রুয়তাং কালসম্ভাবঃ শ্রুত্বা চৈবাবধারণ্যতাম্ ।
সূর্য্যযোনির্নিমেষাদিঃ সংখ্যাচক্ষুঃ স উচ্যতে ॥
মূর্তিরস্য ত্বহোরাত্রে নিমেষাবয়বশ্চ সঃ ।
সংবৎসরশতং ত্বস্য নাম চাস্য কলাত্মকম্ ।
সাম্প্রতানাগতাতীতকালাত্মা স প্রজাপতিঃ ॥
পঞ্চানাং প্রাবভক্তানাং কালাবস্থাং নিবোধত
দিনার্দ্ধমাসমাসৈস্ত্ব ঋতুভিত্ত্বয়নৈস্তথা ॥ ২৬
সংবৎসরস্ত প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।

নাসত্যগণ দেবযোনি ছিলেন । ইহাদের
প্রভাব-রূপ-সম্পন্ন আয়ুশ্চান্ বলবান্ সহস্র
সহস্র সন্তান-সন্ততি স্বায়ম্ভুব অন্তরে অতীত
হইয়াছে । এ গ্রন্থে তাহাদের প্রসঙ্গ না থাকায়
বিস্তৃতভাবে কথিত হইল না । অতীত স্বায়ম্ভুব
মনুর, সৃষ্টিবিস্তার সাম্প্রতিক মনুর ন্যায়ে
জ্ঞাতব্য । স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কাল অতীত
হইলে, বর্তমান বৈবস্বত মনুর দৃষ্টান্তেই
তৎকালিক স্বভাবাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে । সেই
পূর্ব মন্বন্তরে যাহারা প্রজা, দেবতা, ঋষি এবং
পিতৃগণের সহিত সপ্তর্ষি ছিলেন, তাহাদের নাম
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, যথা :- ভৃগু,
অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও
বসিষ্ঠ । অগ্নীধ্রু, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি,
বসু, জ্যোতিশ্মান, দুতিমান, হব্য, সবন ও
পুত্র-এই দশ জন মহৌজা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ।
বায়ু বলিয়াছেন, ইহারাই প্রথম মন্বন্তরের
রাজা ছিলেন । আর অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ,
রাক্ষস, পশাচ, ও মনুষ্যগণের সহিত কত যে

সুপর্ণ ও অঙ্গরঃসমূহ সেই মন্বন্তরে ছিলেন,
বহুবংশত শতবর্ষেও তাহাদের বা পূর্বোক্ত
রাজবংশীয়গণের নামের আনুপর্ব্বিক সংখ্যা
করা অসম্ভব । স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে সকল
ব্রজকুলাখ্য প্রজা ছিল, বহু অয়ন, অদ, ও
যুগক্রমে বহুকাল হইল তাহারা অতীত
হইয়াছে । ১১-২১ । ঋষিগণ বলিলেন,-হে
সূত! ঐ সর্ব ভূতাপহারক কাল কে ? ইহার
উৎপত্তি, আদি, তত্ত্ব, স্বরূপ, চক্ষু, মূর্তি,
অবয়ব, নাম এবং দেহ কি ? তাহা বলুন ।
সূত বলিলেন,- আপনারা এই কাল সম্ভাব
শ্রবণ করিয়া অবধারণ করুন ; আমি কীর্তন
করিতেছি । সূর্য্যযোনি নিমেষাদিকে কাল কহে
; সংখ্যা কালের চক্ষুঃস্বরূপ । এইকালের মূর্তি
অহোরাত্র ; অবয়ব নিমেষ ও কলাত্মক
সংবৎসর তাহার নাম । ভূত ভবিষ্যৎ
বর্তমানত্বক কালই স্বয়ং প্রজাপতি । অধুনা
দিন, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও অয়নদ্বারা
পঞ্চাধা বিভক্ত কালের অবস্থাতেদ শ্রবণ

ইদংসরস্ততীয়স্ত চতুর্থচানুবৎসরঃ ॥ ২৭
 বৎসরঃ পঞ্চমস্তেষাং কালঃ স যুগসংজ্ঞিতঃ ।
 তেষাং তু তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধত
 ঋতুরগ্নিস্ত যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ
 আদিত্যেয়স্তসৌ সারঃ কালাগ্নিঃ পরিবৎসরঃ
 শুক্রকৃষ্ণা গতিমআপি অপাং সারময়ঃ খগঃ ।
 স ইদাবৎসরঃ সোমঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥
 যচ্চায়ং তপতে লোকাংস্তনুভিঃ সপ্তসপ্তভিঃ ।
 আশু কৰ্ত্তা চ লোকস্য স বায়ুরিতি বৎসরঃ ॥
 অহঙ্কারাদ্রুদন্ রুদ্রঃ সন্ততো ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ ।
 স রুদ্রো বৎসরস্তেষাং বিজজ্ঞে নীললোহিতঃ
 তেষায় হি তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধত
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগাৎ কালাত্মা প্রপিতামহঃ ।
 ঋক্‌মায়জুষাং যোনিঃ পঞ্চানাং পতিরীশ্বরঃ ॥
 সোহগ্নিযজুশ্চ সোমশ্চ স ভূতঃ স প্রজাপতিঃ ।
 প্রোক্তঃ সম্বৎসরশ্চেতি সূর্য্যো
 যোহগ্নিমনীষিভিঃ ॥ ৩৪

যস্মাৎ কালবিভাগানাং মাসসংযনয়োরপি ।
 গ্রহণক্ষত্রশীতোষ্ণবর্ষায়ঃকর্মাণাং তথা ।
 যোজিতঃ প্রবিভাগানাং দিবসনাঞ্চ ভাস্করঃ ॥
 বৈকারিকঃ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ।
 একেনৈকোহথ দিবসো মাসোহথর্ষঃ পিতামহঃ
 আদিত্যঃ সবিতা ভানুর্জীবিনো ব্রহ্মসংকৃতঃ ।
 প্রভবশ্চাব্যয়শ্চৈব ভূতানাং তেন ভাস্করঃ ॥ ৩৭
 তারাভিমানী বিজ্ঞেয়স্ততীয়ঃ পরিবৎসরঃ ॥
 সোমঃ সর্বৌষধিপতির্যস্মাৎ স প্রপিতামহঃ ॥ ৩৮
 আজীবঃ সর্বভূতানাং যোগক্ষেমকৃদীশ্বরঃ ।
 অবৈক্ষমাণঃ সততং বিভসি জগদংস্তভিঃ ॥ ৩৯
 তিথীনাং পর্বসন্ধীনাং পূর্ণিমাদর্শয়োরপি ।
 যোনির্নিশাকরো যশ্চ যোহমৃতাত্মা প্রজাপতিঃ
 তস্মাৎ স পিতৃমান সোম ঋগ্‌যজুচ্ছন্দসাশ্রকঃ
 প্রাণাপানসমানদ্যৌব্যানোদানাত্মকৈরপি ॥ ৪১
 কর্মভিঃ প্রাণিনাং লোকে সর্বচেষ্টা প্রবর্তকঃ ।
 প্রাণাপানসমানানাং বায়ুনাঞ্চ প্রবর্তকঃ ॥ ৪২

করুন । প্রথম সংবৎসর ; দ্বিতীয় পরিবৎসর;
 তৃতীয় ইদবৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম
 বৎসর সংজ্ঞায় অভিহিত । হিাদের স্বরূপ
 কীর্তন করিতেছি; যে ঋতু অগ্নি বলিয়া
 কীর্তিত, উহা সংবৎসর; আদিত্য যে কাল
 বিভাগ করেন, তাহা পরিবৎসর; সোম
 ইদবৎসর; ইহার শুক্র ও কৃষ্ণ উভয়বিধ গতি
 এবং ইনি জলসারময় ও আকাশগামী । ইহাই
 পুরাণানুমোদিত । যিনি সপ্ত সপ্ত তনু দ্বারা এই
 লোক সকলকে তাপযুক্ত ও সচেষ্ট করেন,
 তিনিই বায়ু এবং ঐ বায়ুই অনুবৎসর । রুদ্র
 রোদন করিতে করিতে অহঙ্কারবশে ব্রহ্মা
 হইতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সন্তত হন, ঐ
 নীললোহিত রুদ্রই রুদ্রদিগের বৎসর ।
 ইহাদের যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
 করুন । কালাত্মা প্রপিতামহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
 যোগে ঋক্‌ সাম ও যজুর নিদান এবং পঞ্চ
 কালের ঈশ্বর । তিনিই অগ্নি, যজু, সোম ভূতও
 প্রজাপতি । যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য্য বলিয়া

খ্যাত এবং সেই সূর্য্যই মনীষিগণের মতে
 সংবৎসর । এই সূর্য্য হইতেই কাল-বিভাগ,
 মাস, ঋতু, অয়ন, গ্রহ, নক্ষত্র, শীত, গ্রীষ্ম,
 বর্ষা, আয়ু ও দিবসের বিভাগ সম্ভবিত হয় ।
 এই প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি, দিবস, মাস
 ও ঋতুর প্রবর্তয়িতা এবং ইনিই
 পিতামহস্বরূপ । ইনিই আদিত্য, সবিতা,
 ভানু, জীবন ও ব্রহ্ম সংকৃত নামে অভিহিত
 এবং ভূতগণের উৎপত্তি-বিনাশ-সাধক বলিয়া
 ভাস্কর আখ্যায় নিশ্চিত । ২২-৩৭ । তৃতীয়
 পরিবৎসর, তারাভিমানী সোম সকল ঔষধির
 পতি বলিয়া তিনিও প্রপিতামহ-পদবাচ্য ও
 সর্বভূতের যোগ-ক্ষেমকারী । ইনি আশু
 দ্বারা জগৎ পোষন করেন । তিথি, পর্বসন্ধি,
 পূর্ণিমা ও আমাবস্যার ইনি যোনি । ইনি
 নিশাকর অমৃতাত্মা ও প্রজাপতি ; এজন্য এই
 সোম পিতৃমান এবং ঋক্‌ যজু ও ছন্দোময় ।
 ইনিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও
 ব্যানাত্মক কর্ম দ্বারা নিখিল প্রাণীর সর্ব

পঞ্চানাং চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিস্মৃতিজলাত্মনাম্ ।
সমানকালকরণঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়ন্নিব ॥ ৪৩
সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্বলোকানাং আবহ প্রবহাদিভিঃ ।
বিধাতা সৰ্ব্বভূতানাং ক্ষমী নিত্যং প্রভঞ্জনঃ ॥
যোনিরগ্নেরপাং ভূমেরবেচ্চন্দ্রমসচ্চ যঃ ।
বায়ুঃ প্রজাপতির্ভূতং লোকাত্মা প্রপিতামহঃ ॥
প্রজাপতিমুখৈর্দেবৈঃ সম্যগিষ্টফলার্থিভিঃ ।
ত্রিভিরেব কপালৈস্ত্র অম্বকৈরোষধিক্ষয়ে ।
ইজ্যতে ভগবান্যম্মান্ত্রস্মাত্মান্ উচ্যতে ॥ ৪৬
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ চ জগতী চৈব যা স্মৃতা ।
ত্র্যম্বকা নামতঃ প্রোক্তা যেনয়ঃ সবনস্য তাঃ
তাভিরেকতুভূতাভিঃ ত্রিবিধাভিঃ স্ববীৰ্য্যতঃ ।
ত্রিসাধনপুরোডাশত্রিকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ৪৮
ইত্যেতৎপঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ
যচ্চৈব পঞ্চধাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিজৈঃ
সৈকং ষট্‌কং বিজজ্ঞেহুথ মধ্বাদীনৃতবঃ কিল ॥

ঋতুপুত্রার্শবঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সমাসতঃ ।
ইত্যেতৎ পবমানো বৈ প্রাণিনাং জীবিতানি তু
নদীবেগসমযুক্তং কালো ধাবত সংহরন্ ।
অলোরাত্রকরন্তস্মাৎ স বায়ুরভবৎ পুনঃ ॥ ৫১
এতে প্রজানাং পতয়ঃ প্রধানাঃ সর্বদেহিনাম্ ।
পিতরঃ সর্বলোকানাং লোকাত্মানং প্রকীর্তিতাঃ
ধ্যায়তো ব্রহ্মণো বজ্রাদ্রদন্ সমভবন্তবঃ ।
ঋষিবিপ্রো মহাদেবো ভূতাত্মা প্রপিতামহঃ ॥
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং প্রণবায়োপপদ্যতে ।
আত্মবেশেন ভূতানামঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ ॥ ৫৪
অগ্নিঃ সংবৎসরঃ সূর্য্যচ্চন্দ্রমা বায়ুরেব চ ।
যুগাভিমানী কালাত্মা নিত্যং সংক্ষেপকৃষ্ণিভূঃ ।
উন্যাদকোহনুগ্রহকৃৎ স ইদ্বৎসর উচ্যতে ॥ ৫৫
রুদ্রাবিষ্টো ভগবতা জগত্যস্মিন্ স্বতেজসা ।
আশ্রয়াম্রয়সংযোগান্তনুভির্নামজিত্থা ॥ ৫৬
ততস্তস্য তু বীর্য্যেণ লোকানুগ্রহকারকম্ ।

চেষ্টাপ্রবর্তক । ইনি প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর
প্রবর্তয়িতা ; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও রসের
যথাকালে পুষ্টিসাধক ; এবং উহাদের যেন
ক্রিয়াসম্পাদক । সৰ্ব্বাত্মা । প্রভঞ্জন আবহ-
প্রবহাদি দ্বারা সকল জীবের জীবনস্বরূপ ও
বিধাতা । ইনি জল, অগ্নি, ভূমি, রবি ও
চন্দ্রমার উৎপত্তি স্থান ; তাই ইনি প্রজাপতি,
লোকাত্মা ও প্রপিতামহ বলিয়া উক্ত ।
প্রজাপতিপ্রমুখ দেবতাত্রয় সম্যক্ ইষ্টফল
কামনায় ওষধিক্ষয়ে ত্রিকপাল ও অম্বক দ্বারা
ভগবান্ রুদ্রের পূজা করেন । এজন্য তাঁহার
নাম 'ত্র্যম্বক' হইয়াছে । গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ ও
জাগতী এই ছন্দ তিনটি 'ত্র্যম্বক' উহারাই
যজ্ঞযোনি বলিয়া কথিত । ঐ ত্রিবিধ ছন্দ স্বীয়
প্রভাবে কৌভূত হওয়ায় ত্র্যম্বক ত্রিসাধন,
পুরোডাশ ও ত্রিকপাল বলিয়া উক্ত হইয়া
থাকেন । মনীষিগণ এবম্প্রকার পঞ্চবর্ষকে যুগ
বলিয়া কীর্ত্তন করেন । দ্বিজগণ এই যে পঞ্চবিধ
সম্বৎসরের কথা কহিয়াছেন, উহাদের এক
এক বর্ষ মধু প্রভৃতি ছয় ঋতু হইয়া প্রাদুর্ভূত ।

ঋতুপুত্র আর্শবগণ পঞ্চধা বিভক্ত । সংক্ষেপে
এই কাল সর্গ কথিত হইল । বায়ুও এইরূপে
বায়ুকালরূপে প্রাণিগণের জীবন ক্ষয় করিয়া
নদীর বেগের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছেন । এই
কাল হইতেই অহোরাত্র হইয়াছে, এই কালই
পুনরায় বায়ুমূর্ত্তি-ধর । ইহারা সকলেই
প্রজাপতি সর্বদেহীদিগের প্রধান,
সর্বলোকের পিতা, ও লোকাত্মা বলিয়া
কীর্ত্তিত । ৩৮-৫৩ । ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যানস্থ
থাকিলে ভগবান্ ভব তাঁহা হইতে আবির্ভূত
হন । ইনি ঋষি, বিপ্র, ও মহাদেবস্বরূপ
ভূতাত্মা এবং পিতামহ । ইনিই সকলের
ঈশ্বর, প্রণবের নিমিত্তই ইহার আবির্ভাব ।
ইনি আত্মরূপে প্রাণিগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
উৎপত্তিকারণ । ইনিই অগ্নি, সংবৎসর, সূর্য্য,
চন্দ্রমা ও বায়ু । ইনি যুগাভিমানী, কালাত্মা,
নিত্য সংহারক এবং ইনি উন্যাদক ও
অনুগ্রহকর্ত্ত্বরূপে ইদ্বৎসবনামে কথিত । ইনিই
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশ্রয়শয়-সম্বন্ধ নিবন্ধন তনু

দ্বিতীয়ঃ ভদ্রসংযোগঃ শতং তসৈককারকম্ ॥
 দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ কালত্বঞ্চাস্য যৎপরম্ ।
 তস্মাদ্ধৈ সৰ্ব্বথা ভদ্রস্তদ্বিত্তিরভিপূজ্যতে ॥ ৫৮
 পতিঃ পতীনাং ভগবান্ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ
 ভবনঃ সৰ্বভূতানাং সৰ্ব্বেষাং নীললোহিতঃ ।
 ওষধীঃ প্রতिसন্ধতে রুদ্রঃ ক্ষীণাং পুনঃপুনঃ ॥
 ইত্যেষাং যদপত্যং বৈ ন তচ্ছক্যং প্রমাণতঃ ।
 বহুত্বাং পরিসংখ্যাতুং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥ ৬০
 ইমং বংশং প্রজেশানাং মহতাং পুণ্যকৰ্মণাম্
 কীর্তয়ন্ স্থিরকীর্তীনাং মহতীং সিদ্ধিমাণুয়াৎ ॥ ৬১
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দেববংশ-
 বর্ণনং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ষাট্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রণবস্য বিনিশ্চয়ম্ ।
 ওঙ্কারমক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিবর্ণহআদিতঃ স্মৃত্ ॥ ১

ও নাম সকল দ্বারা স্বীয় তেজে এ জগতে
 প্রতিভাত । অনন্তর তাঁহারই প্রভাবে আবার
 লোকানুকুল বিস্তৃত সৃষ্টি এবং দেব, পিতৃ ও
 কাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । পরে ঐ উৎপন্ন
 ভূতগণই আবার তাঁহার পূজা করে । ভগবান্
 ভব প্রজেশ, প্রজাপতি, পতিরও পতি,
 সৰ্বভূতের প্রভব এবং ক্ষীণ ওষধি সকলের
 পুনঃপুনঃ প্রতিসন্ধাতা । প্রথমোক্ত
 পুণ্যকৰ্ম্মাদিগের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য বলিয়া
 সম্পূর্ণ বংশবিবরণ কীর্তন করা আমার
 সাধ্যায়ত্ত নহে । যিনি এই স্থিরকীর্তি
 প্রজাপতিগণের মহৎ বংশ কীর্তন করেন, তিনি
 মহতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন । ৫৪-৬১ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১

ষাট্রিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,-অতঃপর প্রণবের বিষয় কীর্তন
 করিতেছি শ্রবণ করুন । ওঙ্কারাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ;

যো যে यस্য যতা বর্ণো বিহিতো দেবতান্তথা ।
 ঋচো যজুংষি সামানি বায়ুরগ্নিস্তথা জলম্ ॥ ২
 তস্মাস্তু অক্ষরাদেব পুনরন্যে প্রজজ্ঞিরে ।
 চতুর্দশ মহাত্মানো দেবানাং যে তু দেবতাঃ ॥ ৩
 তেষু সৰ্ব্বেগতশ্চৈব সৰ্ব্বেগঃ সৰ্ব্বযোগবিৎ ।
 অনুগ্রহায় লোকানাং মাদিমধ্যান্ত উচ্যতে ॥ ৪
 সগুৰ্ঘ্যস্তথেন্দ্র যে দেবাশ্চ পিতৃভিঃ সহ ।
 অত্রান্নিঃসূতাঃ সৰ্ব্বে দেবদেবান্নাহেশ্বরাঃ ॥
 ইহামুত্র হিতার্থায় বদন্তি পরমং পদম্ ।
 পূৰ্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্ত যুগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগাদিঃ কলিনা সহ ।
 পরিবর্তমানৈস্তৈরেব ভ্রমমাণেষা চক্রবৎ ॥ ৭
 দেবতাস্ত তদোদ্বিগ্নাঃ কালস্য বশমাগতাঃ ।
 ন শক্লুবন্তি তন্মানং সংস্থাপয়িতুমাশ্বনা ॥ ৮
 তদা তে বাগ্‌যতা ভূত্বা আদৌ মন্বন্তরস্য বৈ ।
 ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ইন্দ্রশ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ৯
 সমাধায় মনন্তীত্রং সহস্রং পরিবৎসরান্ ।

ওঙ্কারে তিনটি বর্ণ আছে । ইহা মন্ত্রের
 আদিতে প্রযুক্ত হয় । ওঙ্কারস্থ বর্ণ হইতেই
 ঋক্ যজুঃ, সাম ও বায়ু অগ্নি বরুণ প্রভৃতি
 দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন । দেবতাদিগের
 মধ্যে যে চতুর্দশ জন মহাত্মা, তাঁহাদের
 মধ্যে যিনি সৰ্ব্বেগ, সৰ্ব্বেগত ও সৰ্ব্বযোগবিৎ,
 তিনিই লোকানুগ্রহের নিমিত্ত ওঙ্কারের আদি-
 মধ্য অন্তরূপে আবির্ভূত সগুৰ্ঘ্য, ইন্দ্র, দেবগণ
 ও পিতৃগণ-ইহারা সকলেই দেবদেব
 মহেশ্বরস্বরূপ । ওঙ্কারাক্ষর হইতে প্রাদুর্ভূত
 হইয়াছেন । ১-৫ । মনীষিগণ ঐ ওঙ্কারাক্ষরকে
 ইহলোক ও পরলোকের হিতকর পরমপদ
 বলিয়া কীর্তন করেন । পূৰ্বে আমি চক্রবৎ
 ভ্রমমাণ কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের
 সহিত কালের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি ; যুগ
 সকল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকিলে, তখন
 দেবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া
 ব্যাকুলিতভাবে তাহার ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ
 হইয়া পড়েন এবং মন্বন্তরের আদিতে ঐ

প্রপয়াস্তে মহাদেবং ভীতাঃ কালস্য বৈ তদা
অয়ং হি কালো দেবেশচতুমূর্ত্তিমউর্ম্মখঃ ।
কোহস্য বিদ্যানাহাদেব অগাধস্য মহেশ্বর ॥ ১১
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তত্ত্ব কালং চতুমূর্ম্মখম্ ।
ন ভেতব্যমিতি গ্রাহ কো বঃ কামঃ প্রদীয়তাম্
তৎকরিষ্যামহং সর্বং ন বৃথাযং পরিশ্রমঃ ।
উবাচ দেবো ভগবান্ স্বয়ং কালঃ সুদুর্জয়ঃ ॥ ১৩
যদেতস্য মুখং শ্বেতং চতুর্জিহ্বং হি লক্ষ্যতে ।
এতৎ কৃতযুগং নাম তস কালস্য বৈ মুখম্ ।
অসৌ দেবঃ সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা বৈবস্বতো মুখঃ ॥
যদেতদ্ভক্তবর্ণাভং দ্বিতীয়ং বঃ স্মৃতং ময়া ।
ত্রির্জিহ্বাং লেলিহানস্ত্র এতদ্রোতা যুগং দ্বিজাঃ
অথ যজ্ঞ প্রবৃত্তিস্ত জায়তে হি মহেশ্বরাৎ ।
ততোহত্র ইজ্যতে যজ্ঞত্রিস্রোজিহ্বাত্রয়ে হগ্নয়ঃ
দৃষ্ট্বা চৈবাগ্নয়ো বিপ্রাঃ কালজিহ্বাবর্ত্ততে ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেব, ঋষি ও তপোধনগণ যতবাক্
হইয়া সহস্র বর্ষব্যাপী তীব্র তপস্যায় মনঃ-
সমাধানপূর্ব্বক কাল ভয়ে ভীত হইয়া ভগবান
মহাদেবকে প্রাপ্ত হন । তাঁহারা বলেন,-হে
মহেশ্বর মহাদেব! এই দেবেশ কাল চতুমূর্ত্তি ।
চতুর্কদন ; ইহার তত্ত্ব কে জানিতে পারে? অনন্ত
র মহাদেব চতুমুখ কালকে নিরীক্ষণ করিয়া
দেবগণকে বলিলেন,-তোমাদের ভয় নাই,
আমি তোমাদের কোন্ অভিলষিত পূরণ করিব,
তাহা তোমরা বল ; তোমাদিগকে আর বৃথা
পরিশ্রম করিতে হইবে না ; এই বলিয়া
কালরূপী সাক্ষাৎ সুদুর্জয় দেবদেব বলিতে
লাগিলেন,-এই যে চারিটী জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ
বদন দেখিতেছ এইটী কালের কৃতযুগ নামক
প্রথম মুখ । আর এই মুখই দেব সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা
ও ইনিই বৈবস্বত নামক মুখ । ঐ যে রক্তবর্ণ
দ্বিজিহ্ব, লেলিহান দ্বিতীয় মুখ, উহাই ত্রোতায়ুগ
; ইহাতেই মহেশ্বর হইতে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হয় এজন্য
ইহাতেই যজ্ঞ আরম্ভ হয় । ইহার তিনটী জিহ্বা
তিনটী অগ্নিস্বরূপ, ইহাকে আহিত অগ্নিই
কালের জিহ্বা । আর এই যে দুইটী জিহ্বা

যদেতদ্বৈ মুখং ভীমং দ্বিজিহ্বং রক্তপিঙ্গলম্ ।
দ্বিপাদোহত্র ভবিষ্যামি দ্বাপরং নাম তদ্যুগম্
যদেতৎ কৃষ্ণবর্ণাভং তুরীয়ং রক্তলোচনম্ ।
একজিহ্বা পৃথু শ্যামং লেলিহানং পুনঃপুনঃ ॥
ততঃ কলিযুগং ঘোরং সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ।
কল্পস্য তু মুখং হ্যেতচ্চতুর্থং নাম ভীষণম্ ॥ ১৯
ন সুখংনাপি নির্ব্বাণং তস্মিন্ ভবতি বৈ যুগে
কালগ্রস্তা প্রজা চাপি যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥
ব্রহ্মা কৃতযুগে পূজ্যত্নেতয়াং যজ্ঞ উচ্যতে ।
দ্বাপরে পূজ্যতে বিষ্ণুরহং পূজ্যচ্চতুর্থাপ ॥ ২১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ যজ্ঞশ্চ কালস্যৈব কলাত্রয়ঃ ।
সর্বৈশ্বব হি কালেষু চতুমূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ২২
অহং জনো জনয়িতা কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ
যুগকর্ত্তা ততা চৈব পরং পরপরায়ণং ॥ ২৩
তস্মাৎ কলিযুগং প্রাপ্য লোকানাং হিতকারণাৎ
অভয়ার্থং চ দেবানামুভয়োর্লোকয়োরপি ॥ ২৪
তদা ভব্যশ্চ পূজ্যশ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ
তস্মাদ্ভয়ং ন কার্য্যঞ্চ কলিং প্রাপ্য মহৌজসঃ ॥

বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রক্ত পিঙ্গল বদন, এই বদনই
আমার দ্বিপাদধর্ম্ম যুক্ত দ্বাপর যুগ । আর এই
যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তলোচন একজিহ্ব পুনঃপুনঃ
লেলিহান স্থল চতুর্থ বদন, ইহাই কল্পমুখস্বরূপ
সর্বলোকভয়ঙ্কর ঘোর কলিযুগ । কলিযুগে
সুখও নাই, নির্ব্বাণও নাই, সকল প্রজাই
কলিগ্রস্ত হইয়া থাকে । কৃতযুগে ব্রহ্মা পূজ্য,
ত্রোতায যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণু এবং আমি
চারিযুগেই পূজনীয় । ৬-২১ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
যজ্ঞ-ইহারা কালেরই তিনটী অংশ মাত্র । আর
সকল কালেই আমি চতুমূর্ত্তি । আমিই জল,
আমিই তোমাদের জনপ্রিয়তা কালপ্রবর্ত্তক
কাল । আমিই যুগকর্ত্তা পরম পরপরায়ণ ।
এজন্য আমি কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়া লোকের হিত
ও দেবগণের অভয়ের নিমিত্ত ভব্য ও পূজ্য
হইয়া থাকি । হে সুরোত্তমগণ ! সুতরাং
কলিপ্রাপ্তিতে আপনাদের ভয়ের কারণ কিছুই
নাই । দেব ও ঋষিগণ কালরূপী মহাদেব কর্ত্তক

এবমুক্তান্তঃ সৰ্বা দেবতা ঋষিভিঃ সহ ।
প্রণম্যশিরসা দেবং পুনরুর্জগৎপতিম ॥ ২৬
দেবর্ষয় উচুঃ ।

মহাতেজা মহাকাযো মহাবীর্যো মহাদ্যুতিঃ ।
ভীষণঃ সৰ্বভূতানাং কথং কালঃ চতুর্মুখঃ ॥ ২৭
মহাদেব উবাচ ।

এষ কালঃ চতুর্মূর্তিমউর্দংষ্ট্রঃ চতুর্মুখঃ ।
লোকসংরক্ষণার্থায় অতিক্রামতি সৰ্বশঃ ॥ ২৮
নাসাধ্যং বিদ্যাতে চাস্য সৰ্বস্মিন্ সচরাচরে ।
কালঃ সৃজতি ভূতানি পুনঃ সংহরতি ক্রমাৎ ॥
সৰ্বৈ কাকলস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে ।
তস্মাস্তু সৰ্বভূতানি কালঃ কলয়তে সদা ॥ ৩০
বিক্রমস্য পদান্যস্য পূৰ্বোক্তান্যেকসত্ত্বিঃ ।
তানি মন্বন্তরাণীহ পরিবৃন্তযুগক্রমাৎ ॥ ৩১
একং পদং পরিক্রম্য পদ্যামেকসত্ত্বিঃ ।
যদা কালঃ প্রক্রমতে তদা মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ৩২

এবমুক্তা তু ভগবান্ দেবার্ষি পিতৃদানবান্ ।
নমস্কৃত্য তৈঃ সৰ্বৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৩
এবং স কালো ভগবান্ দেবার্ষিপিতৃদানবান্ ।
পুনঃ পুনঃ সংহরতে সজতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৪
অতো মন্বন্তরে চৈব দেবার্ষিপিতৃদানবৈঃ ।
পূজ্যতে ভগবানীমো ভায়াৎ কালস্য তস্য বৈ
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন কলৌ কুর্য্যাপো দ্বিজাঃ
প্রপন্নস্য মহাদেবং তস্য পুণ্যফলং মহৎ ।
ত্বাদেবা দিবং গতা অবতীৰ্য্য চ ভূতলে ॥
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্ ।
তপ ইচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং কর্তুং ধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৬
অবতারান কলিং প্রাপ্য করোতি চ পুনঃপুনঃ
এবং কালন্তরে সৰ্বৈ যেহতীতা বৈ সহস্রশঃ
বৈবস্বতেহন্তরে তস্মিন্ দেবরাজর্ষয়স্তথা ॥ ৩৮
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মনুষ্মাকুবংশজাঃ
মহাযোগবলোপেতাঃ কালান্তরমুপাসতে ॥ ৩৯

এইরূপে উক্ত হইয়া তাঁহাকে অবনত-মস্তকে
অভিবাদনপূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন,-
হে দেব! অতিতেজস্বী, মহাকায, মহাবীর্য্য,
মহাদ্যুতি, লোক ভয়ঙ্কর এই কাল চতুর্মুখ
হইলেন কি জন্য? ভগবান্ মহাদেব জিজ্ঞাসিত
হইয়া বলিলেন,- এই চতুর্মূর্তি চতুর্মুখ চতুর্দংষ্ট্র
কাল লোকরক্ষার নিমিত্ত সকলেই অতিক্রম
করিয়া থাকেন। এই চরাচরে তাঁহার কিছুই
অসাধ্য নাই। তিনিই ভূত সমুদয় সৃষ্টি
করিতেছেন, আবার তিনিই ক্রমশঃ সংহার
করিয়া থাকেন। সকলেই কালের বশবস্তী,
কিন্তু কাল কাহারও বশীভূত নহে। এজন্য
কালই সৰ্বভূতের সঙ্কলয়িতা। পূৰ্বোক্ত
একসত্ত্বি যুগ-কালের এক একটা পাদক্ষেপ
স্বরূপ এবং উহাই মন্বন্তর বলিয়া কথিত। এক
একবার করিয়া যখন কালের একসত্ত্বি বার
পাদ বিক্ষেপ হয়, তখনই মন্বন্তরের ক্ষয়
হইয়া থাকে। অর্থাৎ একসত্ত্বি যুগে এক
যুগান্তর হয়। ভগবান্ মহাদেব- দেব, ঋষি,

পিতৃ ও দানবগণকে এই কথা कहিলে তাঁহারা
তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; পরে তিনি
তৎক্ষণাৎ অন্তর্হি হইলেন, কাল এই প্রকারে
দেব, ঋষি পিতৃ ও দানব প্রভৃতিকে পুনঃপুনঃ
সৃজন ও সংহার করিতেছেন। এই নিমিত্তই
ভগবান্ ঈশ, কাল-ভয়ে ভীতি দেব ঋষি পিতৃ
ও দানবগণ কর্তৃক পূজিত হন। হে দ্বিজগণ!
অতএব কলিযুগে সকলেরই সৰ্বপ্রযত্নে
তপস্চরণ করা বিধেয়। তিনি তপস্যায়
মহাদেবকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার পুণ্যফল মহৎ।
এজন্য ধর্ম পরায়ণ দেবগণ ও ঋষিগণ
সুদারুণ কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা
করিতেই ইচ্ছা করেন। ২২-৩৬। এইরূপে
তাঁহারা কলিপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ ও
তপোনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবাপি,
পুরুবংশসমুত রাজা, মনু ও ইক্ষাকুবংশজাত
সহস্র সহস্র নৃপতিগণ,-যাঁহারা কালে অতীত
হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার কালধর্মের
বশীভূত হইয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে সত্য ত্রেতা

ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন্ধিষ্যে ত্রেতাযুগে কৃতে
সপ্তর্ষিভিঃ চৈব সাদর্শং ভাব্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ
গোত্রাণাং ক্ষত্যাণাং চ ভবিষ্যন্তে

প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৪০

দ্বাপরাস্তে প্রতিষ্ঠন্তে ক্ষত্রিয়া ঋষিভিঃ সহ ।
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব তথা ক্ষীণে চ দ্বাপরে ॥
ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোচ্ছেদা দ্বিজার্থায় কলৌ স্মৃতাঃ ।
এবমেতেষু সর্বেষু যুগেষু ক্রমশস্ততা ॥ ৪২
সপ্তর্ষিস্তথা সার্কং সন্তানার্থং যুগে যুগে ।
এবং ক্ষত্রস্য চোচ্ছেদাঃ সম্বন্ধে দ্বৈ দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
নরাঃ পাতকিনো যে বৈ বর্তন্তে তে কলৌ

স্মৃতা ॥ ৪৩

মন্বন্তরাণাং সন্তানাং সন্তানার্থা শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ ।
এবমেতেষু সর্বেষু যুগক্ষয়ক্রমস্তথা ॥ ৪৪
পরম্পরং যুগানাং চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ধবঃ ।
যতাবৈ প্রকৃতিস্তেভ্যঃ প্রবৃত্তানাং যথাক্ষয়ম্ ॥
জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশোষিতে ।
ক্রিয়ন্তে কুলটাঃ সর্বা ক্ষতিয়ৈর্বসুদাধিপৈঃ ।
দিবং গতানহং ভূভ্যং কীর্তয়িষ্যে নিবোধত ॥

দ্বাপর কলি এই যুগেই সপ্তর্ষিগণের সহিত
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারা ইক্ষবংশের ভাবী
প্রবর্তকরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন । কৃত, ত্রেতা
ও দ্বাপর-যুগের শেষে ক্ষত্রিয়গণ সপ্তর্ষিগণের
সহিত মিলিত হন এবং তাঁহারা দ্বিজগণের ধর্ম্য
কর্মের সহায়তার নিমিত্তই সপ্তর্ষিদিগের সহিত
মিলিত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য উচ্ছেদ
প্রাপ্ত হন । সকল যুগেই এইরূপ সম্বন্ধটি হয় ।
পাতকী নরসকলই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া
থাকে । সপ্ত মন্বন্তরের বিস্তৃত বৃত্তান্ত শ্রুতি ও
স্মৃতি গ্রন্থেই নিহিত । যুগ পরাবার উদ্ভব,
ব্রহ্মক্ষত্রদিগের উৎপত্তি, তাহাদিগের প্রকৃতি
ও তৎপ্রবৃত্ত প্রজাদিগের ক্ষয়, ঐরূপে
যুগক্ষয়ক্রম সকল গ্রন্থেই ঐরূপ জানিতে
হইবে । জামদগ্ন্য রাম ক্ষত্রকুল নির্মূল করিলে
ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ কুলটা সংসগং করিয়াছিলেন ।

ঐড়মিক্ষাকুবংশ্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে ।
রাজানঃ শ্রোণিবন্ধান্ত তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভূবি ॥
ঐড়বংশেহথ সমুতান্তথা চেক্ষাকবে নৃপাঃ ।
তেভ্য এব শতং পূর্ণং কুলানামাভ্যেচিতম্ ॥
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তরো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ
ভোজং তু ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্দ্ধা তদ্যথাদিশম্
তেষঈতস্ত রাজানো ব্রুবতস্তান্নিবোধত ।
শতং বৈ প্রতিবিদ্যানাং হৈহয়ানাং তথা শতম্
ধার্তরাষ্ট্রোত্ত্বেকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ ।
শতং বৈ বন্ধাদস্তানাং কুলানাং বীর্ষিণাং শতম্
ততঃ শতং তু পৌলানাং শতং কাশিকুশাদয়ঃ
তথাপরং সহস্রং তু যেহতীতাঃ শশবিন্দবঃ ।
ঈজানাংস্তেহশ্বমেধৈস্ত সর্বৈ নিযুতদক্ষিণৈঃ ॥
এবং রাজর্ষয়োহতীতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
মনার্বৈবস্বতস্যেহ বর্তমানেহস্তরে শুভে ॥ ৫৩

অতঃপর আমি স্বর্গত নৃপতিগণের বিবরণ
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ঐড় বংশ
ইক্ষাকুবংশের আদি বলিয়া কথিত ।
'শ্রোণিবন্ধা' নৃপতিগণ এবং অন্যান্য বহু নৃপতি
ঐড়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই
নৃপতিবৃন্দ হইতে শত শত কুল বিস্তৃত
হইয়াছিল । ৩৭-৫০ । ভোজবংশীয় নৃপদিগের
বংশ উহাদের দ্বিগুণ ; প্রায় তিন শত হইবে ।
এই ভোজবংশের চারিটি অংশ আছে ; উহা
উল্লেখ করা হইয়াছে ! তাঁহাদের মধ্যে যাহারা
অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি,
শ্রবণ করুন । প্রতিবিদ্য, হৈহয় ও
ধার্তরাষ্ট্রদিগের প্রত্যেক বংশের একশত করিয়া
কুল অতীত হইয়াছে । জনমেজয়বংশের ষাতি,
ব্রহ্মদত্ত, বীর্ষ্য পৌল ও কাশিকুশবংশের
প্রত্যেককতঃ একশত এবং শশবিন্দুদিগের
এক সহস্র কুল অতীত হইয়াছে । এই
বংশীয়গণ সকলেই ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ
করিয়াছিলেন । এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র

পুনরুক্তবহুত্বাচ্চা ন শক্যং বিস্তরেণ তু ।
 এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা ন শক্যো বিস্তরেণ তু
 বক্ষুং রাজর্ষয়ঃ কৃৎস্না যেহতীতান্তৈর্যুগৈ সহ ॥
 এতে যযাতিবংশস্য বভূবুর্বংশবর্জনাঃ ।
 কীর্তিতা দ্যুতিমন্তস্তে যে লোকন্ ধারয়ন্তি বৈ
 লভন্তে চ বরান্ পঞ্চ দুর্লভান্ ব্রহ্মলৌকিকান্
 আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং কীর্তিরৈশ্বর্য্যং ভুতিরেব চ ॥
 ধারণাচ্ছবণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্য ধীমতাম্ ।
 তথোক্তা লৌকিকান্ চৈব ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি বৈ
 চত্বার্যাঙ্কঃ সহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ কৃতং যুগম্ ।
 তস্য তাবচ্ছতী সক্ষ্য সক্ষ্যাংশচ তথাবিধঃ ॥
 কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদচতুঃসাহস্র উচ্যতে ।
 তস্মাচ্চতুঃশতং সক্ষ্য সক্ষ্যাংশচ তথাবিধঃ ॥
 ত্রোতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ ।
 তস্যাপি ত্রিশতী সক্ষ্য সক্ষ্যাংশত্রিশতঃ স্মৃতঃ
 অনুষঙ্গপাদস্ত্রোতায়ান্ত্রিসাহস্রস্ত সংখ্যয়া ।

রাজর্ষি অতীত হইয়াছেন । বৈবস্বত মনুর এই
 বর্তমান অধিকার কালে যাঁহারা অতীত
 হইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের উল্লেখ বিস্ত
 রূপে করিতে আমি অক্ষম । কাজেই যে
 সকল রাজর্ষি সেই সেই যুগের সহিত অতীত
 হইয়াছেন ; সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ
 করিলাম ; বিস্তৃতভাবে কীর্তন করিতে পারিলাম
 না । এই রাজন্যবর্গ সকলেই যযাতিবংশ-
 সম্বৃত । ইহারা সকলেই দ্যুতিমান ছিলেন এবং
 সকলেই সমস্ত লোক পালন করিয়াছিলেন ।
 প্রজাগণের পুত্রবৎ পালন ও তাহাদের সকল
 প্রকার অভিযোগ শ্রবণ হেতু ইহারা দুর্লভ ব্রহ্ম
 লোকপ্রাপক বর লাভ করিবার পর আয়ু, ধন,
 পুত্র, কীর্তি, ও ঐশ্বর্য্য এই পাঁচটি বরও প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন । কৃতযুগে প্রক্রিয়াপাদ ; ঐ যুগের
 পরিমাণ- চারি হাজার বৎসর এবং উহার
 সক্ষ্য ও সক্ষ্যাংশ চারিশত বৎসর । ত্রোতায়ুগে
 অনুষঙ্গ পাদ ; ঐ যুগের পরিমাণ তিন হাজার;
 এবং উহার সক্ষ্য ও সক্ষ্যাংশ তিন শত বৎসর ।
 দ্বাপরে উপোদ্ঘাত পাদ ; ঐ যুগের পরিমাণ

দ্বাপরে দ্বৈ সহস্রে তু বর্ণানাং সম্ভবকীর্তিতম্ ॥
 তস্যাপি ত্রিশতী সক্ষ্যাসক্ষ্যাংশো দ্বিশতস্তথা
 উপোদ্ঘাততৃতীয়স্ত দ্বাপরে পাদ উচ্যতে ॥ ৬২
 কলিং বর্ষসহস্রং তু প্রাচ্ছ সংখ্যাবিদো জনাঃ ।
 তস্যাপি শতিকা সক্ষ্য সক্ষ্যাংশঃ শতমেব চ ॥
 সংহারপাদঃ সংখ্যাতচতুর্থো বৈ কলৌ যুগে ।
 সসক্ষ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ ॥ ৬৪
 এতদ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্ ।
 এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥
 সক্ষ্যাসক্ষ্যাংশকৈরেব দ্বৈ সহস্রে তথাপরে ।
 এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৬৬
 যথা বেদচতুষ্পাদচতুষ্পাদং তথা যুগম্ ।
 যথা যুগং চতুষ্পাদং বিধাতা বিহিতং স্বয়ম্ ।
 চতুষ্পাদং পুরাণস্ত ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা ॥ ৬৭
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যুগধর্ম্ম-
 নিরূপণং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২

দুই হাজার বৎসর এবং উহার সক্ষ্য ও সক্ষ্যাংশ
 দুই শত বৎসর । কলিযুগে সংহারপাদ
 প্রখ্যাত; ঐ যুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর;
 ইহার সক্ষ্য ও সক্ষ্যাংশও এক শত বৎসর
 করিয়া । সক্ষ্য ও সক্ষ্যাংশের সহিত এই চারি
 যুগের কথা বলা হইল । সক্ষ্য ও সক্ষ্যাংশের
 পরিমাণসহ এই চারি যুগের পরিমাণ দ্বাদশ
 সহস্র বৎসর । এইরূপ যুগপাদদেরও
 পরিমাণ দশ সহস্র বৎসর । আর ইহার সক্ষ্য
 ও সক্ষ্যাংশ পরিমাণ দুই হাজার বৎসর ।
 ঋষিগণ এই দ্বাদশ সহস্র যুগপাদ-পরিমাণ
 কীর্তন করেন । বেদ যেমন চতুষ্পাদ, তেমনি
 যুগও চতুষ্পাদ বলিয়া কীর্তিত; ইহা স্বয়ং
 বিধাতা বিধান করিয়াছেন । ৫১-৬৭ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মন্বন্তরেষু সর্বেষু অতীতানাগতেষুহ ।
তুল্যাভিমানিনঃ সর্বে জায়ন্তে নামরূপতঃ ॥ ১
দেবাশ্চ বিবিধা যে চ তস্মিন্ মন্বন্তরেহুধিপাঃ
ঋষয়ো মনবশ্চৈব সর্বে তুল্যামানিনঃ ॥ ২
মহর্ষিসর্গঃ প্রোক্তো বৈ বংশঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ কীর্ত্যমানং নিবোধত ॥ ৩
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পৌত্রাস্তু তৎসমাঃ ।
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপসমন্বিতা ॥ ৪
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা ।
স্বায়ম্ভুবেহুন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তদা ॥ ৫
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রেতৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ।
প্রজাসর্গতপোযোগৈস্তৈরিয়ং বিনিবেশিতা ॥ ৬
প্রিয়ব্রতাং প্রজাবন্তো বীরাং কন্যা ব্যজায়ত
কন্যা সা তুমহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৭
কন্যে হে শতপুত্রাশ্চ সন্ম্রাট্ কুক্ষিচ্চ তে উভে

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,-অতীত ও অনাগত
মন্বন্তরসমূহে সকলেই নাম ও রূপানুসারে
তুল্যাভিমानी হইয়া থাকে । সেই সেই মন্বন্ত
রের বিবিধ দেবতা, মন্বন্তরাধিপ, বিভিন্ন মনু
এবং ঋষি সকলেই তুল্যাভিমानी । পূর্ব্ব
মহর্ষিসৃষ্টি কথিত হইয়াছে ; অধুনা বিস্তৃতরূপে
স্বায়ম্ভুব বংশ কীর্ত্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন ।
স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পৌত্র ছিলেন ; তাহারা
প্রিয়ব্রতের পুত্র এবং গুণে সকলেই স্বায়ম্ভুব
মনুর সমান । পূর্ব্ব সত্য ও ত্রেতাযুগে তাহারা
যোগ ও তপশ্চরণ দ্বারা সসমুদ্রা সপ্তদ্বীপ-
সমন্বিতা সমগ্র পৃথিবীর কর গ্রহণ করিতেন ।
প্রজাপতি বীর প্রিয়ব্রত হইতে এক কন্যা
উৎপন্ন হয় । ঐ মহাভাগা কন্যা
কর্দ্দমপ্রজাপতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন । এতদ্ভিন্ন
তাহার আরও দুইটী কন্যা এবং সন্ম্রাট্ ও কুক্ষি

তয়োর্বে ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রাজাপতিসমা দশ ॥৮
অগ্নীধ্রুশ্চ বপুশ্চাংমএমদা মেদতিথিবিভুঃ ।
জ্যোতিশ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ সর্ক এব চ
প্রিয়ব্রতোহভিষিচ্যেতান্ সপ্ত সপ্তসু পার্থিবান্
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংস্তাংচ নিবোধত ॥
জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রুশ্চ মহাবলম্ ।
পুষ্কদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ॥১১
শাল্মলৌ তু বপুশ্চান্তং রাজানমভিষিক্তিবান্ ।
জ্যোতিশ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভু
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশং ।
শাকদ্বীপেশ্বরং চাপি হব্য চক্রে প্রিয়ব্রতঃ ।
পুষ্করাধিপতিং বাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ ।
পুষ্করে সবনস্যাপি মহাবীতঃ সুতোহভবং ।
ধাতকিশ্চৈব দ্বাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ
মহাবীতং স্মৃতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ ।
নাম্না তু ধাতকেশ্চাপি ধাতকীখণ্ড উচ্যতে ॥ ১৫
হব্যো ব্যজনয়ং পুত্রান্ শাকদ্বীপেশ্বরান্ প্রভুঃ
জলদঞ্চ কুমারঞ্চ সুকুমারং মণীচকম্ ॥ ১৬
বসুমোদং সুমোদাকং সপ্তমঞ্চ মহাদ্রুমম্ ।

প্রভৃতি শত পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহাদের মধ্যে
দশজন ভ্রাতা প্রজাপতি-সম প্রখ্যাত
পরাক্রান্ত ছিলেন । তাহাদের নাম- অগ্নীধ্রু,
বপুশ্চান্, মেধা, মেধাতিথি, বিভু,
জ্যোতিশ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও সর্ক ।
প্রিয়ব্রত ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে
সাতজনকে সপ্তদ্বীপে অভিষেক করেন । তিনি
কোন দ্বীপে কাহাকে অভিষেক করিয়াছিলেন,
তাহা শ্রবণ করুন । অগ্নীধ্রুকে জম্বুদ্বীপের,
মেধাতিথিকে পুষ্কদ্বীপের, বপুশ্চানএক
শাল্মলিদ্বীপের, জ্যোতিশ্মানএক কুশদ্বীপের,,
দ্যুতিমানএক ক্রৌঞ্চদ্বীপের, হব্যকে
শাকদ্বীপের ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের অধীশ্বর
করেন । পুষ্করদ্বীপে সবনের মহাবীত ও
ধাতকী নামে দুই পুত্র হয় । মহাবীতের নামে
মহাবীত নামক বর্ষ এবং ধাতকীর নামে
ধাতকীখণ্ড প্রসিদ্ধ লাভ করে । হব্য কতিপয়

জলদং জলদস্যাপি বর্ষং প্রথমমুচতে ।
 কুমারস্য চ কৌমারং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতম্ ॥
 সুমুকারং তৃতীয়স্ত সুকুমারস্য কীর্তিতম্ ।
 মণীচকস্য চতুর্থং মণীচকমিহোচ্যতে ॥ ১৮
 বসুমোদস্য বৈ বর্ষং পঞ্চমং বসুমোদকম্ ।
 মোদকস্য তু মোদাকং বর্ষষষ্ঠং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৯
 মহাদ্রুমস্য নায়া তু সপ্তমস্ত মহাদ্রুমম্ ।
 এষান্ত নাযভিত্তানি সপ্ত বর্ষানি তত্র বৈ ॥ ২০
 ক্রৌঞ্চদ্বীপেরশ্বর স্যাপি পুত্র দ্যুতিমতস্ত বৈ ।
 কুশলা মনুগশ্চোঞ্চঃ পীবরশ্চাক্ষরকঃ ।
 মুনিশ্চ দুন্দুভিঃ চৈব সূতা দ্যুতিমতস্ত বৈ ॥ ২১
 তেষাং স্বনামভির্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্চ যাঃ শুভাঃ
 উঞ্চস্যোঞ্চঃ স্মৃতো দেশঃ পীবরস্যাপি পীবরঃ
 অক্ষকারকদেশস্ত অক্ষকারশ্চ কীর্ত্যতে ।
 মুনেস্ত মুনিদেশো বৈ দুন্দুর্ভেদুন্দুভিঃ স্মৃতঃ ।
 এতে জনপদাঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপে তু ভাষরাঃ
 জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তৈতে সুমহৌজসঃ

শাকদ্বীপাধিপ কুমার উৎপাদন করেন ।
 তাঁহাদের নাম,-জলদ, কুমার, সুকুমার,
 মণীচক, বসুমোদ, সুমোদক ও মহাদ্রুম ।
 ইহাদের মধ্যে জলদের জলদনামক প্রথম
 বর্ষ, কুমারের কৌমার নামক দ্বিতীয় বর্ষ,
 সুকুমারের সুকুমারনামক তৃতীয় বর্ষ,
 মণীচকের মণীচক নামক চতুর্থ বর্ষ,
 বসুমোদের বসুমোদনামক পঞ্চম বর্ষ,
 মোদকের মোদাক নামক ষষ্ঠ বর্ষ ও
 মহাদ্রুমের মহাদ্রুম নামক সপ্তম বর্ষ প্রসিদ্ধ ।
 শাকদ্বীপে ইহাদের নামানুসারে ঐ সাতটি বর্ষ-
 পর্বত আছে । ক্রৌঞ্চদ্বীপের ঈশ্বর
 দ্যুতিমানের কতিপয় পুত্র ছিলেন ; তাঁহাদের
 নাম- কুশল, মনুগ, উঞ্চ, পীবর, অক্ষকারক,
 মুনি ও দুন্দুভি । ইহারা ক্রৌঞ্চদ্বীপে আপন
 আপন নামে নাম দিয়া এক এক দেশে
 অধিকার করিয়াছিলেন । তদনুসারে উঞ্চের
 উঞ্চদেশ, পীবরের পীবরদেশ, অক্ষকারকের
 অক্ষকার দেশ, মুনির মুনিদেশ, ও দুন্দুভির

উদ্ভিদো বেণুমাংসেব স্বৈরথো লবণো ধৃতিঃ ॥
 ষষ্ঠঃ প্রভাকরশ্চৈব সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ ।
 উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডসম্ ।
 তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ২৫
 পঞ্চমং ধৃতিমধ্বং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্ ।
 সপ্তমং কপিলং নাম কপিলস্য প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৬
 তেষাং দ্বীপাঃ কুশদ্বীপে তৎসনামান এব তু ।
 আশ্রামচারযুক্তাভিঃ প্রজাভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭
 শাল্মলস্যেশ্বরঃ সপ্ত পুত্রান্তে তু বপুষ্মতঃ ।
 শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমুতো রোহিতস্তথা ।
 বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভঃ সপ্তমস্তথা ॥ ২৮
 শ্বেতস্য শ্বেতদেশস্ত রোহিতস্য চ রোহিতঃ ।
 জী তস্য চ জীমুতো হরিতস্য চ হরিতঃ ॥ ২৯
 বৈদ্যুতো বৈদ্যুতস্যাপি মানসস্যাপি মানসঃ ।
 সুপ্রভঃ সুপ্রভস্যাপি সপ্তৈতে দেশাপালকাঃ ॥
 সপ্তদ্বীপে তু বক্ষ্যামি জম্বুদীপাদনন্তরম্ ।
 সপ্তমেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্রক্ষদ্বীপেশ্বরানুপা ॥ ৩১

দুন্দুভিদেশ ; ক্রৌঞ্চদ্বীপে এই সপ্ত জনপদ
 অতি সমৃদ্ধ । কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সপ্ত পুত্র
 জনামগ্রহণ করে । নাম যথা- উদ্ভিদ, বেণুমান,
 স্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল । এই
 সকল পুত্রের নামানুসারে ঐ দ্বীপে কে এক
 বর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম বর্ষ
 উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় স্বৈরথাকার,
 চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমান, ষষ্ঠ প্রভাকর ও
 সপ্তম কপিল বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ । কুশদ্বীপের
 অন্তর্গত দ্বীপগুলি এইরূপে ইহাদের
 নামানুসারে প্রখ্যাত এবং আশ্রমাচারযুক্ত
 প্রজাবর্গে সমলঙ্কৃত । ১-২৭ । শাল্মলেশ্বর
 বপুষ্মানের সপ্ত পুত্র ; নাম- শ্বেত, হরিত,
 জীমুত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ ।
 তন্মধ্যে শ্বেত, শ্বেত নামক দেশের, রোহিত,
 রোহিতনামক দেশের, জীমুত, জীমুতনামক
 দেশের, হরিত, হরিতনামক দেশের, বৈদ্যুত,
 বৈদ্যুতনামক দেশের, মানস, মানসনামক

জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ন্তেষাং সপ্তবর্ষাণি তানি বৈ ।
তস্মাচ্ছান্তভয়াচ্চৈব শিশিয়ন্ত সুখোদয়ঃ ।
আনন্দশ্চ ধ্রুবশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ শিবস্তথা ॥ ৩২
তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ষাণি ভাগশঃ ।
নিবেশিতানি তৈস্তানি পূর্বে স্বায়ম্ভুবোহন্তরে ॥
মেধাতিথেষু পুত্রৈস্তৈঃ সপ্তদ্বীপনিবাসিভিঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ পুঙ্কদ্বীপে প্রজাঃ কৃতাঃ ॥ ২৪
পুঙ্কদ্বীপাদিকেস্বৈব শাকদ্বীপান্তরেণ বৈ ।
জ্যেষ্ঠঃ পঞ্চসু ধর্মো বৈ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ॥ ২৫
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ বলঞ্চ ধর্মশ্চ নিত্যশঃ ।
পঞ্চস্তেতেষু দ্বীপেষু সর্বত্র সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ২৬
সপ্তদ্বীপপরিভ্রাত্তং জম্বুদ্বীপং নিবোধত ।
অগ্নীধ্রুং জ্যেষ্ঠদায়াদং কন্যাপুত্রং মহাবলম্ ।
প্রিয়ব্রতোহভ্যধিকন্তং জম্বুদ্বীপেশ্বরং নৃপম্ ॥
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি প্রজাপতিসমৌজসঃ ।
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতিখ্যাতস্তস্য কিম্পুরুষোহনুজঃ

দেমের বেং সুপ্রভ, সুপ্রভ দেশের অধিপতি
হইয়াছিলেন । আমি সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বু
দ্বীপের পরবর্তী অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বিবরণই
অগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি । মেধাতিথির সপ্ত পুত্র,
ইহারা সকলেই পুঙ্কদ্বীপের অধীশ্বর । ইহাদের
মধ্যে শান্তভয় জ্যেষ্ঠ । ইহারা সপ্ত ভ্রাতায় নিজ
নিজ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত বর্ষ পালন করিতেন ।
শান্তভয়ের অনুজগণের নাম-শিশির, সুখোদয়,
আনন্দ, ধ্রুব, ক্ষেমক ও শিব । স্বায়ম্ভুব মন্বন্ত
রে মেধাতিথির পুত্রগণ সমগ্র পুঙ্কদ্বীপের
প্রজাবর্গকে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত করিয়াছিলেন ।
পুঙ্কদ্বীপ হইতে শাক দ্বীপের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত
সর্বত্র বর্ণাশ্রম-বিভাগানুযায়ী ধর্ম প্রবর্তিত ও
প্রতিষ্ঠিত হয় । এই পঞ্চ দ্বীপে সুখ, আয়ু,
রূপ, রস ও ধর্ম সকলেরই সমান । অধুনা
সপ্তদ্বীপ-সুশোভিত জম্বুদ্বীপের বিবরণ শ্রবণ
করুন । প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল অগ্নীধ্রুকে
কন্যা-পুত্রের সহিত এই জম্বুদ্বীপের আধিপত্যে
অভিষিক্ত করেন । প্রজাপতি সদৃশ ঐ

হরিবর্ষতৃতীয়স্ত চতুর্থোহভূদিলাবৃতঃ ।
রম্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ পুত্রো হরিন্যান্ ষষ্ঠ উচ্যতে
কুরুস্ত সপ্তমন্তেষাং ভদ্রশ্চো অষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
নবমঃ কেতুমালস্ত তেষাং দেশান্নিবোধত ॥
নাভেষু দক্ষিণং বর্ষং মিহং তু পিতা দদৌ
হেমকুটং তু যদ্বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় তৎ ॥ ৪১
নৈষধং যৎস্মৃতং বর্ষং হরিবর্ষায় তদদৌ ।
মধ্যমং যৎসুমেরোস্ত স দদৌ তদিলাবৃতে ॥ ৪২
নীলং তু যৎস্মৃতং বর্ষং রম্যায়ৈতৎপিতা দদৌ
শ্বেতং যদুত্তরং তস্মাৎ পিতা দত্তং হরিন্মতে ॥ ৪৩
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎকুরবেদদৌ ।
বর্ষং মাল্যবতং চাপি ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৪
গন্ধমাদনবর্ষং তু কেতুমালে ন্যবেদয়ৎ ।
ইত্যেতানি মহাতীহ নব বর্ষাণি ভাগশঃ ॥ ৪৫
অগ্নীধ্রুস্তে সর্বেষু পুত্রাংস্তানভ্যধিকৃত ।
যথাক্রমং স ধর্মত্বা ততস্ত তপসি স্থিতঃ ॥ ৪৬
ইত্যেতৈঃ সপ্তভিঃ কৃৎস্নাঃ সপ্তদ্বীপা

নিবেশিতাঃ ।

প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভবস্য তু ॥
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ ত্তানি তু ।

অগ্নীধ্রুর কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে ।
তাহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ নাভি ; ইহার
অনুজ কিম্পুরুষ দ্বিতীয় ; হরিবর্ষ তৃতীয় ;
চতুর্থ ইলাবৃত ; পঞ্চম রম্য ; হরিন্যান্ ষষ্ঠ ;
কুরু সপ্তম ; ভদ্রাশ্ব অষ্টম ; এবং নবম
কেতুমাল ; ইনিই সর্ব কনিষ্ঠ । ইহাদের পিতা
নাভিকে হিমাখ্য দক্ষিণ বর্ষ, কিম্পুরুষকে
হেমকুট, হরিবর্ষকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে
সমেরুর মধ্য প্রদেশ, রম্যকে নীলবর্ষ,
হরিন্যান্ এক শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবানের উত্তর
প্রদেশ, ভদ্রাশ্বকে মাল্যবান্ বর্ষ এবং
কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষ, প্রদান করেন ।
অগ্নীধ্রু এই প্রকারে পুত্রগণকে নয়টি বর্ষে
অভিষিক্ত করিয়া তপস্যায় মনঃ সমাধান
করেন । স্বায়ম্ভুব প্রিয়ব্রতের সপ্তপুত্র এই
প্রকারে সপ্তদ্বীপশালিনী সমস্ত পৃথিবী ভোগ

তেষাং সবাভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥
 বিপর্যয়ো ন তেষন্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ ।
 ধর্মাধর্মৌ ন তেষান্তাং নোন্তমাধমমধ্যমাঃ ।
 ন তেষন্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষব তু সর্বশঃ ॥৪৯
 নাভেহি সর্গং বক্ষ্যামি হিমাংহেব তন্নিবোধত ।
 নাভিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রং মরুদেব্য মহাদ্যুতিঃ ।
 ঋষভং পার্শ্ববশ্রেষ্ঠং সর্বক্ষত্রস্য পূর্বজম্ ॥৫০
 ঋষভদ্বিরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাজঃ ।
 সোহভিষিচ্যাথ ভরতঃ পুত্রং প্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ
 হিমাংহং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ ।
 তস্মাস্তদারতং বর্ষং তস্য নাম্না বিদুর্বুধাঃ ॥৫২
 ভরতস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুমতির্নাম ধার্মিকঃ ।
 বভূব তস্মিৎপুত্রোজ্যং ভরতঃ সন্ময়োজয়াৎ ।
 পুত্রসংকামিতশ্রীকো বনং রাজা বিবেশ সঃ ॥
 তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ ।
 তৈজসস্যাত্মজো বিদ্বানিন্দ্রদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ ॥
 পরমেষ্ঠিসুতস্যাত্ম নিধনে তস্য শোভনঃ ।
 প্রতীহারঃ কুলে তস্য নাম্না জজ্ঞে তদশ্বয়াৎ ।

করিয়াছিলেন । ২৮-৪৭ । এই যে কিম্পুরুষাদি
 শুভ অষ্ট বর্ষের কথা বলা হইল এই সকল
 বর্ষের অধিবাসীদিগের সিদ্ধি সুখপ্রায় হইয়া
 অনায়াসেই উপস্থিত হয় । ঐ সকল বর্ষে
 বিপর্যয় কিছুই নাই ; জরামৃত্যু, অধর্ম,
 উত্তম-অধম-মধ্যম ভেদ বা যুগ ধর্ম, এ
 সমুদায়ও কস্মিন্ কালেই নাই । অতঃপর
 নাভির বংশ কীর্তন করিতেছি- শ্রবণ করুন ।
 নাভি, মরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামক এক সর্ব
 ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য মহাদ্যুতি পুত্র উৎপাদন করেন ।
 ঋষভ হইতে ভারতের জন্ম ; ভরত বীর ও
 স্বীয় শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ । ঋষভ ভরতকে
 হিমাখ্য দক্ষিণ বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা
 অবলম্বন করেন । এজন্য ঐ স্থানের নাম হয়
 ভরতবর্ষ । ভরতের পুত্র বিদ্বান্ সুমতি, ভরত
 সুমতিকে ভারতবর্ষে অভিষিক্ত করিয়া
 বানপ্রস্থধর্মের আশ্রয় লয়েন । সুমতির পুত্র-
 তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ । তৈজসের

প্রতিহর্ষেতি বিখ্যাতো জজ্ঞে তস্যাপি ধীমতঃ
 উন্নেতা প্রতিহর্ষস্ত ভুবন্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ ।
 উদগীথন্তস্য পুত্রোহভুৎ প্রতাবিশ্চাপি তৎসুতঃ
 প্রতাবেস্ত বিভুঃ পুত্রঃ পৃথুস্তস্য সুতো মতঃ ।
 পৃথোশ্চাপি সুতো নজো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ
 গয়স্ত তু নরঃ পুত্রো নরস্যাপি সুতো বিরাট্
 বিরাট্‌সুতো মহাবীর্যো ধীমাংস্তস্য

সুতোহভবৎ ॥ ৫৮

ধীমতশ্চ মহান্ পুত্রো মহতশ্চাপি ভৌবনঃ ।
 ভৌবনস্য সুতস্তৃষ্টা অরিজন্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৫৯
 অরিজস্য রজঃ পুত্রঃ শতজিৎপ্রজসো মতঃ ।
 তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্রাজানঃ সর্ব এব তে ॥৬০
 বিশ্বজ্যোতিষ্প্রধানা যৈস্তিরিমা বর্জিতাঃ প্রজাঃ
 তৈরিদং ভারতং বর্ষং সপ্তখণ্ডং কৃতং পুরা ॥
 তেষাং বংশপ্রসূতৈস্ত ভুক্তেয়ং ভারতী ধরা
 কৃতদ্রেতাদিযুক্তানি যুগাখ্যান্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৬২
 যেহুতীতন্তৈর্যুগৈঃ সার্কং রাজানস্তে তদশ্বয়াঃ

পুত্র বিদ্বান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন । ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র নাশ
 হওয়ার পরমেষ্ঠী স্বয়ং তাহার বংশে প্রতীহার
 নামে জন্মগ্রহণ করেন । এই প্রতিহারের পুত্র
 প্রতিহর্ষা নামে বিখ্যাত । প্রতিহর্ষার পুত্র
 উন্নেতা ; তৎপুত্র-ভুব ; তৎপুত্র-উদগীথ ;
 তৎপুত্র-প্রতাবি ; তৎপুত্র-বিভু ; তৎপুত্র-পৃথু ;
 তৎপুত্র-নজ ; তৎপুত্র-গয় ; তৎপুত্র-নব ;
 তৎপুত্র-বিরাট্ ; তৎপুত্র-মহাবীর্য্য ; তৎপুত্র-
 ধীমান্ ; তৎপুত্র-মহান্ ; তৎপুত্র-ভৌবন ;
 তৎপুত্র-তৃষ্টা ; তৎপুত্র অরিজ ; তৎপুত্র-রজ
 এবং রজের পুত্র শতজিৎ । শতজিতের শত
 পুত্র ; তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন,
 পূর্বকথিত বিশ্ববিখ্যাতবীর্য্য নৃপতিগণ যাঁহারা
 এই প্রজাসমমষ্টি সৃজন করিয়াছেন ; তাঁহারা
 এই ভারতবর্ষকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন ।
 ৪৮-৬১ । তাঁহাদের বংশপ্রসূত শতসহস্র সন্ত
 নগণই কৃত দ্রেতাদি যুগক্রমে মন্বন্তর পর্য্যন্ত
 এই ভারতী ধরা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন ।

স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্বং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৬৩॥
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেদেং পূরিতং জগৎ ।
ঋষিভির্দৈবতৈশ্চাপি পিতৃগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥৬৪॥
যক্ষভূতপিশাচৈশ্চ মনুষ্যমৃগপক্ষিভিঃ ।

তেষাং সৃষ্টিরিয়ং লোকে যুগৈঃ সহ বিবর্ততে ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সবাযম্ভুব-
বংশানুকীর্ণণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

এবং প্রজাসন্নিবেশং শ্রুত্বা চা ঋষিপুঙ্গবঃ ।
পপ্রচ্ছ নিপুণঃ সূতং পৃথিব্যায়ামবিস্তরৌ ॥ ১ ॥
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতাশ্চ কতি প্রভো ।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যাশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ ॥

তাহাদের মধ্যে অতীত যুগের সহিত যাঁহারা
অতীত হইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই বংশ-
সমুত । এইরূপে এই সবাযম্ভুব মন্বন্তরীয় শত
শত সহস্র সহস্র নৃপতি অতীত হইয়াছেন ।
এই স্বায়ম্ভুব বংশধরগণই প্রজাসৃষ্টি করিয়া
ঋষি, দেবতা, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ,
ভূত, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ এবং পক্ষী সহ এই
জগৎ পুরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই
সৃষ্টিই যুগানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে । ৬২-
৬৫ ।

এয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,- সুপণ্ডিত ঋষিশ্রেষ্ঠ
এইরূপে প্রজাসন্নিবেশ কাহিনী শ্রবণ করিয়া
পৃথিবীর আয়াম ও বিস্তার সম্বন্ধে সূতের নিকট
জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন,- হে প্রভো!
পৃথিবীতে কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত,

মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ ।
পর্য্যায়পরিমাণ্যঞ্চ গতিচন্দ্রার্কয়োস্তথা ।
এতৎ প্রক্ৰহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথা তথা ॥৩॥
সূত উবাচ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পৃথিব্যায়ামবিস্তরম্ ।
সংখ্যাংশ্চৈব সমুদ্রাণাং দ্বীপানাং চৈব বিস্তরম্
যাবন্তি নৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যাশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ ।
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ ॥
পর্য্যায়পরিমাণ্যঞ্চ গতিচন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥ ৫ ॥
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্তস্বর্ত্ততানি বৈ ।
ন শক্যন্তে প্রমাণেন বক্ষুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬ ॥
সপ্তদ্বীপং তু বক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ ।
যেষাং মনুষ্যান্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥ ৭ ॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ ভাবয়েৎ
প্রকৃতিভাঃ পরং যচ্ছ তন্নিত্যঞ্চ প্রচক্ষতে ॥ ৮ ॥
নববর্ষং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথা তথা ।

কত বর্ষ এবং সেই সেই বর্ষে কত নদী বিরাজ
করিতেছে ? মহাভূতগিদের প্রমাণ কি ?
লোকালোক এবং চন্দ্রসূর্য্যের পর্য্যায়-
পরিমাণই বা কিরূপ? এতৎসমস্ত
আমাদিগের নিকট যথায়থ বর্ণন কর । সূত
কহিলেন,- অতঃপর আমি পৃথিবীর আয়াম
ও বিস্তার, সমুদ্রসংখ্যা, দ্বীপবিস্তার, বর্ষ ও
নদীপরিমাণ, মহাভূত প্রমাণ, লোকালোক
এবং চন্দ্র সূর্য্যের পর্য্যায়-পরিমাণ বিবৃত
করিতেছি । সাতটি প্রধান দ্বীপের অন্তর্গত যে
সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র দ্বীপভেদ আছে,
তাহাদের যথায়থ বিরবরণ প্রমাণ প্রয়োগ
সহকারে শত বর্ষেও বলিতে পারা যায় না ।
সুতরাং এক্ষণে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ সহ
প্রধানতঃ সপ্ত দ্বীপের কথাই ব্যক্ত করিতেছি ।
মনুষ্যেরা তর্ক করিয়া এই সকলের প্রমাণ
প্রয়োগ করে ; কিন্তু আমার মতে, যে সকল
অচিন্তনীয় ভাব, সে সম্বন্ধে তর্ক করা
অনুচিত । যাহা প্রকৃতির অতীত পরম বস্তু,

বিস্তারশাণ্ডলাচ্ছেব যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৯
 শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ।
 নানাজনপদাকীর্ণৈঃ পুরৈশ্চ বিবিধৈঃ গুড়ৈঃ ॥
 বিদ্ধচারণগন্ধর্বপর্বতৈরুপশোভিতম্ ।
 সর্বধাতুনিবদ্ধৈশ্চ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ ।
 পর্বতপ্রভবাভিষ্ঠ নদীভিঃ পর্বতৈস্তথা ॥ ১১
 জম্বুদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্বতঃ পরিবারিতঃ ।
 নবভিষ্ঠবৃত্তঃ সর্বৈভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ ।
 লাবণেন সমুদ্রেণ সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ * ১২
 জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাং সমেন তু সমন্ততঃ ।
 প্রাগায়তাঃ সুপর্কণঃ ষড়্ভিমে বর্ষপর্বতাঃ ।
 অবগাঢ়া উদ্ভ্রম্যন্তঃ সমুদৌ পূর্বপশ্চিমৌ ॥ ১৩
 হিমাশ্চ হিমবান্ হেমকুটশ্চ হেমবান্ ।
 তরুণাদিত্যবর্ণাভো হৈরণ্যো নিষধঃ স্মৃতঃ ॥
 চাতুর্বর্ণস্ত্র সৌবর্ণো মেরুশ্চোচ্চতমঃ স্মৃতঃ ।

তাহা নিত্য বলিয়াই প্রখ্যাত । ১-৮ । যাহা
 হৌক নব বর্ষাত্মক জম্বুদ্বীপের যথার্থ কথা
 কহিতেছি, ইহার বিস্তারমণ্ডল ও যোজন
 পরিমাণ সহ বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ
 করুন । এই দ্বীপের প্রমাণ,-এক সহস্র একশত
 যোজন । নানা জনাপদাকীর্ণ বহু বিবিধ রম্য
 রম্য পুরসমূহে ইহা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন । এখানে
 সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও বহু পর্বত বিরাজমান ।
 তদ্রূপে পর্বত সকল সর্ববিধ ধাতুজালে নিবদ্ধ
 এবং শিলাজালে পরিব্যাপ্ত । একানে বহু
 পার্বত্য নদী প্রবাহিত । এহেন সুবিস্তৃত,
 শ্রীমান, জম্বুদ্বীপ, নয়টি সুবিশাল বর্ষে সর্ব
 রকমে পরিবারিত এবং ভূতভাবন দেবগণে
 পরিব্যাপ্ত । লবণামুখি দ্বারা ইহার চতুর্দিক
 বেষ্টিত । এই দ্বীপের সর্বদিকে ইহারাই
 সমপরিমাণ বিস্তৃত সুপর্বশালী ছয়টি বর্ষ
 পর্বত প্রাগপ্রভাবে অবস্থিত । এই সকল
 বর্ষের অগ্র ও পশ্চাৎবাগ পূর্ব ও পশ্চিম
 সাগরে নিমগ্ন । হিমপ্রায় হিমবান্, হেমময়,

* পদদ্বয়মিদং কুচিন্নাঙ্গি

পুতাকৃতিপ্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমুচ্ছিতঃ ॥ ১৫
 নানাবর্ণস্ত পার্শ্বেষু প্রজাপতিগণাশ্রিতঃ ।
 নাভিবন্ধনসমুতো ব্রহ্মাণোহবজ্জজ্ঞানঃ ॥ ১৬
 পূর্বতঃ শ্বেতবর্ণোহসৌ ব্রাহ্মণ্যং তস্য তেন তৎ
 পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যতুমিষ্যতে ॥
 ভৃঙ্গপত্রনিভশ্চাসৌ পশ্চিমেণ মহাবলঃ ।
 তেনাস্য শূদ্রতা দৃষ্টা মেরোনানার্থকারণাং ॥ ১৮
 পার্শ্বযুগ্মরতন্তস্য রক্তবর্ণং স্বভাবতঃ ।
 তেনাস্য ক্ষত্রাত চ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 ব্যক্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ
 নীলশ্চ বৈদুর্যময়ঃ শ্বেতাশৃঙ্গে হিরণ্যময়ঃ ।
 ময়ূরবর্হবর্ণস্ত শাতকৌস্তস্ত শৃঙ্গবান্ ॥ ২০
 এতে পর্বতরাজানঃ সিদ্ধচরণসেবিতাঃ ।
 তেষামন্তরবিচ্ছিন্নো নবসাহস্র উচ্যতে ॥ ২১
 মধ্যে ত্রিলাবৃতং যন্ত মহামেরোঃ সমন্ততঃ ।

হেমকুট, বালার্কবর্ণ-সদৃশ হৈরণ্য নিষধ, নীল
 এবং মেরু এই ছয়টি প্রসিদ্ধ বর্ষ পর্বত ।
 ইহাদের মধ্যে মেরু অতি উচ্চতম । ইহা
 সুবর্ণময় ও চতুর্বর্ণশালী । ইহার প্রমাণ
 পুতাকৃতি ; ইহা চতুরস্র, উন্নত । ইহার পার্শ্বে
 নানা বর্ণের বাস ; তাই ইহা প্রজাপতি গুণে
 অশ্রিত । অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নাভিবন্ধন হইতে
 এই মেরুগিরি উৎপন্ন । ইহার পূর্বদিক্
 শ্বেতবর্ণ ; তাই ইহার ব্রাহ্মণ্য । দক্ষিণে ইহা
 পীতবর্ণ ; তাই ইহার বৈশ্যত্ব । ইহার পশ্চিম
 দিক্ ভৃঙ্গপক্ষ নিভ ; তাই ইহার শূদ্রত্ব এবং
 উত্তর দিকের পার্শ্ববিচ্ছেদে ইহা স্বভাপতঃ
 রক্তবর্ণ বলিয়া ইহার ক্ষত্রত্ব পরিব্যক্ত ।
 এইরূপে নানার্থহেতু এই মেরু অনেক বর্ণে
 অশ্রিত বলিয়া কীর্তিত । ৯-১৯ । । স্বভাব, বর্ণ
 ও পরিমাণ অনুসারে এই মেরুগিরির প্রকৃত
 স্বরূপ পরিব্যক্ত হইল । নীলাগিরি বৈদুর্যময়,
 এবং হিরণ্য বা হৈরণ্য শ্বেতাশৃঙ্গশালী ।
 নীলাগিরির বর্ণ ময়ূরবর্হতুল্য এবং শৃঙ্গবান্
 সুবর্ণময় । এই সকল পর্বতশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ ও
 চারণগণে সেবিত । ইহাদিগের অন্তরবিচ্ছিন্ন

নবৈব তু সহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ পৰ্বতসমু সঃ ।
 মধ্যে তস্য মহামেরুর্নিধুম ইব পাবকঃ ॥ ২২
 বেদ্যর্কঃ দক্ষিণঃ মেরোরুত্তরার্কঃ তথোত্তরম্ ।
 বর্ষাণি যানি সপ্তত্র তেষাং যে বর্ষপৰ্বতাঃ ।
 তে স্বে সহস্রে বিস্তীর্ণা যোজনানি সমুচ্ছ্রয়াৎ ॥
 জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারান্তেষামায়াম উচ্যতে ।
 যোজনানাং সহস্রাণি শতে ত্বে মধ্যমৌ গিরী
 নীলশ্চ নিষধশ্চৈব ভাভ্যাং হীনাশ্চ যেহপরে
 শ্বেতশ্চ হেমকুটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ ॥ ২৫
 নবতির্দ্বাবশীতিদ্বৌ সহস্রাণ্যায়তাস্তে যে ।
 তেষাং মধ্যে জনপদাস্তুর্নি বর্ষাণি সপ্ত বৈ ॥
 সম্পাতবিষমৈস্তৈস্তে পৰ্বতৈরাবৃত্তানি চ ।
 সন্ততানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্ ।
 বসন্তি তেষু সন্তানি নানাজাতীনি ভাগশঃ ॥ ২৭
 ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্ ।

হেমকুটং পরং তন্মান্নান্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥
 নৈষধং হেমকুটস্ত হরিবর্ষং তদুচ্যতে ।
 হরিবর্ষাং পরশ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥ ২৯
 ইলাবৃতপরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্ ।
 রম্যাং পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্বিরণায়ম্ ।
 হিরণ্যায়ং পরধ্বগপি শৃঙ্গবাংসতু কুরু স্মৃতম্ ॥ ৩০
 ধনুঃসংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে ত্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে
 দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১
 অর্কাকু চ বিষধস্যথ বেদ্যর্কঃ দক্ষিণং স্মৃতম্ ।
 পরং নীলবতো যচ্চ বেদ্যর্কং তু তদুত্তরম্ ॥
 বেদ্যর্কে দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে
 তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলবৃতম্ ।
 দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৩৩
 উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পৰ্বতঃ ।
 যোজনানাং সহস্রোক্তরনীলনিষধা যতঃ ।
 আয়ামতশ্চতুস্ত্রিংশং সহস্রাণি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৪

নব সহস্র যোজন বলিয়া কথিত । ঐ
 পৰ্বতগণের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান ।
 অত্রত্য বর্ষপৰ্বত মহামেরুর চারিদিকে নব
 সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ ঐ পৰ্বতের মধ্যভাগে
 মহামেরু নিধুম পাবকের ন্যায় প্রতীয়মান ।
 মেরুর দক্ষিণার্কে উহার বেদী এবং উত্তরার্কে
 উহার উত্তর বাগ । এখানে যে সপ্তবর্ষ বিরাজিত,
 তাহাদিগের বর্ষ পৰ্বতগুলি দুই দুই সহস্র
 যোজন বিস্তীর্ণ । ইহাদের আয়াম জম্বুদ্বীপের বিস্ত
 ার অপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত । ইহাদের
 মধ্যবর্তী নীল ও নিষধগিরি দুশিত সহস্র যোজন
 বিস্তৃত । শ্বেত, হেমকুট, হিমবান্ ও শৃঙ্গাবান,
 ইহারা ঐ দুই পৰ্বত অপেক্ষা হীন । এই
 পৰ্বতগুলি সমষ্টিতে দ্ব্যশীতি সহস্র দ্বিনবতি
 যোজন আয়ত । ইহাদের মধ্যে যে সকল
 জনপদ আছে, তৎসমুদয় সপ্ত বর্ষে বিভক্ত
 এই বর্ষগুলি পতনোন্মুক বিষম পৰ্বতসমূহে
 পরিবৃত, ভিন্ন ভিন্ন নদীনিচয়ে পরিব্যপ্ত এবং
 পরস্পর অগম্য । এই সমস্ত বর্ষে নানা জাতীয়

প্রাণী বিভাগক্রমে বাস করে । এই হৈমবত
 বর্ষ ভারত নামে বিখ্যাত । ইহার পরবর্তী বর্ষ
 হেমকুট এবং তৎপরবর্তী বর্ষ কিম্পুরুষ নামে
 কথিত । নিষধ ও হেমকুট লইয়া হরিবর্ষ
 নির্দিষ্ট । হরিবর্ষ ও মেরুর পরবর্তী ইলাবৃত
 বর্ষ । ইলাবৃতের পর রম্যক বর্ষ প্রসিদ্ধ,
 রম্যকের পরবর্তী বর্ষ শ্বেত ; ইহা হিরণ্য
 বলিয়া প্রসিদ্ধ । হিরণ্যায়ের পর শৃঙ্গাবান ; ইহা
 কুরুবর্ষ নামে বিখ্যাত । দক্ষিণোত্তর দিকের
 বর্ষদ্বয় ধনুরাকারে অবস্থিত । বর্ষসমূহের মধ্যে
 চারিটি বর্ষ অতি দীর্ঘ, ইলাবৃত মাধ্যম ।
 নিষধাচলের পূর্বভাগ, দক্ষিণবেদ্যর্ক এবং
 নীলশৈলের পরভাগ উত্তরবেদ্যর্ক বলিয়া
 নির্দিষ্ট । দক্ষিণ বেদ্যর্কে তিনটি এবং উত্তর
 বেদ্যর্কে তিনটি বর্ষ বিরাজিত । উক্ত উভয়
 বেদ্যর্কের মধ্যভাগে নীলাচলের দক্ষিণে এবং
 নিষধের উত্তরে মেরুর অন্তর্গত ইলাবৃত বর্ষ
 অবস্থিত । ২০-৩৩ । মাল্যবান্ নামক
 মহাগিরি উত্তর দিকে আয়ত । এই গিরি নীর

তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্বতো গন্ধমাদনঃ ।
 আয়ামাদথ বিস্তারান্যাল্যবানিতি বিস্তৃতঃ ।
 পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুরন্তমপর্বতঃ ॥ ৩৫
 চতুর্বর্ণঃ সুসৌবর্ণচতুরস্রঃ সমুচ্ছিতঃ ।
 অব্যক্তা ধাতবঃ সর্বৈ সমুৎপন্ন জলাদয়ঃ । ৩৬
 অব্যক্তাং পৃথিবীপদ্মং মেরুপর্বতকর্ণিকম্ ।
 চতুঃপথং সমুৎপন্নং ব্যক্তং পঞ্চগুণং মহৎ ॥ ৩৭
 ততঃ সর্বাঃ সমুৎপন্না বৃতয়ো দ্বিজসন্তামাঃ ।
 নৈককল্পাঙ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বিবিধৈঃ প্রাপ্তপাঙ্জিততৈঃ
 কতাত্ত্বিবিভীতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।
 মহাদেবো মহাযোগী জগজ্যেষ্ঠো মহেশ্বরঃ
 সর্বলোকগতোহনন্তো হ্যমুর্তিত্বাদজায়ত ॥ ৩৯
 ন তস্য প্রাক্তা মূর্তির্মাং সমোদোহহিসত্ত্বা ।
 যোগাচ্ছেবেশ্বরত্বাচ্চ সর্বাঙ্গগত এব সঃ ॥ ৪০
 তন্নিমিত্তং সমুৎপন্নং লোকপদ্মং সনাতনম্ ।

ও নিষধাচল হইতে সহস্র ঐজন উন্নত । ইহার
 আয়াম চতুঃস্থিংশৎ সহস্র যোজন বলিয়া
 কথিত । এই মাল্যবান্ গিরির প্রতীচীদিকে
 গন্ধমাদন গিরি অবস্থিত । আয়াম-বিস্তারে এই
 গিরি মাল্যবানের সমকক্ষ বলিয়া বিখ্যাত ।
 উভয় পরিমণ্ডলের মধ্যভাগে উত্তম পর্বত
 মেরু বিরাজিত । এই মেরু চতুর্বর্ণশালী,
 সুন্দর, সুবর্ণময়, চতুরস্র ও সমুচ্ছিত । ইহাতে
 সমুদয় ধাতু ও জলাদি অব্যক্তভাবে সমুৎপন্ন ।
 অব্যক্ত হইতে পৃথিবীপদ্মের আবির্ভাব । এই
 মেরুগিরি ঐ পদ্মের কর্ণিকাস্থানীয় । ইহাতে
 সমুদয় বৃষ্টি ও সমগ্র দিবজশ্রেষ্ঠ সমুৎপন্ন
 হইয়াছেন । পূর্ব পূর্ব বহু কল্পসঞ্চিত বিবিধ
 পুণ্যফলে কৃতাত্মগণ এখানে বাস করিয়া
 থাকেন । যিনি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা পুরুষোত্তম,
 যাহাকে মহাদেব মহাযোগী জগৎপ্রধান
 মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়, সেই
 সর্বলোকের মধ্যগত অনন্ত অশরীররূপে
 পূর্বোক্ত পথে আবির্ভূত হন । মাংস, মেদ বা
 অস্তিসম্মত প্রাকৃত দেহ তাঁহার নাই । তিনি

কল্পশেষস্য তস্যাদৌ কালস্য গৃতিরীদৃশী ॥ ৪১
 তন্মিহ পদ্মে সমুৎপন্নে দেবদেবচতুর্মুখঃ ।
 প্রজাপতিপতিব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২
 তস্য বীজনিসর্গো হি পুঙ্করস্য যথার্থবৎ ।
 কৃৎস্নঃ প্রজানিসর্গেণ বিস্তরেণেহ কথ্যতে ॥ ৪৩
 যদজং বৈষ্ণবং কার্য্যং ততস্তন্মুভিতোহুভবৎ
 পদ্মাকারা সমুৎপন্ন পৃথিবী সর্বদ্রুমা ॥ ৪৪
 তদস্য লোকপদ্মস্য বিস্তরেণ প্রকাশিতম্ ।
 বর্ণ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণুত দ্বিজা ॥ ৪৫
 মহাদ্বীপান্ত বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ ।
 ততঃ কর্ণিকসংস্থনো মেরুর্নাম মহাবলঃ ॥ ৪৬
 নানাবর্ণেষু পার্শ্বেষু পর্বতঃ শ্বেত উচ্যতে ।
 গীতং তু দক্ষিণং তস্য শৃঙ্গং কৃষ্ণং তথাপরম্
 উত্তরং তস্য রক্তং বৈ শোভিবর্ণসমন্বিতম্ ।
 মেরুস্ত শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু ধিষ্ঠিতঃ

ঐশ্বর্য্য বেং যোগপ্রবাবে সর্বাস্তর্য্যামীরূপে
 বিরাজমান । ঐ সনাতন লোকপথ তাঁহারই
 নিমিত্ত সমুৎপন্ন হয় । কল্পশেষের উপক্রমে
 কালের গতি এই রূপই হইয়া থাকে । যিনি
 প্রজাপতি, জগৎপ্রবু, দেবদেব চতুর্মুখ ব্রহ্মা,
 তিনিই ঐ পদ্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ঐ
 পদ্মের বীজসৃষ্টি সত্যমূলক । এক্ষণে উহা
 হইতে সমস্ত প্রজাসৃষ্টির কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন
 করিতেছি । ঐ পদ্ম বিষ্ণুর সৃষ্টি ; বিষ্ণুর নাভি
 হইতেই উহার আবির্ভাব । এই বন-
 বৃক্ষশালিনী পৃথিবীই পদ্মাকারে সমুৎপন্ন হন ।
 এক্ষণে এই লোকপদ্মের প্রকাশবার্ত্তা বিস্ত
 তরূপে বর্ণন করিতেছি । হে দ্বিজগণ !
 আপনারা বিভাগানুসারে ক্রমশঃ ইহা শ্রবণ
 করুন । ৩৪-৪৫ । এই পৃথিবীল চারিটী
 মহাদ্বীপ ঐ লোকপদ্মের পত্রস্থানীয় বলিয়া
 বিখ্যাত । মহাবল মেরু উহর কর্ণিকা-স্থান ।
 এই মেরুর পার্শ্ব সকল নানা বর্ণময় । উহার
 পূর্বদিক শ্বেত, দক্ষিণ পীত, শৃঙ্গ কৃষ্ণ, এবং
 উত্তরাংশ রক্তবর্ণ । মেরুর এই অংশ নানা

তরুণাদিত্যবর্ণাভো বিধুম ইব পাবকঃ ।
 চতুরশীতিসাহস্র উৎসেধেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৯
 প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিত্বতস্তাবদেব তু ।
 স শরাবস্থিতঃ পূৰ্ব্বং দ্বাত্রিংশানুর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥
 বিস্তারাক্রিগুণচাস্য পরণাহঃ সমস্ততঃ ।
 মণ্ডলেন প্রমাণেন ত্র্যস্রেহর্কং তু তদ্যিষ্যতে ॥
 চত্বারিংশং সহস্রাণি যোজনানাং সমস্ততঃ ।
 অষ্টাভিরধিকানি সূত্রয়স্রে মানং প্রকীৰ্ত্তিতম্
 চতুরস্রেণমানেন পরিণাহঃ সমস্ততঃ । *
 চতুঃষষ্টিঃ সহস্রাণি যোজনানাং বিধীয়তে ॥ ৫২
 স পৰ্ব্বতো মহান্ দিব্যো দিব্যো ষধিসমস্থিতঃ ।
 ভূজ্ঞনৈরাবৃতঃ সৰ্ব্বৈ জাতরূপময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৩
 তত্র দেবগণাঃ সৰ্ব্বৈ গন্ধৰ্ব্বৈরগারাক্ষসৈঃ ।
 শৈলরাজৈ প্রদৃশ্যন্তে শুবাচ্চল্লরসাং গণাঃ ॥
 স তু মেরুঃ পরিবৃত্তো ভুবনৈর্ভূতভবনৈঃ ।
 চত্বারো यस্য দেশা বৈ নানাপার্শ্বৈর্ষধিষ্ঠিতাঃ ॥
 ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমাঃ ।
 উত্তরাঃ করুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৫৬

বিশিষ্ট বর্ণে অস্থিত । এই মেরুগিরি শুভ্রাকারে
 শোভিত ও রাজার ন্যায় বিরাজিত । ইহার
 আকার তরুণ তপন-সন্নিভ সুতরাং বিধুম
 পাবকের ন্যায় ইহা বিরাজমান । ইহার ঔন্নত্য
 চতুরশীতি সহস্র যোজন বলিয়া কথিত । এই
 গিরি অধোভাগে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট এবং
 উহা উক্ত পরিমাণ বিস্তৃত । এই মেরুগিরি মস্ত
 কদেশে দ্বাত্রিংশং যোজন বিস্তৃত হইয়া পূৰ্ব্ব
 শরাবাকারে অবস্থিত । ইহার চারিদিকের
 পরিণাহ বিস্তার অপেক্ষা ত্রিগুণ । এই মহান্
 পৰ্ব্বত দিব্য ওষধিগণে অস্থিত । সুবর্ণময় শুভ
 ভূষণসমূহে ইহার সৰ্ব্বস্থান আবৃত । এই
 শৈলরাজের উপরিভাগে দেব, গন্ধৰ্ব্ব, উরগ,
 রাক্ষস ও সুন্দরী অল্লরোগণ পরিদৃষ্ট হয় ।
 ভূতবাবন বিবিধভূবনে এই মেরু গিরি

* মণ্ডলেনেত্যাदि-শ্লোকদ্বয়মধিকং
 পুস্তিকান্তর সম্মতম্ ।

কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য সমস্তাং পরিমণ্ডলা ।
 যোজনানাং সহস্রাণি নবর্তিঃ ষাট্প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 চত্বারশ্চপ্যশীতিশ্চ অন্তরান্তরধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৮
 ত্রিশতঞ্চ সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ।
 তস্য কেশরজালানি বিস্তীর্ণানি সমস্ততঃ ॥ ৫৯
 শতসাহস্রিকায়ামা সাশীতিপৃথুলায়াত ।
 চত্বারি তস্য পত্রাণি যোজনানাং চতুর্দিশম্ ॥
 তত্র যাসৌ ময়া পূৰ্ব্বং কর্ণিকেত্যভিশদিতা ।
 তাং বর্ণ্যমানামেকাগ্রাঃ সমাসেন বিবোধত ॥
 শতাস্রিমেণং মেনেহত্রিঃ সহস্রাস্রিমৃষির্ভৃগুঃ ।
 অষ্টাস্রিমেণং সর্বাণিচতুরস্রং তু ভাগুরিঃ ॥ ৬২
 বর্ষায়ণিস্ত্র সামুদ্রং শরাবশ্চৈব গালবঃ ।
 উর্ধ্ববেণীকৃতং গার্গ্যঃ ক্রোষ্টুকিঃ পরিমণ্ডলম্ ॥
 যদ্যদ্যস্য হি যৎপার্শ্বং পৰ্ব্বতাধিপতেঋষিঃ ।
 তন্তদেবাস্য বেদাসৌ ব্রহ্মৈনং বেদ কৃৎস্নশঃ
 পরিবৃত । ইহার নানাদিকের পার্শ্ব চারিটি
 দেশ অধিষ্ঠিত । ঐ দেশচতুষ্টয়ের নাম-
 ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু । এই
 উত্তর কুরু পুণ্যবানইদগের আশ্রয়ভূমি ।
 ভূপদ্মের কর্ণিকা চারিদিকে মণ্ডলাকারে
 ষণ্মবতিসহস্র যোজন বলিয়া বিখ্যাত । উহার
 কেশরজাল চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ । উহারা
 উপর্য্যপরি অধিষ্ঠিত । উহাদের সংখ্যা
 চতুরশীতি এবং প্রমাণে উহারা ত্রিশতাধিক
 সহস্র যোজন । পূৰ্ব্বোক্ত ভূ-পদ্মের যে চারিটি
 পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের
 আয়াম-বিস্তার শত সহস্র অশীতি যোজন ।
 উহা চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া অবস্থিত । ঐ
 যে আমি পূৰ্ব্ব কর্ণিকার কথা কহিয়াছি,
 উহার সম্বন্ধে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি ।
 এগাথভাবে শ্রবণ করুন । ৪৬-৬১ । অত্রি মুনি
 ইহাকে শতাস্র, ভৃগুঋষি সহস্রাস্র, সর্বাণি
 অষ্টাস্র ও ভাগুরি চতুরাস্রাকারে এবং বর্ষায়ণি
 সামুদ্রাকারে গালব শরাবাকারে গার্গ্য
 উর্ধ্ববেণীর আকারে এবং ক্রোষ্টুকি
 পরিমণ্ডলাকারে পরিজ্ঞাত আছেন । ফলে যে

মণিরত্নময়ং চিত্রাং নানাবর্ণপ্রভায়ুতম্ ।
 অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥ ৬৫
 কান্তং সহস্রপৰ্ব্বাণং সহস্রোদককন্দরম্ ।
 সহস্রশতপত্রং তং বিদ্ধি মেরুং নগোস্তমম্ ॥ ৬৬
 মণিরত্নপিত্তস্তম্ভৈর্নগিচিত্রিতবেদিকৈঃ ।
 সুবর্ণমণিচিত্রাঙ্গং তথা বিদ্রুমতোরণৈঃ ॥ ৬৭
 বিমানযানৈঃ শ্রীমন্তিঃ শতংখ্যদ্বিবৌকসাম্
 প্রবাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পৰ্ব্বণি পৰ্ব্বণি ॥ ৬৮
 তস্য পৰ্ব্বসহস্রেহ্মিন্নাশ্রয়বিভূষিতে ।
 সৰ্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ ॥ ৬৯
 তমাবসচোৰ্দ্ধতলে দেবদেবচতুর্মুখঃ ।
 ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
 মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সর্কৈঃ কামফলপ্রদৈঃ
 মহাপুরসহস্রৈস্তং দিগ্বনেকসমাকুলম্ ॥ ৭১
 তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা ।

ঋষি যেরূপ আকারেই এই পৰ্ব্বতাধিপতির পার্শ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ইহার পার্শ্ব বস্তুরতঃ সেই সেইরূপই আছে। পরন্তু ইহার সমস্ত তত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মাই জানেন। এই নগোস্তম মেরুগিরি বিচিত্র মণিরত্নময় এবং নানা বর্ণ প্রভাপাতে সমুজ্জ্বল। এখানে অনেক বর্ণের সমাবেশ ; ইহার প্রভা সুবর্ণ ও অরুণবৎ প্রতিভাত। ইহা দেখিতে অতি রমণীয়, সহস্র পৰ্ব্বের অশ্বিত, সহস্র সহস্র জলপূর্ণ কন্দরে সুশোভিত এবং সহস্র সহস্র কমলদলে উদ্ভাসিত। এখানে মণিরত্নখচিত বহু স্তম্ভ আছে ; মণি মণ্ডিত বহু বেদিকা আছে। ইহার সর্বাস সুবর্ণ-মণি দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে এবং বহু বিদ্রুমতোরণে অশ্বিত আছে। দেবগণের শত শত সুন্দর সুন্দর বিমানযানের প্রভাপাতে প্রতি পৰ্ব্বের পৰ্ব্ব এই মেরুর পর্য্যন্তভূমি বিদীপিত হয়। ত্বদীয় সহস্র সহস্র পৰ্ব্ব বিবিধ আশ্রয়ে বিভূষিত, সমুদয় দেব-নিবাস উহাতে সন্নিবিষ্ট এবং ব্রহ্মদিগ্গণের বরেণ্য দেবপ্রধান চতুরানন ব্রহ্মা উহার উর্দ্ধবাগে অবস্থিত। এই গিরি নানা দিকে বহু সহস্র মহাপুরে সমাকুল। ঐ সকল

নাম্না মনোবতী নাম সৰ্বলোকেষু বিপ্রতা ॥ ৭২
 তত্রোশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চসম্ ।
 মহাবিমানসংস্থস্য মহিমা বর্ততে সদা ॥ ৭৩
 তত্র সর্ষিগণা দেবাশ্চতুর্বর্জাশ্চ তে তদা ।
 তদেব তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্যতে
 তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাঙ্কঃ পুরন্দরঃ
 উপাস্যমানস্ত্রিদিবশৈর্মহাযোগৈঃ সূরর্ষিভিঃ ॥ ৭৫
 তত্র লোকপতেঃ স্থানমাদিত্যসমবর্চসঃ ।
 মহেন্দ্রস্য মহারাজঃ সৰ্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতম্ ॥ ৭৬
 তমিন্দ্রলোকং লোকস্য ঋদ্ধ্যা পরময়া যুতম্ ।
 দীপ্যতে ত্বমরশ্রেষ্ঠেস্ত্রিদিবশৈর্নিত্যসেবিতম্ ॥
 দ্বিতীয়েহুপ্যন্তরতটে বৈদিশ্যে পূর্বদক্ষিণে ।
 নানাধাতুশীতৈশ্চিহ্নৈঃ সুরম্যমতিতেজসম্ ॥ ৭৮
 নৈকরত্নার্থিততলমনেকস্তম্ভসংযুগম্ ।
 জাম্বুনদকৃতোদ্যানং নানারত্নসুবেদিকম্ ॥ ৭৯

পুরী নিখিল কামফলের প্রদায়ক এবং মহাভুবনে পরিপূর্ণ। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্ম-সভা অতি রমণীয়। উহা মনোবতী নামে সর্বলোকে বিখ্যাত। ঐ মেরুশৈলে মহাবিমানে বিরাজিত দেবদেব ঈশানের এক আবাস স্থান আছে। উহা সহস্রাদিত্য-সম উজ্জ্বল এবং স্বীয় মহিমায় সততই দেদীপ্যমান। তথায় দেব, ঋষি, এমন কি স্বয়ং চতুরানন সর্বদা সন্নিহিত। দেবগণের সন্নিহিত ঐ স্থান তেজঃপুঞ্জরূপে কীর্তিত। তথায় আদিত্য-সমতেজা দেবরাজ মহেন্দ্রের এক আবাসস্থান আছে, সেখানে শ্রীমান্ শ্রীপতি সহস্রাঙ্ক পুরন্দর দেবও দেবর্ষিগণের উপাস্যমান হইয়া সতত বিরাজমান। নিখিল সিদ্ধসম্প্রদায় ঐ স্থানের অর্চনা করিয়া থাকেন। ঐ ইন্দ্রলোক পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন, উহা প্রধান প্রধান অমরগণ কর্তৃক নিত্য নিত্য সেবিত হইয়া দীপ্যমান। ৬২-৭৭। ঐ গিরির পূর্বদক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় অন্তরতটে অগ্নিদেবের এক ভাস্বর মহাবিমান বিরাজমান। উহা শত শত বিবিধ বিচিত্র

কুটাগারৈর্বিনিক্ষিপ্তমনৈর্ভবনোত্তমৈঃ ।
মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসম্ ॥
সা হি তেজোবতী নাম হতাশস্য মহাসভা ।
সান্ধাত্ত্ব সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্বদেবমুখোহনলঃ ॥ ৮১
শিখাশতসহস্রোঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ ।
জ্বয়তে জ্বয়তে চৈব তত্র সর্ষিগণৈঃ সুরৈঃ ॥ ৮২
অধিদৈবকৃতং বিপ্রৈর্বিশেষঃ স তু উচ্যতে ।
সবিভাগং চ তেজস্চ সর্ব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
ভোগান্তরমনুপ্রাপ্ত একতেজোবিভুঃ স্মৃতঃ ।
পৃথক্চ চ হি যুক্ত্য তু কার্য্য কারণমিশ্রিতম্ ॥ ৮৪
তমগ্নিং লোকলোকজৈস্তদ্বীর্ঘ্যৈস্তৎপরাত্রনৈঃ
মহান্তভির্মহাসিদ্ধৈর্নহাবাগৈনমস্কৃতম্ ॥ ৮৫
তৃতীয়েহপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥
তথা চতুর্থদিগ্দেশে নৈর্ঋত্যাধিপতেঃ সভা ।

ধাতুসমূহে অস্থিত সুরম্য ও
অতিতেজঃসম্পন্ন । উহার তলদেশ বহুরত্নে
আবৃত । উহাতে নানা গুপ্ত বিরাজিত । বিবিধ
স্বর্ণ-উদ্যান ও নানাবিধ রম্য রত্নবেদিকায়
সদাই উহা সমুদ্ভাসিত । উহাতে কত কুটাগার
ও কত উত্তম উত্তম ভবন বিদ্যমান । উহা
অগ্নিদেবের তেজোবতী নাম্নী মহাসভা বলিয়া
প্রথিত । সর্বদেবের মুখস্বরূপ সুরশ্রেষ্ঠ অনল
দেব সান্ধাত্ত্ব তথায় বিরাজমান । ঐ বিভাবসু
শত সহস্র শিখায় অস্থিত এবং জ্বালামালায়
মণ্ডিত । সুরগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তুতি করেন
এবং তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ।
বিপ্রগণ তাঁহাকে বিশিষ্ট অধিদৈবরূপে কীর্তন
করেন । তিনিই সমস্ত তেজঃসমষ্টি, সন্দেহ
নাই । ভিন্ন ভিন্ন ভোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই একই
তেজঃ বিভুরূপে বিরাজিত । পরস্তু কার্য্য কারণ
বশত যুক্তি দ্বারা তদীয় পৃথকভাব কল্পিত ।
অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, লোকতত্ত্বজ্ঞ, মহাত্মা,
মহাভাগগণ ঐ অগ্নিদেবকে নমস্কার করেন ।
মেরুর তৃতীয় অন্তরতটে এইরূপ অপর এক

নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ৮৭
পঞ্চমেহপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া নাম্না শুভবতী সতী ।
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৮
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেহন্তরতটে শিবে ।
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সববউগোত্তরা ॥ ৮৯
সপ্তমেহপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা ।
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদুর্য্য বেদিকা ॥ ৯০
তথাষ্টমেহপ্যন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ ।
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাক্ষনসুপ্রবা ॥ ৯১
মহাবিমানোন্তোতানি দিকৃষ্টাসু শুবানি হি ।
অষ্টানাং দেবমুখ্যানামিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্ ॥
ঋষিভিদেবগন্ধর্বৈরক্ষরোত্তির্মহোরগৈঃ ।
সেবিতানি মহাভাগৈরুপস্থানগতৈঃ সদা ॥ ৯৩
নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিতি যৈঃ পরিপঠ্যতে ।
বেদবেদাঙ্গবিভির্হা শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ৯৪

মহাসভা আছে । উহা যমের সুসংযমা নাম্নী
মহাসভা বলিয়া লোকে বিখ্যাত । উহার চতুর্থ
তটে নৈর্ঋতাধিপতি ধীমান্ বিরূপাক্ষের এক
সভা আছে তাহার নাম কৃষ্ণাঙ্গনা । মেরুর
পঞ্চম অন্তরতটে আরও এক মহাসভা
বিরাজিতা । উহা বৈবস্বতের শুভগতিনাম্নী
রমণীয় মহাসভা । মহাত্মা জলাধিপতি
বরুণের সতী নাম্নী সভা সুবিখ্যাত । ঐ
সভাপুরীর উত্তরে মেরুর সুরম্য ষষ্ঠ অন্তরতটে
পবনদেবের নন্দবতী নাম্নী সভা সুপ্রসিদ্ধ ।
এই সভা সর্বগুণে উপচিত । মেরুর সপ্তম
অন্তরতটে নিশাপতির মহোদয়া নাম্নী সভা
বিরাজিত । উহা বিশুদ্ধ বৈদুর্য্যবেদিকায়
অলঙ্কৃত । মেরুর অষ্টম অন্তরতটে মহাত্মা
ঈশানেয় যশোবতী নাম্নী সভা বিরাজমান ।
প্রাপ্ত কাক্ষনের ন্যায় ঐ সভার প্রভ সমুজ্জ্বল ।
ইন্দ্রাদি মহাত্মা অষ্ট দেবশ্রেষ্ঠগণের
অষ্টদিকৃস্থিত এই অষ্ট শুভ মহাবিমান কথিত
হলি । ৭৮-৯২ । ঋষিগণ, দেবগণ,

তদেতৎসর্বদেবানামধিবাসে কৃতান্নাম্।
 দেবলোকো গিরৌ তন্মিন্ সর্বশ্রুতিষু গীয়তে
 নিয়মৈর্বিবৈধৈর্যজ্ঞৈর্বহুভিনিয়তান্নভি ॥ ৯৬
 পুণ্যৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকতাজিশতাজ্জিতৈঃ।
 প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জম্বুদ্বপবর্ণনং
 নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যন্তুদৈ কর্ণিকামলমিতি বৈ সম্প্রকীৰ্তিতম্।
 তদ্যোজনসহস্রাণাং সপ্ততীনামধঃ স্মৃতম্ ॥ ১
 চত্বারিংশস্তথাষ্টৌ চ সহস্রাণ্যত্র মণ্ডলম্।
 শৈলরাজাবৃতং রম্যং মেরুমূলমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২
 তেষাং গিরিসহস্রাণামনেকেষু মহোচ্ছিতাঃ।

গন্ধর্বগণ, অলরাগণ ও মহাভাগ মহোরগগণ
 সর্বদাই এই সকল মহাবিমান সেবা করিয়া
 থাকেন। অতএব সমুদায় কৃতাত্মাদেবগণের
 অধিষ্ঠান বলিয়া দেববেদাঙ্গবিৎ ব্যক্তিগণ
 নাকপৃষ্ঠ, দিব, ও স্বর্গ ইত্যাদি পর্য্যায়বাচক
 শব্দে এই মেরুর মহিমা কীর্তন করিয়া
 থাকেন। সমস্ত শ্রুতিবাক্যে এই গিরিবরেই
 দেবলোক বিরাজিত বলিয়া কীর্তিত হইয়া
 থাকে। বিবিধ যজ্ঞ, নিয়ম, ও অনেক জন
 সঙ্কীৰ্ত্তিত বহু পুণ্যফলে মানব এই দেবলোক
 প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বর্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া
 থাকে। ৯২-৯৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,- পূর্বে যে কর্ণিকা-মূলের কথা
 বলিয়াছি; হাতা সপ্ততি সহস্র যোজন নিম্নভাগে
 অবস্থিত। উহার মণ্ডল-পরিমাণ

দিক্ সর্বাসু পর্য্যন্তৈর্মর্যাদাঃ পর্বতাঃ স্মৃতাঃ
 নিকুঞ্জকন্দরনদীগুহানির্বরশোভিতাঃ।
 বহুপ্রাসাদকটকৈস্তটৈশ্চকুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৪
 নিতম্বপুষ্পমালৌঘৈঃ সানুভিধাতুমগ্ধিতৈঃ।
 শিখরৈর্হেমকপিলৈর্নৈকপ্রস্রবণাবৃতৈঃ ॥ ৫
 বিহঙ্গশতসম্পুট্টৈঃ কুঞ্জৈরনুপমৈরপি।
 সিংহশার্দূলশরভৈর্নৈকৈশ্চামরবারণৈঃ।
 নানাবর্ণাকৃতিধরৈঃ সেবিতা বিবিধৈর্নগৈঃ ॥ ৬
 সপ্তাশ্বহরিকৃষ্টাঙ্গমেকৈকং দশপর্বতম্।
 বাহ্যমাভ্যন্তরা যেতু ত্রিবাহাস্ত সমাঃ স্মৃতাঃ ॥
 জঠরো দেবকুটশ্চ পূর্বস্যং দিশি পর্বতৌ।
 তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিবধায়তৌ ॥ ৮
 কৈলাসো হিমবাতৈশ্চবদক্ষিণোত্তরপর্বতৌ।

অষ্টচত্বারিংশং সহস্র যোজন। ঐ মণ্ডল
 শৈলরাজ-পরিবৃত এবং উহাই রম্য মেরুমূল
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্বে যে সহস্র সহস্র গিরির
 উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশের
 মধ্যে মহোন্নত মর্যাদাপর্বতগণ সর্বদিকে
 বিরাজিত। ঐ সকল পর্বত-নিকুঞ্জ, কন্দর,
 নদী, গুহা ও নির্ঝরনিচয়ে সুশোভিত।
 উহাদের তটসজ্জ কুসুমসমূহে সমুজ্জ্বল এবং
 উচ্চ উচ্চ বহু প্রাসাদের সমলঙ্কৃত। উহাদের
 নিতম্বদেশ পুষ্পপুঞ্জে পরিবৃত, সানু সকল
 ধাতু মগ্ধিত এবং শিখরসমূহ হেমকপিল ও
 বহু প্রস্রবণে পরিবৃত। ঐ গিরিসূহ পরিপুষ্ট
 রত্নপ্রভায় প্রভাসিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে
 অসংখ্য অনুপম কুঞ্জ বিরাজিত। সেই সকল
 কুঞ্জমধ্যে শত শত বিহঙ্গনাদ পরিশ্রুত, এবং
 সিংহ শার্দূল, মরভ, চামর ও বারণ প্রভৃতি
 নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি সম্পন্ন বিবিধ জন্তু
 ঐ পর্বতসকলের সর্বত্রই বিচরণশীল। উক্ত
 পর্বতসমূহের মধ্যে দশটি পর্বত অতীব
 উন্নত। সূর্য্যের রথবাহী অশ্বগণ উহাদের
 প্রত্যেকটির উপর দিয়াই ধাবিত হয়।
 তাহাদের খুরপাতে ঐ পর্বতগণের

পূর্বপশ্চাৎতাবেতাবর্ণবাস্তব্যবস্থিতৌ ॥ ৯
যোহসৌ মেরুর্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণ্ডঃ কনকপর্বতঃ
বিষ্ণুস্তং তস্য বক্ষ্যামি তনু নিগদতঃ শৃণু ॥ ১০
মহাপাদাস্ত্র চত্বারো মেরোরথ চতুর্দিশম্ ।
যৈর্ধৃতত্বান্ চলতি সগুদীপবতী মহী ॥ ১১
দশযোজনসাহস্র আয়ামস্তেষু পঠ্যতে ।
দেবগন্ধর্বযক্ষাণাং নানারত্নোপমোভিতাঃ ।
নৈকনির্বরবপ্রাঢ়্য রম্যকন্দরনির্মিতাঃ ॥ ১২
নিতম্বপুষ্পকাদমৈঃ শোভিতাশ্চিহ্নানবঃ ।
মনঃশিলাদরীভিচ্চ হরিতালতলৈস্তথা ॥ ১৩
সুবর্ণমাণিচিত্রাভির্গুহাভিচ্চ সমস্ততঃ ।
গুহ্যহিঙ্গলকপ্রথৈঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৪
বরকাঞ্চনচিহ্নৈশ্চ প্রবালৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ ।
রুচিরাঃ শতপার্বাণঃ সিদ্ধবাসা মুদান্বিতাঃ ।

প্রত্যেকেরই অঙ্গ ক্ষুন্ন হইয়া থাকে জঠর এবং
দেবকুট এই দুই পর্বত পূর্বদিকে অবস্থিত ।
ইহারা দক্ষিণোত্তরভাগে আয়ত এবং নীল
নিম্বাচল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত । ১-৮ । কৈলাস ও
হিমবান দক্ষিণ ও উত্তর দিগ্বর্তী । ইহারা পূর্ব
ও পশ্চিমে আয়ত এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া
অবস্থিত । হে বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই যে সমুন্নত
কনকাচল সুমেরুর কথা বলিয়াছি, এক্ষণে
তাহার বিষ্ণুশ্বের বিষয় বলি, শ্রবণ করুন-
মেরুর চারিদিকে চারিটা মহান্‌পাদ বিদ্যমান ।
ঐ পাদচতুষ্টয় এই সগুদীপবতী মহীকে ধরিয়া
রাখে বলিয়া ইহা কখনই টলে না । ঐ
পাদচতুষ্টয়ের আয়াম দশসহস্র যোজন বলিয়া
উল্লিখিত । উহারা নানা রত্নে উপশোভিত হইয়া
দেব, গন্ধর্ব ও যক্ষগণের আবাস মধ্যে গণ্য ।
ঐ সকল পাদ হইতে অসংখ্য নির্বর-রব
সমুখিত এবং উহাদের স্থানে স্থানে সুন্দর
সুন্দর কন্দরবৃন্দ সুনির্মিত । উহাদের
নিতম্বদেশে যে সকল পুষ্প পুষ্প পুষ্প প্রস্ফুটিত,
তাহা দ্বারা বিচিত্র সানুসকল সুশোভিত ।
উহাদের স্থানে স্থানে কত সুবর্ণ-মণি-খচিত
বিচিত্র গুহা বিরাজিত ; তাহাদের কতস্থানে

মহাবিমানৈঃ শ্রীমন্তিঃ সমস্তাং পরিদীপিতাঃ ॥
পূর্ব্বণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥
তেষাং সহস্রশৃঙ্গেষু বজ্রবৈদুর্য্যবেদিকাঃ ।
শাকাসহস্রকলিতাঃ সুমুলাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৭
স্নিগ্ধৈর্নীলৈর্ঘনৈঃ পর্ণৈঃ সঞ্জনবিবিধাশ্রয়াঃ ।
অনেকযোজনোৎসেধাঃ সদা পুষ্পফলোপগাঃ
যক্ষগন্ধর্বসেব্যাস্চ সেবিতাঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।
মহাবৃক্ষাঃ সমুৎপন্নচত্বারো দীপকেতবঃ ॥
মন্দরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহাবৃক্ষঃ স কেতুরাট্ ।
আলম্বশাখাশিখরঃ কন্দরৈশ্চৈব পাদপঃ ॥ ২০
মহাকুন্ডপ্রমাণৈস্ত পুষ্পৈর্পর্ব্বিকচকেসরৈঃ ।
মহাগন্ধৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ শোভিতঃ সর্ব্বকালজৈঃ
কত মনঃশিলাময় দরীগৃহ, কত হরিতালময়
তটদেশ, কত বিস্তৃত হিঙ্গুল তুল্য কাঞ্চন-
লাঞ্জিত প্রবালদামে সমলঙ্কৃত সুন্দর সুন্দর
সিদ্ধনিবাস বিদ্যমান । এই সকল সিদ্ধাশ্রম
পরম প্রীতির আশ্রয় । কত সুন্দর সুন্দর
মহতী বিমানশ্রেণী উহাদের চতুর্দিকে
সমুজ্জল । পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে
গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল, এবং উত্তর পার্শ্বে
সুপার্ব গিরি অবস্থিত । ইহাদের
শৃঙ্গসমূহোপরি চারিটা মহাবৃক্ষ প্রদীপ্ত
কেতুস্বরূপে সমুৎপন্ন হইয়া অবস্থিত । এই
সকল বৃক্ষের মূলদেশ সুদৃঢ় । উহারা সহস্র
সহস্র শাখা সম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত । ইহাদের
মূলে যে সকল বেদিকা আছে, উহারা হীরক
ও বৈদুর্য্যমণিময় । ঐ বৃক্ষ সমূহের স্নিগ্ধ নীর
অবিরল পত্ররাজি দ্বারা নানা আশ্রম
আচ্ছাদিত । উহারা অনেক যোজন উন্নত এবং
সর্ব্বদাই পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ । যক্ষ গন্ধর্ব,
সিদ্ধ ও চারণগণ এই সকল বৃক্ষের সেবা
করেন । ৯-১৯ । মন্দরগিরির শৃঙ্গে এক
কেতুরাট্ মহাবৃক্ষ বিরাজিত । উহার শাখা-
প্রশাখায় অগ্রভাগ ও কোটর সর্ব্বদিকে
আলম্বিত । এই বৃক্ষে সকল ঋতুজাত

সহস্রমধিকং সৌম্য গন্ধেনাপূরয়ন্ দিশঃ ।
 যোজনানাং সমস্তাঽষ্ট মন্দমারুতবীজিতঃ ॥
 বরবেতুরিব প্রথিতো ভদ্রাশ্বো নাম যো দ্বিজাঃ
 যত্র সাক্ষাৎ স্বীকেশঃ সিদ্ধসজ্জৈর্হীযতে ॥ ২৩
 তস্য ভদ্রকদম্বস্য তদা শ্বেতহ্রয়ো হরিঃ ।
 প্রাপ্তবানমরশ্রেষ্ঠঃ স তত্র সহিতঃ পুরা ॥ ২৪
 তেন চালোকিতং সর্বং দ্বীপং দ্বিপদনায়কাঃ ।
 যস্য নাম্না সমাখ্যাতো ভদ্রাশ্বো নাম নামতঃ ॥
 দক্ষিণস্যাপি শৈলস্য শিখরে দেবসেবিতা ।
 জম্বুঃ সদা পুষ্পফলা সদা মাল্যোপশোভিতা ॥
 মহামূলৈর্মহাশৃঙ্গৈঃ স্নিগ্ধবর্ণৈর্বিভূষিতা ।
 নবৈঃ সদাপুষ্পফলৈঃ শাখাভিশ্চোপশোভিতা
 তস্য হৃতিপ্রমাণানি স্বাদুনি চ মৃদুনি চ ।
 ফলন্যমতকল্পানি পতন্তি গিরিমূর্ধনি ॥ ২৮
 তস্মাদ্গিরিবরপ্রস্থং পুনঃ প্রস্যন্দবাহিনী ।
 নদী জম্বুনদী নাম প্রবৃতা মধুবাহিনী ॥ ২৯

পুষ্পরাজি প্রস্তুতিত । এই পুষ্প সমূহের প্রমাণ এক একটা মহাকুণ্ডের সমান । উহারা মহাগন্ধময় ও দেখিতে অতি মনোহর । এবমিধ পুষ্পপুঞ্জে ঐ বৃক্ষ সুশোভিত । উহা মন্দ মারুতে আন্দোষিত হইয়া চতুর্দিকের সহস্রাধিক যোজন স্থান গন্ধামোদিত করে । হে দ্বিজগণ! ভদ্রাশ্ব নামে যে এক প্রধান কেতুস্থানীয় দেশে প্রসিদ্ধ আছে, এবং যথায় সাক্ষাৎ স্বীকেশ সিদ্ধসমূহ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, সেইদেশে ঐ বৃক্ষ বিরাজিত । উহার নাম ভদ্রকদম্ব । হরি পুরাকালে শ্বেতবর্ণ হয়ে আরোহণ করিয়া ঐ তরুর প্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং হে নরবরগণ ! তিনি তথায় আসিয়া সমস্ত দ্বীপ অবলোকন করেন, এই জন্য নামাসাদৃশ্যে ঐ দেশ ভদ্রাশ্ব নামে নিরূপিত হয় । দক্ষিণ শৈলের শিখরদেশে এক দেবসেবিত জম্বুবৃক্ষ আছে । উহা সদাই পুষ্প-ফলে অশ্রিত এবং সর্বদাই মাল্য-দামে মণ্ডিত । উহার মূলদেশ অতি বিপুল, স্বর্গদেশ

তত্র জম্বুনদং নাম সুবর্ণং জ্বলনপ্রভম্ ।
 দেবালঙ্কারমতুলং জায়তে পাপনাশনম্ ॥ ৩০
 দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।
 তথ্যপিবন্ত্যমৃতপ্রখ্যং মদু জম্বুরসপ্রবম্ ॥ ৩১
 স কেতুর্দক্ষিণে দ্বীপে জম্বুলোকেষু বিশ্রুতা
 যস্য নাম্না স বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ ॥
 বিপুলস্যাপি শৈলস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ ।
 জাতঃ শৃঙ্গেহুতিসুমহানশ্বথশ্চৈব পাদপঃ ॥ ৩৩
 বিলম্বিবরমালাঢ্য সুবর্ণমণিবেদিকঃ ।
 মহোচ্চক্কবিটপো নৈকসমুদ্রআলয়ঃ ॥ ৩৪
 কুণ্ডপ্রমাণৈঃ সুসবদৈঃ ফলৈঃ সর্বভূকৈঃ শুভৈঃ
 স কেতুঃ কেতুমালানাং দেবগন্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৩৫
 কেতুমালাতি চ তথা তস্য নাম প্রকীর্তিতম্ ।
 তন্নিবোধত বিপ্রেন্দ্রা নিরুক্তং নাম কর্মতঃ ॥
 অতি মহান্ । ঐ বৃক্ষ স্নিগ্ধ পর্ণে বিভূষিত, এবং সতত নবোদ্ভিন্ন পুষ্প, ফল ও শাখা-প্রশাখায় পরিশোভিত । উহার ফল সকল অতি বৃহৎ সুস্বাদু, মৃদু ও অমৃতোপম । উহারা সতত গিরিশিখরে পতিত হয় । তাহাতে সেই গিরিপ্রস্থ হইতে জম্বুনাম্নী এক মধু বাহিনী নদী প্রাবাহিত হইতে থাকে । তথায় জ্বলন-সন্নিভ জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ দেবগণের অনুপম অলঙ্কাররূপে উৎপন্ন হয় । দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সেই অমৃতোপম জম্বুরস পান করেন । ঐ লোকপ্রসিদ্ধ জম্বুবৃক্ষ দক্ষিণদিকের কেতুস্বরূপে অবস্থিত । উহার নামানুসারে এই শাস্ত্রত জম্বুদ্বীপ বিখ্যাত । ২০-৩২ । পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মহাকায় বিপুল শৈলের শৃঙ্গে এক অতি বড় অশ্বথ পাদপ বিদ্যমান । উহা বিলম্বিত । মাল্যদামে অশ্রিত এবং উহার তলদেশে সুবর্ণ-মণিময় বেদিকা বিরাজিত । উহার স্বর্গ ও শাকা সকল অতি উচ্চ । ঐ বৃক্ষ বহু প্রাণীর আবসস্থল । উহার ফলগুলির প্রমাণ কুণ্ড সদৃশ । উহারা সুস্বাদু, সুন্দর ও সকল ঋতুতেই সমুৎপন্ন । দেব ও গন্ধর্বগণ

ক্ষীরোদমথনে বৃন্তে দৈত্যপক্ষে পরাজিতে ।
 মহাসমরসম্মর্দবৃক্ষকোভবিমর্দিতা ॥ ৩৭
 সহস্রাক্ষেণ বিহিতা মালা তস্য সুতানিতা ।
 তস্য স্বক্ষে সমাসক্তা হ্যাখস্য বনস্পতেঃ ॥ ৩৮
 সা তথৈব মহাদক্ষা হ্যান্নানা সর্বকামিকী ।
 ইজ্যতেসুমহাভাগা বিবিধৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৩৯
 তস্য কেতোঃ সদা মালা দেবদত্তা বিরাজতে ।
 পবনেনেরিতা বিদ্যং বাতি গন্ধং মরোমম্ ॥
 ভাভ্যাং নামাক্তিতো দ্বীপঃ পশ্চিমে বহু বস্তুরঃ
 কেতুমাল ইতি খ্যাতো বিবিচেহ চ সর্বশঃ ॥
 সুপার্বস্যোস্তরে চাপি শৃঙ্গে জাতো মহাদ্রুমঃ ।
 ন্যাথোদো বিপুলকক্ষোহ্নেকযোজনমণ্ডলঃ ॥
 মাল্যদামাকলাপৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধ শালিভিঃ ।
 শাকাবিলম্বী শুণ্ডভে সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৪৩

ঐ বৃক্ষের সেবা করেন। উহা কেতুমাল
 প্রদেশের কেতুস্বরূপে প্রতিভাত। হে
 বিপেন্দ্রগণ! কি কারণে কেতুমাল এই নাম
 নিরুক্তি হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।
 পুরাকালে ক্ষীরাস্তিমস্থান সমাপ্ত হইলে
 দৈত্যপক্ষ পরাজিত হয়। দেবেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে
 কে মাল্য পরিয়া আসিয়াছিলেন, তৎকালিক
 মহাসমর সম্বন্ধে বিপক্ষ-নিষ্কিপ্ত বৃক্ষকোভে
 মর্দিত হইয়াও ঐ মালা অম্লানভাবে অবস্থিত
 ছিল। ইন্দ্র তখন সেই সুতানিত মালা ঐ
 অশ্বখ বনস্পতির স্বন্ধদেশে নিজেই রাখিয়া
 দেন। এইজন্য তখন হইতে সিদ্ধ ও
 চারণসম্প্রদায় সেই মহাগন্ধশালিনী
 সর্বকামদায়িনী সৌভাগ্যবতী মালাকে অর্চনা
 করিতে থাকেন। সেই কেতুস্বরূপ বৃক্ষের
 উপর ঐ দেবদত্ত মালা সদাই বিরাজিত। উহা
 পবনবেগে আন্দোলিত হইয়া সতত দিব্য, ও
 মনোজ্ঞ গন্ধ প্রকটিত করে। এইজন্য কেতু
 ও মালা এই উভয়ের নামাক্তিত হইয়া ঐ
 পশ্চিদিগন্তী বহু বিস্তৃত দ্বীপ স্বর্গে ও মর্ত্যে
 কেতুমালখ্যায় বিখ্যাত। সুপার্ব গিরির উত্তর

প্রবালকুন্ডসদৃশৈর্মধুপূর্ণৈঃ ফলৈঃ সদা ।
 স হ্যস্তরকুরুগাং তু কেতুবৃক্ষঃ প্রকাশতে ॥
 সনৎকুমারাবরজা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
 সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নাম বিপ্রতাঃ ॥
 তত্র তৈরাগতজ্ঞানৈঃ সন্তুষ্টিঃ পুণ্যকীর্তিভিঃ ।
 অক্ষয়ং ক্ষেমমপরং লোকং প্রাপ্তং সনাতনম্ ॥
 তেষাং নামাক্তিতো দ্বীপঃ সপ্তানাং বৈ

মহাস্তনাম্ ।

দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা ॥ ৪৭
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জম্বুদ্বীপবর্ণনং
 নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তেসাং চতুর্গাং বক্ষ্যামি শৈলেন্দ্রাণাং যথাক্রমম্
 অনুবন্ধানি রম্যাণি সর্বকালকুর্কানি চ ॥ ১

শৃঙ্গে ন্যাথোধ নামক এক মহাবৃক্ষ অবস্থিত।
 উহার স্বন্ধ বিপুল এবং উহা বহু যোজন পর্যন্ত
 বিস্তৃত। বিবিধ গন্ধশালী মাল্যদানসমূহে ঐ
 বৃক্ষ বিরাজিত। সিদ্ধ ও চারণগণ ঐ বৃক্ষের
 সেবা করেন। উহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া
 প্রবালময় কুন্ডসদৃশ মধুপূর্ণ ফলরাজি দ্বারা
 সর্বদাই সুশোভিত। ঐ বৃক্ষ উত্তর কুরু
 দেশের কেতুরূপে দণ্ডায়মান। সনৎকুমারাদি
 মহাভাগ সপ্ত ব্রহ্মনন্দনগণের নামানুসারে ঐ
 উত্তরকুরুনাম বিখ্যাত। সেই সকল পুণ্যকীর্তি
 সন্তুষ্টিগণাবলম্বী জ্ঞানী ব্রহ্মকুমারগণ ঐ
 অবনিশী মঙ্গলাস্পদ শাস্বত দেশ প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ সপ্ত মাহাত্মা মানস
 পুত্রগণের নামাক্তিত হইয়া ঐ দ্বীপ উত্তরকুরু
 আখ্যায় স্বর্গ, মর্ত্য, উভয়ত্রই বিখ্যাত
 হইয়াছে। ৩৩-৪৭।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

সারিকাভির্ময়ুশ্চৈ চকোরৈশ্চ মদোৎকটৈঃ ।
 শুকৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ চিত্রকৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২
 জীবঞ্জীবকনাদৈশ্চ হেমকানাঞ্চ নাদিতৈঃ ।
 মন্তকোকিলনাদৈশ্চ বল্গুনাঞ্চনাদিতৈঃ ॥
 সুগ্রীবাকাঞ্চনবরৈঃ কলবিঙ্করুতৈস্তথা ।
 কুজিতান্তরশব্দৈশ্চ সুরম্যাণি চ সর্বশঃ ॥ ৪
 মদোৎকটৈর্মধুকরৈর্ভ্রমরৈশ্চ মদালসৈঃ ।
 উপগীতবনাস্তানি কিন্নরৈশ্চ ক্ৰচিৎ ক্ৰচিৎ ॥ ৫
 পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি মন্দমারুতকম্পিতাঃ ।
 তরবো যত্র দৃশ্যাণ্ডে চরাপল্লবশোভিতাঃ ॥ ৬
 শুকৈর্মধুরীভিঃ তাইম্রৈঃ কিশলয়ৈস্তথা ॥
 মন্দবাতশশালোলৈর্দোলয়ন্তি রুতানি চ ॥ ৭
 নানাদাতুবিচিত্রৈশ্চ কাস্তকৈশ্চ শিলাশব্দৈঃ ।
 শব্দৈঃ ক্ৰচিদ্ভিজশ্রেষ্ঠা বিন্যস্তৈঃ শোভিতানি চ
 দেবদানবগঞ্জকৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।

ষট্টিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,- আমি এক্ষণে পূর্বেস্থিতি
 চারিটি প্রধান পর্বতের সুরম্য সংস্থান-
 সন্নিবেশ বলিতেছি, এই সকল পর্বত প্রদেশ
 সকল কালের সকল ঋতুর ফলে ফুলে
 সুশোভিত । উহাদের স্থানে স্থানে সারিকা,
 ময়ূর, চণ্ডের, মদোৎকট, শুক ও ভৃঙ্গরাজ
 বিজয়, দলে দলে বিচরণ করে । জীবঞ্জীবক,
 হেমক, মন্তকোকিল, বস্ত্র, সুগ্রীব, কাঞ্চন, ও
 কলবিঙ্ক প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের মধুর নিনাদে ও
 অন্যান্য অব্যক্ত শব্দে এই সকল প্রদেশের
 সকল স্থান সর্বদাই মুখরিত ও সুরম্য ।
 কোথাও কোথাও বনাস্তভূমি সকল মদোৎকট
 মধু করকুলের মধুর ঝঙ্কারে ও মদালসগতি
 কিন্নরগণের কণ্ঠরবে উপগীত । এই সকল
 পার্বত্য প্রদেশস্থ তরুনিচয় সর্বদাই চারু
 পল্লবে সুশোভিত । উহারা মন্দমারুতে
 আন্দোলিত হইয়া সততই পুষ্পবর্ষণ করে ।
 এই তরুবৃন্দের আত্ম কিসলয়দল, মঞ্জরীপুঞ্জ
 ও পুষ্পস্তবকসকল বায়ু-হিল্লোলে সততই
 সুচঞ্চল প্রতি পর্বতের স্থানে স্থানে নানাবিধ

সিদ্ধাঙ্গরোগণৈশ্চ বসেবিতানি ততস্ততঃ ॥ ৯
 মনোহরাণি চত্বারি দেবাক্রীড়নাকান্যথ ।
 চতুর্দিশমুদারাণি নাম্না শৃণুত তানি মে ॥ ১০
 পূর্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্ ।
 বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাদুরন্তরং সর্বিত্ত্ববনম্ ॥ ১১
 মহাবনেষু চৈতেষু নিবিষ্টানি যথাক্রমম্ ।
 অনুবন্ধানি রম্যাণি বিহঙ্গৈঃ কুজিতানি চ ॥ ১২
 বনৈবিস্তীর্ণতীর্থানি মহাপুণ্যবনানি চ ।
 মহানাগাধিবাসানি সেবিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ১৩
 সুরসামলতোয়ানি শিবানি সুসুখানি চ ।
 সিদ্ধদেবাসুরবরৈরুপস্পৃষ্টজলানি চ ॥ ১৪
 ছত্রপ্রমাণৈবিকটৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ ।
 পুণ্ডরীকৈর্মহাপত্রৈরুপলৈঃ শোভিতানি চ ।
 মহাসরাংশি চত্বারি তানি বক্ষ্যামি নামতঃ ॥ ১৫
 অরুণোদং সরঃ পূর্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ ।
 শীতোদং পশ্চিমসরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্ ॥

ধাতুচিত্রিত শত শত কমলীয় শিলা ও কোথাও
 কোথাও শল্প সকল সুবিন্যস্ত; তাহাতে এই
 সকল পার্বত্য দেশ অতীব সুশোভিত! হে
 বিজশ্রেষ্ঠগণ । দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ,
 রাক্ষস, পন্নগ, সিদ্ধ ও অঙ্গরোগণ এই
 পর্বতসমূহের ইতস্ততঃ বিচরণশীল । এই চারি
 পর্বতের চারিদিকে চারিটি মনোহর উদার
 দেবোদ্যান বিদ্যমান । উহাদিগের নাম
 আমার নিকট শ্রবণ করুন । পূর্বে চিত্ররথ,
 দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বিভ্রাজ এবং উত্তরে
 সর্বিত্ত্ববন; এই সকল মহাবনের অভ্যন্তর
 প্রদেশের ক্রমিক সন্নিবেশ বড়ই রমণীয় এবং
 বিহঙ্গকুঞ্জে উহাতে কত সুরম্য সুবিস্তীর্ণ তীর্থ
 ও কত মহাপুণ্য বনরাজি বিরাজিত । এই সকল
 বনে মহানাগগণ বাস করে এবং মহাত্মগণ
 উহাদের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন । ১-
 ১৩ । এই বনরাজির মধ্যে মধ্যে যে সকল
 তোয়াশক আছে; তাহাদের জল-সুরস,
 সুবিমল, সুসুখ ও শুভ । সিদ্ধগণ, দেবগণ এই
 সকলের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন । উহাদের

অরুণোদং চ পূর্বেণ যে চ শৈলান্তঃ স্মৃতাঃ
তান্ কীর্ত্যমানাং স্তেভ্যে শৃণুধ্বং বিস্তারানুম ॥
শীতান্তঃ কুমুদঃ সুবীরচাচলোত্তমঃ ।
বিকঙ্কোমনিশীলঃ বৃষভচাচলোত্তমঃ ॥ ১৮
মহানীলোহঃ রুচবঃ সবিভূর্মন্দরস্তথা ।
বেণুমাংসঃ সুমেধঃ নিষধো দেবপর্বতঃ ॥ ১৯
ইত্যেতে পর্বতবর অন্যে চ গিরয়স্তথা ।
পূর্বেণ মন্দরস্যেতে সিদ্ধবাসা উদাহতঃ ॥ ২০
সরসো মানসস্যেহ দক্ষিণা যে মহাচলাঃ ।
যে কীর্তিতা ময়া তে বৈ নামতস্তান্নিবোধত ॥
শৈলঃ শ্রীশিখরচাপি শিশিরচাচলোত্তমঃ ।
কলিঙ্গঃ পতঙ্গঃ রুচকশ্চৈব সানুমান ॥ ২২
তাম্রাভঃ বিশাখঃ তথা শ্বেতোদরো গিরিঃ
সমুলো বিষধারঃ রত্নধারঃ পর্বতঃ ॥ ২৩
একশৃঙ্গো মহামূলো গজশৈলঃ পিশাচকঃ ।
পঞ্চশৈলোহুত কৈলাসো হিমবাংচাচলোত্তমঃ

মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রস্ফুটিত কমল,
পঙ্করীক, ও মহাপদ্মশালী উৎপল আছে, তাহারা
মনোজ্ঞ, মহাগন্ধযুক্ত ও ছত্রপ্রমাণ বিস্তৃত ।
তন্মধ্যে চারিটী মহাসরোবর বিদ্যমান ।
উহাদের নাম-সমূহ নির্দেশ করিতেছি ; যথা,-
পূর্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে
শীতোদ ও উত্তরে মহাভদ্রনামক মহাসরোবর
বিরাজিত । পূর্বেও অরুণোদ সরোবরের
আধষ্ঠান মন্দর গিরির পূর্বদিকে যে সকল
শৈল আছে, বিস্তৃতরূপে তাহাদিগের নামনিচয়
কীর্তন করিতেছি ; আপনারা যথায়থরূপে শ্রবণ
করুন । শীতান্ত, কুমুদ, সুবীর, বিকঙ্ক,
মণিশীল, কৃষ্ণ, মহানীল, সবিন্দু মন্দর
বেণুমান, সুমেধ, নিষধ ও দেবাচল । এই
সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক গিরিবর
মন্দরাগিরির পূর্বভাগে বিরাজিত । এই সকল
শৈলশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-নিবাস বলিয়া কথিত । মানস
সরোবরের দক্ষিণে যে সকল মহাচলের
অবস্থানের কথা কীর্তন করিয়াছি, এক্ষণে

ইত্যেতে দেবচরিতা হ্যৎকৃষ্টাঃ পর্বতঃ স্তিমাঃ
দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে প্রোক্তা মেরোরমরবর্চ সঃ
অপরেণ সিতোদস্য সরসো দ্বিজসত্তমাঃ ।
উত্তমা যে মহাশৈলাস্তান্ প্রবক্ষ্যে যথাক্রমম্ ॥
সুবক্ষাঃ শিশিশৈলঃ কালো বৈদুর্য্যপর্বতঃ ।
কপিলঃ পিঙ্গলো রুদ্রঃ সুরসঃ মহাচলঃ ॥ ২৭
কুমুদো মধুমাংসৈব অঞ্জনো মুকুটস্তথা ।
কৃষ্ণঃ পাণ্ডরশ্চৈব সহস্রশিখরঃ হ ॥ ২৮
পরিজাতঃ শৈলেন্দ্রঃ ত্রিশৃঙ্গচাচলোত্তমঃ ।
ইত্যেতে পর্বতবরা দিগ্‌ভাগে পশ্চিমে স্মৃতাঃ
মহাভদ্রস্য সরস উত্তরেণাপি শ্রীমতঃ ।
যে ময়া পর্বতাঃ প্রোক্তাস্তান্ বদিষ্যে যথাক্রমম্
শঙ্কুকুটো মহাশৈলো বৃষভো হংসপর্বতঃ ।
নাগঃ কপিলশ্চৈব ইন্দ্রশৈলঃ সানুমান ॥ ৩১
নীলঃ কনকশৃঙ্গঃ শতশৃঙ্গঃ পর্বতঃ ।
পুষ্পকো মেঘশৈলঃ বিরাজচাচলোত্তমঃ
জরুধিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতা

তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন । শ্রীশিখর,
শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, রুচক, সানুমান,
তাম্রাভ, বিশাখ, শ্বেতোদর, সমূল, বিষধার,
রত্নাধার, একশৃঙ্গ, মহামূল, গজশৈল,
পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমবান ; এই
সকল দেবনিবাস উত্তর উত্তর পর্বত,
অমরদ্যুতি মেরুর দক্ষিণদিগ্‌ বিভাগে
অবস্থিত বলিয়া নির্দিষ্ট । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!
শীতোদ সরোবরের পশ্চিম দিকে যে সকল
উত্তম উত্তম মহাশৈল অবস্থিত, যথাক্রমে
তাহাদের নাম বলিতেছি ; যথা-সুবক্ষা,
শিশিশৈল, কাল, বৈদুর্য্যগিরি, কপিল, পিঙ্গল,
রুদ্র, সুরস, কুমুদ, মধুমান, অঞ্জন, মুকুট,
কৃষ্ণ, পাণ্ডর সহস্রশিখর, পরিজাত, এবং
অচলোত্তম ত্রিশৃঙ্গ, এই সকল গিরিবর
পশ্চিমদিক্‌বিভাগে বিরাজিত । শ্রীমান্ মহাভদ্র
সরোবরের উত্তরে যে সকল পর্বত আছে
বলিয়া আমি কীর্তন করিয়াছি, যথাক্রমে

এতেষাং শৈলমুখ্যান্তরেষু যথাক্রমম্ ।
স্থল্যোহ্যন্তরদ্রোণ্যন্ত সরাণসি চ নিবোধত ।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো
নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শীতান্তস্যচলেন্দস্য কুমুজস্যান্তরেণ তু ।
দ্রোণ্যো বিহঙ্গসংঘুষ্ঠা নানাসত্ত্বনিষেবিতাঃ ॥ ১
ত্রিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ ।
সুরসামলপানীয়রম্যং তত্র সরোবরম্ ॥ ৩
দ্রোণ্যায়ামপ্রমানেনস্ত পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
সহস্রশতপত্রৈহি মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
মহোরগৈরধ্যুষিতং মহাভোগগৈর্দুরাসদৈঃ
দেবদানবগন্ধকৈর্বৈরুপস্পৃষ্টজলং শুভম্ ॥ ৪

তাহাদিগের নাম বলিতেছি ; -যথা-শঙ্কুকুট,
বৃষভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্রশৈল, নীল,
কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘশৈল,
বিরাজ, এবং জারুধি এই সকল অচলোত্তম
উত্তর দিকে অবস্থিত । এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠের
অভ্যন্তরে যথাক্রমে যে সকল স্থলী, অস্ত
রদ্রোণী ও সরোবরসমূহ আছে, তৎসমুদয়
বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ১৪-৩৩ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,-গিরীন্দ্র শীতান্ত ও কুমুজের
মধ্যভাগে যে সকল দ্রোণী আছে, উহারা
বিবিধ বিহঙ্গনাদে মুখরিত ও নানাবিধ
প্রাণিসমূহে নিষেবিত । এই সকল দ্রোণী
তিনশত যোজন আয়ত এবং শতযোজন বিস্ত
ত । উহাতে এক সরোবর আছে, তাহা সুরস
ও সুনির্মল জলে রমণীয় । দ্রোণীর আয়াম-
পরিমিত সুগন্ধি পুণ্ডরীকসমূহে এবং শতসহস্র

পুণ্যং তচ্ছ্রীসরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য হ ।
কোটিপত্রপ্রচারং তন্তরুণাদিত্যবর্চসম্ ॥ ৬
নিত্যং ব্যাকোশমজরং চাঞ্চল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্
চারুকেশরজালাঢ্যং মন্তষট্‌পদনাদিতম্ ॥ ৭
তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি
লক্ষ্যাঃ পদ্মং তদাবাসং মূর্ত্তিমত্যা ন সংশয়ঃ ॥
সরসন্তস্য পূর্ব্বস্মিংস্তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ।
সদাপুষ্পফলং রম্যং তত্র বিশ্ববনং মহৎ ॥ ৯
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়তম্ ।
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাবৃক্ষৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১০
শাখাসহস্রকলিতৈর্মহাক্ষকৈঃ সমাকুলম্ ।
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডুরৈস্তথা ॥ ১১

দলশালী মহাপদ্মে ঐ সরোবর অলঙ্কৃত ।
উহাতে মহাভোগশালী দুর্ধ্ব মহোরগ সকল
বাস করে এবং দেব, নাদব ও গন্ধর্ব্ব উহার
শুভ জল স্পর্শ করিয়া থাকেন । ঐ পুণ্য
সরোবর স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সুপ্রকাশিত ; উহার
নাম শ্রীসর । উহা প্রসন্ন পুণ্য জলে পরিপূর্ণ
ও সকল প্রাণীর শরণ্য । তন্মধ্যে এক পদ্মবন
বিরাজমান । সেই পদ্মবনের মধ্যে এক
মহাপদ্ম প্রকাশমান । ঐ মহাপদ্মের কোটি
কোটি দল এবং উহা তরুণ তপনের ন্যায়
সমুজ্জ্বল । ঐ পদ্ম সর্বদাই প্রস্ফুটিত । উহা
কখন জীর্ণ-শীর্ণ হয় না । চাঞ্চল্যবশতঃ উহার
মণ্ডল অতীব বিস্তৃত দেখা যায় । উহা সুচারু
কেশরজালে অন্বিত এবং মদুমন্ত
ষট্‌পদসমূহে নিনাদিত । ঐ পদ্মে ভগবতী
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নিত্য বিরাজিত । বাস্তবিকই ঐ
মহাপদ্ম মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর নিবাসস্থল ; তাহাতে
সন্দেহমাত্র নাই । সেই সরোবরের
সিদ্ধসেবিত পূর্ব্বতীরে এক বৃহৎ বিশ্ববন
বিদ্যমান । ঐ বন ফলে-ফুলে সর্বদাই
মনোরম । উহা শত যোজন বিস্তৃত এবং
ত্রিশত যোজন আয়ত । ঐ বনে সহস্র সহস্র

অমৃতস্বাদুসদৃশৈভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ
 শীর্ষ্যমণৈঃ পতন্তি কীর্ণা ভূমির্নিরন্তরা ॥ ১২
 নাম্না তচ্ছ্রীবনং নম সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ।
 গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥
 সিদ্ধৈশ্চৈব সমাকীর্ণং নিত্যং বিলম্বফলাশিভিঃ
 বিবিধৈর্ভূতসজ্জৈশ্চ নিত্যমেব নিষেবিতম্ ॥ ১৪
 ভস্মিন্ বনে ভগবতী সাক্ষাৎ শ্রীর্নিত্যমেব হি
 দেবী সন্নিহিতা তত্র সিদ্ধসজ্জৈর্গমকৃতা ॥ ১৫
 বিকঙ্কস্যাচলেন্দ্রস্য মণিশৈলস্য চান্তরে ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনধতায়তম্ ॥ ১৬
 বিপুলং চম্পকবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।
 পুষ্পলক্ষ্ম্যা বৃতং ভাতি জ্বলন্তমিব নিত্যদা ॥ ১৭
 অর্দ্ধকোশোচ্ছশিখরৈর্মহাক্ষকঃ পলাশিভিঃ ।
 প্রফুল্লশাখাশিখরৈঃ পিঞ্জরং ভাতি তদ্বনম্ ॥ ১৮

দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়িমিবিস্তরেঃ ।
 মনঃশিলাচূর্ণনিভৈঃ পাণ্ডুকেশলালিভিঃ ॥ ১৯
 পুষ্পৈর্মনোহরৈর্ব্যাগুং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ
 বিরাজতে বনং সর্বং মধুমত্ত্রমরনাদিতম্ ॥ ২০
 তদ্বনং দানবৈর্দেবৈর্গন্ধর্বৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ ।
 কিন্নরৈরঙ্গরোশ্চ মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২১
 তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
 সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাশ্রুতিবিভূষিতম্ ॥ ২২
 মহানীলকুমুজাভ্যামন্তরেহপ্যচলাবধ ॥ ২৩
 মহানদ্যাঃ সুখায়াস্ত্র তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ॥
 পঞ্চাশদযোজনায়ামং ত্রিংশদযোজনবিস্তরম্ ॥
 রম্যং তালবনং তন্ধি অর্দ্ধকোশোচ্চমস্তকম্ ॥
 মহামূলৈর্নহাসারৈঃ স্থিরৈববিরলৈঃ ভৈঃ ।
 কুমুদাঞ্জনসংস্থানৈঃ পরিবৃষ্টৈর্মহাফলৈঃ ।

মহাবৃক্ষ বিরাজিত । তাহাদের শিরোদেশ
 অর্দ্ধকোশ উচ্চ অবস্থিত । ১-১০ । এই
 বৃক্ষগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বক্স সহস্র সহস্র শাখা-
 প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত এবং সুবর্ণপ্রতিম হরিত-
 পাণ্ডুর ফলসমূহে সুশোভিত । এই সকল ফল
 ভেরী প্রমাণ, সুগন্ধি এবং অমৃতের ন্যায়
 সুস্বাদু । উহারা সুপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত
 হওয়ায় বৃক্ষের তলভূমি নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন
 হয় । এই বনের নাম শ্রীবন । উহা সর্বলোকে
 প্রসিদ্ধ । গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ ও মহেরগগণে
 এই বিহবন নিষেবিত । সিদ্ধগণ বিশ্বফলের
 লালসায় নিত্য এই বনে বিচরণ করেন । বিবিধ
 ভূতবৃন্দ নিত্য এই বনে বাস করে । এই বনে
 ভগবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী নিত্যই সন্নিহিতা ।
 সিদ্ধগণ সর্বদাই তাঁহাকে নমস্কার করেন ।
 অচলশ্রেষ্ঠ বিকঙ্ক ও মণিশৈলের মধ্যভাগে
 শত যোজন বিস্তীর্ণ, দ্বিশত যোজন আয়ত এক
 সুবিপুল চম্পকবন বিদ্যমান । উহা সিদ্ধ ও
 চারণগণে নিষেবিত এবং কুসুম সৌন্দর্য্যে
 পরিবৃত্ত হইয়া নিত্যই উজ্জ্বলাকারে বিভাতি ।
 এই বনে মহাক্ষক্ষশালী বহু বৃক্ষ বিরাজিত ।

তাহাদের প্রত্যেক শিরোবাগ অর্দ্ধকোশ
 উন্নত এবং অসংখ্য শাখাশিখর প্রফুল্ল পুষ্প
 উদ্ভলিত । এই সকল বৃক্ষ দ্বারা সেই চম্পকবন
 যেন পিঞ্জরাকারে অবস্থিত । এই বৃক্ষসমূহের
 নিত্য প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি সতত সুগন্ধশালী
 ও সুরম্য । উহাদের বর্ণ মনঃশিলাচূর্ণ-সম
 এবং উহারা পাণ্ডুরবর্ণ কেশরজালে
 সুশোভিত । উহাদের প্রত্যেকের পরিণাহ
 দ্বিবাহু পরিমিত এবং আয়াম ও বিস্তার ত্রিহস্ত
 প্রমাণ । এই সকল পুষ্প দ্বারা সেই সমগ্র
 চম্পকবন নিরাজিত এবং মধুমত্ত্রমরওজনে
 উহা মুখরিত । দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ,
 রাক্ষস, কিন্নর, অঙ্গরা ও মহানাগসমূহ সে
 বনে সর্বদা বিচরণশীল । তথায় ভগবান্
 কশ্যপপ্রজাপতির এক আশ্রম বিদ্যমান । উহা
 সিদ্ধ ও সাধ্যগণে আকীর্ণ এবং বিবিধ
 বেদনাদে মুখরিত । ১১-২২ । মহানীল ও
 কুমুজশৈলের মধ্যবর্তী পর্বতপ্রদেশে সুখা
 নাম্নী মহানদীর সিদ্ধসেবিত তীরদেশে এক
 সুরম্য তালবন আছে । সে বনের শিরোভাগ
 অর্দ্ধকোশ উচ্চ ; উহা পঞ্চাশৎ যোজন

মৃষ্টগন্ধরাসোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ২৬ ॥
 মাহেন্দ্রস্য দ্বিপেন্দ্রস্য তত্র বাস উদাহৃতঃ ।
 ঐরাবতস্য ভদ্রস্য সর্বলোকেষু বিস্তৃত ॥ ২৭ ॥
 বেণুমন্তস্য শৈলস্য সুমেধাস্যোত্তরণ চ ।
 সহস্রযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥ ২৮ ॥
 বৃক্ষগুণ্যলতাগুচ্ছৈঃ সর্ববীকৃষ্ণিরাবৃতম্ ।
 দুর্বাশ্রুতারমেবাথ সর্বসত্ত্ববিবর্জিতম্ ॥ ২৯ ॥
 তথা নিষধশৈলস্য দেবশৈলস্য চোত্তরে ।
 সহস্রযোজনায়ামা শতযোজনবিস্তৃতা ॥ ৩০ ॥
 সর্বা হ্যেকশিলা ভূমিবৃক্ষবীকৃষ্ণবিবর্জিতা ।
 আপুতা পাদমাত্রেন হৃদকেন সমন্তত ॥ ৩১ ॥
 ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো নানাকারাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 মেরোঃ পূৰ্ব্বেন নিপ্রেত্স যথাবদনুপূৰ্ব্বশঃ ॥ ৩২ ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিসয়াসো
 নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

আয়ত ও ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত । ঐ বনে
 মহাফলশালী বহু শুভ বৃক্ষ বিরাজিত । উহারা
 মহামূল-বিশিষ্ট, মহাসার-সম্পন্ন, স্থির,
 অবিরল । উহাদের সংস্থান সন্নিবেশ কুমুদ ও
 অঞ্জনশৈলবৎ । ঐ সকল বৃক্ষের ফলরাজি সুরস
 ও সুগন্ধে পরিপূর্ণ । সিদ্ধগণ এতাদৃশ বৃক্ষ-
 পরিপূর্ণ ঐ তালবনে সতত বিচরণ করেন ।
 হে তালবন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের বাসভূমি
 বলিয়া বিখ্যাত । বেণুমন্ত ও সুমেদ-শৈলের
 উত্তরে এক বন আছে । উহা সহস্র যোজন
 আয়ত এবং শত যোজন বিস্তীর্ণ । উহাতে বৃক্ষ,
 গুল্ম বা লতাগুচ্ছ কিছুই নাই । উহা কেবল
 দুর্বাবনে আচ্ছাদিত । উহাতে কোন প্রাণী নাই ।
 নিষধ ও দেবশৈলের উত্তরে সহস্র যোজন
 আয়ত ও শত যোজন বিস্তৃত কে ভূভাগ আছে ;
 উহাতে বৃক্ষ বা লতা কিছুই নাই । উহার
 সর্বস্থান এক শিলাময় এবং পাদমাত্র জলে
 উহার সর্ব স্থান আপুত । হে বিপ্রেন্দ্রগণ!
 মেরুর পূর্বদিকস্থিত এই সকল নানাকৃতি-
 সম্পন্ন অন্তর-দ্রোণী যথাবৎ কীর্ত্তিত হইল ।
 ২৩-৩২ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দিক্ক্ষণা দিশমাশ্রিতাঃ ।
 যা দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচরিতাঃ শৃণু তা হ্যনুপূৰ্ব্বশঃ ॥ ১ ॥
 শিশিরস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যোত্তরণে চ ।
 শ্লক্ষভূমিশ্রিয়া যুক্তং লতালিঙ্গিতপাদপম্ ॥ ২ ॥
 পৃথুক্ষেপোচ্চশিখরৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্ ।
 উদুম্বরনং রম্যং পক্ষিসজ্জনিষেবিত্ ॥ ৩ ॥
 পট্টৈর্বিদ্রুমসঙ্গশৈর্মধুপূর্ণৈর্মনোরমৈঃ ।
 জ্বলিতং তদ্বনং ভাতি মহাকুস্তোপমৈঃ ফলৈঃ
 তৎসিদ্ধযক্ষগন্ধর্বাঃ কিন্নরা উরগাস্থথা ।
 বিদ্যাধরাশ্চ মুদিতা উপজীবন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫ ॥
 প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যো বহুবকাঃ ।
 সুরসামলতোয়াস্তঃ সরাথসি চ সমন্ততং ॥ ৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,- যে সকল সিদ্ধ সেবিত
 গিরিশ্রী দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া অবস্থিত,
 অতঃপর তাহাদেরই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ
 বলিতেছি । অচলেন্দ্র শিশির ও পতঙ্গ এই
 উভয় পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক রমণীয় উদুম্বর
 বন বিদ্যমান । ঐ বন বিপুল শাখা ও উচ্চ
 শিকর-সম্পন্ন বিবিধ পাদপে শোভিত,
 নানাজাতীয় বিহঙ্গমে নিষেবিত এবং সুকোমল
 ভূমি শোভায় সুসমৃদ্ধ । ঐ বনের পাদপ সকল
 বিবিধ লতায় আলিঙ্গিত । এই সকল পাদপস্থ
 ফল সমূহের প্রমাণ এক একটা মহাকুস্ত
 সদৃশ । উহারা পল্লবস্বায় দেখিতে বিদ্রুমের
 ন্যায় বর্ণশালী ; উহাদের অভ্যন্তর মধুরসে
 পরিপূর্ণ । ঐ সকল মনোজ্ঞ ফলে তত্রত্য
 উদুম্বর বন জ্বলিতবৎ প্রতিভাত । সিদ্ধ, যক্ষ,
 গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও বিদ্যাধরগণ মুদিত
 মনে নিত্যই সে বনের সেবা করেন । সে
 বনের মধ্যে দিয়া প্রসন্ন-পূণ্য-বিমলা প্রভৃত

তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কৰ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
 রম্যং সুরগণাকীর্ণং সৰ্ব্বতশ্চিত্রকাননম্ ।
 সমস্তাদ্রোজনশতং দ্বন্দ্বনং পরিমণ্ডলম্ ॥ ৭
 তাম্রবর্ণস্য শৈলস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ তু ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ৮
 তরুণাদিত্যসঙ্কশৈঃ পুণ্ডরীকৈঃ সমস্ততঃ ।
 সহস্রপত্রৈর্বিচৈর্মহাপত্রৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৯
 তথা ভ্রমরসংলীনৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
 প্রফুল্লৈঃ শোভিতজলং রস নীলৈর্মহোৎপলৈঃ
 সরোবরং মহাপুণ্যং দেবদানবসেবিতম্ ।
 মহোরগৈরধ্যুষিতং নীলজালবিভূষিতম্ ॥ ১১
 তস্য মধ্যে জনপদো হ্যায়তঃ শতযোজনঃ ।
 তিংশদ্রোজনবিস্তীর্ণো রক্তধাতুবিভূষিতঃ ॥ ১২
 তস্যোপরি মহারথ্যা প্রাণ্ডপ্রাকারতোরণা ।
 নরনারীগণাকীর্ণা স্ফীতা বিভববিস্তরৈঃ ॥ ১৩
 বলভীকুটনির্যুহৈর্মণিভক্তিবিচিত্রিতৈঃ ।

জলবাহিনী বহু নদী প্রবাহিত । মধ্যে মধ্যে
 চতুর্দিকে সরোবর সকল বিরাজিত । সেখানে
 ভগবান্ কৰ্দম প্রজাপতির আশ্রম । ঐ আশ্রম
 রমণীয় সুরগণ-সেবিত ও সৰ্ব্বদিকে বিচিত্র
 বনে অস্থিত । তত্রত্য বনভূমির চতুর্দিকব্যাপী
 মণ্ডল শত যোজন সুপ্রসর । তাম্রপর্ণ ও পতঙ্গ
 গিরির অন্তরালে শত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিশত
 যোজন আয়ত এক মহাপুণ্য সরোবর আছে ।
 উহার সৰ্ব্বস্থান তরুণ তপন সন্নিভ পুণ্ডরীক
 ও সহস্র সহস্র পত্রযুক্ত প্রফুল্ল পদ্মসমূহে
 সমলঙ্কৃত উহার জাল মধুকরপরিগত সুগন্ধি
 শত পত্রদলে এবং রক্ত ও নীলবর্ণ প্রফুল্ল
 মহোৎপলসমূহে সুশোভিত । এসরোবর দেব,
 দানব ও মহোরগকুলে নিবেশিত । পূর্বোক্ত
 বনাভ্যন্তরে শত যোজন আয়ত ত্রিংশতযোজন
 বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ ধাতুমণ্ডিত এক জনপদ আছে ।
 তাহার উপর এক মহারথ্যা বিদ্যমান । ঐ
 রথ্যা উন্নত প্রকার ও তোরণযুক্ত, নানা
 নরনারীগণে আকীর্ণ এবং বৈভববিস্তারে
 সমৃদ্ধ । তত্রত্য জনপদের মধ্যভাগে এক

রত্নচিত্রার্চিততলৈঃ শ্লক্ষচিত্রোত্তরচ্ছদৈঃ ॥ ১৪
 মহাভবনমালাভির্মহাপ্রাণ্ডভিরুত্তমৈঃ ।
 বিদ্যাধরপরং তত্র শোভতে ভ্রাজয়চ্ছূড়ম্ । ১৫
 বিদ্যারপতিস্তত্র পুলোমা তত্র বিশ্রুতঃ ।
 চিতবেষধরঃ স্রষ্টা মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিঃ ॥ ১৬
 দীপ্তানাং চিত্রবেষণাং পূর্য্যপ্রতিমতেজসাম্ ।
 বিদ্যাধরসহস্যাণামনেকেষাং স রাজরাট্ ॥
 বিশাখস্যাচলেন্দ্রস্যতদঙ্গস্যান্তরেণ চ ।
 সরসস্তাম্রবর্ণস্য পূর্ব্ব তীরে পরিস্রুতম্ ॥ ১৮
 পঞ্চেষুপেক্ষণৈর্বিদ্ধং সুশিখি বর্ণশোভিতম্ ।
 সৰ্ব্বকালফলং তত্র স্ফীতং চাত্রবনং মহৎ ॥ ১৯
 ফলৈঃ কনকসঙ্কশৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
 মহাকুল্লপ্রমাণৈশ্চ তনুশাখৈঃ সমস্ততঃ ॥ ২০
 গন্ধর্ব্বকিনুরা যক্ষা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা ।

সুসজ্জিত বিদ্যাধরপুরী বিরাজমান । ঐ পুরীর
 অভ্যন্তরে যে সকল মহোন্নত মহাভবন
 আছে, সে সমুদায় নানা মণিখচিত, বিবিধ
 চিত্রে অস্থিত, ও বলভী প্রভৃতি দ্বারা
 সমলঙ্কৃত । তাহাদের তলভাগে নানা রত্নময়
 চিত্র বিন্যস্ত এবং সুকোমল সুচিত্র উত্তরচ্ছদে
 পরিস্রুত । ঐ পুরীর মধ্যে বিখ্যাত
 বিদ্যাধরপতি পুলোমা বাস করেন । তিনি
 বিচিত্র বেশধারী, মাল্যমণ্ডিত ও মহেন্দ্রসদৃশ
 দ্যুতিসম্পন্ন । ১-১৬ । সূর্য্যতুল্য
 তেজঃপুঞ্জধারী বিচিত্রবেশী বহু সহস্র
 বিদ্যাধরদিগের তিনি রাজাধিরাজ । অচলেন্দ্র
 বিশাল ও পতঙ্গের মধ্যভাগে তাম্রপর্ণাখ্য
 সরোবরের পূর্ব্বতীরে এক সুসমৃদ্ধ সুবৃহৎ
 আশ্রম বিদ্যমান । ঐ বন পঞ্চবান দ্বার বিদ্ধ,
 সুন্দর শাখা সম্পন্ন, নানা বর্ণে শোভিত ও
 সার্বকালিক ফলসমূহে পরিপূর্ণ । বনের মধ্যে
 মধ্যে সৰ্ব্বদিকেই যে সকল বৃক্ষ আছে,
 তাহাদের শাখাঅতি অল্প ; সে সমুদায়ে প্রচুর
 ফল ফলিয়া রহিয়াছে । ঐ সকল ফল প্রমাণে
 এক একা মহাকুল্লের ন্যায়, দেখিতে স্বর্ণবর্ণ,

পিবন্ত্যাম্রসং তত্র সুস্বাদু হ্যমৃতোপমম্ ॥ ২১
 তত্রাম্রসপীতানাং মুদিতানাং মহাম্বনাম্ ।
 শ্রায়ন্তে হৃষ্টতুষ্টানাং নাদাস্তশ্মিন্মহাবনে ॥ ২২
 সমূলস্যাচলেন্দ্রস্য বসুধারস্য চান্তরে ॥
 সমাসুরভিপূর্ণাঢ্যা বিহঙ্গৈরুপশোভিতা ॥ ২৩
 ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণা পঞ্চাশদযোজনায়াতা ।
 তত্র বিশ্বস্থলী বিপ্রাঃ শুদ্ধা নিম্নফলদ্রুমা ॥ ২৪
 সুস্বাদৈর্বিদ্রুমনিভৈঃ ফলৈর্বিবৈর্মহোপমৈঃ ।
 শীর্ষ্যমাণৈর্বিশীর্ণৈশ্চ প্রক্লিন্নতলমৃত্তিকাঃ ॥ ২৫
 তাং স্থলীমুপজীবন্তি যক্ষগন্ধর্বকিনুরাঃ ।
 সিদ্ধা নাগাশ্চ বহশো নত্যং বিশ্বফলাশিনঃ
 অন্তরে বসুধারস্য রত্নধারস্য চান্তরে ।
 ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥ ২৬
 সুগন্ধং কিংশুকবনং নত্যং পুষ্পিতপাদপম্ ।
 পুষ্পলক্ষ্যাবৃতং ভাতি প্রদীপ্তমিব সর্বতঃ ॥ ২৭
 यस্য গন্ধেন দিব্যেন বাস্যাতে পরিমণ্ডলম্ ।
 সমগ্রং যোজনশতং কাননানি সমন্ততঃ ॥ ২৮

খাইতে অতি সুস্বাদু এবং সুগন্ধসম্বয়ে
 পরিপূর্ণ । গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ ও
 বিদ্যাধরগণ সেই সুস্বাদু অমৃতোপম আম্রস
 পান করিয়া থাকেন । ঐ সকল মাহাত্মারা
 আম্রসপানে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া মুদিতমনে
 কালাতিপাত করেন । সেই মহাপ্রদেশে নত্যই
 তাহাদের কণ্ঠনিাদ পরিশ্রুত হইয়া থাকে । হে
 বিপ্রগণ! অচলেন্দ্র সমূলে বসুধারের অন্তরালে
 ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত
 এক বিশ্ববন বিরাজিত । ঐ বন বিহঙ্গমগণে
 পরিব্যাপ্ত এবং সুমিষ্টগন্ধে পরিপূর্ণ! উহা বিশুদ্ধ
 এবং সমৃদ্ধ । ঐ বনে যে সকল বৃক্ষ আছে,
 যাহারা ফলভারে আনত । তাহাদের ফলগুলি
 বিদ্রুমাকার, সুমিষ্ট ও মাহাপ্রমাণ । ঐ সকল
 ফল পাকিয়া বিশীর্ণাবস্থায় বৃক্ষতলে পতিত
 হওয়ায় তত্রত্য মৃত্তিকাসকল ক্লিন্ন হইতে থাকে ।
 বিশ্বফলভোজী যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও
 নাগগণ নত্য নত্য ঐ বিশ্বস্থলীর আশ্রয় গ্রহণ
 করেন । বসুধার ও রত্নধারের অন্তরালে ত্রিংশৎ

তৎ সিদ্ধচারণগণৈরঙ্গরোভিষ্ঠ সেবিতম্ ।
 রম্যং তৎকিংশুকবনং জলাশয়বিভূষিতম্ ॥ ৩০
 তত্রাদিতস্য দেবস্য দীপ্তমায়তনং মহৎ ।
 মাসে মাসেহবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ ॥
 তত্র কালস্য কর্ত্তারং সহস্রাংশুং সুরোত্তমম্ ।
 সিদ্ধসজ্জা নসস্যস্তি সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
 পঞ্চকুটস্য শৈলস্য কৈলাসস্যান্তরেণ তু ।
 ষাট্‌ত্রিংশদযোজনাং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥
 ক্ষুদ্রসসৈবরণাধুষ্যং সর্বতো হংসপাণ্ডুরম্ ।
 দুম্পারং সর্বসত্ত্বানাং দুর্গমং লোহহর্ষণম্ ॥ ৩৪
 ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো দক্ষিণে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ
 যথানুপূর্ব্বমখিলাঃ সিদ্ধ সজ্জনিষেবিতাঃ ॥ ৩৫
 পশ্চিমায়াং দিশি তথা যেহন্তরদ্রোণিবিস্তরাঃ ।
 তান্ বণ্যামানাংস্তেভ্যে শৃণুতেমান্ দ্বিজোত্তমাঃ
 অন্তরালে গিরৌ তশ্মিন্ সুবক্ষগ্গণিষিশৈলয়োঃ

যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এক সুগন্ধ
 সুপুষ্পিত কিংশুকবন বিদ্যমান । পুষ্পশ্রী সদাই
 সে বন বেষ্টন করিয়া বিরাজমান ; সুতরাং উহা
 যেন সর্বথা জ্বলিতাকারেই প্রতীয়মান । সে
 বনের দিব্য গন্ধে শত যোজনবিস্তীর্ণ সমগ্র
 কাননদেশ সর্বথা সুভাসিত হয় । সিদ্ধ, চারণ
 ও অঙ্গরোগণ সেই জলাশয়-শোভিত রম্য
 কিংশুকবনে বিরচণ করেন । তথায় ভগবান্
 আদিত্যের এক দীপ্ত দিব্য আয়তন আছে ।
 প্রজাপতি আদিত্য মাসে মাসে সেখানে
 অবতরণ করিয়া থাকেন । ১৭-৩১ । সিদ্ধ
 সম্প্রদায় সেই কালকর্ত্তা সর্বাভিবন্দ্য সুরবর
 সহস্ররশ্মিকে তখন নমস্কার করেন । পঞ্চকুট ও
 কৈলাসশৈলের মধ্যভাগে ষট্‌ত্রিংশৎ যোজন
 আয়ত ও শতযোজনবিস্তীর্ণ এক বনভূমি আছে ।
 উহা দুম্পার, লোম হর্ষণ ও সর্বজন্তুর সুদুর্গম ।
 উহার সর্বস্থান দেখিতে হংসের ন্যায় পাণ্ডুর ক্ষুদ্র
 ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের সম্ভার ঐ বনের কুত্রাপি নাই ।
 এই নামি দক্ষিণদিকস্থিত সিদ্ধসেবিত অন্ত
 রদ্রোণীসকল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম ।
 এক্ষণে পশ্চিমদিকে যে সকল অন্তরদ্রোণী

সমস্তদ্যোজনশতমেকভূমং শিলাতলম্ ॥ ৩৭
নিত্যতপ্তং মহাঘোরং দুঃস্পর্শং রোমহর্ষণম্ ।
অগম্যং সর্বসন্তানামীশ্বর্যাণাং সুদারুণম্ ॥ ৩৮
মধ্যে তস্যাং শিলাস্থল্যাংত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলম্
জ্বালাসহস্রকলিলং বহিঃস্থানং সুদারুণম্ ॥ ৩৯
অনিব্রতস্তত্র সদা জ্বালামালী বিভাবসুঃ ।
জ্বলন্তেষু সদা দেবঃ শশ্বত্তত্র হতাশনঃ ॥ ৪০
অধিদেবকৃতে যোহসাবগ্নেভাগো বিধীয়তে ।
স তত্র জ্বলতে নিত্যং লোকসম্বর্তকোহনলঃ ॥
অন্তরে শৈলবরয়োর্দেবাপিজয়োঃ শুভাঃ ।
মাতুলুঙ্গস্থলী তত্র হ্যায়ামদ্দিশযোজনা ॥ ৪২
মধুব্যাঞ্জনসংস্থানৈঃ সুরসৈঃ কনকপ্রভৈঃ
ফলৈঃ পরিণতৈঃ সর্বা শোভিতা সা মহাশ্রলী
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসম্মানিষেবিতম্ ।
বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সর্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ৪৪
তথৈব শৈলবরয়োঃ কুমুদাঞ্জনয়োরপি ।

আছে, হে দ্বিজবরগণ । তৎ সমুদায় বর্ণন
করিতেছি; শ্রবণ করুন । সুবক্ষ ও শিখিশৈলের
অন্তরালে চতুর্দিকে যোজনবিস্তীর্ণ এক ভূমিময়
এক শিলাতল আছে । উহা নিত্য তপ্ত মহাঘোর,
দুঃস্পর্শ ও রোমহর্ষণ । ঐ স্থানে কোন প্রাণীই
যাইতে পারে না; উহা ঈশ্বরদিগের পক্ষেও
ভয়াবহ । সেই শিলাস্থলীর মধ্যভাগে
ত্রিংশদ্যোজন মণ্ডলিত সহস্র সহস্র জ্বালামালায়
সমকুল এক সুদারুণ বহিঃস্থান আছে । অগ্নি
সেখানে বিনা ইন্ধনেই সতত জ্বালামালায়
মণ্ডিত । দেশ হতাশন, সর্বদা তথায়
দেদীপ্যমান । অধিদেবার্থ অগ্নির যে ভাগ কল্পনা
করা হয় সেই সম্বর্তক অগ্নিই নিত্য তথায়
প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন । শৈলশ্রেষ্ঠ দেবাপি ও
জয়ের অন্তরালে দশযোজন আয়ত এক
মাতুলুঙ্গস্থলী বিদ্যমান । ঐ স্থলী মধুময়
ব্যাঞ্জনবৎ সুরস, কনকসন্নিভ ও পরিপক্ক
ফলসমূহে সুশোভিত । ঐ স্থানে বৃহস্পতির এক
মহাপবিত্র আশ্রম আছে । উহা সর্ববিধ কামগুণে
অম্বিত, সিদ্ধসমূহে নিষেবিত ও আনন্দযুত ।

অন্তরে কেসরদ্রোণিরনেকায়ামযোজনা ॥ ৪৫
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়তবিস্তৃতৈঃ ।
চন্দ্রাংশুবর্ণৈর্ব্যাকোশৈর্মন্তুষ্টপদনাদিতৈঃ ॥ ৪৬
মধুসর্পীরজঃ পৃষ্ঠৈর্মহাগন্ধৈর্ননোহরৈঃ ।
শবলং তদ্বনং ভাতি কুসুমৈঃ সর্বকালজৈঃ ॥
তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোদীপ্তমায়তনং মহৎ ।
প্রকাশংত্রিষু লোকেষু সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৪৮
অন্তরে শৈলবরয়োঃ কৃষ্ণাপাণ্ডুরয়োরপি ।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং নবতায়তযোজনম্ ॥ ৪৯
শ্রদ্ধমেকশিলং দেশং বৃক্ষরীকৃদ্বিবর্জিতম্ ।
সুখপাদপ্রচারঞ্চ নিম্নোন্নতবিবর্জিতম্ ॥ ৫০
মধ্যে তু সরসস্তস্য রম্যা তু স্থলপদ্মিনী ।
সহস্রপত্রৈর্ব্যাকোশৈশ্ছত্রমাত্রৈরলঙ্কিতা ॥ ৫১
পুণ্ডরীকৈর্মহাপদ্মৈরুচিরৈর্গদগন্ধশালিভিঃ ।
শত পত্রৈশ্চবিকচৈরুৎকৃষ্টলৈর্লীলপত্রকৈঃ ॥ ৫২

কুমুদ ও অঞ্জনচলের অভ্যন্তরে বহু
যোজনাযত কেসরদ্রোণি বিরাজিত । তত্রত্য
বন সর্বকালোৎপন্ন কুসুমসমূহে বিচিত্রাকারে
বিভাত । ঐ কুসুম রাজির পরিণাহ দ্বিবাহু
পরিমিত এবং আয়াম বিস্তার ত্রিহস্ত । উহারা
মন্ত মধুকরকূলে নিনাদিত, চন্দ্রাংশুর ন্যায়
শুবর্ণ, সর্বদা প্রস্ফুট মধু ও ঘৃতকণিকায়
সংপৃক্ত এবং মনোহর মহাগন্ধ বিশিষ্ট । তথায়
সুরগুরু বিষ্ণুর এক দীপ্ত আয়তন বিদ্যমান ।
উহা লোকত্রয়ে বিখ্যাত এবং সর্বলোকের
নমস্কৃত । ৩২-৪৮ । কৃষ্ণ ও পাণ্ডুর নামক
শৈলবরের মধ্যভাগে ত্রিংশদ্যোজন বিস্তীর্ণ
নবতি যোজন আয়ত একশিলাময় এক
সুকোমল দেশ বিরাজমান । ঐ দেশে বৃক্ষ
লতা নাই, বন্ধুরতা নাই । সেখানে সুখ-
স্বচ্ছন্দে পাদবিক্ষেপ করা যায় । তাহার মধ্যে
এক সরোবর আছে । সেই সরোবরে এক
রমণীয় স্থল-পদ্মিনী বিরাজ করে । উহার
প্রস্ফুট সহস্র সহস্র পদ্মদ্বারা ঐ সরোবর যেন
ছত্র দ্বারাই অলঙ্কৃত । ঐ সরোবরে মনোজ্ঞ
গন্ধশালী মহাপদ্ম পুণ্ডরীক, প্রস্ফুট

মদোৎকটের্মধুকরৈঃ মরৈশ্চ মদোৎকটেঃ ।
 মৃদুগদগদকষ্ঠানাং কিন্নরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৩
 উপগীতপদ্মখণ্ডা বিস্তীর্ণা স্থলপদ্মিনী ।
 যক্ষগন্ধর্বচরিতা সিদ্ধচারণসেবিতা ॥ ৫৪
 মধ্যে তস্যাস্ত পদ্মন্যাঃ পঞ্চযোজনমণ্ডলঃ ।
 ন্যস্ত্রোধো বিপুলকঙ্কোহ্যনেকারোহমণ্ডিতঃ ॥
 তত্র চন্দ্র প্রভঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ ।
 সহস্রাবদনো দেবো নলবাসাঃ সুরাহিহা ॥ ৫৬
 পদ্মমালাধরস্থল্যাং মহাভাগোহপরাজিতঃ ।
 ইজ্যতে যক্ষগন্ধর্ববিদ্যাধরগণৈস্তথা ॥ ৫৭
 তস্মিন্নায়তনে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ।
 পদ্মোপহারৈববিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৮
 তদনন্তসদো নাম সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ।
 পদ্মমালাবলম্বার্তিমালাভিরূপশোভিতম্ ॥ ৫৯
 তথা সহস্রশিখরকুমুদস্যান্তরেণ চ ।
 পঞ্চাশদযোজনায়ামং ত্রিংশদযোজনবিস্তরম্ ।

নীলপত্র শত পত্র উৎপল এবং মদমন্ত্র ভ্রমর ও
 মদমন্ত্র মধুকর সুশোভিত । সগদগদকষ্ঠ
 কিন্নরদিগের কোমল কষ্ঠঝঙ্কারে ঐ পদ্মবন
 মুখরিত । ঐ স্থলপদ্মিনী অতীব বিস্তীর্ণ । উহা
 যক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধ ও চারশগণে সেবিত । ঐ
 পদ্মিনীর মধ্যভাগে এক বিপুলকঙ্ক ন্যস্ত্রোধ বৃক্ষ
 বিদ্যমান । এই বৃক্ষের বেটন পরিমাণ
 পঞ্চযোজন । উহার শাখা প্রশাখা অনেক । তথায়
 ভগবান্ নীলাম্বর দেব বিরাজমান । তাঁহার
 আকার চন্দ্রবৎ শুভ্র ; তিনি শ্রীমান্
 পূর্ণচন্দ্রনিভানন, সহস্রাবদন ও সুরশত্রু-নাশন ।
 সেই অপরাজিত মহাভাগ তত্রত্য পদ্মমালা
 মণ্ডিত বনস্থলী মধ্যে যক্ষ, গন্ধর্ব ও
 বিদ্যাধরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন ।
 অনাদিনিধন সাক্ষাৎ হরি,-সিদ্ধ ও চারশগণ
 কর্তৃক বিবিধ পদ্ম পুষ্পের উপহার দ্বারা অর্চিত
 হইয়া থাকেন । ঐ স্থান 'অনন্তপদ' নামে
 লোকদ্বয়ে বিখ্যাত এবং পদ্মমালার ন্যায় বিবিধ
 বিলম্বিত পুষ্পমালায় মণ্ডিত । সহস্রশিখর ও
 কুমুদাচলের অন্তরালে যে গিরিশিখর আছে,

ইষুক্ষেপোচ্চশিখরং নানাবিহগসেবিতম্ ॥ ৬০
 মহাগন্ধৈর্মহাস্বাদৈগজদেহনিভৈঃ ফলৈঃ ।
 মধুস্রবৈর্নহাবৃক্ষৈরুপেতং তৎসমন্ততঃ ॥ ৬১
 তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ।
 শুক্রস্য প্রথিতং তত্র ভাস্বরং পুণ্যকর্মণঃ ॥ ৬২
 শঙ্কুকুটস্য শৈল্য বৃষভস্যান্তরণ চ ।
 পরুষকস্থলী রম্যা হ্যনেকায়তযোজনা ॥ ৬৩
 বিলম্বপ্রমাণৈশ্চ শুভৈর্নহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
 ফলৈঃ প্রক্লিদ্যতে ভূমিঃ পুরুষৈর্বৃন্তবিচ্যুতৈঃ
 তাং স্থলীমুপজীবন্তি ক্লিরোরগসাধবঃ ।
 পরুষকরসোন্মত্তা মানাত্যাস্তত্র চারণাঃ ॥ ৬৫
 কপিঞ্জলস্য শৈলস্য নাগশৈলস্য চান্তরে ।
 দ্বিযোজন শতায়ামা বিস্তীর্ণা শতযোজনা ॥ ৬৬
 স্থলী মনোহরা সা হি নানাবর্ণবিভূষিতা ।
 নানাপুষ্পফলোপেতা কিন্নরোরগবেবিতা ॥ ৬৭

উহা উর্দ্ধোৎকৃষ্ট বাণের গতিপথ পর্য্যন্ত উচ্চ
 এবং বিবিধ বিহগনে সেবিত । উহার চতুর্দিকে
 মধুস্রাবী মহা বৃক্ষরাজি বিরাজমান । ঐ সকল
 বৃক্ষের ফল সকল মহাগন্ধশালী, মহা স্বাদযুক্ত
 ও দেখিতে গজদেহের ন্যায় বৃহৎ । ঐ শিখরে
 পুণ্যকর্মী ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের এক
 মহাপুণ্যজনক আশ্রম আছে । ঐ আশ্রম দেব
 ও ঋষিগণ কর্তৃক সেবিত এবং দেখিতে অতি
 উজ্জ্বল । ৪৯-৬২ । গিরিবর শঙ্কুকুট ও বৃষভের
 অন্তরালে অনেক যোজন বিস্তৃত এক রমণীয়
 পরুষকস্থলী বিদ্যমান । তত্রত বৃন্ত-বিচ্যুত
 পরুষ ফলের রসধারায় ঐ স্থল ক্লিন্ন হইতেছে ।
 ঐ সকল পুরুষফর বিলম্বপ্রমাণ, সুগন্ধি, সুন্দর
 ও মহাস্বাদময় । মাননীয় কিন্নর, উরগ ও
 চারণগণ ঐ পরুষকস্থলীতে বিচরণ করেন ।
 তাঁহারা পরুষক-রস পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া
 থাকেন । কপিঞ্জলওনাগশৈলের অন্তরালে এক
 নানাবন বিভূষিত মনোহর স্থলী বিদ্যমান । ঐ
 স্থলী দ্বিশত যোজন আয়ত এবং শত যোজন
 বিস্তৃত । উহার স্থানে স্থানে কিন্নর ও উরগগণ
 বিরচণশীল । উহা নানা

দ্রাক্ষাবনানি রম্যাণি তথা নাগবনানি চ ।
 খজ্জুরবনখণ্ডানি নীলাশোকবনানি চ ॥ ৬৮
 তাড়িমানাং চ স্বাদুনাংক্ষোটকবনানি চ ।
 অতসীতিলকানাং চ কদলীনাং বনানি চ ॥ ৬৯
 বদরীণাং চ স্বদুনাং বনখণ্ডানি সর্বশঃ ।
 স্বাদুশীতাম্রপূর্ণাভিনদীভিঃ শোভিতানি চ ॥ ৭০
 তথা পুষ্পকশৈলস্য মহামেঘস্য চান্তরে ।
 যষ্টিযোজনবিস্তীর্ণা সা ভূমিঃ শতমায়তা ॥ ৭১
 সম্য পণিতলপ্রখ্যা কণিয়া পাণ্ডুরা ঘনা ।
 বৃক্ষগুল্মলতাগুল্মৈস্তৃণৈশ্চাপি বিবর্জিতা ॥ ৭২
 বর্জিতা বিবিধৈঃ সন্তৈর্নিত্যমাম্বিন্দিরাশ্রয়া ।
 সা কাননস্থলী নাম দরুণা রোমহর্ষণ ॥ ৭৩
 মহাসরাংসি চ তথা মহাবৃক্ষান্তধেব চ ।
 মহাবনানি সর্বাণি কান্তানীমানি সর্বশঃ ॥ ৭৪
 মহাবনানি বনানাঞ্চ স্থলীনাঞ্চ প্রজাপতেঃ ।
 ক্ষুদ্রাণাং সরসাম্বেষ সংখ্যা তত্র ন বিদ্যতে ॥
 দশদ্বাদশ সপ্তাষ্ট্রী বিংশত্ৰিংশচ্চ যোজনাঃ

স্থল্যো দ্রোণ্যশ্চ বিখ্যাতঃ সরাংসি চ
 বনানি চ ॥ ৭৬
 কেচিৎসন্তি মহাঘোরাঃ শ্যামাঃ পর্বতকুক্ষয়ঃ ।
 সূর্যাং শুজালৈরম্পষ্টাণিত্যং শীতা দুরাসদাঃ
 তথা হ্যনলতন্তানি সরাংসি দ্বিজসন্তমাঃ ।
 শৈলকুক্ষ্যন্তরস্থানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭৮
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন বিন্যাসো
 নামাষ্ট্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যস্মিন্ যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে
 যে সন্নিবিষ্টা দেবানাং বিবিধানাং গৃহোস্তামাঃ
 তত্র যোহসৌ মহাশৈলঃ শীতান্তো নৈকবিস্তরঃ
 নিকধাতুশ্চৈত্চিদ্ভৈর্নিকরত্নাকরাকরঃ ॥ ২

বিধ পুষ্প ও ফলসমূহে অস্থিত । কত রম্য
 দ্রাক্ষাবণ, কত নাগবন, কত খজ্জুরবণ, কত
 নীল অশোকবন, কত সুস্বাদু দাড়িম, ও
 অক্ষোটবন, এবং কত অতসী, তিলক, কদলী
 ও স্বাদু বদরীবন এই স্থলীর স্থানে স্থানে
 বিরাজমান । এই সকল বনের মধ্যে মধ্যে স্বাদু
 শীতাম্রবাহিনী নীসমূহ প্রবাহমান । পুষ্কর ও
 মহামেঘ শৈলের অন্তরালে যষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ
 ও শত যোজন আয়ত এক ভূমি আছে । উহার
 নাম কাননস্থলী । উহা পাণিতলবৎ সম, কঠিন,
 পাণ্ডুর ও ঘন । উহাতে বৃক্ষ-গুল্ম, তৃণ-লতা
 কিছুই নাই ; কোনওরূপ প্রাণী নাই । এই স্থলী
 নিত্য নিরাশ্রয় ; উহা দারুণ ও রোমহর্ষণ । এই
 স্থানে কত মহাসরোবর, কত মহাবৃক্ষ, কত
 কমণীয় মহাবন, কত বনস্থলী এবং কত যে
 প্রজাপতিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আছে, তাহার
 ইয়ত্তা নাই, তথায় এমন সকল প্রসিদ্ধ স্থলী,
 দ্রোণী, বন ও সরোবর আছে যে, তৎসমুদায়ের

কেহ দশ, কেহ দ্বাদশ, কেহ সপ্ত, কেহ অষ্ট
 ও কেহ কেহ বা ত্রিংশৎ যোজন আয়ত । এই
 প্রদেশের স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি
 মহঘোর শ্যামবর্ণ পর্বতকুক্ষি আছে যে,
 তাহারা কস্মিন্কালেও সৌরকরে স্পৃষ্ট নহে
 ; তাহারাশীত ও দুরাসদ । হে দ্বিজসন্তমগণ ।
 এই প্রদেশে শৈলকুক্ষির অন্তর্গত এমন শত
 শত সহস্র সহস্র সরোবর আছে যে তাহারা
 অনলতাপে নিত্য উত্তপ্ত ॥ ৬৩-৭৮ ।
 অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন- অতঃপর য যে পর্বতে বিবিধ
 দেবগণের উত্তম উত্তম গৃহ বিরাজমান, আমি
 তাহাদের কথাই বলিতেছি । এই সকল
 পর্বতের মধ্যে শীতান্ত নামে এক বহুবিস্তৃত
 মহাগিরি বিরাজিত । এই গিরিবহুবিস্তৃত
 আকর এবং গৈরিকাদি শত

নিতম্বেঃ পুষ্পসালম্বেণৈ করসত্ত্বগুণালয়ঃ ।
 মহার্মগিচিচ্চাভিহেমবংশৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৩
 নিতম্বেঃ ষট্পদোদগীতৈঃ প্রবালৈহেমচিচ্চকৈঃ
 তটৈঃ কুসুমসঙ্কীর্ণৈর্নৈকপ্রস্রবণৈরুতৈঃ ॥ ৪
 লতালম্বেশ্চিবস্তিচ্চিচ্চৈর্ধাতুশাচিচ্চৈঃ আনুভী
 রত্বচিচ্চৈশ্চ পুষ্পাট্যৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৫
 বিমলস্বাদুপানীয়ৈর্নৈকপ্রস্রবণৈরুতৈঃ ।
 নিকুঞ্জৈঃ কুসুমোৎকীর্ণৈরনেকৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥
 পুষ্পাডুপবহাভিচ্চ প্রবস্তীভিরলঙ্কৃতঃ ।
 কিন্নরাচরিতাভিচ্চ দরীভিঃ সর্বতন্ততঃ ॥ ৭
 যক্ষগন্ধর্বচরিতৈরনেকৈঃ কন্দরোদরৈঃ ।
 শোভিতশ্চ সুখাসেবৈশ্চিচ্চৈর্গহন সঙ্কটৈঃ ॥ ৮
 নানাসত্ত্বগুণাকীর্ণৈঃ সুপনীয়ৈ সুখাশ্রয়ৈঃ
 নানাপুষ্পফলোপেতৈঃ পাপৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৯
 তস্মিন্ গুহাশ্রয়াকীর্ণৈ অনেকোদরকন্দরে ।

শত ধাতুরাগে রঞ্জিত । উহার নিতম্বেদেশে
 পুষ্পরাজি বিলম্বিত ; উহা সর্ববিধ সত্ত্বগুণের
 আলায় এবং মহামূল্য মণিমণ্ডিত হেমময়
 বংশরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত । ঐ গিরির নিতম্বে ভৃঙ্গ-
 নাদিত, প্রবালগুলি হেমচিচ্চিত, তটসমূহ কুসুম-
 সমাকীর্ণ ও মস্ত মধুপনাদিত এবং সানুসকল
 লতালম্বিত, শত শত চিচ্চ বিচ্চিচ্চ ধাতু সম্পন্ন
 রত্নখচিত ও পুষ্পাট্য । ঐ স্থানে অনেক প্রস্রবণ
 আছে, যে সকল বিমল স্বাদু জলে পরিপূর্ণ ;
 নেক নিকুঞ্জ আছে, যে সকল বিবিধ কুসুমসমূহে
 সমাকীর্ণ । এমন বহুসংখ্যক নদী দ্বারা ঐ গিরি
 অলঙ্কৃত, যাহাদের মধ্য দিয়া বিবিধ পুষ্পের
 ভেলা প্রবাহিত । উহার ইতস্ততঃ কিন্নরপরিবৃত
 বহু দরী বিরাজমান । স্থানে স্থানে অনেক কন্দর
 আছে ; সেই সকল কন্দরের মধ্যদেশে যক্ষ ও
 গন্ধর্বগণে সেবিত, উহারা নানা বন-জঙ্গলে
 আকীর্ণ হইয়াও সুখসেব্য । ঐ গিরি বহু পাদপে
 পরিশোভিত এবং সকল পাদপ প্রভূত
 পুষ্পফলে পরিপূর্ণ, বিবিধ প্রাণিগণে আকীর্ণ
 এবং নানা সুখের আশ্রয় । ঐ সকল গুহাগুহে

ক্রীড়াবনং মহেন্দ্রস্য সর্বকামগণৈরুতম্ ॥ ১০
 তত্র তদেবরাজস্য পরিজাতবনং মহৎ ।
 প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে শ্রুতিনিষ্ঠায়াং ॥
 তরুণাদিত্যসঙ্কটশৈর্মহাগন্দৈর্মনোহরৈঃ ।
 পুষ্পৈর্ভাতি নগশ্রেষ্ঠঃ সুদীপ্ত ইব সর্বশঃ ॥ ১২
 সমগ্রং যোজনশতং তং গন্ধমনিলা ববৌ ।
 পরিজাতকপুষ্পাণাং মাহেন্দ্রবননির্গতঃ ॥ ১৩
 বৈদুর্য্যনালৈঃ কমলৈঃ সৌবর্ণৈবজ্জকেশরৈঃ ।
 সর্বগন্ধজলোপেতৈর্নৈকষট্পদনাদিতৈঃ ॥ ১৪
 ব্যাকোশৈবিকচৈশ্চাপি তপত্রৈর্মনোহরৈঃ ।
 সুপঙ্কজৈর্মহাপত্রৈর্ব প্যস্তত্র বিভূষিতাঃ ॥ ১৫
 বিরেজুরন্তরমুখাঃ সৌবর্ণমণিভূষিতাঃ ।
 পরিম্পন্দেক্ষণা মিত্যং মীনযুখাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
 কুর্মেচ্চানেকসংস্থানৈর্হেমরত্নপরিষ্কৃতৈঃ ।

আকীর্ণ হইয়া তথায় আরও বিবিধ কন্দর
 অবস্থিত । তথায় মহেন্দ্রের এক ক্রীড়া-কানন
 বিদ্যমান । উহা সমুদয় কামগুণে অস্থিত । ঐ
 স্থানে দেবরাজের বৃহৎ পরিজাত বন
 বিরাজমান । ঐ ত্রিলোকমধ্যে প্রকাশমান ।
 এইরূপ শ্রুতিগীতিই নিশ্চিত । ঐ নগরে তরুণ
 তপনসন্নিব পুষ্পসমূহ দ্বারা যেন চতুর্দিকে
 সুদীপ্ত হইয়াই বিভাতি । ঐ পুষ্প সকল মনোহর
 ও মহাগন্ধময় । বায়ু মহেন্দ্রের পূর্বোক্ত বন
 হইতে নির্গত হইয়া পরিচাত-পুষ্পসমূহের গন্ধ
 লইয়া তত্রত্য সমগ্র শত যোজন স্থান ব্যাপিয়া
 প্রবাহিত হয় । ১-১৩ । তথায় বহু বাপিকা
 বিরাজিত । ঐ সকল বাপিকার জলোপরি
 অসংখ্য কমল সুশোভিত । এই কমল দলের
 নাল বৈদুর্য্যময়, কেশরসমূহ হীরকময় এবং
 অন্যান্য অঙ্গ সুবর্ণময় । উহারা সর্ববিধ সুবাসিত
 জলে পরিবৃত এবং মধুমস্ত মধুকর কুলে
 নিনাদিত । এতদ্ভিন্ন উল্লিখিতবাপীসমূহে বহু
 প্রস্তুত পঙ্কজ ও বহু মনোজ্ঞ শতপত্র বিরাজিত ।
 ঐ সকল বাপীর জলাভ্যন্তরে সুবর্ণমণিমণ্ডিত
 চঞ্চলাক্ষ বহু সহস্র মীনযুথ নিত্য বিদ্যমান ।

চক্ষুর্যামাণৈঃ সলিলৈর্ভাতি চিত্রং সমস্ততঃ ॥ ১৭
নানাবর্ণৈশ্চ শকুনৈর্নানারত্নতনুরূহৈঃ ।
সুবর্ণপুষ্পমআনৈকৈর্মণিতুণ্ডৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৮
বস্ত্রস্বরৈঃ সদোন্মত্তৈঃ সম্পদভিঃ সমস্ততঃ ।
শুভতে তদ্বনং রম্যং সহস্রাক্ষ্য ধীমতঃ ॥ ১৯
মত্তভ্রমরসন্নিদৈর্বিহঙ্গানাঞ্চ কুর্জিতৈঃ ।
নিত্যমানন্দিতবনং তস্মাৎ ক্রীড়াবনং মহৎ ॥
সুবর্ণপাশৈশ্চ নগৈর্মণিমুক্তাপুরস্কৃতৈঃ ।
মণিশঙ্ককণাপন্নৈঃ পতন্তি চ সমস্ততঃ ॥ ২১
শাখামৃগৈশ্চ চিত্রাঙ্গৈর্নানারত্নতনুরূহৈঃ ।
নানাবর্ণপ্রকারৈশ্চ সন্তুরন্যৈঃ মাকুলম্ ॥ ২২
মুগ্ধভি পুষ্পবর্ষঞ্চ তত্র বাললতা দ্রুমাঃ ।
পরিজাতকপুষ্পাণাং স্তীর্ণৈ রত্নবিভূষিতৈঃ ।
বিহারভুময়স্তত্র দ্বিজাঃ শক্রবণে শুভাঃ ।

ন চ শীতো ন চাপ্যুষ্ণো রবিস্তত্র সমঃ সদা ॥ ২৪
নিত্যমুন্মাদজননো মধুমাধবসম্ভবঃ ।
বাতি চাপ্যনিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ ।
নিত্যং সঙ্গসুখাহ্লাদী শ্রমক্লমবিনাশনঃ ॥ ২৫
তন্মিন্দ্রবণে শুভ্রে দেবদানবপন্নগাঃ ।
যক্ষরাক্ষসগুহ্যাথ গন্ধর্বাচামিতৌজসঃ ॥ ২৬
বিদ্যাধরশ্চ সিদ্ধান্ত কিন্নরাশ্চ মুদা যুতাঃ ।
তথান্সরোগগণাশ্চৈব নিত্যং ক্রীড়াপরায়ণাঃ ॥
তস্য পর্বতরাজস্য পূর্বৈ পশ্বে মহোচিতম্ ।
কুমুঞ্জং শৈলরাজানং নৈকনির্ব্বরকন্দরম্ ॥ ২৮
তস্য ধাতুবিচিত্রবু কুটেষু বহুবিস্তরাঃ
অষ্টৌ পুর্যা হ্যদীণাশ্চ দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥
বজ্রকে পর্বতে চাপি অনেকশিখরোদরৈঃ ।
উদীর্ণা রাক্ষসাবাসা নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৩০

এতদ্ব্যতীত হেমরত্নমণ্ডিত বিবিদাকৃতি বহু
কুর্ম, অতিচঞ্চল জল, নানাবর্ণশালী নানা
রত্নময় রোম-বিশিষ্ট বহু বিহঙ্গম, বহু
সুবর্ণপুষ্প, মণিময় তুণ্ডধারী অন্যবিধ বহু বিহঙ্গ
দ্বারা এই বন বিচিত্রাকারে বিভাজিত। এই স্থানের
বিহঙ্গমগণ বিবিধ মধুরস্বরে গান করে এবং
কেহ কেহ বা মত্ততার সহিত সতত সর্বদিকে
সম্পতিত হয়। এইরূপে ধীমান্ সহস্রাক্ষের
সেই বন অতীব রমণীয়রূপে সুশোভিত।
মধুমত্ত ভ্রমরগণের ঝঙ্কারেও বিহঙ্গগণের
কুজনে, এই বন নিত্য আনন্দিত। এই সকল
कारणे উহা মহৎ ক্রীড়াবন বলিয়া বিখ্যাত।
এ বনের নগনিচয় সুবর্ণময় পার্শ্বশালী এবং
বিবিধ রত্নময় রোমযুত শাখামৃগ সকল এবং
বিবিধবর্ণের অন্যান্য প্রাণিগণ আপতিত হয়।
তাহাতে এই বন সমাকুল হইয়া থাকে। এই বনে
যে সকল বাললতা ও পরিজাত পুষ্পের পাদপ
আছে, তাহারা মন্দ মারুতে আন্দোলিত হইয়া
অজস্র পুষ্পবর্ষণ করে। হে দ্বিজগণ! এই
ইন্দ্রবনে সুন্দর সুন্দরবিহার ভূমি আছে। এই

সকল ভূমি নানারত্নময় বিবিধ শয়ন ও
আসনাদি দ্বারা পারভূত। এই স্থানে দিবাকর
নাভ্যুষ্ণ ও নাতিশীতভাবে সর্বদাই
প্রকাশমান। তথায় বসন্তকালীন মলয়ানিল
নানা পুষ্পগন্ধ সুবাসিত হইয়া প্রতিনিয়ত
তত্রত্য প্রাণীদিগকে উন্মাদিত করিয়া
প্রবহমান। এই অনিল নিত্যই স্পর্শ সুখের
উৎপাদক এবং শ্রম ও ক্লমহর। এই সুন্দর
ইন্দ্রবনে দেব, দানব, পন্নগ, যক্ষ, রাক্ষস,
গুহক, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ কিন্নর, ও
অঙ্গরোগণ মুদিতমনে নিতই ক্রিড়াশীল। এই
পর্বত বরের পূর্ববর্ষে কুমুঞ্জ নামে এক
শৈলেন্দ্র আছে। উহা অতীব উন্নত এবং
উহার কন্দরগুলি বহু নির্ব্বরের আকর। এই
শৈলেন্দ্রের ধাতুরাগরঞ্জিত শৃঙ্গসমূহে মহাত্মা
দানবদিগের বহু বিস্তৃত আটটি পুরী
বিরাজিত। ১৪-১৯। বজ্রকপর্বতে
রাক্ষসদিগের অনেক আবাস আছে। এই
আবাস ভবনগুলি বহু নরনারীগণে সমাকুল
এবং বহুবিধ কুটাগারে সমৃদ্ধ। এই সকল
আবাসে

তত্র তেহুভিরতা নিত্যং মহাবলপরাক্রমাঃ ॥
 মহানীলেহপি শৈলেন্দ্র পুরাণি দশ পঞ্চ চ ।
 হুয়াননানাং বিখ্যাতাঃ কিন্নরাণাং মহাঅনাম্ ॥
 দেবসেনো মহাবাহুবলমিস্ত্রাদয়স্তথা ।
 তত্র কিন্নররাজানো দশ পঞ্চ চ গর্বিতাঃ ॥ ৩৩
 সুবর্ণপার্শ্বঃ প্রায়েণ নানাবণসমাকুলৈঃ ।
 বিলপ্রবেশৈর্নগরৈঃ শৈলেন্দ্রঃ সৌভাগ্যলঙ্কৃতঃ
 অতিদারুণা দৃষ্টিবিষা হুগ্নিকোপা দুরাসদাঃ ।
 মহোরগশতান্ত্র সুবর্ণবশবর্তিনঃ ॥ ৩৫
 সুনাগেহপি মহাশৈলে দৈত্যাবাসাঃ সহস্রাঃ
 হর্ম্যপ্রাসাদকলিলাঃ প্রাণ্ডপ্রকারতোরণাঃ ॥ ৩৬
 বেণুমন্ত্রে মহাশৈলে বিদ্যাধরপুরত্রয়ম্ ।
 ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চাশদ্যোজনায়তম্ ॥
 উলুকো রোমশশ্চৈব মহানেত্রশ্চ বীর্যবান্ ।

নীলক নামে কামরূপী ভীষণ নিশাচরগণ নিত্য
 বাসকরে। ঐ সকল নিশাচর অতবি বল
 বীর্য্যশালী। শৈলেন্দ্র মহানীলের উপরিভাগে
 মহাত্মা অশ্ববক্র কিন্নরদিগের পঞ্চদশ পুরী
 প্রখ্যাত। দেবসেন ও মহাবাহু প্রমুখ পঞ্চদশ
 জন গর্বিত কিন্নররাজ ঐ সকল পুরীর
 অধিপতি। তত্রত্য শৈলেন্দ্র, বহুবিধ গুপ্তদ্বার
 পরিবৃত্ত নগরসমূহে সমলঙ্কৃত। ঐ সকল
 নগরেরপ্রাচীরাদি প্রায়ই সুবর্ণময় এবং অন্যান্য
 নানা বর্ণে সমাকীর্ণ। ঐ সমুদয় নগরের অভ্যন্ত
 রে শত শত ভীষণাকার দৃষ্টিবিষ বিষধর বাস
 করে। উহারা ক্রোধে অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান
 এবং অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। মহাগিরি সুনাগের
 উপরিভাগে সহস্র সহস্রদৈতবাস প্রতিষ্ঠিত।
 উহারারম্য হর্ম্য ও প্রাসাদ পরম্পরায় পরিব্যপ্ত
 এবং সমুন্নত প্রাকার ও তোরণ দ্বারা পরিবৃত্ত।
 মহাশৈল বেণুমন্ত্রের উপরিভাগে তিনটি
 বিদ্যাধরপুরী আছে। ঐ পুরত্রয় ত্রিংশৎ যোজন
 বিস্তীর্ণ এবং পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত। উলুক
 রোমশ ও মহানেত্রনামক ইন্দ্রতুল্য
 পরাক্রমশালী তিনজন প্রধান বিদ্যাধর ঐ

বিদ্যাধরবরাস্ত্র শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৩৮
 বৈকঙ্কে শৈলশিখরে হুস্তঃকন্দরনির্ঝরে ।
 মহোচ্চশৃঙ্গে রুচিরে রত্নধাতুবিচিত্রতে ॥ ৩৯
 তত্রান্তে গারুড়িনিত্যমুরগারিদুরাসদাঃ ।
 মহাবায়ুজবশচঃ সুখীবো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৪০
 মহা প্রমাণৈবিক্রান্তৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ ।
 স শৈলো হ্যবৃত্ত সর্বঃ পক্ষিভিঃ পননগারিভিঃ ॥
 করঞ্জৈহুভিরতো নিত্যং সাক্ষদ্রুতপতিঃ প্রভুঃ
 বৃষভাক্ষো মহাদেবঃ শঙ্করো যোগিনাং প্রভুঃ ॥
 নানাবেষধরৈর্ভূতৈঃ প্রমথৈশ্চ দুরাসদৈঃ ।
 করঞ্জৈ সানবঃ সর্বৈ হ্যবকীর্ণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪
 বসুধারে বসুমতাং বসু নামমিতৌজসাম্ ।
 অষ্টাবায়তনান্যহঃ পূজিতানি মহাঅনাম্ ।
 সপ্তাশ্রমাণি পুণ্যানি সিদ্ধাবাসযুতানি চ ॥ ৪৫
 মহাপ্রজাপতেঃ স্থানং হেমশৃঙ্গে নগোত্তমে ।

পুরত্রয়ের অধিপতি। বৈকঙ্ক নামক
 শৈলশিখরের অভ্যন্তরবাগ নির্ঝর-সম্পন্ন।
 এই মহেন্দ্রিত রত্নধাতুরঞ্জিত মনোহর শিখরে
 সুখীব নামক জনৈক বীর্য্যবান্ গারুড়ি
 বিরাজমান। ঐ গারুড়ি প্রবল বায়ুবেগেশালী,
 অভিক্রোধী, দরাদর্ষ এবং নিত্যই উরগদেষী।
 এই বিকঙ্ক শৈলের সর্বত্র মহাবল বিক্রান্ত,
 মহাকৃতি, বহু পক্ষী বিদ্যমান। ঐ পক্ষিগণ
 সকলেই পন্নগারি। ৩০-৪১। করঞ্জশৈলে
 সাক্ষাৎ ভূতপতি বৃষবাহন যোগিবর মহাদেব
 শঙ্কর নিরন্তর বাস করেন। তিনি নানা
 বেশধারী দুর্ধর্ষ ভূত ও প্রমথগণে পরিবৃত্ত।
 ঐ শৈলের সানু সকল উহার সর্বত্র
 পরিব্যাপ্ত। কথিত আছে, বসুদারপর্বতে
 অমিতজেতা মহাত্মা বসুগণের আটটি পুজ্য
 আয়তন বিদ্যমান। গিরিবর রত্নধাতুর
 উপরিভাগে মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের সাতটি
 সিদ্ধাবাসযুত পুণ্যাশ্রম বিরাজমান। নগবর
 হেমশৃঙ্গে চতুরানন মহাপ্রজাপতির
 সর্বজনবন্দিত পুণ্য আশ্রম বিদ্যমান।
 ভগবান ভবের

চতুর্বঙ্গস্য দেবস্য সর্বভূতনমস্কৃতম্ ॥৪৬
গজশৈলে ভগবতো নানাভূতাগণাবৃতাঃ।
রুদ্রাঃ প্রমুদিতা নিত্যং সর্বভূতনমস্কৃতাঃ ॥৪৭
সূমেধে ধাতুচিহ্নাঢ্যে শৈলেন্দ্রে মেঘসম্মিভে।
নৈকোদরদরিবপ্রনিকুঞ্জৈশ্চাপশোভিতে ॥৪৮
আদিত্যানাং বসুনাঞ্চ রুদ্রানাং চানিতৌজসাম্
তত্রায়তনবিন্যাসা রম্যৈশ্চবাশ্বিনোরপি ॥৪৯
স্থানানি সিদ্ধৈর্দেবানাং স্থাপিতানি নগোত্তমে
তত্র পূজাপরা নিত্যং যক্ষগন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥৫০
গন্ধর্বনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে।
অশীত্যমরপূর্যাভা মহাপ্রাকারতোরণা ॥৫১
সিদ্ধা হ্যপত্তনা নাম গন্ধর্বা যুদ্ধশালিনাঃ।
যেষামধিপতির্দেবো রাজ্যরাজ্যঃ কপিঞ্জলঃ ॥৫২
অনলে রাক্ষসাবাসাঃ পঞ্চকুটেহপি দানবাঃ।
উজ্জ্বলিতা দেবরিপবো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥৫৩

শতশৃঙ্গে পুরশতং যক্ষাণামমিতৌজসাম্।
তাস্মাভে কাশ্যবেয়স্য তক্ষকস্য পুরোত্তমম্ ॥৫৪
বিশাখে পর্বতশ্রেষ্ঠে নৈকবপ্রদরীণ্ডভে।
গুহানিরতবাসস্য গুহস্যায়তনং মহৎ ॥৫৫
শ্বেতোদরে মহাশৈলে মহাভবনমণ্ডিতে।
পুরুং গরুড় পুত্রস্য সূনাভস্য মহাত্মনঃ ॥৫৬
পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্যং শ্রাসাদমণ্ডিতম্।
যক্ষগন্ধর্বরচিতং কুবেরভবনং মহৎ ॥৫৭
হরিকুটে হরির্দেবঃ সর্বভূতনমস্কৃতঃ।
প্রভাবান্তস্য শৈলোহসৌ মহানাভঃ প্রকাশতে
কুমুদে কিন্নরবাসা অঞ্জনে চ মহোরগাঃ।
কৃষ্ণে গন্ধর্বনগরা মহাভবনশালিনাঃ ॥৫৯
পাণ্ডুরে চাক্ষুশিখরে মহাপ্রাকারতোরণে।
বিদ্যাধরপুরং তত্র মহাভবনশালিনম্ ॥৬০
সহস্রশিখরে শৈলে দৈত্যানামুগ্রকর্মণাম্।
পুরাণি সমুদীর্ণানাং সহস্রং হেমমালিনাম্ ॥৬১

আলয় গজশৈলে নানা ভূতগণ-পরিবৃত
সর্বভূত-বন্দিত রুদ্রগণ নিত্যই প্রমুদিতচিত্তে
অবস্থিত। শৈলেন্দ্রে সূমেধে বিবিধ ধাতুরাগে
রঞ্জিত; উহা দেখিতে মেঘ সম্মিভ। উহাতে যে
সকল দরী, বপ্র ও নিকুঞ্জ আছে, তৎসমপদায়
দ্বারা উহা পরিশোভিত। ঐ গিরীন্দ্রের উপরিভাগে
অমিততেজা আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রম্য রম্য আশ্রমসম্মিবেশ
বিরাজিত। ঐ নগরের সিদ্ধগণ সহ দেবগণের
অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। যক্ষ, গন্ধর্ব
ও কিন্নরগণ নিত্য নিত্য ঐ সকল আশ্রমের
পূজাকার্য্যে নিরত। গিরিবর হেমকক্ষে এক
সুসমৃদ্ধ গন্ধর্বনগরী বিরাজিত। ঐ নগরীর প্রভা
অশীতিসংখ্যক দেবপুরীর সমকক্ষ; মহোচ্চ
প্রাকার ও তোরণ দ্বারা উহা পরিবৃত্ত, অপত্তনাথ্য
সিদ্ধগণ এবং যুদ্ধ-বিদ্যাশীল গন্ধর্বগণ ঐ
পুরীমধ্যে বাস করে। রাজ্যরাজ্য কপিঞ্জ উহাগিদের
অধিপতিরূপে বিরাজ করেন। অনশৈলে
রাক্ষসাবাস এবং পঞ্চকুটে দানবাবাস প্রতিষ্ঠিত।
এই শেষোক্ত আবাসে মহাব-পরাক্রান্ত গর্বিত

দেবরিপুগণ বাস করে। শতশৃঙ্গ পর্বতে
অমিততেজা যক্ষগণের একশত পুরী বিদ্যমান।
তাস্মাভ অচলে কদ্রুদনন্দন তক্ষকের এক শ্রেষ্ঠ
পুরী বিরাজমান। বিশাখনামক গিরিবর বহু দরী
ও বহু বপ্র দ্বারা সুশোভন। তথায় গুহাবাস-
নিরত গুহের এক বৃহৎ আয়তন বিদ্যমান।
মহাভবনশালী মহাগিরি শ্বেতোদরে গরুড়নন্দন
মহাত্মা সূনাভের এক দিব্য পুরী বিরাজিত।
গিরিশ্রেষ্ঠ পিশাচকে যক্ষ-গন্ধর্ব-সেবিত
দেবমন্দির পরিশোভিত এক হর্ম্য আছে। ঐ
হর্ম্য কুবেরের মহাভবন। হরিকুটশৈলে
সর্বভূত-নমস্কৃত হরিদেব বিরাজ করেন।
তাঁহার প্রভাবে ঐ গিরি মহানাভরূপে
প্রকাশমান। কুমুদাচলে কিন্নরবাস, অঞ্জনে শৈলে
মহোরগাবাস এবং কৃষ্ণাচলে মহাভবন-সম্পন্ন
গন্ধর্বপুরী বিদ্যমান। মহোচ্চ প্রাকার ও
তোরণসম্পন্ন সুরম্য শিখরশালী পাণ্ডুরাচলে এক
মহাভবন-মণ্ডিত বিদ্যাধরপুরী বিরাজিত।
শৈলবর সহস্রশৃঙ্গে হেম

মুকুটে পন্নগাবাসা অনেকাঃ পর্বতোত্তমাঃ।
 পুষ্পকে বৈ মুনিগণা নিত্যমেব মুদা যুতাঃ ॥ ৬২ ॥
 বৈবস্বতস্য সোমস্য বায়োর্নাগাধিপস্য চ।
 সুপক্ষে পর্বতবরে চতুর্থায়াতনানি চ ॥ ৬৩ ॥
 গন্ধর্ব্বৈঃ কিমরৈর্যক্ষৈর্নাগৈর্বিদ্যাধরোত্তমৈঃ।
 সিদ্ধৈর্হিতেষু স্থানেষু নিত্যমিষ্টং প্রপূজ্যতে ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো
 নান্নৈকোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

মর্যাদাপর্বতে শুভ্রে দেবকুটে নিবোধত।
 বিস্তীর্ণে শিখরে তস্য কুটে গিরিবরস্য হ ॥ ১ ॥
 সমস্তাদযোজনশতং মহাভবনমণ্ডিতম্।

মাল্য-মণ্ডিত কঠোরকর্ম্মা দৈত্যগণের এক সহস্র
 পুরী সুশোভিত। মুকুটাচলে পন্নগদিগের উত্তম
 উত্তম শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত। পুষ্পক পর্বতে
 মুনিগণ নিত্যই মুদিতমনে বিরাজ করেন।
 সুরক্ষনামক শৈলবরে বৈবস্বত, সোম, বায়ু ও
 নাগাধিপতির চারিটি আয়তন বিদ্যমান। এই
 সকল শুভ আয়তনে গিয়া গন্ধর্ব্ব, কিমর, যক্ষ,
 নাগ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ নিত্য নিত্য স্ব স্ব
 ইষ্টদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৪২-৬৪ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন— শ্রবণ করুন, শুভবর্ণ
 দেবকুট একটি মর্যাদা পর্বত। এই পর্বতবরের
 বিস্তীর্ণ শিখরে বিনতানন্দন ধীমান সুপর্ণের
 জন্মস্থান বিদ্যমান। এই স্থান চতুর্দিকে ত যোজন
 বিস্তৃত এবং এক মহাভবনে মণ্ডিত।
 শাল্মসিদ্ধীপনিবাসী মহাবায়ুবেগী মহাত্মা
 পক্ষিরাজের ঐ আদিভবন তাঁহার স্বগোষ্ঠীয়

জন্মক্ষেত্রং সুপর্ণস্য বৈনতেয়স্য ধীমতঃ ॥ ২ ॥
 নৈকৈর্মহাপক্ষিগণৈর্গারুড়ৈঃ শীঘ্রবিক্রমৈঃ।
 সপূর্ণবীর্য্যসম্পন্নৈর্দমনৈরুরগারিভিঃ ॥ ৩ ॥
 পক্ষিরাজস্য ভবনং প্রথমং তন্মহাত্মনঃ।
 মহাবায়ুপ্রবেগস্য শাল্মলিদ্ধীপবাসিনঃ ॥ ৪ ॥
 তস্যৈব চারুমুর্দ্ধস্ত কুণ্ডেষু চ মহার্দ্ধিষু।
 দক্ষিণেষু বিচিত্রেষু সপ্তস্বপি তু শোভিনঃ ॥ ৫ ॥
 সঙ্খ্যাত্রাভাঃ সমুদিতা রুদ্র প্রাকারতোরণাঃ।
 মহাভবনমালাভিঃ শোভিতা দেবনির্মিতাঃ ॥ ৬ ॥
 বিংশদযোজনবিস্তীর্ণাশ্চত্বারিংশস্তমায়তাঃ।
 সপ্ত গন্ধর্ব্বনগরা নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৭ ॥
 আগ্নেয়া নাম গন্ধর্ব্বা মহাবলপরাক্রমাঃ।
 কুবেরানুচরা দীপ্তাপ্তেবাং তে ভবনোত্তমাঃ ॥
 তস্য চোত্তরকুটেষু ভুবনস্য মহাগিরেঃ।
 হর্ম্ম্যপ্রাসাদবন্ধুঃ উদ্যানবনশোভিতম্ ॥ ৯ ॥
 পুরমাশীবিষেঃ পূর্ণং মহাপ্রাকারতোরণম্।

বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী পক্ষিসমূহে পরিবৃত। এই
 পক্ষিগণ সকলেই সম্পূর্ণ বীর্য্যশালী এবং
 সকলেই সর্পশত্রু। ঐ চারু শিখরযুত
 পর্বতবরের দক্ষিণে সাতটি সু-সমৃদ্ধ বিচিত্র
 শৃঙ্গ আছে। তাহাতে সাতটি গন্ধর্ব্ব নগর
 বিদ্যমান। এই নগরশ্রেণী সঙ্খ্যাকালীন
 মেঘমালার ন্যায় সমুদিত ও সুশোভিত। উহাদের
 প্রাকার ও তোরণ সকল স্বর্ণবর্ণ; উহারা উচ্চ
 উচ্চ ভবনরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত, ত্রিংশৎ যোজন
 বিস্তীর্ণ ও চত্বারিংশৎ যোজন আয়ত। ঐ
 দেবনির্মিত নগরশ্রেণী নানা নরনারীগণে
 সমাকুল। আগ্নেয় নামক মহাবল পরাক্রান্ত
 কুবেরানুচর গন্ধর্ব্বগণ তত্রত্য ভবনরাজির
 অধিপতি; হে দ্বিজগণ! শ্রবণ করুন, ঐ ভুবন-
 মধ্যস্থ মহাগিরি দেবকুটের উত্তরদিগ্‌বর্তী শৃঙ্গ
 সমূহে দেবদেবী সৈংহিকেশ-দিগের এক নগর
 আছে। ঐ নগর রম্য রম্য হর্ম্ম্য ও প্রাসাদমালায়
 সঙ্কঙ্ক এবং নানাবিধ উদ্যানবনে
 পরিশোভিত ১-৯। উহার প্রাকার ও তোরণ

বাদিত্রিশতনির্ঘোষৈরানন্দিতবনাস্তরম্ ॥১০
দুশ্প্রসহ্যমমিত্রাণাং ত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলম্।
নগরং সৈংহিকৈয়ানামুদতর্ণং দেববিদ্বিসাম্।
সিদ্ধদেবর্ষিচরিতং দেবকুটে নিবোধত ॥১১
দ্বিতীয়ে দ্বিজশাদ্দুলা মর্যাদাপর্বতে শুভে।
মহাভবনমালাভিনানাবর্ণাভিরাবৃতম্ ॥১২
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্।
বিশালরথ্যং দুর্ধর্ষং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্ ॥
নরনারীগণাকীর্ণং প্রাশুপ্রাকারতোরণম্।
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনযায়তম্ ॥১৪
নগরং কালকৈয়ানামসুরাণাং দুরাসদম্।
দেবকুটতটে রম্যে সন্নিবিষ্টং সুদুর্জয়ম্।
মহাচয়সঙ্কশং সুনাসং নাম বিক্রমম্ ॥১৫
তস্যৈব দক্ষিণে কুটে বিংশদ্যোজনবিস্তরম্।
দ্বিষষ্টিযোজনায়ামং হেমপ্রাকারতোরণম্ ॥১৬

হাষ্টপুষ্টাবলিপ্তানামাবাসাঃ কামরূপিণাম্।
ঔৎকচানাং প্রমুদিতং রাক্ষসানাং মহাপুরম্ ॥
মধ্যমে চ মহাকুটে দেবকুটস্য বৈ গিরেঃ।
সুবর্ণমণিপাষাণৈশ্চিট্রৈঃ স্নানকরৈঃ শুভৈঃ।
শাখাশতসহস্রাণ্যৈর্নৈকারোহসমাকুলম্ ॥১৮
স্নিগ্ধবর্ণমহামূলমেনেকবাহনম্।
রম্যং হ্যবিরলচ্ছায়ং দশযোজনমণ্ডলম্ ॥১৯
তত্র ভূতবটং নাম নানাভূতগণালয়ম্।
মহাদেবস্য প্রথিতং ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ।
দীপ্তমায়তনং তত্র সর্বলোকেষু বিকৃতম্ ॥২০
বরাহগজসিংহর্ষশাদ্দুলকরভাননৈঃ।
গৃধ্রোলুকমুশৈশ্চৈব মেঘোষ্ট্রাজমহামুখৈঃ ॥২১
বন্দ্যৈবিকটৈঃ স্থূলৈর্লব্ধবেশতনুরূপৈঃ।
নানাবর্ণাকৃতিধরৈর্নানাসংস্থানসংস্থিতৈঃ ॥২২
দীপ্তৈরনেকৈরুগ্রাসৈর্ভূতৈরুগ্রপরাক্রমৈঃ।

অতীব ফল এবং উহা আশীবিষগণে পরিপূর্ণ।
শত শত বাদিত্রিনাদে এই নগরস্থ বনাভ্যন্তর সতত
আনন্দিত। এই নগর অমিত্রগণের অনাক্রমণীয়
এবং উহার চারিদিকের বেষ্টন ত্রিংশদ্যোজন।
দেবকুটগিরিস্থিত এই নগর সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের
বিচরণস্থান। হে দ্বিজবরগণ! দ্বিতীয় মর্যাদা-
পর্বতে কালকেয় অসুরগণের এক দুর্ধর্ষ নগর
বিদ্যমান। এই নগর নানাবর্ণরঞ্জিত সুবর্ণমণি-
চিত্রিত অসংখ্য মহাভবনমালায় অলঙ্কৃত। উহার
রথ্যা সকল বহু বিস্তৃত এবং ঐনগর নিত্যই
প্রমুদিত, শুভাবহ ও সুরক্ষিত। উহাতে নানাবিধ
নরনারী বাস করে। উহার তোরণ ও প্রাকার
উন্নত এবং উহা ষষ্টি যোজন বিস্তীর্ণ ও শত
যোজন আয়ত। এই সুদুর্জয় নগর রমণীয়
দেবকুটতটে সন্নিবিষ্ট। উহা মহতী মেঘমালার
ন্যায় প্রতীয়মান। এই আসুর নগর সুনীল নামে
বিখ্যাত। তাহার দক্ষিণতটে রাক্ষসদিগের এক
মহাপুরী বিরাজিত। উহা ত্রিংশদ্যোজন বিস্তীর্ণ
ও দ্বিষষ্টি যোজন আয়ত। উহার তোরণ হেমময়।
এ পুরী হাষ্ট, পুষ্ট, গবিরত, কামরূপী

রাক্ষসদিগের আবাসস্থল। উহা নিত্য প্রমুদিত।
এই মহাপুরীর রাক্ষসেরা ঔৎকোচ নামে প্রসিদ্ধ।
দেবকুট গিরির মধ্য মহাকুট ভূতবট নামে এক
মহাবৃক্ষ বিদ্যমান। এই বৃক্ষ নানা সুবর্ণমণিশিলায়,
বিবিধ বিচিত্র শুভসূক্ষ্ম সুকোমল চিত্র-রচনায়
ও সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখায় সমাকুল। উহার
পর্ণরাজি স্নিগ্ধ, মূলদেশ সুবৃহৎ ও স্কন্ধ কাণ্ডাদি
অসংখ্য। এই বৃক্ষ দশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া
বিরাজমান। উহা দেখিতে রমণীয়; উহার
তলদেশ গাঢ় ছায়ায় আচ্ছন্ন। উহা বিবিধ
ভূতজাতির আশ্রয় স্থল এবং মহাত্মা মহাদেব
ত্র্যম্বকের সর্বলোকবিখ্যাত উজ্জ্বল
আয়তনরূপে প্রথিত। ১০-২০। মহাদেবের
মহাপারিষদগণ নিত্যই তথায় সন্নিহিত। এই
সকল পাপিষদবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বরাহ,
গজ, সিংহ, ঋক্ষ, শাদ্দুল ও করভের ন্যায়
মুখবিশিষ্ট, কেহ কেহ গৃধ্র ও উলুকমুখ, কেহ
কেহ মেঘ, উষ্ট্র ও অজার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মুখ
সম্পন্ন। কেহ কেহ বিকটাকার, কেহ কেহ স্থূল,
কেহ কেহ লম্বিত-

অশূন্যমভবমিত্যং মহাপারিষদৈস্তথা ॥২৩
তত্র ভূতপতেৰ্ভূতা নিত্যং পূজাং প্রযুঞ্জতে।
ঝর্ঝরৈঃ শঙ্খপটহৈর্ভেরীডিণ্ডিমগোমুখৈঃ ॥২৪
রণিতালসিতোদগীতৈর্নিত্যং বলিতবজ্জিতৈঃ
বিস্ফুর্জিতশতৈস্তত্র পূজাযুক্তা গণেশ্বরঃ।
দ্রীতাঃ পুরারিপ্রমথাস্তত্র ক্রীড়াপরাঃ সদাঃ ॥
সিদ্ধদেবর্ষিগন্ধর্ব্বযক্ষনাগেন্দ্রপূজিতঃ।
স্থানে তস্মিন্মহাদেবঃ সাক্ষাৎলোকশিবঃ শিবঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনকোষ-
বিন্যাসো নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪০॥

কেশ ও লোমবিশিষ্ট, এবং কেহ কেহ বিবিধ
বর্ণ ও আকৃতিধর। ঐ পারিষদেরা নানাস্থানে
অবস্থিত। উহাদের মধ্যে কেহ দীপ্ত, কেহ উগ্রাস্য
এবং উগ্র পরাক্রমসম্পন্ন। ঐ সকল ভূতগণ
প্রত্যহ তথায় ভূতপতির পূজা করিয়া থাকে।
গণপতিগণ পূজায় নিযুক্ত হইলে ঝর্ঝর, শঙ্খ,
পটহ, ভেরী, ডিণ্ডিম ও গোমুখাদি বিবিধ
বাদ্যধ্বনি এবং রণিত আরসিত নানা গীতরব
ও শত শত গভীর গজ্জনে ঐ স্থান পূর্ণ হইয়া
থাকে, পুরারির পারিষদ প্রমথগণ মুদিতমনে
নিত্যই তথায় ক্রাড়ানিরত। ঐ স্থানে সাক্ষাৎ
জগন্মঙ্গলম্য মহাদেব—সিদ্ধ, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব,
যক্ষ ও নগেন্দ্রগণ কর্তৃক পরিপূজিত হইয়া বিরাজ
করেন। ২১—২৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

বিবিক্তচাক্ষুশিখরং পত্রিতং শঙ্খবর্চসম্।
কৈলাসং দেবভক্তানামালয়ং সুকৃতাশ্রয়ানাম্ ॥১
তস্য কূটতটে রম্যে মধ্যমে কুন্দসন্নিভে।
যোজনানাং শাতায়ামে পঞ্চাশচ্চ তথায়তম্ ॥
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্।
মহাভবনমালাভিভূষিতং নৈকবিস্তরম্ ॥৩
ধনাধ্যক্ষস্য দেবস্য কুবেরস্য মহাশ্বনঃ।
নগরং তদনাধ্যক্ষ্যমুদ্বিযুক্তং মুদা যুতম্ ॥৪
তস্য মধ্যে সভা রম্যা নানাকনকমণ্ডিতা।
বিপুলা নাম বিখ্যাতা বিপুলস্তম্ভতোরণা ॥৫
তত্র তৎপুষ্পকং নাম নানারত্নবিভূষিতম্ ॥
মহাবিমানং রুচিরং সর্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥৬
মনোজবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, — কৈলাস নামে এক পবিত্র
গিরি আছে, ঐ গিরির শিখর বিবিক্ত ও সুন্দর;
উহা দেখিতে শঙ্খসদৃশ ধবল। অনেক পুণ্যাশ্রা
দেবভক্তগণ ঐ কৈলাস শৈলে বাস করেন।
উহার মধ্যভাগে এক কুন্দ-কুসুমসম শুভ্রবর্ণ
রমণীয় শৃঙ্গতট বিদ্যমান। উহা শত যোজন
বিস্তৃত ও পঞ্চাশৎ যোজন আয়ত। উহাতে
মহাশ্বা ধনাধ্যক্ষ কুবেরের এক নগর আছে। ঐ
নগর বহু বিবিধ সুবর্ণ-মণি-মাণিক্য-চিত্রে
অসঙ্কত, মহতী ভবনরাজি দ্বারা বিভূষিত এবং
বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ নগর অন্যের
অনাক্রমণীয়, প্রভূত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সর্বদা
মুদাশ্রিত। উহার মধ্যভাগে এক নানা কনক-
মণ্ডিত রমণীয় সভা বিরাজিত। ঐ সভাগৃহ
সুবিপুল স্তম্ভ ও তোরণ দ্বারা পরিবৃত। তথায়
পুষ্পক নামে এক মহাবিমান আছে। উহা
নানা রত্নে অলঙ্কৃত, সর্ববিধ কামগুণে অশ্রিত
ও দেখিতে অতি মনোহর। ১—৬। এই

বাহনং যক্ষরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ ॥৭
তত্রৈকগিঙ্গলো দেবো মহাদেবসখঃ স্বয়ম্।
বসতি স্ম সযক্ষেন্দ্র, সর্বভূতনমস্কৃতঃ ॥৮
তত্রাঙ্গরোগণৈর্যক্ষৈর্গন্ধর্বৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
বসতি স্ম মহাত্মাসৌ কুবেরো দেবসত্তমঃ ॥৯
তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
কুমুদঃ শঙ্খনীলশ্চ নন্দনো নি ধিসত্তমঃ ॥১০
ঐষ্টাবেতেহক্ষয়া দিব্যা ধনেশস্য মহাত্মনঃ।
মহানিধানান্তিষ্ঠন্তি সভায়াং রত্নসঞ্চয়াঃ ॥১১
তথেন্দ্রাঘ্নিমাদীনাং দেবনামঙ্গরোগণৈঃ।
তেষাং কৈলাস আবাসো যত্র যক্ষেশ্বরঃ প্রভুঃ
কৃতা পূর্বমুপস্থানং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চাদগচ্ছন্তি যে যস্য বিহিতাঃ পরিচারকাঃ ॥
তত্র মন্দাকিনী নাম সুরম্যা বিপুলোদকা।
সুবর্ণমণিসোপানা নানাপুষ্পোৎকটোৎকটা ॥
জাম্বুনদময়ৈঃ পদ্মৈর্গন্ধস্পর্শগুণাঘ্রিতৈঃ।

নীলবৈদুর্যগন্ধোপেতৈর্মহোৎপলৈঃ ॥
তথা কুমুদখণ্ডৈশ্চ মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতা।
যক্ষগন্ধর্বনারীভিরঙ্গরোভিষ্চ শোভিতা ॥১৬
দেবদানবগন্ধর্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
উপস্পৃষ্টজলা রম্যা বাপী মন্দাকিনী শুভা ॥১৭
তথা অলকানন্দা চ নন্দা চ সরিতাং বরা।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তা নদ্যো দেবর্ষিসেবিতাঃ ॥
তস্যৈব শৈলরাজস্য পূর্বে কূটে পরিশ্রুতা।
সহস্রযোজনায়ামাস্ত্রিংশদ্যোজনবিস্করাঃ ॥১৯
দশ গন্ধর্বনগরাঃ সমৃদ্ধা পরয়া যুতাঃ।
মহাভবনমালাভিরনেকাভিবিভূষিতাঃ ॥২০
সুবাহুরিকেশাদ্যাশ্চিত্রসেনজরাদয়ঃ।
দশগন্ধর্বরাজানো দীপ্তবহ্নিপরাক্রমাঃ ॥২১
তস্যৈব পশ্চিমে কূটে কুন্দেরুদশপ্রভে।
নানাধাতুশৈতশ্চিত্রৈঃ সিদ্ধদেবর্ষিসেবিতৈঃ ॥২২
অশীতিযোনায়ামং চত্বারিংশংপ্রবিস্তরম্।

মনোজব কামগামী, হেমমালা-মণ্ডিত পুষ্পক
বিমান মহাত্মা যক্ষরাজ কুবেরের বাহন। ভগবান
একপিঙ্গল মহাদেবের সখা। তিনি প্রধান প্রধান
যক্ষদিগের সহিত সর্বভূত কর্তৃক বন্দিত হইয়া
ঐ নগরে বাস করেন। দেবপ্রবর মহাত্মা কুবের
এইরূপে অঙ্গরা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণে
পরিবৃত হইয়াও ঐ স্থানে সতত বাস করিয়া
থাকেন। মহাত্মা কুবেরের সভায় পদ্ম, মহাপদ্ম,
মকর, কচ্ছপ, কুমুদ, শঙ্খ, নীল ও নিধিশ্রেষ্ঠ
নন্দন এই আটটি অক্ষয় দিব্য মহানিধি অবস্থিত
আছে। কৈলাসশৈলের যে প্রদেশে যক্ষেশ্বরের
আবাস, তাহারই নিকটে ইন্দ্র, অগ্নি ও যমপ্রমুখ
দেবগণ ও অঙ্গরোগণের আবাস সকল
অবস্থিত। পূর্বে যাঁহারা মহাত্মা যক্ষেশ্বরের
উপাসনা করেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তিকালে তদীয়
পরিচারকেক পদে উন্নীত হইয়া থাকেন। তথায়
প্রভূত জলশালিনী সুরম্য মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত।
উহার সোপানশ্রেণী সুবর্ণমণি নির্ম্মিত। উহা
নানাবিধ পুষ্পসমূহে সমুজ্জ্বলিত, গন্ধ ও

স্পর্শগুণবিশিষ্ট জাম্বুনদময় পদ্ম, নীলবর্ণ
বৈদুর্যপত্রশালী সুগন্ধি মবোৎপল, অসংখ্য
কুমুদখণ্ড ও মহাপদ্মসমূহ দ্বারা ঐ স্বর্গগঙ্গা
অলঙ্কৃত; যক্ষ ও গন্ধর্বরমণী, তথা অসংখ্য
অঙ্গরা দ্বারা সর্বদা উহা সুশোভিত। দেব,
দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ ঐ
সুরম্য সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনীর জলস্পর্শ করিয়া
থাকেন। এতদ্ভিন্ন অলকানন্দা ও নন্দা নামে
দুই সরিষরা তথায় প্রবাহিত। এই সকল নদাই
বহু গুণাঘ্রিত ও দেবঋষিসমূহে নিবৃত্ত। ৫-
-১৮। পূর্বোক্ত কৈলাস শৈলের পূর্বশৃঙ্গ
পরম সমৃদ্ধিশালী দশটি গন্ধর্বনগর বিদ্যমান।
ঐ নগরনিচয় দশ যোজন বিস্তৃত এবং সহস্র
যোজন আয়ত। মহতী ভবনরাজি দ্বারা ঐ
সকল নগর বিভূষিত। সুবাহু হরিকেশ
চিত্রসেন ও জরপ্রমুখ দশজন দীপ্ততেজা
পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ ঐ নগরসমূহের
অধিপতি। ঐ শৈলের সুরসেবিত শত শত
ধাতু-রঞ্জিত, কুন্দ ও ইন্দুবৎ শুভ্রকান্তিময়
পশ্চিম শৃঙ্গে এক একটা

একৈকযক্ষভবনং মহাভবনমালিনম্।।২৩
 মহাযক্ষালয়ান্যত্র ত্রিংশদাঢ্যানি মে শৃণু।
 মুদাথ পরমহুত্যা চ সংযুক্তানি সমস্ততঃ।।২৪
 মহামালিসুনেত্রাদ্যাস্তথা মণিবরাদয়ঃ।
 উদীর্ণা যক্ষরাজানস্তত্র ত্রিংশৎ সদা বভূঃ।।২৫
 ইত্যেতে কথিতা যক্ষা বায়ুগ্নিসমতেজসঃ।
 যেসামধিপতির্দেবঃ শ্রীমান্ বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ।।২৬
 তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোত্তমে।
 নিকুঞ্জনির্ঝরগুহানৈকসানুদরীতটে।।২৭
 অর্ণবাদর্শবৎ যাবৎ পূর্বপশ্চাৎতেহচলে।
 কিম্বরাণাং পুরশতঃ নিবিষ্টং বৈ কচিৎ কচিৎ
 নৈকশৃঙ্গকলাপস্য শৈলরাজস্য কুক্ষিষু।
 নরনারীপ্রমুদিতং হৃষ্টপুষ্টিজনাকুলম্।।২৮
 ক্রমসুগ্রীবসৈন্যাদ্যা ভগদন্তপুরঃসরাঃ।
 তত্র রাজশতং তেষাং দীপ্তানাং বলশালিনাম্

বিবাহো যত্র রুদ্রস্য মহাদেব্যোময়া সহ।
 তপস্তপ্তবতী চৈব যত্র দেবী বরাঙ্গনা।।৩১
 কিরাতকুপিণ্ডা চৈব তত্র রুদ্রেণ ক্রীড়িতম্।
 যত্র চৈব কৃতং তাভ্যাং জম্বুদ্বীপাবলোকনম্।।
 যত্র তাঃ সমুদা যুক্তা নানাভূতগণৈর্যুতাঃ।
 চিত্রপুষ্পফলোপেতা রুদ্রস্যাক্রীড়াভূময়ঃ।।৩৩
 হৃষ্টা গিরিদরীবাসাঃ কৃশোদর্যো মনোরমাঃ।
 সুন্দর্যো যত্র কিম্বর্যো রমন্তে স্ম সুলোচনাঃ
 বিশালাক্ষাস্তথা যক্ষা অন্যাশ্চাপ্সরসাং গণা।
 গন্ধর্ব্বাশ্চাপ্সশালিন্যো যত্র তত্র মুদা যুতাঃ।।
 তত্রৈবোমাবনং নাম সর্বলোকেষু বিস্তৃতম্।
 অর্দ্ধনারীনরং রূপং ধৃতবান্ যত্র শঙ্করঃ।।৩৬
 তথা শরবণং নাম যত্র জাতঃ ষড়াননঃ।
 যত্র চৈব কৃতোৎসাহঃ ক্রৌঞ্চশৈলবনং প্রতি।।
 ধ্বজাপতাকিনৈশ্চৈব বিষ্ণুগীজালমালিনম্।

যক্ষ ভবন আছে। উহা অশীতি যোজন আয়ত
 ও চত্বারিংশৎ যোজন বিস্তৃত। শ্রবণ করুন, -
 - এই স্থানে মহাযক্ষদিগের ত্রিশটি সুসমৃদ্ধ আলায়
 আছে। এই সকল আলায়ের চতুর্দিকে সর্বদাই
 আনন্দধারা প্রবাহিত। মহামালী, সুমন্ত্র ও
 মণিবরাদি ত্রিশজন যক্ষরাজ এই সকল আলায়ে
 সর্বদা বিরাজ করেন। অত্রত্য যক্ষগণ বায়ু ও
 অগ্নির ন্যায় তেজস্বী; শ্রীমান বৈশ্রবণ দেব
 উহাদিগের অধিপতি। এই কৈলাস-শৈলের
 দক্ষিণপার্শ্বে অচলোত্তম হিমবান্ অবস্থিত। এই
 হিমালয় প্রদেশ বহু নিকুঞ্জ, নির্ঝর, গুহাগুহ, সানু-
 দরী ও তটভূমিময়। এই গিরি এক অর্ণব হইতে
 অপর অর্ণব পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আয়ত।
 উহার কোথাও কোথাও কিম্বরদিগের শত শত
 পুরী সম্মিষিষ্ট। এই সকল পুরী বহু শৃঙ্গশালী
 শৈলাধিরাজ হিমালয়ের কুক্ষিমধ্যে অবস্থিত।
 উহারা নানা নরনারীগণে প্রমুদিত ও হৃষ্টপুষ্টি
 জনে পরিব্যাপ্ত। ক্রম, সুগ্রীব, সৈন্য ও ভগদন্ত
 প্রমুখ একশত জন রাজা এই সকল পুরবাসী প্রবল
 পরাক্রান্ত কিম্বরদিগের প্রভু। এই শৈলপ্রদেশেই

মহাদেবী উমার সহিত রুদ্র দেবের বিবাহ
 হইয়াছিল। বরাঙ্গনা উমা দেবী এই স্থানেই
 তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন। হরপার্বতী এই শৈল-
 প্রদেশ হইতেই সমগ্র জম্বুদ্বীপ অবলোকন করেন।
 রুদ্রদেবের হিমালয়স্থ ক্রীড়াভূমি সকল বিবিধ
 ভূতগণে পরিবৃত ও বিচিত্র পুষ্প ও ফলসম্পন্ন।
 এই শৈলদেশে সুনয়না সুমনোহরা
 গিরিদরীবাসিনী সুন্দরী কৃশোদরী কিম্বরীরা
 পরম হৃষ্টচিত্তে রমণ করিয়া থাকে। বহু
 বিশালাক্ষ যক্ষগণ অন্যান্য অঙ্গরোগণ, এবং
 গন্ধর্ব্বগণ পরম প্রীতি সহকারে এখানে নিত্য
 বিচরণ করেন। এই স্থানেই সেই সর্বলোক-
 প্রসিদ্ধ উমাবন; শঙ্কর সেই উমাবনে থাকিয়াই
 অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধ নররূপ ধারণ করিয়াছিলেন।
 ১৯-৩৬। সেখানে শরবন নামেও এক বন
 আছে। এই বনে ষড়ানন জন্মিয়াছিলেন।
 এইখানে থাকিয়াই তিনি ক্রৌঞ্চগিরি বিদারণে
 উদ্যম প্রকাশ করেন। ধীমান্ কীর্তিকেয়ের এই
 স্থানে এক সিংহরথ বিদ্যমান। এই রথ ধ্বজ-
 পতাকা ও কিষ্কিনীজালে মালিত। অসুর

যত্র সিংহরথং যুক্তং কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ ॥
 চিত্রপুষ্পনিকুঞ্জ ক্রৌঞ্চস্য চ গিরেষু তে।
 দেবারিস্কন্দনঃ স্কন্দো যত্র শক্তিং বিমুক্তবান্
 যত্রাভিষিক্তশ্চ গুহঃ সেদ্রোপেদ্রৈঃ সুরোত্তমৈঃ
 সেনাপত্যে চ দৈত্যারির্দ্বাদশার্কপ্রতাপবান ॥
 ভূতসংঘাবকীর্ণানি এত্যান্যান্যানি চ দ্বিজাঃ।
 তত্র তত্র কুমারস্য স্থানান্যায়তনানি চ ॥৪১
 তথা পাণ্ডুশিলা নাম হ্যক্রীড়া ক্রৌঞ্চঘাতিনঃ
 নানাভূতগণাকীর্ণে পৃষ্ঠে হিমবতঃ গুহে ॥৪২
 তস্য পূর্বে তটে রম্যে সিদ্ধবাসমুদাহৃতম্।
 কলাপগ্রামমিত্যেবং নান্নাখ্যাতং মনীষিভিঃ ॥
 মৃকণ্ডস্য বশিষ্ঠস্য ভরতস্য নলস্য চ।
 বিশ্বমিত্রস্য বিপ্রর্ষেস্তথৈকোদালকস্য চ ॥
 অন্যেষাং চোগ্রতপসামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্
 হিমবত্যাশ্রমাণাঞ্চ সহস্রাণি শতানি চ ॥৪৫
 নৈকসিদ্ধগণাবাসং স্থানায়তনমগ্নিতম্।
 যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং নানান্লেচ্ছগণৈর্যুতম্ ॥৪৬

নানারত্নাকরপূর্ণং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্।
 নানানদীসহস্রাণাং সম্ভবং বরপর্ব্বতম্ ॥৪৭
 পশ্চিমস্যাচলেদ্রস্য নিষধস্য যথার্থবৎ।
 কীৰ্ত্ত্যমানমশেষেণ বিশেষং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥৪৮
 বিস্তীর্ণে মধ্যমে কূটে হেমধাতুবিভূষিতে।
 দীপ্তমায়তনং বিশেষঃ সিদ্ধর্ষিগণসেবিতম্।
 যক্ষাঙ্গরঃসমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বগণসেবিতম্ ॥৪৯
 তত্র সাক্ষান্ মহাদেবঃ পীতাম্বরধরো হরিঃ।
 বরদঃ সেব্যতে সিদ্ধৈর্লোককর্ত্তা সনাতনঃ ॥৫০
 তস্যৈবাত্মান্তরে কূটে নানাধাতুবিভূষিতে।
 তটে নিষধকূটস্য শঙ্কচাকুশিলাতলে ॥৫১
 রুদ্রকাঞ্চননির্যুহং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্।
 অনেকবলভীকূটপ্রতোলীশতসঙ্কটম্ ॥৫২
 হর্ম্ম্যপ্রাসাদমতুলং তপ্তকাঞ্চনভূষিতম্।
 হর্ম্ম্যপ্রাসাদবন্ধং চ মুদিতং চাতিবিস্তরম্ ॥৫৩
 উদ্যানমালাকলিতং ত্রিংশদ্যোজনমায়তম্।

ধ্বংসী স্কন্দ তথায় থাকিয়া বিচিত্র পুষ্প ও
 নিকুঞ্জময় ক্রৌঞ্চ গিরির তটে শক্তি নিক্ষেপ
 করিয়াছিলেন। দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান
 দৈত্যবদ্বেশী গুহ এই স্থানে ইন্দ্রোপেদ্রাদি দেবগণ
 কর্ত্তক সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হে
 দ্বিজগণ! এই শৈলবরের স্থানে স্থানে কার্ত্তিকেয়ের
 নানা আবাসস্থান আছে। এই সকল স্থান বিবিধ
 ভূতবৃন্দে পরিব্যাপ্ত। হিমালয়ের নানাভূত-পরিবৃত
 সুন্দর পৃষ্ঠদেশে ক্রৌঞ্চঘাতী কার্ত্তিকেয়ের এক
 ক্রীড়াভূমি আছে। উহার নাম পাণ্ডুশিলা। এই
 গিরির পূর্ব্বতটে বিখ্যাত সিদ্ধবাস; মনীষীগণ
 উহাকে কলাপ গ্রাম নামে অভিহিত করিয়া
 থাকেন। মৃকণ্ড, বশিষ্ঠ, ভরত, নল ও বিপ্রর্ষি
 বশ্বামিত্র এবং অন্যান্য উগ্রতপা ভাবিতাত্মা
 ঋষিগণের শত সহস্র আশ্রম হিমালয়ে
 যথাবস্থিত। হিমালয় বহু সিদ্ধাবসে পরিপূর্ণ; নানা
 আশ্রম ও আয়তনে সুশোভিত। উহা যক্ষ ও
 গন্ধর্ব্বদিগের বিচরণস্থান, বিবিধ লেচ্ছজাতির

আবাস, নানা রত্নের আকর, নানা প্রাণীর আশ্রয়
 এবং বহু নদ-নদীর উদ্ভবস্থান। হে দ্বিজগণ!
 পশ্চিমাচল নিষধের বিবরণ যথার্থ বর্ণন
 করিতেছি, শ্রবণ করুন। গিরিবর নিষধের মধ্যম
 শৃঙ্গ সুবিস্তীর্ণ এবং স্বর্ণ ও ধাতু মণ্ডিত। তথায়
 বিষুৱের এক উজ্জ্বল আয়তন প্রতিষ্ঠিত। উহা
 সিদ্ধ ও গান্ধর্ব্বগণে নিষেবিত এবং যক্ষ ও
 অঙ্গরাগণে আকীর্ণ। যিনি লোককর্ত্তা বরদাতা
 সনাতন পুরুষ, এই স্থানে সিদ্ধগণ কর্ত্তক সেই
 সাক্ষাৎ মহাদেবী; পীতাম্বরধারী হরি অর্চিত
 হইয়া থাকেন। ৩৭-৫০। নিষধ কূটের
 অভ্যন্তরস্থ নানা ধাতুমণ্ডিত কোমল চাকু চাকু
 শিলাময় তট প্রদেশে উলঙঘী রাক্ষসদিগের এক
 আনন্দময় পুরী আছে। উহার তোরণদ্বারগুলি
 তপ্তকাঞ্চনময় এবং নিযুতহাদি রৌপ্য ও
 কাঞ্চনযুত। বহু বলভী কূটাগার ও শত শত
 প্রতোলী দ্বারা এই পুরী সমাকুল। নানা হর্ম্ম্য ও
 প্রাসাদে উহা সুশোভিত। এই রাক্ষসপুর কাঞ্চনময়,
 অতি বিস্তৃত, উদ্যানমালায় অলঙ্কৃত, ত্রিংশৎ

দুশ্প্রসহ্যমমিত্রৈস্তৎপূর্ণমাশীবিষোপমৈঃ।
 উলঙঘীনাং প্রমুদিতং রক্ষসাং রাক্ষসং পুরম্॥
 তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নৈকদৈত্যগণালয়ে।
 গুহ্যপ্রবেশং নগরং শৈলকুক্ষৌ দুরাসদম্॥৫৫
 তথৈব পশ্চিমে কূটে পারিজাতশিলোচ্চয়ে।
 দেবদানবনাগনাং সমৃদ্ধানি পুরাণি তু॥৫৬
 তত্র সোমশিলা নাম গিরেস্তস্য মহাতটে।
 সোমো যত্রাবতরতি সদা পর্বসু পর্বসু॥৫৭
 উপাসতেহত্র শ্রীমন্তং তারাপতিমনিন্দিতম্॥
 ঋষিকিন্নরগন্ধর্বাঃ সাক্ষাদ্দেবং তমোনুদম্॥৫৮
 তত্রৈব চোত্তরে কূটে ব্রহ্মপার্শ্বমিতি স্মৃতম্।
 স্থানং তত্র সুরেশস্য ব্রহ্মাণঃ প্রথিতং দিবি॥৫৯
 ইজ্ঞাপূজানমস্কাবৈষ্ণৱ্যং সিদ্ধাঃ স্বয়ম্ভুবম্।
 উপাসতে মহাত্মানং যক্ষগন্ধর্বদানবাঃ॥৬০
 তথৈবায়তনং বহুঃ সর্বলোকেষু বিস্তৃতম্।
 তত্র বিগ্রহবান বহিঃ সেব্যতে সিদ্ধচারণৈঃ॥

তথৈব চোত্তরে রম্যে ত্রিশূঙ্গে বরপর্বতে।
 ঋষিসিদ্ধানুচরিতে নানাভূতগণালয়ে।
 পুরং তত্রিষু লোকেষু হেমচিৎ তু বিস্তৃতম্
 ত্রয়াণাং দেবমুখ্যানাং ত্রীণ্যেবায়তনানি চ।
 নারায়ণস্যায়তনং পূর্বকূটে দ্বিজোত্তমাঃ।
 মধ্যমে ব্রহ্মাণঃ স্থানং শঙ্করস্য তু পশ্চিমে॥৬৩
 দৈত্যদানবগন্ধর্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
 ইজ্ঞানা অভিপূজ্যন্তে দেবদেবা মহাবলাঃ॥৬৪
 তথা পুরাণি রম্যাণি দেশে চৈব কচিৎ কচিৎ
 যক্ষগন্ধর্বনাগানাং ত্রিশূঙ্গে বরপর্বতে।
 তথৈব চোত্তরে দেশে জাক্রোধী দেবপর্বতে।
 অনেকশৃঙ্গকলিতে সিদ্ধসাধুনিষেবিতে॥৬৬
 যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্বানাং সহস্রশঃ।
 নাগানাং রাক্ষসানাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ মহাবলে।
 কূটে তু মধ্যমে তস্য সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতে।
 রম্যে দেবর্ষিচরিতে রত্নধাতুবিভূষিতে॥৬৮

যোজন আয়ত, শত্রবর্গের অনাক্রম্য এবং
 আশীবিষোপম রক্ষী সৈন্যে পরিপূর্ণ। উহার
 দক্ষিণ পার্শ্বে বহু দৈত্য বাস করে, তথায়
 শৈলকুক্ষির মধ্যভাগে এক দুশ্প্রবেশ্য নগর
 আছে। গিরিগুহার মধ্য দিয়া ঐ নগরে প্রবেশ
 করিতে হয়। ঐ গিরির পশ্চিম দিকের শৃঙ্গ
 পারিজাত-শোভিত শিলামালায় পরিব্যাপ্ত।
 সেখানে দেব, দানব ও নাগগণের বহুসংখ্যক
 সুসমৃদ্ধ পুরী বিদ্যমান। সেই গিরির মহাতটে
 সোমশিলা নামে মহাশিলা রহিয়াছে। সোম পর্ব
 পর্ব সতত উহাতে অবতরণ করিয়া থাকেন।
 ঋষি, কিন্নর ও গন্ধর্বগণ এই স্থানে সাক্ষাৎ
 শ্রীমান তিমিরারি অনিন্দিত তারাপতির উপাসনা
 করেন। উহার উত্তর কূটে ব্রহ্মপার্শ্ব নামে একস্থান
 আছে। স্বর্গে উহা সুরবর ব্রহ্মার স্থান বলিয়াই
 প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও দানবগণ পূজা
 ও নমস্কারাদি দ্বারা মহাত্মা স্বয়ম্ভুকে সর্বদা
 সেখানে উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে
 সেখানে বাহিরও এক সর্বলোকবিখ্যাত

আয়তন বিদ্যমান। সিদ্ধ ও চারণগণ তথায়
 মূর্তিমান্ অগ্নিদেবের সেবা করিয়া থাকেন।
 এইরূপে উত্তর দিকে এক শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে;
 উহার নাম ত্রিশূঙ্গ। উহা ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্তৃক
 নিষেবিত এবং বিবিধ ভূতবৃন্দের বাসস্থানরূপে
 পরিণত। তথায় এক ত্রিসোক বিখ্যাত পুরী
 আছে, উহার নাম হেমচিৎ। ঐ স্থানে তিনজন
 শ্রেষ্ঠ দেবের তিনটি আয়তন অবস্থিত। হে
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্বকূটে নারায়ণের, মধ্যে ব্রহ্মার
 এবং পশ্চিমে শঙ্করের স্থান বিদ্যমান। ৫১—
 ৬৩। ঐদত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ ঐ
 মহাবল দেবদেবগণের পূজা করিয়া থাকেন।
 শ্রেষ্ঠ পর্বত ত্রিশূঙ্গের স্থানে স্থানে কোথাও
 কোথাও যক্ষ, গন্ধর্ব ও নাগগণের রম্য রম্য
 পুরী বিরাজমান। উত্তর দিকে দেবগিরি জাক্রোধি
 বহু শৃঙ্গশোভিত এবং অনেক সিদ্ধ ও সাধুগণ
 কর্তৃক নিষেবিত। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগ,
 রাক্ষস ও দৈত্যগণের সহস্র সহস্র আবাস
 তথায় প্রতিষ্ঠিত। ঐ গিরির

পদ্মোৎপলবনৈঃ ফুল্লৈঃ সৌগন্ধিকবনৈস্তথা।
তথা কুমুদখণ্ডৈশ্চ বিকচৈরুপশোভিতৈঃ।।৬৯
বিহঙ্গসঙ্ঘসঙ্ঘুষ্টিং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্।
হংসকারণবাকীর্ণং মধুমটপদসেবিতম্।।৭০
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণং বিহঙ্গৈরুপশোভিতম্।
চারুতীর্থমসম্বাধং ত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলম্।।৭১
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলং জলদোষবিবর্জিতম্।
তত্রানন্দজলং নাম মহাপুণ্যজলং সরঃ।।৭২
তত্র নাগপতিশ্চণ্ডশ্চণ্ডো নাম দুরাসদঃ।
শতশীর্ষো মহাভোগা বিষ্ণুচক্রাক্ষচিহ্নিতঃ।
ইত্যেবমষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বিচিত্রা দেবপর্বতাঃ।।৭৩
পুৱৈরায়তনৈঃ পুণৈঃ পুণ্যোদৈশ্চ সরোবরৈঃ
সুবর্ণপর্বতে নৈকৈস্তথা রজতপর্বতেঃ।।৭৪
নানারত্নপ্রভাসৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্বতেঃ।
হরিতালপর্বতে নৈকৈস্তথা হিঙ্গুলকাঞ্চনৈঃ।।৭৫
শুভ্রৈর্মনঃশিলাজালৈর্ভাস্বরৈররুণপ্রভৈঃ।

নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্বতেঃ।।৭৬
পূর্ণা বসুমতী সৰ্ব্বা গিরিভিনৈকবিস্তারৈঃ।
নদীকন্দরশৈলাঢ্যৈরনৈকৈশ্চিহ্নসানুভিঃ।।৭৭
তেষু শৈলসহস্রেষু নানাবর্ণেষু নিত্যশঃ।
দৈত্যদানবগন্ধৰ্ব্বযক্ষাণাঞ্চ মহালয়েঃ।।৭৮
ইত্যেবমচলৈর্যুক্তৈর্দৈত্যরাক্ষসসানুভিঃ।
কিন্নরোরগগন্ধৰ্ব্বৈবিচিত্রৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।।৭৯
গন্ধৰ্ব্বৈরঙ্গরোভিশ্চ সেবিতা নৈকবিস্তারাঃ।
পুণ্যকৃষ্টিঃ সমাকীর্ণাঃ কেসরাকৃতয়ো নগাঃ।।
গিরিজালং তু তন্মেরোঃ সিদ্ধলোকমিতি শ্রুতম্।
চিত্রং নানাশ্রয়োপেতং প্রচারং সূকৃতাশ্রয়নাম্।।
নাত্যাগ্রকর্মসিদ্ধানাং প্রতিমা মধ্যমাঃ শ্রুতাঃ।
স হি স্বর্গ ইতি খ্যাতঃ ক্রমস্তেষু প্রকীর্তিতঃ।
চতুর্মহাদ্বীপবতী সেয়ুমুর্বা প্রকীর্তিতাঃ।।
নানাবর্ণপ্রমাণৈর্হি নানাবর্ণলৈস্তথা।।৮৩
নানাতক্ষ্যান্নপানৈশ্চ নানাচ্ছাদনভূষণৈঃ।
প্রজাবিকারৈবিবিধৈশ্চিহ্নৈরধুষিতৈঃ সহঃ।।৮৪

অষ্টম শৃঙ্গ সিদ্ধসমূহে নিষেবিত, রমণীয়, দেব
ও ঋষি পরিবৃত, নানারত্ন ও ধাতুরাগে বিভূষিত
এবং ফুল্ল পদ্ম, উৎপল, সৌগন্ধিক বন ও প্রস্ফুট
কুমুদখণ্ড দ্বারা সুশোভিত। তথায় আনন্দজল
নামে এক মহাপুণ্য জলময় সরোবর আছে, উহা
বিবিধ বিহঙ্গ-রবে মুখরিত, নানা প্রাণী কর্তৃক
নিষেবিত, হংস ও কারণবগণে আকীর্ণ, মধুমত্ত
মধুকর-কূলে পরিবৃত, সুন্দর সোপানাবলী দ্বারা
সুসম্বন্ধ এবং চারিদিকে ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত।
সিদ্ধগণ উহার জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। উহাতে
জলদোষ কিছুমাত্র নাই। ঐ সরোবরে চণ্ড নামে
এক চণ্ডস্বভাব দুর্দ্ধব নাগপতি বাস করেন। তিনি
শতশীর্ষ, মহাভোগ ও বিষ্ণুর চক্রচিহ্নে চিহ্নিত।
এই আটটি বিচিত্র দেবপর্বত প্রসিদ্ধ। বহু সুবর্ণ
শৈল, বহু রজতচল, নানা রত্নপ্রভামণ্ডিত
মণিপর্বত, বহু হরিতালশৈল, অসংখ্য হিঙ্গুল
ও কাঞ্চন, অরুণাভ বিশুদ্ধ ভাস্বর
মনঃশিলাসকল, নানা ধাতুরাগ-রঞ্জিত

মণিপর্বত, এবং নদী, কন্দর ও বিচিত্র সানুশালী
অন্যান্য আরও বহু বিস্তৃত বহুসংখ্যক গিরিনিবহ
দ্বারা এই সমগ্র বসুমতী পরিব্যাপ্ত। এই ভূমণ্ডলে
কতকগুলি কেসরাকৃতি অচল আছে। উহারা
পূর্বোক্ত অসংখ্য পর্বতযুক্ত দৈত্য, রাক্ষস,
সিদ্ধ, কিন্নর, গন্ধৰ্ব্ব, বিবিধ চারণ ও বহু
অঙ্গরগণ কর্তৃক নিষেবিত। ঐ সকল গিরি বহু
বিস্তৃত ও পুণ্যজনগণে আকীর্ণ। ৬৪-৮০।
মেরুপর্বতের গিরিমালাই সিদ্ধলোক বলিয়া
বিখ্যাত। উহা বিচিত্র, বিবিধ আশ্রয়যুক্ত ও
সূকৃতাশ্রাদিগের বিহারস্থল। নাতি উৎকট
কর্মশালী সিদ্ধগণের মধ্যমা প্রতিমা বলিয়া
বিখ্যাত। ঐ সুমেরু গিরিই স্বর্গ আখ্যায়
অভিহিত। উহার সংস্থানক্রম এইরূপই নির্দিষ্ট।
এই রূপে নানাবর্ণ, বিবিধ বর্ণবল, নানা ভক্ষ্য,
অন্ন, পান, আচ্ছাদন, ভূষণ ও বিবিধ
অধুষিত প্রজাবৃন্দসহ চারিটি মহাদ্বীপবতী পৃথ্বী

চত্বারো নৈকবর্ণাঢ্য মহাদ্বীপাঃ পরিশ্রুতাঃ।
 ভদ্রাশ্চ ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমাঃ।
 উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ। ৮৫
 সৈষা চতুর্মহাদ্বীপা নানাদ্বীপসমাকুলা।
 পৃথিবী কীর্তিতা কৃৎস্না পদ্মাকারা ময়া দ্বিজাঃ
 তদ্বেষা সান্তরদ্বীপা সশৈলবনকাননা
 পদ্মেত্যভিহিতা কৃৎস্না পৃথিবী বহুবিস্তরা। ৮৭
 সত্রাসদনং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
 ত্রিলোকমিতি বিখ্যাতং যৎসদৈবব্যবহার্যতে।।
 চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তং যন্তজ্জগৎ পরিগীযতে।
 গন্ধবর্ণসোপেতং শব্দস্পর্শগুণাম্বিতম্। ৮৯
 তং লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে।
 এষ সর্বপুরাণেষু ক্রমঃ সুপরিনিশ্চিতঃ। ৯০
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুশ্রোত্রে ভূবনবিন্যাসো
 নানৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৮১।।

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সরোবরেভ্যঃ পুণ্যোদা দেবনদ্যো বিনির্গতাঃ।
 মহৌঘতোয়া নদ্যশ্চ তাঃ শৃণুধ্বং যথাক্রমম্। ১
 আকাশান্তোনিধৈর্যোহসৌ সোম ইত্যভিধীয়তে
 আধারঃ সর্বভূতানাং দেবানামমৃতাকরঃ। ২
 তস্মাৎ প্রবৃত্তা পুণ্যোদা নদী হ্যাকাশগামিনী।
 সপ্তমেনানিলপথা প্রযাতা বিমলোদকা। ৩
 সা জ্যোতিষি নিবর্ত্তন্তী জ্যোতির্গণনিষেবিতা
 তারাকোটিসহস্রাণাং নভসশ্চ সমায়তা। ৪
 মাহেন্দ্রণ গজেন্দ্রণ আকাশপথযায়িনা।
 ক্রীড়িতা হ্যন্তরতলে যা সা বিকোভিতোদকা
 নৈকৈবিমানসঙ্ঘাতৈঃ প্রক্রামন্তির্নভস্তলম্।
 সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলা মহাপুণ্যজলা শিবা। ৬
 বায়ুনা প্রেষ্ঠ্যমাণা চ অনেকাভোগগামিনী।

কীর্তিত হইয়া থাকে। অনেক বর্ণযুক্ত চারিটি
 মহাদ্বীপ বিখ্যাত, এই দ্বীপপুঞ্জের নাম — ভদ্র,
 ভরত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। এই সকল দ্বীপ
 পুণ্যাদিগের বাসভূমি। হে দ্বিজগণ! এই আমি
 সেই চারিটি প্রধান দ্বীপ ও অন্যান্য বিবিধ
 দ্বীপসমষ্টি, সমস্ত পৃথাকে পদ্মাকারে বর্ণন
 করিলাম। এই বহু বিস্তৃত সমস্ত পৃথিবী বহু
 অন্তর দ্বীপ ও বিবিধ শৈল-কাননাদি দ্বারা
 পরিবৃত্ত হইয়া পদ্মা নামে অভিহিত হইয়া
 থাকেন। বিখ্যাত ব্রহ্মলোক হইতে দেব, অসুর
 ও মানুষলোক পর্যন্ত সমস্ত স্থান প্রাণিগণের
 নিকট ত্রিলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্র ও
 আদিত্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং গন্ধ, বর্ণ, রস,
 শব্দ ও স্পর্শগুণে অম্বিত হইয়া যাহা জগৎ শব্দে
 পরিগীত হয়, তাহার নাম লোকপদ্ম; শ্রুতি এই
 জগৎকে পদ্ম বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্ত
 পুরাণে এইরূপ ক্রমই নিশ্চিত। ৮১—৯০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, — শৈলস্থিত সরোবরসমূহ হইতে
 যে সকল পুণ্যসলিলা সুরনদী ও অন্যান্য
 মহাজলৌঘশালিনী নদী নির্গত হইয়াছে, শ্রবণ
 করুন। যিনি আকাশরূপ অস্ত্রোনিধির চন্দ্র নামে
 অভিহিত এবং যিনি সর্বভূতের আধার ও
 দেবগণের সুধাকর, তাহা হইতেই পুণ্যজনশালিনী
 আকাশগামিনী বিমলোদকা নদী প্রবর্ত্তিত হইয়া
 সপ্তম-বায়ু পথে প্রয়াণ করিয়াছে। ঐ নদী
 জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং
 জ্যোতিষ্কগণ কর্তৃক নিষেবিত হইয়া সহস্র সহস্র
 কোটিসংখ্যক তারকা ও নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে
 বিস্তৃত আছে। ইন্দ্রের গজেন্দ্র ঐরাবত আকাশ-
 পথে প্রয়াণ করিয়া উহার জলাভ্যন্তরে ক্রীড়া
 করে। এবং উহার জলরাশি বিকোভিত করিয়া
 দেয়। সিদ্ধগণ বহু সংখ্যক বিমানযোগে নভস্তলে
 উত্থিত হইয়া উহার পুণ্যজল স্পর্শ করিয়া
 থাকেন। ঐ নদী প্রকৃতই মহাপুণ্য জলে পরিপূর্ণ
 মঙ্গলাবহ। ১—৬। সূর্য যেমন প্রতিদিন পরি

পরিবর্ত্যহরহো যথা সূর্যাস্তথৈব সা।।৭
চত্বাযশীতি প্রভতা যোজনানাং সমস্ততঃ।
বেগেন কুব্বতী মেরুং সা প্রযাতা প্রদক্ষিণম্
বিভিধ্যমানা সলিলৈস্তৈজসেনানিলেন চ।
মেরোকুণ্ডরকূটেষু পতিতার্থ চতুর্দ্বপি।।৯
মেরুকূটতটাস্তেভ্য উৎকৃষ্টেভ্যো নিবর্তিতা।
বিকীর্যামণিসলিলা চতুর্দ্বা সংস্ভোদকা।।১০
ষষ্ঠিযোজনসাহস্রং নিরালম্বনমম্বরম্।
নিপপাত মহাভাগা মেরোস্তস্য চতুর্দিশম্।।১১
সা চতুষ্ৰ ভিতশ্চৈব মহাপাদেষু শোভনা।
পুণ্যা মন্দরপূর্বেণ পতিতা হি মহানদী।।১২
পূর্বেণাংশেন দেবানাং লব্বসিদ্ধগণালয়ম্।
সুবর্ণচিত্রকটকং নৈকনির্ব্বরকন্দরম্।।১৩
প্লাবয়ন্তী সশৈলেন্দ্রং মন্দরং চারুকন্দরম্।
বপ্রপ্রতাপশমনৈরনৈকৈঃ স্ফাটিকোদকৈঃ।।১৪

বর্তিত হইয়া তাকেন, ঐ নদীও তেমনি বায়ু
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বহুস্থানে গমনপূর্ব্বক
অহরহঃ পরিবর্তনশীল হয়। ঐ নদী চতুরশীতি
যোজন বিস্তৃত এবং বেগভরে সুমেরুগিরিকেও
প্রদক্ষিণ করিয়া প্রযাত। তেজময় অনিল ও
অন্যান্য সলিল দ্বারা বিদ্যমান হইয়া ঐ নদী
মেরুগিরির উত্তরদিগ্বর্তী চারিটি শৃঙ্গে পতিত
হইতেছে। মেরুর উত্তম উত্তম কূটতটের প্রান্ত
হইতে নিবর্তিত হইয়া উহার জলরাশি চতুর্দিকে
ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ঐ নদী চতুর্দ্বা
বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। মেরুর চতুর্দিকে
ষষ্ঠিসহস্র যোজনব্যাপী নিরালম্ব অম্বরদেশে
মহাভাগা ঐ নদী নিপতিত হইতেছে এবং ঐ
গিরীন্দ্রের বিশাল পাদসমূহের চতুর্দিকে চতুর্দ্বা
প্রবাহিত হইয়া সুন্দরাকারে ধারণ করিয়াছে। ঐ
পুণ্য মহানদী একভাগে মন্দরগিরির পূর্ব্বদিগ্
হইতে পতিত হইয়া শৈলেন্দ্র সুমেরু সহ
সুরসিদ্ধবাস সুবর্ণচিত্রিত নিতম্বশালী নানা
নির্ব্বরপূর্ণ সুন্দর কন্দরময় মন্দরগিরিকে প্লাবিত
করিতেছে এবং উত্তপ্ত গিরিতটভূমির

তথা চৈত্ররথং রমং প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্।
প্রবিষ্টা হৃদ্বরনদী হরুণোদসরোবরম্।।১৫
অরুণোদান্নিরন্তাথ শীতান্তে রম্যনির্ব্বরে।
শৈলে সিদ্ধগণাবাসে নিপপাত সুগামিনী।।১৬
সীতা নাম সহাপুণ্যা নদীনাং প্রবরা নদী।
সা নিকুঞ্জনিরুদ্ধা তু অনেকাভোগগামিনী।।১৭
শীতান্তশিখরাদ্রষ্টা মুকুঞ্জে বরপর্ব্বতে।
নিপপাত মহাভাগা তস্মাদরি সুমঞ্জসম্।।১৮
তস্মান্মাল্যবতং শৈলং ভাবয়ন্তী বরাপগা।
বৈকঙ্কং সমনুপ্রাপ্তা বৈকঙ্কান্মণিপর্ব্বতম্।
মণিপর্ব্বতান্মহাশৈলমৃষভং নৈককন্দরম্।।১৯
এবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
পতিতাথ মহাশৈলে জঠরে সিদ্ধসেবিতৈঃ।।২০
তস্মাদপি মহাশৈলং দেবকূটং তরঙ্গিনী।
তস্য কুক্ষিসমুদ্রান্তা ক্রমেণ পৃথিবীং গতা।।২১

তাপোপশমকারী স্ফটিকাভ জলরাশি দ্বারা রম্য
চৈত্ররথ বন প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিয়া
অরুণোদ সরোবরে মিলিত হইয়াছে। অনন্তর
অরুণোদ সরোবর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সরল
গমনে রম্য নির্ব্বরময় সিদ্ধনিবাস শীতান্তশৈলে
পতিত হইয়াছে। শীতা নামে এক মহাপুণ্যা নদী
আছে। ঐ নদী সকল নদীর শ্রেষ্ঠ। উহা
গিরিনিকুঞ্জে নিরুদ্ধ হইয়া বহু পথে বহুদিকে
প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঐ মহতী নদী
শীতান্ত শৈলের শিখর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিরিবর
মুকুঞ্জে পতিত হয়, পরে তথা হইতে সুমঞ্জ
শৈলে, ঐ স্থান হইতে মাল্যবান্ পর্ব্বতে, তথা
হইতে বৈকঙ্কে, বৈকঙ্ক হইতে মণিশৈলে এবং
মণিশৈল হইতে বহু কন্দরময় মহান বৃষভাচলে
উপনীত হয়। এই রূপে ঐ মহানদী সহস্র সহস্র
পর্ব্বত বিদারিত করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধসেবিত
জঠর নামক মহাশৈলে পতিত হইয়াছে। ৭—
২০। ঐ তরঙ্গিনী তৎপরে সেই জঠরগিরি
হইতেও নির্গত হইয়া মহাগিরি দেবকূটে
গমনপূর্ব্বক তদীয় কুক্ষিদেহ প্লাবিত করতঃ
ক্রমশঃ পৃথিবীতে

সৈবং স্থলীসহস্রাণি শৈলরাজশতানি চ।
 বনানি চ বিচিত্রাণি সরাংসি বিবিধানি চ।।২২
 প্রাবয়ন্তী মহাভাগা বিষ্ণুধ্বজমলোদকা।
 নদীসহস্রানুগতা প্রবৃত্তা চ মহানদী।।২৩
 ভদ্রাশ্বং সুমহাদ্বীপং প্রাবয়ন্তী বরাপগা।
 প্রবিষ্টা হৃগ্ণবং পূর্বং পূর্বে দ্বীপে মহানদী।।২৪
 দক্ষিণেহপি প্রপন্না যা শৈলেস্ত্রে গন্ধমাদনে
 চিত্রেঃ প্রপাতৈবিবিধৈর্নৈকবিষ্ণুলিতোদকা।।
 তদগন্ধমাদনবনং নন্দনং দেবনন্দনম্।
 প্রাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা সা প্রদক্ষিণম্।।২৭
 নাম্না হুলকনন্দেতি সর্বলোকেষু বিখ্যতা।
 প্রবিশত্যন্তরসরো মানসং দেবমানসম্।।
 মানসোচ্ছলবাহুনাং রম্যং বিশিখরং গতা।।
 ত্রিকূটোচ্ছলশিখরাং কলিঙ্গশিখরং গতা।।২৮
 কলিঙ্গশিখরাদ্রষ্টা রুচতে নিপপাত সা।
 রুচকান্নিষধং প্রাপ্তা তাম্রাভং নিষধাদ প।।২৯

পতিত হইয়াছে। এইরূপে ঐ নদী সহস্র সহস্র
 ভূমি, শত শত পর্বতশ্রেষ্ঠ এবং বহু বিচিত্র
 বন, সরোবর প্রাবিত করিয়া বহু বিমল জল
 বহনপূর্বক অন্যান্য সহস্র সহস্র নদীর সহিত
 মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ শ্রেষ্ঠ নদী
 প্রধান প্রধান দ্বীপসহ ভদ্রাশ্ব বর্ষ প্রাবিত করিয়া
 পূর্ব সাগরে মিলিত হইয়াছে। পূর্বদ্বীপে উহা
 মহানদী আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে।
 দক্ষিণদিগবর্তী শৈলশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে যে নদী
 উপস্থিত হইয়াছে, উহা বিবিধ বিচিত্র প্রপাত
 দ্বারা বিমল জল বিকীর্ণ করতঃ গন্ধমাদনগিরির
 দেবনন্দন নন্দনবন প্রদক্ষিণক্রমে প্রাবিত করিয়া
 প্রয়াণ করিয়াছে। ঐ নদীর নাম অলকনন্দা।
 উহা সর্বলোকে প্রসিদ্ধা। ঐ অলকনন্দা প্রথমতঃ
 দেবগণের মনোমোদ মানস সরোবরে প্রবেশ
 করিয়া পরে তথা হইতে রম্য শৈলশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটে,
 ত্রিকূট হইতে কলিঙ্গশিখরে, কলিঙ্গশিখর হইতে
 রুচকাচলে, তথা হইতে নিষধে, নিষধ হইতে
 তাম্রাভ-শিখরে, তথা হইতে শ্বেতোদর শৈলে,

তাম্রাভশিখরাদ্রষ্টা গতা শ্বেতোদরং গিরিম্।
 তাম্রাং সুমূলং শৈলেস্ত্রং বসুধারঞ্চ পর্বতম্।।
 হেমকূটং গতা তাম্রাদেবশৃঙ্গে ততো গতা।
 তাম্রাদগতা মহাশৈলং ততশ্চাপি পিশাচকম্।।
 পিশাচকোচ্ছলবরাং পঞ্চকূটং গতা পুনঃ।
 পঞ্চকূটং কৈলাসং দেবাবাসং শিলোচ্চয়ম্।।
 তস্যকুক্ষিষু বিভ্রান্তা নৈককন্দরসানুযু।
 হিমবত্যন্তমনদী নিপপাতাচলোত্তমে।।৩৩
 সৈবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
 স্থলীশতান্যনেকানি প্রাবয়ন্ত্যাশুগামিনী।।৩৪
 বননাঞ্চ সহস্রাণি কন্দরাণাং শতানি চ।
 প্রাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা দণ্ডোদধিম্।।৩৫
 রম্যা যোজনবিস্তীর্ণা শৈলকুক্ষিষু সংবৃত্তা।
 যা ধূতা দেবদেবেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।।৩৬
 প্রাবনী দ্বিজশার্দূল ঘোরাণামপি পাপ্মনাম্।
 শঙ্করস্যাঙ্গসংস্পর্শান্মহাদেবস্য ধীমতঃ।
 দ্বিগুণং পবিত্রসলিলা সর্বলোকে মহানদী।।৩৭

তথা হইতে শৈলেস্ত্র সুমূল ও বসুধার পর্বতে,
 তথা হইতে হেমকূটে, হেমকূট হইতে দেবশৃঙ্গে
 , তথা হইতে শৈলশ্রেষ্ঠ পিশাচকে, ঐ স্থান
 হইতে পঞ্চকূটে এবং তথা হইতে দেবনিবাস
 কৈলাসশৈলে উপস্থিত হইয়া তদীয় কুক্ষি প্রাবিত
 করত বহু কন্দরময় হিমালয় শৈলে নিপতিত
 হইয়াছে। এইরূপে ঐ মহানদী সহস্র সহস্র শৈল,
 শত শত ভূমি এবং সহস্র সহস্র কানন ও শত
 শত কন্দর প্রাবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত
 হইয়াছে। ২১-৩৫। যে রম্য নদী যোজন
 পরিমাণ আয়ত, শৈলকুক্ষি সংবৃত্ত এবং মহাত্মা
 দেবদেব শঙ্কর কর্তৃক বিধৃত, হে দ্বিজবর! সেই
 মহানদী গঙ্গা ভীষণ পাপাচারীদিগেরও পাবনী
 এবং মহাদেব শঙ্করের অঙ্গসংস্পর্শে দ্বিগুণ
 পবিত্রজলশালিনী হইয়া সর্বলোকে প্রসিদ্ধ
 হইয়াছেন। ঐ নদী হিমালয় শৈল হইতে
 চতুর্দিকে নির্গত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত ও
 ভিন্ন ভিন্ন নামে সহস্র সহস্র নদীরূপে

অনুশৈলং সমস্তাচ্চ নির্গতা বহুভিমুখেঃ।
 অথোহন্যোনাভিধানেন খ্যাতা নদাঃ সহস্রশঃ
 তস্মাদ্ধিমবতো গঙ্গা গতা সা তু মহানদী।
 এবং গঙ্গেতি নাম্না হি প্রকাশ্যে সিদ্ধসেবিতা।।
 ধন্যাস্তে সপ্তমা দেশা যত্র গঙ্গা মহানদী।
 রুদ্রসাধ্যানিলাদিত্যৈর্জুষ্টিতোয়া যশোবতী।।
 মহাপাদং প্রবক্ষ্যামি মেরোরপি হি পশ্চিমম্।
 নানারত্নাকরং পুণ্যং পুণ্যকুণ্ডির্নিষেবিতম্।।৪১
 বিপুলং শৈলরাজ্যং বিপুলোদককন্দরম্।
 নিতম্বকুঞ্জকটকৈর্বিমলৈর্মাণ্ডতোদরম্।।৪২
 অপি যা ত্র্যম্বকস্যৈষা ত্রিদশৈঃ সেবিতোদক।
 বায়ুবেগা গতাভোগা লতেব ভ্রামিতা পুনঃ।।
 মেরুকুটতটাদ্ভ্রষ্টা গ্রহিতৈঃ স্বাদিতোদক।
 বিস্তীর্ণ্যমণিসলিলা নির্মলাংগুকসন্নিভা।।৪৪
 তস্যাকুটেহম্বরনদী সিদ্ধচারণসেবিতা।

বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহানদী নন্দা নামে প্রসিদ্ধ এবং সিদ্ধগণ কর্তৃক নিষেবিত। যে সকল দেশের মধ্য দিয়া রুদ্র, সাধ্য, বায়ু, ও আদিত্য প্রভৃতি দেবগণসেবিত যশস্বিনী গঙ্গা প্রবাহিত, সেই সকল দেশই ধন্য এবং শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে মেরুর পশ্চিম দিকস্থিত সুবিস্তৃত প্রত্যস্ত পর্বতের কথা বলিতেছি, উহা নানা রত্নের আকর, পুণ্যময়, পুণ্যকারীদিগের সেবিত, অতি বিস্তৃত এবং বিপুল কুক্ষি ও কন্দর দ্বারা পরিশোভিত। উহার অভ্যন্তরদেশ নিতম্বস্থিত কুঞ্জ ও বিমল কটক দ্বারা মণ্ডিত। ভগবান্ ত্রিলোচন যাঁহাকে ধারণ করিয়াছেন, ত্রিদশগণ যাঁহার জল ব্যবহার করেন, যিনি বায়ুবৎ বেগশালিনী, বহু দেশপ্রসপিণী ও লতার ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া মেরুগিরির শৃঙ্গতট হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন; যাঁহার জল বহু প্রাণীর আশ্রয়, যিনি নির্মল বস্ত্রসন্নিভ, যাঁহার জল বহু বিস্তৃত, সেই স্বনদী পূর্বোক্ত মেরুকুটে সিদ্ধচারণগণ কর্তৃক নিষেবিত হইয়া প্রদক্ষিণক্রমে প্রবাহিত ও শৈলসানুর মধ্য দিয়া গমঃপূর্বক দেবভ্রাজ বনে পতিত হইতেছেন।

প্রদক্ষিণমথাবৃত্ত্য পতিতা সানুগামিনী।।৪৫
 দেবভ্রাজং মহাভ্রাজং সর্বভ্রাজং মহাবনম্।
 প্রাবয়ন্তী মহাভাগা নানাপুষ্পফলোদক।।৪৬
 প্রদক্ষিণং প্রকুব্বাণা নানাবনবিভূষিতা।
 প্রবিষ্টা পশ্চিমসরঃ সিতোদং বিমলোদকম্।।৪৭
 সা সিতোদাধিনিষ্ঠান্তা সুপক্ষং পর্বতং গতা।
 সুপক্ষতন্ত পুণ্যোদান্ততো দেবর্ষিসেবিতা।।৪৮
 সুপক্ষকূটতটগা তস্মাচ্চ সংশিতোদক।
 নিপপাত মহাভাগা রমণ্যং শিখিপর্বতম্।।৪৯
 শিখেশ্চ পর্বতাং কক্ষং কক্ষাং বৈদূর্য্যপর্বতম্
 বৈদূর্য্যং কপিলং শৈলং তস্মাচ্চ গঙ্গমাদনম্।।
 তস্মাদিগরিবরাং প্রাপ্তা পিঞ্জরং বরপর্বতম্।
 পিঞ্জরাং সরসো যাতা তস্মাচ্চ কুমুদাচলম্।।৫১
 মধুমন্তং জনৈষ্যেব মুকুটঞ্চ শিলোচ্চয়ম্।
 মুকুটোচ্ছলশিখরাং কৃষ্ণা যাতা মহাগিরিম্।।
 কৃষ্ণাচ্ছ্যেতং মহাশৈলং মহানগ্নিষেবিতম্।
 শ্বেতাং সহস্রশিখরং শৈলেন্দ্রং পতিতা পুনঃ।।

নানা পুষ্প-ফলযুক্ত জলশালিনী ঐ মহাভাগা নদী ক্রমে দেবভ্রাজ, মহাভ্রাজ ও সর্বভ্রাজ প্রভৃতি মহাবন সকল প্রদক্ষিণক্রমে প্রাবিত করিয়া নানা বন বিলোড়নপূর্বক পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী বিমলজল শীতোদ সরোবরে মিলিত হইয়াছে। অনন্তর তথা হইতে নিষ্ঠান্ত হইয়া সুপক্ষ শৈলে, তথা হইতে পুণ্যোদ সরোবরে এবং তথা হইতে পুনরায় সুপক্ষশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক সেবিত ও পরে সে স্থান হইতে সুরম্য শিখী পর্বতে পতিত হইয়াছে। ৩৬— ৪৯। শিখী পর্বত হইতে ক্রমে কক্ষ, কক্ষ হইতে বৈদূর্য্য, তথা হইতে কপিলে, কপিল হইতে গঙ্গমাদনে, তথা হইতে পিঞ্জরাচলে, পিঞ্জরাচল হইতে পিঞ্জরাখ্য সরোবরে, তথা হইতে কুমুদাচলে, তথা হইতে মধুমান্ ও মুকুটাচলে, মুকুটায় শৈলশিখর হইতে কৃষ্ণাখ্য মহাপর্বতে, কৃষ্ণ হইতে মহানাগ-নিষেবিত শ্বেত মহাশৈলে এবং শ্বেত শৈল হইতে শৈলেন্দ্র

অনেকাভিঃ শ্রবস্তীভিরাপ্যায়িতজলা শিবা ।।
 এবং শৈলসহস্রাণি সাদয়ন্তী মহানদী ।
 পারিজাতো মহাশৈলো নিপপাতাশু গামিনী ।।৫৪
 অনেকনির্বরনদী-গুহাসানুষু রাজতে ।
 তন্য কুক্ষিধনেকাসু ভ্রান্ততোয়া তরঙ্গিনী ।।
 ব্যাহন্যমানসংবেগা গণ্ডশৈলৈরনেকশঃ ।
 সংবিদ্যমানসলিলা গতা চ ধরণীতলে ।।৫৬
 কেতুমালং মহাদ্বীপং নানাম্লেচ্ছগণৈর্যুতম্ ।
 প্রাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা পশ্চিমার্গবম্ ।।৫৭
 সুবর্ণচিত্রপার্শ্বে তু সুপার্শ্বেহপ্যুত্তরে গিরৌ ।
 মেরুশিখরমহাপাদে মহাসঙ্কনিষেবিতো ।।৫৮
 মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা ।
 অনেকভোগবজ্রদী ক্ষিপ্যমাণা নভস্তলে ।।৫৯
 ষষ্টিযোজনসাহস্রে নিরালম্বেষুত্বরে শুভে ।
 বিকীর্যমাণা মালের নিপপাত মহানদী ।।৬০

এবং কূটতটেভ্রষ্টা নৈকৈর্দেবর্ষিসেবিতৈঃ ।
 বিকীর্যমাণসলিলা নৈকপুষ্পোড়ুপোৎকচা ।।৬১
 নানারত্নবনোদ্দেশমরণ্যং সবিতূর্বনম্ ।
 মহাবনং মহাভাগা প্রাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্ ।।৬২
 সরোবরং মহাপুণ্যং মহাভাগনিষেবিতম্ ।
 তত্রাবিবেশ কল্যাণী মহাভদ্রং সিতোদকা ।।৬৩
 ভদ্রসোমেতি নাম্না হি মহাপারা মহাজবা ।
 মহানদী মহাপুণ্যা মহাভদ্রবিনির্গতা ।।৬৪
 নৈকনির্বরবপ্রাঢ়া শঙ্কুকূটতটে তু সা ।
 তত্র কূটে গিরিতটে নিপপাতাশুভগামিনী ।।
 শঙ্কুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পপাত বৃষপর্বতম্ ।
 বৃষপর্বতাংসগিরিং নাগশৈলং ততো গতা
 তন্মালীলং নগশ্রেষ্ঠং সম্ভ্রান্তা বর্ষপর্বতম্ ।
 নীলাং কপিঞ্জলকৈব ইন্দ্রনীলঞ্চ নিম্নগা ।।৬৭
 ততঃ পরং মহানীলং হেমশৃঙ্গঞ্চ সা যযৌ ।

সহস্রশিখরে পতিত হইয়াছে। অন্যান্য বহু প্রস্রবণ
 ঐ মহানদীর জল বর্ধিত করিয়াছে। এইরূপে
 ঐ আশুগামিনী মহানদী শৈলসহস্র বিদারিত
 করিয়া পারিজাতাখ্য মহাশৈলে পতিত হইয়াছে।
 ঐ মহাগিরির গুহা এবং সানুমধ্যে বহু
 নির্ঝরাকারে পরিণত হইয়া পূর্বোক্ত তরঙ্গিনী
 উহার কুক্ষি মধ্য প্রাবিত করত বহুসংখ্যক
 গণ্ডশৈল দ্বারা জলবেগ ব্যাহত হওয়ায় বহু
 বিভিন্ন পথে ধরণীতলে গমন করিয়াছে এবং
 নানা ম্লেচ্ছ-পরিপূর্ণ মহাদ্বীপ কেতুমাল বর্ষ
 প্রাবিত করিয়া পশ্চিমার্গবে মিলিত হইয়াছে।
 পবনান্দোলিত জলশালিনী পূর্বোক্ত মহানদী
 হেমকূটতটে হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মেরুগিরির
 উত্তরদিগ্‌বর্তী সুবর্ণচিত্রিত সুপার্শ্ববিশিষ্ট বিশাল
 বিচিত্র বহুপ্রাণিসঙ্কুল পাদদেশে পতিত হইতেছে।
 ঐ নদী যখন পবন কর্তৃক নভস্তলে নিক্ষিপ্ত
 হইয়া বহু বিস্তৃতাকারে বক্রভাবে প্রবাহিত হয়,
 তখন উহার আধার-স্থান নিরালম্ব অঙ্গরের ষষ্টি
 সহস্র যোজন প্রদেশ ব্যাপিয়া ঐ মহানদী মালার

ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে
 দেব-ঋষিসেবিত বহুল কূটতট হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়
 উহার জলরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং
 বিবিধ পুষ্পের ভেলা বহন করিয়া নানারত্নময়
 দেশ, অরণ্য, সবিতূর্বন ও অন্যান্য মহাবন
 প্রদক্ষিণক্রমে প্রাবিত করত ঐ কল্যাণী শুভ্র
 জলশালিনী প্রস্রবণী মহাভদ্র নামক এক
 মহাসরোবরে মিলিত হইয়াছে। ঐ সরোবর
 মহাপুণ্য এবং মহাভাগ সাধুগণ কর্তৃক নিষেবিত।
 ঐ মহাভদ্র সরোবর হইতে নির্গত হইয়া অনন্তর
 সেই মহাপুণ্যা মহানদী ভদ্রসোমা নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে। এই ভদ্রসোমা বহুবিস্তৃত ও অত্যন্ত
 বেগবতা। এই নদী বহু নির্ঝর ও বপ্র সহ মিলিত
 হইয়া পবেক্ষিত্রগমনে শঙ্কুকূটাখ্য গিরিতটে নিপতিত
 হইয়াছে। ৫০—৬৫। অনন্তর ঐ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট
 হইয়া বৃষ পর্বতে, তথা হইতে বৎস পর্বতে, তথা
 হইতে নাগশৈলে, তথা হইতে নগশ্রেষ্ঠ বর্ষপর্বত
 নীলাচলে, নীলাচল হইতে কপিঞ্জলে, তথা হইতে
 ইন্দ্রনীলে, সেই স্থান হইতে পরে নিম্নদিগ্‌ দিয়া

হেমশৃঙ্গাদগতা শ্বেতং শ্বেতাচ্চ সুনগং যযৌ ॥
 সুনগাচ্ছতশৃঙ্গঞ্চ সম্প্রাপ্তা সা মহানদী।
 শতশৃঙ্গান্মহাশৈলং পুঙ্করং পুষ্পমণ্ডিতম্ ॥৬৯
 পুঙ্করাচ্চ মহাশৈলং দ্বিরাজং সুমহাবলম্।
 বরাহপর্বতং তস্মান্ময়ূরঞ্চ শিলোচ্চয়ম্ ॥৭০
 ময়ূরাচ্চৈকশিখরং কন্দরোদরমণ্ডিতম্।
 জারুধিং শৈলশিখরং নিপপাতাশুগামিনী ॥৭১
 এবং গিরিসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
 ত্রিশৃঙ্গং শৃঙ্গকলিলং মর্যাদাপর্বতং গতা ॥৭২
 ত্রিশৃঙ্গতটবিভ্রষ্টা মহাভাগনিষেবিতা।
 মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা ॥৭৩
 বীরুধং পর্বতবরং পপাত বিমলোদকা।
 প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা পশ্চিমার্গবম্ ॥৭৪
 সুবর্ণভূবি পার্শ্বে তু সুপার্শ্বেহক্ষ্যন্তরে গিরৌ
 মেরোশ্চিত্রে মহাপাদে মহাসঙ্কনিষেবিতো ॥৭৫
 কন্দরোদরবিভ্রষ্টা তস্মাদপি তরঙ্গিনী।

মহানীল ও হেমশৃঙ্গে; হেমশৃঙ্গ হইতে শ্বেতাচলে,
 তথা হইতে সুনগশৈলে, তথা হইতে শতশৃঙ্গে
 শতশৃঙ্গ হইতে পুষ্পমণ্ডিত মহাশৈল পুঙ্করে,
 পুঙ্কর হইতে মহাগিরি বরাহপর্বতে, বরাহ পর্বত
 হইতে ময়ূরাখ্য শিলোচ্চয়ে এবং ঐ ময়ূরাচল
 হইতে এক শিখরশালী বহু কন্দরোদর-মণ্ডিত
 জারুধি নামক শৈলশিখরে ক্ষিপ্ৰগমনে নিপতিত
 হইয়াছে। এইরূপে এই মহানদী সহস্র সহস্র পর্বত
 বিদীর্ণ করিয়া ত্রিশৃঙ্গনামক শৃঙ্গময় মর্যাদা-
 পর্বতে উপনীত হইয়াছে। অনন্তর ঐ মহাভাগা
 নদী ঐ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট এবং পবনবেগে
 হেমকূট-তট হইতে বিচ্যুত হইয়া বিমল জল
 ধারণপূর্বক বীরুধ পর্বতে পতিত হয় ও তত্রত্য
 সমস্ত প্রদেশ প্লাবিত করিয়া পশ্চিমার্গবে মিলিত
 হয় এবং মহানদী মেরুর উত্তর দিকস্থিত সুপার্শ্ব
 নামক সুবর্ণময় নানা প্রাণিসঙ্কুল বিচিত্র বিশাল
 পাদদেশে বহুবিস্তৃতভাবে পতিত হয়। অনন্তর
 কন্দরোদর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথা হইতে

নৈকভোগা পপাতোকীং
 চিত্রপুষ্পোড়ুপোৎকচা
 প্লাবয়ন্তী প্রমুদিতা উত্তরান্ সা কুরান শিবা।
 মহাদ্বীপস্য মধ্যেন প্রযাতা সৌভাগ্যবম্ ॥৭৭
 এবং তাস্মৈ মহানদ্যশ্চতস্রো বিমলোদকাঃ।
 মহাগিরিতটভ্রষ্টাঃ সম্প্রযাতাশ্চতুর্দিশম্ ॥৭৮
 তৎসেয়ং কথিতপ্রায়া পৃথিবী বহুবিস্তরা।
 মেরুশৈলমহাকীর্ণবিশিষ্ট সর্বতোদিশম্ ॥৭৯
 চতুর্মহাদ্বীপবতী চতুরোদ্রীড়কাননা।
 চতুষ্কেতুমহাবৃক্ষা চতুর্বরসরস্বতী ॥৮০
 চতুর্মহাশৈলবতী চতুরোরগসংশ্রয়া।
 অষ্টোত্তরমহাশৈলা তথাষ্টবরপর্বতা ॥৮১

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন-
 বিন্যাসো নাম দ্বিচত্বারিংশো-
 হধ্যায়ঃ ॥৪২॥

বিচিত্র পুষ্পপুঞ্জের ভেলা বহনপূর্বক পৃথিবীর
 অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে এবং উত্তরকুরু
 দেশ প্লাবিত করিয়া মহাদ্বীপের মধ্য দিয়া উত্তর
 সাগরে মিলিত হইয়াছে। এইরূপে চারিটি বিমল
 জলশালিনী মহানদী মহাগিরিতট হইতে পরিভ্রষ্ট
 হইয়া চতুর্দিকে প্রয়াণ করিয়াছে। এইরূপে এই
 বহু বিস্তৃত পৃথিবীর কথা প্রায় কথিত হইল।
 এই পৃথিবী মেরু প্রভৃতি মহাশৈল দ্বারা সর্বদিকে
 সমাকীর্ণ, চারিটি প্রধানদ্বীপে অস্থিত, চারিটি
 ক্রীড়া-কাননে পরিশোভিত, চারিটি কেতুস্বরূপ
 মহাবৃক্ষে ভূষিত, চারিটি মহা-সরোবরে সমস্থিত,
 চারিটি মহাশৈলে পরিবৃত, চারিটি মহোরগে
 আশ্রিত, এবং আটটি মহাশৈলে পরিব্যাপ্ত।
 ৬৬—৮১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়।

সূত উবাচ।

গন্ধমাদনপার্শ্বে তু স্মৃতা চোপরি গণ্ডিকা।
 দ্বাত্রিংশং সহস্রাণি যোজনৈঃ পূর্বপশ্চিমা।
 অস্য়ায়াম্ চতুঃস্রিংশং সহস্রাণি প্রমাণতঃ।
 তত্র তে শুভকৰ্মণঃ কেতুমাল্যঃ পরিক্রতাঃ।।২
 তত্র কলা নরাঃ সৰ্ব্বমহাসত্ত্ব মহাবলাঃ।
 দ্বিশ্চৈতৎপলপত্রাভাঃ সৰ্ব্বান্তঃ প্রিয়দৰ্শনাঃ।।
 তত্র দিব্যো মহাবৃক্ষঃ পনসঃ বড়রসাশ্রয়ঃ।
 ইন্দ্রো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ কামচরী মনোজবঃ।
 তস্য পীত্বা ফলরসং জীবন্তি হি সমায়ুতম্।।৪
 পার্শ্বে মাল্যবতশ্চাপি পূৰ্বে পূৰ্বা তু গণ্ডিকা।
 আয়ামতোহথ বিস্তারদ্যথৈবাপরগণ্ডিকা।।৫
 ভদ্রাশ্বান্ত্র বিজ্ঞেয়া নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
 ভদ্রং শালবনং তত্র কলাশ্চ মহাদ্রমাঃ।।৬

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—গন্ধমাদন-গিরির পার্শ্বে এক সুবিস্তৃত গণ্ডিকা আছে। উহার বিস্তার দ্বাত্রিংশং সহস্র যোজন এবং উহা পূর্ব-পশ্চিম দিকে আয়ত। উহার আয়াম-প্রমাণ চতুঃস্রিংশং সহস্র যোজন। ঐ স্থানে শুভ কর্মকারী কেতুমালবর্ষবাসীরা বাস করে। ঐ স্থানের অধিবাসী নরগণ কৃষ্ণবর্ণ, মহাবীৰ্য্য ও মহাবল। তথাকার স্ত্রীজাতির বর্ণ পদ্মপত্রনিভ এবং সকলেই প্রিয়দর্শন। ঐ স্থানে পনস নামে এক বড়রসময় দিব্য মহাবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ কামচরী, মনোজব এবং ব্রহ্মার পুত্রস্থানীয়। পূর্বোক্ত গণ্ডিকাবাসী নর-নারীগণ উহার ফল-রস পান করিয়া অযুত বর্ষ জীবন ধারণ করে। মাল্যবান্ গিরির পূর্বপার্শ্বে এক গণ্ডিকা আছে। উহা পূর্বগণ্ডিকা নামে বিখ্যাত। আয়ামে এবং বিস্তারে ঐ গণ্ডিকা পূর্বোক্ত শিলারই অনুরূপ। ভদ্রাশ্বাবাসী জনগণ তথায় নিত্য মুদিতমনে বাস করে। ঐ স্থানে ভদ্র নামে এক শালবন

তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসত্ত্ব মহাবলাঃ।
 দ্বিঃ কুমুদবর্ণাভাঃ সুদৰ্শ্যঃ প্রিয়দৰ্শনাঃ।।৭
 চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
 চন্দ্রশীতলাগাত্রাশ্চ দ্বিশ্চৈতৎপলগণ্ডিকাঃ।।৮
 দশ বর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুর্নিরাময়ম্।
 কলাশস্য রসং পীত্বা সৰ্বদা স্থিরযৌবনাঃ।।৯
 স্বয়ং উচুঃ।

প্রমাণং বর্ষমায়ুশ্চ যথাতথ্যেন কীর্তিতম্।
 চতুর্গামপি দ্বীপানাং সমাসন্ন তু বিস্তরাৎ।।১০

সূত উবাচ।

ভদ্রাশ্বানাং যথা চিহ্নং কীর্তিতং কীর্তিবর্ধনাঃ
 তচ্ছূদ্রং তু বর্ধনেন পূর্বসিদ্ধৈরদাহতম্।।
 দেবকুটস্য সর্বস্য প্রথিতসোহ যৎপরম্।
 পূর্বের্ণ দিকু সর্বাসু যথাবচ্চ প্রকীর্তিতম্।।
 কুলাচলানাং পঞ্চানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।

আছে। সে বনের বিশাল দ্রুমরাজি কালান্ত্র নামে বিখ্যাত। তথায় যে সকল পুরুষ আছে, তাহারা শ্বেতবর্ণ, মহাসত্ত্ব ও মহাবল। স্ত্রী-লোকের, সকলেই প্রিয়দর্শন এবং তাহাদের বর্ণ কুমুদবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ স্ত্রীজাতি উৎপল-গন্ধিনী, চন্দ্রের ন্যায় শীতলাঙ্গী, পূর্ণেন্দুর ন্যায় মুখশ্রীধারিণী, এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও বর্ণ-শালিনী। তথাকার নর-নারীগণ কালান্ত্রফলের রস পান করিয়া সর্বদা স্থিরযৌবন-সম্পন্ন এবং উহাদের আয়ুষ্কাল দশ সহস্র বর্ষ। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত। তুমি চতুর্দ্বীপবাসীদিগের প্রমাণ, বর্ণ ও জীবিতকাল সংক্ষেপতঃ যথা-যথ কীর্তন করিয়াছ, কিন্তু বিস্তৃতরূপে তাহা তুমি নির্দেশ কর নাই। ১—১০। সূত বলিলেন,—হে কীর্তিশালিগণ! ভদ্রাশ্ব সম্বন্ধে যে রূপ চিহ্ন কীর্তিত হইয়াছে, পূর্বতন সিদ্ধ-গণের নির্দেশ অনুসারে আমি তাহা সম্পূর্ণরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধ দেবকুট-গিরির পর সমস্ত দিকে যে পাঁচটি কুলাচল, যে সকল নদী ও বিশেষতঃ যে সকল জনপদ

তথা জনপদানাঞ্চ যথা দৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥১৩
সৈবালো বর্ণমালাগ্রঃ কোরঞ্জচালোক্তম্।
শ্বেতবর্ণশ্চ নীলশ্চ পৈত্বেতে কুলপৰ্বতাঃ ॥১৪
তেষাং প্রসূতিরন্যেহপি পৰ্বতা বহুবিস্তরাঃ।
কোটি কোটিঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয়াঃ শতশোহথ

সহস্রাঃ ॥১৫

তৈবিমিশ্রা জনপদা নানাসঙ্কসমাকুলাঃ।
নানাপ্রবরজাতিয়াস্তু নেকৃপপালিতাঃ ॥১৬
নামধেয়ৈশ্চ বিক্রান্তৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পুরুষযৈঃ।
অধ্যাসিতা জনপদাঃ কীৰ্ত্তনীয়াশ্চ শোভিতাঃ
তেষাং তু নামধেয়ানি রষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
গির্যন্তরন্যবিষ্টানি সমেমুবিষমেবুচ ॥১৮
তথা সুমঙ্গলাঃ শুদ্ধাশ্চন্দ্রকান্তঃ সুনন্দনাঃ।
ব্রজব নীলমৌলেয়াঃ সৌবীরা বিজয়ঙ্কলাঃ ॥
মহাঙ্কলাঃ সুকামাশ্চ মহাকেশাঃ সুমুর্দ্ধজাঃ।
বাতরংহাঃ সোপাসঙ্গাঃ পরিবায়াঃ পরাচবঃ ॥

অবস্থিত, সে সমুদয় আমি যেমন দেখিয়াছি,
যেমন শুনিয়াছি, যথায়থ কীর্ত্তন করিয়াছি।
শৈবাল, বর্ণ, মালাগ্র, কোরঞ্জ, শ্বেত, ও নীলাচল,
এই পাঁচটি কুলপৰ্বত। এই সকল পৰ্বতের
প্রসূতিস্থানীয় আরও কোটি কোটি, সহস্র সহস্র,
শত শত বহু বিস্তৃত পৰ্বত প্রথিত আছে। এই
সকল পৰ্বতে মিশ্রিত হইয়া কত যে জনপদ
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই
সকল জনপদ নানা প্রাণীর আশ্রয়ীভূত, নানাকারে
বিভক্ত ও নানা নরপতি কর্তৃক পরিপালিত।
কত সুগৃহীতনামা বল-বিক্রমশালী শ্রীমান্ পুরুষ-
পুঙ্গবেরা ঐ সকল জনপদে বাস করিতেছেন।
তাঁহাদের বাস নিবন্ধন ঐ জনপদ-সমূহ সুশোভিত
ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল জনপদ
ও গিরিমধ্যবর্তী নতোন্নত স্থান-সন্নিবিষ্ট নানাবিধ
রাষ্ট্রসমূহের নামনিচয় ব্যক্ত করিতেছি-যথা; সুমঙ্গ
ল, শুদ্ধ, চন্দ্রকান্ত, সুনন্দন, ব্রজক, নীলমৌলেয়,
সৌবীর, বিজয়ঙ্কল, মহাঙ্কল, সুকাম, মহাকেশ,

সম্ভবজ্ঞা মহানেত্রাঃ সৈবালান্তনপাশ্চা।
কুমুদাঃ শাকমুগ্ধাশ্চ উরুসঙ্কীর্ণভৌমবঃ ॥২১
সোদক বৎসকশ্চৈব বারাহ হারবামবঃ।
শঙ্কখ্যা ভাবিমদ্রাশ্চ উত্তরা হৈমভৌমবঃ ॥
কৃষ্ণভৌমাঃ সুভৌমাশ্চ মহাভৌমাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ
এতে চান্যে চ বিখ্যাতা নানাজনপদা ময়া ॥২৩
তেপি বস্তি মহাপুণ্যা মহাগঙ্গা মহানদীম্।
আদৌ দ্রৈলোক্যবিখ্যাতা শীতা শীতান্ববাহিনী
তথা চ হংসবসতির্মহাচক্রা চ নিম্নগা।
চক্রা বজ্রা চ কাঞ্চী চ সুরসা চাপগোক্তমা।
শাখাবতী চৈন্দ্রনদী মেঘা অঙ্গারবাহিনী।
কাবেরী হরিতোয়া চ সোমাবর্ত শতহ্রদা ॥
বনমালা বসুমতী পম্পা পম্পাবতী শুভা।
সুবর্ণা পঞ্চবর্ণা চ তথা পুণ্যা বপুশ্বতী ॥২৭
মণিবত্রী সুবত্রী চ ব্রহ্মভাগা শিলাশিনী।
কৃষ্ণতোয়া চ পুণ্যোদা তথা নাগপদী শুভা

সুমুর্দ্ধজ, বাতরংহ, সোপাসঙ্গ পরিবার, পরাচক,
সম্ভবজ্ঞ, মহানেত্র, শৈবাল, স্তনপ, কুমুদ,
শাকমুগ, পুরুসঙ্কীর্ণ, ভৌমক, সোদক, বৎসক,
বারাহ, হারবাহক, শঙ্ক, ভাবিমদ্র, উত্তর,
হৈমভৌম, কৃষ্ণভৌম ও মহাভৌম। এই সকল
এবং অন্যান্য আরও বহুবিধ বহু জনপদ ও
রাষ্ট্র বিখ্যাত। ঐ সকল জনপদবাসী নরনারীগণ
মহাপুণ্যা, মহানদী, মহাগঙ্গার জল পান করে।
এই মহা-গঙ্গা অগ্রে শীতান্ববাহিনী শীতা নামে
বিশ্ববিস্তৃত ছিলেন। এই মহাগঙ্গার ন্যায় আরও
বহু নদী ঐ জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।
১১—২৪। তাহাদের নাম-যথা; হংসবসতি,
মহাচক্রা, চক্রা, বজ্রা, কাঞ্চী, সুরসা, শাখাবতী,
ইন্দ্রনদী, মেঘা, অঙ্গারবাহিনী, কাবেরী, হরিতোয়া,
সোমাবর্তা, শতহ্রদা, বনমালা, বসুমতী, পম্পা,
পম্পাবতী, সুবর্ণা, পঞ্চবর্ণা, বপুশ্বতী, মণিবত্রী,
সুবত্রা, ব্রহ্মভাগা, শিলাসিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যোদা,
নাগপদী, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষারোদা,

শৈবালিনী মণিষ্ঠা ক্ষাবোদা চরুণাবতী ।
 তথা বিষ্ণুপদী চৈব মহাপুণ্যা মহানদী ॥২৯
 হিরণ্যবাহিনী নীলা স্কন্দমালা সুরবতী ।
 ক্রমোদা চ পতাকা চ বেতালী চ মহানদী ॥
 এতা গঙ্গা মহানদ্যো নায়িকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 ক্ষুদ্রনদ্যন্তসংখ্যাতঃ শতশোহতসহস্রাঃ ॥৩১
 পূর্বদ্বীপস্য বাহিন্যঃ পুণ্যবতী চ কীর্তিতাঃ ।
 কীর্তনেনাপি চৈতাসাং পুতঃ স্যাদিতি মে মতিঃ
 সমৃদ্ধরাষ্ট্রং স্বীকৃত্য নানা জনপদাকুলম্ ।
 নানা বৃক্ষবনোদ্দেশং নানানগসু বোদ্ধিতম্ ॥৩৩
 নরনারীগণাকীর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্ ।
 বহুখান্যবনোপেতং নানানৃপতিপালিতম্ ।
 উপেতং কীর্তনশীতেনানারতাকরাকরম্ ॥৩৪
 তস্মিন্ দেশে সমাখ্যাত হেমপদ্মদলপ্রভাঃ ।
 মহাবয়রা মহাবীৰ্যাঃ পুরুষাঃ পুরুষৰ্ভভাঃ ॥৩৫

অরুণাবতী, বিষ্ণুপদী, মহাপুণ্যা মহানদী, হিরণ্যবাহিনী, নীলা, স্কন্দমালা, সুরবতী, বাসোদা, পতাকা, ও মহানদী বেতালী। এই সমস্ত নদী পুণ্যতোয়া ও শ্রেষ্ঠা। ইহারা সকলেই গঙ্গার ন্যায় মহানদী এবং অন্যান্য নদীর নায়িকা বলিয়া কীর্তিতা। এতদ্ব্যতীত আরও শত সহস্র অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী আছে; ঐ সকল নদী পূর্বদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উহারা সকলেই পুণ্যতম। আমি মনে করি, মানব ঐ সকল নদীর নাম কীর্তনেও পুত হইয়া থাকে। ভদ্রাশ্ববর্ষের রাষ্ট্র সকল সুসমৃদ্ধ, স্বীকৃত, নানা জনপদে পরিব্যাপ্ত, নানা বৃক্ষবনে বেষ্টিত, নানা নগনিচয়ে অস্থিত, নানা নরনারীগণের আকীর্ণ, সর্বদাই প্রমোদিত এবং সর্বদাই মঙ্গলাবহ। তথায় আরও বহু বন আছে। ভিন্ন ভিন্ন নরপতি ঐ বর্ষের বিভিন্ন স্থান পালন করেন। উহা নানাবিধ ধনরত্নের আকর। ঐ দেশে যে সকল পুরুষপুঙ্গব বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মহাকায় ও মহাবীৰ্য্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদের আকৃতি হৈম পদ্মদলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ঐ দেশস্থ মহাভাগ্যশালী প্রজাগণ

সম্ভাষণে দর্শনঞ্চ সমস্তানোপসেবনম্ ।
 দেবৈঃ সহ মহাভাগাঃ কুর্ষতে তত্র বৈ প্রজাঃ
 দশ বর্ষসহস্রাণি তেষামাঙ্ক প্রকীর্তিতম্ ।
 ধর্মাধর্মবিশেষচ ন ত্বেষ্টি মহাশ্বসু ।
 অহিংসা সত্যবাক্যঞ্চ প্রকৃত্যেব হি বর্জ্যতে ॥
 তে ভক্ত্যা শঙ্করং দেবং গৌরীং পরমবৈষ্ণবীম্
 ইজ্যাপূজানমস্কারাংস্তত্যাং নিত্যং প্রযুক্ততে ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভূবনবিন্যাসো
 নাম ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

নিসর্গএষবিখ্যাতো ভদ্রাশ্বানাং যথার্থবৎ ।
 শৃঙ্গম্বং কেতুমালানাং বিস্ত্রকো প্রকীর্তনম্ ॥১
 নিষধস্যচলেন্দ্রস্য পশ্চিমস্য মহাশ্বনঃ ।
 পশ্চিমেণ হি যন্তত্র দিক্‌সু সর্বাসু কীর্তিতম্ ॥২

দেবগণসহ দর্শন, সম্ভাষণ ও তুল্য স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আয়ুষ্কাল দশ সহস্র বৎসর। তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহাদের মধ্যে ধর্মাধর্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই। অহিংসা এবং সত্য বাক্য তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। তাঁহারা ভক্তিপূর্বক নিত্য নিত্য দেবদেব শঙ্কর ও পরম বৈষ্ণবী গৌরী দেবীকে পূজা ও নমস্কারাদি করিয়া থাকেন। ২৫-৩৮।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—ভদ্রাশ্ববাসীদিগের স্বাভাবিক বিবরণ এই আমি যথাবৎ কীর্তন করিলাম; এক্ষণে কেতুমাল বর্ষের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন। পশ্চিম দিগ্বর্তী অচলেন্দ্র নিষধের পশ্চিমদিক্‌সমূহে যে সপ্ত কুলাচল, যে সকল নদী এবং বিশেষতঃ যে সকল জনপদের বিষয়

কুলাচলানাং সপ্তানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ ।
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরঃ শ্রোতুমহতঃ । ৩
বিশালঃ কঞ্চলঃ কৃষ্ণঃ জয়ন্তে হরিপর্বতঃ ।
অশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতঃ । ৪
তেষাং প্রসূতিরন্যেহপি পর্বতা বহুবিস্তরাঃ ।
কোটিবোটিভ্যঃ জ্ঞেয়াঃ শতশোহতঃ সহস্রাঃ
তৈবিমিশ্রা জনপদা নানাজাতিসমাবুলাঃ ।
নানাপ্রকারবিজ্ঞেয়াস্তনকনুপপালিতাঃ । ৬
তে নামধেয়ৈর্বিক্রান্তৈর্বিবিধৈঃ প্রথিতা ভূবি ।
অধ্যাসিতা জনপদৈঃ কীর্ত্তনৈশ্চ বিভূষিতাঃ ।।
তেষাং সমামধেয়ানি রাষ্ট্রানি বিবিধানি চ ।
গির্যন্তরনিবিষ্টানি সমেবু বিষমেষু চ । ৮
যথেষু কথিতাঃ পৌরাণোমনুষ্যকপোতকঃ ।
তৎসুখা ভ্রমরা যুথা মাহেয়াচলকুটকঃ । ৯
সুমৌলাঃ স্তাবকঃ ক্রৌঞ্চঃ কৃষ্ণগমণিপুঞ্জকঃ
কূটকঞ্চলমৌষীয়াঃ সমুদ্রান্তরকুত্থা ।। ১০

করন্তবাঃ কুচাঃ শ্বেতাঃ সুবর্ণকটকঃ শুভাঃ ।
শ্বেতাঙ্গাঃ কৃষ্ণপাদাশ্চ বিহাঃ কপিলকর্ণিকাঃ ।
অত্যাकरालগোজ্বলা হৌণানা বনপাতকঃ ।
মহিবাঃ কুমুদাভাশ্চ করবাটাঃ সহোৎকচাঃ ।। ১২
শুনকাসা মহানাঙ্গা বনাসগজভূমিকঃ ।
করঞ্জমঞ্জমা বাহাঃ কিঙ্কিণীপাণ্ডুভূমিকঃ ।। ১৩
কুবেরা ধুমজা জঙ্গা বঙ্গা রাজীবকোকিলঃ ।
বাচঙ্গাশ্চ মহাঙ্গাশ্চ সধৌবেরাঃ সুরেচকঃ ।। ১৪
পিত্তলাঃ কাচলাশ্চৈব শ্রবণা মন্তকশিকঃ ।
গোদাবা বকুলা বাঙ্গা বঙ্গকামোদকঃ কলাঃ ।।
তে পি বস্তি মহাভাগাঃ প্রথমাস্ত মহানদীম্ ।
সুবপ্রাং পুণ্যসলিলাং মহানাগনিবেবিতাম্ ।।
কঞ্চলাং তামসীং শ্যামাং সুমেধাং বকুলাং নদীম্
বিকীর্ণাং শিখিমলাঞ্চ তথা দর্ভবতীমপি ।। ১৭
ভদ্রানদীং শুকনদীং পলাশাঞ্চ মহানদীম্ ।
ভীমাং প্রভঞ্জনাং কাঞ্চীং পুণ্যবৈষ্ণব কুশাবতীম্
দক্ষাং শাকবতীঞ্চৈব পুণ্যোদাঞ্চ মহানদীম্ ।

উল্লিখিত আছে, এক্ষণে তৎসমস্ত বিস্তৃতরূপে
শ্রবণ করুন। ঐ কুলাচলসমূহের নাম—যথা;
বিশাল, কঞ্চল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরিপর্বত, অশোক
ও বর্দ্ধমান। এই সকল কুলাচলের প্রসূতি স্থানীয়
অন্য আরও কোটি কোটি, সহস্র সহস্র, শত
শত, বহুবিস্তৃত পর্বত প্রথিত আছে। সেই
সকল পর্বতের মিশ্রণে কত যে জনপদ
অবস্থিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল জনপদ
নানাজাতীয় জীবে পরিবৃত, নানা বিভাগে
বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন নরপতি কর্তৃক
পরিপালিত। বহু বিখ্যাত-নামা বল-বিক্রমশালী
জনপদবাসিগণ কর্তৃক ঐ সকল জনপদ অধ্যুষিত
ও বিভূষিত; তাই উহা সর্বত্র প্রথিত। ঐ সকল
জনপদ ও গিরিমধ্যবর্তী সম বা বিষম দেশস্থিত
বিবিধ রাজ্যের নাম—যথা; সুখ, ভ্রমর, যুথ,
অচলকুটক, সুমৌল, স্তাবক, ক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণঙ্গ,
মণিপুঞ্জক, কূটকঞ্চল, মৌষীয়, সমুদ্রান্তরক,
করন্তগ, কুব, শ্বেত, সুবর্ণপটক, শুভ, শ্বেতাঙ্গ

, কৃষ্ণপাদ, বিন, কপিলকর্ণিক, অত্যাकरাল,
গোজ্বাল, হীনাল, বনপাতক, মহিব, কুমুদাভ,
করবাট, মহৎকর, শুনকাস, মহানাঙ্গ, বনাস,
গজভূমিক, করঞ্জমঞ্জম, বাহ, কিঙ্কিণী,
পাণ্ডুভূমিক, কুবের, ধুমজ, জঙ্গ, বঙ্গ,
রাজীবকোকিল, বাচঙ্গ, মহাঙ্গ মধুরেয়, সুরেচক,
পিত্তল, কাচল, শ্রবণ, মন্তকশিক, গোদাব,
বকুল, বাঙ্গ, বঙ্গকামোদক ও কলা, এই সকল
জনপদ বা রাজ্য অসংখ্য গো, মনুষ্য ও
কপোতাди বিবিধ বিহঙ্গমে পরিপূর্ণ। ১—১৫।
ঐ সকল জনপদবাসী মহাভাগ নরনারীগণ
নিম্নোক্ত মহানদীসমূহের জল পান করিয়া
থাকেন। ঐ সকল নদীর নাম যথা,—মহানদী
সুবপ্রা, মহানাগ-নিবেবিতা পুণ্যতোয়া কঞ্চলা,
তামসী, শ্যামা, সুমেধা, বকুলা, বিকীর্ণা,
শিখিমলা গর্ভবতী, ভদ্রানদী, শুকনদী, পলাশা,
ভীমা, প্রভঞ্জনা, কাঞ্চী, পুণ্য কুশাবতী, দক্ষা,

চন্দ্রাবতীং সুমূলাঞ্চ ঋষভাং চাপগোস্তমাম্।।
 নদীং সমুদ্রমালাঞ্চ তথা চম্পাবতীমপি।
 একাঙ্কাং পুষ্পলাং বাহাং সুবর্ণাং নন্দিনীমপি
 কালিন্দীং চৈব পুষ্পোদাং ভারতীং চ মহানদীম্
 শীতোদাপাতিবৎ ব্রাহ্মীং বিশালাঞ্চ মহানদীম্
 পীবরীং কুন্তকরীং চ রুঘাং চৈবাপগোস্তমাম্
 মহিষীং মানুষীং দণ্ডাং তথা নদনদীং শুভাম্
 এতান্শচ পীয়ন্তে বহ্নো হি সরিতোস্তমাঃ
 দেবর্ষিসঙ্ঘচরিতাঃ পুষ্পোদাঃ পাপহাঃ শুভাঃ
 নানা জনপদাশ্রীতাঃ মহাপগাবিভূষিতম্।
 নানারত্নৌঘসম্পূর্ণা নিত্যং প্রমুদিতাঃ শিবম্।।
 উদীর্ণা ধনধান্যাঢ্যৈন রবাসৈঃ সমন্ততঃ।
 সন্নিবিষ্টাঃ মহাদ্বীপাঃ পশ্চিমাঃ সুকৃতাস্থনাম্।
 নিসর্গাঃ কেতুমালানামেষবঃ পরিকীর্তিতাঃ।।২৫
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুশ্রোত্রে ভুবনবিন্যাসো
 নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।।৪৪।।

শাকবতী, চন্দ্রাবতী, সুমূলা, ঋষভা, সমুদ্রমালা,
 চম্পাবতী, একাঙ্কা, পুষ্পলা, বাহা, সুবর্ণা, নন্দিনী,
 কালিন্দী, ভারতী, শীতোদা, পাতিকা, ব্রাহ্মী,
 বিশালা, পীবরী, কুন্তকরী, রুঘা, মহিষী, মানুষী,
 দণ্ডা, এবং নদনদী। শুভা এই সমস্ত নদী পুণ্য
 জলশালিনী মহানদী নামে প্রথিতা। এই সকল
 এবং অন্যান্য বহু সরিৎপ্রবরার জল পূর্বোক্ত
 জনপদবাসীরা পান করে। উল্লিখিত নদীনিচয়
 ব্যতীত অপরাপর যে সকল নদী আছে, তাহারা
 সকলেই দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ কর্তৃক সেবিত,
 পুষ্পোদকযুক্ত, পাপঘ্ন, এবং শুভাবহ। পূর্বোক্ত
 কেতুমাল এইরূপে নানা জনপদসমূহে সমৃদ্ধ,
 নানা মহানদীবৃন্দে বিভূষিত, নানা রত্ননিচয়ে
 পরিপূর্ণ এবং নিত্যই প্রমুদিত ও মঙ্গলাবহ। বহু
 ধনধান্য-সম্পন্ন নরগণ উহার সর্বত্র বাস করে
 বলিয়া ঐ মহাদ্বীপ স বিশেষ সমৃদ্ধ। সুকৃতাস্থা
 ব্যক্তিবর্গের বাস-ভূমি মহাদ্বীপ কেতুমাল বর্ষ

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

পূর্বাপরৌ সমাখ্যাতৌ বৌ দেশৌ নন্দয়া
 প্রভো।

উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং দক্ষিণানাঞ্চ সাবশঃ।

আচক্ষ্ব নো যথাতথ্যং যে চ পর্বতবাসিনঃ।।১

সূত উবাচ।

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নীলসৈবোত্তরেণ তু।

বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।।২

সর্বর্ভুকামদাঃ সস্তা জরাদুর্গন্ধবর্জিতাঃ।

শুক্রাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ প্রিয়দর্শনাঃ।।৩

তত্রাপি সুমহান্ দিব্যো ন্যাগ্রোধো রোহিণো

মহান্।

তস্য পীত্বা ফলরসং পিবন্তো বর্জয়ন্ত্যত।।৪

পশ্চিমদিকে এইরূপেই সন্নিবিষ্ট। হে দ্বিজগণ।

এই আমি কেতুমালবাসীদিগের স্বাভাবিক

সংস্থানাди কীর্তন করিলাম।১৬—২৫।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি
 পূর্ব ও পশ্চিম দিকস্থিত দুইটি মহাদেশের
 বিবরণ বলিলেন,—এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ
 দিগ্বর্তী বর্ষসমূহের ও পর্বতবাসীদিগের বৃত্তান্ত
 যথায়থ কীর্তন করুন। সূত কহিলেন,—
 শ্বেতপর্বতের দক্ষিণে ও নীলাচলের উত্তরে
 রমণকনামক এক বর্ষ আছে। তথায় যে সকল
 মানব জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকল ঋতুতে
 সমান কামফল উপভোগ করে। তাহাদের জয়া
 নাই বা দুর্গন্ধ নাই। তাহারা বিশুদ্ধ অভিজন-
 সম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন। তথায় এক মহান্ ন্যাগ্রোধ
 বৃক্ষ আছে, তাহার নাম রোহিণ। তত্রত্য জনগণ
 সেই বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া জীবিকা

দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
 জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সদা হৃষ্টা নরোত্তমাঃ।।
 উত্তরেণ তু শ্বেতস্য শৃঙ্গসাহস্র্য দক্ষিণে।
 বর্ষং হিরণ্যতং নাম যত্র হৈরথ্যতী নদী।।৬
 মহাবলাঃ সুতেজস্কা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
 সর্ব্বকামদাঃ সত্ত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ।।৭
 একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তেহমিতৌজসঃ।
 আয়ুত্প্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ।।৮
 তস্মিন বর্ষে মহাবৃক্ষো লকুচঃ বড্রসাম্রয়ঃ।
 তস্য পীত্বা ফলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ।।৯
 ত্রীণি শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাণ্যুচ্ছিতানি মহান্তি চ।
 একং মণিময়ং তেষামেকৈষ্ণেব হিরণ্ময়ম্।
 সর্ব্বরত্নময়ং চৈকং ভবনৈরূপশোভিতম্।।১০
 উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
 কুরবন্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্।।১১
 তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যং পুষ্পফলোপগাঃ।

নির্ব্বাহ করে এবং দশ সহস্র দশ শত বর্ষ
 বাঁচিয়া থাকে। সেই সকল মহাভাগ্যশালী
 লোকেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত। শ্বেতাচলের উত্তরে
 ও শৃঙ্গাচলের দক্ষিণে হিরণ্যত নামে এক বর্ষ
 আছে, ঐ বর্ষের মধ্য দিয়া হৈরথ্যতী নদী প্রবাহিত।
 হিরণ্যত বর্ষে যে সকল মানব জন্মগ্রহণ করে,
 তাহারা মহাবল, সুতেজস্ক, সমস্ত ঋতুকালীন
 কামোপভোক্তা, ধনাঢ্য ও প্রিয়দর্শন। ঐ সকল
 মানব একাদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বর্ষ জীবন
 ধারণ করে। উহারা সকলেই অপ্রতিমতেজা। ঐ
 বর্ষে লকুচ নামে এক মহাবৃক্ষ আছে, উহা ছয়
 রসের আশ্রয়। তাহার ফলরস পান করিয়া ঐ
 বর্ষবাসী মানবেরা জীবন ধারণ করে। ঐ হিরণ্যত
 বর্ষে শৃঙ্গবান্ গিরির তিনটি মহান্ শৃঙ্গ সমুচ্ছিত
 রহিয়াছে। ঐ শৃঙ্গত্রয়ের একটি মণিময়, অপরটি
 হিরণ্ময় এবং অন্যটি সর্ব্বরত্নময়। এই শেষোক্ত
 শৃঙ্গটি বিবিধ ভবনমালায় মণ্ডিত। উত্তর সমুদ্রের
 দক্ষিণাংশে সমুদ্রসমীপে সিদ্ধ-সেবিত পুণ্য
 কুরুবর্ষ অবস্থিত। এই বর্ষস্থিত বৃক্ষগণ সর্ব্বদাই

বজ্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেষ্যভরণানি চ।।১২
 সর্ব্বকামফলাস্তত্র কেচিদ্বৃক্ষা মনোরমাঃ।।
 গন্ধবর্ণরসোপেতং প্রভবন্তি মধুশুমম্।।১৩
 অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র মনোরমাঃ।
 যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীয়ং ষড়রসং হামুতোপমম্।।
 সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা।
 সর্ব্বতঃ সুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা নীলজা শুভা।।১৫
 দেবলোকাচ্চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ
 শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ।।১৬
 মিথুনানি প্রসূয়ন্তে দ্বিয়শ্চাতিমনোহরাঃ।
 শ্বে চ তং ক্ষীরিণং বৃক্ষং পিবন্তি হামুতোপমম্
 মিথুনং জায়তে সদ্যঃ সবৈষ্ণেব বিবর্দ্ধতে।
 সমং শীলঞ্চ রূপঞ্চ শ্রিয়ন্তে চৈব তে সমম্।।১৮
 অন্যান্যমনুরক্তাশ্চ চক্রবাকসধর্ম্মিণঃ।

পুষ্পফলে পরিপূর্ণ। উহাদের ফলরাশি সর্ব্বদাই
 মধুশ্রাবী। উহারা নিত্য বস্ত্র ও আভরণ সকল
 প্রসব করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতিপয়
 বৃক্ষ সমস্ত কামফল-সম্পন্ন এবং মনোরম।
 তাহারা উত্তম গন্ধ, বর্ণ ও রসপূর্ণ মধুক্ষরণ
 করে। কতকগুলি ক্ষীরী বৃক্ষ আছে, তাহারা
 দেখিতে মনোহর এবং সর্ব্বদাই ষড়রসময়
 অমৃতোপম ক্ষীর ক্ষরণে নিরত। তত্রত্য ভূভাগ
 সমস্তই মণিময়; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনচূর্ণ উহার
 বালুকা। উহার সর্ব্বস্থানই সুখস্পর্শ, নিষ্পঙ্ক ও
 নিধুলি। ১—১৫। দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া
 মানবেরা তথায় জন্মগ্রহণ করে। মানবগণ
 সকলেই শুদ্ধ অভিজনসম্পন্ন ও সকলেই
 স্থিরযৌবনশালী। সেইস্থানে স্ত্রীপুরুষ যুগপৎ
 উৎপন্ন হয়। তথাকার রমণীরা অতি মনো-
 হারিণী। ঐ সকল স্ত্রীপুরুষ তত্রত্য ক্ষীরী বৃক্ষের
 অমৃতোপম ক্ষীর পান করে; নরনারী সদাই
 জন্ম গ্রহণ করে এবং সদ্যই একসঙ্গে বর্দ্ধিত
 হয়। তাহাদের স্বভাব চরিত্র, আকৃতি তুল্যরূপ;
 তাহারা এক সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
 চক্রবাক-মিথুনের ন্যায় তাহারা পরস্পর

অনাময়া হ্যশোকাস্চ নিত্যং সুখনিষেবিণঃ ॥১৯
 ত্রয়োদশ সহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
 জীবন্তি তে মহাবীৰ্যা ন চান্যদ্বীনিষেবিণঃ ॥২০
 কুরূগামপি চৈতেষাং শৃণুধ্বং বিস্তরেণ তু।
 জারুধেঃ শৈলরাজস্যাপ্যন্তরেণোত্তরস্য হি।
 দিক্ষু সৰ্ব্বাসু যদ্যত্র কীর্ত্যমানং বিবোধত ॥২১
 অনেককন্দরদরীণ্ডহানিৰ্ঝরমণ্ডিতৌ।
 নৈককুঞ্জবনোপেতৌ চিত্রধাতুবিভূষিতৌ ॥২২
 অনেকধাতুকলিলৌ সৰ্বধাতুবিভূষিতৌ।
 পুষ্পমূলফলোপেতৌ সিদ্ধচারণসেবিতৌ ॥২৩
 দ্বাবপোতৌ সুমহাত্তাবুচ্ছিতৌ কুলপৰ্বতৌ।
 ভাভ্যাং কুটশীতৈনৈকৈস্তদীপমুপসেবিতম্ ॥২৪
 চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলশ্চ সূর্য্যকান্তশ্চ সানুমান।
 যযৌ মধ্যেন সায়াতা ভদ্রসীমা মহানদী ॥২৫
 সহস্রশ্চ নদ্যো হন্যাঃ প্রসন্নসুরসোদকাঃ।

পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। তাহাদের রোগ নাই, শোক নাই, সর্বদাই তাহারা সুখসেবী। তথাকার অধিবাসী নরগণ ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ দিন জীবন ধারণ করে। ঐ সকল মহাবীৰ্য্য মানবেরা কদাচ পরস্পরী সন্তোষ করে না। এই ত কুরুবর্ষের বিস্তৃত বিবরণ শুনিলেন। অতঃপর শৈলরাজ জারুধির উত্তরদিকস্থিত উত্তর কুরুবর্ষের সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বর্ষে দুইটি অত্যন্ত সুমহান্ কুলাচল আছে। উহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কন্দর ও নির্ঝর-নিচয়ে মণ্ডিত, বহু কুঞ্জবনে পরিব্যাপ্ত, চিত্র বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত, বহুবিধ ধাতুযুক্ত, প্রভূত ফল পুষ্প ও মূলসম্বিত এবং সিদ্ধ ও চারণগণ কর্তৃক নিষেবিত। ঐ দুই কুলাচলের শত শত শৃঙ্গ দ্বারা ঐ দ্বীপ উপসেবিত। ঐ কুলাচল দুইটির নাম চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত। এই দুই পর্বতের মধ্য দিয়া ভদ্রসীমানাম্নী মহানদী প্রবাহিত। ইহা ভিন্ন সেখানে আরও সহস্র সহস্র প্রসন্ন-পুণ্যসলিলা নদী আছে। কুরুবর্ষবাসী-দিগের স্নান, পান ও অবগাহনের নিমিত্ত

পর্য্যাপ্তোদাঃ কুরূগাং হি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥
 তথান্যাঃ ক্ষীরবাহিন্যো মহানদ্যঃ সহস্রশঃ।
 মধুমৈরেয়বাহিন্যো ঘৃতবাহিন্য এব চ ॥২৭
 দধঃ শতহ্রদাশ্চান্যাস্ততঃ স্বাদন্নপৰ্বতাঃ।
 অমৃতস্বাদুকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ॥২৮
 গন্ধবর্ণরসাত্যানি মূলানি চ ফলানি চ।
 পঞ্চযোজনমানানি মহাগন্ধানি সৰ্বশঃ ॥২৯
 নানাবর্ণ প্রকারাণি পুষ্পাণি চ সহস্রশঃ।
 উপভোগসহস্রাণি ভদ্রাণি চ মহাস্তিচ ॥৩০
 গন্ধবর্ণরসাত্যানি স্পর্শোপেতানি সৰ্ব শঃ।
 তমালাগুরুগন্ধানাং চন্দনানাং বনানি চ ॥৩১
 ভ্রমরৈরুপগীতানি প্রফুল্লানি সदैব চ।
 বৃক্ষশৃঙ্গালতাত্য নি সরাংসি চ সহস্রশঃ ॥৩২
 ষট্পদৈরুপগীতানি দ্বিজৈশ্চান্যৈর্দ্বিজৈস্তমাঃ।
 পদ্মোৎপলবন ত্যানি সরাংসি চ সহস্রশঃ ॥৩৩
 ভক্ষ্যমালাসমৃদ্ধাশ্চ বহুমাল্যানুলেপনাঃ।
 মনোহরমুখৈশ্চিট্রৈঃ পক্ষিসংগৈর্ঘনিকুজিতাঃ ॥

তাহারা পর্য্যাপ্ত জল বহন করে। সেই সকল নদী ভিন্ন আরও বহু সহস্র মহানদী ঐ বর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নদী ক্ষীরবাহিনী, কতকগুলি মধু ও মদ্যবাহিনী এবং কতকগুলি ঘৃতবাহিনী। এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানে শত শত দধিহ্রদ; বহুসংখ্যক সুস্বাদু অন্নপর্বত, অমৃতবৎ সুস্বাদু বিবিধ ফলরাশি; গন্ধবর্ণ-ও রসাবিহীন নানাপ্রকার মূল; পঞ্চ যোজন-পরিমিত নানা বর্ণ, নানারূপ সহস্র সহস্র পুষ্প; উপভোগ-যোগ্য মঙ্গলাবহ গন্ধবর্ণ, রস ও স্পর্শযুক্ত তমাল, অগুরু ও চন্দনসমূহের বহুবিস্তৃত সহস্র সহস্র বনভূমি; ভ্রমরোপগীত সতত প্রফুল্ল বৃক্ষ গুল্ম ও লতায়ুক্ত অন্যান্য সুন্দর সুন্দর বন; ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গগণে মুখরিত পদ্মোৎপল-বনযুত সহস্র সহস্র সরোবর; সকল ঋতুতে সুখ-সম্পাদক বিবিধ ভক্ষ্য ও মালাসমূহ; মধুরকণ্ঠ বিচিত্র বিহঙ্গরবে মুখরিত, বহু গুণাধিত শয়ন ও আসনাদি উপভোগ-সম্পন্ন বিবিধ রম্য রম্য

শয়নাসনোপভোগাশ্চ অনেকগুণ বিস্তারাঃ।
বিহারভূময়ো রম্যাঃ সর্ব্বর্ষু সুখপ্রদাঃ।।৩৫
আক্ৰীড়াঃ সর্ব্বতঃ স্বীতা মণিহেমপরিষ্কৃতাঃ।
শিলাগৃহা বৃক্ষগৃহা বরেণ্যাঃ কদলীগৃহাঃ।।৩৬
লতাগৃহসহস্রাণি সুমুখানি সমস্ততঃ।
শুদ্ধশঙ্খদলাভানি ভূমিবেশ্যশতানি চ।।৩৭
তপনীয়গবাক্ষাণি মণিজালাস্তুরাণি চ।
সুবর্ণমণিচিত্রাণি সর্ব্বত্র বিপুলানি চ।।৩৮
মহাবৃক্ষসহস্রাণি বরেণ্যানি চ সর্ব্ব শঃ।
নানাকারানি বাসাংসি সুস্বাণি সুসুখানি চ।।৩৯
মৃদঙ্গবেণুপণববীণাদ্যা বহুবিস্তরাঃ।
ফলন্তি কল্পবৃক্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।।৪০
সর্ব্বত্রৈব তাত্ত্বাদানং সর্ব্বত্রৈব হি তৎপুরম্।
সর্ব্বদ্বীপপ্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।
প্রবাতি চানিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ।।৪১
নিত্যমঙ্গসুখাহ্লাদস্তস্মিন্ দ্বীপে শ্রমাপহে।
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।

বিহারভূমি, মণিহেম-পরিষ্কৃত সুসমৃদ্ধ
উদ্যানপরম্পরা; বহু বরেণ্য শিলাগৃহ, বৃক্ষগৃহ,
কদলীগৃহ, সহস্র সহস্র লতাগৃহ; সম্যক সুখাবহ
শুদ্ধ শঙ্খ-বদন-সন্নিত মণিজালাবৃত হেম-
গবাক্ষযুত সুবর্ণ-মণি-চিত্রিত সুপ্রশস্ত শত শত
ভূমিগৃহ; সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান মহাবৃক্ষ;
নানাকায় সুস্বাদু বস্তুরাশি এবং মৃদঙ্গ বেণু,
পণব ও বীণা প্রভৃতি বহু বিস্তার বাদ্যযন্ত্র
বিরাজমান। তথাকার শত শত সহস্র সহস্র
কল্পবৃক্ষ এই সকল ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই
বর্ষের সর্ব্বত্রই উদ্যান, এবং সর্ব্বত্রই নগর
বিদ্যমান। সমস্ত দ্বীপ নর-নারী-সমাকুল এবং
নিত্যই প্রমুদিত। নানা জাতীয় পুষ্পগন্ধে
সুवासিত হইয়া স্পর্শসুখাবহ বায়ু তথায় নিত্যই
প্রবাহিত। তাহাতে এই দ্বীপ সর্ব্বথা ক্লাস্তিকর।
তথায় স্বর্গচ্যুত নরগণ সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করে,
সেই গুণবরেণ্য স্থানকেই ভৌম স্বর্গ নামে
অভিহিত করা হয়। তথাকার পূর্ব্ব দেশজাত

ভৌমং তদাপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্।।
চন্দ্রকান্তা নরবরাঃ শ্যামাঙ্কাঃ পূর্ব্বকুলজাঃ।
শ্যামাবদাতাঃ সুখিনঃ সূর্য্যকান্তা বরাঃ প্রজাঃ
তস্মিন্ দেশে নরাঃ শ্রেষ্ঠা দেবসন্তপরাক্রমাঃ।।
সদা বিহারিণঃ সর্ব্বে কামবৃক্ষাঃ সুবর্চসঃ।।৪৪
বলয়াঙ্গদকেয়ুরহারকুণ্ডলভূষিতাঃ।
অস্থিগচ্ছিত্রমুকুটশ্চিত্রাচ্ছাদনবাসসঃ।। ৪৫
অজীর্ণযৌবনধরাঃ সুপ্রিয়াঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
প্রজা বর্ষসহস্রাণি জীবন্তি সুবহুন্যত।।৫৬
ন তাঃ প্রসবধর্ম্মিণ্যো ন বংশপ্রক্ষয়ো বিধিঃ।
মিথুনং জায়তে বৃক্ষাদুপক্ষমমনীদৃশম্।।৪৭
সামান্যবিভবাঃ সর্ব্বে মমত্বপরিবর্জিতাঃ।
ন তত্র বিদ্যতে ধর্ম্মো নাধর্ম্মঃ সস্ত্রবর্ত্ততে।।
ন ব্যাধির্ন জরা তত্র ন দুর্মেধা ন চ ক্রমঃ।

নরশ্রেষ্ঠগণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন এবং
অপরাক্ষের অধিবাসী প্রজাবৃন্দ সূর্যের ন্যায়
কান্তিশালী; উহারা যথাক্রমে শ্যামাঙ্ক ও
শ্যামাবদাত এবং সকলেই সুখভোগে নিমগ্ন।
এ সকল দেশের নরগণ দেববৎ সন্তসম্পন্ন,
পরাক্রান্ত, সর্ব্বদা কামনানুরূপ বিহারশীল ও
সুপ্রভ।।১৬—৪৪। বলয়, অঙ্গদ, কেয়ুর, হার
ও কুণ্ডল উহাদের ভূষণ। উহারা সকলেই সুন্দর
মাল্য-মণ্ডিত এবং সকলেই বিচিত্র মুকুট ও
বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছাদন পরিহিত; উহারা স্থিরযৌবন,
সুপ্রিয় ও প্রিয়দর্শন; এই প্রজাগণ বহু সহস্র বর্ষ
জীবন ধারণ করে। উহারা প্রসবধর্ম্মী নহে
অথচ উহাদের বংশক্ষয় নাই। তথাকার বৃক্ষসমূহ
হইতে যমজ নরনারী উৎপন্ন হয়। অধিবাসীরা
সকলেই সামান্য বিভবশালী ও সকলেই
মমত্বহীন। তথায় ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছুই নাই।
না ব্যাধি, না জরা, না দুর্মেধা, না ক্রম, কিছুই
সেখানে নাই; কালপূর্ণ হইলেই সকলে
জলবৃদ্ধবৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে
সেখানকার লোক সকল অত্যন্ত সুখভোগী ও
সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিমুক্ত। তাহারা বিষয়ানুরক্ত

পূর্ণে কালে বিনশ্যন্তি জলবুদ্বুদবচ্চ তে ॥৪৯
 এবমত্যন্তসুখিনঃ সৰ্বদুঃখবিবৰ্জিতঃ।
 রক্তা ধর্ম্যঃ ন পশ্যন্তি দুঃখাক্রমোহভিজায়তে ॥
 উত্তরাণাং কুরুগাঙ্ঘ পার্শ্বে জ্যেষ্ঠাঙ্ঘ দক্ষিণে।
 সমুদ্রযুগ্মিমালাঢ্যং নানাস্বরবিভূষিতম্ ॥৫১
 পঞ্চযোজনসাহস্রমতিক্রম্য সুরালয়ম্।
 চন্দ্রদ্বীপমিতি খ্যাতং চন্দ্রমণ্ডলসংস্থিতম্ ॥৫২
 সহস্রযোজনানাস্ত সৰ্বতঃ পরিমণ্ডলম্।
 নানাপুষ্পফলোপেতং সমৃদ্ধ্যা পরয়া যুতম্।
 শতযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছিতং তাবদেব তু ॥৫৩
 তস্য মধ্যে গিরিবয়ঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।
 চন্দ্রতুল্যপ্রভেঃ কাস্তৈশ্চন্দ্রাকারৈঃ সুলক্ষণৈঃ
 শ্বেতবৈদূর্য্যকুমুদৈশ্চিত্রোহসৌ কুমুদপ্রভঃ।
 অনেকচিত্রকোদ্যানো নৈকনির্ব্বরকন্দরঃ।
 মহাসানুদরীকুঞ্জৈর্ব্বিবিধৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥৫৫

অবস্থায় ধর্ম্মানুশীলন করে না; দুঃখের অবস্থাতেই তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উত্তর কুরুদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্চ সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী দেশে চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত সুর-নিবাস আছে। উহা সাগরের উন্নিমালায় পরিব্যাপ্ত এবং বিবিধ জল-কল্লোলরবে মুখরিত; ঐ চন্দ্রদ্বীপ চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত। উহার সৰ্ব্বদিকের পরিমণ্ডল সহস্র যোজন বিস্তৃত, ঐ দ্বীপ বিবিধ ফলে ফুলে অধ্বিত এবং পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন। উহার বিস্তারমান সহস্র যোজন এবং ঔন্নত্যও ঐ পরিমাণ। উহার মধ্যস্থলে কুমুদপ্রভ নামে এক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত গিরি-শ্রেষ্ঠ আছে, উহা চন্দ্রাভ, চন্দ্রাকার, কমনীয়, সুলক্ষণ-সম্পন্ন, শ্বেতবর্ণ, বৈদূর্য্যময় কুমুদ দ্বারা চিত্রিত; উহার অভ্যন্তরে বহুবিচিত্র উদ্যান ও নানা বিব্বরময় কন্দর নিচয় বিরাজমান। উহার বিবিধ বিপুল সানু, কন্দর, ও কুঞ্জসমূহ দ্বারা ঐ গিরি সমলঙ্কৃত। ঐ গিরি হইতে চন্দ্রাবতী নামে এক তরঙ্গশালিনী উত্তম নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ নদীর জল চন্দ্রাংগুর ন্যায় বিমল।

তস্মাচ্ছৈলান্মহাপুণ্যা চন্দ্রাংগুবিমলোদকা।
 প্রবহত্যন্তমনদী চন্দ্রাবতী ভরঙ্গিনী ॥৫৬
 তত্র চন্দ্রমসঃ স্থানং নক্ষত্রাধিপতের্ব্বরম্।
 সদাবতরতে তত্র চন্দ্রমা গ্রাহনায়কঃ ॥৫৭
 তত্র চন্দ্রমসো নাম্না শৈলঃ স তু পরিশ্রুতঃ।
 চন্দ্রদ্বীপং মহাদ্বীপং প্রকাশং দিবি চেহ চ ॥৫৮
 তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
 চন্দ্রকান্তাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বা বিমলাশ্চন্দ্রদৈবতাঃ ॥৫৯
 অত্যন্তধার্ম্মিকাঃ সৌম্যাঃ সত্যসন্ধাঃ সুতেজসঃ
 প্রজাস্তত্র সদাচারা দশবর্ষশতায়ুযঃ ॥৬০
 পশ্চিমে ন ভূ দ্বীপস্য পশ্চিমস্য প্রকীৰ্ত্তিতম্।
 চতুর্যোজনসাহস্রং সমতীত্য মহোদধিম্ ॥৬১
 দশযোজনসাহস্রং সমত্যাং পরিমণ্ডলম্।
 দ্বীপং ভদ্রাকরং নাম নানাপুষ্পোপশোভিতম্
 প্রভূতধনধান্যাঢ্যমনেকনৃপপালিতম্।
 নিত্যং প্রমুদিতং স্বর্গী তং মহাশৈলশ্রেষ্ঠ

ঐ নদী নক্ষত্রাধিপ চন্দ্রমার প্রধান স্থান। গ্রহনেতা চন্দ্রমা সৰ্ব্বদাই ঐ নদীতে অবতরণ করেন। ঐ স্থানে চন্দ্রমায় নামানুসারে এক প্রসিদ্ধ শৈল আছে এবং স্বর্গ, মর্ত্য—উভয়ত্রই মহাদ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশ পাইতেছে। তথায় যে সকল প্রজা বাস করে, তাহারা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলধারী, চন্দ্রদৈবত, বিমল, অত্যন্ত ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, সত্যসন্ধ ও প্রকৃষ্ট তেজঃশালী। তাহারা সকলেই সদাচার-নিয়ত এবং এক সহস্র বর্ষকাল জীবনধারী। ৪৫—৬০। পশ্চিমদিকে সাগরের চারিসহস্র যোজন দূরে নানা পুষ্প শোভিত এক দ্বীপ আছে। উহা পশ্চিম দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ দ্বীপের নাম ভদ্রাকর। উহার চারিদিকের পরিধি দশ সহস্র যোজন। ঐ দ্বীপ প্রভূত ধন-ধান্য-সম্পন্ন এবং নানা নৃপতির হস্তে উহার পালন-ভার বিন্যস্ত। উহা নিত্যই প্রমুদিত, নিত্যই সমৃদ্ধ এবং মহাশৈলগণে সুশোভিত। ঐ দ্বীপে ভগবান্ বায়ুর এক নানারত্নমণ্ডিত

শোভিতম্। ৬৩

তত্র ভদ্রাসনং বায়োর্নানায়ৈশ্চ মণ্ডিতম্।

তত্র বিগ্রহবান বায়ুঃ সদা পর্বসু পূজ্যতে। ৬৪

তপনীয়সুবর্ণাভাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।

বিরাজন্তেহমরপ্রখ্যাস্তত্র চিত্রাশ্বরশ্রজাঃ। ৬৫

বীর্য্যবস্তো মহাভাগাঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুষাঃ।

সত্যসন্ধা মুদা যুক্তাঃ প্রজাস্তা বায়ুদৈবতাঃ। ৬৬

সূত উবাচ।

এবমেব নিসর্গোহয়ং বর্ষাণাং ভারতে যুগে।

দৃষ্টঃ পরমতত্ত্ববজ্জৈর্ভূয়ঃ কিং কীর্তয়ামি তে। ৬৭

আখ্যাতে ত্বেবমৃষয়ঃ সূতপুত্রোণ ধীমতা।

উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্। ৬৮

ঋষয় উচুঃ।

যদিদং ভারতং বর্ষং যস্মিন্ স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ।

চতুর্দশৈতে মনবঃ প্রজাসর্গে ভবন্ত্যত। ৬৯

এতদ্বেদিভূমিচ্ছামস্ত্রো নিগদ সত্তম।

ভদ্রাসন আছে। তথায় পর্ব পর্ব মূর্তিবান্ বায়ু পূজিত হইয়া থাকেন। যেখানে যে সকল হস্তপুষ্ট প্রজা বাস করে, তাহারা সকলেই তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, হৈমালঙ্কারে ভূষিত, বিচিত্র মাল্যবস্ত্রে বিমণ্ডিত, এবং দেখিতে দেবসদৃশ। তাহাদের আয়ুঃপরিমাণ পঞ্চ শত বর্ষ; তাহারা সকলেই বীর্য্যবান্ ভাগ্যবান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ও বায়ুদৈবত। সূত বলিলেন,— পরমতত্ত্বজ্ঞ ঋষি যেরূপ বিদিত আছেন, আমি বর্ষসমূহের স্বভাবসংস্থান সেইরূপই কীর্তন করিলাম। অতঃপর আর কি বলিব? ধীমান্ সূতপুত্র এই কথা कहিলে, ঋষিগণ উত্তর শ্রবণার্থ পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ कहিলেন,—এই যে ভারতবর্ষ— যেখানে স্বায়ত্ত্ববাদি চতুর্দশ মনু প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, হে সত্তম! সেই ভারতের বিষয়ই আমরা জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাদিগের নিকট তাহা ব্যক্ত কর। পুরাণপণ্ডিত লোমহর্ষণ ভাবিতাত্মা ঋষিগণের

এতৎ শ্রুত্বা বচন্তেষাব্রবীল্লোমহর্ষণঃ। ৭০

পৌরানিকস্তদা সূত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।

এতদ্বিস্তরতো ভূয়স্তানুবাচ সমাহিতঃ। ৭১

সূত উবাচ।

নিসর্গ এষ বিখ্যাতঃ কুরুণাস্ত যথার্থবৎ।

ভারতস্য তু বক্ষ্যামি নিসর্গং তং নিবোধত।।

পুণ্যতীর্থে হিমবতো দক্ষিণস্যাচলস্য হি।

পূর্বপশ্চাতস্যাস্য দক্ষিণেন দ্বিজোত্তমাঃ।।

তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ।

অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বর্ষেহস্মিন্ ভারতে প্রজাঃ

ইদন্ত মধ্যমং চিত্রং শুভাশুভফলোদয়ম্।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদক্ষিণঞ্চ যৎ। ৭৫

বর্ষং বজ্জারতং নাম বজ্জেরং ভারতী প্রজা।

ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।

নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তজ্জারতং স্মৃতম্। ৭৬

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সাবধানে তাঁহাদের পুষ্ট বিষয়ের বিস্তৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূত कहিলেন,— দ্বিজগণ! এই আমি কুরুবর্ষের স্বাভাবিক স্থিতি যথাযথ বর্ণন করিলাম। অতঃপর ভারতবর্ষের স্বভাবস্থিতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬১—৭২। হিমালয়ের দক্ষিণদিকের উন্নত প্রদেশ পূর্ব ও পশ্চিমদিকে অস্মিত। উহার দক্ষিণে পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের এবং তত্রত্য জনপদসমূহ ও প্রজাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষ মধ্যম স্থান ইহা বিচিত্র ও শুভাশুভফলের উৎপাদক। দক্ষিণাঙ্কির উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ, তাহারই নাম ভারতবর্ষ। তত্রত্য প্রজাগণ ভারতী প্রজা নামে বিখ্যাত। মনু এখানকার প্রজাদিগের ভরণ করিতেন বলিয়া ভারত নামে অভিহিত হন। ভারত নামের এইরূপ নিরুক্তি হেতু এই বর্ষ ভারত নামে বিখ্যাত হয়। এই ভারতবর্ষেই স্বর্গ, মোক্ষ অথবা মধ্য ও অসুস্থগতি লব্ধ হইয়া

ততঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চাত্তশ্চ গম্যতে।
 ন খল্বন্যত্র মর্ত্যানাং ভূমৌ কস্ম বিধীয়তে।।৭৭
 ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।
 সমুদ্রান্তরিতা জেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্।।৭৮
 ইন্দ্রদ্বীপঃ কলেক্ষশ্চ তাম্রবর্ণ্যে গভস্তিমান্।
 নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্বদ্ব্যর্থ বারুণঃ।।৭৯
 অয়ন্ত নবমস্তেবাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
 যোজনানাং সহস্রস্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরম্।।
 আয়তো হ্যাকুমারিকাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
 তিৰ্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি নবৈব তু।।৮১
 দ্বীপো হ্যপনিবিস্টোহয়ং স্রোচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ
 পূর্বে কিরাতা হ্যন্যাস্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
 ইজ্যায়ুদ্ববগিজ্যাভির্বর্ষ্যস্তো ব্যবস্থিতাঃ।।৮৩
 তেষাং সংব্যবহারোহয়ং বর্ততে তু পরস্পরম্

থাকে। এই স্থান ব্যতীত অন্য কোন ভূমিতেই মর্ত্যবাসীদিগের কস্ম-ব্যবস্থা নাই। এই ভারত-বর্ষের নয়টি বিভাগ বা দ্বীপ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্বীপ সমুদ্র দ্বারা অন্তর্হিত; সুতরাং পরস্পর অগম্য। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণী, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব ও বারুণ, এবং এই সাগরসংবৃত দ্বীপ ভারত উহাদের নবম। এই বর্ষ দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহা কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত আয়ত এবং নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্তরদিকে তিৰ্য্যগ্ভাবে বিস্তীর্ণ। ইহার অন্তসীমায় নিয়ত স্রোচ্ছজাতি উপবিনিষ্ট। এই বর্ষের পূর্বপ্রান্তে কিরাতগণের এবং পশ্চিমপ্রান্তে যবনগণের বাস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি ইহার মধ্যভাগে বিভাগক্রমে অবস্থিত। ইজ্যা, যুদ্ধ, এবং বাণিজ্যাদি দ্বারা উক্ত বর্ণচতুষ্টয় জীবিকা নির্বাহ করে। এই সকল বর্ণের পরস্পর ব্যবহার ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত। স্বর্গ ও অপবর্ণের নিমিত্ত এই ভারতবর্ষেই সঙ্কল্প হইয়া পাঁচটি

ধর্মার্থকামসংযুক্তো বর্ণানাস্ত স্বকর্মসু।।৮৪
 সঙ্কল্পপঞ্চমানাস্ত আশ্রমাণাং যথাবিধি।
 ইহ স্বর্গাপবর্ণার্থং প্রবৃত্তির্যেষু মানুষী।।৮৫
 যত্বয়ং নবমো দ্বীপস্তিৰ্য্যগায়ত উচ্যতে।
 কৃৎস্নং জয়তি যো হ্যেনং স সম্রাড্ভিহ কীর্ত্যতে
 অয়ং লোকস্ত বৈ সম্রাড্ভিরিক্কো বিরাট্ স্মৃতঃ
 স্বরাড়ন্যঃ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরম্
 সপ্ত চাশ্বিন্ সুপর্ব্বাণো বিস্ত্রতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমান্ক্ষপর্ব্বতঃ।
 বিক্ষ্যশ্চ পারিষাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ।।৮৮
 তেষাং সহস্রশ্চান্যো পর্ব্বতাস্ত সমীপগাঃ।
 অভিজাতাঃ সর্ব্বগুণা বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ।।৮৯
 মন্দরঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো বৈহারো দর্দুরস্তথা।।
 কোলাহলঃ সসুরসো মৈনাকো বৈদ্যুতস্তথা।।
 পাতঙ্কমো নাম গিরিস্তথা পাণ্ডুরপর্ব্বতঃ।
 গণ্ডপ্রস্থঃ কৃষ্ণগিরির্গোধনো গিরিরেব চ।।৯১
 পুষ্পবির্য়ুজ্জয়ন্তো চ শৈলো রৈবতকস্তথা।

আশ্রম যথাবিধি প্রতিপালিত হয় এবং ঐ সকল আশ্রমে মানুষদিগের স্বভাবতই প্রবৃতি হইয়া থাকে। এই নবম দ্বীপ ভারত তিৰ্য্যগ্ভাবে আয়ত এবং ইহাই সম্রাটের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে বর্তমান। এই লোক সম্রাট, অন্তরীক্ষ—বিরাট্ এবং অন্যান্য লোক স্বরাট্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহাহৌক আমি ইহার বিস্তৃত বার্তা বর্ণন করিতেছি। এই ভারতবর্ষে সাতটি সুপর্ব্ববিশিষ্ট কুলাচল বিখ্যাত। উহাদের নাম—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিক্ষ্য, ও পারিষাত্র। ভারতে এই সুপ্ত কুলপর্ব্বত প্রখ্যাত। এই সকল কুলপর্ব্বতের সমীপে অন্যান্য আরও সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। উহারা সর্ব্বগুণের আশ্রয়, সুবৃহৎ ও বিচিত্র সানু-সম্পন্ন। উহাদের মধ্যে মন্দর, বৈহার, দর্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বৈদ্যুত, পাতঙ্কম, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণগিরি, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্ব্বত, কারু, এবং কুটশৈল প্রভৃতি পর্ব্বত

শ্রীপর্বতশ্চ কারুশ্চ কুটশৈলো গিরিসুতথা ॥৯২
অণ্যে তেভ্যঃ পরিজ্ঞাতা হু স্বাঃ স্বল্পোপজীবিনঃ
তৈবিমিশ্রা জনপদা আৰ্য্যশ্লেচ্ছাশ্চ নিত্যশাঃ ॥
পীয়ন্তে যৈরিমা নদ্যো গঙ্গা সিন্ধুঃ সরস্বতী।
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা চ যমুনা সরযুসুতথা ॥৯৪
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহুঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দুষদ্বতী ॥৯৫
কৌশিকী চ তৃতীয়া তু নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা
ইক্ষুর্লোহিত ইত্যেতা হিমবৎপাদনিঃসূতাঃ ॥
বেদশ্রুতির্বেদবতী বৃত্রয়ী সিন্ধুরেব চ।
পর্ণাশা চন্দনা চৈব সতীরা মহতী তথা ॥৯৭
পরা চর্ম্মধ্বতী চৈব বিদিশা বেত্রবতাপি।
শিপ্রা হ্যবন্তী চ তথা পারিযাত্রাশ্রয়াঃ শ্রুত্যাঃ ॥
শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সমহাদ্রুমা।
মন্দাকিনী দর্শাণা চ চিত্রকুটা তথৈব চ ॥৯৯
তমসা পিঙ্গলা শ্রোণী করতোয়া পিশাচিকা।

সর্বপ্রধান। এই সকল পর্বত হইতে আরও
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত প্রসারিত হইয়াছে।
সেই সকল পর্বতে ভারতবর্ষীয় জনপদ সকল
মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আৰ্য্য ও শ্লেচ্ছজাতিরা
সর্বদা ঐ সকল জনপদে বাস করেন। তাঁহারা
নিত্য নিত্য যে সকল নদীর জলপান করিয়া
থাকেন, উহাদের নাম—যথা; গঙ্গা, সিন্ধু,
সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযু, ইরাবতী,
বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা,
বাহুদা, দুষদ্বতী, কৌশিকী, তৃতীয়া, গণ্ডকী,
নিশ্চীরা, ইক্ষু, ও লোহিত। এই সকল নদী এবং
নদ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।
বেদশ্রুতি, বেদবতী, বৃত্রয়ী, সিন্ধু, পর্ণাশা, বন্দনা,
সতীরা, মহতী, পরা, চর্ম্মধ্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী,
শিপ্রা ও অবন্তী, এই সকল নদী পারিযাত্র হইতে
নিঃসৃত হইয়াছে। মহানদ শোণ, মহাদ্রুমশালিনী
নর্ম্মদা, মন্দাকিনী, দর্শাণা, চিত্রকুটা, তমসা,
পিঙ্গলা, শ্রোণী, করতোয়া, পিশাচিকা,
নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালুবাহিনী,

নীলোৎপলা বিপাশা চ জম্বুলা বালুবাহিনী ॥
সিতেরজা শুক্তিমতী মজ্জুলা ত্রিদিবা ক্রমাৎ।
ঋক্ষপাদাৎ প্রসূতাস্তা নদ্যো মণিনিভোদকাঃ
তাপী পয়োঋকী নিৰ্ব্বিক্কা মদ্রা চ নিষধা নদী।
বেধা বৈতরণী চৈব শিতিবাহুঃ কুমুদ্বতী ॥১০২
তোয়া চৈব মহাগৌরী দুর্গা চান্তশিলা তথা।
বিদ্যাপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বৈণ্যথ বঙ্গুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ তথাপগা।
দক্ষিণাপথনদ্যস্ত সত্যপাদাধিনিঃসূতাঃ ॥১০৪
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজাত্যুৎপলাবতী।
মলয়াভিজাতাস্তা নদ্যঃ সর্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ
ত্রিসামা ঋতুকুল্যা চ ইক্ষুলা ত্রিদিবা চ য়া।
লাঙ্গুলিনী বংশধরা মহেন্দ্রতনয়াঃ শ্রুত্যাঃ ॥১০৬
ঋষীকা সুকুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী।
কূপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবাঃ শ্রুত্যাঃ ॥
সর্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ সর্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ।

সিতেরজা, শুক্তিমতী, মজ্জুলা, ও ত্রিদিবা—
এই সকল নদ-নদীর জল মণিনিভ এবং ইহারা
ঋক্ষপাদ হইতে প্রবাহিত। তাপী, পয়োঋকী,
নিৰ্ব্বিক্কা, ভদ্রা, নিষধা, বেধা, বৈতরণী,
শিতিবাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা ও
অন্তঃশিলা এই সকল পুণ্যজলানদী বিদ্যাপাদ-
বিনির্গতা। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বেণী,
বঙ্গুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও কাবেরী, এই
সমুদয় দক্ষিণাপথপ্রবাহিনী নদী সত্যপাদ হইতে
নির্গত হইয়াছে। ৮৯—১০৪। কৃতমালা,
তাম্রপর্ণী, পুষ্পজাতী ও উৎপলাবতী, এই শীত-
জলা নদী সকল মলয় পর্বতের পাদদেশ হইতে
বহির্গত হইয়াছে। ত্রিসামা ঋতুকুল্যা, ইক্ষুলা,
ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী ও বংশধরা এই নদী সকল
মহেন্দ্র পর্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ঋষীকা:
সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কূপা ও পলাশিনী
এই নদী সকল শুক্তিমৎপ্রভবা। এই গঙ্গা প্রভৃতি
নদী সকল পুণ্য জলশালিনী, সমুদ্রগা, বিশ্ব-

বিশ্বস্য মাতরঃ সৰ্ব্বা জগৎপাপহরাঃ স্মৃতাঃ।।
 তাসাং নদ্যুপনদ্যোহপি শতশোহথ সহস্রশঃ।
 তাস্বিমে কুরুপাক্ষালাঃ শাশ্বতৈব সজাঙ্গলাঃ
 শূরসেনা ভদ্রকারা বোধাঃ শতপথেশ্বরৈঃ।
 বৎসাঃ কিসল্যাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশি-

কোশলাঃ।।১১০

অৰ্ধপাশ্চ তিলঙ্গাশ্চ মগধাশ্চ বৃকৈঃ সহ।
 মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোহমী প্রকীর্তিতাঃ
 সহস্র্য চোত্তরার্ধে তু যত্র গোদাবরী নদী।
 পৃথিব্যামিহ কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ।।
 তত্র গোবৰ্দ্ধনো নাম সুররাজেন নিৰ্ম্মিতঃ।
 রামপ্রিয়ার্থং স্বর্গোহয়ং বৃক্ষা ওষধয়স্তথা।।১১৩
 ভরদ্বাজেন মুনিনা তত্রপ্রিয়ার্ণেহবতারিতাঃ।
 অন্তঃপুরবনোদ্দেশস্তেন জজ্ঞে মনোরমঃ।।১১৪
 বাহলীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ
 অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহুবাস্চ চর্ম্মখণ্ডিকাঃ।।১১৫

মাতৃকল্পা ও জগৎপাপহরা বলিয়া কথিত।
 তাহাদের শাখা-প্রশাখা ভেদে শত সহস্র নদী ও
 উপনদী আছে। ঐ নদী ও উপনদীর মধ্যে
 কতিপয় কুরুজাঙ্গলে প্রবাহিত। এইরূপে কতিপয়
 শাশ্বদেবে, কতিপয় জাঙ্গলে, কতিপয় শূরসেনে,
 কতিপয় ভদ্রকারে, কতিপয় বোধদেশে, কতিপয়
 শত-পথেশ্বরদেশে, কতিপয় বৎসদেশে, কতিপয়
 কিসল্যদেশে, কতিপয় কাশিকোশলে, কতিপয়
 কুন্তলে কতিপয় তৈলঙ্গে, কতিপয় মগধে এবং
 কতিপয় মধ্যদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। সহস্রির
 উত্তর পার্শ্ব, যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত
 হইয়াছে; ঐ স্থান সমগ্র পৃথিবীস্থ প্রদেশসমূহের
 মধ্যে মনোরম। ঐ স্থানেই সুররাজ গোবৰ্দ্ধন
 নামে এক পুর নিৰ্ম্মাণ করেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ
 মুনি রামচন্দ্রের প্রিয়কামনায় এই অপূৰ্ব সৃষ্টি—
 পৰ্ব্বত, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতি অবতারণিত করেন।
 এই স্থান রামচন্দ্রের অন্তঃপুরচারিণীদিগের জন্য
 নিৰ্ম্মিত হয়। বাহলীক, বাটধান, আভীর,
 কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পহুব, চর্ম্মখণ্ডিক,
 গাঙ্কার, যবন, সিদ্ধুদেশীয়, সৌবীর, ভদ্রক,

গাঙ্কারা যবনশ্চৈব সিদ্ধুসৌবীরভদ্রকাঃ।
 শকা হুদাঃ কুলিন্দাশ্চ পরিতা হারপূরিকাঃ।
 রমটা রদ্ধকটকাঃ কৈকয়া দশমানিকাঃ।
 ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ।।১১৩
 কাশ্মোজা দরদাশ্চৈব বৰ্ব্বরাঃ প্রিয়লৌকিকাঃ।
 পীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহুবা বাহ্যতোদরাঃ।।
 আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কসেরুকাঃ।
 লম্পাকাঃ স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈঃ সহ।।
 অপসাস্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
 তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গণাস্তথা।।১২০
 চুলিকাশ্চাঙ্কশ্চৈব পূৰ্ণদৰ্ব্বাস্তথৈব চ।
 এতে দেশা হৃদীচ্যাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশানিবোধত
 অঙ্কবাকাঃ সুজরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ।
 তথা প্রবঙ্গবঙ্গেয়া মালদা মালবর্ন্তিনঃ।।১২২
 ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া ভার্গবা গেয়মর্থকাঃ।
 প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ মুণ্ডাশ্চ বিদেহাস্তান্তলিপ্তকাঃ
 মালা মগধগোবিন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ
 অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
 পাণ্ড্যাশ্চ কেৰলাশ্চৈব চৌল্যাঃ কুল্যাশ্চৈব চ

শক, হুদ, কুলিন্দ, পরিত, হারপূরিক, রমট,
 রদ্ধকটক, কৈকয়, দশমানিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ,
 বৈশ্য-শূদ্রকুল, কাশ্মোজ, দরদ, বৰ্ব্বর,
 প্রিয়লৌকিক, প্রিয়, তুষার, পহুব, বাহ্যতোদর,
 আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থল, কসেরুক, লম্পাক,
 স্তনপ, পীড়িক, জুহুড়, শ্রপগ, আলিমদ্র, কিরাত-
 জাতি, তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গণ, চুলিক,
 আঙ্ক, ও পূৰ্ণদৰ্ব্বা। এই সকল দেশ উদীচ্য।
 অতঃপর প্রাচ্যদেশের কথা শ্রবণ করুন।
 ১০৫—১২১। অঙ্কবাক, সুজরক, অন্তর্গিরি,
 বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, মানবর্ন্তী,
 ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, গেয়মর্থক, প্রাগ্-
 জ্যোতিষ, শৌণ্ড, বিদেহ, তান্তলিপ্তক, মাল,
 মগধ ও গোবিন্দ এই সকল প্রাচ্যদেশীয় জনপদ।
 অনন্তর দক্ষিণাপথস্থিত জনপদসমূহের নাম
 বলিতেছি, পাণ্ড্য, কেৰল, চৌল্য, কুল্য, সেতুক,
 মুষিক, কুমল, বনবাসিক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক,

সেতুকা মুষিকশ্চৈব কুমনা বনবাসিকাঃ।।
মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গশ্চৈব সৰ্ব্বশঃ।।১২৫
আভীরাঃ সহচৈষীকাঃ আটব্যশ্চ বরাশ্চ যে।
পুলিন্দা বিক্ষ্যমূলীকা বৈদৰ্ভা দণ্ডকৈঃ সহ।।১২৬
পৌনিকা মৌনিকাশ্চৈব অশ্বকা ভোগবৰ্দ্ধনাঃ
নৈর্গিকাঃ কুন্তলা অঙ্গা উদ্ভিদা নলকালিকাঃ।।
দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈ দেশা অপরাংস্ত্রিমিবোধত
শূৰ্পাকারাঃ কোলবনা দুৰ্গাঃ কালীতকৈঃ সহ।।
পুলেয়াশ্চ সুরালাশ্চ রূপসাস্তাপসৈঃ সহ।
তথা তুরসিতাশ্চৈব সৰ্ব্বৈ চৈব পরক্ষরাঃ।।১২৯
নাসিক্যাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে বৈচাস্তরনৰ্মদাঃ।
ভানুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহসা শাশ্বতৈরপি।।
কচ্ছীয়াশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ অনন্তর্জাচাবুদৈঃ সহ।
ইত্যেতে সম্পরীতাশ্চ শৃণুধ্বং বিক্ষ্যবাসিনঃ।।
মালবাশ্চ করুয়াশ্চ রোকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
উত্তমার্গা দশার্গাশ্চ ভোজাঃ কিঙ্কিঙ্ককৈঃ সহ।।
তোসলাঃ কোসলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিকাস্তথা।
তুমুরাশ্চমুরাশ্চৈব যট্‌সুরা নিষধৈঃ সহ।।১৩৩
অনুপাস্তপ্তিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবস্তয়ঃ।

কলিঙ্গ, আভীর, সহবৈষীক, আটব্য, বর, পুলিন্দ, বিক্ষ্যমূলিক, বৈদৰ্ভ, দণ্ডক, পৌণিক, মৌনিক, অশ্বক, ভোগবৰ্দ্ধন, নৈর্গিক, কুন্তল, অঙ্গ, উদ্ভিদ ও নলকালিক, এই সকল দাক্ষিণাত্য দেশ। এক্ষণে অপরাপর দাক্ষিণাত্য দেশের নাম শ্রবণ করুন,—সূৰ্পাকার, কোলবর্ণ, দুৰ্গ, কালিতক, কুলেয়, সুরাল, রূপস, তাপস, তুরসিত, পরক্ষর ও নাসিক্য প্রভৃতি এবং এতদ্ভিন্ন নৰ্মদাভীরবর্তী অন্যান্য দেশ-ভানুকচ্ছ, মাহেয়, শাশ্বত, কচ্ছীয়, সুরাষ্ট্র, নর্তন, ও অববুদ ও সম্পরীত। এক্ষণে বিক্ষ্যাচলস্থ দেশসমূহের নাম শ্রবণ করুন-মানব, করুয, রোকল, উৎকল, উত্তমার্গ, রসার্গ, ভোজ, কিঙ্কিঙ্ক, তোষল, কৌশল, ত্রৈপুর, বৈদিক, তুমুর, তুমুর, যট্‌সুর, নিষধ, অনুপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তী-এই সকল জনপদ বিক্ষ্যা-পরি অবস্থিত। এক্ষণে পৰ্ব্বতাশ্রয়ী দেশসমূহের

এতে জনপদাঃ সৰ্ব্বৈ বিক্ষ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পৰ্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে
নিগহঁরা হংসমার্গাঃ ক্ষুপণাস্তঙ্গনাঃ খসাঃ।।১৩৫
কুশপ্রাবরণাশ্চৈব হুণা দৰ্ব্বাঃ সহুদকাঃ।
ত্রিগৰ্ভা মালবাশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ।।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিংশেতি চতুষ্টয়ম্।
তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টাঙ্গিবোধত।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো
নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।।৪৫।।

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু স্বয়ং উত্তরং পুনরেষ তে।
শুশ্রাববো মুদা যুক্তাঃ পশ্যন্তুর্লোমহর্ষণম্।।১
স্বয়ং উচুঃ।
যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ।
আচক্ষু নো যথাতত্ত্বং কীর্তিতং ভারতং ত্বয়া।।২

নাম বলিতেছি; যথা,—নিগহঁর, হংসমার্গ, ক্ষুপণ, তঙ্গণ, খশ, কুশপ্রাবরণ, হুণ, দৰ্ব্ব, হুদক, ত্রিগৰ্ভ, মালব, কিয়াত, ও তামস। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—এই ভারতবর্ষে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ প্রচলিত। উহাদের স্বভাব আমি বলিব, আপনারা পরে শ্রবণ করিবেন। ১২২—১৩৭।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪৫।।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—স্বয়ংগণ তাঁহাদের শ্রমের এইরূপ উত্তর শুনিয়া অন্যান্য বিষয়ও শুনিতে ইচ্ছা করিলেন এবং প্রীতিভাবে লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—হে সূত! তুমি ভারতবর্ষের কথা যে রূপ বলিয়াছ, কিম্পুরুষ ও হরিবর্ষের বিবরণও এইরূপে বর্ণন কর।

পৃষ্ঠস্তি দং যথা বিপ্রৈর্ষথা প্রশ্নং বিশেষতঃ ।
উবাচ মুনির্নির্দিষ্টং পুরাণং বিহিতং যথা । ৩
সূত উবাচ ।

শুক্রায়া যত্র বো বিপ্রান্তচ্ছৃণুধ্বং মুদা যুতাঃ ।
প্লক্ষখণ্ডঃ কিম্পুরুষে সুমহান্নন্দনোপমঃ । ৪
দশবর্ষসহস্রাণি স্থিতিঃ কিম্পুরুষে স্মৃতা ।
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ্যরসোপমাঃ । ৫
অনাময়া হ্যশোকাস্চ সর্বৈ তে শুদ্ধমানসাঃ ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিম্নপ্তকনকপ্রভাঃ । ৬
বর্ষে কিম্পুরুষে পুণ্যে প্লক্ষো মদুবহঃ শুভঃ ।
তস্য কিম্পুরুষাঃ সর্বৈ পিবন্তি রসমুত্তমম্ । ৭
অতঃপরং কিম্পুরুষাঙ্করিবর্ষঃ প্রচক্ষ্যতে ।
মহারজতসঙ্কশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ । ৮
দেবালোকচ্চ্যুতাঃ সর্বৈ দেবরূপাশ্চ সর্বশঃ ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্বৈ পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্ । ৯
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু মুদা যুতাঃ ।

তখন সূত বিপ্রগণ কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট প্রশ্নের পুরাণসম্মত যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন । সূত বলিলেন, - হে বিপ্রগণ! আপনাদের যাহা শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে; আপনারা প্রীতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন । কিম্পুরুষ বর্ষে নন্দনোপম সুমহান্ প্লক্ষখণ্ড বিদ্যমান । তথাকার লোকদিগের আয়ুঃপরিমাণ দশ সহস্রবর্ষ । নরগণ, সুবর্ণবর্ণ এবং স্ত্রীজাতি অঙ্গরায় ন্যায় সুন্দরী । কি নর, কি নারী, সকলেই তথায় অনাময়, শোকহীন শুদ্ধচিত্ত এবং তপ্ত-কাঞ্চনবৎ উজ্জ্বলদেহ । পবিত্র কিম্পুরুষ বর্ষে এক মধুস্রাবী শুভ্র পুষ্পবৃক্ষ বিদ্যমান । কিম্পুরুষ-বর্ষবাসী নরনারী, সকলেই উহার উত্তম ফলরস পান করিয়া থাকে । এক্ষণে হরিবর্ষের বিবরণ বলিতেছি, এই বর্ষের মানবেরা উজ্জ্বল রজত-সঙ্কশ, দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট এবং সকলেই দেবাকৃতি-সম্পন্ন । হরিবর্ষের নরগণ মধুর ইক্ষুরস পান করিয়া থাকে । তথাকার মানবদিগের আয়ুঃপরিমাণ একাদশ সহস্র বৎসর । উহারা

হরিবর্ষে তু জীবন্তি সর্বৈ মুদিতমানসাঃ ।
ন জরা বাধতে তত্র জীর্ঘ্যস্তি ন চ তে নরাঃ । ১১
মধ্যমং যথয়া প্রোক্তং নান্না বর্ষমিলাবৃতম্ ।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন চ জীর্ঘ্যস্তি মানবাঃ । ১২
চন্দ্রসূর্য্যৌ সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে ।
পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ ।
পদ্মপত্রসুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ । ১৩
জম্বুরসফলাহারা হ্যনিম্পন্দাঃ সুগন্ধিনাঃ ।
মনস্বেনো ভুক্তভোগাঃ সৎকর্ম্মফলভোগিনাঃ । ১৪
দেবলোকচ্চ্যুতাঃ সর্বৈ জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ ।
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণাশ্চ নরোত্তমাঃ । ১৫
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি তে তু বর্ষে ত্রিলাবৃতে ।
মেরোঃ প্রাচীদিশং তে তু নবসাহস্রবিস্তৃতে । ১৬
যোজনানান্য সহস্রাণি ষড়্বিংশস্তস্য বিস্তরঃ ।
চতুরস্রঃ সমস্তাচ্চ শরাবাকারসংস্থিতঃ । ১৭
মেরোস্ত পশ্চিমে ভাগে নবসাহস্রসম্মিতে ।

সকলেই মুদিত মনে কালাতিপাত করে, জরা উহারিগের অঙ্গে পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না; কদাচ উহারা জীর্ণদশায় উপনীত হয় না । আমি যে মধ্যম বর্ষ ইলাবৃতে কথ্য কহিয়াছি, তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না, বা তত্রত্য মানবেরা কদাচ জীর্ণ হয় না । চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সমস্তই ইলাবৃতে অপ্রকাশ । মানবেরা সেখানে পদ্মপ্রভ, পদ্মবর্ণ, পদ্মপত্রনিভ-নেত্র ও পদ্ম-পত্রবৎ সুগন্ধশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ১— ১২ । তাহারা জম্বুফল রস পান করিয়া থাকে । তাহাদের জরামৃত্যু নাই । তাহারা মনস্বী, ভোগ-নিরত, সৎকর্ম্মসমূহের ফলভোগী, ও দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট । তত্রত্য নরোত্তমগণ ত্রয়োদশ সহস্রবর্ষ জীবন ধারণ করে । ইলাবৃতবর্ষে কেহই অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হয় না । মেরু গিরির পূর্বদিকে নব সহস্র যোজনবিস্তৃত ভূভাগে ইলাবৃত বর্ষবাসীরা বাস করে । ঐ বর্ষ ষড়্বিংশ সহস্র যোজন বিস্তৃত; উহা চতুরস্র ও শরাবাকারে অবস্থিত । মেরুর পশ্চিম ভাগ নব সহস্র যোজন

চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি গন্ধমাদনপর্বতঃ ॥১৭॥
উদগ্গদক্ষিণৈশ্চব অনীলনিষধয়াতঃ।
চত্বারিংশৎসহস্রাণি পরিবৃদ্ধো মহীতলাৎ।
সহস্রমবগাঢ়স্ত তাববেদ তু খিণ্ডিতঃ ॥১৮॥
পূর্বেণ মাল্যবান্ শৈলস্তৎপ্রমাণঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥১৯॥
তেষাং মধ্যে মহামেরুঃ সুপ্রমাণঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ
সর্বেষামেব শৈলানামবগাঢ়ো যথা ভবেৎ ॥২০॥
বিস্তরস্তৎ প্রমাণঃ স্যাদায়ামে নিযুতঃ স্মৃতঃ।
বৃন্তভাবাৎ সমুদ্রস্য মহীমণ্ডলভাবনঃ ॥২১॥
আয়ামাঃ পরিহীয়ন্তে চতুরথাঃ সমস্ততঃ।
অনাবৃন্তাশ্চতুষ্কেণ ভিদ্যন্তে মধ্যমাগতাঃ ॥২২॥
প্রভিন্নাঙ্গনসঙ্কাশা জম্বুরসবতী নদী।
মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥
সুদর্শনো নাম মহাজম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ।

পরিমিত, তথায় চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন
ব্যাপিয়া গন্ধমাদনগিরি অবস্থিত। উহা উত্তর ও
দক্ষিণ দিকে নীল ও নিষধাচল পর্য্যন্ত আয়ত।
ভূপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতার পরিমাণ চত্বারিংশৎ
সহস্র যোজন। উহা ভূগর্ভে এক সহস্র যোজন
প্রবিষ্ট হইয়া অধিষ্ঠিত। উহার পূর্বদিকে মাল্যবান্
গিরি। এই গিরির পরিমাণ গন্ধমাদনেরই অনুরূপ
বলিয়া কথিত। দক্ষিণে নীলাচল, উত্তরে নিষধাচল
আর এই গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ ইহাদের মধ্যে
সুপ্রমাণ মহামেরু অবস্থিত। উহার বিস্তার প্রমাণ
নিযুত যোজন। সমুদ্রের ন্যায় বৃন্তাকারে অবস্থিত
বলিয়া মহীমণ্ডলস্থ সুমেরুর পরিমাণগত কিঞ্চিৎ
হ্রাস দেখা যায়; কেননা, চতুরথ পরিমাণকে
বৃন্তাকারে ধরিলে উহার চারি কোণ হইতে কিছু
কিছু পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া মধ্যভাগের
পরিমাণ-গত ন্যূনতা নিশ্চিত। নিষধাচলের উত্তর
দিগ্ দিয়া সুমেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে এক জম্বুরসবতী
নদী প্রবাহিত। ঐ নদী প্রভিন্ন অঙ্গনসদৃশ; তথায়
সুদর্শন নামে এক মহা জম্বুবৃক্ষ আছে। উহা
নিত্য পুষ্পফলে অধিত এবং সিদ্ধ ও চারণগণ

নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধাচারণসেবিতঃ ॥২৪॥
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বনস্পতিঃ।
যোজনানাং সহস্রং তু শতজ্ঞান্যমহাক্রমঃ।
উৎসেধো বৃক্ষরাজস্য দিবং স্পৃশতি সর্বশঃ ॥
অরতীনাং শতান্যেষ্ঠৌ একষষ্ঠ্যধিকানি তু।
ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃষিভিত্ততদর্শিভিঃ ॥২৬॥
পতমানানি তান্যুব্র্যাং কুর্বন্তি বিপুলং স্বনম্।
তস্যা জম্বাঃ ফলরসো নদীভূয় প্রসপতি ॥২৭॥
মেরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য জম্বুবৃক্ষং বিশত্যধঃ।
তে পিবন্তি সদা হৃষ্টা জম্বুরসফলাবৃতাঃ ॥২৮॥
জম্বুরসফলং পীত্বা ন জরাং প্রাপ্নুবন্তি তে।
ন ক্রোধং ন চ রোগং তু ন চ মৃত্যুং তথাবিধম্
তত্র জাম্বুনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরস্ত তৎ ॥৩০॥
সর্বেষাং বর্ষবৃক্ষাণাং শুভঃ ফলরসস্ত সঃ।
স্কন্ধং ভবতি তচ্ছুক্লং কনকং দেবভূষণম্ ॥৩১॥

কর্জুক সেবিত। জম্বুদ্বীপের নামানুসারে ঐ দ্বীপে
অন্য এক মহান বনস্পতি আছে। ঐ বনস্পতি
সাত সহস্র যোজন বিস্তৃত, উহার এত ঔন্নত্য
যে, তাহা সর্ব প্রকারে স্বর্গভূমি স্পর্শ করিয়াছে।
১৩—২৫। তত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, ঐ বৃক্ষের
এক একটি ফলের প্রমাণ অষ্ট শত ষষ্টি অরতি।
ঐ সকল ফল ভুতলে পতিত হইয়া মহা শব্দ
উৎপাদন করে। তাহাদের রসপ্রবাহ নদীর
আকারে প্রসর্পিত হইয়াছে এবং মেরুগিরিকে
প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পুনরায় জম্বুবৃক্ষের
নিম্নে প্রবেশ করিয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা
হৃষ্টচিত্তে ঐ জম্বুফলরস পান করে, তাহারা
জম্বুফলরস পান করিয়া কদাচ জরা, ব্যাধি
ক্রোধ বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না। তথায় জাম্বুনদ
নামে এক প্রকার বিশুদ্ধ সুবর্ণ জন্মে; উহা
দেবগণের ভূষণস্বরূপ এবং ইন্দ্রচাপ-সদৃশ
ভাস্কর। সমুদায় বর্ষ-বৃক্ষের মধ্যে এই ফলরসই
সুমধুর। ঐ সকল বৃক্ষের শুক্ল ক্ষরিত হইয়া

তেষাং মূত্রং পুরীষঞ্চ দিষ্টু সৰ্ব্বাসু ভাগশঃ।
 ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ভূমিৰ্মৃতাংশচ গ্রসতে তু তান্।।৩২
 রক্ষঃপিশাচা যক্ষাশ্চ সৰ্ব্বৈ হৈমবতাঃ স্মৃতাঃ।
 হেমকূটে তু গন্ধৰ্বা বিজ্ঞেয়াঃ সাক্ষরোগণাঃ।
 সৰ্ব্বৈ নাগাস্ত নিষধে শেষবাসুকিতক্ষকাঃ।
 মহামেরৌ ত্রয়স্বিংশদ্রুমশ্চে যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ।
 নীলে তু বৈদূর্যময়ে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষয়োহমলাঃ।।৩৪
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপৰ্বত উচ্যতে।
 শৃঙ্গবান্ পৰ্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতৃণাং প্রতिसঙ্করঃ।।
 নবশ্বেতেষু বর্ষেষু যথাভাগস্তিতেষু বৈ।
 ভূতান্যুপানবিষ্টানি গতিমস্তি ধ্রুবানি চ।।৩৬
 তেষাং বিবৃদ্ধিৰ্বহ্লা দৃশ্যতে দেবমানুষী।
 ন শক্যা পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ানুকভূষতা।।৩৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো
 নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।।৪৬।।

দেবভূষণ কনকাকারে পরিণত হয়, এবং তাহাদের মূত্র এবং পুরীষও বিভাগক্রমে সৰ্ব্বদিকে পতিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহেই তত্রত্য ভূমি মৃতদিগকে গ্রাস করে। রক্ষ, পিশাচ ও যক্ষগণ হিমালয়বাসী এবং গন্ধৰ্ব ও অঙ্গরা হেমকূটস্থ, শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি সমস্ত নাগ নিষধাচলে অবস্থিত। ত্রয়স্বিংশৎ যাজ্ঞিক সুরগণ মহামেরুর উপরি ভ্রমণশীল। বৈদূর্যময় নীলাচলে অনল, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ বিরাজমান। শ্বেতগিরি দৈত্য ও দানবগণের বাসভবন বলিয়া উল্লিখিত। শৃঙ্গবান্ গিরি পিতৃগণের আবাসস্থল। বিভাগক্রমে অবস্থিত এই নয়টি বর্ষে গতিশীল ভূতগণ নিত্য উপনিবিষ্ট। এই সকল ভূতদিগের নিত্য মানুষী বহু বিবৃদ্ধি দেখা যায়, বিশেষ অনুধাবন করিয়াও তাহার পরিসংখ্যা করিতে পারা যায় না।।২৬—৩৭।।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪৬।।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সব্যে হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পৰ্বতঃ।
 তস্মিন্ নিবসতি শ্রীমান্ কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ
 অঙ্গরোগণসংযুক্তো মোদতে হ্যলকাধিপঃ।।১
 কৈলাসপাদাৎ সমুতং পুণ্যং শীতজলং শুভম্
 মন্দং নাম্না কুমুদন্তং শরদমুদসম্ভিতম্।।২
 তস্মাদ্দিব্য প্রভবতি নদী মন্দাকিনী শুভা।
 দিব্যঞ্চ নন্দনং তত্র তস্যাস্তীরে মহদ্বনম্।।৩
 প্রান্তস্তরেণ কৈলাসাদ্দিব্যসন্তোষধং গিরিম্।
 সুরধাতুময়ং চিত্রং সুবর্ণং পৰ্বতং প্রতি।।৪
 চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুক্লো রত্নসম্ভিতঃ।।
 তস্য পাদে মহাদ্দিব্যমচ্ছাদং নাম তৎসরঃ।।
 তস্মাদ্দিব্য প্রভবতি হচ্ছাদা নাম নিম্নগা।
 তস্যাস্তীরে মহাদিব্যং বনং চৈত্ররথং স্মৃতম্।।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হিমালয়ের মধ্য পার্শ্বে কৈলাস নামে এক পৰ্বত আছে, তথায় শ্রীমান্ কুবের রাক্ষসগণ সহ বাস করেন। অলকাপতি কৈলাসে অঙ্গরাগণ সহ নিত্যই আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন। কৈলাসশৈলের পাদদেশ হইতে শরদমুদ-সদৃশ, পবিত্র সুখ শীতল জল উৎপন্ন হয়। এই জল মন্দ নামে অভিহিত। এই মন্দ জল হইতেই শুভ মন্দাকিনী নাম্নী দিব্য নদী উৎপন্ন। এই নদীর তীরে এক দিব্য বৃহৎ নন্দনবন প্রতিভাত। কৈলাস শৈলের পূর্বোত্তর দিকে চন্দ্রপ্রভ নামে এক রত্নসম্ভিত গিরি আছে, ঐ গিরি দিব্যসত্ত্ব ও ওষাধিসম্পন্ন নানাবিধ ধাতুমণ্ডিত স্বর্ণাচলের অদূরে অবস্থিত। উহার পাদদেশে অচ্ছাদ নামে এক সুবৃহৎ স্বর্গীয় সরোবর বিরাজিত; এই সরোবর হইতে অচ্ছাদা নাম্নী এক দিব্য নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদীর তীরে চৈত্ররথ নামক প্রসিদ্ধ বন বিদ্যমান।

তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ।
 যক্ষসেনাপতিঃ ক্রুরগুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ।।৭
 পুণ্যা মন্দাকিনী চৈব নিম্নগাচ্ছেদিকা তথা।
 যহীমগুলমধ্যেণ প্রবিষ্টে তে মহোদধিঃ।।৮
 কৈলাসাদক্ষিণ প্রাচ্যাং শিবসঙ্কৌষধিঃ গুরুম্।
 মনঃশিলাময়ং দিব্যং পিশঙ্গং পর্বতং প্রতি।।
 লোহিতো হেমশৃঙ্গস্ত গিরিঃ সূর্য্যপ্রভো মহান্
 তস্য পাদে মহাদিব্যং লোহিতং নাম তৎসরঃ।।
 তস্মাৎ পুণ্যঃ প্রভবিত লৌহিত্যঃ স নদো মহান্।
 দেবারণ্যং বিশোকক তস্য তীরে মহাবনম্।।
 তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিবরো বশী।
 সৌম্যোঃ সুধান্মিকৈশ্চৈব গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ
 কৈলাসাদক্ষিণে পার্শ্বে ক্রুরসঙ্কৌষধঃ গিরিম্।
 বৃদ্ধকায়ঃ কিলোৎপন্নমঞ্জুনং ত্রিককুং প্রতি।।১৩

পূর্বোক্ত চন্দ্রপ্রভ শৈলে যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র
 অনুচরসহ বাস করিতেছেন। ক্রুরপ্রকৃতি
 গুহ্যকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে সর্বদা অবস্থান
 করিতেছে। মন্দাকিনী ও অচ্ছেদা নাম্নী পুণ্য
 নদীদ্বয় নদীমগুলের মধ্য দিয়া মহাক্রি মধ্যে
 প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাসশৈলের দক্ষিণ পূর্বদিকে
 সূর্য্যপ্রভ নামে এক মহান্ শৈল আছে। উহা
 দেখিতে লোহিতাকার; উহার শৃঙ্গগুলি হেমময়।
 এই গিরি শিবসত্ত্ব সম্পন্ন মনঃশিলাময় স্বর্গীয়
 পিশঙ্গাচলের অদূরে অবস্থিত। এই সূর্য্যপ্রভ গিরিঃ
 পাদদেশে লোহিত নামে এক দিব্য মহৎ সরোবর
 আছে। ঐ সরোবর হইতে লৌহিত্যনামে এক
 পুণ্য মহানদ প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরে
 বিশোক নামে এক মহাবন বিরাজমান। এই বন
 দেবগণের লীলাস্থান। পূর্বোক্ত শৈলোপরি
 মণিবর নামে এক যক্ষরাজ বাস করেন। তিনি
 সৌম্য সুধান্মিক গুহ্যকসমূহে পরিবৃত। কৈলাস-
 শৈলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃদ্ধকায় হইতে উৎপন্ন,
 ক্রুর জন্তু ও ওষধিমণ্ডিত অঞ্জনচলের অদূরে
 সর্বধাতুময় সুমহান্ বৈদ্যুত গিরি বিরাজিত।

সর্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্ বৈদ্যুতো গিরিঃ।
 তস্য পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সন্ধিসেবিতম্।।
 তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা সরযুলোকভাবনী।
 তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং নাম বিক্রমম্
 কুবেরানুচরস্তত্র প্রহেতুনয়ো বশী।
 ব্রহ্মপাতো নিবসতি রাক্ষসোহনন্তবিক্রমঃ।
 অন্তরীক্ষচরৈর্ঘোরৈর্যাতুধানশািবৃতঃ।।১৬
 অপরেণ তু কৈলাসান্মুখ্যসঙ্কৌষধিঃ গিরিম্।
 অরুণং পর্বতশ্রেষ্ঠং রুদ্রধাতুময়ং প্রতি।।১৭
 ভবস্য দয়িতঃ শ্রীমান্ পর্বতো মেঘসন্নিভঃ।
 শাতকুস্তময়ৈঃ শুভ্রৈঃ শিলাজালৈঃ সমাবৃতঃ
 শতসঙ্খ্যোস্তাপনীয়েঃ শৃঙ্গৈর্দিবমিবোন্নিখন্।
 সঙ্কুবান্ স মহাদিব্যো দুর্গশৈলো হিমাচিতঃ।।
 তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূমলোহিতঃ
 তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং নাম তৎসরঃ

তাহার পাদদেশে সিদ্ধ-সেবিত এক পুণ্য
 সরোবর আছে; উহার নাম মানস। এই মানস
 সরোবর হইতে লোকপাবনী পুণ্য সরযু নদী
 প্রবাহিত হইতেছে। উহার তীরে দিব্য দিব্য
 বৈভ্রাজ বন বিরাজিত। ঐ বনে প্রহেতুনন্দন
 কুবেরানুচর ব্রহ্মপাত নামে এক বিপুলবিক্রম
 রাক্ষস বাস করে। অন্তরীক্ষচর শত শত ভীষণ
 ধাতুবান কষ্টক ঐ রাক্ষস সর্বদা পরিবৃত।।১—
 ১৬। কৈলাস শৈলের পশ্চিম প্রান্তে প্রধান
 প্রধান জন্তু ও ওষধিমণ্ডিত রুদ্রধাতুময় গিরিবর
 অরুণাচলের অদূরে শাতকুস্তময় শুভ্র শুভ্র
 শিলাসমূহে সমাবৃত ভব-দরিত মেঘাকার শ্রীমান্
 পর্বত অবস্থিত। শতসংখ্যক হেমশৃঙ্গ দ্বারা ঐ
 গিরি যেন গগনতল স্পর্শ করিয়া বিরাজিত।
 ঐ দুর্গম গিরি সুবৃহৎ দেবভোগ্য ও হিমাচিত।
 ঐ গিরির উপরিভাগে ধূম লোহিত গিরিশ
 বাস করেন। উহার পাদদেশ হইতে শৈলোদ
 নামে এক সরোবর সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই
 সরোবর হইতে শৈলোদা নাম্নী এক দিব্য নদী

তস্মাৎ প্রভবতে দিব্যা শৈলোদা নাম নিম্নগা
 সা চক্ষুঃশীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধিम् ॥২১
 তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বিষ্ণুতং সুরভীতি বৈ
 অস্ত্যস্তুরেণ কৈলাসাচ্ছিবসম্বোধো গিরিঃ ॥
 গৌরো নাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ।
 হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ ॥
 তস্য পাদে মহাদিব্যং শুভং কাঞ্চনবালুকম্।
 রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র যাতো ভগীরথঃ ॥২৪
 গঙ্গানিমিত্তং রাজর্ষির্বাস বহ্নাঃ সমাঃ।
 দিবং যাস্যন্তি মে পূর্বে গঙ্গাতোরপরিপ্লুতাঃ ॥
 তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমন্ত প্রতিষ্ঠিতা।
 সোমপাদপ্রসূতা সা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥২৬
 যুপা মণিময়ান্তত্র চিত্তরশ্মি হিরণ্ময়াঃ।
 তত্রেষ্টা তু গতঃ স্বর্গং শক্রঃ সর্কৈঃ সুরৈঃ সহ

প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী চক্ষু ও শীতা নদীর
 মধ্য দিয়া লবণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উহার
 তীরে সুরভি নামে এক বিখ্যাত স্বর্গীয় বন
 বিরাজিত। কৈলাসশৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময়
 প্রাণী ও ওষধিময় গৌর নামে এক গিরি আছে।
 উহা হরিতালময়; উহার শৃঙ্গগুলি হিরণ্ময়। উহা
 এক দিব্য মণিময় সুমহান্ শুভ গিরি। উহার
 পাদদেশে এক রমণীয় কাঞ্চন বালুকাময় দিব্য
 সরোবর আছে। তাহার নাম বিন্দুসর; রাজা
 ভগীরথ সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই
 রাজর্ষি গঙ্গার নিমিত্ত তথায় বহু বৎসর বাস
 করেন। মদীয় পূর্বপুরুষগণ গঙ্গাজলে প্রাবিত
 হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন, রাজর্ষি ভগীরথ মনে
 মনে এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই সেখানে গঙ্গার
 আরাধনা করেন। দেবী ত্রিপথগা প্রথমতঃ সেই
 স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি সোমপাদ
 হইতে প্রসূত হইয়া সপ্তধা ভিন্নাকারে প্রবাহিত
 হন। তথায় যুপসকল মণিময় ও চিত্তি সকল
 হিরণ্ময় ছিল। ইন্দ্র সমস্ত সুরগণ সহ সেই স্থানে

দিবিচ্ছায়াপথো যন্ত অনুনক্ষত্রমণ্ডলম্।
 দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা
 অন্তরিক্ষং দিবন্ধৈব ভাবয়ন্তী ভুবঙ্গতা ॥
 ভবোত্তমাস্তে পতিতা সংরুদ্ধা যোগমায়য়া ॥
 তস্যা যে বিন্দবঃ কেচিৎ ক্রুদ্ধায়াঃ পতিতাঃ।

ক্ষিতৌ।

কৃতঃ বিন্দুসরস্তত্র ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ॥
 ততো নিরুদ্ধা দেবী সা ভবেন স্ম যতা কিল
 চিন্তয়ামাস মনসা শঙ্করক্ষেপণং প্রতি ॥৩১
 ভিত্ত্বা বিশামি পাতালং শ্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্
 জ্ঞাত্বা তস্যা অভিপ্রায়ং ক্রুরং দেব্যা চিকীর্ষিতম্
 তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিরাসীদঙ্গেষু তাং নদীম্।
 তস্যাবলেপং তং বুদ্ধা নাত্যাঃ ক্রুদ্ধস্ত শঙ্করঃ।
 নিরুদ্ধা তু শিরসোনাং বেগেন পতিতাঃ ভুবি

যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আকাশে
 রাত্রিযোগে নক্ষত্রমণ্ডলের সমীপে যে উজ্জ্বল
 ছায়াপথ দেখা যায়, উহাই দেবী ত্রিপথগামিনী।
 তিনি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ প্রাবিত করিয়া ভূতলে
 অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবী ত্রিপথগা মহাদেবের
 উত্তমাস্তে পতিত ও যোগমায়ায় সংরুদ্ধ
 হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলে ভূতলে
 যে কতিপয় জলবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই
 বিন্দুময় নির্ম্মিত হয় এবং সেই হইতেই উহা
 প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৭—৩০। দেবী গঙ্গা
 পরিহাস-রসিক মহাদেব কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া
 মনে মনে চিন্তা করিতে লগিলেন,—আমি কি
 প্রকারে শঙ্করের হস্ত হইতে মুক্ত হই। আমি
 শ্রোতোবেগে শঙ্করকে লইয়া পাতাল ভেদ
 করিয়াই প্রবেশ করি। ইতি মধ্যে শঙ্কর তাঁহার
 ঐ ক্রুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে
 একেবারেই লুকায়িত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা
 করিলেন এবং সেই গঙ্গা নদীর উদ্ধত চেষ্টায়
 তিনি কিঞ্চিৎ কূপিতও হইলেন। অপিচ শঙ্কর
 সেই সবেগে ভূতল-পতিতা গঙ্গাকে স্বীয় মণ্ডক

এতদ্বিম্বেব কালে তু দৃষ্ট্বা রাজানমগ্রতঃ।
 ধমনীসপ্ততং ক্ষীণং ক্ষুধাপরিগতেদ্রিময়ম্। ৩৪
 অনেন তোবিতশ্চাহং নদ্যর্থাং পূর্বমেব হি।
 বুদ্ধাস্য বরদানস্ত কোপং নিয়তবাংস্ত্ব সং। ৩৫
 ব্রহ্মাণো হি বচঃ শ্রদ্ধা প্রতিজ্ঞাধারণ প্রতি।
 ততো বিসর্জয়ামাস সংরুদ্ধাং স্বেন তেজসা।
 নদীং ভগীরথস্যার্থে তপসোগ্রাণ তোষিতঃ।।
 ততো বিসৃজ্যমানায়াঃ স্রোতস্তৎসপ্ততাপ্ততম্
 ত্রয়ঃ প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রয় এর তু।
 নদ্যাঃ স্রোতস্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।
 নলিনী হ্রাদিনী চৈব পাবনী চৈর প্রগ্গতা।।
 সীতা চক্ষুশ্চ সিদ্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশমশ্রিতাঃ।
 সপ্তমী হনুগা তাসাং দক্ষিণেন ভগীরথী। ৩৬
 অস্মাদ্ভাগীরথী যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
 সপ্তোতা ভাবয়ন্তীহ হিমাহুং বর্ষমেব তু। ৪০

মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইত্যবসরে তিনি
 সম্মুখে দেখিবেন—ক্ষীণদেহ শিরা-পরিব্যাণ্ড
 রাজা ভগীরথ ক্ষুধায় বিকলেদ্রিয় হইয়া
 অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া
 বুঝিলেন—ঐ ভগীরথই পূর্বে গঙ্গার নিমিত্ত
 আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব ইহাকে
 বরদান করা কর্তব্য। ইহা বুঝিয়া তিনি স্বীয়
 কোপ সম্বরণ করিলেন। এই সময় ব্রহ্মার বাক্য
 শ্রবণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে শঙ্করের বুদ্ধি নির্বিকৃত
 হইল। অনন্তর সেই রুদ্ধ গঙ্গাকে ভগীরথের
 জন্য স্বয়ং তিনি সসন্তোষে স্বীয় তেজে পরিত্যাগ
 করিলেন। পরে সেই বিসর্জিত গঙ্গার স্রোতোধারা
 সপ্তধা বিভক্ত হয়। তাহার তিনটি ধারা প্রাচী
 দিকে ও তিনটি প্রতীচী দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।
 নলিনীহ্রাদিনী ও পাবনী এই তিন ধারা পূর্বদিকে
 প্রয়াত এবং সীতা, চক্ষু ও সিদ্ধু এই তিনটি
 ধারা প্রতীচী দিকে প্রবাহিত। গঙ্গার যে সপ্তমী
 ধারা, উহা দক্ষিণপথে ভগীরথের অনুগমন করে।
 এই জন্যই গঙ্গা ভাগীরথী নামে পরিচিত হইয়া
 লবণসাগরে প্রবেশ করেন। গঙ্গার এই সপ্ত

প্রসূতাঃ সপ্ত নদ্যস্তাঃ শুভা বিন্দুসরোজবাঃ।
 নানাদেশান্ ভাবয়ন্তো স্রেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্বশঃ।
 উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ।
 সিরিদ্ধান্ কুন্তলাংশ্চীনান্ বর্বরানযবসান্ দ্রহান্
 রুমাণাংশ্চ কুণিন্দাংশ্চ অঙ্গলোকবরাশ্চ যে।
 কৃত্বা দ্বিধা সিদ্ধুমরুং সীতাগাং পশ্চিমোদধিম্।।
 অথ চীনমরুংশ্চৈব তঙ্গান্ সর্বমুলিকান্।
 সাজ্জাংস্ত্বধারাংস্তম্পাকান্ পহুবান্ দরবান্
 শকান্।

এতান জনপদান্ চক্ষুঃ প্রাবয়ন্তী গতৌদধিম্।।
 দরদাংশ্চ সকাশ্মীরান্ গাঙ্কারান্ বরপান্ হ্রদান্
 শিবপৌরানিন্দ্রহাসান্ বদাতীংশ্চ বিসর্জয়ান।
 সৈন্ধবান্ রত্নকরকান্ ভ্রমরাভীররোহকান্।
 শুনামুখাংশ্চোর্ধ্বমনুন্ সিদ্ধচারণসেবিতান্। ৪৬
 গঙ্কাবর্ষান্ কিম্বরান যক্ষান্ রক্ষোবিদ্যা-

ধরোরগান্।

কলাপগ্রামকাংশ্চৈব পাবদান্ সীগগান্ খসান্
 কিরাতাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ কুরুান্ সভরতানপি।

ধারাই হিম বর্ষ প্রাবিত করিতেছে। বিন্দুসরোবর
 হইতে সাতটি নদী প্রসূত। উহারা বিবিধ
 স্রেচ্ছাপ্রায় দেশসমূহ সর্বথা প্রাবিত করিয়া
 থাকে এবং এই সপ্ত নদীই সিরীদ্ধ, কুন্তল, চীন,
 বর্বর, যবন, দ্রহ, রুমান, কুলিন্দ, ও প্রসিদ্ধ
 অঙ্গলোকে উপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গার শীতা ধারা
 সিদ্ধু, ও অরুদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পশ্চিম
 সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। ৩১—৪৩। চক্ষুনালী
 ধারা চীন, অরু, তঙ্গণ, সর্বমুলিক, অঙ্ক, তুবার,
 স্তম্পাক, পহুব, দরদ, ও শক নামক জনপদ
 সকল প্রাবিত করিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।
 দরদ, কাশ্মীর, গাঙ্কার, বরক, হ্রদ, শিবপৌর,
 ইন্দ্রহাস, বদাতি, বিসর্জয়, সৈন্ধব, রত্নকরক,
 ভ্রমর, আতীয়, রোহক, সুনামুক, উর্ধ্বমনু, সিদ্ধ-
 চারণসেবিত দেশসমূহ, গঙ্কাবর্ষ, কিম্বর, যক্ষ,
 রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপগ্রাম, পারদ, সীগণ,
 খশ, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভরত, পঞ্চাল,

পঞ্চালকাশিমাংস্যাংশ্চ মগধাঙ্গাংস্তথৈব চ।।
 ব্রহ্মোত্তররাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ।
 এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্
 ততঃ প্রতিহতা বিদ্যে প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিम्।
 ততশ্চাত্ত্বাদিনী পুণ্যা প্রাচীনাভিমুখী যথৌ।।
 প্রাবয়ন্ত্যপভোগাংশ্চ নিবাদানাঞ্চ জ্ঞাতয়ঃ।
 ধীবরানৃষিকাংশ্চৈব তথা নীলমুখানপি।।৫১
 কেরলানুষ্ঠকর্ণাংশ্চ কিরাতানপি চৈব হি।
 কালোদরান্ বিবর্ণাংশ্চ কুমারান্ স্বর্ণভূষিতান্
 সা মণ্ডলে সমুদ্রস্য তিরোভূতানুপূর্বতঃ।
 ততস্ত পাবনী চৈব প্রাচীমের দিশস্ততা।।৫৩
 অপথান্ ভাবয়ন্তীহ ইন্দ্রদ্যুম্নসরোহপি চ।
 তথা খরাপথাংশ্চৈব ইন্দ্রশঙ্কুপথানপি।।৫৪
 মধ্যেনোদ্যানমকরারান্ কুথপ্রাবরান্ যথৌ।
 ইন্দ্রদ্বীপসমুদ্রে তু প্রবিষ্টা লবণোদধিम्।।৫৫
 ভতশ্চ নলিনী চাগাং প্রাচীমাশাং জবেন তু
 তোমরান্ ভাবয়ন্তীহ হংসমার্গান্ সহস্কান্।।
 পূর্বান্ দেশাংশ্চ সেবন্তী ভিত্তা সা বহুধাগিরীন্

কাশী, মৎস্য, মগদ, অঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ, ও
 তাম্রলিপ্ত, এই সকল লোক ও জনপদসমূহকে
 গঙ্গা নদী পবিত্র করিতেছেন এবং বিদ্যাচলে
 প্রতিহত হইয়া দক্ষিণাসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন।
 পবিত্র ত্বাদিনী ধারা প্রাচীনাবিমুখে প্রয়াণ
 করিয়াছে। উপভোগ, নিবাদজাতি, ধীবর ঋষিক,
 নীলমুখ কেরল, উষ্ণকর্ণ, কিরাত ও কালোদর,
 বিবর্ণ, স্বর্ণভূষিত ও কুমারদিগকে ইনিই প্রাবিত
 করিয়া সমুদ্রমণ্ডলে তিরোভূত হইয়াছেন।
 অন্তরপাবনী ধারা প্রাচীদিকে প্রবর্তিত হইয়াছে।
 সমস্ত অপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, খরাপথ,
 ইন্দ্রশঙ্কুপথ ও কুথপ্রাবরণ প্রভৃতি স্থান প্রাবিত
 করিয়া ইন্দ্রদ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রপথে ইনিই
 লবণাসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। নলিনী ধারা
 সবেগে প্রাচীনদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা
 তোমার, হংসমার্গ, সহস্ক ও অন্যান্য
 পূর্বদেশসমূহ প্রাবিত হইতেছে। এই ধারাই বহু

কর্ণপ্রবরণাংশ্চৈব প্রাপ্য চান্দ্রমুখানপি।।৫৭
 শিকতাপর্বতমরান্ গঙ্গা বিদ্যাধরান্ যথৌ।
 নেমিমণ্ডলকোষ্ঠে তু প্রবিষ্টা সা মহোদধিम्।।
 তাসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ।
 উপগচ্ছন্তি তাঃ সৰ্ব্বা যতো বৰ্ষতি বাসবঃ।।৫৯
 বস্বোকসায়ান্তীরে তু বনে সুরভিবিষ্কতে।
 হরিশৃঙ্গে তু বসতি বিদ্বান্ কৌবেরকো বশী।।
 যজ্ঞোপেতঃ স সুমহানমিতোজাঃ সুবিক্রমঃ।
 তজ্রাগন্ত্যেঃ পরিবৃত্তো বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মারাক্ষসৈঃ।
 কুবেরানুচরা হোতে চত্বারস্তৎসমাঃ স্মৃতাঃ।।৬১
 এবমেব তু বিজ্ঞেয়া ঋদ্ধিঃ পর্বতবাসিনাম্।
 পরস্পরেণ দ্বিগুণা ধর্মতঃ কামতোহর্থতঃ।।৬২
 হেমকুটস্য পূর্থে তু সায়ানং নাম তৎসরঃ।
 মনস্বিনী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী চ সা।
 অবগাহ্য হ্যভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্বপশ্চিমৌ।

পর্বত ভেদ করিয়া কর্ণপ্রাবরণ, অশ্বমুক,
 শিকতাপর্বত ও অরু প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত
 হইয়া বিদ্যাধরদেশে গমন করিয়াছে; অনন্তর
 নেমিমণ্ডল কোষ্ঠের নিকট দিয়া মহাক্ষিমধ্যে প্রবিষ্ট
 হইয়াছে। ঐ সপ্ত ধারা হইতে শত শত সহস্র
 সহস্র নদী ও উপনদী সকল বহির্গত হইয়া
 পুনর্ব্বার তাহাদিগের সঙ্গেই মিলিত হইয়াছে।
 বাসব এই সকল নদীর জল লইয়াই বর্ষণ
 করিয়া থাকেন। ৪৪—৫৯। বস্বোকসারার
 তীরস্থিত সুরভিত বনপ্রদেশে হরি-শৃঙ্গোপরি
 বিদ্বান্ কৌবেরক, জিতেন্দ্রিয় যজ্ঞোপেত,
 অমিতোজা সুমহান্ ও সুবিক্রম—এই চারিজন
 কুবেরানুচর বাস করেন। ইহারা অগস্ত্যবংশীয়
 বিদ্বান্ ব্রাহ্মারাক্ষসগণে পরিবৃত্ত এবং সকলেই
 কুবেরের সমকক্ষ। পর্বতবাসীদিগের সমৃদ্ধি
 এইরূপেই প্রসিদ্ধ। তাহারা পরস্পর ধর্ম, কাম
 ও অর্থ বিষয়ে পরস্পর অপেক্ষা দ্বিগুণ সমৃদ্ধি-
 সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। হেমকুটের পূর্বে শায়ন
 নামে এক সরোবর আছে। ঐ সরোবর হইতে
 মনস্বিনী জ্যোতিষ্মতী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই

সরো বিষ্ণুপদং নাম নিষধে পর্বতোত্তমে ॥৬০
তদ্বাদ্ভয়ং প্রভবতি গান্ধর্বী ত্বনলী চ যা।
মেরোঃ পশ্চাৎ প্রভবতি হৃদচন্দ্রপ্রভো মহান্
তত্র জাম্বুনদী পুণ্যা যস্যোং জাম্বুনদং শুভম্
পয়োদন্ত সরো নীলে সুভ্রং পুণ্ডরীকবৎ ॥
পুণ্ডরীকা পয়োদা চ তস্মান্নদ্যৌ বিনির্গতে।
শ্বেতাৎ প্রভবতে পুণ্যং সরস্বতুত্তরমানসম্ ॥৬৭
জ্যোৎস্না চ মৃগকান্তা চ তস্মাদ্বে সপ্তভূবতুঃ।
মধুবৎসরঃ পুণ্যঞ্চ পদ্মমীনদ্বিজাকুলম্ ॥৬৮
কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণং মধুবৎ সর্বতঃ সুখম্।
রুদ্রকান্তমিতি খ্যাতং নির্মিতং তন্তবেন তু ॥
অন্যে চাপ্যত্র বিখ্যাতাঃ পদ্মমীনদ্বিজাকুলাঃ।
নাম্না হুদা জয়া নাম দ্বাদশোদধিসনিভাঃ ॥৭০

নদী অগ্র ও পশ্চাৎ দিক্ দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম
সাগরে অবগাহন করিয়াছে। নিষধাচলে
বিষ্ণুপাদ নামে এক সরোবর আছে, তাহা
ইহাতে গান্ধর্বী ও নড়লী নামী দুইটি নদী
প্রবাহিত হইয়াছে। মেরুর পশ্চাৎ দিকে চন্দ্রপ্রভ
নামে এক সুবৃহৎ হৃদ উৎপন্ন আছে। তাহা
ইহাতে পবিত্র জম্বু নদী প্রবাহিত। উহার মধ্যে
শুভ জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ প্রতিভাত। নীলাচলে
পয়োদ নামে এক পুণ্ডরীক-মণ্ডিত শুভ সরোবর
আছে, তাহা ইহাতে পুণ্ডরীকা ও পয়োদা নামী
দুইটি নদী নিঃসৃত হইয়াছে। শ্বেতশৈল ইহঁত
উত্তর মানসাখ্য পুণ্য সরোবর সমুৎপন্ন হইয়াছে।
জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নামী দুইটি নদী তাহা
ইহাতে উদ্ভূত হইয়াছে। তথায় পদ্ম, মীন, ও
বিহঙ্গসঙ্কুল আরও একটি পুণ্য সরোবর
প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা মধুরসে পরিপূর্ণ, কল্পবৃক্ষ-
সমাকীর্ণ এবং সর্বদিকে সুখসম্পন্ন। উহার
নাম রুদ্রকান্ত স্বয়ং ভবদেব কর্তৃক উহা নির্মিত।
এতদ্ভিন্ন পদ্ম, মীন ও বিহঙ্গ-সঙ্কুল অন্যান্য বহু
বিখ্যাত হৃদ এখানে বিদ্যমান। ঐ সকল হৃদ

তেভ্যঃ শান্তী চ মাধ্বী চ শ্বে নদ্যৌ সপ্তভূবতুঃ
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি তেবু দেবো ন বর্ষতি ॥
উদ্ভিজ্জান্যদকান্যত্র প্রবহন্তি সরিধরাঃ।
ঋষভো দুন্দুভিশ্চৈব ধুম্রশ্চৈব মহাগিরিঃ ॥৭২
পূর্বায়াতা মহাভাগা নিম্নগা লবণান্তসি।
চন্দ্রকঙ্কস্তথা প্রাণো মহানগ্নিঃ শিলোচ্চয়ঃ।
উদগ্ধ্যাতা উদীচ্যাস্তা অবগাঢ়া মহোদধিম্ ॥
সোমকচ্চ বরাহচ্চ নারদচ্চ মহীধরঃ।
প্রতীচীমায়তাস্তে বৈ প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
চক্রো বলাহকশ্চৈব মৈনাকশ্চৈব পর্বতঃ।
আয়তাস্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রং দক্ষিণাং প্রতি ॥
তত্র সংবর্তকো নাম সোহগ্নিঃ পিবতি তজ্জলম্
নাম্না সমুদ্রপঃ শ্রীমানৌর্বঃ স বড়বামুখঃ ॥৭৬
দ্বাদশৈতে প্রবিষ্টা হি পর্বতা লবণোদধিম্।

জয় নামে অভিহিত এবং দেবিতে উহারা দ্বাদশ
উদধির সমকক্ষ ৬০—৭০। ঐ সকল হৃদ
ইহাতে শান্তি ও সাধ্বী নামী দুইটি নদী উৎপন্ন
হইয়াছে। কিম্পুরুষাদি বর্ষসমূহে দেবতা বৃষ্টি
বর্ষণ করেন না। তত্রত্য প্রধান প্রধান নদী
সকল উদ্ভিজ্জ উদকরাশি বহন করিয়া থাকে।
এই সকল মহাভাগা নিম্নগা পূর্বদিকে আয়ত
লবণ সাগরে প্রবিষ্ট। ঋষ্য, দুন্দুভি, মহাগিরি
ধুম্র, চন্দ্রকঙ্ক ও প্রাণাদি শিলোচ্চয় সকল দক্ষিণ
দিক্ ইহাতে উদীচীদিকের অন্ত সীমা পর্য্যন্ত
প্রসারিত হইয়া মহাক্ষি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে।
সোমক, বরাহ ও নারদ নামক মহীধর
পশ্চিমায়তভাবে লবণসাগরে প্রবেশ
করিয়াছে। চক্র, বলাহক ও মৈনাক শৈল
দক্ষিণায়ত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে আশ্রয়
লইয়াছে। দক্ষিণদিকস্থিত চন্দ্র ও মৈনাকশৈলের
মধ্যভাগে সংবর্তক নামে এক অগ্নি আছে। ঐ
অগ্নি দক্ষিণাক্ষির জলপান করে। এই অগ্নিরই
নামান্তর সমুদ্রপ, মড়বামুখ ও শ্রীমান ঔর্ব।

মহেন্দ্রভয়বিভ্রস্তাঃ পক্ষচ্ছেদভয়াত্তদা।

যদেতদৃশ্যতে চন্দ্রে শ্বেতে কৃষ্ণশ শাকৃতি।

ভারতস্য তু বর্ষস্য ভেদাস্তে নব কীর্তিতাঃ।

ইহোদিতস্য দৃশ্যস্তে তথান্যেহস্যত্র চোদিতো

উত্তরোত্তরমেতেষাং বর্ষমুদিশ্যতে গুণৈঃ।

আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাত্যাং ধর্মতঃ

কামতোহর্থতঃ ॥৭৯

সমম্বিতানি ভূতানি গুণৈ রৈতৈস্ত ভাগতঃ।

বসন্তি নানাজাতীনি তেষু বর্ষেষু তানি বৈ।

ইত্যেসাধারণং সর্বং পৃথ্বী বিশ্বং জগৎস্থিততৌ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবনবিন্যাসো

নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৮০॥

পূর্বোক্ত দ্বাদশ পর্বত মহেন্দ্রকৃত পক্ষচ্ছেদ-
ভয়ে ভীত হইয়া তৎকালে লবণার্ণবে প্রবেশ
করিয়াছিল। শুভবর্ণ চন্দ্র মধ্যে ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ
শশাকৃতি দেখা যায়, উহা নবখা ভিন্ন ভারত-
বর্ষেরই প্রতিবিম্ব বলিয়া কীর্তিত। এই বর্ষোদিত
চন্দ্র মধ্যেই এই সকল দেখা যায়। অন্যত্র উদিত
চন্দ্রে অন্যান্য বর্ষের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।
উত্তরোত্তর ক্রমে এই সকল বর্ষবাসী প্রাণিবৃন্দ
পরস্পর গুণধিকভাবে অবস্থিত এবং আরোগ্য,
আয়ুঃপ্রমাণ, ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে উহারা
উত্তরোত্তর পূর্ব পূর্ব বর্ষস্থ লোক অপেক্ষা
সমধিক সবৃদ্ধি-সম্পন্ন। নানা জাতীয় প্রাণিবৃন্দই
উল্লিখিত বর্ষসমূহে বাস করিয়া থাকে। এইরূপেই
পৃথিবী জগৎস্থিতি ব্যাপারে সর্ববিশ্ব ধারণ
করিয়াছেন ৭১—৮০।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮০॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দক্ষিণেনাপি বর্ষস্য ভারতস্য নিবোধত।

দশযোজনসাহস্রং সমতীত্য মহার্ণবম্ ॥১

ত্রীণ্যেব তু সহস্রাণি যোজনানাং সমায়তম্।

অতস্ত্রিভাগবিস্তীর্ণং নানাপুষ্পফলোদয়ম্ ॥২

বিদ্যুত্বত্তং মহাশৈলং তত্রৈকং কুলপর্বতম্।

যেন কূটতটেনৈকৈস্তদ্বীপং সমলঙ্কৃতম্ ॥৩

প্রসন্নস্বাদুসলিলা শুভ্র নদ্যঃ সহস্রশঃ।

বাপ্যস্তস্য তু দ্বীপস্য প্রবৃন্তা বিমলোদকাঃ ॥৪

তস্য শৈলস্য ছিদ্রেষু বিস্তীর্ণৈর্দ্বায়তেষু চ।

অনেকেষু সমৃদ্ধানি নানাকারাগি সর্বশঃ ॥৫

নরনারীসমাত্যানি মুদিতানি মহান্তি চ।

তেষাং তলপ্রবেশানি সহস্রাণি শতানি চ ॥৬

পুরাগি সন্নিবিষ্টানি পর্বতান্তর্গতানি চ।

সুসম্বাদানি চান্যোন্যামেকদ্বারাগি চাপ্যথ ॥৭

দীর্ঘশ্বশ্রবরাষ্ট্রানো নীলা মেঘসমপ্রভাঃ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভারতবর্ষের দক্ষিণে
অযুতযোজন ব্যবধানে মহাসাগর বিরাজিত।
ঐ মহাসাগর তিন সহস্র যোজন আয়ত; উহার
ত্রিভাগবিস্তীর্ণ স্থানে বিবিধ ফলপুষ্প-সমম্বিত
বিদ্যুত্বান্ নামক এক মহাশৈল কুলপর্বতরূপে
বিরাজমান। তদীয় শৃঙ্গদেশসমূহ দ্বারা সেই
দ্বীপ উপশোভিত। ঐ দ্বীপে হৃচ্ছ ও স্বাদুসলিলা
সহস্র সহস্র নদী এবং বিমলজলপূর্ণ ব্যাপী সকল
বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বোক্ত বিদ্যুত্বান নামক
কুলপর্বতের চারিদিকে বিস্তীর্ণ ও আয়ত
গহুরসমূহ নানা আকারবিশিষ্ট, সমৃদ্ধ, সর্বদা
প্রমুদিত নরনারী দ্বারা পূর্ণ, অতি বৃহৎ পুর
সকল শোভিত রহিয়াছে। ঐ পর্বতের তলদেশে
এবং মধ্যে সুসমৃদ্ধ শত শত সহস্র পুর সন্নিবিষ্ট
ও উহারা পরস্পর একই দ্বারবিশিষ্ট ১—৭।
তত্রত্য প্রজা জম্বিবামাত্র দীর্ঘ শ্বশ্রুধারী,

জ্ঞাতমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতিপরমাযুযঃ।।৮
 শাখামৃগসধর্ম্মাণঃ ফলমূলানিনস্তথা।
 গোধর্ম্মাণো হনির্দ্দিষ্টাঃ শৌচাচারবিবজ্জিতাঃ
 তদ্বীপং তাদৃশৈঃ পূর্ণং মনুজৈঃ ক্ষুদ্রমানুষৈঃ।
 এবমেতেহস্তরদ্বীপা ব্যাখ্যাতা অনুপূর্ব্বশঃ।।
 বিংশত্রিংশচ্চ পঞ্চাশৎ ষষ্ঠ্যশীতিঃ শতং তথা
 সমস্তমপি চাপ্যুক্তং যোজনানানং সমস্ততঃ।।১১
 বিস্তীর্ণাশ্চয়তশ্চৈচ নানাসত্ত্বসমাকূলাঃ।
 বর্হিণদ্বীপপর্ব্বাণি ক্ষুদ্রদ্বীপাঃ সহস্রশঃ।।১২
 জম্বুদ্বীপপ্রদেশান্তে ষড়ন্যে বিবিধাশ্রয়াঃ।
 অত্র দ্বীপাঃ সমাখ্যাতা নানারত্নাকরাঃ ক্ষিতৌ
 অঙ্গদ্বীপং যমদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ।।১৪
 অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলম্।।
 নানাস্নেচ্ছগণাকীর্ণং দ্বীপং বহুবিস্তরম্।।১৫

নীলমেঘকান্তি এবং অশীতিবর্ষ পরমাযুশালী।
 ঐ প্রজাগণের মধ্যে কেহ শাখামৃগের ন্যায়
 ফলমূল ভোজ্য এবং কেহ বা গোরুর ন্যায়
 লতাপত্রভোজী; তাহারা সকলেই শৌচাচার-
 বিরহিত; এবং বিধ ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 মানবে ঐ দ্বীপ পরিপূর্ণ। ঐরূপ অন্তরদ্বীপের
 বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কথিত হইতেছে। অন্তরদ্বীপ
 সকলের মধ্যে কোনটী বিংশতি, কোনটী ত্রিংশৎ,
 কোনটী পঞ্চাশৎ, কোনটী ষষ্ঠ্যশীতি, কোনটী
 শত, এবং কোনটী বা চারিদিকে সহস্র যোজন
 আয়ত ও বিস্তীর্ণ এবং ঐ অন্তরদ্বীপ সকল
 বহুপ্রাণি-সমাকুল। বর্হিণদ্বীপবর্ষ, সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র
 দ্বীপ আছে, উহারা জম্বুদ্বীপ প্রদেশ হইতে
 সর্ব্বাংশে সমধিক উন্নত। সম্প্রতি সে সকল
 দ্বীপ বর্ণিত হইতেছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই
 দ্বীপপুঞ্জই নানারত্নের আকর। দ্বীপ কয়টি এই—
 অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ
 এবং বরাহদ্বীপ। এতন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ বিবিধ প্রাণি-
 পরিপূর্ণ, বহু স্নেচ্ছজন-সমাকীর্ণ ও বহু বিস্তীর্ণ
 এবং হেম বিক্রমাদি বহুবিধ রত্নের অকার। এই

হেমবিক্রমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
 নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্ভিভং লবণান্তসা।।১৬
 তত্র চক্রগিরিনাম নৈকনির্ব্বরকন্দরঃ।
 তত্র সা তু দরী চাস্য নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া।।১৭
 স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
 কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিম্,
 যমদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরাচিতম্।
 তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।
 সমুদ্রগাণাং প্রভবঃ প্রভঃ কাঞ্চনস্য তু।।
 তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্।
 মণিরত্নাকরং স্বীতমাকরং কনকস্য চ।।২০
 আকরং চক্রনানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তথাকরম্।
 নানাস্নেচ্ছগণাকীর্ণং নদী পর্ব্বতমণ্ডিতম্।।২১
 তত্র শ্রীমাংস্ত মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
 মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ।।২২
 দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদা ক্ষিতৌ।

দ্বীপ বহু নদী ও শৈলবন দ্বারা বিচিত্র এবং
 লবণ জলধিসম্মিত। এখানে বহু নির্ব্বর ও কন্দর-
 সমন্বিত চক্রগিরি নামক এক পর্ব্বত আছে।
 এই পর্ব্বতের গুহাপ্রদেশ নানাবিধ জন্তুর আশ্রয়
 এবং নাগ দেশের মধ্যে ঐ মহাগিরি দ্বারাই
 বহুপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত; উহার কাটিদেশে নাগনিলয়
 ও নদনদীপতি সাগর বিরাজিত রহিয়াছে।।৮—
 ১৮। অনন্তর যমদ্বীপ বলিয়া যাহা কথিত
 হইয়াছে, উহাও নানারত্নের আকর। এখানেও
 ধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান্ন নামক পর্ব্বত বিদ্যমান।
 ঐ পর্ব্বতই নদনদী সকল ও সুবর্ণের উদ্ভব
 স্থান। মলয় দ্বীপও এইরূপে বর্ত্তমান; এই দ্বীপ
 অত্যাচ্ছ, এবং মণি, রত্ন সুবর্ণ ও চন্দনের
 আকর; সমুদ্রসমূহ এই দ্বীপ হইতে নির্গত
 হইয়াছে। এই সুসমৃদ্ধ মলয় বহু স্নেচ্ছের আবাস
 ভূমি; নদী ও পর্ব্বতে ইহা বিভূষিত। এই দ্বীপে
 মলয়াচল আছে। উহা রজতসকলের আকর।
 এখানে মহামলয় নামেও আর একটি বিখ্যাত

নানাপুষ্পফলোপেতং রম্যং দেবর্ষিসেবিতম্।
 অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতম্।।২৩
 তথা কাঞ্চনপাদস্য মলয়স্যাপরস্য হি।
 নিকুঞ্জৈশ্চুণসোমাপ্তৈরাশ্রমং পুণ্যসেবিতম্।।২৪
 নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে।
 তত্রাবতরতে স্বর্গঃ সদা পর্বসু পর্বসু।।২৫
 তথা ত্রিকুটনিলয়ে নানাধাতুবিভূষিতে।
 অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে।।২৬
 তস্য কুটতটে রম্যে হেমপ্রকারতোরণা।
 নির্যুহবলভীচিহ্না হর্ম্য প্রসাদমালিনী।।২৭
 শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদায়ামযোজনা।
 নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী।।২৮
 সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাশ্বনাম্।
 আবাসো বলদৃষ্টানাং তদ্বিদ্যা দেববিদ্বিষাম্
 মানুষাণামসম্বাধা হৃগম্যা সা মহাপুরী।।২৯

পর্বত আছে। উহা পর্বত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় মলয় বলিয়া ক্ষিতিতলে প্রখ্যাত। দেবাসুরপুঞ্জ অগস্ত্যঋষি এই পর্বতে বাস করিয়া থাকেন। মলয়ের অনুরূপ আরও একটি পর্বত এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার নাম কাঞ্চনপাদ। ঐ পর্বতে বহু তৃণ ও সোমলতা-নিকুঞ্জ দ্বারা পুণ্যজনসেবিত আশ্রম নির্মিত হইয়াছে এবং উহা বিবিধ ফল পুষ্প উপশোভিত হইয়া স্বর্গাপেক্ষাও অত্যন্ত শ্রীধারণ করিয়াছে। আর এই খানেই প্রতিপর্বে স্বর্গভূমি অবতরণ করিয়া থাকে। তারপর নানা ধাতু-বিভূষিত ত্রিকুট-নিলয় পর্বত; ইহার উৎসেধ বহুযোজন, সানু ও গুহা অতীব বিচিত্র। এই ত্রিকুট শৃঙ্গ স্বর্ণময় প্রাকার ও তোরণ দ্বারা রম্য; এই ত্রিকুট শৃঙ্গে বিচিত্র বলভী-বিভূষিত—হর্ম্যপ্রসাদশ্রেণী বিরাজমান। ঐ সকল প্রাসাদ শতযোজন বিস্তৃত ও ত্রিংশৎ যোজন আয়ত এবং সতত প্রমুদিত ও স্ফীত। এই স্থানেই লঙ্কানামক মহাপুরী। ঐ পুরী কামরূপী বলদৃষ্ট মহাশ্বা দেবদেবী রাক্ষসদিগেণ আবাসস্থান। ঐ মহাপুরী মানবের

তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্বে তীরে নদনদীপতেঃ।
 গোকর্ণনামধেমস্য শঙ্করস্যালং মহৎ।।৩০
 তথৈকরাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপপসমাস্থিতম্।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ম্।।৩১
 তত্র শঙ্খগিরিনাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ।
 নানারত্নকরঃ পুণ্য পুণ্যকৃষ্টির্নিযোবিতঃ।।৩২
 শঙ্খনাগা মহাপুণ্যা যম্মাং প্রভবতে নদী।
 যত্র শঙ্খমুখী নাম নাগরাজঃ কৃতালয়ঃ।।৩৩
 তথৈব কুমুদদীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্।
 নানাগ্রামসমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম্।।৩৪
 কুমুদা নাম মহাভাগা দুষ্টচিন্তনিবহনী।
 মহাদেবস্য ভগিনী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে।
 তথা বরাহদ্বীপে চ নানাম্লেচ্ছগণাকুলে।
 নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে।।৩৬

প্রবেশযোগ্য নহে, কিংবা কেহ উহার বাধা জন্মাইতেও সমর্থ হয় না। এই লঙ্কাদ্বীপের পূর্বে সাগরতীরে গোকর্ণ নামক শঙ্করের এক প্রধান আবাসস্থান আছে। তার পর শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত একটি রাজ্য আছে, উহা শতযোজন বিস্তীর্ণ; তথায় বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতির নিবাস স্থান বিদ্যমান। তথায় পুণ্যজন-নিষেবিত পবিত্র ও নানা রত্নের আকর স্বচ্ছ সঙ্খসদৃশ ধবল শঙ্খগিরি নামক এক পর্বত আছে, ঐ শঙ্খগিরি হইতে শঙ্খনাগানাম্নী একম পুণ্যনদী প্রবাহিত হইয়াছে। শঙ্খমুখ নামে এক নাগরাজ তথায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৯—৩৩। তার পর বহুবিধ গ্রামসমাকীর্ণ নানারত্নের আকর, বিবিধ মঙ্গলবিষয়ক: বহু পুণ্যজন-শোভিত কুমুদনামক একদ্বীপ বর্তমান। সেখানে মহাভাগা কুমুদানাম্নী মহাদেবভগিনী স্বীয় প্রভাদ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছেন। তিনি চিন্তদোষ বিদূরিত করিয়া থাকেন। এইরূপ বিবিধ অধিষ্ঠান ও পত্তন-সম্বিত বরাহ দ্বীপেও নানাবিধ ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য বহুজাতির বাসস্থান বর্তমান। ঐ দ্বীপ অত্যুচ্চ ও ধনধান্যপূর্ণ। তথায়

ধনধান্যমুতে স্বীতি ধর্মিষ্ঠজনসঙ্কুলে ।
নদীশৈলবনৈশ্চৈব বহুপুণ্যফলোপগৈঃ । ১৩৭
বরাহপর্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ ।
অনেককন্দরদরীণ্ডহানির্বরশোভিতঃ । ১৩৮
তস্মাৎসুরসপানীয়া পুণ্যতীর্থতরঙ্গিনী ।
বরাহী নাম বরদা প্রবৃতা স্ম মহানদী । ১৩৯
বারাহরূপিনে তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্যবে ।
অনন্যদেবতাস্তস্মৈ নমস্কৃৎস্তি বৈ প্রজাঃ । ১৪০
এবং ষড়্ভুতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমস্ততঃ ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ । ১৪১
এবমেকমিদং বর্ষং বহুদ্বীপমিহোচ্যতে ।
সমুদ্রজলসঙ্গিগ্নং খণ্ডখণ্ডীকৃতং স্মৃতম্ । ১৪২
এবং চতুর্নহাদ্বীপাঃ সাত্তরদ্বীপমণ্ডিতঃ ।
সানুদ্বীপাঃ সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপস্য বিস্তরঃ । ১৪৩

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন-
বিন্যাসো নামাষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ১৪৮ ।।

ধার্মিক লোকগণ বাস করিয়া থাকেন । ঐ দ্বীপে
অত্যুচ্চ ও ধনধান্যপূর্ণ । তথায় ধার্মিক লোকগণ
বাস করিয়া থাকেন । ঐ দ্বীপে বরাহ নামে এক
পর্বত আছে, উহা বিচিত্র নদী, দ্বীপ, শৈল, বন,
বহুপুষ্প ও ফল এবং শিবাসমূহ দ্বারা সাতিশয়
রম্য । বহুবিধ কন্দর, গুহা এবং নির্ঝরসমূহে উহা
শতত শোভিত; সুরসজলা পবিত্রতীর্থ তরঙ্গি
নী বরদা বারাহী নাম্নী মহানদী সেই বরাহ
সর্বদেবময়; ইহা জানিয়া বিপ্রগণ এই পর্বতে
বরাহরূপী প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া
থাকেন । আপনাদের নিকট চতুর্দিকস্থ এই ছয়টি
অন্তরদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিলাম । ভারতদ্বীপ
দক্ষিণে বহু বিস্তৃত । এই ভারতবর্ষ মধ্যে বহুখণ্ডে
বিভক্ত হইয়াছে । এইরূপে অন্তরদ্বীপ-পরিশোভিত
চারিটি মহাদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের বিস্তার ও তাহার
অনুদ্বীপের বিবরণ আমি পূর্বেই সম্যকরূপে
কীর্তন করিয়াছি । ১৩৪—১৪৩ ।

অষ্টাচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৮ ।।

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রক্ষদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি যথাবদিহ সংগ্রহাৎ ।
শৃণুতেমং যথাতত্ত্বং ক্রবতো মে দ্বিজোত্তমাঃ ।।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণস্তন্য বিস্তরঃ ।
বিস্তরাদ্বিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমস্ততঃ ।
তেনাবৃতঃ সমুদ্রোহয়ং দ্বীপেন লবণোদকঃ ।।২
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ শ্রিয়তে প্রজা ।
কুত এব হি দুর্ভিক্ষং জরাব্যধিভয়ং কুতঃ ।।৩
তত্রাপি পর্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব মণিভূষণাঃ ।
রত্নাকরাস্থা নদ্যস্তাসাং নামানি বক্ষ্যতে
প্রক্ষদ্বীপাদিষু ত্বেষু সপ্ত সপ্তসু সপ্তসু ।
ঋজ্বায়তাঃ প্রতিদিশং নিবিষ্টাঃ পর্বতাঃ সদা ।।৫
প্রক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্তদ্বীপান্ মহাচলান্
গোমেদকোহত্র প্রথমঃ পর্বতো মেঘসম্মিতঃ ।
খ্যায়তে তস্যান্না বৈ বর্ষং গোমেদকং তু তৎ

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ ! আমার
যে রূপ জানা আছে, আমি তদনুসারে প্রক্ষদ্বীপের
বিষয় বর্ণন করিতেছি; আপনারা আমার নিকট
যথায়থ শ্রবণ করুন । প্রক্ষদ্বীপের বিস্তার
জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ এবং ইহার চতুর্দিকের
বিশালতা তদপেক্ষা দ্বিগুণ । এই প্রক্ষদ্বীপই
লবণজলধিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ।
এখানকার জনপদ সকল অতীব পবিত্র এবং
প্রজাগণ দীর্ঘায়ুঃ । এখানে দুর্ভিক্ষ জরা কিম্বা
ব্যধিভয় নাই । সেখানে বিবিধ-মণিভূষিত
সাতটি পর্বত এবং নানাবিধ রত্নের আকর
নদী সকল রহিয়াছে । হে দ্বিজগণ ! তাহাদিগের
নাম বলিতেছি । সেই প্রক্ষাদি সপ্ত দ্বীপের
প্রতিদিকেই সাতটি করিয়া পর্বত আছে । এই
সকল পর্বত ঋজু ও আয়ত । ১—৫ । তন্মধ্যে
প্রক্ষদ্বীপের সাতটি সুবৃহৎ পর্বতের কথা
কহিতেছি । প্রথমটির নাম—গোমেদকপর্বত;

দ্বিতীয়ঃ পৰ্বতশ্চন্দ্রঃ সৰ্বোষধিসমৰ্হিতঃ।
 অশ্বিনীমমৃতস্যার্থে ওষধ্যস্তত্র সংস্থিতাঃ।।৭
 তৃতীয়ো নারদো নাম দুৰ্গশৈলো মহোচ্ছয়ঃ।
 তত্রাচলে সমুৎপন্নো পূৰ্ব্বং নারদপৰ্বতৌ।।৮
 চতুৰ্থস্তত্র বৈ শৈলো দুন্দুভিনাম নামতঃ।
 শব্দমৃত্যুঃ পুরা তস্মিন্ দুন্দুভিস্তাড়িতঃ সুরৈঃ
 রজ্জুদারো রজ্জুময়ঃ শাল্মল্যচাসুরাস্তকৃৎ।।৯
 পঞ্চমঃ সোমকো নাম দেবৈৰ্বত্রামৃতং পুরা।
 সমভূতং চ হতং চৈব মাতুরর্থে গুরুত্বতা।।১০
 ষষ্ঠস্ত সুমনা নাম স এবর্ষভ উচ্যতে।
 হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিন্ শৈলে নিযুদিতঃ
 বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তত্র ভ্রাজিষ্ণুঃ স্ফটিকো মহান্
 যস্মাদ্বিভ্রাজতেহর্চির্ভির্বেভ্রাজন্তেন স স্মৃতঃ।।
 তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি নামতস্ত যথাক্রমম্।
 গোমেদং প্রথমং বর্ষং নাম্না শান্তভয়ং স্মৃতম্।।

ইহা মেঘের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, এই পর্বতের বর্ষও গোমেদক আখ্যায় অভিহিত। দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্রপর্বত; এই পর্বতে সর্ববিধ ওষধি সতত বর্তমান; অমৃতের নিমিত্ত অশ্বিনীকুমার কর্তৃক এই পর্বতে ওষধি সকল স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় নারদ পর্বত, এই পর্বত দুর্গ শৈলরূপে বিরাজমান। ইহা অত্যুচ্চ এবং এইখানেই নারদ ও পর্বত ঋষি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। চতুর্থ দুন্দুভি; পুরাকালে এই পর্বতে সুরগণ কর্তৃক শব্দমৃত্যু নামক অসুর, দুন্দুভিশব্দে বিতাড়িত হইয়াছিল। ইহা রজ্জুদার, রজ্জুময়, শাল্মল প্রভৃতি অসুরগণের বধ্যভূমি। পঞ্চম অমৃত, এই অমৃতশৈলে পুরাকালে সুরগণ অমৃত সংস্থাপন করেন এবং গুরুত্ব তদীয় জননীর জন্য ঐ অমৃত হরণ করে। ষষ্ঠ সুমনা, এই পর্বত ঋষভ নামেও কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বরাহ দেব এই শৈলেই হিরণ্যাক্ষের নিধন সাধন করেন। সপ্তম বৈভ্রাজ, এই পর্বত স্ফটিকময় ও অতি দীপ্তিশালী; ইহা স্বীয় আভাস দ্বারা ভাসমান বলিয়াই এই পর্বতের নাম বৈভ্রাজ হইয়াছে।

চন্দ্রস্য শিখরং নাম নারদস্য সুখোদয়ম্।
 আনন্দং দুন্দুভের্বর্ষে সোমকস্য শিবং স্মৃতম্।।
 ক্ষেমকমৃষভস্যাপি বৈভ্রাজস্য ধ্রুবং তথা।।১৪
 এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
 বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্ত্ব তৈঃ সহ।।১৫
 তেষাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ।
 নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি সপ্ত গঙ্গা মহানদীঃ।।১৬
 অনুতপ্তা সুতপ্তৈর নিষ্পাপা মুদিতা ক্রতুঃ।
 অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাঃ সরিতাং বরাঃ।।
 অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যস্তাত্যচানাঃ সহস্রশঃ।
 বহুদকাশ্চৌঘবত্যো যতো বর্ষতি বাসবঃ।।১৮
 তাঃ পিবন্তি সদা হস্তা নদীজনপদাস্ত তে।
 শুভাঃ শান্তবহাশ্চৈব প্রমোদা যে চ তে শিবাঃ
 আনন্দাশ্চ ধ্রুবশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ শিবৈঃ সহ।
 বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ প্রজাস্তেহথ সর্বশঃ।।২০

এক্ষণে যথাক্রমে ইহাদিগের বর্ষসমূহের নাম কীর্তন করিতেছি। গোমেদ পর্বতের বর্ষনাম শান্ত ভয়, চন্দ্রের—শিশির, নারদের—সুখোদয়, দুন্দুভির—আনন্দ, সোমকের—শিব, ঋষভের—ক্ষেমক এবং বৈভ্রাজের—বর্ষ ধ্রুব। এই সকল স্থানে চারণগণসহ দেব, গন্ধর্ব্ব ও দ্বিজগণকে সতত বিহার ও রমণাদি করিতে দেখা যায়। এই সকল বর্ষের প্রত্যেকটিতেই সাগরাস্তগামী এক একটা নদী আছে। ঐ মহানদী সপ্ত গঙ্গার নাম কীর্তিত হইতেছে ১৬—১৬। অনুতপ্তা, সুতপ্তা, নিষ্পাপা, মুদিতা, ক্রতু, অমৃতা ও সুকৃতা; এই প্রধান নদী সতত প্রবহমান, এবং উহারা অন্যান্য সহস্র সহস্র নদীর প্রসূতি। এই নদী সকল বিপুলজল এবং ওঘবতী। দেবরাজ এই সকল বর্ষে নিরন্তর বর্ষণ করিয়া থাকেন। শুভা, শান্তবহা, প্রমোদা, শিবা, আনন্দা, ধ্রুবা এবং ক্ষেমকা ইহারা যথাক্রমে বর্ষনদী বলিয়া কথিত। প্রজাগণ হর্ষ সহকারে সর্বদা এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। এই সকল বর্ষমধ্যে কুত্রাপি রোগ নাই অত্রত্য যাবতীয়

সর্বোধরোগাঃ সুবলাঃ প্রজ্ঞাস্বাময়বজ্জিততাঃ।
 অধঃসাপনী ন তেহস্বস্তি তথৈবোৎসপিণী ন চ
 ন তত্রাস্তি যুগাবস্থা চতুর্য়ুগকৃতা ক্চিৎ।
 ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্বদা তত্র বর্ততে।।২২
 প্রক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চস্বৈতেষু সর্বশঃ।
 দেশন্যানুবিধানেন কালস্যানুবিধাঃ স্মৃতাঃ।।২৩
 পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি তেষু জীবন্তি মানবাঃ।
 সুরূপাশ্চ সুবেশাশ্চ অরোগা বলিনস্তথা।।২৪
 সুখর্মায়ুর্বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম এব চ।
 প্রক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ং শাকদ্বীপান্তকেষু চ।।২৫
 প্রক্ষদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্বতোধনধান্যবান্।
 দিবৌষধীফলোপেতঃ সর্বৌষধিবনস্পতিঃ।।
 আবৃতঃ পণ্ডিতঃ সর্বৈর্গ্রাম্যারণ্যৈঃ সহস্রশঃ।
 জম্বুবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে দ্বিজোত্তমাঃ।
 প্রক্ষো নাম মহাবৃক্ষস্তস্য নান্না স উচ্যতে।।২৬
 স তত্র পূজ্যতে স্থানুর্মধ্যে জনপদস্য হি।
 স চাপীক্ষুরসোদ্দেশঃ প্রক্ষদ্বীপসমাবৃতঃ।।২৮

প্রজাগণ বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত, সবল ও নিরাময়;
 এই বর্ষবাসী মানুষগণের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ
 বা অতি নীচ নহে। এখানে সত্য ত্রেতা
 চতুর্য়ুগাবস্থা নাই। প্রক্ষাদি পাঁচটি দ্বীপে সর্বদা
 যেন ত্রেতাযুগ বিদ্যমান। দেশ ও কালমাহাত্ম্যে
 ঐ সকল দ্বীপবাসী মনুষ্যগণ পঞ্চ সহস্র বৎসর
 জীবিত থাকে, তাহারা সুরূপ, সুবেশ, নীরোগ
 ও বলবান্ এবং তাহাদের আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম,
 সকলই যেন কেমন এক অপূর্বরূপে শোভমান।
 প্রক্ষদ্বীপের যে সব গুণগরিমা কীর্তিত হইয়াছে,
 শাকদ্বীপেরও এই সকল গুণ বিদ্যমান জানিবেন।
 প্রক্ষদ্বীপ পৃথু, শ্রীমান, সর্বত্র ধনধান্য-পূর্ণ,
 দিব্য ওষধি ও সর্বৌষধিময় বনস্পতি-সমষ্টিত।
 সহস্র সহস্র গ্রাম্য ও আরণ্য পশুগণদ্বারা এই
 দ্বীপ পরিবেষ্টিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই দ্বীপ
 এক প্রসিদ্ধ জম্বুবৃক্ষ দ্বারা বিখ্যাত। এই দ্বীপ
 প্রক্ষ নামক যে এক মহাবৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষের
 নামানুসারেই উহার নাম প্রক্ষ দ্বীপ হইয়াছে।

প্রক্ষদ্বীপস্য চৈবেহ বৈপুল্যাদ্বিস্তরেণ তু।
 ইত্যেব সন্নিবেশো বঃ প্রক্ষদ্বীপস্য কীর্তিতঃ।
 অনুপূর্ব্যা সমাসেন শাল্মলং তং নিবোধত।।২৯
 তততৃতীয়ং দ্বীপানাং শাল্মলং দ্বীপমুত্তমম্।
 শাল্মলেন সমুদ্রস্ত দ্বীপেনৈক্ষুরসোদকঃ।
 প্রক্ষদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেন সমাবৃতঃ।।৩০
 তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
 রত্নাকরাস্তথা নদ্যন্তেষু বর্ষেষু সপ্ত সু।।৩১
 প্রথমঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ কুমুদো নাম পর্বতঃ।
 সর্বধাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলজাজালসমুদগতৈঃ।।
 দ্বিতীয়ঃ পর্বতস্তস্য উন্নতো নাম বিক্রতঃ।
 হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।৩৩
 তৃতীয়ঃ পর্বতস্তস্য বলাহক ইতি শ্রুতঃ।
 জাত্যঙ্গনময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।৩৪
 চতুর্থঃ পর্বতো দ্রোণো যত্রৌষধৌ মহাবলাঃ

অত্রত্য জনপদবাসীদিগের পূজ্য দেবতা স্থাণু।
 এই দ্বীপ ইক্ষুরস সাগরে সমাবৃত রহিয়াছে।
 এই আপনাদের নিকট আমি প্রক্ষদ্বীপের বিপুলতা
 ও সন্নিবেশ বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে
 সংক্ষেপে আনুপূর্বিক শাল্মল দ্বীপের বিবরণ
 শ্রবণ করুন। এই শাল্মলদ্বীপ শ্রেষ্ঠতায় অন্যান্য
 দ্বীপসমূহের তৃতীয় ও ইক্ষুরসোদক সাগরদ্বারা
 পরিবেষ্টিত। ইহার পরিধি প্রক্ষদ্বীপবিস্তারের
 দ্বিগুণ। এখানেও সাতটি বর্ষ পর্বত আছে,
 উহার রত্নের আকার এই সকল বর্ষে সাতটি
 রত্নাকার নদীও বিদ্যমান। ১৭—৩১। ঐ সকল
 বর্ষ পর্বতের মধ্যে প্রথমটির নাম কুমুদ। এই
 কুমুদ পর্বত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ইহার
 শৃঙ্গমালা বিবিধ ধাতুময়, এবং উহা হইতে
 আবার বহু শিলা সমুদ্রগত হইয়াছে। দ্বিতীয়—
 উন্নত পর্বত; এই পর্বত অতীব বিখ্যাত এবং
 হরিতালময় শৃঙ্গ সকল দ্বারা স্বর্গ আবৃত করিয়া
 অবস্থিত। তৃতীয়—বিক্রত বলাহক, এই
 বলাহকও অঙ্গনময় শৃঙ্গ দ্বারা স্বর্গ আবৃত
 করিয়া রহিয়াছে। চতুর্থ—দ্রোণ, এই দ্রোণ

বিশল্যকরণী চৈব মৃতসঞ্জীবনী তথা । ৩৫
 কঙ্কন্ত দশমস্তত্র পর্বতঃ সুমহোদয়ঃ ।
 দিব্যপুষ্পফলোপেতো বৃক্ষবীজসমাবলতঃ । ৩৬
 ষষ্ঠস্ত পর্বতস্তত্র মহিষো মেঘসমিভঃ ।
 যস্মিন্ সোহগ্নিনিবসতি মহিষো নাম বারিজঃ
 সপ্তমঃ পর্বতস্তত্র ককুদ্ভান্নাম ভাষ্যতে ।
 তত্র রত্নান্যনেকানি স্বয়ং বর্ষতি বাসবঃ ।
 প্রজাপতিমুপাদায় প্রাজাপত্যে বিধিঃ স্বয়ম্ ।।
 ইত্যেতে পর্বতাঃ সপ্ত শাল্মলে মণিভূষিতাঃ ।
 তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু শুভানি বৈ
 কুমুদাং প্রথমং শ্বেতমুন্নতস্য তু লোহিতম্ । ৩৯
 বলাহকস্য জীমুতং দ্রোণস্য হরিতং স্মৃতম্ ।
 কঙ্কস্য বৈদ্যুতং নাম মহিষস্য তু মানসম্ । ৪০
 কুকুদঃ সুপ্রভং নাম সপ্তৈতানি তু সপ্তধা ।
 বর্ষাণি পর্বতাংশ্চৈব নদীন্তেষু নিবোধত । ৪১
 পানিতোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী ।

পর্বতে মহাবলবিধায়ক ওষধি সকল এবং
 মৃতসঞ্জীবনী ও বিশল্যকরণী বিদ্যমান. পঞ্চম—
 কঙ্ক, এই পর্বত অত্যাচ্চ এবং দিব্য ফল ও
 পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ ও লতা-পরিবৃত। ষষ্ঠ—
 মহিষ পর্বত; ইহার আভা মেঘের ন্যায়। এখানে
 জল হইতে উৎপন্ন মহিষ নামক অগ্নি বিরাজ
 করেন। সপ্তম ককুদ্ভান; এখানে নানাবিধ রত্ন
 আছে। বিধাতা যখন প্রাজাপত্য বিধিতে অবস্থিত
 হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, স্বয়ং বাসব
 তৎকালে এখানে বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন।
 শাল্মলদ্বীপের মণিভূষণ সাতটি পর্বতের নাম
 কথিত হইল। এক্ষণে উহাদের সুশোভন
 সপ্তবর্ষের নাম কীর্তন করিতেছি। কুমুদ পর্বতের
 বর্ষ শ্বেত, উন্নতের লোহিত, বলাহকের জীমুত,
 দ্রোণের হরিত, কঙ্কের বৈদ্যুত, মহিষের মানস
 এবং ককুদের সুপ্রভ এই সপ্তধাবিভক্ত সপ্তবর্ষ।
 ইহা হইল বর্ষ ও পর্বতের নাম, এক্ষণে এই
 সকল বর্ষপর্বতস্থিত নদীনিচয়ের নাম শ্রবণ
 করুন। পানিতোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্রা,

নিবৃষ্টি সপ্তমী তাসাং প্রতিবর্ষন্ত তাঃ স্মৃতাঃ
 তাসাং সমীপগাশ্চান্যাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 অশক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়াস্ত বুভুষতা ।।
 ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ শাল্মলস্যাপি কীর্তিতঃ
 প্রক্ষবৃক্ষৈঃ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাক্রমঃ । ৪৪
 শাল্মলিবিপুলকঙ্কস্তস্য নাম্না স উচ্যতে ।
 শাল্মলিস্ত সমুদ্রেণ সুরোদেন সমস্ততঃ ।
 বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমস্ততঃ । ৪৫
 উত্তরেষু তু ধর্মজ্ঞা দ্বীপেষু শৃণুত প্রজাঃ ।
 যথাক্রতং যথান্যায়ং ক্রবতো মে নিবোধত । ৪৬
 কুশদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থং তং সমাসতঃ ।
 সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ । ৪৭
 সপ্তৈব গিরয়স্তত্র বর্ণমাণামিবোধত ।
 শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ । ৪৮
 কুশদ্বীপে তু বিজ্ঞেয়ঃ পর্বতো বিক্রমোচ্চয়ঃ ।

বিমোচনী ও নিবৃষ্টি এই সাতটি নদী উক্ত বর্ষ
 সকলে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে শ্রদ্ধেয়গণ! এই
 সকল নদী সন্নিধাতে আবার অন্য শত সহস্র
 নদী আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য। এই
 আপনাদের নিকট শাল্মলের সন্নিবেশ কথিত
 হইল। ইহা প্রক্ষবৃক্ষ দ্বারা বিখ্যাত এবং ইহার
 মধ্যদেশে শাল্মল নামক বিপুলাকায় একমহাক্রম
 আছে। ঐ শাল্মলক্রমের নামেই এই দ্বীপের
 শাল্মল দ্বীপ এইরূপ নামমিরুক্তি হইয়াছে। ইহার
 চারিদিকেই সুরাসাগর এবং বিস্তার শাল্মল-
 দ্বীপেরই সমান। ৩২—৪৫। হে ধর্মজ্ঞগণ।
 ইহার উত্তরস্থিত দ্বীপসমূহে প্রজাগণ বসবাস
 করিতেছে। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, যথায়ুক্ত
 রূপে এই সকল কথিত হইল; আপনারা
 অবধারণ করুন। এক্ষণে সংক্ষেপে চতুর্থ
 কুশদ্বীপের কথা কহিতেছি, এই কুশদ্বীপ দ্বারা
 সুরোদ সাগরের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত। এখানে
 সাতটি পর্বত বিদ্যমান, এক্ষণে তাহাদের
 বর্ষপরিমাণ বলিতেছি। কুশদ্বীপে যে
 বিক্রমোচ্চয় নামক পর্বত আছে, উহার বিস্তার

দ্বীপস্য প্রথমস্তন্য দ্বিতীয়ো হেমপর্বতঃ ॥৪৯
 তৃতীয়ো দ্যুতিমান্নাম জীমুতসদৃশো গিরিঃ ।
 চতুর্থঃ পুষ্পবান্নাম পঞ্চমস্ত কুশেশয়ঃ ॥৫০
 ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম সপ্তমো মন্দরঃ স্মৃতঃ ।
 মন্দা ইতি হ্যপাং নাম মন্দরো দায়ণা দপাম্ ॥
 তেষামন্তরবিচ্ছিন্নো দ্বিগুণঃ পরিবায়িতঃ ।
 উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্ ॥৫২
 তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ।
 পঞ্চমং ধৃতিমধ্বং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্ ।
 সপ্তমঃ কপিলং নাম সপ্তৈতে বর্ষপর্বতঃ ॥৫৩
 এতেষু দেবগন্ধর্বাঃ প্রভানু জগদীশ্বরঃ ।
 বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্ত বর্ষণঃ ॥৫৪
 ন তেবু দস্যবঃ সন্তি ন্নেচ্ছজাত্যন্তথৈব চ ।
 গৌরপ্রোয়ো জনঃ সর্বঃ ক্রমাচ্চ ত্রিয়তে তথা ॥
 তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব ধূতপাপাঃ শিবাস্তথা ।
 পবিত্রা সন্ততিশৈব দ্যুতিগর্ভা মহী তথা ॥৫৬
 অন্যান্তাভ্যোহপরিজ্ঞাতাঃ শতশোহথসহস্রশঃ

চারিদিকে শাল্মল দ্বীপের দ্বিগুণ এবং ইহাই ঐ
 দ্বীপের প্রথম পর্বত। এইরূপ এই দ্বীপে দ্বিতীয়
 হেম পর্বত, তৃতীয় জীমুত সদৃশ দ্যুতিমান,
 চতুর্থ পুষ্পবান্, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরিগিরি
 এবং সপ্তম মন্দর; মন্দ নামক জলের ভেদ
 করিয়া এই পর্বত অবস্থিত; এজন্য উক্ত
 মন্দজলের নামানুসারে ইহার নাম মন্দার
 হইয়াছে। এই সকল পর্বতের অন্তর বিচ্ছিন্ন
 দ্বিগুণ পরিমাণে পরিবেষ্টিত। এক্ষণে ইহাদিগের
 বর্ষ পর্বত কথিত হইতেছে। প্রথম উদ্ভিদ, দ্বিতীয়
 বেণুমণ্ডল, তৃতীয় স্বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ,
 পঞ্চম ধৃতিমৎ, ষষ্ঠ প্রভাকর এবং সপ্তম কপিল।
 এই সকল বর্ষ পর্বতে ঐশীশক্তিসম্পন্ন দেব
 ও গন্ধর্বগণকে বিচরণ ও রমণ করিতে দেখা
 যায়। এ সকল বর্ষে দস্যুভীতি বা ন্নেচ্ছজাতি
 নাই। মানবগণ প্রায়শঃ গৌরবর্ণবিশিষ্ট হইয়া
 থাকে এবং উহাদের পর্যায়ক্রমেই মৃত্যু হয়।
 এখানে বিধূতপাপঃ শিবজলা সাতটি নদী আছে।

অভিগচ্ছন্তি তাঃ সর্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ ।
 যতোদেন কুশদ্বীপো বাহ্যতঃ পরিবারিতঃ ।
 বিজ্জৈয়ঃ স তু বিস্তারাৎ কুশদ্বীপসমেন তু ॥৫৮
 ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ কুশদ্বীপস্য বর্ণিতঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারং বক্ষ্যাম্যহতমঃ পরম্ ॥
 কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণঃ স তু বৈ স্মৃতঃ ।
 যতোদকসমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ॥
 তস্মিন্ দ্বীপে নগশ্রেষ্ঠঃ ক্রৌঞ্চস্ত প্রথমো গিরিঃ
 ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ ॥
 অন্ধকারাৎ পরশ্চাপি দিবর্বৈন্নমে পর্বতঃ;
 দিবাবৃতঃ পরশ্চাপি দিবিন্দো গিরিরূচ্যতে ।
 দিবিন্দাৎ পরশ্চাপি পুণ্ডরীকো মহাগিরিঃ ।
 পুণ্ডরীকাৎ পরশ্চাপি প্রোচ্যতে দুন্দুভিনঃ ॥
 এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য পর্বতঃ ।
 বহুবৃক্ষফলোপেতা নানাবৃক্ষলতাবৃতঃ ॥৬৪
 পরস্পরেণ দ্বিগুণা বিচ্ছিন্নাধ্বপর্বতঃ ।

এই সকল স্থানের মৃত্তিকা পবিত্র, বিদ্যুত ও
 তেজোগর্ভ। ঐ সকল নদী হইতে আরও শত
 সহস্র নদী সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল নদীতে
 বাসব বারি বর্ষণ করেন বলিয়া ইহারা প্রবাহিত
 হইতেছে। যতোদসাগরে এই কুশদ্বীপের বহির্ভাগ
 পরিবেষ্টিত। উহার বহির্বেষ্টনের পরিমাণ
 কুশদ্বীপ-বিস্তারের সমান। এই আপনাদের নিকট
 কুশদ্বীপের সন্নিবেশ কথিত হইল, অতঃপর
 ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার বলিতেছি। ৪৬—৫৯।
 ঐ দ্বীপের বিস্তার কুশদ্বীপ-বিস্তারের দ্বিগুণ।
 ইহা যতোদসাগরকে পরিবেষ্টন করিয়া
 বিরাজমান। এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপস্থিত ক্রৌঞ্চ
 পর্বতই প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ক্রৌঞ্চের পর
 বামনক, বামনের পর অন্ধকারক, অন্ধকারের
 পর দিবাবৃত, দিবাবৃতের পর দিবিন্দ, দিবিন্দের
 পর পুণ্ডরীক, এবং পুণ্ডরীকের পরে দুন্দুভিনামক
 পর্বত প্রসিদ্ধ। ক্রৌঞ্চদ্বীপের এই সাতটি
 পর্বতই রত্নময়, ফলবান্ বৃক্ষ-সমষ্টিত এবং
 নানাজাতীয় বহু বৃক্ষ ও লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বর্ষাণি তত্র বক্ষ্যামি নামতত্ত্ব নিবোধত ।। ৬৫
 ক্রৌঞ্চস্য কুশলো দেশো বামনস্য মনোন্মুগঃ ।
 মনোন্মুগাৎ পরশ্চোক্ষতৃতীয়ো দেশ উচ্যতে ।।
 উষ্ণাৎপরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরাদক্ষকারকঃ ।
 অক্ষকারকদেশাঙ্গু মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ।। ৬৬
 মুনিদেশাৎপরশ্চৈব প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ ।
 সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ো জনঃ স্মৃতঃ ।। ৬৭
 তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং স্মৃতাঃ শুভাঃ ।
 গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সঙ্খ্যা রাত্রিন্নোজবা ।
 খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতাঃ ।। ৬৮
 তাসাং সমুদ্রগাশ্চান্যা নদ্যো যাস্তু সমীপগাঃ
 অনুগচ্ছন্তি তাঃ সর্বা বিপুল্যঃ সুবহুদকাঃ ।।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ।
 আবৃতঃ সর্বতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপসমেন তু ।।
 প্লক্ষদ্বীপাদয়ো হ্যেতে সমাসেন প্রকীর্তিতাঃ ।

ইহাদের বর্ষপর্বত সকল পরস্পর স্ব স্ব বিচ্ছিন্ন
 হইতে দ্বিগুণ । এক্ষণে উহাদের নাম বলিতেছি,
 শ্রবণ করুন । ক্রৌঞ্চের বর্ষ নাম কুশলী, বামনের
 মনোন্মুগ, মনোন্মুগের পর তৃতীয় বর্ষ উষ্ণ,
 উষ্ণের পর প্রাবরক, প্রাবরকের পর অক্ষকারক,
 অক্ষকারকের পর মুনিদেশ এবং মুনিদেশের পর
 দুন্দুভিস্বন । এই বর্ষ সকল সিদ্ধাচারণ-সমাকীর্ণ ।
 এখানকার মানবগণ প্রায়ই গৌরবর্ণ । এই
 বর্ষসমূহের প্রত্যেকটি এক একটা করিয়া সাতটি
 নদী বিদ্যমান এবং উহারা সকলেই শুভদায়িনী ।
 গৌরী, কুমুদ্বতী, সঙ্খ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি,
 পুণ্ডরীকা ও গঙ্গা, এই সপ্ত বর্ষনদী জানিবেন ।
 এই সকল বর্ষনদীর সমীপে বিপুল-জলশালিনী
 আরও বহু নদী আছে । উহারা সমুদ্রের সহিত
 মিলিত । এই বিপুলজলা সাগরগামিনী নদী
 নিচয়ের সঙ্গে আবার ঐ সপ্ত বর্ষনদী মিলিত ।
 এই সমৃদ্ধিমান দ্বীপের চারিদিকই এতৎ-পরিমাণ
 দধিমণ্ডোদক সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত । এবং
 প্লক্ষদ্বীপাদিও ঐ ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্য বলিয়া
 কথিত । এই প্লক্ষ দ্বীপাদির বিবরণ সংক্ষেপে

তেষাং নিসর্গৌ দ্বীপানামানুপূর্ব্যেণ সর্বশঃ ।
 ন শক্যং বিস্তরাঙ্কুমপি বর্ষশতৈরপি ।
 নিঃসর্গোহয়ং প্রজানাস্তু সংহারো যশ্চ তাসু বৈ
 অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শাকদ্বীপস্য মো বিধিঃ
 শাকদ্বীপস্য কৃৎস্নস্য যথাবদিহ নিশ্চয়াৎ ।
 শৃণুধ্বং বৈ যথাতত্ত্বং ক্রুবতো মে যথার্থবৎ ।। ৭৪
 ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তরাঙ্গিগুণস্তস্য বিস্তরঃ ।
 পরিবার্য্য সমুদ্রং স দধিমণ্ডোদকং স্থিতঃ ।। ৭৫
 তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ত্রিয়তে জনঃ ।
 কুত এব তু দুর্ভিক্ষং জরাব্যাদিভয়ং কুতঃ ।। ৭৬
 তত্রাপি পর্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব পরিভূষিতাঃ ।
 রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তাসাং নামানি মে শৃণু ।। ৭৭
 দেবর্ষিগন্ধর্ববৃতঃ প্রথমো মেরুচ্চ্যতে ।
 প্রাগায়তঃ সসৌবর্ণ উদরো নাম পর্বতঃ ।। ৭৮
 তত্র মেঘাস্ত বৃষ্ট্যর্থং প্রভবন্তি চ যান্তি চ ।
 তস্যাপরেণ সুমহান জলধারো মহাগিরিঃ ।। ৭৯

কীর্তিত হইল । ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থা, বা
 অত্রত্য প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহার শতবৎসরেও
 আনুপূর্ব্বিক বিস্তররূপে কীর্তন করা দুঃসাধ্য ।
 অনন্তর শাকদ্বীপের বিষয় নিশ্চয়রূপে কীর্তন
 করিতেছি, আপনারা আমার নিকট যথাযথ
 শ্রবণ করুন । এই শাকদ্বীপের বিস্তার ক্রৌঞ্চ
 দ্বীপের দ্বিগুণ । দধিমণ্ডোদক সমুদ্রকে পরিবেষ্টন
 করিয়া এই দ্বীপ অবস্থিত । এখানকার জনপদ
 সকল পবিত্র ও অত্রত্য প্রজাগণ দীর্ঘজীবী ।
 এখানে দুর্ভিক্ষ, জরা বা ব্যাধি-ভয় নাই । ৬০—
 ৭৬ । এই দ্বীপে মণিভূষিত সপ্ত শুভ্র পর্বত
 এবং বিবিধরত্নের আকররূপা সপ্ত নদী আছে,
 আমার নিকট উহাদিগের নাম শ্রবণ করুন ।
 প্রথমে সপ্ত পর্বতের নাম কথিত হইতেছে—
 প্রথমটির নাম মেরু, এই মেরুতে দেবর্ষি ও
 গন্ধর্বগণ অবস্থান করেন; দ্বিতীয় উদয় পর্বত;
 এই পর্বত পূর্বদিকে আয়ত, সুবর্ণময় । বৃষ্টির
 জন্য মেঘসকল এইখানে উদ্ভূত হয় এবং এই

তস্মান্নিত্যমুপাদশে বাসবঃ পরমং জলম্।
ততো বর্ষং প্রভবতি ববলাকালে প্রজ্ঞাস্বিহ। ৮০
তস্যাপরে রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিত।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো গিরিঃ। ৮১
তস্যাপরেণ সুমহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
তস্মাচ্ছায়াত্বমাপন্ন্যঃ প্রজ্ঞাঃ পূর্বমিমাঃ কিল।।
তস্যাপরেণ রজতো মহানস্তো গিরিঃ স্মৃতঃ।
তস্যাপরেণাশ্বিকেয়া দুর্গঃ শৈলো হিমাচিতঃ।
আশ্বিকেয়াং পরো রম্যঃ সর্বৌষধিসমম্বিতঃ।
স চৈব কেশরীত্বস্তো যতো বায়ুঃ প্রবায়তি
শৃণুধ্বং নামতস্তানি যথাবদনুপূর্বশঃ।
উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জলদং নাম বিষ্ণুতম্। ৮৫
দ্বিতীয়ং জলধারস্য সুকুমারমিতি স্মৃতম্।
রৈবতস্য তু কৌমারং শ্যামস্য তু মণীচকম্। ৮৬
অস্তস্যাপি শুভং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুসুমোত্তরম্।
আশ্বিকেয়স্য মোদাকং কেসরেষু মহাক্রমম্।।

স্থান হইতেই অন্যত্র চলিয়া যায়। তাহার পর
অতিবৃহৎ জলধার মহাগিরি। এই গিরি হইতে
বাসব অত্যুত্তম জল গ্রহণ করেন এবং ঐ জলই
বর্ষাকালে বর্ষণ করিয়া থাকেন। এখানে বহু
প্রজার আবাস বিদ্যমান; অনন্তর রৈবতক, এখানে
রেবতীনক্ষত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা স্বর্গ,
বলিয়া বিদিত। এই পর্বত ব্রহ্মা নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছেন; তৎপর অতি বৃহৎ শ্যাম নামক
মহাগিরি। এইস্থান হইতেই পূর্বকালে প্রজাগণ
শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; তার পর বৃহদাকার
অস্তগিরি; এই পর্বত হিমময় ও দুর্গম। এই
আশ্বিকেয়ের পর রম্য পুণ্যৌষধিসমম্বিত এক
পর্বত আছে, এই পর্বত কেশরী নামে কথিত
হয় এবং এখান হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া
থাকে। এক্ষণে আনুপূর্বিক ইহাদিগের বর্ষপর্বত
জলদ; এইরূপ জলাধারের সুকুমার, রৈবতের
কৌমার, শ্যামের মণীচক, অস্তের শুভ কুসুমোত্তর
এবং আশ্বিকেয়ের মোদাক। এই মোদাকের

দ্বীপস্য পরিমাণঞ্চ হু স্বদীর্ঘত্বমেব চ।
শাকদ্বীপেন বিখ্যাতস্তস্য মধ্যে বনস্পতিঃ।
শাকো নাম মহাবৃক্ষস্তস্য পূজাঃ প্রযুক্ততে। ৮৮
এতেন দেবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারুণৈঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাশ্চ তৈঃ সহ। ৮৯
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণ্যসমম্বিতাঃ।
তেষু নদ্যশ্চ সপ্তেব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ।
বিদ্ধি নান্নশ্চ তাঃ সর্বা গঙ্গাস্তাঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ
প্রথমা সুমুকরীতি গঙ্গা শিবজলা তথা।
অনুতপ্তা চ নান্নৈব নদী সম্পরিকীর্তিতা। ৯১
কুমারী নামতঃ সিদ্ধা দ্বিতীয়া সা পুনঃ সতী।
নন্দা চ পার্বতী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্তিতা। ৯২
শিবেতিকা চতুর্থী স্যালিন্দ্রদিবা চ পুনঃ স্মৃতা।
ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জেয়া তথৈব চ পুনঃ ক্রুতঃ। ৯৩
ধেনুকা চ মৃতা চৈব ষষ্ঠী সম্পরিকীর্তিতা।
এতাঃ সপ্ত মহাগঙ্গাঃ প্রতিবর্ষং শিবোদকাঃ।

কেসরদেশে বড় বড় বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে।
এই দ্বীপের হু স্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পরিমাণ শাকদ্বীপের
সমান। ইহার মধ্যে এক বিখ্যাত বনস্পতি
আছে, উহার নাম শাক; সকলেই ঐ মহাবৃক্ষের
পূজা করিয়া থাকে। এই দ্বীপে চারণগণসহ
দেব ও গন্ধর্বগণকে বিচরণ ও রমণ করিতে
দেখা যায়। অত্রত্য জনপদ সকল পবিত্র ও
চাতুর্বর্ণ্যসংস্থান-সম্পন্ন। এই দ্বীপের প্রতি বর্ষেই
এক একটা নদী আছে এবং উহারা সকলেই
সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই সপ্ত নদী সপ্ত
গঙ্গা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে উহাদের
পৃথক পৃথক নাম শ্রবণ করুন। ৭৭—৯১।
প্রথম শিবজলা সুকুমারী গঙ্গা; উহা সামান্যতঃ
অনুতপ্তা নামক নদী বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ
দ্বিতীয়—কুমারী বাসবী; তৃতীয়—নন্দা ও
পার্বতী। চতুর্থ—শিবেতিকা বা ত্রিদিবা;
পঞ্চম—ইক্ষু বা ক্রুত; ষষ্ঠ ধেনুকা বা মৃতা;
ইত্যাদি সপ্ত গঙ্গা প্রতিবর্ষেই প্রবাহিত। ইহাদের

ভাবয়ন্তি জনং সৰ্ব্বং শাকদ্বীপনিবাসিনম্।।৯৪

অনুগচ্ছন্তি তাস্থন্যা নদীর্নদ্যঃ সহস্রশঃ।

বহুদকপরিপ্রাবা যতো বৰ্ষতি বাসবঃ।।৯৫

তাসাং তু নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ।

ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্থাঃ সরিদুস্তমাঃ

তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্ত তে।।৯৬

শাংশপায়ন বিস্তীর্ণো দ্বীপোহসৌ চক্রসংস্থিতঃ

নদীজলৈঃ প্রতিচ্ছন্নঃ পৰ্বতৈশ্চান্নসন্নিভৈঃ।।

সৰ্বধাতুবিচিত্রৈশ্চ মণিবিদ্রুমভূষিতৈঃ।

পুৰৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ ক্ষীতৈর্জনপদৈরপি।।৯৮

বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সমস্তান্ননান্যবান্।

ক্ষীরোদেন সমুদ্রেণ সৰ্বতঃ পরিবায়িতঃ।

শাকদ্বীপস্ত বিস্তারো সমেন তু সমান্তরঃ।।৯৯

তস্মিন্ জনপদাঃ পুণ্যাঃ পৰ্বতান্তরিতে শুভাঃ

বর্ণাশ্রমসমাকীর্ণা দেশান্তে সপ্ত বৈ স্মৃতাঃ।।১০০

ন সঙ্করশ্চ তেষুস্তি বর্ণাশ্রমকৃতঃ কচিৎ।

জল অতীব মঙ্গলদায়ক এবং ইহার শাকদ্বীপবাসী জনগণের সুখপ্রদ। এইস্থানে বাসব বর্ষণ করেন বলিয়া আরও অনেক প্রভূত জলশালী নদ নদী ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেই সকল নদী-নদীও পুতজলা নদ-নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইহাদিগের নাম বা পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। অত্রত্য জনপদবাসীরা সর্বদা ঐ সকল নদ-নদীর জল পান করিয়া হৃষ্ট হয়। হে শাংশপায়ন! ঐ সকল নদীর জলে মেঘসন্নিভ বহু পৰ্বতে আচ্ছন্ন হইয়া সেই বিস্তীর্ণ দ্বীপ চক্রবৎ অবস্থিত। ঐ পৰ্বত সকল বিবিধ ধাতুদ্বারা চিত্রিত, মণি-বিদ্রুম-ভূষিত ও পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ পুর, উন্নত জপপদ এবং ধান্যধনে ধনবান্। ক্ষীরোদ সাগর ইহার চারিদিকেই বেষ্টিতাকারে অবস্থিত। বিস্তার শাকদ্বীপের সমান। এখানকার বিভিন্ন জনপদ সকল পৰ্বত দ্বারা বিভক্ত, সুখপ্রদ ও পবিত্র। এখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই বর্ষে সাতটি দেশ আছে। ঐ

ধর্মস্য চাব্যভিচারাদেকান্তসুখিতাঃ প্রজাঃ।।

ন তেষু লোভো মায়া বা ঈর্ষ্যাসূয়াধৃতিঃ কৃতঃ

বিপর্যয়ো ন তেষুস্তি এতৎস্বভাবিকং স্মৃতম্।।

করোৎপত্তির্ন তেষুস্তি ন দণ্ডো ন চ দণ্ডকাঃ।

স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্।।১০৩

এতাবদেব শক্যং বৈ তস্মিন্ দ্বীপে নিবাসিনাম্

পুঙ্করং সপ্তমং দ্বীপং প্রবক্ষ্যামি নিবোধত।।

পুঙ্করেণ তু দ্বীপেণ বৃতঃ ক্ষীরোদকো বহিঃ।

শাকদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ।।১০৫

পুঙ্করে পৰ্বতঃ শ্রীমানেক এব মহাশিলঃ।

চিত্রৈর্মণিময়ৈঃ শৈলৈঃ শিখরৈস্ত সমুচ্ছিতৈঃ।।

দ্বীপস্য তস্য পূর্বার্দ্ধে চিত্রসানুঃ স্থিতো মহান্

পরিমণ্ডলসহস্রাণি বিস্তীর্ণাঃ

পঞ্চবিংশতিঃ।।১০৭

উর্দ্ধধ্বজ চতুর্দ্বিংশৎসহস্রাণি সমাচিতঃ।

দ্বীপার্দ্ধস্য পরিস্তোমঃ পৰ্বতো মানসোস্তুমঃ।।

সকল বর্ণাশ্রমচারযুক্ত দেশ-সমূহের কোথাও সঙ্করবর্ণ নাই, ধর্ম্মের ব্যভিচার নাই; সুতরাং প্রজাগণ অতীব সুখী; সেখানে স্বভাবতই লোভ, মায়া, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অধৈর্য বা বিপর্যয় বিদ্যমান নাই। কর নাই, দণ্ড বা দণ্ডদাতা নাই। স্ব স্ব ধর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্মজ্ঞ প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। আমি শাকদ্বীপবাসীর বিবরণ এই পর্য্যন্তই বলিতে সমর্থ। অনন্তর সপ্তম দ্বীপ পুঙ্করের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৯১—১০৪। ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা এই দ্বীপ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। ইহার বিস্তার চারিদিকেই শাক দ্বীপের দ্বিগুণ। এই পুঙ্করদ্বীপে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৰ্বত আছে। উহার নাম মহাশিল। ঐ মহাশিল পৰ্বত অন্যান্য বিচিত্র মণিময় শৈল ও শিখর দ্বারা উচ্ছিত। এই দ্বীপের পূর্বার্দ্ধভাগে এক বিচিত্র বৃহৎ সানুদেশ অবস্থিত; ইহার পরিমণ্ডল পঞ্চবিংশতি সহস্র এবং উচ্চতা চতুর্দ্বিংশৎ সহস্র যোজন; দ্বীপার্দ্ধের পরিমাণ তুস্য উত্তম মানস পৰ্বত; ইহা সাগরের বেলাভূমির সমীপে

স্থিতো বেলাসমীপে তু নবচন্দ্র ইবোদিতঃ।

যোজনানাং সহস্রাণি উর্দ্ধং

পঞ্চাশদুচ্ছিতঃ ॥১০৯

তাবদেব স বিস্তীর্ণঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।

স এবং দ্বীপপশ্চাৰ্কে সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।

এক এব মহাসানুঃ সন্নিবেশাদ্বিধা কৃতঃ।

স্বাদুদকেনোদধিনা সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥১১১

পুষ্করদ্বীপবিস্তারাদ্বিস্তীর্ণোহসৌ সমস্ততঃ।

তস্মিন্ দ্বীপে স্মৃতৌ দ্বৌ তু পুণ্যৌ জনপদৌ

শুভৌ।

অভিতো মানসস্যাত পর্বতস্যানুমণ্ডলৌ ॥১১২

মহাবীতস্ত যদ্বর্ষং বাহ্যতো মানসস্য তৎ।

তস্মৈব্রাহ্মভ্যন্তরে যদু ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥১১৩

দশ বর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।

আরোগ্যসুখভূয়িষ্ঠা মানসীং সিদ্ধিমাহ্বিতাঃ ॥

সমমায়ুশ্চ রূপং চ তস্মিন্ বর্ষদ্বয়ে স্থিতম্।

অবস্থিত হইয়া যেন নবোদিত চন্দ্রের ন্যায়
শোভা পাইতেছে। ইহা পঞ্চাশ সহস্র যোজন
উর্দ্ধে উচ্ছিত। ইহার পরিমণ্ডল সকলদিকে এইরূপ
বিস্তীর্ণ। এই দ্বীপের পাশ্চাদ্ভাগার্কে পৃথ্বীধর
মানস পর্বত বিদ্যমান। উহার একটি মহাসানু
দেশ দ্বিধা বিভক্ত ভাবে বিরাজিত এবং উহা
স্বাদুজল সাগরে সকলদিকেই পরিবেষ্টিত। উহার
চারিদিক পুষ্কর দ্বীপেরই অনুরূপ বিস্তীর্ণ। এই
দ্বীপে দুইটি পুণ্য ও শুভকর জনপদ আছে। সেই
জনপদদ্বয় মানস পর্বতের নিম্নভাগে মণ্ডলাকারে
প্রতিষ্ঠিত। মানস পর্বতের বহির্দেশে মহাবীত
নামক যে বর্ষ আছে, তাহার মধ্যে যে ধাতকীখণ্ড
কথিত হয়, সেখানকার মানবগণ দশ সহস্র
বৎসর জীবিত থাকে। ঐ আরোগ্য-সুখবহুল লোক
সকল সর্বদা মানসী সিদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উহারা
সকলেই তুল্যরূপ ও তুল্যায়ুঃ। কি রূপে, কি
চরিত্রে, কোন প্রকারেই তাহাদের মধ্যে উত্তম
অধম নাই। পুষ্কর পর্বতের বর্ষদ্বয়ে বঞ্চনা নাই

অধমোত্তমৌ ন তেষান্তাং তুল্যান্তে রূপশীলতঃ

ন তত্র বঞ্চকো নের্যা ন স্তেয়া ন ভয়ং তথা

নিগ্রহো ন চ দদণ্ডোহস্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ

সত্যানৃতং ন তত্রাস্তি ধর্মাধর্মো তথৈব চ।

বর্ণাশ্রমাণাং বার্ভা বা পাশুপাল্যাং বণিকৃক্রিয়া

ত্রয়ী বিদ্যা দণ্ডনীতিঃ শুশ্রূষা শল্যমেব চ।

বর্ষদ্বয়ে সর্বমেতৎ পুষ্করস্য ন বিদ্যতে ॥১১৮

ন তত্র নদ্যো বর্ষং চ শীতোষ্ণং বা ন বিদ্যতে

উদ্ভিজ্জানুদকান্যত্র গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥১১৯

উত্তরাণাং কুরুণাং চ তুল্যকালো জনঃ সদা।

সর্বত্র সুসুখস্তত্র জরাক্রমবিবর্জিতঃ ॥১২০

ইত্যেব ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে তথৈব চ।

আনুপূর্ব্যাদ্বিধিঃ কৃৎস্নঃ পুষ্করস্য প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

স্বাদুদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ।

বিস্তারান্ধুলাচ্চৈব পুষ্করস্য তথৈব চ ॥১২২

এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্তসপ্তভিরাবৃতাঃ।

দ্বীপস্যানন্তরো যন্ত সমুদ্রেস্তৎসমস্তং সঃ ॥১২৩

ঈর্ষ্যা, চৌর্য্য, ভয়, নিগ্রহ, দণ্ড, লোভ, পরিগ্রহ,
সত্যানৃত, ধর্মাধর্ম, বর্ণাশ্রমবার্ভা, পাশুপাল্য,
বণিকৃক্রিয়া, ত্রয়ীবিদ্যা, দণ্ডনীতি, শুশ্রূষা কিংবা
শল্য এই সকলের কোনটাই নাই। সেখানে নদী,
বৃষ্টি, শীত কিংবা গ্রীষ্ম নাই; উদ্ভিজ্জ, জল
বা গিরি প্রস্রবণ নাই, সেখানে উত্তর কুরুসদৃশ
একইরূপ কাল সর্বদা বর্তমান। তত্রত্য
মানবগণ সর্বদা উত্তম সুখসম্পন্ন এবং জয়া
ও ক্লাস্তিবিবর্জিত। ধাতকীখণ্ড, মহাবীত ও
পুষ্কর দ্বীপের অনুপূর্বিক এই সকল বিবরণ
কীৰ্ত্তিত হইল ১০৫—১২১। স্বাদুজল-সাগরে
এই পুষ্কর দ্বীপ পরিবেষ্টিত। সপ্ত সাগর-
পরিবেষ্টিত এই সপ্ত দ্বীপের পর পর এক
একটি সমুদ্র আছে অর্থাৎ সমুদ্রের পর বর্ষ
এবং বর্ষের পর সমুদ্র। এই সকল সমুদ্র মণ্ডলও
বিস্তারে বর্ষমানের সমান। বর্ষ ও সমুদ্রের
পরস্পর সংস্থান এইরূপই। জলের সমুদ্রেক হয়

এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বৃদ্ধিজের্যা পরম্পরাৎ।
 অপাং চৈব সমুদ্রেকাং সমুদ্রা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।।
 ঋষয়ো নিবসন্ত্যগ্নিন্ প্রজা যস্মাচ্চতুর্বিধাঃ।
 তস্মাদ্বষমিতি প্রোক্তং প্রজানাং সুখদং তু তৎ
 ঋষ ইত্যেব ঋষিণো বৃষঃ শক্তিপ্রবন্ধনে।
 রতিপ্রবন্ধনাং সিদ্ধং বর্ষত্বং তেন তেষু তৎ।।
 গুরুপক্ষে চন্দ্রবৃদ্ধৌ সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা।
 প্রক্ষীয়মাণে বহলে ক্ষীরতেহস্তমিতে খণ্ডে।।
 আপূর্য্যমাণ উদধিঃ স্বত এবাভিপূর্য্যতে।
 ততোহপক্ষীয়মাণেহপি স্বাত্মনৈবাপকৃষ্যতে।।
 উখাস্থমগ্নিসংযোগাজ্জ সমুদ্রিত্যতে যথা।
 তথা মহোদধিগতং তোয়মুদ্রিত্যতে ততঃ।।
 অনূনা হাতিরিক্তাশ্চ বর্ধন্ত্যাপো হু সন্তি চ।
 উদয়াস্তমিতেশ্চন্দোঃ পক্ষয়োঃ গুরুক্ষয়য়োঃ
 ক্ষয়বৃদ্ধিরেবমুদধেঃ সোমবৃদ্ধিক্ষয়াং পুনঃ। ১৩০
 দশোত্তরাণি পৈঞ্চৈব অঙ্গুলীনাং শতানি তু।

বলিয়া উহার সমুদ্র নাম হইয়াছে। ঋষিগণ এই বর্ষে অবস্থান করেন, এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণময় চতুর্বিধ প্রজার বাস বলিয়াই এই বর্ষ সর্ববিধ সুখপ্রদ। যেমন ঋষ ধাতু হইতে ঋষিপদ সাধিত হয়, তদ্রূপ শক্তি প্রবন্ধন অর্থে বৃষ ধাতু হইতে বর্ষপদ সাধিত হইয়া থাকে। বৃষ শব্দ হইতে ইহার নাম বর্ষ হইয়াছে। গুরুপক্ষে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তখন সমুদ্র পূর্ণ থাকে, অমাবস্যায় চন্দ্রক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও প্রক্ষীণ হইতে থাকে; এইরূপ সাগর আপনা হইতেই কখন জলপূর্ণ আবার কখনও ক্ষীয়মাণ হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগে শরাবস্থিত জল যেমন উথলিয়া পড়ে, জলধি-জলও তদ্রূপ উথলিয়া থাকে। গুরু ও ক্ষয়পক্ষে চন্দ্রের উদয় ও অস্তগমনে জল বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধিক্রমেই সমুদ্রের এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পর্ব্বকালে পঞ্চদশ শত অঙ্গুলি পরিমাণ সমুদ্র জলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। উভয়দিকে জলপ্রবাহ থাকে বলিয়া দ্বীপের দ্বীপ নাম হইয়াছে। এই দ্বীপের চারিদিকই জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদকের আধান

অপাং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাণাস্ত পর্ব্বসু।।
 দ্বীরাপত্নাং স্মৃতা দ্বীপাঃ সর্ব্বতশ্চোদকাবৃতাঃ।
 উদকস্যাধানং যস্মাস্তস্মাদুদধিরূচ্যতে।
 অপর্ব্বাণস্ত গিরয়ঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।
 প্রক্ষদ্বীপে তু গোমেদঃ পর্ব্বতস্তেন চোচ্যতে
 শাল্মলিঃ শাল্মলদ্বীপে পূজ্যতে চ মহাক্রমঃ।
 কুশদ্বীপে কুশস্তম্বস্তস্য নান্না স উচ্যতে। ১৩৪
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চো মধ্যে জনপদশ্যহ
 শাকদ্বীপে ক্রমং শাকস্তন্য নান্না স উচ্যতে।।
 ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে তত্র তৈঃ স নমস্কৃতঃ।
 মহাদেবঃ পূজ্যতে তু ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।।
 তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা সাধোঃ সার্কং প্রজাপতিঃ
 উপাসতে তত্র দেবাস্ত্রয়স্মিন্শম্মহর্ষিভিঃ।
 স তত্র পূজ্যতে চৈব দেবৈর্দেবোত্তমোত্তমঃ।।
 জম্বুদ্বীপাৎ প্রবর্ত্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
 দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু প্রজানাং হি ক্রমাস্তিহ।।

অর্থাৎ স্থান বলিয়াই উদধি নাম কীর্ত্তিত হয়। পর্ব্বহীন বলিয়া গিরি এবং পর্ব্বযুক্ত বলিয়া পর্ব্বত; এই শব্দদ্বয় দ্বারা গিরি ও পর্ব্বতের ভেদ কথিত হইয়া থাকে। প্রক্ষদ্বীপে গোমেদ মণি আছে বলিয়া ঐ দ্বীপস্থ পর্ব্বতের নাম গোমেদ, এইরূপ পূজ্য শাল্মলনামক বৃক্ষ দ্বারা শাল্মলদ্বীপ, কুশস্তম্ব দ্বারা কুশদ্বীপ, শ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা ক্রৌঞ্চ দ্বীপ এবং শাক নামক বৃক্ষদ্বারা শাকদ্বীপ প্রসিদ্ধ। পুষ্কর দ্বীপে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে। তত্রত্য জনগণ ঐ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষকে নমস্কার করিয়া থাকে। এখানে ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেব ও ব্রহ্মা পূজিত হন। ১২২—১৩৬। পূর্ব্বোক্ত পুষ্কর দ্বীপে ত্রয়সিদ্ধাংশ মহর্ষিসহ দেবগণ ও সাধ্যগণ সহ প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা করেন এবং ঐ স্থানে দেবদেবোত্তম ব্রহ্মাও পূজিত হন। জম্বুদ্বীপ হইতে বিবিধ রত্ন সমুৎপন্ন হয়, এবং তত্রত্য দ্বীপ সকলের সর্ব্বজ্ঞ প্রজাগণ যথাক্রমে ব্রহ্মাচার্য্য, সত্য ও দম-নিরত থাকিয়া আরোগ্য ও দ্বিগুণ

সর্বশো ব্রহ্মাচর্যেণ সত্যেন চ দমেন চ।
 আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাঙ্কি দ্বিগুণঞ্চ সমস্ততঃ।।
 এতস্মিন্ পুষ্করদ্বীপে যদুক্তং বর্ষকল্পয়ম্।
 গোপায়তি প্রজাস্তত্র স্বয়ং সজ্জনমণ্ডিতাঃ।।
 ঈশ্বরো দণ্ডমুদ্যম্য ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
 স বিষ্ণুঃ সহ শিবো দেবঃ স পিতা স পিতামহঃ
 ভোজনং চাপ্রযত্নেন তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
 ষড়্রসং সুমহাবীর্যং ভুঞ্জতে চ প্রজাঃ সদা।।
 পরেণ পুষ্করস্যাত্ম আবৃত্যায়ং স্থিতো মহান্।
 স্বাদুদকঃ সমুদ্রস্ত সমস্তাং পরিবেষ্টিতঃ।।১৪২
 পরেণ তস্য মহতী দৃশ্যতে কোলসংস্থিতিঃ।
 কাঞ্চনী দ্বিগুণা ভূমিঃ সৰ্ব্বা চৈকশিলোপমা।।
 তমাং পরেণ শৈলস্ত মর্যাদান্তে তু মণ্ডলম্
 প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে
 আলোকস্তস্য চার্বাক্তু নিরালোকস্ততঃ পরম্
 যোজনানাং সহস্রাণি দশ তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ।।

আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। হিমযুক্ত পুষ্কর দ্বীপের যে
 বর্ষকল্প কথিত হইয়াছে, তত্রত্য প্রজাগণ
 সাধুচরিত্র এবং বিদ্বান্। বিষ্ণু, শিব, সূর্য এবং
 পিতৃগণ সহ পিতামহ ব্রহ্ম স্বয়ং শিব, সূর্য এবং
 পিতৃগণ সহ পিতামহ ব্রহ্ম স্বয়ং দণ্ডাদিবিধান
 দ্বারা উহাদিগের শাসন পালন করিয়া উপভোগ
 করে। এই পুরস্কারের চতুর্দিক্ স্বাদুদক সমুদ্র
 দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার পর একটি মহতী
 কাঞ্চনপুরী আছে, এখানে একটি লোকসংস্থান
 দৃষ্ট হয়। এ স্থানের ভূমি যেন একবিধ শিলা
 দ্বারা গঠিত। তারপর সীমান্তে একটি পর্বত;
 অতঃপর মণ্ডল, এই পর্বতের একদিক্ প্রকাশ
 ও অপরদিক্ অপ্রকাশ, ইহা লোকালোক নামে
 কথিত হয়। ইহার পূর্বদিক্ আলোকময়;
 অপরদিক্ অন্ধকারময়। ইহা দশ সহস্র যোজন
 উচ্চ, এবং ইহার বিস্তার উচ্চতার সমান। পৃথিবীর
 মধ্যে এই পর্বত কামগামী। ইহার যে দিকে
 আলোক, সেই দিকেই লোকশব্দ প্রযুক্ত হয় এবং
 নিরালোকেও লোক সকল বিদ্যমান; কিন্তু

তাবাংশ বিস্তরস্তস্য পৃথিব্যাং কামগচ্চ সং।
 আলোকে লোকশব্দস্ত নিরালোকে সলোকতা।
 লোকার্থং সম্মতো লোকে নিরালোকস্ত বাহ্যতঃ
 লোকবিস্তারমাত্রস্ত আলোকঃ সর্বতো বহিঃ।
 পরিচ্ছিন্নঃ সমস্তাচ্চ উদকেনাবৃতশ্চ সং।
 নিরালোকাং পরশ্চাপি অণুমাভূত্য তিষ্ঠতি।।
 অণুস্যান্তসিস্তমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
 ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহন্তথা
 জনস্তপন্তথা সত্য এতাবান্লোকসংগ্রহঃ।
 এতাবানের বিস্ত্রেয়ো লোকান্তশ্চৈব তৎপরঃ
 কুন্তস্থায়ী ভবেদ্যাদৃক্ প্রতীচ্যাং দিশি চন্দ্রমাঃ
 আদিতঃ গুরুপক্ষস্য বপুর্গুণস্য তদ্বিধম্।।
 অণুনামীদৃশানান্ত কোট্যা জেয়াঃ সহস্রশঃ।
 তির্য্যগূর্ধ্বমধস্তাচ্চ কারণস্যাব্যয়ান্বনঃ।।১৫০
 কারণৈঃ প্রাকৃতৈস্তত্র হ্যাবৃতং প্রতিসপ্তভিঃ।।

আলোক হেতুই লোক, আর দেখা যায় না
 বলিয়া অপর দিক্ নিরালোক ইহাই সম্মত।
 বহির্দিকেও যতদূর লোক বিস্তার আছে, তাহাকেই
 আলোক বলা হয়। ইহার চারিদিকেই সীমারূপে
 জলদ্বারা বেষ্টিত। নিরালোকের পর অপরাংশ
 ব্রহ্মাকে আবৃত করিয়া অবস্থিত। ঐ অণুমধ্যেই
 সপ্তদ্বীপা মেদিনী; অনন্তর ভূঃ, ভুব, স্বর্গ, মর্ত্য,
 জন, তপ এবং সত্য এই সপ্তলোক অবস্থিত
 জানিবেন। ইহার পর অন্তসীমা অর্থাৎ তাহার
 পর কিছুই নাই। গুরুপক্ষের আদি অর্থাৎ প্রতিপদ
 দিনে পশ্চিমদিকে চন্দ্রমা যেমন কুণ্ডে অবস্থান
 করেন, অণুর গঠনও তদ্রূপই জানিবেন। অব্যয়
 আত্মার কারণ স্বরূপ তির্য্যগ্, উর্ধ্ব ও মধ্যদিক্
 ইহাতে অণু সকলের সংখ্যা এক সহস্র কোটি।
 ঐ সপ্তলোকের প্রতি লোকেই এক একটি আবাস
 আছে। উহারা সাত সাতটি প্রকৃত কারণ দ্বারা
 আবৃত। উহাদের একটি ইহাতে অপরটি দশ
 দশগুণ অধিক। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে
 ধারণ এবং আবরণ করিয়া আছে আর

দশাধিকেন চান্যোনাং ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
 পরস্পরাবৃত্তাঃ সর্বে উৎপন্নাস্চ পরস্পরাৎ॥
 অণুস্যাস্য সমস্তাস্তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
 সমস্তাদ্যেন তোয়েন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
 বাহ্যতো ঘরতোয়স্য তিষ্ঠ্য গূর্ধ্বানুমণ্ডলমম্।
 ধার্যমাণঃ সমস্তাস্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা॥১৫৬
 অয়োণ্ডনিভো বহিঃ সমস্তাৎ মণ্ডলাকৃতিঃ।
 সমস্তীদ্ ঘনবাতেন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি॥
 ঘনবাতস্তথাকোশং ধারয়ান্তু তিষ্ঠতি॥১৫৫
 ভূতাদিচ্চ তথাকোশং ভূতাদ্যাং চাপ্যসৌ মহান্
 মহান্ ব্যাণ্ডো হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্যতে
 অনন্তমপরিব্যক্তং দশধা সূক্ষ্ম এব চ।
 অনন্তমকৃতান্মনমাদিনিধনং চ তৎ॥১৫৭
 অতীত্য পরতো ঘোরমনালম্বনাময়ম্।
 নৈকযোজনসাহস্রং বিপ্রকৃষ্টং তমোবৃতম্॥১৫৮
 তম এব নিরালোকমমর্যাদমদেশিকম্।

ইহাদের উৎপত্তিও পরস্পরই হইয়াছে। ঐ অণুর চারিদিকে ঘনোদধি এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট যে, পরস্পর পরস্পরকে জলদ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। বাহিরের দিকেও ঐ ঘনজলের তিষ্ঠ্যক্ উর্ধ্ব মণ্ডল এরূপ ভাবে অবস্থিত, যেন উহা তেজোদ্বারা ধার্যমাণ হইয়াই রহিয়াছে। চারিদিকে মণ্ডলাকৃতি অয়োণ্ড সন্নিভ বহিঃ চারিদিকেই ঘনবায়ু দ্বারা ধার্যমাণ হইয়া অবস্থিত; ঐ ঘনবায়ু আবার আকাশ ধারণ করিয়া বিরাজিত। আকাশ ভূতাদি মহান্কে ও ভূতাদি মহান্ আবার আকাশকে ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল মহান্ অব্যক্ত অনন্ত পরিব্যাপ্ত। ঐ অপরিব্যক্ত অনন্ত দশবিধ সূক্ষ্ম, অকৃতাত্মা, অনাদিনিধন, অসীম, ঘোর, অনালম্ব, অনাময়, বহু সহস্র যোজন দূরস্থ, তমোবৃত, অন্ধকারের ন্যায় দর্শনের অযোগ্য, অমর্যাদ, অদেশিক, দেবতাদিগেরও অবিদিত, এবং ব্যবহার-বিবর্জিত। তমঃপারে আকাশের শেষভাগে ভাস্কর এবং শেষসীমায় শিবের বৃহৎ আয়তন।

দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবর্জিতম্॥১৫৯
 তমসোহস্তে চ বিখ্যাতমাকাশাস্তে চ ভাস্করম্
 মর্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ॥১৬০
 ত্রিংশানামগম্যং তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিঃ॥
 মহতো দেবদেবস্য মর্যাদায়াং ব্যবস্থিতম্॥
 চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তাসু যে লোকঃ প্রথিতা বুধৈঃ
 তে লোকা ইত্যভিহিত জগতশ্চ ন সংশয়ঃ॥
 রসাতলতলাৎ সপ্ত সপ্তৈবোর্ধ্বতলাঃ ক্ষিতৌ
 সপ্ত স্বক্কাস্তথা বায়োঃ সত্রাসদনা দ্বিজাঃ॥
 আপাতালদিবং যাবদত্র পঞ্চবিধা গতিঃ।
 প্রমাণমেতজ্জগত এব সংসারসাগরঃ॥১৬৪
 অনাদ্যন্তা প্রয়াতোবং নৈকজাতিসমুদ্ভবা।
 বিচিত্রা জগতঃ সা বৈ প্রবৃত্তিরনবস্থিতা॥১৬৫
 যথৈতত্তৌতিকং নাম নিসর্গং বহুবিস্তরম্।
 অতীন্দ্রিয়ৈর্মহাভাগৈঃ সিদ্ধৈরপি ন লক্ষ্যতে
 পৃথিব্যাং চাশ্বিবাযুনাং মহতস্তমসস্তথা।
 ঈশ্বরস্য তু দেবস্য অনন্তস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥১৬৭

ঐ দিব্য স্থান দেবতাদিগেরও অগম্য বলিয়া কথিত হয়। ঐ মহাদেবায়তনের সীমাতে চন্দ্র ও সূর্য্যকর-সমুদ্ভাসিত যে সকল লোক বিখ্যাত আছে, উহারা জাগতিক লোক বলিয়া অভিহিত হয়। ১৩৭—১৬২ রসাতলের উর্ধ্ব ও অধোদিকে সাত সাতটি তল বা স্তর আছে। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত বায়ুর সপ্তস্বক্ক বিরাজিত; তন্মধ্যে পাতাল হইতে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত উহার পঞ্চবিধ গতি নির্দিষ্ট, ইহাই জগতের প্রমাণ এবং ইহারই নাম সংসারসাগর। বহু জাতির উদ্ভবভূমি এই অনাদি অনন্ত জগৎপরম্পরা এমনই ভাবে চলিয়া যাইতেছে; জগতের এই অস্থির প্রবৃতি একান্তই বৈচিত্রময়। ইহার ভৌতিক নিসর্গ, বহু বিস্তর অতীন্দ্রিয় মহাভাগ সিদ্ধগণও নিঃশেষরূপে দর্শন করিতে অসমর্থ। হে দ্বিজোত্তমগণ। এজগতে অগ্নি, বায়ু, মহান্, তমঃ, দেব ঈশ্বর ও অনন্ত ইহাদের ক্ষয়, পরিণাম বা অন্ত জানা যায় না; কেবল

ক্ষয়ো বা পরিমাণং বা অন্তো বাপি ন বিদ্যতে
অনন্ত এষ সর্বত্র সর্বস্থানেষু পঠ্যতে।
তস্য চোক্তং ময়া পূৰ্ব্বং তস্মিন্নামানুকীৰ্ত্তনে।।
য এষ শিবনাম্না হি তদ্বঃ কার্ধ্যেন কীৰ্ত্তিতম্
স এষ সর্বত্র গতঃ সর্বস্থানেষু পূজ্যতে।।১৬৯
ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেহনলে
অৰ্ণবেষু চ সৰ্বেষু দিবি চৈব ন সংশয়ঃ।।১৭০
তথা তপাস বিজ্ঞেয় এষ এব মহাদ্যুতিঃ।
অনেকথা বিভক্তাস্তে মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
সর্বলোকেষু লোকেশ ইজ্যতে বহুধা প্রভুঃ।।
এবং পরস্পরোৎপন্ন ধার্য্যস্তে চ পরস্পরান্।
আধারাধেয়ভাবেন বিকারান্তে বিকারিণঃ।।
পৃথ্যাদয়ো বিকারান্তে পরিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরম্
পরস্পরাধিকাশ্চৈব প্রবিষ্টাশ্চ পরস্পরম্।।
যস্মাদ্বিষ্টাশ্চ তেহন্যোনাং তস্মাৎ স্থৈর্য্যমুপা-
গতাঃ।

ইহার সর্ব স্থানই অনন্ত নামে গীত হইয়া থাকে।
যিনি শিব নামে আখ্যাত, তদীয় নামানুকীৰ্ত্তন
প্রসঙ্গে আপনাদের নিকট তাঁহার বিবরণ
বিস্তারপূৰ্ব্বক পূৰ্বেই কীৰ্ত্তন করিয়াছি। তিনি
সর্বগ এবং ভূমি, রসাতল, আকাশ, পবন,
অনল, সমুদ্রসমূহ, স্বৰ্গ সর্বত্রই পূজিত হইয়া
থাকেন, সন্দেহ নাই। তিনি তপস্যায় রত ও
মহাদ্যুতিসম্পন্ন। ঐ মহাযোগী প্রভু মহেশ্বর
অনেকথা বিভক্ত হইয়া নিখিল লোকেই লোকেশ
নামে পূজিত হন। বিকারী বস্তু যেমন বিকারকে
ধারণ করে, তদ্রূপ আধারাধেয় ভাবে এই পর-
স্পরোৎপন্ন লোকসকল পরস্পরকে ধারণ করিয়া
রহিয়াছে। পৃথিব্যাदि বৈকারিক পদার্থ পরস্পর
পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু একে অপরের অধিক হইয়াও
একের মধ্যে অপর প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যেহেতু
ইহারা পরস্পর পরস্পরে প্রবিষ্ট, সেই জন্যই
পরস্পর স্থৈর্য্যসম্পন্ন। পূৰ্বে ইহারা অবিশেষ-
ভাবে বর্ত্তমান ছিল, পরে পরস্পর সন্নিবেশ
হেতু ইহারাই বিশেষভাবে অবস্থিত হইয়াছে।

প্রগাসন্ হাবিশেষান্ত বিশেষান্যোন্যবেশনাৎ
পৃথিব্যাদ্যাশ্চ বায়ুস্তাঃ পরিচ্ছিন্নাঙ্গয়ন্ত তে।
গুণাপচয়সারেণ পরিচ্ছেদো বিশেষতঃ।
শেবাণাঙ্গ পরিচ্ছেদঃ সোক্ষ্ম্যাদ্বেহ বিভাব্যতে
ভূতেভাঃ পরতন্তেভ্যো হ্যালোকঃ পরতঃ স্মৃতঃ
ভূতান্যালোক আকাশে পরিচ্ছিন্নানি সর্বশঃ
পাত্রে মহতি পাত্রাণৈ যথৈবাস্তর্গতানি তু।।
ভবন্ত্যন্যোন্যহীন্যান পরস্পর সমাশ্রয়াৎ।
তথা হ্যালোক আকাশে ভেদাস্তর্গতা মতাঃ
কৃৎস্নন্যোশনি চত্বারি অন্যোন্যস্যাধিকানি তু
যাবদেতানি ভূতান তাবদুৎন-স্কৃত্যতে।।
জ্ঞস্তনামক সংস্কারো ভূতেশ্বস্তর্গদ্যে মতঃ।
প্রত্যাখ্য চ ভূতান কার্য্যোৎপত্তর্ন বিন্যাভে
তস্মাৎ পারমতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্য্যাত্মকান্ততে
কারণাত্মকান্তবৈব স্যুর্ভেদা যে মহাদায়ঃ।।১৮০
ইত্যেয সন্নিবেশো বো ময়া প্রোক্তো বিভাগশঃ।

পৃথিবী আদি তেজ পর্য্যন্ত গুণের অপচয়ানুসারে
ইহাদের মধ্যে তিনটি পরচ্ছেদ বিদ্যমান; কিন্তু
অতিসূক্ষ্ম বলিয়া বায়ু প্রভৃতি পরিচ্ছেদ
কল্পনা করা যায় না। ১৬৩—১৭৫। নিখিল
ভূতের পরবর্ত্তী একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোক
আছে। সেই আলোকেই মহা পাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
পাত্রসমষ্টির ন্যায় আকাশাদি ভূত-পরস্পরা
পরপর পরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। মহাপাত্রস্থ
পাত্রসমষ্টির শেষ পাত্রটি অপেক্ষা অপরাপর
পাত্রগুলি যেমন পরপর অধিক, ক্ষিত্যাदि
ভূতগণও তেমনি পরপর অধিক-শালী। হে
দ্বিজোত্তমগণ! যে পর্য্যন্ত প্রাণী আছে, সেই
পর্য্যন্তই সৃষ্টি জানিবেন; স্থূলভূতগণের সংস্কার
প্রাণিগণেরই অন্তর্গত। পঞ্চভূত বিনা
কার্য্যোৎপত্তি থাকে না। মহাদি যে সকল
ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্ত
কারণাত্মক। কার্য্য ও কার্য্যাত্মক ভেদ সকলকে
পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। হে
দ্বিজগণ! সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত-

সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া যথাতথ্যেন বৈ দ্বিজাঃ ॥১৮১
 বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব প্রসংখ্যাতেন চৈব হি।
 বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিমণৈকদের্শিকম্ ॥১৮২
 অধিষ্ঠানং ভগবতো यस্য সৰ্বমিদং জগৎ।
 এবং ভূতগণাঃ সপ্ত সন্নিবিষ্টাঃ পরস্পরম্ ॥
 এতাবান্ সন্নিবেশস্ত ময়া শক্যঃ প্রভাবিতুম্।
 এতাবদেব শ্রোতব্যং সন্নিবেশে তু পার্থিব ॥
 সপ্ত প্রকৃতয়স্তেতা ধারয়ান্ত পরস্পরম্।
 তাস্বল্পপরিমাণেন প্রসংখ্যাতুমহোচ্যতে।
 অসংখ্যেয়াঃ প্রকৃতয়স্তিৰ্য্যগৃহ্মমধশ্চ যাঃ ॥১৮৫
 তারকাসন্নিবেশস্য যাবদ্ব্যস্তমণ্ডলম্।
 মর্যাদাসন্নিবেশস্ত ভূবেদনুমণ্ডলম্।
 অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি পৃথিব্যাং বৈ

দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৮৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ভুবন-
 বিন্যাসো নামৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

সমুদ্রযুক্ত মেদিনীর বিস্তার মণ্ডল, পরিসংখ্যা, বিভাগক্রমে যথাবৎ এই যে সন্নিবেশ আমি আপনাদের নিকট কহিলাম ইহা বিশ্বরাপিণী প্রকৃতির একাংশ মাত্র। এই সমস্ত জগৎ, সেই জগদুৎপাদক ভগবানের অধিষ্ঠান। ভূতগণের পরস্পর সন্নিবেশ, ও অন্যান্য সন্নিবেশাদি যাহা আমি বলিতে সক্ষম হইয়াছি, আপনারা তৎসমস্তই শ্রবণ করিয়াছেন। যে সপ্ত প্রকৃতি এই জগন্মণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তদ্বিন্ন অন্য যে তিৰ্য্যগ্, উর্দ্ধ, মধ্যম প্রভৃতি বহু প্রকৃতি, তারকাসন্নিবেশ, দিব্যমণ্ডল পর্য্যন্ত সীমাসন্নিবেশ এবং ভূমির অনুমণ্ডল, এক্ষণে এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৭৬—১৮৬।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৯

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অধঃ প্রমাণমূর্দ্ধঞ্চ বর্ণ্যমানং নিবোধত।
 পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
 অনন্তধাতবো হ্যেতে ব্যাপকাস্ত প্রকীর্তিতাঃ ॥
 জননী সৰ্বভূতানাং সৰ্বভূতধরা ধরা।
 নানাজনপদাকীর্ণ্য নানাধিষ্ঠানপত্তনা ॥২
 নানানদনদাশৈল্য নৈকজাতসমাকুলা।
 অনন্তা গীয়তে দেবী পৃথিবী বহু বস্তুরা ॥৩
 নদীনদসমুদ্রস্থাস্থা ভদ্রাশ্রয়াঃ স্থিতাঃ।
 পর্বতাকাশসংস্থাস্ত অস্তর্ভূমিগতাশ্চ যাঃ ॥৪
 আপোহনস্তাশ্চ বিজ্জ্যেয়াস্তথাগ্নিঃ সার্বলৌকিকঃ
 অনন্তঃ পঠ্যতে চৈব ব্যাপকঃ সৰ্বসম্ভবঃ ॥৫
 তথাকাশমনালম্বং রম্যং নানাশ্রয়ং শ্রুতম্।
 অনন্তং প্রথিতং সৰ্বং বায়ুশ্চাকাশসম্ভবঃ ॥৬

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ধরিত্রীর অধঃ, উর্দ্ধ ভাগের প্রমাণ শ্রবণ করুন। এই ধরিত্রী মৃত্তিকা, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চভূতপরিব্যাপ্ত। ইহারা পরস্পর ব্যাপক হইয়া এই অনন্ত জগতের ধারক। এই ধরাই সর্ববিধ প্রাণীর জননী; ইনিই জীবনবহ ধারণ করিয়া থাকেন। এই ধরিত্রীগর্ভে নানা জনপদ, অধিষ্ঠান, পত্তন, নদ, নদী, শৈল ও বহুবিধ জাতি বিরাজিত। এই পৃথ্বী দেবী বহুবিস্তৃত; এজন্য ইনি অনন্তা বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। এই পৃথিবীস্থ নদ, নদী ও সাগর মধ্যে এবং পর্বত ও আকাশভ্যন্তরে বেং অন্যান্য স্থানেও জল বিদ্যমান। এই জন্য জলরাশি অনন্ত বলিয়া বিদিত, সার্বলৌকিক অগ্নি, সকলেরই ব্যাপক ও সর্ববিধ বস্তুর উৎপাদক; এইজন্য লোকে অনন্ত বলিয়া কথিত। ১—৫। এতদ্ভিন্ন আকাশ নিরালম্ব, নানাবিধ বস্তুর আশ্রয়, রম্য ও বহু বিস্তৃত; সূতবাং অনন্ত

আপঃ পৃথিব্যামুদকে পৃথিবী চোপরি স্থিতা।
 আকাশম্পাপরমধঃ পুনর্ভূমিঃ পুনর্জলম্ ॥৭
 এমবস্ত্রমনস্তস্য ভৌ তকস্য ন বিদ্যতে।
 পুরা সুরৈরভিহিতং নিশ্চিতস্ত নিবোধত ॥
 ভূমিজলমৈখাকা শর্মিত স্বেয়া পরম্পরা।
 স্থিতিরেখা তু বিজ্ঞেয়া সপ্তমেহস্মিন্ রসাতলে
 দশযোজনসাহস্রমেকভৌমং রসাতলম্।
 সাধুভিঃ পরিবিখ্যাতমেকৈকং বহুবিস্তরম্ ॥১০
 প্রথমমতশ্চৈব সুতলস্ত ততঃপরম্।
 ততঃ পরতরং বিদ্যাদ্ বিতলং বহুবিস্তরম্ ॥১১
 ততো নভস্তলং নাম পরতশ্চ মহাতলম্।
 শ্রীতলঞ্চ ততঃ প্রাঙ্কঃ পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্
 কৃষ্ণভৌমং দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্ ॥
 পাণ্ডুভৌমং দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্ ॥
 পীতভৌমং চতুর্থস্ত পঞ্চমং শর্করাতলম্।
 ষষ্ঠং শিলাময়শ্চৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্ ॥১৪

আকাশসম্ভব বায়ু অনন্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপর জল এবং জলের উপর ধরিত্রী দেবী অবস্থিতা; তাহার অধোদেশে আকাশ, পুনর্বর ভূমি, তারপর আবার জল এইরূপ উপর্যুপরি এই ভৌতিক অনন্ত সৃষ্টির অন্ত নাই, পূর্বকালে পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন; আনারা এক্ষণে উহা অবগত হউন। সপ্তম রসাতল পর্য্যন্ত প্রথমে মৃত্তিকা, তারপর জল, তারপর আকাশ এইরূপ পরম্পরাক্রমে অবস্থিতি জানিবেন। রসাতলের বিস্তার অযুত-যোজন ও উহা সমানভূমি; এইরূপে পণ্ডিতগণ সপ্ত তলের এক এক তলকে বহু বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন;—অতল, সুতল, বিতল, গভস্তল, মহাতল, শ্রীতল ও পাতাল, পরপরক্রমে এই সাতটি তল অবস্থিত। এক্ষণে যথাক্রমে উহাদের ভূমিভাগের বিষয় বলা হইতেছে;—প্রথমটীর মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ দ্বিতীয় পাণ্ডু, তৃতীয় রক্ত, চতুর্থ পীত, পঞ্চম শর্করাবৎ, ষষ্ঠ প্রস্তরময়

প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
 নমুচেরিন্দ্রশত্রোহি মহানাদস্যাচালয়ম্ ॥১৫
 পরঞ্চ শঙ্কুকর্ণস্য কবন্ধস্য চ মন্দিরম্।
 নিম্বুলাদস্য চ পুরং প্রহস্টজনসঙ্কুলম্ ॥১৬
 রাক্ষসস্য চ ভীমস্য শূলদন্তস্য চালয়ম্।
 লোহিতাক্ষকলিঙ্গানাং নগরং স্থাপদস্য তু ॥১৭
 ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাশ্বনঃ।
 কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কলসস্য চ ॥১৮
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
 তলে স্বেয়ানি প্রথমে কৃষ্ণভৌমে ন সংশয়ঃ ॥
 দ্বিতীয়েহপি তিলে বিপ্রা তৈতৈয়েন্দ্রস্য সুবক্ষসঃ
 মহাজন্তস্য চ তথা নগরং প্রথমস্য তু ॥২০
 হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য নিকুন্তস্য চ মন্দিরম্।
 শঙ্খাখ্যেয়স্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ ॥২১
 রাক্ষসস্য চ নীলস্য মেঘস্য ক্রব্ধনস্য চ।
 পুরঞ্চ কুকুপাদস্য মহোক্ষীবস্য চালয়ম্ ॥২২
 কঙ্কলস্য চ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ।
 কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাশ্বনঃ ॥২৩
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
 দ্বিতীয়েহস্মিন্তলে বিপ্রাঃ পাণ্ডুভৌমে ন
 সংশয়ঃ ॥২৪

এবং সপ্তম সুবর্ণবর্ণ। এই সকল তলদেশের প্রথমটীতে ভীমনাদী ইন্দ্রশত্রু অসুরেন্দ্র নমুচির বাসস্তান বিদ্যমান; এতদ্ভিন্ন শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিম্বুলাদ, ভীমনামক রাক্ষস, শূলদন্ত, লোহিতাক্ষ, স্থাপদ, মহাশ্বা ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয় নাগ, কলস এবং অন্যান্য নাগ, দানব ও রাক্ষসদিগের বহু সহস্র পরী কৃষ্ণভূমি প্রথম তলদেশে বিদ্যমান ১৬—১৯। হে বিপ্রগণ। দ্বিতীয় তলের প্রথমেই বিশালবক্ষ দৈতৈয়েন্দ্র মহাজন্তের নগর। এইরূপ হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুন্ত, শঙ্খ, গোমুখ, এবং নীলরাক্ষস, মেঘ, ক্রব্ধন, কুকুপাদ, মহোক্ষীব, কঙ্কলনাগ, অশ্বতর ও কদ্রুপুত্র মহাশ্বা তক্ষক, ইহাদের পুর ও নগর সকল বিদ্য মান। এতদ্ভিন্ন নাগ, দানব ও রাক্ষসদিগেরও বহু সহস্র পুর এই দ্বিতীয় পাণ্ডু

তৃতীয়ে ভূ তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাশ্বনঃ।
 অনুহ্লাদস্য চ পুরং তৈত্তোন্দ্রস্য মহাশ্বনঃ।।২৫
 তারকাখ্যস্য চ পুরং পুরং ত্রিশিরসস্তথা।
 শিশুমারস্য চ পুরং হৃষ্টপুষ্ঠজনাকুলম্।।২৬
 চ্যবনস্য চ জ্যেষ্ঠায়ং রাক্ষসস্য চ মন্দিরম্।
 রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং কুস্তিলস্য খরস্য চ।।২৭
 বিরোধস্য চ জুরস্য পুরমুচ্চামুখস্য চ।
 হেমকস্য চ নাগস্য তথা পাণ্ডুরকস্য চ।।২৮
 মণিমন্ত্রস্য চ পুরং কপিলস্য চ মন্দিরম্।
 নন্দস্য চোরগপতের্বিশালস্য চ মন্দিরম্।।২৯
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরাক্ষসাম্।
 তৃতীয়েহস্মিন্তলে বিপ্রাঃ পীতভৌমে ন সংশয়
 চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাশ্বনঃ।

গুজকর্ণস্য চ পুরং নগরং কুঞ্জরস্য চ।।৩১
 রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং সুমালৈর্বহুবিস্তরম্।
 মুঞ্জস্য লৌকনাথস্য বৃকবজ্রস্য চালয়ম্।।৩২
 বহুযোজনসাহস্রং বহুপাক্ষিসমাকুলম্।
 নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেহস্মিন্ রসাতলে।।৩৩
 পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজনবিস্তৃতে।
 বিরোচনস্য নগরং দৈত্যসিংহস্য ধীমতঃ।।৩৪
 বৈদূর্য্যস্যগ্নিজিহ্বস্য হিরণ্যাক্ষস্য চালয়ম্।

ভূমিময় তলে অবস্থিত। হে বিপ্রগণ! তৃতীয়
 তলে—মহাত্মা দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, তারক,
 ত্রিশিরা ও শিশুমার, ইহাদের হৃষ্টপুষ্ঠ জনাকীর্ণ
 পুরী বিদ্যমান এবং চ্যবন রাক্ষস, রাক্ষসেন্দ্র
 কুস্তিল, খর, বিরোধ জুর, উচ্চামুখ, হেমক,
 পাণ্ডুরক, মণিমন্ত্র, কপিল ও উয়গপতি নন্দ,
 ইহাদের সুবিশাল আবাস-গৃহ; এতদ্ভিন্ন নাগ,
 দানব এবং রাক্ষসদিগের বহুসহস্র আবাসস্থান
 এই পীতভূমিতৃतीय তলে বিদ্যমান।
 চতুর্থতলে—মহাত্মা দাববেন্দ্র কালনেমি, গুজকর্ণ,
 কুঞ্জর, রাক্ষসেন্দ্র সুমালী, মুঞ্জ, লৌকনাথ ও
 বৃকবজ্র, ইহাদের পুরী এবং বহু বিহগলমাকুল
 বৈনতেয়ের বহু সহস্র নগর অবস্থিত। বহু
 যোজনবিস্তৃত শর্করাভূমি পঞ্চমতলে অসুরসিংহ
 ধীমান্ বিরোচনের নগর এবং বৈদূর্য্য, অগ্নিজিহ্ব,

পুরঞ্চ বিদ্যাজ্জিহ্বস্য রাক্ষসস্য চ ধীমতঃ।।৩৫
 মহামেঘস্য চ পুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য শালিনঃ।
 কৰ্ম্মারস্য চ নাগস্য স্বস্তিকস্য জয়স্য চ।।৩৬
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরাক্ষসাম্।
 পঞ্চমেহপি তথা জ্যেষ্ঠায়ং শর্করানিলয়ে সদা।।৩৭
 ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেসরেন্নগরোত্তমম্।
 সুপৰ্ব্বগঃ পুলোমশ্চ নগরং মহিষস্য চ।
 রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরমুৎক্রেণশস্য মহাশ্বনঃ।।৩৮
 তত্রস্তে সুরসপুত্রঃ শতশীর্ষ্যো মুদা যুতঃ।
 কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান বাসুকিনাম নাগরাট্।।
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরাক্ষসাম্।
 ষষ্ঠে তলেহস্মি বিখ্যাত শিলাভৌমে

রসাতলে।।৪০

সপ্তমে ভূ তলে জ্যেষ্ঠায়ং পাতালে সৰ্ব্বপশ্চিমে।
 পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।।৪১
 অসুরাশীবিবৈঃ পূর্ণমুচ্চৈর্দেবশক্রভিঃ।
 মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ।।৪২
 অনেকৈর্দিত্তিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।

হিরণ্যাক্ষ এবং বিদ্যাজ্জিহ্ব ও মহামেঘ নামক
 রাক্ষসেন্দ্রদ্বয় ও কৰ্ম্মায়, স্বাস্তিক, জয় প্রভৃতি
 নাগগণের পুরী বিরাজিত; এতদ্ভিন্ন এই
 শর্করাময় পঞ্চমতলে অন্যান্য নাগ, দানব, ও
 রাক্ষসদিগেরও সহস্র সহস্র নিলয় আছে।২০—
 ৩৭। ষষ্ঠতলে দৈত্যপতি কেসরি, সুপৰ্ব্বা,
 পুলোমা, মহিষ এবং রাক্ষসেন্দ্র মহাত্মা
 উৎক্রেণশের পুরী অবস্থিত। এখানে সুরসাতনয়
 শতশীর্ষা সহর্ষে অবস্থান করিতেছে এবং
 কশ্যপতনয় নাগরাজ বাসুকিও এই স্থানেই
 অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন এই বিখ্যাত শিলাময় ষষ্ঠতলে
 দেব, দানব ও রাক্ষসদিগেরও সহস্র সহস্র পুর
 রহিয়াছে। সৰ্ব্ব পশ্চিমদিকস্থিত সপ্তমতল
 পাতালে নরনারীসমাকুল বলির পুরী বিরাজিত;
 এই পুরী সৰ্ব্বদা প্রমুদিত, বহু সর্প ও অসুরনিকরে
 পরিপূর্ণ, এবং দেবাসুরগণ কর্তৃক রক্ষিত। এই
 স্থানে মুচুকুন্দ দৈত্যের মহানগরও

তথৈব নাগনগরৈঃ স্বক্ৰিমস্তিঃ সহস্রশঃ ॥৪৩
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্গৈর্মহাপুরৈঃ
উদীর্গৈঃ রাক্ষসাবাসৈরনেকৈশ্চ সমাবুলম্ ॥৪৪
পাতালাস্তে চ বিপ্রেন্দ্রা বিস্তীর্ণে বহুযোজনে
আস্তে রক্তারবিন্দাক্ষো মহাত্মা হ্যজরামরঃ ॥
দ্যৌতশাঙ্খোদরবপুনীলবাসা মহা ভূজঃ।
বিশালভোগো দ্যুতিমাংশ্চিহ্নমালাধরো বলী
রুদ্রশৃঙ্গাবদানেন দীপ্ত্যস্যেন বিরাজতা।
প্রভূর্মুখসহস্রেন শোভতে বৈ স কুণ্ডলী ॥৪৭
স জিহ্বামালয়া দেবো লোলজ্বালানলার্চিষা
জ্বালামালাপরিষ্কিপ্তঃ কৈলাস ইব লক্ষ্যতে ॥
স তু নেত্রসহস্রেন দ্বিগুণেন বিরাজতা।
বালসূর্য্যভিতাশ্রেন শোভতে স্নিগ্ধমণ্ডলঃ ॥৪৯
তস্য কুন্দেন্দুবর্ণস্য অক্ষমালা বিরাজতে।
তরুণাদিত্যমালেব শ্বেতপর্বতমূর্ধনি ॥৫০

অবস্থিত। এই তল দিতিসুতগণের বহুসংখ্যক
পুরী সহস্র শ্রীমান্ নাগরগর, দৈত্য, দানব এবং
রাক্ষসদিগের মহাপুর সকল ও অনেক আবাস
গৃহ দ্বারা সর্বদা সুমদীর্ণ। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই
পাতালতলের পর বহু যোজন বিস্তীর্ণ স্থানে
শেষ নাগের আবাসভূমি। এই নাগের নয়ন
রক্তপদ্মসম, শরীরপ্রভা, শঙ্খের স্বচ্ছ উদরবৎ
শুভ্র, এবং পরিধানে নীল বসন। ইনি মহাত্মা,
অজয় ও অমর; ঐ বিশালভোগ মহাভূজ
দ্যুতিমান্ চিত্র-মাল্যধারী বলবান্ কুণ্ডলীর মুখ
যেন সুবর্ণ-শৃঙ্গসম নির্মল ও প্রদীপ্ত। ঐ প্রভু,
সহস্র মুখ ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভমান
হইয়াছেন। ঐ নাগ দেব অনলকাস্তি; উহার
লোলজিহ্বা-মালার কিরণসমূহ ইতস্ততঃ বিষ্কিপ্ত
হওয়ায় ইনি যেন কৈলাসপর্বতের ন্যায় অনুমিত
হইতেছেন। ঐ দ্বিসহস্র নেত্রযুগত স্নিগ্ধমণ্ডল
কুণ্ডলী বালসূর্য্যসদৃশ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া
শোভিত হইতেছেন, ইহার বর্ণ কুন্দকুসুম কিংবা
চন্দ্রের ন্যায় ধবল; ইনি তরুণ সূর্য্যকিরণবর্ণের

জটাকরালো দ্যুতিমান্ ক্ষ্যতে শয়নাসনে।
বিস্তীর্ণ ইব মেদিন্যাং সহস্রশিখরো গিরিঃ ॥৫১
মহাভোগৈর্মহাভাগৈর্মহানাগৈর্মহাবলৈঃ।
উপাস্যতে মহাতেজা মহানা গপ, তঃ স্বয়ম্ ॥৫২
স রাজা সর্বনাগানাং শেষো নাম মহাদ্যুতিঃ।
সা বৈষ্ণবী হৃহতনুর্মধ্যদায়াং ব্যবস্থিতা ॥৫৩
সপ্তৈবমেতে কথিতা ব্যবহার্যা রসাতলাঃ।
দেবাসুরমহানাগরাক্ষসাধ্যুষিতাঃ সদা ॥৫৪
অতঃ পরমনালোক্যমগম্যং সিদ্ধসাধুভিঃ।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবজ্জিতম্ ॥৫৫
পৃথিব্যাগ্ন্যম্বুবাযুনাং নভসশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মহত্ত্বমেবমৃষিভির্বির্গ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৬
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যচন্দ্রমসৌগতিম্।
সূর্য্যচন্দ্রমসাবেতৌ ভ্রমন্তৌ যাবদেব তু।
প্রকাশতঃ স্বভাবিস্তৌ মণ্ডলাভ্যাং সমাশ্রিতৌ

ন্যায় অক্ষমালা দারণ করেন এবং ইনি
শ্বেতপর্বতের শিরোদেশে বাস করিয়া থাকেন।
ইনি যখন শয়ন কিংবা উপবেশন করেন, তখন
জটাদ্বারা অতীব ভীষণ ও দ্যুতিমান্ হন। ইনি
সহস্রশিখর গিরির ন্যায় ভূতলে বিস্তীর্ণ।
মহাভাগ, মহাভোগ, মহাবল মহানাগগণ—
এই মহাতেজ। মহানাগপতিকে উপাসনা করেন।
এই দ্যুতিমান্ শেষনাগই নাগকুলের অধিপতি।
ইহার বৈষ্ণব সর্পশরীর দ্বারাই অনন্তা পৃথিবীর
শেষ সীমা নির্দিষ্ট ৩৮—৫৩। দেব, অসুর,
মহানাগ ও রাক্ষসদিগের অধ্যুষিত এই
ব্যবহারিক সপ্ত রসাতলের বর্ণন করিলাম। এই
স্থানের পর যাহা কিছু আছে, তাহা তপঃসিদ্ধ
সাধু, এমন কি দেবগণেরও অগম্য, অদৃশ্য এবং
ব্যবহার-বিবজ্জিত। হে দ্বিজসত্তমগণ! পৃথিবী,
অগ্নি, জল, বায়ু এবং আকাশের—মহত্ত্ব ঋষিগণ
এইরূপই কর্তন করেন, সন্দেহ নাই। অনন্তর
প্রথমে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্র ভ্রমণ করেন,
এবং মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা
যতদূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, সূর্য্য-চন্দ্রের

সপ্তানাক্ষ সমুদ্রাণাং দ্বীপানাক্ষ স বিস্তরঃ।
 বিস্তরার্দ্ধং পৃথিব্যাক্ষ ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ।।৫৮
 পর্য্যাসপারিমাণ্যক্চ চন্দ্রাদিতৌ প্রকাশতঃ।
 পর্য্যাসপারিমাণ্যেন ভূমেত্ত্বং দিবং স্মৃতম্।।
 অবতি ত্রীনিমাল্লোকান্ ষষ্ঠ্যং সূর্য্যঃ পরিভ্রমণ
 অবধাতুঃ প্রকাশাত্মো হুবনাৎ স রবিঃ স্মৃতঃ
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
 মহিতত্বান্মহীশব্দো হ্যস্মিন্ বর্ষে নিপাত্যতে
 অস্য ভারতবর্ষস্য বিষ্ণুস্তত্ত্ব সুবিস্তরম্।
 মণ্ডলং ভাস্করস্যাত্ যোজনানাং নিবোধত।।৬১
 নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো ভাস্করস্য তু।
 বিস্তরাংশিগুণচাস্য পরিণাহোহথ মণ্ডলম্।।৬২
 বিষ্ণুস্তো মণ্ডলস্যৈব ভাস্করাদিগুণঃ শশী।।৬৩
 অতঃ পৃথিব্যাং বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ সহ
 সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলক্চ যৎ।।৬৪
 ইত্যেতদিহ সংখ্যাতং পুরাণং পরিমাণতঃ।

এই সকল গতি বর্ণন করিতেছি। সপ্ত সমুদ্র ও
 সপ্তদ্বীপের যে পরিমাণ বিস্তার, এই পৃথিবীর
 বিস্তারও ততদূর। চন্দ্র সূর্য্য ঐ সপ্তদ্বীপ ও
 সপ্তসাগরের বহির্ভাগস্থ পরিধি পরিমাণ স্থান
 পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন, আকাশমণ্ডল ঐ
 পরিধি পরিমাণের সমান। দিবাকর নিরন্তর
 পরিভ্রমণ করিয়া এই ত্রিলোক প্রকাশ করেন;
 এজন্য প্রকাশাত্ম্য অবধাতু দ্বারা 'রবি' শব্দটি
 নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর চন্দ্র-সূর্য্যের প্রমাণ
 কীর্ত্তন করিতেছি। মহিতত্ব অর্থাৎ পূজ্যত্ব
 নিবন্ধন ভারতবর্ষের বোধকরূপে 'মহী' শব্দটি
 নিপাত্যনে সিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডল এই
 ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত বর্গপরিমাণ সম। এক্ষণে
 উহার যোজন পরিমাণ শ্রবণ করুন। দিবাকরের
 বিস্তার নয় সহস্র যোজন; উহার বিশালতা
 বিস্তারের ত্রিগুণ, তার পর মণ্ডল; ইহাই হইল
 মণ্ডলের বর্গফল। চন্দ্রের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ।
 অনন্তর এই সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সাগরযুক্ত পৃথিবীর
 বিস্তার ও মণ্ডল, যোজন পরিমাণসহ বলিতেছি।

তদ্বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ।।
 অভিমানিব্যতীতা যে তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ
 দেবা যে বৈ হ্যতীতাস্তে রূপৈর্নামিভিরেব চ।।
 তস্মাস্তু সাম্প্রতৈর্দেবৈর্বক্ষ্যামি বসুধাতলম্।
 দিবস্ত সন্নিবেশো বৈ সাম্প্রতৈরেব কৃৎস্নশঃ।।
 শতার্দ্ধকোট্যবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নতঃ স্মৃতা।
 তস্যা বাধপ্রমাণেন মেরোর্বে চাতুরস্তরম্।।৬৮
 পৃথিব্যা বাধবিস্তারো যোজনাগ্ৰাং প্রকীর্ত্তিতঃ
 মেরুমধ্যাং প্রতিদিশং কোটিরেকাতু সা স্মৃতা
 তথা শতসহস্রাণি একোননবতিঃ পুনঃ।
 পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যা বাধবিস্তরঃ।।৭০
 পৃথিব্যা বিস্তরং কৃৎস্নং যোজনৈস্তন্নিবোধত।
 তিস্রঃ কোট্যক্চ বিস্তারঃ সংখ্যাতঃ স চতুর্দিশম্
 তথা শতসহস্রাণামেকোনানীতিরূচ্যতে।
 সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যাস্তেষ বিস্তরঃ।।৭২

এই পরিমাণ অভিমানী দেবগণ কর্ত্তক সংখ্যাত
 এবং পুরাণানুমোদিত। এক্ষণে ইদানীন্তন দেবগণ
 ব্যতীত অভিমানী দেবগণ, অতীত দেবগণের
 সমান। তাঁহারা রূপ ও নামাদি সহ অতীত
 হইয়াছেন। অতএব অভিমানীদিগের সহিত
 উহার সংখ্যা কহিতেছি। অভিমানী বর্ত্তমান
 দেবগণের পরিসংখ্যাক্রমে বসুধাতল এবং
 আকাশের সন্নিবেশ অশেষরূপে বলিতেছি।
 ৫৪—৬৭। এই পৃথিবীর বিস্তার মেরুমধ্য হইতে
 চারিদিকে সার্ব্ব এক কোটি যোজন এবং ইহার
 উচ্চতা মেরুর চতুর্দিকস্থিত ভূমির সমান। এই
 পৃথিবীর বাধবিস্তৃতি মেরুর উর্দ্ধভাগে এক
 যোজন হইতে কথিত হয় এবং মেরুমধ্য হইতে
 প্রতিদিকেই পৃথিবীর বিস্তার এককোটি যোজন।
 পূর্বে পৃথিবীর যে উচ্চতা কথিত হইয়াছে,
 তাহার বিস্তৃতি দেড় কোটি নিরানব্বই যোজন।
 এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী বিস্তারের যোজনপরিমাণ
 শ্রবণ করুন। এই পৃথিবী চারিদিকেই তিন
 কোটি এক লক্ষ উনান্বীতি সহস্র যোজন বিস্তৃত।
 সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রযুক্ত পৃথিবীর বিস্তার

বিস্তরাশ্চিগুণৈষেব পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্।
 গণিতং যোজনাগ্রস্ত কোট্যন্তেকাদশ স্মৃতাঃ।।
 তথা শতসহস্রস্ত সপ্তত্রিংশাদিকানি তু।
 ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্।।
 তারকাসন্নিবেশস্য দিবি যাবদ্ধি মণ্ডলম্।
 পর্য্যাসঃ সন্নিবেশস্য ভূমেস্তাবদু মণ্ডলম্।।৭৫
 পর্য্যাসপা রমাণ্যেন ভূমেস্তল্যং দিবং স্মৃতম্।
 সপ্তানামপি লোকনামেতন্মানং প্রকীৰ্ত্তিতম্।
 পর্য্যাসপারিমাণ্যেন মণ্ডলানুগতেন চ।
 উপর্যুপরি লোকানাং ছত্রবৎপরিমণ্ডলম্।।৭৭
 সংস্থিতিবিহিতা সৰ্ব্বা যেষু তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ।
 এতদণ্ডকটাহস্য প্রমাণং পরিকীৰ্ত্তিতম্।।৭৮
 অণ্ডস্যান্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তদীপা চ মেদিনী।
 ভূলোকশ্চ ভুবশ্চৈব তৃতীয়ঃ স্বরিত্তি স্মৃতঃ।
 মহর্লোকো জনশ্চৈব তপঃ সত্যশ্চ সপ্তমঃ।।৭৯
 এতে সপ্ত কৃতা লোকাশ্ছত্রাকার ব্যবস্থতাঃ
 স্বকৈরাবরণৈঃ সূক্ষ্মৈর্ধার্য্যমাণাঃ পৃথক্ পৃথক্।।

এইরূপই নির্দিষ্ট। পৃথিবীর মধ্যগত মণ্ডল এই
 বিস্তারমানের দ্বিগুণ এবং সমণ্ডল পৃথিবীর
 পরিমাণ একাদশ কোটি, একলক্ষ সপ্তবিংশতি
 যোজন। এই আপনাদের নিকট পৃথিবীর মধ্যগত
 মণ্ডলমান কথিত হইল। আকাশের যে পর্য্যন্ত
 তারকাসন্নিবেশ, তাহাকেই আকাশমণ্ডল এবং
 ভূতলের পরিধিপরিমাণই ভূমণ্ডলমান বলিয়া
 কথিত; আবার ঐ ভূতলের পরিধিপরিমাণ
 দ্বারাই আকাশমান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।
 মণ্ডলানুগত পরিধিপরিমাণ বারা সপ্তলোকের
 এইরূপেই পরিমাণ কথিত হয়। ঐ সপ্তলোক-
 মণ্ডল ছত্রাকারে উপর্যুপরিভাবে সংস্থিত। তথায়
 জন্তুগণ অবস্থান করে, ঐ সপ্তলোক লইয়াই
 অণ্ডকটাহ পরিসংখ্যাত হয়। এই অণ্ডকটাহ মধ্যেই
 সপ্তদীপা মেদিনী এবং ভূ ভুব স্ব মহ জন তপ
 ও সত্য এই সপ্তলোক। ছত্রাকারে ব্যবস্থিত এই
 সপ্তলোক স্বীয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া

দশভাগাধিকাভিচ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভির্বহিঃ।
 ধার্য্যমাণ্য বিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্।।৮১
 অস্যাণ্ডস্য সমস্তাচ্চ সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
 পৃথিবীমণ্ডলং কৃৎস্নং ঘনতোয়েন ধার্য্যতে।।৮২
 ঘনোদধিপরেণাথ ধার্য্যতে ঘনতেজসা।
 বাহ্যতে ঘনতেজস্ত তির্য্যগ্দ্ধলস্ত মণ্ডলম্।।৮৩
 সমস্তাদদ্যানবাতেন ধার্য্যমাণং প্রতিষ্ঠিতম্।
 ঘনবাতান্তথাকাশমাকাশঞ্চ মহাশ্বনা।।৮৪
 ভূতাদিনা বৃতং সৰ্ব্বং ভূতাদির্মহতা বৃতঃ।
 বৃতো মহাননন্তেন প্রধানেনাব্যয়ান্বনা।।৮৫
 পুরাণি লোকপালানাং প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্।
 জ্যোতির্গণ প্রচারস্য প্রমাণং পরিবক্ষ্যতে।।৮৬
 মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশি তথা মানসস্যৈব মুর্ধনি
 বস্বোকসারা মাহেন্দ্রী পুণ্যা হেমপরিদ্ধতা।।৮৭
 দক্ষিণেন পুনর্মেরোমলানসস্যৈব মুর্ধনি।
 বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে।।৮৮
 প্রতীচ্যাশ্চ পুনর্মেরোর্মলানসস্যৈব মুর্ধনি।
 সুখা নাম পুরী রম্যা বরুণস্যাত ধীমতঃ।।৮৯

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিরাজিত। ঐ সকল
 বহিঃস্থিত আবরণ পরস্পর দশ দশ গুণ অধিক।
 এই অণ্ডকটাহের চারিদিকে ঘনোদধি সন্নিবিষ্ট
 থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলকে ঘনতোয় দ্বারা
 ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঘনোদধিতর পরেই
 ঘনতেজ; ঐ তেজ কেবল বাহিরে তির্য্যগ্ ও
 উর্দ্ধ সকল দিকেই মণ্ডলাকারে অবস্থিত।
 ঘনতেজের চতুর্দিক্ স্থিত ঘন রায় দ্বারা ঐ
 মণ্ডল ধার্য্যমাণ। ঘনবাতের পর মহাকাশ; ঐ
 মহাকাশ প্রধান অব্যয়াত্মা অনন্ত দ্বারা আবৃত।
 ৬৮—৮৫। এক্ষণে যথাক্রমে লোকপালগণের
 পুর ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-বিষয়ক প্রমাণ
 বলিতেছি। মেরুর পূর্বদিকে মানস পর্বতের
 শিখরে বিবিধ ঘনরত্নের আধার, সুবর্ণবৎ
 পরিদ্ধত পবিত্র ইন্দ্রপুরী এবং দক্ষিণদিকে
 মেরুমস্তকে সংযমনপুর অবস্থিত। সূর্য্যপুত্র যম
 এই পুরে বাস করেন। অনন্তর উত্তর-

দিগ্যন্তরস্যাং মেরোস্ত মানসসৈব মূর্ধনি।
 তুল্যা মাহেন্দ্রপূর্যা তু সোমস্যাপি বিভাবরী।
 মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালাশ্চতুর্দিশম্।
 স্থিতা ধর্মব্যবস্থায়ৈ লোকসংরক্ষণায় চ।।৯১
 লোকপালোপরিষ্টাস্তু সর্বতো দক্ষিণায়নে।
 কাষ্ঠাগতস্য সূর্যস্য গতির্য তাং নিবোধত।।৯২
 দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্যঃ ক্ষিপ্তেযুরিব সপতি।
 জ্যোতিষাং চক্রমাদায় সততঃ পরিগচ্ছতি।।৯৩
 মধ্যগচ্চামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ।
 বৈবস্বতে সংযমনে উদয়স্তত্র উচ্যতে।।৯৪
 সুখায়ামর্দরাত্রঃ মধ্যগঃ স্যাদ্রবির্যদা।
 সুখায়ামর্থ বারুণ্যামুত্তিষ্ঠান্ স তু দৃশ্যতে।।৯৫
 বিভায়ামর্দরাত্রঃ স্যান্মাহেন্দ্র্যমস্ততেতি চ।
 তদা দক্ষিণপূর্বেষামপরাহে বিধীয়তে।।৯৬
 দক্ষিণাপরদেশ্যানাং পূর্বহঃ পরিকীৰ্ত্যতে।

দিকে মেরুমস্তকে ধীমান্ বরুণের সুখা নাম্নী
 রম্য পুরী। ঐরূপ উত্তরদিকে ইন্দ্রপুরীর সদৃশ
 চন্দ্রের বিভাবরী পুরী। এইরূপে লোকপালগণ
 মানস পর্বতের উত্তরপূর্বে লোকরক্ষণজন্য স্ব
 স্ব ধর্ম ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর
 লোকপালগণের উপরিস্থিত দক্ষিণায়নের কাষ্ঠা
 গত সূর্যের যে গতি, তাহা শ্রবণ করুন। সূর্য
 যখন দক্ষিণদিকে সংক্রমণ করেন, তখন উহার
 নিক্ষিপ্ত বর্ণের ন্যায় গতি হইয়া থাকে। সূর্য
 তখন জ্যোতিশ্চক্র আশ্রয় করিয়া সতত গমন
 করেন। যখন তিনি মধ্যস্থানস্থিত অমরাবতী-
 পুরীতে উপস্থিত হন, তখন ঐ বৈবস্বত যমের
 সংযমনপুরে উদয় বুঝিতে হইবে। রবি সুখাপুরীর
 মধ্যগত হইলে অর্ধরাত্র হয়। পরে ঐ সুখাপুরী
 হইতেই দিবাকরকে উদিত হইতে দেখা যায়।
 ইহার পর বিভাবরী পুরীতে যখন আগমন
 করেন, তখন অর্ধরাত্র হয়, সূর্য ইন্দ্রপুরীতে
 গিয়া অস্তমিত হন। এই সময় দক্ষিণ পূর্ব
 কোণ দেশে অপরাহ্ন, দক্ষিণ ও অপরাপর
 দেশে পূর্বাহ্ন, উত্তরাপথে যে সকল লোক
 বাসা করে, তাহাদিগের শেষ রাত্র এবং উত্তর

ভেষামপররাত্রঃ যে জনা উত্তরাপথে।।৯৭
 দেশা উত্তরপূর্বা যে পূর্বরাত্রস্ত তান্ প্রতি।
 এবমেবোত্তরেষকৌ ভবনেষু বিরাজতে।।৯৮
 সুখায়ামর্থ বারুণ্যাং মধ্যাহ্নে চার্যমা যদা।
 বিভাবর্যাং সোমপূর্যামুত্তিষ্ঠতি বিভাবসুঃ।।
 রাত্র্যঙ্কলক্ষ্যামরাবত্যমস্তমেতি যমস্য চ।
 সোমপূর্যা বিভায়াস্তু মধ্যাহ্নে স্বাদিবাকরঃ।।
 মাহেন্দ্রস্যামরাবত্যা মুত্তিষ্ঠতি যদা রবিঃ।
 অর্ধরাত্রং সংযমনে বারুণ্যামস্তমেতি চ।।১০১
 স শীঘ্রমেতি পর্যেতি ভাস্করোহলাতচক্রবৎ।
 ভ্রমন বে ভ্রমাণানি ঋক্ষাণি গগনে রবিঃ।।১০২
 এবং চতুর্ষু দ্বীপেষু দক্ষিণাঙ্কেন সপতি।
 উদয়াস্তমানেনাসাবুত্তিষ্ঠতি পুনঃপুনঃ।।১০৩
 পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নে তু দ্বৌ দ্বৌ দেবালয়ৌ তু
 সঃ
 তপত্যেকস্ত মধ্যাহ্নে তৈরেব তু স রশ্মিভিঃ।।

পূর্ব কোণে যাহাদের বাস, তাহাদের পূর্বরাত্র।
 এইরূপ উত্তর ভুবনেও সূর্য সুখানাম্নী বরুণ-
 পুরীতে গমন করিলে মধ্যাহ্ন, চন্দ্রের বিভাবরী
 পুরীতে গমন করিলে উদয়, অমরাবতীতে
 অর্ধরাত্র এবং সংযমনপুরে অস্ত হয়। আর
 যখন চন্দ্রের বিভাবরী পুরীতে গমন করিলে
 উদয়, অমরাবতীতে অর্ধরাত্র এবং সংযমনপুরে
 অস্ত হয়। আর যখন চন্দ্রের বিভাবরীপুরীতে
 মধ্যাহ্ন ও ইন্দ্রের অমরাবতীতে উদয়, তখন
 সংযমনপুরে অর্ধরাত্র, এবং বরুণের সুখাপুরে
 অস্ত হয়। এইরূপে দিবাকর যখন শীঘ্রগতিতে
 গমন করিতে থাকেন, তখন বোধ হয় যেন
 আকাশস্থিত নক্ষত্রগণ অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ
 করিতেছে। ৮৬—১০২। এই প্রকারে দিবাকর
 দক্ষিণদিষ্ট দ্বীপচতুষ্টয়ে বিচরণ করিয়া পুনঃপুনঃ
 উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন এবং
 মধ্যাহ্নকালীন স্বীয় রশ্মিদ্বারা পূর্বার্ধ ও পূর্বার্ধ
 ভাগস্থিত স্বর্গীয় দ্বারসমূহ এককালেই তাপিত
 করিতেছেন; উদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত
 তপনের কিরণ বর্ধিত হইতে থাকে; তারপর

উদিতো বর্ধমানাভিরামধ্যাহ্নং তপন্ রবিঃ ।
 অতঃ পরং হু সন্তীভির্গোভিরন্তং স গচ্ছতি ॥
 উদয়াস্তময়াভ্যাং হি স্মৃতে পূর্বা পরে দিশৌ ।
 যাবৎ পুণস্তান্তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ ॥
 যত্রোদয়ন্ দৃশ্যতে সূর্য্যস্তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ
 যত্র প্রণামশয়াতি তেষামন্তঃ স উচ্যতে ॥১০৭
 সর্ব্বেষামুত্তরে মেরুলোকালোকস্ত দক্ষিণে ।
 বিদুরভাবাদর্কস্য ভূমেল্পেধাবৃতস্য চ ।
 হীয়ন্তে রশ্ময়ো যস্মান্তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে ।
 গ্রহনক্ষত্রতারাণাং দর্শনং ভাস্করস্য চ ।
 উচ্ছ্রয়স্য প্রমাণেন জ্যেয়মন্তমনোদয়ম্ ॥১০৯
 শুক্রচ্ছায়োহগ্নিরাপশ্চ কৃষ্ণচ্ছায়া চ মেদিনী ।
 বিদুরভাবাদর্কস্য উদ্যতস্য বিরশ্মিতা ।
 রক্তাভাবো বিরশ্মিতাদ্রক্তদ্বাচ্চাপ্যনুষক্তা ॥
 লেখনাবস্থিতঃ সূর্য্যো যত্র যত্র তু দৃশ্যতে ।

ক্রমে তিনি ঐ কিরণ হ্রাস করিতে করিতে অস্ত
 গমন করেন । সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব
 ও পশ্চিমদিগ্ অনুমতিত হয় । সূর্য্য—যেমন
 অগ্নে, তদ্রূপই পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তাপদান করিয়া
 থাকেন এবং যেস্থান হইতে উদ্গত হন, তাহা
 উদয়, ও যেখানে অদৃশ্য হন, তাহাকেই অস্ত
 বলা যায় । সকল লোকের উত্তরে মেরু এবং
 দক্ষিণে লোকালোক পর্ব্বত । দক্ষিণে অনেকদূর
 গমন করেন বলিয়া এস্থানে ভূমিরেখার মত
 প্রতীয়মান হন । রশ্মির নুনতাবশতই রাত্রিতে ঐ
 লোকালোক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায় না ।
 গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও সূর্য্য ইহাদের দর্শন, অস্ত
 ও উদয় উচ্চস্থান হইতেই জানিতে পারা যায় ।
 অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্র, আর পৃথিবীর ছায়া
 কৃষ্ণ; বহু দূরত্বনিবন্ধন উদয়োন্মুখ সূর্য রশ্মিহীন
 হন । রশ্মিহীনতা প্রযুক্তই লোহিতবর্ণ ধারণ
 করেন এবং রশ্মিহীনতা ও রশ্মি হেতুই
 তাপপরিশূন্য হইয়া থাকেন । রেখাবস্থিত সূর্য্য
 যে যে স্থলে দৃষ্ট হন, উহাও সহস্রযোজন উর্দ্ধে ।

উর্দ্ধং গতঃ সহস্রস্ত যোজনানাং স দৃশ্যতে ॥
 প্রভা হি সৌরী পাদেন অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে
 অগ্নিমাশিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দুরাং প্রকাশতে ॥
 উদিতস্ত পুনঃ সূর্য্যো হ্যস্তমাগ্নেয়মাশিশৎ ।
 সংযুক্তো বহিনা সূর্য্যস্ততঃ স তপতে দিবা ॥
 প্রকাশ্যঞ্চ তথোক্ষঞ্চ সূর্য্যাগ্নেরৌ চ তেজসী ।
 পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যয়েতে দিবানিশম্ ॥
 উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তথা তস্মিংশ্চ দক্ষিণে ।
 উত্তিষ্ঠতি তথা সূর্য্যে রাত্রিরাশিশতে ত্বপঃ ।
 তস্মাস্তাসা ভবন্ত্যাপো দিবারাত্রিপ্রবেশনাং
 অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে দিনং বৈ প্রবিশত্যপঃ
 তস্মাচ্ছ্রুতা ভবন্ত্যাপো নস্তমহঃ প্রবেশনাৎ ॥
 এতেন ক্রমযোগেন ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে
 উদয়াস্তমনেহর্কস্য অহোরাত্রং বিশত্যপঃ ॥১১৭
 দিনং সূর্য্যপ্রকাশখ্যং তামসী রাত্রিরুচ্যতে ।

দিবাকর অস্তমিত হইলে সৌরকিরণ পাদপাদ
 গ্রামে অগ্নিতে প্রবেশ করে; এজন্য রাত্রিকে
 অগ্নি বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন । আবার
 সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন ঐ অগ্নির তেজ
 তাঁহাতে প্রবেশ করে । সূর্য্য এইরূপে
 অগ্নিসংযুক্ত হন বলিয়া দিবসে তাপ প্রদান
 করিয়া থাকেন । ১০৩—১১৩ । প্রকাশমান সৌর
 তেজ ও উষ্ণ আগ্নেয় তেজ, এই উভয়
 তেজই পরস্পরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকসকলকে
 নিরন্তর আপ্যায়িত করিতেছে । দক্ষিণ ও উত্তর
 এই ভূমিদ্বয়ে যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন রাত্রি
 জলমধ্যে প্রবেশ করে । দিবসে রাত্রির জলমধ্যে
 প্রবেশহেতু জল তাত্রবর্ণ হয় । আবার সূর্য্য
 অস্তমিত হইলে দিন জলে প্রবেশ করে । তখন
 রাত্রিতে দিবসের জলে প্রবেশনিবন্ধন জল
 শুক্রবর্ণ হয়, এইরূপে ঐ উত্তর ও পূর্ব্ব
 ভূম্যর্দ্ধে সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত সময়ে দিবা
 ও রাত্রি জলে প্রবেশ করে । সূর্য্যের প্রকাশই
 দিবা আর অন্ধকারই রাত্রি; অতএব

তস্মান্য়বহিতা রাত্রিঃ সূর্য্যাবেক্ষ্যমহঃ স্মৃতম্
এবং পৃষ্ঠরমধ্যে যদা সপতি ভাস্করঃ।

অংশাশকন্ত মেদিন্যা মুহূর্ত্তেনৈব গচ্ছতি।।

যোজনাগ্রান্মুহূর্ত্তস্য ইমাং সংখ্যাং নিবোধত।

পূর্ণং শতসহস্রাণামেকত্রিংশতু সা স্মৃতা।।১২০

পঞ্চাশতু তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু।

মৌহুর্ত্তিকী গতির্হেথা সূর্য্যস্য তু বিধীয়তে।।

এতেন গতিযোগেন যদা কাষ্ঠান্ত দক্ষিণাম্।

পর্যাগচ্ছেদাদিত্যো মাঘে কাষ্ঠান্তমেব হি।।

সপতে দক্ষিণায়ান্ত কাষ্ঠায়াং তন্নিবোধত।

নব কোট্যঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্

তথা শতসহস্রাণি চত্বরিংশচ্চ পঞ্চ চ।

অহোরাত্রাং পতঙ্গস্য গতিরেথা বিধীয়তে।।

দক্ষিণাধিনিবৃত্তোহসৌ বিষুবহো যদা রবিঃ।

ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য উত্তরাণ্তোদিতশ্চরন্।।১২৫

মণ্ডলং বিষুবস্যাপি যোজনৈস্তন্নিবোধত।

সূর্য্যের অস্ত ও উদয় লইয়াই দিবারাত্রির ব্যবস্থা।

এইরূপ সূর্য্য যখন পৃষ্ঠর মধ্যে বিচরণ করেন,

তখন এক এক মুহূর্ত্তে মেদিনীর এক এক অংশ

অতিক্রম করিয়া থাকেন। সূর্য্য এক এক মুহূর্ত্তে

কত যোজন অতিক্রম করেন, তাহার সংখ্যা

শ্রবণ করুন। সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে একত্রিশ লক্ষ

পঞ্চাশ হাজার যোজন, অতিক্রম করিয়া থাকেন,

ইহাই সূর্য্যের মৌহুর্ত্তিকীগতি বলিয়া অভিহিত

হয়। এইরূপ গতিতে সূর্য্য যখন দক্ষিণ কাষ্ঠা

প্রাপ্ত হন, তখন মাঘ মাসীয় শেষ কাষ্ঠায় তাঁহার

উপস্থিতি হইয়া থাকে। ঐ দক্ষিণ কাষ্ঠায়

শ্রমণকালীন সূর্য্যমণ্ডল নবকোটি যোজন বিস্তৃত

হয় এবং দিবাকরের অহোরাত্রের গতি নয়

কোটি এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ সহস্র যোজন

কথিত হয়। যখন ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর দিকে

উদিত হইয়া দিবাকর বিচরণ করিতে করিতে

দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুব রেকায়

উপস্থিত হন, তৎকালের বিষুবমণ্ডলের যোজন-

পরিমাণ শ্রবণ করুন। ঐ বিষুবের বিস্তার

তিনকোটি একাশীতি লক্ষ যোজন। শাকদ্বীপের

ত্রিঃ কোট্যন্ত বিস্তীর্ণা বিষুবস্যাপি সা স্মৃতা

তথা শতসহস্রাণামশীতোকাধিকা পুনঃ।

শ্রবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাং চিত্রভানূর্যদা ভবেৎ।

শাকদ্বীপস্য ষষ্ঠস্য উত্তরাণ্তোদিতশ্চরন্।।১২৭

উত্তরায়াঞ্চ কাষ্ঠায়াং প্রমাণং মণ্ডলস্য চ।

যোজনাগ্রাং প্রসংখ্যাতা কোটিরেকা তু সা

দ্বিজৈঃ।।১২৮

অশীর্তানযুতানীহ যোজনানাং তথৈব চ।

অষ্টপঞ্চাশতৈষেব যোজনান্যাধিকানি তু।।১২৯

নাগবীথ্যুত্তরা বীথী অজবীথী চ দক্ষিণা।

মূলৈষেব তথাষাঢ়ে হ্যজবীথ্যুদয়াস্তরঃ।

অভি জগৎপূর্ব্বতঃ স্বাতির্নাগবীথ্যুদয়াস্তরঃ।।১৩০

কাষ্ঠয়োরস্তরং যচ্চ তদ্বক্ষ্যে যোজনৈঃ পুনঃ।

এতচ্ছতসহস্রাণামেকত্রিংশোত্তরং শতম্।।১৩১

ত্রয়দ্বিংশাধিকাশ্চান্যে ত্রয়দ্বিংশচ্চ যোজনৈঃ।

কাষ্ঠয়োরস্তরং হ্যেতদ্যোজনাগ্রাং প্রতিষ্ঠিতম্

কাষ্ঠয়োর্লেখ্যোশ্চৈব অন্তরে দক্ষিণোত্তরে।

উত্তর দিক্ হইতে উদিত হইয়া বিচরণ করিতে

করিতে শ্রবণ মাসে যখন সূর্য্য উত্তরকাষ্ঠা

অবলম্বন করেন, তৎকালীন উত্তরকাষ্ঠাস্থিত

মণ্ডল প্রমাণ—দ্বিজগণ এক কোটি আশীনিযুত

অষ্টপঞ্চাশ যোজন বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন। ১১৪—১২৯। সূর্য্যের গতিপথের

মধ্যে উত্তর পথ নাগবীথি এবং দক্ষিণ পথ

অজবীথী নামে প্রসিদ্ধ। মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও

উত্তরাষাঢ়া এই তিন নক্ষত্রে অজবীথী এবং

অভিজিৎ প্রভৃতি তিন নক্ষত্রে অজবীথী এবং

অভিজিৎ প্রভৃতি তিন নক্ষত্রে নাগবীথী নির্দিষ্ট।

এই বীথী দ্বারা পরিমাণ কীর্ণিত হইতেছে।

উহার পরিমাণ একত্রিশ লক্ষ এক শত ছেষট্টি

যোজন। এই যে কাষ্ঠাদ্বয়ের পরিমাণ কথিত

হইল, উর্দ্ধদিকে এক যোজন বাদ দিয়া তাহার

নিম্ন হইতে এই পরিমাণ বুঝিতে হইবে। দক্ষিণ

উত্তরে কাষ্ঠাদ্বয়ের রেখামধ্যগত

যোজনপরিমাণের সংখ্যা শ্রবণ করুন। সেই

রেখাদ্বয়ের একটী হইতে অপরটীর

তে তু বক্ষ্যামি সংখ্যায় যোজনৈশ্চমিবোধত
 ঐকৈকমন্তরং তস্যা নিযুতান্যেকসপ্ততিঃ।
 সহস্রাণ্যতিরিক্তাশ্চ ততো হন্যা পঞ্চসপ্ততিঃ।।
 লেখ্যোঃ কাষ্ঠয়োশ্চৈব বাহ্যভ্যন্তরয়োঃ স্মৃতম্
 অভ্যন্তরস্ত পৰ্য্যোতি মণ্ডলান্যন্তরায়ণে।।১৩৫
 বাহ্যতো দক্ষিণে চৈব সততস্ত যথাক্রমম্।
 মণ্ডলানাং শতং পূর্ণমশীত্যধিকমুত্তরম্।।১৩৬
 চরতে দক্ষিণে চাপি তাবদেব বিভাবসুঃ।
 প্রমাণং মণ্ডলস্যাথ যোজনাগ্রামিবোধত।।১৩৭
 একবিংশদ্যোজনানাং সহস্রাণি সমাবতঃ।
 শতে দ্বৈ পুনরপ্যন্যো যোজনানাং প্রকীৰ্ত্তিতে
 একবিংশতিভিশ্চৈব যোজনৈরধিকৈর্হি তে।
 এতৎ প্রমাণমাখ্যাতং যোজনৈর্মণ্ডলং হি তৎ
 বিজ্ঞস্তো মণ্ডতস্যৈব তির্য্যক্ স তু বিধীয়তে।
 প্রত্যহং চরতে তানি সূর্য্যো বৈ মণ্ডলক্রমম্।।
 কুলালচক্রপৰ্য্যাপ্তো যথ শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
 দক্ষিণে প্রক্ৰমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
 তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিঞ্চ কালেনাঙ্গেন গচ্ছতি
 সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীঘ্রং মুহূৰ্ত্তৈর্দক্ষিণোত্তরে।।

মধ্যে একসপ্ততি নিযুত এক সহস্র পঁচাত্তর
 যোজন। রেখা ও কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য এবং
 অভ্যন্তরের এই একই পরিমাণ বুঝিতে হইবে।
 দিবাকর যথা মে দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে সতত যে
 বাহ্য ও অভ্যন্তর মণ্ডলে সংখ্যা এক শত অশীতে
 যোজন। দক্ষিণাচলে দিবাকর যতদূর বিচরণ
 করেন, তাহার মণ্ডল পরিমাণ সংক্ষেপে শ্রবণ
 করুন। একযোজন উর্দ্ধ হইতে উহার পরিমাণ
 একত্রিংশৎ স্মৃৎ দুই শত একবিংশতি যোজন।
 মণ্ডলের বিজ্ঞস্ত বক্রাকার; দিবাকর প্রত্যহ এক
 মণ্ডল হইতে অপর মণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন।
 কুস্তকারের চক্র যেমন সত্বর ঘুরিয়া আইসে,
 দিবাকরও তদ্রূপ দক্ষিণায়নের গতি শীঘ্র শীঘ্র
 সাধিত করেন। দক্ষিণায়নে দিবাকর দ্বাদশমুহূৰ্ত্তের
 মধ্যে সত্বরগতিতে উত্তম উত্তম ভূমি সকল
 অল্পকালের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং

ত্রয়োদশার্দ্ধমক্ষাণামহানুচরতে রবিঃ।
 মুহূৰ্ত্তৈস্তাবদক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্।।১৪৩
 কুলালচক্রমধ্যস্থ যথা মন্দং প্রসপতি।
 তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সপাতে মন্দবিক্রমঃ।।১৪৪
 ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দেন ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
 তস্মাদ্ধীর্ঘেণ কালেন ভূমিমন্নাং নিগচ্ছতিঃ।।
 অষ্টাদশমুহূৰ্ত্তৈস্ত উত্তরায়ণপহিচমম্।
 অগর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ।।১৪৬
 ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দেন ঋক্ষাণাঞ্চবতে রবিঃ।
 মুহূৰ্ত্তৈস্তাবদক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্।।১৪৭
 ততো মন্দতরং তাভ্যাং চক্রং ভ্রমতি বৈ তথা।।
 ত্রিংশমুহূৰ্ত্তানোবাহরহোরাত্রং ধ্রুবো ভ্রমন্।
 উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি সঃ।।
 কুলালচক্রনাভিস্ত যথা তত্রৈব বর্ত্ততে।
 ধ্রুবস্তথা হি বিজ্ঞেয়স্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে।।১৫০

সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন। ইহা
 সূর্য্যের দিবসের গতি, আর রাত্রিকে তিনি
 দ্বাদশমুহূৰ্ত্তে অষ্টাদশ নক্ষত্রে পরিভ্রমণ করিয়া
 থাকেন। কুলালচক্রের মধ্যস্থানের মন্দ
 বিসর্পণের ন্যায় সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে
 মন্দগতিতে বিচরণ করেন, তখন চতুর্দশদশী
 নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। উত্তরায়ণে
 সূর্য্য অষ্টাদশমুহূৰ্ত্তে চতুর্দশদশী নক্ষত্র পরিভ্রমণ
 করেন। এই সময় সূর্য্য দীর্ঘকালে অল্পভূমি
 অতিক্রম করেন এবং রাত্রিতেও ঐ অষ্টাদশ
 মুহূৰ্ত্তে চতুর্দশদশী নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিয়া
 থাকেন। ১৩০—১৪৭! অনন্তর চক্রের গতি
 মন্দ হইয়া আসিলে, চক্রের মধ্যবর্ত্তী মৃৎপিণ্ডের
 ন্যায় ধীরে ধীরে তিনি ধ্রুবনক্ষত্রে ভ্রমণ করেন।
 ঐ ধ্রুব ত্রিশমুহূৰ্ত্তে এক অহোরত্রে পরিভ্রমণ
 করিয়া উভয়কাষ্ঠার মধ্যস্থিত মণ্ডল সকল
 পরিভ্রমণ করেন। কুলালচক্র ভ্রমণ করিলেও
 তাহার নাভি যেমন একস্থানেই অবস্থিত থাকে,
 ধ্রুবও ঐরূপ একস্থানে বিদ্যমান থাকেন।

উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
 দিবা নক্ষত্রস্য সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ।।
 উত্তরে প্রক্ৰমে ত্বিন্দোর্দিবা মন্দা গতিঃ শ্মৃতা
 তথৈব চ পুনর্নক্ষত্রং শীঘ্রা সূর্য্যস্য বৈ গতিঃ।।
 দক্ষিণে প্রক্ৰমে চৈব দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে।
 গতিঃ সূর্য্যস্য নক্ষত্রং বৈ মন্দা চাপি তথা শ্মৃতা
 এবং গতিবিশেষেণ বিভজন্ রাত্র্যহানি তু।
 তথা বিচরতে মার্গং সমেন বিষমেন চ।।১৫৪
 লোকালোকে স্থিতা যে তে লোকপালাশ্চতু-

র্দিশম্।

অগস্ত্যশ্চরতে তেষামুপরিষ্টাজ্জবেন তু।
 ভজন্সাবহোরাত্রমেবং গতি বশেষণৈঃ।।১৫৫
 দক্ষিণে নাগবীধ্যায়াং লোকালোকস্য চোত্তরম্
 লোকসস্তারকো হ্যেব বৈশ্বানরপাশ্বিহিঃ।।১৫৬
 পৃষ্ঠে যাবৎ প্রভা সৌরী পুরস্তাৎ সম্ভ্রকাশতে
 পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতস্তাবল্লোকালোকস্যাস কৰ্ততঃ।।

মণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য যখন উভয় কাষ্ঠার মধ্যগত হন, তখনই তাঁহার দিবারাত্রিরূপ শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। চন্দ্র উত্তরদিকে গমন করিলে দিবা মন্দগতি হয়, ঐরূপ সূর্যের উত্তর গতিতে রাত্রি শীঘ্রগতি হয়। চন্দ্র দক্ষিণে গমন করিলে দিবা শীঘ্রগতি এবং সূর্যের দক্ষিণদিকে গতিকালে রাত্রি মন্দগতি হয়। এই সম ও বিষমরূপে প্রচরণশীল সূর্যের গতিবিশেষ দ্বারাই দিবারাত্রি ভেদ হইয়া থাকে। লোকালোক পর্বতের চারিদিকে যে সকল দিক্‌পাল অবস্থিত করেন, তাঁহাদের উপর বিশেষ বেগ সহকারে অগস্ত্য নক্ষত্র বিচরণ করেন। ইহার গতিবিশেষ দ্বারাও দিবারাত্রি বিভক্ত হইয়া থাকে। নাগ বীদীরা দক্ষিণ, লোকায়লোক পর্বতের উত্তর এবং বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে এই লোকসস্তারক অগস্ত্য অবস্থিত। ঐ লোকালোক পর্বতের পৃষ্ঠে এবং সম্মুখভাগে যে পরিমাণ সূর্য্যতেজ প্রকাশিত হয়, উভয় পার্শ্বেও তদ্রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পর্বতের উচ্চতা এক সহস্র দশ যোজন;

যোজনানাং সহস্রাণি দশোর্দ্ধং তুচ্ছিতো গিরিঃ
 প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।।১৫৮
 নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ।।
 অভ্যন্তরং প্রকাশন্তে লোকালোকস্য বৈ গিরে
 এতাবানিব লোকস্ত নিরালোকস্ততঃ পরম্।
 লোকালোক একথা তু নিরালোকস্তনেকথা।।
 লোকালোকস্ত সন্ধস্তে যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিগ্রহম্
 তস্মাৎ সন্ধ্যোতি তামাহরুয়া ব্যুষ্ট্যর্যদগুরম্।
 উষা রাত্রিঃ শ্মৃতা বিপ্রৈর্ব্যুষ্টিশ্চাপি ত্বহঃ শ্মৃতম্
 সূর্য্যাং হি গ্রসমানানাং সন্ধ্যাকালে হি রক্ষসাম্
 প্রজাপতিনিয়োগেন শাপস্তেষাং দুরাত্মনাম্।
 অক্ষয়ত্বঞ্চ দেহস্য প্রাপিতামরণং তথা।।১৬২
 তিস্রঃ কোট্যন্ত বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ
 প্রার্থয়ন্তো সহস্রাংগুমুদয়ন্তং দিনে দিনে।
 তাপয়ন্তো দুরাত্মানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্।।
 অথ সূর্য্যস্য তেষাঞ্চ যুদ্ধমাসীৎসু দারুণম্।

ইহার একদিক্ প্রকাশমান ও অপরদিক্ অন্ধকারময় এবং সকলদিক্ পরিমণ্ডল-সম্পন্ন। গ্রহ তারাগণ সহ নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য ইহার অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করেন। প্রথমে একাংশ প্রকাশমান, তারপর অপর অনেকাংশ অপ্রকাশ, এইরূপে লোকালোক পর্বত অবস্থিত। সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে লোক এবং আলোক সন্ধান করেন বলিয়া উষা ও ব্যুষ্টির মধ্য সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়। বিজগণ উষাকে রাত্রি এবং ব্যুষ্টিকে দিবা বলিয়াছেন। ১৪৮—১৬৬। একসময়ে সন্ধ্যাসময়ে রাক্ষসগণ সূর্য্যকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন প্রজাপতি-প্রদত্ত শাপে সেই দুরাত্মারাক্ষসগণের দেহের অক্ষয়ত্ব সম্পাদিত হয়। সেই সন্দেহ নামে বিখ্যাত দুরাত্মা ত্রিশকোটি রাক্ষস প্রতিদিন সূর্য্য উদিত হওয়ায় পরিতপ্ত হইয়া সূর্য্যকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হয়। অনন্তর সূর্য্যের সহিত ঐ রাক্ষসগণের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। তৎপর দেবশ্রেষ্ঠগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাতে

ততো ব্রহ্মা চ দেবাস্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব সন্তমাঃ।
সদ্যোতি সমুপাসন্তঃ ক্ষেপয়ন্তি মহাজলম্॥১৬৪
ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমাত্রতম্।
তেন দহ্যন্তি তে দৈত্যা বজ্রভূতেন বারিণা॥
অগ্নিহোত্রে হুয়মানের সমস্তাদ্ ব্রাহ্মণাহতিঃ।
সূর্য্যজ্যোতিঃ সহস্রাংস্ত সূর্য্যো দীপ্যতি

ভাস্করঃ॥১৭৬

ততঃ পুনর্নাতাতেজা মহাদ্যুতিপরাক্রমঃ।
যোজনাননং সহস্রাণি উর্দ্ধমুত্তীর্ণতে শতম্॥১৭৭
ততঃ প্রয়াতি ভগবান ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ
বালখিলৈশ্চ মুনিভিঃ কৃতার্থৈঃ সমরীচিভিঃ॥
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিশ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাস্তন।
ত্রিশ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত-
স্তৈত্রিশতা রাত্রাহনী সমেতে॥১৬৯
হ্রাসবৃদ্ধী ত্বহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্তমানস্ত হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥

সম্যক্ উপাসনা করিয়া এক মহাজলক্ষেপ করেন।
ঐ জল ওঙ্কার ব্রহ্মা ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমাত্রিত,
তজ্জন্য উহা বজ্রের ন্যায় হইয়া দৈত্যগণকে দহন
করে। তার পর চারিদিক্ হইতে ব্রাহ্মণগণ
যথাবিধি অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করিলে
সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন এবং তদনন্তর
মহাদ্যুতি মহাপরাক্রম মহাত্মা দিবাকর শতসহস্র
যোজন উর্দ্ধে গমন করেন। অনন্তর ভগবান্
ব্রহ্মা ব্যালখিল্য, ঋষি, মহর্ষি, মরীচি ও ব্রাহ্মণ
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন।
পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশংকাষ্ঠায় এক
কলা, ত্রিশং কলায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিশং
মুহূর্তে এক অহোরাত্র গণনা হয়। দিবসের
ভাগানুসারে যথাক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি থাকিলেও
সন্ধ্যার পরিমাণ সকল কালেই এক মুহূর্ত থাকিবে।
দিবার হ্রাস বৃদ্ধিতে উহার ব্যত্যয় হইবে না।
আদিত্য যখন স্বীয় রেখায় অবস্থিত তখন হইতে
মুহূর্তত্রয় কালের নাম প্রাতস্তন, এবং উহা দিবসের

লেখাপ্রভৃত্যাদিত্যে ত্রিমুহূর্তগতে তু বৈ
প্রাতস্তনঃ স্মৃতঃ কালো ভাগস্বহঃ স পঞ্চমঃ।
তস্মাৎ প্রাতস্তনাৎ কালান্ত্রিমুহূর্তস্ত সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নত্রিমুহূর্তস্ত তস্মাৎ কালান্ত সঙ্গবাৎ॥
তস্মান্মধ্যান্দিনাৎ কালাদ পরাহ ইতি স্মৃতঃ।
ত্রয় এর মুহূর্তান্ত তস্মাৎ কালান্ত মধ্যমাৎ॥
অপরাহে ব্যতীপাতে বালঃ সায়াহ উচ্যতে
দশপঞ্চমুহূর্তে দ্বৈ মুহূর্তাত্রয় এব চ॥১৭৪
দশপঞ্চমুহূর্তং বৈ অহর্বিম্বতি স্মৃতম্।
দশপঞ্চমুহূর্তে রাত্রিদিবমিতি স্মৃতম্॥
বর্দ্ধতে হু সতে চৈব অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্ত গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিস্ত গ্রসতে ত্বহঃ॥
শরদ্বসন্তরোর্মধ্যে বিম্ববং তদ্বিভাব্যতে।
অহে রাত্রং কলাশ্চৈব সপ্তংসোমঃ সমশ্লুতে॥
তথা পঞ্চদশাহনি পঞ্চ ইত্যভিধীয়তে।
দ্বৌ পক্ষৌ চ ভবেন্মাসৌ দ্বৌ মাসাবস্তরাবৃত্তাঃ
ঋতুত্রয়ময়নং স্যাদ্বেদ্যনে বর্ষমুচ্যতে॥১৭৮

পঞ্চবাংশ। সেই প্রাতস্তন কাল হইতে মুহূর্তত্রয়
সঙ্গব, এবং এই সঞ্চয় কালের পর তিন মুহূর্ত
মধ্যাহ্ন; ঐ মধ্যাহ্নকালের পরই অপরাহ্ন, এবং
ঐ অপরাহ্নকালের পরিমাণ তিন মুহূর্ত। অপরাহ্ন
অতীত হইলে সায়াহ্ন; ঐ সায়াহ্ন সার্ক পঞ্চদশ
মুহূর্তের পর মুহূর্তত্রয়। পঞ্চদশ মুহূর্তই দিবা ও
রাত্রির সমান মধ্যস্থান। দিবা ও রাত্রির পরিমাণ
সার্ক পঞ্চদশ মুহূর্ত করিয়া কথিত হয়। ১৬৭—
১৭৪। কখন দিবা রাত্রিতে, কখনও রাত্রি
দিবাকে গ্রাস করে; এজন্য দক্ষিণ ও উত্তরাণে
দিবা ও রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
শরৎ ও বসন্তকালের মধ্য সময়েই এই দিবা
ও রাত্রিমান সমান হয়। এইরূপ পঞ্চদশ দিনে
একপক্ষ, দুই পক্ষে একমাস, দুই মাসে এক
ঋতু, তিনি ঋতুতে এক অয়ন ও দুই অয়নে
এক বৎসর কথিত হইয়া থাকে। নিমেষাদি
সংজ্ঞা দ্বারা কালের বিভাগ হইয়া

নিমেষাদিকৃতঃ কালঃ কাষ্ঠায়া দশ পঞ্চ চ।
 কলায়াক্রিংশতঃ কাষ্ঠা মাত্রাশী তিহ্নয়াশ্বিকা।।
 শতত্রৈকোনকাক্রিংশমাত্রাক্রিংশংষড়্ভুজরা।
 দ্বিষষ্টিভাক্রয়োবিংশমাত্রায়াঞ্চ চলা ভবেৎ।।
 চত্বারিংশংসহস্রাণি শতান্যষ্টো চ বিদ্যুতিঃ।
 সপ্ততিঞ্চাপি তত্রৈব নবতিং বিদ্বিনিশচয়ে।।
 চত্বার্ষ্যের শতান্যার্ঘবিদ্যুতৌ বৈধসংযুগে।
 চরাংশো হ্রেষু বিজ্ঞেয়ো নালিকা চাত্র কারণম্
 সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মাণ বিকল্পিকাঃ।
 নিশ্চয়ঃ সর্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে।।৮৩
 সংবৎসরস্ত প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
 ইদংসরস্তৃতীয়স্ত চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
 পঞ্চমো বৎসরস্তেষাং কালস্ত পরিসংজ্ঞিতঃ।।
 বিংশং শতং ভবেৎ পূর্বং পঞ্চগান্ত রবেয়ুগম্
 এতান্যষ্টাদশক্রিংশদয়ো ভাস্করস্য চ।।১৮৫
 ঋতবক্রিংশতঃ সৌরা অয়নানি দশৈব তু।
 পঞ্চত্রিংশচ্ছতঞ্চাপি ষষ্টির্নাসাশ্চ ভাস্করঃ।

থাকে। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ
 কাষ্ঠায় এক কলা এবং একশত-দ্ব্যশীতিকলায়
 এক মাত্রা হয়। কখন ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রায়, কখন
 দ্বিষষ্টিমাত্রায়, কদাচিৎ ত্রয়োবিংশতি মাত্রায় এক
 কলা পরিমাণ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ চল্লিশ
 সহস্র অষ্টশত সপ্ততি বা নবতি মাত্রায় বৈদ্যুতি
 পরিমাণ নির্ণয় করেন। চারিশত বৈদ্যুতি পরিমাণে
 চরাংশ ও নালিকা সংঘটিত হয়। সংবৎসরাদি
 পঞ্চবিধ বৎসরের চতুর্বিধ পরিমাণ বিশেষ
 আছে। উহা দ্বারাই সর্বকালে যুগাদির নির্ণয়
 হইয়া থাকে। প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর,
 তৃতীয় ইদংসর, চতুর্থ অনুবৎসর, পঞ্চম বৎসর।
 বৎসর সকলের এইরূপ বিশেষ সংজ্ঞা বিস্তৃত
 আছে। বিংশতি শত পর্ব পূর্ণ হইলে ববির এক
 যুগ হয়। ত্রিংশৎ ঋতুতে সৌর দশ অয়ন হয়।
 এক অয়নে ষষ্টি সৌর মাস। এক সৌরবাসে
 ত্রিংশৎ অহোরাত্র। এক ষষ্টি অহোরাত্রে এক

একষষ্টিহোরাত্রা দনুরেকো বিভাব্যতে।।
 অহান্ত্র ত্র্যধিকাশীতিঃ শতঞ্চাপ্যধিকং ভবেৎ
 মানং তচ্চিত্রভানোন্ত বিজ্ঞেয়ং ভুবনস্য তু।।
 সৌরং সৌম্যস্ত বিজ্ঞেয়ং নাক্ষত্রং সাবনং তথা
 নামান্যেতানি চত্বারি যৈঃ পুরাণং বিভাব্যতে
 শ্বেতস্যোত্তরতশ্চৈব শৃঙ্গবান্নাম পর্বতঃ।
 ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি স্পর্শস্তীব নভস্তলম্।।
 তৈশ্চাপি শৃঙ্গবান্নাম সর্বতশ্চৈব বিস্তৃতঃ।
 একমার্গশ্চ বিস্তারো বিষ্ণুস্তশ্চাপি কীর্তিতঃ।।
 তস্য বৈ পূর্বতঃ শৃঙ্গং মধ্যমং তাদ্ধরণ্যম্।
 দক্ষিণং রাজতশ্চৈব শৃঙ্গস্ত স্ফটিকপ্রভম্।।১৯২
 সর্বরত্নময়শ্চৈকং শৃঙ্গমুত্তরমুত্তমম্।
 এবং কুটেশ্চিভিঃ শেলঃ শৃঙ্গবানিতি বিস্তৃতঃ।।
 যন্তদ্বিযুবতং শৃঙ্গং তদর্কঃ প্রতিপদ্যেত।
 শরদ্বসন্তযোর্মধ্যে রাত্রিং কেরোতি তিমিরাপহঃ।।
 হরিতাশ্চ হয়া দিব্যাশ্চৈ নিযুক্তা মহারথে।

দনু। চিত্রভানুর ভুবনভ্রমণের পরিমাণ—একশত
 ত্র্যশীতি অহোরাত্র। সৌর, সৌম্য, নক্ষত্র, ও
 সাবন,—এই চতুর্বিধ মান, সকল পুরাণেই
 পরিবর্ণিত আছে। শ্বেত পর্বতের উত্তরদিকে
 শৃঙ্গবান্ নামে এক পর্বত আছে। উহার তিনটি
 শৃঙ্গ গগনস্পর্শী; এজন্য উহার শৃঙ্গবান্ নাম
 নির্দিষ্ট। উহার বিস্তার নিষ্কন্ত পরিমাণাদি
 ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে। উহার পূর্বদিকের
 শৃঙ্গটী হিরণ্য, ইহা উত্তম, দক্ষিণ দিকের শৃঙ্গ
 টী সর্বরত্নময়, উত্তম শৃঙ্গ। এই তিনটি শৃঙ্গ
 দ্বারাই ঐ পর্বত শৃঙ্গবান্ নামে বিখ্যাত। ১৭৫—
 ১৯৩। ভগবান সূর্য শরৎ ও বসন্তকালে মধ্যম
 গতি অবলম্বন করিয়া সেই পর্বতের বিষুব-
 রেখাসন্নিহিত শৃঙ্গ গমন করেন। তখন দিবা ও
 রাত্রি সমান হইয়া থাকে। তখন দিবা ও রাত্রি
 সমান হইয়া থাকে। সূর্যের রথে হরিতবর্ণ দিব্য
 অশ্ব সকল নিযুক্ত; উহারা যেন পদ্ম

অনুলিপ্তা ইবাভান্তি পদ্মরক্তৈর্গভস্তিভিঃ।।
 মেঘান্তে চ তুলাস্তে চ ভাস্করোদয়তঃ স্মৃতাঃ
 মুহূর্ত্তা দশ পঞ্চৈব অহো রাত্রিষ্চ তাবতী।।
 কৃত্তিকানাং যদা সূর্য্যঃ প্রথমাংশগতো ভবেৎ
 বিশাখানাং তথা জ্যৈষ্ঠচতুর্থাংশে নিকাকরঃ।।
 বিশাখায়াং যদা সূর্য্যশ্চরতেহশিৎ তৃতীয়কম্
 তদা চন্দ্রঃ বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্
 বিষুবন্তং তদা বিদ্যাৎ মাহর্ম্মঃষমঃ।
 সূর্য্যেণ বিষুবং বিদ্যাৎ কালং সোমেন লক্ষয়েৎ
 সমা রাত্রিরহশৈচব যদা তদ্বিষুবান্তবেৎ।
 তদা দানাদি দেয়ানি পিতৃভ্যো বিষুবতাপি।
 ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ মুখমেতস্তু দৈবতম্।।
 উনরাত্রাধিমাসৌ চ কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তকাঃ।
 পৌর্ণমাসী তথা জ্যেষ্ঠা অমাবাস্যা তথৈব চ।
 দিনীবালাী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।।২০১
 তপস্তপসৌ মধুমাধবৌ চ

রাগ-কিরণে রঞ্জিত। মেঘ-রাশিতে ও
 তুলারাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে দিবা ও
 রাত্রির প্রত্যেকটাই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত পরিণত হয়।
 সূর্য্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমাংশে বিরাজমান
 থাকেন, চন্দ্র তখন বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থাংশে
 অবস্থান করেন। সূর্য্য যখন বিশাখায় তৃতীয়
 অংশে অবস্থান করেন, চন্দ্র তখন কৃত্তিকার
 মস্তকে বিরাজ করেন। মহর্ষিগণ এই কালকে
 বিষুব কাল বলিয়া বর্ণন করেন। চন্দ্র-সূর্যের
 গতি দ্বারাই ইহার নির্ণয় হইয়া থাকে। বিষুব
 কালে রাত্রি ও দিবা তুল্যপরিমাণ হয়। বিষুব
 কালে রাত্রি ও দিবা তুল্যপরিমাণ হয়। বিষুব
 কালে পিতৃগণে উদ্দেশে দান করা কর্তব্য;
 বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে; কারণ
 ব্রাহ্মণই দেবগণে মুখস্বরূপ। ৯৪—২০০। কলা
 কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাদির তারতম্যে উনরাত্রি ও অধিমা
 হয়। আর অনুমতি ও রাকা এই দ্বিবিধ পূর্ণিমা
 এবং দিনীবালাী ও কুহু এই দ্বিবিধ আমবস্যাও
 হইয়া থাকে। মাঘ ও ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ,
 জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ইহারা উত্তরায়ণ এবং শ্রবণ

শুক্রঃ শুচিচয়নমুত্তরং স্যাৎ।
 নভো নভস্যোহথ ইষুঃ সহোজ্ঞঃ
 সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ।২০২

সংবৎসরান্ততো জ্যেষ্ঠাঃ পঞ্চাঙ্গা ব্রহ্মণঃ সূতাঃ
 তস্মাস্তু ঋতবো জ্যেষ্ঠা ঋতবো হ্যন্তরাঃ স্মৃতাঃ
 তস্মাদনুমুখা জ্যেষ্ঠা অমাবাস্যাস্য পর্ব্বণঃ।
 তস্মাস্তুবিষুবৎ জ্যেষ্ঠং পিতৃদেবাহতং সদা।।
 এবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যেত দৈবে পিত্রে চ মানবঃ
 তস্মাৎ স্মৃতং প্রজানাং বৈ বিষুবৎসাবগং সদা
 আলোকান্তঃ স্মৃতো লোকো লোকান্তো

লোক উচ্যতে।।

লোকপালাঃ স্থিতাস্তত্র লোকালোকস্য মধ্যতঃ
 চত্বারস্তে মহাত্মানাস্তচ্চত্বাবুতসংপ্রবাৎ।
 সুধামা চৈব বৈরাজঃ কর্দমঃ শঙ্খপান্তবা।
 হিরণ্যসোমা পজ্জননঃ কেতুমান্ রজতশ্চ যঃ।।
 নিদ্বন্দ্বা নিরভীমানা নিস্ত্রা নিম্পরিগ্রহাঃ।
 লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে

ও ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ
 ইহারা দক্ষিণায়ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের
 সমুদয়ের মিলনে একটি বৎসর হয়। ব্রহ্মতনয়
 পঞ্চবিধ বৎসরের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ঋতু
 সকল ইহাদিগেরই অংশ। দৈব ও পৈত্র কার্য্যে
 ঋতু অপেক্ষা আমবস্যা এবং তদপেক্ষা বিষুবই
 প্রশস্ত। এ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে কদাচ দৈবপৈত্র
 কার্য্যে মোহ হয় না; অতএব সকলেরই
 বিবৃতিস্ত জ্ঞাত হওয়া অবিশ্যক। লোকালোক
 পর্ব্বত আলোকের শেষ ভাগে বর্ত্তমান; ইহা
 লোকের অন্ত সীমাস্বরূপ। ঐ লোকালোক
 পর্ব্বতের মধ্যেই লোকপালগণ বাস করেন।
 বৈরাজ সুধামা, শঙ্খপোখ্য কর্দম, পজ্জন্য
 হিরণ্যলোমা এবং রাজত কেতুমান্—ইহারা
 সেই লোকালোক পর্ব্বতের চারিধারে চিরকাল
 অবস্থিত আছেন। ইহারা শীত বাতাদি
 দ্বন্দ্বদুঃখহীন, নিরভিমান, অনলস, ও পরিজন-
 শূন্য। বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে অগ-

চতুর্দিশম্ ॥২০৮

উত্তরং যদগন্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
 পিতৃযাগঃ স বৈ পছা বৈশ্বানরপথাদ্বিতিঃ ॥২০৯
 তত্রাসত্তে প্রজাবন্তো মুনয়েঃ হ্যগ্নিহোত্রিণঃ।
 লোকস্য সন্তানকরাঃ পিতৃবাণে পথি স্থিতাঃ ॥
 ভূতারন্তকৃতং কৰ্ম্ম আশেষা ঋত্বিগুচ্যতে।
 প্রারভন্তে লোককামান্তেষাং পছাঃ স দক্ষিণঃ
 চলিতং তে পুনর্কৰ্ম্মং স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে।
 সন্তত্যা তপসা চৈব মর্যাদাভিঃ শ্রাতেন চ ॥
 জায়মানান্ত পূর্বে বৈ পশ্চিমানাং গৃহেষু চ।
 পশ্চিমাশ্চৈব জায়ন্তে পূর্বেসাং নিধনেষুপি।
 এবমাবর্তমানান্তে তিষ্ঠন্ত্যভূতসংপ্রবাৎ ॥
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীয়াং গৃহমেধিনাম্।
 সবিতুর্দক্ষিণং মার্গা শ্রিতা হ্যচন্দ্রতারকম।
 ক্রিয়াবতাং প্রসাদৈথ্যেযা যে শ্মশানানি ভেজিরে
 লোকসংব্যবহারেণ ভূতারন্তকৃতেন চ।

স্তোত্রায় উত্তরে ও অজবীথীর দক্ষিণে যে পথ, উহাই পিতৃবাণ নামে অভিহিত। সেই পিতৃবাণ পথে লোকবিস্তারক, প্রজাবান্, অগ্নিকোত্রী, মুনিগণ বাস করেন। ইহারা প্রজাবৃদ্ধি কামনায় ভূতারন্তক কৰ্ম্মসমূহ প্রবর্তিত করত আশীর্বাদ দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধন করেন। সম্মতি, তপস্যা, মর্যাদা ও শাস্ত্র জ্ঞানাদি দ্বারা ইহারাই যুগে যুগে বিচলিত ধৰ্ম্মকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। ইহাদিগের পূর্ববর্তী বংশধরের গৃহে পরবর্তী বংশধরের যেমন জন্ম হয়। তদ্রূপ পরবর্তী বংশধরের যেমন জন্ম হয়। তদ্রূপ পরবর্তী বংশধরের গৃহেও পূর্ববর্তী বংশধরের মর পাণ্ডে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা এই প্রকারে আবর্তিত হইয়া প্রলয় কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিব্যাপার অভিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করেন। ২০১—২১৩। অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা গৃহস্থ মুনি, সবিতার দক্ষিণ পথ আশ্রয় করিয়া তারা-চন্দ্রাদির স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইহারা প্রজাবিস্তারার্থী। ইহারাই ক্রিয়াবানরূপে জন্ম গ্রহণপূর্বক শ্মশান আশ্রয় করেন। লোকব্যবহার,

ইচ্ছাদেব প্রকৃত্যা চ নৈথুনোপগমেন চ ॥২১৫

তথা কায়কৃতেনেহ সেবনাদ্বিষয়স্য চ।
 এতৈস্তৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানি হি ভেজিরে
 প্রজৈষিণস্তে মুনয়ো দ্বাপরেদ্বিত জজিরে ॥
 নাগবীথ্যন্তরে যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
 উত্তরঃ সবিতুঃ পছা দেবযানস্ত স স্মৃতঃ ॥
 যত্র তে বাসিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
 সততং তে জুগুপ্সন্তে তস্মান্মতুজ্জ্বলতস্ত তৈঃ
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যুর্দ্ধবেতসাম্।
 উদকপছানমর্ম্মিঃ শ্রিতা হ্যভুকসংপ্রবাৎ ॥২১৯
 তে প্রসঙ্গান্ত লোকস্য মৈথুনস্য তু বর্জনাৎ।
 ইচ্ছাদেবনিবৃত্ত্যা চ ভূতারন্তবিবর্জনাৎ।
 পুষ্টৈশ্চ কামসংযোগাচ্ছদ দের্দৌষদর্শনাৎ ॥
 ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শব্দৈস্তেহমৃতত্বং হি
 ভেজিরে ॥

আভূতসংপ্রবস্থানমমৃতত্বং বিভাব্যতে ॥২২১

ভূতারন্তক কৰ্ম্ম, ইচ্ছা দেববাদিযুক্ত প্রকৃতি, মৈথুনাচরণ, ও কায়কৃত বিষয় ভোগজনিত দোষ—এই সমস্ত কারণে সেই সিদ্ধগণ শ্মশান আশ্রয় করেন। স্বপির যুগে ইহারা প্রজা কামনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগবীথীর উত্তরে এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলের দক্ষিণে, সবিতার উত্তর পথ প্রতিষ্ঠিত; উহা দেবযান নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে বিমল ব্রহ্মচারিবর্গ বাস করিয়া থাকেন। ইহারা গৃহধৰ্ম্মকে সতত হে মনে করেন; এজন্য মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এই উর্দ্ধ-রেতা মুনিগণ সংখ্যায় অষ্টাশীতি সহস্র। ইহারা সবিতার উত্তর পথ আশ্রয়পূর্বক কল্পস্থিতিকাল যাবৎ অবস্থান করেন। ইহারা লোকপ্রসঙ্গ বর্জন, মৈথুন-পরিহার, ইচ্ছাদেবসংযম, ভূতারন্তক কৰ্ম্ম পরিত্যাগ, কামসংযোগ জন্য পুষ্টির ও শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন,—এই সমস্ত কারণে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। ভূতসমূহের লয় কাল পর্য্যন্ত স্থিতিমন্তাই অমৃতত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত। ইহাই ত্রৈলোক্যের স্থিতিকাল।

ত্রিলোক্যস্থিতিকালোহয়মপুনমার্গগামিণঃ।
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যাপাপকৃতোহপরম্।
আভূতসংপ্রবাস্তে তু স্কীয়ন্তে হৃদ্বরেতসঃ।।২২২
উর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্ত ধ্রুবো যত্রাস্তি বৈ স্মৃতম্।
এতদ্বিসুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোমি ভাস্বরম্
তত্র গতা ন শোচন্তি তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্।
ধর্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠতি যত্রতে লোকসাধকাঃ।।

ইতি শ্রীমহা পুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জ্যোতিঃ-
প্রচারো নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।।৫০।।

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স্বায়ত্তবে নিসর্গে ত ব্যাখ্যাতান্যন্তরানি তু।
ভবিষ্যাণি চ সর্বানি তেষাং বক্ষ্যাম্যানুক্রমম্
এতচ্ছ্রদ্ধা তু মুনয়ঃ পপ্রচ্ছুর্লোমহর্ষণম্।।
সূর্য্যচন্দ্রমসোচ্চারং গ্রহাণাং চৈব সর্বশঃ।।২

পুনর্জন্মরহিত মুক্তগণও এই কাল পর্য্যন্তই থাকেন। কি ব্রহ্মহত্যা-পাপী, কি অশ্বমেধ জনিত পুণ্যবান্, কি উর্দ্ধরেতাঃ—সকলেই মহাভূত প্রলয়কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের উর্দ্ধে, ধ্রুবের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে স্থান, তাহাকে বিসুপদ বলে। ইহা গগন মণ্ডলে তৃতীয় ভাস্বর পদার্থ। এই দিব্য পরম বিসুপদে গমন করিলে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না। সেই বিসুপদ আশ্রয় করিয়াই লোকসাধক ধ্রুব প্রভৃতির অবস্থান।।১১৪—২২৪।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৫০।।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর বর্ণন-প্রসঙ্গে অতীত বৃত্তান্ত সমস্তই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে ভবিষ্য বিবরণ যথাক্রমে বলিতেছি। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া লোমহর্ষণ সূতকে চন্দ্রসূর্য্যের

স্বয় উচুঃ।।

ভ্রমস্তে কথমেতানি জ্যোতীংষি দিবি মণ্ডলম্।
তির্য্যগ্ভ্যাহেন সর্বাণি তথৈবাসঙ্করেণ চ।।৩
কশ্চ ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ম্।।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তদ্রো নিগদ সন্তম।
ভূতসম্মোহনং ত্বেতচ্ছ্রুতুমিচ্ছা প্রবর্ততে।।৪
সূত উবাচ।

ভূতসম্মোহনং হ্যেতদ্রুবতো মে নিবোধত।
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যং যন্তং সম্মোহয়তে প্রজাঃ।।
যোহসৌ চতুর্দিশং পুচ্ছে শৈশুমারে

ব্যবস্থিতঃ।

উত্তানপাদদুর্ভেহিসৌ মেটীভূতো ধ্রুবো দিবি
স হি ভ্রমন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাতিতো গ্রহৈঃ সহ।
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ।।৭
ধ্রুবস্য মনসা চাসৌ সর্পতে ভগণঃ স্বয়ম্।।
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।।৮
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈ ধ্রুবো বন্ধানি তানি বৈ।

গতি-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—এই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কি প্রকারে গগনমণ্ডলে বক্রভাবে ব্যুহাকারে পরস্পর সঙ্ঘর্ষ ব্যতীত ভ্রমণ করে? কে উহাদিগকে ভ্রামিত করে? অথবা উহারা স্বয়ংই পরিভ্রমণ করে? আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে সন্তম। এই মোহকর বিচিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণে আমরাইগের বাসনা হইতেছে। সূত কহিলেন,—আমি এই ভূতসম্মোহন বিবরণ বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এ বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও প্রাণিগণ এ বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। নভস্তলগত শিশুমায়াক্রতির পুচ্ছদেশে উত্তানপাদতনয় ধ্রুব মেধিস্তম্বরূপে অবস্থান করেন। সেই ধ্রুব স্বয়ং ভ্রমণ করত তাঁহাতে নিবন্ধ চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহাদি সমস্ত পরিভ্রামিত করেন। নক্ষত্রগণ ভ্রমণশীল ধ্রুবেরই চক্রবৎ অনুবর্তন করে। ধ্রুব স্বাধীন ভ্রমণ বশতই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমস্ত পরিভ্রমণে বাধ্য হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বায়বীয় রশ্মি

তেষাং যোগশ্চ ভেদশ্চ কালচারস্তথৈব চ ॥৯
 অস্ত্রোদয়ো তথোৎপাতা অয়নে দক্ষিণোত্তরে
 বিষুবস্গৃহবর্গশ্চ ধ্রুবাং সর্বং প্রবর্ততে ॥১০
 বর্ষা গ্রীষ্মা হিমং রাত্রিঃ সন্ধ্যা চৈব দিনং তথা
 শুভাশুভং প্রজানাঞ্চ ধ্রুবংসর্বং প্রবর্ততে ॥
 ধ্রুবেণাধিকৃতাংশ্চৈব সূর্যো পবৃত্য তিষ্ঠতি ।
 তদেব দীপ্তকিরণঃ স কালান্নির্দিবাকরঃ ॥১২
 পরিবর্ত্তক্রমাধি গ্রা ভাতিরালোকয়ন্ দিশঃ ।
 সূর্যঃ কিরণজালেন বায়ুযুক্তেন সর্বশঃ ।
 জগতো জলমাস্তে কুৎসস্য দ্বিজসন্তমাঃ ॥১৩
 আদিত্যপীতঃ সূর্যাগ্নেঃ সোমং সংক্রমতে জলম্ ।
 নাড়ীভির্বাযুযুক্তাভির্লোকাধানং প্রবর্ত্ততে ॥১৪
 যৎসোমাং শবতে সূর্যং তদব্রববতিষ্ঠতে ।
 নেবা বায়ুনিবাতেন বিসৃজতি জলং ভূবি ॥১৫
 এবমুৎক্ষিপ্যতে চৈব পততে চ পুনর্জলম্ ।
 ন নাশ উদকস্যাস্তি তদেব পরিবর্ত্ততে ॥১৬

দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ। উহাদিগের যোগ ভেদ, কালচার, অস্ত্র, উদয়, উৎপাদ, দক্ষিণায়ন, উত্তরাণে, বিষুবং, গ্রহবর্গ,—এতৎ সমস্তই ধ্রুব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ষা, গ্রীষ্ম, হিম, রাত্রি, দিবা, শুভ, অশুভ, সমস্তই সেই ধ্রুব হইতেই ঘটয়া থাকে। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী ধ্রুবেরই অধিকৃত; সূর্য্য ইহাদিগকে নিজ তেজে আবরণ করেন মাত্র। তিনিই প্রদীপ্ত-কিরণ হইয়া কালান্নি নামে পরিচিত হয়েন। ১—১২। হে বিপ্রগণ! সূর্য্য এইরূপ পরিবর্ত্তন ক্রমে বায়ুযুক্ত কিরণ দ্বারা দিক্‌সমূহ আলোকিত করত জগতের জলরাশি শোষণ করেন। সেই জলরাশি অগ্রিময় সূর্য্য হইতে বায়ুযুক্ত নাড়ী দ্বারা সোম সংক্রান্ত হইয়া থাকে; তাহাতেই লোক সমূহের পুষ্টি সাধন হয়। সোম হইতে যে জল ক্ষরিত হয়, তাহা মেঘে থাকে, পরে মেঘগণ বায়ুজনিত আঘাতবশে সেই জল ভূতলে বর্ষণ করিয়া থাকে। জলরাশি এইভাবেই একবার উৎপত্তিত

সন্ধারণার্থং ভূতানাং মায়ৈবা বিশ্বনির্মিতা ।
 অনয়া মায়য়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 বিশ্বেশো লোককদ্দেবঃ সন্ত্রাংশুঃ প্রজাপতিঃ
 ধাতা কুৎসস্য লোকস্য প্রভুবিষ্ণুর্দিবাকরঃ ॥১৮
 সার্বলৌকিকমস্তো বৈ যৎসোমাপন্নতস্চ্যুতম্
 সোমাধারং জগৎ সর্বমৈতত্তথাং প্রকীৰ্ত্ততম্
 সূর্য্যাদুষ্ণং নিশ্ববতে সোমাচ্ছীতং প্রবর্ত্ততে ।
 শীতোষ্ণীর্যৌ স্বাবেতৌ যুক্তৌ ধারয়তো জগৎ
 সোমপুত্রপুরোগাশ্চ মহানদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥২১
 সর্বভূতশরীরেষু আপো হ্যনুগতাশ্চ যাঃ ।
 তেষু সমহ্যমানেষু জঙ্গমস্থাবরেষু চ ।
 ধূমভূতাস্ত তা আপো নিজ্জামতীহ সর্বশঃ ॥২২
 তেন চান্নাণি জায়ন্তে স্থানমত্র দ্বসাং স্মৃতম্ ।
 আর্কং তেজো হি ভূতেভ্যো হ্যাদন্তে

হইয়া আবার পত্তিত হয়; পরন্তু উহার নাশ হয় না; পরিবর্ত্তনই ঘটয়া থাকে। বিধাতৃ-নির্মিত এই মায়া দ্বারাই ভূতসমূহ ধৃত; সচরাচর ত্রৈলোক্য ইহা দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেব দিবাকরই বিশ্বেশ্বর, লোককর, সন্ত্রাংশু, ধাতা, সর্বলোকপ্রভু, প্রজাপালক, বিশ্বব্যাপক প্রভু। সর্বলোকে যত জল আছে, সমস্তই চন্দ্র হইতে ক্ষরিত হইয়াছে। সমস্ত জগৎই সোমে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। সূর্য্য হইতে উষ্ণ এবং সোম হইতে শীত প্রবৃত্ত হয়। উষ্ণবীর্য্য ও শীতবীর্য্য—এই দুই দেবতা মিলিত হইয়া জগৎ ধারণ করিতেছেন। পবিত্রা বিমলোদকা গঙ্গানদী, সোমধারারূপিণী। হে দ্বিজোত্তমগণ! সোমপুত্র প্রভৃতিও নানা মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। সর্বভূতের শরীরেই জল আছে। স্থাবর জঙ্গম যখন দহ্ন হয়, তখন সেই জল ধূমাকারে পরিণত হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে। তাহাতেই অন্নসমূহের উৎপত্তি হয়; উহাতেই জলরাশি অবস্থান

রশ্মিভির্জলম্ ॥২৩

সমুদ্রাণ্যুসংযোগাবহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ ।

যতন্তু তুবশাং কালে পরিবর্তো দিবাকরঃ ।

যচ্ছত্যাপো হি মেঘেভ্যঃ গুরুঃ গুরুগতিভিঃ

অভ্রহ্মাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।

সর্বভূতহিতার্থায় বায়ুভিঃ সমস্ততঃ ॥২৫

ততো ববতি যথাসান সর্বভূতবিবৃদ্ধয়ে ।

বায়ব্যাং স্তনিতং তৈব বৈদ্যুতং চাগ্নিসত্ত্বম্ ॥২৬

মেহনাচ্চ মিহেথ তোমেঘস্তং ব্যঞ্জয়তি চ ।

ন ব্রশ্যন্তি যতন্তু পিত্তদম্রং কবয়ো বিদুঃ ॥২৭

মেঘনাং পুনরুৎপত্তিবিধা যোনিরুচ্যতে ।

আগ্নেয়া ব্রহ্মজাশ্চৈব পক্ষজাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ।

ত্রিধা যনাঃ সমাখ্যাতান্তেষাং বক্ষ্যামি সত্ত্বম্

আগ্নেয়াত্মজাঃ প্রোক্তান্তেষাং তস্মাৎ প্রবর্তনম্

শীতদুর্দনবাতা যে স্বগুণান্তে ব্যবহিতাঃ ॥২৯

করে। সূর্য্যকিরণসমূহ বায়ুসাহায্যে সর্বভূত
ইহিতে, বিশেষতঃ সমুদ্র ইহিতে জলরাশি আকর্ষণ
করিয়া থাকে। সেব, দিবাকর আবার স্বতুপরিবর্তন
বশে নুতনাকারে গুরু কিরণ দ্বারা গুরুবর্ণ
জলরাশি মেঘদিগকে দান করেন। ১৩—২৪।

সেই মেঘস্থ জলরাশি বায়ুদ্বারা পরিচালিত ইহিয়া
সর্বভূতের হিত-বিধানার্থ ভূতলে পতিত হয়।
প্রাণিগণের হিত বিধানার্থ, মেঘগণ বায়ুজাত
স্তনিত গর্জ্জন, এবং অগ্নিজাত বিদ্যুৎপ্রকাশ
সহকারে, ছয় মাসকাল বর্ষণ করিয়া থাকে। মিহ
ধাতু ক্ষরণার্থক; ইহা ইহিতে 'মেঘ' শব্দ নিষ্পন্ন।
মেঘেরাও ধাত্ত্বর্থ প্রকটন করিয়া থাকে। ভ্রষ্ট হয়
না বলিয়া ইহাদিগকে কবিগণ অভ্র বলেন।
মেঘসমূহ উৎপত্তিভেদে ত্রিবিধ; যথা,—আগ্নেয়,
ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। এই ত্রিবিধ বিখ্যাত মেঘের
উৎপত্তিবিবরণ বলিতেছি। আগ্নেয় মেঘ
জলজাত। এই মেঘে শীত বৃষ্টি বাতাদি
জলগুণনিচয়ের সমাবেশ উপলব্ধি হয়। ইহারা
মহিষ বরাহ ও মন্ত্রমাতঙ্গাকারে ধরণীতলে

মহিষাশ্চ বরাহাশ্চ মন্ত্রমাতঙ্গগামিনঃ ।

ভূত্বা ধরণিমভ্যুত্যা বিচরন্তি রমন্তি চ ॥৩০

জীমুতা নাম তে মেঘাএতেভ্যো জীবসত্ত্বাঃ

বিদ্যুৎগণবিহীনাস্চ জলধারাবিলম্বিনঃ ॥৩১

মুকা যনা মহাকায়্য আবহস্য বশানুগাঃ ।

ক্লেশমাত্মাচ ববন্তি ক্লেশার্কাদপি বা পুনঃ ॥

পর্বতাগ্নিনিভেষু ববন্তি চ রমন্তি ।

বলাকাগর্ভদাশ্চৈব বলাকাগর্ভধারিণঃ ॥৩৩

ব্রহ্মজা নাম তে মেঘা ব্রহ্মনিষ্ঠাসসত্ত্বাঃ ।

তে হি বিদ্যুৎগোপেতাঃ স্তনয়ন্তি স্তনপ্রিয়াঃ

তেষাং শব্দপ্রণাদেন ভূমিঃ স্বাকরহ্যোগমা ।

রাজ্ঞী রাজ্ঞাভিষিক্তের পুনর্যৌবনমধুতে ।

তেষ্মিৎ শ্রীতিমাসক্তা ভূতানাং জীবিতোদ্ভবা

জীমুতা নাম তে মেঘা যেভ্যো জীবস্য সত্ত্বাঃ

দ্বিতীয়ং প্রবহৎ বায়ুং মেঘান্তে তু সমাশ্রিতাঃ

এতে যোজনমাত্মাচ সার্কাক্ষমিহুতাদপি ।

অবতরণপূর্বক বিহার করিয়া থাকে। ইহা-
দিগের নাম জীমুত। ইহাদিগের দ্বারা জীবগণের
সৃষ্টিব্যাপায় রক্ষিত হয়। ইহারা বিদ্যুৎগণ-বিহীন;
জলধারাময়, শব্দহীন ও মহাকায়; উহারা আবহ
বায়ুর বশবর্তী, বলাকাদিগেরও গর্ভস্থাপক,
ব্রহ্মনিঃশ্বাসে সমুৎপন্ন বিদ্যুৎগণযুক্ত ও গর্জ্জন-
প্রিয় মেঘগণ ব্রহ্মজ নামে বিখ্যাত। ভূমির এক
ক্লেশ বা অর্ধ ক্লেশ দূরে পর্বত শৃঙ্গাদিতে
থাকিয়া ইহারা বর্ষণ ও গর্জ্জনপূর্বক বিহার
করিয়া থাকে। ধরণী, তাহাদিগের গর্জ্জনশব্দ
শ্রবণে রাজাকর্তৃক অভিষিক্তা রাজ্ঞীর ন্যায়
পুলকাঙ্কিতা হয়; যেন পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ন্যায়
নবশস্যসম্পদে মনোহর শোভা ধারণ করে।
এই ভূতধাত্রী পৃথিবী সেই মেঘগণে সশ্রীতি-
সমাসক্ত। জীবোৎপাদক জীমুত নামক মেঘগণ
প্রবাহাখ্য দ্বিতীয় বায়ুর আশ্রয়ে অবস্থিত। ইহারা
এক যোজন, অর্ধযোজন, কখন বা পাদ যোজন
দূরে থাকিয়া স্থলধারায় বর্ষণ করিয়া থাকে।

বৃষ্টিসর্গস্তথা তেষাং ধারাসারাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।
 পুষ্করাবৰ্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ।।৩৭
 শক্ৰেণ পক্ষাশ্চিহ্না যে পৰ্বতানাং মহৌজসাম্
 কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূতানাং শিবমিচ্ছতা।।
 পুষ্করানাম কে মেঘা বৃহত্তোয়মৎসরাঃ।
 পুষ্করাবৰ্ত্তকাস্তেন কারণেনেহ শক্তিভাঃ।।৩৯
 নারাকপধরাশ্চৈব মহাঘোরতরাশ্চ তে।
 কক্সান্তবলষ্টেঃ স্তম্ভাঃ সংবর্ত্তাশ্চৈর্নিয়ামকাঃ।।৪০
 বর্ষন্ত্যেতে যুগান্তেষু তৃতীয়াস্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 অনেকরূপসংস্থানাঃ পুরয়ন্তো মহীতলম্।
 বায়ুং পরিবহন্তে সুরাশ্রিতাঃ কল্পসাধকাঃ।।৪১
 যান্যস্যাণ্ডকপালস্য প্রাকৃতস্যাত্তবৎসদা।
 তস্মাদব্রহ্মা সমুৎপন্নচতুর্ভুজঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
 তান্যেযাণ্ডকপালস্য সর্বে মেঘাঃ প্রাকীৰ্ত্তিতাঃ
 তেষামাপ্যায়নং ধুমঃ সর্বেষামবিশেষতঃ।
 তেষাং শ্রেষ্ঠস্ত পৰ্জ্জন্যচত্বরাশ্চৈব দিগ্গজাঃ।।
 গজানাং পৰ্বতানাঞ্চ মেঘানাং ভোগিভিঃ সহ

২৫—৩৭। পক্ষজ মেঘগণের নাম পুষ্করাবর্ত্ত।
 ইন্দ্র পূর্বে কামগামী পক্ষধর মহাতেজস্বী
 পৰ্বতগণের উৎপীড়ন হইতে প্রাণিস্বর্গের ত্রাণ-
 মানসে উহাদিগের পক্ষনিচয় ছেদন করেন।
 সেই পক্ষ সকল জলপূর্ণ সুবৃহৎ আকারে
 মেঘরূপে পরিণত হয়। তাহাদিগেরই নাম—
 পুষ্করাবর্ত্ত। তাহারা নানারূপধর, ঘোরাকার,
 কক্সান্তে বর্ষণকর ও সম্বর্ত্তাশ্রি-নিবারক। এই
 তৃতীয় শ্রেণীর মেঘগণ যুগান্তকালেই বৃষ্টি করিয়া
 থাকে। তখন নানারূপে ইহারা মহীমণ্ডল জল-
 পূরিত করিয়া থাকে। পরাবহ নামক বায়ুর
 আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা কল্প পরিবর্ত্তন সমাধা
 করে। ৩৮—৪১। যে প্রাকৃতি হিরণ্ময় অণ্ডের
 মধ্যে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই অণ্ডের
 কপাল (খোলা) সমূহ হইতে এই মেঘগণের
 উৎপত্তি। সকল মেঘেরই ধুম—সবিশেষ
 আপ্যায়ন-কর। তন্মধ্যে দিগ্গজচতুষ্টয় এবং
 পৰ্জ্জন্য,—ইহারাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গজ,
 পৰ্বত, মেঘ ও সর্প,—ইহারা এককুল-জাত;—

কুলমেকং পৃথগ্ভূতং যোনিয়ৈকা জলং স্মৃতম্
 পৰ্জ্জন্যো দিগ্গজাশ্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবাঃ।
 তুষারবৃষ্টিং বর্ষন্তি সর্বশস্যবিবৃদ্ধয়ে।।৪৫
 শ্রেষ্ঠঃ পরিবহো নাম তেষাং বায়ুরপাশ্রয়ঃ।
 যোহসৌ বিভর্ত্তি ভগবান্ গঙ্গামাকাশগোচরাম্
 বিদ্যামৃতজলাং পুণ্যাং ত্রিধা স্বর্গপথে স্থিতাম্
 তস্যা বিস্পন্দজং তোষং দিগ্গজাঃ পৃথুভিঃ
 করৈঃ।

শীকরং সম্প্রমুঞ্চন্তি নীহার ইতে স স্মৃতাঃসস৪৭
 দক্ষিণেন গিরির্বোহসৌ হেমকূট ইতি স্মৃতঃ।
 উদগ্ধিমবতঃ শৈলাদুত্তরস্য চ দক্ষিণে।
 পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্।।
 তস্মিন্নিপতিতং বর্ষং যদুদারসসমুদ্ভবম্।
 ততস্তদাবহো বায়ুহিমশৈলাৎ সমুদ্রহন্।।
 আনয়ত্যাশ্রয়োগেন সিঞ্চকানো মহাগিরিম্।।
 হিমবন্তমতিক্রম্য বৃষ্টিশেষং ততঃ পরম্।

এক জল হইতেই ইহাদিগের উৎপত্তি। পৰ্জ্জন্য
 ও দিগ্গজগণ, হেমন্তকালে সর্বশস্য বৃদ্ধি
 নিমিত্ত শীতসমুত তুষাররাশি বর্ষণ করিয়া
 থাকে। পরিবহ নামক শ্রেষ্ঠ বায়ু ইহাদিগের
 আশ্রয়। এই পরিবহ বায়ুই স্বর্গপথে ত্রিধারায়
 প্রবাহিণী দিব্যামৃতজলশালিনী পুণ্যা আকাশ-
 গঙ্গাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দিগ্গজগণ,
 সেই আকাশগঙ্গার যে বিস্পন্দ-বিক্ষিপ্ত জলরাশি
 স্থূল শুণ্ডে গ্রহণপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া থাকে;
 উহাই নীহার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৪২—৪৭।
 হিমালয়ের উত্তরে, সুমেরুর দক্ষিণে হেমকূট
 নামক পৰ্বতের সম্মিধানে পুণ্ড্র নামে এক
 প্রসিদ্ধ নগর আছে। সেই পৰ্বতে তুষারবৃষ্টি
 পতিত হইলে পর আবহ বায়ু তাহা আশ্রয়ভাবে
 সংগৃহীত করিয়া পুনরায় সেই মহাগিরিতেই
 বর্ষণ করে। হেমকূট হইতে হিমালয় পর্য্যন্তই
 বৃষ্টি হয়; অপর দেশে আর তাদৃশ বৃষ্টি হয় না।
 তবে অল্পাঙ্গ যে বৃষ্টি হয়, তাহাতেই প্রাপ্ত
 ভূভাগের শস্যাদি বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

ইহাভ্যেতি ততঃ পশ্চাদপরাস্তবিক্রয়ে ॥৫০
মেঘা বাপ্যায়নৈধেব সৰ্বমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্।
সূর্য্য এব তু বৃষ্টীনাং ষষ্ঠা সমুপদিশ্যতে ॥৫১
ধ্রুবেণাবেষ্টিতঃ সূর্য্যস্তাভ্যাং বৃষ্টিঃ প্রবৰ্ত্ততে।
ধ্রুবেণাবেষ্টিতো বায়ুবৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ ॥
গ্রহান্নিঃসৃত্য সূর্য্যাস্তু কৃৎস্নে নক্ষত্রমণ্ডলে।
বারস্যাস্তে বিশত্যৰ্কং ধ্রুবেণ প রবেষ্টিতম্ ॥
অতঃ সূর্য্যরথস্যাত্ম সন্নিবেশং নিবোধত।
সংস্থিতে নৈকচক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা ॥৫৪
হিরণ্ময়েন ভগবান্ পৰ্ব্বণা তু মহৌজসা।
নষ্টবর্ষাক্ষকারণে ষট্ প্র গৈরেকনেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ সান্দ্র্যেনে গসপতি ॥৫৫
দশযোজনসাহস্রো বিস্তারায়ামতঃ স্মৃতঃ।
দ্বিগুণে অহস্য রথোপস্থাদীষাদণ্ডঃ প্রমাণতঃ ॥৫৬
স তস্য ব্রহ্মণ সৃষ্টো রথো হ্যৰ্ঘবশেন তু।
অসঙ্গঃ কাঞ্চনো দিব্যো যুক্তঃ পরমগৈর্হরেঃ ॥

মেঘ ও তাহার আপ্যায়ন-বৃত্তান্ত এই কহিলাম;
পরন্তু সূর্যই প্রকৃত পক্ষে বৃষ্টির ষষ্ঠা। সূর্য্য হইতে
বৃষ্টি এবং বায়ু হইতে বর্ষণের নিবর্ত্তি ঘটে। ধ্রুব
নিবন্ধ সূর্য্য ও বায়ু ইহাদিগের দ্বারাই বর্ষণাবর্ষণ
নির্ব্বাহ হয়। ধ্রুব দ্বারা গ্রহকক্ষানিবন্ধ সেই
বায়ু, সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া সমগ্র
নক্ষত্রমণ্ডলে বিচরণপূর্ব্বক বারশেষে পুনরায়
সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। অতএব এক্ষণে সূর্য্যরথের
সন্নিবেশ বলিতেছি; শ্রবণ করুন। এই রথ,
একটি চক্র, পাঁচটি অর এবং তিনটি নাভি যুক্ত,
হিরণ্ময়, ষড়বিধ ভেদযুক্ত একটি নেমি সমন্বিত,
পথাক্ষকারহর, অতিভাস্বর, ও মহাবেগধর। সূর্য্য
রথের বিস্তার পরিমাণ দশ সহস্র যোজন।
রথমধ্যের প্রমাণ অপেক্ষা উহার ঈষাদণ্ডের
পরিমাণ দ্বিগুণ। ব্রহ্মা কারণবশে, সূর্য্যের নিমিত্ত
সেই অসঙ্গ দিব্য কাঞ্চনময় ছন্দোরূপ পরম
বেগগামী অশ্বসংযুক্ত মহারথ নির্মাণ
করিয়াছিলেন। সেই রথ বক্রণের রথের ন্যায়

ছন্দোভির্বাজিরূপৈস্ত যতঃ শুক্রস্ততঃ স্থিতঃ।
বক্রণস্যান্দ্র্যেনে লক্ষণৈঃ সদৃশস্ত সঃ।
তেনাসৌ সপতে যোশ্চি ভাস্বতা তু দিবাকরঃ
অথেমানি তু সূর্য্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য তু।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥৫৯
অহস্ত নাভিঃ সূর্য্যস্য একচক্রঃ স বৈ স্মৃতঃ।
অরাঃ পঞ্চর্ষবস্তস্য নেমিঃ ষড়ঋতবঃ স্মৃতাঃ ॥
রথনীড়ঃ স্মৃতে হ্যপদ্বয়নে কুবরাবুভৌ।
মুহূর্ত্তা বন্ধুবাস্তস্য শম্যা তস্য কলাঃ স্মৃতাঃ ॥
তস্য কাষ্ঠাঃ স্মৃতা ঘোণি ঈষাদণ্ডঃ ক্ষণান্ত বৈ
নিমেষাচ্চানুকর্ষে হস্য ঈষা চাস্য লবাঃ স্মৃতাঃ ॥
বাত্রির্ব্বকথো ধার্ম্ম্যাহস্য ধ্বজ উর্দ্ধঃ সমুচ্ছিতঃ।
যুগাক্ষকোটি তে তস্য অর্থকামাবুভৌ স্মৃতৌ ॥
সপ্তশ্চিরূপাশ্ছন্দাংসি বহস্তে বামতো ধুরম্।
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপুচ অনুষ্টুপ্ জগতী তথা ॥৬২
পঙিত্তচ্চ বৃহতা চৈব উষ্কচ্চৈব তু সপ্তমম্।
অক্ষে চক্রং-নিবন্ধং তু ধ্রুবে ত্বক্ষঃ সমর্পিতঃ ॥
সহচক্রে ভ্রমত্যক্ষঃ সহক্ষে ভ্রমতি ধ্রুবঃ।
অক্ষঃ সইব চক্রেণ ভ্রমতেহসৌ ধ্রুবে রিতঃ ॥

লক্ষণ-সম্পন্ন। সেই জ্যোতির্ম্ময় রথারোহণে
দিবাকর অন্তরীক্ষ পথে বিচরণ করিয়া
থাকেন ৪৮—৫৮। সূর্য্যের রথের প্রত্যঙ্গসমূহ
সংবৎসরে অবয়বসমূহ দ্বারা কল্পিত হইয়াছে।
সেই একচক্র রথের নাভি—দিবা; অর ও
নেমি—ছয়ঋতু; রথমধ্য—অর, কুবরদ্বয়—
দুই অয়ন; বন্ধুর—মুহূর্ত্ত; যুগকীল—কলা;
ঘোণা—কাষ্ঠ, ঈষাদণ্ড—ক্ষণ; অনুকর্ষ—
নিমেষ, ঈষ—সব, বক্রাথ—বাত্রি; সমুন্নত
ধ্বজ—ধর্ম্ম; যুগ ও অক্ষকোটি—অর্থ ও কাম
এবং উহার বাহন সপ্তাশ্ব—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ,
অনুষ্টুপ, জগতী, পঙিত্ত, বৃহতী, ও উষ্কিহ।
এই সপ্ত ছন্দঃ। উহার চক্র অক্ষে নিবন্ধ,
অক্ষ, এবং অক্ষের সহিত ধ্রুব ভ্রমণ করে।
ধ্রুবে প্রেরণায় অক্ষ, চক্রের সহিতই ভ্রমণ
করিয়া থাকে। কর্ম্মবশে সূর্য্যরথের এই

এবমৰ্ধবশাস্তস্য সমিবেশো রথস্য তু।
 তথা সংযোগভাগেন সংসিক্তো ভাষ্যো রথঃ
 তেনাসৌ তরগির্সেবস্তুরূপা সৰ্পতে সিবি।
 যুগাক্কোটীসম্বন্ধৌ রথী যৌ স্যন্দনস্য হি।।
 এব্বেণ জমতো রথী যৌ স্যন্দনস্য হি।।
 এব্বেণ জমতোঃ রথী বিচক্রযুগয়োস্ত বৈ।
 জমতোমণ্ডলানি স্যুঃ খেচরস্য রথস্য তু।।৬৯
 যুগাক্কটমণ্ডলো তাং এব্বেণ রথী তু তাবুটৌ।
 যুগাক্কোটী তে তস্য বাতোমী সুল্লনস্য তু
 কীলাসস্তো যথা রজ্জুর্জমতে সৰ্ব্বতোদিশম্।
 হু সততস্য রথী তৌ মণ্ডলেযুত্তরায়ণে।।৭২
 বর্জতে সন্ধিগে তেষ জমতো মণ্ডলানি ত।
 এব্বেণ সংগৃহীতৌ তু রথী বৈ নয়তো রবিম্
 আকৃষ্যতে যদা তৌ বৈ এব্বেণ সমধিষ্ঠিতৌ
 তদা সোহভ্যস্তরং সূর্যো জমতে মণ্ডলানি তু
 অশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োক্তমোশ্চরন্।

রূপ সমিবেশ সাধিত হইয়াছে; এবং বিশেষ
 বিশেষ সংযোগফলেই সেই জ্যোতির্ময় রথ
 নির্মিত হইয়াছে। ৫৯—৬৭। তরগি সেব সেই
 রথে চড়িয়াই নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। ঐ
 রথের অক্ষকোটীদ্বয়ে সম্বন্ধ রশ্মিযুগল, এবং
 দ্বারা জামিত হইয়া সেই রথকে আকাশতলে
 মণ্ডলাকারে আবর্তিত করে। সেই রথের
 দক্ষিণভাগস্থ অক্ষ কোটিদ্বয়াসক্ত জ্যোতির্ময়
 রশ্মিযুগল, বিচক্র রথের রশ্মিযুগলবৎ প্রববর্ষক
 সংগৃহীত। উহা জমণীল এব্বেণ সহিত জামিত
 হইয়া সেই রথখানিকেও জামিত করিয়া থাকে।
 সেই রথের অক্ষকোটী-নিবন্ধ রশ্মিযুগল বায়ুময়।
 উহা কীলাকাসক্ত রজ্জুর ন্যায় চতুর্দিকে পরিভ্রমিত
 হয়। পরন্তু উত্তরায়ণ কালে উহা কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত
 এবং দক্ষিণায়ানে কিঞ্চিৎ বর্জিত হইয়া থাকে।
 এবং যখন সেই রশ্মিযুগল আকর্ষণ করে, তখন
 সূর্য উহার অভ্যন্তর ভাগে একশত অশীতি
 মণ্ডল বিচরণ করেন, আর যখন এবং কার্জক

এব্বেণ মুচ্যমানাত্যাং রশ্মিত্যাং পুনরেব তু।।
 তথৈব বাহ্যতঃ সূর্যো জমতে মণ্ডলানি তু।
 উষেষ্টয়ন্ স বেগেন মণ্ডলানি তু গচ্ছতি।।৭৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুশ্রোত্রেহনুবঙ্গ-
 পাসে জ্যোতিঃপ্রচারোনামৈক-
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।।৫১

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়।

সূত উবাচ।

স রথোহধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যেখবিত্তিত্তথা
 গজকর্করকরোত্তিষ্ঠ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।।১
 এতে বসন্তি বৈ সূর্যো যৌ যৌ মাসৌ
 জমেন তু।

ধাতার্যমা পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ প্রজাপতি।।২
 উর গা বাসুকিশ্চৈব সর্গীর্ণাশ্চ তাবুটৌ।
 তুধুর্নারদশ্চৈব গজকর্ক গায়তাং বরৌ।।৩
 ক্রতুহুলাকরাশ্চৈব তথা বৈ পুঞ্জিকহুলা।
 গ্রামণী রথকৃচ্ছশ্চ তথোজ্জ্বলৈব তাবুটৌ।।৪

রশ্মিযুগল পরিত্যক্ত হয়, তখন এব্বে বাহিরেও
 এই প্রকার আবেষ্টনপূর্বক মণ্ডলাকারে জমণ
 করিয়া থাকেন। ৬৮—৭৬।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।।৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই সূর্যরথে আদিত্য,
 দেবতা, গজকর্ক, অকরা, গ্রামণী, সর্প, ও
 রাক্ষস,—ইহারা পর্যায়ক্রমে দুই দুই ঘাস
 বাস করিয়া থাকে। ধাতা, অর্যমা এই দুই
 জন আদিত্য, পুলস্ত্য পুলহ এই দুইজন
 ঋষি, বাসুকি ও সর্গীর্ণ এই দুইজন সর্প,
 তুধুর ও নারদ,—এই দুইজন গায়কশ্রোত
 গজকর্ক, ক্রতুহুলা, ও পুঞ্জিকহুলা, এই দুইজন
 অকরা, রথকৃচ্ছ ও উজ্জ্বল,—এই

রক্ষো হেতিঃ প্রহেতিঃ যাতুধানাবুদাহতো।
মধুমাধবয়োরেখ গণো বসতি ভাকরে ॥৫
বাসন্তৌ গ্রৈথিকৌ মাসৌ মিত্রঃ বরুণঃ হ।
ঋষিরত্রির্বাশষ্ঠঃ তক্ষকো রক্ত এব চ ॥৬
মেনকা সহজান্যা চ ঋকৌ চ হহা হুহুঃ ॥
রথস্বনঃ গ্রামণৌ রথচক্রঃ তাবুজৌ ॥৭
পৌরুষেয়ো বধশ্চৈব যাতুধানাবুদাহতো।
এতে বসন্তি বৈ সূর্যো মাসয়োঃ শুচিচক্রয়োঃ ॥
ততঃ সূর্যো পুনস্তন্যা নিবসন্তীহ দেবতাঃ।
ইন্দ্রশ্চৈব বিবস্বাংশ অগ্নিরা ভুওরেব চ ॥৯
এলাপর্ণস্তথা সর্পঃ শঙ্খপালঃ তাবুজৌ।
বিশ্বাবসুগ্রসৌ চ শ্রাতশ্চৈবাক্ষণঃ হ ॥১০
প্রমোচেতি চ বিখ্যাতা নিম্নে চোত চ তে উভে
যাতুধানস্তথা সর্পো ব্যাঘ্রঃ শ্বেতঃ তাবুজৌ
নভোনভস্যয়োরেখ গণো বসতি ভাকরে ॥১১
শরদুজৌ পুনঃ শুভ্রা বসন্তি মুনিসেবতাঃ।
পূজ্ঞন্যচাথ পুষা চ ভরদ্বাজঃ সগৌতমঃ ॥১২
বিশ্বাবসুঃ গন্ধর্ভস্তথৈব সুরভিঃ যঃ।

দুইজন গ্রামণী অর্থাৎ শিল্পী, হেতি ও প্রহেতি,—
এই দুইজন যাতুবান রাক্ষস;—চৈত্র ও বৈশাখ—
এই দুই মাস যাবৎ ইহারা সূর্য্যরথে বাস করে।
বসন্ত ঋতুর পর গ্রীষ্মঋতুর দুই মাস—জ্যৈষ্ঠ
ও আষাঢ়,—এই দুই মাস, মিত্র ও বরুণ—
আদিত্য, অত্রি ও বশিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রক্ত
সর্প, মেনকা ও সহজান্যা অক্ষরা, হহা ও হুহু
গন্ধর্ভ, রথস্বন ও রথচক্র গ্রামণী, পৌরুষেয়
ও বধ রাক্ষস, ইহারা সূর্য্যরথে বাস করে।
শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ইন্দ্র ও বিবস্বান, আদিত্য
অগ্নিরা ও ভুও মুনি, এলাপত্র ও শঙ্খপাল সর্প,
বিশ্বাবসু ও উগ্রসেন গন্ধর্ভ, শ্রাতঃ ও অরুণ
গ্রামণী, প্রমোচ ও নিম্নাচ অক্ষরা, ব্যাঘ্র ও শ্বেত
রাক্ষস, ইহারা বাস করিয়া থাকে। শরৎ কালে
শুভ্র দেব মুনিগণ বাস করেন। পূজ্ঞন্য ও পুষা
আদিত্য, ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনি, বিশ্বাবসু ও
সুরভি গন্ধর্ভ, বিশ্বাটী ও মৃত্যুটী অক্ষরা,

বিশ্বাটী চ মৃত্যুটী চ উভে তে শুভ্রলক্ষণে ॥
নাগ ঐরাবতশ্চৈব বিভূতঃ ধনঞ্জয়ঃ।
সেনাজিচ্চ সুশেপঃ সেনানীগ্ৰামণীচ্চ তৌ ॥
আপো বাতঃ তাবুজৌ যাতুধানাবুজৌ স্মৃতৌ
বসন্ত্যেতে তু বৈ সূর্য্যো মা যোশ্চ ইবোজ্জয়োঃ
হৈমন্তিকৌ তু বৌ মাসৌ বসন্তি তু দিষাকরে
অংশো ভগঃ দ্বাবেতৌ কশ্যপঃ ঋতুঃ হ ॥
ভুজসঃ মহাপদ্মঃ সর্পঃ কার্কটিকস্তথা।
চিত্রসেনঃ গন্ধর্ব উর্গমুশ্চৈব তাবুজৌ ॥১৭
উক্লশী বিপ্রচিতিঃ তবৈকলবসৌ শুভে।
তাক্ষ্যচা রত্নমেমিচ্চ সেনানীগমিণীচ্চ তৌ ॥
বিদ্যুবস্কুর্জঃ জাবুগৌ যাতুধানাবুদাহতো।
সহে চৈব সহস্রো চ বসন্ত্যেতে দিষাকরে ॥১৯
ততঃ শৈশিরয়োচাপি মাসয়োনিবসন্ত বৈ।
দ্রষ্টা বিষ্ণুর্জমদগ্নিঃ ঋষামিত্রস্তথৈব চ ॥২০
কাশ্রবেয়ৌ যথা নাগৌ কললাধতরাবুজৌ।
গন্ধর্ভো ধলতরাষ্ট্রঃ সূর্য্যবর্চাস্তথৈব চ ॥২১
তিলোত্তমাক্ষরশ্চৈব দেবী রক্তা মানোরমা।
ঋতজিৎ সত্যাজিৎচৈব গ্রামণৌ লোকবিপ্রমতৌ
প্রমোপেতস্তথা রক্ষো যজ্ঞোপেতঃ স স্মৃতঃ
এতে দেবা বসন্ত্যর্কে দ্বী মাসৌ তু ক্রমেণ তু
ঐরাবত ও ধনঞ্জয় সর্প, সেনাজিৎ ও সুশেপ
গ্রামণী, আপ ও বাত রাক্ষস,—ইহারা শাম্বিন
ও কার্তিক দুই মাস সূর্য্যরথে বাস করিয়া
থাকে ১—১৫। হেমন্তকালে অগ্রহারণ ও পৌষ
মাসে অংশ ও ভগ আদিত্য, কশ্যপ ও ঋতু
মুনি, মহাপদ্ম ও কার্কটিক সর্প, চিত্রসেন ও
উর্গমু গন্ধর্ভ, উক্লশী ও বিপ্রচিতি অক্ষরা,
তাক্ষ্য ও আরত্নমেমি গ্রামণী, বিদ্যুৎ ও স্কুর্জ
রাক্ষস,—ইহারা সূর্য্যরথে বাস করে। শীতকালে
মাঘ ফাল্গুন দুই মাস দ্রষ্টা ও জিহু
আদিত্য, জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র মুনি, কললা
ও অশ্বতর সর্প, মৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চা
গন্ধর্ভ, তিলোত্তমা ও রক্তা অক্ষরা, ঋতজিৎ
ও সত্যাজিৎ গ্রামণী, প্রমোপেত ও যজ্ঞোপেত
রাক্ষস, ইহারা আদিত্যরথে বাস করিয়া

স্থানাভিমানিনো হ্যেতে গণা দ্বাদশ সপ্তকাঃ
 সূর্যমাপ্যায়ন্ত্যেতে তেজসা তেজ উত্তমম্ ॥
 প্রতিতেন্তৈর্বচোভিষ্ম স্তবন্তি মুনয়ো রবিম্।
 গন্ধর্ব্বাঙ্গরসশ্চৈব গীতনৃত্যৈরুপ্যসতে ॥২৫
 গ্রামণীযক্ষভূতাস্ত কুবর্বতেহভীবুনংগ্রহম্।
 সর্পা বহন্তি সূর্য্যং চ-যাতুধান নুয়াস্তি চ।
 বালখিল্যা নয়স্তন্তিঃ পরিবার্য্যে দয়াপ্রবিম্ ॥২৬
 এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্য্যং যথাতপঃ।
 যথাযোগং যথাসত্যং যথাধর্ম্মং যথাবলম্ ॥২৭
 যথা তপত্যসৌ সূর্য্যাস্তেষাং সিদ্ধস্ত তেজসা।
 ইত্যেতে বৈ বসন্তীহ দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ দিবাকরে
 ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাঙ্গরসাং গণাঃ।
 প্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষা যাতুধানাশ্চ ভূয়শঃ ॥২৯
 এতে তপন্তি বর্ষন্তি ভাস্তি বাস্তি সূজন্তি চ।
 ভূতানামশুভং কর্ম্ম ব্যাপোহন্তীহ কীর্তিতাঃ ॥
 মানবানাং শুভং হ্যেতে হরন্তি দুরিতান্মনাম্।
 দুরিতং হি প্রচারাণাং ব্যাপোহন্তি কচিৎ কচিৎ

থাকে। ১৬—২৩। এই সপ্ত শ্রেণীর দ্বাদশ দেবতা—স্থানাভিমानी; ইহারা আত্মতেজে সূর্য্যকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। মুনিগণ অভিমত বাক্যে রবিকে স্তব করেন; গন্ধর্ব্বেরা গীত-নৃত্য দ্বারা তদীয় তৃপ্তি বিধান করেন। গ্রামণীগণ রথের রশ্মি ধারণ করেন। সর্পগণ সূর্য্যকে বহন করে। রাক্ষসবর্গ রক্ষিরূপে সূর্য্যের অনুগমন করে মাত্র। বালখিল্য মুনিগণ, উদয়াবধি বিবিধ পরিচর্যা সহকারে সূর্য্যকে অস্তাচলে লইয়া যান। এই সকল দেব, মুনি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অঙ্গরা, গ্রামণী ও রাক্ষসগণ সূর্য্যরথে দুই দুই মাস বাস করত তাপ, বৃষ্টি, প্রকাশ, বায়ু ইত্যাদি প্রাণিগণের শুভাশুভসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব ইহাদিগেরই বীর্য্য, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, বল ও যোগাদি অনুসারে উপবৃংহিত হইয়া জগতে তাপ বিতরণ করেন। ইহারা কখন মানবগণের শুভ অপহরণ করিয়া অশুভ বিধান করে, কচিৎ বা পাপীদিগের

বিমানেহবহ্নিতা দিব্যে কামগা বাতরংহসঃ।
 এতে সইব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি দিবসানুগাঃ ॥৩২
 বর্ষন্তশ্চ তপন্তশ্চ হল দয়ন্তশ্চ বৈ প্রজাঃ।
 গোপায়ন্তি তু ভূতানি সর্ব্বাণীহামনুক্ষ্মাৎ ॥
 স্থানাভিমানিনামেতৎ স্থানং মম্বন্তরেষু বৈ।
 অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতং তু যে
 এবং বসন্তি ধৈব সূর্য্যে সপ্তকাস্তে চতুর্দশম্।
 চতুর্দশসু সর্গেষু গণা মম্বন্তরেষু চ ॥৩৫

গ্রীষ্মে হিমে চ বরষাসু চ মুঞ্চমানো
 ঘর্ম্মং হিমঞ্চ বরষং চ দিনং নিশাঞ্চ।
 কালেন যাত্যতুবশাৎপরিবৃন্তরশ্মি-
 র্দেবান্ পিতৃশ্চ মনুজাশ্চ স তর্পয়ন্ বৈ ॥
 প্রীণাতি দেবানমৃতেন সূর্য্যঃ
 সোমং সুষুন্নেন বিবর্দ্ধয়িত্বা।
 শুক্রে তু পূর্ণং দিবসক্রমেণ
 তং কৃষ্ণপক্ষে বিবুধাঃ পিবন্তি ॥৩৭

পাপরাশি বিনাশপূর্ব্বক শুভ-সপ্তঘটন করিয়া থাকে। ইহারা দিব্যকামগামী বায়ুবেগী বিধানে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মম্বন্তর কাল পর্য্যন্ত ইহারা বর্ষণ ও আতপাদন দ্বারা প্রজাবর্গের আনন্দ বিধান সহকারে পালন করিয়া থাকে। এই সপ্ত সপ্ত গণ-বিভক্ত চতুর্দশ জন দেবতা, প্রতি ঋতুতে যথাক্রমে সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান—সকল কালেই এইরূপ নিয়ম। চতুর্দশ মম্বন্তর পর্য্যন্তই ইহারা এইরূপে আবর্ত্তিত হয়। ২৬—৩৫। দেব দিবাকর কালবশে রশ্মি পরিবর্ত্তন দ্বারা দিবারাত্র বিভাগ-পূর্ব্বক গ্রীষ্মে তাপ, শীতে হিম এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি বিধান করিয়া দেব-পিতৃ-মনুষ্যগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। সূর্য্য, স্বীয় সুষুন্ন নামক কিরণ দ্বারা সোমকে বর্দ্ধিত করিয়া দেবগণের তৃপ্তিপ্রদান করেন। চন্দ্র শুক্লপক্ষে সূর্য্যতেজে পূর্ণ হইলে দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে তদীয় অমৃত পান করিয়া থাকেন। পীতাবশিষ্ট

নীতস্ত সোমং দ্বিকলাবশিষ্টং
কৃষ্ণক্কেয়ে রশ্মিভিস্তং ক্ষরন্তম্।
স্বধামৃতং তৎপিতরঃ পিবন্তি
দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ তথৈব কব্যম্। ৩৮
সূর্যেণ গোভিস্ত সমুদ্রতাভি-
রন্তিঃ পুনশ্চৈব সমুদ্রতাভিঃ।
বৃষ্ট্যাতিবৃদ্ধাভিরথৌষধীভি-
মর্ত্যাঃ ক্ষুধং ত্বমপানৈর্জবন্তি। ৩৯
অমৃতেন তৃপ্তিস্বর্কমাসং সুরাণাং
মাসার্কতৃপ্তিঃ স্বধয়া পিতৃণাম্।
অন্নেন শশ্বস্তু দধাতি মর্ত্যাঃ
সূর্যঃ স্বয়ং তচ্চ বিভর্তি গোভিঃ। ৪০
অয়ং হরিতৈহরিতিস্তুরঙ্গমৈ-
রয়ন্ হি চাপো হরতীতি রশ্মিভিঃ।
বিসর্গকালে বিসৃজ্যশ্চ তাঃ পুন-
বিভর্তি শশ্বৎ সবিতা চরাচরম্। ৪১
হরিহরিত্তিহ্রি যতে তুরঙ্গমৈঃ
পিবত্যথাপো হরিভিঃ সহস্রধা।

দ্বিকলা-মাত্রাঙ্ক সোম যে কিরণ করণ করেন,
তাহা পিতৃগণের স্বধামৃত ও সৌম্য দেবগণের
কব্যরূপে পরিণত হয়। সূর্য-সংগৃহীত সেই
অমৃত, উদ্ধৃত জলরাশি এবং বৃষ্টি, এই সকল
কারণে শস্যসমূহ প্রবৃদ্ধ হয়। মর্ত্যগণ উহা
অন্নপানরূপে ব্যবহার করিয়া ক্ষুধাজয়ে সমর্থ
হয়। সুরগণ অমৃত দ্বারা অর্কমাস কাল
তৃপ্তিলাভ করেন; স্বধা দ্বারা পিতৃগণের অর্কমাস
যাবৎ তৃপ্তি জন্মে; মর্ত্যগণ আবহমান কাল অন্ন
দ্বারাই জীবিত থাকে। সেই অন্ন সূর্য্যকিরণেই
পরিপুষ্ট হয়। এই সবিতা হরিদ্বর্ণ তুরঙ্গারোহণে
ভ্রমণ করত রশ্মি দ্বারা জগতের জল অপহরণ
করেন; আবার বিসর্গ-কালে সেই জল বর্ষণ
করিয়া চরাচরের জীবন পোষণ করেন। সূর্য্য
হরিদ্বর্ণ সপ্ততুরঙ্গমে পরিভ্রমণপূর্ব্বক সহস্র কিরণ
দ্বারা জল পান করেন, আবার হরিদ্বর্ণ তুরঙ্গ
কৃষ্ণ রথারোহণে পরিভ্রমণ করত সেই জল

ততঃ প্রমুখতাপি তাস্ত্বসৌ হরিঃ
সমুদ্রমানো হরিভস্তুরঙ্গমৈঃ। ৪২
ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং রথেন তু।
ভদ্রৈস্তৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সপ্ততৈহসৌ দিবি ক্ষয়ে
অহোরাত্রাদ্রথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্তভিহ্রিষেঃ। ৪৩
ছন্দোভিরশ্বরাপৈস্তৈর্যতশ্চক্রং ততঃ স্থিতৈঃ।
কামরাপৈঃ সকদনুজৈরমিতৈস্তৈর্মনোজবৈঃ। ৪৪
হরিতৈরব্যয়ৈঃ পিসৈরীশ্বরৈর্ব্রবাদিভিঃ।
অশী তমণ্ডলীতং ভ্রমন্ত্যন্নেন তে হয়ঃ। ৪৫
বাহ্যমভ্যন্তরং চৈব মণ্ডলং দিবসক্রমাৎ।
কল্পাদৌ সম্প্রযুক্তান্তে বহন্ত্যাত্তসংপ্রবাৎ।
আবৃতা বালখিল্যেস্তে ভ্রমন্তে রাত্র্যহাণি তু।
প্রাথতৈর্বচোভিরগ্ন্যৈঃ স্তূয়মানো মহাবিভিঃ।
সেব্যতে গীতনৃত্যৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরঙ্গরোগণৈঃ।
পতঙ্গঃ পতগৈরশ্বৈর্ভ্রমমাণো দিবস্পতিঃ। ৪৬

বর্ষণ করেন। এই ভাবে সূর্য্যদেব, সুস্থ-সবল-
সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র-রথারোহণে গগনাস্ত
নে তূর্ণ-বেগে গমনাগমন করিয়া থাকেন।
একচক্ররথারোহী সূর্য্যদেব অহোরাত্রে
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্ত মহীমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন।
সেই রথের অশ্বগণ ছন্দোময়, সেদিকে চক্র,
সেইদিকেই তাহারা নিবদ্ধ, যথেষ্টরূপপরিগ্রহে
সমর্থ, বায়ু সম বেগগামী, ব্রহ্মাত্ত্ববাদী, মহা
বলবান, হরিতপিজলবর্ণ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং
অব্যয়। কল্পাদি কালে একবার মাত্র যোজিত
হইয়া ঐ অশ্বগণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যরথ বহন
করিয়া থাকে। এক বৎসরে তাহারা বাহ্য ও
অভ্যন্তরবর্তী অশীতিশত মণ্ডল পথ পরিভ্রমণ
করে। আকাশগামী সূর্য্য অশ্বগণ দ্বারা আকৃষ্ট
হইয়া যখন ভ্রমণ করেন, তখন বালখিল্য
মুনিগণ মহার্থ প্রশস্ত বচনাবলী দ্বারা তদীয়
স্তুতিগান করেন; গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করত গীত
দ্বারা তদীয় পরিচর্যা করে, সূর্য্য ইহাদিগের
সহিত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৩৬—৪৬।

বীথ্যাঙ্গয়ানি চরতি নক্ষত্রানি তথা শলী।
 হ্রাসবৃদ্ধী তথৈবাস্য রক্ষীরাং সূর্য্যবৎস্মৃতে ॥
 ত্রিচক্রেণ্ডয়পার্শ্বাণো বিজ্ঞেয়ঃ শলিনো রথঃ।
 অপাং গর্তসমুৎপাদো রতঃ সাধ্বঃ সসারথঃ।
 শতরৈশ্চ ত্রিভিঃচক্রেণু হঃ শুক্রৈর্হয়োত্তমৈঃ ॥
 দশভিঃ কুশৈর্দিব্যরসসৈস্তৈর্মনোজবৈঃ।
 সকৃদ্বুক্তে রথে তগ্নিন্ বহন্তে শঙ্খবেচ্চলম্ ॥৫২
 যযুন্ত ত্রিমনাষ্টৈব বৃষো রাজীবলো হয়ঃ।
 অথো বামস্তরগ্যশ্চ হংসো ঘোষী যুগন্তথা ॥
 ইত্যেতে নাম ত্রঃ সর্কে দশ চক্রেমসো হয়ঃ।
 এতে চক্রেমসং সেবং বহন্তি দিবসক্রমাৎ ॥৫৪
 সেইবঃ পরিবৃত্তঃ সোমঃ পিতৃভিঃশ্চৈব গচ্ছতি
 সোমস্য শুক্লপক্ষাদৌ ভাক্তরে পুরতঃ স্থিতে
 আপূর্য্যতে পুরস্যাভ্যঃ সততং দিবসক্রমাৎ ॥৫৫
 সেইবঃ পীতং কয়ে সোমাপ্যায়য়তি নিত্যদা
 পীতং পঞ্চদশাহং তুর ঋনৈকেন ভাক্তরঃ ॥৫৬

চন্দ্র, বীথীগত নক্ষত্রসমূহে বিচরণ করেন।
 সূর্য্যের ন্যায় ইহারও রক্ষিসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি
 হয়। চন্দ্রের রথ চক্রায়যুক্ত, উহার উভয় পার্শ্বে
 অশ্বগণ নিয়োজিত। উহা জলগর্ত হইতে অশ্ব-
 সারথি সহিত সমুদ্ভূত হইয়া ছিল। ঐ রথে
 একশত অর বিদ্যমান। শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণ, অসল
 যনের ন্যায় ক্রান্তগামী দশটি অশ্ব, আদি কালে
 শ্বেতবর্ণ সর্পগণ দ্বারা একবার মাত্র যোজিত
 হইয়া পঞ্চসমকান্তি চক্রে কজান্ত পর্য্যন্ত বহন
 করিয়া থাকে। চন্দ্রের অশ্বগণের নাম যথা,—
 যযু, ত্রিমনা, বৃষ, রাজীব, বল, বাস, তুরগা, হংস,
 ঘোষী ও যুগ। এই দশ নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্রাশ্বগণ,
 আবহমান কাল চন্দ্রকে বহন করিয়া থাকে।
 সেবগণ ও পিতৃগণ দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া চক্র
 গমনাগমন করে। শুক্ল পক্ষে, সূর্য্যদেব, চন্দ্রের
 সম্মুখভাগে থাকিয়া প্রতিদিন সেবগণ-পীত কীর্ণ
 চন্দ্রের পুষ্টি সাধন করেন। ভাক্তর পঞ্চদশ দিন

আপুরয়ন্ সুধুন্মেন ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ।
 সুধুমাপ্যায়মানস্য শুক্লা বর্জ্জতি বৈ কলাঃ ॥৫৭
 তস্য দহু সক্তি বৈ কৃষ্ণে শুক্ল আপায়য়তি চ।
 ইত্যেবং সূর্য্যবীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ
 পৌর্ণমাস্যাং স দৃশ্যেত শুক্লঃ সম্পূর্ণমশুলাঃ।
 এবমাপ্যায়িতঃ সোমঃ শুক্লপক্ষে দিনক্রমাৎ ॥
 ততো দ্বিতীয়াপ্রভৃতি বহুলস্য চতুর্দশী।
 অপাং সারময়স্যোদো রসমাত্রাঙ্কস্য চ।
 পিবত্বাযুয়ং সৌম্যং পৌর্ণমাস্যামুপাসতে ॥৬১
 এহরাত্রং সুরৈঃ সর্কেঃ পিতৃ ভক্ত মহাবিতিঃ।
 সোমস্য কৃষ্ণপক্ষাদৌ ভাক্তরাভিমুখস্য চ।
 প্রকীদতে পরস্যান্তঃ পীষ্যমানঃ কলাঃ ক্রমাৎ
 ক্রশ্চ ত্রিশতৈঃব ত্রয়ত্রিংশতৈঃব চ।
 ত্রয়ত্রিংশৎসহস্রাশ্চ দেবাঃ সোমং পিবন্তি বৈ ॥
 যাবৎ সুধুমানামক রশ্মি দ্বারা প্রতিদিন এক এক
 ভাগের পুরণ করেন। সুধুমা দ্বারা আপ্যায়িত
 হয় বলিয়াই শুক্ল পক্ষে কলাসকল বৃদ্ধি পাইয়া
 থাকে। এজন্য চন্দ্রকালার শুক্ল পক্ষে বৃদ্ধি ও
 কৃষ্ণ পক্ষে হ্রাস দৃষ্ট হয়। চন্দ্রমা সূর্য্যতেজে এই
 প্রকারে আপ্যায়িত হইয়া পৌর্ণমাসীতে শুক্লবর্ণ
 পূর্ণ মণ্ডলাকারে প্রকাশমান হয়েন। শুক্ল পক্ষের
 এইরূপ আপ্যায়িত হইয়া কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া
 অবধি চতুর্দশী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষীণাকারে পরিদৃষ্ট
 হয়েন। সেবগণ সেই জলসারময়, রসমাত্রাঙ্ক
 চন্দ্রের জলময় সুধাঙ্ক সৌম্য মধু পান করিয়া
 থাকেন। সেই অমৃত সূর্য্যতেজে অর্জমাস যাবৎ
 প্রতিদিন সঞ্চিত হইয়া পৌর্ণমাসীতে উহা
 দেবগণের পরিমিত ভক্ষ্যরূপে কল্পিত হয়।
 কৃষ্ণপক্ষাদিতে এক রাত্রি মাত্র সমস্ত দেবতা-
 পিতৃ-মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া ভাক্তরাভিমুখবর্তী
 সোমের অমৃত পান করেন; তারপর ক্রমে
 ক্রমে কলাক্ষয় হইতে থাকে। ত্রয়ত্রিংশ সহস্র,
 ত্রিশত, ক্রয়ত্রিংশ এবং তিন

ইত্যোক্তৈঃ পীয়মানস্য কৃষ্ণা বর্ক্ণতি বৈ কলাঃ ।

কীয়তে তস্মাৎ কৃষ্ণে যাঃ শুক্রে হ্যাপ্যায়য়তি

তাঃ । ৬৪

এবং দিনক্রমাভীতে বিবৃধান্ত নিশাকরম্ ।

পীত্বার্কমাসং গচ্ছতি অমাবাস্যাং সুরোত্তমাঃ

পিতরশ্চোপতিষ্ঠতি অমাবাস্যাং নিশাকরম্ । ৬৫

ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলায়কে

অপরাহ্নে পিতৃগণৈর্জঘন্যঃ পর্য়ুনোস্যতে । ৬৬

পিবতি বিকলং কালং শিষ্টা তস্য তু বা কলা ।

নিঃসৃতঃ তদমাবাস্যাং গচ্ছতিবাঃ বধামৃতম্ ।

তাং স্বযাং মাসকৃষ্টো তু পীত্বা গচ্ছত

তেহমৃতম্ । ৬৬

সৌম্য বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষাত্তত্বেব চ ।

কব্যশ্চৈব তু যে প্রোক্তাঃ পিতরঃ সৰ্ব্ব এব তে

সংবৎসরান্তে বৈ কব্যঃ পঞ্চান্দা যে বিজ্ঞৈঃ

স্মৃতাঃ ।

সৌম্যান্ত অতবো জেয়া মাসা বর্হিষদঃ স্মৃতাঃ

অগ্নিষাত্তবশ্চৈব পিতৃসর্গা হি বৈ বিজ্ঞাঃ । ৬৮

সংখ্যক দেবগণ কৃষ্ণ পক্ষে সোম পান করেন ।

শুক্ল পক্ষে তৎসমস্ত আবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হয় । দেবগণ প্রতিদিন ক্রমে অর্কমাস যাবৎ

পান করিয়া অমাবস্যায় প্রস্থান করেন । পিতৃগণও

অমা-বস্যাতেই আগমন করেন । ৫৯—৬৫ ।

অতঃপর চত্বের পঞ্চদশ ভাগাখ্যক কলার কিঞ্চিৎ

মাত্র অবশেষ থাকিতে পিতৃগণ অপরাহ্ন কালে

সেই অবশিষ্ট কলা হইতে যে বধামৃত করিত

হয়, তাঁহারা বিকলাখ্যক কালমাত্র উহা পান

করেন, তাহাতেই তাঁহারা একমাস যাবৎ পরিতৃপ্ত

থাকেন । সৌম্য বর্হিষদ, অগ্নিষাত্ত, কব্য,—এই

সমস্ত পিতৃগণই উক্ত বধামৃত পান করিয়া

থাকেন । সংবৎসরাদি পঞ্চান্দই কব্য বলিয়া

প্রসিদ্ধ । অতু সকল সৌম্য, এবং মাস সকলেই

বর্হিষদ নামে বিখ্যাত । আর ভার্গবগণই অগ্নিষাত্ত

নামে বিজ্ঞত । হে দ্বিজগণ । পিতৃসর্গ এই প্রকারই

পিতৃভিঃ পীয়মানস্য পঞ্চদশ্যাং কলা তু বৈ ।

যাবদ কীয়তে তস্য ভাগঃ পঞ্চদশস্ত সঃ । ৬৯

অমাবাস্যাং তদা তস্য অন্তমাপূর্য্যতে পরম্ ।

বৃদ্ধিকরৌ বৈ পঞ্চাসৌ ঘোড়শ্যাং শনিঃ

স্মৃতৌ ।

এবং সূর্য্যনিমিত্তেয়াং ক্ষয়বৃদ্ধিনিশাকরে । ৭০

তারাগ্রহাণাং বক্ষ্যামি বর্জানোচ্চ রথং পুনঃ ।।

তোয়তেজোময়ঃ শুক্রঃ সোমপুত্রস্য বৈ রথঃ ।

যুক্তো হইয়ঃ শিলৈস্তু অষ্টাভির্বাতরংহসৈঃ ।।

সবরুথঃ সানুকর্ষঃ সূতো দিব্যো রথে মহান্ ।

সোপাসঙ্গপতাকন্ত সঙ্কজো মেঘসন্নিভঃ । ৭৩

ভার্গবস্য রথঃ শ্রীমাংস্তেজসা সূর্য্যসন্নিভঃ ।

পৃথিবীসমুদৈর্ঘুৈর্জৈর্নানাবর্ণৈর্হয়োত্তমৈঃ । ৭৪

শ্বেতঃ শিশজঃ সারজো নীলঃ পীতঃ

বিলোহিত ।

কৃষ্ণশ্চ হরিতশ্চৈব পৃথতঃ পৃথিরেব চ ।

বশতিতৈর্মহাতাগৈরকৃশৈক্যাতবেগিতৈঃ ।।

অষ্টাখঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্যাপি

রথোহভবৎ ।

জানিবে । অমাবস্যায় পিতৃগণ যাবৎকাল

সোমের পঞ্চদশী কলা পান করিয়া নিঃশেষিত

করেন, তাবৎ তাঁহাদের অন্তভাগ পরিপূরিত হইতে

থাকে । চত্বের ঘোড়শী কলা, এইরূপে বৃদ্ধি

লাভ করে এবং পঞ্চদশী কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।

সূর্য্যই এই ক্ষয়-বৃদ্ধির মুখ্য কারণ । ৬৬—৭০ ।

অতঃপর আবার রথ তারা ও রথের বিবরণ

বর্ণন করিতেছি । বুধের রথ জল-তেজোময়,

মেঘ সদৃশ, বরুথ, অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, ও

ধ্বজপতাকা সমন্বিত । সেই রথ বায়ুবেগী অষ্ট

অশ্ব দ্বারা বাহিত হয় । উহাতে দিব্য সারথি

অধিষ্ঠিত । শুক্রের রথ—সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল ও

শ্রীমান্ । উহার অশ্বসকল পৃথিবীসমুদ এবং

নানাবর্ণ । শ্বেত, শিশজ, সারজ, নীল, পীত,

লোহিত, কৃষ্ণ, হরিত, পৃথত, পৃথ্য,—এই দশবিধ

শূলকায, বায়ুবেগী অশ্বদ্বারা শুক্রের

অসঙ্গৈলোহিতৈরশ্বৈঃ সৰ্বগৈরগ্নিসম্ভবৈঃ।
 সৰ্পতেহসৌ কুমারো বৈ ঋজু ক্রানুচক্রগঃ।।
 ততস্তাগ্নিরসো বিদ্বান্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
 শোণৈরশ্বৈঃ কাঞ্চনেন স্যন্দনেন প্রসৰ্পত।।
 যুক্তস্ত বাজিভদ্রব্যেরষ্টা ভৰ্বাতসম্মিতৈঃ।
 নক্ষত্রৈহুদং নিবসতি সৰ্বগন্তেন গচ্ছতি।।৭৮
 ততঃ শনৈশ্চরোহপাশ্বৈঃ শবলৈর্ব্যোমসম্ভবৈঃ
 কাঞ্চায়সং সমাক্রম্য স্যন্দনং যাতি বৈ শনৈঃ।।
 স্বৰ্ভানোস্ত তথৈবান্ধাঃ কৃষ্ণা হ্য ষ্ঠী মনোজবাঃ
 রথং তমোমাং তস্য সকৃদযুক্তা বহন্তাত।।৮০
 আদিত্যান্নিঃসূতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পৰ্বসু
 আদিত্যমেতি সোমাক্ষ পুনঃ সৌরেষু পৰ্বসু
 অথ কেতুরথস্যান্ধা অষ্টাষ্টৌ বাতরংহসঃ।
 পলালধুমসঙ্কশাঃ শবলা রাসভারুণাঃ।।৮২

রথ বাহিত হয়। মঙ্গলের রথ অষ্টাশ্বযোজিত,
 কাঞ্চন-নির্মিত ও সুদৃশ্য। উহার অশ্বসকল অসঙ্গ
 লোহিতবর্ণ, সৰ্বত্র বিচরণ, ক্ষম, ও অগ্নি হইতে
 সমুৎপন্ন। মঙ্গল সেই রথে আরোহণপূর্বক
 রাশিচক্রে ঋজুবক্রাদি-গতিতে বিচরণ করিয়া
 থাকেন। অগ্নিরানন্দন দেবাচার্য্য বিদ্বান্ বৃহস্পতি
 বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন কাঞ্চন স্যন্দনারোহণে
 সৰ্বত্র বিচরণ করেন। ঐ রথের অশ্বসকল
 বায়ুসম বেগগামী। বৃহস্পতি সেই রথে আরো-
 হণপূর্বক সৰ্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শনৈশ্চরের
 রথ—কৃষ্ণলৌহ-বিনির্মিত। উহার অশ্বসকল
 ব্যোমজাত ও সবলবর্ণ। শনি সেই রথারোহণে
 শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করেন। রাহুর রথ—
 মনোবেগী কৃষ্ণবর্ণ অষ্টাশ্ববাহিত। সেই সকল
 অশ্ব একবারমাত্র সেই রথে যোজিত হইয়াছে।
 রথখানি তমোময় কৃষ্ণ বর্ণ। রাহু, পূর্ণিমার দিন
 সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রে প্রবিষ্ট হয় এবং
 অমাবস্যা় দিন চন্দ্র হইতে নিঃসৃত হইয়া পুনরায়
 সূর্য্যমধ্যে প্রবেশ করে। কেতুর রথেবেগবান্
 চতুষ্টয় অশ্ব যোজিত। সেই সকল অশ্ব—
 পলালধুম-সম-কান্তি, শবল ও রাসভারুণ বর্ণ।

এতে বাহা গ্রহাণাং বৈ ময়া প্রোক্তা রথৈঃ সহ
 সৰ্ব্বৈঃ ধ্রুবনিবন্ধান্তে প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ।।৮৩
 এতে বৈ ভ্রাম্যমাণাস্ত যথাযোগ্য ভ্রমন্তি বৈ।
 বায়ব্য্যভিরদৃশ্যভিঃ প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ।
 পরিভ্রম স্ত তদ্বদ্বাচন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দিবি।
 ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি ধ্রুবং তে জ্যোতিষাং গণাঃ
 যথা নদ্যদকে নৌস্ত সলিলেন সলেলেন সহোহতে।
 তথা দেবালয়া হ্যেতে উহ্যন্তে বাতরশ্মিভিঃ।
 তস্মাৎ সৰ্ব্বৈঃ দৃশ্যন্তে ব্যোমি দেবগণাস্ত তে
 যাবত্যশ্চৈব তারাস্ত তারস্তো বাতরশ্ময়ঃ।
 সৰ্ব্বা ধ্রুবনিবন্ধান্তা ভ্রমন্ত্যো ভ্রাময়ন্তি তম্।।
 তৈলপীড়াকরং চক্রং ভ্রমদ্ভ্রময়াতে যথা।
 তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতবন্ধানি সৰ্ব্বশঃ।।
 অলাতচক্রবদ্যন্তি বাতচক্রেণিতানি তু।
 যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতে প্রবহন্তেন স স্মৃতঃ
 এবং ধ্রুবনিবন্ধোহসৌ সৰ্পতে জ্যোতিষাং গণঃ

গ্রহগণের রথের ও অশ্বের বিবরণ এই আমি
 বর্ণন করিলাম। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ সকলেই
 বায়ুময় অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া
 রাশিচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া যথাযোগ্য ভ্রমণ
 করিতেছে। ফলতঃ জ্যোতির্গণ, ভ্রমণশীল ধ্রুবের
 নিরন্তর অনুগমন করে। নদীজলে নৌকার ন্যায়
 বায়ুগুণে দেবালয়সমূহ ধৃত রহিয়াছে। সেই
 জন্যই সকলে নভোমণ্ডলে দেবগণের দর্শন
 লাভ করে। যত তারা, তত সংখ্যক বাত রশ্মি,
 ধ্রুবে নিবদ্ধ। তৎসমস্ত পরিভ্রামিত হইয়া তন্নিবদ্ধ
 জ্যোতির্মণ্ডলকেও ভ্রমিত করিয়া থাকে। তৈল-
 পীড়ন-চক্রের ন্যায় সেই রশ্মি-সমূহযুক্ত ধ্রুব,
 স্বয়ং ভ্রমণ করত সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে
 পরিভ্রামিত করে। বায়ুচক্রচালিত জ্যোতির্গণ
 অলাতচক্রবৎ দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করে।
 জ্যোতির্মণ্ডলকে বহন করে বলিয়া তত্রত্য বায়ুর
 নাম প্রবহ। ধ্রুব-নিবদ্ধ জ্যোতির্গণ এই
 ভাবে বিচরণ করে। সেই তারাময় শিশুমারাখ্য
 ধ্রুব আকাশমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া-

সৈব তারাময়ো জ্যেয়ঃ শিশুমারো ধ্রুবো দিবি
যদহা কুরুতে পাপং দৃষ্টা তং নিশি মুচ্যতে
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারান্তিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবন্ত্যভ্যধিকানি তু। ৯০
শাস্বতঃ শিশুমারোহসৌ বিজ্যেয়ঃ প্রবিভাগশঃ
উস্তানপাদস্তন্যাথ বিজ্যেয়ো হস্তরো হনুঃ। ৯১
যজ্ঞোহধর্যস্ত বিজ্যেয়ো ধর্মো মুর্দ্ধানমাস্তিতঃ।
হৃদি নারায়ণঃ সাধ্যঅ অশ্বিনৌ পূর্বপাদয়োঃ।।
বরুণশ্চার্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সন্ধিনি।
শিশুঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোহপানে সমাস্তিতঃ
পুচ্ছেইগ্নশ্চ মহেন্দ্রশ্চ মরীচিঃ কশ্যপো ধ্রুবঃ।
তারকাঃ শিশুমারশ্চ নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্।।
নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ।
উন্মুখাভিমুখাঃ সর্বৈ চক্রাভূতান্তিতা দিবি। ৯৬
ধ্রুবেণাধিস্তিতাঃ সর্বৈ ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্।
প্রয়াস্তীহ বরং শ্রেষ্ঠাং মেটীভূতং ধ্রুবং দিবি।
ধ্রুবান্নিকস্যপানাং তু বরশ্চাসৌ ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।

ছেন। তাঁহাকে দেখিলে দিনকৃত পাপক্ষয় হয়।
৭১—৯০। সেই শিশুমারে যত তারা আছে,
দর্শনকারী মানব তত সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে।
সেই শিশুমার নিত্য বিদ্যমান। উহার তত্ত্ব বিভাগ
অনুসারে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। উস্তানপাদ উহার
উত্তর হনু, যজ্ঞ উহার অধর, ধর্ম মস্তক, হৃদয়
নারায়ণ দেব এবং সাধ্য দেবগণ, পূর্ব পদদ্বয়ে
অশ্বিনীকুমারযুগল, পশ্চিম পদদ্বয় বরুণ ও
অর্যমা, গুহ্যদেশে মিত্র, এবং পুচ্ছে অগ্নি, মহেন্দ্র,
মরীচি, কশ্যপ, ও ধ্রুব ইহারা প্রতিষ্ঠিত। এই
সংবৎসরাত্মক শিশুমারের অস্তোদয় নাই। নক্ষত্র,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও গ্রহগণ সকলেই উন্মুখ ও
অভিমুখাদি ভাবে চক্রাকারে গগনমণ্ডল আশ্রয়
করিয়া বিরাজমান। ইহারা সকলেই ধ্রুবদ্বারা
অধিস্থিত; সকলেই সেই মেধিস্তম্ভসম ধ্রুবকে
বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে চক্রাকারে পরিবেষ্টন
করিয়া থাকে। ধ্রুব, অগ্নি ও কশ্যপ—ইহাদিগের
মধ্যে ধ্রুবই প্রধান। সেই ধ্রুব একাকীই মেরুপর্বত

এক এব ভ্রমত্যেষ মেরুপর্বতমুদনিঃ। ৯৮
জ্যোতিষাং চক্রমেতদ্ধি সদা কর্তব্যবাস্তুখঃ।
মেরুমালোকয়ত্যেষ প্রযতীহ প্রদক্ষিণম্। ৯৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ধ্রুবচর্য্যা
নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ। ৫২।।

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ঃ পুনস্তে সংশয়াহিতাঃ।
পপ্রচ্ছুরুস্তরং ভূয়স্তদা তে লোমহর্ষণম্। ১
ঋষয় উচুঃ।

যদেতদুক্তং ভবতা গৃহ্যণ্যেতানি বিস্তৃতম্।
কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ কথং জ্যোতীর্ষি বর্ণয়।।
এতৎসর্বং সমাচক্ষু জ্যোতিষাঋষেব নিশ্চয়ম্।
শ্রুত্বা তু বচনং তেবাং তদা সূতঃ সমাহিতঃ।।
অগ্নিন্নর্থো মহাপ্রাজ্ঞৈর্যদুক্তং জ্ঞানবুদ্ধিভিঃ।

মস্তকে অধোমুখে থাকিয়া প্রদক্ষিণক্রমে মেরুকে
দেখিতে দেখিতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে এবং
সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিশ্চক্রকে আকর্ষণ করিয়া
থাকে। ৯১—৯৯।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন कहিলেন,—মুণিগণ এই কথা
শুনিয়া সংশয়াহিত-মানসে পুনরায় লোমহর্ষণ
মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ
কহিলেন,—আপনি যে বিখ্যাত দেবগৃহ সকলের
উল্লেখ করিলেন, সেথা দেবগৃহ সমূহ কি প্রকারে
অবস্থিত? উহাদিগের কাণ্ডিই বা কি প্রকার?
জ্যোতির্গণ সম্বন্ধে এই সকল বিবরণ বর্ণন
করুন। ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণান্তে সমা-

তথোহহং সম্প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যচন্দ্রমসৌৰ্ভবম্।
 যথা দেবগৃহাণীহ সূর্য্যচন্দ্রমসৌৰ্ভবম্॥৪
 অতঃপরং ত্রিবিধাগ্নেৰ্বক্ষ্যেহহং তু সমুদ্ভবম্।
 দিব্যস্য ভৌতিকস্যাগ্নেৰথাগ্নেঃ পার্থিবস্য চ॥৫
 ব্যুট্টায়াং তু রজন্যাং বৈ ব্রহ্মাণোহব্যুদ্ভবজন্মনঃ
 অব্যাকৃতমিদং ত্বাসীয়েশেন তমসাবৃতম্॥৬
 চতুর্ভূতাবশিষ্টেহস্মিন্ পার্থিবঃ সৌর্য্যগ্নিকৃত্যতে
 যশ্চাদৌ তপতে সূর্য্যে তু চিরমিষ্ট স স্মৃতঃ॥
 বৈদ্যুতাত্ম্যস্ত বিজ্ঞেয়স্তেহাং বক্ষ্যেহথ লক্ষণম্
 বৈদ্যুতাত্ম্যস্ত ওষ্ঠরঃ সৌরো হপাং গর্ভাত্ময়োহগ্নয়ঃ
 তস্মাদপঃ পিবন্ সূর্য্যো গোভির্দীপত্যসৌদিবি
 বৈদ্যুতেন সমাবিষ্টো বার্কো নাস্তিঃ প্রশাম্যতি
 মানবানাঞ্চ কুক্ষিস্থো নাস্তিঃ শাম্যতি পাবকঃ

হিত মনে—পূর্বপূর্ব মহাপ্রাজ্ঞগণ এ সম্বন্ধে
 যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে
 সূতমুনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্ত
 বৃত্তান্তই আপনা-দিগকে আমার জ্ঞানবুদ্ধি
 অনুসারে বলিব। চন্দ্র-সূর্য্যের গৃহ, দেবগৃহ,
 চন্দ্রসূর্য্যের সংস্থান ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্ব কথাই
 আপনারা এই প্রসঙ্গে জ্ঞাত হইবেন। পরন্তু
 সম্প্রতি দিব্য, ভৌতিক ও পার্থিব,—এই ত্রিবিধ
 অগ্নির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বলিতেছি। ব্রাহ্মা রজনীর
 অবসানে যখন চারিটি ভূত মাত্র অবশিষ্ট ছিল,
 যখন অপর কোন পদার্থই সৃষ্ট হয় নাই, যখন
 নৈশ অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন, তখন সর্ব
 প্রথমে যে অগ্নি দৃষ্ট হয়, তাহাই পার্থিব অগ্নি।
 যে অগ্নি সূর্য্যে থাকিয়া তাপ দান করে, উহার
 নাম শুচি অগ্নি। যে অগ্নি সূর্য্যে থাকিয়া তাপ
 দান করে, উহার নাম শুচি অগ্নি। উহাই বৈদ্যুত
 অগ্নি। ইহাদিগের লক্ষণ বলিব। বৈদ্যুত, জাঠর
 ও সৌর,—এ তিন অগ্নিই জল-গর্ভ। সেই
 জন্যই সূর্য্য, কিরণ দ্বারা জল পান করত দীপ্তি
 পাইয়া থাকেন। বৃক্ষাগ্নিতে যদি বৈদ্যুতগ্নি
 সমাবিষ্ট হয়, তবে তাহা আর জলসেচনে নিৰ্ব্বাণ
 হয় না। মানবগণের কুক্ষিস্থ জাঠর অগ্নিও
 জলসেচনে শান্ত হয় না। জাঠর অগ্নি অত্যন্ত

অর্চিষ্মান্ পরমঃ সৌর্য্যঃ প্রভবো জাঠরঃ

স্মৃতঃ॥

যশ্চায়ং যশ্চাণী শুক্রেণ নিরুদ্বা সম্প্রকাশতে॥
 প্রভা হি সৌরী পাদেন হ্যস্তং যাতি দিবাকরে
 অগ্নিরাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্ভূরাং প্রকাশতে
 উদ্যাত্তক পুনঃ সূর্য্যমৌক্যমাগ্নেয়মাবিশৎ।
 পাদেন পার্থিবস্যাগ্নেস্তস্মাদগ্নিস্তপত্যসৌ॥১২
 প্রকাশন্ত তথৌহ্যক সৌরাগ্নেয়ে তু তেজসী
 পরস্পরানুপ্রবেশাদপ্যায়তে দিবানিশম্॥
 উত্তরে চৈব ভূম্যর্কে তস্মাদগ্নিঃশ্চ দক্ষিণে।
 উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্য্যে রাত্রিরাবিশতে ত্বপঃ।
 তস্মাত্ত্বা ভবন্ত্যাপো দিবারাত্রিপ্রবেশনাং
 অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে অহর্বে প্রবিশত্যপঃ
 তস্মাদ্ভূতং পুনঃ শুক্লা আপো বিশন্তি ভাস্বর্য
 এতেন ক্রমযোগেণ ভূম্যর্কে দক্ষিণোত্তরে।
 উদয়াস্তময়ে নিত্যমহোরাত্রং বিশত্যপঃ॥১৬

জ্যোতিঃসম্পন্ন। আর যে অগ্নি মণ্ডলাকারে
 নিরুদ্বা ভাবে প্রকাশ পায়, উহা দিবাভাগ অপেক্ষা
 রাত্রিকালে সমধিক দূর প্রকাশসম্পন্ন হয়; কারণ,
 দিবাকর অস্তগমন করিলে একপাদ পরিমিত
 সৌরী প্রভা সেই অগ্নি মধ্যে আবিষ্ট হয়।
 আবার উদয়কালে পার্থিব অগ্নির এক পাদ
 প্রভা সূর্য্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য সূর্য্যদেব
 তাপিত করিয়া থাকেন। ১—১২। প্রকাশ ও
 উদ্বৃত্তা গুণযুক্ত সৌর ও আগ্নেয় তেজোদ্বয়
 পরস্পর অনুপ্রবেশ হেতু দিবারাত্র, পরস্পরের
 আপ্যায়ন সাধন করিয়া থাকে। উত্তর ভূম্যর্কে
 কিম্বা এই দক্ষিণ ভূম্যর্কে সূর্য্যদয় হইলে
 রাত্রি, জলমধ্যে আবিষ্ট হয়। এজন্য দিবাভাগে
 জল তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। আবার সূর্য্য অস্ত
 গমন করিলে দিবা, রাত্রিমধ্যে প্রবেশ করে,
 এ নিমিত্ত রাত্রিকালে জল, শুক্লবর্ণ ভাস্বর্যাকার
 পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্রমে দক্ষিণোত্তর ভূভাগে
 উদয়াস্ত কালে প্রতিদিন দিবা ও

যশাসৌ তপতে সূর্যো পিবয়ন্তে গভস্তিভিঃ।
পার্শ্বিষো হি বিমিষ্যোহসৌ দিবাঃ ওচিরিতি

স্মৃতঃ।।১৭

সহস্রপাদঃ সোহগ্নিস্ত বৃত্তং কুন্তনিতঃ ওচিঃ।

আপত্তে তস্মৈ রশ্মানাং সহস্রৈশ্চ সমস্ততঃ।।১৮

না সন্ন্যৈশ্চৈব সামুদ্রীঃ কৌপ্যৈশ্চৈব সধ বনীঃ

স্বাবরা জলমশ্চৈব যন্ত সূর্যো হিরণ্ময়ঃ।

তস্য রশ্মিসহস্রৈশ্চ বর্ষণীতোক্ষনিব্রবন্।।১৯

তাসাং চতুঃশতা নাভ্যে বর্ষন্তি চিত্রপুর্ণয়ঃ।

বন্দন্যৈশ্চৈব বন্দ্যাহচ ঋতনা নুতনাস্তথা।

অমৃত্য নামতঃ সাবা রশ্ম য় বৃষ্টিসজ্জনাঃ।।২০

হিমবাহ্যশ্চ তাভ্যেঅহিন্যা হিমসজ্জনাঃ

চন্দ্রস্তা নামতঃ সর্বাঃ পীতাস্ত্যস্ত গভস্তয়ঃ।

শুক্রাশ্চ কুক্রাশ্চ ককুভশ্চৈব গাবো বিশ্বভূতস্তথা

শুক্রাস্তা নামতঃ সর্বাঃ ত্রিশতা ঘর্ম্মসজ্জনাঃ।

সমং বিভর্ষি তাভিস্ত মনুষ্যপিতৃদেবতাঃ।।২৩

রাত্রি, জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। যে অগ্নি, সূর্য্যে থাকিয়া কিরণ দ্বারা জল পান করে উহা বিমিশ্র পার্শ্বিবাগ্নি। উহাকে দিব্য অগ্নি বলা যায়। সেই অগ্নি সহস্রপাদ, কুন্তন বৃত্তাকার। সে সহস্ররশ্মি দ্বারা চতুর্দিক্ হইতে সমুদ্র, নদী, কূপ, বিলাদি-গত স্বাবর, জঙ্গম ও সর্ববিধ জল আকর্ষণ পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া থাকে। হিরণ্ময় সূর্য্যের উষ্ণ, শীত ও বর্ষাকরণকারী সহস্র কিরণ আছে। তন্মধ্যে চারিশত কিরণ বিচিত্রমূর্ত্তি; উহার বৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ষণকারী সেই কিরণসমূহ বন্দন, বন্দ্য, ঋতন, নুতন ও অমৃত নামে প্রসিদ্ধ।

১৩—২০। ইহা ব্যতীত তিন শত হিমবর্ষী কিরণ আছে। উহারা দৃশ্য, মেঘ, বাহ্য হ্রাদন ও চন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। সেই হিমবর্ষী কিরণসমূহ পীতাব। ককুভ, বিশ্ব ভূঃ ও শুক্র ইত্যাদি নামে খ্যাত শুক্রবর্ণ তিন শত কিরণ উত্তাপ বর্ষণ করে। সূর্য্য এই সমস্ত কিরণ দ্বারা পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণকে সমানভাবে পোষণ করিয়া থাকেন। তিনি স্বধাদ্বারা পিতৃগণকে, অমৃত দ্বারা

মনুষ্যানৌষধেনেহ স্বধয়া চ পিতৃনপি।

অমৃতেন সুরান সর্বান রশ্মিভিস্তপয়ত্যসৌ।।

বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ সতৈঃ সূতপতে ত্রিভিঃ

বর্ষাঋতো শরদি চ চতুর্ভিঃ সম্ভবন্তি।।২৫

হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমং স সূর্য্যতে নিভিঃ

ওষধীষু বলাং ধন্তে স্বধয়া চ পিতৃনপি।

সূর্য্য হমরত্মমমৃতত্রয়ং ত্রিষু নিয়জ্জতি।।২৬

এবং রশ্মিসহস্রং তৎসৌরং লোককর্ষসাধকম্।

ভিদ্যতে ঋতুমাশাদ্য জলশীতোক্ষনিব্রবন্।।২৭

ইত্যেতন্মণ্ডলং শুক্রং ভাস্করং সূর্য্যসংজ্ঞিতম্।

নক্ষত্রগ্রহসোমানাং প্রতিষ্ঠা যৌনিরেবচ।

ঋক্ষচন্দ্রগ্রহাঃ সর্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসত্ত্ববঃ।।২৮

নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমো গ্রহরাজো দিবাকরঃ।

শেবাঃ পঞ্চ গ্রহা জ্যোঈশ্বর্য্যঃ কমিরূপিণঃ।।২৯

পঠ্যতে চাগ্নিরাদিত্য উদকচন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।

সুরগণকে এবং ওষধি দ্বারা মনুষ্যগণকে তর্পিত করিয়া থাকেন। সূর্য্য, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তিন শত কিরণে তাপ দান, বর্ষা ও শরৎ কালে চারিশত কিরণে বর্ষণ, এবং হেমন্ত ও শিশিরকালে তিনশত কিরণে হিম সৃজন করিয়া থাকেন। সূর্য্য ত্রিবিধ কিরণ দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম সাধন করেন। তিনি নিজ কর-পরিপুষ্ট ওষধি-সমূহে বলাধান, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের পুষ্টি সম্পাদন, এবং অমৃত দ্বারা অমরত্ব বিধান করেন। তদীয় তিনওণে ত্রিবিধ পদার্থ পুষ্টি করেন। সূর্য্যের রশ্মিসহস্র এই ভাবে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ভাব ধারণ করত জল শীত ও উত্তাপ সৃজন করিয়া থাকে। শুক্র-ভাস্কর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, নক্ষত্র-গ্রহ-চন্দ্রাদির প্রতিষ্ঠা স্থান ও উদ্ভবহেতু। তারা-চন্দ্র-গ্রহাদি সূর্য্য হইতে জন্মিয়াছে। নক্ষত্রাধিপতি সোম; গ্রহরাজ সূর্য্য। অপর পাঁচটি গ্রহ, কামরূপী এবং অসাধারণ সামর্থ্যসম্পন্ন। অগ্নিই আদিত্য এবং জলই চন্দ্র; এইরূপ বেদে

শেষাণাং প্রকৃতিং সম্যগ্‌বর্ণ্যমানাং নিবোধত
 সুরসেনাপতিঃ স্বন্দঃ পঠ্যতেহস্মায়কো গ্রহঃ।
 নারায়ণং বুধং প্রাহর্দেবং জ্ঞানবিদো বিদুঃ।।
 রুদ্রো বৈবস্বতঃ সাক্ষাকর্মো লোকে প্রভুঃ স্বয়ম
 মহাগ্রহো দ্বিজশ্রেষ্ঠো মন্দগামী শনৈশ্চরঃ।।৩২
 দেবাসুরগুরু দ্বৌ তু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ।
 প্রজাপতিসুতাবেতাবৃতৌ শুক্রবৃহস্পতী।
 আদিত্য মহেন্দ্রশ্চ তয়োরাধিপত্যে বিনির্মিতৌ
 আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোকং নাত্র সংশয়ঃ।
 ভবত্যস্য জগৎকৃৎস্নং স দেবাসুরমানুষম্।।৩৪
 রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রচন্দ্রাণাং বিশ্বেন্দ্রাঙ্গিদিবৌকসাম্
 দ্যুতির্দ্যুতিমতাং কৃৎস্না যন্তেজঃ সার্বলৌকিকম
 সর্বকায়্য সর্বলোকেশো মূলং পরমদৈবতম্।
 ততঃ সঞ্জায়তে সর্বং তত্র চৈষ প্রলীয়তে।।৩৫
 ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যামিঃসূতৌ
 পুরা।

পঠিত হয়। অপর কয়টি গ্রহের প্রকৃতি আমি
 বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। সুর-সেনাপতি
 স্বন্দাদেবই মঙ্গলগ্রহ; এবং নারায়ণই বুধ।
 জ্ঞানবান্‌গণ এরূপ বলিয়া থাকেন। ২১—
 ৩১। রুদ্রদেবই সাক্ষাৎ ধর্মরাজ বৈবস্বত যম
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিই মন্দগামী শনৈশ্চর-গ্রহ-
 কার পরিগ্রহ করিয়াছেন। দেবগুরু ও অসুরগুরু,
 ইহঁরা দুইজন জ্যোতিষ্মান্‌ মহাগ্রহ। এই শুক্র ও
 বৃহস্পতি, প্রজাপতির সন্তান। ইহঁদিগের প্রভাবেই
 দৈত্যপতি ও দেবরাজ প্রতাপবান্‌। সমগ্র
 লোকত্রয় আদিত্যমূলক; এ বিষয়ে সংশয় নাই।
 স দেবাসুর মানুষ সমগ্র জগৎই ইহঁর। হে
 বিশ্বেন্দ্রগণ। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও চন্দ্রাদি
 দেবগণের যে তেজ, তাহাও এই সূর্যেরই দ্যুতি,
 ইনি সর্বকায়্য, সর্বলোকেশ, মূলভূত ও পরম
 দেবতা। সকলই সূর্য্য হইতে জন্মে এবং সমস্তই
 সেই সূর্য্যে লয় পায়। লোক-সমূহের সম্ভাব ও
 অভাব, পূর্বকালে আদিত্য হইতেই নিঃসৃত

জগজ্জ্যো গ্রহো বিপ্রা দীপ্তিমান্‌ সুগ্রহো
 রবিঃ।।৩৬
 যত্র গচ্ছন্তি নিধনং জায়ন্তে চ পুনঃপুনঃ।
 ক্ষণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
 মাসাঃ সংবৎসরাশ্চৈব ঋতবোহদযুগানি চ।।
 তদাদিত্যাদৃতে ন নিগমো ন দীক্ষা নাহিকক্রমঃ।।
 ঋতুনাংবিভাগশ্চ পুষ্পমূলফলং কুতঃ।
 কুতঃ শস্যোভিনিষ্প শুণ্ডগৌষধিগণাদি বা।।৪০
 অভাবো ব্যবহারাণাং দেবানাং দিবি চেহ চ।
 জগৎপ্রতাপনমৃতে ভাস্করং বাতিরক্ষয়ম্।।৪১
 স এব কালশ্চগ্নিশ্চ দ্বাদশাঙ্গা প্রজাপতিঃ।
 তপত্যেয দ্বিজশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।।
 স এব তেজসাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্বলৌকিকঃ
 উত্তমং মার্গমাস্থায় বায়োর্ভাবরিদং জগৎ।
 পার্শ্বমুর্দ্ধমধশ্চৈব তাপয়ত্যেয সর্ব শঃ।।৪৩
 রবেরশ্মিসহস্রং যৎপ্রাঙ্গন্য সমুদাহতম্।

ইহঁরাছে। হে বিপ্রগণ! জগৎই গ্রহময় জানিবে।
 রবিই মূর্ত্তিমান্‌ সুগ্রহ। ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা,
 পক্ষ, মাস, সংবৎসর, ঋতু, অদ, যুগ,—এ
 সমস্তই সেই সূর্য্যে নিয়ত লব্ধোদয় প্রাপ্ত হয়।
 সেই আদিত্য ব্যতীত কাল সংখ্যা করা যায় না।
 কালজ্ঞান ব্যতীত দীক্ষা অহিকাদি কিছুই সিদ্ধ
 হয় না। ঋতু-বিভাগ-ভাবে ফলপুষ্প-মূল সকল
 উৎপন্ন হয় কি প্রকারে? শস্যোৎপত্তি এবং
 মহৌষধিসমূহই সজ্জত হইবে কেন? সেই জগৎ-
 প্রতাপন বারিতক্ষর ভাস্কর ব্যতীত কি
 মর্ত্যলোক—কি সুরলোক,—কুত্রাপ ব্যবহার-
 নিষ্পত্তি হইতে পারে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!
 দ্বাদশাঙ্গা প্রজাপতি সূর্য্যই কাল ও অগ্নিস্বরূপ;
 তিনিই সচরাচর ত্রৈলোক্যে তাপদান করিয়া
 থাকেন। সর্বলোক-হিতকর তেজোরাশি সূর্য্য,
 উত্তম বায়ু-পথাশ্রয়ে কিরণ দ্বারা পার্শ্ব, উর্দ্ধ ও
 অধোভাগ সম্ভাপিত করেন। ৩২—৪৩। আমি
 রবির যে সহস্র রশ্মির কতা বলিয়াছি,

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ।।
 সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্মা তথৈব চ।
 বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যো সংযদ্ব সুরতঃপরম্।
 অর্কবাগবদ্বঃ পুনশ্চান্যো স্বরাড়ন্যঃ প্রকীর্তিতঃ
 সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু ক্ষীণং শশিনমেধয়ন্।
 তির্য্যগৃধ্রপ্রচারোহসৌ সুষুম্নঃ পরিকীর্ত্যতে।
 হরিকেশঃ পুরন্দাদ্য ঋক্ষযোনিঃ প্রকীর্ত্যতে।
 দক্ষিণে বিশ্বকর্মা তু রশ্মির্বর্জয়তে বৃধম্।।৪৭
 বিশ্বশ্রব স্তু যঃ পশ্চাচ্ছুরুযোনিঃ স্মৃতা বৃধৈঃ।
 সংযদ্বসুশ্চ যো রশ্মিঃ সা যোনির্লোহিতস্য তু।
 ষষ্ঠদ্বর্বাগবসু রশ্মির্যোনিস্তু সা বৃহস্পতেঃ।
 শনৈশ্চরং পুরশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্।।
 এবং সূর্য্যপ্রভাবেণ গ্রহনক্ষত্রতারকাঃ।
 বর্জ্যন্তে বিদিতাঃ সর্বা বিশ্বং চেদং পুনর্জগৎ।
 ন ক্ষীয়ন্তে পুনস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা।।৫০
 ক্ষেত্রাণ্যেতানি বৈ পূর্ব্বমাপত্তি গভস্তিভিঃ।
 তেষাং ক্ষেত্রাণ্যখাদন্তে সূর্য্যো নক্ষত্রতাংগতঃ

তন্মধ্যে সাতটি রশ্মি প্রধান। উহারাই গ্রহযোনি।
 উহাদিগের নাম যথা— সুষুম্ন, হরিকেশ,
 বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবাঃ, সংযদ্বসু, অর্কবাগবসু ও
 স্বরাট্। সুষুম্ন রশ্মি, ক্ষীণ চন্দ্রের বৃদ্ধি সাধন
 করে; উহার প্রচার তির্য্যক্-উর্দ্ধ দিকে। হরিকেশ
 রশ্মি পুরোভাগবর্তী; উহা নক্ষত্রযোনি। বিশ্বকর্মা
 রশ্মি দক্ষিণে থাকিয়া বৃধের বৃদ্ধিসাধন করে।
 বিশ্বশ্রবা রশ্মি পশ্চাদ্ভাগস্থ; উহাই শুক্রযোনি।
 সংযদ্বসু রশ্মি, বৃহস্পতির যোনি এবং স্বরাট্
 নামক রশ্মি, শনৈশ্চরের আপ্যায়নসাধন করে।
 এই প্রকারে সূর্য্য প্রভাবেই গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জগৎই সূর্য্য দ্বারা প্রকটিত
 হইয়া থাকে। ক্ষয় পায় না বলিয়া ‘নক্ষত্র’ এই
 নাম নিরুদ্ভূত হইয়াছে। সূর্য্য প্রথমতঃ কিরণ দ্বারা
 সেই সকলের ক্ষেত্রে আপতিত হয়েন, আর
 তাহাদিগের ক্ষেত্র সকল গ্রহণ করেন; এজন্য
 তাহাদিগের নক্ষত্রত্ব সিদ্ধ হয়। গ্রহাশ্রয়ে থাকিয়া

তীর্ণানাং সুকৃতেনেহ সুকৃতাশ্চে গ্রহাশ্রয়াৎ।
 তারানাং তারকা হোতাঃ শুক্রত্বাচ্চৈব তারকাঃ
 দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানান্ধৈব সর্ব্বশঃ।
 আদানান্নিত মাদিত্যস্তমসাং তেজসাং মহান্।।
 সুবতি স্যন্দনার্থে চ ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
 সবনান্তেজসোহপাঞ্চ তেনাসৌ সবিতা মতঃ।।
 বহুর্শ্চন্দ্র ইত্যেব হলাদনে ধাতুরিষ্যতে।
 শুক্রত্বে চামৃতত্বে চ শীতত্বে বিভাব্যতে।।৫৫
 সূর্য্যচন্দ্রমসোর্দিব্যো মণ্ডলে ভাস্বরে খগে।
 জ্বলন্তেজোময়ে শুক্রে বৃন্তকুন্তনিতো শুভে।।
 ঘনতোয়াস্বকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
 ঘনতোয়াস্বকং শুক্রং মণ্ডলং ভাস্করস্য তু।।৫৭
 বিশস্তি সর্ব্বদেবাস্তু স্থানান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
 বিশস্তি সর্ব্বমু ঋক্ষসূর্য্যগ্রহাশ্রয়াঃ।।৫৮
 তানি বেদগৃহাণ্যেব তদাখ্যাস্তে ভবন্তি চ।
 সৌরং সূর্য্যোহবিশং স্থানং সৌম্যং সোম-
 স্তথৈব চ।।৫৯

সুকৃত-সমুত্তীর্ণ জনগণের ত্রাণ-সাধন সহায়তা
 করে বলিয়া ইহারা তারকা; আর শুক্র তেজোময়
 বলিয়াও ইহাদিগকে তারকা বলা যায়। দিব্য,
 পার্থিব, নৈশ তমোরাশির নিয়ত আদান করেন
 বলিয়া সেই তেজোরাশিকে আদিত্য বলে।
 ‘সু’ধাতু, ক্ষরণার্থক। তেজ ও জল ক্ষরণ
 করেন বলিয়া সূর্য্যের সবিতা নাম নির্বাচিত
 হইয়াছে। ‘চন্দ’ ধাতু, আহ্বাদন, শুক্রত্ব, অমৃতত্ব,
 শীতত্বাদি বিবিধার্থযুক্ত; উহা হইতে ‘চন্দ্র’ শব্দ
 নিষ্পন্ন।।৪৪—৫৫। আকাশস্থ চন্দ্র-সূর্য্যের
 মণ্ডলদ্বয়, জল তেজোময়, দিব্য, ভাস্বর, শুক্রবর্ণ,
 কুণ্ডসম বৃত্তাকার। তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, ঘন-
 তোয়াস্বক; আর সূর্য্যমণ্ডল ঘন তেজোময়।
 সমস্ত দেবগণ এই সমস্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া
 থাকেন। সকল মনুষ্যেরেই তাঁহারা চন্দ্র-সূর্য্য
 গ্রহাদির আশ্রয়ে থাকিয়া প্রকাশমান হয়েন।
 তাঁহাদিগের সেই সকল আশ্রয় স্থানই দেবগৃহ
 বলিয়া খ্যাত। সূর্য্য সৌরস্থান, সোম সৌম্যস্থান,

শৌক্ৰং শুক্ৰোহবিশং স্থানং ষোড়শার্চিঃ

প্রতাপবান্ ॥

বৃহদ্বৃহস্পতিশ্চৈব লোহিতশ্চৈব লোহিতঃ।

শানৈশ্চরং তথা স্থানং দেবশ্চৈব শানৈশ্চরঃ ॥

আদিত্যরশ্মিসংযোগাৎ সম্প্রকাশাশ্চিকাঃ স্মৃতাঃ

নবযোজনসাহস্রো বিষ্ণুস্তঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ।

ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলঞ্চ প্রমাণতঃ।

দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ।

তুল্যস্তয়োস্তয়োস্ত স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসপতি।

উদ্ধৃত্য পার্ধিবচ্ছায়াং নির্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ ॥

স্বর্ভানোস্ত বৃহৎস্থানং নির্মিতং যন্তমোময়ম্।

আদিত্যাস্তচ্চ নিষ্কম্য সোমং মণ্ডলাকৃতিঃ ॥

আদিত্যমেতিসোমাস্তচ্চ পুনঃ সোমঞ্চ পর্ব্বসু ॥

স্বর্ভাসা নুদতে যম্মাস্ততঃ স্বর্ভানুরুচ্যতে ॥৬৮

চন্দ্রস্য ষোড়শো ভাগো ভার্গবশ্চ বিধীয়তে।

বিষ্ণুস্তান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনাগ্ৰাৎ প্রমাণতঃ ॥

ভার্গবাৎ পাদহীনস্ত বিজ্জ্যেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ।

ষোড়শার্চি প্রতাপবান্ শুক্ৰ, শৌক্ৰ স্থান, বৃহস্পতি বৃহৎ স্থান, মঙ্গল লোহিত স্থান এবং শানৈশ্চর শানৈশ্চর স্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৫৬—৬০। সেই সমস্ত স্থান আদিত্য-রশ্মি-সংযোগে সুপ্রকাশ। সূর্য্য-মণ্ডলের বিষ্ণুস্ত-পরিমাণ সহস্র যোজন। মণ্ডলের বিস্তারপরিমাণ ইহার ত্রিগুণ। সূর্য্যবিস্তার অপেক্ষা চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ। রাহু, ইহাদিগের তুল্যাকারে অধোভাগে বিচরণ করে। পৃথিবীর ছায়া দ্বারা সেই মণ্ডলাকৃতি রাহু নির্মিত। উহার বৃহৎ স্থান তমোময়। রাহু, পূর্ণিমাদিনে আদিত্য ইহাতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সোমে প্রবেশ করে, এবং অমাবস্যার দিন সোম ইহাতে পুনরায় আদিত্যে প্রবিষ্ট হয়। নিজ তেজো দ্বারা স্বর্লোক সমাচ্ছাদিত করে বলিয়া উহাকে স্বর্ভাসু বলে। শুক্ৰ, চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ। বৃহস্পতি, বিষ্ণুস্ত পরিমাণাদি দ্বারা তদপেক্ষা পদাহীন এবং যোজনাগ্রবর্তী। মঙ্গল ও শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা

বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ কুজসৌরাবভৌ স্মৃতৌ।

বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পাদহীনস্তয়োর্বৃধঃ ॥৬৭

তারানক্ষত্ররূপাণি বপুশ্চক্ৰীহ যানি বৈ।

বুধেন সমতুল্যানি বিস্তারান্মণ্ডলাদথ ॥৬৮

প্রায়শ্চন্দ্রযোগীণি বিদ্যাদৃক্ষাণি তত্ত্ববিৎ।

তারানক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্ ॥৬৯

শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি ত্বে চৈব যোজনে।

পূর্ব্বাপরনিকৃষ্টানি তারকামণ্ডলানি তু।

যোজনান্যর্কমাত্রাণি তেভ্যো হুস্বং ন বিদ্যতে ॥

উপরিষ্ঠান্দ্রয়স্তেবাং গ্রহা য়ে দূরসর্পিণঃ।

সৌরোহস্মিরাস্ত বক্রশ্চ জ্যেয়ো মন্দবিচারিণঃ ॥

তেভ্যোহধস্তাস্থ চত্বারঃ পুনরণ্যে মহাগ্রহাঃ।

সূর্য্যঃ সোমো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চৈব শীঘ্রগাঃ ॥

যাবস্তান্তারকাঃ কোট্যস্তাবদৃক্ষাণি সর্ব্বশাঃ।

বীথীনাং নিয়মাচ্চৈবমৃক্ষমার্গো ব্যবহৃতঃ ॥৭০

গতিস্তাস্থেব সূর্য্যস্য নীচোচ্চত্বেহয়নক্রমাৎ।

উত্তরায়ণমার্গস্থো যদা পর্ব্বসু চন্দ্রমাঃ।

একপাদ-হীন। ইহাদিগের অপেক্ষাও বিস্তার-মণ্ডল-পরিমাণে বুধ একপাদ-হীন। অপেক্ষাকৃত স্থূল যে সকল তারকা দৃষ্ট হয়, তাহারা বিস্তার মণ্ডলাদিতে বুধের সমান। উহারা প্রায়শঃ চন্দ্র-সম্মিধানবর্তী। তত্ত্বজ্ঞ মানব ইহা জ্ঞাত হইবেন। তারা নক্ষত্রাদি পরস্পর পঞ্চ, চারি, তিন, দুই, এক ও অর্ক যোজন ব্যবধানে বিরাজমান। এতদপেক্ষা অল্প ব্যবধানে কোন জ্যোতিষ্কের সংস্থান নাই। শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল,—ইহারা সকল গ্রহের উপরিভাগে মন্দভাগে বিচরণ করেন। ইহাদিগের অধোভাগে অপর চারিটি মহাগ্রহ—সূর্য্য, সোম, বুধ ও শুক্ৰ,—ইহারা শীঘ্র বিচরণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ যত তারা দৃষ্ট হয়, তত কোটি নক্ষত্র গগনতলে বিদ্যমান। বীথী অনুসারে নক্ষত্রপথ অবস্থিত। ৬১—৭০। সেই পথেই সূর্য্য অয়নানুসারে নীচ-উচ্চ ভাবে গমনাগমন করেন। পর্ব্বকালে যখন চন্দ্রমা উত্তরায়ণ পথে অবস্থান করেন,

বোধং যৌধোহথ স্বর্ভানুঃ স্বর্ভানোঃ

স্থানমাস্থিতঃ ॥৭৪

নক্ষত্রাণি চ সৰ্ব্বাণি নক্ষত্রাণি বিশদ্ব্যত।
গৃহাণ্যেতানি সৰ্ব্বাণি জ্যোতীংষি সুকৃতান্যনাম্
কল্পাদৌ সম্প্রবৃত্তানি নিৰ্মিতানি স্বয়ম্ভুবা।
স্থানন্যেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংগ্ৰবম্ ॥৭৬
মহন্তরেষু সৰ্বেষু দেবতায়তনানি বৈ।
অভিমানিনোহবতিষ্ঠন্তি স্থানানি তু পুনঃপুনঃ
অতীতেষু সহাতীতা ভাব্যা ভাব্যোঃ

সুরাসুরৈঃ।

বর্তন্তে বর্তমানৈশ্চ স্থানানি স্বৈঃ সুরৈঃ সহ ॥
অগ্নিমহন্তরে চৈব গ্রহা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ।
বিবস্থাননিতৈঃ পুত্রঃ সূর্যো বৈবস্বতেহন্তরে ॥
ত্বিষিমান্ ধৰ্মপুত্রস্ত সোমদেবো বসুঃ স্মৃতঃ।
শুক্রে দেবস্ত বিজ্ঞেয়ো ভার্গবোহসুরযাজকঃ
বৃহত্তেজাঃ স্মৃতো দেবো দেবাচার্য্যোহগ্নিরঃ

সূতঃ।

বুধো মনোহরশ্চৈব ত্বিষিপুত্রস্ত স স্মৃতঃ ॥
অগ্নিৰ্বিকল্পাৎ সঙ্কল্পে যুবাসৌ লোহিতাধিপঃ।
নক্ষত্রাঙ্কগামিন্যো দাক্ষায়ণ্যঃ স্মৃতাশ্চ তাঃ ॥

তখন বুধ বুধস্থানে, রাহু রাহুস্থানে, এবং নক্ষত্র
সকলও নক্ষত্রস্থানে অবস্থান করে। সেই সকল
স্থান, সুকৃতাত্মা জনগণের জ্যোতি দ্বারা নিৰ্মিত।
ব্রহ্মা কল্পাদি কালে তৎসমস্ত নিৰ্মাণ করিয়াছেন।
এই সকল স্থান মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। এইসকল
দেবগৃহ, তখন অভিমানাত্মরূপে অবস্থান করে।
ইহারা অতীত দেবগণসহ অতীত হইয়াছে, ভাবী
দেবগণ সহ প্রাদুর্ভূত হইবে এবং বর্তমান দেবগণ
সহ বর্তমান রহিয়াছে। বর্তমান মহন্তরে গ্রহগণ
বৈমানিক বলিয়া স্থিরীকৃত। বৈবস্বত মহন্তরে
অদিতিপুত্র বিবস্থান্ সূর্য্যদেব, ধৰ্মপুত্র ত্বিষিমান,
বসু চন্দ্র দেব, অসুরযাজক ভার্গব শুক্রেদেব,
অগ্নিরোনন্দন দেবাচার্য্য বৃহত্তেজা বৃহস্পতি,
ত্বিষিপুত্র মনোহর বুধ, অগ্নি-বিকল্পজাত যুবা
মঙ্গল, দাক্ষায়ণীগণ নক্ষত্র এবং সিংহিকা-পুত্র
ভূতসন্তাপন অসুর রাহু হয়েন। নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য

স্বর্ভানুঃ সিংহিকাপুত্রো ভূতসন্তাপনোহসুরঃ।
সোমর্কগ্রহসূর্য্যো তু কীর্তিতাস্ত্ৰভিমানিনঃ ॥
স্থানান্যেতান্যথোক্তানি স্থানান্যশ্চৈব দেবতাঃ।
শুক্রেমগ্নিময়ং স্থানং সহস্রাংশোবিবস্বতঃ ॥৮৪
সহস্রাংশোত্বিসং স্থানমগ্নয়ং শুক্রমেব চ।
আপ্যং শ্যামং মনোজস্য পঞ্চরশ্মেগৃহং স্মৃতম্
শুক্রেসাপ্যগ্নয়ং স্থানং সপ্ত ষোড়শর শ্যবৎ।
নবরশ্মেগৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুদ্ধস্য অগ্নয়ম্ ॥
হরিচ্চাপ্যং বৃহচ্চাপি দ্বাদশাংশোবৃহস্পতেঃ।
অষ্টরশ্মেগৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুদ্ধস্য অগ্নয়ম্ ॥
স্বর্ভানোস্তামসং স্থানং ভূতসন্তাপনলিয়ম্।
বিজ্ঞেয়াস্তারকাঃ সৰ্ব্বাঙ্কগামিন্যেবকরগ্নয়ঃ ॥৮৮
আত্মন্যঃ পুণ্যকীর্তিনাং সুশুক্রেশ্চৈব বর্ণিতঃ।
ঘনতোয়াধিকা জ্ঞেয়াঃ কল্পাদৌ বেদনিৰ্মিতাঃ
উচ্চত্বাদৃশ্যতে শীঘ্রমভিব্যক্তৈর্গভস্তিভিঃ ॥৯০
তথা দক্ষিণমার্গস্থো নীবীবীধীসমাপ্রিতঃ।
ভূমিলেখাবৃতঃ সূর্য্যঃ পূর্ণিমাবাস্যয়োস্তথা।

গ্রহাদির অভিমানী দেবতাগণের ও তাহাদিগের
স্থানসমূহের বিবরণ এই বলিলাম। সহস্রকিরণ
বিবস্থানের স্থান অগ্নিময় শুক্রবর্ণ। চন্দ্রের স্থান
জলময় শ্বেতবর্ণ। পঞ্চরশ্মি বুধের স্থান জলময়
শ্যামবর্ণ। ষোড়শরশ্মি শুক্রেের স্থানও জলময়।
নবরশ্মি মঙ্গলের স্থান লোহিত-বর্ণ জলময়।
নবরশ্মি মঙ্গলের স্থান লোহিত-বর্ণ জলময়।
দ্বাদশরশ্মি বৃহস্পতির স্থান বৃহৎ হরিদ্বর্ণ।
অষ্টরশ্মি শনির স্থান কৃষ্ণবর্ণ জলময়। রাহুর
স্থান তামস,—প্রাণিবর্গের তাপগ্রদ। তারকাসমূহ
ও একরশ্মি, জলময়, অতি শুভ্রবর্ণ ও
পুণ্যকীর্তিগণের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। বিধাতা
কল্পাদিকালে উহাদিগকে অতিশয় উচ্চ হইলেও
সুব্যক্ত কিরণ দ্বারা অবিলম্বে দৃষ্টিগোচর হয়।
৭৪—৯০। সূর্য্য যখন দক্ষিণপথে নাগবীধীতে
বিচরণ করেন, তখন ভূমিলেখা দ্বারা আবৃত
হইয়া অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যথাকালে নয়নাগোচর
হয়েন না এবং শীঘ্র অন্ত গমন করেন। নিশাকর

ন দৃশ্যতে যথাকালং শীঘ্রমন্তমুপৈতি চ।।৯১
 তস্মাদুত্তরমার্গস্থো হ্যমাবাস্যাং নিশাকরঃ।
 দৃশ্যতে দক্ষিণে মার্গে নিয়ম দৃশ্যতে ন চ।।৯২
 জ্যোতিষাং গতিযোগেন সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ।
 সমানকালান্তময়ো বিযুবৎসু সমোদয়ো।।৯৩
 উত্তরাসু চ বীথীষু ব্যস্তরাস্তময়োদয়ো।
 পৌর্ণিমাভাস্যয়োজ্জৈর্যৌ জ্যোতিশ্চক্রানুবর্তিনৌ
 দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা ভবতি রশ্মিবান্।
 তদা সর্বগ্রহাণাং স সূর্য্যোদ্যতাং প্রসপতি।।৯৪
 বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্ধ্বং চরতে শশী।
 নক্ষত্রমণ্ডলং কৃত্বা সোমাদুর্ধ্বং প্রসপতি।
 নক্ষত্রেভ্যো বৃধশ্চোর্ধ্বং বৃধাদুর্ধ্বং বৃহস্পতিঃ।
 তস্মাচ্ছানৈশবাক্ষাচর্কং তস্যোঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।।
 ঋষীণাং চৈব সপ্তানাং ধ্রুব উর্ধ্বং ব্যবস্থিতঃ।।
 দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ।
 তারাগ্রহান্তরাণি স্যুরূপরিষ্টাদ্যথাক্রমম্।।৯৬
 গ্রহাশ্চ চন্দ্রসূর্য্যো তু দিবি দিব্যেন তেজসা।
 নিত্যমৃক্ষেষু যুজ্যন্তি গচ্ছন্তি নিয়মক্রমাৎ।।৯৯

যখন উত্তর পথে থাকেন, তখন দৃষ্ট হয়েন;
 কিন্তু দক্ষিণ পথে থাকিলে নিয়ম অনুসারে
 কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া থাকেন।
 জ্যোতির্গণের গতির নিয়ম আছে। তদনুসারে
 চন্দ্রসূর্য্যেরও নিয়মিতকালে বিযুব-রেখায় উদয়াস্ত
 হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরবীথীতে অমাবস্যা-
 পূর্ণিমায় অস্তোদয়ের কালব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয়।
 সূর্য্য যখন দক্ষিণায়ন পথবর্ত্তী হয়েন, তখন
 তিনিই সকল গ্রহের নিম্নচারী। তদুর্ধ্বে
 বিস্তীর্ণমণ্ডল চন্দ্র, তদুর্ধ্বে নক্ষত্রমণ্ডল, তদুর্ধ্বে
 বৃধ, তদুর্ধ্বে বৃহস্পতি, তদুর্ধ্বে শনৈশ্চর, তদুর্ধ্বে
 সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং তদুর্ধ্বে ধ্রুব অবস্থিত। উর্ধ্বে
 দুইলক্ষ যোজন ক্রমে তারাগ্রহগণের অন্তর-
 পরিমাণ জ্ঞাতব্য। চন্দ্র সর্ব গ্রহগণ মধ্যে দিব্য
 তেজোময় গগনমণ্ডলে প্রতিদিন যথানিয়মে
 নক্ষত্রনিকরে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকেন।
 নিয়মিত গমন-পরায়ণ উচ্চ সন্নিহিত বিপ্রকৃষ্ট

গ্রহনক্ষত্রসূর্য্যাস্ত নীচোচ্চমুদ্রবস্থিতাঃ।
 সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎপ্রজাঃ।।১০০
 পরস্পরস্থিতা হ্যেতে যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্।
 অসঙ্করণে বিজ্ঞেয়স্তেষাং যোগস্ত বৈ বৃধেঃ।।
 ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ পৃথিব্যাং জ্যোতিষস্য চ
 দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ।।১০২
 বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ।
 এতে চৈব গ্রহাঃ পূর্ব্বং নক্ষত্রেষু সমুখিতাঃ।।
 বিবস্বানদিতৈঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈ চান্দ্রমহন্তরে
 বিশাখাসু সমুৎপন্নো গ্রহাণাং প্রথমো গ্রহঃ।।
 ত্রিষিমান ধর্ম্মপুত্রস্ত সোমো বিশ্বাবসুস্তথা।
 শীতরশ্মিঃ সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকাসু নিশাকরঃ।।১০৫
 ষোড়শার্চির্ভূগোঃ পুত্রঃ শুক্রঃ সূর্য্যাদনস্তরম্
 তারাগ্রহাণাং প্রবরস্তিষ্যক্ষেত্রে সমুখিতঃ।।১০৬
 গ্রহশ্চাদিরসঃ পুত্রো দ্বাদশার্চির্বৃহস্পতিঃ।
 ফল্গুনীষু সমুৎপন্নঃ সর্ব্বাসু চ জগদ্গুরুঃ।।১০৭

গ্রহগণ, পরস্পর নীচাদিভাবে প্রজাবর্গের নেত্র
 পথগত হয়েন। কিন্তু কদাচ বেছে কাহারও
 সহিত সংশ্লিষ্ট হন না; উহাদিগের যে যোগ
 হয়, তাহাও অসংশ্লিষ্ট রূপেই বুদ্ধিমান মানবের
 জ্ঞাতব্য। আপনাদিগের নিকট এই পৃথিবীর
 জ্যোতিশ্চক্র, দ্বীপ, সাগর, পর্ব্বত, বর্ষ, নদী,
 এবং এতৎসমস্তের অধিবাসীদিগের বিবরণ
 বলিলাম। এই সমস্ত গ্রহ, পূর্ব্বকালে নক্ষত্রসমূহে
 সমুৎপন্ন হয়। ৯১—১০৩। গ্রহগণের অগ্রগণ্য
 অদিতিপুত্র বিবস্বান্ সূর্য্য, চান্দ্রমহন্তরে
 বিশাখানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপুত্র, ত্রিষি-
 মান্, বিশ্বাবসু, সোম, শীতরশ্মি, নিশাকর
 কৃত্তিকাতে সমুৎপন্ন হয়েন। সূর্য্যের পর, ষোড়শ-
 রশ্মি, ভূগুপুত্র, তারাগ্রহবর শুক্র, পুশ্যা-নক্ষত্রে
 প্রাদুর্ভূত হয়েন। দ্বাদশরশ্মি, আদিরস জগদ্গুরু
 বৃহস্পতি, সমগ্র ফাল্গুনীনক্ষত্রে আবির্ভূত হয়েন।
 নবরশ্মি প্রজাপতিসূত মঙ্গলগ্রহ, আষাঢ়া নক্ষত্রে
 জন্ম লাভ করেন। রেবতী নক্ষত্রে সপ্তরশ্মি

নবার্চির্লোহিতাস্তু প্রজাপতিসূতো গ্রহঃ।
 আষাঢ়াষ্মিহ পূর্বাসু সমুৎপন্ন ইতি শ্রুতিঃ॥
 রেবতীষ্বেব সপ্তার্চিস্তথা সৌরঃ শনৈশ্চরঃ।
 রেবতীষু সমুৎপন্নৌ গ্রহৌ চন্দ্রার্কমর্দনৌ॥১০৯
 এতে তারাগ্রহশ্চৈব বোধব্য ভার্গবাদয়ঃ।
 জন্মনক্ষত্রপীড়াসু যাপ্তি বৈগুণ্যতাং যতঃ।
 স্পৃশস্তে তেন দোষেণ ততস্তা গ্রহভক্তিসু॥
 সর্বগ্রহাণামেতেষামাদিরাদিত্য উচ্যতে।
 তারাগ্রহাণাং শুক্রস্তু কেতুনাং চৈব ধূমবান্॥
 ধ্রুবঃ কীলো গ্রহাণাং তু বিভক্তানাং চতুর্দিশম্
 নক্ষত্রাণাং শ্রবিষ্ঠা স্যাদয়নানাং তথোত্তরম্॥
 বর্ষাণাং চাপি পঞ্চানামাদ্যঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ।
 ঋতুনাং শিশিরং চাপি মাসানাং মাঘ এব চ॥
 পক্ষাণাং শুক্লপক্ষস্তু তিথীনাং প্রতিপত্তায়া।
 অহোরাত্রবিভাগানামহুচাপি প্রকীর্তিতম্॥
 মুহূর্ত্তানাং তথৈবাদিমুহূর্ত্তো রুদ্রদৈবতঃ।
 অঙ্কোশ্চাপি নিমেষাদিঃ কালঃ কালবিদো মতঃ
 শ্রবণান্তঃ শ্রবিষ্ঠাদি যুগং স্যাৎ পঞ্চবার্ষিকম্।

শনৈশ্চর এবং রাহু ও কেতু গ্রহদ্বয় সমুৎপন্ন হয়। শুক্রপ্রমুখ তারাগ্রহগণ জন্মনক্ষত্রের পীড়া জন্মাইলে বিবিধ ক্রেশ এবং গ্রহভক্তিবশতঃ নানা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। আদিত্য সমস্ত গ্রহের আদি, শুক্র সমস্ত তারাগ্রহের আদি, এবং কেতু সমস্ত কেতুগ্রহের আদি। আর চতুর্দিকে বিভক্ত গ্রহগণের কীলরূপী ধ্রুব, সমস্ত গ্রহগণের আদি। নক্ষত্রগণের মধ্যে শ্রবিষ্ঠা, অয়ন মধ্যে উত্তর, পঞ্চবিধ বর্ষের মধ্যে সংবৎসর, ঋতুগণ মধ্যে শিশির, মাস সকলের মধ্যে মাঘ, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুক্লপক্ষ, তিথিসমূহ মধ্যে প্রতিপৎ, দিবারাত্রের মধ্যে দিবা, মুহূর্ত্তগণ মধ্যে বৌদ্ধমুহূর্ত্ত এবং কালসমূহ মধ্যে নিমেষাত্মক কালই আদি বলিয়া কালবিদগণের অভিमत। সূর্য্যের গতিবৈশিষ্ট্য নিবন্ধন, শ্রবিষ্ঠাদি শ্রবণান্ত যুগ, প্রতি পঞ্চ বর্ষ ক্রমে চক্রবৎ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দিবাকরই কালভিগাণের এবং চতুর্বিধ ভূতের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। লোকব্যবহারের

ভানোগতিবিশেষেণ চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥১১৬
 দিবাকরঃ স্মৃতস্তস্মাৎ কালস্তং বিদ্ধি চেশ্বরম্।
 চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ॥১১৭
 ইত্যেষ জ্যোতিষামের সন্নিবেশোহর্থনিশ্চয়াৎ
 লোকসংব্যবহারার্থমীশ্বরেণ বিনির্ম্মিতঃ॥১১৮
 উৎপন্নঃ শ্রবণেনাসৌ সঙ্কীর্ণস্তু চ ধ্রুবে তথা।
 সর্বতোহস্তেষু বিস্তীর্ণো বৃত্তাকার ইতি স্থিতিঃ
 বুদ্ধিপূর্ব্বং ভগবতা কল্পাদৌ সম্প্রকীর্তিতঃ।
 সাশ্রয়ঃ সোহভিমানী চ সর্বস্য জ্যোতিষাত্মকঃ
 বিশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণামোহয়মভুতঃ॥১২০
 নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাতাতথ্যেন কেনচিৎ
 গতাগতং মনুষ্যেষু জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুযা।
 আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ।
 পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা
 চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিমন্তমাঃ।
 পৃথগেতে হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণবিচিহ্নতঃ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তেহনুষঙ্গ-

পাদে জ্যোতিঃসন্নিবেশো নাম

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ॥৫৩॥

সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ ঈশ্বর, এই সুনিয়ন্ত্রিত জ্যোতিশ্চক্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহা বিস্তীর্ণ বৃত্তাকার। ইহার একপ্রান্ত শ্রবণানক্ষত্রে এবং অপর প্রান্ত ধ্রুবে সংলগ্ন। বিধাতা কল্পাদিকালে বুদ্ধি পূর্ব্বকই এই সমস্ত আশ্রয়বান্ অভিমানী-দিগের সংস্থান করিয়াছেন। এই জ্যোতিশ্চক্র, বিশ্বরূপাত্মিকা প্রকৃতির একটি অদ্ভুত পরিণাম। জ্যোতির্গণের গতাগত সম্বন্ধে মাংসচক্ষু কোন মানবই প্রকৃতরূপে নির্ণয় করিতে সক্ষম নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, আগম, অনুমান, প্রত্যক্ষ, ও উপপত্তিদ্বারা সযত্নে পরীক্ষা করিয়া এবিষয়ে শ্রদ্ধা স্থাপন করিবেন। জ্যোতিস্তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে চক্ষু, শাস্ত্র, জল, লিখিত গ্রন্থাদি এবং গণিত—বুদ্ধি-ব্যাপারিত এই পাঁচটিই কারণ বলিয়া দ্জাতব্য। ১০৪—১২৩।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কশ্মিন্ দেশে মহাপুণ্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
বৃন্তং ব্রহ্মপুরোগাণাং কশ্মিন্ কালে মহাদ্যুতে
এতদাখ্যাহি নঃ সমাগ্যথাবৃন্তং তপোধন।

সূত উবাচ।

যথা শ্রুতং ময়া পূর্বং বায়ুনা জগদায়ুনা।
কথ্যমানং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্রে বর্ষসহস্রকে।।২
নীলতা যেন কঠস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ।
তদহং কীর্তনীয়ামি শৃণুধ্বং শংসিতব্রতাঃ।।৩
উত্তরে শৈলরাজস্য সরাংসি সরিতো হ্রদাঃ।
পুণ্যোদ্যানেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ।
গিরিশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু গহরোপবনেষু চ।।৪
দেবভক্তা মহাত্মানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্তবন্তি চ মহাদেবং যত্র যত্র যথাবিধি।।৫

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাদ্যুতে। কোন্
দেশে এবং কোন্ কালে ব্রহ্মপুরোগামীদিগের
পুণ্য উত্তম আখ্যান সংঘটিত হইয়াছিল? হে
তপোধন! যথাযথ সমস্ত আমদিগের নিকট
বলুন। সূত উত্তর করিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!
যেরূপে দেব-দেব শূলীর কঠদেশ নীল হইয়াছে,
পূর্বকালে সহস্র বার্ষিক সূত্রে জগদায়ু বায়ু ইহা
কীর্তন করেন, হে শংসিতব্রতগণ! ঐ বৃন্তান্ত
আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তদনুরূপই কীর্তন
করিতেছি শ্রবণ করুন। শৈলরাজ হিমালয়ের
উত্তরদিকে সরোবর, নদী হ্রদ, পবিত্র উদ্যান,
তীর্থ, দেবায়তন, গিরিশৃঙ্গ, উচ্চ গহুর ও উপবন
প্রভৃতি স্থানে উত্তম ব্রতধারী দেবভক্ত মহাত্মা
মুনিগণ বিধিপূর্বক দেবদেব মহাদেবের স্তব
করেন। ঐ সকল মুনি সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদ
এবং নৃত্য, গীত, পূজা, ওঁকার, হুঁকার, নমস্কার
প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা শিবকে পূজা করিতে

ঋগ্যজুঃসামবেদৈশ্চ নৃত্যগীতার্চনাদিভিঃ।
ওঁকারহুঁকারৈরর্চয়ন্তি সদা শিবম্।।৬
প্রবৃন্তে জ্যোতিষাং চক্রে মধ্যব্যাপ্তে দিবাকরে
দেবতা নিয়তাত্মানঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি তাং কথাম্
অথ নিয়মপ্রবৃন্তাশ্চ প্রাণশেষব্যবস্থিতাঃ।।৭
নমস্তে নীলকঠায় ইত্যাচ সদাগতিঃ।
তচ্ছ্রদ্ধা ভাবিতাত্মানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
বালখিল্যেতিবিখ্যাতাঃ পতঙ্গসহচারিণঃ।।৮
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামুর্দ্ধরেতসাম্।
তস্মাৎ পৃচ্ছন্তি বৈ বায়ুং
বায়ু পর্ণাশুভোজনাঃ।।৯

ঋষয় উচুঃ।

নীলকঠেতি যৎপ্রোক্তং ত্বয়া পবনসত্তম।
এতদুহ্যং পবিত্রাণাং পুণ্যং পুণ্যকৃতাং বরাঃ
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছানন্তঃপ্রসাদাৎ প্রভঞ্জন।
নীলতা যেন কঠস্য কারণেনাশ্বিকাপতেঃ।।১১
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ তব বক্তাবিশেষতঃ।

থাকেন। অনন্তর একদা দিবাকর জ্যোতিশ্চক্রে
মধ্যগত হইলে নিয়তাত্মা দেবগণ সেই অনিষ্টা-
শংসী জ্যোতিশ্চক্রে আলোচনা করিতে
থাকেন। ক্রমে ঐ জ্যোতিশ্চক্রে মধ্যগত
সূর্য্যতাপে ঐ নিয়তাত্মা মুনিগণের প্রাণান্তকর
দশা উপস্থিত হয়। এই সময় বায়ু ‘নীলকঠকে
নমস্কার’ এই কথা উচ্চারণ করেন, এতচ্ছবণে
তখন নিয়তব্রত ভাবিতাত্মা সূর্য্য-সহচর বায়ু
পর্ণজলাহারী উর্দ্ধরেতা বিখ্যাত অষ্টাশীতি
সহস্র বালখিল্য মুনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। ১—৯। ঋষিগণ বলিলেন,—হে
সত্তম পবন! তুমি যে “নীলকঠ” এই শব্দটী
উচ্চারণ করিলে, হে পুণ্যকারিগণের শ্রেষ্ঠ!
ইহা পুতচারীদিগের পবিত্রতাজনক ও গুহ্য;
অতএব তোমার নিকট ইহার বিষয় শুনিতে
আমাদের অভিলাষ হইতেছে। হে প্রভঞ্জন। যে
যে কারণে অশ্বিকাপতির কঠ নীলতাপ্রাপ্ত
হইয়াছে, তোমার মুখে সম্যকরূপে সে সকল

যাবদ্বাচঃ প্রবর্তন্তে সার্থাস্তাশ্চ ত্বয়েরিতাঃ ॥১১
বর্ণস্থানগতে বায়ৌ বাঞ্ছিধিঃ সম্প্রবর্তকে।
জ্ঞানং পূর্বমথোৎসাহস্বস্তো বায়ো প্রবর্ততে ॥
ত্বয়ি নিষ্পন্দমানে তু শেবা বর্ণপ্রবৃত্তয়ঃ।
যত্র বাচো নিবর্তন্তে দেহবস্তাশ্চ দুর্লভাঃ ॥১৪
তত্রাপি তেহস্তি সঙ্ঘাভঃ সর্বগন্ধং সদানিল।
নান্যঃ সর্বগভো দেবস্তুদুতেহস্তি সমীরণ ॥১৫
এব বৈ জীবলোকস্তে প্রত্যক্ষঃ সর্বতোহনিল
বেথ বাচস্পতিং দেবং মনোনাযকম
শ্বরম্ ॥১৬

ব্রাহ্মি তৎকণ্ঠদেশস্য কিংকৃতা রূপবিক্রিয়া।
শ্রদ্ধা বাক্যং ততস্তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ ॥১৭

বায়রুবাচ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রো বেদনির্ণয়তৎপরঃ।
বসিষ্ঠো নাম ধর্ম্মাত্মা মানসো বৈ প্রজাপতেঃ

কথা শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই ইচ্ছা
হইয়াছে। বিশেষতঃ তোমার মুখ হইতে উচ্চারিত
বাক্য সকল অর্থযুক্ত; কেননা বায়ু বর্ণের যথার্থ
উচ্চারণ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তাহা বাক্যে পরিণত
হয়। হে বায়ো! আরও দেখ,—তোমা হইতেই
প্রথমে জ্ঞান, তৎপর উদ্যম, তারপর প্রবৃত্তি
জন্মে, অনন্তর তুমি চলিত হইলে শেষে বর্ণপ্রবৃত্তি
হয়। হে অনিল! দুর্লভ বাক্য ও জীবগণের যে
দেহবন্ধ, এ বিষয়েও তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব;
কেননা তোমার গতি সর্বত্র। হে সমীরণ!
দেবগণমধ্যে তোমা ভিন্ন সর্বগ আর কেহ
নাই; ইহা জীবগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে
এবং তোমাকেই বাচস্পতি, মনের নাযক ও
ঈশ্বর বলিয়া বিদিত হয়। অতএব হে অনিল!
কিন্নরপে নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে,
তাহা বল। অনন্তর ভাবিতাত্মা সেই ঋষিগণের
বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপূজ্য মহাতেজা বায়ু
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—পূর্বকালে সত্যযুগের
কোন এক সময় বেদনির্ণয়-তৎপর ব্রহ্মার

পশ্চচ্ছ কার্ত্তিকেয়ং বৈ ময়ূরবরবাহনম্।
মহিষাসুরনারীণাং নয়নাঞ্জনতস্করম্ ॥১৯
মহাসেনং মহাত্মানং মেঘস্তনিতনিশ্বনম্।
উমামনঃপ্রহর্ষণে বালকং ছন্দরূপিণম্ ॥২০
ক্রৌঞ্চজীবিতহর্ষারং পার্বতীহাদি নন্দনম্।
বসিষ্ঠঃ পৃচ্ছতে ভক্ত্যা কার্ত্তিকেয়ং মহাবলম্ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

নমস্তে হরনন্দায় উমাগর্ভ নমোহস্ত তে।
নমস্তে অগ্নিগর্ভায় গঙ্গাগর্ভ নমোহস্ত তে ॥২২
নমস্তে শরগর্ভায় নমস্তে কৃত্তিকাসূত।
নমো দ্বাদশানেত্রায় ষণ্মুখায় নমোহস্ত তে।
নমস্তে শক্তিহস্তায় দিব্যঘণ্টাপতাকিনে ॥২৩
এবং স্তম্ভা মহাসেনং পশ্চচ্ছ শিখিবাহনম্ ॥২৪
যদেতদৃশ্যতে বর্ষং শুভং শুদ্ধঞ্জনপ্রভম্।
তৎকিমর্থং সমুৎপন্নং কণ্ঠে কুন্দেন্দুসপ্রভে ॥২৫
এতদাপ্তায় ভক্তায় দান্তায় ব্রাহ্মি পৃচ্ছতে।
কথাং মঙ্গলসংযুক্তাং পবিত্রাং পাপনাশিনীম্।
মৎপ্রিয়ার্থং মহাভাগ বক্ষুমর্হস্যশেষতঃ ॥২৬

মানসতনয় ধর্ম্মাত্মা বিপ্র বসিষ্ঠ—মহিষানুর-
নারীগণের নয়নাঞ্জন-বিলোপনকারী ময়ূর-
বরবাহন ষড়াননকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা
মহাসেন, মেঘবৎ গম্ভীরনাদী, উমা-মনঃপ্রমোদ-
কারী, ছন্দরূপী বালক, ক্রৌঞ্চ-জীবনহারী ও
পার্বতী-হৃদয়নন্দন মহাবল কার্ত্তিকেয়কে ভক্তি-
সহকারে বসিষ্ঠ এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, হে
হরনন্দন! আপনাকে নমস্কার করি। উমা, অগ্নি
ও গঙ্গা এই সকলই আপনার উৎপত্তিস্থান;
আপনাকে নমস্কার। হে কৃত্তিকাতনয়! আপনি
শরবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ছয়টি
মুখ, দ্বাদশ নয়ন এবং আপনার হস্তে শক্তি
শোভিত ও পতাকায় দিব্য ঘণ্টানিনাদিত।
১০—২৩। আপনাকে নমস্কার। বসিষ্ঠ ময়ূর-
বাহন কার্ত্তিকেয়কে এইরূপে স্তব করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন যে,—কুন্দ-কুসুমসদৃশ শিবকণ্ঠে এই
যে শুদ্ধঞ্জননিভ শুভ উত্তম নীলবর্ণ দেখা

শ্রদ্ধা বাক্যং ততস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
 প্রত্যাচ মহাতেজাঃ সুরারিবলসূদনঃ।।২৭
 শৃণুথ বদতাং শ্রেষ্ঠ কথ্যমানং বচো মম।
 উমোৎসঙ্গনিবিষ্টেন ময়া পূর্বং যথা
 শ্রুতম্।।২৮
 পার্বত্যা সহ সংবাদঃ শর্বস্য চ মহাত্মনঃ।
 তদহং কীৰ্ত্তয়িষ্যামি ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহামুনে।।২৯
 কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিত্তে।
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তচামীকরপ্রভে।।৩০
 বজ্র ফটিকসোপানে চিত্রপটুশিলাতলে।
 জাহ্নুনদময়ে দিব্যে নানাধাতুবিচিত্রিত্তে।
 নানাক্রমলতাকীর্ণে চক্রবাকোপশোভিত্তে।।৩১
 ষট্ পদোদগীতবহলে ধারাসম্পাতনাদিত্তে।
 মণ্ডকৌঞ্চময়ুবাণাং নাদৈরুদ্ঘুষ্টকন্দরে।।৩২
 যাইতেছে: ইহা কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? আমি
 আপনার ভক্ত, আপনাতে আমার বিশ্বাস অটল;
 আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। অতএব হে
 মহাভাগ! আমার প্রীতির নিমিত্ত পাপনাশিনী
 মঙ্গলাবহ এই পবিত্র কথা আপনি অশেষরূপে
 কীৰ্ত্তন করুন। অনন্তর দৈত্যবলসূদন মহাতেজা
 কার্ত্তিকেয় মহাত্মা বসিষ্ঠের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া প্রত্যন্তরে কহিলেন,—হে বন্ধুপ্রবর! মাতা
 উমার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া পূর্বে আমি যেরূপ
 ওনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ
 করুন। হে মহামুনে। মহাত্মা শঙ্কর পার্বতীর
 সহিত এ বিষয়ে যে সকল কথোপকথন
 করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার প্রীতির নিমিত্ত
 তাহাই আমি আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি।
 কৈলাস পর্বত নানাবিধ ধাতু দ্বারা বিচিত্রিত
 ও রম্য-নবোদিত সূর্য্য—ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়
 উহার প্রভা; উহার বিচিত্র পটুশিলাতলে
 বজ্রফটিকময় সোপানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট। সুবর্ণময়
 বিবিধ দিব্য ধাতুদ্বারা উহা চিত্রিত। ঐ স্থান
 নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা দ্বারা সমাকীর্ণ। চক্রবাক
 উহার শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। এই কৈলাসের

অঙ্গরোগণসঙ্কীর্ণে কিম্বৈশ্চোপশোভিত্তে।
 জীবজীবকজাতীনাং বীকুণ্ডিকপশোভিত্তে
 কোকিলারাব-ধুরে সিদ্ধচারণসেবিত্তে।
 সৌরভেয়ীনিনাদাঢ্যে মেঘস্তনিতনিশ্বনে।।৩৪
 বিনায়কভযোদ্ভিগ্নৈঃ কুঞ্জরৈর্মুক্তকন্দরে।
 বীণাবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়মনোরমৈঃ।।
 দোলালম্বিতসম্পাতে বণিতাসঙ্ঘসেবিত্তে।
 ধ্বজৈলম্বিতদোলানাং ঘণ্টানাং নিনদাকূলে।।
 মুখমর্দলবাদিত্রৈবসিনাং স্ফোটিতৈস্তথা।
 ক্রীড়ারববিচারানাং নির্ঘোষঃ
 পূর্বমন্দিরে।।৩৭
 হাসৈঃ সস্ত্রাসজননৈর্বিকরালমুখৈস্তথা।
 দেহগন্ধৈর্বিচিত্রৈশ্চ প্রকীড়িতগণেশ্বরৈঃ।।৩৮

কোন স্থানে অলিকুলের গীতবাঙ্কল্য পরিদৃষ্ট
 হয়, কোথাও বা কলকল নাদে মেঘের বারিধারা
 পতিত হয়, এবং কোথাও বা কন্দর দেশ মত্ত
 ময়ূর ও ক্রৌঞ্চগণের নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া
 থাকে। কোথাও দলে দলে অঙ্গরা ও কিম্বরগণ
 ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ঐ কৈলাসশিখরের
 শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে; কোন স্থান জীবজী-
 বকজাতীয় লতায় উপশোভিত রহিয়াছে এবং
 কোথাও কোকিলাকূলের মধুরালাপে সিদ্ধচারণ-
 গণের উপভোগভূমি মুখরিত হইতেছে। সুরভি-
 গণের নিনাদে, মেঘমালার ঘর্ঘরশব্দে ও
 বিনায়কদিগের প্রচরণে, ইহার একদিকের
 কুঞ্জকন্দর সকল যেমন ভয়সঙ্কুল, অপর অপর
 দিক্ তেমনি শ্রবণ-মনোরম বীণাবাদিত্র-
 নির্ঘোষে, বণিতাগণ-সেবিত লম্বমান দোলার
 আন্দোলনে এবং ঐ সকল দোলধ্বজে লম্বমান
 ঘণ্টানিনাদে মধুর হইতেছে। ২৪—৩৬। কোথাও
 বীরগণের মুখে মর্দল বাদিত হইতেছে, ঐ
 বীরগণ আবার বাহ্যস্কোটন করিতেছে, কোথাও
 মন্দিরমধ্য ক্রীড়ারবে, পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে,
 ঐ ক্রীড়াকারিগণের বীভৎস হাস্যের উচ্ছ্বাসে

বজ্রস্ফটিকসোপানচিত্রপটুশিলাতলেঃ।

ব্যাঘ্রসিংহমুখৈশ্চান্যৈর্গজবাজিমুখৈস্তথা।।৩৯

বিড়ালবদনৈশ্চোগ্রৈঃ ক্রোড়কাকারমুর্তিভিঃ।

হুশ্চৈদীর্ঘৈঃ কৃশৈঃ

স্থূলৈর্লম্বৈদিরমহোদরৈঃ।।৪০

হুশ্চজঙৈঘশ্চ লম্বোষ্ঠৈস্তালজঙৈঘস্তথাপরৈঃ।

গোকর্ণৈরেককর্ণৈশ্চ মহাকর্ণৈরেককর্ণৈঃ।।৪১

বহুপাদৈর্মহাপাদৈরেকপাদৈর পাদকৈঃ।

বহুশীর্ষৈর্মহাশীর্ষৈরেকশীর্ষৈরশীর্ষকৈঃ।।৪২

বহুনেত্রৈর্মহানেত্রৈরেকনেত্রৈরনেত্রকৈঃ।

এবংবিধৈর্মহাযোগী ভূতৈর্ভূতপতির্বৃতঃ।।৪৩

বিগুহ্মমুক্তামণিরত্নভূষিতে

শিলাতলে হেমময়ে মনোরমে।

সুখোপবিষ্টং মদনাস্তনাশনং

প্রোবাচ বাক্যং গিরিরাজপুত্রী।।৪৪

ঐ ক্রীড়াকারিগণের বীভৎস হস্যের উচ্ছ্বাসে এই স্থান যেন সস্ত্রাসসমাকুল হইয়াছে; উহাদের বিচিত্র দেহগন্ধে উন্মত্ত হইয়া গণেশ্বরগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছে। কোথাও বিচিত্র পটু শিলাতলের সোপানশ্রেণীতে ব্যাঘ্র ও সিংহমুখ এবং কোথাও কত কত গজ অশ্ব, বিড়াল, ও ভীষণ শিবামুখ প্রমথগণ বিচরণ করিতেছে। ঐ প্রমথগণের মধ্যে কেহ খর্ব্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ কৃশ, কেহ স্থূল, কেহ লম্বোদর, কেহ মহোদর; কাহার হস্ত ও জঙঘা খর্ব্বাকার। কাহার ওষ্ঠ সুদীর্ঘ, কাহার জঙঘা তালপ্রমাণ। কেহ গোকর্ণ, কেহ এককর্ণ, কেহ অনেককর্ণ এবং কেহ বা অকর্ণ; কেহ অনেককর্ণ এবং কেহ বা অকর্ণ; কেহ বহুপাদ, কেহ মহাপাদ, কেহ একপাদ, কেহ পাদহীন; কাহারও বহু মস্তক, কাহারও মস্তক অতিবৃহৎ, কাহারও একটি মস্তক, কাহারও বা মস্তক নাই; কেহ বহুনেত্র, কেহ মহানেত্র, কেহ একনেত্র, কেহ নেত্রহীন;—এবংবিধ বিগুহ্ম মণি-মুক্তারত্নভূষিত সুবর্ণময় মনোরম শিলাতলে সুখসমাধীন মদনাস্তক মহাযোগী ভূতপরিবৃত

দেবুবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেণ গোবৃষাক্তিশাসন।

তব কণ্ঠে মহাদেব স্রাজতেহম্বুদসন্নিভম্।।৪৫

নাত্যল্বণং নাতিশুভ্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।

কিমিদং দীপ্যতে দেব কণ্ঠে কামাস্তনাশন।।

কো হেতুঃ কারণং কিঞ্চ কণ্ঠে নীলত্বমীশ্বর।

এতৎসর্বং যথান্যায়ং ব্রূহি কৌতুহলং হি মে।।

শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তসাঃ পার্বত্যাঃ

পার্বতীপ্রিয়ঃ।

কথাং মঙ্গলসংযুক্তাং কথয়ামাস শঙ্করঃ।।৪৬

মথ্যমানেহমৃতে পূর্বং ক্ষীরোদে সুরদানবৈঃ

অগ্রে সমুখিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্।।

তং দৃষ্ট্বা সুরসঙঘাশ্চ দৈত্যৈশ্চৈব বয়াননে।

বিষগ্নবদনাঃ সর্বৈ গতাশ্চে ব্রহ্মাণোহস্তিকম্।।

দৃষ্টা সুরগণান্ ভীতান্ ব্রহ্মোবাচ মহাদ্যুতিঃ।

কিমর্থং তো মহাভাগা ভীতা উদ্ভিগ্নচেতসঃ।।

ভূতনাথকে গিরিরাজতনয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্! ভূতভব্যেণ। গোবৃষাক্তিশাসন! হে মহাদেব! হে কামাস্ত-নাশন! আপনার কণ্ঠে মেঘসান্নিভ নীল অঞ্জনরাশির ন্যায় ও কি শোভিত হইতেছে? দেখিতেছি,—উহা অতি উজ্জ্বল বা অতি শুভ্রও নহে। হে ঈশ্বর! ঐ নীলতার হেতু কি? আমার মনে হয়, ইহার কোনোও বিশেষ কারণ থাকিবে, আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; অতএব এই সকল কথা যথাযথ আমার নিকট কীর্তন করুন। ৩৭—৪৭ অনন্তর পার্বতীপ্রিয় শঙ্কর দেবীর প্রশ্ন শুনিয়া এই সকল মঙ্গলযুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন; বলিলেন,—যখন সুরগণ অমৃত নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করেন, তৎকালে প্রথমেই কালানল-সন্নিভ বিষ সমুখিত হয়। হে বরাননে! দেব ও দৈত্যগণ ঐ বিষ দর্শনে বিষগ্নবদন হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। তখন সুরগণকে ভীত দেখিয়া মহাদ্যুতি ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাভাগ দেবগণ! কি

ময়াষ্টগুণমৈশ্বর্যং ভবতাং সম্প্রকল্পিতম্।
 কেন ব্যবস্তুিতৈশ্বর্য্য যুয়ং বৈ সুরসন্তমাঃ ॥৫২
 ত্রৈলোক্যসোম্বর্য্য যুয়ং সৰ্বে বৈ বিগতজ্বরাঃ।
 প্রজাসর্গে ন সোহস্তীহ আজ্ঞাং যো মে

নিবর্তয়েৎ ॥৫৩

বিমানগামিনং সৰ্বে সৰ্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
 অধ্যাত্মে চাধিভূতে চ আধিদৈবে চ নিত্যশঃ
 প্রজাঃ কৰ্ম্মবিপাকেন শক্তা যুয়ং প্রবর্তিতুম্।
 তৎকিমর্থং ভয়োদ্বগ্না মৃগাঃ সিংহাদিতা ইব।
 কিং দুঃখং কেন সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্
 এতৎসৰ্ব্বং যথান্যায়ং শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ ॥৫৫
 শ্রদ্ধা বাক্যং ততস্তস্য ব্রহ্মণো বৈ মহাত্মনঃ।
 উচুস্তে ঋষিভিঃ সার্কং সুরতৈস্তেজস্রদানবাঃ ॥
 সুরাসুরৈর্মথ্যমানে পাথোধৌ চ মহাত্মভিঃ।
 ভুজঙ্গভৃঙ্গসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্।
 প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সংবর্ত্তাধিসমপ্রভম্ ॥

জন্য আপনারা ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছেন?
 হে সুরসন্তমগণ! আপনাদিগের জন্য আমি
 অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত করিয়াছি, কেহ কি
 আপনাদের সেই ঐশ্বর্য্যের অপলাপ করিয়াছে?
 আপনারা সকলেই ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর ও
 বিগতজ্বর; এই প্রজাসর্গে আমি এমন কাহাকেও
 দেখি না যে, আমার আদেশ অতিক্রম করে।
 আপনারা সকলেই বিমানগামী ও স্বচ্ছন্দবিহারী;
 আধ্যাত্ম, অধিভূত বা অধিদৈব এই সকল
 বিষয়ে প্রজাগণকে কৰ্ম্মানুসারে প্রবর্তিত করিতে
 আপনারাই সমর্থ। অতএব সিংহপীড়িত মৃগের
 ন্যায় আপনারা কিজন্য ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন?
 কেন আপনারা সন্তপ্ত হইয়াছেন? কেনই বা
 আপনারা দুঃখিত হইতেছেন? আর কাহার নিকট
 হইতেই বা আপনাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে?
 যথাক্রমে এ সকল বিষয় শীঘ্র আমার নিকট
 কীর্ত্তন করুন। অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মার এবংবিধ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিপ্রমুখ দেবদানবগণ
 বলিতে লাগিলেন,—মহাত্মা সুরাসুরগণ কর্তৃক

কালমৃত্যুরিবোদ্ধৃতং যুগান্তাদিত্যবর্চসম্।
 ত্রৈলোক্যোৎসাদিসূর্য্যভং প্রক্ষুরন্তং সমস্ততঃ
 বিবেণোস্তিষ্ঠমানেন কালানলসমত্ত্বিষা।
 নির্দম্বো রক্তগৌরাসঃ কৃতঃ কৃষ্ণে জনার্দনঃ ॥
 দৃষ্টবা তং রক্ত গৌরাসং কৃতং কৃষ্ণে জনার্দ-ম্।
 ভীতাঃ সৰ্বে বয়ং দেবাত্মামেধ শরণং গতাঃ ॥
 সুরাণামসুরাণাঞ্চ শ্রদ্ধা বাক্যং পিতামহঃ।
 প্রত্যুবাচ মহাতেজা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
 শৃণুধ্বং দেবতাঃ সৰ্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
 যন্তদগ্রে সমুৎপন্নং মধ্যমানে মহোদধৌ ॥৬২
 বিষং কালানলপ্রখ্যং কালকুটেতিবিশ্রুতম্।
 যেন প্রোদ্ধুতমাত্রেণ কৃতঃ কৃষ্ণে জনার্দনঃ ॥
 তস্য বিষ্ণুরহং চাপি সৰ্বে তে সুরপুঙ্গবাঃ।
 ন শঙ্কু বস্তি বৈ সোঢ়ুং বেগমন্যে তু শঙ্করাৎ ॥
 ইত্যুক্তা পদ্মগর্ভাভঃ পদ্মযোনিরযোনিজাঃ।

সমুদ্র মথিত হইলে প্রলয়-কালীন সংবর্ত্তনামক
 অগ্নির ন্যায় এক ভীষণ বিষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে,
 ঐ বিষের বর্ণ ভুজঙ্গ, ভ্রমর ও নীল ঘন-
 মেঘের ন্যায়। যুগাবসানে ত্রৈলোক্যবিনাশী
 সূর্য্যকিরণের ন্যায় কাল-মৃত্যু-সদৃশ ঐ বিষ
 চারিদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া সমুখিত হইয়াছে। এমন
 কি, ঐ কালানলপ্রভ বিষে দগ্ধ হইয়া রক্তগৌরাস
 জনার্দন বিষ্ণুও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সেই
 রক্তগৌরাস বিষ্ণুকে কৃষ্ণ হইতে দেখিয়া আমরা
 ভীত হইয়াই এখন আপনার শরণ লইয়াছি।
 পিতামহ মহাতেজা ব্রহ্মা সুরাসুরগণের এইরূপ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকহিতের নিমিত্ত উত্তর
 করিলেন,—হে দেবগণ! হে তপোধন ঋষিগণ!
 আপনারা শ্রবণ করুন; মধ্যমান মহোদধি হইতে
 এই যে কালানলতুল্য কালকুট নাম বিষ সমুৎপন্ন
 হইয়াছে এবং যাহা উখিত হইয়াই বিষ্ণুকে কৃষ্ণ
 করিয়া ফেলিয়াছে, হে সুরপুঙ্গবগণ! শঙ্কর
 ভিন্ন এই বিষ্ণুতেন্দোহর বিষের বেগ সহ্য
 করিতে কেহ সমর্থ নহে ॥৪৮—৬৪।

ততঃ স্তোতুং সমারক্কো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
নমস্তুভ্যং বিরূপাপ নভস্তেহনেকচক্ষুবে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।।৬৬
নমঃ ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ সুরারিসংহর্ষে তাপসায় ত্রিচক্ষুবে।।৬৭
ব্রহ্মাণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণুবে চৈব তে নমঃ।
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ভূতগ্রামায় বৈ নমঃ।।
মন্মথাস্তবিনাশায় কালকালায় বৈ নমঃ।
রুদ্রায় চ সুয়েশ্বরায় দেবদেবায় তে নমঃ।।৬৯
কপর্দিনে করালায় শঙ্করায় কপালিনে।
বিরূপায়ৈকরূপায় শিবায় বরদায় চ।।৭০
ত্রিপুরদ্বায় বন্দ্যায় মাতৃগাং পতয়ে নমঃ।
বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ।।৭১
নমঃ কমলহস্তায় দিগ্বাসা শিখণ্ডিনে।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ চন্দ্রায় বরুণায় চ।।৭২
অগ্রায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায়ানেকচক্ষুবে।

পদ্মগর্ভসমপ্রভ অজ পদ্মযোনি লোক-পিতামহ
ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া শঙ্করের স্তব আরম্ভ
করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে বিরূপাক্ষ!
তোমাকে নমস্কার। তোমার অনন্ত চক্ষু। পিনাক
ও বজ্র তোমার হস্তে বিরাজিত। তুমি
ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, নিখিল প্রাণের পতি,
অসুরগণের নিহন্তা, তাপস ও ত্রিলোচন—
তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু;
সাংখ্যযোগ ও ভূত-গ্রাম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।
তোমাকে নমস্কার। তোমার রোষানলেই অনঙ্গ
দেব ভস্মীভূত হইয়াছেন; তুমি কালেরও কাল
রুদ্র। হে সুরেশ দেবদেব! তোমাকে নমস্কার।
তুমি কপর্দী, করাল, শঙ্কর, কপালী, বিরূপ,
শিব এবং বরদ, তোমাকে নমস্কার? তুমি ত্রিপুর
দাহ করিয়াছ, তুমি বন্দ্য ও মাতৃগণের পতি।
তুমি বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত; তোমার দ্বিতীয় আর
কেহ নাই, তোমাকে নমস্কার। তোমার করদ্বয়
কখন কমলতুল্য কোমল, দশদিক্ তোমার বসন,
তুমি লোকত্রয়ের বিধাতা তুমি চন্দ্র ও বরুণ;

রজসে চৈব সত্যায়
তমসেহব্যক্তযোনয়ে।।৭৩
নিত্যায়ানিত্যরূপায় নিত্যনিত্যায় বৈ নমঃ।
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ
নমঃ।।
চিস্ত্যায় চৈবাচিস্ত্যায় চিস্ত্যাচিস্ত্যায় বৈ নমঃ।
ভক্তানাং মার্গিনাশায় নরনারায়ণায় চ।।৭৫
উমাপ্রিয়ায় শর্করায় নন্দিচক্রাঙ্কিতায় চ।
পঞ্চমাসার্কমাসায় নমঃ সংবৎসরায় চ।।৭৬
বহুরূপায় মুণ্ডায় দণ্ডিনেহথ বরুণিনে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে।।৭৭
ধ্বজিনে রথিনে চৈব যমিনে ব্রহ্মচারিণে।
ঋগযজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ।
ইত্যেবমাদিচরিতৈস্তত্ত্বাং দেব নমোহস্তু তে।
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবং স্তুত্বা ততো দেবঃ প্রণিপত্য বরাননে।।

তোমার মস্তকে চূড়া বিরাজিত, তোমাকে
নমস্কার। তুমি অগ্র, উগ্র, বিপ্র, অনন্তলোচন;
তুমি সত্ত্ব, রজ ও তমোময় এবং অব্যক্তযোনি,
তুমি নিত্য, অনিত্যরূপ ও নিত্যনিত্য; তুমি
ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্ত, তুমি চিস্ত্য,
অচিস্ত্য ও চিস্ত্যাচিস্ত্য; তুমিই তদীয় ভক্তগণের
পীড়াহরণ করিয়া থাক এবং তুমিই নরনারায়ণ;
তোমাকে নমস্কার। তুমি উমাপ্রিয়, সর্ব, পঞ্চ,
মাস, অর্কমাস, সংবৎসর, এবং তোমার শরীর
নন্দিচক্রদ্বারা চিহ্নিত; তুমি কখনও বহুরূপ,
কখনও মুণ্ডিত-মস্তক, তোমার দক্ষিণে তদীয়
সেনা গণনায়কগণ অবস্থিত; তোমার হস্তে
নরকপাল, দিক্‌সমূহ তোমার বস্ত্র এবং
শিরোদেশে তোমার চূড়া; তুমি ধ্বজ ও
রথযুক্ত; তুমি যতি, ব্রহ্মচারী, তুমি ঋক্,
যজুঃ ও সামময়; তুমি পুরুষ ও ঈশ্বর;
তোমাকে নমস্কার। তুমি এই সকল ও অন্যান্য
অনন্ত গুণ দ্বারা ভূষিত; অতএব তোমাকে
নমস্কার করি। ৬৫—৭৮। মহাদেব

জ্ঞাত্বা তু ভক্তিং মম দেবদেবো

গঙ্গাজলাপ্লাবিতকেশদেশঃ।

সুশ্লেষাহতিযোগাতিশয়াদচিন্ত্যো

ন হি শ্রুতো ব্যক্তমুপৈতি চন্দ্রঃ।।৮০

এবং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা।

স্ততোহহং বিবিশেষ্তোত্রৈর্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ।।

ততঃ প্রীতোহহং তস্মৈ ব্রহ্মণে সুমহাত্মনে

ততোহহং সুশ্লেষা বাচা পিতামহমখাব্রবম্।।৮২

ভগবন্ ভূতভব্যেণ লোকনাথ জগৎপতে।

কিং কার্যং তে ময়া ব্রহ্মন্ কর্তব্যং বদ সূরত

শ্রদ্ধা বাক্যং ততো ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাম্বুজেক্ষণঃ

ভূতভব্যভবন্নাথ শ্রয়তাং কারণেশ্বর।।৮৪

সুরাসুরৈর্মধ্যমানে পয়োধাবম্বুজেক্ষণঃ।

ভগবন্ মেঘসঙ্কাশং নীলজীমূতসম্মিভম্।।৮৫

প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সংবর্ত্তাণিসমপ্রভম্।

বলিলেন,—হে বরাননে! অনন্তর দেব ব্রহ্মা এইরূপে স্তব ও প্রণিপাত-পূর্বক আরও বলিলেন,—যাঁহার শিরোদেশ গঙ্গাজলে আগ্রুত, সেই অতিসুশ্লেষ ও যোগ দ্বারা অচিন্ত্য দেবদেব মহাদেব আমার ভক্তি জানিয়াই আবির্ভূত হউন, কেননা, চন্দ্র প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইলেও তিনি কাহারও আহ্বানে আগমন করেন না। হে দেবি! তদনন্তর বেদবেদান্ত সমুত্ত বিবিধ স্তুতি বাক্য দ্বারা লোককর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তক এইরূপে সংস্তুত হইয়া আমি সেই সুমহাত্মা ব্রহ্মার প্রতি প্রীত হইলাম এবং সুশ্লেষ বাক্যদ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলাম,—হে ভগবন্! হে ভূত-ভব্যেণ। হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! হে সূরত! হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার কি প্রিয় করিব? তারপর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কমললোচন ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে কারণেশ্বর! হে ভূতভব্য-ভবন্নাথ! শ্রবণ করুন; হে ভগবন্! হে পদ্মনেত্র! সুরানুরগণ কর্ত্তক মধ্যমান সমুদ্র হইতে ঘন নীল মেঘ-

কালমৃত্যুরিবোদ্ধুতং যুগান্তাদিত্যবর্চসম্।

ত্রৈলোক্যোৎসাদসূর্য্যভং বিস্মুরন্তং সমস্ততঃ।

অগ্রে সমুখিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্।।

তৎ দৃষ্টা তু বয়ং সর্বে ভীতাঃ সম্ভ্রান্তচেতসঃ।

তৎপিব ব মহাদেব লোকানাং হিতকাম্যয়া।

ভবানগ্র্যস্য ভোক্তা বৈ ভবাংশ্চৈব বয়ঃ প্রভুঃ

ত্বাম্‌এতহন্যো মহাদেব বিষং সোঢ়ং ন বিদ্যতে

নাস্তি কশ্চিৎ পুমাঙ্কুস্ত্রৈলোক্যে চ গীয়তে

এবং তস্য বচঃ শ্রদ্ধা ব্রহ্মণঃ পয়মেষ্টিনঃ।

বাঢ়মিত্যেব তদ্বাক্যং প্রতিগৃহ্য বরাননে।।৮৯

ততোহহং পাতুমারকো বিষমস্তকসম্মিভম্।

পিবতো মে মহাথোরং বিষং সুরভয়ঙ্করম্।

কর্ত্তং সমভবতুর্গং কৃমেণ মে বরবর্ণিনি।।৯০

তৎ দৃষ্টেবাৎপলত্রভং কণ্ঠে সন্তমিবোরগম্।।

তক্ষকং নাগরাজানং লেলিহানমিব স্থিতম্।।

অথোবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

শোভসে ত্বং মহাদেব কণ্ঠেনানেন সূরত।।৯২

সম্মিভ এক মহাভয়ঙ্কর বিষ সমুদ্ভূত হইয়াছে; ঐ বিষ প্রলয়কালীন ত্রৈলোক্য উৎসাদক স্বর্ভূতামক অগ্নি ও সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চারিদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া যেন কালমৃত্যুর ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রথমেই এই কালানলপ্রভ বিষকে উখিত হইতে দেখিয়া আমরা ভীত ও সম্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছি; যখন যাহাই উৎপন্ন হউক, আপনিই তাহার অগ্রভোক্তা; অতএব হে মহাদেব! লোকহিতের নিমিত্ত আপনি এই বিষ পান করুন। হে মহাদেব! আপনি ভিন্ন অন্য কেহ যে এই বিষ পান করিতে সমর্থ হয়, ত্রিভুবনে এমন কোন আমরা পুরুষই দেখিতে পাই না। ৭৯—৮৮। শঙ্কর বলিলেন,—হে বরাননে! তখন সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এবং বিধ বাক্য শ্রবণে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক তাঁহার প্রার্থিত পূরণে অঙ্গীকার করিয়া সেই অন্তকোপম বিষপানে প্রবৃত্ত হইলাম। হে বরবর্ণিনি!

তন্তন্য বচঃ শ্রদ্ধা ময়া গিরিবরাঙ্ঘজে।
শিতাং দেবসঙ্ঘানাং দৈত্যানাঞ্চ বরাননে।।
যক্ষগন্ধর্বভুতানাং পিশাচোরগরাক্ষসাম্।
ধৃতং কণ্ঠে বিষং ঘোরং নীলকণ্ঠস্ততো হ্যহম্।

তৎ কালকুটং বিষমুগ্রতেজঃ
কণ্ঠে ময়া পর্বতরাজপুত্রি।
নিবেশ্যমানং সুরদৈত্যসঙ্ঘেঘা
দৃষ্ট্বা পরং বিশ্বয়মাজগাম।।৯৫

ততঃ সুরগণাঃ সর্বৈ সৈদৈত্যোরগরাক্ষসাঃ।
উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো ভূত্বা মন্তুমাতঙ্গগামিনি।।৯৬

অহো বলৎ বীর্য্যপরাক্রমমস্তে
অহো পুনর্যোগবলং তথৈব।
অহো প্রভুত্বং তব দেবদেব
গঙ্গাজলাশ্ফালিতমুকতকেশ।।৯৭
ত্বমেব মৃত্যুর্ব্যবদন্ত্বমেব।
ত্বমেব সূর্য্যো রজনীকরশ্চ
ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব।।৯৮

দেবগণেরও ভয়ঙ্কর সেই ঘোর বিষ পান করায়
তৎক্ষণাৎ আমার কণ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল।
লেলিহান নাগরাজ বাসুকির ন্যায় সেই
পরমপ্রতিভা মদীয় কণ্ঠাসক্ত বিষ দর্শনে মহাতেজা
লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাদেব!
হে সুব্রত! আপনি নীলকণ্ঠ হইয়া সাতিশয়
শোভিত হইয়াছেন। হে গিরিরাজনন্দিনি। আমি
তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব, দৈত্য, যক্ষ,
গন্ধর্ব, নিখিল প্রাণী, পিশাচ, উরগ ও
রাক্ষসগণের সমক্ষে কণ্ঠে ঐরূপ ঘোর বিষধারণ
করিয়াছিলাম বলিয়াই তদবধি “নীলকণ্ঠ”
হইয়াছি। হে পার্বতি! আমি সেই তীব্রতেজ
কালকুট কণ্ঠে ধারণ করিলে আমাকে দর্শন
করিয়া সুরাসুরগণ পরম বিশ্বয় প্রাপ্ত হইলেন।
হে মন্তুমাতঙ্গগামিনি! অনন্তর দৈত্য, উরগ ও
রাক্ষসগণসহ সুরগণ অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক
ঐরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন।—“অহো!
তোমার বীর্য্য, পরাক্রম এবং যোগবল ধন্য!

ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব।
ত্বমেব চাদিনিধনং ত্বমেব
স্থূলশ্চ সূক্ষ্মং পুরুষস্ত্বমেব।।৯৯
ত্বমেব সূক্ষ্মস্য পরঃ পরস্য
ত্বমেব বহিঃ পবনস্ত্বমেব।
ত্বমেব সর্বস্য চরাচরস্য
লোকস্য কর্তা প্রলয়ে চ গোপ্তা।।১০০
ইতীদমুক্ত্বা বচনং সুরেন্দ্রাঃ
প্রগৃহ্য সোমং প্রণিপত্য মুক্তা।
গতা বিমানৈরনিগৃহ্যবেগৈ-
র্নহাশ্বনো মেরুমুপেত্য সর্বৈ।।১০১

ইত্যেতৎপরমং শুভ্যং পুণ্যং পুণ্যতরং মহৎ।
নীলকণ্ঠেতি যৎপ্রোক্তং বিখ্যাতং লোকবিশ্রুতম্
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
যন্ত ধরয়তে নিত্যমেনাং ব্রহ্মোদ্ভবাং কথাম্।
তস্যাহং সম্প্রবক্ষ্যামি ফলং বৈ বিপুলং মহৎ।।
বিষং তস্য বরারোহে স্বাবরং জঙ্গলং তথা।

হে দেবদেব। তোমার প্রভুত্বকেও ধন্যবাদ দিতে
হয়। গঙ্গাজলের আশ্ফালনে তোমার মন্তকস্থিত
কেশপাপ স্থলিত হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, চতুরানন
ব্রহ্মা; অন্তকেরও বরদাতা; তুমিই সূর্য্য, চন্দ্র,
ভূমি, জল, যক্ষ, এবং নিয়ম। তুমি ভূত,
ভবিষ্যৎ বর্তমান, অনাদিনিধন, স্থূল, সূক্ষ্ম ও
তুমিই পুরুষ। তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরাপর,
বহিঃ, পবন; তুমি নিখিল চরাচরের কর্তা এবং
প্রলয়কালে তুমি ঐ সকল প্রাণিগণের রক্ষাকর্তা।
মহাত্মা সুরেন্দ্রগণ এই সকল বাক্য উচ্চারণ
পূর্বক মন্তকদ্বারা হরের চরণ বন্দনা করিলেন
এবং অতিবেগগামী স্ব স্ব বিমানে আরোহন
করিয়া স্বাবাসভূমি মেরুপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন।
৮৯—১০১। এই যে লোকবিশ্রুত বিখ্যাত
নীলকণ্ঠ উপাখ্যান কীর্তন করিলাম, ইহা পরম
পবিত্র, শুভ্য ও পবিত্র হইতেও পবিত্রতর।
স্বয়ং স্বয়ম্ভু এই পাপপ্রণাশিনী কথা কহিয়াছেন।

গাত্রং প্রাপ্য তু সুশ্রোণি ক্ষিপ্তং তৎ
প্রতিহন্যতে ॥
শময়তাশুভং ঘোরং দুঃস্বপ্নং চাপকষতি ।
স্ট্রীযু বহ্নভতাং যাতি সভায়াং পার্থিবস্য চ ॥
বিবাদে জয়মাপ্নোতি যুদ্ধে শুরত্বমেব চ ।
গচ্ছিতঃ ক্ষেমমধ্বানং গৃহে চ নিত্যসম্পদঃ ॥
শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তস্য বরাননে ।
নীলকণ্ঠো হরিচ্ছত্রঃ শশাঙ্কাক্তিমূৰ্দ্ধজঃ ॥
ত্র্যক্ষত্রিশূলপাণিচ বৃষযানঃ পিনাকধৃক্ ।
নন্দিতুল্যবলঃ শ্রীমান্নন্দিতুল্যপরাক্রমঃ ॥১০৮
বিচরত্যচিরাং সৰ্বান্ সৰ্বলোকান্মমাজয়া ।
ন হন্যতে গতিস্তস্য অনিলস্য যথাস্বরে ।
মম তুলাবলো ভূত্বা তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্রবম্ ॥১০৯
মম ভক্তা বরারোহে যে চ শৃণ্বন্তি মানবাঃ ।
তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি ইহালোকে পরত্র চ
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো জয়তে মহীম্

যে ব্যক্তি নিত্য এই ব্রহ্মসম্বৃত কথা ধারণ করে, তাহার যে বিপুল ফললাভ হয়, এক্ষণে তাহা কহিতেছি। হে সুশ্রোণি, হে বরারোহে! এই পবিত্র বাক্য ধারণকারীর গাত্রে স্বাবর, জঙ্গম যে কোন বিষ নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, ইহার প্রভাবে তাহা প্রশমিত হয়; ইহা দুঃস্বপ্নজ দুঃখ দূর করে, এবং পুরুষকে রাজসভায় সম্মানিত ও স্ট্রীগণের সম্মত করিয়া দেয়। এই কথাপ্রভাবে বিবাদে জয় প্রাপ্তি, যুদ্ধে বীর্যলাভ পথগমনে মঙ্গল এবং গৃহে সম্পদ প্রাপ্তি ইইয়া থাকে। হে বরাননে! নীলকণ্ঠ, হরিচ্ছত্র, শশাঙ্কাক্তিমূৰ্দ্ধজ, ত্র্যক্ষ, ত্রিশূলপাণি, বৃষযান ও পিনাকধৃক্ এই সকল নাম যে ব্যক্তি শরীরে ধারণ করে, তাহার গতি শ্রবণ করুন। আকাশপথে বায়ুর গতি যেমন অব্যাহত থাকে, তদ্রূপ সেই ব্যক্তি আমার ন্যায় বলশালী, শ্রীমান, ও নন্দিতুল্য পরাক্রম ইইয়া আমার আদেশে অচিরকাল মধ্যে নিখিল লোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমার তুল্যবল

বৈশ্যস্ত লভতে লাভং শূদ্রঃ সুখমবাশ্রুয়াৎ ॥১১১
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাধ্বক্কো মুচ্যেত বহ্ননাৎ
গুৰ্বিণী লভতে পুত্রং কন্যা বিন্ধতি সৎপতিম্ ॥
নষ্টঞ্চ লভতে সৰ্বমিহ লোকে পরত্র চ ॥১১২
গবাং শতসহস্রস্য সম্যন্দন্তস্য যৎফলম্ ।
তৎফলং ভবতি শ্রুত্বা বিভোর্দিব্যামিমাং
কথাম্ ॥১১৩
পাদং বা যদি বাপ্যর্কং শ্লোকং শ্লোকাক্ষমেব বা
যন্ত ধারয়তে নিত্যং রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
ইতিহাসমেনং গিরিরাজপুত্রি
ময়া সুতুষ্ঠেন তবান্বুজেক্ষণে ।
নিবেদিতং পুণ্যফলাদযুক্তং
ময়া চ গীতং চতুরাননে ॥১১৫
কথামিমাং পুণ্যফলাদিযুক্তাং
নিবেদ্য দেব্যঃ শশিবদ্ধমুগর্দ্ধজঃ ।
বৃষস্য পৃষ্ঠেন সহোময়া প্রভু-
র্জগাম কিঙ্কিধ্যগুহাং গুহপ্রিয়ঃ ॥১১৬

ইইয়া অবস্থান করে। আমার প্রতি ভক্তিমান্ ইইয়া যে সকল মানব আমার চরিত্রকথা শ্রবণ করে, ইহ পর কালে তাহাদের গতি কীর্তন করিতেছি। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করেন, বৈশ্যের সম্পদপ্রাপ্তি ঘটে এবং শূদ্র সুখলাভ করিয়া থাকে, রোগী ব্যক্তি রোগ ইহিতে এবং বহ্নজন বহ্নন ইহিতে মুক্ত হয়। গুৰ্বিণী পুত্র লাভ করে, কন্যা সুন্দর পতি প্রাপ্ত হয় এবং ইহ পরত্র বিনষ্ট বিত্তলাভ ইইয়া থাকে। শত সহস্র গোদানে যে ফল লাভ হয়, বিভূর এই দিব্য কথা শ্রবণেও তৎফল লাভ ইইয়া থাকে। ইহার এক শ্লোক বা শ্লোকাক্ষ অথবা তদর্দ্ধ নিত্য ধারণ করিলেও মানব রুদ্রলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। হে পার্বতি! আমি চতুরানন ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন ইইয়া এই ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলাম। হে কমললোচনে। সম্প্রতি সেই পুণ্যফলযুক্ত কথা তোমার নিকটও কথিত হইল। অনন্তর কার্ত্তিকের প্রিয় চন্দ্রশেখর

ক্রান্তং ময়া পাপহরং মহাপদং
নিবেদ্য তেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভঞ্জনঃ।
অধীত্য সর্বং ত্বখিলং সলক্ষণং
জগাম আদিত্যপথং দ্বিজোত্তমাঃ।।১১৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ু প্রোক্তে নীলকণ্ঠ-
শ্রবো নাম চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

গুণকর্মপ্রভাবৈশ্চ কোহধিকো বদতাং বরঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যগৈশ্বর্যগুণবিস্তরম্।।১
সূত উবাচ।

অত্রাপ্যদহিরঙীমমিতিহাসং পুরাতনন্।
মহাদেবস্য মাহাত্ম্যং বিভূত্বং চ মহাত্মনঃ।।২
পূর্বং ত্রৈলোক্যবিজয়ে বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
বলিং বন্ধা মহৌজাস্ত ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা

দেবীর নিকট এই সকল পুণ্য কথা কীর্তন করিয়া
বৃষারোহণে উমার সহিত কিঙ্কিঙ্ক্যগুহায় প্রবেশ
করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। বায়ু সেই
মুনিগণসমীপে পাপাপহর মহাক্ষরযুক্ত এই পুরাবৃত্ত
সকল নিবেদন করিয়া লক্ষণযুক্ত আদিত্যরথে
গিয়া মিলিত হইলেন; আমিও ঐ সকল যোগ
যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, আপনাদের নিকট
তদনুরূপ কীর্তন করিলাম। ১০২—১১৭।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বাগ্ধিবর। গুণ, কর্ম
এবং বীর্য্যবস্তায় কে শ্রেষ্ঠ এবং কাহারই বা
গুণপরম্পরা আশ্চর্য্যাবহ, তাহা আমরা শুনিতে
ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—এইখানে প্রাচীনগণ
মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও বিভূত্ব-সম্পন্ন একটি
পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকেন; আমি
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বের ত্রিভুবনবিজয়

প্রনষ্টেষু চ দৈত্যেষু প্রহৃষ্টেষু চ শচীপতৌ।
অথাজ্জগ্মুঃ প্রভুং দ্রষ্টুং সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ।।
যত্রাস্তে বিশ্বরূপাত্মা ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ।
সিদ্ধব্রহ্মার্য্যো যক্ষা গন্ধর্ব্বাঙ্গরসাং গণাঃ।।৫
নাগা দেবর্ষয়শ্চৈব নদ্যঃ সর্ব্বোচ পর্ব্বতাঃ।
অভিগম্য মহাত্মনিং স্তবস্তি পুরুষং হরিম্।।৬
ত্বং ধাতা ত্বং চ কর্তাস্য ত্বং লোকান্ সৃজসি
প্রভা।

ত্বংপ্রসাদাচ্ কল্যাণং প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যমব্যয়ম্
অসুরাশ্চ জিতাঃ সর্ব্বৈ বলির্বন্ধশ্চ বৈ ত্বয়া।।৭
এবমুক্তঃ স্থরৈবিষ্ণুঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভঃ।
প্রত্যাবাচ ততো দেবান্ সর্ব্বাংস্তান্

পুরুষোত্তমঃ।।৮

জয়তামভিধাস্যামি কারণং সুরসমুদাঃ।
যঃ শ্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কালঃ কালকরঃ প্রভুঃ।।৯
যেনেহং ব্রহ্মণা সার্কং সৃষ্টা লোকাশ্চ মায়ায়া।

সময়ে বিষ্ণু এই ইতিহাস বলিয়াছিলেন।
পুরাকালে অমিততেজা ত্রিলোকপতি বিষ্ণু
বলিকে বন্ধন করিয়া দানবগণকে নিহত করিলে
শচীপতি বাসব আহ্বাদিত হন। অনন্তর দেবগণ
সকলেই প্রভু বিষ্ণুকে তখন দর্শন করিতে
আগমন করেন। বিশ্বরূপাত্মা বিষ্ণু ক্ষীরাক্ষিমধ্যে
অবস্থিত ছিলেন। তথায় সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি এবং
নদীনিচয় ও পর্ব্বত সকল আগমন করিয়া
তৎকালে পুরাণপুরুষ মহাত্মা হরিকে স্তব করিতে
লাগিলেন; বলিলেন,—হে প্রভো! তুমি বিধাতা,
তুমিই এই চরাচরের কর্তা, তুমিই লোক সকল
সৃজন করিতেছে। তোমার প্রসাদেই আমরা
এই অব্যয় ত্রিভুবন এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।
তুমিই অসুর সকল জয় করিয়াছ এবং তুমিই
বলিকে বন্ধন করিয়াছ। ১-৭। পুরুষোত্তম বিষ্ণু,
সিদ্ধঋষিগণ কর্তৃক এইরূপ স্তব হইয়া
তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে সুরবরগণ! আমি
বলিতেছি, শ্রবণ করুন; যে প্রভু কালাত্মা,
কালকর ও ভূতগণের সৃজনকর্তা, যিনি মায়া

তস্যৈব চ প্রসাদেন আদৌ সিদ্ধত্বমগতম্ ॥১০
পুরা তমসি চাব্যস্তে ত্রৈলোক্যে গ্রাসিতে
ময়া।

উদরস্থেষু ভূতেষু লোকেহহং শয়িতস্তদা ॥১১
সহস্রশীর্ষা ভূত্বাথ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শায়তো বিমলেহস্তসি ॥১২
এতশ্চিন্নস্তরে দুরাৎ পশ্যামি হুমিতপ্রভম্।
শতসূর্য্য প্রতীকাশং জ্বলন্ত স্নে তেজসা ॥১৩
চতুর্ভুজং মহাযোগং পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।
কৃষ্ণাজিনধরং দেবং কমণ্ডলুবিভূষিতম্।
নিমেষান্তরমাত্রেন প্রাপ্তোহসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥
ততো মামব্রবীদব্রহ্মা সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
কত্বং কুতো বা কিঞ্চেহ তিষ্ঠসে বদ মে বিভো
অহং কর্ত্ত্বামি লোকানাং স্বয়ম্ভুবিশ্বতোমুখঃ।
এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণাহমুবাচ তম্ ॥১৬

বিকাশ করিয়া ব্রহ্মার সহিত লোক সকল সৃষ্টি
করিয়াছেন, তাঁহারই প্রসাদে সময়ে জয়লাভ
হইয়াছে। পূর্ব্ব মৎকর্ত্ত্বক ত্রিভুবন গাঢ় অন্ধকারে
আচ্ছাদিত হইলে জীবগণ মদীয় উদরস্থ হইয়া
অবস্থান করিতেছিল। আমি সহস্রশীর্ষা, সহস্র-
লোচন এবং সহস্রপদ হইয়া শঙ্খ, চক্র, ও গদা
ধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছ সলিলে শয়ন করিয়াছিলাম।
এই সময় আমি দূর হইতে এক যোগী পুরুষকে
দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—তিনি অমিত-
প্রভাসম্পন্ন, শত শত ভাস্করবৎ দীপ্তিমান, স্থায়
তেজে প্রকাশমান, চতুরানন, কাঞ্চননিভ এবং
কৃষ্ণাজিন ও কমণ্ডলুধারী। সেই পুরুষোত্তম
নিমেষ মধ্যে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন।
অনন্তর সর্বলোক-পূজিত ব্রহ্মা আমাকে
কহিলেন,— হে বিভো! আপনি কে? কোথা
হইতে আসিয়া এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন?
তাহা আমাকে বলুন,—জানিবেন আমি
চতুরানন; আমি আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।
আমি লোকসকলের স্রষ্টা। সেই ব্রহ্মা এইরূপ

অহং কর্ত্তা চ লোকানাং সংহর্ত্তা চ পুনঃপুনঃ।
এবং সম্ভাষমাণাভ্যাং পরস্পরজয়ৈষণাম।
উত্তরাং দিশমাস্থায় জ্বালা দৃষ্টাপাধিষ্ঠিতা ॥১৭
জ্বালাং ততস্তামালোক্য বিস্মিতৌ চ

তদানঘাঃ ॥

তেজসা চৈব তে নাথ সর্বং জ্যোতিষ্কৃতং জ্বলম্
বর্দ্ধমানো তদা বহুবত্যস্তপরমাদ্বুতে।
অভিদূদ্রাব তাং জ্বাসাং ব্রহ্মা চাহং চ সত্তরৌ ॥
দিবং ভূমিং চ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং জ্বালমণ্ডলম্।
তস্য জ্বালস্য মধ্যে তু পশ্যাবো বিপুলপ্রভম্ ॥
প্রাদেশমাত্রমব্যক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্।
ন চ চৎকাঞ্চনং মধ্যে ন শৈলং ন চ রাজতম্
অনির্দেশ্যমচিন্ত্যং চ লক্ষ্যালক্ষ্যং পুনঃপুনঃ।
মহৌজসং মহাঘোরং বর্দ্ধমানং ভূশং তদা।
জ্বালামালায়তং ন্যস্তং সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥২২

কহিলে আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম,—আমি
এই লোক-সকলের কর্ত্তা, এবং আমিই ইহা
পুনঃপুনঃ সংহার করিতেছি। আমি ও ব্রহ্মা,
আমরা পরস্পর অপেক্ষা পরস্পরের উৎকর্ষা-
ভিলাষী হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছি,
এই সময় আমরা উত্তরদিকে এক জ্বলন্ত জ্যোতি
দর্শন করিলাম। অনন্তর সেই জ্বালা বিলোকন
করিয়া আমরা উভয়েই বিস্মিত হইলাম। অনন্তর
সেই তেজে সমস্ত জ্বলরাশি জ্যোতির্ময় হইল।
সেই অতীব বিস্ময়কর তেজ বর্দ্ধিত হইলে,
তখন আমি ও ব্রহ্মা তাহার অন্ত দর্শন করিবার
জন্য সত্তর সেই দিকে ধাবিত হইলাম।
দেখিলাম—সেই জ্বালমালা স্বর্লোক এবং পৃথিবী
অতিক্রম করিয়া বিরাজিত। অনন্তর আমরা
সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে অব্যক্ত, দেদীপ্যমান,
প্রভাশালী প্রদেশপ্রমাণ এক লিঙ্গ দেখিলাম।
সেই জ্যোতির্মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গ স্বর্ণময়, রজতনির্মিত
বা পাষাণ-নির্মিতও নহে ৮—২১। উহা
অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, লক্ষ্য এবং অলক্ষ্য। ঐ
লিঙ্গ মহাতেজা, ঘোররূপী, ও সমস্ত প্রাণীর
ভয়ঙ্কর। সেই জ্বালমালা ক্রমে অতিশয় বিস্তৃত

অস্য লিঙ্গস্য যোহস্তং বৈ গচ্ছতে মন্ত্রকারণম্
যোরূপিণমত্যর্থং ভিন্দন্তমিব রোদসী।।২৩
ততো মামব্রবীদব্রহ্মা অধো গচ্ছত্বতন্ত্রিতঃ।
অন্তমস্য বিজানীমো লিঙ্গস্য তু মহাত্মনঃ।।২৪
অহমুর্কং গমিষ্যামি যাবদস্তোহস্য দৃশ্যতে।
তদা তো সময়ং কৃত্বা গতাবুর্কমধশ্চ হ।।২৫
ততো বর্ষসহস্রং তু অহং পু-রধো গতঃ।
ন চ পশ্যামি তস্যঅস্তং ভীতশ্চাহং ন সংশয়ঃ।।
তথা ব্রহ্মা চ শাস্তশ্চ ন চাস্তং তস্য পশ্যতি।
সমাগতো ময়া সার্কং তত্রৈব চ মহান্তসি।।২৭
ততো বিশ্বয়মাপন্নাবুভৌ তস্য মহাত্মনঃ।
মায়য়া মোহিতৌ তেন নষ্টসংজ্ঞৌ ব্যবস্থিতৌ
ততো ধ্যানগতং তত্র ঈশ্বরং সর্ব্বতোমুখম্।
প্রভরং নিধনং চৈব লোকানাং প্রভুমব্যয়ম্।।
ব্রহ্মাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তস্মৈ শর্করায় শূলিনে।

ইইয়া বর্জিত ইইতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—এই মহাত্মা লিঙ্গের অন্ত আমরা দর্শন করিব; অতএব আপনি অধোভাগে গমন করুন এবং যতক্ষণ আমি ইহার অন্তসীমা দেখিতে না পাই, ততক্ষণ আমি উর্দ্ধদেশেই গমন করিতে থাকি। সেই সময় আমরা উভয়ে এইরূপ স্থির করিয়া উর্দ্ধে এবং অধোভাগে গমন করিলাম। অনন্তর সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত আমি অধোদেশে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু তাহার সীমা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন আমি ভীত ইইয়া পড়িলাম। আমার ন্যায় ব্রহ্মাও ক্লান্ত ইইয়া তাঁহার অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন আমার সহিত সেই মহাসলিল সমীপে ব্রহ্মার সাক্ষাৎ হইল। অনন্তর সেই মহাত্মা লিঙ্গের মায়ায় আমরা বিম্বিত এবং মোহিত ইইয়া নিতান্ত জড়ের ন্যায় অবস্থান করিলাম। তখন আমরা ধ্যানযোগে সেই সলিল মধ্যে সকল লোকের ব্রহ্মা, সংহর্তা, সর্ব্বতোমুখ, অব্যয়, প্রভু, ঈশ্বরকে দেখিলাম। ব্রহ্মা ও আমি

মহাভৈরবনাদায় ভীমরূপায় দংষ্টিণে।
অব্যক্তায় মহাত্মায় নমস্কারং প্রকুর্মহে।।৩০
নমোহস্ত তে লোকসু রশ দেব
নমোহস্ত তে ভূতপতে মহাত্ম।
নমোহস্ত তে শাস্তত সিদ্ধযোনে
নমোহস্ত তে সর্ব্বজগৎপ্রতিষ্ঠ।।৩১
নরমেষ্ঠ পরং ব্রহ্মা অক্ষরং পরমং পদম্।
অষ্টকুং বামদেবশ্চ রুদ্রঃ স্কন্দঃ শিবঃ প্রভুঃ।।৩২
ত্বং যজ্ঞত্বং বষট্কারস্তমোঙ্কারঃ পরং পদম্।
স্বাহাকারো নমস্কারঃ সংস্কারঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
স্বধাকারশ্চ জাপ্যশ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
বেদা লোকাশ্চ দেবশ্চ ভগবানের সর্ব্বশঃ।।৩৪
আকাশস্য চ শব্দত্বং ভতানাং প্রভবাব্যয়ম্।
ভূমের্গন্ধো রসশ্চাপাং তেজোরূপং মহেশ্বর।।৩৫
বায়োঃ স্পর্শশ্চ দেবেশ বপুশ্চন্দ্রসমস্তথা।

তখন অঞ্জলি বন্ধন করিলাম—করিয় সেই অব্যক্ত ভয়ঙ্কররূপী, ভীমনাদী, দংষ্টি, শূলপাণি, মহাদেবকে নমস্কার করিলাম। বলিলাম,—হে দেব, নিখিল লোকের ঈশ্বর। তোমায় নমস্কার। হে মহান্ ভূতপতে। তোমাকে নমস্কার করি। হে অব্যয়, সিদ্ধযোনে। হে জগৎপ্রতিষ্ঠাকারিন্। তোমায় আমরা নমস্কার করি। তুমি পরব্রহ্ম, তুমি পরমেষ্ঠী, তুমি পরম অক্ষয় এবং তুমিই পরম পদ। তুমি শ্রেষ্ঠ, বামদেব, তুমি রুদ্র, তুমি মঙ্গলময় এবং তুমিই প্রভু স্কন্দ। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার এবং তুমিই পরমপদ ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি নিখিল কর্ম্মের স্বাহাস্বরূপ, তুমিই নমস্কার ও সংস্কার। তুমি স্বধা, তুমি জাপ্য, এবং তুমিই ব্রত ও নিয়ম। তুমি বেদ, তুমি সুর সকল এবং তুমিই এই দৃশ্যমান লোকসমূহ। তুমি আকাশের শব্দস্বরূপ, তুমি ভূতগণের উৎপত্তি ও অব্যয়। হে মহেশ! তুমি ক্ষিতির গন্ধস্বরূপ, জলের রসস্বরূপ এবং তেজঃস্বরূপে বিদ্যমান। ২২—৩৫। তুমি বায়ুর স্পর্শস্বরূপ, এবং চন্দ্রের আধার। হে দেবেশ!

বুধো জ্ঞানঞ্চ দেবেশ প্রকৃতৌ বীজমেব চ। ৩৬

ত্বং কৰ্ত্তা সৰ্বভূতানাং কালো মৃত্যুৰ্যমোহন্তকঃ

ত্বং ধারয়সি লোকাংস্ত্রীংস্তুমেব সৃজসি প্রভো।।

পূৰ্বেণ বদনেন তুমিদ্রত্বঞ্চ প্রকাশাসে।

দক্ষিণেন চ বজ্রেণ লোকান্ সন্তক্ষয়সি প্রভো।।

পশ্চিমেণ তু বজ্রেণ বরুণত্বং কয়োষি বৈ।

উত্তরেণ তু বজ্রেণ সৌম্যত্বঞ্চ ব্যবহৃতম্। ৩৯

রাজসে বহুধা দেব লো কানাং প্রভবাব্যয়ঃ।

আদিত্যা বসবো রুদ্র মরুতশ্চাশ্বিনীহুতো।।

সাধ্যা বিদ্যাধরা নাগাশ্চারণাশ্চ তপোধনাঃ।

বালখিল্যা মহাত্মানস্তপঃসিদ্ধাশ্চ সুরতাঃ। ৪১

ত্বস্ত্বং প্রসূতা দেবেশ যে চান্যে নিয়তব্রতাঃ।

উমা সীতা সিনীবালী কুহুর্গায়ত্রিরেব চ। ৪২

লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তিধৃতির্মেধা লজ্জা ক্ষান্তির্বপুঃ স্বধা।

তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব বাচাং দেবী সরস্বতী।

ত্বস্ত্বং প্রসূতা দেবেশ সন্ধ্যা রাত্রিস্তথৈব চ। ৪৩

তুমি প্রকৃতির বীজরূপে বর্তমান। তুমি জ্ঞান

এবং তুমিই পণ্ডিত। তুমি নিখিল প্রাণিগণের

কর্ত্তা, তুমি মৃত্যু, তুমি কাল, তুমি অন্তক। হে

প্রভো! তুমি ত্রিলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছ,

এবং তুমিই ইহা সৃজন করিতেছ। হে প্রভো!

তুমি তোমার পূৰ্বদিগ্বর্ত্তী বদন দ্বারা ইন্দ্রের

কার্য্য করিতেছ। দক্ষিণাননে লোক সকল ক্ষয়

কর। পশ্চিমাননে বরুণদেবের কার্য্য সমাধা

করিতেছ। এবং তোমার উত্তরাননে সৌম্যভাব

বিকশিত। হে দেব! তুমি ভূতগণের প্রভব এবং

অব্যয় ইহা বহুরূপে বিরাজ কর। হে দেবেশ!

আদিত্য, অষ্ট বসু, রুদ্রগণ, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,

সাধ্য, বিদ্যাধর, নাগগণ, তপোধন, চারণগণ,

মহাত্মা বালখিল্য মুনিগণ, সুরত সিদ্ধগণ, এবং

অন্যান্য নিয়তব্রত সাধুগণ, তোমা হইতেই

উৎপন্ন হইয়াছেন। হে দেবেশ! উমা, সিনীবালী,

সীতা, গায়ত্রী, কুহু, লক্ষ্মী, বাগ্‌দেবী-সরস্বতী,

কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, ক্ষান্তি, স্বধা, বপুঃ,

তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, সন্ধ্যা এবং রাত্রি, এ সকল

সূর্য্যায়ুতানামযুতপ্রভাব

নমোহস্ত তে চন্দ্রসহস্রগোচর।

নমোহস্ত তে পৰ্ব্বতরূপধারিণে

নমোহস্ত তে সৰ্ব্বগুণাকরায়। ৪৪

নমোহস্ত তে পট্টিশরূপধারিণে

নমোহস্ত তে চৰ্ম্মাবভূতিধারিণে।

নমোহস্ত তে রুদ্রপিলাকপাণয়ে

নমোহস্ত তে সায়কচক্রধারিণে। ৪৫

নমোহস্ত তে ভূম্যবিভূষিতাঙ্গ

নমোহস্ত তে কমিশরীয়নাশন।

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবাসসে

নমোহস্ত তে হিরণ্যবাহবে। ৪৬

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যরূপ

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যনাভ।

নমোহস্ত তে নেত্রসহস্রচিহ্ন

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যয়েতঃ। ৪৭

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবর্ণ

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যগর্ভ।

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যচীর

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যদায়িনে। ৪৮

তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে অব্যুত

সূর্য্যপ্রভাশালিন্! তোমায় নমস্কার! হে সহস্র

চন্দ্রবৎ দীপ্তিবিশিষ্ট। তোমাকে নমস্কার করি।

হে পৰ্ব্বতরূপিন্! হে সৰ্ব্বগুণাকর! তোমাকে

নমস্কার করি। তুমি পট্টিশরূপধারী, চৰ্ম্ম ও

বিভূতিভূষণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র,

পিলাকপাণি, সায়ক ও চক্রধারী, তোমাকে

নমস্কার করি। হে বিভূতি-ভূষিতাত্মা! হে

কামসূদন! তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব!

কনকপাণি! তোমায় নমস্কার করি। স্বর্ণদুকুল,

তোমায় নমস্কার। হে দেব! সুবর্ণরূপী, হে

দেব! পুদ্মনাভ, তোমাকে নমস্কার করি। হে

হিরণ্যরেতা! হে সহস্রাঙ্গ! তোমায় নমস্কার।

৩৬—৪৭। হে হিরণ্যগর্ভ। হে সুবর্ণকাস্তিমন্।

তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যমালিনে
 নমোহস্ত তে বে হিরণ্যবাহিনে।
 নমোহস্ত তে দেব হির্যবর্ধনে
 নমোহস্ত তে ভৈরবনাদনাদিনে।।৪১
 নমোহস্ত তে ভৈরববেগবেগ
 নমোহস্ত তে শঙ্কর নীলকণ্ঠ।
 নমোহস্ত তে দিব্যসহস্রবাহো
 নমোহস্ত তে নর্তনবাদনপ্রিয়।।৫০

এবং সংস্কৃতমানস্ত ব্যক্তো ভূত্বা মহামতিঃ।
 ভাতি দেবো মহাযোগী সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।।
 অভিভাষ্যস্তদা হৃষ্টো মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
 বজ্রকোটিসহস্রেন গ্রসমান ইবাম্বরম্।।৫২
 একগ্রীবস্ত্বেকজটো নানাভূষণভূষিতঃ।
 নানারত্নবিচিত্রাঙ্গো নানামাল্যানুলেপনঃ।।৫৩
 পিনাকপাণির্ভগবান্ বৃষভাসন শূলধৃক্।
 দণ্ডকৃষ্ণজিন্ময়ঃ কপালী ঘোররূপধৃক্।।৫৪
 ব্যালযজ্ঞোপবীতী চ সুরাণামভয়ঙ্করঃ।
 দুন্দুভিস্বননির্ঘোষ পঙ্কজন্যনিদোপমঃ।

সুবর্ণবন্ধলধারিন্। হে দেব! হিরণ্যদায়ক!
 তোমায় নমস্কার। হে দেব! স্বর্ণমালিন্! হে
 দেব! ভৈরবনাদ, তোমাকে নমস্কার করি। হে
 শঙ্কর! হে নীলকণ্ঠ! হে ভীমবেগ! তোমায়
 নমস্কার। হে সহস্রবাহো! হে নর্তনবাদ্যপ্রিয়!
 তোমাকে নমস্কার করি। সেই কোটিসূর্য্যসম
 প্রভাশালী, মহামতি, মহাযোগী, দেব, এইরূপে
 স্তত হইয়া উজ্জ্বলাকারে শোভা পাইতে
 লাগিলেন। দেবগণের অভয়াদাতা, ভূজগরূপ
 যজ্ঞসূত্র, কপাল, কৃষ্ণজিন ও ভয়ঙ্কর রূপধারী,
 শূল ও দণ্ডপাণি, বৃষভবাহন, পিনাকপাণি, বিবিধ
 মাল্য ও চন্দন-ভূষিত, নানাবিধ চিত্রবিচিত্রাঙ্গ
 বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, এক গ্রীবা ও এক জটী-
 শালী, ভগবান্ মহেশ্বর, মহাদেব তখন সহস্রকোটি
 বদন ব্যাদানপূর্ব্বক দুন্দুভিনির্ঘোষ বা মেঘগষ্ঠীর

মুক্তো হাসস্তদা তেন নভঃ সর্ব্বমপুরয়ৎ।।৫৫
 তেন শব্দেন মহতা বয়ং ভীতা মহাম্বনঃ।
 তদোবাচ মহাযোগী প্রীতোহহং সুরসত্তমৌ।।
 পশ্যেতাঞ্চ মহামায়াং ভয়ং সর্ব্বং প্রমুচ্যতাম্।
 যুবাং প্রসূতৌ গাত্রেষু মম পূর্ব্বং সনাতনৌ।।
 অয়ং মে দক্ষিনো বাহুর্দ্বন্দ্বা লোকপিতামহঃ।
 বামো বাহুশ্চ মে বিষ্ণুর্নিত্যং যুদ্ধেবু তিষ্ঠতি।।
 প্রীতোহহং যুবয়োঃ সম্যগ্ভরং দদ্মি যথেক্ষিতম্
 ততঃ প্রহৃষ্টমনসৌ প্রণতৌ পাদয়োঃ পুনঃ।
 উচতুশ্চ মহাম্বানৌ পুনরেব তদান্যৌ।।৫৬
 যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
 ভক্তির্ভবতু নো নিত্যং ত্বয়ি দেব সুরেশ্বর।।

ভগবানুবাচ।

এবমস্ত মহাভাগৌ সৃজতাং বিবিধাঃ প্রজাঃ।
 এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত।।৬০

নাদে হাস্য করিয়া সমস্ত আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ
 করিলেন। মনে হইল যেন, তিনি সমস্ত জলনিধি
 গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহাত্মা শঙ্করের
 সেই হাস্যশব্দে আমরা ভীত হইলাম। তখন
 মহাযোগী বলিলেন,—হে সুরসত্তম! আমি প্রীত
 হইয়াছি। তোমরা ভয় পরিহার কর। তোমরা
 সনাতনমূর্ত্তি—আমারই শরীর হইতে পূর্ব্ব
 উৎপন্ন হইয়াছিলে। এই আমার দক্ষিণ বাহু
 লোকপিতামহ ব্রহ্মা আর এই নিয়ত যুদ্ধাদিকার্য্যে
 ব্যাপৃত বামবাহু বিষ্ণু। আমি তোমাদের প্রতি
 অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমাদিগকে আমি
 অতিলম্বিত বর প্রদান করিব। ৪৮—৫৮।
 অনন্তর আমরা প্রহৃষ্টমনে পুনরপি তাঁহার চরণে
 প্রণত হইলাম এবং বলিলাম,—হে সুরেশ্বর!
 দেব! যদি আমাদের প্রতি আপনার প্রসন্নতা
 হইয়া থাকে, যদি আপনি আমাদের বর দেন,
 তবে আপনাতে যেন নিত্য আমাদের ভক্তি
 থাকে। ভগবান বলিলেন,—হে মহাভাগ। তাহাই
 হউক, তোমরা বিবিধ প্রজা সৃজন কর। ভগবান্

এবমেব ময়োক্তা বঃ প্রভাবস্তস্য যোগিনঃ
 তেন সৰ্বমিদং সৃষ্টং হেতুমাভা বয়ং ত্ৰিহ।।৬১
 এতদ্বিরূপমজ্জাতমব্যক্তং শিবসংজ্ঞিতম্।
 অচিন্ত্যং তদদৃশ্যঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুৰ্হ।।৬৩
 তস্মৈ দেবাধিপত্যায় নমস্কারং প্রযুক্তহে।
 যেন সুক্ষ্মমচিন্ত্যঞ্চ পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুৰ্হ।।৬৪
 মহাদেব নমস্তেহস্ত মহেশ্বর নমোহস্ত তে।
 সুরাসুরবরশ্রেষ্ঠ মনোহংস নমে হস্ত তে।।৬৪
 সূত উবাচ।

এতচ্ছৃষ্টা বিবিধ সৰ্বে সুরাঃ স্বং স্বং নিবেশনম্
 নমস্কারং প্রযুক্তানাঃ শঙ্করায় মহাত্মনে।।৬৬
 ইমং স্তবং পঠেদ্যস্ত ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
 কামাংচ্চ লভতে সৰ্বান্ পাশেভ্যস্ত বিমুক্ত্যতে
 এতৎসৰ্বং সদা তেন বিমুক্তা প্রভবিমুক্তা।
 মহাদেবপ্রসাদেন উক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।

এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।
 সেই যোগী পুরুষের প্রভাব এই আপনাদের
 নিকট আমি বলিলাম। তিনিই এই সমস্ত নিখিল
 বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কেবল ইহার
 হেতুমাত্র। জ্ঞানিগণই এই অব্যক্ত, অজ্ঞাত, শিব-
 সংজ্ঞক, অচিন্ত্য ও অদৃশ্য যোগী পুরুষকে দর্শন
 করিয়া থাকেন। দেবাধিপতি সেই শঙ্করকে
 আপনারা নমস্কার করুন। সেই সুক্ষ্মতম, অচিন্ত্য,
 ঈশ্বর একমাত্র জ্ঞানীজনেরই দর্শন-লভ্য। হে
 মহেশ্বর, মহাদেব! তোমাকে নমস্কার করি। হে
 সুরাসুর শ্রেষ্ঠ! হে মনোহংস! তোমায় নমস্কার।
 সূত কহিলেন,—ইহা শ্রবণ করিয়া সুরসকল
 মহাত্মা শঙ্করকে নমস্কার করিতে করিতে নিজ
 নিজ আবাসে গমন করিলেন। মহাত্মা ঈশ্বরের
 এই স্তব যে পাঠ করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত
 হয় এবং নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে
 পারে। সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রভবিমুক্ত মহাদেবের
 প্রসাদেই এই সকল বার্তা তখন বলিয়াছিলেন।

এতদ্বঃ সৰ্বমাখ্যাতং ময়া মাহেশ্বরং বলম্।।৬৮

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে লিঙ্গোদ্ভব-
 স্তবো নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।।৫৫।।

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়।

শাংশপায়ন উবাচ।

অগাং কথমমাবাস্যাং মাসি মাসি দিবং নৃপঃ।
 ঐলঃ পুরুরবাঃ সূত কথং বাতর্পয়ং পিতৃন।।১
 সূত উবাচ।

তস্য চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবং শাংশপায়ন।
 ঐলস্যাদিত্যসংযোগং সোমস্য চ মহাত্মনঃ।।২
 অপাং সারময়স্যোদোঃ পক্ষ্মোঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ
 হ্রাসবৃদ্ধী পিতৃমতঃ পক্ষস্য চ বিনির্গয়ঃ।।৩
 সোমার্চৈবামৃতপ্রাপ্তিঃ পিতৃণাং তর্পণ তথা।
 কব্যাগ্নেচ্চাত্তসোমানাং পিতৃশাঠ্বেব দর্শনম্।।৪
 যথা পুরুরবাস্চৈলস্তর্পরামাস বৈ পিতৃন।

তাই আমি আপনাদের নিকট মহাদেবের মহিমা
 কীর্তন করিলাম।।৫৯—৬৮।

পঞ্চাশোহধ্যায় সমাপ্ত।।৫৪।।

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন,—হে সূত। ইলাপুত্র
 নরপতি পুরুরবা কিরূপে স্বর্গে গমন করিয়া-
 ছিলেন এবং প্রতিমাসীয় অমাবস্যায় কিরূপেই
 বা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতেন? সূত উত্তর
 করিলেন—হে শাংশপায়ন! সেই মহাত্মা
 ইলাতনয়ের প্রভাব, চন্দ্রমার সূর্য্যসংযোগ,
 জলের সায়ভূত চন্দ্র, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের
 হ্রাসবৃদ্ধি, এতদুভয়ের কোন্ পক্ষ পিতৃগণের
 সম্মত, চন্দ্রের অমৃতপ্রাপ্তি, পিতৃগণের তর্পণ,
 কাব্যবাহু অগ্নি ও পিতৃগণের দর্শন এবং পুরুরবা
 কর্তৃক পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন ও পর্ব্ব সকল

এতৎসর্বং প্রবক্ষ্যামি পৰ্ব্বাণি চ যথাক্রমম্ ॥৫
যদা তু চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ নক্ষত্রৈঃ সমাগতৌ ।
অমাবাস্যাং নিবসত একরাশ্যৈকমণ্ডলে ॥৬
স গচ্ছতি তদা ব্রহ্মুং দিবাকরনিশাকরৌ ।
অমাবস্যামমাবাস্যাং মাতামহপিতামহৌ ।
অভিবাদ্য তদা তত্র কালাপেক্ষঃ প্রতীক্ষতি
প্রসীদমানাং সোমাচ্চ পিতৃং তৎপরিষবম্ ।
ঐলঃ পুরুরবা বিদ্বান্ মাসি মাসি প্রযত্নতঃ ।
উপাস্তে পিতৃমন্তং তং সমোমং স দিবা স্থিতঃ
দ্বিলবং কুহুমাত্রস্ত তে উভে তু বিচার্য্য সং ।
সিনীবালী প্রমাণেন সিনীবালীমুপাসকঃ ॥৯
কুহুমাত্রাং কলাঈব জ্ঞাত্বোপাস্তে কুহুং পুনঃ
স তদা ভানুমত্যেককালাবেক্ষী প্রপস্যতি ॥১০
সুধামৃতং কুতঃ সোমাং প্রবেদ্যাসতৃপ্তয়ে ।
দশভিঃ পঞ্চভিঃ চৈব সুধামৃতপরিষবৈঃ ॥১১
কৃষ্ণপক্ষে তদা পীত্বা দুহ্যমানং তথাংগুভিঃ ।

যথাক্রমে তৎসমস্ত নিশ্চয়রূপে কীর্ত্তন করিতেছি ।
যে সময় চন্দ্র ও সূর্য্য একরাশিতে ও সমান
নক্ষত্র এবং একই মণ্ডলে মিলিত হন, সেই
সময়ের নাম অমাবস্যা; পুরুরবাঃ প্রতি অমা-
বস্যাতেই মাতামহ ও পিতামহরূপী সূর্য্য ও
চন্দ্রের দর্শনার্থ গমন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে
অভিবাদনপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষণ করিতেন;
ইলাতনয় বিদ্বান্ পুরুরবাঃ স্বর্গে অবস্থানপূর্ব্বক
প্রতি মাসেই ঐ অমাবস্যার সময় যজ্ঞপূর্ব্বক
পিতৃয়ান সোমের উপাসনা করিতেন । তখন
তাঁহার উপাসনায় চন্দ্র প্রসন্ন হইলে পিতৃগণের
জন্য অমৃত ক্ষরিত হইত । সেই উপাসক পুরুরবাঃ
সম্পূর্ণ অমাবস্যার স্থিতি এবং ঐ অমাবস্যার
চতুর্দশী ও প্রতিপদযুক্ত কাল ও লব্ধয়, এই
উভয়কাল উপাসনার উপযুক্ত মনে করিয়া
অমাবস্যার ও কুহুকলার উপাসনা করিতেন;
কেন না, ঐ সময়েই চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র মিলিত
হন । পিতৃগণের মাস তৃপ্তির জন্য সূর্য্য গুরুপক্ষে
পঞ্চদশ কিরণ ধারা চন্দ্রের সুধামৃত পূরণ করেন,
কৃষ্ণপক্ষে আবার স্বীয় পঞ্চদশ কিরণধারা দ্বারা

সদ্যঃ প্রক্ষরতা তেন সৌম্যেন মধুনা চ সং ॥
নির্বাণার্থং দন্তেন পিত্র্যেণ বিধিনা নৃপঃ ।
সুধামৃতেন রাজেন্দ্রস্তপ্যাস বৈ পিতৃন্ ॥১৩
সৌম্য বহির্ষদঃ কাব্য অগ্নিষাস্তান্তথৈব চ ॥
ঋতুরগ্নিস্ত যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ
জজ্ঞিরে হ্যতবস্তস্মাদুতৃত্যশ্চাৰ্শ্ববাশ্চ যে ॥১৪
আর্শ্বব্য হ্যর্কমাশাখ্যাঃ পিতরো হৃদসুনবঃ ।
ঋতুঃ পিতামহা মাসা ঋতুশ্চৈবাসুনবঃ ॥১৫
প্রপিতামহাস্ত বৈ দেবাঃ পঞ্চান্দা ব্রহ্মণঃ সূতাঃ
সৌম্যাস্ত সৌম্যজা জ্যেয়াঃ কাব্য জ্যেয়াঃ
কবেঃ সূতাঃ ॥১৬

উপহুতাঃ স্মৃতা দেবাঃ সোমজাঃ সোমপাস্তথা ।
আজ্যপাস্ত স্মৃতাঃ কাব্যাস্তপ্যস্তি পিতৃজাতয়ঃ
কাব্য বহির্ষশ্চৈব অগ্নিষাস্তাশ্চ তে ত্রিধা ।
গৃহস্থা যে চ যজ্ঞান ঋতুবহির্ষদো ধ্রুবম্ ॥১৮
গৃহস্থাশ্চাপি যজ্ঞানো অগ্নিষাস্তান্তথার্শ্ববাঃ ।
অষ্টকাপতয়ঃ কাব্যঃ পঞ্চান্দান্তামিবোধত ॥১৯

চন্দ্র হইতে দুহ্যমান ঐ সুধামৃত গ্রহণ করিয়া
থাকেন । নৃপবর পুরুরবা ঐ সদ্যঃ ক্ষরিত
সোমামৃত দ্বারা পিত্র্য বিধি অনুসারে নির্বাণ
দান করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া-
ছিলেন । ১—১৩ । সৌম্য, বহির্ষদ, কাব্য,
অগ্নিষাস্ত, ঋতু, অগ্নি প্রভৃতি যাহা কল্পিত
হইয়াছে, ইহারা একটি সংবৎসর । সংবৎসর
হইতে ঋতু হইয়াছে, ঋতু হইতে অয়ন । বৎসর
হইতে সমুদ্ভূত এই বর্ষ মাসাত্মক অয়নও
একরূপ পিতৃগণ । বৎসর হইতে জাত যে
মাসদ্বয়াত্মক ঋতু, উহা পিতৃগণ । ব্রাহ্ম কল্পের
দেবমানে যে পাঁচ বৎসর, উহা প্রপিতামহগণ;
সোমপায়িগণ হইতে সৌম্য পিতৃগণ । ভৃগুর
তনয়গণ সোমপায়ী । সৌম্যদিগকে উপহুতও
বলা যায় । কাব্য পিতৃগণ আজ্যপানে পরিতৃপ্ত
হন । কাব্য, বহির্ষদ ও অগ্নিষাস্ত এই পিতৃত্রয়ের
ভেদ যথা,—যাগশীল গৃহস্থ ও ঋতু, ইহারা
বহির্ষদ, গৃহস্থ যাগশীল ও অয়ন ইহারা

এষাং সংবৎসরো হ্যগ্নিঃ সূর্য্যস্ত পরিবৎসরঃ ॥
 সোম ইদ্বৎসরঃ প্রোক্তো বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ।
 রুদ্রস্ত বৎসরস্তেষাং পঞ্চদ্বা যে যুগাস্ত্রকাঃ।
 লেখাশ্চৈবোদ্রপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্যশ্চ তে স্মৃতাঃ
 এতে পিবন্ত্যমাবাস্যাং মাসি মাসি সুধাং দিবি।
 তাংস্তেন তর্পয়ামাস যাবদাসীৎ পুরারবাঃ ॥২২
 সম্মাৎ প্রব্রবতে সোমাস্মাসি মাসি নিবোধত।
 তস্মাৎ সুধামৃতং তদ্বৈ পিতৃণাং সোমপায়িনাম্
 এবং তদমৃতং সৌম্যং সুধা চ মধু চৈব হ।
 কৃষ্ণপক্ষে যথা চন্দোঃ কলাঃ পঞ্চদশ ক্রমাৎ ॥
 পিবত্যমুময়ীর্দেবাস্ত্রয়ত্রিংশতু ছন্দজাঃ।
 পীত্বা চ মাসং গচ্ছন্তি চতুর্দশ্যাং সুধামৃতম্ ॥২৫
 ইত্যেবং পীয়মানস্ত দৈবতৈশ্চ নিশাকরঃ।
 সমাগচ্ছদমাবাস্যাং ভাগে পঞ্চদশে স্থিতঃ ॥
 সুষুন্মাপ্যায়িতং চৈব অমাবাস্যাং যথাক্রমম্।

অগ্নিহোত্র, অষ্টাকাজ্জাতি কাব্যগণ; ইহাদের পাঁচটি বৎসর আছে, তাহা শ্রবণ করুন। বহি ইহাদের বৎসর, সূর্য্য, পরিবৎসর চন্দ্র ইদ্বৎসর আর বায়ু অনুবৎসর এবং যুগাস্ত্রক পঞ্চদ্বা পিতৃগণের বৎসর রুদ্র বলিয়া কথিত হয়। দেশ, উদ্রপা ও দিবাকীর্ত্তি বলিয়া যে সকল পিতৃগণ কথিত হন, তাঁহারা প্রতিমাসেই স্বর্গে সুধাপান করিয়া থাকেন। গগনতলবাসী এই সমস্ত দেবগণ প্রতিমাসে অমাবস্যাতে সুধা পান করেন। মহাত্মা পুরারবা তথায় যতক্ষণ থাকেন, তাবৎ ইহাদিগকে তর্পণ দ্বারা সন্তোষিত করেন। সোম হইতে মাসে মাসে ক্ষরিত হয় বলিয়া বোধিত হওয়া প্রযুক্ত সুধানাম বিবর্চচিত হইয়াছে। উহাই সোমপায়ী পিতৃলোকের অমৃত ১৪—২৩। ছন্দোজাত ত্রয়ত্রিংশৎ দেবতা এই প্রকারে কৃষ্ণপক্ষে সোমের পঞ্চদশ কলাগত জলময় সুধা অমৃত ও মধু পান করিয়া মাসান্তে চতুর্দশীতে প্রস্থান করেন। নিশাকর দেবগণ কর্তৃক এইভাবে পীত হইয়া কলামাত্রে অবশিষ্ট

পিবন্তি দ্বিকলং কালং পিতরস্তে সুধামৃতম্ ॥
 ততঃ পীতক্ষয়ে সোমে সূর্য্যোহসাবেকরশ্মিনা
 আপ্যায়য়ৎ সুষুন্নেন পিতৃণাং সোমপায়িনাম্ ॥
 নিঃশেষায়াং কলামাত্র সোমমাপ্যায়য়ৎ পুনঃ।
 সুষুন্মাপ্যায়মানস্য ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ ॥
 কলাঃ ক্ষীয়ন্তি তাঃ কৃষ্ণাঃ শুক্লাশ্চাপ্যায়য়ন্তি
 তম্ ॥২৯

এবং সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
 দৃশ্যতে পৌর্ণমাস্যাং বৈ শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
 সংসিদ্ধিরেবং সোমস্য পক্ষসোঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥
 ইত্যেব পিতৃমান সোমঃ স্মৃত ইদ্বৎসরঃ ক্রমাৎ
 ক্রান্তঃ পঞ্চদশৈঃ সার্কং সুধামৃতপরিব্রবৈঃ ॥
 অতঃ পার্বণি বক্ষ্যামি পর্বণাং সঙ্কয়স্তথা।
 গ্রহ্মিহি যথা পর্বণীক্ষুবোধোর্বস্বত্যত ॥৩২
 তথার্কমাসপর্বণি শুক্লকৃষ্ণান বৈ বিদুঃ।

থাকেন। পরন্তু সেই পঞ্চদশী কলা, সূর্য্যের সুষুন্মা-কিরণে পুনরায় ক্রমশঃ আপ্যায়িত হইতে থাকে। অমাবস্যাতে পিতৃগণ দুই কলামাত্র কাল সেই সোমকলা পান করেন। পিতৃগণের পানবিশেষে সূর্য্য আবার সুষুন্মা রশ্মি দ্বারা চন্দ্রকে আপূরণ করিয়া থাকেন। পিতৃগণ পান করিয়া যেমন চন্দ্রকলা নিঃশেষিত করেন, সূর্য্যও আবার তেমনই সুষুন্মা দ্বারা উহাকে পরিপূরণ করেন। তাহাতে প্রতিদিন চন্দ্রের এক এক কলা পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকারে সূর্য্যের প্রভাবে, কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ চন্দ্রের কলা সকল শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র পূর্ণ মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির এইরূপই নিয়ম। ইদ্বৎসরাস্ত্রক পিতৃমান সোমের পঞ্চদশবিধ সুধামৃত ক্ষরণ বিবরণ এই কথিত হইল ২৪—৩১। অতঃপর পর্ব ও পর্বসন্ধি সকলের উল্লেখ করিতেছি। ইক্ষু ও বেণুর গ্রহ্মির ন্যায় কালেরও যে সকল গ্রহ্মি আছে, তাহাই পর্ব-পদবাচ্য। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে অর্ধ মাসেও

পূর্ণামাবাস্যোভৈদেগ্রহির্বা সন্ধয়শ্চ বৈ। ৩৩
 অর্ধমাসান্ত পর্বণি তৃতীয়া প্রভৃতীনি তু।
 অগ্ন্যাধানক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়তে পর্বসন্ধিসু। ৩৪
 সায়াহ্নে হ্যনুমত্যাসৌ দ্বৌ লবৌ কাল উচ্যতে
 লবৌ দ্বাবেব রাক্ষাঃ কালো জ্যেয়োহপরাহ্নকঃ
 প্রতিপৎ কৃষ্ণপক্ষস্য কালেতীতেহপরাহ্নিকঃ।
 সায়াহ্নে প্রতিপচ্ছেব স কালঃ পৌর্ণমাসিকঃ।।
 ব্যতীপাতে স্থিতে সূর্যো লেখোর্ধ্ব যুগান্তরে
 যুগান্তরোদিতে চৈব লেখোর্ধ্ব শশিনঃ ক্রমাৎ
 পৌর্ণমাসে ব্যতীপাতে যদিক্ষেতে পরস্পরম্
 যস্মিন্ কালে স সোমাস্তে স ব্যতীপাত এব তু
 কালং সূর্যস্যনির্দেশং দৃষ্ট্বা সংখ্যা তু সপতি
 ন বৈ কথং ক্রিয়াকালঃ কালো সত্যো বিদীয়তে
 পূর্ণেন্দোঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিসু পূর্ণিমা।
 যস্মাস্ত্রানুপশ্যন্তি পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
 তস্মাদনুমতিনামি পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা।। ৪০

তাদৃশ কতগুলি পর্ব বিদ্যমান। পূর্ণিমা ও
 অমাবস্যার ভেদ গ্রহি ও সন্ধি সকল জ্ঞাতব্য।
 ফলতঃ অর্ধমাসে তৃতীয়াদি পর্ব সকল প্রসিদ্ধ।
 পর্বসন্ধিকালে অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান বিহিত
 আছে। সায়াহ্ন কালে অনুমতির দুই লব এবং
 অপরাহ্ন কালে রাক্ষার দুই লব কালক্রিয়াই
 বলিয়া নির্দিষ্ট। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ যদি অপরাহ্ন
 কালে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে কাল কৃষ্ণপক্ষ বলিয়াই
 গণ্য; পরন্তু সায়াহ্ন প্রতিপদের প্রবৃত্তি হইলে
 সেই কাল পৌর্ণমাসিক বলিয়াই জ্ঞাতব্য। চন্দ্র
 ও সূর্য পরস্পর যুগ মাত্র ব্যবধানে থাকিয়া
 বিষুব রেখার উর্ধ্ব সমসূত্রপাতে উদিত হইলে
 পরস্পরের দর্শন হয়। ইহারই নাম ব্যতীপাত।
 পৌর্ণমাসীতেও ঐরূপই পরস্পরের দৃষ্টি হইয়া
 থাকে। সূর্যকে অবলম্বন করিয়াই কালের বিশেষ
 সংখ্যা কল্পিত। সূর্য দ্বারাই কালের উৎকর্ষাপকর্ষ
 নিরূপিত হয় এবং কালবশেই সং ক্রিয়াদির
 প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যে রজনীতে চন্দ্রমা
 পূর্ণকলেবরে প্রকাশ পান, তাহাকে পূর্ণিমা বলে।

অত্যর্থং ভ্রাজতে যস্মাৎ পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ
 রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়ো বিদুঃ।। ৪১
 অমা বসেতামৃক্ষে তু যদা চন্দ্রদিবাকরৌ।
 একাং পঞ্চদশীং রাত্রিমমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা।। ৪২
 ততোহপরস্য তৈর্যুক্তঃ পৌর্ণমাসাং নিশাকরঃ
 যদিক্ষেত্রে ব্যতীপাতে দিবা পূর্ণো পরস্পরম্
 চন্দ্রার্কাবপরাহ্নে তু পূর্ণাঙ্গানৌ তু পূর্ণিমা।। ৪৩
 বিচ্ছিন্নাং তামমাবাস্যাং পশ্যতশ্চ সমাগতৌ।
 অন্যান্যং চন্দ্রসূর্যৌ তৌ যদা তদর্শ উচ্যতে
 দ্বৌ দ্বৌ লবাবমাবাস্যাং যঃ কালঃ পর্বসন্ধিসু।
 দ্ব্যক্ষরং কুহ্মাত্রং তু এবং কালস্ত স স্মৃতঃ।
 নষ্টচন্দ্রাপ্যমাবাস্যা মধ্যসূর্য্যেণ সঙ্গতা।। ৪৫
 দিবসার্দ্ধেন রাত্রার্দ্ধং সূর্য্যং গ্রাপ্য তু চন্দ্রমাঃ।
 সূর্য্যেণ সহসা মুক্তং গত্বা প্রাতস্তনোৎসবৌ।

যে পূর্ণিমায় চন্দ্র এক কলা অপূর্ণ অবস্থায়
 প্রকাশ পান, সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি বলা
 যায়। পিতৃগণ, দেবগণ সহ উহাকে অনুদর্শন
 করেন; এজন্য সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি নামে
 অভিহিত করা যায়। যে পূর্ণিমাতে চন্দ্র পূর্ণমণ্ডলে
 প্রকাশ পান, তাহাকে রাক্ষা বলে। যে পৌর্ণ
 মাসীতে চন্দ্র অত্যন্ত দীপ্তিবিকাশ করেন, এবং
 রঞ্জিত হয়েন, তাহাকে রাক্ষা বলে। একমাত্র
 পঞ্চদশী রাত্রিতে চন্দ্র ও সূর্য 'অমা' অর্থাৎ
 একত্র এক নক্ষত্রে বাস করেন, এজন্য সেই
 তিথিকে অমাবস্যা বলে। ইহার পর আবার
 চন্দ্র-সূর্য পরস্পর পৃথক হয়েন। যে দিন
 অপরাহ্ন কালে চন্দ্র সূর্য পূর্ণরূপে ব্যতীপাতবৎ
 পরস্পরকে দর্শন করেন, তাহাই পূর্ণিমা ৩২—
 ৪৩। যে বিচ্ছিন্ন অমাবস্যাতে চন্দ্র সূর্য
 পরস্পরকে মিলিত হইয়া পরস্পরকে দর্শন
 করেন, তাহাকে দর্শন বলে। পর্বসন্ধি অমাবস্যা
 ও কুহ্ম ইহাদিগের দুই লবপরিমিত কালই ও
 কুহ্ম ইহাদিগের দুই লবপরিমিত কালই বিশেষ
 ক্রিয়াযোগ্য। মধ্যভাগে সূর্য সহ সঙ্গত হইয়া,
 অমাবস্যা চন্দ্রহীনরূপে প্রকাশ পান দিবসার্দ্ধাবধি

দ্বৌ কালৌ সঙ্গমশ্চৈব মধ্যাহ্নে নিষ্পতেদ্রবিঃ।
 প্রতিপচ্চরুপক্ষস্য চন্দ্রমাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
 নিষ্পুচ্যমানয়োর্মধ্যে তয়োর্মণ্ডলয়োস্ত বৈ ॥৪৭
 স সদা হ্যাহ্নতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্ক্রিয়া।
 এতদুত্থমুখং জ্যেয়মমাবাস্যস্য পর্ব্বণঃ ॥৪৮
 দিবা পর্ব্বণ্যমাবাস্যং ক্ষীণেন্দৌ বহ্নলে তু বৈ
 তস্মাদ্দিবা হ্যবাস্যং গৃহ্যতেহসৌ দিবাকরঃ।
 গৃহ্যতে বৈ দিবা হ্যস্মাদমাবাস্যং দিবিক্ষয়েঃ ॥
 কলানামপি বৈ তাসাং বহমান্যাজডাঙ্ঘ্রিকৈঃ।
 তিথীনাং নামধেয়ানি বিদ্বদ্ভিঃ সংজ্ঞিতানি বৈ ॥
 দর্শয়েতামথান্যোস্যং সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ।
 নিষ্ক্লামত্যথ তেনৈব ক্রমশঃ স্পৃশতে শশী।
 দ্বিলবেন হ্যাহ্নরাত্রং ভাস্করং স্পৃশতে শশী।
 স তদা হ্যাহ্নতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্ক্রিয়া ॥
 কুহেতি কোকিলেনোক্তো যঃ কালঃ পরি-
 চিহ্নিতঃ।
 তৎকালসংজ্ঞিতা যস্মাদমাবাস্যা কুহঃ স্মৃতা ॥

রাাত্র্যর্ধ পর্য্যন্ত, সূর্য্য চন্দ্র সহ মিলিত থাকিয়া
 পরে চন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন। প্রাতঃকালীন দুই
 কলায়ক কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডল হইতে দূরে
 অপসৃত হয়েন। শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে
 চন্দ্রমা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিমুক্ত হয়েন। চন্দ্র
 সূর্য্যের পরস্পর সঙ্গ ত্যাগকালীন দ্বিলবকালই
 আহ্নতি ও বটক্রিয়াদির জন্য প্রশস্ত। ইহারই
 নাম ঋতুমুখ। ইহাদিগের মধ্যে অমাবস্যাই প্রধান
 পর্ব্ব। সূর্য্যকিরণাকৃষ্ট চন্দ্রের ক্ষয় প্রযুক্ত যখন
 দিবাভাগেই অমাবস্যায় ক্ষয় হয়, তখন দেবগণও
 সূর্য্যে আবিষ্ট হয়েন। অভিমানময় জডাঙ্ঘ্রিক
 কলাসমূহই তিথি নামে সুধীজনসমাজে প্রসিদ্ধ।
 অমাবস্যাতে চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর মিলিত ভাবে
 প্রকাশিত হয়েন, পরে চন্দ্র ক্রমে ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল
 হইতে নিষ্কাশিত হয়েন। চন্দ্র, দুই লব কাল মাত্র
 সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করেন। সেই কালই অমাবস্যা-
 নিমিত্তক আহ্নতি ও বষট্ক্রিয়ায় বিহিত। সে

সিনীবালী প্রমাণেন ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ।
 অমাবাস্যাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা
 অনুমত্যাঃ সরাকায়াঃ সিনীবালী কুহুস্তথা।
 এতাসাং দ্বিলবঃ কালঃ কুহুমাত্রা কুহুস্তথা।
 ইত্যেব বর্ষসঙ্কীনাং কালো বৈ দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
 পর্ব্বণঃ পর্ব্বকালস্ত তুল্যো বৈ তু বষট্ক্রিয়া।
 চন্দ্রসূর্য্যব্যতীপাতে উভে তে পূর্ণিমে স্মৃতে ॥
 প্রতিপৎপঞ্চদশ্যোশ্চ পর্ব্বকালো দ্বিমাত্রকঃ।
 কালঃ কুহ সনীবাল্যোঃ সমুদ্রো দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
 অর্কাগ্নমণ্ডলে সোমে পর্ব্বকালঃ কলাক্ষয়ঃ।
 এবং স শুক্লপক্ষে বৈ রজন্যাঃ পর্ব্বসন্ধিযু ॥৫৮
 সম্পূর্ণমণ্ডলঃ শ্রীমাংশচন্দ্রমা উপরজ্যতে।
 যস্মাদাপ্যায়তে সোমঃ পঞ্চদশ্যাং তু পূর্ণিমা ॥
 দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভির্দ্বিবসক্রমাৎ।
 তস্মাৎ কলাঃ পঞ্চদশী সোমে নাস্তি তু ষোড়শী
 তস্মাৎ সোমস্য ভবতি পঞ্চদশ্যাং মহাক্ষয়ঃ ॥৬০
 কালে কোকিলগণ 'কুহ' শব্দ করে, অমাবস্যাও
 তৎকালসম গুণসম্পন্ন বলিয়া 'কুহ' নামে
 বিখ্যাত। যে অমাবস্যায় নিশাকর, সিনীবালী
 পরিপরিমাণে সুযল্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়েন, তাহা
 সিনীবালী নামে প্রসিদ্ধ। অনুমতি, রাকা,
 সিনীবালী ও কুহ, ইহাদিগের সকলেরই দুই লব
 মাত্র কাল প্রশস্ত। হে মুনিগণ! পর্ব্বসন্ধির
 কালের তাৎপর্য্যার্থ এই প্রকটিত হইল। সকল
 পর্ব্বেরই পর্ব্ববিহিত কাল বষট্কারাদি কার্য্যে
 সদৃশ ফলোপধায়ক। প্রতিপদ ও পঞ্চদশীর
 পর্ব্বকাল দুই মাত্রা মাত্র। কুহ এবং সিনীবালীর
 পর্ব্বকাল দ্বিলব মাত্র। চন্দ্র যখন সূর্য্যের
 অগ্নিমণ্ডল-মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন পর্ব্বকাল
 এক কলা মাত্র। চন্দ্র শুক্লপক্ষে পর্ব্বসন্ধিকালে
 রজনীতে সম্পূর্ণ মণ্ডলে প্রকাশমান হয়েন। চন্দ্র
 প্রতিদিন এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধি লাভ করত
 পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চদশ কলায় পরিপূর্ণকার
 প্রাপ্ত হয়েন। ইহা দ্বারাই চন্দ্র যে পঞ্চদশ
 কলায়ক, তাহাতে যে ষোড়শ কলা নাই; ইহা

ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ সোমপঃ সোম-
বর্দ্ধনাঃ ।

আর্ত্বা ঋতবো যস্মাস্তে দেবা ভাবয়ন্তি চ ॥
অতঃ পিতৃন্ প্রবক্ষ্যামি মাসশ্রাদ্ধভুজস্ত যে ।
তেবাং গতিং চ সত্যং চ গতিং শ্রাদ্ধস্য চৈব হি
ন মৃতানাং প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্মাংসচক্ষুষা ॥৬৩
তপসাপি প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্মাংসচক্ষুষা ॥৬৩
শ্রাদ্ধদেবান্ পিতৃনেতান্ পিতরো লৌকিকাঃ
স্মৃতাঃ ।

দেবাঃ সৌম্যাশ্চ যজ্ঞানঃ সর্বে চৈব হ্যযোনিজাঃ
দেবাস্তে পিতরঃ সর্বে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত
মনুষ্যাঃ পিতরশ্চৈব তেভ্যোহন্যো লৌকিকাঃ
স্মৃতাঃ ॥৬৫

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।
যজ্ঞানো যে তু সোসেন সোমবস্তস্ত তে স্মৃতাঃ
যে যজ্ঞানঃ স্মৃতাশ্চৈবাং তে বৈ বহির্ষদঃ স্মৃতাঃ

নির্গীত হয় । সেইজন্যই পঞ্চদশীতে চন্দ্রের সম্পূর্ণ
পরক্ষয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এই আমি সোমপায়ী,
সোমবর্দ্ধনকারী, দেবগণের তৃপ্তিবিধায়ক আর্ত্ব
পিতৃগণের বিবরণ বর্ণন করিলাম ৪৪—৬১ ।
অতঃপর মাসশ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণের আচার,
সামর্থ্য ও শ্রাদ্ধ, এ সকলের বৃত্তান্ত বলিতেছি ।
কঠোর তপস্যা দ্বারাও মৃত মনুষ্যগণের
পারলৌকিক গতি বলিতে পারা যায় না; মাংস
চক্ষুদ্বারা তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্বাচনের আর
কথা কি? লৌকিক পিতৃগণকেই শ্রাদ্ধদেব বলা
যায় । তাঁহারা সৌম্য, অযো-নিজ ও যাগশীল ।
তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন
করেন, তাঁহারা দেবপিতৃ-পদবাচ্য । পিতৃগণ—
দেবপিতৃগণ ও মানুষপিতৃগণ—এই দুই শ্রেণীতে
বিভক্ত । মানুষপিতৃগণ লৌকিক পিতৃপদবাচ্য ।
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—ইহঁরাই লৌকিক
পিতৃগণ । যাহারা সোম যাগ করেন, তাঁহারা
সোমবস্ত নামে বিখ্যাত । যাহারা সোমযাগের
সহায়তা করেন, তাঁহারা বহির্ষদ নামে প্রসিদ্ধ ।

কর্ম্মস্বৈতেষু যুক্তাস্তে তুপ্যন্ত্যাদেহসম্ভবাৎ ॥
অগ্নিহোতাঃ স্মৃতাশ্চৈবাং হোমিনো যাজ্ঞ-
যাজিনঃ ।

তেবাং তে ধর্ম্মসাধর্ম্ম্যাং স্মৃতা সা যোজ্যকৈ-
র্বিজৈঃ ॥৬৮

যে বাপ্যাশ্রমধর্ম্মেণ প্রখ্যানেষু ব্যবহৃতাঃ ॥
অস্তে চ নৈব সদিতি শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা ।
ব্রহ্মাচর্য্যেণ তপসা যজ্ঞেন প্রজয়া চ বৈ ॥৬৯
শ্রদ্ধয়া বিদ্যা চৈব প্রদানেন চ সপ্তধা ।
কর্ম্মস্বৈতেষু তে যুক্তা ভবন্ত্যাদেহপাতনাৎ ।
দেবৈস্তৈঃ পিতৃভিঃ সার্কং সূক্ষ্মকৈঃ সোম-
পায়কৈঃ ।

স্বর্গতা দিবি মোদস্তে পিতৃমস্তমুপাসতে ॥৭১
প্রজাবতাং প্রশংসৈব স্মৃতা সিদ্ধা ক্রিয়াবতাম্
তেবাং নিবাপদস্তাং তৎকুলীনৈশ্চ বান্ধবৈঃ
মাসং শ্রদ্ধিভুজস্তৃপ্তিং লভস্তে সোমলৌকিকাঃ
এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসি শ্রাদ্ধভুজস্ত তে
তেভ্যোহপরে তু যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ কর্ম্ম-
যোনিষু ।

সেই সোমযাগে হোমকারী ব্যক্তিগণ অগ্নিহোতা
নামে খ্যাত । ইহঁরা এইরূপ নানাকর্ম্মে নিরত
থাকিয়া পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত সন্তুষ্টমনে কালাতিপাত
করেন । আশ্রমধর্ম্ম-পালনকারী যাগাদি ধর্ম্মনিষ্ঠ
দ্বিজগণ, মরণান্তে এই পিতৃগণের সহিত বিহার
করিয়া থাকেন । যাহারা দেহপাত পর্য্যন্ত অনুরাগ
সহকারে ব্রহ্মাচর্য্য, তপস্যা, যজ্ঞ, সন্তান, শ্রদ্ধা,
বিদ্যা, ও দান, এই সকল কর্ম্মাচরণ করেন,
তাঁহারা সোমপায়ী সূক্ষ্ম পিতৃগণের সহিত
স্বর্গধামে প্রমুদিত মানসে পিতৃগণের উপাসনা
করেন ৬২—৭১ । ক্রিয়াবান্ জনগণের সন্তান
থাকিলে বিশেষ প্রশংসার বিষয় । বংশধরগণ
যে নিবাপ দান করে, বংশ-প্রবর্তক সোমলৌকিক
শ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণ তদ্বারা একমাস যাবৎ
তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন । এই মানুষ পিতৃগণ
মাসিক শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন । ইহঁরা

ভ্রষ্টাশ্চাশ্রমধর্মভ্যঃ স্বধাত্বাহবিবর্জিতাঃ ॥৭৪
 ভিন্নদেহা দুরাত্মানঃ প্রেতভূতা যমক্ষয়ে।
 স্বকর্মাণ্যের শোচন্তি যাতনাত্মনমাগতাঃ ॥৭৫
 দীর্ঘায়ুযাতিশুদ্ধাশ্চ বিবর্ণাশ্চ বিবাসসঃ।
 ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ বিদ্রবন্তি তনুতঃ ॥৭৬
 সরিৎসরস্তুড়াগানি বাপীশ্চৈব জলেপ্লবঃ।
 পরাম্মানি চ লিপ্সন্তে কাল্যমানান্ততন্ততঃ ॥৭৭
 স্থানেষু পাচ্যমানাশ্চ যাতায়াতেষু তেষু বৈ।
 শাম্ললৌ বৈতরণ্যাঞ্চ কুন্তীপাকেষু তেষু চ ॥৭৮
 করন্তবালুকায়াং চ অসিপত্রবনে তথা।
 শিলাসম্পর্ষণে চৈব পাচ্যমানাঃ স্মকর্মভিঃ ॥
 তত্র স্থানানি তেষাং বৈ দুঃখনামপ্যনাকবৎ।
 তেষাং লোকান্তরস্থানাং বিবিধৈর্নামগোত্রতঃ
 ভূম্যাপসব্যং দর্ভেবু দত্বা পিতৃভয়ং তু বৈ।
 পতিতাংস্তপর্বন্তে চ প্রেতস্থানেসমিষ্ঠিতাঃ ॥৮১
 অপ্রাপ্তা যাতনাত্মানং সৃষ্টা যে ভুবি পঞ্চধা।
 পশ্বাদিস্থাবরাস্তেষু ভূতানাং তেষু কর্মসু ॥৮২

ব্যতীত অপর যাহারা আশ্রমধর্মভ্রষ্ট, স্বাধা-
 স্বধাবর্জিত ও সঙ্কীর্ণ কর্মী, সেই সকল দুরাত্মা
 ব্যক্তিগণ, মরণান্তে যমালয়ে প্রেতাকারে
 যাতনাত্মন-গত হইয়া আত্মকৃত কুকর্মসমূহেরই
 বহু শোচনা করিয়া থাকে। শুষ্ক, বিবর্ণ ও উল্লস
 দেহে তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পরিপীড়িত হইয়া
 ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। দীর্ঘকালেও
 তাহাদিগের সেই যাতনাদেহ বিনষ্ট হয় না।
 পিপাসায় সরিৎ-সরোবর-তড়াগবাপী প্রভৃতিতে
 গমন করে এবং ক্ষুধাবশতঃ পরাম্পাপহরণেও
 অভিলাষ করিয়া থাকে। উহারা নানা স্থানে
 বিবিধ নরকে নিরন্তর পাচ্যমান হয়। শাম্ললী,
 বৈতরণী, কুন্তীপাক, করন্তবালুকা, অসিপত্রবন,
 শিলাসম্পর্ষণ,—ইত্যাদি নানা নরকে নিজ নিজ
 কর্মানুসারে পতিত হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ
 করিয়া থাকে। সেই প্রেতস্থানগত জীবগণের
 উদ্দেশে ভূতলে অবসরক্রমে পিতৃভয় প্রদত্ত
 হইলে তাহারা নরকনির্মুক্ত হইয়া পশ্বাদি
 স্থাবরাস্ত পঞ্চবিধ আকারে ভূতলে জন্ম লাভ

নানারূপাসু জাতীষু তির্য্যায়োনিষু জাতিষু।
 যদাহারা ভবন্ত্যেতে তাসু তাস্মিহ যোনিষু।
 তস্মিংস্তস্মিংস্তদাহারং শ্রাদ্ধে দস্তোপতিষ্ঠতি ॥
 কালে ন্যায়াগতং পাত্রং বিধিনা প্রতিপাদিতম্
 প্রাপ্তোত্যবন্নং যথাদত্তং বন্ধুর্যত্রাবতিষ্ঠতে ॥৮৪
 যথা গোষু প্রনষ্ঠাসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
 তথা শ্রাদ্ধে তদিস্তানাং মন্ত্রঃ প্রাপয়তে পিতৃন্
 এবং হব্যিকলং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাদত্তং তু মন্ত্রতঃ।
 সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা।
 গতাগতিজ্ঞঃ প্রেতানাং প্রাপ্তশ্রাদ্ধস্য চৈব হি
 বহীকাশ্চোদ্রপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্যশ্চ তে স্মৃতাঃ
 কৃষ্ণপক্ষদ্বহস্তেষাং গুরুঃ স্বপ্রায় শর্করী ॥৮৭
 ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরশ্চ বৈ
 স্মতর্জবা অনেকে তু অন্মোন্যপিতরঃ স্মৃতাঃ

করে। উহাদিগের কর্মানুসারেই তির্য্যাক্যোন্যাди
 নানা যোনিতে জন্মলাভ হয়। উহারা যে
 যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন,
 তদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি সেই সেই যোনির
 উপযোগ্য আহাররূপে পরিণত হইয়া তাহাদিগের
 তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। যোগ্যকালে
 ন্যায়াপার্জিত দ্রব্য যথাবিধি প্রদত্ত হইলে
 উহা—সেই উদ্দিষ্ট বান্ধব যেখানেই থাকুক,
 তাহার সমীপস্থ হয়। গোরু হারাইয়া গেলেও
 যেমন বৎস তদীয় মাতাকে চিনিয়ালায়, তদ্রূপ
 নির্দোষ, মন্ত্র সকল, শ্রদ্ধাপ্রদত্ত, শ্রাদ্ধ দ্রব্যসমূহ
 উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির নিকটে উপস্থাপিত করে। ভগবান্
 সনৎকুমার, দিব্যচক্ষু দ্বারা প্রেত ও শ্রাদ্ধাদির
 গতাগতি সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া এই সমস্ত
 বলিয়াছেন ৭২—৮৬। বহীক, উদ্রপ, দিবা-
 কীর্ত্য, ইহাদিগের কৃষ্ণপক্ষ দিবা এবং গুরুপক্ষ
 নিদ্রাসাধন শর্করী বলিয়া নিরূপিত। দেবগণের
 পিতৃভ ও পিতৃগণের দেবত্ব এব পিতৃগণের
 ঋতুত্ব আর্তবত্বাদি এই পরিবর্ণিত হইল। ইহারা
 পরস্পর পিতৃভ সম্বন্ধযুক্ত। এই পিতৃদেব ও

এতে তু পিতরো দেবা মানুযাঃ পিতরশ্চ যে
প্রীতেষু তেষু প্রীযন্তে শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্মণা ॥৮৯
ইত্যেবং পিতরঃ প্রোক্তাঃ পিতৃণাং সোম-
পায়িনাম্।

এতৎপিতৃমতত্ত্বং হি পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥৯০
ইত্যর্কপিতৃসোমানামৈলস্য চ সমাগমঃ।
সুধামৃতস্য চাবাপ্তিঃ পিতৃণাংৈব তর্পণম্ ॥৯১
পূর্ণিমাবাস্যয়োঃ কালঃ পিতৃণাং স্থানমেব চ।
সমাসাং কীর্তিতত্ত্বভ্যামেষ সর্গঃ সনানতঃ ॥৯২
বৈশ্বরূপ্যং তু সর্বস্য কথিতং চৈকদেশিকম্।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা ॥
স্বায়ত্ত্ববস্য হীত্যেব সর্গঃ ক্রান্তো ময়াত্র বৈ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥৯৪

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পিতৃবর্ণনং
নাম ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

দেবপিতৃগণ শ্রদ্ধা-সমর্পিত কর্মফলে পরস্পর
প্রীতिलाভ করিয়া থাকেন। পিতৃগণের বিবরণ
এই কথিত হইল। পুরাণসমূহে পিতৃগণের পিতৃত্ব
এইরূপই নির্ণীত আছে। সূর্য্য, সোম, পিতৃগণও
ঐলের সমাগম, সুধামৃতপ্রাপ্তি, পিতৃতর্পণ, পূর্ণিমা
ও অমাবস্যায় বিহিত কাল, পিতৃগণের বাসস্থান,
ইত্যাদি সনাতন তত্ত্ব বিষয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে
এই আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে কীর্তিত হইল।
এ সকলের বিশ্বরূপতাও নামমাত্রে উল্লেখ
করিয়াছি; পরন্তু উহার বিস্তার করিয়া সংখ্যা
করা যায় না। মঙ্গলাভিলাষী মানবের ইহাতে
বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য। হে মুনিগণ! এই
আমি আপনাদিগের নিকট স্বায়ত্ত্বব মনুর
সৃষ্টিবিবরণ আনুপূর্ব্বক্রমে সবিস্তর বর্ণন
করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় বর্ণন
করিব? ৮৭—৯৪।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৬

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

স্বায় উচুঃ।

চতুর্যুগাণি যান্যাসন্ পূর্ব্বং স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে।
তেষাং নিসর্গং তত্ত্বঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাৎ
সূত উবাচ।

পৃথিব্যাদিপ্রসঙ্গেন যন্ময়া প্রাপ্তদাহতম্।
তেষাং চতুর্যুগং হ্যেতৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধত ॥২
সংখ্যেহ প্রসংখ্যায় বিস্তরাচ্চৈব সর্ব্বশঃ।
যুগঞ্চ যুগভেদঞ্চ যুগধর্ম্মং তথৈব চ ॥৩
যুগসঙ্খ্যংশকং চৈব যুগসঙ্ধানমেব চ।
ষট্‌প্রকারযুগাখ্যানাং প্রবক্ষ্যামীহ তত্ত্বতঃ ॥৪
লৌকিকেন প্রমাণেন বিবুদ্ধোহপস্তু মানুযঃ।
তেনাঙ্গেন প্রসংখ্যায় বক্ষ্যামীহ চতুর্যুগম্ ॥৫
নিমেষকালঃ কাষ্ঠা চ কলাশ্চাপি মুহূর্ত্তকাঃ।
নিমেষকালতুল্যং হি বিদ্যাদ্বন্দ্বক্ষরঞ্চ যৎ ॥৬

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব

ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাস্তাঃ।

ত্রিংশৎকলাশ্চৈব ভবেমুহূর্ত্তা-

স্তত্ৰিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥৭

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—স্বায়ত্ত্বব মনুস্তরে যে
যুগচতুষ্টয় ছিল; তাহাদিগের প্রকৃত তত্ত্ব ও
অবস্থা বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত
কহিলেন,—পৃথিবীকর্ন প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমি
যে যুগচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়াছি, উহার
সংখ্যাদিসহ এক্ষণে সবিস্তর অপরাপর তত্ত্বসমূহ
বর্ণন করিতেছি। যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম,
যুগসঙ্কি, যুগাংশ, সঙ্ধান,—এই ষড়বিধ
যুগতত্ত্ব প্রকটিত করিতেছি। লৌকিক নিমেষ,
কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত্তাদি পরিমাণসিদ্ধ
বৎসরানুসারেই চতুর্যুগ বলিব। একটি লঘু
অক্ষর উচ্চারণের কালকে এক নিমেষ বলা
যায়। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায়
এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং মিলিত
ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক আহোরাত্র। সূর্য্য মানুয ও

অহোরাত্রে বিভজ্যতে সূর্যো মানুষদৈবিকে।
 তত্রাহঃ কৰ্মাচেষ্টায়াং রাত্রিঃ স্বপ্নায় কল্যাতে ॥
 পিত্র্যে রাজ্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ
 কৃষ্ণপক্ষদ্বয়ং গুরুঃ স্বপ্নায় শৰ্ব্বরী ॥৯
 ত্রিংশচ্চ মানুষা মাসাঃ পিত্র্যে মাসশ্চ স স্মৃতঃ
 শতানি ত্রীণি মাসানাং যষ্ঠ্যা চাপ্যধিকানি বৈ।
 পিত্র্যঃ সংবৎসরো হ্যেব মানুষেণ বিভাব্যতে
 মানুষেণৈব মানেন বর্ষাণাং যচ্ছতং ভবেৎ।
 পিতৃণাং ত্রীণি বর্ষাণি সংখ্যাতানীহ তানি বৈ
 চত্বারশ্চাধিকা মাসাঃ পিত্রে চৈবেহ কীর্তিতাঃ
 লৌকিকে নৈব মানেন অপো যো মানুষঃ স্মৃতঃ
 এতদ্ব্যমহোরাত্রং শাস্ত্রেহস্মিন্নিশ্চয়ো মতঃ ॥
 দিব্যে রাজ্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
 অহস্ত্যত্রাদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদক্ষিণায়নম্ ॥
 যে তে রাজ্যহনী দিব্যে প্রসংখ্যাতে তয়োঃ

পুনঃ।

ত্রিংশচ্চ তানি বর্ষাণি দিব্যো মাসস্ত স স্মৃতঃ
 মানুষক শতং বিজ্ঞি দিব্যমাসান্ত্ব স্তু তে।
 দশ চৈব তথাহানি দিব্যো হ্যেব বিধিঃ স্মৃতঃ।
 ত্রীণি বর্ষশতান্যেব যষ্টিবর্ষাণি যানি চ।
 দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেব মানুষেণ প্রকীর্তিতঃ ॥
 ত্রীণি বর্ষশতান্যেব যষ্টিবর্ষাণি যানি চ।
 দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেব মানুষেণ প্রকীর্তিতঃ ॥
 ত্রাণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ।

দৈব অহোরাত্রের সৃজন করেন। তন্মধ্যে দিবাভাগ
 কৰ্ম্মানুষ্ঠান জন্য এবং রাত্রিভাগে নিদ্রার জন্য
 নির্দিষ্ট। একমাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র;
 তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ দিব্য ও গুরুপক্ষ রাত্রি বলিয়া
 গণ্য। মানুষপরিমাণের ত্রিশ শত যষ্টি মাসে
 পিতৃগণের এক বৎসর। মানুষমানের এক শত
 বৎসরে পিতৃগণের তিন বৎসর চারি মাস
 হয়। ১—১১। লৌকিক মানের এক বৎসরে
 দৈব এক অহোরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা
 এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। মানুষমানের ত্রিশ বর্ষে
 এক দৈব মাস এবং শতবর্ষে দিব্য তিন মাস দশ
 দিন হয়। মানুষ মানের তিনশত যষ্টি বৎসরে

ত্রিংশদযানি তু বর্ষাণি মতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ ॥১৭
 নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
 অন্যানি নবতিশ্চৈব ক্রৌঞ্চঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ
 ষট্‌ত্রিংশস্তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু ॥
 বর্ষাণাম্ শতং জ্ঞেয়ং দিব্যো হ্যেব বিধিঃ স্মৃতঃ
 ত্রীণ্যেব নিযুতান্যাহর্বর্ষাণাং মানুষাণি চ।
 যষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি সংখ্যাতানি তু সংখ্যয়া।
 দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত প্রাচঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ॥
 ইত্যেবমুষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়া দ্বিতম্।
 দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যাপ্রকল্পনম্ ॥২১
 চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ।
 পূর্বং কৃতযুগং নাম ততঃস্তুতা বিধীয়তে।
 দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব যুগান্যেতান্যকল্পয়ৎ ॥২২
 চত্বার্যাশ্চ সহস্রাণি বর্ষাণাম্ কৃতং যুগম্।
 তত্র তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
 ইতরাসু চ সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাংশেষু চ বৈ ত্রিষু।
 একাপায়েন বর্জ্যে সহস্রাণি শতানি চ ॥২৪
 ত্রোতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যেব পরিকীর্ত্যতে।
 স্তস্যাস্ত ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥

এক দিব্য সংবৎসর। মানুষমানের তিন সহস্র
 ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষিবৎসর এবং নয় সহস্র
 নবতি বৎসরে ক্রৌঞ্চ সংবৎসর হয়। মানুষ
 মানের ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসরে দিব্য শতবর্ষ
 এবং তিন নিযুত যষ্টি সহস্র বৎসরে দিব্য সহস্র
 বৎসর হয়। গণিত-বিশারদ জনগণ এইরূপ
 সংখ্যা করিয়াছেন। এই দিব্য পরিমাণেই
 যুগসংখ্যা কল্পিত। ঋষিগণ এইরূপ বলেন।
 কবিগণ ভারতবর্ষে চারিটি যুগ বর্ণন করিয়াছেন;
 তন্মধ্যে প্রথম কৃত যুগ, পরে ত্রেতাযুগ, তারপর
 দ্বাপরযুগ; অতঃপর কলিযুগ। কৃতযুগ চারি
 সহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা চারিশত এবং
 সন্ধ্যাংশ চারিশত বৎসর। অপর সকল যুগেরও
 সন্ধ্যাংশ যুগমান যত সহস্র বর্ষ তত শত বর্ষ।
 ত্রেতাযু তিন সহস্রবৎসর; উহার সন্ধ্যা তিনশত
 ও সন্ধ্যাংশ তিনশত বৎসর। দ্বাপর যুগ, দুই

দ্বাপরং বৈ সহস্রে তু যুগমাছমনীষিণঃ।
 তস্যাপি দ্বিশতী সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশঃ সঙ্খ্যায়া সমঃ
 কলিং বর্ষসহস্রস্ত যুগমাছমনীষিণঃ।
 তস্যাপ্যেকশতী যুগাখ্যা পরিকীর্তিতা।
 এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্তিতা।
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুষ্টয়ম্।।২৮
 অত্র সংবৎসরাঃ সৃষ্টা মানুষেণ প্রমাণতঃ।
 কৃতস্য তাবদ্বক্ষ্যামি বর্ষাণাং তৎ প্রমাণতঃ।।২৯
 সহস্রাণাং শতান্যত্র চতুর্দশ তু সংখ্যায়া।
 চত্বারিংশং সহস্রাণি কলিকালযুগস্য তু।।৩০
 এবং সংখ্যাতকালশ্চ কালেষিহ বিশেষতঃ।
 এবং চতুষ্টয়ং কালো বিনা সঙ্খ্যাংশকৈঃ স্মৃতঃ
 * নিযুতান্যেকষড়বিংশত্য়িরংশানি তু তানি বৈ
 চত্বারিংশশ্রীণি চৈব নিয়তানি চ সংখ্যায়া।
 বিংশতিশ্চ সহস্রাণি স সঙ্খ্যাংশশ্চতুষ্টয়ে।।৩২
 এবং চতুষ্টয়াখ্যা তু সাধিকা হোকসপ্ততিঃ।
 কৃতত্রেতাযুক্তা সা মনোরন্তরমুচ্যতে।।৩৩
 মন্বন্তরস্য সংখ্যা তু বর্ষাগ্রাণে নিবোধত।
 ত্রিংশৎকোট্যন্ত বর্ষাণাং মানুষেণ প্রকীর্তিতাঃ
 সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি তু।

সহস্র বৎসর; ইহার সঙ্খ্যা দুই শত ও সঙ্খ্যাংশ দুইশত বৎসর। কলি যুগ সহস্র বর্ষ; ইহার সঙ্খ্যা একশত ও সঙ্খ্যাংশ একশত বৎসর। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের সমষ্টি পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। ইহা হইল দিব্য পরিমাণ। একক্ষণে ইহার মানুষ পরিমাণ বলিতেছি। চতুর্দশ লক্ষ চত্বারিংশং সহস্র বৎসর কলিকালের পরিমাণ। ইহা ব্যতীত চতুষ্টয়ের সঙ্খ্যা ও সঙ্খ্যাংশ সকলের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশ নিযুত বিংশতি সহস্র বৎসর। এইরূপ, কৃতত্রেতাযুক্তা যুগচতুষ্টয়ের একসপ্ততি চতুষ্টয়ে এক মন্বন্তর কাল নির্দিষ্ট। মন্বন্তরের বর্ষপরিমাণ শ্রবণ করুন। মানুষমানের ত্রিংশকোট সপ্তষষ্টি নিযুত, বিংশতিসহস্র বৎসরে এক মন্বন্তর।

* ইদমর্কমধিকং কচিদ্ভ্যতে।

বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়ং সঙ্কিকং বিনা।।
 মন্বন্তরস্য সংখ্যায়া সংখ্যাবিষ্টির্বিষ্টিঃ স্মৃতা।
 মন্বন্তরস্য কালোহয়ং যুগৈঃ সার্কং প্রকীর্তিতঃ।।
 চতুঃসহস্রযুক্তং বৈ প্রথমং তৎকৃতং যুগম্।
 ত্রেতাযুক্তং বক্ষ্যামি দ্বাপরং কলিম্বেব চ।।৩০
 যুগপৎসমবেতার্থো দ্বিধা বক্তুং ন শক্যতে।
 ক্রমাগতং ময়া হ্যেতদ্ব্যুৎ প্রোক্তং যুগদ্বয়ম্।
 ঋষিবংশপ্রসঙ্গে ব্যাকুলত্বাস্তথৈব চ।।৩১
 তত্র ত্রেতাযুগস্যাদৌ মনুঃ সপ্তর্ষিগণং তে।
 শ্রৌতং স্মার্তং চ ধর্মঞ্চ ব্রহ্মণাচ প্রচোদিতম্।
 দারাগ্নিহোত্রসংযোগমৃগ্যজুঃসামসংজ্ঞিতম্।
 ইত্যাদিলক্ষণং শ্রৌতং ধর্মং সপ্তর্ষিরোহব্রুবন্।।
 পরম্পরাগতং ধর্মং স্মার্তং চাচারলক্ষণম্।
 বর্ণাশ্রমাচারযুতং মনুঃ স্বায়ত্ত্ববোহরবীৎ।।৩২
 সত্যেন ব্রহ্মচার্যেণ শ্রুতেন তপসা চ বৈ।
 তেষাং সূতপ্ততপসামার্যেয়েণ ক্রমেণ তু।।৩৩
 সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈম আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু
 অবুদ্ধিপূর্বকং তেষামক্রিয়াপূর্বমেব চ।।৩৪
 অভিব্যক্তান্ত তে মন্ত্রান্তারকাদৌনির্দর্শনৈঃ।

গণনাকুশল দ্বিজগণ সঙ্কিকাল ব্যতীত মন্বন্তর কালের এই পরিমাণ নির্দেশ করেন। যুগের সহিত মন্বন্তর কালের পরিমাণ এই কথিত হইল। ১২—৩৬। কৃতযুগ দৈব চতুঃসহস্র বৎসর। ইতঃপূর্বে ঋষি-বংশ প্রসঙ্গে ব্যক্তাবশে ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের বিবরণ সবিস্তরেই বলিয়াছি। যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহার আবার উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। কোন বিষয় বার বার বলা যায় না। ত্রেতাযুগের আদিমকালে ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে মনু, ও সপ্তর্ষিগণ, শ্রৌত স্মার্ত ধর্ম প্রচারিত করেন। ঋক-যজুঃ-বাম-বেদানুমত ও দারপরিগ্রহ অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ধর্মসমূহ সপ্তর্ষিগণ উপাদেশ করেন। পরম্পরাগত বর্ণাশ্রমানুমত আচার প্রতি-পালনিক স্মার্ত ধর্ম, স্বায়ত্ত্বব মনুকর্তৃক প্রচারিত হয়। সেই ত্রেতাযুগের আদিকালে মনু ও সপ্তর্ষিগণের অন্তঃকরণে, তারকাদি বিবিধ

আদিকল্পে তু দেবানাং প্রাদুর্ভূতাস্ত তে স্বয়ম্
প্রণাশে ত্বথ সিদ্ধীনাং প্যাসাঞ্চ প্রবর্তনম্।
আসন্নম্ভা ব্যতীতেষু যে কল্পেষু সহস্রশঃ।
তে মন্তরা বৈ পুনস্তেষাং প্রতিভাসমুপস্থিতাঃ।।
ঋচো যজুঃষি সামানি মন্ত্রাশ্চাথর্ষণানি চ।
সপ্তর্ষিভিস্ত তে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তং ধর্ম্মং

মনুর্জগৌ।।৪৬

ত্রেতাদৌ সংহিতা বেদাঃ কেবলা ধর্ম্মশেষতঃ।
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যাস্যন্তে দ্বাপরেষু তে।।৪৭
ঋষয়স্তপদা দেবাঃ কলৌ চ দ্বাপরেষু বৈ।
অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্ব্বং সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।।৪৮
সধর্ম্মাঃ সপ্রজাঃ সাক্ষা যথাধর্ম্মং যুগে যুগে।
বিক্রিয়ন্তে সমানার্থা বেদবাদা যথায়ুগম্।।৪৯
আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রস্য হবির্যজ্ঞা বিশাস্পতেঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাশ্চ জপযজ্ঞা দ্বিজোত্তমাঃ।।
তদা প্রমুদিতা বর্ণাশ্চৈতান্যং ধর্ম্মপালিতাঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুখিনস্তথা।।৫১

নিদর্শন হেতু, পূর্ব্বপুণ্ড মন্ত্রসমূহ অভিযুক্ত হয়।
আদিকল্পে দেবগণের মন্ত্র সকল স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত
হইয়াছিল। পরে সেই সিদ্ধি বিনষ্ট হইলে সেই
সহস্র সহস্র মন্ত্র কালান্তরে ইহাদিগের অন্তরে
প্রতিভাত হয়। ৩৭—৪৫। ঋক্, যজু, সাম,
আথর্ষণ মন্ত্র,—এ সমস্ত সপ্তর্ষিগণ-প্রচারিত।
আয় স্মার্ত্তধর্ম্ম মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন।
ত্রেতাদিকালে বেদ, অতি সংক্ষিপ্তভাবে
সারধর্ম্মময় ছিল; দ্বাপরাদিকালে জনগণের
আয়ুর অল্পতা ঘটিলে সেই বেদকে বিভক্ত করা
হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তক পূর্ব্বসৃষ্ট অনাদিনিধন দিব্য
ঋষি তপস্বী এবং দেবগণ, দ্বাপরে ও কলিযুগে,
প্রাদুর্ভূত হন। যুগে যুগে ধর্ম্ম, প্রজাবর্গের ন্যায়,
সমানার্থক হইলেও বেদ ও বেদাঙ্গনিচয়ের
যথাক্রমে বিকার ঘটিতে থাকে। ত্রেতায়ুগে
ক্ষত্রিয়গণ উদ্যম-যজ্ঞ, বৈশ্যগণ হবির্যজ্ঞ, শূদ্রগণ
ত্রিবর্ণের পরিচর্যাযজ্ঞ এবং বিপ্রগণ জপযজ্ঞনিষ্ঠ
ছিলেন। তখন প্রজাগণ ক্রিয়ারত, সম্ভানযুক্ত,
সমৃদ্ধ ও সুখসময়িত,—সতত হর্ষিতচিস্ত ছিল।

ব্রাহ্মণানুবর্তন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিশঃ।
বৈশ্যানুবর্তিনং শূদ্রাঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ।।৫১
শুভাঃ প্রবৃন্তয়ন্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাস্তথা।
সঙ্কলিতেন মনসা বাচোক্তেন স্বকর্ম্মণা।
ত্রেতায়ুগে ত্ববিকলঃ কর্ম্মারম্ভঃ প্রসিধ্যতি।।৫৩
আয়ুর্ম্মেধা বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্মশীলতা।
সর্ব্বসাধারণা হ্যেতে ত্রেতায়ুগে বৈ ভবন্ত্যত।।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তেষাং ব্রহ্মা তথাকরোৎ।
পুনঃ প্রজস্তু তা মোহান্তান্ ধর্ম্মান্ হ্যপালয়ন্
পরস্পরবিরোধেন মনুং তাঃ পুনরবয়ুঃ।
মনুঃ স্বায়ম্ভুবো দৃষ্ট্বা যাতাতথ্যং প্রজাপতিঃ।।
যাতা তু শতরূপায়াঃ পুমান্ স উদপাদয়ৎ।
প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ প্রথমং তৌ মহীপতী।।
ততঃ প্রভৃতি রাজান উৎপন্ন দণ্ডধারিণঃ।

তখন ক্ষত্রিয়বর্গ ব্রাহ্মণগণের, বৈশ্যগণ
ক্ষত্রিয়দিগের, এবং শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের
আনুগত্য করিত,—সকলেই পরস্পর বাধ্য
থাকিয়া সুখে কালান্তিপাত করিত। তাহারা
সংপ্রবৃন্তি-সম্পন্ন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিরত ছিল।
ত্রেতায়ুগে প্রজাগণের সঙ্কল্পে ও বাক্যে—প্রারম্ভ
কর্ম্ম সম্যক্ সিদ্ধ হইত। ৪৬—৫৩। তখন আয়ু,
মেধা, বল, জপ, আরোগ্য, ধর্ম্মশীলতা,—এ
সকল সর্ব্বসাধারণে তুল্যরূপেই বিদ্যমান ছিল।
প্রথমে ব্রহ্মা তাৎকালিক প্রজাবর্গের বর্ণাশ্রমচার
ব্যবস্থা করেন; পরে কালবশে প্রজাবর্গ সেই
ধর্ম্মব্যবস্থা পালনে ঔদাসীন্য করিতে লাগিল।
তাহারা পরস্পর ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ করিয়া
মীমাংসার্থ স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইল।
প্রজাপতি, মনু, সেই প্রজাগণকে দেখিয়া
তাহাদিগের আগমনহেতু যথায়থ বিচারপূর্ব্বক
ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া শতরূপা নানী আত্মপত্নীতে
সম্ভান উৎপাদন করেন। মনুনন্দন প্রিয়ব্রত ও
উত্তানপাদ তখন সর্ব্ব প্রথমে মহীপতি হয়েন।
সেই হইতে দণ্ডধারী রাজগণ উৎপন্ন হয়েন।

প্রজানাং রঞ্জনৈশ্চৈব রাজানস্তত্ত্বমুপাঃ ॥৫৮
প্রচ্ছন্নপাপা যে জেতুমশক্যা মনুজা ভুবি ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় তেষাং শাস্ত্রে তপোময়াঃ ॥
বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্তিতাঃ
সংহিতাশ্চ ততো মদ্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তে ॥
যজ্ঞঃ প্রবর্তিতশ্চৈব তদা হ্যেবং তু দৈবতৈঃ ।
যামৈঃ শুক্রেজর্জপৈশ্চৈব সর্বসম্ভারসংবৃতৈঃ ॥৬১
সার্কং বিশ্বভূজা চৈব দেবেন্দ্রেণ মহৌজসা ।
স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে দেবৈর্যজ্ঞাস্তে প্রাক্প্রবর্তিতাঃ
সত্যং জপস্তপো দানং ত্রেতায়াং ধর্ম উচ্যতে
ক্রিয়াধর্মশ্চ ত্বু সতে সত্যধর্মঃ প্রবর্ততে ॥৬৩
প্রজায়ন্তে ততঃ শূরা আয়ুত্মস্তো মহাবলাঃ ।
ন্যস্তদণ্ডা মহাভাগ্য যজ্ঞানো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৬৪
পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথুস্বক্কাঃ সুসংহিতাঃ ।
সিংহাস্তকা মহাসত্ত্ব মন্তুমাতঙ্গগামিনঃ ॥৬৫

প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া সেই নৃপতিগণ রাজা
শব্দে অভিহিত হইতেন । এইরূপ ধর্ম সংস্থাপনার্থে
বিধানসমূহ প্রণীত হইলেও জনগণ প্রচ্ছন্নভাবে
পাপাচারণ করিতে লাগিল তখন তপস্যা,
বর্ণসকলের বিশেষ বিভাগ, সংহিতা ও নানাবিধ
মন্ত্র,—ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ প্রণয়ন করিলেন ।
৫৪—৬০ । তখন যাম, শুক্র ও জপাদি
দেবতাগণ সর্বসম্ভার সহ যজ্ঞের প্রবর্তন করেন ।
স্বায়ত্ত্বব মন্ত্রস্তরে দেবগণ, বিশ্বভূক্ মহৌজা
দেবেন্দ্রের সহিত যজ্ঞসমূহ প্রবর্তিত করেন ।
ত্রেতা যুগে, সত্য, জপ, তপস্যা ও দানপ্রধান
ধর্ম প্রবর্তিত হয়; পরন্তু ক্রিয়াধর্ম হ্রাস পায়
এবং সত্যধর্মই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ৬১—
৬৩ । তখন আয়ুত্মান বলবান্ শুরগণের জন্ম
হইতে থাকে । ত্রেতা যুগের চক্রবর্তী রাজগণ,
মহাভাগ, যোগ্যদণ্ডদাতা, যাগশীল, ব্রহ্মজ্ঞ,
পদ্মপলাশায়তনেত্র, বিশালবক্ষ সুসংহত,
সিংহবিক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, মন্তুমাতঙ্গগামী, মহাধনুর্ধর
ও ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাদি সুলক্ষণসম্পন্ন হইলেন ।

মহাধনুর্ধরশ্চৈব ত্রেতায়াং চক্রবর্তিনঃ ।
সর্বলক্ষণসম্পন্ন ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাঃ ॥৬৬
ন্যগ্রোধৌ তৌ স্মৃতৌ বাহু ব্যামো ন্যগ্রোধ
উচ্যতে ।
ব্যামেনৈবোচ্ছুর্যো यस্য সম উর্ধ্বং তু দেহিনঃ
সমুচ্ছুর্যপরীণাহো জ্ঞেয়ো ন্যগ্রোধমণ্ডলঃ ॥৬৭
চক্রং রথো মণির্ভার্য্য নিধিরশ্ম গজাস্তথা ।
সপ্তাতিশয়রত্নানি সর্বেষাং চক্রবর্তিনাম্ ॥৬৮
চক্রং রথো মণিঃ খড়্গং ধনুরত্বং চ পক্ষমম্ ।
কেতুর্নি ধশ্চ সপ্তৈতে প্রাণহীনাঃ প্রকীর্তিতাঃ
ভার্য্য পুরোহিতশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ ।
মদ্রাশ্বঃ কলভশ্চৈব প্রাণিনঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥৭০
রত্নান্যেতানি দিব্যানি সংসিদ্ধানি মহাত্মনাম্ ॥
চতুর্দশ বিধেয়নি সর্বেষাং চক্রবর্তিনাম্ ॥৭১
বিধেঃ রংশেন জায়ন্তে পৃথিভ্যাম্ চক্রবর্তিনঃ ।
মন্ত্রস্তরেষু সর্বেষু অতীতানাগতেষু বৈ ॥৭২
ভূতভব্যানি যানীহ বর্তমানানি যানি চ ।
ত্রেতাযুগাদিকেষ্বত্র জায়ন্তে চক্রবর্তিনঃ ॥৭৩
ভদ্রাণীমানি তেষাং বৈ ভবন্তীহ মহীক্ষিতাম্ ।

বাহুদ্বয় এবং ব্যামকে ন্যগ্রোধ বলা যায় । যাহার
উচ্চতা ও স্থূলতা এক ব্যাম পরিমিত, তাহাকে
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল বলে ॥৬৪—৬৭ ॥ চক্র, রথ,
মণি, ভার্য্য, নিধি, অশ্ব ও গজ,—এই সাতটি
নৃপতিদিগের প্রধান রত্ন বলিয়া গণ্য । চক্র,
রথ, মণি, ধনু, রত্ন, কেতু ও নিধি—এই
সাতটি প্রাণহীন রত্ন । ভার্য্য, পুরোহিত,
সেনানী, রথকার, মন্ত্রী, অশ্ব, কলভ,—এ সমস্ত
প্রাণী রত্ন । এই দিব্য চতুর্দশবিধ রত্ন, সমস্ত
চক্রবর্তী রাজারই প্রয়োজনীয় । অতীত ও
অনাগত সকল মন্ত্রস্তরেই বিষ্ণুর অংশে ভূতলে
চক্রবর্তী রাজাদিগের জন্ম হয় । ত্রেতাযুগে
ভূত ভবিষ্য যে কোন চক্রবর্তী রাজা, সকলকেই
এই সমস্ত মঙ্গলাম্পদ রত্ন আশ্রয় করিয়া থাকে ।

অদ্ভুতানি চ চত্বারি বলং ধর্মঃ সুখং ধনম্।

অন্যোন্মাস্যাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে বৈ

নৃপৈঃ সমম্।

অর্থো ধর্মশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ।।৭৫

ঐশ্বর্যেণানিমায়েন প্রভুশক্ত্যা তথৈব চ।

অম্লেন তপসা চৈব ঋষীনভিভবন্তি চ।

বলেন তপসা চৈব বেদানবমানুষান্।।৭৬

লক্ষণৈশ্চাপি ললাটোর্ণা জিহ্বা চাস্য প্রমাজ্জনী

কেশহিতা ললাটোর্ণা জিহ্বা চাস্য প্রমাজ্জনী

তাম্রপ্রভোষ্ঠদন্তোষ্ঠাঃ শ্রীবৎসার্শ্চোর্ম্মরোমশাঃ

আজানুবাহবশ্চৈব জ্বালহস্তা বৃষাক্ষিতাঃ।

ন্যগ্রোধপরিণাহাশ্চ সিংহক্ষুদ্রাঃ সুমেহনাঃ।

গজেন্দ্রগতয়শ্চৈব মহাহনব এব চ।।৭৭

পাদয়োশ্চক্রমৎসৌ তু শঙ্খপদৌ তু হস্তয়োঃ

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি তে ভবন্ত্যজরা নৃপাঃ।।৭৯

অসঙ্গা গতয়ন্তেবাং চত্বশ্চক্রবর্তিনাম্।

নৃপতিগণ, পরস্পরের অবিরোধে অত্যদ্ভুতরূপ ধর্ম, বল, সুখ ও ধন,—এই চারিটি বিষয় সভাবতঃ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা ঋষিদিগেরও অভিভবসমর্থ অর্থ, ধর্ম, কাম, যশ, বিজয়, অগ্নিাদি ঐশ্বর্য, প্রভুশক্তি, অম্ল ও তপস্যা সমন্বিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ এবং বল ও তপস্যা দ্বারা দেব দানব মানবগণের পরাভব বিধানে দক্ষ। ৬৮—৭৬। তদানীন্তন রাজগণের শরীরে অমানুষ লক্ষণ সকল লক্ষিত হইত। তাঁহাদিগের ললাটোপরি কেশজালের কিয়দংশ উর্গাতস্ত্রুসম সুদৃশ্য; জিহ্বা সুমাজ্জিত, ওষ্ঠ ও দন্ত তাম্রপ্রভ, রোমসকল উর্দ্ধমুখ এবং সকলেই শ্রীবৎসলক্ষণাক্রান্ত। তাঁহারা আজানু-লম্বিবাহু; জ্বাল হস্ত, বৃষবিহাক্ষিত, ন্যগ্রোধ-পরিণাহ, সিংহক্ষুদ্র, সুমেহন, মহাহনু ও গজেন্দ্রগামী। তাঁহাদিগের সকলেরই পদদ্বয় চক্র মৎস্যাক্ষিত এবং করতলদ্বয় শঙ্খ পদ্ম চিহ্নে সুশোভিত। তাঁহারা পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অজরাময় হইয়া ছিলেন। সেই চক্রবর্তী

অন্তরিক্ষে সমুদ্রে চ পাতালে পর্বতেষু চ।।৮০

ইজ্যা দানং তপঃ সত্যং ত্রেতায়াং ধর্ম উচ্যতে

তদা প্রবর্ততে ধর্মো বর্ণশ্রমবিভাগশঃ।।৮১

মর্যাদাস্থাপনার্থং চ দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ততে।

হৃষ্টপুষ্ঠাঃ প্রজাঃ সর্বা হ্যরোগাঃ পূর্ণমানসাঃ।।৮২

একো বেদশ্চতুপাদস্ত্রেতাযুগবিধৌ স্মৃতঃ।

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি তদা জীবন্তি মানবাঃ।।৮৩

পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণা শ্রিয়ন্তে চ ক্রমেণ তু।

এষ ত্রেতাযুগে ধর্মস্ত্রেতাসকৌ নিবোধত।।৮৪

ত্রেতাযুগস্বভাবস্ত সঙ্খ্যাপাদেন বর্ততে।

সঙ্খ্যয়াং বৈ স্বভাবস্ত যুগপাদেন তিষ্ঠতি।।৮৫

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীং প্রবর্তনম্।

পূর্বং স্বায়ম্ভুবে সর্গে যতাবস্তদ্রবীহি মে।।৮৬

অন্তর্হিতায়াং সঙ্খ্যয়াং সার্কং কৃতযুগেন বৈ।

কলাখ্যয়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা

রাজগণের অন্তরিক্ষ, সমুদ্র, পাতাল ও পর্বতে—চারিহানেই সমান অব্যাহত গতিবিধি ছিল। ৭৭—৮০। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সত্য—এই চতুর্বিধ ধর্ম প্রবর্তিত ছিল; বর্ণাশ্রম ধর্মও তখনই প্রাদুর্ভূত হয়। মর্যাদাস্থাপন জন্য দণ্ডনীতিও ত্রেতাযুগেই প্রবর্তিত হইয়াছে। তখন সকল প্রজাই হৃষ্ট পুষ্ট, নীরোগ ও পূর্ণকাম ছিল। ত্রেতাযুগেই এক বেদ পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে। তখন মানবগণের আয়ুঃ সাধারণতঃ তিন সহস্র বৎসর; সকলেই পুত্র-পৌত্র-সমাবৃত হইয়া ক্রমে মরণাপন্ন হইত। ত্রেতাযুগের লক্ষণ কহিলাম। এক্ষণে ত্রেতা-সন্ধির বিষয় বলিতেছি। সঙ্খ্যাস্বভাব ত্রেতাযুগের একপাদ; আর যুগস্বভাব, সঙ্খ্যাস্বভাবের একপাদ সহিত প্রবর্তিত হয়। ৮১—৮৫। শাংশপায়ন কহিলেন, পূর্ব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কি প্রকারে যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়াছিল? আমার নিকট তদ্বিবরণ বর্ণন করুন। সত্যযুগের সঙ্খ্যাকাল, যুগধর্ম সহ অন্তর্হিত হইলে যখন এক কলামাত্র ত্রেতাযুগের প্রবৃতি

বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃতবন্তশ্চ বৈ পুনঃ।।৮৭
সত্তারাংস্তাংশ্চ সত্ত্বতা কথং যজ্ঞঃ প্রবর্তিতঃ।
এতচ্ছ্রদ্ধাত্রবীং সূতঃ শ্রায়তাং শাংশপায়ন।।
যথা ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীং প্রবর্তনম্।
ওষধীষু চ জাতাসু প্রবৃন্তে বৃষ্টিসজ্জনে।
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ষায়াং গৃহাশ্রমপুৰেষু চ।।৮৯
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃত্বা মন্ত্রাংশ্চ সংহিতান্।
মদ্বান্ সংযোজয়িত্বাথ ইহামুদ্রেষু কৰ্মসু।।৯০
তথা বিশ্বভূগিন্দ্রস্ত যজ্ঞং প্রবর্তয়ন্তদা।
দৈবতৈঃ সহিতঃ সৰ্বৈঃ সৰ্বসম্ভারসম্ভূতম্।।৯১
অথান্বমেধে বিততে সমাজগ্ন্যুর্মহর্ষয়ঃ।
যজ্ঞস্তে পশুভির্মৈধ্যৈঃ শ্রদ্ধা সৰ্বৈ সমাগতাঃ।।
কৰ্মব্যাগ্ৰেণু ঋত্বিকু সত্ত্বত্রে যজ্ঞকৰ্ম্মণি।
সম্প্রগীতেষু তেদেবমাগমেদ্বথ সুধরম্।।৯৩
পরিব্রাজ্যে লঘুযু অধ্বর্যুব্যভেষু চ।
আলকেষু চ মেধ্যেষু তথা পশুগণেষু বৈ।।৯৪

হয়, তখন বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? জনগণ কিপ্রকারে যজ্ঞীয় সম্ভারসমূহ সমাহরণপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল? তৎসমস্ত আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া সূত কহিলেন,—শাংশপায়ন! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভকালে যেরূপ যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৃষ্টি হওয়ার পর ওষধিসমূহের উৎপত্তি হওয়ায় গৃহ, আশ্রম ও পুরাদিতে জীবিকা প্রতিষ্ঠিত হইল দেখিয়া বিশ্বভূক্ নামক ইন্দ্র তখন বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, মন্ত্র-সংহিতা প্রচার, এবং মন্ত্রসমূহকে ঐহিক পারাত্রিক কৰ্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেবগণ সহ মিলিত হইয়া সৰ্ববিধ সামগ্রী সম্পন্নযজ্ঞ প্রবর্তিত করেন। তৎকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রারম্ভ হইলে মেধ্য পশু দ্বারা যজ্ঞ হইতেছে শুনিয়া মর্ষিগণ আগমন করেন। যজ্ঞ প্রবর্তিত হইলে যখন ঋত্বিগাদি সকলেই কৰ্ম্মে ব্যস্ত; সুস্থরে সাম গান হইতেছে; প্রধান প্রধান অধ্বর্যুগণ ইতস্ততঃ দ্রুত পরিক্রমণ করিতেছেন; মেধ্য পশুগণের অলস্তুন করা হইতেছে; দেবহোতৃগণ অগ্নিংত হবি আহুতি প্রদান করিতেছেন, যজ্ঞভাগী

হরিষ্যগ্নৌ হুয়মানে দেবানাং দেবহোতৃভিঃ।
আহুতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভাগু মহান্বসু।।৯৫
য ইন্দ্রিয়াত্মকা দেবা যজ্ঞভাজস্তথা তু যে।
তান্ যজ্ঞস্তে তদা দেবাঃ কল্পাদিষু ভবন্তি যে।
অধ্বর্যবঃ প্রৈষকাতেন ব্যুখিতা যে মহর্ষয়ঃ।
মহর্ষস্তি তান দৃষ্ট্বা দীনান্ পশুগণান্ স্থিতান্।।
পপ্রচ্ছুরিদ্ভ্রং সত্ত্বর কোহয়ং যজ্ঞবিধিস্তব।।৯৭
অধর্মো বলবানেব হিংসা ধর্মোজয়া তব।
নেষ্টঃ পশুবধস্তেষ তব যজ্ঞে সুরোত্তম।।৯৮
অধর্মো ধর্মঘাতায় প্রারম্ভঃ পশুভিস্তয়া।
নায়ং ধর্মো হবর্মোহয়ং ন হিংসা ধর্ম উচ্যতে
আগমেন ভবান্ যজ্ঞং করোতু যদিহেচ্ছসি।
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্মমব্যয়হেতুনা।
যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেষু হিংসা ন বিদ্যতে।।
ত্রিবর্ষপরমং কালমুর্ষিতৈরথরোহিভিঃ।
এষ ধর্মো মহানিন্দ্র স্বয়ম্ভুবিহিতঃ পুরা।।১০১
এবং বিশ্বভূগিন্দ্রস্ত মুনিভিস্তত্ত্বদশিভিঃ।

মহাত্মগণ আহুত হইতেছেন; প্রতিকল্পাদিকালে যে ইন্দ্রিয়াত্মক দেবগণ যজ্ঞভাগভোজী হয়েন, দেবগণ যখন তাঁহাদিগের যজ্ঞন করিতেছেন, এমন সময়ে সমাগত মহর্ষিগণ অধ্বর্যুকে পশু প্রোক্ষণোদ্যত দেখিয়া সেই দীন পশুগণের প্রতি কল্পণাবশতঃ সকলে একযোগে ইন্দ্রকে কহিলেন, এ তোমার কি প্রকার যজ্ঞবিধান? এ বলবান, অধর্ম। তুমি ধর্মকামনায় হিংসা করিতেছ? ইহা ধর্ম নহে,—অধর্ম। হিংসা কদাচ ধর্ম হইতে পারে না। হে সুররাজ! আপনি যদি আগম বিধানে যজ্ঞ করিতে চাহেন, যজ্ঞবীজ দ্বারা যজ্ঞ করিতে পারেন। তাহাতে বিধি প্রতিপালন জন্য অব্যয় ধর্মও লাভ হইবে; পরন্তু হিংসাও হইবে না। হে ইন্দ্র! পুরাকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ত্রিবর্ষ পুরাতন, অনঙ্কুরিত বীজ দ্বারা যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। ইহা মহান ধর্ম। বিশ্বভূক ইন্দ্র তত্ত্বদশী মুনিগণের এবম্বিধ

জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈবেতি কৈষক্টিব্যমিহোচ্যতে ॥
 তে তু খিন্না বিবাদেন তদ্ব্যুক্তা মহর্ষয়ঃ।
 সঙ্কায় বাক্যমিদ্রেণ পপ্রচ্চুঃ খেচরং বসুম্ ॥
 ঋষয় উচুঃ।

মহাপ্রাজ্ঞ কথং দৃষ্টত্বয়া যজ্ঞবিধির্নূপ।
 উত্তানপাদে প্রবৃহি সংহয়ং ছিদ্ধি নঃ প্রভো
 শ্রুত্বা ব ক্যং ততস্তেষামবিচার্য বলাবলম্।
 বেদশাস্ত্রমনুস্মৃত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ।
 যথোপদিষ্টৈষক্টিব্যমি ত হোবাচ পার্থিবঃ ॥১০৫
 যষ্টব্যং পশুভির্মৈধোরথ বীজৈঃ ফলৈস্তথা।
 হিংসাস্বভাবো যজ্ঞস্য ইতি মে দর্শয়ত্যসৌ ॥
 যথেষ্টং সংহিতামজ্ঞা হিংসালিঙ্গা মহর্ষিভিঃ।
 দীর্ঘেণ তপসা যুট্টৈর্দর্শনৈস্তারকাদিভিঃ।
 তৎপ্রমাণ্যান্ময়া চোক্তং তস্মান্ম মন্তুমর্হথ ॥

উত্তর শ্রবণে জঙ্গম বা স্থাবর বীজদ্বারা যজ্ঞ
 করণ বিষয়ে সংশয়িত হইলেন। তদ্বজ্ঞ
 মহর্ষিগণও ইন্দ্রসহ এতদ্বিষয়ের বাদবিচারে
 বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রের মতানুসারে উপরিচর বসুকে
 ইহার মীমাংসা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ৮১—
 ১০৩। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, প্রভো!
 উত্তানপাদনন্দন! আপনি কি প্রকারে যজ্ঞ প্রবর্তিত
 হইতে দেখিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমাদিগকের
 সংশয় নিরাস করুন। রাজা উপরিচর,
 তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া দোষগুণ বিচার
 না করিয়াই বেদ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞতত্ত্ব কহিতে
 লাগিলেন। তিনি কহিলেন, যেমন শস্ত্রোপদেশ
 আছে, তদনুরূপই যজ্ঞ করা কর্তব্য। মেধ্য পশু
 দ্বারা এবং বীজ দ্বারা যজ্ঞ করিবে।
 বেদবাক্যানুসারে যজ্ঞের হিংসাস্বভাব প্রতিপন্ন
 হয়। অতিতাপস যোগী মহর্ষিগণ কর্তৃক
 যোগসামর্থ্যে আবিষ্কৃত মন্ত্র সকলও হিংসাত্মক
 দৃষ্ট হয়; আর তারকাদি দর্শনেও যজ্ঞের
 হিংসাত্মকত্বই অনুমিত হয়। আমিও সেইজন্যই
 এ কথা কহিলাম। আপনারা ক্রোধ করিবেন
 না। যদি সেই সমস্ত মন্ত্রবাক্য প্রমাণ হয়, তবে

যদি প্রমাণ তান্যেব মন্ত্রবাক্য নি বৈ ছিজাঃ।
 তদা প্রাবর্ততাং যজ্ঞো হ্যান্যতা নোহনৃতং বচঃ
 এবং হতোত্তরাস্তে বৈ যুক্তাশ্চানন্তপোধনাঃ
 অধশ্চ ভবনং দৃষ্ট্বা তমর্থং বাগ্‌যতো ভব।
 মিথ্যাবাদী নৃপো যস্মাৎ প্রবিবেশ রসাতলম্।
 ইত্যুক্তমাত্রে নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
 উর্দ্ধচারী বসুর্ভূত্বা রসাতলচরোহভবৎ ॥১১০
 বসুধাতলবাসী তু তেন বাক্যেন সোহভবৎ।
 ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেত্তা রাজা বসুরথাগতঃ ॥
 তস্মান্ন বাচ্যমেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ঃ।
 বহুদ্বারস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা দুরমুপাগতিঃ ॥১১২
 তস্মান্ন নিশ্চয়াস্বকুং ধর্ম্মঃ শক্যস্ত কেনচিৎ।
 দেবানুস্মীনুপাদায় স্বায়ত্ত্ববমৃতে মনুম্ ॥১১৩
 তস্মান্ন হিংসা ধর্ম্মস্য দ্বারমুক্তং মহর্ষিভিঃ।
 ঋষিকোটিসহস্রা নি কস্মভিঃ স্বৈর্দিবং যমুঃ ॥১১৪
 তস্মান্ন দানং যজ্ঞং বা প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ।
 যজ্ঞ প্রবর্তিত হউক। নচেৎ আমি যে মিথ্যা
 বলিতেছি, এমন নহে। মহর্ষিগণ, বসুর এবস্থিধ
 বাক্যে নিরুত্তর হইয়া সক্রোধে “তুমি রাজা
 হইয়া মিথ্যা কথা কহিলে, এই জন্য চূপ কর,”
 এই বলিয়া অধোভাবে একটি ভবন আছে
 দেখিয়া, পুনরায় কহিলেন, “তুমি রসাতলে
 প্রবেশ কর।” এই কথা বলিবামাত্র সেই উর্দ্ধচারী
 বসু, রসাতলে প্রবেশপূর্বক অধঃশায়ী হইলেন।
 ধর্ম্ম সংশয়চ্ছেত্তা বসু রাজা এইরূপে বাক্যদোষে
 বসুধাতলযায়ী হইলেন। অতএব বহুজ্ঞ ব্যক্তিও
 একাকী সংশয়িত বিষয়ে মতামত প্রকাশ
 করিবেন না। যেহেতু ধর্ম্ম বহুদ্বার। উহার
 সূক্ষ্মতত্ত্ব দুরধিগম্য। এজন্য একমাত্র স্বায়ত্ত্বব
 মনু ব্যতীত দেবতা ঋষি প্রভৃতি অপর কেহই
 নিশ্চিতরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতে সক্ষম নহে। এই
 কারণই মহর্ষিগণ হিংসাকে ধর্ম্মের দ্বার বলেন
 না। পূর্বতন সহস্র-কোটি ঋষি, নিজ নিজ
 তপঃপ্রভাবেই স্বর্গগামী হইয়াছেন ১০৪—
 ১৪৪। সেই জন্য মহর্ষিগণ দান বা যজ্ঞকে

তুচ্ছং মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ
এবং দত্তা বিভবতঃ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ ।
ব্রহ্মাচার্য্যং তথা সত্যমনুক্ৰেণশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ ।
সনাতনস্য ধর্মস্য মূলমেতদুরাসদম্ ॥১১৬
ধর্মমদ্বাষ্ট্রাকো যজ্ঞস্তপশ্চানশনাস্থকম্ ।
যজ্ঞেন দেবানাপ্রোতি বৈরাগ্যং তপসা পুনঃ
ব্রাহ্মণ্যং কর্মসন্ন্যাসাবৈরাগ্যাং শ্রেষ্ঠতে লয়ম্
জ্ঞানাং প্রাপ্নোতি কৈবল্যং পঞ্চৈতা গত্যঃ

স্মৃতাঃ ॥১১৮

এবং বিবাদঃ সুমহান্ যজ্ঞস্যাসীৎপ্রবর্তনে ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পূর্বং স্বয়ম্ভুবেহস্তরে ॥
ততস্তে ঋষয়ো দৃষ্ট্বাদ্ভুতং বর্ষ বালেন তু ।
বসোর্বাক্যমনাদৃত্য জগ্মুস্তে বৈ যথাগতাঃ ॥
গতেষু ঋষিসঙ্ঘেষু সেবা যজ্ঞমবাপ্নুয়ঃ ।
শ্রয়স্তে হি তপঃসিদ্ধা ব্রহ্মক্ষত্রময়া নৃপাঃ ॥১২১
প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ ধ্রুবো মেধাতিথির্বসুঃ ।
সুমেধা বিরজাশ্চৈব শঙ্খপাদ্রজ এব চ ।

তাদৃশ প্রশংসা করেন না । শক্ত্যানুসারে সামান্য
কন্দ-মূল, শাক জল ও পাত্রাদি দান করিয়াই
তঁাহারা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন । অদ্রোহ,
অলোভ, দম, ভূতদয়া, তপস্যা, ব্রহ্মাচার্য্য, সত্য,
অনুশংসতা, ক্ষমা, ধৃতি,—এই সমস্তই সনাতন
ধর্মের মূল । যজ্ঞধর্ম মদ্বাষ্ট্রক, আর তপস্যা
অনশনাস্থক । যজ্ঞ দ্বারা দেবত্ব এবং তপস্যা
দ্বারা বৈরাগ্য প্রাপ্তি হয় । কর্মসন্ন্যাস দ্বারা ব্রাহ্মণ্য,
বৈরাগ্য দ্বারা লয়, এবং জ্ঞান দ্বারা কৈবল্য
লাভ ঘটে । গতি এই পাঁচ প্রকার । পুরাকালে
স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞপ্রবর্তনকালে ঋষিগণের
সহিত দেবতাদিগের এই প্রকার সুমহান্ বিবাদ
ঘটিয়াছিল । ঋষিগণ এই হিংসাত্মক অদ্ভুত
ধর্মপথ দেখিয়া বসুর বাক্যে অনাদরপূর্বক
যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন । ঋষিগণ প্রতি-
গমন করিলে পর দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদন
করিলেন । শুনা যায় যে, প্রিয়ব্রত, উস্তানপাদ,
ধ্রুব, মেধাতিথি, বসু, সুমেধা, বিরজা, শঙ্খপাদ,

প্রাচীনবর্হিঃ পর্জুন্যো হবির্দানদয়ো নৃপাঃ ॥
এতে চান্যো চ বহবো নৃপাঃ সিদ্ধা দিবং গতাঃ
রাজর্ষয়ো মহাসত্তা যेषাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥
তস্মাদ্বিশিষ্যতে যজ্ঞাস্তপঃ সর্বেষু কারণৈঃ ।
ব্রহ্মণা তপসা সৃষ্টং জগদ্বিশ্বমিদং স্মৃতম্ ।
তস্মাদ্ভ্যাত্যেতি তদ্যজ্ঞস্তপোমূলমিদং পুরা ॥১২৪
যজ্ঞপ্রবর্তনং হোবমতঃ স্বয়ম্ভুবেহস্তরে ।
ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞোহয়ং যুগৈঃ সহ ব্যবস্তুত ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে যজ্ঞপ্রবর্তনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্য বিধিং পুনঃ ।
তত্র ত্রেতাযুগে ক্ষীণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে ॥১
দ্বাপরাদৌ প্রজানাং তু সিদ্ধিশ্চেতাযুগে তু যা

রজ, প্রাচীনবর্হি, পর্জুন্য ও হবির্দান প্রমুখ
তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশজ অনেকানেক
মহাত্মা এবং মহাসত্তা বিখ্যাতকীর্ত্তি নানা
রাজর্ষি,—সকলেই তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গগামী
হইয়াছেন । এইজন্য যজ্ঞ অপেক্ষা তপস্যাকেই
সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলা যায় । ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই
এই চরাচর জগৎ সৃজন করিতেছেন; সুতরাং
তপস্যা অপেক্ষা যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ নহে । তপস্যাই
জগতের মূল । স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে যজ্ঞ
প্রবর্তিত হইয়াছিল । তদবধি প্রতিযুগেই উহা
প্রচলিত রহিয়াছে ॥১১৫—১২৫॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অতঃপর দ্বাপরযুগের
বৃত্তান্ত বলিতেছি । ত্রেতাযুগে ক্ষীণ হইলে

পরিবৃন্তে যুগে তস্মিন্ততঃ সা সম্প্রণশ্যতি ॥২
ততঃ প্রবর্ততে তাসাং প্রজানাং দ্বাপরে পুনঃ
লোভোহধৃতিবর্ণিগ্যুজ্জং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ ॥৩
সম্প্রদশৈব বর্ণনাং কার্য্যাণাং চাবিনির্গয়ঃ।
যাচ এণ বধঃ পণো দণ্ডো মদো দন্তোহক্ষমা-
বলম্।

এষাং রজস্তমোযুক্তা প্রবৃন্তির্দ্বাপরে স্মৃতা ॥৪
আদ্যে কৃতে নো ধর্মোহস্তি ত্রেতায়াং
সম্প্রপদ্যতে।

দ্বাপরে ব্যাকুলো ভূত্বা প্রশস্যতি কলৌ যুগে।
বর্ণনাং বিপরিধ্বংসঃ সঙ্কীর্ণ্যতে তথাশ্রমঃ।
দ্বৈধমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ শ্রুতৌ
স্মৃতৌ ॥৬

দ্বৈধচ্ছিত্তে তেঃ স্মৃতৌশ্চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে
অনিশ্চয়াধিগমনাক্ষম্যতস্তং ন বিদ্যতে।
ধর্ম্যতস্তে তু ভিন্নানাং মতিভেদো ভবেদুগাম্ ॥
পরস্পরবিভিন্নৈস্তেদৃষ্টীনাং বিভ্রমেণ চ।
অয়ং ধর্মো হ্রয়ং নৈতি মশ্চয়ো নাভিগম্যতে

দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হয়। এই যুগপরিবর্তনে, ত্রেতা-
যুগের সিদ্ধি সকলও অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন
আবার প্রজাগণের লোভ, অধৈর্য্য, বাণিজ্য,
যুদ্ধ, তত্ত্বনিশ্চয়াভাব, পরস্পর মতভেদ,
বর্ণসকলের ও তাহাদের কর্মের বৈপরীত্য,
যজ্ঞা, মারণ, পণ, দণ্ড, মদ, দন্ত, অক্ষমা,
দৌর্বল্য,—এই সকল রজস্তমোময়ী বৃত্তি
দ্বাপরযুগে প্রাদুর্ভূত হয় ১—৪। সত্যযুগে ধর্ম
নাই; ত্রেতাযুগে ধর্ম প্রবৃত্ত হয়; দ্বাপরে নানা
প্রকারে ধর্মের বৈকল্য ঘটে এবং কলিতে ধর্ম
বিলুপ্ত হয়। দ্বাপরযুগে বর্ণ ও আশ্রম সকল
ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইতে থাকে। শ্রুতি
স্মৃতির সিদ্ধান্ত বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হয় বলিয়া
কোন মতেই বিশ্বাস থাকে না; সুতরাং ধর্ম্যতস্তে
পরস্পর বিভিন্ন জ্ঞানসম্পন্ন জনগণ 'ইহা ধর্ম,
ইহা ধর্ম নহে' এইরূপ সংশয়াজ্জর হইয়া পড়ে।
তখন ক্রমে ক্রমে প্রজাবর্গের মতভেদ ঘটিতে

কারণানাং চ বৈকল্যাৎ কারণস্যাপ্যনিশ্চয়াৎ
মতিভেদে চ তেষাং বৈ দৃষ্টীনাং বিভ্রমো
ভবেৎ ॥৯

ততো দৃষ্টিবিভিন্নৈস্তেঃ কৃতং শাস্ত্রকুলং ত্বিদম্
একো বেদশ্চতুস্পাদস্ত্রেতাষ্মিহ বিধীয়তে ॥১০
সংরোধাদায়ুষ্টৈব দৃশ্যতে দ্বাপরেষু চ।
বেদব্যাসৈশ্চতুর্ধা তু ব্যস্যতে দ্বাপরাদিষু ॥১১
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্বোদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টিবিভিন্নৈঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়ৈঃ ॥১২
সংহিতা ঋগ্যজুঃসামাং সংহন্যাস্তে শ্রুতমিতিঃ।
সামান্যদ্বৈকৃত্যৈব দৃষ্টিভিন্নৈঃ কুচিৎ কুচিৎ
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি মন্ত্রপ্রবচনানি চ।
অন্যে তু প্রতিভাতীর্থৈঃ কোচস্তান্

প্রত্যবশ্মিতাঃ ॥১৪

দ্বাপরেষু প্রবর্তন্তে ভিন্নবৃত্তাশ্রমা দ্বিজাঃ।
একমাধ্বর্য্যবং পূর্বমাসীদৈধ্বং পুনস্ততঃ ॥১৫
সামান্যং বিপরীতার্থৈঃ কৃতং শাস্ত্রকুলং ত্বিদম্

থাকে। কারণবৈকল্যপ্রযুক্ত কারণের অনিশ্চয়
জন্য মতিভেদবশতঃ তখন প্রজাগণের জ্ঞানের
পার্থক্য হইয়া থাকে। পরে বিভিন্ন মতবাদী
জনগণ নানাবিধ শাস্ত্রপ্রচার করেন। ত্রেতাযুগে
চতুস্পাদ বেদমাত্র ছিল; ক্রমে আয়ুষ্কাল কমিয়া
যাইতে থাকিলে দ্বাপরাদিকালে সেই বেদকে
বেদব্যাসগণ বিভক্ত করেন। জ্ঞানভেদপ্রযুক্ত
ঋষিপুত্রগণ আবার সেই বিভক্ত বেদকে স্বর
বর্ণ ব্যত্যয় সহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই দুই ভাগে
বিভক্ত করেন। কালক্রমে শ্রুতিধর ঋষিগণের
অন্তঃকরণ হইতে ঋক্-যজুঃ-সাম-সংহিতা সকল
কুচিৎ কুচিৎ বিলুপ্ত হইতে থাকে। সেই সামান্য
বৈকল্য হইতেই জ্ঞানপার্থক্য নিবন্ধন তাহাদিগের
কল্পসূত্র, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রপ্রবচনাদিও ক্রমে ক্রমে
বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন অনেকে তীর্থাদিতে
ভক্তিমান হয়; আবার অনেকে তীর্থাদিতে
ভক্তিহীন হইয়া পড়ে ১৫—১৪। দ্বাপরযুগে
আশ্রমধর্মের বিপর্য্যয় ঘটিতে থাকে; পূর্বের

আধ্বর্য্যবস্য প্রস্তাবৈবহুধা ব্যাকুলং কৃতম্ ॥১৬
তথৈবাত্বর্কক সাম্নাং বিকল্পৈশ্চাপ্যসঙ্ক্ষয়ৈঃ।
ব্যাকুলং দ্বাপরে ভিন্নং ক্রিয়তে ভিন্নদর্শনৈঃ ॥
তেষাং ভেদাঃ প্রভেদাশ্চ বিকল্পৈশ্চাপ্য-

সঙ্ক্ষয়ঃ

দ্বাপরে সম্ভবন্তে বিনশ্যন্তি পুনঃ কলৌ ॥১৮
তেষাং বিপর্য্যয়োৎপত্তা ভবন্তি দ্বাপরে পুনঃ।
অবৃষ্টির্মরণং চৈব তথৈব ব্যাধুপত্রবাঃ ॥১৯
বাসনংকর্ম্মজৈর্দুঃখৈর্নির্ব্বেদো জায়তে পুনঃ।
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষবিচারণা ॥২০
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ ॥২১
তেষামজ্ঞানিনাং পূর্ব্বমাদ্যে স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে।
উৎপদ্যন্তে হি শাস্ত্রাণাং দ্বাপরে পরিপস্থিনঃ ॥
আয়ুর্বেদবিকল্পাশ্চ অঙ্গানাং জ্যোতিষস্য চ।
অর্থশাস্ত্রবিকল্পাশ্চ হেতুশাস্ত্রবিকল্পনম্ ॥২৩

এক অধ্বর্য্যব ছিল, পরে উহা দ্বৈধ প্রাপ্ত হয়;
সামান্য অর্থের বৈপরীত্য জন্য তদ্বিষয়ক
নানাশাস্ত্র নির্ণীত হয়। বিবিধ আধ্বর্য্যব প্রস্তাব
নিবন্ধসমূহ, অথর্ক, এবং স্বক্ সামবেদেরও
অসংখ্য মতভেদ দ্বারা তদানীন্তন প্রজাবর্গ ব্যাকুল
হইয়া উঠে। দ্বাপরে অশেষ সন্দেহজনিত
অনেকানেক ধর্ম্মমত প্রবর্তিত হইয়া কলিতে
ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে। প্রজাগণের
কর্ম্মবিপর্য্যয় হেতু দ্বাপরযুগে অনাবৃষ্টি, ব্যাধি,
ও উপদ্রব জন্মে, তাহাতে প্রজামধ্যে মৃত্যুর
প্রাদুর্ভাব হয়। পরে বাক্য-মনঃ কর্ম্মজনিত দুঃখে
প্রজাগণের মনে ক্রমশঃ নির্ব্বেদ জন্মিয়া দুঃখ-
মোক্ষবিষয়ক বিচার উৎপাদন করে। সেই বিচার
হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে দোষ-দর্শন, এবং
দোষদর্শন হইতে প্রজাবর্গের জ্ঞানসমুৎপত্তি হয়।
তখন প্রাচীন অজ্ঞানগণের প্রচারিত শাস্ত্রবাদের
পরিপস্থিরূপে জ্ঞানী প্রজাগণ অভ্যুদিত হইতে
থাকে। আয়ুর্বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র,

স্মৃতিশাস্ত্রপ্রভেদাশ্চ প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্।
দ্বাপরেঋভিবর্ত্তন্তে মতিভেদাস্তথা নৃণাম্ ॥২৪
মানসা কর্ম্মণা বাচ্য কৃচ্ছ্রাদ্বার্ত্তা প্রসিধ্যতি।
দ্বাপরে সর্ব্বভূতানাং কায়ক্লেশপুরস্কৃত ॥২৫
লোভেহধৃতিবগিগ্যুহ্মং তদ্ব্যনামবিনিশ্চয়ঃ।
বেদশাস্ত্রপ্রণয়নং ধর্ম্মাণাং সঙ্করস্তথা ॥২৬
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে রাগো লোভো বধস্তথা।
বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসাঃ কামদ্বেষৌ তথৈব চ ॥২৭
পূর্ণে বর্ষসহস্রে দ্বৈ পরমায়ুস্তথা নৃণাম্।
নিঃশেষে দ্বাপরে তস্মিংশস্য সঙ্ক্যা তু পাদতঃ
প্রতিষ্ঠতে গুণৈর্হীনো ধর্ম্মোহসৌ দ্বাপরস্য তু।
তথৈব সঙ্ক্যাপাদেন অংশস্তন্যাবতিষ্ঠতে ॥২৯
দ্বাপরস্য চ বর্ষে বা তিব্যস্য তু নিবোধত।
দ্বাপরস্যংশশেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরতঃ ॥৩০
হিংসাসূয়ানৃতং মায়া বধশ্চৈব তপস্বিনাম্।
এতে স্বভাবান্তিব্যস্য সাধয়ন্তি চ বৈ প্রজাঃ।
এষ ধর্ম্মঃ কৃতঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে।
মনসা কর্ম্মণা স্তুত্যা বার্ত্তা সিধ্যতি বা নবা ॥

হেতুশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, এবং অপরাপর সকল
শাস্ত্রই মতভেদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বাপরযুগে
কায়মনোবাক্যে কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে
হয়। তন্মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক হইয়া
থাকে। ১৫—২৫। লোভ, অধৈর্য্য, বাণিজ্য,
যুদ্ধ, নানা মত স্থাপন, বেদশাস্ত্র প্রণয়ন, ধর্ম্মের
ব্যভিচার, রাগ, লোভ, হত্যা, বর্ণাশ্রম লোপ,
কাম, দ্বেষ, —এতৎ সমস্ত সমুদ্ভূত হয়। দ্বাপরে
নরগণের পরমায়ু, দুই সহস্র বৎসর। দ্বাপর
শেষ হইলে তাহার পাদপরিমিত সঙ্ক্যা প্রবৃত্ত
হয়। তখন দ্বাপরযুগের গুণসমূহই কিঞ্চিৎ
হীনভাবে বিদ্যমান থাকে। সঙ্ক্যা শেষে
সঙ্ক্যাপাদপরিমিত সঙ্ক্যাংশ প্রবৃত্ত হয়। সঙ্ক্যাংশ
শেষ হইলে কলির প্রতিপত্তি হয়। হিংসা, অসূয়া,
মিথ্যা, ছলনা, তপস্বিজনের হত্যা, এই কয়টি
কলিযুগের স্বভাব। প্রজাগণ এই কাল-
ধর্ম্মানুসারেই চলিয়া থাকে। বেদ-ধর্ম্ম ক্রমশঃ

কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি বৈ।
 অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্যয়ঃ।।৩৩
 ন প্রমাণং স্মৃতে রস্তু তিস্যে লোকে যুগে যুগে
 গৰ্ভস্থো প্রিয়তে কশ্চিদযৌবনস্থস্তথাপরঃ।
 স্থাবিরে মাধ্যকৌমারে প্রিয়স্ত বৈ কলৌ

প্রজাঃ।।৩৪

অধাশ্মিকাস্থনাচারো মোহকোপান্নতেজসঃ।
 অনৃতক্রবাশ্চ সততং তিস্যে জায়ন্তি বৈ প্রজাঃ
 দুরিষ্টৈদু রধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ।
 বিপ্রাণাং কৰ্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাং জায়তে

ভয়ম্।।৩৬

হিংসা মায়া তথেষ্যা চ ক্রোধোহসূয়াক্ষমান্তম্
 ভিস্যে ভবন্তি জন্তানাং রাগো লোভশ্চ সৰ্ব্বশঃ
 সন্তোক্ষাভো জায়তেহত্যর্থং কলিমাশাদ্য

বৈ যুগম্।

নাধীয়েন্তে তদা বেদা ন যজ্ঞস্তে দ্বিজাতয়ঃ।
 উৎসীদান্ত নরাশ্চৈব ক্ষত্রিয়াঃ সৰ্বিশঃ ক্রমাৎ।।
 শূদ্রাণামন্ত্যযোনেস্ত সন্তোক্ষা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
 ভবন্তীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাসনভোজনৈঃ।।৩৯

ক্ষীণ হইতে থাকে। মনঃ-কৰ্ম্ম-স্তুতি দ্বারাও
 জীবিক-নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। কলিকালে মারক
 রোগ, দুৰ্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, দেশবিপর্যয়, এবং
 স্মৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ্যাবাব হইয়া থাকে। গৰ্ভগত,
 যৌবনস্থ, স্থবির, মধ্যবয়স্ক ও কুমার প্রভৃতি
 সৰ্ব্ববিধ বয়স্ক প্রজা মৃত্যুগ্রস্ত হয়। প্রজাগণ
 অধাশ্মিক, অনাচার, মূঢ়, ক্রোধী, অন্নতেজাঃ,
 এবং সতত মিথ্যাবাদী হয়। তখন বিপ্রগণের
 কুশিক্ষা, দুরাকাঙ্ক্ষা, কদাচার, অসদুপায়ে
 জীবিকার্জন প্রভৃতি দুষ্কৰ্ম্মের নিমিত্ত প্রজাবর্গের
 ভয় উপস্থিত হয়। হিংসা, ছলনা, ঈর্ষা, ক্রোধ,
 অসূয়া, অক্ষমা, মিথ্যাবাদ, রাগ এবং লোভ;
 এ সকল কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হয়। ফলতঃ কলি
 যুগে প্রজাগণের মহাসন্তোক্ষাভ জন্মে। তখন
 দ্বিজগণের বেদাধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞ লুপ্ত হয়।
 ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় ও বৈষ্যজাতি উৎসন্ন যাইতে
 থাকে। শূদ্রাদি হীনযোনিসহ শয়ন আসন ও

রাজানঃ শূদ্রভূষিষ্ঠাঃ পাষাণানাং প্রবর্তকীঃ।।
 ভ্রূণহত্যাঃ প্রজাস্তত্র প্রজা এবং প্রবর্ততে।।৪০
 আয়ুর্মেধা বলং রূপং কুলং চৈব প্রহীয়তে।
 শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারঃ শূচাচারশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।।৪১
 রাজবৃন্তে স্থিতাশ্চৌরাস্চৌরবৃন্তাশ্চ পার্থিবাঃ।
 ভৃত্যাশ্চ নষ্টসুহৃদো যুগান্তে পর্য্যপস্থিতে।।৪২
 অশীলিন্যোহব্রতাস্চাপি প্রিয়ো মদ্যামিবপ্রিয়াঃ
 মায়ামাত্রা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে।।৪৩
 স্থাপদপ্রবলদ্বক্ষ গবাং চৈবাণ্যুপক্ষয়ঃ।
 সাধুনাং বিনিবৃন্তিচ বিদ্যাস্তুগ্নিন্ কলৌ যুগে।।
 তদা সূক্ষ্মো মহোদকো দুর্লভো দানমূলবান্।
 চতুরাশ্রমশৈথিল্যাদ্ধৰ্ম্মঃ প্রবিচলিষ্যতি।।৪৫
 তদা হ্যন্নফলা দেবী ভবেদ্ধুমিমহীয়সী।
 শূদ্রান্তপশ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে।।৪৬
 তদা হ্যেকাহিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে যশ্চ মাসিকঃ
 ত্রেতায়াং বৎসরস্থশ্চ একাহাদতিরিচ্যতে।।৪৭
 অরক্ষিতারো হর্ষারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ।

ভোজনাদিতে ব্রাহ্মণগণের সংস্রব ঘটে।
 অধিকাংশ রাজা শূদ্র; তাহারাও আবার পাষাণি-
 মত প্রবর্তন করে। তখন ভ্রূণহত্যাাদি নানা কুকৰ্ম্ম
 ঘটতে থাকে। প্রজাবর্গের আয়ু, মেধা, বল,
 রূপ, কুল এবং সৌভাগ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে
 থাকে। শূদ্র ব্রাহ্মণাচার, ব্রাহ্মণ শূদ্রাচার, এবং
 চৌর রাজকৰ্ম্ম ও রাজা চৌর্য্যে নিরত হয়।
 সেই যুগান্ত কলিকালে, ভৃত্যগণও প্রভুভক্তিহীন
 হইয়া থাকে। ২৬—৪২। কালকালে রমণীগণ
 দুঃশীলা, পাতব্রতহীনা, মদ্যামিবপ্রিয়া, ও
 মায়াময়ী হয়। স্থাপদগণের বৃদ্ধি, গোগণের
 ক্ষয়, এবং সাধুগণের তিরোধান, এ কয়টিও
 কলিতে হইয়া থাকে। কলিযুগে এইরূপে দানমূল
 সূক্ষ্ম মহাফলপ্রদ দুর্লভ ধর্ম্ম, আশ্রমচতুষ্টয়ের
 বিধিশৈথিল্য প্রযুক্ত প্রবিচালিত হয়েন।
 যুগান্তকালে পৃথিবী ক্রমে অন্নফলা হইবে।
 শূদ্রগণ তপস্যাচরণ করে। কলিকালের
 একদিনের ধর্ম্মকৰ্ম্ম, দ্বাপরের একমাসের এবং
 ক্রেতার সংবৎসরের তুল্য ফল দান করে।

যুগান্তেষু ভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণপরায়াণাঃ ।।৪৮
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিশঃ শূদ্রোপজীবিনঃ
শূদ্রাভিবাদিনঃ সর্বে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ ।।৪৯
যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহুবোহস্মিন কলৌ যুগে ।
চিত্রবর্ষী, তদা দেবো যদা স্যাৎ যুগক্ষয়ঃ ।।৫০
সর্বে বাণিজ্যকাস্চাপি ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে ।
শূদ্রাশ্চ যতিনশ্চৈব গৃঢ়বাসাস্তু যিনঃ ।
লোলুপাঃ পরদারেষু নষ্টমার্গাঃ কলৌ যুগে ।।
ভূয়িষ্ঠং কুটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীয়তে জনৈঃ ।
কুশীলচর্য্যা পাষণ্ডৈর্বৃথাক্রপৈঃ সমাবৃতম্ ।
পুরুষাশ্চ বহুব্রীকং যুগান্তে পর্যাপস্থিতে ।।৫২
বহুযাচনকো লোকো ভবিষ্যতি পরস্পরম্ ।
ক্রব্যাদনঃ ক্রুরবাক্যোহবার্জবো নানসূয়কঃ ।।
ন কৃতে প্রতিকর্তা চ ক্ষীণো লোকো ভবিষ্যতি ।
অশঙ্কা চৈব পতিতে তদ্যুগান্তস্য লক্ষণম্ ।।৫৪

যুগান্তকালে রাজগণ করগ্রহণ করিবে; কিন্তু
রক্ষণ করিবে না। কেবল স্ব স্ব রক্ষায় ব্যস্ত
হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যুগান্তকালে রাজগণ
অক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ শূদ্রোপজীবী এবং সকলেই
শূদ্র গণের অভিবাদনকারী হইবে। এই কলিযুগে
বহুলোকই যতিবৃষ্টি অবলম্বন করিবে। সেই
যুগান্ত কালে মেঘগণ কখন অধিক কখনও বা
অল্প,—কালে অবৃষ্টি, অকালে বৃষ্টি ইত্যাদিরূপে
বিচিত্র ভাবে বর্ষণ করিবে। সেই অধম যুগে
সকলেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হইবে। শূদ্রগণ সম্রাস
ব্রত গ্রহণপূর্বক কৌপীনধারী ও তপস্চারী হইবে।
কলিযুগে সকলেই পরদার লোলুপ সংপথপ্রাপ্ত
হইবে। পণ্যবিক্রেতাগণ বহুলরূপে কপট পরিমাণ
দ্বারা ক্রেতাগণকে প্রবঞ্চিত করিবে। সেই যুগান্ত
কালে পুরুষের সংখ্যা অল্প এবং রমণীরসংখ্যা
অধিক হইবে। জনগণ পরস্পর অতিশয়
যাচনপর হইবে। সকলেই মাংসভোজী ক্রুরভাষী,
অসরল ও অসূয়াপরবশ হইবে। কেহ কোন
অপকার করিলেও তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ

নরশূন্যা বসুমতী শূন্যা চৈব ভবিষ্যতি ।
মণ্ডলানি ভবন্ত্যত্র দেশেষু নগরেষু চ ।।৫৫
অল্লোদকা চল্লিফলা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা ।
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ প্রভবিষ্যন্ত্যশাসনাঃ
কর্তারঃ পরদ্রতানাং পরদার প্রধর্যঃ ।
কামাত্মানো দুরাত্মানো হৃদম্মাৎ সাহস প্রিয়াঃ ।।
প্রনষ্টচেতনাঃ পুংসো মুক্তকেশান্ত চুলিকাঃ ।
উনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে ।।৫৮
গুরুদস্তা জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ ।
শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্যাপস্থিতে ।।৫৯
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাভিমর্শনাঃ ।
চৌরাশ্চৌরাশ্চ হর্তারোহরতুর্হর্তার এব চ ।।৬০
জ্ঞানকর্ম্মণ্যুপরতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে ।
কীটমুখিকসর্পাশ্চ ধর্যিষ্যন্তি মানবান্ ।।৬১
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুর্লভং ভবেৎ

ইহাবে না। লোক সকল ক্ষীণ হইয়া পাতিত্যজনক
কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাই যুগান্তের
লক্ষণ ।৪৩—৫৪। যুগান্তকালে পৃথিবী ক্রমে
নরশূন্য,—শূন্যাকার হইবে। দেশে নগরে
মণ্ডলপ্রতিষ্ঠা হইবে। বসুন্ধরা ক্রমশঃ অল্পজলা
ও অল্পফলা হইবে। রক্ষক রাজগণ তখন রক্ষণ
করিবে না; যোগ্য শাসনও করিবে না। জনগণ,
পরধনরত্নহারী, পরদারধর্ষণকারী, কামুক,
দুরাত্মা, অধার্ম্মিক ও দুঃসাহস হইবে। এই সময়
অনেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন, মুক্তকেশ ও চূড়াধারী
হইবে। যুগান্তকালে উনষোড়শবর্ষ বয়সেই
সন্তানোৎপাদন করিবে। শূদ্রগণ গুরুদস্ত,
সংযতেন্দ্রিয়, মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বসনধারী
ধর্ম্মানুষ্ঠান তৎপর হইবে। শস্যচৌর-বস্ত্র-চৌরের
প্রাদুর্ভাব হইবে। চৌরগণ সাধুর দ্রব্যের ন্যায়
চৌরের দ্রব্যও অপহরণ করিবে। ক্রমে
লোকসকল জ্ঞানকর্ম্মহীন হইয়া নিষ্ক্রিয়তা
অবলম্বন করিবে। খনকীট মুখিক ও সর্পাদি
দ্বারাও জনগণ ধর্ষিত হইতে থাকিবে। সুভিক্ষ,

কৌশিকাঃ প্রতিবৎস্যন্তি দেশান্ ক্ষুদ্রয়পীড়িতান্
 দুঃখেনাভিপ্লুতানাং চ পরমায়ুঃ শতং ভবেৎ।
 দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে খেদাঃ কলিযুগেহখিলাঃ।।
 উৎসীদন্তি তথা যজ্ঞাঃ কেবলাধর্মপীড়িতাঃ।
 কষায়িণশ্চ নিগ্রহাস্তথা কাপালিনশ্চ হ।।৬৪
 বেদবিক্রয়িণশ্চণ্যে তীর্থবিক্রয়িণোহপরে।
 বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপহ্নিনঃ।।
 উৎপদ্যন্তে তথা তে বৈ সম্প্রাপ্তে তু কলৌযুগে
 নাধীয়ন্তে তদা বেদাঃ শূদ্রা ধর্মার্থকোবিদাঃ।।
 যজন্তে নাশ্বমেধেন রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
 স্ত্রীবধং গোবধং কুত্বা হত্বা চৈব পরস্পরম্।
 উপহন্যন্তদান্যোনাং সাধয়ন্তি তথা প্রজাঃ।।৬৭
 দুঃখপ্রচারতোহজ্ঞায়ুর্দেহশোৎসদাঃ সরোগতাঃ।
 মোহো গ্লানিস্তথা সৌখ্যং তমোবৃন্তং কলৌ
 স্মৃতম্।।৬৮

প্রজাসু ভুগহত্যা চ অথ বৈ সম্প্রবর্ততে।
 তস্মাদায়ুর্বলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীয়তে।
 দুঃখেনাভিপ্লুতানাং বৈ পরমায়ুঃ শতং নৃণাম্
 দৃশ্যন্তে নাভিদৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেহখিলাঃ

শান্তি, আরোগ্য ও সামর্থ্য, দুর্লভ হইয়া উঠিবে।
 দুর্ভিক্ষে দেশসমূহ ক্রমশঃ পেচকগণের
 আবাসরূপে পরিণত হইবে। কলিযুগে দুঃখার্ভ
 জনগণের আয়ু শতবর্ষ মাত্র। সমগ্র বেদশাস্ত্র,
 কচিৎ দৃষ্ট হইবে। গেরুয়াধারী, বেরাগী,
 কাপালিক, বেদবিক্রয়ী, তীর্থবিক্রয়ী ও বর্ণাশ্রম-
 ধ্বংসী পাষণ্ডগণের উৎপত্তি হইতে থাকিবে।
 কেহই আর বেদ পাঠ করিবে না। শূদ্রগণ
 ধর্মতত্ত্বমীমাংসক হইবে। শূদ্রযোনি রাজগণ
 অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না। কলিযুগে প্রজাবর্গ
 স্ত্রীবধ, গোবধ ও পরস্পর মারামারি কাটাকাটি
 করিয়া কোন মতে জীবনযাত্রা নিব্বাহ
 করিবে। ৫৫—৬৭। দুঃখবাহুল্য, আয়ুহ্রাস,
 দেশধ্বংস, ব্যাধি, মোহ, গ্লানি, অশান্তি,—এই
 সমস্ত তামসভাব কলির লক্ষণ। কলিতে
 প্রজাগণमध्ये ভুগহত্যা হয়। দুঃখ বাহুল্য প্রযুক্ত

উৎসীদন্তে তদা যজ্ঞাঃ কেবলাধর্মপীড়িতাঃ।
 তদা ভুগ্নেন কালেন সিদ্ধিং যাস্যন্তি মানবাঃ।
 ধন্যা ধর্ম্যং চরিষ্যন্তি যুগান্তে দ্বিজসন্তমাঃ।।
 শ্রুতিস্মৃত্যদিতং ধর্ম্যং যে চরন্ত্যনসূয়কাঃ।
 ত্রেতায়াং বার্ষিকো নাম দ্বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ
 যথাশক্তি চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহা প্রাপ্নুয়াৎ কলৌ এষা
 কলিযুগেহবস্থা সঙ্ক্যাংশং তু নিবোধ মে
 যুগে যুগে তু হীয়ন্তে স্ত্রীংস্ত্রীন্ পাদাংশ্চ সিদ্ধয়ঃ
 যুগস্বভাবাৎ সঙ্ক্যাস্ত তিষ্ঠন্তীমাস্ত পাদশঃ।
 সঙ্ক্যাস্বভাবাচ্চাংশেষু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
 এবং সঙ্ক্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে
 তেষাং শাস্তা হ্যসাধুনাং ভৃগুণাং নিধনোখিতঃ
 গোত্রেষু বৈ চন্দ্রমসো নামা প্রমিতিক্রচ্যতে।
 মাধবস্য তু সোহংশেন পূর্বং স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে
 সমাঃ স বিংশতিং পূর্ণাঃ পর্যটন বৈ বসুন্ধরাম্

সকলেরই আয়ু বল ও রূপাদি সদ্গুণসমূহ
 বিলুপ্ত হইয়া যায়। জনগণ একশতবর্ষমাত্র
 জীবিত থাকে। বেদ সকল কচিৎ ব্যক্ত কখন
 বা অব্যক্ত হয়। অধর্মবশে যজ্ঞ সকল উৎসন্ন
 হইয়া যায়। হে দ্বিজসন্তমগণ! কলিকালে ধন্য
 জনগণই অসূয়াশূন্য চিন্তে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত
 ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরন্তু মানবগণ
 অল্পকালেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ত্রেতায়
 একবৎসরে এবং দ্বাপরে যাহা একমাসে হয়,
 কলিযুগে যথাশক্তি অনুষ্ঠান দ্বারা মানব
 একদিনেই তাদৃশ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে।
 কলিযুগের অবস্থা এই বলিলাম। এক্ষণে
 সঙ্ক্যাংশের কথা শ্রবণ করুন। যুগে যুগে
 সিদ্ধিসমূহের এক এক পাদ হানি হয়। সঙ্ক্যাতে
 যুগস্বভাব একপাদ এবং সঙ্ক্যাংশে সঙ্ক্যাস্বভাব
 একপাদমাত্র বিদ্যমান থাকে। স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে
 আদি কলিযুগের সঙ্ক্যাংশ কালে বিষ্ণুর অংশে
 ভৃগুগোত্রে পরশুরামের ন্যায় চন্দ্রমস গোত্রে
 প্রমিতি নামে জনৈক দুষ্টরাজগণের শাসনকর্ত্তা
 সমুৎপন্ন হয়েন। তিনি গ্রহীতায়ুধ শত সহস্র

আচকর্ষ স বৈ সেনাং সবাজিরথকুঞ্জরাম্ ॥৭৭
 প্রগৃহীতায়ুধৈর্বিপ্রৈঃ শতশোহত্ব সহস্রশঃ।
 স তদা তৈঃ পরিবৃত্তো স্লেচ্ছান্ হস্তি সহস্রশঃ
 স হত্বা সর্বগণৈশ্চ ব রাজ্যস্তান্ শূদ্রয়োনিজান্।
 পাষণ্ডান্ স ততঃ সর্বান্নিঃশেষান্ কৃতবান্ প্রভুঃ
 নাত্যর্থং ধার্মিক্যে যে চ তান্ সর্বান্ হস্তি সর্বশঃ
 বর্ণব্যত্যাঙ্গজাতাংশ্চ যে চ তানুপজীবিনঃ ॥৮০
 উদীচ্যান্মধ্যদেশাংশ্চ পার্বতীয়াংশ্চৈব চ।
 প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ তথা বিজ্যাপৃষ্ঠাপরাণ্ডিকান্
 তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রাবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ
 গান্ধার্যান্ পারদাংশ্চৈব পহুবান্যবনান্তথা ॥
 তুযারান্ বর্করাংশ্চীনাংশ্চুলিকান্ দরদান্ খসান্
 লম্পাকানথ কোলাংশ্চ কিরাটানাং চ জাতয়ঃ
 প্রবৃন্তচক্রো বলবান্ স্লেচ্ছানামন্তকৃদ্বিভূঃ।
 অধ্যায়ঃ সর্বভূতানাং চকারাথ বসুন্ধরাম্ ॥৮৪
 মাধবস্য তু সোহংশেন দেবস্য হি বিজজ্জিবান্
 পূর্বজন্মবিধিঞ্জৈশ্চ প্রমিতির্নাম বীর্যবান্ ॥৮৫
 গোত্রেন বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্বৈ কলিয়ুগে প্রভুঃ।
 দ্বাত্রিংশেহভ্যুদিতো বর্ষে প্রক্রান্তং বিংশতিং

সমাঃ ॥৮৬

বিনিঘ্নন্ সর্বভূতানি মানবানি সহস্রশঃ।

ব্রাহ্মণসহ অশ্ব-রথ-কুঞ্জর সহিতা মহতী সেনা
 লইয়া পূর্ণবিংশতি বৎসর, পৃথিবী পর্যটনপূর্বক
 সহস্র সহস্র স্লেচ্ছ ও শুদ্র রাজগণের নিধন
 সাধন করেন। প্রভু, প্রমতি, এইভাবে বিচরণ
 করিয়া সমস্ত পাষণ্ডগণকে নির্মূল করেন। যাহারা
 দৃঢ় ধার্মিক নহে, যাহারা বর্ণ-সঙ্করকারী, ও
 যাহারা সেই সমস্ত পাপীর সাহায্যকারী,—প্রভু
 প্রমতি সেই সকলকেই সংহার করেন। ৬৮—
 ৮০। উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, পার্বতীয়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য,
 বিজ্যাচলগত, সীমান্তস্থ, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়,
 সিংহলীয়, গান্ধার, পারদ, পহুব, যবন, তুযার,
 বর্কর, চীন, শূলিক, দরদ, খস, লম্পাক, কেত
 ও কিরাত প্রভৃতি স্লেচ্ছগণ, সৈন্যসহায়যুক্ত
 সর্বভূতের অধ্যায় বলবান্ প্রমতি কর্তৃক তখন

কৃত্বা বীর্যবশেষাং তু পৃথ্বীং রূঢ়েন কর্মণা।
 পরস্পরনিমিত্তেন কোপেনাকস্মিকেন তু ॥৮৭
 স সাধয়িত্বা বৃষলান্ প্রায়হস্তানধার্মিকান্।
 গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ সহানুগঃ ॥৮৮
 ততো ব্যতীতে তস্মিংশ্চ সামাত্যে সহসৈনিকে
 উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্বান্ স্লেচ্ছাংশ্চৈব সহস্রশঃ
 তত্র সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে
 স্তিতাস্বজ্জাবশিষ্টাসু প্রজাষিহ কচিৎ কচিৎ ॥
 অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোকচেষ্টাস্ত বৃন্দশঃ।
 উপহিংসস্তি চান্যোন্যং প্রপদ্যন্তে পরস্পরম্ ॥
 অরাজকে যুগবশাং সংশয়ে সমুপস্থিতে।
 প্রজাস্তা বৈ ততঃ সর্বঃ পরস্পরভয়াদ্বিতাঃ ॥
 ব্যাকুলশ্চ পরিশ্রান্ত্যন্ত্যক্কা দারান্ গৃহাণি চ
 স্বান্ প্রাণান্ সমবেক্ষন্তো নিষ্কারুণ্যঃ

সুদুঃখিতাঃ ॥৯৩

নষ্টে শ্রৌতে শ্মৃতে ধর্ম্মে পরস্পরহতাস্তদা।
 নির্মর্যাদা নিরাক্রন্দা নিঃশ্লেহা নিয়পত্রপাঃ ॥৯৪
 নষ্টে বর্ষে প্রতিহতা হু স্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ।

বিনাশিত হয়। চন্দ্রগোত্রজ বৈষ্ণবাংশ বীর্যবান্
 পূর্বজন্ম-স্মৃতিমান্ প্রভু প্রমতি, দ্বাত্রিংশ বর্ষ
 বয়সে পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত লইয়া কঠোর কর্ম্মে
 সর্বভূতের বিনাশ সাধন করেন। প্রজাগণ
 তখন পরস্পর সামান্য কারণে আকস্মিক
 কোপবশে বিধ্বস্ত হয়। প্রমতি এইভাবে সমস্ত
 শুদ্র, অধার্মিক স্লেচ্ছ রাজগণের বধসাধনান্তে
 সৈন্যামাত্য সহ গঙ্গা-যমুনার মধ্যে দেহ ত্যাগ
 করেন। অতঃপর সেই সন্ধ্যাংশকালে স্থানে
 স্থানে অল্পাঙ্গ মাত্র প্রজা বিদ্যমান থাকে। তাহারা
 শাসনাভাবে পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের
 হিংসা করিয়া স্ব স্ব জীবিকার্জন করে। সেই
 অরাজক কালে প্রজাগণ ভীত, ব্যাকুল, ও
 পরিশ্রান্ত হইয়া শ্লেহ, দয়া, লজ্জা ও সম্মানাদি
 পরিত্যাগপূর্বক গৃহ পরিগ্রহ পরিহার করিয়াও
 আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। শ্রৌত
 স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহ তখন লুপ্ত হয়। তদনীন্তন

হিত্ব দারাক্ষ পুত্রাক্ষ বিষাদব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥
 অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বার্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ ।
 প্রত্যস্তান্তান্নিবেবস্তে হিত্ব জনপদান্ স্বকান্
 সরিতঃ সাগরানুপান্ সেবন্তে পৰ্বতাংস্তদা ।
 মধুমাংসৈমূলফলৈর্বর্জ্যরাস্ত সুদুঃখিতাঃ ॥১৭
 চীরবস্ত্রাজিনধরা নিষ্পত্রা বিষ্পবিগ্রহাঃ ।
 বর্ণ্যশ্রমপরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাহিতাঃ ॥১৭
 এতা কাষ্ঠামনুপ্রাপ্তা অন্নশেষঃ প্রদাস্তথা ।
 জরাব্যাদিক্ষুধাবিষ্টা দুঃখান্নিবেমাগম্ ॥১৯
 বিচারণং তু নির্বেদাৎ সাম্যাবস্থা বিচারণাৎ
 সাম্যাবস্থাসু সম্বোধঃ সম্বোধাক্ষমশীলতা ॥১৯
 তাসুপগমযুক্তাসু কলিশিষ্টাসু বৈ স্বয়ম্ ।
 অহোরাত্রং তদা তাসাং যুগলস্ত পরিবর্ততে ॥
 চিত্তসম্মোহনং কৃৎবা তাসাং তৈঃ সপ্তমং তু তৎ
 ভাবিনোহর্থস্য চ বলান্ততঃ কৃতমবর্তত ॥১০৩
 প্রবৃন্তে তু পুনস্তস্মিংশ্রুতঃ কৃতযুগং তু বৈ ।
 উৎপন্নঃ কলিশিষ্টান্ত কার্ত্তযুগ্যঃ প্রজাস্তদা ॥

জনগণ ক্রমশঃ হ্রস্বাকার, ও পঞ্চবিংশতি বর্ষমাত্র
 জীবী হয়। তাহারা অনাবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত হইয়া
 বিষাদব্যাকুল চিত্তে স্থানীয় জীবিকোপায়
 পরিহারপূর্বক স্ত্রী-পুত্রাদি ছাড়িয়া স্ব স্ব জনপদ
 হইতে প্রত্যস্ত দেশসমূহে যাইয়া বাস করিতে
 থাকে ৮১—৯৬। তাহারা সরিত-সাগর ও অনুপ
 দেশে বাস স্থাপনপূর্বক মধু, মাংস, মূল, ফলাদি
 দ্বারা অতি ক্লেশে জীবন যাপন করে।
 চীরাজিনধারী, পরিগ্রহহীন, বর্ণ্যশ্রমভ্রষ্ট, ঘোর
 সঙ্করতাপ্রাপ্ত তদানীন্তন অবশিষ্ট অন্ন সংখ্যক
 প্রজাবর্গ ক্রমশঃ জরা-ব্যাদি ও ক্ষুধাক্লেশে
 নিপীড়িত হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ক্রমে নির্বেদ
 হইতে বিচার, বিচার হইতে সাম্যাবস্থা, সাম্যাবস্থা
 হইতে সম্বোধ এবং সম্বোধ হইতে তাহাদিগের
 ধর্মশীলতা জন্মিয়া থাকে। কলির অবশিষ্ট সেই
 প্রজাগণ ধর্মপরায়ণ হইলে অহোরাত্র মধ্যে
 যুগপরিবর্তন হয়। তখন ভবিতব্যতানুসারে
 প্রজাগণের চিত্ত মোহিত করিয়া সত্যযুগ প্রবর্তিত

তিষ্ঠান্তি চেহ যে সিদ্ধাঃ সুহৃষ্টা বিচারন্তি চ ।
 সদা সপ্তর্ষয়শ্চৈব তত্র তে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥১০৪
 ব্রহ্মাক্ষত্রাবশঃ শূদ্রা বীজার্থং যে স্মৃতা ইহ ।
 কলিজৈঃ সহ তে সর্বৈঃ নির্বিশেষান্তদাভবন্
 তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্যং কথয়ন্তীতরেষু চ ।
 বর্ণ্যশ্রমাচারযুক্তাঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তৌ দ্বিধা তু সঃ
 ততস্তেষু ক্রিয়াবৎসু বর্তন্তে বৈ প্রজাঃ কৃতে
 শ্রৌতঃ স্মার্ত্তঃ কৃতানাস্ত ধর্ম্যঃ সপ্তর্ষিদার্ত্ততঃ ॥
 তাসু ধর্ম্যব্যবস্থার্থং তিষ্ঠন্তীহাযুগক্ষয়াৎ ।
 মন্বন্তরাধিকারেণ তিষ্ঠন্তি মুনয়স্ত বৈ ॥১০৮
 যথা দবিপ্রদক্ষেষু তৃণোদ্বিহ তপে ঋতৌ ।
 নবানাং প্রথমং দৃষ্টস্তেষাং মূলে তু সন্তবঃ ॥
 তথা কীর্ত্তযুগানাং তু কলিজৈর্বিহ সন্তবঃ ।
 এবং যুগাদ্যুগস্যেহ সন্তানস্তু পরস্পরম্ ।
 বর্ততে হ্যব্যবচ্ছেদাদ্যাবশ্মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥১১০
 সুখমামূর্বলং রূপং ধর্ম্যার্থৌ কাম এব চ ।
 যুগোদ্ধেতানি হীয়ন্তে ত্রীণি পাদক্রমেণ তু ॥

হইতে থাকে। সত্যযুগ প্রবর্তিত হইলে কলির
 অবশিষ্ট প্রজাগণই তখন সেই সত্যযুগের আদিম
 প্রজা বলিয়া গণ্য হয়। তখন চতুর্বর্ণের বীজার্থ
 যাহারা জীবিত থাকেন, এবং যে সকল সিদ্ধ
 ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তাহারা আর সপ্তর্ষিগণ,
 সকলেই পূর্বোক্ত কলিকালীয় প্রজাগণের সহিত
 নির্বিশেষভাবে মিলিত হইয়া থাকেন।
 সপ্তর্ষিগণ, অপর সকলকে বর্ণ্যশ্রমাচারযুক্ত
 শ্রৌত ও স্মার্ত্ত, এই উভয়বিধ ধর্ম উপদেশ
 করেন। প্রজাগণ তদনুসারে শ্রৌত স্মার্ত্ত
 ধর্ম্যচরণ করিতে থাকে। মন্বন্তরাধিকারে
 সপ্তর্ষিগণ যুগক্ষয়ান্তে ধর্ম স্থাপনার্থই অবস্থান
 করেন। গ্রীষ্মকালে দলবদ্ধ তৃণসমূহের মূল হইতে
 যেমন পুনরায় অঙ্কুরোদগম হয়, তদ্রূপ কলিশেষ
 প্রজাগণ হইতেই সত্যযুগের প্রজাসমূহপত্তি হইয়া
 থাকে। মন্বন্তরক্ষয় যাবৎ এইরূপে এক যুগ
 হইতে অপর যুগে প্রজাবিস্তার হইয়া থাকে।
 ৯৭—১১০। সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম, অর্থ,

সসঙ্খ্যাংশেষু হীয়াস্তে যুগানাং ধর্মসিদ্ধয়ঃ।
ইত্যেয প্রতিসন্ধিবর্ষঃ কীর্তিতস্ত ময়া দ্বিজাঃ।।
চতুর্যুগানাং সর্বেষাম্মেতেনৈব প্রসাধনম্।
এষাং চতুর্যুগাবৃদ্ধিরা সহস্রাং প্রবর্ততে।।১১৩
ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং রাত্রিশ্চ তাবতী স্মৃতা।
অনাঙ্জবং জড়ীভাবো ভূতানামায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
এতদেব তু সর্বেষাং যুগানাং লক্ষণং স্মৃতম্।।
এষাং চতুর্যুগানাং তু গণনা হ্যেকসপ্ততিঃ
ক্রমেণ পরিবৃত্তা তু মনোরন্তরমুচ্যতে।।১১৫
চতুর্যু গ তথৈকস্মিন্ ভবতীহ যথাক্রমম্।।
তথা চান্যেষু ভবতি পুনস্তদ্বৈ যথাক্রমম্।।১১৬
সর্গে সর্গে যথা ভেদা উৎপদ্যন্তে তথৈব তু।
পঞ্চবিংশৎপরিমিতা ন ম্যুনা নাধিকাস্তথা।।
তথা কল্পযুগৈঃ সার্কং ভবন্তি সমলক্ষণাং।
মহন্তরাণাং সর্বেষাম্মেতদেব তু লক্ষণম্।।১১৮

তত্চা যুগানাং পরিবর্তনানি
চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ।
তথা ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ

কাম,—এ সমস্ত যুগানুসারে পাদ পাদ ক্রমে
ক্ষীণ হইতে থাকে। সঙ্খ্যাংশকালে ধর্মাসিদ্ধি
সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। হে দ্বিজগণ! এই আমি
আপনাদিগের নিকট প্রতিসন্ধি কীর্তন করিলাম।
ইহা দ্বারাই চতুর্যুগসকলের তত্ত্ব অবগত হওয়া
যায়। এই চতুর্যুগের এক সহস্রবার আবর্তনে
ব্রহ্মার এক দিবা। ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও
ততকাল বলিয়া জ্ঞাতব্য। চতুর্যুগের এই একটী
বিশেষ লক্ষণ যে, ক্রমশঃ আয়ুঃক্ষয় হয় বলিয়া
প্রজাগণ অসরল জড়াতাপূর্ণ হইতে থাকে।
এবম্বিধ চতুর্যুগের একসপ্ততি আবর্তনে এক
মহন্তর শেষ হয়। এক চতুর্যুগে যে সকল ঘটনা
ঘটে, অধরা পর সমস্ত চতুর্যুগেই তদনুরূপ
ঘটনা হইয়া থাকে। পরন্তু সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে
পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ভেদ ঘটিয়া থাকে; ইহার
ন্যূনাধিক্য হয় না। আর কল্প-যুগাদি পরস্পর

ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ।।১১৯

ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ
অতীতানাগতানাং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ
অতীতানাগতানাং বৈ সর্বমম্বস্তরেষ্বিহ।।১২০
অনাবতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্যো বিজ্ঞানতা।
মম্বস্তরেষু সর্বেষাং অতীতানাগতেষ্বিহ।।১২১
মম্বস্তরেণ চৈকেন সর্ব্যাণ্যেবাস্তরাণি বৈ।
ব্যাখ্যাতানি বিজ্ঞানীধ্বং কল্পঃ কল্পেন চৈব হি
অস্যাভিমানিনঃ সর্বৈ তুল্যাঃ প্রয়োজনৈঃ।
এবং বর্ণাশ্রমাণাং তু প্রবিভাগো যুগে যুগে।।
যুগস্বভাবাচ্চ তথা বিধস্তে বৈ সদা প্রভুঃ।
বর্ণাশ্রমবিভাগশ্চ যুগানি যুগসিদ্ধয়ে।।১২৫
অনুষঙ্গঃ সমাখ্যতিঃ সৃষ্টিসর্গং নিবোধত।
বিস্তরেণ্যপূর্ব্ব্যা চ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগেষ্বিহ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে চতুর্যুগাখ্যানং
নামাষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।।৫৮।।

সমান লক্ষণাক্রান্তই হয়। মহন্তরসমূহের ইহাই
লক্ষণ। প্রকৃতিবশেই যুগসমূহের পরিবর্তন চির
প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তজ্জন্য ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত
পরিবর্তিত হইয়াও জীবলোক উৎসন্ন হয় না।
অতীত অনাগত সমস্ত মহন্তরের যুগসমূহের
লক্ষণ আমি এই সংক্ষেপে কহিলাম। ধীমান্
মানব, অতীত মহন্তরের দ্বারা আগামী মহন্তর
সম্বন্ধেও অনুমানসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে
পারেন। একটী মহন্তর দ্বারা সমস্ত মহন্তর এবং
এক কল্প দ্বারা সমস্ত কল্পই ব্যাখ্যাত হইল
বলিয়া আপনারা অবধারণ করুন। মহন্তর
মাত্রেই তত্ত্বদভিমানী মহন্তরেশ্বর অষ্টবিধ
দেবগণ, ঋষিগণ, মনুগণ,—সকলেই তুল্যরূপ
প্রয়োজনসাধক। বিভূ বিধাতা, যুগে যুগে,
যুগস্বভাবানুসারে যুগকর্ম্য সাধনার্থ কর্মাশ্রমাচার
বিভাগ সহিত এইরূপ সৃষ্টি প্রবর্তিত করিয়া
থাকেন। অনুষঙ্গ বিবরণ এই কথিত হইল।

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যুগেষু যান্তু জায়ন্তে প্রজাস্তা বৈ নিবোধত।
 আসুরী সর্পগোপাক্ষপৈশাচী যক্ষরাক্ষসী।
 যস্মিন্ যুগে চ সন্তুতিস্তাসাং যাবন্তু জীবিতম্॥
 পিশাচাসুরগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
 যুগমাত্রং তু জীবন্তি ঋতে মৃত্যুং বধেন তে॥
 মনুষ্যাণাং পশুনাং চ পক্ষীনাং স্থাবরৈঃ সহ।
 তেষামায়ুঃ পরিক্রান্তং যুগধর্মেষু সর্বশঃ। ১৩
 অস্থিতিস্ত কলৌ দৃষ্টা ভূতানামায়ুযুগস্ত বৈ।
 পরমায়ুঃ শতং ত্বেতন্মনুষ্যাণাং কলৌশ্বতম্॥ ১৪
 দেবাসুরপ্রমাণাস্তু সপ্তসপ্তাঙ্গুলং ত্রুসৎ।
 অঙ্গুলানাং শতং পূর্ণমষ্টপঞ্চাশদুত্তরম্॥ ১৫
 দেবাসুরপ্রমাণং তদুচ্ছ্রায়ং কলিজৈঃ শ্বতম্।

অতঃপর সৃষ্টিবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি
 সবিস্তরে আনুপূর্ব্বক্রমে যুগসকলের স্থিতি-
 বিবরণ বলিতেছি। ১১১—১২৬।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৮॥

উনষষ্ঠিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—যুগসমূহে যে সমস্ত প্রজা
 সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন।
 অসুর, সর্প, গো, পক্ষী, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসাদি
 প্রজাবর্গ, যে যুগে জন্মে এবং যত কাল জীবিত
 থাকে, তাহা বলিতেছি। পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব্ব,
 যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগাদিগকে কেহ অকস্মাৎ বধ
 না করিলে উহারা যুগমাত্র জীবিত থাকে। মনুষ্য,
 পশু, পক্ষী ও স্থাবরসমূহ যুগধর্ম্মানুরূপ আয়ুষ্কাল
 জীবিত থাকে। কেবল কলিকালেই প্রাণিগণের
 আয়ুর অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। কলিতে মনুষ্যগণের
 আয়ু শতবর্ষ মাত্র। দেব, অসুর ও মনুষ্য,—
 ইহারা সপ্তাঙ্গুলি পরিমাণে পরস্পর ন্যূন।
 কলিজাত মনুষ্যগণের অঙ্গুলিপ্রমাণে দেবাসুর-

চত্বারশ্চাপ্যশীতিশ্চ কলিজৈরঙ্গুলৈঃ শ্বতম্॥ ৬
 শ্বেনাঙ্গুলপ্রমাণেন উর্দ্ধমাপাদমন্তকম্।
 ইত্যেব মানুষোৎসেধো হু সতীহ যুগান্তিকে॥
 সর্ব্বেষু যুগকালেষু অতীতানাগতেষুহি।
 শ্বেনাঙ্গুলপ্রমাণেন অষ্টতালঃ শ্বতো নরঃ॥ ৮
 আপাদতো মন্তকস্ত নবতালো ভবন্তে যঃ।
 সংহতাজানুবাহস্ত স সুরৈরপি পূজ্যতে॥ ৯
 গবাস্ত্বহস্তিনাং চৈব মহিষস্হাবরাশ্বনাম্।
 ক্রমেণৈতেন যোগেন হ্রাসবৃদ্ধী যুগে যুগে॥ ১০
 ষট্‌সপ্তত্যঙ্গুলোৎসেধঃ পশুনাং ককুদস্ত বৈ।
 অঙ্গুলাষ্টশতং পূর্ণমুৎসেধঃ করিণাং শ্বতঃ॥ ১১
 অঙ্গুলানাং সহস্রস্ত চত্বারিংশাঙ্গুলং বিনা।
 পঞ্চাশতং হ্রয়ানাঞ্চ উৎসেধঃ শাখিনাং শ্বতঃ॥
 মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্ত যাদৃশঃ।
 তদ্রক্ষণস্ত দেবানাং দৃশ্যতে তদ্বদর্শনাৎ॥ ১৩
 বুদ্ধ্যাতিশয়যুক্তঞ্চ দেবানাং কায়মুচ্যতে।
 দেবানতিশয়ৈব মানুষং কায়মুচ্যতে॥ ১৪
 ইত্যেতে বৈ পরিক্রান্তা ভাবা যে দিব্যমানুষাঃ

গণের পরিমাণ এক শত অষ্টপঞ্চাশৎ অঙ্গুলি।
 কলিজ, মানগণের আপাদমন্তক পরিমাণ,—স্ব
 স্ব অঙ্গুলির চতুরশীতি অঙ্গুলি। মানুষগণের এই
 উচ্চতা আবার ক্রমশঃ যুগশেষে কমিতে থাকে।
 অতীব অনাগত সকল মন্বন্তরেই নরগণ স্বীয়
 অঙ্গুলিপ্রমাণে অষ্টতাল বলিয়া নির্দ্ধারিত। যে
 মানব, পাদতলাদি মন্তকান্ত নবতাল প্রমাণ, সে
 দেবগণেরও পূজনীয় হয়। ১—৯। গো, অশ্ব,
 হস্তী, মহিষ ও স্থাবরগণের যুগে যুগে
 পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। গোগণের ককুদ
 পর্য্যন্তের উচ্চতা ষট্‌সপ্ততি অঙ্গুলি। করিগণের
 উচ্চতা পূর্ণ অষ্টশত অঙ্গুলি। অশ্বের উচ্চতা
 নয় শত ষষ্টি অঙ্গুলি। বানরগণের উচ্চতা
 পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি। দেবগণের শরীরসংস্থান
 মানুষদিগের ন্যায়। তদ্বদর্শনানুসারে ইহা
 নিরূপিত। দেবশরীর সমধিক বুদ্ধিযুক্ত। মানুষ
 দেহ, দেবদেহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণহীন। দিব্য ও

পশুনাং পক্ষিণাঞ্চৈব স্থাবরাণাং নিবোধত ॥
 গাবো হজ্জা মহিষ্যেহস্থা হস্তিনঃ পক্ষিণো নগাঃ
 উপযুক্তাঃ ক্রিয়াস্বৈতে যজ্ঞিয়ান্নিহ সৰ্ব্বশঃ ॥
 দেবস্থানেষু জায়ন্তে তদুপা এব তে পুনঃ।
 যথাশয়োপভোগান্ত দেবানাং শুভমুর্ন্তয়ঃ ॥১৭
 তেষাং রূপানুরূপৈস্তৈঃ সমানৈঃ স্থাণুসঙ্গমৈঃ।
 মনোজ্ঞৈস্তত্ত্ব ভাববৈজ্ঞঃ সুখিনো স্থপপেদিয়ৈ ॥
 অতঃ শিষ্টান্ প্রবক্ষ্যামি সতঃ সাধুংস্তথৈব চ
 সদिति ব্রহ্মাণঃ শব্দস্তদ্বস্তো যে ভবন্ত্যত।
 সাযুজ্যং ব্রহ্মাণোহত্যন্তং তেন সন্তঃ প্রচক্ষতে
 দশাঙ্গকে যে বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
 ন ক্রুধ্যন্তি ন হব্যন্তি জিতাঙ্গনস্ত তে স্মৃতাঃ।
 সামান্যেষু চ ধর্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ।
 ব্রহ্মক্ষত্রবিশো যুক্ত, যস্মাস্তস্মাদ্বিজাতয়ঃ ॥২১
 বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্য স্বর্গগোমুখচারিণঃ।
 শ্রৌতস্মার্তস্য ধর্মস্য জ্ঞানাদ্বর্ম্যঃ স উচ্যতে ॥২২
 বিদ্যায়াঃ সাধনাং সাধুর্ব্রহ্মচারী গুরোহিতঃ।

মানুষ ভাব এই কহিলাম। পশু-পক্ষি-স্থাবরাদির
 বিষয় শ্রবণ করুন। গো, অজ, মহিষ, অশ্ব,
 হস্তী, পক্ষী, ও নাগগণ যজ্ঞক্রিয়া-সাধক যজ্ঞীয়
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা দেবগণ-কমনীয় সেই
 সেইরূপে দেব-স্থানসমূহে দেবগণের যথেষ্ট
 ভোগার্থ জন্মিয়া থাকে। চরাচর জগৎ, সাধ্য-
 সমূহের অনুরূপ মনোরম যথায়ত ভাবোদ্বোধক
 রূপ প্রমাণানুকরণে সুখাভিমানী হইয়া থাকে।
 ১০—১৮। অতঃপর অবশিষ্টসং ও সাধুর
 বর্ণন করিতেছি। সং শব্দ ব্রহ্ম; যাঁহারা তদ্বিশিষ্ট
 হয়েন,—যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাযুজ্য
 লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সং বলা যায়।
 যাঁহারা দশবিধ বিষয়ে ও অষ্টবিধ কারণে ক্রুদ্ধ
 বা হুঁষ্ট হয়েন না, তাঁহারাই জিতাঙ্গা। ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণ, সামান্য ও বিশেষ,
 উভয়বিধ ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত; এজন্য ইহারা
 দ্বিজাতি পদবাচ্য। বর্ণাশ্রমযোগ-স্বর্গ-তীর্থ-
 মস্ত্যাদ্বক শ্রৌত-স্মার্ত ধর্ম্মের জ্ঞানই ধর্ম্ম শব্দে
 অভিহিত। গুরুহিত কারী ব্রহ্মচারী, বিদ্যার সাধন

ক্রিয়াণাং সাধনাচ্চৈব গৃহস্থঃ সাধুরূচ্যতে ॥২৩
 সাধনাস্তপসোহরণ্যে সাধুর্বেখানসঃ স্মৃতঃ।
 যতমানো যতিঃ সাধুঃ স্মৃতো যোগস্য সাধনাং
 এবমাশ্রমস্মাণাং সাধনাং সাধবঃ স্মৃতাঃ।
 গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ ॥২৫
 ন চ দেবা ন পিতরো মুনয়ো ন চ মানবাঃ।
 অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি ক্রবতে ভিন্নদর্শনাঃ ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্মাবিহ প্রোক্তৌ শব্দাবেতৌ ক্রিয়াস্বকৌ
 কুশলাকুশলং কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি স্মৃতৌ ॥২৭
 ধারণার্থে-ধুরিত্যঙ্গাতোর্থম্ভ্যঃ প্রকীর্তিতঃ।
 অধারণেহমহত্বে চ অধর্ম্ম ইতি চোচ্যতে ॥২৮
 অত্রৈষ্টপ্রোপকো ধর্ম্ম আচার্য্যৈরুপদিশ্যতে।
 বৃদ্ধা হ্যালোলুপাশ্চৈব আত্মবস্তো হৃদস্তকাঃ।
 সম্যগ্বিনীতা ঋজবস্তানাচার্য্যান প্রচক্ষতে ॥২৯
 স্বয়মাচরতে যস্মাদাচারং স্থাপয়ত্যপি।
 আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্যমৈঃ সনিয়মৈর্যুতঃ ॥৩০

করেন বলিয়া সাধুপদ বাচ্য এবং ক্রিয়াসাধন
 করেন বলিয়া গৃহস্থকেও সাধু বলে। বৈখানস-
 গণ অরণ্যে তপঃসাধন করেন বলিয়া সাধু,
 এবং যোগসাধনে সত্যপরায়ণ বলিয়া যতি-
 গণও সাধু। এইরূপ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ
 ও ভিক্ষুকগণ, আশ্রমধর্ম্ম সকলের সাধন
 করেন বলিয়া সাধু শব্দে অভিহিত হয়েন।
 দেব, পিতৃ, মুনি, মানব, সকলই জ্ঞানভেদ
 প্রযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ বলিয়া ইহা
 ধর্ম্ম, ইহা নহে' এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ মত
 প্রচার করেন। “ধর্ম্ম” ও “অধর্ম্ম” এই
 শব্দদ্বয় ক্রিয়াস্বক। কুশল ও অকুশল কর্ম্মই
 ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-পাদবাচ্য। ধারণার্থক ‘ধ’ধাতু হইতে
 ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন। অধারক ও অমহত্ব অর্থে
 অধর্ম্ম শব্দ প্রচলিত। যাহা ইষ্টপ্রাপক, তাহাই
 ধর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট। যাঁহারা বৃদ্ধ, অলোলুপ,
 জিতেন্দ্রিয়, দম্ভহীন, সুশিক্ষিত ও সরলচেতা,
 তাঁহারাই আচার্য্য পদবাচ্য। ১৯—২৯। যিনি
 আচার্য্য, তিনি আচার পালন করেন, অপরকে

পূর্বেভ্যো বেদয়িত্বৈহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োহব্রবন
 ঋচো যজুঃসি সামানি ব্রহ্মাণোহঙ্গানি চ শ্রুতিঃ
 মন্বন্তরস্যাতাতস্য স্মৃত্ত চারং পুনর্জগৌ ।
 তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ
 স এষ দ্বিবিধো ধর্ম্মাঃ শিষ্টাচার ইহোচ্যতে ।
 শেষশব্দাচ্ছিষ্ট ইতি শিষ্টাচারঃ প্রচক্ষতে ॥
 মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ ।
 মনুঃ সপ্তর্ষয়ৈশ্চৈব লোকসন্তানকারণাৎ ।
 ধর্ম্মার্থং যে চ শিষ্টা বৈ যাতাতথ্যং প্রচক্ষ্যতে
 মন্বাদয়শ্চ যে শিষ্টা যে ময়া প্রাপ্তদীরিতাঃ ।
 তৈঃ শিষ্টৈশ্চরিতো ধর্ম্মঃ সম্যাগেব যুগে যুগে
 ত্রয়ী বার্ত্তা দন্ডনীতিরিজ্যা বর্ণাশ্রমাস্তথা ।
 শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মান্মনুনা চ পুনঃপুনঃ ।
 পূর্বেঃ পূর্ব্বগতত্বাচ্চ শিষ্টাচার স শাস্বতঃ
 দানং সত্যং তপোহলোভো বিদ্যেজ্যা

প্রজ্ঞনৌ দয়া ।

অষ্টোতান চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্ ॥
 শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ বৈ ।
 মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৩৮

আচারে প্রবর্ত্তিত করেন এবং যয-নিয়ম সহিত
 শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করেন। সপ্তর্ষিগণ, আদি-কলীয়
 জনগণকে ঋক্ যজুঃ সাম, শ্রুতি ও বেদাঙ্গ
 সম্মত শ্রৌত ধর্ম্ম উপদেশ করেন। পূর্ব্ব মন্বন্তরের
 আচার স্মরণ করিয়া যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই
 স্মার্ত্ত ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম-বিভাগজাত। এই
 দ্বিবিধ ধর্ম্মই শিষ্টাচার পদবাচ্য। শিষ্ট শব্দ
 শেষবাচক; এজন্য শিষ্টাচার বলে। মন্বন্তরের
 শেষে যে মনু সপ্তর্ষিগণ বর্ত্তমান থাকেন, সে
 কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহারাই যুগে যুগে
 সৃষ্টিবিস্তারার্থ, ধর্ম্মপ্রচার কামনায় পুনঃপুনঃ যে
 ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তিত করেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনগণ
 যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাই চিরন্তন
 শিষ্টাচার। দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা,
 যজ্ঞ, সন্তান, দয়া,—এই অষ্টবিধ গুণই শিষ্টাচারের
 লক্ষণ। সকল মন্বন্তরেই অবশিষ্ট মনু ও সপ্তর্ষিগণ
 এই ধর্ম্মের আচরণ করেন বলিয়া ইহা শিষ্টাচার

বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণাচ্ছ্রৌতঃ স্মরণাৎ স্মার্ত্ত উচ্যতে
 ইজ্যাবেদাঙ্গকঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ
 প্রত্যঙ্গানি চ বক্ষ্যামি ধর্ম্মস্যেহ তু লক্ষণম্ ॥
 দৃষ্টা প্রভুতমর্থং যঃ পৃষ্টো বৈ ন নিগৃহতি ।
 যথা ভুতপ্রবাদস্ত ইত্যেতৎ সত্যলক্ষণম্ ॥৪০
 ব্রহ্মাচার্য্যং জপো মৌনং নিরাহারত্বমেব চ ।
 ইত্যেতত্তপসো মূলং সুঘোরং তদুরাসদম্ ॥৪১
 পশূনাং দ্রব্যহবিষ্যামৃকসামযজুর্বাং তথা ।
 ঋত্বিজাং দক্ষিণানাং চ সংযোগো যজ্ঞ উচ্যতে
 আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু যা হিতায়াহিতায় চ ।
 সমা প্রবর্ত্ততে দৃষ্টিঃ কৃৎস্না হোবা ক্ষমা স্মৃতা ।
 আকুণ্ঠোহভিহতো বাপি নাকুণ্ঠ্যেদযো

ন হস্তি বা ।

বাস্ত্বনকর্ম্মভিঃ ক্ষান্তিস্তিতিক্ষেবা ক্ষমা স্মৃতা ।
 স্বামিনারক্ষ্যমাণানামুৎসৃষ্টানাং চ সৎসু চ ।
 পরস্বানামনাদানমলোভ ইহ কীর্ত্ত্যতে ॥৪৫
 মৈথুনস্যাসমাচারো হ্যচিন্তনমকল্পনম্ ।

পদবাচ্য। শ্রবণ করিয়া যাহা জ্ঞাত হওয়া
 গিয়াছে, তাহা শ্রৌত এবং স্মরণ দ্বারা যাহা
 বিজ্ঞাত হইয়াছে তাহা স্মার্ত্ত নামে খ্যাত। শ্রৌত
 ধর্ম্ম যজ্ঞ-বেদাঙ্গক; আর স্মার্ত্ত ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমাত্মক।
 ৩০—৫৯। অতঃপর ধর্ম্মের প্রত্যঙ্গ লক্ষণসমূহ
 বলিতেছি। যাহা কিছু দৃষ্ট হউক না কেন,
 জিজ্ঞাসিত হইয়া গোপন না করিয়া যথাযথ
 বৃত্তান্ত কথনের নামই সত্য। ব্রহ্মাচার্য্য, জপ,
 মৌন, অনাহার,—এই কয়টি তপস্যার মূল।
 ইহা অতীব দুঃসাধ্য পণ্ড, দ্রব্য, হবিঃ, ঋক্,
 সাম, যজুঃ, ঋত্বিক, ও দক্ষিণা, এতৎসমস্তের
 সংযোগই যজ্ঞ বলিয়া উক্ত। হিত অহিত
 সর্ব্বভূতেই যে সমদৃষ্টি, তাহাই দয়াপদবাচ্য।
 দুর্ব্বাক্যপীড়িত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও যে
 দুর্ব্বাক্য বা আঘাত না করিয়া বাক্য মন ও
 কর্ম্মসংযম, এই তিতিক্ষাই ক্ষমা শব্দে অভিহিত
 হয়। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অরক্ষ্যমাণ পরধন
 গ্রহণ না করাই অলোভ। মৈথুনের চিন্তন, কল্পন

নিবৃতির্ন্বাচর্য্যং তদচ্ছিন্নং দম উচ্যতে ।।৪৬
 আত্মার্থং বা পরার্থং বা ইন্দ্রিয়াণীহ যস্য বৈ ।
 ন মিথ্যা সম্প্রবর্ত্তন্তে শমসৌত্যস্তু লক্ষণং ।।৪৭
 দশাঙ্ঘ্যকে যো বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে ।
 ন ক্রোধেষু প্রতিহতঃ সজিতাত্মা বিভাষ্যতে ।।
 যদ্যদিস্তিতমং দ্রব্যং ন্যায়েনোপাগতং চ যৎ ।
 তত্ত্বগুণবতে দেয়মিত্যেতদানলক্ষণম্ ।।৪৯
 দানং ত্রিবিধমিত্যেতৎ কণিষ্ঠজ্যেষ্ঠমধ্যমম্ ।
 তন্তর নৈঃশ্রেয়সং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠং স্বার্থসিদ্ধয়ে ।
 কারুণ্যং সর্বভূতেভ্যঃ সুবিভাগস্ত বন্ধুযু ।।৫০
 শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্মো বর্ণশ্রমাত্মকঃ ।
 শিষ্টাচারাবিরুদ্ধশ্চ ধর্মঃ সংসাধুসঙ্গতঃ ।।৫১
 অপ্রদ্বেষো হ্যনিষ্টেষু তথেষ্টানভিনন্দনম্ ।
 প্রীতিতাপবিবাদেভ্যো বিনিবৃতির্বিলরক্ততা ।।৫২
 সম্যাসঃ কর্মণো ন্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ ।
 কুশলাকুশলানাং চ প্রহরণং ত্যাগ উচ্যতে ।।৫৩
 ও আচরণ বর্জন করাই ব্রহ্মচর্য্য । নির্দোষরূপে
 ব্রহ্মচর্য্য পালনই দম । আপনার বা পরের জন্য
 ইন্দ্রিয়গণের মিথ্যাপ্রবৃত্তিসংযমই শমের লক্ষণ ।
 দশবিধ বিষয় ও অষ্টবিধ কারণে যাহার
 ক্রোধোৎপত্তি না হয়, তাহাকে জিতাত্মা বলা
 যায় । যে যে দ্রব্য প্রিয়, এবং যাহা ন্যায়ানুসারে
 উপার্জিত, তাহাই গুণবান পাত্রে দান করিতে
 হয় । ইহাই দানের লক্ষণ । দান ত্রিবিধ, জ্যেষ্ঠ,
 মধ্যম ও কনিষ্ঠ । জ্যেষ্ঠদান মুক্তিদায়ক, কনিষ্ঠ
 দান স্বার্থসাধক । স্নেহাদিবশে বন্ধু-বান্ধবাদি
 সর্বভূতে যে দান, তাহাই মধ্যম । শ্রুতি-স্মৃতি-
 বিহিত ধর্ম বর্ণ শ্রমাত্মক । শিষ্টাচারের অবিরুদ্ধ
 যে ধর্ম, তাহা সাধুসম্মত সদ্ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
 অনিষ্টে দ্বেষাভাব, ইষ্টে আনন্দাভাব, এবং প্রীতি,
 তাপ, বিবাদাদিবর্জন,—এই সকলই বিরক্তের
 লক্ষণ ।।৪০—৫২ । কৃত ও অকৃত কর্ম সকলের
 পরিত্যাগই সম্যাস এবং শুভ শুভ পরিত্যাগই
 ত্যাগ শব্দে অভিহিত । অব্যক্ত অবিশেষ ইহিতে
 যে অচেতনে চেতনাত্মক বিকার প্রাদুর্ভূত হয়,

অব্যক্তাদ্যোহবিশেষাচ্চ বিকারোহস্মিন্চেতনে
 চেতনাচেতনান্যত্র বিজ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে ।।৫৪
 প্রত্যঙ্গানাং তু ধর্মস্য ইত্যেতদ্বাক্ষণং স্মৃতম্ ।
 ঋষিভির্ধর্মতত্ত্বজ্ঞৈঃ পূর্বে স্বায়ম্ভুবোহস্তরে ।।৫৫
 অত্র বো বর্ত্তয়িম্যামি বিধির্নবস্তুরস্য যঃ ।
 ইতেবতরবর্ণস্য চাতুবর্ণস্য চৈব হি ।
 প্রতিমহস্তরং চৈব শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে ।।৫৬
 ঋচো যজুঃষি সামান যথাবৎপ্রতিদৈবতম্ ।
 আভুতস প্রবস্তায়ি বর্জ্যকং শতরুদ্রিয়ম্ ।।৫৭
 বিধির্হোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ববৎসম্প্রবর্ত্ততে ।
 দ্রব্যস্তোত্রং গুণস্তোত্রং কর্মস্তোত্রং

তথৈব চ ।

চতুর্থমাভিজ্ঞানিকং স্তোত্রমেতচ্চতুর্বিধম্ ।।৫০
 মহস্তরেষু সর্বেষু যথা দেবা ভবন্তি যে ।
 প্রবর্ত্তয়তি তেষাং বৈ ব্রহ্মা স্তোত্রং চতুর্বিধম্ ।
 এবং মন্ত্রগুণানাং চ সমুৎপত্তিচ্চতুর্বিধা ।।৫৯
 অথর্বযজুঃ সামাং বেদেদ্বিহ পৃথক্ পৃথক্ ।
 ঋষীণাং তপ্যাতামুগ্রং তপঃ পরমদুশ্চরম্ ।।৬০

তাহার চেতনত্ব অচেতনত্ব ও তদুভয়া-নন্তত্ব-
 বিজ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।
 পূর্বে স্বায়ম্ভুব মহস্তরে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ
 প্রত্যঙ্গ সমূহের এইরূপ লক্ষণ নির্ণয়
 করিয়াছেন । এক্ষণে আপনাদিগের নিকট
 মহস্তরের বিধান বলিতেছি । প্রতিমহস্তরেরই
 শ্রুতিসকল পৃথকরূপে প্রবর্ত্তিত হয় । শতরুদ্রিয়
 ব্যতীত ঋক্, যজুঃ সাম, দেবতা, শ্রোত্র,
 বিধি, স্তোত্র, সমস্তই পূর্ববৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া
 থাকে । দ্রব্যস্তোত্র, গুণস্তোত্র, কর্মস্তোত্র, ও
 আভিধানিক স্তোত্র,— স্তুতি এই চতুর্বিধ ।
 প্রতি মহস্তরেই যেমন যেমন দেবতা,
 তাহাদিগের তদনুরূপ চতুর্বিধ স্তুতিসমূহও
 ব্রহ্মা কর্তৃক বিরচিত হয় । অথর্ব, যজুঃ ও
 সাম বেদের বিবিধ গুণসম্পন্ন মন্ত্রসকলও
 এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রবর্ত্তিত হয় । পূর্ব

মহাঃ প্রাদুর্ভূতবুধি পূর্বমহত্তরেষিহ ।
 পরিতোষাত্ত্যাদুঃখাৎ সুখাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা ।।৬১
 ঋষীগাং তারকাদ্যেন দর্শনেন যদৃচ্ছয়া ।
 ঋষীগাং যদ্বিদ্ভং হি তদ্বক্ষ্যামীহ লক্ষণৈঃ ।।৬২
 অতীতানাগতানাং তু পঞ্চধা ঋসিৰুচ্যতে ।
 অতস্তু ঋীগাং বক্ষ্যামি হ্যার্যস্য চ সমুদ্ভবম্ ।।৬৩
 গুণসাম্যে বর্তমানে সর্বসম্প্রলয়ে তদা ।
 অতিচারে তু দেবানামতিদেশে তযোর্থথা ।।৬৪
 অবুদ্ধিপূর্বকং তদৈ চেতনার্থং প্রবর্ততে ।
 তেন হ্যবুদ্ধিপূর্বং তচ্চেতনেন হৃদিষ্ঠিতম্ ।।৬৫
 বর্ততে চ যথা তৌ তু যথা মৎস্যোদকে উভৌ
 চেতনাধিষ্ঠিত তস্তুং প্রবর্ততি গুণাত্মনা ।।৬৬
 কারণত্বাত্তথা কার্যং তদা তস্য প্রবর্ততে ।
 বিষয়ে বিষয়িত্বাচ্চ হ্যর্থৈর্হর্থিত্বাত্তথৈব চ ।।৬৭
 কালেন প্রাপণীয়েন ভেদাত্ত কারণাত্মকাঃ ।
 সংসিধ্যন্তি তদা ব্যাক্তাঃ ক্রমেণ মহাদায়ঃ ।।৬৮
 মহতশ্চাপ্যহঙ্কারস্তম্মাত্ত্বেন্দ্রিয়াণি চ ।
 ভূতভেদাত্ত ভেদেভ্যো জজ্ঞিরে তে পরস্পরম্
 পূর্ব মহত্তরে পরম দুশ্চর তপঃপরায়ণ মুনিগণের
 অন্তঃকরণে তাঁহাদিগের তারকাদি দর্শনফলে,
 পরিতোষ, ভয়, দুঃখ, সুখ ও শোক এই পঞ্চবিধ
 কারণে মন্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হয়। অতীতানাগত
 ঋষিগণের ঋষিত্বের এক্ষণে লক্ষণ বলিতেছি।
 ঋষি পাঁচ প্রকার। সেই ঋষিগণের ও আর্যের
 লক্ষণ বলিব। প্রলয়াস্তে যখন প্রকৃতির গুণত্রয়
 সাম্যাবস্থ ছিল, যখন দেবগণেরও সত্তা ছিল না,
 তখন দেশকাল বিভাগহীন প্রধানতত্ত্বে অবুদ্ধি-
 পূর্বক চেতনের পরিস্ফুরণ হয়। তাহাতে মৎস্যা-
 ধিষ্ঠিত জালের ন্যায় চেতনাধিষ্ঠিত প্রধানতত্ত্ব
 গুণবৈষম্য প্রাপ্ত হয়। ৫৩—৬৬। তখন উহার
 কারণত্ব নিবন্ধন উহা হইতে কার্য প্রবৃত্ত হয়।
 বিষয়ে বিষয়ত্ব ও অর্থে অর্থিত্ব নিবন্ধন
 কালকরণক মহাদি ক্রমশঃ ব্যাক্তাকার প্রাপ্ত হয়।
 মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে
 পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে। তাহা হইতে স্থূল পঞ্চভূত

সংসিদ্ধিকারণং কার্যং সদ্য এব নিবর্ততে ।।৬৯
 যথোন্মুকস্ফুটমূর্ধমেককালং প্রবর্ততে ।
 তথা বিবৃত্তঃ ক্ষেত্রজঃ কালেনৈকেন কর্মণা ।।৭০
 যথাক্ষকারে খদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে ।
 তথা বিবৃষ্টো হ্যবজ্ঞাৎ খদ্যোত ইব চোদ্যণঃ ।।৭১
 স মহান্ সশরীরস্ত যত্রৈবাগ্রে ব্যবস্থিতঃ ।
 তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বানদ্বারশালামুখে স্থিতঃ ।।৭২
 মহান্ত তমসঃ পারে বৈলক্ষণ্যাদ্বিভাব্যতে ।
 তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বাংস্তমসোহস্ত ইতি

শ্রুতি ।।৭৩

বুদ্ধিবিবর্ত্তমানস্য প্রাদুর্ভূতা চতুর্বিধা ।
 জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং ধর্মশ্চেতি চতুষ্টয়তম্ ।।৭৪
 সাংসিদ্ধিকান্যথৈতানি সুপ্রতীকানি তন্য বৈ ।
 মহতঃ সশরীরস্য বৈবর্ত্ত্যাং সিদ্ধিরুচ্যতে ।।৭৫
 অত্র শেতে চ যৎপূর্য্যাং ক্ষেত্রজ্ঞানমথাপি বা

প্রাদুর্ভূত হয়। সহজ সিদ্ধিকারণ, সদ্যই কার্য্যাকারে
 বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্থূলপ্ত মশাল উর্ধ্বনিষ্কিপ্ত
 হইয়া যেমন একদা দশদিকে কিরণ বিস্তার দ্বারা
 পরিব্যাপ্ত হয় ক্ষেত্রজও তদ্রূপ কাল-কর্ম দ্বারা
 বিবর্ত্তিত হইয়া একদা সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া থাকে।
 অন্ধকারে সহসা খদ্যোতাবির্ভাবের ন্যায় অব্যক্ত
 মধ্যে মহত্ত্বের বিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সেই
 সর্বজ্ঞানাধার সশরীর মহান্ পূর্বে যেখানে
 ছিলেন, সেইখানেই আছেন। তিনি যেন তমো-
 রূপ মহাগৃহের দ্বারদেশে অবস্থিত। মহান,
 তমোরাশির পারে অবস্থিত; তমোরাশি অপেক্ষা
 তদীয় বৈলক্ষণ্যই এরূপ নিশ্চয়ের হেতু। এই
 প্রকার শ্রুতি আছে। মহান্ বিবর্ত্তিত হইলে তাঁহার
 জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও ধর্ম, এই চতুর্বিধ
 বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার এই বুদ্ধি সহজ এবং
 সর্বাধিক প্রভাব-বিশিষ্ট। সশরীর মহত্ত্বের
 বিবর্ত্ত দ্বারাই সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৬৭—৭৫।
 যিনি অব্যক্তাখ্য পুরে শয়ান থাকেন, যিনি সেই
 অব্যক্ত পুরীর অধীশ্বর এবং যাহার ক্ষেত্রজ্ঞান

পূরীশত্বাচ্চ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং সমুচ্যতে ॥৭৬
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাস্তগবান্ মতিরুচ্যতে।
যস্মাদবুদ্ধ্যানুশেতে হীতস্মাদ্বোধাত্মকঃ স বৈ
সংসিদ্ধয়ে পরিগতং ব্যক্তাব্যক্তমচেতনম্ ॥৭৭
এবং নিবৃতিঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রজ্ঞেনাতিসংহিতা।
ক্ষেত্রজ্ঞেন পরিজ্ঞাতো ভোগ্যোহয়ং বিষয়
স্থিতি ॥৭৮

ঋষীভ্যোষু গতো ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ
এতৎসম্মিতং তন্মিন ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥৭৯
নিবৃতিসমকালং ভুবুদ্ধ্যাব্যক্তমৃষিঃ স্বয়ম্।
পরং হি ঋষতে যস্মাৎপরমর্ষিত্বতঃ স্মৃতঃ ॥৮০
গত্যর্থাদৃষতের্থাতোনর্মিনিবৃতিরাদিতঃ।
যস্মাদেধ স্বয়মুত্তমাত্মা ঋষিতা স্মৃতা ॥৮১
ঈশ্বরঃ স্বয়মুদ্ভূতা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
যস্মান্ন হন্যতে মনৈমহান্ পরিগতঃ পুরঃ।
যস্মাদৃষতি যে ধীরা মহান্তং সর্বতো গুণৈঃ।
তস্মান্মহর্ষয়ঃ প্রোক্তা বুদ্ধেঃ পরমদর্শিনঃ ॥৮২

বিদ্যমান, তাঁহাকে পুরুষ বলে। ক্ষেত্রবিজ্ঞান
নিবন্ধন তাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। মননাত্মক বলিয়া
তিনি ভগবান্ এবং অখণ্ড বুদ্ধের সহিত বিদ্যমান
বলিয়া তাঁহাকে বোধাত্মক বলা যায়। অচেতন
প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ-পরিণামবশে ব্যক্তাব্যক্ত
সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতা
ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এই ভাবে স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া
ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তৃক ভোগ্য বিষয়রূপে পরিজ্ঞাত হয়।
ঋষি ধাতু গমন, শ্রুতি, সত্য ও তপস্যর্থক।
যাঁহারা এই সকল গুণে অধ্বিত হইয়া ব্রহ্মে রত
হয়েন, তাঁহারাঐ ঋষিপদ-বাচ্য। যে ঋষি, নিবৃতি-
সমকালে বুদ্ধি দ্বারা অব্যক্ত পরম তত্ত্বে নিবিষ্ট
হয়েন, তাঁহাকে পরমর্ষি বলা যায়। গত্যর্থক ঋষ
ধাতু হইতে ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন। আদিকালে যিনি
স্বয়ং সমুৎপন্ন, তাঁহাকেও ঋষি বলে। ঐশ্বর্যশালী
মানস ব্রহ্মানন্দনগণ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাঁহার
পরিমাণের সীমা নাই, তাঁহাকেই মহান্ বলা
যায়। যে সমস্ত বুদ্ধিপারদর্শী ধীরগণ সর্বগুণে

ঈশ্বরানাং শুভাস্তেষাং মানসা ঔন্নসাস্চ তে।
অহঙ্কারং তমশৈব ত্যাঙ্গা চ ঋষিতাং গতাঃ ॥৮৩
তস্মাস্তু ঋষয়স্তে বৈ ভূতাদৌ তত্ত্বদর্শনাঃ।
ঋষিপুত্রা ঋষীকাস্ত মৈথুনাদগর্ভসজ্জবাঃ ॥৮৪
তস্মাত্ৰাণি চ সত্যঞ্চ ঋষতে তে মহৌজসঃ।
সপ্তর্ষয়স্ততস্তে বৈ পরমাঃ সত্যদর্শনাঃ ॥৮৫
ঋষীণাঞ্চ সুতাস্তে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকাঃ।
ঋষস্তি বৈ শ্রুতং যস্মাদ্বিশেষাচ্চৈব তত্ত্বতঃ ॥
তস্মাচ্ছ তর্ষয়স্তেহপি শ্রুতস্য পরিদর্শনাং ॥৮৬
অব্যক্তাত্মা মহাত্মা চাহঙ্কারাত্মা তথৈব চ।
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ তেষাং তজ্জ্ঞানমুচ্যতে
ইত্যেতা ঋষিজাতীস্ত নামভিঃ পঞ্চ বৈ শৃণু ॥
ভৃগুমরীচিরত্রিংশ অগ্নিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ ॥
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেত উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরাস্ত ॥৮৮
প্রবর্ত্তত ঋষেযস্মান্মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ।

মহান্কে অবলম্বন করেন, তাঁহারা মহর্ষি
পদবাচ্য। ঈশ্বরগণের মানস ও ঔন্নস সন্তানগণ
মধ্যে যাঁহারা অহঙ্কার ও অজ্ঞান পরিহার
করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষিত্ব প্রাপ্ত। এজন্য
ভূতাদিতত্ত্বজ্ঞ জনগণ ঋষি এবং তাঁহাদিগের
সন্তানগণ ঋষীক শব্দে অভিহিত হয়েন। ইহারা
মৈথুনযোগে গর্ভে সমুৎপন্ন। ৭৬—৮৪।
যাঁহারা পঞ্চতস্মাত্রে এবং সত্যে সমাসক্ত,
সেই সমস্ত সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাতেজস্বী ঋষিগণ
সপ্তর্ষিপদ-বাচ্য। ঋষিপুত্র ঋষীকগণ, শ্রুত
তত্ত্বসমূহে বিশেষরূপে নিবিষ্ট হয়েন; এজন্য
শ্রুত বিষয়েও পরিদর্শন হেতু তাঁহারা শ্রুতর্ষি
শব্দে প্রসিদ্ধ। অব্যক্তাত্মা মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা,
ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা,—ইহারা এই পঞ্চবিধ
আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করেন। এই ঋষিজাতি
পাঁচ প্রকার। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অগ্নিরা,
পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য,—
এই ঈশ্বরসদৃশ দশজন, ব্রহ্মার মানস পুত্র।
মহান্ই সেই সমস্ত ঋষিরূপে পরিগত

ঈশ্বরানাং সূতন্তেত ঋষয়স্তামিবোধত । ৮৯
 কাব্যো বৃহস্পতিশ্চৈব কশ্যপশ্চোশনাস্তথা ।
 উতথ্যো বামদেবশ্চ অযোজ্যশ্চৌশিজস্তথা ।।
 কৰ্দমো বিশ্ববাঃ শক্তির্বালখিল্যস্তথা পরে ।
 ইত্যেত ঋষয়ঃ প্রোক্তা জ্ঞানতো ঋষিতাং গতাঃ
 ঋষিপুত্রানুধীকাংস্ত গৰ্ভোৎপন্নামিবোধত ।
 বৎসরো নগ্নহুশ্চৈব ভরদ্বাজস্তথৈব চ । ৯২
 বৃহদুখঃ শরদ্বাংশ্চ অগস্ত্যশ্চৌশিজস্তথা ।
 ঋষিদীর্ঘতমশ্চৈব বৃহদুখঃ শরদ্বতঃ । ৯৩
 বাজশ্রবাঃ সুবিস্তশ্চ সুবাক্ষেবপরায়ণঃ ।
 দধীচঃ শঙ্কুমাংশ্চৈব রাজা বৈশ্রবণস্তথা ।
 ইত্যেত ঋষিকাঃ প্রোক্তান্তে সত্যাদৃষিতাং

গতাঃ । ৯৪

ঈশ্বর ঋষিকশ্চৈব যে চান্যে বৈ তথা স্মৃতাঃ ।
 এতে মন্ত্রকৃতঃ সৰ্ব্বৈ কৃৎস্নশস্তামিবোধত । ৯৫
 ভৃগুঃ কাব্যঃ প্রচেতাস্ত দধীচো হ্যাম্বানপি ।
 ঔৰ্ব্বোহথ জমদগ্নিশ্চ বিদুঃ সারদ্বতস্তথা । ৯৬
 অদ্বিষেণো হ্যরূপশ্চ বীতহব্যঃ সুমেধ সঃ ।

হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মহর্ষিপদে
 অভিহিত করা হয়। সেই সমস্ত ঈশ্বরসদৃশ
 মহর্ষিগণের সন্ততিবিবরণ শ্রবণ করুন। কাব্য,
 বৃহস্পতি, উশনা, কশ্যপ, উতথ্য, বামদেব,
 অযোজ্য, ঔষিজ, কৰ্দম, বিশ্ববা, শক্তি ও
 বালখিল্যগণ, ইহঁরা ঋষি-পদবাচ্য। ইহঁরা
 জ্ঞানপ্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। গৰ্ভজাত
 ঋষিপুত্র ঋষীকগণের বিবরণ শ্রবণ করুন।
 বৎসর, নগ্নহু, ভরদ্বাজ, বৃহদুখ, শরদ্বান্ অগস্ত্য,
 ঔষিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুখ, শরদ্বত, বাজ শ্রবা,
 সুবিস্ত, সুবাক্, সুবেশ, দধীচ, শঙ্কু মান, রাজা
 বৈশ্রবণ; এই সমস্ত ঋষীকগণ সত্যপ্রভাবে ঋষিত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল ঋষীকগণ, এবং
 ইহঁদিগের সমকক্ষ ঐশ্বর্যবান্ অপর মুনিগণ
 বিবিধ মন্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদিগের
 নাম শ্রবণ করুন। ভৃগু, কাব্য, প্রচেতা, জিতেন্দ্রিয়
 দধীচ, ঔৰ্ব্ব, জমদগ্নি, বিদু, সারদ্বত, অদ্বিষেণ,

বৈন্যঃ পৃথুর্দিবোদাসঃ পশ্বাস্যো গৃৎসমাম্নভঃ ।
 একোনবিংশদিত্যেত ঋষয়ো মন্ত্রবাদিনঃ । ৯৭
 অগ্নিরা বেধসশ্চৈব ভারদ্বাজোহথ বাঙ্কলিঃ ।
 তথামৃতস্তথা গার্গ্যো শেনী সংহতিরেব চ ।।
 পুরুকুৎসোহথ মাক্ষাতা অম্বরীষস্তথৈব চ ।
 যুবনাশ্বঃ পৌরুকুৎসস্তদসু্যঃ সদসু্যমান্ । ৯৯
 আহার্যোহথাজমীঢ়শ্চ ঋষভো বলিরেব চ ।
 পৃষদশ্চো বিরূপশ্চ কধশ্চৈবাপি মুদগলঃ । ১০০
 উতথ্যশ্চ ভরদ্বাজস্তথা বাজশ্রবা অপি ।
 আয়াপ্যশ্চ সুবিস্তিশ্চ বামদেবস্তথৈব চ । ১০১
 ঔগজো বৃশদুখশ্চ ঋষিদীর্ঘতমাস্তথা ।
 কক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্বিংশৎ স্মৃতা অগ্নিরসো বরাঃ
 এতে মন্ত্রকৃতঃ সৰ্ব্বৈ কাশ্যপাংস্ত নিবোধত ।।
 কশ্যপশ্চৈব বৎসারো বিভ্রমো রৈভ্য এব চ ।
 অসিতো দেবলশ্চৈব যড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ ।।
 অত্রিরজিসনশ্চৈব শ্যামাবাংশ্চাপি নিষ্ঠুরঃ ।
 বল্গুতকো মুনির্ধীমাংস্তথা পূর্বাতিথিশ্চ যঃ ।
 ইত্যেতে চাত্রয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রকারা মহর্ষয়ঃ ।।
 বসিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তথৈব চ পরাশরঃ ।
 চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্ত ভরদ্বসুঃ । ১০৫

অরূপ, বীতহব্য, সুমেধস, বৈন্য পৃথু,
 দিবোদাস, পশ্বাস্য গৃৎসমান্, নভ,—এই
 উশবিংশতি সংখ্যক ঋষি মন্ত্রবেদ ৮৫—৯৭।
 অগ্নিরা, বেধস, ভরদ্বাজ, বাঙ্কলি, অমৃত,
 গার্গ্য, শেনী, সংহতি, পুরুকুৎস, মাক্ষাতা,
 অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরুকুৎসপুত্র, এসদসু্য,
 দসু্যমান্, আহার্য, আজমীঢ়, ঋষভ, বলি,
 পৃষদশ্চ, বিরূপ, কধ, মুদগল, উতথ্য, ভরদ্বাজ,
 বাজশ্রবা, আয়াপ্য, সুবিস্তি, বামদেব, ঔগজ,
 বৃহদুখ, দর্ঘতমা ঋষি ও কক্ষীবান,—এই
 অগ্নিরোবংশীয় ত্রয়স্বিংশৎ শ্রেষ্ঠ মুনি,
 মন্ত্রপ্রবর্তক। অতঃপর কাশ্যপগণের বিবরণ
 শ্রবণ করুন। কশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য,
 অসিত, দেবল,—এই কয়জন মন্ত্রকর্তা
 কশ্যপবংশীয়। ইহঁরা সকলেই ব্রহ্মবাদী। অত্রি,

ষষ্ঠস্তমৈত্রাবরুণঃ কুণ্ডিনঃ সপ্তমস্তথা।
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্রা ব্রহ্মক্ষেত্রনিবাসিনঃ।।১০৬
ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাতীর্থং ব্রহ্মাণা নির্মিতং পুরা।
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে পিতামহনিষেবিতৈ।।১০৭
দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ মুনীনাং তত্র সঙ্গমঃ।
ব্রহ্মাণা চ কৃতং প্রশ্নং ক্ব দৃষ্টো বায়ুদেবতা।।
ঋষিগণৈস্তদা প্রোক্তং ন দৃষ্টো বায়ুদেবতা।
ইতি চিন্তয়তাং তেষামনুমাত্রস্ত দৃষ্টবান্।
দৃষ্টং পুরঞ্চ তত্রাসীদ্বায়োর্নাম্না পুরং পরম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি দ্বিজাঃ সংস্থাপিতাস্তদা।।
সূদ্রাস্তদ্বিগুণাস্তত্র স্থাপিতা মাতরিশ্বনা।
তানুবাচ ততো দেবো মাতরিশ্বা মহাবিভূঃ।।
যুয়ং মন্ত্ৰজিতকর্ত্তারো মন্নাম্না খ্যাতিমাপুথ।
দ্বয়ং দূতস্ত প্রত্যেকং দ্বিজান্ ভজত ভো দ্বিজাঃ
ভবতাস্ত ভবিষ্যন্তি গোত্রগণ্যকাদশৈব হি।

অর্চিসন, শ্যামাবান, নির্ভূর, ধীমান্ বল্গুতক
মুনি ও পূর্বাতিথি, এই সকল মন্ত্ৰকর্ত্তা মহর্ষিগণ
অত্রিগোত্রজাত। বসিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর, ইন্দ্র-
প্রমতি, ভরদ্বসু, বৈত্রাবরুণ, ও কুণ্ডিন,—এই
সপ্তমহর্ষি, ব্রহ্মক্ষেত্রনিবাসী। ৯৮—১০৬। ব্রহ্ম-
ক্ষেত্র মহাতীর্থ, ব্রহ্মা পুরাকালে উহা নির্মাণ
করেন। একদা পিতামহনিষেবিত পুণ্যতম কুরু-
ক্ষেত্রে দেবতা ও মুনিগণের সমাগম হয়। ব্রহ্মা
প্রশ্ন করিলেন যে, আপনারা বায়ুদেবতাকে কোথায়
দেখিয়াছেন? তদুত্তরে ঋষিগণ কহিলেন, আমরা
বায়ুদেবতাকে দেখি নাই। ঋষিগণ এ বিষয়ে
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি অণুমাত্র
পুর, তাঁহাদিগের নেত্র-গোচর হইয়া ক্রমে
বৃহদাকারে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। সেই পুর ‘বায়ুপুর’
নামে প্রসিদ্ধ। সেই পুরে বায়ু কর্ত্তক অষ্টাদশ
সহস্র ব্রাহ্মণ, এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ শূদ্র
সংস্থাপিত হয়। বিভূ বায়ু, সেই ব্রাহ্মণগণকে
কহিলেন,—আপনারা আমাকে ভক্তি করিয়া
থাকেন; অতএব আমার নামেই খ্যাত হইলেন।
হে দ্বিজগণ! আপনারা প্রত্যেকেই দুই দুই জন

বিবাহকালোহভিমতশ্চত্বরশ্বপবনাদরঃ।।১১৩
তত্রাকোষাসিহস্তাস্ত রক্ষ্যাঃ সুবলিনো নরাঃ
তত্র স্নানং ন পশ্যন্তি যথান্যে স বিধিঃ শুভঃ।।
গোত্রজাম্যশ্চ নৈবেদ্যং যথা কার্য্যং পৃথক্ পৃথক্।
চত্বঃ সুভগাস্তত্র কুর্য্যঃ কুণ্ডনমাদরাৎ।।১১৫
এবমেব কুলাচারো ভবতাং কথিতঃ কিয়ান্।
মজ্জনেন চ বাপীয়ং ভবজ্বরবিনাশিনী।।১১৬
অস্যাং নান্যাধিকারোহস্তি মজ্জনে মর্ত্ত্যপুঙ্গবাঃ
ষট্ স্থানানি চ মন্নাম্না দৃষ্ট্বা পুতো ভবেন্নরঃ।
তদ্বীর্থং ভুবি বিখ্যাতং হনুমান্যত্র জীবিতঃ।
তত্র বৈ স্থাপিতা বিপ্রা বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা।।
দেবত্রয়াণামাদেশাঙ্কসংরক্ষণায় চ।
যত্র রুদ্রঃ স্থিরশ্চাসীদিস্থু সর্ব্বাসু মূর্ত্তিমান্।।
বাড়াদিত্যশ্চ দেবেশঃ স্থাপিতো বায়ুনা তদা।
কামদঃ সর্ব্বদঃ সূর্য্যো প্রভুরীশঃ প্রতাপবান্।।

ব্রাহ্মাণের আনুগত্য অবলম্বন করুন।
আপনাদিগের একাদশটি গোত্র প্রবর্ত্তিত হইবে।
আপনাদিগের শুভবিবাহ কালে চত্বরোপরি
মঙ্গলস্নান হইবে। তখন বলবান্ নরগণ কোষ-
মুক্ত অসিহস্তে এইরূপে রক্ষাকার্য্য করিবেন;
যেন অপর কেহই সেই স্নানব্যাপার অবলোকন
করিতে না পারে। এই বিধি আপনাদিগের
মঙ্গলকর। সগোত্রা রমণীর নিমিত্ত একখানি
নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আর চারিজন
সুভগা রমণী আদর সহকারে কুণ্ডন কার্য্য
করিবেন। আপনাদিগের কুলাচার সম্বন্ধে এই
কিঞ্চিৎ কহিলাম। এই সরোবরে অবগাহন
করিলে ভবতাপ দূর হয়। হে মর্ত্ত্যপুঙ্গবগণ!
এই সরোবর অপর কাহারই মজ্জন করিবার
অধিকার নাই। আমার নামে খ্যাত যে ছয়টি
স্থান আছে উহার দর্শনে নর পবিত্র হয়। হে
বিপ্রগণ! সেখানে হনুমান জীবিত রহিয়াছেন।
সেই তীর্থ ভূতলে বিখ্যাত তীর্থ। ব্রহ্মবাদী
বায়ু, ধর্ম্মরক্ষণার্থ দেবত্রয়ের আদেশে সেই
স্থানেই সেই বিপ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সহস্রকরসংযুক্তঃ সৰ্ব্বায়ুধবিভূষিতঃ।
 রত্নাদেবীযুতঃ শ্রীমাংস্রয়াধারস্ত্রয়ীময়ঃ।।১২১
 সূর্য্যকুণ্ডল তত্রাসীদব্রহ্মকুণ্ডমতঃ পরম্।
 বুদ্ধকুণ্ডং হরেঃ কুণ্ডমেতৎকুণ্ডচতুষ্টয়ম্।।১২২
 নব দুর্গাঃ স্থিতাস্তত্র ক্ষেত্রসংরক্ষণায় চ।
 হরিদ্রয়ং ত্রিগুণ্যেশং তথা যজ্ঞচতুষ্টয়ম্।।১২৩
 বিবাহরতচূড়াসু করং তেষাং প্রদীয়তে।
 আচারা বিবিধাঃ প্রোক্তা বাড়বানাং প্রযত্নতঃ
 তাবদ্রো দ্বিগুণাঃ শূদ্রাঃ যাবন্তো ব্রাহ্মণাঃ

অমৃতঃ।

কুশরূপা দ্বিজাঃ পূৰ্ব্বমূৰ্ত্তিমন্তস্ততঃ স্থিতাঃ।।
 মল্লৈর্মল্লবিদাং শ্রেষ্ঠৈঃ কৃতা বৈ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
 বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।।১২৬
 ধর্মশালাপি বহুলা বায়ুস্থানে মহাপুরে।
 রত্নাবতী স্বর্ণময়ী গঙ্গা চামৃতবাহিনী।।১২৭

তথায় রুদ্রদেব স্থিরভাবে সর্বদিকে মূর্ত্তিমানরূপে
 বিরাজমান। বায়ু তখন সেখানে বাড়াদিত্য নামে
 সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই প্রতাপবান্
 ব্রহ্ম, ঈশ্বর সূর্য্যদেব, কামাদি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান
 করেন। সেই ত্রয়ীময়, ত্রিলোকাধার শ্রীমান্
 সূর্য্যদেব, সহস্রকিরণযুক্ত, সর্ব্ববিধ আয়ুধ-
 বিভূষিত, ও রত্নাখ্য দেবীর সহিত বিরাজমান।
 সেখানে সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, ও বিষ্ণুকুণ্ড,
 — এই চারিটি কুণ্ড বিদ্যমান। ১০৭—১১২।
 সেখানে ক্ষেত্ররক্ষণার্থ নবদুর্গা অবস্থান
 করিতেছেন; দুইটি বিষ্ণু, তিনটি শিব ও চারিটি
 যজ্ঞ তথায় প্রতিষ্ঠিত। চূড়োপনয়ন ও
 বিবাহাদিতে ইহাদিগের কর প্রদত্ত হইয়া থাকে।
 সেই ব্রাহ্মণগণের প্রযত্নসাধ্য আচার ত্রিবিধ।
 পূৰ্ব্বে সেখানে ব্রহ্মোণোপবেশী শূদ্রসংখ্যা দ্বিগুণ
 ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আর শূদ্রগণ দ্বিগুণ
 কেন, ব্রাহ্মণগণের সমসংখ্যকও নহে। পূৰ্ব্বে
 তথায় কুশরূপী যে সকল ব্রাহ্মণ ছিল, এক্ষণে
 তাহারা মল্লবিদগণের শ্রেষ্ঠ। তাহারা শাস্ত্রাবিজ্ঞ
 ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রসামর্থ্যে মূর্ত্তিমান্ হওয়ায় তথায়

কলৌ দৃষদ্বতী নাম মহাপাতকনাশিনী।
 বায়ুনা স্থাপিতং হ্যেতচ্ছাসনং পাপনাশনম্।।
 সুন্দরনং বনং তত্র রম্যং রাজর্ষিসেবিতম্।
 এতৎস্থানং ময়া প্রোক্তং সর্ব্বেষাং চ সমাসতঃ
 নিরূপমাশ্চ তে বিপ্রা বায়ুনা স্থাপিতাশ্চ যে।
 উপমা চ দশৈবেতি বিধেয়া ব্রাহ্মণস্য তু।।
 সুদ্যুম্নশ্চাষ্টমশ্চৈব নবমোহন বৃহস্পতিঃ।
 দশমস্ত ভরদ্বাজো মন্ত্রব্রাহ্মণকারকঃ।।
 এতে চৈব হি কর্ত্তারো বিধর্ম্মধ্বংসকারিণঃ।
 লক্ষণং ব্রাহ্মণস্যৈতদ্বিহিতং সর্ব্বশাখিনাম্।।
 হেতুর্হিতৈঃ স্মৃতো ধাতোষ্মিহস্ত্যাদিতং পরৈঃ
 অথ বার্থপরিপ্রাপ্তৈর্হিনাতেগতিকর্ম্মণঃ।।১৩৩
 তথা নিবচনং ব্রূয়াৎক্যার্থস্যাবধারণম্।
 নিন্দাং তামাত্রাচার্যা যদ্যোষ্মিন্দ্যতে বচঃ

ব্রাহ্মণসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বায়ুস্থান
 মহাপুরে বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবমন্দির, ও
 ধর্মশালা,—এ সমস্ত বহুলরূপে বিদ্যমান।
 তথায় রত্নাবতী নামী স্বর্ণময়ী এবং অমৃত-
 বাহিনী। সেই গঙ্গাই কলিকালে দৃষদ্বতী নামী
 মহাপাতকনাশিনী নদীরূপ ধারণ করিয়াছেন।
 বায়ু-স্থাপিত এই রাজ্যে পাপনাশক। তত্রত্য
 রাজর্ষিসেবিত বন মনোহর। এই আমি আপনা-
 দিগের নিকট সেই স্থানের সংক্ষেপে বর্ণন
 করিলাম। বায়ু স্থাপিত সেই বিপ্রগণ উপমাহীন।
 উপমা দিতে হইলে ব্রাহ্মণগণের উপমাগুল দশটি
 হওয়া উচিত। ১১৩—১৩০। মন্ত্রব্রাহ্মণ কারক-
 গণের মধ্যে সুদ্যুম্ন অষ্টম, বৃহস্পতি নবম এবং
 ভরদ্বাজ দশম। ইহারা বিধর্ম্ম-ধ্বংসকারী হেতু
 শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বশাখী ব্রাহ্মণগণেরই
 এই লক্ষণ। হিংসার্থক 'হিত' ধাতু হইতে 'হেতু'
 শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা পরকীয় মতের প্রতিবাদ
 করে, তাহাই হেতু। অথবা গমনার্থক হি ধাতু
 হইতে "হেতু" শব্দ নিষ্পন্ন। হেতুশাস্ত্রের
 সাহায্যে পরকীয় প্রবন্ধে দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক
 এমন বাগ্বিন্যাস করা যায় যে, স্বীয়াভিপ্রায়

প্রপূর্বাচ্ছন্দতের্ধাতোঃ প্রশংসা গুণবস্ত্রা।
ইদং ত্রিদমিদং নেদমিত্যনিশ্চিত্য সংশয়।।
ইদমেব বিধাতব্যমিত্যয়ং বিধিরূচ্যতে।
অন্যস্যান্যস্য চোক্তত্বাদবুধাঃ পরকৃতিঃ স্মৃতাঃ।।
যো হ্যভ্যন্তরোক্তশ্চ পুরাকল্পঃ স উচ্যতে।
পুরা বিক্রান্তবাচিত্বাৎ পুরাকল্পস্য কল্পনা।।১৩৭
মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈস্ত নিগমৈঃ শুদ্ধবিস্তরৈঃ।
অনিশ্চিত্য কৃতামাহুব্যবধারণকল্পনাম্।।
যথা হীদং তথা তদ্বৈ ইদং বাপি তথৈব তৎ
ইত্যেব হুপদেশোহয়ং দশমো ব্রাহ্মণস্য তু।।
ইত্যেতদব্রাহ্মণন্যাদৌ বিহিতং লক্ষণং বুধৈঃ।
তন্য তদবৃন্তিরুদ্ভিষ্টা ব্যাখ্যাপ্যানুপদং দ্বিজৈঃ
মন্ত্রাণাং কল্পনক্বেব বিধিদৃষ্টেষু কৰ্মসু।
মন্ত্ৰো মন্ত্ৰয়তের্ধাতেব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোহবনাৎ।।

অপরের অন্তরে অনায়াসে দৃঢ় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। দোষ প্রদর্শনপূর্বক পরকীয় বাক্যের নিন্দাস্থাপন করা হয় বলিয়া আচার্য্যগণ উহা নিন্দাশব্দে অভিহিত করিয়াছেন। প্রপূর্বক শংস ধাতু হইতে প্রশংসা শব্দ সমুৎপন্ন। উহার অর্থ—গুণবস্ত্রা প্রকটন। 'ইহা এরূপ, ইহা এরূপ নহে' ইত্যাকার অনিশ্চয়ের নাম সংশয়। 'ইহাই কৰ্ত্তব্য' এইরূপ অর্থ প্রকটনকারী বাক্য বিধিশব্দবাচ্য। নানা জনের অনুষ্ঠানসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত যাহাদিগের কার্য্যকুশলতা আছে, তাঁহারা বুধ বলিয়া প্রখ্যাত। যাহা অত্যন্ত পূর্বের ঘটিয়াছে, তাহাকে পুরাকল্প বলে। পুরা শব্দ অতীতার্থক। অতীতকালে যে কল্পনা, তাহাই পুরাকল্প। সেই সকল পুরাকল্প, শুদ্ধ সুবিস্তর মন্ত্র-ব্রাহ্মণ কল্পনি-গমাদি দ্বারা কল্পিত হয় নাই; পরন্তু অনিশ্চিত-ভাবেই রচিত হইয়াছিল। এ কল্পও যেমন, সে কল্পও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা দশম উপদেশ। আদিকালে সুধীগণ, ব্রাহ্মণগণের এই লক্ষ্য বিধান করিয়াছেন। আর অনুদিন ইহার

অল্লান্ধরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।১৪২
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুখণ্ডে ঋষিলক্ষণং
নামৈকোনযশ্টিতমোহধ্যায়ঃ।।৪৯।।

যশ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ

ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুতা সূতমাহুঃ সুদুস্তরম্।
কথং বেদাঃ পুরা ব্যস্তান্ত্রো ব্রুহি মহামতে।।১
সূত উবাচ।
দ্বাপরে তু পুরাবশ্চে মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে।
ব্রহ্মা মনুমুবাচেদং তদ্বদিত্যে মহামতে।।২
পরিবৃশ্বে যুগে তাত স্বল্পবীৰ্য্যা দ্বিজাতয়ঃ।
সংবৃশ্চা যুগদোষেণ সৰ্ব্বৈ চৈব যথাক্রমম্।।৩

ব্যাখ্যাই সেই ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিধিদৃষ্ট কৰ্ম্মসমূহে যথায়থ মন্ত্রকল্পনাও তাঁহার বৃত্তি। মন্ত্র ধাতু হইতেই মন্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। ব্রহ্মার পালন করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা হইয়াছে। যাহা সন্দেহশূন্য, সারার্থযুক্ত, বহু অর্থবিশিষ্ট, আড়ম্বরবিহীন, নির্দোষরূপে প্রথিত, তাহাকেই সূত্রবিদগণ সূত্র বলেন।। ১৩১—১৪২।

উনযশ্টিতমু অধ্যায় সমাপ্ত।।৫৯।।

যশ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ সেই কথা শুনিয়া সূতকে কহিলেন,—হে মহামতে! পুরাকালে বেদসকল কি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল? এই সুদুস্তর কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইল? আপনি আমাদিগের নিকট তাহা বলুন। স্বায়ত্ত্ববে মন্ত্ৰস্তরে দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা মনুকে কহিলেন—হে তাত! যুগপরিবর্ত্ত হওয়ায় দ্বিজাতিগণ স্বল্পবীৰ্য্য হইয়াছে। যুগদোষে সকলই যথাক্রমে হীনবীৰ্য্য

ব্রহ্মাণ্যং যুগবশাদল্পশিষ্টং হি দৃশ্যতে ।
 দশসাহস্রভাগেন হ্যবশিষ্টং কৃতাদিদম্ ॥৪
 বীৰ্য্যং তেজো বলং বাক্যং সৰ্ব্বশ্চৈব প্রণশ্যতি
 বেদবেদো হি কার্য্যাঃ স্মৃর্নাভুদ্বৈদবিনাশনম্ ॥৫
 বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি ॥
 যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সৰ্ব্বং পণশ্যতি ॥৬
 আদ্যো বেদশচতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসংজ্ঞতঃ ।
 পুনর্দশগুণঃ কুংস্তো যজ্ঞো বৈ সৰ্ব্বকামধুক ॥৭
 এবমুক্তস্তথৈতুক্ষা মনুলোকহিতে রতঃ ।
 বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥৮
 ব্রহ্মাণো বচনাত্তাত লোকানাং হিতকবাম্যচা ।
 ত্রিদিং বর্তমানেন যুগ্মাকং বেদকল্পনম্ ॥৯
 মন্বন্তরেণ বক্ষ্যামি ব্যাতীতানাং প্রকল্পনম্ ।
 প্রত্যক্ষেন পরোক্ষং বৈ তন্নিবোধত সন্তমাঃ ॥
 অশ্বিন যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরশুপঃ
 দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্তিতঃ

ইহাতেছে। বীৰ্য্য, তেজ, বাক্য সকলই সত্যযুগ
 অপেক্ষা দশসহস্র ভাগে ক্ষীণ হইয়াছে; ক্রমে
 একাবারেই বিনষ্ট হইবে। অতএব যাহাতে বেদ
 বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য বেদকে চারিভাগে বিভাগ
 করিতে হইবে। বেদ নাশ পাইলে যজ্ঞ লুপ্ত
 হইবে; যজ্ঞলোপে দেবতানাশ এবং তাহার ফলে
 সৰ্ব্বনাশ ঘটিবে। আদ্য বেদ চতুষ্পাদ এবং
 শতসহস্রসংখ্যক। তার পর উহা সৰ্ব্বকামপ্রদ
 যজ্ঞসাধনার্থ দশগুণ বৃদ্ধি পায়। লোকহিত-
 নিরত প্রভু মনু “তথাস্ত্ব” বাক্যে স্বীকৃত হইয়া
 চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন।
 এক্ষণে আপনাদিগের যে বেদ আছে, ইহাই সেই
 ব্রহ্মার কথানুসারে লোকহিত-কামনায় চতুর্দ্ধা
 বিভক্ত বেদ ১—৯। এই মন্বন্তর দ্বারা অপরাপর
 মন্বন্তরের বেদ বিভাগকর্তাদিগের নির্ণয়
 করিতেছি; হে দ্বিজোত্তমগণ। আপনারা এ বিষয়ে
 অবধান করুন। এই যুগে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া
 প্রসিদ্ধ পরশুপ পরাশরনন্দন দ্বৈপায়ন ব্যাসপদবী

ব্রহ্মাণা চোদিতঃ সোহশ্বিন্ বেদং ব্যক্তং
 প্রচক্রমে ।
 অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ ॥
 জৈমিনিঞ্চ সুমন্তঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ ।
 পৈলং তেষাং চতুর্থস্ত পঞ্চমং লোমহর্ষনম্ ॥১৪
 ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ বিধিবদ্ভিজম্ ।
 যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥১৫
 জৈমিনিং সামবেদার্থশ্রাবকং সোহম্বপদ্যত ।
 তথৈবাতথর্ষবেদস্য সুমন্তম্ভিসমুত্তমম্ ।
 ইতিহাসপুরাণস্য বক্তারং সমগেব হি ।
 মাক্ষেব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১৬
 এক আসীদ্যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ ।
 চতুর্হোত্রমভুতাস্ম্যংভেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ ॥
 আধ্বর্য্য যজুর্ভিষ্ট ঋগ্ভির্হোত্রং তথৈব চ ।
 উদগাতরং সামভিচ্চক্রে ব্রহ্মাত্তং চাপ্যথর্ষভিঃ ।
 ব্রহ্মত্বমকরোদ্যজ্ঞে বেদেনাতথর্ষণেন তু ॥১৮
 ততঃ স ঋচিমৃদ্ধত্য ঋগ্বেদং সমকল্পয়ৎ ।
 হোতৃকং কল্প্যতে তেন যজ্ঞবাহং জগদ্ধিতম্ ॥

লাভ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশে
 বেদবিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ প্রচারকালে
 চারিজন শিষ্য করেন। তাঁহাদিগের নাম—
 জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন ও পৈল। লোক-
 হর্ষণ, তাহার পঞ্চম শিষ্য। পৈল ঋগ্বেদ,
 বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ, জৈমিনি সামবেদ এবং
 সুমন্ত অথর্ষবেদ অভ্যাস করেন। আর ভগবান্
 দ্বৈপায়ন, ইতিহাস-পুরাণশাস্ত্র আমাকে শিক্ষা
 দিয়াছিলেন। যজুর্বেদ এক ছিল, তাহাকে তিনি
 চারভাগে বিভক্ত করেন। উহাতে চতুর্হোত্র
 হইলে, তাহাতে যজ্ঞ কল্পিত হইল। যজুর্দ্বারা
 আধ্বর্য্যব, ঋক্ দ্বারা হোত্র, সামদ্বারা উদগাত্র
 এবং অথর্ষ দ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যজ্ঞে
 যে ব্রহ্মাকার্য্য করিতে হয়, তাহা অথর্ষ-
 বেদানুমত। তারপর সেই দ্বৈপায়ন, ঋক্সমূহের
 উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ রচনা করেন। তদ্বারা

সামভিঃ সামবেদঞ্চ তেনোদগাত্ররোচয়ৎ।
 রাজস্বথর্ববেদেন সর্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।।২০
 আখ্যানৈশ্চাপ্যপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্ম্মাভিঃ
 পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।।২১
 যচ্ছিষ্টস্ত যজুর্বেদে তেন যজ্ঞমধ্যাজৎ।
 যুজ্ঞানঃ স যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রবিশিষ্টয়ঃ।।২২
 পদানামুজ্জ্বলিত্বাচ্চ যজুধাষ বিষমাণি ব।
 স তেনোদ্বতবীৰ্য্যস্ত ঋতুগাভর্বেদপারগৈঃ।
 প্রযুক্ত্যতে হৃদমেধস্তেন বা যুক্ত্যতে তু সঃ।।২২
 ঋচোগৃহীত্বা পৈলস্ত ব্যভজন্তুদ্বা পুনঃ।
 বিঃ কৃত্বা সংযুগে চৈব শিষ্যাত্ম্যাদাদৎ প্রভুঃ
 ইন্দ্রপ্রমতয়ে চৈকাং দ্বিতীয়াং বাঙ্কলায় চ।
 চতুর্থঃ সংহিতাঃ কৃত্বা বাঙ্কলির্বিজসন্তমঃ।
 শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শুশ্রূষাভরতান্ হিতান্।।
 বোধ্যং তু প্রথমাং শাখাং দ্বিতীয়ামগ্নিমাঠরম্।

হোতৃক, ও জগতের হিতকর যজ্ঞবাহ সিদ্ধ হয়।
 সাম সংগ্রহপূর্বক সামবেদ রচনা করিয়া তদ্বারা
 উদ্গাত্র সাধন কল্পনা করেন। আর অথর্ব-বেদ
 দ্বারা রাজগণের আবশ্যকীয় সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের
 বিধান করেন। ১০—২০। পুরাতত্ত্ববিশারদ
 দ্বৈপায়ন, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কুলকর্ম্ম
 দ্বারা পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন। তৎকর্তৃক
 বিপর্য্যস্ত পদসমূহাঙ্কিত যজুর্বেদ, বেদপরায়ণ
 অন্যান্য ঋষিগণ সহ পর্যালোচনাপূর্বক সংগৃহীত
 হইয়াছে। সেই সময় যজুর্বেদের যাহা অবশিষ্ট
 ছিল, তদ্বারা যজ্ঞ বিধান করেন। তদনুসারেই
 অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। পৈল মুনি,
 ঋক্সমূহ সংগ্রহ করিয়া উহাকে দুইভাগে বিভক্ত
 করেন। তাহার এক ভাগ ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং
 অপর ভাগ বাঙ্কলি মুনিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।
 দ্বিজসন্তম বাঙ্কলি, চারিখানি সংহিতা প্রণয়ন-
 পূর্বক শুশ্রূষা শুক্লহিত-রত শিষ্যদিগকে অধ্যাপন
 করেন। সেই সংহিতাচতুষ্টয়ের প্রথম শাখা
 বোধ্য, দ্বিতীয়শাখা অগ্নিমাঠর, তৃতীয় শাখা

পারাশরং তৃতীয়ান্ত যাজ্ঞবল্ক্যমথাপরাম্।।২৬
 ইন্দ্রপ্রমতিরেকান্ত সংহিতাং দ্বিজসন্তমঃ।
 অধ্যাপয়ন্মহাভাগং মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্।।২৭
 সত্যশ্রবসমমগ্র্যং তু পুত্রং স তু মহাযশাঃ।
 সত্যশ্রবাঃ সত্যহিতং পুনরধ্যাপয়দ্বিজঃ।।২৮
 সোহপি সত্যতরং পুত্রং নুনরধ্যাপয়দ্বিজঃ।
 সত্যশ্রিয়ং মহাত্মানং সত্যধর্ম্মপরায়ণম্।।২৯
 অভবৎস্তস্য শিষ্যা বৈ ত্রয়স্ত সুমহৌজসঃ।
 সত্যশ্রিবস্ত বিদ্বাংস শাস্ত্রগ্রহণতৎপরঃ।।৩০
 শাকল্যঃ প্রথমস্তেযাং তস্মাদন্যো রথীরতঃ।
 বঙ্কবিশ্চ ভরদ্বাজাইত শাখাপ্রবর্তকাঃ।।৩১
 দেবমিত্রস্ত শাকল্যো জ্ঞানাহঙ্কারগর্বিভঃ।
 জনকস্য স যজ্ঞে বৈ বিনাশমগমদ্বিজঃ।।৩২

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং বিনাশমগমৎ স মুনির্জ্ঞানগর্বিভঃ।
 জনকস্যশ্বমেধেন কথং বাদো বভূব হ।।৩৩
 কিমর্থং চাতবদ্ধাদঃ কেন সার্কমথাপি বা।

পরাশর ও চতুর্থ শাখা যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অভ্যাস
 করিয়াছিলেন। দ্বিজসন্তম ইন্দ্রপ্রমতি একখানি
 সংহিতা রচনা করিয়া যশস্বী মহাভাগ মার্কণ্ডেয়
 মুনিকে অধ্যাপন করেন। মার্কণ্ডেয়, তাহা
 সত্যশ্রবা নামক পুত্রকে, মহাযশাঃ সত্যশ্রবা
 তাহা সত্যহিতকে এবং সত্যহিত তাহা সত্যরত,
 সত্যধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা পুত্র সত্যশ্রীকে
 অধ্যাপন করেন। বিদ্বান্ সত্যশ্রীয় শাস্ত্রাভ্যাস-
 তৎপর মহাতেজা তিনটি শিষ্য হয়। তাঁহাদিগের
 প্রথম শাকল্য, দ্বিতীয় রথীরত এবং তৃতীয়
 বাঙ্কলি ভরদ্বাজ। ইহঁরা বিভিন্ন শাখা প্রণয়ন
 করেন। দেবমিত্র শাকল্য দ্বিজ, জ্ঞানাহঙ্কারে
 গর্বিভ ছিলেন; এজন্য তিনি জনক রাজার
 যজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। ২১—৩২। শাংশ-
 পায়ন কহিলেন,—জ্ঞান-গর্বিভ সেই মুনি কি
 প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন? জনক রাজার
 অশ্বমেধ যজ্ঞে বাদ প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল কি

সর্বমেতদ্যথাবৃত্তম্যচক্ষু বিদিতং তব।
ঋষিগাংস্ত বচঃ শ্রুত্বা তদুত্তরমথাব্রবীথৎ। ৩৪
সূত উবাচ।

জনকস্যামেধে তু মহানাসীৎ সমাগমঃ।
ঋষীগাংস্ত সহস্রাণি তত্রাজগুরনেকশঃ।
রাজ্যেৰ্জনকম্যাত তং যজ্ঞং হি দিদ্মকবঃ। ৩৫
আগতান্ ব্রাহ্মণান্ দৃষ্ট জিজ্ঞাসাস্যাভবত্ততঃ
কো যেষাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ কথং মে নিশ্চয়ো
ভবেৎ।

ইতি নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধিং চক্রে জনাধিপঃ।।
গবাং সহস্রামাদায় সুবর্ণমধিকং ততঃ।
গ্রামান্ রত্নানি দাসাংশ্চ মুনীন্ গ্রাহ নরাধিপঃ
সৰ্ব্বাহং প্রগমোহস্মি শিরসা শ্রেষ্ঠভাগিনঃ।।
যদেতদাহতং বিস্তং যো বঃ শ্রেষ্ঠতমো ভবেৎ
তস্মৈ তদুপনীতং হি বিদ্যাবিস্তং দ্বিজোত্তমাঃ
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনয়স্তে শ্রুতিক্ষমাঃ।
দৃষ্টা ধনং মহাসারং ধনবৃদ্ধ্যা জিঘৃক্ষবঃ।

জন্য? সেই বিচার কি প্রকার, এবং কাহার
সহিতই বা হইয়াছিল? এ সমস্ত আপনার সম্যক্
বিদিত আছে, ইহা আমাদিগকে বলুন। ঋষিগণের
এই কথা শুনিয়া সূত, সমুচিত উত্তর করিলেন।
সূত কহিলেন,—রাজ্যে জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে
সুমহান্ জনসমাগম হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে
সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ অনেকানেক মুনি সমাগত
হইয়াছিলেন। ‘সমাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে
শ্রেষ্ঠ?—তাহা কিরূপে জানা যায়?’ জনক
রাজার মনে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হয়।
তখন জনক রাজা এক বুদ্ধি করিলেন; তিনি
সহস্র গো, সহস্রাধিক সুবর্ণ, বহু গ্রাম, ও দাসদাসী
লইয়া মুনিগণকে কহিলেন,—আমি মন্তকদ্বারা
মহাত্মাগণের শরণাপন্ন হইলাম; আমি এই যে
বিস্ত আনিয়াছি, ইহা বিদ্যার পুরস্কার।
আপনাদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি ইহা
গ্রহণ করুন। শ্রুতিবিশারদ মুনিগণ জনকের
বাক্য শ্রবণে বেদজ্ঞানের মদগর্ববশে সেই

আহুয়াঞ্চকুরন্যোনাং দেবজ্ঞানমদোষণাঃ। ৩৬
মনসা গতচিন্তাস্তে মমেদং ধনমিত্যুত।
মমৈবৈতন্মবেত্যন্যো ব্রুহি কি বা বিকল্যাতে।
ইত্যেবং ধনদোষণে বাদাংশ্চকুরনেকশঃ। ৩৭
তথান্যস্তত্র বৈ বিদ্বান্ ব্রহ্মবাহসুতঃ কবিঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজস্তুপস্বী ব্রহ্মবিস্তমঃ। ৩৮
ব্রহ্মণোহঙ্গাৎ সমুৎপন্নো বাক্যং প্রোবাচ সুবরম্
শিষ্যং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধনমেতদগৃহাণ ভো।।
নয়স্ব চ গৃহং বৎস মমৈতন্নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ববেদেদ্বহং বক্তা নান্যঃ কশ্চিৎসু মৎসমঃ।
যো বা ন প্রীয়তে বিপ্রঃ স মে হুয়তু মা চিরম্
ততো ব্রহ্মার্ণবঃ ক্ষুদ্রধঃ সমুদ্র ইব সংপ্রবে।
তানুবাচ ততঃ স্বহো যাজ্ঞবল্ক্যো হসন্নিব। ৩৯
ক্রোধং মা কার্যুর্বিদ্যাংসো ভবন্তঃ সত্যবাদিনঃ
বদামহে যথায়ুক্তং জিজ্ঞাসন্তং পরস্পরম্। ৪০
ততোহভ্যুপাগমংস্তেষাং বাদা জগুরনেকশঃ।

মহাসার ধন গ্রহণ মানসে পরস্পর আশ্ফালন
করিতে লাগিলেন ৩৩—৩৯। অনেকে মনে
মনে ‘ইহা আমারই’, এরূপ ভাবিলেন। কেহ
কহিলেন ‘ইহা আমারই’, কেহ কহিলেন, ‘না,
না’ তোমার নহে,’ কেহ কহিলেন,—“কি
ভাবিতেছ? কি বল?” ইত্যাদিরূপ নানা তর্ক
হইতে লাগিল। তন্মধ্যে ব্রহ্মাঙ্গসভূত ব্রহ্মবাহসুত
কবি বিদ্বান্ মহাতেজস্বী তপস্বী ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান
যাজ্ঞবল্ক্য, সুবরে নিজ শিষ্যকে কহিলেন,—
‘বৎস! এই ধন গ্রহণ কর। গৃহে লইয়া যাও,
ইহা আমারই। আমিই সর্ববেদের অসাধারণ
বক্তা, অপর কেহই আমার সমান নাই। আর
যে বিপ্র আমার এ কথায় প্রীতীলাভ না করেন,
তিনি অবিলম্বে আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত
হউন।’ যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথায় সেই ব্রাহ্মণ-
সাগর প্রলয়কালের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।
যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগের সুস্থচিন্তে হাসিতে হাসিতে
কহিলেন,—হে সত্যবাদী পণ্ডিতগণ! আপনারা
ক্রোধ করিবেন না। আমি সত্যই বলিতেছি।

সহস্রধা শুভৈরথৈঃ সূক্ষ্মদর্শনসম্ভবৈঃ ॥৪৬
লোকবেদে তথাধ্যাত্বে বিদ্যাস্থানৈরলঙ্কৃতাঃ
শাপোত্তমগুণৈর্যুক্তা নৃপোদাপরিবর্জনাঃ।
বাদাঃ সমভবৎ স্তত্র ধনহেতর্মহাশ্বনা ॥৪৭
ণাষয়ন্তেকতঃ সর্বে যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
একৈকশস্ততঃ পৃষ্ঠা নৈবোত্তরমথাক্রবন্ ॥৪৮
তান্ বিজিত্য মুনীন্ সর্বান্ ব্রহ্মরাশির্মহাদ্যুতিঃ
শাকল্যমিতি হোবাচ বাদকর্তারমঞ্জসা ॥৪৯
শাকল্য বদ বক্তব্যং কিং ধ্যায়ন্নবতিষ্ঠসে।
পূর্ণস্ত্বং জ্ঞতমানেন বাতাপ্যাতো যথা দৃতিঃ ॥৫০
এবং স ধর্মিতস্তেন রোযান্ত্রাণ্যন্যলোচনঃ।
প্রোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং তং পরুষং মুনিসন্নিধৌ ॥
ত্বমস্মাংতৃণবৎ কৃদ্ধা তথৈবেমান্ বিজ্ঞোত্তমান্।
বিদ্যাধনং মহাসারং স্বয়ংগ্রাহং জিঘৃক্ষসি ॥৫২

আপনারা পরস্পরে বিচার করুন। তখন
তাঁহাদিগের মধ্যে নানারূপ তর্ক আরম্ভ হইল।
ধনলোভে পণ্ডিতগণ তখন লোক, বেদ ও
অধ্যাত্ম শাস্ত্রবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শনজনিত শুভ
অর্থসমূহের আবিষ্কার দ্বারা আক্ৰোশপূর্বক
সগর্বে অথচ শান্তি ভঙ্গ না করিয়া মহাবিচার
করিতে লাগিলেন ৪০—৪৭। সমস্ত ঋষি
একপক্ষে ও যাজ্ঞবল্ক্য একাকী অপর পক্ষে।
মুনিগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের
সহিত বিচারে নিরন্তর হইতে লাগিলেন।
ব্রহ্মতেজোরশি মহাদ্যুতি যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সমস্ত
মুনিগণকে বাদে পরাজিত করিয়া প্রধান বাদকর্তা
শাকল্য মুনিকে কহিলেন,—‘শাকল্য! তোমার
পক্ষের বক্তব্য বল। বসিয়া ভাবিতেছ কেন?
তুমি বায়ুপূর্ণ। মুনিবর শাকল্য, যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক
এই প্রকারে ধর্মিত হইয়া রোষরক্ত-মুখ-নয়নে
মুনিগণ-সন্নিধানে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরুষ বাক্যে
প্রত্যুত্তর করিলেন। তিনি কহিলেন,—‘তুমি
আমাদিগের এবং এই সমস্ত বিজ্ঞোত্তমকে তৃণবৎ
অবজ্ঞাপূর্বক এই বিদ্যাধন লভ্য মহাসারধন,

শাকল্যো নৈবমুক্তঃ স যাজ্ঞবল্ক্যঃ সমব্রবীৎ।
ব্রহ্মিষ্ঠানাং বলং বিদ্ধি বিদ্যাতত্ত্বার্থদর্শনম্ ॥৫৩
কামশ্চার্থেন সম্বন্ধস্তেনার্থং কাময়ামহে।
কামপ্রপাধনা বিপ্রাঃ কামপ্রপান্ বদামহে ॥৫৪
পণশ্চৈষোহস্য রাজর্ষেস্তস্মান্নীতং ধনং ময়া।
এ তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শাকল্যঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যমথোবাচ কামপ্রপার্থবদ্বচঃ ॥৫৫
ব্রহ্মীদানী ময়োদ্দিষ্টান্ কামপ্রপান্ ধার্থতঃ।
ততঃ সমভবদ্বাদস্তয়োব্রহ্মবিদোর্মহান্ ॥৫৬
সাগ্রং প্রপ্নসহস্রস্ত শাকল্যস্তমচূদৎ।
যাজ্ঞবল্ক্যোহব্রবীৎ সর্বানুঘীণাং শৃণ্বতাং তদা
শাকল্যে চাপি নিবর্বাদে যাজ্ঞবল্ক্যস্তমব্রবীৎ।
প্রপ্নমেকং মমাপি ত্বং বদ শাকল্য কামিকম্।
শাপঃ পণোহস্য বাদস্য অক্রবন্ মৃত্যুমাত্রজেৎ
অথ সন্মোদিতং প্রপ্নং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
শাকল্যস্তমবিজ্ঞায় সত্যো মৃত্যুমবাগ্নুয়াৎ ॥৫৯

নিজে নিজেই হইতে চাহিতেছ? শাকল্য এই
রূপ বলিলে তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—
সদ্ব্রাহ্মণগণেণ বিদ্যা-তত্ত্বার্থজ্ঞানই বল। কাম-
অর্থের সহিত সম্বন্ধ। এজন্য অর্থের কামনা
করি। বিপ্রগণের কামানুরূপ প্রপ্ন করাই ধন।
আমরাও ইচ্ছানুরূপ প্রপ্নই করিব; জনক রাজর্ষির
ইহাই পণ। এজন্য আমি ধন গ্রহণ করিতেছি।
যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া শাকল্য মুনি
ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—
আচ্ছা, এক্ষণে আমার জিহ্বাসিত ইষ্টপ্রপ্নসমূহের
যথার্থ উত্তর দান কর। এই বলিয়া তিনি
প্রপ্নার্থযুক্ত বাগ্বিন্যাস করিতে লাগিলেন।
অতঃপর সেই ব্রহ্মবাদী পণ্ডিতদ্বয়ের মহান্
বিচার আরম্ভ হইল। সেই ঋষিগণের সমক্ষে
শাকল্য মুনি, যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্রাধিক প্রপ্ন
করিলেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমস্তেরই যথার্থ
সদুত্তরদানে শাকল্যকে নিরন্তর করিলেন। শাকল্য
নিবর্বাদ হইলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে কহিলেন,—
শাকল্য। তুমিও আমার একটি প্রপ্নের সদুত্তর

এবং মৃতঃ স শাকল্যঃ প্রপ্নব্যাত্মানপীড়িতঃ।
 এবং বাদশ্চ সুমহানাসীন্তেবাং ধনার্থিনাম্।
 ঋষীণাং মুনিভিঃ সার্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যস্য চৈব হি।।
 সর্বৈঃ পৃষ্ঠাংস্তু সম্প্রস্থান শতশোহথ সহস্রাঃ
 ব্যাত্মায় ব মুনে তেবাং প্রপ্নসার মহামতিঃ
 যাজ্ঞবল্ক্যো ধনং গৃহ্য যশো বিখ্যাপ্য চাত্মনঃ।
 জগাম বৈ গৃহং স্বস্থঃ শিষ্যোঃ পরিবৃতে বশী।।
 দেবমিত্রস্ত শাকল্যে মহাত্মা দ্বিজসন্তমঃ।
 চকার সংহিতাঃ পঞ্চ বুদ্ধিমান পদবিস্তমঃ।
 তচ্ছিষ্যা অভবন্ পঞ্চ মুদগলো গালকস্তথা।
 খালীয়শ্চ তথা মৎস্যঃ শৈশিরেয়স্তু পঞ্চমঃ।।৬৪
 প্রোবাচ সংহিতাস্তিষ্যঃ শাকপর্ণরথীতরঃ
 নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থং দ্বিজসন্তমঃ।।৬৫
 তস্য শিষ্যাস্তু চত্বারঃ কেতবো দালকিস্তথা।
 ধর্মশর্ম্মা দেবশর্ম্মা সর্বৈ ব্রতধরা দ্বিজাঃ।।৬৬

দান কর। এই বিচারে মরণাভিশাপই পণরূপে
 নির্ধারিত হউক। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে
 প্রশ্ন করিলেন। শাকল্য তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়া
 মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন। ৪৮—৫৮। শাকল্য এই প্রকারে
 প্রশ্নদ্বারা নির্জিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হন। ধন কামনায়
 মুনি-ঋষিগণের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার
 সুমহান্ বিচার হইয়াছিল। হে মুনিবর! জিতেন্দ্রিয়
 মহামতি যাজ্ঞবল্ক্য, সেই মুনিগণজিজ্ঞাসিত শত
 সহস্র সারবান্ প্রশ্নের সদুত্তর দানান্তে ধন গ্রহণ-
 পূর্বক আত্মযশঃ প্রখ্যাপন করিয়া শিষ্যগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া সুস্থচিন্তে স্বভবনে প্রতি গমন
 করিলেন। বুদ্ধিমান, পদতত্ত্বজ্ঞ, মহাত্মা, দ্বিজ-
 সন্তম শাকল্য পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন।
 মুদগল, গোলক, খালীয়, মৎস্য, ও শৈশিরেয়,
 এই পাঁচজন শাকল্যের শিষ্য। দ্বিজসন্তম শাকপর্ণ
 রথীতর তিনখানি সংহিতা এবং একখানি নিরুক্ত
 প্রণয়ন করেন। কেতব, দালকি, ধর্মশর্ম্মা ও
 দেবশর্ম্মা,—এই চারিজন তাঁহার শিষ্য। এই
 দ্বিজগণ সকলেই ব্রহ্মচারী। শাকল্যের মৃত্যু হইলে

শাকল্যে তু মৃতে সর্বৈ ব্রহ্মহত্যান্তে বভূবিরে।

তদা চিন্তাং পরাং প্রাপ্য গতান্তে ব্রহ্মাণো

হস্তিকম্।।৬৭

তান্ জ্ঞাত্বা চেতনা ব্রহ্মা প্রেযিতঃ পবনে পুরে
 তত্র গচ্ছত যুযং বঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি।।৬৮
 দ্বাদশার্ক নমস্কৃত্য তথ বৈ বালুকেশ্বরম্।
 একাদশ তথা রুদ্রান্ বায়ুপুত্রং বিশেষতঃ।
 কুণ্ডে চতুষ্ঠয়ে স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং তরিস্যথ।।৬৯
 সর্বৈ শীঘ্রতরা ভূত্বা তৎপুরং সমুপাগতাঃ।
 স্নানং কৃতং বিধানেন দেবানং দর্শনং কৃতম্
 উত্তরেশ্বরং নমস্কৃত্য বাড়বানাং প্রসাদতঃ।
 সর্বৈ পাপবিনির্মুক্তা গতান্তে সূর্য্যমন্ডলম্।।৭১
 তদা প্রভৃতি তস্তীর্থং জাতং পাতকনাশনম্।
 বায়োঃ পুরং পবিত্রঞ্চ বায়ুনা নির্মিতং পুরা।।
 অঞ্জনাগর্ভসঙ্কতো হনুমান্ পবানাত্মজঃ।

বাদ-প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মহত্যা
 পাপগ্রস্ত হইলেন। তজ্জন্য তাঁহারা চিন্তাযুক্ত
 হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মা
 তাঁহাদিগের অভিপ্রায় মনে মনে জানিতে পারিয়া
 তাহাদিগকে বায়ুপুরে যাইতে বলিলেন। ব্রহ্মা
 কহিলেন,—তোমরা সেই বায়ুপুরে যাও;
 সেখানে গেলেই তোমাদিগের পাপ বিনষ্ট হইবে।
 তোমরা সেখানে যাইয়া দ্বাদশার্ক বালুকেশ্বরকে,
 একাদশ রুদ্রকে এবং বিশেষতঃ বায়ুপুত্রগণকে
 নমস্কারান্তে কুণ্ডচতুষ্ঠয়ে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা
 হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ৫৯—৬৯। ব্রহ্মার
 উপদেশ অনুসারে সেই বাদকারী দ্বিজগণ সত্বর
 সেই বায়ুপুরে গমনপূর্বক বিধানানুসারে স্নানান্তে
 তত্রত্য দেবগণের দর্শন করিয়া উত্তরেশ্বরকে
 প্রণাম করিলেন। ইহার পর তাঁহারা তত্রত্য
 দ্বিজগণের মহিমায় ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া সকলেই সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। সেই
 হইতে ভক্ত তীর্থ পাপনাশক বলিয়া প্রখ্যাত
 হইয়াছে। যে সময়ে অঞ্জনাগর্ভে বায়ুর ঔরস

যদা জাতো মহাদেব হনুমান্ সত্যবিক্রমঃ।
তদৈব নির্মিতং তীর্থং বায়ুনা ব্রহ্মাযোনিনা ॥৭২
উর্ব্যাং জাতাস্ত্বে য়ে শূদ্রা ব্রাহ্মণানাং
নিবেদিতাঃ।

বৃক্ষার্থং ব্রহ্মযজ্ঞার্থং করন্তেষু কৃতো মহান্ ॥৭৪
অনেন বিধিনা জাতং বিপ্রাণাং শাসনং মহৎ
গোয়্যো বাপি কৃত্যো বা সুরাপী গুরুতল্লগঃ।
বাড়াদিত্যং নমস্কৃত্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মহাস্থান
তীর্থবেদশাস্ত্রপ্রণয়নবর্ণনং নাম
ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬০॥

একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

ভরদ্বাজ্য যাজ্ঞবল্ক্যো গালকিঃ সালকিস্তথা।
ধীমান্ শতবলাকশ্চ নৈগমশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১

সন্তান সত্যবিক্রম হনুমান্ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখনই
ব্রহ্মাযোনি বায়ু সেই প্রশস্ত পবিত্র তীর্থস্বরূপ
পুরী নির্মাণ করেন। বায়ুপুরবাসী বিপ্রগণ,
তদ্ভুমিজাত ব্রাহ্মণাধীন শূদ্রবর্ণের প্রতি স্ব স্ব
বৃত্তি ও যজ্ঞ সাধনার্থ করস্থাপন করিয়াছিলেন।
তঁাহাদিগের সেই রাজ্য এই প্রকারেই প্রাদুর্ভাব
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রূপ বাড়াদিত্য দেবকে নমস্কার
করিলে, গোহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, সুরাপায়ী বা
গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিও সর্বপাপ হইতে মুক্তি
লাভ করে ॥৭০—৭৫।

ষষ্ঠি অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬০।

একষষ্ঠিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য,
গালকি, সালকি, ধীমান নিগমবিশারদ দ্বিজোত্তম
শতবলাক, বালকি এবং ভারদ্বাজ ইহঁরা প্রথমে

বাল্কলিচ্চ ভরদ্বাজস্তিথঃ প্রোবাচ সংহিতাঃ।
রথীতরো নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থকম্ ॥২
ত্রয়স্তস্যাভন্ শিষ্য মহাম্বনো গুণাধিতাঃ।
ধীমামন্দানীয়শ্চ পন্নগারিচ্চ বুদ্ধিমান।
তৃতীয়শ্চার্য্যবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ ॥৩
বীতরাগা মহাতেজাঃ সংহিতাজ্ঞানপারগাঃ।
ইত্যেতে বহুচাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈ
প্রবর্তিতাঃ ॥৪

বৈশম্পায়নগোত্রোহসৌ যজুর্বেদং ব্যবজ্জয়ৎ
ষড়্শীতস্ত যেনোক্তাঃ সংহিতা যজুর্বাং শুভ্রাঃ
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাস্চ জগৃহস্তে বিধানতঃ।
একস্তত্র পরিত্যক্তো যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতপঃ ॥
ষড়্শীতিশ্চ তস্যপি সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥৬
সর্বেষ্বামেব তেষাং বৈ ত্রিধা ভেদাঃ

প্রবর্তিতাঃ।

ত্রিধা ভেদান্ত তে প্রোক্তা ভেদেহস্মিন্নবমে

শুভে ॥৭

উদীচ্যা মধ্যদেশাশ্চ প্রাচ্যাত্শৈব পথদ্বিধাঃ।

তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। রথীতর
পুনরায় যে নিরুক্ত রচনা করেন, ইহা চতুর্থ।
ঐ রথীতরের তিন জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা
সকলেই তপস্যা দ্বারা সংশিতব্রত, বীতরাগ,
মহাতেজা ও সংহিতা জ্ঞান-পারগামী। যাঁহারা
এই সকল সংহিতা প্রবর্তিত করেন, তাঁহারা
বহু চ বলিয়াও অভিহিত হন। যিনি যজুর্বেদের
উত্তম ষড়্শীতি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন,
সেই বৈশম্পায়নই যজুর্বেদের প্রবর্তক।
বৈশম্পায়ন একমাত্র মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্যকে
পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত শিষ্যকেই ঐ
সকল সংহিতা প্রদান করেন, এবং বৈশম্পায়ন-
শিষ্যগণও উহা যথাবিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।
বৈশম্পায়ন-প্রণীত ষড়্শীতি সংহিতার মধ্যেও
আবার একটি বিশেষরূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া
যায় ॥১—৬। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যেও
আবার তিন তিনটি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐ
তিন প্রকার ভেদের মধ্যেও আবার উদীচ্য,

শ্যামায়নিকদীচ্যানাং প্রধানঃ সম্ভূতঃ হ।।৮
 মধ্যদেশ প্রতিষ্ঠানামাকুণিঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
 আলম্বিরাদিঃ প্রাচ্যানাং ত্রয়োদশ্যাদয়স্তে
 ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতাবাদিনো
 দ্বিজাঃ।
 ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুতা সূতং দ্বিজাসবোহব্রুবন্।।১০
 চরকাধ্বর্যবঃ কেন কারণং ব্রুহি তত্ত্বতঃ।
 কিং চীর্ণং কস্য হেতোশ্চ চরকত্বঞ্চ ভেদজবে।
 ইতুস্তঃ প্রাহ তেষাং স চরকত্বমভূদ্যথা।।১১
 সূত উবাচ।
 কার্যমাসীদৃষীণাঞ্চ কিঞ্চিদব্রাহ্মণসমুদ্যমঃ।
 মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য তৈস্তদা দ্বিতি মদ্বিতম্।।
 যো নোহত্র সপ্তরাশ্রেণ নাগচ্ছেদ্বিজসমুদ্যমঃ।

মধ্যদেশ ও প্রাচ্য ভেদে ভেদত্রয় পরিকল্পিত হওয়ায় সংহিতাসকল নয় প্রকার ভেদসম্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উদীচ্য দেশবাসিগণের শ্যামায়নি, মধ্যদেশবাসীদিগের আকুণি এবং ত্রয়োদশ্যাদি প্রাচ্য দেশীয়সমূহের অলিম্বি আদি। ইহঁরাই প্রধান ও প্রথম ভেদকর্তা বলিয়া কথিত হন। সংহিতাবাদী এই সকল দ্বিজ চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঋষি সকল সূতের একদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাসা করিলেন—হে সূত! এই অধ্বর্যুগণ কি কারণে চরক হইলেন এবং তাঁহারা এমন কি আচরণ করিয়াছিলেন যে, তাহঁরা চরকত্ব প্রাপ্তি হইলেন? আপনি যথাযথরূপে এই সকল বিষয় কীর্তন করুন। ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাসিত হইয়া সূত তাঁহাদের নিকট চরকোৎপত্তির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে ব্রাহ্ম-সমুদ্যমগণ! এক সময়ে ঋষিগণের কোন একটা কার্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা মেরুপৃষ্ঠে আগমনপূর্বক তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করেন। হে দ্বিজগণ! তখন স্থির হয় যে, যিনি সপ্তরাশ্রের মধ্যে তাঁহাদিগের এই যন্ত্রণায় যোগদান না করিবেন, তাঁহার ব্রাহ্মহত্যা পাপ করা হইবে।

স কুর্যাদব্রাহ্মবধ্যাং বৈ সময়ো নঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ
 ততস্তে সগণাঃ সৰ্বে বৈশম্পায়নবজ্জিতাঃ।
 প্রযযুঃ সপ্তরাশ্রেণ যত্র সন্ধিঃ কৃতোহভবৎ।।
 ব্রাহ্মণানাস্ত বচনাদব্রাহ্মবধ্যাং চকার সঃ।
 শিষ্যানথ সমানীয় স বৈশম্পায়নোহব্রবীৎ।।
 ব্রাহ্মবধ্যাং চরধ্বং বৈ মৎকৃতে দ্বিজসমুদ্যমঃ।
 সৰ্বে যুয়ং সমাগম্য ব্রুত নৈতদ্ধিতং বচঃ।।১৪
 যাজ্ঞবল্ক্যে উবাচ।
 অহমেব চরিষ্যামি তিষ্ঠন্ত মুনয়স্তিমে।
 বলং চোত্থাপরিষ্যামি তপসা স্তেন ভাবিতঃ।।
 এবমুক্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যমথাব্রবীৎ।
 উবাচ যন্তুয়াধীতং সৰ্বং প্রত্যর্পয়স্ব মে।।১৬
 এবমুক্তঃ সরাপানি যজুর্বেদ প্রদদৌ গুরোঃ।
 রুধিয়েণ তথোক্তানি ছর্দিদ্বা ব্রাহ্মবিস্তমঃ।।১৯

অনন্তর একমাত্র বৈশম্পায়ন ভিন্ন অপরাপর সমস্ত ঋষিই নিয়মিত সপ্তরাশ্রের মধ্যে সেই মন্ত্রণা-সভায় গমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-দিগের বচনানুসারে ব্রাহ্মহত্যা বৈশম্পায়নকে আশ্রয় করিলে তিনি শিষ্যগণকে আনয়নপূর্বক বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এক্ষণে মৎকৃত ব্রাহ্মহত্যা-ব্রত আচরণ কর। তখন বৈশম্পায়নেই শিষ্যগণ মধ্যে একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ইহা হিতকর বাক্য নহে। তিনি আরও বলিলেন,—অন্য মুনিগণ বৈশম্পায়নকে আশ্রয় করিয়া থাকুন, আমি স্থায়ী তপস্যাদ্বারা বলসঞ্চয় করিবার জন্য এখনই এখান হইতে প্রস্থান করিব। ৭—১৫। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিলে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি আমার নিকট যে সকল বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। ব্রাহ্মবিস্তম্ যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়ন কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রুধির বমনদ্বারা রুধিরাক্ত সমস্ত যজুর্বেদ উদ্গিরণপূর্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। হে দ্বিজগণ!

ততঃ স ধ্যানমায়া সূর্য্যমারাধয়দ্ভিজাঃ।
সূর্য্যং ব্রহ্ম যদুচ্ছিন্নং খং গতা প্রতিষ্ঠিতা ॥২০
ততো যানি গতানু ধ্বং যজুঃব্যাদিত্যমণ্ডলম্।
তানি তস্মৈ দদৌ তুষ্টিঃ সূর্য্যো বৈ ব্রহ্মরাতয়ে
অশ্বরূপায় মার্ত্তণ্ডো যাজ্ঞবল্ক্যায় ধীমতে ॥
যজুঃব্যধীয়ন্তে যানি ব্রাহ্মণা যেন কেন চ।
অশ্বরূপায় দত্তানি ততস্তে বাজিনোহভবন্ ॥
ব্রহ্মহত্যা তু যৈশ্চীর্ণা চরণাচ্চরকাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশম্পায়নশিষ্যাস্তে চরকা সমুদাহৃতাঃ ॥২৩
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তা বাজিনস্তান্নিবোধত
যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যাস্তে কশ্ববৈধেয়শালিনঃ ॥২৪
মধ্যম্নিনশ্চ শাপেয়ী বিদিক্শ্চাপ্য উদ্দলঃ।
তাম্রায়ণশ্চ বাৎস্যশ্চ তথা গালবশৈবিরী।
আটবী চ তথা পর্ণী বীরণী সপরায়ণঃ ॥২৫
ইত্যেতে বাজিনঃ প্রোক্তা দশ পঞ্চ চ

সংস্মৃতাঃ।

তদনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক সূর্য্য-
দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যত
উর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থান করিতে
লাগিলেন, যজুর্বেদ সকলও তত উর্দ্ধে উঠিয়া
তাহার মণ্ডলের আশ্রয় লইতে লাগিল। অনন্তর
সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া সেই অশ্বরূপধারী ধীমান্
ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্বেদ সকল দান
করিলেন। তারপর অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যের
নিকট তদীয় শিষ্যগণ যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া
সকলেই অশ্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
যে সকল বৈশম্পায়নশিষ্য তদীয় ব্রহ্মহত্যা
আচরণ করিয়াছিলেন, তাহারা চরক নামে কথিত
হইয়াছেন। এই চরক-বিবরণ কথিত হইল। এক্ষণে
যে সকল যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য অশ্ব হইয়াছিলেন,
তাহাদের বিবরণ শ্রবণ করুন। কশ্ব, বৈধেয়-
শালী, মধ্যম্নিন, শাপেয়ী, বিদিক্শ, আপ্য, উদ্দল,
তাম্রায়ণ, বাৎস্য, গালব, শৈবিরী, আটবী, এণী,
বীরণী ও সপরায়ণ এই পঞ্চদশ জন অশ্ব
বলিয়া অভিহিত হন। সমস্ত যজুর্বেদের একশত

শতমেকাধিকং কৃৎস্নং যজুর্বাং বৈ বিকল্পকাঃ ॥
পুত্রমধ্যাপয়ামাস সুমন্তমথ জৈমিনিম্।
সুমন্তশ্চাপি সুদানং পুত্রমধ্যাপয়ৎ প্রভুঃ।
সুকর্মাণং সূতং সুদ্রা পুত্রমধ্যাপয়ৎপ্রভুঃ ॥২৭
স সহস্রমধীত্যাশু সুকর্মাণ্যথ সংহিতাঃ।
প্রোবাচাত্ম সহস্রস্য সুকর্মা সূর্য্যবর্চসঃ ॥২৮
অনধ্যয়েষ্বধীয়ানাংস্তান্ জঘান শতক্রতুঃ।
প্রায়োপবেশমকরোক্ততোহসৌ শিষ্যকারণাৎ
ক্রুদ্ধং দৃষ্টা ততঃ শক্ৰো বরমস্মৈ দদৌ পুনঃ।
ভাবিনৌতে মহাবীর্য্যৌ শিষ্যাবনলবর্চসৌ ॥
অধীয়ানো মহাপ্রাজ্ঞৌ সহস্র সংহিতাবুভৌ।
এতৌ সুরৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ সহস্রং সংহিতাবুভৌ।
ইত্যুত্বন বাসবঃ শ্রীমান্ সুকর্মাণং যশস্বিনম্।
শান্তক্ৰোধং দ্বিজং দৃষ্টা তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥৩২

একটি বিশেষ কল্পনা পরিদৃষ্ট হয়। জৈমিনি স্বীয়
তনয় সুমন্তকে এই সকল অধ্যয়ন করাইয়া-
ছিলেন; তারপর প্রভু সুমন্ত তাহার পুত্র সুদ্রাকে
এবং সুদ্রা তৎপুত্র সুকর্মাণকে ঐ সকল যজুর্বেদ
অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অনন্তর সুকর্মা অতি,
অল্পকাল মধ্যে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সহস্র
সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত সহস্র শিষ্যকে সংহিতা সকল
অধ্যয়ন করাইলেন; কিন্তু এই অধ্যয়ন অনধ্যায়
দিনে কৃত হইয়াছিল বলিয়া শতক্রতু ইন্দ্র
তাহাদিগের বিনাশ করেন। অনন্তর শিষ্যগণের
শোকে সুকর্মা প্রায়োবেশন অবলম্বন করিলে,
শতক্রতু সুকর্মাণকে ক্রোধাঘ্রিত দেখিয়া তাহাকে
দুইটি বর অর্পণ করেন। ইন্দ্র বলেন,—হে
দ্বিজসত্তম! আপনি ক্রোধ করিবেন না, আপনার
দুইটি মহাভাগ মহাবীর্য্য, অনলকান্তি মহাপণ্ডিত
শিষ্য হইবেন। ১৬—৩০। এই মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্যদ্বয়
সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন। শ্রীমান্ ইন্দ্র
এইরূপ বলিয়া সেই যশস্বী সুকর্মাণকে শান্ত
করিলেন এবং তিনি শান্ত ভাব ধারণ করিলে
তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ!

তস্য শিষ্যোহ ভবকীমান্ পৌষ্যঞ্জী দ্বিজসন্তম
হিরণ্যনাভঃ কৌশিল্যো দ্বিতীয়োহভূরাধিপঃ
অধ্যাপয়তু পৌষ্যঞ্জী সহস্রার্জস্তু সংহিতাঃ।
তে নান্নোদীচ্যসামান্যাঃ শিষ্যাঃ পৌষ্যঞ্জিনঃ

শুভাঃ। ৩৫

শতানি পঞ্চ কৌশিল্যঃ সংহিতানাঞ্চ বীর্যবান্
শিষ্যা হিরণ্যনাভস্য শ্রুতান্তে প্রাচ্যসামগাঃ।।
লোকাক্ষী কুখুমিশ্চৈব কুশীলী লাক্সলিস্তথা।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যাশ্চত্বারস্তেষাং ভেদান্নিবোধত।।

রাণায়নীয়ঃ স্যহি তত্ত্বপুত্র-

স্তম্বাদন্যো মূলচারী সুবিদ্বান্।

সকৈতিপুত্রঃ সহসাত্যপুত্র

এতান্ ভেদান্ বিস্ত লোকাক্ষিস্ত। ৩৬

ত্রয়স্ত কুখুমেঃ পুত্রা ঔরসো রসপাসরঃ।

ভাগবিস্তিষ্ঠ তেজস্বী ত্রিবিধাঃ কৌথুমাঃ শ্রুতাঃ

শৌরিদ্যুঃ শৃঙ্গিপুত্রশ্চ দ্বাবেতৌ চরিতব্রতৌ।

রাণায়নীয়ঃ সৌমিত্রিঃ সামবেদবিশারদৌ।।

ইহের বরে তাঁহার যে দুইটি শিষ্য হইয়াছিল,
তন্মধ্যে প্রথম ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী এবং দ্বিতীয়
হিরণ্যনাভ নরাধিপ কৌশিল্য। শোভন উদীচ্য
সাধারণই এই পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য। তিনি তাহাদিগকে
পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। আর
বীর্যবান হিরণ্যনাভ কৌশিল্যের শিষ্য—
প্রাচ্যসামগগণ। ইনিও এই সকল শিষ্যকে পাঁচশত
সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এক্ষণে
পৌষ্যঞ্জিশিষ্য লোকাক্ষী, কুখুমি, কুশীলী এবং
লাঙ্গলি এই চারিজনের বিবরণ শ্রবণ করুন।
তত্ত্বপুত্র, রাণায়নীয়, সুবিদ্বান্ মূলচারী কৈতিপুত্র
ও সাত্যপুত্র—লোকাক্ষীর এই কয়েকজন শিষ্য।
কুখুমির তিন পুত্র—ঔরস, রসপাসর এবং
তেজস্বী ভাগবিস্তিষ্ঠ; ইহঁরা কৌথুম বলিয়া
অভিহিত হন। এই কৌথুমগণ মধ্যেও বিবিধ
ভেদ দৃষ্ট হয়। চরিতব্রত শৌরিদ্যু, মহাতপা
শৃঙ্গিপুত্র সামবেদ-বিশারদ রাণায়নীয় এবং

প্রোবাচ সংহিতাস্তিত্রঃ শৃঙ্গিপুত্রো মহাতপাঃ।

চৈলঃ প্রাচীনযোগশ্চ সুরালশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।।

প্রোবাচ সংহিতাঃ ষট্ তু পারাশর্য্যস্ত কৌথুমঃ

আসুরায়ণবৈশাখ্যৌ বেদবৃদ্ধপরায়ণৌ।। ৪১

প্রাচীনযোগপুত্রশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চ পতঞ্জলিঃ।

কৌথুমস্য তু ভেদান্তে পারাশর্য্যস্য ষট্ শ্রুতাঃ

লাঙ্গলিঃ শালিহোত্রশ্চ ষট্ ষট্ প্রোবাচ

সংহিতাঃ।। ৪২

ভালুকিঃকামহানিশ্চ জৈমিনির্লোমগায়নিঃ।

কণ্ডুশ্চ কীহলশ্চৈব ষড়্ভেদে লাক্সলাঃ শ্রুতাঃ।

এতে লাক্সলিনঃ শিষ্যাঃ সংহিতা যৈঃ

প্রসাধিতাঃ।। ৪৩

ততো হিরণ্যনাভস্য কৃতশিষ্য নৃপাশ্রয়ঃ।

সোহকরোচ্চ চতুর্বিংশতি সংহিতা দ্বিপদাং

বরঃ।

প্রোবাচ চৈব শিষ্যেভ্যো যেভ্যস্তাংশ্চ

নিবোধত।। ৪৪

রাড়শ্চ সহবীর্য্যশ্চ পঞ্চমো বাহনস্তথা।

ভালকঃ পাণ্ডকশ্চৈব কালিকো রাজিকস্তথা।।

সৌমিত্র, ইহঁরা তিনটি সংহিতা প্রণয়ন করেন।
হে দ্বিজগণ! এতদ্বিতীয় চৈল, প্রাচীনযোগ, সুরাল,
কুখুমিশিষ্য পারাশর্য্য, ও প্রাচীনযোগ পুত্র
বুদ্ধিমান্ পতঞ্জলি, ইহঁরা সকলেই কৌথুমের
শিষ্য। ইহঁরা ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন
করিয়াছিলেন। ৩১-৪২। লাক্সলি ও শালিহোত্র
মুনি প্রত্যেকে ছয়খানি করিয়া সংহিতা প্রণয়ন
করেন। ভালুকি, কামহানি; জৈমিনি, লোম-
গায়নি, কণ্ডু ও কীলহ, ইহঁরা লাক্সল বলিয়া
বিখ্যাত। এই লাক্সলিশিষ্যগণ বহুবিধ সংহিতা
প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্বে হে হিরণ্যনাভনামে
নরশ্রেষ্ঠ নৃপাশ্রয়ের কথা বলিয়াছি, তিনি
চতুর্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া যে সকল
শিষ্যকে উহা প্রদান করেন, তদ্বিষয় বলিতেছি,
শ্রবণ করুন। বাড়, সহবীর্য্য, বাহন, পঞ্চম,

গৌতমশ্চাজবস্ত্ৰশ্চ সোমরাজাপতন্ততঃ।।৪৫
পৃষ্ঠঘ্নঃ পরিকৃষ্টশ্চ উলুখলক এব চ।
যবীয়সশ্চ বৈশালো অঙ্গুলীয়শ্চ কৌশিকঃ।।৪৬
সালিমঞ্জ রসহ্যশ্চ কাপীয়ঃ কানিকশ্চ যঃ।
পরাশরশ্চ ধর্ম্মায়া ইতি ক্রান্তান্ত সামগাঃ।।৪৭
সামগানাং তু সর্বেষাং শ্রেষ্ঠৌ দ্বৌ তু
প্রকীর্ষিতৌ।

পৌষ্যজিহ্বা কৃতিশ্চৈব সংহিতানাং বিকল্পকৌ
অথর্ব্বাণং দ্বিধা কৃৎস্না সুমন্তরদদাদিভ্যাঃ।
কবন্ধায় পুনঃ কৃৎস্নং স চ বিদ্যাদ্যথাক্রমম্।।৪৯
কবন্ধস্ত দ্বিধা কৃৎস্না পথ্যায়ৈকং পূনর্দদৌ।
দ্বিতীয়ং বেদম্পর্শায় স চতুর্দ্ধাকারোৎ পুনঃ।।
মোদো ব্রহ্মবলশ্চৈব পিঙ্গলাদন্তথৈব চ।
শৌঙ্খায়ণিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্থস্তপনঃ স্মৃতাঃ।
বেদম্পর্শস্য চত্বারঃ শিষ্যাভ্যেতে দৃঢ়ব্রতাঃ।।৫১
পুনশ্চ ত্রিবিধং বিদ্ধি পথ্যানাং ভেদমুত্তমম্।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্মৃতঃ।।

তালক, পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, পৃষ্ঠঘ্ন, পরিকৃষ্ট, উলুখলক, যবীয়স, শৈবাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরি সত্য, কাপীয়, কানিক, ও ধর্ম্মায়া পরাশর এই সকল হিণ্যনাভের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহঁরা সকলেই সামগ। এই সমাগগণের মধ্যে পৌষ্যজি ও কৃতি এই দুইজনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ইহঁরাই সংহিতাসমূহের প্রণেতা। হে দ্বিজগণ। সুমন্ত অথর্ব্ববেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে নিঃশেষরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহার ক্রম শ্রবণ করুন। কবন্ধ পুনরায় উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পথ্যকে একভাগ ও বেদম্পর্শকে অপরভাগ প্রদান করেন; বেদম্পর্শ আবার উহাকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া মোদ, ব্রহ্মবল, পিঙ্গলাদ ও ধর্ম্মজ্ঞ শৌঙ্খায়ণি, এই চারিজন দৃঢ়ব্রত শিষ্যকে প্রদান করেন। অনন্তর পথ্য যে দ্বিবিধ উত্তম ভেদ করিয়া

শৌনকস্ত দ্বিধা কৃৎস্না দদাবেকং তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং ধীমান্ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিতে
সৈন্ধবো মুঞ্জকেশায় ভিন্না সা চ দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বৈতানন্তৃতীয় সংহিতাবিধিঃ।
চতুর্থোহঙ্গরসঃ কল্পঃশান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।।৫৪
শ্রেষ্ঠাত্বথর্ব্বাণো হ্যেতে সংহিতানাং বিকল্পনাঃ।
ষট্শঃ কৃৎস্না পুণ্ড্রং পুরাণমুদিসত্তমাঃ।।৫৫
আত্রেয়ঃ সুমতিধীমান কাশ্যপো হ্যকৃতব্রণঃ।
ভারদ্বাজোহগ্নিবর্চশ্চ বশিষ্ঠো মিত্রযুশ্চ যঃ।
সাবর্ণিঃ সৌমদত্তিস্তু সুশর্ম্মা শাংশপায়নঃ।।
এতে শিষ্য মম ব্রহ্মহ্মন্ পুরাণেষু দৃঢ়ব্রতাঃ।
ত্রিভিঃসংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
কাশ্যপঃ সংহিতাং সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
সামিকা চ চতুর্ধী স্যাৎ সা চৈষা পূর্ব্বসংহিতা।।
সর্ব্বান্তা হি চতুস্পাদাঃ সর্ব্বাশ্চৈকার্থবাচিকাঃ।

করেন, তাহা শ্রবণ করুন। পথ্য ঐ সংহিতাভাগ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি এবং শৌনক এই শিষ্যত্রয়কে দান করেন। ধীমান্ শৌনক আবার ইহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ বভ্রবে ও অপরভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। সৈন্ধব পুনরায় উহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মুঞ্জকেশকে প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন নক্ষত্র কল্প, তৃতীয় বৈতাল কল্প, চতুর্থ অঙ্গিরা কল্প এবং পঞ্চম শান্তি কল্প প্রভৃতি সংহিতা বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতা-সমূহের মধ্যে অথর্ব্ববিকল্পনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে ঋষিসত্তমগণ। আমিও ঐ সংহিতা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরাণরূপে প্রণয়ন করিয়াছি। ৪৩—৫৫। অত্রি-বংশসম্ভব ধীমান্ সুমতি, কাশ্যপ অকৃতব্রণ, অগ্নিতুল্য প্রভাশালী ভারদ্বাজ, বশিষ্ঠ মিত্রযু, সৌমদত্তবংশোদ্ভব সাবর্ণি এবং শাংশপায়ন-বংশীয় সুশর্ম্মা; আমার এই কয়জন শিষ্য পুরাণে দৃঢ়ব্রত। সংহিতা কর্ত্তা কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহঁরা তিন জনে প্রথমে তিনখানি সামবেদসংহিতা প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেকেই তাহা আবার ত্রিধা বিভক্ত করেন। ইহঁরা পুরাণ-

পাঠান্তরে পৃথগ্ভূতা বেদশাখা যথা তথা।
 চতুঃসাহস্রিকাঃ সৰ্ব্বাঃ শাংশপায়নিকামৃতে।।৫৯
 লোমহর্ষনিকা মূলান্ততঃ কাশ্যপিকাঃ পরাঃ।
 সাবর্ণিকাস্তুতীয়াস্তা যজুর্বেদিক্যার্থমণ্ডিতাঃ।।৬০
 শাংশপায়নিকাস্চান্যা নোদনর্থবিভূষিতাঃ।
 সহস্রাণি ঋচামষ্টৌ ষট্শতানি তথৈব চ।।৬১
 এতাঃ পঞ্চদশান্যাস্চ দশান্যা দশভিত্তিকা।
 বালখিল্যাঃ সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দশ।
 অষ্টৌ সাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দশ।
 আরণ্যকং সহোমঞ্চ এতদগায়ন্তি সামগাঃ।।৬২
 দ্বাদশৈব সহস্রাণি ছন্দ আধ্বর্য্যবং স্মৃতম্।
 যজুষাং ব্রাহ্মণানঞ্চ তথা ব্যাসো ব্যকল্পয়ৎ।।
 সগ্রাম্যারণ্যকং তৎ স্যাৎ সমস্তকরণং তথা।
 অতঃ পরং কথানাং তু পূর্বা ইতি বিশেষণম্
 গ্রাম্যারণ্যং সমস্তঞ্চ ঋগ্ব্রাহ্মণযজুঃ স্মৃতম্।

সংহিতার আদিভূত এবং সকলগুলিই চতুঃপদ-
 সমন্বিত ও একার্থবাদযুক্ত পঞ্চান্তরে যে সকল
 পৃথগ্ভূত বেদশাখা পরিদৃষ্ট হয়, ঐ সকল লইয়া
 উহার ~~সংখ্যা~~ চারি হাজার। এতদ্ভিন্ন আরও
 অনেক শাংশপায়নিক শাখা আছে, তাহা ঐ
 চারিহাজারের অতিরিক্ত জানিবেন। ঐ সকল
 বেদশাখার মধ্যে লোমহর্ষনিকা শাখাই মূল।
 তারপর উত্তম কাশ্যপিকা শাখা। সাবর্ণিকা শাখা
 ঐ সমুদায়ের তৃতীয়। এই সকল শাখা যজু-
 বেদীয়। শাংশপায়নিকা যে সকল শাখা আছে,
 উহা প্রেরণার্থ-বিভূষিত এবং আট সহস্র ছয়
 শত মন্ত্রে নিবিদ্ধ। এ সকল সংহিতা, অন্য
 পঞ্চদশ বালখিল্য সংহিতা, বিংশতি সাবর্ণিসম্মত
 সংহিতা, অষ্ট সহস্র সাম, চতুর্দশ সহস্র সামমন্ত্র
 এবং সহোম আরণ্যক—সামগগণ এই সকল
 গান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ব্যাসদেব যজুর্বেদ
 ও ব্রাহ্মণ সকলের, দ্বাদশ সহস্র আধ্বর্য্যব ছন্দ
 প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মন্ত্রাত্মক গ্রাম্য
 ও আরণ্যক সংহিতা, মন্ত্রক্রম, পূর্বকথা ও

তথা হারিদ্রবীয়াণাং খিলান্যুপখিলানি চ।
 তথৈব তৈত্তিরীয়াণাং পরক্ষুদ্রা ইতি স্মৃতম্।।
 দে সহস্রে শতে ন্যুনে বেদে বাজসনেয়কে।
 ঋগ্গণঃ পরিসংখ্যাতো ব্রাহ্মণস্ত চতুর্গম্।।৬৭
 অষ্টৌ সহস্রাণি শতানি চাষ্টা-
 বশীতিরন্যান্যধিকশ্চ পাদঃ।
 এতৎপ্রমাণং যজুষামৃচাঞ্চ
 সপ্তক্রিয়ং সাখিলযাজ্ঞবল্ক্যম্।।৬৮
 তথা চরণবিদ্যানাং প্রমাণং সংহিতাং শৃণু।
 ষট্সাহস্রচামুক্তমৃচঃ ষড়্বিংশতিঃ পুনঃ।
 এতাবদধিকং তেষাং যজুঃ কামং বিবক্ষ্যতি।।
 একাদশ সহস্রাণি দশ চান্যা দশোত্তরাঃ।
 ঋচাং দশ সহস্রাণি অশীতিক্ষিণতানি চ।।৭০
 সহস্রমেকং মন্ত্রাণামৃচামুক্তং প্রমাণতঃ।
 এতাবদভূতবিস্তারমন্যচ্চাথর্কিকং বহু।।৭১
 ঋচামথর্কবাং পঞ্চ সহস্রাণি বিনিশ্চয়ঃ।

উত্তরকথানামক সংহিতাভাগদ্বয়, হারিদ্রবী-
 দিগের খিল ও উপখিল এবং তৈত্তিরীয়
 সংহিতার পর ও ক্ষুদ্রনামক দুইটি অংশ প্রণয়ন
 করেন। উহাই মন্ত্র ব্রাহ্মণময় যজুঃ বলিয়া
 অভিহিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি বাজসনেয়
 সংহিতার শতন্যূন দুই সহস্র মন্ত্র ও চতুর্গণ
 ব্রাহ্মণ পরিসংখ্যা করিয়াছেন। হে ঋষিসত্তমগণ!
 এই যে যজুর্বেদের নিখিল মন্ত্র কথিত হইল,
 গুরু ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণানুসারে ইহার সংখ্যা
 অষ্ট সহস্র অষ্টশত অশীতি এবং উহার পাদসংখ্যা
 ততোধিক। ৫৬—৬৮। এক্ষণে চরণাখ্যবিদ্যার
 সংহিতা ও প্রমাণ শ্রবণ করুন। ঐ চরণবিদ্যারও
 ঋকসংখ্যা ষড়্বিংশতি অধিক ষট্শহস্র। অনন্তর
 যজুর্বেদের বিষয় বিস্তরক্রমে বলিতেছি,—
 একাদশসহস্র বিংশতি সংখ্যক যজুর্বেদের
 ঋকসংখ্যা দশসহস্র তিনশত অশীতি এবং
 ঋগ্গমন্ত্র এক সহস্র। এইরূপ ভূতবিস্তারিত অন্য
 বহু অথর্কসংহিতাও আছে। এই অথর্ক

সহস্রমন্যদ্বিজ্ঞেয়মৃষিভির্বিংশতিং বিনা ॥৭২
এতদঙ্গিরসা প্রোক্তং তেষামারণ্যকং পুনঃ
ইতি সংখ্যাপ্রসংখ্যাতা শাখাভেদাস্তথৈব চ ॥
কর্ত্তরৈশ্চৈব শাখানাং ভেদে হেতুস্তথৈব চ।
সৰ্বমম্বন্তরেবেবং শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ॥৭৪
প্রাজাপত্য শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাত্ত্বিমে স্মৃতাঃ
অনিত্যভাবাদেনাং মন্ত্ৰোৎপত্তিঃ পুনঃপুনঃ ॥
মম্বন্তবাণাং ক্রিয়তে সুরাণাং নামনিশ্চয়ঃ।
দ্বাপরেষু পুনভেদাঃ শ্রুতীনাং পরিকীর্তিতাঃ ॥
এবং বেদং তদা ব্যাস ভগবানৃষিসন্তমঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ পুনর্দত্ত্বা তপস্তপ্তুং গতৌ বনম্।
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যোস্তু শাখাভেদাত্ত্বিমে কৃতাঃ
অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যাশ্বেতাশ্চতুর্দশ ॥৭৮
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গাক্কর্বেশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যাশ্বেতাদশৈব তু ॥৭৯

সংহিতার ঋকসংখ্যা পঞ্চ সহস্র; অন্যান্য ঋষিগণ
বিংশতিন্যূন আরও এক সহস্র সংখ্যা নিশ্চয়
করেন। ঐরূপ অঙ্গিরাস অথর্ববেদের আরণ্য-
কাদি কহিয়াছেন। ঐরূপ সর্ববিধ মম্বন্তরে
সমানরূপে সংখ্যা নির্দেশ, শাখাভেদ, শাখাকর্ত্তা,
ভেদহেতু, প্রভৃতি কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু
প্রজাপতি-প্রণীত শ্রুতিই নিত্য। উহার কোনও
ভেদ নাই। সম্প্রতি যে সকল ভেদ কথিত
হইল, এসমস্ত উহারাই বৈকল্পিক বিধান
জানিবেন। দেবগণের অনিত্য ভাব হেতুই পুনঃ
পুনঃ মন্ত্ৰোৎপত্তি এবং মম্বন্তরভেদে সুরগণের
নাম নিশ্চয় হইয়া থাকে। এই যে সকল শ্রুতিভেদ
কথিত হইল, ইহা দ্বাপরযুগেই সংঘটিত হইয়াছে।
ভগবান্ ঋষিসন্তম ব্যাস ঐরূপে বেদবিভাগ-
পূর্বক শিষ্যগণকে উহা দান করিয়া তপস্যার্থ
বনে গমন করেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণই
ঐরূপে শাখাভেদ করিয়াছেন। শিক্ষাদি অঙ্গ-
শাস্ত্র ছয়, চারি বেদ, মীমাংসা ন্যায়বিস্তর, ধর্মশাস্ত্র
এবং পুরাণ এই চতুর্দশ বিদ্যা; আয়ুর্বেদ,

জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রভৃতয়ন্তয়ঃ।
তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়ো মুনিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ
ঋষ্যপেবু বশিষ্ঠেষু তথা ভৃগুসিরোহত্রিষু।
পঞ্চস্বৈতেষু জায়ন্তে গোত্রেষু ব্রহ্মাবাদিনঃ।
যস্মাদৃষন্তি ব্রহ্মানং তেন ব্রহ্মর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৮১
ধর্মস্যাপ্য পুলস্ত্যম্য ক্রতোশ্চ পূসহম্য চ।
প্রত্যাষম্য প্রভাসম্য কশ্যাপম্য তথা পুনঃ ॥৮২
দেবর্ষয়ঃ সূতাস্তেষাং নামতস্তাম্ভিবোধত।
দেবর্ষী ধর্মপুত্রী তু নরনারায়ণাবুভৌ।
বালখিল্য ক্রতোঃ পুত্রাঃ কন্দর্মঃ পুলহস্য তু।
কুবেরশ্চৈ পৌলস্ত্যঃ প্রত্যাষম্যচলঃ স্মৃতঃ ॥
পর্ক্বতো নারদশ্চৈব কশ্যাপন্যাত্মজাবুভৌ।
ঋষন্তি দেবান্ যস্মাস্তে তস্মাদেবর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
মানবে বৈষয়ে বংশে ঐলবংশে চ যে নৃপাঃ।
ঐলা ঐক্ষ্বাকনাভাগা জ্ঞেয়া রাজর্ষয়ন্ত তে ॥৮৩
ঋষন্তি রঞ্জনাৎস্মাৎ প্রজা রাজর্ষয়ন্ততঃ।

ধনুর্বেদ, গাক্কর্বেদ এবং অর্থশাস্ত্র এই চারিটি
লইয়া ঐ বিদ্যা অষ্টাদশ ৬৯—৭৯। প্রথমে
ব্রহ্মর্ষি, তাহা হইতে দেবর্ষিগণ, ঐরূপ ক্রমে
রাজর্ষি ঋষি প্রভৃতি এবং তৎসমস্ত হইতে
ত্রিবিধ ঋষিপ্রকৃতি ও তৎসমস্ত হইতে ত্রিবিধ
ঋষিপ্রকৃতি ও সংশিতব্রত মুনি ঐরূপ ক্রমে
কথিত হয়। কশ্যাপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিয়া এবং
অত্রি এই পঞ্চ গোত্রের ব্রহ্মাবাদিগণ জন্ম গ্রহণ
করিয়া থাকেন। যাহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন,
তাঁহারাই ব্রহ্মর্ষি বলিয়া অভিহিত হন। ধর্ম,
পুলহ, ক্রতু, প্রত্যাষ, প্রভাস, কশ্যাপ—
ইহাদিগের তনয়গণই দেবর্ষি; এক্ষণে ইহাদিগের
নাম শ্রবণ করুন। নর ও নারায়ণ ধর্মপুত্র,
ক্রতুপুত্র বালখিল্যগণ, পুলহপুত্র কন্দর্ম, পুলস্ত্য-
পুত্র কুবের, প্রত্যাষপুত্র অচল, কশ্যাপাত্মজ পর্ক্বত
ও নারদ, ইহারা দেবতাদিগকে জানেন বলিয়া
ইহাদিগের নাম দেবর্ষি। মনু-প্রবর্তিত বৈষয় ঐ
ঐলবংশে ঐড়, ঐক্ষ্বাক, নাভাগ প্রভৃতি যে

ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু স্মৃতা ব্রহ্মর্ষয়ো মতাঃ। ৮৭
 দেবলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু জ্যেষ্ঠা দেবর্ষয়ো শুভাঃ।
 ইন্দ্রলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু সর্বে রাজর্ষয়ো মতাঃ।।
 অভিজাত্যা চ তপসা মন্ত্রব্যাহরণৈস্তথা।
 এবং ব্রহ্মর্ষয়ঃ প্রোক্তা দিব্যা রাজর্ষয়স্তু যে। ৮৯
 দেবর্ষয়স্তথান্যে চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
 ভূতভব্যভবজ্জ্ঞানং সত্য্যভিব্যাহৃতং তথা।।
 সম্বুদ্ধাস্তু স্বয়ং যে তু সম্বুদ্ধা যে চ বৈ স্বয়ম্।
 তপসেহ প্রসিদ্ধা যে গর্ভে যৈশ্চ প্রণোদিতম্
 মন্ত্রব্যাহরিণো যে চ ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বগাশ্চ যে।।
 ইত্যেতে ঋষিভির্যুক্তা দেবদ্বিজন্পাস্তু যে। ৯২
 এতান্ ভাবানধীয়ানা যে চৈত ঋষয়ো মতাঃ।
 সপ্তৈতে সপ্তভিঃশ্চৈব গণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।।
 দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বর্য্য দিব্যচক্ষুষঃ।

সকল রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজর্ষি। যাঁহারা প্রজাগণকে রঞ্জন করিয়া তাহাদের মতি বুদ্ধি জানিতে পারেন, তাঁহারাই রাজর্ষি বলিয়া অভিহিত হন। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠাপন্ন তাঁহারা ব্রহ্মর্ষি। যাঁহারা দেবলোকে অবস্থান করেন, তাঁহারা দেবর্ষি এবং ইন্দ্রলোকে যাঁহাদের আবাসস্থান, তাঁহারা রাজর্ষি বলিয়া কথিত হন। আর কৌলীন্য, তপস্যা, মন্ত্রবক্তৃত্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দিবা দেবর্ষিগণকেও ব্রহ্মর্ষি বলা হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য আরও যে সব রাজর্ষি আছেন, এক্ষণে তাঁহাদের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, যাঁহারা সত্য ভাষণ করেন, যাঁহারা স্বয়ং সম্বুদ্ধ ও সংবদ্ধ, যাঁহারা তপস্যাদ্বারা প্রসিদ্ধ, গর্ভবাসকালেই যাঁহাদের জ্ঞান স্মুরিত হয়, যাঁহারা মন্ত্রাবক্তা, যাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরিবৃত্ত এইরূপ দেব, দ্বিজ ও নৃপগণ দেবর্ষি, আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্মরণ করেন, তাঁহারা ঋষি বলিয়া অভিহিত হন। দীর্ঘায়ুত্বতা ও মন্ত্রকারিতা, ঐশ্বর্য্য, দিব্যদৃষ্টিতা, জ্ঞানশালিতা,

বুদ্ধাঃ প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রাবর্ত্তকশ্চ যে।।
 ষট্কর্মাভিরতা নিত্যং শালিনো গৃহমেধিনঃ।
 তূল্যৈর্ব্যবহয়ন্তি স্ম অদৃষ্টৈঃ কর্মাহেতুভিঃ।।
 অগ্রাম্যৈর্বর্ত্তয়ন্তি স্ম রসৈশ্চৈব স্বয়ং কৃতৈঃ।
 কুটুম্বিন ঋষিমস্তো বাহ্যন্তরনিবাসিনঃ। ৯৬
 কৃতাদিষু যুগাখ্যেযু সর্ব্বেষু পুনঃপুনঃ।
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং ক্রিয়তে প্রথমং তু বৈ। ৯৭
 প্রাপ্তে ত্রেতাযুগমুখে পুনঃ সপ্তর্ষয়দ্বিহ।
 প্রবর্ত্তয়ন্তি যে বর্ণানাশ্রমাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
 তেষামেবাম্বয়ে বীরা উৎপদ্যন্তে পুনঃ পুনঃ।।
 জায়मानে পিতা পুত্রো পুত্রঃ পিতারি চৈব হি।
 এবং সমেত্যাবিচ্ছেদাৎ বর্ত্তয়ন্ত্যযুগক্ষয়াৎ।
 অষ্টাশীতি সহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্।।
 অর্য্যম্নো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ।
 দারাগ্নিহোত্রিগন্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ
 গৃহমেধিনাঞ্চ সংখ্যোয়াঃ শ্মশানান্যাশ্রয়ন্তি তে।

প্রত্যক্ষ-ধর্ম্মসেবিতা, এই সপ্তগুণযুক্ত ঋষিকে সপ্তর্ষিনামে অভিহিত করা হয়। এই সপ্তর্ষিগণ গোত্রপ্রবর্ত্তক, নিত্য-যজ্ঞন যাজ্ঞনাদি ষট্কর্ম্ম-নিরত, সম্বুদ্ধ, গৃহমেধী, কর্ম্মজাত অদৃষ্টফলাবাদী, বন্যবৃত্তি, আত্মজ্ঞানরসে পরিপুষ্ট, কুটুম্বী, সম্পৎ-শালী এবং বাহ্যভ্যন্তরচারী। ৮০—৯৬। সত্যাদি সমস্তযুগে প্রথমেই এই সপ্তর্ষিগণ পুনঃপুনঃ বর্ণাশ্রমব্যস্থা করিয়া থাকেন। ত্রেতা-যুগারম্ভে যে সপ্তর্ষিগণ অশেষরূপে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের বংশে বীরগণ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্র পিতা হইতে এবং পিতা পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে যুগক্ষয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি নিরচ্ছিন্ন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে গৃহমেধীর সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র বলিয়া কথিত। যাঁহারা দিবাকরে দক্ষিণায়ণে পিতৃযান আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাসৃষ্টির জন্য কলত্র ও অগ্নিহোত্র পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাই গৃহমেধিগণের

অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে।।১০১
 যে শ্রয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয়ো হৃদ্বরেতসঃ।
 মন্তুব্রাহ্মণকর্তারো জায়ন্তে হি যুগন্ধয়ে।।১০২
 এবমাবর্তমানাস্তে দ্বাপরেষু পুনঃপুনঃ।
 কল্পানাং ভাষ্যবিদ্যাানাং নানাশাস্ত্রকৃতঃ ক্ষয়ে।
 ক্রিয়তে তৈর্বিবরণং ত্রেতাদৌ সংযুগে প্রভুঃ।।
 ভবিষ্যন্তি দ্বাপরে চৈব দ্রৌণর্ষেপায়নঃ পুনঃ।
 বেদব্যাসো হ্যতীতেহস্মিন্ ভবিতা সুমহাতপাঃ
 ভবিষ্যন্তি ভবিষ্যেযু শাখাপ্রণয়নানি ত।
 তস্মৈ তদব্রহ্মণা ব্রহ্ম তপসা প্রাপ্তুমব্যয়।।
 তপসা কৰ্ম সপ্রাপ্তং কৰ্মণা হি ততো যশঃ।
 যশস্য প্রাপ্য সত্যং হি সত্যেনাপ্তো হি চাব্যয়ঃ
 অব্যয়াদমৃতং শুক্রমমৃতং সৰ্ব্বমেব হি।
 ধ্রুবমেকান্ধরমিদং স্বাদ্ব্যন্যেব ব্যবস্থিতম্।
 বৃহদ্বাদবৃংহগাঈব তদব্রহ্মৈত্যভিধীয়তে।।১০৭

সংজ্ঞা। এতদভিন্ন যাঁহারা শ্মশান আশ্রয় করিয়া
 রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অষ্টাশীতি সহস্র
 জানিবেন। দিবাকরের উত্তরায়ণে যে সকল
 উর্দ্ধরেতা ঋষি স্বর্গ আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া
 শ্রুত হয়, তাঁহারা হি যুগন্ধয়ে মন্তুব্রাহ্মণকর্তা হইয়া
 জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপে দ্বাপরযুগে যখন
 ভাষ্যবিদ্যা পরিক্ষীণ হইতে থাকে, তখন ঐ
 শাস্ত্রকার ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া ভাষ্যবিদ্যা
 প্রবর্তিত করেন। এবং ত্রেতাদি যুগেও তাঁহারা
 ঐ সকল শাস্ত্রের বিবরণ প্রণয়ন করিয়া থাকেন।
 ভবিষ্য দ্বাপর যুগে সুমহাতপা দ্রৌণ বেদব্যাস-
 রূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা দ্বারা অব্যয় ব্রহ্মপদ
 লাভ করিবেন। বেদের নানা শাখা প্রশাখা প্রবর্তন
 করিবেন। তপস্যা দ্বারা কৰ্মপ্রাপ্তি, কৰ্মদ্বারা যশ,
 যশ দ্বারা সত্য, সত্য দ্বারা অব্যয়, অব্যয় হইতে
 অমৃত, অমৃত হইতে শুক্র, এমন কি অমৃত
 হইতেই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; একমাত্র অন্ধর
 ব্রহ্মই হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। ব্রহ্মা বৃহৎ এবং
 তিনিই সমস্ত পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার
 'ব্রহ্ম' এই নাম হইয়াছে। যে ব্রহ্মা প্রথমে প্রশতে

প্রণবাবস্থিতং ভূয়ো ভূর্ভুবঃস্বরিতি স্মৃতম্।
 ঋগ্জুঃসামাথর্কবাণং যন্তুস্মৈ ব্রহ্মাণে নমঃ।
 জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যন্তুৎকারণসংজ্ঞিতম্।
 মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সূরব্রহ্মাণে নমঃ।।১০৮
 অগাধপারমক্ষ্যং জগৎসম্মোহনালয়ম্।
 সপ্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থ প্রয়োজনম্।।১১০
 সাংখ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ সঙ্গ মাশ্বনঃ।
 যন্তুদব্যক্তমমৃতং প্রকৃতিব্রহ্ম শাস্বতম্।।১১১
 প্রধানমাত্ময়োনিস্চ গুহ্যং সন্তুষ্ণ শব্দ্যতে।
 অবিভাগস্তথা শুক্রমন্ধরং বহুবাচকম্।
 পরমব্রহ্মাণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।।১১২
 কৃতে পুনঃ ক্রিয়া নাস্তি কৃত এবাকৃতক্রিয়া।
 স্কদেব কৃতং সর্বং যদৈ লোকে কৃতাকৃতম্।।
 শ্রোতব্যং বা শ্রুতং বাপি তথৈবাসাধুসাধুতাম্
 জ্ঞাতব্যং চাথ মন্তব্যং স্পৃষ্টব্যং ভোজ্যমেব চ
 দ্রষ্টব্যং চাথ শ্রোতব্যং জ্ঞাতব্যং বাথ কিঞ্চন

অবস্থিত হইয়া পুনরায় 'ভুঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ'
 রূপে প্রকাশ পান এবং তদনন্তর ঋগ্, যজুঃ,
 সাম ও অথর্করূপে যাঁহার বিকাশ হয়, সেই
 ব্রহ্মাকে নমস্কার। জগতের প্রলয় ও উৎপত্তি
 বিষয়ে যাঁহাকে একমাত্র কারণ বলা হয়, যিনি
 মহৎ হইতেও পরম গুহ্য, সেই সুন্দর ব্রহ্মাকে
 নমস্কার। ৯৭—১০৮। যাঁহার অন্ত দৃষ্ট হয় না,
 যিনি ক্ষয়হীন, যাঁহা হইতে জগৎ সম্মোহিত
 হয়, যাঁহারা সপ্রকাশ প্রবৃত্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ
 হয়, যিনি সাংখ্যজ্ঞানশালীর নিষ্ঠাগতি, যিনি
 আত্মার সঙ্গদ, যিনি অব্যক্ত অমৃত শাস্বত
 প্রকৃতি ব্রহ্ম, যিনি প্রধান, স্বয়ম্ভু, গুহ্য ও সঙ্গ
 বলিয়া শাস্বত হন এবং যাঁহার বিভাগ নাই,
 সেই শুক্র অন্ধর বহুবাচক পরম ব্রহ্মাকে নিত্য
 নমস্কার—নমস্কার। শ্রোতব্য, শ্রুত, সাধুতা,
 অসাধুতা, জ্ঞাতব্য, মন্তব্য, স্পৃষ্টব্য, ভোজ্য,
 দ্রষ্টব্য প্রভৃতি ত্রিলোকে যে সমস্ত কৃতাকৃত
 আছে, এ সমস্ত এক সময়ই অব্যয় ব্রহ্ম কর্তৃক
 নির্দিষ্ট হইয়াছে। সত্যযুগে শ্রোতব্য বা জ্ঞাতব্য

দর্শিতং যদনেনৈব জ্ঞানং তদ্বৈ সুরর্ষিণাম্।
 যদ্বৈ দর্শিতবানেষ কস্তদাশ্বেষ্টুমহতি ॥১১৫
 সর্বাণি সর্বান্ সর্বাংশ্চ ভগবানৈব সোহব্রবীৎ
 যদা যৎক্রিয়তে যেন তদা তৎ সোহভিমন্যতে
 যেনেদং ক্রিয়তে পূর্বং তদন্যেন বিভাবিতম্ ॥
 যদা তু ক্রিয়তে কিঞ্চিৎ কেন চিৎশাস্ত্রয়ং কচিৎ
 তেনৈব তৎকৃতঃ পূর্বং কর্তৃণাং প্রতিভাতি বৈ
 বিরক্তং চাবিরিক্তঞ্চ জ্ঞানাজ্ঞানে প্রিয়াপ্রিয়ে ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মৃত্যুশ্চামৃতমেব চ।
 উর্দ্ধং তির্য্যগধোভাগস্তস্যৈবাদৃষ্টকারণম্ ॥১১৮
 স্বায়ত্ত্ববোহথ জ্যেষ্ঠম্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
 প্রত্যেকবিদ্যং ভবতি ভোম্বিহ পুনঃপুনঃ ॥
 বাসাতে হ্যেকবিদ্যং তদ্বাপরেষু পুনঃপুনঃ।
 ব্রহ্মা চৈতদুব চাদৌ তস্মিন্ বৈবস্বতেহস্তরে ॥
 আবর্ত্তমানা ঋষয়ো যুগাখ্যাসু পুনঃপুনঃ।

ভিন্ন কোন ক্রিয়া নাই; এতএব তখন অকার্য্য
 কিরূপে থাকিবে? ভগবান্ অব্যয় ব্রহ্মা সর্ববিধ
 জ্ঞান, সকলপ্রকার বেদ ও অসংখ্য সংহিতা
 কীর্ত্তন করিয়া দেবর্ষিগণকে যে জ্ঞান প্রদর্শন
 করিয়াছিলেন, ঐ জ্ঞানের অনুসন্ধান অন্য কেহ
 করিতে সমর্থ নহে; তারপর অপরাপর শাস্ত্র-
 দর্শিগণ যখন যে জ্ঞানের পদ প্রদর্শন করিতে-
 ছিলেন, ঐ সকলও অব্যয় ব্রহ্মের বিভাবিত ও
 সম্মত; তারপর আর যখন যিনি যে সকল
 বাঙ্ময় জ্ঞানপথের আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাও
 ঐ ব্রহ্মের কৃত। বস্তুতঃ সর্ববিধ কর্ত্তারই তিনি
 আদি কর্ত্তা। বিরক্ত, অবিরিক্ত জ্ঞান, অজ্ঞান,
 প্রিয়, অপ্রিয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, মৃত্যু,
 অমৃত, উর্দ্ধ, তির্য্যক্, অধোভাগ এই সকলই
 ব্রহ্মের অদৃষ্ট কারণ। প্রথম বিধাতা পরমেষ্ঠী
 ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ত্ত্বব মনুই একমাত্র নিখিল বিদ্যা
 অবগত হইয়া ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগে উহা
 পুনঃপুনঃ বিভক্ত করেন; ঐ বিদ্যা সমুদয় সেই
 সেই মন্বন্তরে প্রথমে ব্রহ্মারই মুখ হইতে উচ্চারিত
 হইয়াছে। তারপর সকল বিদ্যা বিদিত হইয়া

কুবর্ত্তি সংহিতা হোতে জায়মানাঃ পরস্পরম্।
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি শ্রুতর্ষীণাং স্মৃতানি বৈ।
 তা এব সংহিতা হোত আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥
 শ্রিতা দক্ষিণপছানং যে শ্বশানানি ভেজিরে।
 যুগে যুগে তু তাঃ শাখা ব্যাস্যন্তে তৈঃ পুনঃপুনঃ
 দ্বাপরেষুহ সর্বেষু সংহিতাশ্চ শ্রুতর্ষিভিঃ।
 তেবাং গোত্রেন্নিমাঃ শাখা ভবন্তীহ পুনঃপুনঃ
 তাঃ শাখাস্তত্র কর্ত্তারো ভবন্তীহ যুগক্ষয়াৎ ॥
 এবমেব তু বিজ্ঞেয়ং ব্যতীতানাগতেষুহ।
 মন্বন্তরেষু সর্বেষু শাখাপ্রণয়নানি বৈ ॥১২৫
 অতীতেষু অতীতানি বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেষু চ।
 ভবিষ্যাণি চ যানি সূর্য্যর্গ্যন্তেহনাগতেষুপি ॥
 পূর্বেণ পশ্চিমাং জ্ঞেয়াং বর্ত্তমানেন চোভয়ম্।
 এতেন ক্রমযোগেণ মন্বন্তরবিনিশ্চয়ঃ ॥১২৭
 এবং দেবাশ্চ পিতর ঋষয়ো মনবশ্চ যে।
 মন্ত্রেঃ সহোর্দ্ধং গচ্ছন্তি হ্যাবর্ত্তন্তে চ তৈঃ সহ ॥

ঋষিগণ পরস্পর সমস্ত যুগেই সংহিতা সকল
 প্রবর্ত্তিত করেন। পূর্বে যে অষ্টাশীতি সহস্র
 বেদবিৎ ঋষির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা
 যুগে যুগে এই সকল সংহিতার প্রবর্ত্তন
 করিতেছেন। আর দিবাকরের দক্ষিণপথান্ত্রিত
 শ্বশানবাসিগণ প্রতিযুগে পুনঃপুনঃ শাখাসমূহের
 বিভাগ করিয়া থাকেন। দ্বাপরে যে সকল
 বেদবিৎ ঋষি সংহিতার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাদের
 গোত্রেরই এই সকল বিভিন্ন বেদশাখা পুনঃপুনঃ
 প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; আবার যুগক্ষয়
 হইলেও সেই শাখা ও শাখাকর্ত্তার আবির্ভাব
 হইবে। ১০৯—১২৫। অতীত অনাগত সকল
 মন্বন্তরেই শাখা প্রণয়ন, এই ভাবেই হয়। অতীত,
 বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সকল কালেই সমস্ত কার্য্য
 অতীত দ্বারা ভবিষ্যৎ এবং একবিধ বলিয়া
 বর্ত্তমান দ্বারা অতীত ভবিষ্যৎ উভয়েরই তত্ত্ব-
 সমূহ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই ক্রমেই
 মন্বন্তরতত্ত্ব বুঝিতে হয়। এইরূপ দেব, ঋষি,
 পিতৃ, মনু,—সকলেই মন্ত্রের সহিত উর্দ্ধলোকে

জনলোকাৎ সূরাঃ সর্বে পশুকল্পাৎ পুনঃপুনঃ
পর্যাপ্তকালে সম্প্রাপ্তে সত্ত্বতা নৈধনস্য তু ॥
অবশ্যস্তাবিনার্থেন সম্বধ্যস্তে তদা তু তে।
ততস্তে দোষবজ্জন্ম পশ্যস্তে রাগপূর্বকম্ ॥১৩০
নিবর্ততে তদা বৃত্তিস্তেষামাদোষদর্শনাৎ।
এবং দেবযুগানীহ দশ কৃত্তো নিবর্ততে ॥১৩১
জনলোকাস্তপোলোকং গচ্ছন্তীহানিবর্তনম্।
এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ।
নিধনং ব্রহ্মলোকে বৈ গতানি মূনিতিঃ সহ ॥
ন শক্যমানুপূর্ব্যেণ তেষাং বন্ধুং সবিস্তরান্।
অনাদিত্যচ্চ কালস্য অসংখ্যানাচ্চ সর্বশঃ ॥
মহন্তুরাণ্যতীতানি যানি কল্পৈঃ পুরা সহ।
পিতৃভিমূনিভির্দেবৈঃ সাদ্ধ্বৈঃ সপুষ্টিভিষ্চ বৈ।
কালেন প্রতিস্ঠানাং যুগানাং চ নিবর্তনম্ ॥
এতেন ক্রমযোগেণ কল্পমহন্তুরাণি তু।
সপ্রজানি ব্যতীতানি শতশোহথ সহস্রশঃ ॥
মহন্তুরান্তে সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।

গমন করেন; আবার মস্তুর সহিতই তথা হইতে
বিধিনির্দিষ্টকালে লোকসংক্ষয়ান্তে ইহলোকে
আবর্তিত হইলেন। তাঁহারা অবশ্যস্তাবী বিষয়ে
সম্বন্ধ হইয়া দোষযুক্ত জন্ম গ্রহণান্তে রাগযুক্ত
হইলেন। ক্রমে যখন তাঁহাদের বিশিষ্ট দোষদর্শন
ঘটে, তখন তাঁহারা নিবর্তিত হইলেন। এই ক্রমে
দশ দেবযুগে যাতায়াত করিয়া তাঁহারা জনলোক
হইতে তপোলোকে গমন করেন। তপোলোক
হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না। এই ভাবে সহস্র
সহস্র দেবযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে
সমস্তই বিনষ্ট হইয়া মুনিগণ সহ ব্রহ্মলোক লাভ
করিয়াছে। কালের অনাদিত্ব নিবন্ধন সেই
সযুদায়ের সর্বথা সংখ্যা করা যায় না। সুতরাং
যথাক্রমে তৎসমস্তের বিবরণ বর্ণন করা
অসম্ভব। পূর্বে যেমন পিতৃ, মুনি, দেবতা ও
সপুষ্টিগণের সহিত, যুগ কল্প ও মহন্তুর সকল
কালপ্রভাবে অতীত হইয়াছে, আগামী কালেও
সেই নিয়মেই শত সহস্র কল্প মহন্তুর হইবে।

দেবতানামৃষীণাং চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ ॥১৩৬
ন শক্যমানুপূর্ব্যেণ বন্ধুং বর্ষশতৈরপি।
বিস্তরন্ত নিসর্গস্য সংহারস্য চ সর্বশঃ।
মহন্তুরস্য সংখ্যা তু মানুষেণ নিবোধত ॥১৩৭
দেবতানামৃষীণাঞ্চ সংখ্যানার্থাবশারদৈঃ।
ত্রিংশৎকোট্যন্ত সম্পূর্ণঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া
দ্বিজৈঃ ॥১৩৮

সপুষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়ং সাদ্ধিকাদ্বিনা
মহন্তুরস্য সংখ্যয়া মানুষেণ প্রকীর্ণিতা।
বৎসরৈর্গেব দিব্যেন প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ ॥
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্।
দ্বিপঞ্চাশন্তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু ॥১৪১
চতুর্দশগুণো হ্যেব কাল আভূতসংপ্রবঃ।
পুণং যুগসহস্রং স্যাত্তদহব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥১৪২
তত্র সর্বানি ভূতানি দক্ষান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহ দেবর্ষিদানবৈঃ।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥১৪৩

মহন্তুরান্তে সংহার এবং সংহারান্তে পুনর্বার
দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের সৃষ্টি হয়।
১২৬—১৩৬। এই সংহারের ঋ সৃষ্টির যথায়থ
সংখ্যা করিয়া শত বর্ষেও বলিতে পারা যায়
না। এক্ষণে মানুষ-পরিমাণে মহন্তুরের সংখ্যা
বলিতেছি; শ্রবণ করুন। দেবতা ও ঋষিগণের
মধ্যে যাহারা সংখ্যাত্তে পারদর্শী, তাঁহারা
ত্রিংশকোটি সপুষ্টি নিযুত বিংশতি সহস্র
বৎসর, মহন্তুরের পরিমাণ নির্দেশ করেন।
দিব্য বৎসর দ্বারা মহন্তুরপরিমাণ বলিতেছি।
দিব্য সংখ্যায় আটলক্ষ দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রাধিক
বৎসর মহন্তুরপরিমাণ। ইহার চতুর্দশ গুণ
করিলে যুগসহস্রাঙ্ক ব্রাহ্মণদিনের পরিমাণ
হয়। তখন সর্বভূতের প্রলয় ঘটিয়া থাকে।
সর্বভূত, আদিত্যকিরণে দগ্ধ হইয়া দেব-ঋষি-
দানবাদি সহ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া সুরশ্রেষ্ঠ
দেবদেব মহেশ্বরের দেহে বিলীন হইয়া থাকে।

সম্ভ্রষ্টা সর্বভূতানি কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
 ইতোষ স্থিতিকালো বৈ মনোদৈবর্ষিভিঃ সহ।।
 সর্বমম্বন্তরাণাং বৈ প্রতिसন্ধিং নিবোধত।
 যুগাখ্যা যা সমুদ্ভিষ্টা প্রাবেগবান্মিন্ময়ানঘাঃ।।
 কৃতত্রেতাদিসংযুক্তং চতুর্য়ুগমিতি শ্রুতম্।
 ভদেকসপ্ততিগুণং পরিবৃত্তং তু সাধকম্।
 মনোরেতমধীকারং প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ।
 এবং মম্বন্তরাণাং তু সর্বেষামেব লক্ষণম্।
 অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তমানেন কীর্তিতম্।।
 ইতোষ কীর্তিতঃ সর্গো মনোঃ স্বায়ত্ত্বস্য হ।
 প্রতিসন্ধিং তু বক্ষ্যামি তস্য চৈবাপরস্য তু।।
 মম্বন্তরং যথা পূর্বমুখিভির্দৈবীতেঃ সহ।
 অবশ্যস্তাবিনাথেন যথা তদ্বৈ নিবর্ত্ততে।।১৪৯
 অগ্নিন্ মম্বন্তরে পূর্বং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরাস্ত্র য়ে
 সপ্তর্ষয়শ্চ দেবাস্তে পিতরো মনবন্তথা।
 মম্বন্তরস্য কালে তু সম্পূর্ণে সাধকাস্তথা।।১৫০
 ক্ষীণাধিকারাঃ সংবৃত্তা বুদ্ধা পর্যায়মাশ্রয়নঃ।
 মহলৌকায় তে সর্বে উন্মুখা দধিরে গতিম্।।

এই মহেশ্বরই কল্পাদি কালে সর্বভূতের সৃষ্টি
 করিয়া থাকেন। দেবর্ষিগণ সহ মনুর স্থিতিকাল
 এই কহিলাম। এক্ষণে মম্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধি
 বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন। আমি যে
 ইতিপূর্বে সত্য-ত্রেতাদি চতুর্য়ুগয়ক যুগাখ্যান
 করিয়াছি, তাহারই একসপ্ততি আবর্ত্তনে এক
 মনুর অধিকারকাল শেষ হয়। প্রভু ভগবান
 এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান দ্বারা
 অতীত অনাগত সকল মম্বন্তরের বৃত্তান্তই
 কীর্তিত হইল। স্বায়ত্ত্ব মম্বন্তরের সৃষ্টিবৃত্তান্ত
 এইরূপ। এক্ষণে মম্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধি
 বলিতেছি। ভবিতব্যতানুসারে পূর্বে যেমন
 ঋষি দেবতাদি সহ মম্বন্তর অতীত হইয়াছে,
 পরেও তদ্রূপই হইবে। সকল মম্বন্তরেই, ঋষি,
 দেব, পিতৃ ও মনুগণ পূর্ণ মম্বন্তরকাল যাবৎ
 সৃষ্টি ব্যাপার সাধন করিয়া ক্রমে ক্ষীণাধিকার
 হওয়ায় আপনাদের অবস্থান্তর বুঝিতে পারিয়া

ততো মম্বন্তরে তস্মিন প্রক্ষীণা দেবতাস্ত্র তাঃ
 সম্পূর্ণে স্থিতিকালে তু তিষ্ঠন্ত্যেকং কৃতং যুগম্
 উৎপদ্যন্তে ভবিষ্যশ্চ যাবন্মম্বন্তরেশ্বরঃ।
 দেবতাঃ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনুরেব চ।।১৫৩
 মম্বন্তরে তু সম্পূর্ণে যদন্যদ্বৈ কলৌ যুগে।
 সম্পদ্যতে কৃতস্য সন্তানঃ কলিশিষ্টেষু বৈ তদা।।
 যথা কৃতস্য সন্তানঃ কলিপূর্বঃশ্রুতো বুধৈঃ।
 তথা মম্বন্তরাস্ত্রে আদির্মম্বন্তরস্য চ।।১৫৫
 ক্ষীণে মম্বন্তরে পূর্বে প্রবর্ত্তে চাপরে পুনঃ।
 মুখে কৃতযুগস্যাত্ম তেষাং শিষ্টাস্ত্র য়ে তদা।।
 সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব কালাবেক্ষাস্ত্র য়ে স্থিতাঃ।
 মম্বন্তরং প্রতীক্ষন্তে ক্ষীয়ন্তে তপসি স্থিতাঃ।।
 মম্বন্তরব্যবস্থার্থং সন্তত্যর্থং চ সর্বশঃ।
 পূর্ববৎসম্প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তে বৃষ্টিসজ্জনে।।১৫৮
 হ্রদেষু সম্প্রবৃত্তেষু উৎপন্নাসৌষধীযু চ।
 প্রজাসু চ নিকেতাসু সংস্থিতাসু কুচিৎ কুচিৎ
 বার্ত্তায়াং তু প্রবৃত্তায়াং সন্ধর্ম্ম ঋষিভাবিতে।
 নিরানন্দে গতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।।
 অগ্রামনগরে চৈব বর্ণাশ্রমবিবর্জিতৈঃ।
 পূর্বমম্বন্তরে শিষ্টে য়ে ভবন্তীহ ধার্ম্মিকাঃ।

মহালৌকাভিমুখে গমন করিতে থাকেন।
 ১৩৭—১৫১। মম্বন্তরের প্রক্ষীণ দেবতাগণ
 এক সত্যযুগ যাবৎ বিদ্যমান থাকেন। ক্রমে
 ভবিষ্য মম্বন্তরেশ্বর দেবতা, পিতৃ, ঋষি ও
 মনুগণ প্রাদুর্ভূত হইবেন। সম্পূর্ণ মম্বন্তর মধ্যে
 কলিযুগশেষে কলির অবশিষ্ট জনগণ মধ্যেই
 সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সত্যযুগের সৃষ্টিতে
 যেমন কলিযুগ পূর্ববর্ত্তী, তদ্রূপ এক মম্বন্তরেরও
 অপর মম্বন্তর আদিভূত। কলিকালের অবশেষে
 মনু ও সপ্তর্ষিগণ পুনরায় মম্বন্তর ব্যবস্থা ও
 সৃষ্টি প্রবর্ত্তনার্থ তপোযোগে সত্যযুগের
 প্রারম্ভকালের অপেক্ষায় থাকেন। ক্রমে পূর্ববৎ
 সৃষ্টি হইলে ওষধি সকল সমুৎপন্ন, এবং প্রজাগণ
 সুখদুঃখ-দ্বন্দ্ব-নিরত, নিরাশ্রয়, স্থানে স্থানে দলবদ্ধ
 ভাবে অবস্থিত, নিরানন্দ, ও বর্ণাশ্রমাচারশূন্য

সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব সন্তানার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥
প্রজার্থং তপতাং তেষাং তপঃ পরমদুশ্চরম্।
উৎপদ্যন্তীহ সর্বেষাং নিধনেষিহ সর্বশঃ ॥
দেবাসুরাঃ পিতৃগণা মুনয়ো মনবন্তথা।
সর্পা ভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥
ততস্তেষাং তু যে শিষ্টাঃ শিষ্টাচারান্

প্রচক্ষতে।

সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব আদৌ মন্বন্তরস্য হ।
প্রারভন্তে চ কস্মাণি মনুষ্যা দৈবতৈঃ সহ ॥
মন্বন্তরাদৌ প্রাগেব ত্রেতাযুগমুখে ততঃ।
পূর্বং দেবাস্ততস্তে বৈ স্থিতে ধর্ম্মে তু সর্বশঃ
ঋষীগাং ব্রহ্মচার্য্যেণ গতানুগত্য বৈ ততঃ।
পিতৃণাং প্রজয়া চৈব দেবনামিজয়া তথা ॥ ১৬৬
শতং বর্ষসহস্রাণি ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমকে স্থিতাঃ।
ত্রয়ীং বাস্তাং দণ্ডনীতিং ধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমাংস্তথা।
স্থাপ যিত্বাশ্রমাংশ্চৈব স্বর্গায় দধিরে মতীঃ ॥
পূর্বং দেবেষু তেষেব স্বর্গায় প্রমুখেষু চ।

ইইয়া জীবিকার্জন্যার্থ প্রবৃত্ত হইলে বিগত
ধর্ম্মানুমত, ঋষিগণাভিমত পূর্ব মন্বন্তরাবশিষ্ট
ধার্ম্মিক মনু ও সপ্তর্ষিগণ সন্তানার্থ পরম দুশ্চর
তপস্যা আচরণ করেন। সর্বভূতের নিধনান্তে
তখন আবার দেব, অসুর, পিতৃ, মুনি, মানব,
সর্প, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ও রাক্ষসাদি
সমুৎপন্ন হয় ॥ ১৫২—১৬৩। পূর্বাবশিষ্ট জনগণ
তখন শিষ্টাচার সকল প্রচার করেন। মনু ও
সপ্তর্ষিগণ, সেই মন্বন্তরের আদিকালে মানুষ ও
দেবগণ সহ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তারপর
ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ কালে দেবতা ও ধর্ম্ম,
সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জনগণ ব্রহ্মচার্য্য দ্বারা ঋষি
ঋণ, সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞ
দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হয়। তাহারা শত
সহস্র বৎসর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া
ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম
প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গ গমনে মনোযোগী হয়েন।
পূর্বকালে স্বর্গোন্মুখ দেবগণে সমগ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম
প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া তাহারা পূর্বদেব পদবাচ্য।

পূর্বং দেবাস্ততস্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মেণ কুৎসরাঃ ॥
মন্বন্তরে পরাবৃত্তে স্থানান্যুৎসৃজ্য সর্বশঃ।
মন্ত্রেঃ সহোদ্রুং গচ্ছন্তি মহলৌকিমনাময়ম্ ॥ ১৬৯
বিনিবৃত্তবিকারান্তে মানসীং সিদ্ধিমাশ্রিতাঃ।
অবেক্ষ্যমাণা বশিনস্তিষ্ঠন্ত্যভূতসংপ্রবম্ ॥
ততস্তেষু ব্যতীতেষু সর্বধ্বংসেযু সর্বদা।
শূন্যেযু দেবস্থানেষু ত্রৈলোক্যে তেষু সর্বশঃ
উপাস্ততা ইহৈবান্যো দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
ততস্তে তপসা যুক্তা স্থানান্যাপূরয়ন্তি বৈ।
সত্যেন ব্রহ্মচার্য্যেণ শ্রুতেন চ সমন্বিতাঃ ॥ ১৭২
সপ্তর্ষীগাং মনোশ্চৈব দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
নিধনানীহ পূর্বেষামাদিনা চ ভবিষ্যতাম্ ॥
তেষামত্যন্তবিচ্ছেদ ইহ মন্বন্তরক্ষয়াৎ।
এবং পূর্বানুপূর্বেণ স্থিতিরেশানবস্থিতা।
মন্বন্তরেষু সর্বেষু যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ১৭৪
এবং মন্বন্তরাণাং তু প্রতিসন্ধানলক্ষণম্।
অতীতানাগতানাস্ত প্রোক্তং স্বায়ত্ত্বেন তু ॥
মন্বন্তরেষু ব্যতীতেষু ভবিষ্যন্ত সাধনম্।

তাঁহার মন্বন্তরা পরিবর্তনে স্থান সকল
পরিহারপূর্বক মন্ত্রগণ সহ অনাময় মহলৌকে
গমন করেন। সেই সমস্ত বিকারহীন, মানসী
সিদ্ধিসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয়গণ মহাপ্রলয় যাবৎ
অবস্থানপূর্বক মন্বন্তর পরিবর্তন দর্শন করেন।
ইহারা সকলে এইরূপে অতীত হইলে সেই
শূন্যাকার ত্রৈলোক্যে শূন্য দেবস্থানসমূহে স্বর্গ
হইতে অপর দেবগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা
সত্য, ব্রহ্মচার্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপস্যাযুক্ত ইইয়া
সেই সকল শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করেন। সপ্তর্ষি,
মনু, পিতৃ ও দেবগণের মধ্যে—পূর্বতনগণ
ভবিষ্যগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হয়েন। প্রকৃত
পক্ষে কিন্তু তাঁহাদিগের মরণ হয় না; তবে
মন্বন্তরক্ষয়ে তাঁহাদিগের অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে
মাত্র। সকল মন্বন্তরেই এই ক্রমে প্রলয় কাল
পর্যন্ত নিয়ত পরিবর্তমানা সৃষ্টিস্থিতি বিদ্যমানা।
অতীতানাগত মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধিলক্ষণ,
স্বায়ত্ত্ব মনু এইরূপ বলিয়াছেন। একমন্বন্তরের

এবমত্যস্তবিচ্ছিন্নং ভবত্যাভূতসংপ্রবাৎ ॥১৭৬

মহন্তরাণাং পরিবর্তনানি
একান্ততন্তানি মহর্গতানি।
মহর্জনৈকৈব জনং তপশ্চ
একান্তগানি স্ম ভবন্তি সত্যে ॥১৭৭
তন্তাবিনাং তত্র তু দর্শনেন
নানাভূদৃষ্টেন চ প্রত্যয়েন।
সত্যে স্থিতানীহ তদা তু তানি
প্রাপ্তে বিকারে প্রতिसর্গকালে ॥১৭৮
মহন্তরাণাং পরিবর্তনানি
মুঞ্চন্তি সত্যস্ত ততোহপরান্তে।
ততোহভিযোগাদ্বিষমপ্রমাণাং
বিশ্বস্তি নারায়ণমেব দেবম্ ॥১৭৯
মহন্তরাণাং পরিবর্তনানি
চিরপ্রবৃত্তেষু বিধিস্বভাবাৎ।
ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ ॥১৮০
ইত্যন্তরাণ্যেবম্বিস্তৃতানাং
ধর্মাশ্বনাং দিব্যদৃশাং মনূনাম্।
বায়ুপ্রণীতান্যুপলভ্য দৃশ্যং
দিব্যৌজসা ব্যাসসমাসযোগৈঃ ॥১৮১

সহিত অপর মহন্তরের সাধনগত এইরূপ দীর্ঘ
পার্থক্য, মহাপ্রলয় যাবৎ ঘটিয়া থাকে। ১৬৪—
১৭৬। মহন্তরপরিবর্তনে সকলেই মহর্লোকগত
হইয়া ক্রমে জন, তপঃ ও সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। সেখানে আবার নানাভূদর্শন হেতু
প্রত্যয়ভেদবশে, মহন্তরপরিবর্তনান্তে পুনঃসৃষ্টির
পূর্বকালে সত্যলোক পরিহার করিয়া অপ্রমেয়
নারায়ণ দেবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বিধাতার
স্বভাববশে চিরপ্রবৃত্ত মহন্তর পরিবর্তনসমূহে
ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবলোক
ক্ষণকালও স্থির থাকে না। ঋষিগণসংস্কৃত ধর্ম্মাশ্বা
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাতেজা মনুগণের বিবরণ-
সম্বলিত, বায়ুপ্রণীত কচিৎ সবিস্তরে কচিৎ

সর্বানি রাজর্ষিসুরর্ষিমন্তি
ব্রহ্মর্ষিদেবোরগবন্তি চৈব।
সুরেশসপ্তর্ষিপিতৃ প্রজৈশৈ
যুক্তানি সম্যকপরিবর্তনানি ॥১৮২
উদারবংশাভিজনদ্যুতীনাং
প্রকৃষ্টমেধাভিসমেধিতানাম্।
কীর্তিদ্যুতিখ্যাতিভিরদ্বিতানাং
পুণ্যং হি বিখ্যাপনমীশ্বরানাং ॥১৮৩
স্বর্গীয়মেতৎপরমং পবিত্রং
পুত্রীয়মেতচ্চ পরং রহস্যম্।
জপ্যং মহৎপর্বসু চৈতদগ্র্যং
দুঃস্বপ্নশান্তিঃ পরমায়ুষ্যেয়ম্ ॥১৮৪
প্রজেশদেবযিমনুপ্রধানাং
পুণ্যপ্রসূতিং প্রথিতামজম্য।
মমাপি বিখ্যাপনসংযমায়
সিদ্ধিং জুযধ্বং সুমহেশতত্ত্বম্ ॥১৮৫

ইত্যেতদন্তরং প্রোক্তং মনোঃ স্বায়ত্ত্বস্য তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রজাপতি
বংশানুকীর্ণনং নানৈকষষ্টিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

সংক্ষেপে বর্ণিত, রাজর্ষি সুরর্ষি ব্রহ্মর্ষিদেব উরগ
সুরেশ সপ্তর্ষি ও পিতৃপ্রজাপতি প্রভৃতি উদার-
বংশজ মহাদ্যুতি সুমেধা কীর্তি-কাস্তি ও খ্যাতি-
সম্পন্ন ঈশ্বরগণের পুণ্য কথাপূর্ণ, পরম পবিত্র,
পুত্রপ্রদ, অতি শুভ্য মহনীয়, এই মহাপুরাণ মহা-
পর্ব পাঠ করিলে দুঃস্বপ্ন শান্তি ও পরমায়ুঃ
প্রাপ্তি হয়। প্রজাপতি-মনু-দেবর্ষিগণের ও ব্রহ্মার
পুণ্যপ্রদ প্রাদুর্ভাব-বিবরণ-সম্বলিত, মহেশ্বরতত্ত্ব
পূর্ণ ও মদীয় খ্যাতিবর্দ্ধক এই মহাপুরাণ শ্রবণ
ফলে আপনারা অভিমত সিদ্ধি সন্তোষ করুন;
আমার ও এ হেন তত্ত্ব কথা বর্ণনে যে গর্ব্ব
বোধ হইতেছিল, তাহারও নিবৃত্তি হউক। স্বায়ত্ত্ব
মহন্তরের বৃত্তান্ত এই সবিস্তরে যথাক্রমে বর্ণন

দ্বিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

শাংপায়ন উবাচ।

ক্রমং মন্বন্তরাণাম্ জ্ঞাতু মচ্ছামি তদ্বৃত্তং।

দৈবতানাঞ্চ সৰ্ব্বোং যে চ যম্যাস্তুরে মনোঃ।।

সূত উবাচ।

মন্বন্তরাণি যানি সূর্যতীতানাগতানি হ।

সমসাদ্বিস্তরাচ্চৈব ক্রুবতো বৈ নিবোধত।।২

স্বায়ত্ত্ববো মনুঃ পূৰ্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।

ঔত্তমস্তামসশ্চৈব তথা বৈরতচাক্ষুষৌ।

যড়েতে মনবোহতীতা বক্ষ্যাম্যষ্টাবনাগতান্

সাবর্ণাঃ পঞ্চ রৌচ্যশ্চ ভৌত্যোবৈবস্বতস্তথা।

বক্ষ্যাম্যেতান্ পুরস্তাস্তু মনোবৈবস্বতস্য হ।।৪

মনবঃ পঞ্চ যেহতীতা মানবাংস্তান্নিবোধত।

মন্বন্তরং ময়া চোক্তং ক্রান্তং স্বায়ত্ত্ববস্য হ।।৫

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিস্য চ।

করিলাম। এক্ষণে আর কোন্ বিষয় বর্ণন করিব?

১৭৭—১৮৬।।

একষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।।

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায়।

শাংপায়ন বলিলেন,—মন্বন্তরের ক্রম এবং সেই সেই মন্বন্তরের যে সকল দেবতা, এই সমস্ত যথাযথ জানিতে আমাদের অভিলাষ হইতেছে। সূত উত্তর করিলেন,—যে সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল মন্বন্তর হইবে, যথাসম্ভব সংক্ষেপ ও বিস্তরক্রমে তৎ সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমে স্বায়ত্ত্বব, তৎপর স্বারোচিষ এইরূপ ক্রমে ঔত্তম, তামস, বৈবত এবং চাক্ষুষ এই ছয়টি মনু অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ভাবী আটজন মনুর বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি; সাবর্ণ, রৌচ্য, ভৌত্য ও বৈবস্বত, এই সকল মনুর বিবরণ বৈবস্বত মনুর প্রসঙ্গে কীৰ্ত্তন করিব। যে পাঁচ জন মনু পূৰ্ব্বে অতীত হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের বংশ শ্রবণ করুন। স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তর

প্রজাসর্গং সমাসেন দ্বিতীয়স্য স্বারোচিষস্য চ।

আসন্ বৈ তুষিতা দেবা মনুস্বারোচিষেহস্তুরে

পারাবতাশ্চ শিষ্টাশ্চ দ্বাদশৌ তৌ গণৌ স্মৃতৌ

তুষিতায়াং সমুৎপন্নাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ স্বারোচিষা

পারাবতাশ্চ শিষ্টাশ্চ দ্বাদশৌ তৌ গণৌ স্মৃতৌ

ছন্দোজাশ্চ চতুর্বিংশদেবাস্তে বৈ তদা স্মৃতাঃ।।

বৈবশস্যোহথ বামান্যো গোপা দেবয়তাস্তথা

অজশ্চ ভগবান্ দেবো দুরোণশ্চ মহাবলঃ।।৯

আপশ্চাপি মহাবাহুর্মহৌজাশ্চাপি বীর্যবান্।

চিকিৎসান্নিভূতো যশ্চ অংশো যশ্চৈব পঠ্যতে।।

অজশ্চ দ্বাদশস্তেষাং তুষিতাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।

ইত্যেতে ক্রতুপুত্রাস্তু তদাসন সোমপায়িনঃ।।

প্রচেতশ্চৈব যে দেবো বিশ্বদেবাস্তথৈব চ।

সমঞ্জো বিশ্রুতো যশ্চ অজিন্মাচারিমর্দনঃ।।১২

অজিন্মানমহীয়ানৌ বিদ্যাবন্তৌ তথৈব চ।

অজোমৌ চ মহাভোগৌ যবীয়শ্চ মহাবলঃ।।১৩

হোতা যজ্ঞা চ ইত্যেতে পরাক্রান্তাঃ পরাবতাঃ

ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্মানু স্বারোচিহেস্তুরে।।

পূৰ্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে মহাত্মা দ্বিতীয় স্বারোচিষ মন্বন্তরের প্রজাসৃষ্টি সংক্ষেপে বলিতেছি। ঐ স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা তুষিত ও বিদ্বান্ পারাবত, ঐ দেবতাদের দুইটি গণ কথিত হইয়াছে। ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচারসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের নাম পারাবত ও ছন্দোজ। এই দুইটি গণে প্রত্যেকটিতে দ্বাদশ করিয়া সর্বসমেত চব্বিশটি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১—৮। ধৈবশস্য, বামান্য, গোপ, দেবায়ত, দেব ভগবান্, অজ, মহাবল দুরোণ, মহাবাহু আপ, বীর্যবান্ মহৌজা, চিকিৎসান্ নিভূত এবং অংশ, এই দ্বাদশটি তুষিত। ইহঁরা ক্রতুপুত্র ও সোমপায়ী। প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিন্মা, অরিমর্দন, বিদ্বান্ আজিন্মান ও মহীয়ান্ মহাভাগ অজ ঔষ, মহাবল যবীয় হোতা এবং যজ্ঞা ইহঁরা মহাবল পরাক্রান্ত পারাবত। স্বারোচিষ মন্বন্তরের

সোমপাস্ত তদা হ্যেতাশ্চতুর্বিংশতিদেবতাঃ।
 তেষামিদ্রস্তদা হ্যাসীদ্বৈধশ্চ লোকবিশ্রুতঃ।।১৫
 উজ্জ্বা বসিষ্ঠপুত্রস্ত স্তম্ভঃ কাশ্যপ এব চ।
 ভার্গবশ্চ তদা দ্রোণো ঋষভোহ পিরসস্তথা।।১৬
 পৌলস্ত্যশ্চৈব দত্তাত্রিরাশ্চৈব নিশ্চলসস্তথা।
 পৌলহশ্চৈব ধাবাংস্ত এতে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।।
 চৈত্রঃ কবিরূতশ্চৈব কৃতান্তে বিভূতো রবিঃ।
 বৃহৎওহো নবশ্চৈব শুভাশ্চৈতে নব স্মৃতাঃ।।
 মনোঃ স্বারোচিষস্যেতে পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ
 পুরাণে পরিসংখ্যাতে দ্বিতীয় চৈতদন্তরম্।।
 সপ্তর্ষয়ো মনুর্দেবাঃ পিতরশ্চ চতুষ্টয়ম্।
 মূলং মন্বন্তরস্যেতে তেষাং চৈবান্তরপ্রজাঃ।।
 শাশীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ।
 ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ।।২৯
 মনোঃ ক্ষত্রং বিশশ্চৈব সপ্তষিভ্যো দ্বিজাতয়ঃ
 এতন্মন্তরং প্রোক্তং সমাসাম তু বিস্তরাৎ।।
 স্বায়ত্ত্ববেন বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ স্বারোচিষস্য তু।

এই চতুর্বিংশতি দেবতা। এই দেবগণ সোমপায়ী। লোকবিশ্রুত বৈধ এই মন্বন্তরের ইন্দ্র এবং বশিষ্ঠপুত্র উজ্জ্ব, স্তম্ভ, কাশ্যপ, ভার্গব, দ্রোণ, ঋষভ ও অঙ্গিরা, ইহঁরা সপ্তর্ষি। কেহ কেহ বলেন,—পৌলস্ত্য, দত্তাত্রি, আশ্রয়, নিশ্চল, পুলহ ও ধাবান, ইহঁরাই এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। চৈত্র, কবিরূত, কৃতান্ত, বিভূত, বারি, বৃহৎ, দ্রুহ, নব এবং ইহঁরা বংশকর বলিয়া পুরাণে আখ্যাত। প্রতি মন্বন্তরেই সপ্তর্ষি, মনু, দেবতা ও পিতৃগণ এই চারিটি মূল; ইহার পর আর যে সব দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পূর্বোক্ত মূলচতুষ্টয়ের অবান্তর প্রজা। কখন ঋষিগণের পুত্র দেবতা, কখন দেবগণের পুত্র পিতৃগণ, আবার কখন বা দেবপুত্রগণই ঋষি হইতেছেন। শাস্ত্রে ইহঁরা বিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। ঐরূপ মনু হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি এবং সপ্তর্ষি হইতে দ্বিজগণ উদ্ভূত হইয়া থাকেন। হে ঋষিগণ! এই

ন শাক্যো বিস্তরন্তস্য বহুং বর্ষশতৈরপি।
 পুনরুজ্জ্ববহুত্বাদু প্রজানাং বৈ কুলে কুলে।।২৩
 তৃতীয়স্তথ পর্য্যায় উক্তমস্যান্তরে মনোঃ।
 পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তান্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত
 সুধামানশ্চ দেবশ্চ যে চান্যে বশবর্তিনঃ।
 প্রতর্দশনাঃ শিবাঃ সত্যো গণা দ্বাদশ বৈ স্মৃতাঃ
 সত্যো ধৃতির্দমো দান্তঃ ক্ষমঃ ক্ষামো ধৃতিঃ
 স্মৃতিঃ।

ঈষোজ্জ্বাশ্চ তথা জ্যেষ্ঠো বপুত্মাশ্চৈব দ্বাদশ
 ইত্যেতে নামভিঃ ক্রান্তাঃ সুধামানস্ত দ্বাদশ
 সহস্রধারো বিশ্বাত্মা শতধারো বৃহদ্রসুঃ।
 বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মা চ মনস্বাত্মা বিরাজ্যশাঃ।।
 জ্যোতিশ্চৈব বিভাবশ্চ কীর্তিমান্ বংশকারিণঃ
 অন্যানারঘিতো দেবো বসুধিক্ষেণ বিবস্বসুঃ।।
 দিনক্রতুঃ সুধর্ম্মা চ ধৃতবর্ম্মা যশস্বিনঃ।
 কেতুমাশ্চৈব ইত্যেতে কীর্তিমান্ত প্রতর্দনাঃ

যে মন্বন্তর কথিত হইল, ইহা সংক্ষিপ্ত; পরন্তু বিস্তৃত নহে। স্বায়ত্ত্বব মনুর যেরূপ বিস্তার স্বারোচিষ মনুরও তদ্রূপই জানিবেন। প্রজাগণের পুনঃপুনঃ সৃষ্টিহেতু ইহা এতই বৃহৎ হইয়াছে যে, শত বর্ষও এ সকল বিস্তারপূর্বক বলিতে আমি সমর্থ নহি। ৯—২৩। অনন্তর অতীত তৃতীয় মনু উজ্জ্বের বিবরণ বলিতেছি। এই মনুর শাসন সময়ে যে পঞ্চ দেবগণ কথিত হন, তাঁহাদিগের বিষয় শ্রবণ করুন। সুধামান, দেব, প্রতর্দন, শিব, সত্য এই গণপঞ্চকের সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, স্মৃতি, ঈষ, উজ্জ্ব, জ্যেষ্ঠ ও বপুত্মান এই দ্বাদশটি দেবতা। এই যে সুধামাদি পঞ্চগণের নাম কীর্তিত হইল, ইহঁদের অনুগ আরও অনেক দেবতা আছেন। এক্ষণে তাঁহাদের নাম বলিতেছি। সহস্রধার বিশ্বাত্মা, মনস্বী, বিরাট-যশা, জ্যোতি, বিভাব্য ও কীর্তিমান্ এই দ্বাদশজন সুধামার অনুগ এবং ইহঁরা বংশপ্রবর্তক। দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা, যশস্বী এবং কেতুমান্, ইহঁরা

হংসস্বরোহহিহা চৈব প্রতর্দনযশস্করৌ।
 সুদানো বসুদানশ্চ সুমঞ্জসবিষাবৃত্তৌ।।২৯
 যদু বাহয়তিশৈব সুবিন্দুসুনয়স্তথা।
 শিবা হ্যেতে তু বিজ্ঞেয়া যজ্ঞিয়া দ্বাদশপরাঃ।।
 সত্ত্বানামপি নামানি নিবোধত যথামৃতম।
 দিকৃপতিবাকৃপতিশ্চৈব বিশ্বঃ শঙ্কুতথৈব চ।।৩১
 স্বমুড়ীকোহধিপশ্চৈব বর্চোধা মুহ্যসর্বশঃ।
 বাসবশ্চ সদাশ্চ ক্ষেমানন্দৌ তথৈব চ।।৩২
 সভ্যা হ্যেতে পরিজ্ঞাস্তা যজ্ঞিয়া দ্বাদশাপারাঃ।।
 ইত্যেতা দেবতা হ্যাসদ্রৌণ্ডমস্যাশ্তরে মনোঃ।।
 অজশ্চ পরশুশ্চৈব দিব্যো দিব্যৌষধিনঃ।
 দেবানুজশ্চাপ্রতিমো মহোৎসাহৌশিজস্তথা।।
 বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সবলঃ শুচিঃ।
 ঔত্তমস্য মনোঃ পুত্রোদ্রয়োদশ মহাত্মনঃ।
 এতে ক্ষত্রপ্রণেতারত্বীয়ং চৈতদনন্তরম্।।৩৫
 ঔত্তমস্য পরিসংখ্যাতঃ সর্গঃ স্বারোচিষেণ তু।
 বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ তামসাংস্তান্নিবোধত।।৩৬
 চতুর্থে ত্বথ পর্যায়ে তামসস্যাস্তরে মনোঃ।

প্রতর্দনের অনুগ। ইহঁরা সকলেই সূর্যের
 উপাসক। হংসস্বর, অহিহা, প্রতর্দন, যশস্কর,
 সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, হব্যবাহ হভাশন,
 সুচিন্ত, ও সুনয় এই দ্বাদশ জন শিবের অনুগ।
 এক্ষণে সত্যের অনুগগনের নাম যথায়থ শ্রবণ
 কর। দিকৃপতি, বাকৃপতি, বিশ্ব, শঙ্কু, স্বমুড়ীক,
 অধিপ, বর্চোধা, মুহ্য, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও
 আনন্দ, এই দ্বাদশজন সত্যের অনুগ। উত্তম
 মনুর সময় এই সকল দেবগণ সমুদ্ভূত
 হইয়াছিলেন। অনন্তর ঔত্তম মনুর পুত্রদিগের
 নাম কীর্তন করিতেছি। অজ, পরশু দিব্য,
 দিব্যৌষধি, নয়, বেদানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাব,
 ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল ও শুচি—
 এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা ঔত্তম মনুর পুত্র এবং
 এই সকল ঔত্তম মনুর পুত্র হইতেই ক্ষত্রবংশ
 বিজুত্বিলাভ করিয়াছে। স্বরোচিষ মনুর
 সৃষ্টিবিস্তারের অনুরূপই উত্তম মনুর সৃষ্টি বিস্তার

সত্যঃ স্বরূপাঃ সুধিয়ো হরয়শ্চতুরো গণাঃ।।
 পুলস্ত্যপুত্রস্য সূতাস্তামসস্যাস্তরে মনোঃ।
 গণস্ত তেষাং দেবানামেকৈকঃ পঞ্চবিংশকঃ।।
 ইন্দ্রিয়াণাং শতং যন্ধি মুনয়ঃ প্রতিজ্ঞানতে।
 সত্যপ্রাণাস্ত শীর্ষণ্যাস্তমশ্চৈবাস্টমস্তথা।
 ইন্দ্রিয়াণি তদা দেবা মনোস্তন্যাস্তরে স্মৃতাঃ।।
 তেষাঞ্চ প্রভুদেবানাং শিবিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্
 সপ্তর্ষয়োহস্তরে চৈব তান্নিবোধত সন্তমাঃ।।৪০
 কাব্যো হর্ষস্তথা চৈব কাশ্যপঃ পৃথুরৈর চ।
 আত্রেয়শ্চাগ্নিরিত্যেতর জ্যোতির্ধামা চ ভার্গবঃ
 পৌলহো বনপীঠশ্চ গোত্রবাসিষ্ঠ এব চ।
 চৈত্রস্তথাপি পৌলস্ত্য ঋষয়স্তামহেস্তরে।।৪২
 জনঘণ্টস্তথা শান্তিনরঃ খ্যাতির্ভয়স্তয়ো।
 প্রিয়ভূত্যা হ্যবন্ধিচ্চ পৃষ্ঠলোড়ো দৃঢ়োদ্যতঃ
 ঋতশ্চ ঋতবন্ধুশ্চ তামসম্য মনোঃ সূতাঃ।।৪৩
 পঞ্চমে ত্বথ পর্যায়ে মনোশ্চারিষ্যবেহস্তরে।
 গণাস্ত সূসমাখ্যাতা দেবতানাং নিবোধত।।৪৪

জানিবেন। অনন্তর চতুর্থ তামস মনুর বিষয়
 বিস্তার ক্রমে আনুপূর্বিক পরিজ্ঞাত হউন। সত্য,
 স্বরূপ, সুধী ও হরি, তামস মন্বন্তরের এই
 চারিটি দেবগণ। উহার এক একটি গণে
 পঞ্চবিংশতি দেবতা। এই মন্বন্তরে পুলস্ত্যানন্দন
 রাক্ষসগণের প্রাদুর্ভাব হয়। মুনিগণ যে একশত
 ইন্দ্রিয় স্বীকার করিয়াছেন, সেই একশত ইন্দ্রিয়ই
 পূর্বোক্ত সত্যাদিগণচতুষ্টয়ের দেবতা এবং ঐ
 সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রভু প্রতাপবান্ শিবি—এই
 মন্বন্তরের ইন্দ্র। এক্ষণে এই মন্বন্তরের
 সপ্তর্ষিগণের নাম অভিহিত হইতেছে। ২৪—
 ৪০। কাব্য, হর্ষ, কাশ্যপ, পৃথু, আত্রেয়, অগ্নি
 ও জ্যোতির্ধামা, ইহঁরা সপ্তর্ষি। এতদ্ভিন্ন ভার্গব,
 পৌলহ, বশিষ্ঠগোত্রীয় বনপীঠ, চৈত্র এবং পৌল
 ইহঁরা ঋষি! হে ঋষিগণ! জনঘণ্ট, শান্তি, নর,
 খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভূত্যা, অবন্ধি, দৃঢ় উদ্যমশীল
 পৃষ্ঠলোড়, ঋত বেং ঋতবন্ধু, তামস মনুর
 পুত্র। অনন্তর পর্যায়াগত পঞ্চম বৈবতমন্বন্তরীয়

অমৃতাত্মাত্তরজোবিকুষ্ঠাঃ সসুমেধসঃ।
 চরিত্ত্বোক্ত শুভাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।
 চতুর্দশ চ চত্বারো গণাস্তেষাং তু ভাস্বরঃ।।৪৫
 স্বপ্নবিপ্রোহগ্নিভাসশ্চ প্রত্যেতিষ্ঠামৃতস্তথা।
 সুমতির্বাবিরাবশ্চ বাচিনোদঃপ্রবাস্তয়া।।৪৬
 প্রবিরাসী চ বাদশ্চ প্রাশশ্চেতি চতুর্দশ।
 অমৃতভাঃ স্মৃতা হ্যেতে দেবশ্চরিত্ত্বোহবেহস্তরে
 মতিশ্চসুমতিশ্চৈব ঋতসতৌ তথৈব চ।
 আবৃতিবিবৃতিশ্চৈব মদো বিনয় এব চ।।৪৮
 জেতা জিষ্ণুঃ সহশ্চৈব দ্যুতিমান্ শ্রবসস্তথা।
 ইত্যেতানীহ নামানি আভূতরজসাং বিদুঃ।।৪৯
 বৃষভেশ্চ জপো ভীমঃ শুচির্দান্তো যশো দমঃ
 নাথো বিদ্বানজ্যেয়শ্চ কুশো গৌরো ধ্রুবস্তথা।।
 কীর্তিতাস্ত বিকুষ্ঠা বৈ সুমেধাংস্ত নিবোধত।।
 মেধা মেধাতিথিশ্চৈব সত্যমেধাস্তথৈব চ।
 পৃশ্চিমেধাশ্চমেধাশ্চ ভূয়োমেধাদয়ঃ প্রভুঃ।।৫১
 দীপ্তিমেধা যশোমেধা স্থিরমেধাস্তথৈব চ।

দেবগণের আখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই
 মন্বন্তরে সুমহাখ্যাত গণ এবং প্রজাপতি বশিষ্ঠ
 চরিত্ত্বের অমৃতাত্মা, ভূতরাজ, বিকুষ্ঠ এবং সুমেধা
 এই চারিজন সুশোভন পুত্র। ইহঁরা অমৃতাদি
 চারটি ভাস্করগণে বিভক্ত এবং ঐ গণে
 চতুর্দশজন দেবতা আছেন। এক্ষণে উহাদিগের
 নাম শ্রবণ করুন। স্বপ্ন-বিপ্র, অগ্নিভাস, প্রত্যেতিষ্ঠ
 অমৃত, সুপতি, বাবিরাব, বাচিনোদঃপ্রধা,
 প্রবিরাসী, বাদ, ও প্রাশ, ইত্যাদি চতুর্দশটি
 অমৃতভগণের অন্তর্গত। মতি, সুমতি, ঋত,
 সত্য, আবৃতি, বিবৃতি, মদ, বিনয়, নেতা, জিষ্ণু,
 সহ, দ্যুতিমান্ ও শ্রবস এই সকল ভূতরজের
 অন্তর্নিবিষ্ট। বৃষভেশ্চ, জয়, ভীম, শুচি, দান্ত,
 যজ্ঞ, দম, নাথ, বিদ্বান্, অজ্যেয়, কুশ, গৌর ও
 ধ্রুব, এ সকল সুমেধার অন্তর্গত বলিয়া কথিত
 এবং মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধা, পৃশ্চিমেধা,
 অজ্যমেধা, প্রভু ভূয়ো মেধা, দীপ্তিমেধা,

সর্বমেধাশ্চমেধাশ্চ প্রতিমেধাশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
 মেধাবান্মেধহর্তা চ কীর্তিতাস্ত সুমেধসঃ।।৫৩
 বিভূরিব্রহ্মদা তেযামাসীদ্বিক্রান্তপৌরুষঃ।
 পৌলস্ত্যো বেদবাহশ্চ যজুর্নামা চ কাশ্যপঃ।।
 হিরণ্যরোমাসিরসৌ বেদশ্রীশ্চৈব ভার্গবঃ।
 উর্দ্ধবাহশ্চ বাসিষ্ঠঃ পজ্জর্ন্যঃ পৌলহস্তথা।
 সত্যানেত্রস্তথাত্রেয়া ঋষয়ো রৈবতান্তরে।।৫৪
 মহাপুরাণসম্ভাব্যঃ প্রত্যঙ্গপরহা শুচিঃ।
 বলবন্ধুনিরামিত্রঃ কেতুভৃঙ্গো দৃঢ়ব্রতঃ।
 চরিত্ত্ববস্য পুত্রাস্তে পঞ্চমং চৈতদনন্তরম্।।৫৫
 স্বারোচিষোত্তমশ্চৈব তামসো রৈবতস্তথা।
 প্রিয়ব্রতাস্তথা হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা।।৫৬
 ষষ্ঠে ঋষথ পর্যায়ে দেবা যে চাক্ষুষেহস্তরে।
 আদ্যাঃ প্রসূতা ভাব্যাশ্চ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ
 মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ।।৫৭
 দিবৌকসঃ সর্গ এষ প্রোচ্যতে মাতৃনামতিঃ।
 অত্রৈঃ পুত্রস্য নপ্তার আরণ্য্য প্রজাপতেঃ।
 গণশ্চ তেষাং দেবানামেকৈকো হ্যষ্টকঃ স্মৃতঃ।।

যশোমেধা, স্থিরমেধা, সর্বমেধা, অশ্বমেধা,
 প্রতিমেধা, মেধাবান্ ও মেধাহর্তা এই সকল
 সুমেধার অন্তর্গত। বিখ্যাতপৌরুষ বিভূ এই
 মন্বন্তরের ইন্দ্র এবং পৌলস্ত্য, বেদবাহ, যজুঃ,
 কাশ্যপ, হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ভার্গব, উর্দ্ধবাহ,
 বাসিষ্ঠ, পজ্জর্ন্য, পৌলহ, সত্যানেত্র এবং আত্রেয়
 ইহঁরা রৈবতমন্বন্তরের ঋষি।।৪১—৫৪। এই
 মন্বন্তরে মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গপরহা শুচি,
 বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুভৃঙ্গ এবং দৃঢ়ব্রত, ইহঁরা
 চরিত্ত্ব প্রজাপতির পুত্র ইহঁরাছিলেন। এই যে
 স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত মনুর বিষয়
 কথিত হইল, এই মনুচতুষ্টয় প্রিয়ব্রতবংশে
 জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর পর্যায়গত ষষ্ঠ চাক্ষুষ
 মন্বন্তরের যে সকল দেবতা, তাঁহাদের বিষয়
 বলিতেছি। আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক, এবং
 লেখ, চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই পাঁচটি দেবগণ কথিত
 হয়। প্রজাপতি অত্রিয় পুত্র আরণ্যের পৌত্রগণেই

অন্তরিক্ষো বসুহয়ো হৃতিথিষ্চ প্রিয়ব্রতঃ।
 শ্রোতা মন্তা সুমন্তা চ আদ্যা হ্যেতে প্রকীর্তিতাঃ
 শ্যেনভদ্রস্তথা পশ্যঃ পথ্যেনেত্রো মহাযশাঃ।
 সুমনাশ্চ সুবেতাশ্চ রেবতঃ সুপ্রচেতসঃ।
 দ্যুতিশ্চৈব মহাসম্ভঃ প্রসৃত্যঃ পরিকীর্তিতাঃ।।
 বিজয়ঃ সুজয়শ্চৈব মনোদ্যানৌ তথৈব চ।
 সুমতিঃ সুপরিশ্চৈব বিজ্ঞাতোর্থপতিশ্চ যঃ।
 ভাব্যা হ্যেতে স্মৃতা দেবাঃ পৃথুকাংস্ত নিবোধত
 অজিষ্টঃ শাক্যনো দেবো বানপৃষ্ঠস্তথৈব চ।
 শঙ্করঃ সত্যধৃষ্ণুশ্চ বিষ্ণুশ্চ বিজয়স্তথা।
 অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাংস্তে দিবৌকসঃ।।৬২
 লেখাংস্তথা প্রবক্ষ্যামি ক্রবতো মে নিবোধত
 অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাংস্তে মহাযশাঃ।।৬৩
 বাতো ধ্রুবক্ষিতিশ্চৈব অদ্ভুতশ্চৈব বীর্যবান।
 অবনো বৃহস্পতিশ্চৈব লেখাঃ সম্পরিকীর্তিতাঃ
 মনোজবো মহাবীর্যস্তেষামিন্দ্রস্তদাভবৎ।
 উন্নতো ভার্গবশ্চৈব হরির্মহানঙ্গিরঃ সূতঃ।।৬৫

ঐ গণপঞ্চক বন্ধ হইয়াছে। ইহঁরা মাতৃনামে পরিচিত এবং ইহাদের সৃষ্টি একটি দেবসর্গ। এই গণপঞ্চকের প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া দেবতা আছেন। অন্তরীক্ষ, বসুহয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা ও সুমন্তা, ইহঁরা আদ্যগণে নিবন্ধ; শ্যেনভদ্র, পশ্য, মহাযশা পথ্যেনেত্র, সুমনা, সুচেতা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি এবং অর্থপতি, এই সকল দেবগণ ভাব্যার অন্তর্ভূত এবং অজিষ্ট, দেব শাক্যন, বানপৃষ্ঠ, শঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয় ও মহাভাগ অজিত ইহঁরা পৃথুক দেবগণ বলিয়া বিদিত হন। এক্ষণে লেখ নামক দেবতাগণে বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন; মনোজব, প্রঘাস, মহাযশা প্রচেতা, বাত, ধ্রুব, ক্ষিতি, বীর্যবান্ অদ্ভুত, অবন ও বৃহস্পতি, ইহঁরা লেখগণে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এই দেবগণের ইন্দ্র মহাবীর্য মনোজব উন্নত ভার্গব, অগ্নিরানন্দন হবির্ধান, কাশ্যপতনয় সুধামা, বশিষ্ঠ, বিরজ,

সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠা বিরজস্তথা।
 অতিমানশ্চ পৌলস্ত্যঃ সহিষ্ণুঃ পৌলহস্তথা।
 মধুরাত্নয় ইত্যোতে সপ্ত বৈ চাক্ষুষেহস্তরে।।৬৬
 উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কৃতিঃ।
 অগ্নিষ্ণুজতিরাত্নশ্চ সদ্যম্নশ্চেতি তে নব।।৬৭
 অভিমন্যুশ্চ দশমো নাড়বলেয়া মনোঃ সূতাঃ
 চাক্ষুষস্য সূতা হ্যেতে ষষ্ঠং চৈব তদন্তরম্।।
 বৈবস্বতেন সংখ্যাতস্তস্য সর্গো মহাস্মনঃ।
 বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ কথিতং বৈ মরা দ্বিজাঃ।।
 ঋষয় উচুঃ।

চাক্ষুষস্য তু দায়াদঃ সন্তুতঃ কশ্যাবাঘয়ে।
 তস্যাম্ববায়ে যেহপ্যান্যো তস্মো ব্রাহ্মি যতীতথম্
 সূত উবাচ।

চাক্ষুষস্য নিসর্গস্ত সমাসাচ্ছোতুমর্হথ।
 তস্যাম্ববায়ে সন্তুতঃ পৃথুর্বেন্যঃ প্রতাপবান্।।
 প্রজানাং পতয়শ্চান্যো দক্ষঃ প্রাচেতস্তথা।

মানধন পৌলস্ত্য, সহিষ্ণু পৌলহ এবং মধুরাত্নেয়—চাক্ষুষ মন্বন্তরের এই সাতজন ঋষি। উরু, পুরু, তপস্বী, সত্যবাক্, কৃতি, শতদ্যুম্ন, অগ্নিষ্ণু, অতিরাত্ন ও সুদ্যুম্ন এনিয়জন এবং দশম অভিমন্যু এই কয়জন ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর পুত্র; ইহঁরা নড়লেয়বংশসন্তুত মনু বলিয়া কথিত। এই মহাত্মা চাক্ষুষ মনুর সৃষ্টিবিস্তার বৈবস্বত মনুর তুল্য বলিয়া পরিসংখ্যাত। হে দ্বিজগণ! বিস্তৃতরূপে আনুপূর্ব্বিক এ সকল আপনাদের নিকট আমি বলিয়াছি। ৫৫—৬৯। ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন, — কশ্যপের বংশে চাক্ষুষ মনুগ যেন সকল বংশধর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সকল বংশে অপর যাঁহারা সন্তুত হইয়াছেন; আপনি তাঁহাদের বিবরণ আমাদের নিকট যথায়থ কীর্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—চাক্ষুষ মনুর সৃষ্টি সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। চাক্ষুষ মনুর বংশে বেননন্দন প্রতাপবান্ পৃথ, প্রজাপতি দক্ষ এবং অন্যান্য

উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ॥৭২
 দক্ষকস্য তু পুত্রোহস্য রাজাহ্যসীৎ প্রজাপতেঃ
 স্বায়ত্ত্বেন মনুনা দস্তোহত্রোঃ কারণং প্রতি ॥
 মনুস্তরমথাসাদ্য ভবিষ্যৎ চাক্ষুষস্য হ।
 যষ্ঠং তদনুবক্ষ্যামি উপোদঘাতেন বৈ দ্বিজাঃ
 উত্তানপাদাচ্চতুরা সুনতা চিত্তভাবিনী।
 ধর্মস্য কন্যা ধর্মজ্ঞা সুনতা নাম বিহুতা ॥৭৫
 উৎপন্ন্য চাধিধর্মোণ ধ্রুবস্য জননী শুভা।
 ধর্মস্য পত্ন্যাং লক্ষ্ম্যাং বৈ উৎপন্ন সা শুচিস্মিতা
 ধ্রুবঞ্চ কীর্তিমন্তুঞ্চ অয়ম্মন্তং বসুং তথা।
 উত্তানপাদোহজনয়ৎ কন্যে দ্বৈ চ শুচিস্মিতে ॥
 মনস্বিনীং স্বরাষ্ট্বেব তয়োঃ পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি দশ দিব্যানি বীর্য্যবান্।
 তপস্তপে নিরাহারঃ প্রার্থয়ন্ বিপুলং যশঃ ॥৭৭
 ত্রেতাযুগে তু প্রথমে পৌত্রঃ স্বায়ত্ত্বস্য সঃ।
 আত্মানং ধারায়ন্ যোগাৎ প্রার্থয়ন্ সুমহাশয়ঃ

প্রজাপতিগণ ও প্রাচৈতদগণ জন্ম গ্রহণ করেন।
 স্বায়ত্ত্ব মনুস্তরে স্বায়ত্ত্ব মনু কর্তৃক সৃষ্টির জন্য
 আদিষ্ট হইয়া দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে উত্তানপাদকে
 সৃষ্টি করেন। অত্রি ঐ উত্তানপাদকে তৎকালে
 পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! প্রথমে
 এই মনুস্তরের বিষয় কীর্তন করিতেছি, উদাহরণাদি
 দ্বারা ভাবী যষ্ঠ মনুস্তরের বিবরণ ইহার পরে
 বলিব। ধর্মের ঔরসে তদীয় পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে
 যে সুনতা নামে শুচিস্মিতা ধর্মজ্ঞা, বিখ্যাত
 কন্যা উৎপন্ন হন, সেই ধর্মকন্যা চতুরা
 চিত্তভাবিনী সুনতার গর্ভে রাজা উত্তানপাদি হইতে
 ধ্রুব কীর্তিমান্ আয়ুত্মান্ এবং ধনবান্ ছিলেন।
 মনস্বিনী ও স্বরা নামে রাজা উত্তানপাদের আরও
 দুইটি কন্যা জন্মে, ঐ কন্যাদ্বয় পরম পুতচরিত্র
 ছিলেন; ইহাদের স্বস্তান-সন্ততির বিষয় পূর্বেই
 কথিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে স্বায়ত্ত্বর
 মনুর পৌত্র বীর্য্যবান্ ধ্রুব নিরাহারে দিব্য অযুত

তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতোজ্যোতিষাং
 স্থানমুত্তমম্।
 আভূতসংপ্রবং হৃদ্যমস্তোদয়বিবর্জিতম্ ॥৭৯
 তস্যা তমাত্রামৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য হ।
 দৈত্যাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ।
 অহোহস্য তপস্যো বীর্য্যমহে শ্রুতমহো হতম্
 হিতঃ সপ্তর্ষয়ঃ কৃত্বা যদেনমুপরি ধ্রুবম্ ॥
 ধ্রুবং দিবং সমাসক্তমীশ্বরঃ স দিবস্পতিঃ।
 ধ্রুবাৎ পৃষ্ঠিঞ্চ ভব্যঞ্চ ভূমিঃ সা সুষুবে নৃপৌ।
 স্বাং ছায়ামাহ বৈ পৃষ্ঠির্ভব নারী তু তাং বিভূঃ
 সত্যাবিব্যাহতে তস্য সন্যঃ স্ত্রী সাভবন্তদা।
 দিব্যসংহননাচ্ছায়া দিব্যাভরণভূষিতা ॥৮৩
 ছায়ামাং পৃষ্ঠিরাধন্ত পঞ্চ পূজানকম্মাখান্।
 প্রাচীনগর্ভং বৃষকংবৃকঞ্চ বৃকলং ধৃতিম্ ॥৮৪
 পত্নী প্রাচীনগর্ভস্য সুবর্চা সুষুবে নৃপম্।

বৎসর তপস্যা করেন। তিনি যোগ দ্বারা স্বীয়
 আত্মাকে ধারণপূর্বক সুমহান্ যশোলাভের জন্য
 তপস্যা করিলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায়
 প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অস্তোদয় বিবর্জিত
 জ্যোতিষ্কমণ্ডলের উত্তম মনোরম স্থান ধ্রুবলোক
 প্রদান করেন ৭০—৯৭। ইহার অতিমাত্র
 তপঃসমৃদ্ধি ও মাহাত্ম্য দর্শনে দৈত্যদানবগণের
 আচার্য্য ও ব্রহ্মাচার্য্য তৎকালে এইরূপ একটি
 শ্লোকগাথা গান করিয়াছিলেন,—“অহো! ইহার
 কি তপোবল! কি বেদবিদ্যা! কি হতাশন-সেবা?
 অহো! দিবস্পতি সক্ষাৎ ঈশ্বর এই ধ্রুব,
 সপ্তর্ষিগণকেও পশ্চাদ্গত করিয়া তাঁহাদের
 উপরিস্থিত ধ্রুব-স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।
 ভূমি, ধ্রুব হইতে তৃষ্টি ও ভব্যনামক নৃপদ্বয়কে
 প্রস্তাব করেন। বিভূ তৃষ্টি স্বীয় ছায়াকে “তুমি
 একটি নারীরূপ ধারণ কর’ এই সত্যবাক্য
 বলিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছায়া দিব্যাভরণভূষিতা,
 মনোহর দেহাবয়বশালিনী স্ত্রীরূপে পরিণতা

নাম্নোদারধিয়ং পুত্রমিদ্রোয়ঃ পূর্বজন্মানি। ৮৫
সংবৎসরসহস্রান্তে সৰ্বদাহারমাহাৎ।
এবং মন্বন্তরং যুক্তমিদ্রত্বং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ। ৮৬
উদারধেঃ সূতং ভদ্রাজনয়ৎ সা দিবঞ্জয়ম্।
রিপুং রিপুঞ্জয়ং জজ্ঞে বরাদী সা দিবঞ্জয়াৎ।।
রিপোরাধন্ত বৃহতী চাক্ষুষং সৰ্বতেজসম্।
তস্য পুত্রো মনুবিদ্বান্ ব্রহ্মক্ষত্রপ্রবর্তকঃ। ৮৮
ব্যজীজনং পুঙ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষং মনুম্
প্রজাপতেরাষ্ট্রজায়ামরণ্যস্য মহাম্বনঃ। ৮৯
চাক্ষুষং নাম বিখ্যাতং মনুং ধর্মার্থকোবিদম্।
মনোরজায়ন্ত দশ নড়লায়াং শুভাঃ সূতাঃ।
কন্যায়াং বৈ মহাভাগ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।।
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্কবিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুমগ্ধশ্চেতি তে নব।
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড়লায়াং মনোঃ সূতঃ।।
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ যড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্।

হইলেন। তুষ্টি ছায়ার গর্ভে বীর্য্যধান করিলে
প্রাচীনগর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল এবং ধৃতি এই
পুণ্যবান্ পাঁচ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীনগর্ভের
পত্নী সুবর্চা রাজা উদারধী নামক এক পুত্র প্রসব
করেন। এই উদারধী পূর্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন।
ইনি সহস্র সংবৎসরান্তে একবার মাত্র আহার
করিতেন বলিয়া মন্বন্তরকালে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। উদারধী তৎপত্নী ভদ্রা দিবঞ্জয়কে
প্রসব করেন। এই দিবঞ্জয় হইতে বরাদীর গর্ভে
রিপু এবং রিপুঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করেন। রিপুর
পত্নী বৃহতী। রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভে
ব্রহ্মক্ষত্র প্রবর্তক সৰ্বতেজোময় বিদ্বান্
ধর্মার্থকোবিদ বিখ্যাত চাক্ষুষ মনু, জন্মলাভ
করেন। হে মহাভাগগণ! প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি
বারুণ পুঙ্করিণীতে জন্মগ্রহণ করেন। বৈরাজ
প্রজাপতি মহাত্মা অরণ্যের কন্যা নড়লা এই
চাক্ষুষপত্নী। এই নড়লার গর্ভে চাক্ষুষ মনুর
ঔরসে উরু, পুরু, তপস্বী শতদ্যুম্ন, সত্যবাক্ক
কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র ও সুদ্যয় এবং অভিমন্যু

অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ঋতুক্রমসিরসং শিবম্।।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেনমেকং ব্যজায়ত।
অপচারেণ বেনস্য প্রকোপঃ সূমহাভূৎ। ৯৩
প্রজার্থম্বয়ন্তস্য মমদ্বুর্দাক্ষিণং করম্।
বেনস্য পানৌ মথিতে সম্বভূব মহান্ধপঃ।
বৈন্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্তিতঃ
স ধর্মো কবচী জাতস্তেজসা প্রজ্বলম্বিব।
পৃথুর্বেন্যঃ সৰ্বলোকান্ ররক্ষ ক্ষত্রপূর্বজঃ। ৯৪
রাজসূয়াভিযুক্তানামাদ্যঃ স পৃথুঃ পরিকীর্তিতঃ
তস্য স্তবার্থমুৎপন্নৌ নির্ভুলৌ সূতমাগমৌ। ৯৫
তেনেয়ং গৌর্মহারাজ্ঞা দুজ্জা সস্যানি ধীমতা।
প্রজানাং বৃত্তকামানাং দৈবৈষ্ম যিগণৈঃ সহ। ৯৬
পিতৃভির্দানবৈশ্চব গন্ধর্ব্বৈরঙ্গরোগণৈঃ।
সর্বৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরন্তিঃ পর্বতেত্তথা।।
তেষু তেষু তু পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা।

এই দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। উরু হইতে
আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ঋতু,
অসিরা ও শিব এই মহাপ্রভাবশালী ছয় পুত্র
জন্মে। অঙ্গ হইতে সুনীথার গর্ভে মেননামক
এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বেন রাজার অত্যাচারে
প্রজাগণ অত্যন্ত কুপিত হইলে প্রজারক্ষণার্থ
ঋষিগণ ইহঁদের দক্ষিণ বাহু মস্থন করেন। সেই
মথিত বেন বাহু হইতে মহারাজ মহীপাল
বেনতনয় পৃথুর জন্ম হয়। ধনু ও কবচযুক্ত
সেই পৃথু জাতমাত্র প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় শোভা
ধারণ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণের অগ্রজ পৃথু নিখিল
প্রজাকে পালন করিয়াছিলেন এবং এই
বসুধাধিপই রাজসূয়াদি অভিষেকের প্রথম
প্রবর্তক। ইহঁাকে স্তব করিবার জন্য সুনিপুণ
সূত মাগধগণ নিযুক্ত ছিল। এই ধীমান মহারাজ
পৃথুই প্রজাগণের বৃত্তি কামনায় গোরূপধারিণী
পৃথিবীকে দোহন করিয়া তাঁহাকে শস্যশালিনী
করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে দেবগণ ও ঋষিগণ
দ্বারা তৎপর ক্রমে পিতৃগণ, দানবগণ,
গন্ধর্ব্বগণ, অঙ্গরোগণ, নিখিল পুণ্য জনগণ,

প্রাদাদ্যথৈজিতং ক্ষীরং তেন লোকাংস্তদ্বারায়ৎ
ঋষয় উচুঃ।

বিস্তরেণ পৃথোজন্ম কীর্ত্তস্বৈ মহামতে।
যথা মহাত্মনা দুগ্ধ পূর্ব্বং তেন বসুন্ধরা ॥৯৯
যতা দেবৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা ব্রহ্মা যতিঃ সহ।
যথা মক্ষৈঃ সগন্ধকৈবরস্পরোভর্যথা পুরা।
যথাযথা চ তৈদুগ্ধ বিবিনা যেন যেন চ ॥১০০
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ দোদ্ধারং ক্ষীরমেব চ
তথা বৎসবিশেষাংশ্চ তন্নঃ গত্রাহি পৃচ্ছতাম্ ॥
যদ্বিংশ্চ কারণে পাণর্বেনস্য মথিতঃ পুরা।
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিঃ পূর্ব্বং তৎসর্ব্বং কথয়স্ব নঃ ॥

সূত উবাচ।

বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রাঃ পৃথোর্বেনস্য সত্ত্ববম্।
একাগ্রাঃ প্রযতাশ্চৈব শুক্রাষধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাওচেন্নাপি পাপায় নাশিয়ায়াহিতায় চ।
বর্ণয়েয়মিমং পুণ্যং নাত্রতার কথঞ্চন ॥১০৪

বীরুধ, পর্ব্বত; এই সকল দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে
ধরিত্রীর দোহন করাইয়াছিলেন। পৃথু কর্তৃক বসুধা
এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া প্রত্যেক পাত্রেই অতীম্পিত
ক্ষীর প্রদান করিলেন এবং সেই ক্ষীরপানেই
ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত হইল। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে মহামতে। পূর্ব্বকালে সেই যে
মহাত্মা পৃথু বসুধা দোন করিয়াছিলেন, তাঁহার
জন্ম এবং তিনি দেব, নাগ, ব্রহ্মর্ষি যক্ষ ও
সগন্ধর্ব্ব অম্পরোগণ দ্বারা যে যেরূপে দোহন
করান ও এই দোহন কার্য্যের পাত্র, দোদ্ধা, ক্ষীর
ও বৎস কি কি ছিল, এ সকল জানিবার জন্য
আমাদিগের অভিলাষ হইতেছে, অতএব
বিস্তারপূর্ব্বক এই সকল বিবরণ এবং পূর্ব্বকালে
যে কারণে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেনপাণি মথিত
করেন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।
সূত উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রগণ! বেনের
উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, হে
দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা প্রযত হইয়া একাগ্রমনে
শ্রবণ করুন। অশুচি, পাপী, অহিতকারী বা

স্বর্গং যশস্যমায়ুস্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
রহস্যমুযিভিঃ প্রোক্তং শৃণুয়াদ্যোহনসূয়কঃ।
যশ্চেয়ং শ্রাব্ষেন্নমর্ত্তাঃ পৃথোর্বেন্যস্য সত্ত্ববম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃষ্ণাকৃতম্
গোপ্তা ধর্ম্মস্য রাজাসৌ বভূবাত্রিসমঃ প্রভুঃ ॥
অত্রিবং শসমুৎপন্নো হ্যসৌ নাম প্রজাপতিঃ।
যস্য পুত্রোহভবদ্বেনো নাত্যর্থ ধার্ম্মিকস্তথা ॥
জাতো মৃত্যুসুতায়্যং বৈ সুনীধায়াং প্রজাপতিঃ
স মাতামহদোষেণ বেনঃ কালাত্মজাশ্বজঃ ॥
স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃতা কামাশ্চোভে ব্যবর্ত্তত।
স্থাপনং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাপেতং স পার্থিবঃ ॥
বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হৃদধর্ম্মে নিরতোহভবৎ।
নিঃস্বাধ্যায়ববট্কারাঃ প্রজাস্তম্ভিন্ প্রশাসতি

ব্রতহীন ব্যক্তি এবং নিজ শিষ্য ভিন্ন অপর
কাহাকেও এই আখ্যান বলা বিধেয় নহে।
স্বর্গজনক যশস্য অঅয়ুধ্য পুণ্য, বেদ-সম্মিত,
গোপনীয়, ঋষিগণ-কথিত এই আখ্যান,
অসুয়াবিহীন ব্যক্তিই শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি
ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক এই বেন ও পৃথু-
জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করান, তাঁহার কৃতাকৃত
কিছুই থাকে না। রাজা যেন অত্রির ন্যায়
প্রভাবসম্পন্ন ও ধর্ম্মেণ রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন।
৮০—১০৬। অত্রিবংশে প্রজাপতি অঙ্গ
সমুৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র বেন। এই বেনের
মত অধার্ম্মিক তৎকালে কেহই ছিলেন না।
প্রজাপতি অঙ্গ মৃত্যুর কন্যা অ সুনীথার পাণিগ্রহণ
করেন। ঐ সুনীথার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ
সুনীথার গর্ভেই অঙ্গের ঔরসে বেনের জন্ম
হয়। কালকন্যার গর্ভজাত বেণ মাতামহদোষে
ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হন
এবং তিনি লোভাকুষ্ট হইয়া পরেন। বেন বেদশাস্ত্র
অতিক্রমপূর্ব্বক অধর্ম্মনিরত হইয়া রাজ্যমধ্যে
শাস্ত্রবিগহিত মত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার
শাসন সময়ে রাজ্য হইতে বেদ্যাধ্যয়ন ও
ববট্কার তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে
যজ্ঞে আশ্রয় প্রদত্ত হইত না এবং দেবগণও

আসন্ন চ পুপুঃ সোমং হতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ।।
ন যষ্টব্যং ন হোতবামিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা কুরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে
অহমিজ্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্বযজ্ঞে দিনবজ্জাতিভিঃ।
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতবামিত্যপি।।
ভমতিক্রান্তমর্যাদমাদানমসাম্প্রতম্।
উচুমহর্ষয়ঃ সর্বৈ মরীচিপ্রবাস্তথা।।১১৩
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সাবৎসরশতান বহুন্
মাধর্ম্যং বেন কাষীক্সং নৈষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ।
নিধনে চ প্রসূতোহসি প্রজাপতিরসংশয়ঃ।।১১৪
পালয়িষ্যে প্রজাশ্চেতি ত্বয়া পূর্বং প্রতিশ্রুতম্
তাংস্তথাবাদিনঃ সর্বান ব্রহ্মসীনব্রবীন্দা।।
স প্রহস্য তু দুবুদ্ধিরিদং বচনকোবিদঃ।
ঐষ্টা ধর্মস্য কচ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া।।
বীর্যশ্রুততপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি।

সোমপানে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। “কেহ যজ্ঞ
করিও না, কেহ হতাশনে আহুতি প্রদান করিও
না” আসন্নমৃত্যু বেনের এইরূপ ক্রুর প্রতিজ্ঞা
ছিল। তিনি বলিতেন,—“আমিই যজ্ঞ, আমিই
পূজ্য, বিজ্জাতিগণকর্তৃক সকল যজ্ঞে আমিই
পূজিত; অতএব তোমারা আমাকেই পূজা কর।
আমাতেই আহুতি প্রদান কর।” অনন্তর
মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই অতিক্রান্ত-মর্যাদ
অবিনয়ী বেনকে বলিলেন,—হে বেন! আমরা
বহু-শত বৎসরসাধ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বাস
করিব। তুমি কোনও অধর্ম আচারণ করিও না।
কেন না, তুমি যাহা করিতেছ, ইহা সনাতন ধর্ম
নহে। আরও দেখ, তুমি প্রজাপালন করিবে,
পূর্বকালে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এখন
কিনা তুমি প্রজাপতি হইয়া প্রজাকুলের
নিধনবাসনায় অব্যুথিত হইয়াছ। ব্রহ্মর্ষিগণ
তৎকালে এইরূপ বলিলে বচনবিশারদ দুবুদ্ধি
যেন হাস্য পূর্বক তাঁহাদিগের করার এইরূপ
উত্তর করিল,—আমি ভিন্ন অন্যকে আর ধর্মের
ঐষ্টা আছে, আর আমার শ্রোতব্যই বা কি! এ

মহাত্মানমনুনং মাং যুয়ং জ্ঞানীত তদ্বতঃ।।১১৭
প্রভবঃ সর্বলোকানাং ধর্ম্যাণাং চ বিশেষতঃ।
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জ্বলেন বা।
সৃজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্য্য বিচারণা।।
যদান শক্যতে স্তম্বান্মানাচনচ ভূশমোহিতঃ
অনুনেতুং নৃপো বেনস্ততঃ ক্রুদ্ধা
মহর্ষয়ঃ।।১১৯
নিগৃহ্য তং মহাবাহুং বিধ্বস্তুং যথানলম্।
ততোহস্য বামহস্তং তে মমস্থূর্ভূশকোপিতাঃ।
তস্মাৎ প্রমথ্যমানদ্বৈ জ্বজে পূর্বমভিশ্রুতঃ
হুত্বোহতিমাত্রং পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি তথা দ্বিজাঃ
স ভীতঃ প্রাজ্জলিশ্চৈব স্থিতবান্ ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ
তমার্শু বিহুলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রবন্ কিল।।
নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূবানস্তবিক্রমঃ।

সংসারে বীর্য্য, বিদ্যা, তপস্যা সত্যে কে আমার
সন্তান! আপনারা সত্যসত্যই জানিবেন,—আমি
মহাত্মা এবং কোন জন হইতেই আমি ন্যূন
নহি। নিখিল লোক ও বিশেষতঃ ধর্ম আমা
হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে
এই পৃথিবীকে দহ্ব বা জলদ্বারা প্লাবিত করিতে
পারি; অথবা আমি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি বা
গ্রাসও করিতে পারি। ইহাতে কোন সংশয়
করিবেন না। ১০৭—১১৮। অনন্তর মহর্ষিগণ
যখন অতি দস্তী, অভিমানী ও অতি মোহাচ্ছন্ন
বেনকে বশে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইলেন,
তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অনলগে ন্যায় প্রদীপ্ত
মহাবাহু বেনকে গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত
রোষসহকারে তদীয় বামবাহু মছন করিতে
লাগিলেন। অনন্তর হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ তাঁহার
বামবাহু মথিত করিতে থাকিলে সেই মথ্যমান
বাহু হইতে এক অতিবৃষ্ণ কৃষ্ণকায় পুরুষ
জন্মগ্রহণ করিল। ঐ পুরুষ ভীত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয়
হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক অবস্থিত হইলে সেই
বিহুল আর্শু পুরুষকে সন্নির্শন করিয়া মহর্ষিগণ
“নিষীদ” এই কথা বলিলেন। অনন্তর বেনের

ধীবরানসৃজৎনোহপি বেনকশ্বষসন্তবান্।।১২৩
 যে চানো বিজ্ঞানিলয়াস্তুশুরাস্তবরাঃ খসাঃ।
 অধর্মকচয়শ্চাপি সন্তুতা বেনকশ্বষাৎ।।১২৪
 পুনর্মহর্ষয়ন্তস্য পাণিং বেনস্য দক্ষিণম্।
 অরণীমিব যসংরস্তান্মমহুর্জাতযন্যবঃ।।১২৫
 পৃথুস্তম্বাৎ সমুৎপন্নঃ করাম্ফালনতেজসঃ।
 পৃথোঃ করতলাদ্যপি যস্মাজ্জাতঃ পৃথুস্ততঃ
 দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিবোজ্জ্বলন্।।১২৬
 আদ্যমাজ্জগবৎ নাম ধনুর্গৃহ্য মরারবম্।
 শরাংশ্চ বিজ্রম্কার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্।।১২৭
 তস্মিন্ জাতেহথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ
 সমুৎপন্নে মহারাজি স সৎপুত্রেণ ধীমতা।
 ত্রাতঃ স পুরুষব্যগ্রঃ পুম্নান্নো নরকান্তলা।।
 তং নদ্যশ্চ সমুদ্রাশ্চ রত্নান্যাদায় সর্বশঃ।
 অভিষেকায় তোয়ং চ সর্ব এবোপতস্থিরে।।

পাল হইতে সন্তুত সেই অনন্তবিক্রম পুরুষ
 নিষাদগণের বংশকর্ত্তা হইয়া অনেক ধীবর সৃষ্টি
 করিল। পরে ঐ পুরুষ হইতে অধর্মরুচি তুশুর,
 তুবর ও খসগণ সমুৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞাপর্বতে
 বাস করিতে লাগিল। অতঃপর জুহু মহর্ষিগণ
 পুনরায় অরণীর ন্যায় বেনের দক্ষিণ পাণি মছন
 করিলে আত্মলিত সমতল করতলের তেজ
 হইতে এক পুরুষ জন্ম করিলেন। পৃথু করতল
 হইতে জন্ম হয় বলিয়া ইহঁর নাম হইল পৃথু।
 এই পুরুষপ্রবর স্বীয় বপু-দ্বারা দীপ্যমান হইয়া
 জাজ্জল্যমান বহির ন্যায় শোভা পাইতে
 লাগিলেন। ইনি আজগব নামক মহানিধন ধনু,
 প্রজাগণের রক্ষণার্থ শর এবং মহাপ্রভাবশালী
 কবচ ধারণ করিয়া আকির্ভূত হইলেন। এই
 মহাপুরুষের আবির্ভাবে নিখিল প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট
 হইল এবং এই মহারাজ অবজীর্ণ হইলে
 পুরুষশার্দূল রাজর্ষি বেনও সৎপুত্র দ্বারা
 পুম্নাশ্বিনরক হইতে পরিত্রাপ লাভ করিয়া স্বর্গে
 গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার অভিষেকের

পিতামহশ্চ ভগবানঙ্গিরোভিঃ সহামরৈঃ।
 স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্বশঃ।।১৩১
 সমাগম্য তদা বৈন্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্।
 মহতা রাজরাজ্যেন মহারাজং মহাদ্যুতিম্।।
 সোহভিষিক্তো মহারাজো দেবৈরঙ্গিরসঃ সুতৈঃ
 আদিরাজো মহারাজঃ পৃথুবৈন্যঃ প্রতাপবান্
 পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ।।
 আপত্তস্তিরে চাস্য সমুদ্রমভিষাস্যতঃ।
 পর্বতাশ্চ বিশীর্ঘ্যস্ত ধ্বজভঙ্গশ্চ
 নাভবৎ।।১৩৫
 অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিত্তয়া।
 সর্বকামদুঘা গবিঃ পুটকে পুটকে মধু।।১৩৬
 এতস্মিন্বেব কালে চ যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।

জন্ম সকল দিক্ হইতে নদী ও সাগরসমূহ
 রত্নাদি ও জল আনয়নপূর্বক তাঁহার উপাসনা
 করিতে লাগিল। অঙ্গিরা ও অপরাপর
 অমরনিকর সহ ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা, এমন
 কি নিখিল স্থাবর জঙ্গম তথায় আগমনপূর্বক
 সেই নরাধিপ পৃথুর অভিষেকক্রিয়া সমাধা
 করিলেন। আদিরাজ মহারাজ বেনতনয়
 প্রতাপবান্ পৃথু—দেব ও অঙ্গিরার তনয়গণ
 কর্ত্তক অভিষিক্ত হইয়া এই বিপুল পৃথিবীরজ্যে
 মহারাজ শ্রীসমপন্ন হইলেন। ১১৯—১৩৩।
 পিতা কর্ত্তক উৎপীড়িত প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত
 করিয়া পৃথু তৎকালে প্রজাপুরাগবশে রাজা
 আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পালনগুণে
 সমুদ্রগামী জল আর শুষ্কিত হইল না, পর্বতগণ
 বিশীর্ণ বা ধ্বজভঙ্গ হইল না। পৃথিবী বিনাকর্ম্মণে
 কেবল চিন্তামাত্রেই প্রচু শস্য প্রদান করিতে
 লাগিল। গোগণ নিখিল কাম্যবস্তু প্রদান করিল
 এবং প্রতিপাত্রেই মধু সঞ্চিত হইতে থাকিল।
 এই সময় পিতামহ ব্রহ্মা একটি শোভন যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করেন। তখন সূতী হইতে সূত জন্মগ্রহণ
 করে; অনন্তর এই সূত-জন্মদিনে যজ্ঞ হইতে

সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যোহহনি মহামতিঃ
তন্নিম্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধঃ
সামগেষু তু গায়ত্ৰসু শুগ্ভাণ্ডে বৈশ্বদেবকে।
সামগানে সমুৎপন্নস্তান্মাগধ উচ্যতে।
ঐন্দ্রেন হবিষা চাপি হবিঃ পুস্তং বৃহস্পতেঃ।
জুহাবেন্দ্রায় দেবেন ততঃ সূতো ব্যজায়ত।।
প্রমাদস্তত্র সজ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং চ কৰ্মসু।
শিষ্যহবোন যৎপুস্তমভিতৃতং গুরোহবিঃ।
অধরোস্তরচায়েণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্।।১৩৯
যচ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্ভ্রান্মণ্যং হীনযোনিতঃ।
সূতঃ পূৰ্বেণ সাধৰ্ম্ম্যাঙ্কুল্যধৰ্ম্মা প্রকীৰ্ত্তিতঃ।।
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধৰ্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্।
বথনাগাশ্চচরিতং জঘন্যং চ চিকিৎসিতম্।।
পৃথোস্তবার্থং তৌ তত্র সমাহুতৌ সুরযিভিঃ।

মহামতি মাগধ ও সমুৎপন্ন হয়। এই যজ্ঞে সাম
গীত হইতে থাকিলে তচ্ছ বণে হোতা অন্যমনস্ক
হইয়া বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় ঋক্ভাণ্ডে ঐন্দ্র হবি
বৃহস্পতি হবির সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া ইন্দ্রের
উদ্দেশ্যে হবন করায় সূত জন্মগ্রহণ করেন।
সামগান কালে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অপর
উৎপন্ন পুরুষের নাম হয় মাগধ। পূৰ্বোক্ত
প্রমাদহেতু এই যজ্ঞক্রিয়ায় বিশ্বদেব ও ইন্দ্র এই
শিষ্যের হবির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় গুরুর হবিঃ
অভিতৃত হইয়াছিল; এজন্য পাপসঞ্চয় হয়।
যজ্ঞের এই বিপরীত অপচার হেতুই ইহাদের
জাতিবিকৃতি ঘটিয়াছিল। এই সূত ক্ষত্রিয় হইতে
হীন যোনি-জাত হইলেও যজ্ঞপ্রভব বলিয়াই
ব্রহ্মান্য সম্পন্ন হয়। সূতরাং ব্রাহ্মণ্য ধৰ্ম্মই ইহাদের
নিজ ধৰ্ম্ম বলিয়া প্রধানরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে।
ক্ষত্রধৰ্ম্ম দ্বারা জীবনধারণ করা ইহাদের মধ্যম
ধৰ্ম্ম এবং রথ-গজাদির পরিচালন, চরিত্রকীৰ্ত্তন
ও চিকিৎসা এ সকল তাহাদের জঘন্যবৃত্তি।
সুরযিগণ রাজা পৃথুর স্তব করিবার জন্য ইহাদিগকে
আহ্বান করেন এবং “তোমরা এই রাজার স্তব

তাবচুৰ্মনয়ঃ সৰ্ব্বৈঃ স্তয়তামেষ পার্থিবঃ।
কস্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্।।
তাবুচতুস্তদা সৰ্ব্বাংস্তানুধীন সূতমাগবৌ।
আবাং দেবানুধীংশ্চৈব শ্রীগয়াবঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ।।
ন চাস্য কৰ্ম্মবে বিদ্বো ন তথা লক্ষণং যশঃ।
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্য্যাবো রাজ্ঞস্তেজস্বিনো
দ্বিজাঃ।।১৪৪

ঋষিভিষ্ঠৌ নিযুক্তৌ তু ভবিষ্যেঃ স্তয়তামিতি
দানধৰ্ম্মরতো নিত্যং সত্যবাক্ সঞ্জিতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানশীলো বদান্যস্ত সংগ্রামেষ পরাজিতঃ।।
যানি কৰ্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুশ্চাপি মহাবলঃ।
তানি শীলেন বদ্ধানি স্তবস্তিঃ সূতমাগধৈঃ।।
ততস্তবাস্তে সুশ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ
অনুপদেশং সূতায় মগধান্মাগধায় চ।।১৪৭

কর” এইরূপ আদেশ প্রদান করেন। মুনিগণ
আরও বলেন—হে সন্তমদ্বয়! আমরা যে এই
নির্দেশ করিতেছি, ইহা তোমাদেরই উপযুক্ত
কার্য্য এবং এই রাজা পৃথুও স্তবের যোগ্য।
অনন্তর সূত ও মাগধ ঋষিগণ সমীপে নিবেদন
করিল,—হে দ্বিজগণ! আমরা স্বীয় স্বীয়
কৰ্ম্মদ্বারা দেব ও ঋষিগণের প্রীতিসাধন করিয়া
থাকি। কিন্তু এই তেজস্বী রাজা পৃথুর গুণ,
কৰ্ম্ম, যশ, লক্ষণ, এ সকল আমরা কিছুই জানি
না, অতএব কেমন করিয়া ইহঁার স্তব করিব?
১৩৪—১৪৪। ঋষিগণ বলিলেন,—নিত্য দান-
ধৰ্ম্ম-রত সত্যবাক্ সংযতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশীল,
বদান্য এবং সংগ্রামে অপরাজিত মহাবল পৃথু
যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যে
সকল সৎকার্য্য করিবেন, এই সকল ইহার
চরিত্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া তোমরা ইহঁার
স্ততিগাথা গান কর। অনন্তর ঋষিগণ কর্তৃক
আদিষ্ট হইয়া সূত ও মাগধ তাহার ঐরূপ স্তব
করিলে প্রজানাথ পৃথু তাহাদের প্রতি সাতিশয়
প্রীত হইয়া সূতকে অনুপদেশ এবং মাগধকে
মগধদেশ দান করিলেন। হে দ্বিজগণ এই পৃথুব

তদা বৈ পৃথিবীপালাঃ স্তুষ্যন্তে সূতমাগধৈঃ।
 আশীৰ্বাদৈঃ প্রবোধ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ।।
 তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজাঃ উচূর্ণহষয়ঃ।
 এষ বো বৃষ্টিদো বৈন্যো ভবত্বিতি নরাধিপঃ।।
 ততো চৈন্যং মহাভাগং প্রজাঃ সমভিদুক্ষবুঃ।
 ত্বং নো বৃষ্টিং বিধৎস্বেতি মহর্ষেবচনাস্তদা।
 সৌহৃতিক্রমঃ প্রজাভিস্ত প্রজাহিতচিকীৰ্ষয়া।
 ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বসুধামার্দয়দ্বলী।
 অস্মাদর্দনভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্র দ্রবন্মহী।।১৫১
 তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবন্তীমম্বধাবত।
 সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈন্যভয়াস্তদা

সময় হইতেই মহীপালগণ আশীৰ্বাদ ও প্রবোধবাক্যে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ দ্বারা স্তুত হইয়া আসিতেছেন। অনন্তর মহর্ষীগণ পৃথুকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—“হে প্রজাগণ! এই নরাধিপ বেন-তনয় পৃথু তোমাদিগকে বৃষ্টিবিধান করিবেন।” তৎপর মুনিগণের বচনগৌরবে প্রজাকুল বেনতনয় মহাভাগ পৃথুর প্রতি প্রধাবিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—“হে রাজন্! মহর্ষীগণ বলিয়াছেন, আপনি আমাদের বৃষ্টিবিধান করিবেন, অতএব এখন তাহাই সম্পন্ন করুন।” মহারাজ পৃথু প্রজাগণ কর্তৃক এক্রূপে উপদ্রুত হইয়া তাহাদের হিতকামনায় ধনু ও বাণগ্রহণপূর্বক বসুধাকে অর্দিত করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও পৃথুপ্রদত্ত পীড়ায় ভীত হইয়া গো-রূপ ধারণপূর্বক দৌড়াইতে লাগিলেন। তখন পৃথু ধনু ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। পৃথিবীও তৎকালে বেনতনয় পৃথু হইতে ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত ভুবন পর্যটন করিলেন। তিনি সেখানে গমন করেন সর্বত্রই দেখিতে লাগিলেন,—যেন প্রজ্বলিত অনলতুল্য অপরিমিত জ্যোতিঃসম্পন্ন, শানিত বাণধারী, উদ্যতকাম্বুক, অমর-দুর্ধ্ব সেই মহাযোগী মহাত্মা

দদর্শ চাগ্রতো বৈন্যং কাশ্মুকোদ্যতধারিণম্।।
 জ্বলন্তি বিনীতৈর্বাণৈর্দীপ্ততেজসমচ্যুতম্।
 মহাযোগং মহাত্মানং দুর্ধ্বমমরৈরপি।।১৫৩
 অলভন্তী তদা ত্রাণং বৈন্যমেবাদ্বপদ্যত।
 কৃতাজ্জলিপুটা দেবী পূজ্যা লোকৈর্দ্বিভিঃ সদা
 উবাচ বৈন্যং নাধর্ম্যং স্ত্রীবধে পরিপশ্যসি।
 কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ ময়া বিনা।।
 মরি লোকাঃ স্থিতা রাজন ময়েদং ধার্যতে জগৎ
 মদৃতে চ বিনশ্যেযুঃ প্রজাঃ পার্শ্ববসন্তম্।।১৫৬
 ন মামহসি বৈ হস্তং শ্রেয়শ্চেত্বং চিকীৰ্ষসি।
 প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম।।
 উপায়তঃ সমারদ্ধাঃ সর্বৈ সিদ্ধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
 হত্বাপি মাং ন শক্ত্যুং প্রজানাং পালনে নৃপ।।
 অম্লভূতা ভবিষ্যামি জহি কোপং মহাদ্যুতে।

পৃথু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অনন্তর বসুমতী কোন মতেই পরিত্রাণ না পাইয়া বেতননয় বেতননয় পৃথুর শরণ লইলেন। তখন ত্রিলোকপূজ্যা বসুন্ধরা দেবী বজ্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন! স্ত্রীবধে যে অধর্ম হয়, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন না? আপনি আমাকে বিনষ্ট করিয়া কিরূপে প্রজাপালন করিবেন? হে প্রভো! আমাকেই নিখিল লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং আমিই এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়াছি। হে পার্শ্ববসন্তম! আমার অভাবে প্রজাগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ১৪৫—১৫৬। যদি আপনি নিজের ও আপনার প্রজাগণের মঙ্গল করিতে অভিলাষী হন, তবে আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। হে পৃথিবীপাল! আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন। যথায় উপায় অবলম্বন করিলে সকল অশ্ববসায়ই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু হে নৃপ! আমাকে বধ করিয়া আপনি আপনার প্রজাপালনে কখনই সমর্থ হইবেন না। হে মহাদ্যুতে! আমি অম্লরূপ ধারণ করিতেছি, আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন; দেখুন, মনুষ্যের

অবধ্যাশ্চ দ্বিয়ঃ প্রাহুস্তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতেষুপি ।
মত্বেবং পৃথিবীপাল ধৰ্ম্মং ন ত্যক্তুমহসি ॥১৫৯
এবং বহুবিশং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ ।
ক্রোধং নিগূহ্য ধৰ্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ ॥১৬০
একস্যার্থায় যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা ।
একং প্রাণং বহুন্ বাপি কামং তস্যাপ্তি পাতকম্
যশ্মিন্‌স্ত নিহতে ভদ্রে লভন্তে বহবঃ সুখম্ ।
তস্মিন্‌ হতে শুভে নাস্তি পাতকং চোপপাতকম্
সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং বধিম্যামি বসুন্ধরে
যদি মে বচনং নাদ্য করিম্যসি জগদ্ধিতম্ ॥
ত্বাং নিহত্যা দ্য বাণেন মচ্ছাসনপরান্বধীম্ ।
আত্মানং প্রথয়িত্বেহ ধারয়িম্যাম্যহং প্রজাঃ ॥
সা ত্বং বচনমাসাদ্য মম ধৰ্ম্মভূতাংবরে ।
সঞ্জীবয় প্রজা নিত্যং শক্তা হ্যসি ন সংশয়ঃ ॥

ত কথাই নাই, শাস্ত্রকারগণ তির্য্যগ-যোনি-জাত
স্ত্রীজাতিও অবধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন;
অতএব হে পৃথিবীপাল! আপনি এই সব জানিয়া
শুনিয়া ধৰ্ম্মত্যাগ করিবেন না। অনন্তর মহামনা
ধৰ্ম্মাত্মা রাজা পৃথু পৃথিবীর এই রূপ বহুবিশ
বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধকে নিগ্রহপূর্বক তাহাকে
বলিতে লাগিলেন,—হে ভদ্রে। যে একের জন্য
আপনার কি অপরের কে কি বহুগুণ বিনষ্ট
করে, তাহার পাতক হইয়া থাকে; আর যে
একজন নিহত হইলে বহুলোক সুখলাভ করে,
হে শুভে! তাহার বধে পাতক বা উপপাতক
নাই; অতএব হে বসুন্ধরে! আমি প্রজারক্ষার
নির্মিত্ত তোমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি।
দেখ, তুমি যদি অদ্য আমার এই জগৎহিতকর
বাক্যের প্রতি অনাদর কর, তবে তোমাকে বাণদ্বারা
নিহত করিয়া আমি স্বয়ংই আত্মশরীর বিস্তার
করিয়া প্রজাগণকে ধারণ করিব। আর দেখ,
তুমি আমার আদেশ পালনে সম্পূর্ণ সমর্থ,
ইহা সন্দেহ নাই; অতএব হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠে!
তুমি আমার শাসন গ্রহণপূর্বক সতত প্রজাগণের
জীবন দান কর। হে ঘোরদর্শনে। তুমি আমার

দুহিতৃহৃদয় মে গচ্ছ এবমেতং মহম্বরম্ ।
নিযচ্ছে ত্বাং তু ধৰ্ম্মার্থং প্রযুক্তং ঘোরদর্শনে ॥
প্রত্যাচ ততো বৈন্যমেবমুক্তা সতী মহী ।
এবমেতদহং রাজন্ বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৬৭
বৎসন্ত মম তং যচ্ছ ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ।
সমাঞ্চ কুরু সৰ্ব্বত্র মাং ত্বং ধৰ্ম্মভূতাং বর ॥
যথা বিষম্‌দমানঞ্চ বৈন্যন্তেন শৈলা বিবর্জিতাঃ
তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সৰ্ব্বশঃ ।
ধনুষ্কোট্যা ততো বৈন্যন্তেন শৈলা বিবর্জিতাঃ
মহন্তরেত্বতীতেষু বিষমাসীদ্বসুন্ধরা ।
স্বভাবেনাভবৎস্তম্যাঃ সমানি বিষমাণি চ ॥১৭০
ন হি পূৰ্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে ।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাপি বিদ্যতে
ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিকুপথঃ ॥

কন্যাত্ব প্রাপ্ত হও। ধৰ্ম্মরক্ষার জন্য তোমাকে
আমি এই শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিলাম। এইরূপ
অভিহিত হইয়া পৃথিবী পৃথুর কথার উত্তরে
বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনার এই
নিদেশ পালন করিব, সংশয় নাই; কিন্তু হে
ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার দোহন জন্য
এইরূপ একটি উপযুক্ত বৎস প্রদান করুন, যেন
তাহাকে দর্শন করিয়া আমার বাৎসল্যভাবের
উদয় হয়। এইরূপ হইলেই আমি অমৃত ক্ষরণ
করিতে পারিব। আর আপনি আমার অসমান
শরীরকে এরূপভাবে সমান করিয়া দিউন যেন
সর্বত্রই সমানরূপে ক্ষরিত ক্ষীর সকলেই প্রাপ্ত
হইতে পারে। ১৫৭—১৬৮। অনন্তর বেননন্দন
রাজা পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা সমস্ত স্থান হইতে
শিলা সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। হে
ঋষিগণ! পূর্বমহন্তরে শৈল সকল এরূপভাবে
বর্জিত হইয়াছিল যে, পৃথিবী স্বভাববতাই
কোথাও সমান, কোথাও বা অসমানরূপে
বিদ্যমান ছিল। পূর্বসৃষ্টিতে এই বিষম
পৃথিবীতলে প্রজা ও গ্রামসমূহের বিভাগ, শস্য,
গোরক্ষা বা বণিকুপথ—ইহার কিছুই ছিল না।

চাক্ষুষস্যাস্তুরে পূর্বতেমদাসীং পুরা কিল ॥
 বৈবস্বতেহস্তুরে তস্মিন্ সৰ্ব্বসৌত্যস্য সন্তবঃ ॥
 সমত্ৰং যত্র যত্রাসীদুয়ন্তস্মিংশুদেব হি।
 তত্র তত্র প্রজাভ্য বৈ নিবসন্তি স্ম সৰ্ব্বদা ॥
 আহারফলমূলক প্রজানামভবৎ কিল।
 কৃচ্ছ্রেণৈব তদা তাসামিত্যেবমনুশ্রম।
 বৈন্যাং প্রভৃতি লোকহস্মিন্ সৰ্ব্বসৌত্যস্য

সন্তবঃ ॥১৭৪

কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোহপি প্রনষ্টাশ্বোষধীষু বৈ।
 স কল্পয়িত্বা বৎসস্ত চাক্ষুষং মনুমীশ্বরঃ।
 পৃথর্দদোহ শস্যানি স্বতলে পৃথিবীং ততঃ ॥
 শস্যানি তেন দুক্ষানি বৈন্যেন তু বসুন্ধরা।
 মনুঞ্চ চাক্ষুষং কৃতা বৎসং পাত্রে চ ভূময়ে।
 তেনাগ্নেন তদা তা বৈ বর্তয়ন্তে প্রজাঃ সদা ॥
 ঋষিভিঃ স্তুয়তে বাপি পুনর্দুক্ষা বসুন্ধরা।

পৃথিবীর এই যে অবস্থা বর্ণিত হইল, ইহা চাক্ষুষ
 মনুষ্যের অবস্থা, অতঃপর বৈবস্বত মনুষ্যের এই
 সকলেরই সুব্যবস্থা হয়। আমরা শুনিয়াছি, এইরূপ
 ব্যবস্থা হইলে পৃথিবীর যে যে স্থান সমান হইতে
 লাগিল, প্রজাগণ নিয়ত সেই সেই স্থানে বসবাস
 করিল। পূর্বকালে এই প্রজাসকল ফলমূল আহার
 করিয়া অতিকষ্টে স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত
 করিতেছিল। অনন্তর বেনতনয় পৃথু হইতেই
 ত্রিলোক সর্ববিধ বস্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে
 সময় প্রজাগণ অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে
 থাকে এবং ওষধি সকল বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আইসে,
 ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পৃথু চাক্ষুষ মনুকে বৎস কল্পনা
 করিয়া তৎকালে স্থায় করতলদ্বারা পৃথিবীর
 শস্যসমূহ দোহন করেন। সেই দোহন ব্যাপারে
 শস্যসমূহ,—দুক্ষ, স্বয়ং বেনতনয় পৃথু—দোক্ষা,
 বৎস—চাক্ষুষ মনু এবং দোহনপাত্র হইয়াছিল—
 ভূমিতল আর সেই দোহনলব্ধ শস্য দ্বারাই
 প্রজাগণের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট হয়। ঋষিগণ কহিয়া
 থাকেন,—ঐ বসুন্ধরাকে পুনরায় দোহন করা
 হইয়াছিল। সেই দোহনকার্য্যে দোক্ষা—বৃহস্পতি,

বৎসঃ সোমত্বভ্রাত্রেযাং দোক্ষা চাপি বৃহস্পতিঃ ॥
 পাত্রমাসীদু চন্দ্রাংসি গায়ত্র্যাঙ্গীনি সৰ্ব্বশঃ।
 ক্ষীরমাসীদুদা তেষাং তপো ব্রহ্ম চ শাস্বতম্
 পুনঃ স্তত্বা দেবগণৈঃ পুরন্দরপুরোসমৈঃ।
 সৌবর্ণং পাত্রমাদায় অমৃতং দুদুহে তদা।
 তেনৈব বর্তয়ন্তে চ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥১৩৯
 নাগৈশ্চ স্তুয়তে দুক্ষা বিষং ক্ষীরং তদা মহী।
 তেষাঞ্চ বাসুকির্দোক্ষা কাদ্রবেয়া মহৌজসঃ ॥
 নাগানাং বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্পাণাঞ্চৈব সৰ্ব্বশঃ।
 তেনৈব বর্তয়ন্ত্যাগ্ৰা মহাকায়া মহোলনবণাঃ।
 তদাহারাস্তদাচারান্তদীর্ঘ্যাস্ত তদাশ্রয়াঃ ॥১৮১
 আমপাত্রে পুনর্দুক্ষা অন্তর্দানমিয়ং মহী।
 বৎসং বৈশ্রবণং কৃতা যক্ষৈঃ পুণ্যজনৈস্তথা ॥
 দেক্ষা চ ভূতনাভস্ত পিতা মণিবরস্য সঃ।
 যক্ষাশ্বজো মহাতেজা বশী স সুমহাবলঃ।

বৎস—সোম, গায়ত্রী আদি পাত্র এবং সনাতন
 ব্রহ্মতপ হইয়াছিল দুক্ষ। ইহার পরও আবার
 পুরন্দরপ্রমুখ সুরগণ সুবর্ণ পাত্র গ্রহণপূর্বক
 ধরিত্রী দেবীর যে সুধা দোহন করেন, সেই
 সুধাই তাঁহাদের বৃত্তিরূপে নিরূপিত হয়। অনন্তর
 নাগগণ ধরিত্রীকে দোহন করেন, এই দোহন
 ক্রিয়ায় বাসুকি—দোক্ষা, ক্ষীর বিষ; হে
 দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। সেই বিষ দ্বারাই নিখিল নাগগণের
 বৃদ্ধি নির্দ্ধারিত হয়। এই বিষ প্রভাবেই
 কদুতনয়গণ অত্যন্ত বলশালী মহাকায় ও অত্যন্ত
 গর্বিত হইয়া উঠে এবং ঐ বিষই উহাদের
 আশ্রয়, বীৰ্য্য, আগর এবং আহার ॥১৬৯—
 ১৮১। পুণ্যজন যক্ষগণ বৈশ্রবর্ণকে বৎস কল্পনা
 করিয়া আমপাত্রে পৃথিবীকে পুনরায় দোহন
 করেন, ইহাতে অন্তর্দান সমুৎপন্ন হন। এই
 দোহন ব্যাপারে দোক্ষা ছিলেন,—মণিবরের
 পিতা সুমহাবল মহাতেজা বশীকৃতেন্দ্রিয়
 যক্ষাশ্বজ ভূতনাভ। পরমর্ষিরা বলেন,—ঐ
 অন্তর্দান যক্ষগণের বৃত্তিরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছিল।
 অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ বসুন্ধরাকে পুনরায়

তেন তে বর্জ্যস্বীতি পরমধিকবাচ হ।।১৮৩
 রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুক্ষা বসুন্ধরা।
 ব্রহ্মোপেতস্ত দোক্ষা বৈ তেভ্যামাসীৎ কুবেরকঃ
 রক্ষঃ সুমালী বলবান্ ক্ষীরং রুধিরমেব চ।
 কপালপাত্রে নির্দুক্ষা অন্তর্দানঞ্চ রাক্ষসৈঃ।
 তেন ক্ষীরেণ রক্ষাংসি বর্জ্যস্তীহ সর্বশঃ।।
 রাজতং পাত্রমাদায় পিতৃভিঃ স্তুয়তে মহী।
 স্বধামৃতঞ্চ পিতৃণামাসীন্দোক্ষার্যমা তথা।
 যমো বৎসোহভবন্তেষাং মাসে তৃপ্তিস্ত সর্বদা
 পদ্মপাত্রে পুনর্দুক্ষা গন্ধর্বৈরঙ্গরোগণৈঃ।
 বৎসং চিত্ররথং কৃতা শুচীন্ গন্ধাংস্তথৈব চ।।
 তেষাং বিশ্বাবনুস্ত সীন্দোক্ষা পুত্রো মুনৈঃ শুচিঃ
 গন্ধর্বরাজেহিতিবলো মহাত্মা সূর্য্যসম্নিভঃ।।
 শৈলৈশ্চ স্তুয়তে দুক্ষা পুনর্দেবী বসুন্ধরা।
 তত্রৌষধীমুর্তিবতী রত্নানি বিবিধানি চ।।১৮৯
 বৎসস্ত হিমবাংস্তেষাং মেরুর্দোক্ষা মহাগিরিঃ।

দোহন করেন। এই দোহন ব্যাপারে দোক্ষা—
 ব্রহ্মজ্ঞান কুবেরক, বৎস—বলবান্ রাক্ষস সুমালী
 এবং ক্ষীর হইয়াছিল, রুধির, রাক্ষসগণ কর্তৃক
 কপাল-পাত্রে এই দোহন ব্যাপার সম্পন্ন
 হইয়াছিল। নিখিল রাক্ষসগণ এই রুধির দ্বারাই
 আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।
 রৌপ্যপাত্রে পিতৃগণ মহীকে দোহন করেন।
 অর্য্যমা—ইহার দোক্ষা, বৈবস্বত যম—বৎস এবং
 স্বধা—অমৃত; এই স্বধা দ্বারাই পিতৃগণের তৃপ্তি
 সাধিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব ও অম্পরোগণ
 পদ্মপাত্রে পুনরায় ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই
 দোহন কার্য্যে বৎস—চিত্ররথ, শুচি নামক
 মুনিপুত্র মহাত্মা সূর্য্যসম্নিভ অতিবল গন্ধবিরাজ
 বিশ্বাবসু—দোক্ষা এবং পবিত্র গন্ধনিবহ ইহার
 ক্ষীরস্বরূপ জ্ঞানিবেন। অতঃপর হিমাবান্কে বৎস
 কল্পনা করিয়া শৈলগণ পুনরায় মহীর দোহন
 করেন। এই দোহন ব্যাপারে সুমেরু—দোক্ষা,
 মুর্তিমান্ বিবিধ ঔষধি ও রত্ননিচয় ইহার ক্ষীর।
 শৈলপাত্রে এই দোহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া

পাত্রস্ত শৈলমেবাসীন্তেন শৈলঃ প্রতিষ্ঠিত।।
 স্তুয়তে বৃক্ষবীর্য্যন্তিঃ পুনর্দুক্ষা বসুন্ধরা।
 পলাশপাত্রমাদায় দুক্ষং ছিন্নপ্ররোহণম্।।১১১
 কামধুক্ পুষ্পিতঃ শৈলঃ পক্ষো বৎসো যশস্বিনী
 সর্বকামদুখা দোণ্ড্রী পৃথিবী ভূতভাবিনী।।
 সৈবা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারণা চ বসুন্ধরা।
 দুক্ষা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ শ্রুতম্
 চরাচরস্য লোকস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।।১৯২

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পৃথিবী-
 দোহনং নাম দ্বিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।।৬২

ত্রিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

আসীদিয়ং সমুদ্রাজ্ঞা মেদিনীতি পরিশ্রুতা
 বসু ধারয়তে যস্মাদ্ভসুধা তেন চোচ্যতে।।১

শৈল সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহার পর
 আরও শুনা যায় যে, বৃক্ষ বীর্য্যগণও পলাশ-
 পাত্রে ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিল। ইহাতে
 দোক্ষা—কামধুক্ পুষ্পিত পর্বত, বৎস—
 পর্বতপক্ষ এবং দুক্ষ-অচ্ছিন্ন প্ররোহ। হে
 ঋষিসত্তমগণ! ভূতভাবিনী সর্বকামদুখা
 যশস্বিনী পৃথিবী দেবী এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া
 নিখিল প্রজাগণের ধারণ ও পোষণ
 করিয়াছিলেন; এজন্য উহার নাম হয় বসুন্ধরা।
 রাজা পৃথু এই বসুধাকে নিখিল লোকের
 হিতকামনায় চরাচর লোকসকলের আশ্রয় ও
 যোনিরূপে নির্দেশ করেন, ইহাই আমরা
 শুনিয়াছি।১৮২—১৯২।

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬২।।

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সাগরাস্তগামিনী এই
 ধরিত্রী দেবী পূর্বকালে মধু এবং কৈটভেয়

মধুকৈটভয়োঃ পূৰ্বং মেদসা সম্পরিপ্লুতা ।
 ততোহভ্যাপগমাদ্রাজ্যঃ পৃথোৰ্বেন্যসা ধীমতঃ ॥
 ইয়ং চাসীৎ সমুদ্রাস্ত্য মেদিনীতি পরিশ্রুতা ।
 দুহিতৃদ্বমনুপ্রাপ্তা পৃথিবীভ্যুচ্যতে ততঃ ॥৩
 প্রথিতা প্রভক্তা চ শোভিতা চ বসুন্ধরা ।
 শস্যাকরবতী রাজ্ঞা পশুনাকরমালিনী ।
 চাতুৰ্ভৰ্গ্যসমাকীর্ণা রক্ষিতা তেন ধীমতা ॥৪
 এবম্প্রভাবো রাজাসীদ্বিনাঃ স নৃপসন্তমঃ ।
 নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামেণ সৰ্ব্বহঃ ॥৫
 ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈঃ প্রার্থরস্তির্মৎস্যশঃ ।
 আদিরাজা নমস্কার্যঃ পৃথুৰ্বেন্যঃ প্রতাপবান্ ॥
 যোধৈরপি চ সংগ্রামে প্রার্থয়ানৈর্জয়ং যুধি ।
 আদিকর্তা নরাণাং বৈ নমস্যাঃ পৃথুরের হি ॥
 যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীৰ্ত্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্

মেদে পরিপ্লুতা হইয়া মেদিনী নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং বসু ধারণ করেন বলিয়া লোকে ইহাকে বসুন্ধরা নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। ধীমান্ বেননন্দন রাজা পৃথুর কন্যারূপে এই সমুদ্রাস্তা মেদিনী আবার পৃথিবী নামে কীৰ্ত্তিতা হন। ঐ ধীমান্ পৃথুর প্রভাবে এই বসুন্ধরা প্রথিতা, বিভক্তা, শোভিতা, শস্যসমূহের আকরবতী, পশুন ও আকারমালিনী, চতুৰ্ভৰ্গ-সমাকীর্ণ এবং রক্ষিতা হন। এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন বেননন্দন নৃপসন্তম পৃথু নিখিল প্রাণীর নমস্যা ও পূজ্য হইয়াছিলেন এবং বেদবেদঙ্গিপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মাযোনি সনাতন সেই একমাত্র পৃথুকেই নমস্কার করিতেন। মহাভাগ পার্শ্ববেদ্রগণ বেননন্দন আদিরাজ প্রতাপবান্ পৃথুকে প্রার্থনা ও নমস্কার জানাইতেন; সময়ে জয়াভিলাষী যোদ্ধগণ ইহার নাম কীৰ্ত্তন করিয়া যুদ্ধ গাত্রা করিতেন এবং আদিকর্তা পৃথুই মানবগণের একমাত্র নমস্যা ছিলেন। যে যোদ্ধা নৃপ পৃথুর নাম কীৰ্ত্তন করিয়' সমুদ্র গমন করে,

স ঘোররূপে সংগ্রামে ক্ষেমী ভরতি কীৰ্ত্তিমান্
 বৈশ্যৈরপি চ রাজর্ষির্বৈশ্যবৃতিসমাহ্বিতৈঃ ।
 পৃথুরের নমস্কার্যো বৃতিদাতা মহাযশাঃ ॥১০
 এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোদ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ ।
 পাত্রাণি চ ময়োক্তানি সৰ্ব্বাণ্যেব যথাক্রমম্ ॥১১
 ব্রহ্মাণা প্রথমং দুদ্ধা পুরা পৃথ্বী মহাম্বনা ।
 বায়ুং কৃদ্ধা তদা বৎসং বীজানি বসুধাতলে ॥
 ততঃ স্বায়ত্ত্ববে পূৰ্বং তদা মন্বন্তরে পুনঃ ।
 বৎসং স্বায়ত্ত্ববে কৃদ্ধা দুদ্ধায়ীশ্চৈব বৈ মহী ॥১২
 মনৌ স্বারোচিষং কৃদ্ধা বৎসং শস্যানি বৈ পুরা
 উত্তমেহনুত্তমেনাপি দুদ্ধা দেবভুজেন তু ।
 মনুং কৃদ্ধোত্তমং বৎসং সৰ্ব্বশস্যানি ধীমতা ॥১৫
 পুনশ্চ পঞ্চমে পৃথ্বী তামসস্যান্তরে মনোঃ ।
 দুক্ষেয়ং তামসং বৎসং কৃদ্ধা তু বলবন্ধুনা ॥১৬

সেই কীৰ্ত্তিমান্ যোদ্ধা ঘোর সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। এই মহাযশাঃ রাজর্ষি পৃথু বৈশ্যগণকে যথায়থ বৃতিদানপূৰ্ব্বক স্ব স্ব বৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বৈশ্যগণও পৃথুকে নমস্কার করিতেন। এই আমি যথাক্রমে আপনাদিগের নিকট পৃথ্বীদোহন ব্যাপারের বিশেষ বিশেষ বৎস, দোদ্ধা, ক্ষীর এবং পাত্র সমস্তই কীৰ্ত্তন করিলাম; অপর দোহন ক্রিয়ার কথা শ্রবণ করুন ১—১০। পূৰ্ব্বকালে প্রথমে মহাত্মা ব্রহ্মা বায়ুকে বৎস করিয়া এই বসুধাতলে বীজনিচয় দোহন করেন; তারপর স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে অগ্নীধ্ব ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহনব্যাপারের বৎস ছিলেন—স্বয়ং স্বায়ত্ত্বব মনু। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তরে ধীমান্ চৈত্র আবার স্বারোচিষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবীর শস্য সকল দোহন করেন। ঔত্তম মন্বন্তরে ঔত্তম মনুকে বৎস করিয়া সর্বোত্তম দেবভুজ পৃথিবী হইতে সর্ববিধ শস্য দোহন করেন। পুনর্ব্বার পঞ্চম তামস মন্বন্তরে বলবন্ধু

চারিষ্যবস্য দেবস্য সম্প্রাপ্তে চান্তরে মনোঃ।
 দুষ্কা মহী পুরাণেন বৎসং চারিষ্যবং প্রতি ॥১৭
 চাক্ষুষেহপি চ সম্প্রাপ্তে তদা মনন্তরে পুনঃ।
 দুষ্কা মহী পুরাণেন বৎসং কৃতা তু চাক্ষুষম্ ॥১৮
 চাক্ষুষস্যান্তরেহতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে পুনঃ।
 বেন্যেনেয়ং মহী দুষ্কা যথা তে কীর্তিতং ময়া ॥
 এতৈর্দুষ্কা পুরা পৃথ্বী ব্যতীতেষ্বরেষু বৈ।
 দেবাদিভির্মনুষ্যৈশ্চ তথা ভূতাদিভিষ্চ যা ॥২০
 এবং সর্বেষু বিজ্ঞেয়া হ্যতীতানাগতেষ্বিহ।
 দেবা মনন্তরেষস্য পৃথোস্ত শৃণুত প্রজাঃ ॥২১
 পৃথোস্ত পুত্রৌ বিজ্ঞাস্তৌ জজ্ঞাতেহস্তর্কিপালিনৌ
 শিখাণ্ডিনী হবির্দানামস্তর্কানাস্ত্যজায়ত ॥২২
 হরির্দানাত্ যড়াম্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সূতান্।
 প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥

ও পৃথ্বীকে দোহন করেন, এই দোহনে তামস মনুই বৎস হইয়াছিলেন। এই তামস মনুর একটি অন্তর মনু আছে, তাহার নাম চারিষ্যব। এই মনন্তরে চারিষ্যবকে বৎস করিয়া পুরাণ, পৃথ্বীকে দোহন করেন। অনন্তর চাক্ষুষ মনন্তরে চাক্ষুষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পূর্বেোক্ত পুরাণই মহীকে দোহন করেন। আর আমি যে পৃথুকর্তৃক মহী-দোহন-বিবরণ কীর্তন করিয়াছি, ইহা চাক্ষুষ মনুর পরবর্ত্তী বৈবস্বত মনন্তরে সঙ্ঘটিত হয়। এই যে অতীত যুগের দেবতা, মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণিগণ কর্তৃক দুহ্যমানা মহীর বিষয় কথিত হইল, অতীত ও অনাগত সর্ববিধ মনন্তরেই এইরূপ জানিবেন। এক্ষণে এই মনন্তরীয় দেবতা ও পৃথুর প্রজাগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। পৃথুর অন্তর্কি ও পালী নামে মহাবিক্রম দুই পুত্র জন্মে; অন্তর্কান হইতে শিখাণ্ডিনীর গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহার নাম হবির্দান; হবির্দান হইতে আশ্বিনী-ধীষণা—প্রাচীনবর্হি, শুক, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ এবং অজিন এই ছয় পুত্র প্রসব করেন। এই সকল তনয়ের মধ্যে ভগবান্ প্রাচীনবর্হি

বলশ্রুততাপোবীর্য্যং পৃথিব্যামেকরাড়সৌ।
 প্রাচীনাগ্নাঃ কুশাস্তস্য তন্মাৎ প্রাচীনবর্হাসৌ
 সমুদ্রতনয়ায়াস্ত কৃতদারঃ স বৈ প্রভুঃ।
 মহতস্তমসঃ পারে সর্বগ্নায়াঃ প্রজাপতিঃ।
 সর্বগ্নাধস্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥২৫
 সর্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ।
 অপৃথগ্ধর্ম্মচরণান্তেতহতপ্যস্ত মহন্তপঃ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥২৬
 তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীকৃহাঃ।
 অরক্ষ্যমাণামাত্রব্রূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥২৭
 প্রত্যাহতে তদা তস্মিৎচাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ
 নাশকম্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্ভ্রমৈঃ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ।
 তদুপশ্রুত্য তপসা সর্বে যুক্তাঃ প্রচেতসঃ।

একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ছিলেন। ইনি বল, বেদবিদ্যা এবং তপোবীর্য্যে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হন। ইনি যজ্ঞকালে এতই কুশ আশ্রিত করিয়াছিলেন যে, ঐ কুশা প্রাচ্যদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্তি হইয়াছিল। এই জন্য ইনি প্রাচীনবর্হি নামে প্রখ্যাত হন। এই প্রভু প্রজাপতি প্রাচীনবর্হি তমঃপারে গমন করিয়া সমুদ্রতনয়া সর্বগ্নাকে বিবাহ করেন। ঐ সাগরতনয়া সর্বগ্না প্রাচীনবর্হি হইতে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই প্রাচীনবর্হির দশজন প্রচেতা পুত্র উৎপন্ন হয়। এই প্রচেতাগণ ধনুর্বেদে পারগ। ইহারা সমুদ্রসলিলে শয়ন করিয়া একই ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক অদ্বুত বর্ষব্যাপী মহাতপস্যা করেন। ১১—২৬। ইহারা তপস্যা করিতে থাকিলে মহীকৃহগণ পৃথিবীকে অরক্ষিতবিস্থায় ঘিরিয়া ফেলিল, অনন্তর প্রজাক্ষয় ঘটিতে লাগিল, সেই চাক্ষুষ মনন্তরীয় প্রজাসর্গ সেইরূপে প্রত্যাহত হইলে তখন মহীকৃহগণই সমস্ত আকাশ পথ আবৃত করিল। কাজেই বায়ু আর বহিতে পারিল না। প্রজাগণ দশ সহস্রবর্ষ যাবৎ একেবারে

মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ সসৃজুর্জাতমনাবঃ।।২৯
 উগ্মুলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশেষময়ং।
 তানগ্নিরদহদ্ব্যোর এবমাসীদ্রুমক্ষয়ঃ।।৩০
 দ্রুমক্ষয়মথো বৃক্ষা কিঞ্চিচ্ছেশেষু শাখিষু।
 উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রচেতসঃ।।৩১
 দষ্ট্বা প্রয়োজনং সর্বং লোকসন্তানকারণং।
 কোপং ত্যজত রাজানঃ সর্বা প্রাচীনবর্হিষঃ।।
 বৃক্ষাঃ ক্ষিত্যাং জনিষ্যন্তি শাম্যেতামগ্নিমারুতো
 রত্নভূতা তু কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী।।৩৩
 ভবিষ্যৎ জানতা হোষা ময়া গোভির্বিবর্জিতা।
 মারিষা নাম নম্বেবা বৃক্ষৈরেব বিনির্মিতা।
 ভার্যা ভবতু বো হোষা সোমগর্ভবিবর্জিতা।।৩৪
 যুগ্মাকং তেজসোহর্দেন মম চার্দেন তেজসঃ।
 অস্যা মুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম

প্রজাপতিঃ।।৩৫

নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তপোযুক্ত প্রচেতাগণ ইহা
 শ্রবণ করি অত্যন্ত ক্রোধাবিত হইলেন এবং
 মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি উদ্গিরণ করিলেন।
 তাঁহাদের মুখবায়ু তখন বৃক্ষসমূহকে উগ্মুলিত
 ও শুষ্ক করিয়া ফেলিল; আর সেই ঘোর অগ্নিতে
 বৃক্ষসকল ভস্মীভূত হইল। এইরূপে পৃথিবী
 বৃক্ষশূন্য হইল। অনন্তর বৃক্ষ সকল প্রায় বিনষ্ট
 ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া রাজা সোম
 প্রচেতাদিগের নিকটে জানিয়া রাজা সোম
 বলিলেন,—হে প্রচেতোগণ! আপনারা
 লোকবিস্তৃতির জন্য আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হির
 প্রয়োজন অনুসরণ করিয়া কোপ পরিত্যাগ
 করুন। অগ্নি ও বায়ু প্রশমিত হউক, এবং ক্রমে
 ক্ষিতিতলে তরু সকল জন্মিতে থাকুক। এই যে
 মারিষা নামী কন্যারত্নটী দেখিতেছেন, এই কন্যা
 সোম-গর্ভে বর্জিত ও বৃক্ষগণকর্তৃক প্রতিপালিত
 হইয়াছে; আমি ভাবী ঘটনা জানিয়া ইহাকে
 মদীয় কিরণ রত্নাদি দ্বারা বিবর্জিত করিয়াছি।
 এই রত্ন-ভূতা বরবর্ণিনী বৃক্ষ-কন্যাকে আপনারা
 ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। ইহার গর্ভে আপনাদিগের

স ইমাং দক্ষভূমিষ্ঠাং যুগ্মাস্তেজোময়েন বৈ।
 অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যসি।।৩৬
 ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহস্তু প্রচেতসঃ।
 সংহত্যা কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্
 মারিষায়াং ততস্তে বৈ মনসা গর্ভমাদধুঃ।
 দশভ্যস্ত প্রচেতেভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ
 দক্ষো জজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন
 বীর্য্যবান্।

অসৃজন্মনসা চাদৌ প্রজা দক্ষো ন মৈথুনাং।।৩৯
 অচরাংশ চরাংশেব দ্বিপদোহথ চতুষ্পদঃ।
 বিসৃজ্য মনসা দক্ষঃ পশ্চাদসৃজত স্ত্রিয়ঃ।।৪০
 দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
 কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।।৪১
 এভ্যো দত্তা ততোহস্যা ব চতস্রেহিরিষ্ট-
 নেমিনে।

দে চৈব বাহুপুত্রায় দ্বৈ চৈবাস্মিরসে তথা।

অর্দ্ধ ও আমার অর্দ্ধ তেজ দ্বারা বিদ্বান্ প্রজাপতি
 দক্ষ সমুৎপন্ন হইবেন, তিনি আপনাদের
 তেজোময় অগ্নি দ্বারা অগ্নিতুল্য হইয়া মুক্ত
 প্রায়া বসুধাও প্রজাগণকে পালন করিবেন।
 অনন্তর সোমের বাক্যে প্রচেতোগণ বৃক্ষ সকল
 হইতে কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাবিধি মারিষাকে
 পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঐ দশ প্রচেতা
 মনে মনে মারিষার গর্ভাধান করিল মারিষা
 হইতে দশ প্রচেতারই সোমাংশে বীর্য্যবান্
 মহাতেজা দক্ষ-প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিলেন।
 দক্ষ প্রথমতঃ মৈথুনধর্ম্মে প্রজাসৃষ্টি না করিয়া
 মনদ্বারা সৃষ্টি আরম্ভ করেন। তিনি মনদ্বারা
 সর্ব্বাগ্রে অচর, চর, দ্বিপদ, এবং চতুষ্পদ সৃষ্টি
 করিয়া অনেক স্ত্রীসৃষ্টি করেন। ২৭—৪০। সেই
 সকল স্ত্রী জাতির মধ্য হইতে দক্ষ ধর্ম্মকে দশ,
 কশ্যপকে ত্রয়োদশ, ও চন্দ্রকে কালবিভাগসাধিকা
 নক্ষত্ররাশিণী সপ্তদশ কন্যা প্রদান করেন। দক্ষ
 এইরূপে কন্যাগণকে দান করিয়া অনন্তর পুনরায়
 অরিষ্টনেমিকে চারি, বাহুপুত্রকে দুই, অগ্নিরাকে

কন্যামেকাং কৃশাস্বায় তেভ্যোহপত্যং নিবেদিত
অন্তরং চাক্ষুষস্যাত্র মনোঃ ষষ্ঠস্ত্ব ইয়তে।
মনোবৈবস্বতস্যাপি সপ্তমস্য প্রজাপতেঃ।।৪৩
তাসু দেবাঃ খগা গাবো নাগা দিতিজ্ঞদানবাঃ
গন্ধর্ব্বাঙ্গরশ্চৈব জজ্ঞিরেহন্যাশ্চ জাতয়ঃ।
তস্ত প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ
সঙ্কল্পাদর্শনাং স্পর্শাং পূর্বেষাং সৃষ্টিকৃত্যতে।।

ঋষয় উচুঃ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ দেবর্ষীগাঞ্চ তে শুভঃ।
সম্ভবঃ কথিতঃ পূর্বেং দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ।।৪৬
প্রাণাং প্রজাপতেজন্ম দক্ষস্য কথিতং ত্বয়া।
কথং প্রাচেতসত্বঞ্চ পুনর্লোকে মহাপতাঃ।।৪৭
এতং নঃ সংশয়ং সূত ব্যাখ্যাতুং ত্বমিহাংসি।
স দৌহিত্রশ্চ সোমশ্চ কথং শ্বশুরতাং গতঃ।।

দুই এবং কৃশার্শ্বকে এক কন্যা প্রদান করেন।
এক্ষণে ইহাদিগের বংশধরগণের বিবরণ কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ করুন। ষষ্ঠ চাক্ষুষমনু অতীত
হইলে সপ্তম প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর শাসনসময়ে
ঐ সকল কন্যার দেব, খগ, গো, নাগ, দৈত্য,
দানব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর এবং অন্যান্য অনেক
জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বকালে দর্শন
স্পর্শন বা সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্টি হইত; কিন্তু এই
সময় হইতেই ত্রিলোকে মৈথুনধর্ম্মে প্রজাসৃষ্টি
আরম্ভ হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
বাগ্মিপ্রবর! দেব, দানব, দেবর্ষি, এবং মহাত্মা
প্রজাপতি দক্ষের শুভ জন্মবৃত্তান্ত পূর্বেই আপনি
কহিয়াছেন। প্রাণ হইতে যে প্রজাপতির জন্ম,
ইহাও আমরা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি;
কিন্তু হে সূত! কিজন্য প্রজাপতি পনুর্বার
প্রাচেতোগণের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং সোমের
দৌহিত্র হইয়া দক্ষ ক্রুরূপে আবার তাঁহার শ্বশুর
হইলেন, আমাদের এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছেন,
আপনি যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া এই সংশয়ের
অপনোদন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে

সূত উবাচ।

উৎপত্তিঞ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু সন্তমাঃ।
ঋষয়োহত্র ন মুহ্যন্ত বিদ্যাবন্তশ্চ যে নরাঃ।।৪৯
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে সর্ব্বে দক্ষাদয়ো দ্বিজাঃ
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি।।৫০
জ্যৈষ্ঠ্যং কনিষ্ঠ্যমপ্যেযাং পূর্বেং নাসীদুজ্যৈষ্ঠ্যমাঃ
তপ এব গরীয়োহভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্।।
ইমাং বিসৃষ্টিং যো বেদ চাক্ষুষস্য চরাচরম্।
প্রজানামায়ুরুস্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।।৫২
এষ সর্গঃ সমাখ্যাতশ্চাক্ষুষস্য সমাসতঃ।
ইত্যেতে ষড়বিসর্গা হি ত্র্যস্তা মন্বন্তরান্বকাঃ।।
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সঙ্ক্ষেপাচ্চাক্ষুষান্তা যথাক্রমম্।।
এতে সর্গা যথাপ্রজ্ঞং প্রোক্তা বৈ দ্বিজসন্তথাঃ
বৈবস্বতবিসর্গেণ তেষাং জ্যৈষ্ঠ্যস্ত বিস্তরঃ।।৫৪
অনস্তা নাতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে সর্গা বিবস্বতঃ
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণেন ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ

সন্তমগণ! উৎপত্তি ও নিরোধ প্রাণিগণের ইহা
নিত্যধর্ম্ম। ঋষি জনগণ এ বিষয়ে মুহ্যমান হন
না। হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্বে প্রাণীদিগের মধ্যে
জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচার ছিল না, একমাত্র তপস্যাই
শ্রেষ্ঠ ছিল এবং তপস্যাই জন্ম প্রভৃতির কারণ
হইত। চাক্ষুষ মন্বন্তরের এই চরাচর প্রজা সৃষ্টি
যিনি বিদিত হন, তিনি সম্পূর্ণ আয়ু লাভ
করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজসন্তমগণ!
চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় এই সৃষ্টি সংক্ষেপে সম্যকরূপে
আপনাদের নিকট কথিত হইল, এইরূপ
স্বায়ম্ভুবাди চাক্ষুষান্তমন্বন্তরের ছয়টি সর্গও
অতীত হইয়াছে; আমার যেরূপ জানা ছিল,
যথাক্রমে সংক্ষেপে সে সকলও কহিলাম।৪১-
৫৩। এক্ষণে বৈবস্বত মনুর বিস্তার বিদিত
হউন। এই বৈবস্বত মনুর সর্গ সকল অনন্ত
হইলেনও অতিরিক্ত নহে; কারণ সংখ্যাদিদ্বারা
ইহার প্রবিভাগ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়।
যে মানব ধর্ম্ম অর্থ কিংবা কামকামী হইয়া এই
আখ্যান পাঠ করে, সে চিরজীবন নীরোগ

এতানৈব গুণানেতি যঃ পঠত্যনসূয়কঃ ॥৫৫
বৈবস্বতস্য বক্ষ্যামি সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ।
সমাসাদ্ব্যাসতঃ সর্গং ক্রুবতো মে নিবোধত ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে পৃথুবংশানু-
কীৰ্ত্তনং নাম ত্রিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৩॥

চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সপ্তমে ত্বথ পর্যায়ে মনোর্বৈবস্বতস্য হ।
মারীচাৎ কশ্যপাদ্বেবা জজ্ঞিরে পরমর্ষয়ঃ ॥১
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরু দগণাঃ
ভৃগবোহঙ্গিরশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
আদিত্য মরুতো রুদ্রাঃ বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্মপুত্রামন্ত্রয়ো গণাঃ ॥৩
ভৃগোস্তু ভার্গবো দেবো হ্যঙ্গিরোহঙ্গিরসঃ

সূতঃ।

ধাকিয়া ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ঋষিসকল।
সম্প্রতি মহাত্মা বৈবস্বত মনুর অধিকার
চলিতেছে। আমি সংক্ষেপে ও বিস্তরক্রমে ইহার
যথায়থ সর্গ কীৰ্ত্তন করিব, আপনারা শ্রবণ
করুন ॥৫৪—৫৬।

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬৩॥

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! অনন্তর
পর্যায়াগত সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে
মরীচিতনয় কশ্যপ হইতে দেবগণ জন্মগ্রহণ
করেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বেদেব,
মরুৎ, ভৃগু, এবং অঙ্গিরা এই আটটি দেবগণ
কথিত হয়। এতন্মধ্যে আদিত্য, মরুৎ ও রুদ্র
ইহারা কশ্যপাত্মজ। সাধু, বসু ও বিশ্বেদেব,
ইহারা ধর্মপুত্র আত্রেয়গণ। ভৃগু হইতে ভার্গব
ও অঙ্গিরা হইতে অঙ্গিরসগণ সমুদ্ভূত হন।

বৈবস্বতেহন্তরেহ্যস্মিন্মিত্যংতে ছন্দোজাঃ সুরাঃ
এতেহপি চ গমিষ্যন্তি মহতঃ কালপর্যায়াৎ ॥
এষ মার্গস্ত মারীচো বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতঃ শুভঃ
তেজস্বী সাম্প্রতস্তোষামিন্দ্রো নাম্না মহাবলঃ ॥
অতীতানাগতা যে চ বর্তন্তে যে চ সাম্প্রতম্
সর্বৈ মন্বন্তরেভ্রাতৃ বিজ্ঞেয়াস্তল্যলক্ষণাঃ ॥৬
ভূতভব্যভবমাথাঃ সহস্রাক্ষাঃ পুরন্দরাঃ।
মঘবস্ত্শচ তে সর্বৈ শৃঙ্গিনো বজ্রপাণয়ঃ।
সর্বৈঃ ক্রতুশতেনেষ্টং পৃথক্শতগুণেন তু ॥
ত্রৈলোক্য যানি সন্তানি গতিমন্ত্যবলানি চ।
অভিভূয়াবতিষ্ঠন্তে ধর্মাদ্যৈঃ কারণৈরপি।
তেজসা তপসা বুদ্ধ্যা বলশ্রুতপরাক্রমৈঃ ॥৮
ভূতভব্যভবমাথা যথা তে প্রভবিষ্যৎ।
এতৎ সর্বং প্রবক্ষ্যামি ক্রুবতো মে নিবোধত
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যৎ তৎস্মৃতং লোকত্রয়ং দিজেঃ

বৈবস্বত মন্বন্তরে এই সমস্ত দেবগণ ছন্দোজ
বলিয়া কথিত হন এবং মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত
ইহারা বিদ্যমান থাকেন। হে দ্বিজগণ! এই
সকল দেবগণের ইন্দ্র তেজস্বী মহাবল ইহাঁকেই
শোভন সাম্প্রত নামক পথ জানিবেন। অতীত,
অনাগত ও সাম্প্রত মন্বন্তরে যে সকল ইন্দ্র
ইইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তুল্য গুণসম্পন্ন
এবং ভূত, ভব্য, সাম্প্রতিক কালভেদে তাঁহাদের
নাম যথাক্রমে সহস্রাক্ষ, পুরন্দর ও মঘরা; এই
ইন্দ্রগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শত শত গুণাধিক
শতাব্ধিমেধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই
শার্ঙ্গ ও বজ্রপাণি। ত্রৈলোক্য যে সকল গতিশীল
ও অচল প্রাণী আছে, তাহারা কখন অভিভূত
ইইতেছে, আবার তপস্যা, তেজ, বুদ্ধি, বল,
বিদ্যা, পরাক্রম প্রভৃতি ধর্ম সহিত কারণ দ্বারা
কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ১—৮। এক্ষণে
ভূত, ভব্য, সাম্প্রতিক প্রভবিষ্যৎ প্রভৃতিগের
বিবরণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিজগণ
বলিয়া থাকেন,—ভূত, ভবিষ্য ও ভবৎ, এই

ভূলোকোহয়ং স্মৃতো ভূমিরন্তরিক্ষং ভূয়ং স্মৃতম্
ভব্যং স্মৃতং দিবং হ্যেহন্তেষাং বক্ষ্যামি সাধনম্
ধ্যায়তা পুত্রকামণে ব্রহ্ম্যামি বিভাষিতম্।
ভূরিতি ব্যাহতং পূর্বং ভূলাকোহয়মভূতদা।।
ভূসস্ত্রায়াং স্মৃতো ধাতুস্তথাসৌ লোকদর্শনে
ভূতহাদর্শনত্বাচ্চ ভূলোকে হিয়মভূততঃ।
অতোহয়ং প্রথমো লোকো ভূতস্ত্রাষ্ট্রদ্বিজৈঃস্মৃতঃ
ভূতহস্মিন্ ভবদিতুস্তং দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাণা পুনঃ
ভবতুৎপদ্যমানেন কালশব্দোহয়মুচ্যতে।।১৩
ভবনাস্তু ভুবলোকো নিরুক্ততজ্জৈর্নরুচ্যতে।।
অন্তরিক্ষং ভুবস্ত্রাষ্ট্রাদিতীয়ো লোক উচ্যতে।।
উৎপন্নো তু ভুবলোক তৃতীয়ং ব্রহ্মাণা পুনঃ।
ভব্যোতি ব্যাহতং যস্মাদ্ভব্যো লোকস্তদাভবৎ
অনাগতে ভব্য ইতি শব্দ এষ বিভাব্যতে।
তস্মাদ্ভব্যো হ্যসৌলোকো নামতস্ত দিবং স্মৃতম্
স্বরিত্যস্তং তৃতীয়োহন্যো ভাব্যো লোকস্তদা-
ভবৎ।

কালত্রয়ই ভূঃ, ভুব ও স্বঃ এই ত্রিলোক; তাঁহারা
ভূমিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষকে ভুব আর আকাশকে
ভব্য স্বলোক বলেন। এক্ষণে এই সকল কাল
অথবা লোকসকলের সাধন কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ করুন। পূর্বকালে পুত্রধর্মী ব্রহ্মা ধ্যান
করিতে করিতে প্রথমে 'ভূঃ' এই শব্দটি উচ্চারণ
করেন। তৎকালে এই ভূলোক সমুদ্ভূত হয়।
ভূধাতুর অর্থ সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা; এই
লোক দর্শনযোগ্য ও ভূতত্ব ইহাতে বিদ্যমান;
অতএব ইহার নাম ভূলোক। ইহা প্রথমে সমুদ্ভূত
হয় বলিয়া দ্বিজগণ ইহাকে প্রথম লোকও কহিয়া
থাকেন। এই ভূলোক সমুদ্ভূত হইলে পুনরায়
ব্রহ্মা দ্বিতীয় বারে 'ভবৎ' এই শব্দটি উচ্চারণ
করেন; নিরুক্তকারগণ বলিয়া থাকেন,—
উৎপদ্যমান এই ভবৎ শব্দ দ্বারাও একটি বর্তমান
কাল সংসূচিত হওয়ায় ইহার নাম ভুবলোক
হইল; এজন্য অন্তরীক্ষ দ্বিতীয় লোক বলিয়া

ভাব্য ইত্যেষ ধাতুর্বে ভাব্যে কালে
বিভাব্যতে।।১৭

ভূরিতিয়ং স্মৃতাং ভূমিরন্তরিক্ষং ভূয়ং স্মৃতম্।
দিবং স্মৃতং তথা ভাব্যং ত্রৈলোক্যসৌম্য

সংগ্রহঃ।।১৮।।

ত্রৈলোক্যযুক্তৈর্ব্যাহারৈস্তিস্রো ব্যাহতয়ো-

হভবন।

নাথ ইত্যেষ ধাতুর্বে ধাতুজৈঃ পালনে স্মৃতঃ
যস্মাদ্ভূতস্য লোকস্য ভব্যস্য ভবতস্তদা।
লোকত্রয়স্য নাথাস্তে তস্মাদিত্রা দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
প্রধানভূতা দেবেস্ত্রা গুণভূতাস্তথৈব চ।
মহন্তরেষু যে দেবা যজ্ঞভাজো ভবন্তি হি।।২১
যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষাৎসি পিশাচোরগদানবাঃ।
মহিমানঃ স্মৃতা হ্যেতে দেবেস্ত্রাণাস্ত সর্বশঃ।।
দেবেস্ত্রা গুরবো নাথা রাজানঃ পিতরো হি তে
রক্ষন্তীমাঃ প্রজাঃ সর্বা ধর্ম্মেণেহ সুরোস্তমাঃ
ইত্যেতন্নক্ষণং প্রোক্তং দেবেস্ত্রাণাং সমাসতঃ

অভিহিত হইয়া থাকে। ভুবলোক উৎপন্ন হইলে
ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তৃতীয় ভব্য শব্দ উচ্চারণ করেন;
এজন্য ভব্যলোক সমুৎপন্ন হইল; অনাগত
বিষয়েই ভব্য শব্দ প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্য এই
লোককে স্বর্গলোক বলে। এই ভব্য স্বলোকই
তৃতীয়; আর ভাব্য শব্দের ধাতুর্থগত অর্থও
ভবিষ্যৎ বোধক। ভূমিই ভূলোক, অন্তরীক্ষ ভুব
আর আকাশ স্বলোক; ত্রিলোকবোধক এই ত্রিবিধ
শব্দদ্বারাই এই লোকত্রয় ও কল্পিত হইয়াছে।
ধাতুবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে নাথ ধাতুপালনার্থে
প্রযুক্ত হয়; ইন্দ্র ভূত, ভবৎ, ভব্য অর্থাৎ ভূলোক,
ভুবলোক ও স্বলোক এই লোকত্রয় পালন করেন
বলিয়া দ্বিজগণ তাঁহাকে নাথশব্দে অভিহিত
করিয়া থাকেন। ১৯—২০। প্রতি মহন্তরীয়া ইন্দ্রগণ
স্ব স্ব গুণদ্বারা প্রধান হইয়া যজ্ঞভোজী দেবগণ
এবং নিখিল যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ,
উরগ ও দানবগণের উপর যে প্রভুত্ব করিয়া
থাকেন, ইহাই ঐ দেবেস্ত্রগণের মহিমা বলিয়া

সপ্তর্ষীন সম্প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং যে দিবি হিতা
গাধীজঃ কৌশিকো ধীমান্ বিশ্বামিত্রো

মহাতপাঃ।

ভার্গবো জমদগ্নিঃ উরুপুত্রঃ প্রতাপবান্।।
বৃহস্পতিসূতশ্চাপি ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
ঔতথ্যো গৌতমো বিদ্বান্ শরদ্বান্নাম ধার্মিকঃ
স্বায়ম্ভুবোহত্রির্ভগবান্ ব্রহ্মাকোশস্ত পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠো বশিষ্ঠপুত্রস্ত বসুমত্তোকবিশ্রুতঃ।।২৭
বৎসারঃ কাশ্যপশ্চৈব সপ্তৈতে সাধুসম্মতাঃ।
এতে সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা বর্তন্তে সাম্প্রতেহন্তরে।।
ইক্ষাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শয়তিরেব চ।
নরিস্যস্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্বিষ্ট এব চ।।২৯
করুষশ্চ পৃষতশ্চ বসুমত্তবমঃ স্মৃতাঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যেতে নব পুত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।
কীৰ্ত্তিতা বৈ ময়া হ্যেতে সপ্তমং চৈতদন্তরম্।।
ইত্যেবে বৈ ময়া পাদো দ্বিতীয়ঃ কথিতো দ্বিজাঃ

কথিত হইয়া থাকে। দেবেন্দ্রগণ সকলেই গুরু,
নাথ, রাজা, পিতা এবং ধর্মদ্বারা যাবতীয়
প্রজাগণের রক্ষক। এই আপনাদের নিকট
সংক্ষেপে ইন্দ্রের লক্ষণ বর্ণিত হইল। এক্ষণে
সম্প্রতি যে সকল সপ্তর্ষি স্বর্গে অবস্থিত
রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি।
কুশিকবংশোদ্ভব গাধিতনয় ধীমান মহাতপা
বিশ্বামিত্র, ভৃগুকুলোদ্ভব উরুপুত্র প্রতাপবান্
জমদগ্নি, বৃহস্পতিতনয় মহাতপা ভরদ্বাজ,
উতথ্যপুত্র শরদ্বত, ধার্মিক গৌতম পঞ্চম
স্বায়ম্ভুবতনয় ব্রহ্মাকোষ ভগবান্ অত্রি এবং ষষ্ঠ
লোকবিশ্রুত বশিষ্ঠপুত্র বসুমান্ ও কাশ্যপনন্দন
বৎসার বর্তমান মন্বন্তরে এই সাধুসম্মত সাতজন
সিদ্ধ সপ্তর্ষি। ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শয়তি,
বিখ্যাত নরিস্যস্ত, নাভ, উদ্বিষ্ট, পুরুষ পৃষত,
বসুমান্ ও বৈবস্বত মনুর এই নয় জন পুত্র;
আমি সপ্তমমন্বন্তরীয় এই সকল নৃপগণের বিষয়
আপনাদের নিকট কীর্তন করিলাম। হে দ্বিজগণ!
এই আপনাদের নিকট আনুপূর্বিক বিস্তরক্রমে

বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বত-
সর্গবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।।৬৪।।

সমাপ্তশ্চায়মনুষঙ্গপাদঃ।

উপোদঘাপাদঃ।

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

*শ্রুতা পাদং দ্বিতীয়ং তু ক্রান্তং সূতেন ধীমতা
অতন্তৃতীয়ং পঞ্চম পাদং বৈ শাংশপায়নং।।১
পাদঃ ক্রান্তো দ্বিতীয়োহয়মনুষঙ্গেন যন্তুয়া।
তৃতীয়ং বিস্তারাৎ পাদং সৌপোদঘাতং প্রকীর্ত্তর
এবমুক্তোহব্রবীৎ সূতঃ প্রহস্টেনান্তরায্যনা।।২
সূত উবাচ।

কীর্ত্তয়িষ্যে তৃতীয়ঞ্চ সৌপোদঘাতং সবিস্তরম্

বায়ুপুরাণে দ্বিতীয় পাদ কথিত হইল, এক্ষণে
বলুন—পুনরায় আর কি বর্ণন করিব?

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৪

অনুষঙ্গপাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

উপোদঘাত পাদ।

সূত-কথিত অনুষঙ্গ নামক দ্বিতীয় পাদের
বিবরণ শ্রবণান্তে শাংশপায়ন মুনি পুনরায়
সূতকে কহিলেন,—হে সূত! আপনার নিকট
অনুষঙ্গাখ্য দ্বিতীয় পাদ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে
উপক্রম সহ উপোদঘাত নামক তৃতীয় পাদ
কীর্তন করুন। এই কথা শুনিয়া সূত, হৃষ্টচিত্তে

*অথ উচুরিত্যধিকঃ পাঠঃ ক্ৰচিৎ।

পাদং সমুদয়াদিপ্রা গদতো মে নিবোধত । ১৩
মনৌর্বৈবস্বতস্যোমং সাম্প্রতস্য মহান্ননঃ ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ নিসর্গং শৃণুত স্বজাঃ । ১৪
চতুর্যুগে সপ্তত্যা সংখ্যাতঃ পূর্বমেব তু ।
সহ দেবগণৈশ্চৈব ঋষিভর্দানবৈঃ সহ । ১৫
পিতৃগন্ধর্বয়ক্ষৈশ্চ রক্ষোভূতগণৈস্তথা ।
মানুষৈঃ পশুভিশ্চৈব প্রক্ষিভিঃ স্থাবরৈঃ সহ । ১৬
মহাদিকং ভবিষ্যন্তমাখ্যানৈর্বহুবিস্তরম্ ।
বক্ষ্যে বৈবস্বতং সর্গং নমস্কৃত্য বিবস্ততে । ১৭
আদ্যে মন্বন্তরেহতীতাঃ স্বর্গাঃ প্রাবস্তকাশ্চ যে
স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে পূর্ণং সপ্তাসন্যে মহর্ষয়ঃ । ১৮
চাক্ষুষস্যন্তরেহতীতে প্রপ্তো বৈবস্বতে পুনঃ ।
দক্ষস্য চ ঋষীগাঞ্চ ভৃগুাদীনাং মহৌজসাম্ ।
শাপান্মহেশ্বরস্যাসীৎ প্রাদুর্ভাবো মহান্ননাম্
ভূয়ঃ সপ্তর্ষয়স্তে চ উৎপন্নঃ সপ্ত মানসাঃ ।
পুত্রস্তে কল্পিতাশ্চৈব স্বয়মের স্বয়ত্ত্ববা । ১৯
প্রজাসজ্ঞানকৃষ্টিস্তৈরুৎপদ্যন্তির্মহান্নভিঃ ।

বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে
দ্বিজগণ! আমি উটক্রম সহ সবিস্তর
উপোদ্ঘাতাখ্য তৃতীয় পাদ কীর্তন করিতেছি;
আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। হে
বিপ্রগণ! প্রথমতঃ বর্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর
চরিত্রবৃত্তান্ত আপনারা সবিস্তরে যথাক্রমে শ্রবণ
করুন। একসপ্ততি চতুর্যুগে সংখ্যাত মন্বন্তর,
তদন্তর্গত দেব, ঋষি, মানব, পিতৃ, গন্ধর্ব,
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি সহ
আদিস্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে সৃষ্টিপ্রবর্তক যে সপ্ত ঋষি
বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদিগের বিবরণ ও বহু
বিস্তৃত বিবিধ ভবিষ্য বৃত্তান্ত সহিত, বৈবস্বত
সৃষ্টি বিবরণ,—১—৮। চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত
ইহলে বৈবস্বত মন্বন্তর প্রবৃত্ত হয়। এই মন্বন্তরে
দক্ষ এবং মহাত্মা মহাতেজা ভৃগু প্রভৃতি
মহর্ষিগণের অভিশাপে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়।
তার পর সেই পূর্বতন সপ্তর্ষিগণ স্বায়ত্ত্বব সপ্ত

পুনঃ প্রবর্তিতঃ সর্গো যথাপূর্বং যথাক্রমম্ । ১১
তেষাং প্রসূতিং বক্ষ্যামি বিশুদ্ধজ্ঞানকর্মণাম্ ।
সমাসব্যাসযোগাভ্যাং যথাবদনুপূর্বশঃ । ১২
যেষামম্বয়সমুত্তৈর্লোকোহয়ং সচারাচরঃ ।
পুনঃ স পুরিতঃ সর্গো গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ । ১৩
এতচ্ছ্রদ্ধা বচস্তস্য মুনীনাং সংশয়োহভবৎ ।
ততস্তং সংশয়বিষ্টাঃ সূতং সংশয়নিশ্চয়ে ।
মৎকৃত্য পরিপপ্রচ্ছন্নমূনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ । ১৪

ঋষয় উচুঃ ।

কথং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্ব মুৎপন্নঃ সপ্ত মানসাঃ ।
পুত্রস্তে কল্পিতাশ্চৈব তদ্রো নিগদ সন্তম ।
ততোহরবীন্মহাতেজাঃ সূতঃ পৌরাণিকঃ

শুভম্ । ১৫

সূত উবাচ ।

কথাং সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা যে বৈ স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে ।
মন্বন্তরং সমাসাদ্য পুনর্বৈবস্বতং কিল । ১৬
বশিষ্ঠ ইতি তদ্বজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ ঋষম্বর্ষয়ঃ । ১৭

মানসপুত্ররূপে সমুৎপন্ন হয়েন। সেই মহাত্মারাই
পূর্বনিয়মানুযায়ী নূতন প্রজাসমূহ সৃজনপূর্বক
সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান-
কর্ম-বিশুদ্ধ সন্ততি বিবরণ সংক্ষেপে বিস্তর
ভাবে যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি। সেই সমস্ত
মহাত্মাদিগের বংশধরগণ এই গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডিত
চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান। মহাব্রতধারী
নৈমিষীয় মুনিগণ এ কথা শুনিয়া সংশয়াপন্নচিহ্নে
সূতকে সৎকার সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,
হে সন্তম! পূর্বতন সপ্তর্ষিগণ কি প্রকারে
পুনরায় উৎপন্ন হইয়া স্বয়ত্ত্বব পুত্র প্রাপ্ত হয়েন,
আমাদিগের নিকট তদ্বিবরণে বর্ণন করুন।
তখন মহাতেজা পৌরাণিকোত্তম সূত কহিলেন,
স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিগণ বৈবস্বত মন্বন্তরে
যে কি প্রকারে পুনরায় উৎপন্ন হয়েন, আমি
তাহা বলিতেছি। ইহারা স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে সতীর

ভবাভিশাপং সংবিদ্ধা হ্যপ্রাপ্তাস্তে তদা তপঃ
 উপপন্না জনে লোকে সকৃদাগামিনস্ত তে ॥১৭
 উচুঃ সৰ্বে ততোহন্যোন্ধ্যং জনলোকে মহর্ষয়
 উচুরেব মহাভাগা বারুণে বিততে ক্রতো ॥১৮
 সৰ্বে বয়ং প্রসূয়ামশ্চান্দ্রস্যাস্তরে মনোঃ।
 পিতামহশ্চাজাঃ সৰ্বে ততঃ শ্রেয় ভবিষ্যতি
 স্বায়ত্ত্বংবহন্তরে শপ্তাঃ সত্যার্থং তে ভবেন তু
 জজ্ঞিরে বৈ পুনস্তে হ জনলোকদ্বিবং গতাঃ
 দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতন্তনুম্।
 ব্রহ্মণো জুহুতঃ শুক্রময়ৌ পূৰ্বং প্রজ্ঞেজয়া ॥
 ঋষয়ো জজ্ঞিরে পূৰ্বং দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
 ভৃগুরঙ্গিরা মরীচীঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
 অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ অষ্টৌ তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥
 তথাস্য বিততে যজ্ঞে দেবাঃ সৰ্বে সমাগতাঃ।
 যজ্ঞাহবানি চ সৰ্ব্বাণি বষট্কারশ্চ মূর্তিমান্।
 মূর্তিমন্তি চ সমানি যজ্ঞুংষি চ সহস্রশঃ।
 ঋত্বৈদশ্চাভবন্তু পদক্রমবিভূষিতঃ ॥২৪

নিমিত্ত ভবদেব কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন।
 তজ্জন্য প্রলয়কালে জনলোক হইতে তপোলোকে
 যাইতে সক্ষম না হওয়ায় পরস্পরে মিলিত
 হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন; বলিলেন,— আমরা
 চান্দ্র মন্বন্তরে বারুণ যজ্ঞে পিতামহের
 সন্তানরূপে সমুৎপন্ন হইব। তাহা হইলেই
 আমাদের মঙ্গল হইবে। স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে সতী
 নিমিত্ত ভবদেব কর্তৃক অভিশপ্ত মহর্ষগণ এইরূপ
 কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক জনলোক হইতে পুনরায়
 ভূমন্ডলে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা বারুণী মূর্তি
 পরিগ্রহ করিয়া প্রজাকামনায় অগ্নিমধ্যে শুক্র
 হোম করিলে পর সেই ঋষিগণ তাহা হইতে
 প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহাই সেই মহর্ষিগণের দ্বিতীয়
 জন্ম। আমরা এইরূপ শ্রুত আছি। ১-২১। ব্রহ্মার
 সেই অষ্ট সন্তানের নাম যথা,— ভৃগু, অঙ্গিরা,
 মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বসিষ্ঠ।
 সেই যজ্ঞস্থলে দেবতা, যজ্ঞোপকরণ, বষট্কার
 সাম, যজ্ঞুঃ — সমস্তই মূর্তিমান হইয়া সন্নিহিত

যজুর্বেদশ্চ বৃত্তাঢ্য ঔবদনোজ্জলঃ।
 স্থিতো যজ্ঞার্থসম্পৃক্তসূক্তব্রাহ্মণমন্ত্রবান্ ॥২৫
 সামবেদশ্চ বৃত্তাঢ্যঃ সৰ্ব্বজ্ঞেয়পুরঃসরঃ।
 বিশ্ববিস্বাদিভিঃ সার্কং গন্ধর্বৈঃ সমভূতোহভবৎ
 ব্রহ্মবেদস্তথা ঘোরৈঃ কৃত্যবিধিভিরম্বিতঃ
 প্রত্যঙ্গিরসযোগৈশ্চ দ্বিশরীরশিরোহভবৎ ॥
 সক্ষণানি স্বরা স্তোভা নিরুস্তস্বরভক্তয়ঃ।
 আশ্রয়ন্ত বষট্কারো নিগ্রহপ্রগ্রহাবপি ॥২৮
 দীপ্তা দীপ্তিরিলা দেবী দিশঃ প্রদিশগীশ্বরঃ।
 দেবকন্যাশ্চ পত্ন্যাশ্চ তথা মাতর এব চ ॥২৯
 আয়ুঃ সৰ্ব্বত এবৈতে দেবস্য যজ্ঞতো মখে।
 মূর্তিমন্তঃ স্বরূপাখ্যা বরুণস্য বপুর্ভূতঃ ॥৩০
 স্বয়ত্ত্ববস্ত তা দৃষ্টা রেতঃ সমপতন্তু ব।
 ব্রহ্মর্ষেভাবভূতস্য বিধানাচ্চ ন সংশয়ঃ ॥৩১
 কৃত্বা জুহাব শুগ্ভ্যাং চ শ্রুবেণ পরিগৃহ্য চ।
 আদ্যাবজ্জুহবাঞ্চক্রে মন্ত্রবচ্চ পিতামহঃ ॥৩২
 ততঃ স জনয়ামাস ভূতগ্রামং প্রজাপতিঃ।

ছিল। পদক্রম-সমন্বিত এবং ওঙ্কার-মুখ-
 সমুজ্জ্বল, বৃত্তবিভূষিত যজুর্বেদ, যজ্ঞীয় সূক্ত
 মন্ত্র ব্রাহ্মণাদি সহ তথায় অধিষ্ঠান করিয়াছিল।
 সামদেব, সৰ্ববিধ গীত, বৃত্ত ও বিশ্বাবসু প্রভৃতি
 গন্ধর্বগণের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিল।
 অথর্ববেদ ও কৃত্যবিধি, প্রত্যঙ্গিরস যোগাদি
 ঘোর আভিচারিক বিধান সহ এক মন্তকে
 শরীরদ্বয়ধারী হইয়া তথায় বর্তমান ছিল।
 ইহাদিগের সহিত বষট্কারও নিগ্রহ প্রগ্রহ স্বর,
 স্তোভ ও স্বরবৈচিত্র্য, ইত্যাদি সহ তথায় উপস্থিত
 ছিল। দীপ্তা, দীপ্তি, ইলা দেবী, দিক্, বিদিক্,
 দিক্‌পাল, দেবকন্যা, দেবপত্নী, দেবমাতা, আয়ুঃ,
 — ইহারা সকলেই সেই বরুণ দেবের অনুষ্ঠিয়মান
 যজ্ঞস্থানে মূর্তিমানরূপে বিরাজমান ছিলেন।
 ২০—৩০। স্বয়ত্ত্ব ব্রহ্মা, তৎসমস্ত রমণীগণ-
 দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার
 রেতঃস্থলন হইল। তিনি সেই ভূতলস্থ ঘটবৎ

তস্যাক্ষর্যকৃতেজসন্তস্য যজ্ঞে লোকেষু তৈজসম্
তমসা ভাবব্যাপ্যত্বং তথা সত্ত্বং তথা রজঃ।।৩৩
সগুণান্তেজসো নিত্যমাকাশে তমসি স্থিতম্
তমসন্তেজসত্বাচ্চ সর্বভূতানি জজ্ঞিরে।।৩৪
যদা তস্মিন্নজায়ন্ত কালে পুত্রাস্ত কৰ্মজাঃ।
আজ্যস্থাল্যামুপাদায় স্বশুক্রং হতাবাংশ্চ হ।।৩৫
শুক্রং হতেহথ তস্মিংশ্চ প্রাদুর্ভূতা মহর্ষয়াঃ।
জ্বলন্তো বপুষা যুক্তাঃ সপ্ত বৈ প্রসবৈর্গুণৈঃ।।
হতে চার্মৌ সকচ্ছুক্রে জ্বালায়া নিঃসৃতঃ কবিঃ
হিরণ্যগর্ভস্তং দৃষ্টা জ্বালাং ভিস্তা বিনিঃসৃতম্।
ভৃগুস্তমিতি হোবাচ যস্মান্তস্মাৎ স বৈ ভৃগুঃ।।
মহাদেবস্তথোক্তুতং দৃষ্টা ব্রাহ্মণমব্রবীৎ।
মমৈষ পুত্রকামস্য দীক্ষিতস্য ত্বয়াং প্রভো,
বিজজ্ঞেহথ ভৃগুর্দেবোমম পুত্রো ভবাত্বয়ম্।।৩৮
তথেতি সমনুজ্ঞাতো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভুব।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস মহাদেবস্তথা ভৃগুম্।
বারুণা ভৃগবস্তস্মাস্তদপত্যঞ্চ স প্রভুঃ।।৩৯

রেতঃ সুক্সুবে লইয়া সমিদ্ধ অগ্নিতে মস্ত্রোচ্চারণ
সহকারে হোম করিলেন। তাহাতে তখন বিবিধ
ভূতগ্রাম প্রাদুর্ভূত হইল। তপঃপ্রভাবযুক্ত অথচ
হীনপথে প্রচ্যুতে সেই ব্রহ্মাবীৰ্য্য সত্ত্বময়,
রজোব্যাপ্ত ও তমোময় আকাশাধিকরণে দীপ্তমান
হইয়াছিল। সেই তেজ হইতে সর্বভূতের প্রাদুর্ভাব
ঘটে। তিনি যখন আজ্যস্থালীতে লইয়া স্বীয় শুক্র
হোম করেন, তখন কৰ্মজ সপ্ত পুত্র সমুৎপন্ন
হয়েন। তাঁহারা ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান, ও
জন্মানুরূপ গুণমণ্ডিত।।৩১-৩৬। প্রথমতঃ
অগ্নিতে শুক্র হোম করা মাত্র, সেই অগ্নিশিখা
হইতে কবি বিনিঃসৃত হয়েন; হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে
জ্বালামধ্য হইতে নির্গত দেখিয়া “তুমি ভৃগু”
এই কথা বলিলেন; তজ্জন্য সেই পুত্র ভৃগু নামে
বিখ্যাত হয়েন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মাকে
কহিলেন, আমি পুত্রকামনায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি;
অতএব এটি, আমারই পুত্র হউক। পরে ব্রহ্মা
মহাদেবের বাক্যে অনুমোদন করিলে মহাদেব

দ্বিতীয়স্ত ততঃ শুক্রমঙ্গারেষুপতৎ প্রভুঃ।
অঙ্গারেষুসিরোহঙ্গানি সংহিতানি ততোহঙ্গিয়াঃ
সত্ত্বতিং তস্য তাং দৃষ্টা বহির্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।
রেতোধান্তভ্যমেবাহং দ্বিতীয়োহয়ং মমাস্তিতি
এবমস্তিতি সোহপ্যুক্তো ব্রহ্মণা সদসম্পতিঃ।
তস্মাদঙ্গিরসশ্চাপি আগ্নেয়া ইতি নঃ শ্রুতম্।।
ষট্কৃতস্ত পুনঃ শুক্রে ব্রহ্মণা লোককারিণা।
হতে সমভবংশুক্র যড়ব্রহ্মাণ ইতি শ্রুতিঃ।।
মরীচিঃ প্রথমস্তত্র মরীচিভ্যঃ সমুখিতঃ।
ক্রতৌ তস্মিন্ সুতো জজ্ঞে যত্রস্তস্মাৎ স বৈ ক্রতুঃ।।৪৪
অহং তৃতীয় ইত্যর্থস্তস্মাদত্রিঃ স কীর্ত্যতে।
কৈশেচ্চ নিশিতৈর্ভূতঃ পুলস্ত্যস্তেন স স্মৃতঃ
কৈশেলীষৈঃ সমুজ্জ্বতস্মাদু পুলহঃ স্মৃতঃ।
বসুমধ্যাৎ সমুৎপন্নো বসুমান্ বসুধাশ্রয়ঃ।।৪৬

সেই ভৃগুকে পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এই
নিমিত্ত ভৃগুগণ বারুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।
ব্রহ্মা দ্বিতীয়বার সেই শুক্র দ্বারা অঙ্গার মধ্যে
আঁহতি প্রদান করেন; তাহাতে তন্মধ্যে অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন অঙ্গিরা প্রাদুর্ভূত হয়েন। অগ্নি
তাঁহাকে দেখিয়া তখন ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমিই
আপনার রেতঃ ধারণ করিয়াছি; অতএব এ
পুত্রটি আমার হউক। ব্রহ্মা সে কথা অনুমোদন
করিলেন। তদবধি অঙ্গিরাগণ আগ্নেয় বলিয়া
প্রখ্যাত হয়েন। আমরা এইরূপ শ্রুত আছি।
অতঃপর ব্রহ্মা পুনরায় অগ্নিতে সেই শুক্র
হোম করিলে তাহা হইতে ছয়জন ব্রাহ্মণ
সমুৎপন্ন হয়েন। এরূপ শ্রুতি আছে। তন্মধ্যে
প্রথমতঃ মরীচি অর্থাৎ কিরণ হইতে যিনি
সমুখিত হয়েন, তাঁহার নাম মরীচি। সেই
ক্রতুতে জন্ম জন্য অপর পুত্রের নাম হইল
ক্রতু। অপর পুত্র “আমি তৃতীয়” এই কথা
বলিতে বলিতে সমুখিত হয়েন বলিয়া অত্রি
নাম প্রাপ্ত হয়েন। অপর পুত্রের কেশরাশি
শাণিতান্ত্র-ধারাবৎ তীক্ষ্ণ হওয়ায় তাহা

লোকস্য সন্তানকরাষ্ট্রেরিমা বর্ধিতাঃ প্রজাঃ।
 প্রজাপত্য ইত্যেবঃ পঠ্যন্তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ।
 অপরে পিতরো নাম এতৈরেব মহর্ষিভিঃ।
 উৎপাদিতা ঋষিগণাঃ সপ্ত লোকেষু বিস্তৃতাঃ॥
 মারীচা ভার্গবশ্চৈব তথৈবাস্মিরসোহপরে।
 পৌলস্ত্যাঃ পৌলহশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চৈব বিস্তৃতাঃ
 আত্রেয়শ্চ গণাঃ প্রোক্তাঃ পিতৃণাং

লোকবিস্তৃতাঃ॥৫০

এতে সমাসতস্তাত পুরৈব তু গুণাক্রয়ঃ।
 অমূর্ত্যশ্চ প্রকাশশ্চ জ্যোতিষ্যস্তশ্চ বিস্তৃতাঃ॥
 তেষাং রাজা যমো দেবো যমৈবিতকস্ময়ঃ।
 অপরে প্রজানাং পত্যস্তান শৃণুধ্বমতক্ষিতাঃ
 কর্দমঃ কশ্যপঃ শেষো বিক্রান্তঃ সুশ্রবাস্তথা।
 বহুপুত্রঃ কুমারশ্চ বিবস্বান্ স শুচিশ্রবাঃ॥৫০
 প্রচেতসোহরিষ্টনেমির্বহ্লশ্চ প্রজাপতিঃ।
 ইত্যেবমাদয়োহন্যোহপি বহুবশ্চ প্রজেশ্বরঃ॥

পুলস্ত্য এবং অন্য পুত্রের কেশসমূহ লঙ্ঘিত ছিল
 বলিয়া পুলহ নাম নির্বাচিত হয়। বসু অর্থাৎ
 অগ্নিমধ্য ইহাতে উৎপন্ন হওয়ায় অপর তেজস্বী
 পুত্র বসিষ্ঠ নামে তত্ত্বজ্ঞগণ অভিহিত করেন।
 এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস সন্তান। ইহঁরাই
 লোকসৃষ্টি বিস্তারক। ইহঁদিগের দ্বারাই এই
 পরিদৃশ্যমান প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করিয়াছে।
 সেই নিমিত্ত ইহঁরা প্রজাপতি শব্দে অভিহিত
 হইয়াছেন। এই মহর্ষিগণই লোকবিস্তৃত পিতৃগণ
 নামক অপর সপ্তঋষিকে সমুৎপাদন করেন।
 মারীচ, ভার্গব, অগ্নিরস, পৌলস্ত্য, পৌলহ, বশিষ্ঠ,
 ও আত্রেয়; এই সপ্তবিধ পিতৃগণ লোক-বিখ্যাত।
 হে তাত! গুণ ত্রয়ের বিকারজাত তমূর্ত্ত স্বপ্রকাশ
 জ্যোতিষ্মান্ সৃষ্টি এই আম সংক্ষেপে বর্ণন
 করিলাম। যম ইহঁদিগের রাজা। যমানুষ্ঠানে
 ইহঁরা পাপহীন। অপর প্রজাপতিগণের বিবরণ
 বলিতেছি; আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ
 করুন। ৩৭—৫২। কর্দম, শস্তপ, শেষ, বিক্রান্ত,
 সুশ্রবা, বহুপুত্র, কুমার, বিবস্বান্ শুচিশ্রবা,

কুশোচ্চয়া বালখিল্যাঃ সন্তুতঃ পর মর্ষয়ঃ।
 মনোজবাঃ সর্বগতাঃ সার্বভৌমাশ্চ তেহভবন্
 জাতা ভস্মব্যপোহেন্যাং ব্রহ্মাষিগণসম্মতাঃ।
 বৈখানসা মুনিগণাস্ত সঃশ্রুতপরায়ণাঃ॥৫৬
 শ্রোতোভ্যস্তস্য চোৎপন্নবিশ্বিনৌ রূপসম্মিতৌ
 বিদুর্জগ্মাক্ষরজসো বিমলা নেত্রসন্তবাঃ॥৫৭
 জ্যেষ্ঠাঃ প্রজানাং পত্যঃ শ্রোতোভ্যস্তস্য

জজিরে॥৫৮

ঋষয়ো রোমকুপেভ্যস্তথা শ্বেদমলোদ্ভবাঃ।
 দারুণা হি রুতে মাসা নির্যাসাঃ পক্ষসন্ধয়ঃ।
 বৎসরা যে ত্বহোরাত্রাঃ পিত্র্যং জ্যোতিষ্চদারুণম্
 রৌদ্রং লোহিতমিত্যাকলৌহিতং কনকং স্মৃতম্
 তন্মৈত্রমিতি বিজ্ঞেয়ং ধূমশ্চ পশবঃ স্মৃতাঃ॥৬০
 যেহ চক্ষস্তস্য তে রুদ্রাস্তথা দিত্যাঃ সমুদ্ভবাঃ।
 অঙ্গারেভ্যঃ সমুৎপন্না জ্যোতিষো দিব্যমানুষাঃ
 আদিমানস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মাসমুদ্ভবঃ।
 সর্বকামদমিত্যাঙ্কস্তত্র কন্যামুদাহরম্॥৬২

প্রচেতস, অরিষ্টনেমি, ও বহ্ল প্রজাপতি প্রভৃতি
 অনেক প্রজাপতি ছিলেন। কুশসংগ্রহী
 বালখিল্যগণ, পরমর্ষি পদ লাভ করেন। স্বর্গগামী
 মনোজব প্রজাপতিগণ সার্বভৌম হইয়াছিলেন।
 তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৈখানস মুনিগণ
 উভীয়মান যজ্ঞভক্ষ্য ইহাতে প্রাদুর্ভূত হয়েন।
 ব্রহ্মার শ্রোত্র ইহাতে রূপবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়
 এবং অপরাপর দেহচ্ছিন্ন ইহাতে প্রধান প্রধান
 কতিপয় প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তদীয়
 রোমকূপ ইহাতে শ্বেদমল জাত অনেকানেক ঋষি
 প্রাদুর্ভূত হয়েন। তদীয় স্বর ইহাতে দারুণ গুণাক্রান্ত
 মাস, নির্যাস, পক্ষসন্ধি, বৎসর, অহোরাত্র ও
 পিতৃগণের জ্যোতিঃসমুৎপত্তি ঘটে। রৌদ্রকে
 লোহিত বলা যায়, লোহিতই কনক। উহাকে
 মৈত্র বলে, উহা বলে, উহা ইহাতে ধূম এবং
 পশুসমূহ জন্মে। ব্রহ্মার দেহদ্যুতি ইহাতে রুদ্র
 ও আদিত্যগণের উৎপত্তি হয়। অঙ্গার ইহাতে
 দিব্যমানুষ জ্যোতিঃসমূহ জন্মে। বেদোৎপাদ
 ব্রহ্মা এই সৃষ্টির মূলস্বরূপ। তিনিই

ব্রহ্মা সুরগুরুস্তত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসীদতি ।
ইমং বৈ জনবিস্মৃতি প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজেশ্বরঃ ॥
সৰ্বে প্রজানাং পতয়ঃ সৰ্বে চাপি তপস্বিনঃ ।
তৎপ্রসাদাদিমাত্রোকান্ ধারয়ুয়ুরিমাঃ ক্রিয়াঃ
দ্বন্দ্বং সংবর্দ্ধয়ামাস তব তেজো-বিবর্দ্ধনম্ ।
দেবেষু বেদবিদ্বাংসঃ সৰ্বে রাজর্ষয়স্তথা ॥৬৫
বেদমন্ত্রপরাঃ সৰ্বে প্রজাপতিগোষ্ঠবাঃ ।
অনন্তং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ তপশ্চ পরমং ভূবি ॥৬৬
সৰ্বে হি বয়মৈতে চ তবৈব প্রসবঃ প্রভো ।
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব লোকাশ্চৈব চরাচরাঃ ॥
মরীচিমাচিতঃ কৃতা দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ ।
অপত্যানীহ সঙ্কিন্ত্য তত্ৰপত্যং কাময়ামহে ॥
তস্মিন্ যজ্ঞে মহাভাগা দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ ।
এতদ্বংশসমুদ্ভুতাঃ স্থানকালভিমানিনঃ ॥৬৯
ন চ তেনৈব রূপেণ স্থাপয়েয়ুরিমাঃ প্রজাঃ ।
যুগাদিনিধনাশ্চৈব স্থাপয়েয়ুরিমাঃ প্রজাঃ ॥৭০
ততোহব্রবীম্লোকগুরুঃ পরমিত্যবিচারয়ন ।
এবং দেবা বিনিশ্চিত্য ময়া সৃষ্টা ন সংশয়ঃ ।
ভবতাং বংশসমুদ্ভুতাঃ পুনরেতে মহর্ষয়ঃ ॥৭১

সর্বকামসাধক । মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ
মিলিতভাবে সৃষ্টিকামনায় সেই সুরশ্রেষ্ঠের
নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, হে প্রভো ।
আপনার প্রসাদে এই প্রজাপতিগণ লোকধারণক্ষম
প্রজাসমূহ সৃজন করিয়া আপনার অতীজিত
সাধনে অভিলাষী হইয়াছেন; বেদবিদ্ ও
রাজর্ষিগণ সকলেই দ্বন্দ্বভাবের পক্ষপাতী; সুতরাং
যাহাতে ইহারা দ্বন্দ্বভাবযুক্ত হইয়া প্রজোৎপাদনে
সক্ষম হয়েন, তজ্জন্য অভিমত কন্যা দান করা
আপনার কর্তব্য । ইহারা সকলেই বেদমন্ত্রপর,
প্রজাপতি গুণযুক্ত, এবং সত্য তপস্যাতি অনন্ত
গুণে মণ্ডিত । এই সমস্ত স্থান-কালভিমानी
মহাত্মারা দেবতা ও অপরাপর ঋষিদিগের সহিত
যুগাদি কাল হইতে যুগান্ত যাবৎ সৃষ্ট প্রজা দ্বারা
সৃষ্টির পুষ্টিসাধন করিবেন ৫৩—৭০ । এই কথা
শুনিয়া লোকপিতামহ কহিলেন,—আমি
এতৎসমস্ত বিবেচনা করিয়াই প্রথমে দেবগণের

তেষাং ভূগোঃ কীর্তায়যো বংশংপূর্বং মহাত্মনঃ ।
বিস্তরেণঅনুপূর্ব্যা চ প্রথমস্য প্রজাপতেঃ ॥৭২
ভার্য্যে ভূগোরপ্রতিমে উত্তমোহাভজনে শুভে
হিরণ্যকশিপোঃ কন্যা দিব্যা নাম পরিশ্রুতা ।
পুলোয়শ্চাপ পৌলোমী দুইতা বরবর্ণিনী ॥
ভূগোস্ত্বজনয়দ্বিভ্যা কাব্যং বেদবিদাং বরম্ ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যং শুক্রং কবিসুতং গ্রহম্ ॥
স শুক্রশ্চোশনা খ্যাতঃ স্মৃতঃ কাব্যোহপি
নামতঃ ॥৭৪

পিতৃগাং মানসী কন্যা সোমপানাং যশস্বিনী ।
শুক্রস্য ভার্য্যা গোনাম বিজজ্ঞে চতুরঃ সুতান্
ব্রাহ্মণ তেজসা যুক্তঃ স জাতো ব্রহ্মবিশ্তমঃ ।
তস্যামেব তু চত্বারঃ পুত্রাঃ শুক্রস্য জজিগ্মে ॥
ত্বষ্টা বরুতী দ্বাবেতৌ যশুমর্কো চ তাবুডৌ ।
তে তদাদিত্যসঙ্কশা ব্রহ্মকল্পাঃ প্রভাবতঃ ॥
রঞ্জনঃ পৃথুরশ্বিচ্চ বিদ্বান্ যশ্চ বৃহদিগরাঃ ।

সৃষ্টি করিয়াছি। পয়স্ত সেই সকল দেবগণ
এবং অপরাপর ঋষিগণ, এই সমস্ত
প্রজাপতিগণের বংশেই প্রাদুর্ভূত হইবেন । হে
মুনিগণ! সেই সকল প্রজাপতির মধ্যে প্রথমতঃ
ভূগুর বংশ আমি সবিস্তরে যথাক্রমে বর্ণন
করিতেছি। ভূগুর সঙ্গীয়া দুইটি ভার্য্যা ।
তন্মধ্যে দিব্যা নামী শুভা ভার্য্যা—হিরণ্যকশিপুর
কন্যা; আর বরবর্ণিনী পৌলোমী—পুলোমোর
কন্যা । ভূগুসংসর্গে কাব্য, বেদবিদগণের
অগ্রগণ্য কাব্যকে প্রসব করেন । কবিসুত সেই
কাব্য শুক্র নামে খ্যাত । ইনি দেব ও অসুরগণের
আচার্য্যত্ব ও গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়েন । ইহার শুক্র,
উশনা ও কাব্য নাম প্রসিদ্ধ । শুক্র, সেমিপ
পিতৃগণের মানসী কন্যা যশস্বিনী গোনামী
কন্যাতে চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন । শুক্রাচার্য্য
ব্রাহ্ম তেজোযুক্ত ও ব্রহ্মবিশ্তম ছিলেন ।
গোনামী পত্নীতে শুক্রের যশু, অমর্ক, এই দুই
এবং ত্বষ্টা, বরুতী, এই দুইমোট চারিটি সন্তান
জন্মে । ইহারা প্রভাবে সকলেই আদিত্যকল্প এবং

বরুজিগঃ সুতো হ্যেতে ব্রহ্মিষ্ঠাঃ সুরযাজকাঃ ।।
 ইজ্যার্ষম্বিনাশার্থং মনুমেত্যাভ্যযোজয়ন্ ।
 নিরম্যমানং বৈ ধর্মং দৃষ্টেবদ্রো মনুমব্রবীৎ ।।
 এতৈরেব তু কামং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যাজনম্
 অশ্বেন্দ্রস্য তু তদ্বাক্যং তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ ।।
 তিরোভূতেষু তেষ্বিদ্রো ধর্মপত্নীঞ্চ চেতনাম্ ।
 গ্রহেণ মোচয়িত্বা তু ততঃ সোহনুসার তাম্
 তত ইন্দ্রেবিনাশায় যতমানান্ যতীকৃত্ব অন্ ।
 তত্রাগতান্ পুনর্দৃষ্টা দুষ্টানিহ্রঃ গ্রহন্য তু ।
 সুস্থাপ দেবদেবস্য বেদ্যাং বৈ দক্ষিণে ততঃ ।।
 তেষাস্ত ভক্ষ্যমাণানাং তত্র শালাবৃকৈঃ সহ ।
 শীঘ্রাণি ন্যপতংস্তানি খজ্জুরাণ্যভবংস্ততঃ ।।৮৩
 এবং বরুজিগঃ পুত্রা ইন্দ্রেণ নিহতাঃ পুরা ।
 যজন্যাং দেবযানী চ শুক্রস্য দুহিতাভবৎ ।।৮৪
 ত্রিশিরা বিশ্বরূপস্ত ত্বষ্টুঃ পুত্রোহভবম্মহান্ ।

ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী ছিলেন। বরুজীর রঞ্জন, পৃথুরশ্বি, ও বিদ্বান্ বলহদগিরা,—এই কয়টি সন্তান। ইহারা দেবগণের যাজক অথচ ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। ইহারা যাগ-পূজাদি ধর্ম লোপ-করাণার্থ মনুসমীপে যাইয়া আত্মাভিপ্রায় প্রকাশপূর্বক তর্ক দ্বারা আত্মমতের সমর্থন করিতে থাকিলে ইন্দ্র, ধর্মহানি দর্শনে মনুকে কহিলেন যে, ইহাদিগকেই পশু করিয়া আমি তোমাকে যাগ করাইব। বরুজিনন্দনগণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্বক লুপ্তায়িত হইলেন। ইন্দ্র তখন মূল্যস্বরূপ অনেক ধন-রত্ন দিয়া তাহাদিগের ধর্মপত্নী চেতনাকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন। একদা ইন্দ্রের বিনাশার্থ যত্নপরায়ণ সেই যতিগণ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাহাদিগের বিনাশার্থ অভিপ্রায় করিলেন। পরে তাহারা রাত্রিকালে যজ্ঞীব দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে ইন্দ্র তাহাদিগকে নিহত করিয়লেন। অনন্তর কুঙ্করগণ তাহাদিগের মস্যক সকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সেগুলি ভূপতিত হইয়া খজ্জুরাকার ধারণ করিল। ইন্দ্র

যশোধরায়মুৎপন্নো বৈরোচন্যাং মহাযশাঃ ।
 বিশ্বরূপান্জশ্চাপি বিশ্বকর্মা যরঃ স্মৃতঃ ।।৮৪
 ভৃগাস্ত ভৃগবো দেবা জজ্ঞিরে দ্বাদশাশ্বজাঃ ।
 দেব্যাং তান্ সুষুবে সর্ষান্ কাব্যশৈচরা স্বজান্
 প্রভুঃ ।।৮৫
 ভুবনো ভাবনশ্চৈব অন্যশ্চান্যায়তন্তথা ।
 ক্রতুঃ শ্রবশ্চ মূর্ধ্বা চ ব্যজয়ো ব্যশ্রবশ্চ যঃ ।
 প্রসবশ্চাপ্যজশ্চৈব দ্বাদশোহধিপতিঃ স্মৃতঃ ।।
 ইত্যেতে ভৃগবো দেবাঃ স্মৃতা দ্বাদশ যাজিকাঃ
 পৌলোম্যজনয়ৎ পুত্রং ব্রহ্মিষ্ঠং বশিনং বিভূম্
 ব্যাধিতঃ সোহষ্টমে মাসি গর্ভঃ ক্রুরেণ কর্মণা
 চ্যবনাচ্যবনঃ সোহসচেতনস্ত প্রচেতসঃ ।
 প্রচেতসাচ্যবনক্রোধাদধ্বানং পুরুষাদজঃ ।।৮৯
 জনয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ সুকন্যায়াক্ষ ভার্গবঃ ।
 আশ্ববানং দধীচঞ্চ তাবুভৌ সাধুসম্মতৌ ।।৯০
 সারস্বতঃ সরস্বত্যাং দধীচাচ্চোপপদ্যতে ।
 রুচী পত্নী মহাভাগা আশ্ববানস্য নাহবী ।।৯১

এইভাবে বরুজীর পুত্রগণকে নিহত করেন। যজনীতে শুক্রচার্যের দেবযানী নামী এক কন্যা জন্মে। ত্বষ্টার ত্রিশিরা বিশ্বরূপ এবং তৎকনিষ্ঠ যশস্বী বিশ্বকর্মা, এই দুই যমজ সন্তান জন্মে। বিরোচননন্দিনী যশোধরার গর্ভে ইহাদিগের জন্ম হয়। ৭১-৭৮। ভৃগুবংশে দ্বাদশ জন দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে তাহাদিগের উৎপত্তি। তাহাদিগের নাম যথা—ভুবন, ভাবন, অন্য, অন্যায়ত, ক্রতু, শ্রবা, মূর্ধ্বা, ব্যজয়, ব্যশ্র, প্রসব, অজ ও অধিপতি। ভার্গববংশীয় এই দ্বাদশ জন যাজিক দেবতা। পৌলোমী গর্ভ ধারণ করিলে সেই গর্ভ অষ্টম মাস কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রচ্যুত হয়; সেই সন্তান চ্যবন জন্ম চ্যবন এবং চেতন যুক্তহেতু প্রচেতস নামে প্রখ্যাত হয়। এই প্রচেতস চ্যবনের ক্রোধে পথবাসী দম নামক রাক্ষসের উৎপত্তি হইয়াছিল। চ্যবন, সুকন্যার গর্ভে আশ্ববান ও দধীচিকে উৎপাদন করেন। ইহারা

তস্য তুর্কো ঋষির্জজ্ঞে উরু ভিত্তা মহাযশাঃ।
 ঔর্বশ্যাসীদৃচীকস্ত দীপ্তাগ্নিসদৃশপ্রভঃ ॥৯২
 জামদগ্নিঋচীকস্য সত্যবত্যাং ব্যজায়ত।
 ভৃগোশ্চ চরুপর্য্যাসে রৌদ্রবৈষ্ণবয়োস্তথা ॥৯৩
 জমনাঋবস্যাপ্তেজমদগ্নিরজায়ত।
 রেণুক্য জমদগ্নেস্ত শত্রুতুল্যপরাক্রমম্।
 ব্রহ্মাক্রময়াং রামং সুসুবেহমিততেজসম্।
 ঔবশ্যাসীৎ পুত্রশতং জমদগ্নিপুরোগমম্।
 তেষাং পুত্রসহস্রাণি ভার্গবাণাং পরম্পরাৎ ॥
 ঋষ্যস্তরেষু বৈ বাহ্য বহুবো ভার্গবাঃ স্মৃতাঃ।
 বৎসো বিশ্বোহশ্বিষেণশ্চ পাণ্ডুঃ পথ্যঃ

সশৌনকঃ।

গোত্রেণ সপ্তমা হাতে পক্ষা জ্ঞেয়াস্ত ভার্গবাঃ
 শৃণুতাস্মিরসো বংশমগ্নেঃ পুত্রস্য ধীমতঃ।
 যম্যাহ্নয়ো সন্তুতা ভারদ্বজাঃ সগৌতমাঃ।
 দেবশ্চাস্মিরসো মুখ্যাস্বিমুস্তো মহৌজসঃ ॥
 সুরূপা চৈব মারচী কাদিমী চ তথা স্বরাট্।

উভয়েই সাধুবর্গের অভিমত ছিলেন। দধীচি
 হইতে সরস্বতীর গর্ভে সারস্বত নামক পুত্র জন্মে।
 আত্মবানের পত্নী নহ্বনন্দিনী রুচির উরুদেশ
 ভেদ করিয়া মহাযশস্বী উর্ধ্ব ঋষি জন্মগ্রহণ
 করেন। উর্বের পুত্র দীপ্তাগ্নিসম ঋচীক।
 সত্যবতীর গর্ভে ঋচীকের জমদগ্নি নামে পুত্র
 হয়। ভূতকৃত রৌদ্র ও বৈষ্ণব চরুদ্বয়ের বিপর্য্য
 বশে বৈষ্ণবাগ্নির জমন হেতু জমদগ্নিয় জন্ম
 হয়। জমদগ্নি হইতে রেণুকা, ব্রহ্মাক্রম গুণময়
 অমিততেজা শত্রু সমপরাক্রম রামনামক পুত্র
 প্রসব করেন। উর্বনন্দন ঋচীকের জমদগ্নিপ্রমুখ
 শত পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের আবার সহস্র সহস্র
 পুত্র হয়। সেই বিপুল ভূতবংশের অনেকে
 অপরাপর মুনিগণের আনুগত্য ফলে তত্ত্বৎ
 গোত্রান্তর্ভূত হইয়াছেন। বৎস, বিশ্ব, অশ্বী, সেন,
 পাণ্ডু, পথ্য ও শৌনক—ভার্গবগণ এই সপ্ত
 গোত্রে সপ্তভাগে বিভক্ত ৮৬—৯৬। অতঃপর
 আপনারা অগ্নিনন্দন অগ্নিরায় বংশবিবরণ শ্রবণ

পথ্য চ মানবী কন্যা তিস্রো ভার্য্যাস্থতর্কণঃ।
 ইত্যোতাস্মিরসঃ পত্ন্যাস্তাসু বক্ষামি সন্ততিম্
 অথর্বগস্ত দায়দাস্তাসু জাতাঃ কুলোদ্বহাঃ।
 উৎপন্ন মহতা চৈব তপসা ভাবিতাস্বনাম্ ॥
 বৃহস্পতিঃ সুরূপায়াং গৌতমং স্বসুবে স্বরাট্।
 অবহ্ন্যং বামদেবঞ্চ উতথ্যমুশিজং তথা ॥১০০
 বিষ্ণুঃ পুত্রস্ত পথ্যয়াং সংবাস্তৈশ্চৈব মানসঃ।
 বিচিহ্নশ্চ তথা যস্য শরদ্বাংশচাপ্যুতথ্যজঃ ॥১০১
 উশিজজ্ঞো দীর্ঘতমা বৃহদুকথো বামদেবজঃ।
 ধিষ্ণেঃ পুত্রঃ সুধস্বান ঋষভশ্চ সুধস্বনঃ ॥১০২
 রথকারঃ স্মৃতা দেবা ঋষয়ো যে পরিশ্রুতাঃ।
 বৃহস্পতের্ভরদ্বাজ্ঞো বিহ্রুতঃ সুমহাযশাঃ ॥১০৩
 অগ্নিরসস্ত সংবর্ষো দেবনাগ্নিরসঃ শৃণু।
 বৃহস্পতের্ব্বায়াংসো দেবা হ্যগ্নিরসঃ স্মৃতাঃ ॥
 ঔরসাগ্নিরসঃ পুত্রাঃ সুরূপায়াং বিজজিরে।
 ঔদার্য্যায়ুর্দনুর্দক্ষো দর্তঃ প্রাগস্তথৈব চ।
 হবিষ্যংশ হবিষুশ্চ ক্রতুঃ সত্যশ্চ তে দশ ॥

করুন। ইহঁদের বংশে ভারদ্বাজ, গৌতম ও
 ইবুমন্ত নামে প্রখ্যাত মহাদেজা দেবগণ সমুদ্ভূত
 হয়েন। আগ্নিরস অবর্বনের তিন পত্নী;
 মরীচিনন্দিনী সুরূপা, কর্দবনন্দিনী স্বরাট্ ও
 মনুতনয়া পথ্য। ইহঁাদিগের সন্ততি বিবরণ
 বলিতেছি। অথর্বনের মহাতপস্যা ফলে মহাত্মা
 বংশবিস্তারক সন্তান সকল সমুৎপন্ন হয়।
 সুরূপাতে বৃহস্পতি জন্মেন; স্বরাট্ গৌতম,
 অবহ্ন্য, উশিজ, ও উতথ্য নামক পুত্র প্রসব
 করেন। পথ্যার গর্ভজ পুত্র বিষ্ণু এবং মানস
 পুত্র সংবর্ষ ও বিচিহ্ন। উতথ্যের পুত্র শরদ্বান।
 উশিজের পুত্র দীর্ঘতমা। বামদেবের পুত্র
 বৃহদুকথ। বিষ্ণুর পুত্র সুধস্বা। সুধস্বার পুত্র
 ঋষিভ। ঋষিভ হইতে রথকার দেবতা ও
 ঋষিগণে প্রাদুর্ভাব। বৃহস্পতির লোকবিখ্যাত
 পুত্র ভরদ্বাজ। অথর্বনের অপর পুত্র সংবর্ষ।
 সংবর্ষ, ও আগ্নিরস দেবগণ বৃহস্পতির কনিষ্ঠ।
 ইহঁরা সুরূপার গর্ভে আগ্নিরসের ঔরসে
 জন্মগ্রহণ করেন। ঔদার্য্য আয়ু, দনু: দক্ষ, দর্ত,

অয়ম্যস্তু উতথ্যশ্চ বামদেবস্তথোসিজঃ।
 তারদ্বাজাঃ শাস্ত্রতিকা গার্গ্যকারধরথীতরাঃ।।
 মুদগলা বিষ্ণুবৃদ্ধাশ্চ হরিতা বায়বস্তথা।
 তথা ভাস্ক্রা ভরদ্বাজা আর্যভাঃ কিংস্তয়াস্তথা
 এস্তে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষা বিজ্জেরা দশ পঞ্চ চ।
 ঋষাস্তরেষু বৈ বাহ্য বহবোহঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।।
 মরীচং পরিবক্ষ্যামি বংশমুত্তমপুরুষম্।
 যস্যাস্ববায়ু সন্ততং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্।।১০৯
 মরীচিরাপশ্চকমে তাভির্ধ্যায়ন প্রজেক্সয়া।
 পুত্রঃ সর্বগুণোপেতঃ প্রজাবান সুরুচিদিতিঃ।
 সম্পূজ্যতে প্রশস্তায়াং মনসা ভাবিতা প্রভুঃ।।
 আহুতাশ্চ ততঃ সর্বা আপঃ সমবসৎ প্রভুঃ।।
 তাসু প্রণিহিতাশ্চানমেকঃ সোহজনয়ৎ প্রভুঃ।।
 পুত্রমপ্রতিমশ্রীম্মারিষ্টনেমিঃ প্রজাপতিঃ।
 পুত্রং মরীচং সূর্য্যভং বধৌ বেশো ব্যজীজনৎ
 প্রধ্যায়ন হি সতাং বাচং পুত্রার্থী সলিলে
 স্থিতঃ।

প্রাণ, হবিষ্মান, হবিষ্ণু, ক্রতু, ও সত্য; এই দশ জন অঙ্গিরোবংশীয় দেবতা। অঙ্গিরস বংশ—
 অয়স্য, উতথ্য, বামদেব, উষিজ, শাস্ত্রিক, গার্গ, কাশ্ব, রথীতর, মুদগল, বিষ্ণু বৃদ্ধ, হরিত, বায়ু, ভাস্ক্র, আর্যভ, ও কিংভয়; এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত; অঙ্গিরস বংশ বহু বিস্তৃত; পরন্তু এ সকল বংশ ব্যতীত অপর বংশে ইহাদিগের বিবাহ বিহিত হইয়াছে। ৯৭—১০৮। এক্ষণে মরীচির উত্তম বংশবিবরণ বলিতেছি। ইহার বংশেই স্বাবর-জঙ্গম জগৎ সমুৎপন্ন হয়। মরীচি প্রজাকামনায় চিন্তাধিত হইয়া জল সকলকে কামনা করেন। তাঁহার অভিধানফলে জল সকল তৎসমীপস্থ হইলে তিনি তন্মধ্যে বাসকরত “পুত্রহীনের গতি নাই” এই সাধুবাক্যে চিন্তাধিত হইয়া অভিধানবশে অপ্রতিম তেজঃসম্পন্ন অরিষ্টনেমি নামক এক পুত্র সৃজন করেন। অরিষ্টনেমি একজন প্রজাপতি। ইহারই নামান্তর

সপ্ত বর্ষসহস্রাণি ততঃ সোহপ্রতিমোহভবৎ।।
 কশ্যপঃ সবিতৃবিদ্বাংস্তেন স ব্রহ্মানঃ সমঃ।
 মন্বন্তরেষু সর্বেষু ব্রহ্মাণোহংশেন জায়তে।।১১৪
 কন্যানিমিত্তমিত্যুস্তে দক্ষেন কুপিতাঃ প্রজাঃ
 অপিবৎ স তদা কশ্যং কশ্যং মদ্যমিহোচ্যতে।।*
 কশ্যং মদ্যং স্মৃতং বিপ্রৈঃ কশ্যপানাসু কশ্যপঃ।।
 করোতি নাম যদ্বাচো বাচং ক্রুরমুদাহতম্।
 দক্ষাভিশপ্তঃ কুপিতঃ কশ্যপস্তেনু সোহভবৎ
 তন্মাত্ত কশ্যপেনোক্তো ব্রহ্মানা পরমেষ্ঠিনা।
 তন্মাদক্ষঃ কশ্যপায় কন্যাস্তাঃ প্রত্যপদ্যতে।
 সর্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্বাস্তা লোকমাতরঃ।।
 ইত্যেতম্বিসর্গস্ত পুণ্যং যো বেদ বাক্ষণম্।
 আয়ুত্মান পুণ্যবান শুদ্ধঃ সুখমাপ্নোত্যানুত্তমম্
 যারণাক্ষু বণাচ্চৈব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।
 অথাক্রবন্ পুনঃ সর্বৈ মুনয়ো রোমহর্ষণম্।

কশ্যপ। কশ্যপ, সবিতার জনক। মরীচি সপ্ত সহস্র বর্ষ জলমধ্যে থাকিয়া সেই সাধুবাক্য ভাবনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তদুৎপন্ন পুত্র জগতে অনুপম ব্রহ্মসম হয়েন। কশ্যপ, সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ছিলেন। সকল মন্বন্তরেই ইনি ব্রহ্মার অংশে প্রাদুর্ভূত হয়েন। মদ্যেরই নামান্তর কশ্য। ব্রাহ্মণগণ মদ্যকেই কশ্য বলেন। কশ্য পানহেতু তিনি কশ্যপ নামে খ্যাত হয়েন। তিনি দক্ষের নিকট কন্যানিমিত্ত তিরস্কৃত হইয়া কশ্য অর্থাৎ মদ্য পান করিয়াছিলেন এবং দক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কুপিতচিত্তে ক্রুরবাক্য বলিয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি কশ্যপ নামে বিখ্যাত হয়েন। কশ্যপের অভিমতানুসারে ব্রহ্মা দক্ষকে আদেশ করিলে দক্ষ কয়েকটি কন্যা কশ্যপকে সম্প্রদান করেন। সেই কন্যাগণ সম্প্রদান করেন। সেই কন্যাগণ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানবতী ও লোকসকলের মাতৃরূপিণী। এই পুণ্যবাক্ষণ ঋষিসর্গ যে জন

*হাশ্চেকসা হি বিজ্জেরা বাহ্মনঃ কশ্য উচ্যতে। রুচিদয়মধিকঃ পাঠঃ।

বিনিবৃন্তে প্রজাসর্গে যষ্ঠে বৈ চাক্ষুষস্য হ।
নিসর্গঃ সম্প্রবৃন্তোহয়ং মনোবৈবস্বতস্য হ।।১২০

সূত উবাচ।

প্রজাঃ সৃজ্যেতি বাদিষ্টঃ স্বয়ং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুব।
সসজ্জ দক্ষো ভূতানি গতিমস্তি ধ্রুবানি চ।
উপস্থিতেহস্তরে হ্যশ্মিন্মনোবৈবস্বতস্য হ।।১২১
ততঃ প্রবৃন্তো দক্ষস্ত প্রজাঃ অষ্টুং চতুর্বিধাঃ।
জরায়ুজাওজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাঃ শ্বেদজাস্থথা।।
দশ বর্ষসহস্রাণি তপ্ত্বা ঘোরং মহন্তপঃ।
সস্তাবিতো যোগবলৈরগিমাঢ্যৈর্বিশেষতঃ।।
আত্মানং ব্যভজচ্ছ্রীমান্মনুষ্যোরগরাক্ষসান্।
দেবাসুরসগন্ধর্বান্ দিব্যসংহননপ্রজন্।
ঈশ্বরানাথনস্তল্যান্ রূপদ্রবিণতেজসা।।১২৪
ঔথবান্যানি মুদিতো গতিমস্তি ধ্রুবানি চ।
মানসান্যেব ভূতানি সিসৃক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ।।
ঋষীন দেবান্ সগন্ধর্বান্ মনুষ্যোরগরাক্ষসান্

অবগত হয়েন, তিনি আয়ুজ্যান্ পুণ্যবান্, পবিত্র এবং অনুত্তম সুখভাগী হয়েন। এ বৃত্তান্ত শ্রবণে ও ধারণে সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১০৯—১১৮। অতঃপর মুনিগণ চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তর কি ভাবে প্রবৃত্ত হয়। তদ্বিষয়ে রোমহর্ষণকে পুনর্বার্য বিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সূত কহিলেন,— উপস্থিত বৈবস্বত মন্বন্তরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দক্ষকে “প্রজা সৃজন কর” এইরূপ আদেশ করিলে দক্ষ স্থাবর ও জঙ্গম নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন। দক্ষ প্রজাপতি সেই হইতেই জরায়ুজ অণুজ শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রীমান্ দক্ষ, দশ সহস্র বর্ষ ঘোর তপস্যাচরণ দ্বারা যোগসামর্থ্যে অগিমাডি সিদ্ধি সকল আবৃত্ত করিয়া আত্মাকে বিভাগপূর্বক মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস, দেব: অসুর ও গন্ধর্বাদি দিব্যাকৃতি, ঐশ্বর্যশালী, তেজোরূপবলে আত্মতুল্য সন্তানসমূহ উৎপাদন করেন। এতদ্ভিন্ন চরাচর আরও নানা সৃষ্টি বিস্তার করেন। তিনি

যক্ষভূতপিশাচংশ্চ বয়ঃপশুমৃগাংস্তথা।।১২৬
যদাস্য মনসা সৃটা ন ব্যবর্জত তাঃ প্রজাঃ।
অপধ্যাতা ভগবতা মহাদেবেন ধীমতা।।১২৭
মৈথুনেন চ ভাবেন সিসৃক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ।
অসিক্রীং চাবহৎ পত্নী বীরণস্য প্রজাপতেঃ।
সূতাং সুমহতা যুক্তাং তপসা লোকধারিণীম্।
যয়া ধৃতমিদং সর্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।।১২৯
অত্রাপ্যদাহরন্তীমৌ শ্রৌকৌ প্রাচেতসং প্রতি
দক্ষস্যোদাহতো ভার্য্যামসিক্রীং বীরণীং পরাম্
কৃপানাং নিযুতং দক্ষঃ সর্পিণাং সাভিমাননাম্
নদীগিরিষু সজ্জংস্তা পৃষ্ঠতোহনুষষৌ প্রভুঃ
অ দৃষ্টাব ঋষিভিঃ প্রোক্তং প্রতিষ্ঠিতি বৈ
প্রজাঃ।

প্রথমাত্র দ্বিতীয়া তু দক্ষম্যেহ প্রজাপতেঃ।।
তথাগচ্ছদ্ যথাকালং কৃপানাং নিযুতে তু সঃ।
অসিক্রীং বৈরিণীং যত্র দক্ষঃ প্রাচেতসোহবহৎ

মানস সংকল্প বশেই সেই সমস্ত প্রজাসৃজন করিয়াছিলেন। তৎসৃষ্ট ঋষি, দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগাদি প্রজাসকল যখন ভগবান্ মহাদেবের অপধ্যানফলে আপনরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, তখন দক্ষ, মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্রীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিলেন। অসিক্রীর সুমহান্ তপস্যাকলেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দক্ষ যে বীরণকন্যা অসিক্রীকে বিবাহ করেন, তদ্বিষয়ে দক্ষসম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে। ১২৯— ১৩০। দক্ষ প্রজাপতি নিযুত সংখ্যক গমনশীল অভিমানী কূপ সৃজম করেন; সেই সকল কূপ গমন করিতে থাকিলে প্রভু দক্ষও তাহাদিগেরই অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কূপসকল নদী গিরি প্রভৃতি নানা স্থানে সংসক্ত হইয়া রহিল। ঋষিগণ দক্ষ প্রজাপতিকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইহা দ্বারা প্রজার প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রথম সৃষ্ট প্রজাগণ দক্ষের সন্তানরূপে পরিণত

অথ পুত্রসহস্রং স বৈরিণ্যামমিতৌজসা।
 অসিক্রিয়াং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসঃ প্রভুঃ ॥
 তাংস্ত্ব দৃষ্ট্বা মহাতেজাঃ স বিবর্দ্ধয়িষুন্ প্রজাঃ।
 দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদো ব্রহ্মণঃ সূতঃ।
 নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবান্বনোহব্রবীৎ
 যঃ স বৈ প্রোচ্যতে বিপ্রঃ কশ্যপস্যেতি কৃত্রিমঃ
 দক্ষশাপভয়াঙ্কীতো ব্রহ্মর্ষিস্তেন কৰ্মণা ॥১৩৬
 যঃ কশ্যপসুতম্যথ পরমেষ্ঠী ব্যজায়ত।
 মানসঃ কশ্যপস্যেহ দক্ষশাপভয়াৎ পুনঃ ॥১৩৭
 তস্মাৎ স কশ্যপস্যথ দ্বিতীয়ং মানসোহভবৎ।
 স হি পূৰ্ব্বসমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥১৩৮
 যেন দক্ষস্য পুত্রাস্তে হর্যাম্বা ইতি বিজ্ঞতাঃ।
 নিন্দার্থং নাশিতাঃ সৰ্ব্বং বিনষ্টাস্চ ন সংশয়ঃ ॥
 তস্যোদ্যতস্তদা দক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাশায় বৈ প্রভুঃ
 ব্রহ্মাধীনং বৈ পূরঙ্কৃত্য যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥
 ততোহভিসন্ধিতং চক্রে দক্ষস্ত পরমেষ্ঠিনা।
 কন্যায়্যাং নারদো মহ্যং তব পুত্রো ভবত্বিতি ॥
 ততো দক্ষঃ সূতাং প্রাদাৎপ্রিয়াং বৈ পরমেষ্ঠিনে
 তস্মাৎ স নারদো জজ্ঞে ভুয়ঃ শান্তো ভয়াদবিঃ

ইইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিরূপে পরিণত হইবে। প্রাচেতস
 দক্ষ প্রজাপতি তৎসমস্ত কুপ প্রতিষ্ঠা করিয়া
 পরে বীরণনন্দিনী অসিক্রীকে পরিণয় পূর্বক
 তদীয় গর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন।
 ব্রহ্মনন্দন, বিবাদপ্রিয় দেবর্ষি নারদ, সেই
 দক্ষতনয়গণকে প্রজাবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া তাহাদিগের
 বিনাশার্থ এবং আত্মশাপ প্রাপ্তি নিমিত্ত কুপরামর্শ
 দিতে লাগিলেন। নারদ প্রথমে পরমেষ্ঠী ইইতে
 সমুৎপন্ন হয়েন। পরে তিনি দক্ষ প্রজাপতির
 শাপে ভীত হইয়া কশ্যপ প্রজাপতির মানস
 সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইহা দেবর্ষির দ্বিতীণ
 জন্ম। পরমেষ্ঠিনন্দন নারদ, দক্ষ প্রজাপতির
 হর্যাম্ব নামক সন্তান গণকে সংসারবিরোধী
 উপদেশ দ্বারা বিনাশিত করেন। তখন দক্ষ
 প্রজাপতি নারদের বিনাশার্থ উদ্যুক্ত হইলে
 পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা অপর ব্রহ্মাষিগণ সহ মিলিত
 ভাবে তাঁহাকে সাধ্বনাপূর্বক আপনার কন্যার

তদুপশ্রুত্য বিপ্রাস্তে জাতকৌতুহলাঃ পুনঃ।
 অপূচ্ছন্ বদতাং শ্রেষ্ঠং সূতং তদ্ব্যর্থদর্শিনম্ ॥
 ঋষয় উচুঃ।

কথং বিনাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহাম্বনা।
 প্রজাপতিসূতাস্তে বৈ প্রজাঃ প্রাচেতসাম্বজাঃ
 স তথ্যং বচনং শ্রুত্বা জিজ্ঞাসাসম্ভবং শুভম্।
 প্রোবাচ মধুরং বাক্যং তেষাং সৰ্ব্বগুণাষিতম্ ॥
 দক্ষপুত্রাস্চ হর্যাম্বা বিবর্দ্ধয়িষবঃ প্রজাঃ।
 সমাগতা মহাবীৰ্যা নারদস্তানুবাচ হ ॥১৪৬
 বালিশা বত যুয়ং বৈ ন প্রজানীথ ভূতলম্।
 অন্তর্মুর্দ্ধমধশ্চৈব কথং শ্রম্যথ বৈ প্রজাঃ ॥১৪৭
 কিং প্রমাণস্ত মেদিন্যাঃ গাষ্টব্যানি তথৈব চ।
 অবিজ্ঞারেহ ব্রষ্টব্যং অন্যথা কিংনু শ্রম্যথ ॥
 অন্নং বাপি বহুবাপি তত্র দোষস্ত দৃশ্যতে ॥
 তে তু তদ্বচনং শ্রুতাং প্রয়াতাঃ সৰ্ব্বতো দিশম্
 বায়ুস্ত সমনুপাপ্য গতাস্তে বৈ পরাভবম্ ॥

গর্ভে' আমার সন্তানরূপে নারদ জন্মগ্রহণ
 করিবেন' দক্ষের সহিত এইরূপ স্থির করিলেন।
 পরে দক্ষ পরমেষ্ঠীকে এক কন্যা দান করেন,
 সেই কন্যাতে নারদ ঋষ পুনরায় শান্ত মুনিরূপে
 উদ্ভূত হয়েন। একথা শুনিয়া মুনিগণ
 কৌতুকবশে বাগ্মিবর তত্বাথাভিজ্ঞ সূতকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩১—১৪৩। ঋষিগণ
 কহিলেন, হে সূত! প্রাচেতস্ দক্ষ প্রজাপতির
 পুত্রগণ, নারদকর্তৃক কি প্রকারে বিনাশিত
 হইয়াছিল? সূত, মুনিগণের সেই যোগ্য শুভ
 প্রশ্নবচন শ্রবণে সৰ্ব্বগুণসমৃদ্ধ মধুর বাক্যে
 কহিলেন,—মহাবীৰ্য্য হর্যাম্বগণ প্রজাবর্দ্ধন
 মানসে সম্মিলিত হইলে নারদ তাহাদিগকে
 কহিলেন,—ওহে হর্যাম্বগণ! তোমরা নিতান্ত
 নিৰ্বোধ! ভূতলের মর্ম তোমরা কিছুমাত্র জ্ঞান
 না; অথচ প্রজাসৃজনে অভিলাষী হইয়াছ।
 মেদিনীর উর্ক অথঃ অন্ত প্রমাণাদি না জানিয়া
 কিরূপে প্রজা সৃজন করিতে বাসনা করিতেছ?
 এ সকল না জানিয়া তোমরা অন্নই হউক, আর
 অধিকই হউক, প্রজাসৃষ্টি করিতে উদ্যম করিলে

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ভ্রমন্তে তে মহর্ষয়ঃ ॥১৫০
স্বৈব পুত্রেষু নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ।
বৈরিণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥
প্রজা বিবর্দ্ধয়িষ্যৎ শবলাশ্বাঃ পুনস্ত তে।
পূর্বমুক্তং বচস্তত্র শ্রুতি নারদেন হ ॥১৫১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সৰ্বে কুমারাস্তে মহৌজসঃ।
অন্যোন্যমুচুস্তে সৰ্বে সম্যগাহ মহানৃষিঃ।
ভ্রাস্তাং পদবী চৈব গন্তব্য্য নাত্র সংশয়ঃ ॥
জ্ঞাত্বা প্রমাণাং পৃথ্যাশ্চ সুখং শ্রদ্ধ্যামহে প্রজাঃ
তেহপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সৰ্বেতোদিশম্
অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাঙ্গাঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্থেষণে রতঃ।
প্রয়াতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥
নষ্টেষু শবলাশ্বেষু দক্ষঃ ক্রুদ্ধোহভবদ্বিভূঃ।
নারদং নাশমেহীতি গৰ্ভবাসং বসেতি চ ॥১৫৬
তথা তেহপি নষ্টেষু মহাত্মসু পুরা কিল।

দেবী হইবে। হর্ষাশ্বগণ নারদের এইরূপ উপদেশে
বিভ্রান্ত হইয়া নানাদিকে প্রশ্ন করিল এবং ক্রমে
বায়ুমণ্ডলে যাইয়া বায়ুবশীভূত হইয়া পড়িল।
সেই মহর্ষিগণ অদ্যাপি সেই বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ
করিতেছেন; তাহাদিগের আর পুনরাবর্তন ঘটে
নাই ॥১৪৪—১৫০। প্রাচেতস দক্ষ সেই
আত্মজগনের বিনাশ ঘটিলে বীরগনন্দিনী
অসিক্রীতে পুনরায় সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন।
সেই দক্ষ তনয়গণ শবলাশ্ব নামে প্রসিদ্ধ।
তাহারাও যখন প্রজাসৃজনে উদ্যুক্ত হয়, তখন
নারদ, তাহাদিগকেও পূর্ববৎ কুপরামর্শ দানে
ভিন্নবুদ্ধি করিলেন। নারদের কথায় তাহারা
পরস্পর বলাবলি করিল যে, নারদ ঋষি ভালই
বলিয়াছেন। অগ্রে ভ্রাতৃবর্গের অনুসন্ধান করাই
কর্তব্য। ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পৃথিবীর
পরিমাণাদি সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া পরে যথাসুখে
প্রজা সৃজন করিব। শবলাশ্বগণ এইরূপ আলোচনা
করিয়া দিকে দিকে প্রশ্ন করিলেন। অদ্যাপি

ষষ্টিকন্যাসৃজদক্ষো বৈরিণ্যামেব বিবর্ততাঃ ॥
তাস্তদা প্রতিজগাহ পত্ন্যার্থে কশ্যপঃ প্রভুঃ।
ধর্ম্যঃ সোমস্ত ভগবাংস্তথৈবান্যো মহর্ষয়ঃ ॥১৫৮
ইমাং বিসৃষ্টি দক্ষস্য কৃৎস্নাং যো বেদ তত্ত্বতঃ
আয়ুত্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবতু্যতে
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত প্রজাপতি-
বংশানুকীৰ্ত্তনং নাম পঞ্চষষ্টিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।

দেবানাং দানবানঞ্চ দৈত্যানাঞ্চৈব সর্বশঃ।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেহ ব্রুহি বৈবস্বতেহস্তরে ॥

তাহারা প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সেই হইতে
প্রত্যাবর্তিত হয় না। এজন্য জ্ঞানবান্ মানবের
এরূপ কার্য্য কর্তব্য নহে। শবলাশ্বগণ বিনষ্ট
হইলে প্রভু দক্ষ, ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে “তুমি
বিনষ্ট হইয়া গৰ্ভবাস প্রাপ্ত হও” এই অভিশাপ
দিলেন। পরে দক্ষ আবার বৈরিণীতে সৃষ্টি
সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। প্রভু কশ্যপ,
ধর্ম্য, ভগবান্ সোম এবং অপর মহর্ষিগণ,
সেই দক্ষতনয়াদিগকে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করেন।
দক্ষের এই সমগ্র প্রজাসৃষ্টিবৃত্তান্ত যথায়থ জ্ঞাত
হইলে মানব, আয়ুত্মান, কীর্ত্তিমান, প্রজাবান্ ও
ধন্য হয় ॥১৫১—১৫৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! এক্ষণে
বৈবস্বত মন্বন্তরীয় দেব, দানব ও দৈত্যগণের

সূত উবাচ।

ধর্মস্য ভাবদক্ষ্যামি নিসর্গং তং নিবোধত।
অরুন্ধতী বসুমি লম্বা ভানুর্মরুত্বতী।।২
সঙ্করা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা বিশ্বা তথৈব চ।
ধর্মপত্ন্যা দশ ত্বতা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।।
সাধ্যা পুত্রাংশ্চ ধর্মস্য সাধ্যান্ দ্বাদশ জজ্ঞিরে
সাধ্যো নাম মহাভাগাশ্ছন্দজা যজ্ঞভাগিনঃ।।
দেবেভ্যস্তান্ পরান্ দেবান্ দেবাজ্ঞাঃ পরি
চক্ষতে।।৪

ব্রহ্মনা বৈ মুখাং সৃষ্টা জয়া দেবাঃ প্রজেক্সয়া
সর্বৈ মন্ত্রশরীরান্তে স্মৃতা মন্বন্তরেষু।।৫
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ বৃহদ্যচ্চ রথন্তরম্।
চিন্তিশ্চৈব বিচিন্তিশ্চ আকৃতিঃ কৃতিরেব চ।।৬
বিজ্ঞাতা চৈব বিজ্ঞাতো মনো যজ্ঞশ্চ তে স্মৃতাঃ
নামান্যেতানি তেষাং বৈ জয়ানাং প্রথিতানি চ
ব্রহ্মশাপেন তে জ্ঞাতাঃ পুনঃ স্বায়ত্ত্ববহজিতাঃ
স্বারোচিষে বৈ তুষিতাঃ সত্যোশ্চৈবোত্তমপুনঃ

উৎপত্তিবিবরণ সবিস্তার বর্ণন করুন। সূত
কহিলেন।—প্রথমতঃ ধর্মের স্বভাব বর্ণন
করিতেছি, আপনারা অবধান সহকারে শ্রবণ
করুন। প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতি ধর্মকে অরুন্ধতী,
বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্করা, মুহূর্তা,
সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কন্যা সম্প্রদান করেন।
ধর্মের এই দশ পত্নী মধ্যে সাধ্যা হইতে দ্বাদশ
জন সাধ্যানামক দেবতা সন্তুত হয়েন। ইহারা
ছন্দোজাত; সূতরাং যজ্ঞভাগী। বিজ্ঞজনগণ
ইহাদিগকে অপরাপর দেবগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া
ব্যাখ্যা করেন। প্রজামামী ব্রহ্মা এই বেবসন্ত
মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি
করেন। তাহারা সকলেই মন্ত্রময় শরীর-সমষ্টিত।
সেই জয় দেবগণের নাম যথা;—দর্শ, পৌর্ণমাস,
বৃহৎ, রথন্তর, চিন্তি, বিচিন্তি, আকৃতি, কৃতি,
বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞতি, মন ও যজ্ঞ। ব্রহ্মশাপবশে
ইহারা স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে অজিত নামে, স্বরোচিষ

তামসে হরনো নাম বৈকুণ্ঠা বৈবতান্তরে।
সাধ্যাশ্চ চাক্ষুষে নামা ছন্দোজা জজ্ঞিরে সূয়াঃ
ধর্মপুত্রা মহাভাগাঃ সাধ্যা যে দ্বাদশামরাঃ।
পূর্বং স্ম অনুসূয়াস্তে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।।
স্বারোচিষেহন্তরেহতীতা দেবা যে বৈ মহৌজসঃ
তুষিতা নাম তেহন্যোন্যমুচুর্বে চাক্ষুষেহন্তরে
কিঞ্চিচ্ছিষ্টে তদা তস্মিন্ দেবা বৈ তুষিতাহ-
ব্রবন্।

ইতরেতরং মহাভাগান্ বয়ং সাধ্যান্
প্রবিশ্য বৈ।

মন্বন্তরে ভবিষ্যামন্তরঃ শ্রেয়ো ভাবয্যতি।।১২
এবমুক্তা তু তে সর্বৈ চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।

তন্মাদ্বাদশ সন্তুতা ধর্ম্যাং স্বায়ত্ত্ববাং পুনঃ।।১৩
নরনারায়ণৌ তত্র জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিপশ্চিদিল্লৌ যশচাসীন্তথ্য সত্যো হরিশ্চ ত্রৈ
স্বারোচিষেস্তরে পূর্বমাস্তাং ত্রৈ তুষিতৌ
সুরৌ।।১৪

তুষিতানান্ত সাধ্যান্তে নামান্যেতানি বক্ষ্যতে।

মন্বন্তরে তুষিত নামে এবং উত্তম মন্বন্তরে সত্য
নামে সমন্তুত হয়েন। সেই ছন্দোজ জয়াখ্য
দেবগণ তামস মন্বন্তরে হরি, বৈবত মন্বন্তরে
বৈকুণ্ঠ এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে সমুৎপন্ন
হয়েন। স্বরোচিষ মন্বন্তরের শেষ ভাগে তুষিতাখ্য
দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এইরূপ কর্তব্য
নিশ্চয় করিলেন যে, অতঃপর আমরা মহাভাগ
সাধ্যগণ পরস্পর অনুপ্রবেশ করিয়া ধর্ম হইতে
প্রাদুর্ভূত হইব। ইহাতে আমাদিগের মঙ্গল
হইবে। ১—১২। তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া
স্বয়ত্ত্বনন্দন ধর্মের দ্বাদশ সন্তানরূপে চাক্ষুষ
মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। স্বারোচিষমন্বন্তরীয়
তুষিত দেবগণের বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র এবং
সত্য নামক বিষ্ণু, তখন নর-নরায়ণ নামে
বিখ্যাত হয়েন। সেই তুষিত দেবগণ সাধ্য
লাভ করিলে যে যে নামে প্রখ্যাত হয়েন, তাহা

মনোহনুমন্তা প্রাণশ্চ নরো যানশ্চ বীৰ্যব্যান্।।
 চিত্তির্হয়ো নয়শ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা।
 প্রাভবোহথ বিভূশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।।
 স্বায়ত্ত্ববেহস্থরে পূৰ্ব্বং ততঃ স্বারোচিষে পুনঃ।
 নামান্যাসন্ পুনস্তানি তুৰিতানাং নিবোধত।।
 প্রাণোহপানস্তথোদানঃ সমানো ব্যান এব চ।
 চক্ষুঃ শ্রোত্রং রসো ঘ্রাণঃ স্পর্শো বুদ্ধির্মনস্তথা
 প্রাণাপানাবুদানশ্চ সমানো ব্যান এব চ।
 নামান্যেতানি পূৰ্ব্বন্তু তু যতানাং স্মৃতানি হ।।
 বসোন্ত বসবঃ পুত্রাঃ সাধ্যানামনুজাঃ স্মৃতাঃ।
 ধরো ধ্রুৱস্য সোমশ্চ আপশ্চৈবানলোহনিলঃ।
 প্রত্যাষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহস্তৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 ধরস্য পুত্রৌ দ্রবিণো হতহব্যবহস্তথা।
 ধ্রুবপুত্রৌ ভবো নান্না কালো লোকপ্রকালনঃ
 সোমস্য ভগবান্ বচ্চা বৃধশ্চ গ্রহবোধনঃ।
 রোহিণ্যাং ত্রৈ সমুৎপদৌ ত্রিষু লোকেষু
 বিস্রুতৌ।।২২

ধারোর্মিকলিলাশ্চৈব ত্রয়শ্চন্দ্রমসঃ সূতাঃ।

বলিতেছি। মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নয়, যান, চিত্তি
 হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভাব ও বিভু। এই
 দ্বাদশ জন সাধ্যদেব। স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে তুৰিত
 দেবগণের যাহা নাম ছিল, বলিতেছি। প্রাণ,
 অপান, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, রসন,
 ঘ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি ও মন। স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে
 তুৰিত দেবগণ এই সমস্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন।
 ধর্মপত্নী বসুর গর্ভে অষ্ট বসুর জন্ম। বসুগণ
 সাধ্যগণের অনুজ। প্রত্যাষ ও প্রভাস; ইহঁরা অষ্ট
 বসু। ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হতহব্যবহ। ধ্রুৱের
 পুত্র ভব; ইনি লোকসংহারকারী কাল নামে
 প্রখ্যাত। সোমের পুত্র মহাতেজা বচ্চা এবং
 গ্রহপ্রধান বৃধ। ইহঁরা ত্রিলোকবিখ্যাত এবং
 রোহিনীতে সমুৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন ধায়, উর্মি ও
 কলিল নামক সোমের আরও তিন পুত্র জন্মে।
 আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শম ও শান্ত। অনলের

আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শমঃ শান্তস্তথৈব চ।।
 স্কন্দঃ সনৎকুমারশ্চ ভ্রাজে পাদেন তেজসঃ।
 অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরন্তস্মৈ ব্যজায়ত।
 তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।।২৪
 অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ
 অভিজাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ।।২৫
 প্রত্যাষম্য বিদুঃ পুত্র ঋষির্নাচা তু দেবলঃ।
 দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ
 বৃহস্পতেস্ত ভগিনী বরদ্বী ব্রহ্মচারিণী।
 যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎসনসজ্জা বিচরত্যুত।।২৬
 প্রভাসস্য তু যা ভার্য্যা বসুনাষ্টমস্য হ।
 বিশ্বকর্মা সূতস্তন্যা জাতঃ শিল্প প্রজাপতিঃ।।
 স কর্তা সর্বশিল্পানাং ত্রিংশানাঞ্চ বন্ধকিঃ।
 ভূষণানাঞ্চ সর্বেষানাং কর্তা কারয়িতা চ সঃ।।
 সর্বেষাঞ্চ বিমানানি দেবতানাং কেরোতি সঃ
 মানুষ্যশ্চোপজীবন্তি यस্য শিল্পানি শিল্পিনঃ।।
 বিশ্বদেবাস্তু বিশ্বায় জজ্ঞিরে দশ বিস্রুতাঃ।

পুত্র কুমার। শরন্তস্মৈ স্কন্দ। স্কন্দ ও সনৎকুমার
 দুইজনই অনলের পাদ পরিমিত তেজঃসঞ্জাত।
 শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়; ইহঁরা স্কন্দের
 কনিষ্ঠ। ১৩—২৪। অনিলের ভার্য্যার নাম শিবা।
 ইহঁর মনোজব ও অভিজাতগতি নামে দুই পুত্র
 জন্মে। প্রত্যাষের পুত্র দেবল ঋষি। ইহঁর ক্ষমাবান্
 ও মনস্বী নামে দুই পুত্র জন্মে। বৃহস্পতির
 ভগিনী যোগসিদ্ধা ছিলেন। সেই বরবগিনী
 ব্রহ্মচারিণী, নিঃশঙ্ক ভাবে সমগ্র জগৎ বিচরণ
 করিতেন। তিনি অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী
 হয়েন। ইহঁর পুত্র শিল্পপ্রজাপতি বিশ্বকর্মা।
 তিনি দেবগণের শিল্পকর্তা এবং সর্ববিধ শিল্পের
 ও ভূষণসমূহের আদি নির্মাণকর্তা। দেবগণের
 বিমানসমূহ তাঁহারই নির্মিত। তাঁহার শিল্প সমস্ত
 মানুষগণেরও উপ জীব্য। বিশ্বা হইতে দশ জন
 বিশ্বদেবের উৎপত্তি। ক্রুত, দক্ষ, শ্রব, সত্য,

ব্রহ্মদক্ষঃ শ্রবঃ সত্যঃ কালঃ কামো ধুনিস্তথা ॥
 কুরুবান্ প্রভবান্শিব রোচমানশ্চ তে দশ ।
 ধর্মপুত্রোঃ স্মৃতা হোতে বিশ্বায়াং জজিরে শুভাঃ
 মরুতৃত্যাস্ত মুহূর্তায়াং যৌষং লম্বা ব্যজায়ত ॥ ৩৩
 সংকল্পায়ান্ত সঞ্জ্ঞে বিদ্বান্ সংকল্প এব চ ।
 নাগবীথ্যস্ত জাম্যাক পথত্রয়সমাপ্রিতাঃ ॥ ৩৪
 পৃথিবীবিষয়ং সর্বমরুতৃত্যং ব্যজায়ত ।
 এষ সর্গঃ সমাখ্যাতো বিদ্বান্ ধর্মস্য শাস্বতঃ ॥
 মুহূর্তশ্চৈব তিথ্যশ্চ পতিভিঃ সহ সূরতাঃ ।
 নামতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ক্রবতো মে নিবোধত ॥
 অহোরাত্রবিভাগশ্চ নক্ষত্রাণি সমাসতঃ ।
 মুহূর্তাঃ সর্বনক্ষত্রা অহোরাত্রবিদস্তথা ॥ ৩৫
 অসহারাত্রকলানাস্ত ষট্শতীত্যাধিকা স্মৃতা ।
 রবেগতিবিশেষেণ সর্বেষাং ঋতুমিচ্ছতঃ ॥ ৩৬
 রবেগতিবিশেষেণ সর্বেষু ঋতুমিচ্ছন্তি পর্বসু ।

কাল, ধুনি, কুরুবান্, প্রভাবান্, ও রোচমান; এই
 দশ জন ধর্মনিন্দন বিশ্বার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ।
 মরুতৃতীতে মরুদগণ, ভানুতে ভানুগণ, ও
 মুহূর্তাতে মুহূর্তগণ জন্মলাভ করেন । লম্বার পুত্র
 যৌষ । সংকল্পাতে বিদ্বান্ সংকল্প উৎপন্ন হয়েন ।
 স্বামী হইতে নাগবীথ্যাди পথত্রয় উৎপন্ন হয় ।
 আর পৃথিবীবিষয়গত আপরাপর সমস্তই
 অরুতৃতীতে জন্মে । বিদ্বান্ ধর্মের এই চিরস্থায়ী
 সৃষ্টিবৃত্তান্ত কীর্তিত হইল ॥ ২৫—৩৫ ॥ এক্ষরে
 মুহূর্ত ও পতি-সম্বন্ধিত তিথিসকলের নামোদ্দেশ্য
 সহ বিবরণ বলিতেছি । আপনারা শ্রবণ করুন ।
 এই প্রসঙ্গে অহোরাত্রের বিভাগ ও সমস্ত নক্ষত্রের
 বৃত্তান্ত ও সংক্ষেপে বলা যাইবে । রবির
 গতিতারতম্যবশে বিবিধ ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয় ।
 সেই সমস্ত ঋতুতে অহোরাত্রগত ছয় শত ভেদ
 আছে । উহাতেই বিবিধ মুহূর্ত প্রতিষ্ঠিত
 বেদবিদগণ সেই সকল মুহূর্তের

অবিশেষে কালে যোজ্যঃ স পিতৃদানতঃ ॥
 রৌদ্রঃ সার্পস্তথা মৈত্রঃ পিত্র্যাবাসব এব চ ।
 আপ্যোহথ বৈশ্বদেবশ্চ ব্রাহ্মোমধ্যাহ্নসংশ্রিতঃ
 প্রাজাপত্যস্তথা ঐন্দ্রস্তথেন্দ্রো নৈঋতস্তথা ।
 বারুণশ্চ তথার্য্যয়ো ভাগ্যশ্চাপি দিনাপ্রিতাঃ ॥
 এতে দিনমুহূর্তাশ্চ দিবাকরবিনির্মিতাঃ ।
 শঙ্কুচ্ছায়াবিশেষেণ বেদিতব্যঃ প্রমাণতঃ ॥ ৪২
 অজস্তথাহির্বুধশ্চ পুষা হি যমদেবতা ।
 আগ্নেয়শ্চাপি বিজ্ঞেয়ঃ প্রাজাপত্যস্তথৈব চ ॥
 ব্রহ্মসৌম্যস্তথাদিত্যো বার্ষ্পত্যোহথ বৈষ্ণবঃ
 সাবিত্রোহথ তথা ত্বাষ্ট্রো বায়ুব্যশ্চেতি সংগ্রহঃ
 একরাত্রিমুহূর্তাশ্চ পুষা হি যমদেবতা ।
 ইন্দোগতুদ্যয়া জেয়া নালিকাঃ পাদিকাস্তথা ।
 কালাবহ্নাঙ্ঘ্রিমাষ্মেতে মুহূর্তা দেবতাঃ স্মৃতাঃ ।
 সর্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি বিহিতানি চ ।
 দক্ষিণোত্তরমধ্যানি তানি বিদ্যাদ্যথাক্রমম্ ॥
 স্থানং জারদগবৎ মধ্যে তথৈরাবতমুত্তরম্ ।

তারতম্যানুসারেই বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রের কল্পনা
 করিয়া থাকেন এবং তিথ্যাদির ভেদানুসারে
 বিভিন্ন কালে পিতৃদানদিরও ব্যবস্থা করেন ।
 রৌদ্র সার্প, মৈত্র, পিত্র্য, বাসব, আপ্য, বৈশ্বদেব,
 ব্রাহ্ম, মাধ্যাহ্ন, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, ইন্দ্র, নৈঋত,
 বারুণ, আর্য্যম্ন ও ভাগ্য; ইহারা দিনাপ্রিত মুহূর্ত
 দিবাকর কর্তৃক বিনির্মিত । শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা
 পরিমাণ করিয়া ইহা জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬—৪২ ॥ অজ,
 অহি, বুধ, পুষা, যমদেবত, আগ্নেয়, প্রাজাপত্য,
 ব্রাহ্ম, সৌম্য, আদিত্য, বার্ষ্পত্য, বৈষ্ণব,
 সবিত্র, ত্বাষ্ট্র ও বায়ুব্য; এই পঞ্চদশ রাত্রিমুহূর্ত ।
 ইহারা দণ্ড গ্রহরাদি বোধ ও কালের
 অবস্থাবিশেষের জ্ঞাপক মাত্র । ইহারাও দেবতা,
 চন্দ্রের গতি অনুসারেই ইহাদিগের উদয়াস্ত হইয়া
 থাকে । সমস্ত গ্রহেরই দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্য, এই
 তিনটি স্থান নির্দিষ্ট আছে । যথাক্রমে তাহা
 অবগত হউন । মধ্যস্থান জারদগব, উত্তর স্থান

বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দিষ্টমিহ তদ্বৃত্তঃ ॥৪৭
অশ্বিনী কৃতিতা যাম্যা নাগবীথিরিতি স্মৃতা ।
পুষ্যোহশ্লেষাপুনর্বসু বীথিরৈরাবতী মতা ।
তিষ্ণস্ত বীথয়ো হ্যেতা উত্তরো মার্গ উচ্যতে ॥
পূর্বোত্তরে ফাল্গুন্যো চ মঘা চৈবার্বতী স্মৃতা
হস্তচিহ্নে তথা স্বাতী গোবীথীত্যভিশদিতা ॥
জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধা বীথী জারদগবী স্মৃতা
এতাস্ত বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে ॥
মূলং চাষাঢ়ে ধ্ব চাপি অজবীথ্যাভিশদিতা ॥
শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ গাঙ্গী শতভিষকু তথা ॥৫১
বৈশ্বানরী ভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীর্তিতা ।
স্মৃতা বীথ্যস্ত তিস্রস্তা মার্গো বৈ দক্ষিণো বৃধেঃ
সপ্তবিংশতু য়াঃ কন্যা দক্ষঃ সোনায তা দদৌ
সৰ্ব্বা নক্ষত্রান্যস্তা জ্যোতিষে চৈব কীর্তিতাঃ ॥
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা ॥৫৩
যাস্ত শেষাস্তদা কন্যাঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ কশ্যপঃ ।
চতুর্দশ মহাভাগাঃ সৰ্ব্বাস্তা লোকমাতরঃ ॥৫৪

ঐরাবতএবং দক্ষিণস্থান বৈশ্বানর নামে প্রসিদ্ধ ।
অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকা এই তিনটি নাগবীথী;
পুষ্যা অশ্লেষা, ও পুনর্বসু,—এই তিনটি ঐরাবতী
বীথী । নাগবীথী প্রভৃতি বীথীত্রয় উত্তর পথ
বলিয়া কথিত হয় । পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও
মঘা, ইহারা আর্যভীথী; হস্তা, চত্রা ও স্বাতী,
ইহারা গোবীথী; জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা,—
ইহারা জারদগবী বীথী; এই তিন বীথী মধ্যম
মার্গ বলিয়া নির্দিষ্ট । মূলা, পূর্বাষাঢ়া, ও
উত্তররাষাঢ়া, ইহারা অজবীথী; শ্রবণা ধনিষ্ঠা ও
শতভিষা ইহারা গাঙ্গীবীথী; পূর্বভাদ্রপদঃ
উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী; ইহারা বৈশ্বানরী বীথী ।
এই তিন বীথী দক্ষিণ পথ বলিয়া প্রখ্যাত । দক্ষ,
নক্ষত্রনাথী সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান
করেন । ইহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ ।
ইহাদিগের অমিততেজা প্রদীপ্ত সন্তান সকল
জন্মে । দক্ষের এই সকল কন্যার পর আর যে
চতুর্দশটি কন্যা ছিল, কশ্যপ তাহাদিগকে পরিগ্রহ

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালো অরিষ্টা সুরসা তথা ।
সুরভিবিনতা চৈব তাত্রা ক্রোধবশা ইরা ।
কর্কমুনিশ্চ ধর্মজ্ঞাঃ প্রজাস্তাসাং নিবোধত ॥৫৫
চারিষ্যবেহহুরেহতীতে যে দ্বাদশ পুরোগমাঃ
বৈকুণ্ঠা নাম তে সাধ্যা বভূবুশ্চাক্ষুষেহন্তরে ॥
উপস্থিতেহন্তরে হস্মিন্ পুনর্বৈবস্বতম্য হ ।
আরাধিতা হৃদি তা তে সমেত্যাহঃ পরম্পরম্
এতামেব মহাভাগাদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ ।
বৈবস্বতেহন্তরে হস্মিন্ যোগাদর্শেন তেজসঃ ।
গচ্ছামঃ পুত্রতামস্যাস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।
অদিত্যাস্ত প্রসূতানামাদিত্যত্বং ভবিষ্যতি ॥৫৯
এবমুদ্ভূতা তু তে সর্বের্ চাক্ষুষস্যাস্তরে মনোঃ ।
জজ্ঞিরে দ্বাদশাদিত্যা মারীচাৎ কশ্যপাৎ পুনঃ
তক্রতৃশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি ।
বৈবস্বতেহন্তরে হস্মিন্মরনাবাবণৌ সুরৌ ॥৬১
তেষামপি হি দেবানাং নিধনোংপত্তিরুচ্যতে ।
যথা সূর্যস্য লোকেষ্মিদৃদয়াস্তম্যাবুভৌ ।

করেন । সেই মহাভাগ লোকমাতা দক্ষকন্যাগণের
নাম যথা;—আদিতি, দিতি, দনু, কালো, অবিষ্টা,
সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাত্রা, ক্রোধদশা, ইরা,
কল্ম ও মুনি । ইহাদিগের সন্তানবিবরণ
বলিতেছি । চরিষুঃ মন্বন্তরে যে বৈকুণ্ঠ নামে
দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত
হইলে অদিতি কর্তৃক আরাধিত হইয়া পরম্পরে
পরামর্শপূর্বক এই স্থির করিলেন যে, আমরা
এই বৈবস্বত মন্বন্তরে যোগবলে অর্দ্ধতেজোদ্বারা
এই মহাভাগা অদিতিতেই প্রবেশ করিয়া ইহীরা
পুত্রতা প্রাপ্ত হই; ইহাতে আমাদিগের মঙ্গল
হইবে । অদিতিগর্ভে জন্মিলে আমাদিগের
আদিত্যত্ব ও ঘটিবে ৩৬—৫৯ । আদিত্যগণ
এই পরামর্শ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে মরীচিনন্দন
কশ্যপের পুত্ররূপে দ্বাদশ ভাগে জন্মগ্রহণ
করেন । শতক্রতু ও বিষ্ণু, এই বৈবস্বত মন্বন্তরে
নর-নারায়ণ রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন । এই সকল
দেবগণেরও জন্ম-মৃত্যু বিহিত আছে । সূর্য্যের

প্রজাপতেশ্চ বিষ্ণেশ্চ ভবস্য চ মহাশ্বনঃ । ৬২
 শ্রেষ্ঠানুশ্রবিকে যস্মাচ্ছক্ৰাৎ শব্দাদিলক্ষণে ।
 অষ্টাঙ্গকেহিণিমাদ্যে চ তস্মাৎ জজ্ঞিরে সুরাঃ
 ইত্যেয বিষয়ে রাগঃ সজ্জুত্যাঃ কারণং স্মৃতম্
 ব্রহ্মশাপেন সজ্জুতা জয়াঃ স্বায়ত্ত্ববেহজিতাঃ ।।
 স্বারোচিষে বৈ ভূমিতাঃ সত্যশ্চৈবোত্তমৈ

পুনঃ । ৬৫

ভ্রমসে হরয়ো দেবা জাতাশ্চরিয়জবে তু বৈ ।
 বৈকুণ্ঠাশ্চাক্ষুষে সাধ্যা আদিত্যাঃ সাম্প্রতে

পুনঃ । ৬৬

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোহংশো ভগন্তথা ।
 ইন্দ্রো বিবস্বান্ পৃষা চ পজ্জিন্যো দশমঃ স্মৃতঃ ।।
 ততস্তৃপ্তা তাতো বিষ্ণুব্রহ্মান্যো জঘনাজ্জঃ ।
 ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কশ্যপম্য সূতাঃ স্মৃতা
 সুরভী কশ্যপাদ্রুদ্রানেকাশ বিজজ্ঞিরে ।
 মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী । ৬৮
 অঙ্গারকং তথা সর্পং নিখীতিং সদসম্পতিম্ ।

উদয়াস্তের ন্যায় প্রজাপতি বিষ্ণুর ও শিবের
 আবির্ভাব তিরোভাব বিদ্যমান। শব্দাদি প্রধান
 বিষয় সমূহে এবং অনিমাди অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে
 সমধিক সমর্থ বলিয়া ইহাদিগকে 'সুর' বলা
 যায়। বিষয়ানুরাগফলে যে জন্মগ্রহণ করিতে
 হয়, স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরীয় জয় নামক দেবগণই
 তাহার নিদর্শন। তাঁহারা ব্রহ্মশাপে জন্ম
 গ্রহণপূর্ব্বক স্বারোচিষ মন্বন্তরে ভূমিত নামে,
 উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে, তামস মন্বন্তরে হরি
 নামে, চরিশু মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ নামে, চাক্ষুষ
 মন্বন্তরে সাধ্য নামে এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত
 মন্বন্তরে আদিত্যনামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ধাতা,
 অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান,
 পৃষা, পজ্জিন্য, তৃপ্তা ও বিষ্ণু; ইহারা দ্বাদশ
 আদিত্য। ইহাদিগের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্ব কনিষ্ঠ
 হইলেও প্রভাবে সর্ব্বপ্রধান ৬০—৬৭। সুরভী,
 তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক
 তদীয়ানুগ্রহে কশ্যপ হইতে দ্বাদশ রুদ্র পুত্র

অজৈকপাদহিবর্ষুমুর্দ্ধকেতুং জ্বরং তথা । ৬৯
 ভুবনং চেশ্বরং মৃত্যুং কপালশ্চৈব বিশ্রুতম্ ।
 দেবানেকাদশৈতাংস্তু রুদ্রাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্ ।
 তপসা তেন মহতা সুরভী তানজীজনৎ । ৭০
 ততো দুহিতরাবন্যে সুরভী দ্বৈ ব্যজায়ত ।
 রোহিণী চৈব রুদ্রাভা গাঙ্কারী চ যশস্বিনী । ৭১
 রোহিণ্যাং জজ্ঞিরে কন্যাশ্চতস্রো লোক-

বিশ্রুতাঃ ।

সুরূপা হংসকীলা চ ভদ্রা কামদুঘা তথা ।
 সুমুবে কামদুঘা তু সুরূপা তনয়দ্বয়ম্ । ৭২
 হংসকীলা নৃমহিষা ভদ্রয়াস্তু ব্যজায়ত ।
 বিশ্রুতাস্তু মহাভাগা গন্ধর্বা বাজিনঃ সূতাঃ ।।
 উচৈঃশ্রবাস্তদা জাতাঃ খেচরাস্তে মনোজবাঃ

শ্বেতাঃ শোণাঃ পিশঙ্গাশ্চ সারঙ্গা হরিতাজ্জনাঃ
 রুদ্রা দেবোপবাহ্যাস্তে গন্ধর্বা বাজিনঃ সূতাঃ ।।
 ভূয়ো জজ্ঞে সুর ভ্যাস্তু শ্রীমাংশ্চন্দ্রাসুপ্রভঃ
 বৃষো দক্ষ ইতি খ্যাতঃ কণ্ঠে মণিদলপ্রভঃ । ৭৭
 শ্রগ্বী ককুদ্রী দ্যুতিমানমৃতালয়সম্ভবঃ ।

উৎপাদন করেন। অঙ্গারক, সর্প, নিখীতি,
 সদসম্পতি, অজৈকপাদ, অহিবর্ষু উর্দ্ধকেতু,
 জ্বর, ঐশর্য্যশালী ভুবন, মৃত্যু ও কপাল; এই
 ত্রিভুবনেশ্বর একাদশ রুদ্র সুরভির তপঃফলে
 তদীয় পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ততঃপর সুরভি
 রুদ্রসদৃশী রোহিণী ও যশস্বিনী গাঙ্কারী এই
 দুইটি কন্যা প্রসব করেন। সুরূপা রোহিণী,—
 সুরূপা, হংসকীলা, ভদ্রা ও কামদুঘা; এই চারিটি
 লোকবিশ্রুত কন্যা প্রসব করেন। কামদুঘা ও
 সুরূপা, দুইটি পুত্র প্রসব করেন। হংসকীলা
 কতগুলি মনুষ্য ও মহিষ প্রসব করে। ভদ্রা
 হইতে সুবিখ্যাত খেচর ও মনোবৎ দ্রুতগামী
 গন্ধর্ব্বনামক অশ্বসকল জন্মে। দেববাহন সৌ
 অশ্বগণ শ্বেত, শোণ, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, হরিত,
 ধবল, ও রৌদ্র বর্ণ। ইহার পর আবার সুরভি
 হইতে দক্ষ নামক চন্দ্রসম কান্তিসম্পন্ন নীলকণ্ঠ,
 স্বাভাবিক মাল্যধারী, কুকুদ্রী, কান্তিমান্ বৃষ জন্ম

সুরভানুমতে দন্তো ধ্বজো মাহেশ্বরস্ত সঃ ॥
ইতোতে কশ্যপসূতা রুদ্রাদিত্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
ধৰ্ম্মপুত্রাঃ স্মৃতাঃ সাধ্যা বিশ্বে চ বসবস্তথা ॥৭৬
অরিষ্টনোমপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ ।
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ ।
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংকৃতাঃ ॥
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষেদেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ॥৭৮
সর্বে দেবগণা বিপ্রান্তয়দ্বিংশতু ছন্দজাঃ ।
এতেষামপি দেবানাং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে
যথা সূর্য্যস্য লোকেহস্মিন্ উদয়াস্তময়াবভৌ ।
এতে দেবনিকায়ান্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥৮০
ঋষয় উচুঃ ।

সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে রুদ্রাদিত্যাস্তথৈব চ ।
অভিজাত্যা প্রভাবৈশ্চ কৰ্ম্মভিশ্চৈব বিশ্রুতাঃ
প্রজাপতেশ্চ বিশেষাশ্চ ভবস্য চ মহাত্মনঃ ।
অস্তরং জ্ঞাতুমিচ্ছামো যশ্চ যস্মাদ্বিশিষ্যতে ॥

গ্রহণ করে। সেই অমৃতালয়-জাত মহাবৃষ, সুরভির অনুমতি অনুসারে মহাদেবের বাহনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই আমি কশ্যপনন্দন রুদ্র ও আদিত্যগণের, ধৰ্ম্মনন্দন সাধ্যগণের, বিশ্বদেবগণের এবং বসুদিগের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করিলাম। অরিষ্টনেমিয় পত্নীদিগের ষোড়শ সন্তান জন্মে। বিদ্বান্ বহু পুত্রের চারিটি সন্তান জন্মে; তাহারা বিদ্যুৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মর্ষিসংকৃত ঋক্সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ, দেবপ্রহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা, প্রতি সহস্র যুগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! ত্রয়স্তিংশৎগণে বিভক্ত সমস্ত দেবতাই ছন্দোজাত। তাহাদিগেরও সৃষ্টিলয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহলোকে সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় সমুদায় দেবগণের যুগে যুগে আবিভাব-তিরোভাব স্বটিয়া থাকে ৮৬—৮১। ঋষিগণ কহিলেন, সাধ্য, বসু, বিশ্বদেব, রুদ্র ও আদিত্যগণ অপেক্ষা প্রজাপতি বিষ্ণু ও ভবদেবের

যশ্চ যস্মাৎ প্রভবতি যশ্চ যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
জ্যায়ান্ যো মধ্যমশ্চৈব কনীয়ান্ যশ্চ তেষু বৈ
প্রধানভূতো যন্তেষাং গুণভূতশ্চ তেষু যঃ ।
কৰ্ম্মাভশ্চাভিজাত্যা চ প্রভাবেণ চ মো মহান্
এতৎ প্রবৃহি নঃ সৰ্ব্বং ত্বং হি বেধু যথায়থম্
সূত উবাচ ।

অত্র বো বর্ণায়ম্যেহমস্তরং তেষু যৎ স্মৃতম্ ।
যদব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং শৃণুধ্বং মে বিবক্ষতঃ ॥৮৬
রাজসী তামসী চৈব সান্ত্বিকা চৈব তাঃ স্মৃতাঃ
তদ্বঃ স্বয়ম্ভুবঃ প্রোক্তাঃ কালে কালে ভবন্তিয়াঃ
এতাবামস্তরং বক্ষুং নৈব শক্যং দ্বিজোত্তমাঃ
গুণবৃদ্ধিনিবন্ধত্বাদিধানুগ্রহবদ্ধতঃ ॥৮৮
প্রবৃত্তিক্ নিবৃত্তিক্ গুণবৃদ্ধিমিহ দ্বিজাঃ ।
যথাসক্তি প্রবক্ষ্যামি তনুনাং তন্নিবোধত ॥৮৯
ব্রাহ্মী তু ধাজসী তেষাং কালাখ্যা তমসী
স্মৃতা ।

আভিজাত্য, প্রভাব ও কৰ্ম্মজন্য প্রাধান্য কিরূপ? ইহাদিগের পরস্পর তারতম্য কি? ইহাদিগের পরস্পর তারতম্য কি? ইহাদিগের যিনি যাহা ইহিতে যে অংশে বিশিষ্ট, যাহার প্রভাব যাহা অপেক্ষা অধিক, যিনি যাহা ইহিতে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বা মধ্যম যিনি প্রধান, যিনি অপ্রধান, সে সকল আমরা জানিতে বাসনা করি। ইহাদিগের মধ্যে কৰ্ম্ম, আভিজাত্য, বা প্রভাবে যিনি সৰ্ব্বপ্রধান, তাহা আপনি যথায়থ জ্ঞাত আছেন, আমাদিগের নিকট তৎসমস্ত বৃত্তান্ত বলুন। সূত কহিলেন,— হে মুণিগণ! ব্রহ্মা; বিষ্ণু ও শিবের পরস্পর যাহা তারতম্য, আমি তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বিবিধ কালভেদে রাজসী তামসী ও সান্ত্বিকী মূর্ত্তি সকল পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজসন্তমগণ! এই সকল মূর্ত্তির তারতম্য বর্ণন করা যায় না; কারণ গুণত্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিহেতু সে সকল মূর্ত্তি নিগ্রহানুগ্রহ দ্বিবিধ কার্য্যেরই সাধক। তথাপি আমি সেই সকল মূর্ত্তির গুণবৃত্তি

সাত্ত্বিকী পৌরুষী চৈব কৰ্ম্যতাসাং নিবোধত ॥

একা তু কুরুতে তাসাং রাজসী সৰ্ব্বতঃপ্রজাঃ

একা চৈবার্ণবস্থা তু সানুগ্রহাতি সাত্ত্বিকী।

একা সা ক্ষিপতে কালে তামসী গ্রসতে প্রজাঃ

রজসা তু সমুদ্রিত্তো ব্রহ্মা সম্ভবতে যদা।

পুরুষাখ্যা তদা তস্য সাত্ত্বিকী বিনিবৰ্ত্ততে ॥

যদা ভবতি কালাত্মা উদ্রেকান্তমসম্ভ সঃ।

ব্রহ্মাখ্যা সা তদা তস্য রাজসী বিনিবৰ্ত্ততে ॥৯২

সত্ত্বোদ্রেকাস্থ পুরুষো যদা ভবতি স প্রভুঃ।

কাল্যাখ্যা সা তদা তস্য পুনর্ন ভবতীতি বৈ ॥

ক্রমাস্তন্য নিবৰ্ত্তন্তে রূপং নাম চ কৰ্ম্য চ।

ত্রৈলোক্যে বর্ত্তমানস্য সৰ্ব্বানুগ্রহনিগ্রহৈঃ ॥৯৫

যদা ভবতি ব্রহ্মা চ তদা চান্তবমুচ্যতে।

যদা চ পুরুষো ব্রহ্মা ন চৈব পুরুষস্ত সঃ ॥৯৬

যদা চ পুরুষো ভবতি ব্রহ্মা ন ভবতে তদা।

যদা রুদ্রো ভবতি হি তদা ন পুরুষস্ত যঃ ॥৯৭

অনুসারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যথাশক্তি বর্ণন করিতেছি। আপনারা অবধান করুন। ব্রাহ্মী মূর্তি রাজসী, কালমূর্তি তামসী এবং সাত্ত্বিকী মূর্তি পৌরুষী বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাদিগের কৰ্ম্যবিবরণ শ্রবণ করুন ৮২—৯০। রাজসী মূর্তি সমস্ত প্রজা সৃজন করেন, সাত্ত্বিকী মূর্তি অর্ণবে থাকিয়া পালন করেন এবং তামসী মূর্তি লয়কালে সমস্ত প্রজাবর্গকে গ্রাস করিয়া থাকেন। একই দেব, রজোগুণের আধিক্যে ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণের আধিক্যে পুরুষরূপী নারায়ণ এবং তামাগুণের আধিক্যে কাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন। পরন্তু যখন তিনি ব্রহ্মা হয়েন, তখন আর তাঁহার পুরুষমূর্তি থাকে না; আর যখন তিনি কালরূপী হয়েন, তখন তাঁহার ব্রহ্মামূর্তি থাকে না, এবং যখন পুরুষরূপী হয়েন, তখন তাঁহার কালমূর্তিও থাকে না। ত্রৈলোক্যে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কার্য্যে ব্যাপ্ত সেই মহাত্মায় রূপ-নাম-কৰ্ম্মের এই ভাবেই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তিনি যখন ব্রহ্মা হয়েন, তখন পুরুষমূর্তি বা রুদ্রমূর্তি থাকে না। যখন

যদা রুদ্রো ভবেদ্ভূয়ো ব্রহ্মান ভবতে তদা।

যদা ন ভবতি ব্রহ্মা ন চৈব পুরুষস্ত সঃ ॥৯৮

মণিবিভজ্যতে বর্ণান্ বিচিত্রান্ স্ফটিকো যথা।

বৈমল্যাদাশ্রয়বশান্তর্দগ স্যাস্তদঙ্গনঃ ॥৯৯

তদা গুণবশাস্তস্য স্বয়ন্তোরনুরঙ্গনম্।

একত্বে চ পৃথকুত্বে চ শ্রোক্তামেতদ্বিন্দর্শনম্ ॥

একো ভূত্বা যথা মেঘঃ পৃথক্ফেনাবতিষ্ঠতে।

রূপতো বর্ণতশ্চৈব তথা গুণবশাস্ত সঃ ॥১০৭

ভবত্যেকো দ্বিধা চৈব ত্রিধা মূর্ত্তিবিনাশনাং।

একো ব্রহ্মাস্তকুচৈব পুরুষশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ॥১০৮

একস্যৈতাঃ স্মৃতাঙ্গিপ্রস্তুতবস্ত স্বয়ন্তুবঃ।

ব্রাহ্মী চ পৌরুষী চৈব অন্তকারী চ তে ত্রয়ঃ

তত্র যা রাজসী তস্য তনুঃ সা বৈ প্রজাকরী

যা তমসী তু কাল্যাখ্যা প্রজাক্ষয়কারী তু সা।

সাত্ত্বিকী পৌরুষী যা তু সানুগ্রহকারী স্মৃতা ॥

পুরুষ হয়েন, তখন ব্রহ্মামূর্তি বা রুদ্রমূর্তি থাকে না; এবং যখন রুদ্র হন তখন ব্রহ্মামূর্তি বা পুরুষমূর্তি থাকে না ৯১—৯৬। বিমল স্ফটিক মণি যেমন আশ্রয়ভেদে বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া রক্ত পীতাদি নানাকারে লঙ্কিত হয়, ভগবান্ স্বয়ন্তুও তদ্রূপ গুণভেদবশে ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্রাদি রূপে প্রতীক হয়েন। তাহার একত্ব ও পৃথক্ সন্ধক্ষে ইহাই নিদর্শন। একই মেঘ যেমন বর্ণ-রূপাদিভেদে পৃথক্ পৃথক্ আকারে দৃষ্ট হয়; স্বয়ন্তুও সেই প্রকার গুণবশেই নানাকারে ব্যক্ত হইয়া থাকেন। এক স্বয়ন্তুই ব্রহ্মা, পুরুষ ও কালরূপে ত্রিবিধ আকারে পরিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এক স্বয়ন্তুই ব্রাহ্মী, পৌরুষী ও অন্তকারী, এই তিন মূর্তি। এই মূর্ত্তিত্রয় মধ্যে রাজসীমূর্তি প্রজাসৃষ্টিকারী; তামসী কালমূর্তি প্রজাক্ষয়কারী; আর সাত্ত্বিকমূর্তি প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহকারিণী। রাজসী মূর্তি ব্রহ্মা; ইহা হইতে মরীচি ও মরীচি হইতে কশ্যপের জন্ম হয়। তামসী অন্তকারী কালমূর্তি হইতে ভবের উদ্ভব হয়। আর সাত্ত্বিকী

ব্রাহ্মণোহংশেন মরীচিঃ কশ্যাপোহভবৎ
তামসী চান্তকৃদ্যা তু তদংশেনাভবদ্ভবঃ ॥১০১
সান্ত্বিকী পৌরুষী যা সা তস্যাংশো বিষ্ণুরুচ্যতে
ত্রৈলোক্যে তাঃ স্মৃতাঙ্গিপ্রনবস্ত স্বয়ম্ভুবঃ।
নানাপ্রয়োজনার্থাং হি কালেহবস্থাং

করোতি যঃ।

ব্রহ্মদেহেন প্রজাঃ সৃষ্ট্বা বিষ্ণুদেহেনানুগৃহ্য চ।
বৈষ্ণব্যানুগৃহীতাস্তা রৌদ্র্যানুগ্রসতে পুনঃ ॥
একঃ স্বয়ম্ভুবঃ কালত্রিভিঙ্গীন্ বৈ করোতি সঃ
সৃজতে চানুগৃহীতি প্রজাঃ সংহরতে তথা ॥
ইত্যেতাঃ কথিতাঙ্গিপ্রনবস্ত স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রজাপত্যা চ রৌদ্রী চ বৈষ্ণবী চৈব তাঃ স্মৃতাঃ
একা তনুঃ স্মৃতা বেদে ধর্মশাস্ত্রে পুরাতনে।
সাংখ্যাযোগপরৈবীরৈঃ পৃথক্‌কল্পদশতি।
অভিজাতপ্রভাবজ্ঞৈর্বা যিতিস্তদ্বদশতিঃ ॥১০৩
একত্বে চ পৃথক্‌ত্বে চ তাসু ভিন্নাঃ প্রজাঙ্গিহ।
ইদং পরমিদং নেতি ক্রবস্তো ভিন্নদর্শনাঃ ॥
ব্রহ্মানাং কারণং কেচিৎ কেচিৎ প্রাচঃ

প্রজাপতিম্।

কেচিচ্ছিবং পরদেহেন প্রার্থবিস্মু তথাপরে।

পুরুষমুর্তি ইহাতে বিষ্ণুর উৎপত্তি ঘটে। স্বয়ম্ভুর
এই তিনমুর্তি, কালভেদে প্রজাবর্গের বিবিধ
প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকেন। তিনি
ব্রহ্মত্বাবলম্বনে প্রজাবর্গের পালন করেন; আর
রৌদ্রী মুর্তি গ্রহণপূর্বক প্রজাগণে সংহার বিধান
করিয়া থাকেন। কালরূপী একমাত্র স্বয়ম্ভুই উক্ত
ত্রিবিধমুর্তি পরিগ্রহপূর্বক সৃজন, পালন ও সংহার
বার্য সাধন করিয়া থাকেন। স্বয়ম্ভুর ব্রাহ্মী,
বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী,—এই ত্রিবিধমুর্তির কথা কথিত
হইল। বেদে ও পুরাতন ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ম্ভুর একটী
মুর্তিরই উল্লেখ আছে; সাংখ্যাযোগপরায়ণ, পৃথক্‌
ও একত্ব জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ ও
আভিজাত্যসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণও
একমুর্তিরই অনুমোদন করেন। ৯১—১১০।
স্বয়ম্ভুর এবদ্ব ও কথকৃত্ব সম্বন্ধে বামসমুদ্রোক্তা,

অবিজ্ঞানেন সংসক্তাঃ সক্তাঃ রত্যাদিচেতসা
তত্ত্বং কালঞ্চ দেশঞ্চ কার্যাণ্যাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
কারণঞ্চ স্মৃতা হ্যেতা নানাতর্থঙ্ঘিহ দেবতাঃ ॥
একং নিন্দতি যন্তেষাং সর্বানুব স নিন্দতি।
একং প্রশংসমানস্ত সর্বানুব প্রশংসতি।
একং নিন্দতি যন্তেষাং সর্বানুব স নিন্দতি।
একং যো বেত্তি পুরুষং তমাত্ত্ববাদিনম্ ॥
অদ্বৈতস্ত সদা কার্যো দেবতাসু বিজ্ঞানতা।
ন শক্যমীশ্বরং জ্ঞাতুমৈশ্বর্যেশ ব্যবহৃতম্ ॥
একাত্মা স ত্রিধা ভূত্বা সম্মোহয়তি যঃ প্রজাঃ।
এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাক্তরং বিচরন্ত্যন্তরং জনাঃ ॥১১২
জিজ্ঞাসন্তঃ পরীক্ষন্তঃ শক্ত্যা রূপবিচেতসঃ।
ইদং পরমিদং নেতিবদন্তি ভিন্নদর্শিনঃ ॥১১৩

বিজ্ঞানহীন ভিন্নজ্ঞানাসম্পন্ন প্রজাগণ ইহাই
সত্য, ইহা নাই, ইত্যাদিরূপে বিশেষ বিতর্ক
করিয়া থাকে। নহে ব্রহ্মাকে, কেহ প্রজাপতিকে,
কেহ শিবকে এবং কেহ বা বিষ্ণুকেই প্রধান
বলিয়া নির্বাচন করিয়া থাকে। সেই স্বয়ম্ভুই
দেশ-কাল-কর্ম্ম কারণস্বরূপ; তিনিই বিবিধ
প্রয়োজনসাধক নানা দেবতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।
এই সকল দেবতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই
সকল দেবতার এক জনের নিন্দা করিলে
সকলেরই নিন্দা করা হয়, আর এক জনের
প্রশংসা করিলে সকলেরই প্রশংসা করা হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি ইহাদিগের এক জনের নিন্দা
করা হয়। যিনি সেই একমাত্র পুরুষকে জ্ঞাত
হয়েন তাঁহাকেই ব্রহ্মবাদী বলা যায়। সর্বৈশ্বর্য্যে
প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিবার সামর্থ্য
কাহারও নাই; সুতরাং জ্ঞানবান্ মানবের পক্ষে
দেবতাগণের প্রতি দ্বেষ করা কর্তব্য নহে।
ঈশ্বর একমাত্র আত্মা; তিনি ত্রিবিধ মুর্তি
গ্রহণপূর্বক প্রজাগণের সম্মোহন করিতেছেন।
অল্পজ্ঞ জনগণ এই মুর্তিত্রয়ের তারতম্য নির্ণয়ার্থ
যথাসক্তি জিজ্ঞাসা পরীক্ষাদি করিয়া জ্ঞানভেদ
নিবন্ধন ইহা প্রধান, ইহা অপ্রধান, এইরূপ বলিয়া

যাতুধানান বিশস্ত্যোতাঃ পিশাচাংশ্চৈব তান
নরান্।

একত্বেন পৃথক্লেন স্বয়ম্ভুব্যবতিষ্ঠতে ॥১১৪
গুণমাত্রাষ্টিকভিস্ত তনুভির্মোহয়ন্ প্রজাঃ।
তোষেকং যজতে যন্তু স তদা যজতে ত্রয়ম্ ॥
তস্মাদেবাস্ত্রয়ো হ্যেতে নৈরন্তর্যো ব্যবহিতাঃ
তস্মাৎ পৃথক্লেমেকত্বসংখ্যা সংখ্যাগতাতম্।
একত্বং বা বহুত্বং বা তেবু কো জ্ঞাতুমহীতি ॥
ধস্মাৎ সৃষ্টানুগৃহীতে গ্রসতে চৈব তে প্রজাঃ
গুণাত্মকত্বাপ্রেকালো তস্মাদেকঃ স উচ্যতে ॥
রুদ্রং ব্রহ্মাণমিন্দ্রম্ লোকপালান্ ঋষীন্ দনুন্
দেবং তমেকং বহুধা প্রাহ্নারায়ণেং দ্বিজাঃ ॥
প্রাজাপত্যো তনুর্বা চ তনুর্বা চৈব বৈষ্ণবী।
মহন্তরে চ কল্পে চ আবর্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥১২৩
ক্ষেত্রজ্ঞোহপি চাশ্বেষ্য বিভজেদিত্যনুগ্রহাৎ

থাকে। পরন্তু স্বয়ম্ভু, একত্বও পৃথক্ এই
উভয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত। রাক্ষস-পিশাচাদি রূপেও
সেই স্বয়ম্ভুই পরিব্যক্ত। অজ্ঞান জনগণও তিনিই।
ফলতঃ স্বয়ম্ভু গুণপরিমণিভেদে বিবিধ
মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গের মোহোৎপাদন
করিতেছেন। উক্ত মূর্তিট্রয়ের একের উপাসনা
করিলেই তিনেই উপাসনা করা হয়। বস্তুতঃ
এই দেবত্রয়ের কিছুমাত্র তারতম্য নাই। সুতরাং
ইহাদিগের একত্ব পৃথক্‌দি তারতম্যও নাই;
আর তারতম্য থাকিলেও তাহা কে জানিতে
পারে? স্বয়ম্ভু, প্রজাগণকে সৃজন করিয়া
পালনপূর্বক আবার সংহার করিয়া থাকেন;
গুণভেদে ও কালভেদেই তাঁহার এই কার্যক্রম
সমাহিত হয়; অতএব তাঁহাকে এক বলা
যায় ১১১—১২১। দ্বিজগণ সেই এক দেবকে
রুদ্র, ব্রহ্মা, লোকপাল, ইন্দ্র ঋষি, দানব, ও
নারায়ণাদি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন। তাঁহার প্রাজাপত্য ও বৈষ্ণবী মূর্তি
প্রতিকল্পে ও প্রতিমহন্তরে পুনঃপুনঃ আবর্তিত
হয়। সেই স্বয়ম্ভুই ক্ষেত্রজ্ঞ; তিনি তেজ, যশ,

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যাং শ্রুতেন চ বলেন চ।
জায়ন্তে তৎসমাস্চৈব তানপীহ নিবোধত ॥১২৪
রাজস্যা ব্রাহ্মাণোহংশেন মরীচিঃ কশ্যপোহভবৎ
তামস্যাস্তস্য চাংশেন কালাত্মা রুদ্র উচ্যতে।
সাত্ত্বিক্যাঃ পুরুষাংশেন যজ্ঞে বিষ্ণুরভূক্তা ॥
ত্রিষু কালেষু ভাস্যেতা ব্রহ্মাণস্তনবোহংশজাঃ।
কালো ভূত্বা পুনশ্চাসৌ রুদ্রঃ সংহরতে প্রজাঃ
সম্প্রাপ্তে চৈব কল্পান্তে সপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ।
ভূত্বা সংবর্তকাদিত্যা লোকাংস্ত্রীন্ স তদাদহন্
বিষ্ণুঃ প্রজানুগৃহীতি নামরূপবিপর্যয়েঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াম্ তদুৎপত্তিকারণম্ ॥১২২
সত্ত্বোদ্ভিজ্ঞা তু যা প্রোক্তা ব্রহ্মাণঃ পৌরুষী

তনুঃ।

তস্যাংশেন বিজজ্ঞে স ইহ স্বয়ম্ভুবহন্তরে।
আকুত্যাং মনসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমে বিষ্ণু

বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানও বলাদি গুণে বিভূষিত
আত্মতুল্য বিবিধ প্রজারূপে আপনাকে বিভাগ
করিয়া সমুৎপন্ন হয়েন। আপনারা তদ্বিবরণও
শ্রবণ করুন। রাজসী ব্রহ্মমূর্তির অংশে মরীচি
এবং মরীচির অংশে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন।
তাহার তামসী মূর্তির অংশে সংহারকারী রুদ্র
প্রাদুর্ভূত হয়েন। আর সাত্ত্বিকী পুরুষ মূর্তির
অংশে যজ্ঞস্থলে বিষ্ণু উৎপন্ন হয়েন। সেই
ব্রহ্মমূর্তির এ সকল অংশমূর্তি কালত্রয়েই
বিদ্যমান। রুদ্রদেব কালরূপে প্রজাবর্গের সংহার
সাধন করেন। তিনি কল্পান্তকালে সপ্তরশ্মি
দিবাকরমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক সংবর্তকাদিত্য ইহীয়া
ত্রিলোক দক্ষীভূত করেন। বিষ্ণু সেই সেই
বিবিধ অবস্থায় বিবিধ নাম-রূপালি ধারণপূর্বক
সেই সেই কারণবল্বনে প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ
বিতরণ করেন। স্বয়ম্ভুর সত্ত্বগুণবহুল পুরুষমূর্তির
অংশে বিষ্ণুব প্রাদুর্ভাব হয়। বিভূ বিষ্ণু স্বয়ম্ভুর
যম্বন্তরে মন ইহিতে আকৃতির গর্ভে প্রথম
সমুৎপন্ন হয়েন; পরে সেই অজিত দেব স্বায়োচিষ

ততঃ পুনঃ স বৈ দেবো প্রাপ্তে স্বারোচিষে-

হস্তরে।

তুষ্টিতায়াম্ সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তবিতৈঃ সহ।।

ঔত্তমে চান্তরে চৈব তুষ্টিতস্ত বিদুঃ স বৈ।

বশবন্তিভিরুৎপন্নো বশবন্তী হরিঃ পুনঃ।।১২

সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ

তামসস্যান্তরে চাপি সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।

হর্যায়াম্ হরিভিঃ সার্কং হরিদেব বভূব হ।।

চারিষ্যবেহস্তরে চাপি হরির্দেবঃ পুনস্ত সঃ।

বিকুষ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে হ্যভূতরজসৈঃ সহ।

বৈকুষ্ঠঃ স পুনর্দেবঃ সম্প্রাপ্তে চাক্ষুষেহস্তরে।।

ধর্মো নারায়ণঃ সাধ্যঃ সাধ্যৈঃ সহ সুরৈরভূৎ

স তু নারায়ণঃ সাধ্যঃ প্রাপ্তে বৈবস্বতেহস্তরে

মারীচাৎ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সম্বভূব হ।

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমা লোকান্ জিত্বা বিষ্ণুর্কুরু-

ক্রমঃ।।১৩১

প্রত্যপাদয়াদিত্রায় দেবেভ্যশ্চৈব স প্রভুঃ।

ইত্যেতাস্তনবস্তম্য ব্যতীতাঃ সপ্ত সপ্তসু।

মহাস্তরে তুষ্টিতা হইতে তুষ্টিত দেবগণ সহ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম মহাস্তরে তিনি বশবন্তী দেবগণ সহ জন্ম লইয়া বশবন্তী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সেই হরি, সত্য দেবগণ সহ সত্য হইতে জন্মিয়া সত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তামস মহাস্তরে তিনি হর্যায় গর্ভে হরি দেবগণ সহ হরিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২২—১৩২। চারিষ্যব মহাস্তরে সেই অজ হরিদেব বিকুষ্ঠা হইতে আভূতরজস দেবগণ সহ বৈকুষ্ঠরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে আবার চাক্ষুষ মহাস্তরে সেই নারায়ণ সাধ্যদেবগণ সহ ধর্ম নামে সাধ্যদেবরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই সাধ্যদেব বৈবস্বত মহাস্তরে মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণু নামে খ্যাত হইলেন। এই সময়ে সেই উরুক্রম বিষ্ণু, ত্রিপদরূপে লোকত্রয় জয় করিয়া দেবগণ সহ দেবেন্দ্রকে উহা দান করেন। অতীত সপ্ত

মহাস্তরেষ্ণতীতেষু যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ।।

যস্মাদ্বিষ্টমিদং সর্বং বামনেনেহ জায়তা।

তস্মাৎ স বৈ স্মৃতো বিষ্ণুর্বিশেষার্থোঃ

প্রবেশনাৎ।।১৩৫

ইত্যেতে ব্রহ্মণশ্চৈব বামনস্য মহাত্মনঃ।

একত্বঞ্চ পৃথক্কঞ্চ বিশিষ্টত্বঞ্চ কীর্তিতম্।।১৩৮

দেবতানামিহাংশেন জায়ন্তে যাস্তু দেবতাঃ।

তাসাং তাস্তেজসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ।

জায়ন্তে তৎসমশ্চৈব তা বৈ তেযামনুগ্রহাৎ।।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জ্বিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছধ্বং বিষ্ণেঃ স্তেজোহংশসম্ভবম্

স এবং জায়তেহংশেন কেচিদিচ্ছিস্তি মানবঃ

ততোহপরে ক্রবন্তীমম্যন্যোহংশেন জায়তে

এবং বিবদমানাস্তে দৃষ্ট্বা তান্ বৈ ক্রবন্তি হ।

যস্মান্ বিদ্যতে ভেদো মনসশ্চেতসশ্চ হ।

তস্মাদনুগ্রহাস্তেবাং ক্ষেত্রজ্ঞাস্তে ভবন্ত্যত।।

মহাস্তরে সেই বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্তি অতীত হইয়াছে। সেই সকল মহাস্তরে তিনি এই সমস্ত মূর্তি দ্বারা প্রজাগণের রক্ষাবিধান করিয়াছেন। বামন আত্মদেহ দ্বারা এই সমগ্র লোকত্রয়ে বিষ্ট অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ নিমিত্ত প্রবেশার্থক বিশ ধাতুর অর্থানুসারে তিনি বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। স্বস্তুর ব্রহ্মা ও বামনাদি মূর্তি এবং একত্ব পৃথক্ক বিশিষ্টর,—এই কীর্তিত হইল। দেবতাদিগের অংশে যাহার যাহার জন্ম হয়, তাহারা সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে তেজ, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বলাদিতে ততুল্য হইয়া থাকে। যাহা যাহা ঐশ্বর্যশালী, শ্রীমান্ বা প্রভাববান্, তৎসমস্ত সেই বিষ্ণুরই অংশসম্মত বলিয়া আপনারা অবধারণ করুন। ১৩৩—১৪০। তিনি এই ভাবেই অংশানুসারে জন্মপরিগ্রহ করেন। পরন্তু কোন কোন মানব অপরাপরের অংশেই এই সমস্তের উৎপত্তি হয় বলিয়া মত প্রচার করেন। এরূপ বিবাদে শেষে এই মীমাংসা করা হয় যে, মন ও চিত্তের ভেদ নাই বলিয়া

একত্ব প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুবা ভবতীশ্বরঃ।
 ভূদ্বা যন্মাচ্চ বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্ত সঃ।।
 তস্মাৎ সুমনসো ভেদাজ্জায়ন্তে তেজসশ্চ হ।
 মনস্তরেষু সর্বেষু প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
 প্রাপ্তে প্রাপ্তে তু কল্লাস্তে রুদ্রঃ সংহরতি
 প্রজাঃ।

সর্গাদৌ সকৃদুৎপন্নাস্তিষ্ঠন্তীহ প্রশংদয়া।।১৪০
 জায়ন্তে মোহয়ন্তোহস্যনীশ্বরা যোগমায়য়া।।
 ঐশ্বর্যেণ চরন্তস্তে মোহয়ন্তি হ্যনীশ্বরাঃ।
 তস্মাদদোষপ্রচারেষু যুক্তায়ুক্তং ন বিদ্যতে।।
 ভূতাপবাদিনো দুষ্টা মধ্যস্থা ভূতভাবিনঃ।
 ভূতাপবাদিনঃ শক্তাপ্রয়ো বেদাঃ প্রবাদিনাম্
 পরীক্ষা যোন গৃহ্ণাতি গৃহ্ণাতি চ বিপর্যয়াৎ।
 দৃঢ়পূর্বশ্রদ্ধাচ্চ প্রবাদাচ্চৈব লৌকিকাৎ।
 চতুর্ভিঃ কারণৈরেভির্ব্যতীতং ন বিন্দতি।।১৪৪

সেই সেই মূল দেবতার অনুগ্রহে বিবিধ জীব
 আবির্ভূত হইয়া এবিধ সৃষ্টিব্যাপার সাধন করিয়া
 থাকে। একমাত্র পরমেশ্বর স্বীয় প্রভুশক্তি দ্বারা
 বিবিধাকারে পরিণত হয়েন এবং পুনরায় একত্ব
 অবলম্বন করেন। সেই আদিদেবের তেজোভেদ
 হইতেই সমস্ত মনস্তরে স্থাবরজঙ্গম প্রজাসমূহ
 একবার সমুৎপন্ন হইয়া লয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান
 করিয়া থাকে। প্রতি কল্লাস্তকালেই রুদ্রদেব
 প্রজাবর্গের সংহার সাধন করেন।
 যোগমায়াপ্রভাবে ঐশ্বর্যশালী ক্ষেত্রজগণ ইতর-
 সাধারণকে মোহিত করিয়াই জন্মগ্রহণ করেন।
 তাঁহারা ঐশ্বর্য দ্বারা বিচরণ করিতে থাকিলে
 তদপেক্ষা অনীশ্বর-প্রজাগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে।
 সুতরাং ঈশ্বরগণের আচরণে দোষ দর্শন হইলেও
 কর্তব্য নহে। অনুষ্ঠিত ব্যাপারে, আসক্ত জনগণ
 অপবাদ, মধ্যম জনগণ অনুমোদন এবং সমর্থ
 জনগণ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। জ্ঞানী জনগণ
 উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বই বেদানুমোদিত বলিয়া
 অবধারণ করেন। পরীক্ষা না করিয়াই গ্রহণ,

পূর্বমর্থান্তরে ন্যাস্তাঃ কালান্তরগতা অপি।
 তেনান্যৎ সত্ত্বমপ্যর্থং দ্বেষান্ন প্রতিপদ্যতে।।
 দশানাং দ্রব্যভূতো যো গুণভূতস্ত তেষু যঃ।
 কর্মণাং মনসাং কৰ্ত্তাভিজাত্যা চ যো মহান্
 শ্রুতজ্ঞৈঃ কারণৈরৈতৈশ্চতুর্ভিঃ পরিকীৰ্ত্ত্যতে
 অশক্তরুটো জ্ঞানাতি দেবতাঃ প্রবিভাগশঃ।
 ইমৌ চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকৌ যোগেশ্বরং প্রতি
 আশ্বনঃ প্রতিক্রপাণি পরেষাঞ্চ সহস্রশঃ।
 কুর্যাদ্যোগবলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈঃ সহচরেৎ
 প্রাপ্তুয়াদ্বিষয়ংৈব তথৈবোগ্রতপশ্চরন্।
 সংহরেচ্চ পুনঃ সর্বান্ সূর্য্যতেজো গুণানিব।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়
 প্রজাসর্গো নাম ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।।৬৬।।

বিপর্যয় করিয়া গ্রহণ, পূর্বশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাস
 ও লৌকিক প্রবাদ,—এই চতুর্বিধ কারণে
 জনগণ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানিতে পারে না। পূর্বে
 কোন বিষয়ে একপ্রকার বিশ্বাস স্থাপন করিলে
 কালান্তরে তদ্বিষয় অন্যরূপে প্রতিপন্ন দেখিয়াও
 দ্বেষবশে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যিনি
 দশবিধ দ্রব্যাত্মক এবং তত্ত্বদ্রব্যাত্মিত গুণস্বরূপ,
 যিনি মহাদাদি কার্য্যসমূহের কৰ্ত্তা এবং
 আভিজাত্যেও সর্বপ্রধান, তিনিই ঈশ্বর;
 শ্রুতিতত্ত্বজগণ এই চতুর্বিধ কারণ দ্বারা
 ঈশ্বরত্বের অনুভব করিয়া থাকেন। অসমর্থ ও
 রুট জনগণ বিভাগানুসারে দেবতাতত্ত্ব জ্ঞাত
 হইতে পারেন। সেই যোগেশ্বরের সম্বন্ধে এই
 দুইটি শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা—ঈশ্বর
 যোগবল প্রভাবে সূর্য্যতেজের ন্যায় আপনার
 প্রতিক্রপ অপর শত সহস্র মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব করিয়া
 তৎসমস্ত মূর্ত্তির সহিত বিবিধ বিষয় ভোগ ও
 উগ্র তপস্যাচরণপূর্ব্বক পরে আবার তৎসমস্তের
 সংহার করিয়া থাকেন। ১৪১—১৫২।

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত।।৬৬।।

সপ্তমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

এতচ্ছুতা বচন্তম্য নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।

পপ্রচ্ছুর্ষয়ঃ শেষ্ঠং বচনস্য যথাক্রমে ॥১

ঋষয় উচুঃ

সপ্তম্ভিহ কথং দেবা জাতা মন্বন্তরেষ্বিহ।

ইন্দ্রবিষ্ণুপ্রধানস্তে আদিত্যাস্ত মন্বন্তরঃ।

এতং প্রবৃহি নঃ সর্বং বিস্তরাদ্রোমহর্ষণ ॥২

এবমুক্তস্তদা সূতো বিনয়ী ব্রহ্মবাদিভিঃ।

উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যথা পৃষ্ঠো মহর্ষিভিঃ ॥৩

সূত উবাচ

ব্রহ্মাণো বৈ মুখাং সৃষ্টা যথা দেবাঃ প্রজেক্সয়া

সর্বে মন্বন্তরীরাস্তে স্মৃতা মন্বন্তরেষ্বিহ ॥৪

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ বৃহদ্যচ্চ রথদ্যচ্চ রথন্তরম্।

আকুতঃ প্রথমস্তেযাঃ ততস্বাকুতিরেব চ ॥৫

বিস্তিশ্চৈব সুবিস্তিশ্চ বৃহদ্যচ্চ রথন্তরম্।

অধীষ্টশ্চ ততো জ্ঞেয় অধীতিশ্চৈব তদ্বতঃ।

বিজ্ঞাতিশ্চৈব বিজ্ঞাতো মনবো যে চ দ্বাদশ ॥

জ্ঞেয়ো দ্বাদশপুত্রশ্চ যশ্চাধেন সমা যজ্ঞেৎ।

তান্ দৃষ্ট্বা চাত্রবীদব্রহ্মা জয়া দেবানসুয়ত ॥৬

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায়।

নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী মহর্ষিগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে যথাক্রমে প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ! সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি মহাতেজা আদিত্য দেবগণ কি প্রকারে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন? এই বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে বাগ্ধিবর সূত বিনয়সহকারে উত্তর করিলেন। সূত কহিলেন, সকল মন্বন্তরেই প্রজাসূসুক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্বন্তরশরীর দেবগণ সৃষ্ট হইলেন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকুত, আকুতি, বিস্তি, সুবিস্তি, আকুতি, কুতি, অধীষ্ট, অধীতি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি, এই সকল সন্তান এবং সংবৎসত্র যাবাকারী দ্বাদশ মন্ত্র, ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে

দারাগিহোত্রসংযোগমিজ্যামারভভেতি চ।

এবমুক্তা তু তং ব্রহ্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥৮

ততস্তে নাভ্যানন্দন্ত তদ্বাক্যং পরমেষ্ঠিনঃ।

সম্যসোহ তু কর্ম্মাণি বা নঃকায়জানি তু ॥৯

যমেধেবাবতিষ্ঠন্তে তে দৃষ্ট্বা তু কর্ম্মসু।

ক্ষয়াতিশয়যুক্তস্ত তে দৃষ্ট্বা কর্ম্মণাং ফলম্ ॥১০

জুগুপ্সন্তঃ প্রসূতিক নিস্তম্ভা নিশ্চিন্তাভবন্।

অজতং কা মাণান্তে বিরক্তা দোষদর্শিনঃ ॥

অর্থং ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ হিত্ব তে বৈ ব্যবহিতাঃ।

পৌরুষং জ্ঞানমাস্থায় তেজঃ স পি চাহিতাঃ

তেযাঞ্চ তমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মা চুকোপ হ।

তানব্রবীতদা ব্রহ্মা নিরুৎসাহান্ সুরানথ ॥

প্রজার্থমিহ যুয়ং বৈ প্রজ্যস্তেষ্টিম্মি নান্যথা।

প্রসূয়ধ্বং যজ্ঞধ্বং ত্যক্তবানস্মি যৎ পুরা ॥

যস্মাদ্বাক্যমনাদৃত্য মম বৈরাগ্যমাস্থিতাঃ।

কহিলেন, হে জয়গণ! তোমরা দেবগণকে সৃজন কর এবং দ্বার পরিগ্রহ, অগ্নি হোত্র ও যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মা এই বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মার সেই বাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। কর্ম্মসকলের দোষ দর্শনে তাঁহারা যমাবলম্বনপূর্বক কায়মনোবাক্যে কর্ম্মসম্ম্যাস অবলম্বন করিলেন। কর্ম্মসকলের ফল ক্ষয়-বৃদ্ধিশীল দেখিয়া সন্তানোৎপাদনে অবজ্ঞাপূর্বক বিরাগযুক্ত, নিশ্চিন্ত ও অনলস হইয়া মুক্তিকামনায় অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম পরিহার পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানাবলম্বনে আত্মতেজঃ সংযম করিয়া অবস্থান করিলেন ১—১২। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এরূপ অভিপ্রায় জানিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে সেই নিরুৎসাহ দেবগণকে কহিলেন,—তোমরা প্রজা সৃজন করিবে বলিয়াই আমি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। আর তোমাদিগকে পূর্ব প্রজা সৃজন করিতে ও যাগানুষ্ঠান করিতেও আমি আদেশ করিয়াছি; কিন্তু তোমরা আমার বাক্যে অবহেলা করিয়া

জুগুপ্সমানাঃ স্বয়ং জন্ম সন্ততিং নাভিনন্দথ ॥
 কৰ্ম্মণাঞ্চ কৃতো ন্যাসো হ্যমৃতত্বাভিকান্তক্ৰয়া ।
 তন্মাদ্ধু মনাদৃত্য সপ্তকৃত্যস্ত য স্যথ ॥১৬
 তে শপ্তা ব্রহ্মাণা দেবা জয়াস্তং বৈ প্রসাদয়ন্ ।
 ক্রমাম্মাকং মহাদেব যদজ্ঞানাত্ কৃতং বিভো ॥
 প্রণিপত্য সানুনয়ং ব্রহ্মা তানব্রবীৎ পুনঃ ।
 লোকে ময়াননুজাতঃ কঃ স্বাতন্ত্র্যমিহাহতি ॥
 ময়া পরিগতং সৰ্ব্বং কথমচ্ছন্দতো মম ।
 প্রতিপৎস্যন্তি ভূতানি শুভং বা যদি বাশুভম্
 লোকে যদন্তি কিঞ্চিদৈ সচ্চাসচ্চ ব্যবহিতম্ ।
 বুদ্ধ্যাত্মনা ময়া ব্যাপ্তং কো মাং লোকেহভি-

সন্ধয়েৎ ॥১৭

ভূতানাং তর্কিতং যচ্চ যচ্চাপ্যেবাং বিধারিতম্
 তথা বিচারিতং যচ্চ তৎসৰ্ব্বং বিদিতং মম ॥
 ময়া স্থিতমিদং সৰ্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
 আশাময়েন তন্ত্বেন কথং ছেদুমিহোৎসহে ॥

বৈরাগ্যাবলম্বনে আত্মজন্ম বৈফল্য ঘটাইতেছ; তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে চাহ না; মুক্তিকামনায় কৰ্ম্ম সকলের সম্যাসও করিয়াছ। অতএব তোমরা সপ্তবার জন্ম লাভ করিবে। জয়নামক দেবগণ ব্রহ্মার এবম্বিধ অভিশাপে দুঃখিতচিত্তে প্রণিপাতপূর্বক সানুনয়ে কহিলেন, হে মহাদেব! আমরা অজ্ঞানবশে যাহা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করুন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন,— জগতে আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত কে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে? আমিই সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছি; আমার অনিচ্ছায় কোন্ প্রাণী শুভ বা অশুভ প্রাপ্ত হয়? লোকে যাহা কিছু আছে, বা নাই, আমি আত্মবুদ্ধি দ্বারা তৎসমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছি; আমাকে কে অতিক্রম করিতে পারে? প্রাণী দিগের আলোচিত, অনালোচিত, সিদ্ধান্তীকৃত সমস্তই আমার বিদিত। এই স্থাবর জন্মাত্মক জগৎ মদীয় আশাপাশে স্থাপন করিয়াছি; কি প্রকারে ইহার উচ্ছেদ কামনা করিব? যেহেতু আমি সৃষ্টি-

যন্মাচ্চাহং বিবৃন্তো বৈ সর্গার্থমিহ নান্যথা ।
 ইহ কৰ্ম্মাণানারভ্য কো মে ছন্দাদিমোক্ষ্যতে
 পরিভাষ্য ততো দেবান জয়ান্ বৈ নষ্টচেতসঃ
 অবব্রীৎ স পুনস্তান্ বৈ ধৃতান্ দণ্ডে প্রজাপতি
 যন্মাম্মাভিসন্ধায় সম্যাসো বঃ কৃতঃ পুরা ।
 যন্মাৎ স বিফলো যন্তো হ্যপরাঙ্কেষু যঃ কৃতঃ ।
 ভবিতাতঃ সুখোদর্কো দেবা ভাবেষু জায়তাম্
 আত্মচ্ছন্দেন বো জন্ম ভবিষ্যতি সুরোত্তমাঃ
 মন্বন্তরেষু সন্মুঢ়াঃ ষট্ স সর্বৈ গমিষ্যথ ॥১৮
 বৈবস্বতাশ্বেষু সুরাস্তথা স্বায়ত্ত্ববাদিষু ।
 তাঙ্কপ্ ত্বা ব্রহ্মাণা তত্র শ্লোকো গীতঃ পুরাতনঃ
 ত্রয়ী বিদ্যাং ব্রহ্মচর্যা প্রসূতিঃ শ্রাদ্ধমেব চ ।

যজ্ঞধৈর্যেব তু দানঞ্চ এযামেব তু কুর্ব্বতাম্ ।
 স হিম্ব বিরজা ভূত্বা বসতেহন্য প্রশংসয়া ॥

বিস্তারার্থেই বিবর্তনাবলম্বন করিয়াছি, অপর কোন কারণে নহে; অতএব এই জগতে কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া আমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ কে করিতে পারে? ১৩—২৩। প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই জয় নামক দেবগণকে শাপ-দণ্ড দানাশ্বে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় কহিলেন, যেহেতু তোমরা আমাকে বধনাপূর্বক সম্যাস গ্রহণ করিয়াছ, এবং যেহেতু সেই অসীম যত্ন তোমাদিগকের বৃথাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; অতএব তোমরা পরিণামসুখদায়ক জন্ম প্রাপ্ত হইবে; হে সুরোত্তমগণ! তোমরা আপন ইচ্ছানুসারেই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমরা অবিদ্যা-মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বায়ত্ত্ববাদি বৈবস্বতাস্ত ষট্ মন্বন্তরেই জন্ম লাভ করিবে। ব্রহ্মা সেই জয় নামক দেবগণকে এক্রিপ শাপ দান করিয়া একটি শ্লোক পাঠ করেন। সেই পুরাতন শ্লোক যথা।—বেদবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সন্তানোৎপাদন, শ্রাদ্ধদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং দান,—এই সমস্ত সৎকৰ্ম্মাচরণফলে পরিশুশ্রু হইয়া প্রশংসা ব্রহ্মাজ্ঞানাবলম্বন করিতে

স এবং শ্লোকমুক্তা তু জয়ান দেবান থাব্রবীৎ
 ইবহতেহন্তরেহতীতে মৎসমীপমিহেযাৎ ॥
 ততো যুয়ং ময়া সার্কং সিদ্ধিং প্রাপ্যথ শাস্বতীম
 এবমুক্তা তু তান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩০
 ততো দেবাণ্ডিরোভূতে ঈশ্বরে হাকুতোভয়াঃ।
 প্রপন্না অগ্নিমাদ্যৈশ্চ যুক্তা যোগবলিম্বিতাঃ ॥
 ততস্তেবাস্ত যাস্তমস্তাভবন্ দ্বাদশ হ্রদাঃ।
 জয়া ইতি সমাখ্যাতা জাতাশ্চোদধিসন্নিভাঃ ॥
 ততঃ স্বায়ম্ভুবে তস্মিন্ সর্গে তে জাজ্ঞরে সুরাঃ
 অজিতায়াং রুচৈঃ পুত্রা অজিতা দ্বাদশাত্মজাঃ
 বিধিচ্চ মুনয়শ্চৈব ক্ষেমো নন্দোহব্যয়স্তথা।
 প্রাগোহপানঃ সুধামা চ ঋতুশক্তিধ্রুবস্থিতিঃ ॥
 ইত্যেতে মানসাঃ সর্বৈ অজিতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
 তে চ যজ্ঞে সুরৈঃ সার্কং যজ্ঞভাজস্তদা স্মৃতাঃ
 স্বায়ম্ভুবেহ স্তরে পূৰ্ব্বং ততঃ স্বরোচিষে পুনঃ।

হয়। ব্রহ্মা এই শ্লোকো চারণান্তে পুনরায় জয়
 দেবগণকে বলিলেন, —বৈবস্বত মন্বন্তর
 অতীত হলে তোমরা পুনরায় আমার সমীপে
 আসিতে পারিবে। তার পর তোমরা আমার
 সহিত চিরস্থায়িনী সিদ্ধি লাভ করিবে। ব্রহ্মা
 এই কথা বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন।
 ঈশ্বর ব্রহ্মা, তিরোধান করিলে সেই অগ্নিমাди
 ঐশ্বর্যশালী অকুতোভয় যোগাবলসমম্বিত জয়
 নামক দেবগণ যোগাসক্ত হইলেন। অতঃপর
 তাঁহাদিগের শরীর সকল দ্রবীভূত হইয়া জয়
 নামে বিখ্যাত সমুদ্র-সম দ্বাদশটি হ্রদে পরিণত
 হইল। অতঃপর তাঁহারা দ্বাদশ জন সেই স্বায়ম্ভুব
 মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে রুচির পুত্র রূপে জন্ম
 গ্রহণপূর্বক অজিত নামে প্রখ্যাত হয়েন। বিধি,
 মুনয়, ক্ষেম, নন্দ, অব্যয়, প্রাণ, অপান, সুধামা,
 ঋতু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশজন অজিত
 দেবতা; ইহারা সকলেই মানস সন্তান। ইহারা
 সুরগণ সহ যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। স্ব পর

তুষিতা নাম তে হ্যাসন্ প্রাণাখ্যা যজ্ঞিকাঃ

সুরাঃ

পুনস্তে তুষিতা দেবা উত্তমে ত্রস্তরে স্বয়ম্ ॥৩৬
 উত্তমস্য তু তে পুত্রাঃ সত্যয়াং জজ্ঞিরে শুভাঃ
 ততঃ সত্যাঃ স্মৃতা দেবা উত্তমে চান্তরে তদা
 তুষিতায়াং সমুৎপন্নাঃ পুনঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ ॥
 অভবন্ যজ্ঞভাজস্তে তৃতীয়ে দ্বাপরাস্তরে।
 তে তু তস্যাঃ পুনর্দেবাঃ সম্প্রাপ্তে তামসেহস্তরে।
 হর্য্যায়াং তমসঃ পুত্রাঃ জজ্ঞিরে দ্বাদশৈব তু।
 হরয়ো নাম তে দেবা যজ্ঞভাজনস্তথাভবন্ ॥৩৯
 ততস্তে হরয়ো দেবাঃ প্রাপ্তে চারিষ্ণবেহস্তরে
 বৈকুষ্ঠায়াং ততস্তে বৈ চরিষ্ণেজজ্ঞিরে সুরাঃ
 বৈকুষ্ঠা নাম তে দেবাঃ পঞ্চমস্যান্তরে মনোঃ
 ততস্তে বৈ পুনর্দেবা বৈকুষ্ঠাঃ প্রাপ্য চাক্ষুষম্
 সাধ্যায়াং দ্বাদশ সূতা জজ্ঞিরে ধর্মসূনবঃ ৪১
 ততস্তে বৈ পুনঃ সাধ্যাঃ সীণে চাক্ষুষেহস্তরে
 উপস্থিতে মনোঃ সর্গে পুনর্বৈবস্বস্য হ ॥৪২

দ্বারোচিস মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে স্বরোচিষের
 পুত্ররূপে তুষিত নামে দেবগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন।
 তখন ইহারা প্রাণ নামেও আখ্যাত হইতেন
 এবং যজ্ঞভাগও লাভ করিতেন। অতঃপর
 উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মনুর পুত্ররূপে সত্যার
 গর্ভে সন্তৃত হইয়া সত্য নামে প্রখ্যাত হয়েন
 এবং তৃতীয় দ্বাপর যুগে যজ্ঞ ভাগ করেন।
 সেই সত্য দেবগণ তামস মন্বন্তরে তামস-
 মনুপত্নী হর্য্য হইতে তামসমনুর পুত্ররূপে
 প্রাদুর্ভূত হরি নামে প্রসিদ্ধ ও যজ্ঞভোজী
 হইয়াছিলেন। সেই হরি দেবগণ চারিষ্ণব নামক
 পঞ্চম মন্বন্তরে বিকুষ্ঠা হইতে চরিষ্ণুর পুত্ররূপে
 জন্ম গ্রহণপূর্বক বৈকুষ্ঠ নামে বিখ্যাত
 হয়েন ২৪—৪০। অনন্তর সেই বৈকুষ্ঠ দেবগণ
 চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্যা হইতে ধর্মের পুত্ররূপে
 জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সাধ্য নামেই খ্যাত

আদ্যে ত্রেতাযুগমুখে প্রাপ্তে বৈবস্বতস্য তু।

অংশেন সাধ্যাস্তেহদিত্যাং মরীচাৎ

কশ্যপাৎ পুনঃ ॥৪৩

জজিরে দ্বাদশাদিত্য বর্ধমানেশ্বরে পুনঃ।

যদা ত্রেতে সমুৎপন্নাশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ॥

ততঃ স্বায়ম্ভুবে সাধ্যা জজিরে দ্বাদশমরাঃ।

এষমাদ্যা জয়াস্তে বৈ শাপাৎ সমভবৎস্তদা ॥৪৫

যইমাং সপ্তসন্তুতিং দেবানাং দেবশাসনাৎ।

পঠেদ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ প্রত্যবায়ং ন গচ্ছতি ॥৪৬

ইত্যেতে ভূতয়ঃ সপ্ত জয়ানাং সপ্তলক্ষণাঃ।

পরিক্রান্তা ময়া চাদ্য কিত্বয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥৪৭

ঋষয় উচুঃ।

দৈতানাং দানবানঞ্চ গন্ধর্বেক্কপশোভিতঃ ॥৫৩

সর্পভূতপিশাচানাং পশুনাং পক্ষিবীক্কম্ ॥৪৮

উৎপত্তিং নিধনৈক্বেব বিস্তারাৎ কথয়স্ব নঃ।

এবমুক্তস্তদা সূত উবাচ ঋষিসন্তমান্ ॥৪৯

হয়েন। পরে সেই সাধ্যগণ বর্ধমান বৈবস্বত আদি ত্রেতা যুগের প্রথম ভাগে মরীচিনন্দন কশ্যপের পুত্ররূপে আদিত্যের গর্ভে জন্ম গ্রহণপূর্বক দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত হয়েন। সেই জয় নামক দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য দেবরূপে জন্ম গ্রহণান্তে বৈ স্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য দেবরূপে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মার অভিশাপে জয় দেবগণ এইরূপে সপ্ত মন্বন্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয় দেবগণের এই সপ্তবিধ জন্মবৃত্তান্ত যে মানব শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করে, সে কোনও পাপে লিপ্ত হয় না। ইহা দেবগণেরই অনুশাসন। এই আমি জয় দেবগণের সপ্ত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অন্য আপনারা অপর কোন বিষয় শ্রবণ করিতে চাহেন? ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, সর্প, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও লতা প্রভৃতির উৎপত্তি-বিনাশ-বৃত্তান্ত আমরাদিগের নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত সেই

সূত উবাচ।

দিত্যে পুত্রদ্বয়ং জজিরে কশ্যপদিত্যি নঃ শ্রুতম্ ॥

কশ্যপস্যাত্মজৌ তৌ বৈ সর্ব্বোতাঃ পূর্ব্বজৌ

স্বজৌ।

সৌত্যেহহন্যতিরাত্রস্য কশ্যপস্যাম্বমেধিকে ॥৫০

হিরণ্যকশিপোনামি প্রথমং হৃদ্বিগাসনম্।

দিত্যাগর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তত্রাসীনোচ্চসংসদি।

হিরণ্যকশিপুস্তস্মাৎ কর্ম্মণা তেন স স্মৃতঃ ॥৫১

ঋষয় উচুঃ।

হিরণ্যকশিপোনামি জন্ম চৈব মহাত্মনঃ।

প্রভাবৈক্বেব দৈত্যস্য বিস্তরাদ্ভূহি নঃ প্রভো

সূত উবাচ।

কশ্যপস্যাম্বমেধে পুণ্যে বৈ পুঙ্করে পুরা

ঋষিভির্দেবতাভিচ্চ গন্ধর্বেক্কপশোভিতঃ ॥৫৩

উৎকৃষ্টেনৈব বিধিনা আখ্যাদাদৌ যথাবিধি।

আসনান্যপ গুণানি কাঞ্চনানি তু পঞ্চ বৈ ॥৫৪

ঋষিসন্তমগণকে কহিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন,—আমরা শুনিয়াছি, কশ্যপ হইতে দিত্যের দুইটি পুত্র জন্মে। কশ্যপের সমস্ত সন্তান মধ্যে সেই দুইটি পুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পূর্ব্ব কোন সময়ে মহর্ষি কশ্যপ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন; সেই যজ্ঞের অন্তর্গত অতিরাত্র যাগের সৌত্য দিবসে তাঁহার এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র দিত্যের গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াই প্রধান ঋত্বিকের সমুচ্চ আসনে যাইয়া উপবেশন করিয়াছিল। এই কর্ম্মজন্য সেই দিত্যিনন্দন হিরণ্যকশিপু নামে খ্যাত হয়। ঋষিগণ কহিলেন,—হে প্রভো! মহাত্মা হিরণ্যকশিপু দৈত্যের জন্ম ও প্রভাববিবরণ সবিস্তরে আমরাদিগের নিকট কীর্তন করুন ॥৪১—৫২। সূত কহিলেন,—পুরাকালে পুঙ্কর ক্ষেত্রে কশ্যপ প্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত থাকিয়া তাহার শোভাসম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তখন

কুশপুতানি ত্রীণ্যত্র কুর্চঃ ফলকমেব চ।
 মুখাভিঃশ্চ চত্বারস্তথাঃ তানুপকল্পয়ৎ ॥৫৫
 শুভং তত্রাসনং যদু হোতুরর্থং প্রকল্পিতম্।
 হিরণ্যয়ং তথা দিব্যং দিব্যাস্তথরসংস্তুতম্ ॥৫৬
 অস্তবতী দিতিশ্চৈব পত্নীত্বং সমুপাগতা।
 দশ বর্ষসহস্রাণি গর্ভস্তস্যা অবর্ত্তত ॥৫৭
 স তু গভাধিনিঃসৃত্য মাতুর্বে উদারাস্তনা।
 উপ গুণাসনং যদু হোতুরর্থং হিরণ্যয়ম্।
 নিষসাদ স গভোহিক্র তত্রাসীনঃ শশংস চ ॥৫৮
 আখ্যানঞ্চমান্ বেদান্ মহর্ষিঃ কাশ্যপো যথা
 তং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তস্য নামাকুর্বৎস্ত তদ্বিধম্ ॥৫৯
 হিরণ্যকশিপুস্তস্মাৎ কৰ্ম্মণা তেন বিকৃতঃ।
 হিরণ্যাক্ষোহনুজস্তস্য সিংহিকা তস্য চানুজা।
 রাহোঃ সা জননী দেবী বি প্রচিন্তেঃ পরিগ্রহঃ ॥
 হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যশ্চচার পরমং তপঃ।
 শতং বর্ষসহস্রাণাং নিরাহারো হ্যধঃশিরাঃ ॥৬১

বিধানানুসারে আখ্যানাদি নিমিত্ত পাঁচখানি উত্তম
 সুবর্ণাসন, কুশপুত তিনটি কুর্চ ও ফলক এবং
 চারিজন মুখ্য ব্রাহ্মণ কল্পিত হইয়াছিল। তখন
 হোতার জন্য একখানি দিব্য আস্তরণযুক্ত হিরণ্যয়
 আসন স্থাপিত করা হয়। দিতি দেবী তখন
 পত্নীকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি দশসহস্র বৎসর
 যাবৎ গর্ভবতী ছিলেন। তদীয় গর্ভ, সেই সময়ে
 সহসা মাতৃকৃষ্ণি হইতে বিনির্গত হইয়া হোতার
 নিমিত্ত যে যে হিরণ্যয় আসন কল্পিত ছিল,
 তাহাতে যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক কাশ্যপ মহর্ষির
 ন্যায় বেদ এবং আখ্যানাত্মক পঞ্চম বেদ কীর্ত্তন
 করিতে আরম্ভ করিল। মুনিগণ তাহাকে তাদৃশ
 কৰ্ম্ম করিতে দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন—
 হিরণ্যকশিপু। সে তদবধি সেই নামেই প্রখ্যাত
 হয়। হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—
 হিরণ্যাক্ষ। ইহাদিগের কনিষ্ঠা একটা ভগিনী
 জন্ম গ্রহণ করে; তাহার নাম সিংহিকা। সিংহিকা
 বিপ্রচিন্তির পত্নী ও রাহুর জননী ॥৫৩—৬০।

তং ব্রহ্মা ছন্দায়ামাস দৈত্যং তুষ্টৌ বরেণ তু।
 সর্ব্বানরতং বিপ্রভ্যঃ সর্ব্বভূতভ্য এব চ।
 যোগাদেবান্ বিনির্জিত্য সর্ব্বদেবত্বমাস্বিতঃ ॥
 দানবাস্চাসুরাশ্চৈব দেবাঃ সমা ভবন্তু বৈ।
 মারুতেষ্যম্হৈশ্বর্য্যমেষ মে দীয়তাং বরঃ ॥৬৩
 এবমুক্তোহথ ব্রহ্মা তু তস্মৈ দত্ত্বা যথেক্ষিতম্।
 দত্ত্বা তস্মৈ বরান্ দিব্যান্ তত্রৈবাস্তরধীয়ত।
 হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যঃ শ্লোকৈগাতঃ পুরাতনৈঃ ॥
 রাজা হিরণ্যকশিপুর্যাং যমাশাং নিষেবতে।
 তসৌ তসৌ দিশে দেবা নমশ্চক্রুমহর্ষিভিঃ ॥৬৫
 এবম্প্রভাবো দৈত্যৈস্তো হিরণ্যকশিপুর্দ্বিজাঃ
 তস্যাসীন্নরসিংহঃ স বিষ্ণুমৃত্যুঃ পুরা কিল।
 নখৈস্ত তেন নির্ভিন্ননার্দ্ৰ-শুষ্কা নখাঃ শ্বতাঃ ॥
 হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ

দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু নিরাহার ও অধঃশিরা
 হইয়া লক্ষ বৎসর যাবৎ পরম তপস্যাচরণ
 করে। হে দ্বিজবরগণ! ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায়
 সন্তুষ্ট হইয়া বরদানোদ্যত হইলে হিরণ্যকশিপু,
 সর্ব্বভূতের অবধ্যত্ব, যোগসামর্থ্যে দেবগণকে
 পরাজিত করিয়া সর্ব্ব দেদত্ত্ব, দেবদানবগণের
 তুল্যত্ব এবং মরুদ্গণের মহৈশ্বর্য্য বর প্রার্থনা
 করে। ব্রহ্মা তাহার প্রার্থিত দিব্য বরসমূহ দান
 করিয়া সেই স্থানেই অস্তর্ধান করেন।
 হিরণ্যকশিপুও ব্রহ্মাবরানুসারে ইন্দ্রত্ব করিতে
 থাকে। হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজগণ এই
 শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে, রাজা হিরণ্যকশিপু
 যে যে দিকে যাইতেন, দেবগণ, মহর্ষিগণসহ
 সেই সেই দিকের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন।
 হে দ্বিজগণ! হিরণ্যকশিপুর এইরূপ প্রভাব
 ছিল। আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে নরসিংহদেব
 নখর দ্বারা তাহার বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে
 সংহার করেন। নরসিংহের নখসমূহ আর্দ্রও
 নহে এবং শুষ্কও নহে। (হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার
 নিকট এই বণও লইয়াছিল যে, আর্দ্র বা শুষ্ক

উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥৬৭

মহানাভশ্চ বিক্রান্তো ভূতসস্তাপনস্তথা

হিরণ্যাক্ষসূতা হ্যেতে দেবৈরপি দুরাসদাঃ ॥

তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বাক্যৈঃ সগণঃ স্মৃতাঃ

শষ্ঠং তানি সহস্রাণি নিহতাস্তারকামেয় ॥৬৯

হিরণ্যাক্ষিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারস্ত মহাবলাঃ।

প্রহ্লাদঃ পূর্বজস্তেষামুনহ্লাদস্তথৈব চ।

সাত্ৰাদশ্চ হ্রদশ্চৈব হ্রদপুত্রান্নিবোধিত ॥৭০

হ্রাদো নিসুন্দশ্চ তথা হ্রদপুত্রৌ বভূবতুঃ।

সুন্দোপসুন্দৌ বিক্রান্তৌ নিসুন্দতনয়াবুভৌ ॥

ব্রহ্মাঘ্নস্ত মহাবীর্যো মুকস্ত হ্রদদায়িনঃ।

মারীচঃ সুন্দপুত্রস্ত তাড়কামুপপদ্যতে ॥৭২

তাড়কা নিহতা সাথ রাঘবেণ বলীয়সা।

মুকো বিনিহতশ্চাপি কিরাতে সব্যসাচিনা ॥৭৩

উৎপন্নো মহতা চৈব তপসা ভাবিতা স্বয়ম্।

তিস্রঃ কোট্যস্ত তেষাং বৈ মণিবর্গনিবাসিনাম্

বস্ত দ্বারা মৃত্যু হইবে না।) হিরণ্যাক্ষের পাঁচটি বিক্রান্ত মহাবল পুত্র জন্মে। উৎকুর, শকুনি, কালনাভ, মহানাভ ও ভূতসস্তাপন, এই পাঁচজন মহাসুর হিরণ্যাক্ষের সন্তান। ইহারা দেবগণেরও দুর্জয়। ইহাদিগের শত সহস্র পুত্র পৌত্র জন্মে। তাহারা বালেয়গণ নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা তারকাময় সংগ্রামে নিহত হয়। হিরণ্যাক্ষিপূর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, ও হলদ নামক মহাবল চারিপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্বজ্যেষ্ঠ। হলদপুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন। হ্রাদ, ও নিসুন্দ,—এই দুইজন হলদের পুত্র। নিসুন্দের সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই পুত্র হয়। সুন্দের তাড়কা নামী পত্নীর গর্ভে মহাবীর্য ব্রহ্মাঘ্ন, মুক ও মারীচ এই তিন পুত্র জন্মে। বলবান্ রাঘব তাড়কাকে নিহত করেন। কিরাতযুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক মুকদৈত্য বিনাশিত হয়। ইহাদিগের তিন কোটি বংশধর; তাহারাও নিজ নিজ তপস্যাক্ষে মহাতেজস্বী ও দেবগণেরা অবধ্য হইয়াছিল। তাহারা মণিবর্গে বাস করিত। কিরাতযুদ্ধে অর্জুন

অবধ্যা দেবতানাং বে নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥

অনুহ্লাদসূতো বায়ুঃ সিনীবালী তথৈব চ

তেষাস্ত শতসাহস্রো গণো হলাহলঃ

স্মৃতঃ ॥৭৫

বৈরোচনস্ত প্রাহ্লাদিঃ পঞ্চ তম্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ

গবেষ্ঠী কালনেমিঃ জন্তো বাক্লল এব চ।

শঙ্কুঃ অনুজস্তেষাং স্মৃতাঃ প্রাহ্লাদিসূনবঃ ॥

যথাপ্রধানাং বক্ষ্যামি তেষাং পুত্রান্ দুরাসদান

শুভ্রশ্চৈব নিশুভ্রব বিধকুসেনো মহৌজসঃ ॥

গবেষ্ঠিনঃ সূতো হ্যেতে জঙ্ঘস্য শতদুন্দভিঃ।

তথা দক্ষশ্চ খন্ডশ্চ ত্রয়স্ত জঙ্ঘসূনবঃ ॥৭৮

বিরোধশ্চ মনুশ্চৈব বৃক্ষায়ুঃ কুশলীমুখঃ।

বাক্ললস্য সূতা হ্যেতে কালনেমিসূতান্ শৃণু ॥

ব্রহ্মজিৎ ক্ষত্রজিচ্চৈব দেবাস্তকনরাস্তকৌ।

কালনেমিসূতা হ্যেতে শস্তোস্ত শৃণুত প্রজাঃ ॥

ধনুকো হ্যাসিলোমা চ নাবলশ্চ সগোমুখঃ।

গব্যাক্ষশ্চৈব গোমাংশ্চ শস্তোঃ পুত্রাঃ

প্রকীর্তিতাঃ ॥

বিরোচনস্য পুত্রশ্চ বলিয়েকঃ প্রতাপবান্।

ইহাদিগকে সংহার করিয়াছেন ॥৬১—৭৪। অনুহ্লাদের পুত্র বায়ু ও সিনীবালী। ইহাদিগের শত সহস্র সন্তান-সন্ততি হলাহলগণ নামে বিখ্যাত। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচনের কনিষ্ঠ অপর পাঁচ পুত্রের নাম যথা,—গবেষ্ঠী, কালনেমি, জঙ্ঘ, বাক্লল ও শঙ্কু। ইহারা প্রহ্লাদের পুত্র। ইহাদিগের দুর্দম পুত্রগণের প্রধানানুক্রমে নাম বলিতেছি। শুভ্র, নিশুভ্র, ও বিধকুসেন,—ইহারা মহাতেজস্বী গবেষ্ঠীর পুত্র। জঙ্ঘের জঙ্ঘাস্য, শতদুন্দভি, দক্ষ ও খণ্ড;—এই চারি পুত্র। বিরোধ, মনু, বৃক্ষায়ুঃ ও কুশলীমুখ, ইহারা বাক্ললের পুত্র। কালনেমির পুত্রগণের কথা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মজিৎ, ক্ষত্রজিৎ, দেবাস্তক ও নরাস্তক,—ইহারা কালনেমির পুত্র। শঙ্কুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন। ধনুক, অসিলোমা, নাবল, গোমুখ, গব্যাক্ষ

বলেঃ পুত্রশতং জ্ঞেয়ং রাজানঃ সৰ্ব্বৈ এব তে ॥
 তেষাং প্রধানাশ্চ দ্বারো বিক্রান্তাঃ সুনহাবনাঃ
 সহস্রবাহুর্জ্যেষ্ঠস্ত বাণো দ্রবিণসম্মতঃ।
 কুন্তনাভো গর্দভাক্ষঃ কুশিরিত্যেবমাদয়ঃ। ৮৩
 শকুনী পুতনা চৈব কন্যে দ্বৈ তু বলেঃ সুতে
 বলেঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ
 বলির্ষো নামবিখ্যাতো গণো বিক্রান্তপৌরুষঃ
 বাণস্য চন্দ্রমনসো লৌহিত্যমুপপদ্যতে। ৮৫
 দিতিবিনষ্টপুত্রো বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্।
 স কশ্যপঃ প্রসন্নাত্মা সম্যগারামিতস্তয়া।
 বরেণ চন্দ্রয়ামাস সা চ বত্রে বরং ততঃ। ৮৬
 স তু তস্মৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতং ভগবান্

প্রভুঃ।

কিমিচ্ছসি ময়ি শুভে মারীচস্তামভাষত। ৮৭
 মারীচং কশ্যপং তুষ্টং ভর্তারং পাঞ্জলিস্তথা।
 হতপুত্রামি ভগবন্ আদিত্যেস্তব সুনুভিঃ। ৮৮

ও গোমান, ইহারা শতুর পুত্র। বিমোচনের
 একমাত্র পুত্র প্রতাপদ্বান বলি। বলির একশত
 পুত্র জন্মে; তাঁহারা সকলেই রাজা। তন্মধ্যে
 সহস্রবাহু বাণ দানব সর্বজ্যেষ্ঠ এবং
 সমৃদ্ধিসম্পন্ন। অপর পুত্রগণের নাম,—কুন্তনাভ,
 গর্দভাক্ষ ও কুশি প্রভৃতি। ৭৫—৮৩। বলির
 শকুনী ও পুতনা নামী দুইটি কন্যা জন্মে।
 এইরূপে বলির শত সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন
 হয়। উহারা সুবিক্রান্ত ও বলিগণ নামে প্রসিদ্ধ।
 বাণের লৌহিতী নামী পত্নীতে চন্দ্রমনস নামে
 পুত্র হয়। নষ্টপুত্রা দিতি দেবী পরিচর্যা দি দ্বারা
 কশ্যপের সন্তোষ সাধন করিলে প্রভু ভগবান্
 উগ্রতেজা কশ্যপ মুনি তাঁহাকে বর দানে স্বীকৃত
 হইয়া “তুমি কি প্রার্থনা কর” বলিয়া কাম্যবরদানে
 উদ্যত হইলে দিতিদেবী ভর্তা কশ্যপকে কৃতাজ্ঞলি
 করে কহিলেন,—হে ভগবান্! আপনার আদিত্য
 পুত্রগণকর্তৃক আমি হতপুত্রা হইয়াছি। অতএব
 আমি একটি দীর্ঘ তপঃসম্পন্ন ইন্দ্রহস্তা পুত্র কামনা
 করি। আমি তপস্যারত হইব; আপনি গর্ভাধান

শক্রহন্তমিচ্ছয়ং পুত্রং দীর্ঘতাপোহম্বিতম্।
 অহং তপশ্চরিয়ামি গর্ভমাধাতুমহঁসি। ৮৯
 তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তথা।
 প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্। ৯০
 এবং ভবতু তদ্রস্তে শুচির্ভব তপোধনে।
 জনয়িষ্যসি সৎপুত্রং শক্রহস্তারমাহবে। ৯১
 পূর্ণং বর্ষশতং তাবৎ শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
 পুত্রং ত্রিলোকপ্রবরমথ ত্বং জনয়িষ্যসি। ৯২
 এবমুক্ত্বা মহাতেজাস্তয়া সমবসৎ প্রভুঃ।
 তামালিস্য ত্রিভুবনং জগাম ভগবানৃষিঃ। ৯৩
 গতে ভর্তরি সা দেবী দিতিঃ পরমহর্ষিতা।
 কুশলং বনমাসাদ্য তপস্তপে সুদারুণম্। ৯৪
 তপস্তস্যাস্ত কুর্কৃত্বাং পরিচর্যাং চকার হ।
 সহস্রাক্ষঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ পরয়া গুণসম্পদা। ৯৫
 অগ্নিং সমিৎকুশং কাষ্ঠং ফলং মূলং তথৈব চ।
 ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কিঞ্চন। ৯৬
 গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপয়নৈস্তথা।
 শক্রঃ সর্বেষু লোকেষু দিতিং পরিচচার হ।

করুন। মহাতেজা মারীচি নন্দন কশ্যপ, পরম
 দুঃখিতা দিতির সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে
 কহিলেন,—হে তপোধনে দিতি! তথাস্ত। তুমি
 শুচি হইয়া থাক; তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের
 নিধনকারী সৎপুত্র প্রসন্ন করিতে পারিবে। তুমি
 যদি সম্পূর্ণ শত বর্ষ কাল শুচিভাবে থাকিতে
 পার, তবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করিতে
 পারিবে। মহাতেজা ভগবান্ কশ্যপ ঋষি এই
 বলিয়া দিতির সহিত সহবাস করিলেন। পতি
 প্রস্থান করিলে পর দিতি দেবী পরম হর্ষিতচিত্তে
 কুশল নামক বনে যাইয়া সুদারুণ তপস্যায়
 প্রবৃত্ত হইলেন। দিতিদেবী তপঃপ্রবৃত্ত হইলে
 সুরশ্রেষ্ঠ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বিবিধ প্রকারে নানা
 উপচারে তাঁহার পরিচর্যায় নিরত হইলেন।
 তিনি দিতিদেবীর অগ্নি, সমিধ, কুশ, কাষ্ঠ, ফল
 ও মূলাদি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই আনয়ন

এবমারম্বিতা শক্রমুবাচাথ দিতিসুতঃ ॥৯৭

দিতিরব্রবাচ ॥

প্ৰীতা তেহহং সুরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষাণি পুত্রক।

অবশিষ্টানি ভদ্রস্তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ ॥

জয়লিঙ্গাং সমাধাম্যে লঙ্কাহং তাদৃশংসুতম্।

ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র প্রাপ্যামি সহ তেন বৈ

এবমুক্ষা দিতিঃ শক্রং মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে

নিদ্রয়াপহতা দেবী জাহ্নোঃ কৃত্বা শিরস্তদা ॥

দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদেয়োগতমুর্দ্ধিজাম্।

তস্যাস্তদন্তরং লঙ্কা জহাস চ মুমোদ চ ॥১০১

তস্যাঃ শরীরং বিবৃতং বিবেশাথ পুরন্দরঃ।

প্রবিশ্য চামিতং দৃষ্ট্বা গর্ভমিদ্রো মহৌজসম্।

অভিনৎ স প্রধানস্ত কুলিশেন মহাযশাঃ ॥১০২

প্রবিশ্য চামিতং দৃষ্ট্বা গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা।

বুরোদ সম্বরং ভীমং বেপমানঃ পুনপুনঃ।

মা রোদীরিতি তং গর্ভং শক্রঃ পুনরভাষত ॥

করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন শক্র, দিতি দেবীর গাত্রমর্দন ও শ্রমাপনয়নান্নি নানা প্রকারে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। দিতি দেবী এইরূপে আরাধিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ, পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। আর দশ বৎসর মাত্র অবশেষ আছে,—ইহার পর তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। আমি তোমার ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া জয় বাসনার সমাধান করিব। পুত্র! সেই পুত্রের সহিত আমি ত্রৈলোক্যে বিজয় প্রাপ্ত হইব। দিতি দেবী মধ্যাহ্ন কালে ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া নিদ্রাবিবশ হইয়া জ্ঞানুদ্ধয় মধ্যে মত্তকস্থাপন-পূর্বক নিদ্রিত হইলেন। ইন্দ্র, দিতি দেবীকে পাদলগ্নকেশা ও অশুচি দর্শনে অবকাশ বুঝিয়া আনন্দিতচিত্তে হাসিতে লাগিলেন। মহাযশস্বী পুরন্দর ইন্দ্র, তখন দিতি দেবীর শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং মহাদেজস্বী অপ্রতিম গর্ভ-দর্শনে সেই গর্ভকে বজ্রাস্ত্র দ্বারা সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ৮৪—১০২। শতপর্বণালী বজ্র দ্বার তিদ্ধ্যমান হইয়া সেই গর্ভ মুহূর্মহঃ

তং গর্ভং সপ্তভাভূতং হ্যেকৈকং সপ্তধা পুনঃ।

কুলিশেন বিভোদেন্দ্রস্ততো দিতিরব্রবাচ ॥১০৩

ন হস্তব্যো ন হস্তব্য ইত্যেবং দিতিরব্রবাচ।

নিম্পপাতোদরাদ্বজ্রী মাতুর্বচনগৌরবাৎ।

প্রাপ্তলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোহভ্যভাষত ॥

অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োগতমুর্দ্ধিজা।

তদন্তরমহং লঙ্কা শক্রহস্তারমাহবে।

ভিন্নবান্ গর্ভমেতস্তে বহুধা ক্ষুদ্রমহসি ॥১০৬

তস্মিংস্ত বিফলে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।

সহস্রাক্ষং ততো বাক্যং সা সানুনয়মব্রবাচ।

মমাপরাধাদ্গর্ভোহয়ং যদি তে বিফলীকৃতঃ।

নাপরাধোহস্তি দেবেশ ঋষিপুত্র মহাবল ॥১০৮

শত্রোর্বধে ন দোষোহস্তি তেন ত্বাং ন

শপামি ভোঃ।

প্রিয়স্ত কণ্ঠমিচ্ছামি শ্রেয়ো গর্ভস্য মে কুরু ॥

কম্পিতকায়ে তারতরে রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তখন সেই গর্ভকে ‘মা রোদীঃ’—রোদন করিও না, এই কথা বলিলেন। ইন্দ্র সেই গর্ভকে প্রথমতঃ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত করিলেন। এই সময় দিতি দেবী প্রবুদ্ধা হইলেন। তিনি “হনন করিও না, হনন করিও না” এই কথা কহিলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তখন মাতার বাক্যগৌরব প্রযুক্ত উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাপ্তলি-করে দিতি দেবীকে কহিলেন,—দেবি! আপনি অশুচি ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন; আপনার কেশপাশ পদদ্বয়ে পতিত হইয়াছিল, আমি এই অবকাশ দেখিয়া এই ইন্দ্রহস্তা গর্ভকে বহুধা ছেদন করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই গর্ভ বিফল হইল দেখিয়া দিতি দেবী পরম দুঃখিতচিত্তে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে সানুনয়ে কহিলেন,—হে মহাবল ঋষিপুত্র! তুমি যদি আমার দোষবক্ষেই গর্ভকে বিফল করিয়া থাক, তবে তাহাতে তোমার আর অপরাধ কি? শত্রুর বধে দোষ নাই; হে

ভবন্তু মম পুত্রাণাং সপ্ত স্থানানি বৈ দিবি।
 বাতস্কন্ধানিমান্ সপ্ত চরন্তু মম পুত্রকাঃ
 মরুতশ্চেতি বিখ্যাতা গণান্তে সপ্ত সপ্তকাঃ।।
 পৃথিব্যাং প্রথমস্কন্ধা দ্বিতীয়শ্চৈব ভাস্করে।
 সোমে তৃতীয়ো বিজ্জেষ্যশ্চতুর্থো জ্যোতিষাংগণে
 গ্রহেষু পঞ্চমশ্চৈব ষষ্ঠঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলে।
 ধ্রুবে তু সপ্তমশ্চৈব বাতস্কন্ধঃ পরন্তু সং।।১১২
 তান্যেতে বিচরন্ত্য কালে কালে মমাত্মজাঃ।
 বাতস্কন্ধানিমান্ ভূত্বা চরন্তু মম পুত্রকাঃ।।১১৩
 পৃথিব্যাং প্রথমস্কন্ধো আমেঘেভ্যো য আবহঃ
 বাতস্কন্ধানিমান্ ভূত্বা সপ্তমে প্রথমে গণেঃ।।১১৪
 দ্বিতীয়শ্চাপি মেঘেভ্য আসূর্য্যাং প্রবন্তু যঃ
 বাতস্কন্ধঃ দ্বিতীয়ন্তু দ্বিতীয়শ্চরতাং গণঃ।।১১৫
 সূর্য্যোর্ধ্বন্তু ততঃ সোমাদুদ্বহো যন্তু বৈ স্মৃতঃ।
 বাতস্কন্ধন্তু তাং প্রাশস্তৃতীয়শ্চরতাং গণঃ।।১১৬
 সোমাদুর্ধ্বং অথর্কেভ্যশ্চতুর্থঃ সুবহন্তু যঃ।

পুত্র! সেই জন্যই আমি তোমাকে অভিষাণ্ডা
 দিতেছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রিয় কন্মই
 করিতে ইচ্ছা করি; তুমি মদীয় গর্ভের মঙ্গল
 বিধান কর। আমার এই পুত্রগণেণ নভোমণ্ডলে
 বাতস্কন্ধ নামক সপ্তবিধ স্থান কল্পিত হউক।
 মদীয় পুত্রগণ সপ্ত সপ্তগণে বিভক্ত মরুৎ নামে
 বিখ্যাত হইয়া বিচরণ করুক। উহাদিগের প্রথম
 স্কন্ধ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ সূর্য্যমণ্ডলে, তৃতীয়
 স্কন্ধ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ সূর্য্যমণ্ডলে, তৃতীয়
 স্কন্ধ চন্দ্রমণ্ডলে, চতুর্থ স্কন্ধ নক্ষত্রমণ্ডলে,
 পঞ্চমস্কন্ধ গ্রহমণ্ডলে, ষষ্ঠস্কন্ধ সপ্তর্ষিমণ্ডলে, এবং
 সপ্তমস্কন্ধ ধ্রুব মণ্ডলে অবিস্তৃত হউক। এই
 ধ্রুবস্থানস্থ বাতস্কন্ধই সমস্ত বাতস্কন্ধের পরবর্তী।
 আমার পুত্রগণ অদ্যাবধি এই সপ্ত বাতস্কন্ধরূপে
 কালে কালে বিচরণ করিতে থাকুক। ১০৩—
 ১১৩। পৃথিবীস্থ প্রথম বাতস্কন্ধ মেঘ পর্য্যন্ত
 বিচরণকারী; উহার নাম আবহ। মেঘাবধি
 সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাতস্কন্ধ বিদ্যমান।
 উহা প্রবহ নামে খ্যাত। সূর্য্যের উর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল

চতুর্থো মম পুত্রাণাং গণন্তু চরতাং বিভো।।১১৭
 ঋক্বেভ্যশ্চ ত্রৈখিবোর্ধ্বমাগ্রহাদিবহন্তু যঃ।
 পঞ্চমং পঞ্চমঃ সৌম্যঃ স্কন্ধন্তু চরতাংগণঃ।।১১৮
 উর্ধ্বং গ্রহাদৃষিত্যন্তু ষষ্ঠো যো বৈ পরাবহঃ।
 চরন্তু মম পুত্রান্তু তত্র ষষ্ঠে গণে তু যে।।১১৯
 সপ্তর্ষয়ন্তুধৈবোর্ধ্বমাগ্রহবাৎ সপ্তমন্তু যঃ।
 বাতস্কন্ধঃ পরিবহন্তু তিষ্ঠন্তু মে সূতাঃ।।১২০
 এতৎ সর্ব্বং চরন্তেতে কালে কালে মমাত্মজাঃ
 তৎকৃতেন চ নাম্না বৈ ভবন্তু মরুতস্ত্বিমে।।১২১
 ততস্ত্বেষান্তু নানানি মাতাপুত্রৌ প্রচক্রতুঃ।
 তৎকৃন্তে কন্মভিশ্চৈব মরুতো বৈ পৃথক্ পৃথক্
 সন্তুজ্যোতিস্তথা দিত্যঃ সত্যজ্যোতিস্তথা পরঃ।
 তির্য্যগ্জ্যোতিশ্চ সজ্যোতির্জ্যোতিস্মান্
 হরিতস্তথা।।১২৩
 প্রথমন্তু গণঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ং মে নিবোধত
 ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব সুবেণঃ সেনজিস্তথা।

পর্য্যন্ত তৃতীয় বাতস্কন্ধের স্থান; উদ্বহ নামে
 প্রসিদ্ধ। সোমাবধি নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত সুবহ
 নামক চতুর্থ বায়ুস্কন্ধ; উহাতে আমার পুত্রগণ
 বিচরণ করুক। নক্ষত্রমণ্ডলাবধি গ্রহমণ্ডল যাবৎ
 বিচরণশীল বায়ুস্কন্ধ/—পঞ্চম। এই বাতস্কন্ধ
 সৌম্যগুণযুক্ত এবং উহার নাম—বিবহ।
 গ্রহমণ্ডল ও সপ্তর্ষিমণ্ডলাবধি যে বায়ুস্কন্ধ
 বিদ্যমান, উহার নাম পরাবহ। উহা ষষ্ঠ গণান্তর্গত
 বাতস্কন্ধ আমার পুত্রগণ ঐ স্থানেবিচরণ করুক।
 সপ্তর্ষিমণ্ডলাবধি ধ্রুব পর্য্যন্ত বিহারপরায়ণ সপ্তম
 বাতস্কন্ধ পরিবহ নামে বিখ্যাত। আমার
 আত্মজগণ তোমার কৃত কন্মানুসারে মরুৎ
 নামে বিখ্যাত হউক এবং কালে উহা সেই সেই
 স্থানে বিচরণ করুক। দিতি দেবীর এই কথা
 শেষ হইলে তাঁহারা মাতা ও পুত্র উভয়ে
 ইন্দ্রকথিত “মা রোদীঃ” এই কথানুসারে সেই
 সন্তানগণেণ ‘মরুৎ’ এই নাম করণ করিলেন।
 সন্তুজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি,
 তির্য্যগ্জ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিস্মান্ ও হরিত;

সত্যমিত্রোহভিমিত্রশ্চ হরিমিত্রস্তথাপরঃ।
 গণ এষ দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ মে নিবোধত ॥১২৫
 কৃতঃ সত্যো ঋবো ধর্তা বিধর্তা চ বিধারয়ঃ।
 ধ্বাস্তশ্চৈব ধুনিশ্চৈব জ্যগ্ৰো ভীমস্তথৈব চ।
 অভিযুঃ সাক্ষিপশ্চৈবমাহুয়শ্চ গণঃ স্মৃতঃ ॥১২৬
 ঈদৃক্ষঃ চৈব তথান্যাদৃক্ যাদৃক্ চ প্রতিকৃন্তথা।
 ঋক্ তথা সমিতিশ্চৈব সংরস্তশ্চ তথা গণঃ ॥
 ঈদৃক্ষঃ পুরুষশ্চৈব অন্যান্যদৃক্ষশ্চ চেতসঃ।
 সমিতাসমিদৃক্ষশ্চ প্রতিদৃক্ষশ্চ বৈ গণাঃ ॥
 মরুতিঃ সরতশ্চৈব তথা দেবো দিশোহপরঃ।
 যজুশ্চৈবগানুদৃক্ সামো তথান্যো মানুষো
 বিশঃ।

দৈত্যা দেবা সমাখ্যাতাঃ সপ্তৈতে সপ্তকাগণাঃ
 এতে হ্যেকোনপঞ্চাশন্মরুতো নামতঃ স্মৃতাঃ।
 প্রসংখ্যাতাস্তথা তাভ্যাং দিত্যা চেন্দ্রেণ চৈবতি।
 কৃতা তেষাস্ত নামানি দিতিরিন্দ্রমুবাচ হ।
 বাতস্কন্ধং চরন্তেতে মম পুত্রাশ্চ পুত্রক।
 বিচরন্ত চ ভদ্রস্তে দেবৈঃ সহ মমাত্মজাঃ ॥১৩০
 তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
 উবাচ প্রাজ্ঞলিভুত্বা মাতর্ভবতু তন্তথা ॥১৩১

ইহারা প্রথম গণ; দ্বিতীয় গণের নাম শ্রবণ
 করুন। ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুবেণ, সেনজিৎ,
 সত্যমিত্র, অভিমিত্র ও হরিমিত্র; ইহারা দ্বিতীয়
 গণ। তৃতীয় গণের কথা শ্রবণ করুন। ঋত,
 সত্য ঋব, ধর্তা, বিধর্তা, বিধারয়, ধ্বাস্ত, ধুনি,
 উগ্র, ভীম, অভীষু, সাক্ষিপ, ইদৃক্, অন্যান্যদৃক্,
 যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্, সমিতি, সংরস্ত, ঈদৃক্ষ,
 পুরুষ, অন্যান্যদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ,
 প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্,
 সাম, মানুষ, বিশ, ও দৈত্যা;—মরুদগণ ইত্যাদি
 নামে সপ্ত সপ্ত গণে বিভক্ত। দিতি ও ইন্দ্র
 উভয়ে উক্ত ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক মরুদগণের
 নামকরণপূর্বক সংখ্যা করিয়াছিলেন।
 মরুদগণের নামকরণ করিবার পর দিতি দেবী
 ইন্দ্রকে কহিলেন, হে পুত্রক! তোমার কুশল

সর্বমেতদ্যথোক্তান্তে ভবিষ্যতি ন সংহরঃ।
 দেবভূত মহাত্মানঃ কুমারাঃ দেবসমুতঃ।
 দেবৈঃ সহ ভবিষ্যন্তি যজ্ঞভাজস্তথাত্মজাঃ।
 তস্মাস্তে মরুতো দেবাঃ সর্বে চেন্দ্রানুজামরাঃ
 বিজ্ঞেয়াশ্চামরাঃ সর্বে দিতিপুত্রাস্তপস্বিনঃ ॥
 এবস্তৌ নিশ্চয়ং কৃতা মাতাপুত্রৌ তপোধনৌ
 জগ্মতুদ্বিদিবং হস্তৌ শক্ৰোহপি ত্রিদিবং গতঃ
 মরুতাং হি শুভং জন্ম শৃণুদাদ্যঃ পঠেত বা।
 নাবৃষ্টিভয়মাপ্নোতি বহুমুশ্চ ভবন্তেতঃ ॥১৩৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীর-
 প্রজাসর্গো নাম সপ্তযষ্টিতমোহব্যায়ঃ ॥৬৭॥

হউক। আমার এই পুত্রগণ, দেবগণ সহ সপ্তবিধ
 বাতস্কন্ধে বিচরণ করুক। সহস্রাক্ষ পুরন্দর ইন্দ্র
 দিতি দেবীর সেই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি-করে
 কহিলেন,—মাতঃ! তাহাই হউক। আপনি যাহা
 যাহা বলিলেন, সমস্তই নিষ্পন্ন হইবে; ইহাতে
 সংশয় নাই। আপনার এই মহাত্মা সন্তানগণ
 দেবগণসম্মত দেবসদৃশ হইয়া দেবগণ সহ
 যজ্ঞভাগভোজী হইবে; এই জন্মই ইন্দ্রানুজ
 মরুদগণ, দিতিপুত্র হইলেও দেবত্ব ও অমরত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই নিরপরাধ মরুদগণকে এই
 কারণেই অমরগণ মধ্যে গণনা করা হয়।
 তপঃসম্পন্ন মাতা দিতি ও পুত্র ইন্দ্র
 পূর্বোক্তরূপ নিয়ম নির্ধারণপূর্বক হস্তচিহ্নে
 স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র
 স্বর্গলোকে গমন করিলেন। মরুদগণের এই
 জন্মবৃত্তান্ত যে মানব পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ
 করে, সে দীর্ঘায়ু হয়; কদাপি তাহার অনাবৃষ্টিভয়
 জন্মে না ॥১১৪—১৩৫।

সপ্তযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬৭॥

অষ্টমস্তিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দনুপুত্রানিবোধত।
অভয়ন্ দনুপুত্রান্ত বংশে খ্যাতা মহাসুরাঃ।।
বিপ্রচিপ্রধানান্তে শতং তীৱপরাক্রমাঃ।
সৰ্বে লঙ্কবরাশ্চৈব সূতপুতপসন্তথা।।২
সত্যসন্ধাঃ পরাক্রান্তাঃ ক্রুয়া মায়াবিনশ্চ তে
মহাবলা অযজ্ঞানো হ্যব্রহ্মণ্যাশ্চ দানবাঃ।
কীৰ্ত্ত্যমানান্ময়া সৰ্বান্ প্রাধান্যেন নিবোধিত।।
দ্বিমূৰ্দ্ধা শঙ্কুকর্ণশ্চ তথা শঙ্কুনিয়াময়ঃ।
শঙ্কু কর্ণো মহাবিশ্বো গবেষ্টিদুন্দুভিস্তথা।।৪
অজামুখোহথ ভগবাঙ্কিলো বামনসন্তথা।
মরীচিরক্ষকশ্চৈব মহাগার্গ্যোহঙ্গিরাবৃতঃ।।৫
বিক্ষোভাশ্চ সুকেতুশ্চ সুবীৰ্য্যঃ সুহৃদস্তথা।
ইন্দ্রজিৎবিশ্বজিৎশ্চৈব তথা সুরবিমর্দনঃ।।৬
একচক্রঃ সুবাহশ্চ তারকশ্চ মহাবলঃ।
বৈশ্বানরঃ পুলোমাচ প্রবীণোহথ মহাশিরাঃ।।

অষ্টমস্তিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত বলিলেন,—অবশিষ্ট দনুপুত্রগণের
বংশবিবরণ কীৰ্ত্তন করিতেছি; আপনারা শ্রবণ
করুন। দনুপুত্রগণ সকলেই প্রখ্যাতবংশ ও মহাশূর
ছিল। বিপ্রচিপ্রি, ইহাদিগের প্রধান। ইহারা
শতসংখ্যক এবং সকলেই তীৱপরাক্রম। সকলেই
তপস্যায় বর লাভ করিয়াছিল। সকলেই সত্যনিষ্ঠ,
পরাক্রান্ত, ক্রুদ্ধ, মায়াবী, মহাবল, অযজ্ঞা,
অব্রহ্মণ্য এবং দানবসংজ্ঞায় অভিহিত। এই
দানবগণের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিল, তাহাদের
নাম উল্লেখ করিতেছি; শ্রবণ করুন। দ্বিমূৰ্দ্ধা,
শঙ্কুকর্ণ, শঙ্কু, নিরাময়, শঙ্কুকর্ণ, মহাবিশ্ব, গবেষ্টি,
দুন্দুভি, অজামুখ, ভগবান্, শিল, বামনক, মরীচি,
অক্ষক, অঙ্গিরাবৃত, বিক্ষোভ, সুকেতু, সুবীৰ্য্য,
সুহৃদ, ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ, সুরবিমর্দন, একচক্র,
সুবাহ, মহাবল তারক, মহাবল বৈশ্বানর,
পুলোমা, প্রবীণ মহাশূর স্বর্ভানু, বৃষপৰ্ব্বা, মৃকণ্ড,

স্বর্ভানুবৃষপৰ্ব্বা চ মৃকণ্ডশ্চ মহাসুরাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্র ইন্দ্রশ্চ তাপনঃ।।৮
সুশ্রুশ্চৈব নিচন্দ্রশ্চ উৰ্ণনাভো মহাগিরিঃ।
অসিলোমা সুকেশশ্চ সচশ্চ বলকো দশ।।৯
তথা গগনমূৰ্দ্ধা চ কুস্তনাভো মহোদয়ঃ।
প্রমোদাহশ্চ কুপথো হয়গ্রীবশ্চ বীৰ্য্যবান্।।১০
অনুরশ্চ বিরূপাক্ষঃ সুপথোহথ মহাসুরঃ।
অজো হিরণ্ময়শ্চৈব শতমায়শ্চ শম্বরঃ।।১০
শরতঃ শলভশ্চৈব সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ।
অসুরাণাং সুরাবেভৌ সুরাণাং সাম্প্রতাবিমে
ইতি পুত্রা দনোর্বংশে প্রধানাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ
তেষামপরিসংখ্যেয়ং পুত্রপৌত্রাদ্যনন্তকম্।।১৩
ইত্যেতে ত্ব সুরাঃ প্রোক্তা দৈতেয়া দানবাশ্চ যে
স্বর্ভানুশ্চ স্মৃতো দৈতেয়া হ্যনুভানুর্দনোঃ সূতঃ
ইমে তু বংশানুগতা দনোঃ পুত্রান্ত যে স্মৃতাঃ
একাক্ষ ঋষভোহরিষ্টঃ প্রলম্বনরকাবপি।
ইন্দ্রবানকেশী চ মেরুঃ শম্বোহথ ধেনুকঃ।।১৫
গবেষ্টিশ্চ গবাক্ষশ্চ তালকেতুশ্চ বীৰ্য্যবান্।

ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, তাপন, সুশ্রু, নিচন্দ্র,
উৰ্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, সুকেশ, মদ,
গগনমূৰ্দ্ধা, কুস্তনাথ, মহোদয়, প্রমোদাহ, কুপথ,
বীৰ্য্যবান্ হয়গ্রীব, অসুর, বিরূপাক্ষ, সুপথ,
মহাসুর, অজ, হিরণ্ময়, শতমায় শম্বর, শরভ
ও শলভ। সূর্য্য ও চন্দ্রমা উভয়ে পূৰ্বে
অসুরদিগের দেবতা ছিলেন; অধুনা সুরদলভুক্ত
হইয়াছেন। এই সমুদয় সন্তান দনুবংশবধরগণের
মধ্যে প্রধান। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য
ছিল। ১—১৩। এই সকল অসুর—দৈত্য ও
দানবাখ্যায় অভিহিত। স্বর্ভানু, দিতির গর্ভজাত;
আর অনুভানু দনুর পুত্র। এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত
দনুর পুত্রগণ দনুর বংশধর বলিয়া বিখ্যাত।
যথা—একাক্ষ, ঋষভ, অরিষ্ট, প্রসম্ব, কারক,
ইন্দ্রবান্, কেশী, মেরু, শম্ব, ধেনু, গবেষ্টি, গবাক্ষ
ও বীৰ্য্যবান্ তালকেতু, এই দনুপুত্রগণ

এতে মনুষ্যধৰ্ম্মান্ত দনোঃ পুত্রা ময়া স্মৃতাঃ ।।
 দৈত্যদানবসঙ্ঘে ঘর্ষে জ্ঞাতা ভীমপরাক্রমাঃ ।
 সিংহিকারামখোৎ পদ্মা বি প্রচিস্তিসুতাত্ত্বিমে ।।১৭
 সৈংহিকেরা ইতি খ্যাতাশ্চতুর্দশ মহাসুরাঃ ।
 শতগালশ্চ বলবান্ম্যাসঃ শাস্ত্রস্তথৈব চ ।।১৮
 অনুলোমঃ শুচিশ্চৈব বাতাপিশ্চ সিতাংশুকঃ ।
 ছরকল্পঃ কালনাভো ভৌমশ্চ নয়কস্তথা ।।১৯
 রাহুর্জ্যেষ্ঠস্ত তেষাং বৈ চন্দ্রসূর্য্যপ্রমর্দনঃ ।
 ইত্যেতে সিংহিকাপুত্রা দৈবৈরপি দুরাসদাঃ ।।
 দারুণাভিজনাঃ ক্রুরাঃ সর্বে ব্রহ্মদ্বয়শ্চ তে ।
 দশান্যানি সহস্রাণি সৈংহিকেয়ো গণাঃ স্মৃতাঃ ।।
 নিহতো জামদগ্ন্যেন ভার্গবেণ বলীয়সা ।
 স্বর্ভানোস্ত প্রভা কন্যা পুলোমোহথ শচী সুতা
 উপদানবী যমস্যাপি শশ্মিষ্ঠা বাৰ্ষপর্কণী ।
 পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসূতে উভে ।।
 প্রভায়া নহমঃ পুত্রো জয়ন্তশ্চ শচীসুতঃ ।
 পুরুং জজ্ঞেহথ শশ্মিষ্ঠা দুহ্মন্তমুপদানবী ।।২৪
 বৈশ্বানরসূতে হ্যেতে পুলোমাকালিকে উভে

মনুষ্যধৰ্ম্মী এবং দৈত্য-দানব-সংসর্গে সমুৎপন্ন ।
 বিখচিত্তির পুত্রগণ সিংহিকাগর্ভ জাত
 ভীমপরাক্রম ও মহাসুর । তাহারা সৈংহিকেয়
 নামে খ্যাত । সংখ্যায় তাহারা চতুর্দশ । তাহাদের
 নাম যথা—শতগাল, বলবান্ ন্যাস, শাস্ত্র,
 অনুলোম, শুচি, বাতাপি, সিতাংশুক, হরকল্প
 কালনাভ, ভৌম ও নরক । চন্দ্র-সূর্য্যপ্রমর্দন রাহু
 ইহাদের সকলের জ্যেষ্ঠ । এই সিংহিকাপুত্রগণ
 ক্রুর, ব্রহ্মদ্বৈবী এবং দেবগণেরও দুর্দম । ঐ
 সৈংহিকেয়দিগের এক সহস্র গণ । জমদগ্নিনন্দন
 বলবান্ ভার্গব ইহাদিগকে নিহত করেন । স্বর্ভাসুর
 প্রভা, পুলোমার শচী, ময়ের উপদানবী এবং
 বৃষপর্কায় কন্যা শশ্মিষ্ঠা । পুলোমা, আর কালিকা
 বৈশ্বানরের সুতা । নরম, প্রভার এবং জয়ন্ত
 শচীর পুত্র । শশ্মিষ্ঠা পুরুকে এবং উপদানবী
 দুহ্মন্তকে প্রসব করেন । মারীচ, বৈশ্বানরনন্দনী

উভে হাপি তু ভে কন্যে মারীচস্য পরিগ্রহে ।।
 তাভ্যাং পুত্র সহস্রাণি যষ্টির্দানবপুঙ্গবাঃ ।
 চতুর্দশ তথান্যানি হিরণ্যপুরবাসিনাম্ ।।২৬
 পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দান বাঃ সুমহাবলাঃ
 অযধ্যা দেবতানাশ্তে নিহতাঃ সব্যসাচিনা ।।২৭
 ময়ন্য জ্ঞাতা যে পুত্রাঃ সর্বে বীরপরাক্রমাঃ ।।
 মায়াবী দুন্দুভিশ্চৈব বৃষশ্চ মহিষস্তথা ।।২৮
 বালিকো বজ্রকর্ণশ্চ কন্যা মন্দোদরী তথা ।
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সর্গ এষ প্রকীর্তিতঃ ।।২৯
 দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্ত স্মৃতাঃ পঞ্চ মহাবলাঃ ।
 অরুণবলিঙ্গম্মৌ চ বিরক্ষশ্চ বিষস্তথা ।।৩০
 অরুণোত্তনয়ঃ ক্রুরো ধুক্কুর্নাম মহাসুরঃ ।
 নিহতঃ কুবলাশ্চেন উত্তকবচনাৎ কিল ।।৩১
 বলেঃ পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ তেজসা প্রতিমাবুভৌ
 কুস্তি লশ্চক্রবর্ম্মা চ স কর্ণঃ পূর্ব্বজন্মনি ।।৩২
 বিরক্ষস্যাপি পুত্রৌ দ্বৌ কালকশ্চ বরশ্চ তৌ ।

পুলোমা ও কালিকার পাণিগ্রহণ করেন । মারীচ
 ইহাতে উহাদের গর্ভে যষ্টিসহস্র দানব জন্মগ্রহণ
 করেন । মারীচ ইহাতে উহাদের গর্ভে যষ্টিসহস্র
 দানব জন্মগ্রহণ করে । এতদ্ব্যতীত
 হিরণ্যপুরবাসী আরও চতুর্দশসংখ্যক দানবের
 ইহারা জননী । পৌলোম ও কালকেয় দানবগণ
 মহাবল এবং দেবতাদিগের অবধ্য ছিল ।
 সব্যসাচী ইহাদিগকে নিহত করেন । ময়দানবের
 পুত্রগণ সকলেই বীর পরাক্রমী; তাহাদের নাম
 দুন্দুভি, বৃষ, মহিষ, বালিক ও বজ্রসম । এতদ্ভিন্ন
 মন্দোদরী, নামে ময়দানবের এক কন্যা ছিল ।
 দৈত্য ও দানবগণের সৃষ্টির বিষয় এই কথিত
 হইল । ১৪—২৯ । দনায়ুষার পঞ্চ পুত্র; পাঁচ
 জনই মহাবল । নাম—অরুণ, বলিজন্ম, বিরক্ষ,
 ও বিষ । অরুণের পুত্র ক্রুর ধুক্কু নামক মহাসুর ।
 উত্তকের কথানুসারে কুবলাশ্ব ইহাকে নিহত
 করেন । বলির পুত্র কুস্তিল, ও চক্রবর্ম্ম; ইহারা
 উভয়ে মহাবীর্য্যশালী ও অপ্রতিমদেজা । পূর্ব্ব
 জন্মে ইহাদের নাম ছিল কর্ণ । বিরক্ষেয় দুই পুত্র,
 নাম—কালক ও বর । বিষের ক্রুরকর্ম্মা চারিটি

বিষন্য ভূভবন পুত্রাশ্চত্বারঃ ক্রুয়কর্মিণঃ।
 শ্রাদ্ধহা যজ্ঞহা চৈব ব্রহ্মহা পশুহা তথা।।৩৩
 ক্রান্তা দনায়ুধাপুত্রা বৃত্রস্যাপি নিবোধত।
 জজ্ঞিরে শ্বসনাদেঘার দ্বুস্তরস্যেস্ত্রেন যুধ্যতঃ।।
 ভর্তারো মানসা খ্যাতা রাক্ষসাঃ সুমহাবলাঃ
 শতংতানি সহস্রাণি মহেন্দ্রানুচরাঃ স্মৃতাঃ।।৩৫
 সর্বে ব্রহ্মবিদঃ সৌম্যা ধার্মিকাঃ সূক্ষ্মমূর্তয়ঃ।
 প্রজাস্বত্তর্গতাঃ সর্বে নিবসন্তি সুধার্মিকাঃ।।৩৬
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সর্গ এষ প্রকীর্তিতঃ।
 প্রবাহ্যজনয়ৎ পুত্রান্ যজ্ঞে বৈ গায়নোত্তমান্।।
 সত্ত্বনঃ সত্ত্বাত্মকশ্চৈব কলাপশ্চৈব বীর্যবান।
 কৃতবীর্যো ব্রহ্মচারী সুপাণ্ডুশ্চৈব সপ্তমঃ।।৩৮
 পনশ্চৈব তরণ্যশ্চ সুচন্দ্রো দশমস্তথা।

ইত্যেতে দেবগন্ধর্বা বিজ্ঞেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়-
 প্রজাসর্গো নামাষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।।৬৮।।

পুত্র ছিল; নাম—শ্রাদ্ধহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পশুহা। দশনায়ুধার পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ করুন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যখন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন বৃত্রের নিশ্বাসবায়ু ইহাতে উহারা জন্মগ্রহণ করে। ঐ শত সহস্র মহাবল রাক্ষসগণ মহেন্দ্রের অনুচর ছিল। উহারা সকলেই ব্রহ্মবিৎ, সৌম্য, ধার্মিক, সূক্ষ্মমূর্তি এবং প্রজাগণের অন্তর্নিবষ্ট। এই ত বৈত্যদিগের ও দানবদিগের সৃষ্টি বিবরণ কীর্তন করিলাম। প্রবাহী যজ্ঞক্ষেত্রে কতিপয় গায়নোত্তম পুত্র উৎপাদন করে। তাহাদের নাম—সত্ত্বন, সত্ত্বাত্মক, কলাপক, বীর্যবান, কৃতবীর্য, ব্রহ্মচারী, সুপাণ্ডু, পল, তরণ্য ও সুচন্দ্র, ইহারা দেবগন্ধর্ব বলিয়া কীর্তিত। ৩০—৩৯।

অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গন্ধর্বজরসঃ পুণ্যা মৌনেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ।
 চিত্রসেনোগ্রসেনশ্চ উর্ণায়ুয়নমস্বস্তথা।।১
 ধৃতরাষ্ট্রঃ পুলোমা চ সূর্য্যবর্চাস্তুথৈবচ।
 যুগপত্ণপকালিদিতিশ্চিত্ররথস্তথা।।২
 ত্রয়োদশো ভ্রমিশিরাঃ পজ্জর্ন্যশ্চ চতুর্দশঃ।
 কলিঃ পঞ্চদশশ্চৈব নারদশ্চৈব ষোড়শঃ।
 ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব মৌনেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ
 চতুষ্টিংশদ্যবীয়স্যস্তেবমিঙ্গরসঃ শুভাঃ।
 অন্তরা দারবত্যা চ প্রিয়মুখ্যা সুরোত্তমা।।৪
 মিশ্রকেশী তথা চাশী পণিনি বাপ্যালম্বুষা।
 মারীচী পুত্রিকা চৈব বিদ্যুদ্বর্ণা তিলোত্তমা।
 অদ্রিকা লক্ষণা চৈব দেবী রম্যা মনোরম।
 সুবরা চ সুবাহুশ্চ পূর্ণিতা সুপ্রতিষ্ঠিতা।।৬
 পুণ্ডরীকা সুগন্ধা চ সুদন্তা সুরসা তথা।
 হেমাশারদ্বতী চৈব সুবৃন্তা কমলা চ য়া।।৭
 সুভূজা হংসপাদা চ লৌকক্যোহঙ্গরসস্তথা।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পবিত্র গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণ মৌনেয় নামে বিখ্যাত। চিত্রসেন, উগ্রসেন, উর্ণয়ু, অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা, সূর্য্যবর্চা, যুগপৎ, ত্ণপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পজ্জর্ন্য, কলি ও নারদ, এই ষোল জন দেব-গন্ধর্বও মৌনের নামে প্রসিদ্ধ। চতুষ্টিংশৎসংখ্যক যবীয়সী সুন্দরী অঙ্গরা ইহাদের অধীন ছিল। ঐ অঙ্গরাগণের নাম—অন্তরা, দারবত্যা, প্রিয়মুখ্যা, সুরোত্তমা, মিশ্রকেশী, আশী, পণিনি, অলম্বুষা, মারীচী, পুত্রিকা, বিদ্যুদ্বর্ণা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, আশী, পণিনি, অলম্বুষা, মারীচী, পুত্রিকা, বিদ্যুদ্বর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, দেবী, রম্যা, মনোরমা, সুবরা, সুবাহু, পূর্ণিতা, সুপ্রতিষ্ঠিতা, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুদন্তা, সুরসা, হেমা, শারদ্বতী, সুবৃন্তা, কমলা, সুভূজা, ও হংসপাদা। ইহারা

গন্ধর্বগণরসো হ্যেতা মৌনেয়াঃ পরিকীৰ্ত্ততাঃ
 গন্ধর্বগাং দুহিতরো ময়াঃ যাঃ পরিকীৰ্ত্ততাঃ।
 তাসাং নামানি সৰ্বসাং কীৰ্ত্তমানানি মে শৃণু
 সুযশা প্রথমা তাসাং গান্ধর্ববী তদন্তরম্।
 বিদ্যাবতী চারুমুখী সুমুখী চ বরাননা।।১০
 তত্রমে সূর্যপুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ।
 প্রচেতসঃ সূতা যক্ষান্তেষাং নামানি মে শৃণু।।
 কঙ্কলো হরিকেশশ্চ কপিলঃ কাঞ্চনস্তথা।
 মেঘমালী তু যক্ষগাং গণ এষ উদাহৃতঃ।।১২
 সুযশায়া দুহিতরশ্চতস্রোহঙ্গরসঃ স্মৃতাঃ।
 তাসাং নামানি বৈ সম্যাগ্ভ্রতো মে নিবোধত
 লোহেয়ী ভ্রতবজ্জ্যেষ্ঠা ভরতা তদন্তরম্।
 কৃশাঙ্গী চ বিশালা চ রূপেণাপ্রতিমা তথা।।১৪
 ভাভ্যোহপরে যক্ষগণাশ্চত্বারঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ
 উৎপাদিতা বিশালেন বিক্রান্তেন মহাত্মনা।।১৫
 লোহেয়ী ভরতেয়াশ্চ কৃশাঙ্গ্যেয়াশ্চ বিক্রতাঃ।
 বিশালেয়াশ্চ যক্ষগাং পুরাণে পৃথিতা গণাঃ।।
 ইত্যেতৈরসুরৈর্ঘরৈর্নহাবলাপরাক্রমৈঃ।

লৌকিকী অঙ্গরা। এই গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ
 মৌনেয় নামে বিখ্যাত। আমি পূর্বে যে
 গন্ধর্বদুহিতাদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, অধুনা
 তাহাদের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।
 যথা,—সুযশা, গান্ধর্বী, বিদ্যাবতী, চারুমুখী,
 সুমুখী ও বরাননা। ইহাদের মধ্যে সুযশার পুত্র
 মহাবল-পরাক্রম যক্ষগণের নাম কীৰ্ত্তন
 করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সুযশা-পুত্র যক্ষগণ
 প্রচেতা হইতে উৎপন্ন। ইহাদের নাম—কঙ্কল,
 হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন ও মেঘমালী। সুযশার
 চারিটি অঙ্গরা কন্যা ছিল। তাহাদের নাম যথায়থ
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—লোহেয়ী, ভরতা
 কৃশাঙ্গী ও বিশাখা, এই চারিজন অঙ্গরাই
 অনিন্দ্য-সুন্দরী। বিক্রমশালী মহাত্মা বিশাল, ঐ
 কন্যাচতুষ্টয়ের গর্ভে চারিটি যক্ষগণ উৎপাদন
 করেন। ঐ গণচতুষ্টর লোহেয়, ভরতেয়, কৃশাঙ্গ
 র ও বিশালের নামে পুরাণশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই
 ভয়ঙ্কর মহাবল পরাক্রম অসংখ্য যক্ষগণ কর্তৃক

নৈকৈর্ষক্ষগণৈর্ব্যাপ্তা লোকা লোকবিদ্যাং বয়াঃ
 গন্ধর্বশ্চাথ বালেয়া বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
 উৎপাদিতা মহাবীৰ্য্যা মহাগন্ধর্বনায়কাঃ।।১৮
 বিক্রমৌদার্য্যসম্পন্ন মহাবলপরাক্রমাঃ।
 তেষাং নামানি বক্ষ্যাম যথারদনপূর্ব্বশঃ।।১৯
 চিত্রাঙ্গদোমহাবীৰ্য্যশ্চিত্রবর্ম্মা তথৈব চ।
 চিত্রকেতুর্মহাভাগঃ সোমদন্তোহথ বীৰ্য্যবান্।
 তিন্দ্রো দুহিতরশ্চৈব তাসাং নামানি বক্ষ্যতে।।
 প্রথমা অগ্নিকা নাম কঙ্কলা তদন্তরম্।
 তথা বসুমতী নাম রূপেণাপ্রতিমৌজসঃ।।২১
 ভাভ্যঃ পরে কুমারেণ গণা উৎপাদিতাস্মিমে।।
 ত্রয়ো গন্ধর্বমুখ্যাগাং বিক্রান্তা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
 আয়েয়াঃ কঙ্কলেয়াশ্চ তথা বসুমতীসূতোঃ।
 তেগণৈববিধৈর্ব্যাপ্তমিমং লোকং চরাচরম্।।২৩
 বিদ্যাবন্তশ্চ তেনৈব বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
 উৎপাদিতা মহাভাগা রূপবিদ্যাধনেশ্বরঃ।।২৪
 তেষামুদীর্ঘবীৰ্য্যাগাং গন্ধর্বগাং মহাত্মনাম্।
 নামানি কীৰ্ত্ত্যমানানি শৃণুধ্বং মে বিবক্ষতঃ।।
 হিরণ্যরোমা কপিলঃ সুলোমা মাগধস্তথা।

সর্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মা বিক্রান্ত,
 বিক্রম ও ঔদার্য্য-সম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত
 মহাগন্ধর্বনায়ক বালেয়নামে প্রসিদ্ধ বহু গন্ধর্ব
 উৎপাদন করেন। হে লোকবিদগণ! তাহাদের
 নাম শ্রবণ করুন। ১—১৯। যথা—মহাবীৰ্য্য
 চিত্রাঙ্গদ, বিশ্বকর্ম্মা, মহাভাগ চিত্রকেতু ও
 বীৰ্য্যবান্ সোমদন্ত। এতদ্ব্যতীত বিক্রান্তের
 তিনটি কন্যা জন্মে। তাহাদের নাম, অগ্নিকা,
 কঙ্কলা ও বসুমতী। এই কন্যাগণ সকলেই
 সৌন্দর্য্য ও বীৰ্য্যে নিরূপমা। ইহাদের গর্ভে
 কুমার হইতে তিনটি বিক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ
 গন্ধর্বগণ উৎপন্ন হয়। ঐ গন্ধর্বগণ কর্তৃক
 এই চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল।
 পূর্ব্বোন্নিখিত মহাত্মা বিক্রান্ত আরও কতিপয়
 রূপবান্, বিদ্বান্, ধনবান্ গন্ধর্বগণ উৎপাদন
 করেন। ঐ উগ্রবীৰ্য্যগন্ধর্বগণের নাম শ্রবণ
 করুন;—হিরণ্যরোমা, কপিল, সুলোমা, অশেষ,

চন্দ্রকেতুশ্চ বৈ গাঙ্গো গোদশ্চৈব মহাবলঃ ॥
মহাবিদ্যাবদাতানাং বিক্রান্তানাং তপস্বিনাম্ ॥
ইত্যেবমাদিহিগণো দ্বৈ চান্যে চ সুলোচনে ॥
শিবা চ সুমনশ্চৈব তাভ্যামপি মহাত্মনা।
উৎপাদিতা বিশ্ববসা বিদ্যাচরণগোচরাঃ ॥২৮
শৈবেয়াশ্চৈব বিক্রান্তস্তথা সৌমনসা গণাঃ।
এতৈর্ব্যাপ্তমিমং লোকং বিদ্যাধরবিচেষ্টিতাৎ ॥
এভ্যোহনেকানি জ্ঞাতানি অম্বরাস্তরচারিণাম্
লোকে গণশতান্যেব বিদ্যাধরবিচেষ্টিতাৎ ॥৩০
অশ্বমুখ্যাস্চ তেনৈব বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
উৎপাদিতা হ্যশ্বমুখাঃ কিম্বরাংস্তান্নিবোধত্ব ॥
সমুদ্রসেনঃ কালিন্দো মহানেত্রা মহাবলঃ।
সুবর্ণঘোষঃ সুগ্রীবো মহাঘোষশ্চ বীর্যবান্ ॥
ইত্যেবমাদিহি গণঃ কিম্বরাণাং মহাত্মনা।
হয়াননানাং বিদ্বন্তিবিদ্বীর্ণঃ পরিকীৰ্ত্ত্যতে ॥৩৩
তথা সমুদ্রিতেনৈব বিক্রান্তেন মহাত্মনা।
উৎপাদিতা নরমুখাঃ কিম্বরাঃ শাংশপায়নাঃ ॥

চন্দ্রকেতু, গাঙ্গ ও মহাবল গোদ; ইহারা
মহাবিদ্যাবদাত, বিক্রান্ত ও তপস্বীদিগেরগণ
বলিয়া উক্ত। এতদ্ব্যতীত বিক্রান্ত হইতে শিবা
ও সুমনা নামী দুইটী সুলোচনা কন্যা উৎপন্ন
হয়। মহাত্মা বিশ্ববা এই কন্যাভ্রয়ের গর্ভে বহু
বিদ্যাকুশল শৈবেয়, বিক্রান্ত ও সৌমনস নামে
প্রসিদ্ধ তিনটী বিদ্যাধরগণ উৎপাদন করেন।
এই তিনটী বিদ্যাধরগণ উৎপাদন করেন। এই
তিনটী বিদ্যাধরগণ দ্বারা এই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত
হইয়াছে। ঐ বিদ্যাধরগণ হইতেই লোকে বহু
ব্যোমচারী বিদ্যাধরগণের উৎপত্তি হইয়াছে।
এইরূপে লোকে একশত বিদ্যাধরগণ প্রসিদ্ধ।
কসেই মহাত্মা বিক্রান্ত হইতেই অশ্বমুখ কিম্বর
জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাদের নাম শ্রবণ করুন।
সমুদ্রসেন, কালিন্দ, মহাবল, মহানেত্র, সুবর্ণঘোষ,
সুগ্রীব ও বীর্যবান্ মহাঘোষ। মহাত্মা কিম্বরদিগের
এই কয়টী গণের বিবরণ মনীষিগণ কীর্ত্তন
করেন। এই সকল কিম্বর অশ্বমুখ নামে প্রসিদ্ধ।

হরিষেণঃ সুষেণশ্চ বারিষেণশ্চ বীর্যবান্।
রুদ্রদন্তেদ্রদন্তৌ চ চন্দ্রক্রমমহাক্রমৌ ॥৩৫
বিন্দুশ্চ বিন্দুসারশ্চ চন্দ্রবংশাশ্চ কিম্বরাঃ।
ইত্যেতে কিম্বরাঃ শ্রেষ্ঠা লোকে খ্যাতাঃ
সুশোভনাঃ ॥
নৃত্যগীতপ্রগল্ভানামেতেষাং দ্বিজসন্তমাঃ।
লোকে গণশতান্যেব কিম্বরাণাং মহাত্মনাম্
যক্ষা যক্ষোপশাস্তাশ্চ লৌহেয়া রূপশালিনী।
দুহিতা সুরবিন্দেতি প্রকাশা সিদ্ধসম্মতা ॥
উপায়াকেতনাখ্যা হি স্বয়মুৎপাদিতো গণঃ।
করালকেন ভূতানাং তেষাং নামানি মে শৃণু*
সুতারঃ কালভবনানির্দেশকবিদেশকাঃ।
ইত্যেবমাদিহি গণো ভূমিগোচরকঃ স্মৃতঃ ॥৩৭
বিজ্ঞেয় ইহ লোকেহস্মিন্ ভূতানাং ভূতনায়কঃ
যে তুৎকৃষ্টা ভবন্ত্যেবামম্বরাস্তরচারিণাম্।

হে শাংশপায়নপ্রমুখ ঋষিগণ! পূর্বেবাক্ত মহাত্মা
বিক্রান্ত হইতেই নয়মুখ কিম্বরগণেরও উৎপত্তি
হইয়াছে। তাহাদের নাম যথা—হরিষেণ, সুষেণ,
বারিষেণ, রুদ্র দন্ত, ইন্দ্রদন্ত, চন্দ্রক্রম, মহাক্রম,
বিন্দু, ও বিন্দুসার। ইহারা চন্দ্রবংশীয় কিম্বর
বলিয়া কথিত। এই কিম্বরগণই শ্রেষ্ঠ। হে
দ্বিজসন্তমগণ! নৃত্য ও গীতব্যাপারে ইহারা
সুনিপুণ। জগতে ঐদৃশ মহাত্মা কিম্বরগণের
এক শত গণ প্রসিদ্ধ ২০—৩৭। যক্ষোপশাস্ত
প্রমুখ যক্ষগণ লৌহেয়ীর অপত্য; তাহার দুহিতার
নাম সুরবিন্দা; ইনি প্রকাশা ও সিদ্ধসম্মতা।
স্বয়ং করালক হইতে উপায় কেতনাখ্য ভূতগণের
উৎপত্তি হয়। তাহাদের নামনিচয় শ্রবণ করুন।
সুতার, কালভবন, নির্দেশক ও বিদেশক; ইত্যাদি
ভূতগণ ভূমিচর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং লোকে
ইহারাই ভূতগণের অধিনায়ক বলিয়া বিজ্ঞেয়।
এই ব্যোমমধ্য-বিহারী ভূতগণের মধ্যে যাহারা

*অত পরং ভূত। ভূতগণৈর্জ্ঞেয়া
আবেশকনিবেশকাঃ। ইতি শ্রোকাক্ষং কচিদাধকম্

বৃক্ষাগ্রমাত্রমাকাংশং তে চরন্তি ন সংশয়ঃ ॥৪১
তদ্রেমে দেবগন্ধর্বাঃ প্রায়েণ কথিতা ময়া ।
দেবোপস্থাননিরতা বিজ্ঞেয়াস্তে যশস্বিনঃ ॥৪২
নারায়ণং সুরগুরুং বিরজং পৃঙ্করেক্ষণম্ ।
হিরণ্যগর্ভঞ্চ তথা চতুর্বক্রং স্বয়ম্ভুবম্ ॥৪৩
শঙ্করঞ্চ মহাদেবমীশানঞ্চ জগৎপ্রভুম্ ।
ইন্দ্রপূর্বাংস্তথা দিত্যান্ রুদ্রাংশ্চ বসুভিঃ সহ
উপতস্থুঃ সর্গন্ধর্বা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।
ত্রিদশাঃ সর্বলোকস্থা নিপুণা গীতবাদিনঃ ॥৪৪
হংসো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠোহন্যো মধ্যমৌ চ হহা
হুহুঃ ॥

চতুর্থো ধিষণশ্চৈব ততো বাসিরুচিস্তথা ॥৪৬
যষ্ঠস্ত তুম্বুরুস্তেষাং ততো বিশ্বাবসুঃ স্মৃতাঃ ।
ইমাশ্চাঙ্গরসো দিব্যা বিহিতাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ॥
সুষুবেহষ্টৌ মহাভাগা বরিষ্ঠা দেবপূজিতা ।
অনবদ্যামনবশ্যামম্বতাং মদনপ্রিয়াম্ ।
অরুপাং সুভগাং ভাসীমরিষ্টাষ্টৌ ব্যজায়ত ॥

উৎকৃষ্ট, তাহারা বৃক্ষাগ্র এবং আকাশ পর্য্যন্ত
বিচরণশীল। এই আমি দেবগন্ধর্বগণের বিবরণ
প্রায়শঃ কীর্তন করিলাম; ইহারা যশস্বী এবং
দেবর্চিনায় নিয়ত। এই নৃত্য-গীত-বিশারদ
গন্ধর্বগণের সহিত সুনিপুণ সুগায়ক ত্রিদশগণ
নারায়ণ, সুরগুরু, বিরজ, পৃঙ্করেক্ষণ, হিরণ্যগর্ভ,
চতুর্বক্র, স্বয়ম্ভু, শঙ্কর, ইন্দ্রপ্রমুখ অদিতিনন্দনগণ
এবং বসুগণের সহিত রুদ্রগণের সর্বদা উপাসনা
করিয়া থাকে। দেবপূজিতা মহাভাগা স্বায়ষ্ঠার
গর্ভে হংস, অন্য, হাহা, হুহু, বিষণ, বাসিরুচি,
তুম্বুরু ও বিশ্বাবসু নামক আটজন গন্ধর্বের
উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে হংস জ্যেষ্ঠ; হাহা,
হুহু মধ্যম; বিষণ চতুর্থ, বাসিরুচি পঞ্চম, তুম্বুরু
ষষ্ঠ, সপ্তম বিশ্বাবসু। এবং সর্বকনিষ্ঠ অষ্টম
অন্য। এই আট জন গন্ধর্বের আটটি পুণ্যলক্ষণা
স্বর্গীয় অঙ্গরা পত্নী ছিল। তাহাদের নাম—
অনবদ্যা, অনবশ্য, অম্বিতা, মদনপ্রিয়া, অরুপা,
ও ভাসী। এই অষ্ট অঙ্গরা অরিষ্টার

মনোবতী সুকেশা চ তুম্বুরোস্ত সূতে উভে ।
পঞ্চচূড়াশ্চিমা দিব্যা দৈবিক্যেহঙ্গরসো দশ ॥
মেনকা সহজন্যা চ পাণিনী পুঞ্জিকস্থলা ।
ঘৃতস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী পূর্বচীত্যপি ।
প্রমোচেত্যভিবিখ্যাতানুমোচন্তী তথৈব চ ॥
অনাদিনিধনস্যাত জজ্ঞে নারায়ণস্য যা ।
উরোঃ সর্বানবদ্যাসী উর্বশ্যেকাদশী স্মৃতা ॥৫১
মেনস্য মেনকা কন্যা ব্রহ্মণো হৃষ্টচেতসঃ ।
সর্বশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যো মহাযোগাশ্চ তাঃ স্মৃতাঃ
গণা অঙ্গরসাং খ্যাতাঃ পুণ্যাস্তে বৈ চতুর্দশ
আহুতাঃ শোভয়ন্ত্যশ্চ গণা হ্যেতে চতুর্দশ ॥৫৩
ব্রহ্মণো মানসাঃ কন্যাঃ শোভয়ন্ত্যো মনোঃ
সূতাঃ ।

বেগবন্তুরিষ্টায়া উজ্জ্বায়াশ্চাগ্নিসম্ভবাঃ ॥৫৪
আয়ুশ্চাত্যশ্চ সূর্য্যশ্চ রশ্মিজাতাঃ সুভাস্বরাঃ ।
গর্ভস্তেজশ্চ সোবস্য জ্ঞেয়াস্তে কুরবঃ শুভাঃ ॥

গর্ভজাত। মনোবতী ও সুকেশা, তুম্বুর কন্যা।
মেনতা, সহজন্যা, বণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা,
ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্বচী, প্রমোচা ও অনুমোচন্তী,
এই দশ জন পঞ্চ চূড়াবিশিষ্ট স্বর্গীয় অঙ্গরা।
অনাদিনিধন নারায়ণের উরু হইতে যে এক
সর্বাসুন্দরী অঙ্গরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহার
নাম উর্বশী। এই উর্বশীকে লইয়া পূর্বোক্ত
অঙ্গরাগণ একাদশ সংখ্যায় বিভক্ত ৩৫—
৫১। মেনকা, মেনের কন্যা। এই অঙ্গরাগণ
সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ও মহাযোগশালিনী।
সর্বসমেত অঙ্গরাদিগের চতুর্দশটি পবিত্র গণ
প্রখ্যাত। এই চতুর্দশ গণের মধ্যে গণদ্বয়ের
নাম শোভয়ন্ত ও আহুত। এতদ্ব্যতীত শোভয়ন্ত
গণ ব্রহ্মার মানসী কন্যা; আহুতগণ মনুর সূতা।
এইরূপে অরিষ্টা হইতে বেগবন্ত গণ, উজ্জ্বা
হইতে অগ্নিসম্ভব এবং সূর্য্য হইতে আয়ুশ্চাত্যগণ
অতীব ভাস্বরমূর্তি। সোম হইতে কুরু নামক গণ
উৎপত্তি হয়। এইরূপে যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন গণ

যজ্ঞোৎপন্নঃ শুভা নাম ঋক্সামান্যান্য বহুয়ঃ।
 বারিজা হুম্বতোৎপন্ন্য অমৃতা নামতঃ স্মৃতাঃ।।
 বায়ুৎপন্ন্য সুদা নাম ভূমিজাতা ভবন্তি বৈ।
 বিদ্যুতশ্চ রুচো নাম মৃত্যোঃ কন্যাশ্চ ভৈরবাঃ
 শোভয়ন্ত্যশ্চ কামস্য গণাঃ শ্রোক্তাশ্চতুর্দগ।
 সেম্ভ্রোপেভ্রৈঃ সুরগণৈ রূপাতিশয়নির্মিতাঃ।।
 শুভরূপা মহাভাগ দিব্যা নারী তিলোত্তমা।
 ব্রহ্মণশ্চাগ্নিকুণ্ডাচ্চ বেদনারী প্রভাবতী।
 রূপযৌবনসম্পন্ন্য উৎপন্ন্য লোকবিশ্রুতা।।৫৯
 বেদীতলসমুৎপন্ন্য চতুর্স্বক্ন্ত্য ধীমঃ।
 নান্না বেদবতী নাম সুরনারী মহাপ্রভা। ৬০
 তথা যমস্য দুহিতা রূপযৌবনশালিনী।
 বরহেমনিভা হেমা দেবনারী সুলোচনা। ৬১
 ইত্যেতে বহুসাহস্রং ভাস্বর্য হ্যঙ্গরোগণাঃ।
 দেবতানামৃষীগাঞ্চ পত্ন্যস্তা মাতরশ্চ হ। ৬২
 সুগন্ধাশ্চম্পবর্ণাশ্চ সর্বাশ্চাঙ্গরসঃ সমাঃ।

শুভা নামে, ঋক্ ও সমাজ গণ বহি নামে, বারি
 হইতে উৎপন্ন গণ অমৃতা নামে, বায়ু হইতে
 জাতগণ সুদা নামে, ভূমিজগণ ভবা নামে বিদ্যুৎ
 হইতে জাতগণ রুক্ নামে এবং মৃত্যুজাত কন্যাগণ
 ভৈরবা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শোভয়ন্তী
 নামক অঙ্গরাগণ কামদেবের গণ বলিয়া নির্দিষ্ট।
 ইন্দ্রোপেভ্র প্রমুখ সুরগণ এই সকল অঙ্গরাগণকে
 রূপাতিশায়িনী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন।
 অঙ্গরাগণের মধ্যে সুরনারী তিলোত্তমা
 সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও ভাগ্যবতী; রূপযৌবনবতী
 দেবনারী প্রভাবতী ব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত
 হয়। অঙ্গরা বেদবতী চতুর্স্বকের বেদীতল হইতে
 উৎপত্তিলাভ করে। এই বেদবতী একজন অতীব
 সৌন্দর্য্য শালিনী সুরনারী। যমনন্দিনী
 রূপযৌবনশালিনী হেমানারী দেবনারী বিগুহ
 সুবর্ণ প্রভা সুলোচনা। এইরূপ বহু সহস্র সুন্দরী
 অঙ্গরাগণ দেব ও ঋষিদিগের পত্নী ও মাতা।
 ঐ চম্পকবর্ণা, সুগন্ধশালিনী অঙ্গরাগণ মদিরা

সম্প্রয়োগে তু কাশ্চেন মাদ্যন্তি মদিরাং বিনা।
 তাসামাপ্যায়তে স্পর্শাদানন্দশ্চ বিবর্দ্ধতে।।
 পর্বতে নারদে পূর্বং রেতঃ স্কন্ধং প্রজাপতেঃ।
 পর্বতস্তত্র সন্তুতো নারদশ্চৈব তাবুভৌ।।৭৪
 তয়োযবীয়সী চৈব তৃতীয়ারুন্ধতী স্মৃতা।
 দেবরুয্যো সূর্য্যজন্ম তস্মিন্নারদপর্বতে।।৭৫
 বিনতায়ান্ত পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়শ্চ হ।
 ষট্ ত্রংশত্ব স্বসারশ্চ যবীয়স্যস্ত তঃ স্মৃতাঃ।।৭৬
 গায়ত্রাদীনি ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়াশ্চ পক্ষিণাঃ।
 হব্যবাহানি সর্বাণি দিক্ষু সন্নিহিতানি ত।।৭৭
 কদ্র্ণগসহস্রং বৈ চরাচরমজীজনং।
 অনেকশিরসাং তেবাং খেচরাণাং মহাত্মনাম্।

বহুধা নামধেয়ানাং প্রায়শস্ত নিবোধত।।৭৮
 তেবাং প্রধাননাগাশ্চ শেষবাসুকিতঙ্ককাঃ।
 সকর্ণীরশ্চ জন্তুশ্চ অঞ্জনো বামনস্তথা।
 ঐরাবতমহাপদ্মৌ কদ্বলাশ্চতরাবুভৌ।
 ঐলপত্রশ্চ শঙ্খশ্চ কর্কোটকধনঞ্জয়ো।।৭০

ব্যবহার না করিয়াও কান্তজন সহযোগে মত্ততা
 প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের স্পর্শে প্রিয়জনের
 আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পুরাকালে
 নারদপর্বতে প্রজাপতির রেতঃ স্কন্ধিত হয়।
 তাহাতে পর্বত ও নারদ ঋষি প্রাদুর্ভূত হন।
 প্রজাপতির তৃতীয় সন্তান অরুন্ধতী ইহাদের
 কনিষ্ঠ সহোদরা। বিনতার দুই পুত্র, অরুণ ও
 গরুড়। ইহাদের ষট্ত্রিশং সংখ্যক ভগিনী;
 তাহারা সকলেই ইহাদের কনিষ্ঠা। গায়ত্রী প্রভৃতি
 ছন্দ, সৌপর্ণেয় পক্ষিগণ ও নানাদিক্স্থিত
 হব্যবাহগণ ঐ বিনতা হইতে জাত। ৫২—৬৭।
 কদ্র্ণ,—চরাচর খেচর ও অনেকশিরা সহস্র
 নাগ প্রসব করেন। এই সকল নাগের নাম
 শ্রবণ করুন। ঐ নাগগণের মধ্যে শেষ, বাসুকি
 ও তঙ্ককই প্রধান। অপর নাগগণের নাম—
 সকর্ণীর, জন্তু, অঞ্জন, বামন, ঐরাবত, মহাপদ্ম,
 কদ্বল, অশ্বতর, ঐলপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক,

মহাকর্ণো মহানীলো ধৃতরাষ্ট্রবলাহকৌ।
 কুমারঃ পুষ্পদন্তশ্চ সুমুখো দুর্মুখস্তথা ॥৭১
 শিলীমুখো দধিমুখঃ কালীয়ঃ শালপিণ্ডকঃ।
 বিন্দুপাদঃ পুণ্ডরীকো নাগশ্চাপুরণস্তথা ॥৭২
 কপিলশ্চান্বরীষশ্চ ধৃতপাদশ্চ কচ্ছপঃ।
 প্রহ্লাদঃ পদ্মচিত্তরশ্চ গন্ধৰ্ব্বোহথ মনস্বিকঃ ॥৭৩
 নহষঃ খররোমা চ মণিরিত্যেবমাদয়ঃ।
 কাশ্রবেয়া ময়া খ্যাতাঃ খশায়াস্ত নিবোধত ॥৭৪
 খশা বিজজ্ঞে পুত্রৌ হৌ বিষ্ণুতৌ পুরুষাদকৌ
 জ্যেষ্ঠঃ পশ্চিমসংখ্যায়াং পূর্বস্যং মনুজাস্তথা ॥
 বিলোহিতং বিকর্ণঞ্চ পূর্বা সাজনয়ং সুতম্।
 চতুর্ভুজং চতুষ্পাদং দ্বিমূর্দ্ধানং দ্বিধাগতিম্ ॥৭৬
 সর্বাস্রকেশং স্থলাঙ্গং তুঙ্গনাসং মহোদরম্।
 স্থলশীর্ষং মহাকর্ণং মুঞ্জকেশং মনোরথম্ ॥৭৭
 হস্তোষ্ঠং দীর্ঘজঙঘঞ্চ অশ্বদংষ্ট্রং মহাহনুম্।
 রক্তজিহ্বং জটাক্ষঞ্চ স্থলাস্যং দীর্ঘনাসিকম্ ॥
 ওহ্যকং শিতিকর্ণঞ্চ মহানন্দং মহামুখম্।
 এবংবিধং খশা পুত্রং বিজজ্ঞে সাত্তিভীষণম্ ॥

ধনঞ্জয়, মহাকর্ণ, মহানীল, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুমার, পুষ্পদন্ত, সুমুখ, দুর্মুখ, শিলীমুখ, দধিমুখ, কালীয়, শালপিণ্ডক, বিন্দুপাদ, পুণ্ডরীক, আপুরণ কপিল, অন্বরীষ, ধৃতপাদ, কচ্ছপ, প্রহ্লাদ, পদ্মচিত্রক, গন্ধর্ব্ব, মনস্বী নহষ, খররোমা ও মণি, এই সকল কদুনন্দনের কথা कहিলাম। অতঃপর খশার সন্তানগণের বিবরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। খশার গর্ভে প্রথমতঃ দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। দুই পুত্রই বিখ্যাত পুরুষাদক। তাহাদের নাম—বিলোহিত ও বিকর্ণ। খশার সন্ততিগণের মধ্যে ইহারাই জ্যেষ্ঠ। উহার অপর পুত্রগণের নাম—চতুর্ভুজ, চতুষ্পাদ, দ্বিমূর্দ্ধা, দ্বিধাগতি, সর্বাস্রকেশ, স্থলাঙ্গ, তুঙ্গনাস, মহোদর, স্থলশীর্ষ, মহাকর্ণ, মুঞ্জকেশ, মনোরথ, হস্তোষ্ঠ, দীর্ঘজঙঘ, অশ্বদংষ্ট্র, মহাহনু, রক্তজিহ্ব, দীর্ঘজঙঘ, অশ্বদংষ্ট্র, মহাহনু, রক্তজিহ্ব, জটাক্ষ,

তস্যানুজং দ্বিতীয়স্ত খশা চৈব ব্যজায়ত।
 ত্রিশীর্ষঞ্চ ত্রিপাদঞ্চ ত্রিহস্তং কৃষ্ণলোচনম্ ॥৮০
 উর্দ্ধকেশং হরিচ্ছত্রং শিলাসংহননং দৃঢ়ম্।
 হ্রস্বকায়ং সুবাহুঞ্চ মহাকায়ং মহাবলম্ ॥৮১
 আকর্ণদারিতাস্যঞ্চ সম্ভ্রুং স্থলনাসিকম্।
 স্থলোষ্ঠমষ্টদংষ্ট্রঞ্চ দ্বিজিহ্বং শঙ্কুকর্ণকম্ ॥৮২
 পিঙ্গলোদবৃন্দনয়নং জটিলং পিঙ্গলং তথা।
 মহাকর্ণং মহোরস্কং কটিহীনং কৃশোদরম্।
 নথিনং লোহিতগ্রীবং সা কনিষ্ঠং প্রসূয়তে ॥৮৩
 সদ্যঃ প্রসূতমাত্রৌ তু বিবৃদ্ধৌ চ প্রমাণতঃ।
 উপভোগসমর্থ্যভ্যাং শরীরাত্যমুপস্থিতৌ।
 সদ্যোজাতবিবৃদ্ধাঙ্গৌ মাতরং পর্যভূষতাম্ ॥৮৪
 জ্যায়াম্ভ্রয়োস্ত যঃ ক্রুরো মাতরং
 সোহভ্যকর্ষত।
 অত্রবীন্মাতরায়াহি ভক্ষার্থে ক্ষুধ্যাদিতঃ ॥৮৫
 ন্যষেধয়ং পুনর্হোনং জ্যায়াম্ভ্রয়ং তু কনিষ্ঠকঃ

স্থলাস্য, দীর্ঘনাসিক, শিতিকর্ণ, মহানন্দ ও মহামুখ। খশা, এই সকল অতিভীষণ পুত্র প্রসব করে। ইহাদের অনুজাত আরও অনেক পুত্র খশা হইতে উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম—ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, ত্রিহস্ত, কৃষ্ণলোচন, উর্দ্ধকেশ, হরিচ্ছত্র, শিলাসংহনন, দৃঢ়, হ্রস্বকায়, সুবাহু, মহাকায়, মহাবল, আকর্ণ দারিতাস্য, সম্ভ্রু, স্থলনাসিক, স্থলোষ্ঠ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, পিঙ্গ নোদবৃন্দনয়ন, জটিল, পিঙ্গল, মহাকর্ণ, মহোরস্ক, কটিহীন, কৃশোদর, নথী ও লোহিতগ্রীব। খসার সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় প্রসূত হইবামাত্র যথায় প্রমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়োপভোগসমর্থ হষ্টপুষ্ট শরীর লাভে মাতার অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিল ৮৮—৮৪। ইহাদের জ্যেষ্ঠ, ক্রুর স্বভাববশত স্বীয় মাতাকে আকর্ষণপূর্বক বলিল, হে মাতা! এস, আমি ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িত হইয়াছি; তোমাকে ভক্ষণ করিব। কনিষ্ঠ তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠকে নিষেধ করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, হে অগ্রজ! ইনি আমাদের মাতা, ইহাকে রক্ষা কর,

অত্রবীং সৌম্যকৃষ্ণং বৈ রক্ষমাং মাতরং
খশাম্।

বাহুভ্যাং পরিগৃহ্যেণং মাতরং তাং ব্যমোচয়ৎ
এতন্মিত্রেব কালে তু প্রাদুর্ভূতস্তয়োঃ পিতা।
তৌ দৃষ্ট্বা বিকৃতাচারৌ বসতাং হীত্যভাষত ॥
তৌ তু তং পিতরং দৃষ্ট্বা বলবন্তৌ হুরাষিতৌ
মাতুরেব পুনশ্চাক্ষে প্রলপেতাং স্বমায়য়া ॥৮৮
অথাত্রবীদৃষিভার্যামাবাত্যামুক্তবত্যসি।
পূর্ব্বমাচক্ষ তত্বেন তথৈবাত্যাং ব্যতিক্রমম্ ॥৮৯
মাতুলং ভজতে পুত্রঃ পিতৃন্ ভজতি কন্যাকা
যথাশীলা ভবেন্নাতা তথাশীলো ভবেৎ সুভঃ
যদ্বর্ণা তু ভবেদুমিস্তদ্বর্ণং সলিলং ধ্রুবম্।
মাতৃণাং শীলদোষেণ তথা শীলগুণৈঃ পুনঃ।
বিভিন্নাস্ত প্রজাঃ সর্ব্বান্তথা খ্যাতিবশেন চ ॥
বলশীলাদিভিত্তাসামদিতির্ধর্ম্মতৎপরা।
গন্ধশীলা দিতিশ্চৈব প্রবাধ্যয়নশালিনী।

ভক্ষণ করিও না। এই বলিয়া অগ্রজকে উভয়হস্তে
অপসারিত করিয়া মাতাকে মুক্ত করিল। এখন
সময়ে তাহাদের পিতা কশ্যপ তথায় প্রাদুর্ভূত
হইলেন এবং পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,—রে দুরাচার
পুত্রদ্বয়! স্থির হইয়া থাক। তখন সেই বলবান্
ভ্রাতৃদ্বয় পিতাকে তিরস্কার করিতে দেখিয়া অতি
হুরাসহকারে পুনরায় মাতারই অঙ্কে প্রবিষ্ট হইল।
অনন্তর ঋষি ভার্য্যাকে বলিলেন,—তোমার
পুত্রদ্বয় প্রথমে কিরূপ দুর্ব্যবহার বা কিরূপে
উক্তি করিয়াছে এবং তুমি তাহার কিরূপ উত্তর
দিয়াছ, তাহা যথাযথ আমার নিকট ব্যক্ত কর।
জানিও—পুত্র, মাতুলের এবং কন্যা পিতার
তাবৎ গুণ প্রাপ্ত হয়। মাতা যেরূপ শষ্টলসম্পন্ন
হন, পুত্রও তদ্রূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
দেখ—ভূমির যেমন রূপ, সলিলেও সেই প্রকার
রূপ হয়। জননীর স্বভাবদোষে বা স্বভাবগুণে
বিভিন্ন প্রকার সন্তান জন্মিয়া থাকে। যেমন
অদিতি বলশীলাদি দ্বারা ধর্ম্মতৎপরা, দিতি

ধর্ম্মশীলাদিভিত্তৈশ্চৈব প্রবোধবলশালিনী ॥৯২
গীতাশীলা তথাগ্নিষ্টা মায়াশীলা দনুঃ স্মৃতা।
বিনতা তু পুনর্দেবী বৈহায়সগতিপ্রিয়া ॥৯৩
তপোময়েন শীলেন সুরভিঃ সমলঙ্কৃতা।
ক্রোধশীলা তথা কদ্রুঃ ক্রোধনাসুখশীলকা ॥
দনায়ুষায়াঃ শীলং বৈ বৈরানুগ্রহলক্ষণম্।
ত্বঞ্চ দেবি মহাভাগে ক্রোধশীলা মতাসি মে
ইত্যেতানি স্বশীলানি স্বভাবালোকনামৃণাম্।
কর্ম্মতো যত্নতো বুদ্ধ্যা রূপতো বলতন্তথা।
ক্ষমতাশ্চৈব ভিন্নানি ভাবিতার্থবলেন চ ॥৯৬
রজঃসন্ততমোবৃষ্টের্বিশ্বরূপাঃ স্বভাবতঃ।
মাতুলং ত্বনুযাতাস্তে পুত্রকা গুণবৃন্তিভিঃ ॥৯৭
ইত্যেবমুক্তা ভগবান্ খশাম প্রতিমাং তদা।
পুত্রাবাহুয় সাম্না বৈ চক্রে সোমমভীতয়ঃ ॥৯৮
তাভ্যাঞ্চ যৎকৃতং তস্যাস্তদাচষ্ট তদা খশা।
মাত্রা যথা সমাখ্যাতং কর্ম্ম তাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্
তেন ধাত্ত্বর্থযোগেন তত্ত্বদর্শী চকার হ ॥৯৯
যক্ষ ইত্যেব ধাতুর্বে খাদনে কৃষণে চ সঃ।

ধর্ম্মশীলাদিদ্বারা প্রবোধ-বলশালিনী, অগ্নিষ্টা
গীতাশীলা, দনু মায়াশীলা, বিনতা বৈহায়স
গতিপ্রিয়া, সুরভি তপোময় স্বভাব দ্বারা
সমলঙ্কৃতা, কদ্রু ক্রোধশীলা এবং দনায়ুষঅ
বৈরানুগ্রহস্বভাবা। হে দেবি! মহাভাগে! আমার
মতে তুমিও তেমনি ক্রোধশীলা। এইরূপ বিভিন্ন
স্বভাবের দৃষ্টান্তে বুঝা যায়,—সকল লোকেরই
স্বভাব চরিত্র—কর্ম্ম, যত্ন, বল, বুদ্ধি, রূপ এবং
ক্ষমাগুণে ও ভবিতব্যতাবশে পরস্পর ভিন্ন
ভিন্ন প্রকার হয়। ৮৫—৯৬। সন্ত, রজঃ ও
তমোগুণের বৃত্তিবশে এ বিশ্বের বৈলক্ষণ্য
স্বভাবত এইরূপই হইয়া থাকে। সন্তানগণ
গুণবৃত্তিদ্বারা মাতুলেরই অনুকরণ করে। ভগবান্
কশ্যপ ভার্য্যা খশাকে এই ব্যথা कहিয়া তখন
পুত্রদ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক সাম্ন্যাকো উপদেশ
প্রদান করিলে খশা পৃথক্ পৃথক্ পুত্রচেষ্টিত
বর্ণন করিল। তখন তত্ত্বদর্শী কশ্যপ
ধাত্ত্বর্থযোগে তাহাদের জাতি নির্দেশ করিলেন।

যক্ষবস্তুস্তবান্ যক্ষাস্তস্মাদ্যক্ষো ভবত্যয়ম্ ॥
 রক্ষ ইত্যেব ধাতুর্যঃ পালনে স বিভাব্যতে ।
 উক্তবাংশৈচ যক্ষাস্তু রক্ষ মে মাতরং খশাম্ ॥
 নাম্নায়ং রাক্ষসস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি তবাস্বজঃ ॥
 স তদা তদ্বিধান্ দৃষ্টা বিজ্ঞায় তু তয়োঃ পিতা
 তথা ভাবিনমর্থঞ্চ বুদ্ধ্যামাতৃকৃতং তয়োঃ ॥১০২
 ভাবুভৌ ক্ষুধিতৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ পরিমৃগ্য চ ।
 তয়োঃ প্রাদিশদাহারং প্রজাপতিরস্বয়সে ॥১০৩
 পিতা তৌ ক্ষুধিতৌ দৃষ্ট্বা বরং চেমং তয়োর্দদৌ
 যুবয়োহঁস্তসংস্পর্শো নক্তমেব তু সর্বশঃ ॥১০৪
 নক্তাহাররিবারৌ-চ-দিবাস্বপ্নোপভোগিনৌ ।
 নক্তৈষেব বলীয়াংসৌ দিবাস্বপ্নাবুভৌ যুবাম্ ॥
 মাতরং রক্ষতৈষেব ধর্মশ্চৈবানুশিষ্যতাম্ ।
 ইত্যুক্ষা কশ্যপঃ পুত্রৌ তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥
 গতে পিতরি তৌ বীরৌ নিসর্গাদেব দারুণৌ
 বিপর্যয়েণ বর্তন্তৌ কিস্তক্ষৌ প্রাণহিংসকৌ ॥

যক্ষ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ ও কর্ষণ করা, অতএব
 জ্যেষ্ঠ পুত্র যক্ষণ অর্থাৎ ভক্ষণ করিতে
 চাহিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল যক্ষ । আর
 রক্ষ ধাতুর অর্থ পালন; তোমার কনিষ্ঠ পুত্র,
 'মাতরং রক্ষ' অর্থাৎ মাতাকে রক্ষা কর, ভক্ষণ
 করিও না, এইরূপ বলিয়াছিল বলিয়া তাহার
 নাম হইল রক্ষঃ । পরে পিতা প্রজাপতি সন্তানদ্বয়ের
 মাতার প্রতি ব্যবহার অরগত হইয়া এবং
 তাহাদিগকে ক্ষুধিত দেখিয়া তাহাদের আহার্য্য
 নির্দেশ করিলেন,—অসৃক্ ও বসা এবং
 তাহাদিগকে এইরূপ বর দিলেন যে, রাত্রিকালে
 নিখিল বস্তুই তোমাদের হস্তসংস্পৃষ্ট হইবে,
 তোমরা রাত্রিকালে আহার বিহার করিবে,
 দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে এবং রাত্রিকালেই আহার
 বিহার করিবে, দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে এবং
 রাত্রিকালেই তোমাদের বলবৃদ্ধি হইবে । তোমরা
 তোমাদের মাতাকে রক্ষা কর এবং মদুপদিষ্ট
 ধর্ম প্রতিপালন কর । কশ্যপ স্বীয় পুত্রদ্বয়কে এই
 কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ।
 তাহাদের পিতা চলিয়া গেলে, স্বভাবদারুণ

মহাবলৌ মহাসন্তৌ মহাকায়ৌ দুরাসদৌ ।
 মায়াবিনৌ চ দৃশ্যৌ তবিস্তর্কানগতাবুভৌ ॥
 তৌ কামরূপিনৌ ঘোরৌ বিকৃতিস্তৌ স্ববাবতঃ
 রূপানুরূপৈরাহারৈঃ প্রতবেতামুভৌবপি ॥১০৮
 দেবাসুরানুষঙ্গৈশ্চৈব গন্ধর্বান্ কিম্ময়ানপি ।
 পিশাচাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পন্নগান্ পক্ষিণঃ পশূন্ ॥
 ভক্ষার্থমপি লিঙ্গন্তৌ সর্বতন্তৌ নিশাচরৌ ।
 ইন্দ্রেণ তু বরৌ চৈব ধৃতৌ দত্তা ভবধ্যতাম্ ॥
 যক্ষস্ত ন কদাচিৎ নিশীথে হ্যেককচ্চিরম্ ।
 আহারং স পরীক্ষন্ বৈ শব্দেনানুচ্চার হ ॥
 আসসাদ পিশাচৌ দ্বৌ জনুচণ্ডৌ চ তাবুভৌ
 পিঙ্গাক্ষাবুর্ধরোমানৌ বৃন্তাক্ষৌ তু সুদারুণৌ
 অসৃগাংসবসাহারৌ পুরুষাদৌ মহাবলৌ ।
 কন্যাভ্যাং সতিতৌ তৌ তু তাভ্যাং প্রিয়-

চিকীর্ষয়া ॥১১৪

দে কন্যে কামরূপিণ্যৌ তদাচারে চ তে শুভে
 আহরার্থমটন্তৌ তৌ কন্যাভ্যাং সহিতাবুভৌ
 তেহপশ্যান্ রাক্ষসং তত্র কামরূপং মহাবলম্ ।

কুৎসিতাহারী, প্রাণিহিংসক, মহাবল, মহাসন্ত,
 মহাকায়, দুরাসদ, মায়াবী, কখন দৃশ্য, কখন
 অদৃশ্য, কামরূপী বিকারপ্রাপ্ত ও ভয়ানক সেই
 ভ্রাতৃদ্বয় বিপরীতাচরণপূর্বক যথেষ্ট হিংসা ও
 বিহার করত দেব, অসুর, ঋষি, গন্ধর্ব, কিম্বর,
 পিশাচ, মনুষ্য, পন্নগ, পশু ও পক্ষী সকল
 বিনষ্ট করিতে লাগিল । ইন্দ্র তাহাদের নিকট
 হইতে অবধ্যত্ব বরলাভ করেন ১০৭—১১০ ।
 যক্ষ তখন নিশীথে একাকী আহার অন্বেষণের
 নিমিত্ত চীৎকার করিয়া বহু সময় বেড়াইত না ।
 সে একদা বিচরণ করিতে করিতে দুই জন
 প্রচণ্ডভাব পিঙ্গাক্ষ, উর্ধ্বরোমা, বৃন্তাক্ষ, সুদারুণ,
 অসৃক্-মাংস-বশাহারী, পুরুষাদ মহাবল
 পিশাচকে আহারার্থ স্বীয় কন্যাদ্বয়ের সহিত
 বিচরণ করিতে দেখিল । ঐ কামরূপিনী,
 কামচারিণী কন্যাদ্বয়ের সহিত ঐ পিশাচদ্বয়ও
 উক্ত কামরূপ মহাবল রাক্ষসকে সহসা সমীপে
 অবলোকন করিল । পরস্পর দেখা-দেখি হইলে

সহসা অগ্নিপাতে তু দৃষ্ট্বা চৈব পরস্পরম্ ॥১১৬
রক্ষমাণৌ ততোহন্যোদ্যং পরস্পরজিঘৃক্ষবঃ।
পিতারাবৃচতুঃ কন্যে যুবামানয়তং দ্রুতম্ ॥১১৭
জীবগ্রাহং বিগৃহ্যেনং বিস্মুরন্তুং পদে পদে।
ততঃ সমভিসূতৌনং কন্যে জগৃহতুস্তদা।
গৃহীত্বা হস্তয়োস্তাত্ম্যমানীতে পিতৃসংসদি ॥
তাভ্যাং করে গৃহীতং তং পিশাচাবধ রাক্ষসম্
পৃচ্ছতাং কোহসি কস্য ত্বং স চ সর্বমভাষত।
তস্য কর্ম্মভিবিজ্ঞাতং জ্ঞাত্বা তৌ রাক্ষসর্ষভৌ
অজঃ খণ্ডং তস্মৈতে প্রত্যপাদয়তাং সুতে ॥
তৌ তুষ্টৌ কর্ম্মণা তস্য কন্যে দ্বৈ দদতুস্ত তে
পৈশাচেন বিবাহেন সুদত্যা বুদ্ধবাহনঃ।
অজঃ খণ্ডশ্চ তাভ্যাং ত্রৈ তদাশ্রাবয়তাং ধনম্
ইয়ং ব্রহ্মধনা নাম মম কন্যা হ্যলোমিকা।
ব্রহ্মসত্ত্বধনাহারা ইতি খণ্ডোহভ্যভাষত ॥১২৩
ইয়ং জন্তুধনা নাম কন্যা সর্বাসুন্দরী।
জন্তুবোহস্যা ধনহারাস্তাবিশ্রাবয়তাং ধনম্ ॥
সর্বাসুকেশী নাম্না চ কন্যে জন্তুধনা তথা।

সেই সুরক্ষিত ও জিঘৃক্ষু পিশাচদ্বয় স্বীয়
কন্যাদ্বয়কে বলিল,—তোমরা উভয়ে শীঘ্র ঐ
শ্মুর্জিযুক্ত রাক্ষসকে জীবনে গ্রহণ করায় ন্যায়
ধরিয়া লইয়া আইস; পিতৃদ্বয় এই কথা বলিলে,
কন্যাদ্বয় তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে
ধরিল এবং অবিলম্বে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত
করিল। তখন পিশাচদ্বয় রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা
করিল,—তুইকে? কাহার পুত্র? ঐ ধৃত রাক্ষস
আদ্যোপান্ত স্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিলে তাহারা তাহার
সন্তোষজনক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব কন্যাদ্বয়কে
তাহার হস্তে পত্নীত্বে অর্পণ করিল। এইরূপে
পৈশাচ বিধানে কন্যাদ্বয়ের বৈবাহিক কার্য্য
সম্পন্ন হইলে সেই অজ ও খণ্ড নামক পিশাচ
দ্বয়ের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ অজ পিশাচ গুণানুরূপ
নাম কীর্তন করিয়া স্বীয় কন্যায় পরিচয় দিবার
নিমিত্ত বলিল,—এই যে আমার সর্বাসুন্দরী
কন্যা, ইহার নাম ব্রহ্মধনা; এই কন্যা লোমশূন্যা,

অকর্ণান্তাপ্যরোমা চ কন্যা ব্রহ্মধনা তু যা ॥
ব্রহ্মধনং প্রসূতা সা তত্বলাঞ্চৈব কন্যাকা।
এবং পিশাচকন্যে তে মিথুনে দ্বৈ প্রসূয়তাম্।
ভয়োঃ প্রজাবিসর্গকঃ ক্রবতো মে নিবোধত ॥
হেতুপ্রহেতুরুগ্রশ্চ পৌরুষেয়ো বধস্তথা।
বিস্মৃজিষ্টৈব বাতশ্চ আপো ব্যাঘ্রস্তথৈব চ ॥
সর্পশ্চ রাক্ষসা হ্যেতে যাতুধানাশ্রজা দশ।
সূর্য্যমানুচরা হ্যেতে সহ তেন ভ্রমন্তি চ ॥
হেতুপুত্রস্তথা লঙ্কুর্কোদ্ধাবৈব চাত্মজৌ।
মাল্যবান্শ্চ সুমালী চ প্রহেতুতনয়ান্ শৃণু।
প্রহেতুতনয়ঃ শ্রীমান্ পুলোমা নামবিশ্রুতঃ ॥
বধপুত্রো দুরাচারৌ বিঘ্নশ্চ শমনশ্চ হ।
বিদ্যুৎপুত্রো দুরাচারো রুমণো নাম রাক্ষসঃ ॥
শ্মুর্জপুত্রো নিকুন্তশ্চ কুরো বৈ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।

এবং ব্রহ্মগণের সন্তুধন আহারে নিরতা।
অনন্তর খণ্ড কহিল—এই যে দ্বিতীয়া কন্যা;
এ কন্যা আমার সর্বাসুন্দরী। ইহার নাম
জন্তুধনা, জন্তু সকলই ইহার ধন ও খাদ্যরূপে
নির্দিষ্ট। জন্তুধনার সর্বাসু লোম, এবং
ব্রহ্মধনার কর্ণ পর্য্যন্ত কোন স্থানেই লোম নাই।
ঐ ব্রহ্মধনা ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও তত্বলা নাম্নী
কন্যা প্রসব করে। এক্ষণে লোম নাই। ঐ ব্রহ্মধনা
ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও তত্বলা নাম্নী কন্যা প্রসব
করে। এক্ষণে ঐ পিশাচ মিথুনদ্বয়ের প্রজাসৃষ্টি
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১১-১২৬।
হেতু, প্রহেতু উগ্র, পৌরুষেয়, বধ, বিস্মৃজ্জ,
বাত, অপ, ব্যাঘ্র ও সর্প, ইহারা যাতুধানাশ্রজ
রাক্ষস। এই রাক্ষসেরা সকলেই সূর্য্যানুচর এবং
সর্বদা সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকে।
উহাদের মধ্যে হেতুর পুত্র লঙ্কু; লঙ্কুর দুই
পুত্র—মাল্যবান্ ও সুমালী। প্রহেতু-পুত্রগণের
নাম শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ পুলোমা
প্রহেতুতনয়। বধের দুই পুত্র—বিঘ্ন ও শমন।
উভয়েই দুরাচার। বিদ্যুতের পুত্র দুরাচার রুমণ।
শ্মুর্জপুত্র নিকুন্ত। এই নিকুন্ত কুর এবং ব্রহ্ম

বাতপুত্রৌ বিরাগস্ত্র আপনুত্রস্ত জম্বুকঃ ॥১৩০
 ব্যাঘ্রপুত্রৌ নিরানন্দৌ জন্তুনাং বিষকারকঃ।
 ইত্যেতে বৈ পরাক্রান্তা ক্রুরাঃ সর্বৈ তু
 রাক্ষসাঃ ॥

কীর্তিতা যাতুধানাস্ত ব্রহ্মধানান্নিবোধত।
 যজ্ঞঃ পিতা মুনিঃ ক্ষেমো ব্রহ্মা পাপোহথ যজ্ঞহা
 স্বাকোটকঃ কলিঃ সর্পো ব্রহ্মধানাস্ত্রাজা দশ।
 স্বসারো ব্রহ্মরাক্ষস্যস্তেবাং চেমাঃ সুদারুণাঃ
 রক্তকর্ণা মহাজিহ্বাক্ষয়া চৈবোপহারিণী।
 এতেষামন্থয়ে জ্ঞাতাঃ পৃথিব্যাং ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥
 শ্লেষ্মাতকতরুশ্বেতে প্রায়শস্ত কৃতালয়াঃ।
 ইত্যেতে রাক্ষসাঃ ক্রান্তা যক্ষস্যাপি নিবোধত
 চকমেহঙ্গরসং যক্ষঃ পঞ্চস্থলাং ক্রতুস্থলীম্।
 তাং লিপুশ্চিহ্নয়ানশ্চ নন্দনং স চচার হ ॥১৩৬
 বৈভ্রাজং সুরভিধৈব তথা চৈত্ররথঞ্চ যৎ।
 দৃষ্টবানন্দনে তস্মিন্নঙ্গরোভিঃ সহাসতীম্ ॥

রাক্ষস বাতপুত্র বিরাগ ও আপের পুত্র জম্বুক।
 ব্যাঘ্রের পুত্র নিকুন্ত। এই নিকুন্ত জন্তুগণের
 বিষকারক। ইহারা সকলেই ক্রুরপ্রকৃতি পরাক্রান্ত
 রাক্ষস। যাতুধানদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন।
 যজ্ঞ, পিতা, মুনি, ক্ষেম, ব্রহ্মা, পাপ, যজ্ঞহা,
 স্বাকোটক, কলি ও সর্প, এই দশ জন ব্রহ্মধানার
 গর্ভজাত। সুদারুণ ব্রহ্মরাক্ষসীগণ ইহাদের
 ভগিনী। তাহাদের নাম—রক্তকর্ণা, মহাজিহ্বা,
 অক্ষয়া ও উপহারিণী। পৃথ্বীস্থ দারুণ
 ব্রহ্মরাক্ষসগণ প্রায়শঃ শ্লেষ্মাতক বৃক্ষেই বাস
 করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই পরাক্রান্ত রাক্ষস।
 অনন্তর যক্ষনন্দনগণের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন। যক্ষ, ক্রতুস্থলী নাম্নী অঙ্গরাকে কামনা
 করে, এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্য অগ্রে
 নন্দনবনে এবং পরে তথা হইতে ক্রমে সুরম্য
 বৈভ্রাজ বনে ও চৈত্ররথে বিচরণ করিতে থাকে।
 অনন্তর সে পুনর্ব্বার নন্দনে আসিয়া দেখিল—

নোপায়ং বিন্দতে তত্র তস্যা লাভায় চিন্তয়ন।
 দুষিতাঃ শ্বেন রূপেণ কৰ্ম্মণা তেন দুষিতা ॥১৩৮
 মমোদ্বিজন্তে ভূতানি ভয়াবৃন্তস্য সর্ব্বশঃ।
 তৎকথং নাম চাক্ষুঙ্গীং প্রাপুয়ামহমঙ্গনাম্ ॥১৩৯
 দুষ্টেবাপায়ং ততঃ সোহথ শীঘ্রকারী ব্যবর্ত্তত।
 কৃত্বা রূপং বসুরুচৈর্গন্ধর্ব্বস্য তু গুহ্যকঃ।
 ততঃ সোহঙ্গরসাং মধ্যে তাং জগ্নহ
 ক্রতুস্থলীম্ ॥১৪০
 বুদ্ধ্বা বসুরুচিং তং সা ভাবেনৈবাভ্যবর্ত্তত।
 সংবৃতঃ স তয়া সাক্ষং দৃশ্যমানোহঙ্গরোগণৈঃ
 তত্র সংসিদ্ধকরণঃ সদ্যোজাতঃ সুতোহস্য বৈ
 পরিণাহোচ্ছু যৈর্যক্ষঃ সদ্যো বৃদ্ধো জ্বলন্ শ্রিয়া
 রাজাহমিতি নাভির্হি পিতরং সোহভ্যভাষত।

সেই অসতী অঙ্গরা অন্যান্য অঙ্গরাদিগের সহিত
 ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু যক্ষ তাহাকে লাভ
 করিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে না পারিয়া
 চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি স্বীয় রূপে এবং
 রূপানুযায়ী কৰ্ম্ম দ্বারা দুষিত। আমি হইতে
 ভূতবৃন্দ উদ্বেজিত হয় এবং সর্ব্বথা ভীত হইয়া
 পড়ে; অতএব কি প্রকারে আমি এই চাক্ষুঙ্গী
 অঙ্গরাকে লাভ করিতে পারি; এই প্রকার চিন্তার
 পর ঐ যক্ষ সত্ত্বর এক উপায় স্থির করিল এবং
 বসুরুচি-নামক গন্ধর্ব্বের রূপ ধারণ করিয়া
 সেই অঙ্গরা দিগের মধ্যগতা ক্রতুস্থলীকে গিয়া
 ধরিয়া বসিল ॥১২৭—১৪০। এদিকে ক্রতুস্থলী
 ও স্বীয় প্রণয়ী বসুরুচিকে মনে করিয়া ভাবাবেশে
 তাহার সহিত মিলিত হইল। প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি যক্ষ
 সে কালে অঙ্গরাগণের সাক্ষাতেই চাক্ষুঙ্গী
 ক্রতুস্থলীর সহিত সঙ্গত হইল। ঐ মিলনের
 ফলে সদ্য সদ্যই একটি পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র
 যেমন দীর্ঘ, তেমনিই বিশাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও
 সমর্থ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ
 পরিণতবয়স্কের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল
 এবং ঐ সদ্যঃপ্রসূত পুত্র স্বীয় পিতাকে বলিল,—

তবাত্র জ্ঞাতে ন ভীতিঃ পিতা তং প্রত্যবাচ হ
মাত্রানুরূপো রূপেণ পিতৃবীর্যেণ জায়তে।
জ্ঞাতে স তস্মিন্ হর্ষণে স্বরূপং প্রত্যপদ্যত ॥
স্বভাবং প্রতিপদ্যন্তে বৃহন্তো যক্ষরাক্ষসঃ।
প্রিয়মাণাঃ প্রসুপ্তাশ্চ ক্রুদ্ধা ভীতাঃ প্রহর্ষিতাঃ
ততোহব্রবীদঙ্গরসং শ্রয়মানঃ স গুহ্যকঃ।
গৃহং মে গচ্ছ সুশ্রোণি সপুত্রা বরবর্গিনী ॥১৪৬
ইত্যুক্তা সহসা তঞ্চ দৃষ্ট্বা স্বং রূপমাহ্বিতম্।
বিভ্রাষ্টাঃ প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ ক্রোধমানাঙ্গরো-

গণাঃ ॥১৪৭

যচ্ছতীরস্বগচ্ছদ্যা পুত্রস্তাং সাত্ত্বয়ন গিরা।
গন্ধর্বাঙ্গরসাং মধ্যে তাং নীত্বা স ন্যবর্জত ॥
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা সমুৎপত্তিঃ যক্ষস্যঙ্গরসাং গণাঃ
যক্ষাণাং ত্বং জনিত্রীতি প্রোচুস্তাং বৈ
ক্রতুস্থলীয়ম্ ॥১৪৯

পিতঃ। আমি রাজা, আমার নাম নাভি। অতঃপর
পিতা যক্ষ বলিল,—এরূপ উৎপত্তিলাভে তোমার
ভয়ের কারণ কিছুই নাই। নাভি রূপে মাতার
অনুরূপ এবং বীর্যে পিতার ন্যায় হইয়াছিল।
ইহাতে হ্রষ্ট হইয়া যক্ষ আত্মাদে স্বীয়রূপ ধারণ
করিল; বস্ত্রতঃ বৃহৎ বৃহৎ যক্ষ রাক্ষসেরা মৃতকল্প,
প্রসুপ্ত, ক্রুদ্ধ, ভীত, ও প্রহর্ষিত অবস্থায় স্বীয়
স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর নিজ স্বভাব
প্রাপ্ত হইয়া যক্ষ সহস্রা আস্যে অঙ্গরাকে
বলিল,—অয়ি সুশ্রোণি, বরবর্গিনী। চল, স্বীয়
পুত্রের সহিত এক্ষণে আমার গৃহে চল। যক্ষ এই
কথা কহিলে সহসা তাহার রূপপরিবর্তন দর্শনে
তত্রত্য অঙ্গরাগণ ক্রোধে ভয়ে বিহ্বল হইয়া
পলায়ন করিল। ক্রতুস্থলীও তাহাদের অনুসরণ
করিতেছিল; এই অবস্থায় তদীয় সদ্যঃপ্রসূত পুত্র
তাহাকে সাত্ত্বনা করিল এবং তাহাকে
অঙ্গরাদিগের সমাজে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বয়ং
প্রত্যাবৃত্ত হইল। অঙ্গরোগণ তখন অপসম্বন্ধের
ফলে ঐরূপ উৎপত্তি দেখিয়া ক্রতুস্থলীকে বলিল,

জগাম সহ পুত্রেণ ততো যক্ষঃ স্বমালয়ম্।
ন্যাগ্রোধরোহিণং নাম গুহ্যকা যত্র শেরতে।
তস্মিন্নিবাসো যক্ষাণাং ন্যাগ্রোধঃ সর্বতঃ প্রিয়ঃ
যক্ষো রজতনাভস্ত গুহ্যকানাং পিতামহঃ।
অনুহাদস্য দৈত্যস্য ভদ্রামর্তিবরাং সুতাম্।
উপযেমে স ভদ্রায়াং যস্যোং মণিবরো বশী ॥
জজ্ঞে সা মণিভদ্রঞ্চ শত্রুতুল্যপরাক্রমম্।
তয়োঃ পত্ন্যৌ ভগিন্যৌ তু ক্রতুস্থল্যাশ্বজ্ঞে
শুভে ॥১৫২

নান্না পুণ্যজনী চৈব তথা দেবজনী চ যা।
বিজজ্ঞে মণিভদ্রাসু পুত্রান্ পুণ্যজনী শুভান্ ॥
সিদ্ধার্থং সূর্য্যতেজ্ঞঞ্চ সুমন্তং নন্দনং তথা।
কন্যকং যাবিক্ষেৎস্ব মণিদন্তং বসুং তথা ॥১৫৪
সর্বানুভূতং শঙ্খঞ্চ পিঙ্গাঞ্চ ভীরুমেব চ।
তথা মন্দরশোভিঞ্চ পদ্মং চন্দ্রপ্রভং তথা ॥
মেঘপূর্ণং সুভদ্রঞ্চ প্রদ্যোতঞ্চ মহৌজসম্।
দ্যুতিমৎকেতুমন্তৌ চ মিত্রং মৌলিসুদর্শনৌ।
চত্বরো বিংশতিশ্চৈব পুত্রাঃ পুণ্যজনাঃ শুভাঃ

তুমি যক্ষদিগের জনয়িত্রী হইলে। অতঃপর
যক্ষ স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত
হইল। যক্ষ যথায় প্রত্যাগমন করিল, ঐ স্থানে
গুহ্যকগণ ন্যাগ্রোধ-বৃক্ষে বাস করিতেছিল।
বস্ত্রতঃ ন্যাগ্রোধ বৃক্ষই যক্ষগণের বাসস্থল। ঐ
বৃক্ষই উহাদের অত্যন্ত প্রিয়। যক্ষ রজতনাভ
গুহ্যকদিগের পিতামহ। এই রজতনাভি অনুহাদ
দৈত্যের ভদ্রা নামী সূতাকে বিবাহ করে। ঐ
ভদ্রার গর্ভে জিতেন্দ্রিয় মণিবরের জন্ম
হয় ॥১৪১—১৫১। ভদ্রার অপর পুত্রের নাম
মণিভদ্র। এই পুত্র ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত। পুণ্যজনী
ও দেবজনী ভদ্রাপুত্রদ্বয়ের পত্নী। পুণ্যজনী
মণিভদ্র হইতে কতিপয় পুত্র উৎপাদন করে।
নাম—সিদ্ধার্থ, সূর্য্যতেজ, সুমন্ত, নন্দন, কন্যক,
যবিক, মণিদন্ত, বসু, সর্বানুভূত, শঙ্খ, পিঙ্গ
াঞ্চ, ভীরু, মন্দরশোভি, পদ্ম, চন্দ্রপ্রভ, মেঘপূর্ণ,

জজিরে মণিভদ্রস্য তে সর্বৈ পুণ্যলক্ষণাঃ।

তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যক্ষাঃ পুণ্যজনাঃ।

শুভাঃ ॥১৫৭

বিজ্ঞে দেবজননী পুত্রান মণিবরাস্বজাৎ।

পূর্ণভদ্রং হেমরথং মণিমল্লদিবর্জুনৌ ॥১৫৮

কুন্তধুরুং পিশঙ্গাভং স্থূলকর্ণং মহাজয়ম্।

শ্বেতঞ্চ বিপুলশ্চৈব পুষ্পবন্তং ভয়াবহম্ ॥১৫৯

পদ্মবর্ণং সুনৈত্রঞ্চ যক্ষং বালং বকং তথা।

কুমুদং ক্ষেমকং চৈব বর্জমানং তথা দমম্ ॥১৬০

পদ্মনাভং বরাস্কঞ্চ সুবীরং বিজয়ং কৃতিম্।

পূর্ণমাসং হিরণ্যাক্ষং সুরূপং চৈবমাদয়ঃ ॥১৬১

পুত্রা মণিবরস্যেতে যক্ষা বৈ শুভাকাঃ স্মৃতাঃ।

সুরূপাশ্চ বিরূপাশ্চ অশ্বিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥১৬২

তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ

খশঅয়াস্বপরে পুত্রা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।

তেষাং যথা প্রধানান বৈ বর্ণ্যমানান্মিবোধত ॥

লালাবিঃ কুখনো ভীমঃ সুমালী মধুরেব চ।

বিশ্বজিহ্বিতো বিদ্যজিহ্বো মাতঙ্গো ধুমিতস্তথা

চন্দ্রার্কঃ সুকরো বৃদ্ধঃ কপিলোমঃ প্রহাসকঃ।

ক্রীড়ঃ পরশুনাভশ্চ চক্রাক্ষশ্চ নিশাচরঃ ॥১৬৬

সুভদ্র, প্রদ্যোত, মহৌজস, দ্যুতিমৎ, কেতুমৎ, মিত্র, মৌলি ও সুদর্শন, এই চতুর্বিংশতি জন মণিভদ্রের সন্তান। ইহারা সকলেই পুণ্যলক্ষণ এবং ইহাদের পুত্র পৌত্র যক্ষগণ সকলেই পুণ্যাত্মা। দেবজননী, মণিবর ইহঁতে কতিপয় সন্তান প্রসব করিয়াছিল; নাম—পূর্ণ ভদ্র, হেমরথ, মণিমৎ, নন্দিবর্জুন, কুন্তধুরু, পিশঙ্গাভ, স্থূলকর্ণ, মহাজয়, শ্বেত, বিপুল, পুষ্পবান, ভয়াবহ, ক্ষেমক, বর্জমান, দম, পদ্মনাথ, বরাস্ক, সুবীর, বিজয়, কৃতি, পূর্ণমাস, হিরণ্যাক্ষ, ও সুরূপ। ইহারা মণিবরের পুত্র; সকলেই সুরূপ, অশ্বী, প্রিয়দর্শন। ইহাদের পুত্র পৌত্র শত সহস্র। খশার অপরাপর পুত্রগণ সকলেই কামরূপী। প্রধানতঃ ইহাদের নাম শ্রবণ করুন। লালাবি, কুখন, ভীম, সুমালী, মধু, বিশ্বজিহ্বিত, বিদ্যজিহ্ব, মাতঙ্গ,

ত্রিশিরাঃ শতদংষ্ট্রশ্চ তুণ্ডকেশশ্চ রাক্ষসঃ।

যক্ষশ্চাকম্পনশ্চৈব দুর্মুখশ্চ শিলীমুখঃ ॥১৬৭

ইত্যেতে রাক্ষসবরা বিক্রান্তা গণরূপিণঃ।

সর্বলোকচরাস্তে তু ত্রিদশানাং সমক্রমাঃ।

সপ্ত চান্যা দুহিতরস্তাঃ শৃণুধ্বং যথাক্রমম্।

তাসাঞ্চ যঃ প্রজাসর্গো যেন চোৎপাদিতা গণাঃ

অলিন্মা উৎকচা কৃষ্ণা নিখতা কপিলা শিবা।

কেশিনী চ মহাভাগা ভগিন্যাঃ সপ্ত যাঃ স্মৃতাঃ

তাভ্যো লোকামিষাদাশ্চ হস্তারো যুদ্ধদুর্মদাঃ।

উদীর্ণা রাক্ষসগণা ইমে উৎপাদিতাঃ শুভাঃ ॥

আলম্বয়ো গণঃ ক্রুর উৎকচেয়ো গণস্তথা।

তথা কার্ষেয়শৈবেয়া রাক্ষসা হস্ত্যমা গণাঃ ॥

তথৈব নৈখাতো নাম ত্র্যম্বকানুচরণে হ।

উৎপাদিতঃ প্রজাসর্গো গণেশ্বরচরণে তু ॥

উৎপাদিতা বলবতা উদীর্ণা যক্ষরাক্ষসাঃ।

বিক্রান্তাঃ শৌর্য্যসম্পন্না নৈখাতা দেবরাক্ষসাঃ

যেষামধিপতির্যুক্তো নান্না খ্যাতো বিরূপকঃ ॥

ধুমিত, চন্দ্রার্ক, সুকর, বৃদ্ধ, কপিলোম, প্রহাসক, ক্রীড়, পরশুনাভ, চক্রাক্ষ, নিশাচর, ত্রিশির, শতদংষ্ট্র, তুণ্ডকেশ, রাক্ষস, যক্ষ, অকম্পন, দুর্মুখ, ও শিলীমুখ, ইহারা অপরাপর রাক্ষস ইহঁতে শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, গণরূপী, সর্ব লোকচর, এবং দেবতাদিগের সমকক্ষ ॥১৫২— ১৬৮। খশার আরও সপ্তসংখ্যাক দুহিতা ছিল। তাহাদিগের প্রজাসর্গ ইহঁতেই গণ উৎপন্ন হয়। আলম্বা, উৎকোচা, কৃষ্ণা, নিখতা, কপিলা, শিবা, কেশিনী ও মহাভাগা, ইহারা সাত ভগিনী খশার কন্যা। লোকহিংসক, আমিষাদ, যুদ্ধদুর্মদ ও প্রচণ্ড রাক্ষসসকলের ইহঁরাই উৎপাদয়িত্রী। ঐ গণসকলের মধ্যে আলম্বয়গণ, অত্যন্ত ক্রুর উৎকচেয় গণ, ও কার্ষেয়গণ, ও শৈবেয়গণ শ্রেষ্ঠগণ। ইহা ছাড়া গণেশ্বর ত্র্যম্বকানুচর কর্তৃক একটি নৈখাতগণ উৎপাদিত হইয়াছে। এই উৎপাদিত হইয়াছে। এই উৎপাদিত যক্ষ, রাক্ষস, দেবরাক্ষস ও নৈখাতগণ উদীর্ণ, বিক্রান্ত, ও শৌর্য-সম্পন্ন। ইহাদের উপ-

তেষাং গণশতানেকা উদ্ধতানাং মহাশ্রুতানাম্।
প্রায়েণানুচরন্ত্যেতে শঙ্করং জগতং প্রভূম্॥
দৈত্যরাজেন কুন্তেন মহাকায়া মহাশ্রুতানাম্।
উৎপাদিতা মহাবীৰ্য্যা মহাবলপরাক্রমাঃ॥
কাপিলেয়া মহাবীৰ্য্যা উদীর্ণা দৈত্যরাক্ষসাঃ।
কম্পনেন চ যক্ষ্ণেণ কেশিন্যাশ্তে পরে জনাঃ॥
উৎপাদিতা বলবতা উদীর্ণা যক্ষরাক্ষসাঃ।
কেশিনীদুহিতুশ্চৈব নীলায়াঃ ক্ষুদ্রমানসাঃ॥
আলম্বয়েন জনিতা নৈকাঃ সুরসিকেন হি।
নৈসা ইতি সমাখ্যাতা দুর্জয়া ঘোরবিক্রমাঃ॥
চরন্তি পৃথিবীং কুৎস্নাং তত্র তে দেবলৌকিকাঃ।
বহুত্বাচ্চৈব সর্গস্য তেয়াং বজ্রং ন শক্যতে॥
তস্যানুপি চ নীলয়া বিকচা নাম রাক্ষসী।
দুহিতা স্বভাববিকচা মন্দসত্ত্বপরাক্রমাঃ॥ ১৮১
তস্যা অপি বিরূপেণ নৈখাতেনেহ চ প্রজাঃ।
উৎপাদিতাঃ সুরা ঘোরাঃ শূণু তাংস্বনুপূৰ্ব্বশঃ
দংষ্ট্রাকরালবিকৃতা মহাকর্ণা মহোদরাঃ।

যুক্ত অধিপতি বিরূপক। পূৰ্ব্বোক্ত রাক্ষসগণ
সকলের মধ্যে কতিপয়গণ প্রায়শই ভগবান
শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে। দৈত্যরাজ
কুন্ত— মহাকায়, মহাবীৰ্য্য, মহাবলপরাক্রম,
উদীর্ণ, দৈত্য রাক্ষস ও কাপিলেয়গণকে উৎপাদন
করে। কম্পন নামক যক্ষ কেশিনীর গর্ভে কতিপয়
যক্ষ রাক্ষস উৎপাদন করে এবং কেশিনীদুহিতা
নীলার সুরলিক আলম্বের কতিপয় ক্ষুদ্র মানস
রাক্ষস উৎপাদন করে। ইহারা নৈল নামে খ্যাত,
দুর্জয় ও প্রচণ্ডবিক্রম। এই সকল দেবলৌকিক
রাক্ষসেরা সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করে, বাহুল্য
বশতঃ ইহাদের সৃষ্টিবিবরণ বিবৃত করিতে সমর্থ
হইলাম না। নীলার কন্যা বিকচা নামী রাক্ষসী।
এই রাক্ষসী বিকটস্বভাবা এবং মন্দ
সত্ত্বপরাক্রমা; এই বিকচার গর্ভে বিরূপ রাক্ষস
কতিপয় ভীষণ অসুর উৎপাদন করে।
আনুপূৰ্ব্বীক্ৰমে তাহাদের নাম শ্রবণ করুন।
দংষ্ট্রকরা, বিকৃত, মহাকর্ণ, মহোদর, হারক,

হারকা ভীষকশৈচেব তথৈব কামকাঃ পরে॥
বৈনকাশ্চ পিশাচাশ্চ বাহকাঃ প্রাশকাঃ পরে।
ভূমিরাক্ষসসকা হ্যেতে মন্দাঃ পুরুষবিক্রমাঃ॥
চরন্ত্যদৃষ্টপূৰ্ব্বাশ্চ নানাকারা হ্যনেকশাঃ।
উৎকৃষ্টবলসত্ত্বা যে তে চ বৈ খেচরাঃ শ্মৃতাঃ॥
সূক্ষ্মমাত্রাণ চাকাশং স্বপ্নাঃ স্বপ্নং চরন্তি বৈ।
এতৈর্বাণ্ডুমিমং লোকং শতশোহথ সহস্রশঃ॥
ভূমিরাক্ষসকৈঃ সর্বেষরনৈকৈঃ ক্ষুদ্ররাক্ষসৈঃ।
নানা প্রকারৈরাক্রান্তা নানাদেশঃ সমস্ততঃ॥
সমাসাভিহতাশ্চৈব হ্যেতৌ রাক্ষসমাতরঃ।
অষ্টৌ বিভাগা হ্যেবাং হি বিখ্যাতা অনুপূৰ্ব্বশঃ
ভদ্রকা নিকরাঃ কেচিদ্যজ্ঞনিষ্পত্তিহেতুকাঃ।
সহস্রশতসংখ্যাতা মর্ত্যলোকবিচারিণাঃ॥ ১৮২
পুতনা মাতৃসামান্যাস্তথা ভূতভয়ঙ্করাঃ।
বালানাং মানুষে লোকে গ্রহা বৈমানহেতুকাঃ
স্বন্দগ্রহাদয়শ্চৈব আপকাজ্ঞাসকাদয়ঃ।

ভীষক, ক্রামক, বৈনক, পিশাচ, বাহক ও
প্রাশক, ইহারা সকলে ভূমিরাক্ষস ও নীচ। এই
রাশসেরা সংখ্যায় অনেক; ইহারা নানাবিধ
আকার ধারণ করিয়া অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে।
ইহাদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট বল ও সত্ত্বসম্পন্ন,
তাহারা খেচর। এই রাক্ষসেরা ক্ষুদ্র হইলেও
দেখিবামাত্র অল্পে অল্পে আকাশে বিচরণ করিয়া
থাকে। ইহারা শত সহস্র সংখ্যক এবং পৃথিবীর
সর্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হয়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরাক্ষস
বিবিধ আকার ধারণ করিয়া নানা দেশে বিচরণ
করে। ১৬৯-১৮৭। সমুদয় রাক্ষসের অষ্ট মাতা
ও অষ্ট বিভাগ আছে, তাহা আনুপূৰ্ব্বিক বিবৃত
করিতেছি। ভদ্রক ও নিকর প্রভৃতি এক
বিভাগীয়; ইহারা যজ্ঞ নিষ্পত্তির হেতুভূত;
সংখ্যায় শত সহস্র এবং মর্ত্যলোকে বিচরণশীল।
এইরূপে পুতনা প্রভৃতিকে সইয়া একটি বিভাগ,
এই বিভাগীয় রাক্ষসগণ লোকভয়ঙ্কর এবং
মনুষ্যলোকে বালকদিগের অনিষ্টকারী। স্বন্দ-
গ্রহাদি ও

কৌমারাস্তে তু বিজ্ঞেয়া বালানাং গ্রহবৃত্তয়ঃ ॥
 স্কন্দগ্রহবিশেষাণাং মায়িকানাং তথৈব চ।
 পুতনা নাম ভূতানাং যে চ লোকবিনায়কাঃ ॥
 সহস্রশতসংখ্যানাং মর্ত্যলোকবিচারিণাম্।
 এবং গণশতান্যেব চরন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥১৯৩
 যক্ষা পুণ্যজনা নাম তথা যে কেহপি গুহ্যকাঃ
 যক্ষা দেবজনাশ্চৈব তথা পুণ্যজনাশ্চ যে ॥
 গুহ্যকানাঞ্চ সর্বেষামগন্ত্যা যে চ রাক্ষসাঃ
 পৌলস্ত্যা রাক্ষসা যে চ বিশ্বামিত্রাশ্চ যে স্মৃতাঃ
 যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পৌলস্ত্যাগন্তয়শ্চ যে।
 তেষাং রাজা মহারাজঃ কুবেরো হ্যলকাধিপ ॥
 যক্ষা দৃষ্টা পিবন্তীহ নৃণাং মাংসমস্থসাম্।
 রক্ষাংস্যানুপ্রবেশন পিশাচা পরিপীড়নৈ ॥
 সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সমক্ষেত্রাশ্চ দৈবতৈঃ।
 ভাস্বর্য বলবন্তশ্চ ঈশ্বর্যঃ কামরূপিণঃ ॥১৯৮
 অনাভিভাষ্য বিক্রান্তাঃ সর্বলোকনমস্কৃতাঃ।
 সূক্ষ্মাশ্চৌজস্বিনো মেধ্যা বরদা যজ্ঞিয়াশ্চ যে
 দেবানাং তুল্যধর্মণাং হ্যসুরাঃ সর্বশঃ স্মৃতাঃ

আপক ত্রাসকাদি যে কতিপয় রাক্ষস আছে, তাহারাও শিশুদিগের সম্বন্ধে ভ্রূরগ্রহস্থানীয়। স্কন্দগ্রহবিশেষ, নায়িক ও পুতনানামক ভূতগণের মর্ত্যলোকবিচরণকারী যে সকল শত সহস্র শত শত গণ আছে, তাহারা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। পুণ্যজন ও দেবজন নামক যক্ষ সমস্ত গুহ্যকদিগের অন্তর্গত। আগন্ত্য, পৌলস্ত্য, বৈশ্বামিত্র এবং পৌলস্ত্যাগন্ত্য, নামে যে সকল রাক্ষস আছে, অলকাধিপতি কুবের তাহাদের সকলেরই রাজাধিরাজ। যক্ষগণ দৃষ্টি করিয়া, রাক্ষসগণ আবিষ্ট হইয়া এবং পিশাচগণ পীড়ন করিয়া মানবগণের মাংস, অসুখ ও বসা পান করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সর্বলক্ষণসম্পন্ন, দেবতাদিগের সমকক্ষ ভাস্বর, বলবান, কামরূপী, বিক্রান্ত, সর্বলোক-নমস্কৃত, সূক্ষ্ম, ওজস্বী, মেধ্য বরদ, যজ্ঞকারী এবং

ত্রিভিঃ পাদৈশ্চ গন্ধর্বা দেবৈহীনাঃ প্রভাবতঃ
 গন্ধর্বেভ্যস্ত্রিভিঃ পাদৈহীনা বৈ সর্বগুহ্যকাঃ।
 প্রভাবতুল্যা যক্ষাণাং বিজ্ঞেয়াঃ সর্বরাক্ষসাঃ
 ঐশ্বর্যহীনা যক্ষেভ্যঃ পিশাচান্ত্রিগুণং পুনঃ ॥
 এবং ধনেন রূপেণ আয়ুষা চ বলেন চ।
 ধর্মৈশ্বর্যেণ বুদ্ধ্যা চ তপঃশ্রুতপরাক্রমৈঃ ॥
 দেবাসুরেভ্যো হীয়ন্তে ত্রীন্ পাদান বৈ পরস্পরম্।
 গন্ধর্বাদ্যাঃ পিশাচান্ত্র্যশ্চতস্রো দেবযোনয়ঃ ॥

সূত উবাচ।

অতঃ শৃণুতঃ ভদ্রং বঃ শ্রজাঃ ক্রোধবশাত্মকাঃ
 ক্রোধায়াং কন্যকা জজ্ঞে দ্বাদশ হ্যাত্মসম্ভবাঃ ॥
 তা ভার্যাঃ পুলহস্যাসন্নামতস্তা নিবোধত ॥
 মৃগী চ মৃগমন্দা চ হরিভদ্রা ইরাবতী।
 ভূতা চ কপিলা দংষ্ট্রা নিশা তিষ্ঠা তথৈব চ ॥
 শ্বেতা চৈব স্বরা চৈব সুরসা চেতি বিক্রতাঃ ॥
 মৃগ্যাস্ত হরিণাঃ পুত্রা মৃগাশ্চাস্যাঃ শশাস্তথা।
 ন্যাক্ষবঃ শরভা যে চ রুরবঃ পুশতাশ্চ যে ॥
 মৃগরাজা মৃগমন্দয়া গবয়াশ্চাপরে তথা।
 মহিষোষ্ট্রবরাহাশ্চ খড়্গগৌরমুখাস্তথা ॥২০৭

দেবতাদিগের তুল্যধর্মী, তাহারা অসুর বলিয়া কীর্তিত। গন্ধর্বগণ প্রভাবে দেবতা অপেক্ষা ত্রিপাদহীন এবং গুহ্যকগণ গন্ধর্ব অপেক্ষা ত্রিপাদহীন। সমস্ত রাক্ষসই যক্ষদিগের তুল্যপ্রভাব। পিশাচগণ যক্ষ অপেক্ষা ঐশ্বর্যে ত্রিগুণ হীন। এইরূপে গন্ধর্বাদি পিশাচ পর্যন্ত চারি জাতীয় দেবযোনি ধন, রূপ, আয়ু, বল, ধর্ম, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি, তপঃ, শ্রুত ও পরাক্রমে দেবতা ও অসুর হইতে ত্রিপাদ হীন ॥১৮৮-২০৩। অতঃপর আপনারা ভ্রূরস্বভাব রাক্ষসদিগের সৃষ্টি বিচরণ শ্রবণ করুন। ক্রোধার দ্বাদশ কন্যা; ইহারা সকলেই পুলহের পত্নী। ইহাদের নাম শ্রবণ করুন। ম-গী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিলা, দংষ্ট্রা, নিশা, তিষ্ঠা, শ্বেতা, স্বরা ও সুরসা। ইহাদের মধ্যে মৃগীর পুত্র — হরিণ, শশ, ন্যাক্ষ, শরভ, রুর ও পুষত আর মৃগমন্দার সন্তান—

হরেন্ত হরয়ঃ পুত্রা গোলাঙ্গুলতরঙ্গবঃ।
বানরাঃ কিম্বরাশ্চৈব ব্যাঘ্রাঃ কিম্পুরুষাস্তথা।
ইত্যেবমাদয়োহন্যেপি ইরাবত্যা নিবোধত।।
সূর্যাস্যাণ্ডকপালে দ্বে সমানীয় তু ভৌবনঃ।
হস্তাভ্যাং পরিগৃহ্যথ রথন্তরমগায়ত।।২০৯
সান্না প্রসূয়মানেন সদ্য এব গজোহভবৎ।
স প্রাগচ্ছদিরাবত্যে পুত্রার্থে স তু ভৌবনঃ।।
ইরাবত্যাঃ সুতো যস্মাৎস্মাদৈরাবতঃ স্মৃতঃ
দেবরাজোপবাহত্বাং প্রথমঃ স মতঙ্গরাট্।
শুম্ভাভাভশ্চতুর্দন্তঃ শ্রীমানৈরাবতো গজঃ।।
অঙ্গ জসৈকমূলস্য সুবর্ণাভস্য হস্তিনঃ।
ষড়দন্তস্য হি ভদ্রস্য ঔ পবাহশ্চ বৈ বলঃ।।
তস্য পদ্মোহঙ্গনশ্চৈব সুপ্রতীকোহথ বামনঃ
পদ্মশ্চৈব চতুর্ধোহভুজ্জন্তিনী চাত্রস্তথা।।২১৩
দিগ্গজাংস্তাংশ্চ চত্বারঃ শ্বেতাজনয়তাস্তগান্

ভদ্রং মৃগঞ্চ সন্ধীর্ণ চতুরঃ সুতান্।।
সন্ধীর্ণোহপ্যঙ্গনো যন্ত উপবাহ্যো যমস্য তু।
ভদ্রো যঃ সুপ্রতীকস্ত হরিতঃ স হ্যপাংপতেঃ।।
পদ্মো মন্দস্ত যো গৌরো দ্বিপো হৈলবিলস্য সঃ
মৃগঃ শ্যামস্ত যো হস্তী উপবাহ্যঃ স পাবকৈঃ।।
পদ্মোত্তরস্ত যঃ পদ্মো গজো বৈ বরুণো গণঃ
উপলেপনমেযশ্চ তস্যাষ্টৌ জজিরে সুতাঃ।।
উদগ্রভাবেনোপেতা জায়ন্তে তস্য চারয়ে।
শ্বেতবালনখাঃ পিঙ্গা বর্ষবন্তো মতঙ্গজাঃ।
মতঙ্গজান্ প্রবক্ষ্যামি নাগানন্যানপি ক্রমাৎ।।
কপিলঃ পুণ্ডরীকশ্চ সুমনাভো রথন্তরঃ।
জাতৌ নান্না সুতো তাভ্যাং সুপ্রচিষ্ঠপ্রমর্দনৌ
শূলাঃ শূলাঃ শিরোদন্তাঃ শুদ্ধবালখাস্তথা।
বলিনঃ শক্তিমশ্চৈব স্মৃতাঙ্কাকুলিকা গজাঃ।।
পুষ্পদন্তো বৃহৎসামা ষড়দন্তো দন্তপুষ্পবান।

মৃগরাজ, গবয়, মহিষ, উষ্ট্র, বরাহ, খড়গ ও
গৌরমুখ। হরিভদ্রার সন্তান-সিংহ, গো-লাঙ্গুল,
তরঙ্গু, বানর, কিম্বর, ব্যাঘ্র, ও কিম্পুরুষ।
অতঃপর ইরাবতীর সন্তানগণের বিবরণ
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা ভৌবন সূর্যের
অণ্ড-কপালদ্বয় আনয়ন করিয়া হস্তদ্বয়ে
গ্রহণপূর্বক রথন্তর গান করে, এই গান সমকালীন
প্রসূয়মান সামের সহিত এক হস্তী প্রাদুর্ভূত হয়।
ভৌবন ইরাবতীর সহিত সঙ্গত হইবার পরে ঐ
হস্তীকেই পুত্ররূপে কল্পনা করে। ঐ হস্তিশাবক
ইরাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া উহার নাম
ঐরাবত। এই ঐরাবত দেবরাজের বাহন বলিয়া
আদি মাতঙ্গরাজ নামে প্রসিদ্ধ; উহার বর্ণ অতীব
শুভ্র। ঐ গজ শ্রীমান্ ও চতুর্দন্ত ঐরাবত যে
বংশে জন্মে, ঐ বংশে ভদ্র নামে এক হস্তী ছিল।
ঐ হস্তী জলজাত, সুবর্ণাভ ও ষড়দন্ত। বলাসুর
উহাকে বাহন করিয়াছিল। ঐরাবতের পুত্র –
অঙ্গন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম। আর উহার পত্নী
অশ্রমু। ঐরাবত হইতে অশ্রমু ঐ চারি দিগ্গজ

পুত্র প্রসব করে। শ্বেতা কতিপয় ক্ষিপ্রগামী
হস্তী প্রসব করিয়াছিল; তাহাদের নাম যথা-
ভদ্র, মৃগ, মন্দ ও সন্ধীর্ণ। সন্ধীর্ণ ও অঙ্গন
ইহারা যমের বাহন, হরিদ্বর্ণ ভদ্র ও সুপ্রতীক
বরুণের, গৌরবর্ণ পদ্ম ও মন্দ কুবেরের এবং
শ্যামবর্ণ মৃগনামক হস্তী পাবকের বাহন বলিয়া
কীর্তিত। পদ্মোত্তর পদ্ম গজ বারুণ গণ। এই
গজের আটটি সন্তান উৎপন্ন হয়। ২০৪-২১৭।
ঐ সন্তানগণ উগ্রস্বভাব হইয়া তদীয় বংশে
জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের লোম ও নখ শ্বেতবর্ণ,
গাত্র পিঙ্গলবর্ণ; ইহারা মতঙ্গজ বলিয়া কীর্তিত।
অতঃপর অন্যান্য মতঙ্গজ ও নাগদিগের কথা
বলিতেছি; শ্রবণ করুন। উহারা কপিল, পুণ্ডরীক,
সুমনাভ ও রথন্তর, এই সকল নামে পরিচিত।
উহাদের দুই সন্তান; নাম- সুপ্রতিষ্ঠ ও প্রমর্দন।
এতদ্ভিন্ন শূল, শূল, প্রভৃতি কতিপয়
বলবীৰ্য্যশালী গজ আছে। তাহাদের লোম ও
নখ শুভ্রবর্ণ। ইহারা আকুলিক নামে অভিহিত।
ইহাদেরই অন্তরে পুষ্পদন্ত,

তাম্রবর্ণী চ তৎপুত্রঃ সহচারিবিধাণিতঃ ॥২২১
 অশ্বয়ে চান্য জায়ন্তে লম্বোষ্ঠাশ্চরুদর্শিনঃ।
 শ্যামাঃ সুদর্শনাশ্চণ্ডা নানাপীড়ায়তাননাঃ ॥
 বামদেবোহঞ্জনশ্যামঃ সাম্রো জজ্ঞেহথ বামনঃ
 ভার্য্যা চৈবাঙ্গদা তস্য নীলবল্লভলৌ সুতৌ ॥
 চণ্ডাশ্চাক্ষরশিরোগ্রীবা ব্যুড়োরক্ষাস্তরধিনঃ।
 নরৈর্বন্ধাঃ কুলে তেষাং জায়ন্তে বিকৃতা গজাঃ
 সুপ্রতীকস্ত্ব রূপেণ নাস্ত্যস্য সদৃশো গজঃ।
 তস্য প্রহারী সম্পাতী পৃথুচিহ্নিসুতাস্ত্রয়ঃ ॥
 পশবো দীর্ঘতাষ্ঠোষ্ঠাঃ সুবিভক্তশিরোদরাঃ।
 জায়ন্তে মৃদুসম্ভূতা বংলে তস্য মতঙ্গজাঃ ॥২২৬
 অঞ্জনাদঞ্জনা সাম্রো বিজজ্ঞে চাঞ্জনাবতী।
 এবং মাতা তয়োষচাপি প্রথিতায়ুরজঃসুতৌ ॥
 মহাবিভক্তশিরসঃ শ্লিষ্টজীমুতসম্মিভাঃ।
 সুদর্শনাঃ সুবর্ণাণঃ পদ্মাভাঃ পরিমণ্ডলাঃ।
 শূনাঃ পীতায়তমুখা গজাস্তস্যাম্বয়েহভবন্ ॥২২৮

বৃহৎসামা, ষড়দন্ত, দন্তপুষ্পবান্ ও তাম্রবর্ণী, জন্মে, ইহারা সকলে লম্বোষ্ঠ। চারুদর্শী, শ্যামবর্ণ, সুদর্শন, চণ্ড ও আয়তানন। বামদেব নামক হস্তী অঞ্জনবৎ শ্যামবর্ণ। সাম হইতে বামন নামক হস্তী জন্মে। ইহার ভার্য্যা অঙ্গদা এবং সুত নীলবৎ ও লক্ষণ। ইহারা সকলে অত্যন্ত প্রচণ্ড; মস্তক ও গ্রীবাদেশ ইহাদের মনোহর, বক্ষস্থল বিশাল, এবং ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী। ইহাদের বংশসম্ভূত বিকৃত গজগণই নরগণের হস্তে আবদ্ধ হইয়া থাকে। নাগগণের মধ্যে সুপ্রতীক সুচারু রূপ সম্পন্ন ছিল। প্রহারী, সম্পাতী ও পৃথুচিহ্নি নামে ইহার তিন পুত্র। ইহারই বংশে মতঙ্গজগণ দীর্ঘ তালু, দীর্ঘ ওষ্ঠ এবং সুবিভক্ত মস্তক ও উদর বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে অঞ্জন হইতে অঞ্জনা এবং ও সাম হইতে অঞ্জনাবতীর জন্ম হয়। ইহাদের মাতা আয়ুরজের সুতা এবং এতদ্বংশীয় নাগগণ, অত্যন্ত বিভক্তশিরা, শ্লিষ্ট জীমুতসম্মিভ, সুদর্শন, পদ্মাভ ও পীতায়ত-মুখ।

জজ্ঞে চন্দ্রমসঃ সাম্রঃ পিঙ্গলা কুমপদ্যুতিঃ।
 পিঙ্গলায়াঃ সুতৌ তস্যা মহাপদ্যৌর্নির্মালিনৌ
 সম্যাবদরাংচণ্ডান প্রবৃদ্ধবলিনোদরান্।
 হস্তিযুদ্ধে প্রিয়ান্নগান বিদ্ধি তস্য কুলোদ্ভবান্
 এতান্ দেবাসুরে যুদ্ধে জয়ার্থে জগৃহুঃ সুরাঃ।
 কৃতার্থৈশ্চ বিসৃষ্টাশ্চৈঃ পূর্বোক্তাঃ প্রযয়ুর্দিশঃ
 এতেষাম্বয়ে জাতান্ বিনীতাংদ্বিদশা দদুঃ।
 অঙ্গায় লোমপাদায় সূত্রকারায় বৈ দ্বিপান্ ॥
 দ্বিরদো দ্বিরদাভ্যাঞ্চ হস্তাঙ্কস্তী করাং করী।
 বরণাদ্বারণো দন্তী দন্তাভ্যাং গজ্জর্জনাদগজাঃ ॥
 কুঞ্জরঃ কুঞ্জচারিত্বান্নাগো নগবিরোধতঃ।
 মত্ৰা যাতীকি মাতঙ্গো দ্বিপো দ্বাভ্যাং পিবন্
 স্মৃতঃ।

সামজঃ সামজাতত্বাদিতি নির্বচনক্রমঃ ॥২৪৪
 এষাং জিহ্বাপরাবৃন্তিরবাক্ত্বং হৃদিশাপজম্।

সাম ও চন্দ্রমা হইতে কুমুদদ্যুতি ও পিঙ্গলা নাম্নী দুই হস্তিনী জন্মে। তন্মধ্যে পিঙ্গলার পুত্র — মহাপদ্র ও উর্মিমালী। এই বংশসম্ভূত নাগগণ অতিপ্রচণ্ড, মহা বলবান, মহোদর ও হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ। সুরগণ দেবাসুরযুদ্ধে জয়লাভের জন্য এই নাগগণকে বলরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা ঐ নাগগণকে বিদায় দিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিয়াছিল। ইহাদেরই বংশসম্ভূত বিনীত হস্তীদিগকে দেবগণ অঙ্গ, লোমপাদ ও সূত্রকার প্রভৃতিকে প্রদান করেন। ১২৮-১৩২। দুইটি দাঁত থাকার জন্য ইহাদিগকে দ্বিরদ, হস্ত (শুণ্ড) থাকা হস্তী, কর (শুণ্ড) থাকায় করী, বরণ হেতু বারণ, প্রশস্ত দন্ত থাকায় দন্তী, গজ্জর্জন করে বলিয়া গজ, কুঞ্জচারী বলিয়া কুঞ্জর, নগবিরোধী বলিয়া নাগ, মনোযোগ সহকারে গমন করে বলিয়া মাতঙ্গ, দুইটি অঙ্গ দ্বারা করে বলিয়া দ্বিপ এবং সামজাত বলিয়া সামজ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের নাম নির্বচন ক্রমে এই প্রকার। অগ্নির শাপে ইহাদের জিহ্বা

বলস্যানবতো যা তু যা চৈবাং গুটমুহুরতা।
উভয়ং দন্তিনামেতৎ স্বয়ম্ভুসুরশাপজম্।।২৩৫
দেবদানবগন্ধর্ব্বপিশাচোরগরক্ষসাম্।
কন্যাসু জাতা দিগ্ণাগৈর্নানাসত্ত্বাতো গজাঃ
সমুতিশ্চ প্রভুতিশ্চ নামনির্ব্বচনং তথা।
এতদগজানাং বিজ্ঞেয়ং যেষাং রাজা বিভাবসুঃ
কৌশিকাদ্যাঃ সমরদ্রাস্তু গঙ্গায়াস্তদনন্তরম্।
অঞ্জমসৈকমূলস্য প্রাচ্যমাগবনস্ত তৎ।।২৩৮
উত্তরা তস্য বিক্ষ্যাস্য গঙ্গয়া দক্ষিণঞ্চ যৎ।
গঙ্গোদ্ভেদাং করুষেভ্যঃ সুপ্রতীকস্য তদ্বনম্
অপরেণোৎকলাচ্চৈব হ্যাবেদিভ্যশ্চ পঞ্চমম্।
একভূবাস্বজসৈত্যতদ্বানস্য বনং স্মৃতম্।।২৪০
অপরেণ তু লৌহিত্যমাসিকোঃ পশ্চিমেণ তু
যমসৈত্যতদ্বনং প্রোক্তমনুপর্ব্বতমেব তৎ।।২৪১
ভূতিবিজ্ঞেয়ে ভূতাংশ্চ রুদ্রস্যানুচরান্ প্রভো।
স্থূলান্ কৃশাংশ্চ দীর্ঘাংশ্চ বামনান্ হকশ্বকান্ সমান্

পরিবৃষ্টি ও বাক্শক্তিরাহিত্য এবং ব্রাহ্মণের শাপ
বল-বাহনতা ও গুটমুহুরতা ঘটিয়াছে। গজগণ-
- দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও
রাক্ষসদিগের কন্যাগণের গর্ভে দিগ্ণ নাগগণ ইহাতে
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য ইহারা বিবিধ
সম্বসম্পন্ন হইয়াছে। গজগণের সম্ভব, প্রভাব এ
নামনির্ব্বক্তি এই প্রকারই জিজ্ঞেয়। ইহাদের রাজা
বিভাবসু। সমুদ্র ইহাতে কৌশিকী ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী
যে স্থান, তাহা অঞ্জন নামক হস্তীর ও
তদ্বংশীয়দিগের বন, প্রসিদ্ধ বিক্ষ্যাচলের উত্তর
এবং গঙ্গার দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী গঙ্গোদ্ভেদ ইহাতে
করুষদেশ পর্য্যন্ত যে স্থান, তাহা সুপ্রতীক নামক
মাতঙ্গের বন, উৎকলের অপর পার্শ্ববর্ত্তী বেদী
পর্য্যন্ত যে স্থান, উহা বামন হস্তীর বন এবং
লৌহিত্য ইহাতে সিদ্ধু পর্য্যন্ত এই যে পশ্চিম
দিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতসম্মিকটস্থ স্থান, ইহা যমের বন
বলিয়া কথিত। ভূতি রুদ্রানুচর নিখিল ভূত
প্রসব করে। ঐ ভূতগণ কেহ কেহ স্থূল, কেহ কেহ
কৃশ, কেহ কেহ দীর্ঘ, কেহ কেহ বামন, কেহ কেহ

লম্বকর্ণান্ প্রলম্বোষ্ঠান লম্বজিহ্বাস্তনোদরান্।
একরূপান্ বিরূপাংশ্চ লম্বশ্চিক্ষুলপিণ্ডিকান্।।
সরোবরসমুদ্রাদিনদীপুলিনবাসিনঃ।
কৃষ্ণগন্ গোরাংশ্চ নীলাংশ্চ শ্বেতাংশ্চ
লোহিতারুণান্।।২৪৮
বভূন্ বৈ শবলান ধুম্রান কদ্রূন রাক্ষসদারুণান্
মুঞ্জকেশান হৃষীকেশান্ সর্পযজ্ঞোপবীতিনঃ।।
বিসৃষ্টাঙ্কান্ বিরূপাঙ্কান্ কৃশাঙ্কানেকলোচনান্
বহ্নীর্ষান্ বিশীর্ষাংশ্চ একশীর্ষকান্।।২৪৮
চণ্ডাংশ্চ বিকটাংশ্চৈব বিরোমান্ রোমশাংশ্চুথা
অন্ধ্যাংশ্চ জটীলাংশ্চৈব কুজান হ্রেষকবামনান্
সরোবরসমুদ্রাদিনদীপুলিনসেবিনঃ।
এককর্ণান্ মহাকর্ণান্ শঙ্কুকর্ণান্ কণ্ঠকান্।।২৪৮
দংষ্ট্রিণো নখিমশ্চৈব নির্দন্তাংশ্চ দ্বিজিহুকান্
একহস্তান্ দ্বিহস্তাংশ্চ ত্রিহস্তাংশ্চাপ্যহস্তকান্।।

হৃষ, কেহ কেহ সমান, কেহ কেহ লম্বকর্ণ, কেহ
কেহ প্রলম্বোষ্ঠ, কাহারও কাহারও জিহ্বা, স্তন
ও উদর অতিশয় লম্ব; কেহ একরূপ, কেহ
বিরূপ, কেহ লম্বশ্চিক্ষ এবং কেহ স্থূলপিণ্ডিক;
এই সকল ভূত অদ্রি, সরোবর, নদী ও
সমুদ্রপুলিনে বাস করে। কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ
গৌরবর্ণ, কেহ নীলবর্ণ, কেহ শ্বেতবর্ণ, কেহ
লোহিতবর্ণ, কেহ শবলবর্ণ, কেহ ধুম্রবর্ণ, কেহ
অতিদারুণ, কেহ বা মুঞ্জকেশ, কেহ হৃষীকেশ
এবং কেহ বা সর্পযজ্ঞোপবীতী। এইরূপ তাহাদের
কেহ বিসৃষ্টাঙ্ক, কেহ বিরূপাঙ্ক, কেহ কৃশাঙ্ক,
আবার কেহ বা অনেক লোচন; কেহ বহ্নীর্ষ,
কেহ নির্দন্তক, কেহ একশীর্ষ, কেহ বহ্নীর্ষ, কেহ
বিশীর্ষ, কেহ বা বিষমশীর্ষ। আবার কতিপয়
চণ্ড, বিকট, বিরোমা, রোমশ, অন্ধ, জটিল,
কুজ, হ্রেষক এবং বামন।।২৪৮-২৪৯। কেহ
এককর্ণ, কেহ মহাকর্ণ, কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ অকর্ণ,
কেহ দংষ্ট্রী, কেহ নখী, কেহ নির্দন্ত এবং দ্বিজিহ্ব;
কেহ একহস্ত, কেহ দ্বিহস্ত, কেহ ত্রিহস্ত, আবার
কাহারও বা একেবারেই হস্ত নাই; কেহ

একপাদান্ দ্বিপাদাংশ্চ ত্রিপাদান্ বহুপাদকান্
মহাযোগান্ মহা সন্তান্ সুতপকান্ মহাবলান্।
সর্বত্রগান্ প্রতিঘান্ ব্রহ্মজ্ঞান কামরূপণঃ।
ঘোরান্ কুরাংশ্চ মেধ্যাংশ্চ শিবান্ পুণ্যান্
সবাদিনঃ ॥২৫২

কুশহস্তান্ মহাজিহ্বান্ মহাকর্ণান্ মহাননান্।
হস্তাদাংশ্চ মুখাদাংশ্চ শিরোদাংশ্চ কপালিনঃ
ধ্বিনো মুদগরধরান্ শিশূলধরাংশ্চ তথা।
দীপ্তাস্যান্ দীপ্তনেত্রাংশ্চ চিত্রমাল্যানুলেপনান্
অন্নাদান্ পিশিতাদাংশ্চ বহুরূপান্ সুরূপকান্
রাত্রিসন্ধ্যাচরান্ ঘোরান্ কচিৎ সৌম্যান্
দিবাচরান্।

নক্তকরান্ সুদুশ্প্রেক্ষ্যান্ ঘোরাংশ্চান্ বৈ
নিশাচরান্ ॥২৫৪
পরত্রে চ ভবং দেবং সর্বৈ তে গতমানসাঃ।

একপাদ। কেহ দ্বিপাদ, কেহ ত্রিপাদ, কেহ বহুপাদ,
আবার কাহারও একেবারেই পা নাই। কেহ কেহ
মহাযোগ, মহাসত্ত্ব, সুতপস্বী, মহাবল, সর্বত্রগ,
অপ্রতিম, ব্রহ্মজ্ঞ, কামরূপী, ঘোর, কুর, মেধ্য,
শিব, পুণ্য, শবাহারী, কুশহস্ত, মহাজিহ্ব ও
মহাকর্ণ। কাহারও বদন প্রকাণ্ড; কেহ কেহ হস্ত
দ্বারা ভোজন করে এবং কেহ কেহ কেবল মুখ
দ্বারা ভোজন করে এবং কেহ কেহ মস্তক দ্বারাই
ভোজন করিয়া থাকে। কেহ কপালী, কেহ ধ্বী
এবং কতিপয় মুদগরধারী, অসিধারী ও
শূলধারী; কাহার বদন অগ্নির ন্যায় জ্বালা-মালা
বিশিষ্ট, কাহার কাহার নেত্র হইতে অগ্নিশিখার
ন্যায় দীপ্তি বহির্গত; কেহ বা বিচিত্র
মাল্যানুলেপনধারী; কেহ অন্নাসী, কেহ
পিশিতাসী, কেহ সুরূপ এবং কেহ বহুরূপ।
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে
বিচরণশীল। আবার কতিপয় সৌম্যমুর্তি। তাহারা
দিবাভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে
যাহারা রাত্রিকালে বিচরণ করে, তাহারা অতিশয়
ভয়ানক ও দুশ্প্রেক্ষ্য। ভূতগণ প্রধানতঃ

নৈবাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্বৈ তে
হৃদ্বরেতসঃ ॥

শতং তানি সহস্রাণি ভূতানামাশ্রয়োগিনাম্।
এতে সর্বৈ মহাত্মানো ভূত্যাঃ পুত্রা
প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥২৫৬

কপিশা জজ্ঞে কুম্ভাণ্ডী কুম্ভাণ্ডান্ জকিষ্ণুরে পুনঃ
মিথুনানি পিশাচানাং বর্ণেন কপিশেন চ।
কপিশত্বাৎ পিশাচান্তে সর্বৈ চ পিশিতাশনাঃ
যুগ্মানি ষোড়শান্যানি বর্তমানাস্তদম্বয়াঃ।
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি পুরুষাদাংশ্চ তদম্বয়ান্।।
ছগলশ্চগলী চৈব বক্রো বক্রমুখী তথা।
ষোড়শানাং গণা চৈব সূচী সূচীমুখস্তথা ॥২৫৯

কুম্ভপাত্রশ্চ কুম্ভী চ বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দুন্দুভিঃ।
উপচারোহপচারশ্চ ফলুখল উলুখসী ॥২৬০
অনর্কশ্চ অনর্কা চ কুখণ্ডশ্চ কুখণ্ডিকা।
পানিপাত্রঃ পানিপাত্রী পাংশুঃ পাংশুমতী তথা
নিতুণ্ডশ্চ নিতুণ্ডী চ নিপুণা নিপুণস্তথা।
ছলাদোচ্ছেষণা চৈব প্রস্কন্দঃ স্কন্দিকা তথা ॥
ষোড়শানাং পিশাচানাং গণাঃ প্রোক্তাস্ত ষোড়শ
অজামুখা বক্রমুখাঃ পুরিণঃ স্কন্দিনস্তথা।

ভবদেবেই তদগতচিত্ত। ইহাদের ভার্য্যা পুত্র
নাই, সকলেই উদ্বরেতাঃ এই শত সহস্র
ভূতসম্প্রদায়, ভূতির সন্তান বলিয়া কীর্তিত
হইয়াছে। কপিশা কুম্ভাণ্ডী হইতে কুম্ভাণ্ডগণ
জন্মগ্রহণ করে; পিশাচমিথুন সকল, কপিশবর্ণ
এবং পিশাচত্ব নিবন্ধন পিশিতাশন বলিয়া
প্রসিদ্ধ। ঐ পুরুষাদ পিশাচদিগের অন্য ষোড়শ
গণের নাম যুগ্মরূপে কীর্তন করিতেছি; শ্রবণ
করুন। ১৪৮-১৫৮ যথা— ছাগল ও ছগলী,
বক ও বকী, সূচী ও সূচমুখী, কুম্ভপাত্র ও কুম্ভী,
বজ্রদংষ্ট্র ও দুন্দুভি, উপচার ও অপচার, উলুখল
ও উলুখলী, অনর্ক ও অনার্কী, কুখণ্ড ও
কুখণ্ডিকা, পানিপাত্রী, পাংশু পাংশুমতী, নিতুণ্ড
ও নিতুণ্ডী, নিপুণা ও নিপুণ, ছলাদ ও উচ্ছেষণা
এবং প্রস্কন্দ প্রস্কন্দিকা; পিশাচদিগের এই

বিপাদাস্মারিকাস্চৈব কুস্তপাত্রাঃ প্রকুন্দকাঃ ॥
উপচারোলুখলিকা হানকাস্চ কুমণ্ডিকাঃ।
পাণিপাত্রাশ্চ নৈতুণ্ডা উর্ণাশা নিপুণাস্তথা।
সূচীমুখোচ্ছেষণাদাঃ কুলান্যেতানি ষোড়শ।
ইত্যেতা হভিজাতাস্ত কুম্ভাণানাং প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
পিশাচাস্তে তু বিজ্ঞেয়াঃ সকল্যা ইতি জজ্ঞিরে
বীভৎসং বিকৃতাচারং পুত্রপৌত্রমনস্তকম্।
অতস্তেষাং পিশাচানাং লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥
সৰ্ব্বাঙ্গকেশা বৃদ্ধাঙ্কা দংষ্টিণো নখিনস্তথা।
তির্যঙ্গাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাস্তে হৃদোমুখাঃ ॥
অকেশকা হরোমাণস্তম্বশাশ্চৰ্ম্মবাসসঃ।
কুম্ভাণ্ডিকাঃ পিশাচাস্তে তিলভঙ্কাঃ সদামিষাঃ
বক্রাঙ্গহস্তপাদাশ্চ বক্রশীলাগতাস্তথা।
জ্ঞেয়া বক্রপিশাচাস্তে বক্রগাঃ কামরূপিণঃ ॥
লম্বোদরাস্তুণ্ডনাসা হৃদকায়শিরোভুজাঃ।

নিতুন্দকাঃ পিশাচাস্তে তিলভঙ্কাঃ প্রিয়শ্রবাঃ ॥
বামনাকৃতয়শ্চৈব বাচালাঃ প্লুতগামিনঃ।
পিশাচানকর্মকাস্তে বৃক্ষবাসাদনপ্রিয়াঃ ॥২৭১
উর্দ্ধবাহূর্দ্ধরোমাণ উর্দ্ধভ্রাশ্চ তথালয়াঃ।
মুঞ্চন্তি পাংশুনস্বেভ্যঃ পিশাচাঃ পাংশবশ্চ তে
ধমনীমস্তকাঃ শুদ্ধা শ্মশ্রুশ্চীরবাসসঃ।
উপবীরাঃ পিশাচাশ্চ শ্মশানায়তনাস্তথা ॥২৭৩
বিষ্টকান্ধা মহাজিহ্বা লেলিহানা হুলুখলাঃ।
হস্ত্যষ্ট্রস্থলশিরসো বিরতা বদ্ধপিণ্ডকাঃ ॥২৭৪
পিশাচাঃ কুস্তপাত্রাস্তে অদৃষ্টানি ভুঞ্জতে।
সূক্ষ্মাস্ত্ৰ রোমশাঃ পিঙ্গা দৃষ্টাদৃষ্টাশ্চরন্তি বৈ ॥
অযুক্তাশ্চ বিশস্তীহ নিপুণাস্তে পিশাচকাঃ।
আকর্ণদারিতাস্যাশ্চ লম্বভ্রুস্থলনাসিকাঃ ॥২৭৬
শূন্যাগারাস্রয়াঃ স্থূলাঃ পিশাচাঃ পূরণাস্তু তে।

ষোড়শগণ কীৰ্ত্তিত হইল। অজায়ুধ, বকমুখ, পুরিণ, স্কন্ধিন, বিপাদ, অঙ্গুরিকা, কুস্তপাত্র, প্রকুন্দকা, উপচার, উলুখলিকা, অলকা, কুমণ্ডিকা, পাণিপাত্র, পৈতুণ্ড, উর্ণাশা, নিপুণা, সূচীমুখ এবং উচ্ছেষণাদ; এই ষোড়শটি কুম্ভাণ্ডদিগের কুল। প্রসিদ্ধ পিশাচগণ ইহাদের সকল্য। তাহাদিগের বীভৎস বিকৃতাচার অসংখ্য পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়; অতএব, অন্ধগে তাহাদিগের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পিশাচদিগের কাহার কাহার সৰ্ব্বাঙ্গ কেলে পরিপূর্ণ, কাহার কাহার চক্ষু গোলাকার, কাহার কাহার দন্ত, ও নখ বিশাল, কাহার কাহার অঙ্গ বক্র, কেহ কেহ পুরুষাদ এবং কাহার কাহার মুখ অধোদেশে অবস্থিত। কেহ কেহ কেশশূন্য, কাহারও গাত্র লোমশূন্য এবং কেহ বা ত্বক্ বসা ও চৰ্ম্ম পরিধায়ী। ইহারা কুম্ভাণ্ডিকা নামক পিশাচ; তিল ও আমিষ ইহাদের নিত্য ভক্ষ্য। কাহারও হস্ত, পাদ, স্বভাব ও গতি বক্র। ইহাদিগকে বক্র পিশাচ বলে। ইহারা বক্রগামী কামরূপী। কেহ কেহ লম্বোদর, কেহ কেহ তুঙ্গ

নাসিক, এবং কাহার বা কায়, শির ওভূজ অতি খর্ব্ব। ইহারা নিতুন্দক পিশাচ বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা তিলভক্ষ্য, প্রিয়শ্রব, বামনাকৃতি, বাচাল, ও প্লুতগামী। এই পিশাচগণ অলকর্মক পিশাচ নামে নির্ব্বাচিত। ইহারা বৃক্ষোপরি আহার ও বাস করিতে ভাল বাসে। কতকগুলি পিশাচ উর্দ্ধবাহু, উর্দ্ধরোমা; ইহারা স্বীয় অঙ্গ ইহাতে পাংশু মোচন করে; এই জন্য ইহাদিগকে পাংশুপিশাচ বলে। কতকগুলি পিশাচ শুদ্ধ। শ্মশ্রু ও চীরবাসা; ইহাদের নাম উপচীর। ইহারা শ্মশানে বাস করে। কতিপয় পিশাচ মহাজিহ্ব, লেলিহান ও উলুখল। কাহার মুখ হস্তী ও উষ্ট্রের ন্যায় স্থূল। ইহারা দলবদ্ধ ইহিয়া বিচরণ করে। ইহাদের নাম কুস্তপাত্র। এই সকল পিশাচ অদৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, কতিপয় পিশাচ সূক্ষ্ম, পিঙ্গ, রোমশ এবং কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্টভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। ২৫৯-২৭৫। ইহারা একক ব্যক্তিতে আবিষ্ট হয়। ইহাদিগকে নিপুণক পিশাচ বলে। ইহাদের মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত, জা

হস্তপাদাক্রান্তগণা হু স্বকাঃ ক্ষিতিদৃষ্টয়ঃ।
 বালাদাস্তে পিশাচা বৈ সূতিকাগৃহসেবিনঃ।।
 পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদাশ্চ হু স্বকা বাতরংহসঃ।
 পিশিতাদাঃ পিশাচাস্তে সংগ্রামে রুধিরাম্বিনঃ
 নগ্নকা হানিকেতাশ্চ লম্বকেশাশ্চ পিণ্ডকাঃ।
 পিশাচাঃ স্কন্ধিনস্তে বৈ অন্য উচ্ছেষণাশিনঃ
 ষোড়শ জাতয়ন্তেষাং পিশাচানাং প্রকীর্তিতাঃ
 এবংবিধান পিশাচাংস্ত দীনান্ দৃষ্টানুকম্পয়া,
 তেভ্যো ব্রহ্ম বরং প্রাদাৎ কারুণ্যাদম্মচেতসঃ
 অন্তর্দ্বানং প্রজাসেচ্যাং কামরূপত্বমেব চ।।২৮০
 উভয়োঃ সন্ধ্যায়োশ্চারং স্থানান্যাজীবমেব চ।
 গৃহাণি যানি ভগ্নানি শূন্যান্যন্নজনানি চ।।২৮১
 বিশ্বস্তানি চ যানি সুরনাচারোষি তানি চ।
 অলংলুপ্তোপলিপ্তানি স সংস্কারৈবর্জিতানি চ।।
 রাজমার্গোপরথ্যাশ্চ নিষ্কুটাশ্চত্বরানি চ।

অতিশয় দীর্ঘ এবং কর্ণ অত্যন্ত স্থূল। ইহারা
 শূন্য গৃহ আশ্রয় করে। ইহাদের নাম পূরণ
 পিশাচ। কতকগুলি পিশাচের হস্তপদ অত্যন্ত
 খর্ব, তাহারা সর্বদাই ক্ষিতি নিরীক্ষণ করে,
 বালক ভক্ষণ করে এবং সূতিকাগৃহ মধ্যে বাস
 করিয়া থাকে। কোন কোন পিশাচের পৃষ্ঠদেশে
 হস্তপদ বিরাজিত। ইহারা অতি খর্ব এবং
 বাতবেশী; ইহাদিগকে পিশিতাদ পিশাচ বলে।
 ইহারা সংগ্রামে রুধির পান করিয়া থাকে।
 কতিপয় পিশাচ নগ্ন, অনিকেত, লম্বকেশ ও
 পিণ্ডক। ইহারা স্কন্ধিন নামক পিশাচ। অপর
 কতিপয় পিশাচ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে।
 পিশাচদিগের এই ষোড়শ জাতি কীর্তিত হইল।
 ভগবান্ ব্রহ্মা এতাদৃশ পিশাচদিগকে
 অবলোকনপূর্বক কৃপাপরবশ হইয়া ইহাদিগকে
 অন্তর্দ্বান ও কামরূপত্ব বর প্রদান করেন। ইহারা
 উভয় সন্ধ্যায় বিতরণ করে। ভগ্ন গৃহ, শূন্য গৃহ
 যে গৃহে অন্ন লোক বাস করে, বিশ্বস্ত গৃহ,
 যে গৃহে সদাচারের সহিত বাস করা হয় না,
 যে গৃহ অনুপলিপ্ত ও সংস্কার-বর্জিত, এতদ্ভিন্ন

দ্বারাণ্যটাসকান্শ্চৈব নির্মাণসংক্রমাংস্তথা।।
 পথো নদ্যোহথ তীর্থানি চৈত্যবৃক্ষান্ মহাপথান্
 পিশাচা বিনিবিষ্টা বৈ স্থানেষ্বেতেষু সর্বশঃ।।
 অধার্মিকা জনাস্তে বৈ আজীবাবিহিতা সুরৈঃ
 বর্ণাশ্রমাঃ সঙ্করিকাঃ কারুশিল্লিজনাস্তথা।।২৮৫
 অমৃতোপমসত্ত্বানাং চৌরবিশ্বাসঘাতিনাম্।
 এতৈরন্যৈশ্চ বহুভিরন্যায়োপার্জিতৈর্ধনৈঃ।
 আরভস্তে ক্রিয়া যাস্তু পিশাচাস্তত্র দেবতাঃ।।
 মধুমাংসৌদনৈর্দধ্ন। তিলচূর্ণসুরাসবৈঃ।
 ধূপৈর্হারিদ্ৰকুশরৈস্তৈলভদ্রগুড়ৌদনৈঃ।।২৮৭
 কৃষ্ণানি চৈব বাসাংসি ধূপাঃ সমিনসস্তথা।
 এবং যুক্তাঃ সুবলয়ন্তেষাং বৈ পর্বসন্ধিষু।।
 পিশাচানামনুজ্ঞায় ব্রহ্মা সৌহৃদিপতির্দদৌ।
 সর্বভূতপিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্।
 দংষ্ট্রাত্বজনয়ৎ পুত্রান্ ব্যাঘ্রান্ সিংহাংশ্চ ভামিনী
 দ্বিপিনশ্চ সুতাস্তস্য ব্যালেখ্যামিবাশিনঃ।
 ঋষায়শ্চাপি কার্ষ্ম্যেন প্রজাসর্গং নিবোধত।

রাজমার্গ, উপরথ্যা, নিষ্কুট, চত্বর, দ্বার,
 অট্টালক, সংগ্রামপথ, পথ, নদী, তীর্থ।
 চৈত্যবৃক্ষ এবং মহাপথ, এই সকল স্থানে
 পিশাচেরা বাস করে। যাহারা অধার্মিক, বর্ণাশ্রম
 ধর্মের সাক্ষর্যকারী এবং কারু ও শিল্পকার্য
 দ্বারা জীবনযাপক, তাহারাই পিশাচদিগের
 আশ্রয়স্থান। মৃতপ্রায় ব্যক্তি, চোর এবং
 বিশ্বাসঘাতকের ধন লইয়া যে কার্য্য করা হয়
 ঐ কার্য্যের দেবতা হয় পিশাচ। মধু, মাংস,
 অন্ন, দধি, তৈলচূর্ণ, সুরাসব, ধূপ, হারিদ্ৰ,
 কুশর, তৈলস্রক্ষিত গুড়ৌদন, কৃষ্ণবস্ত্র, ধূপ
 এবং পুষ্প, এই সকল উপহার দ্রব্য পিশাচদিগকে
 পর্বসন্ধি সময়ে প্রদান করিতে হয়। ২৭৬-
 ২৭৮। স্বয়ং ব্রহ্মা পিশাচদিগকে এই সকল
 উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং
 শূলপাণি গিরিশ দেবকে ইহাদিগের অধিপতি
 করিয়া দিয়াছেন। দংষ্ট্রা, — ব্যাঘ্র, সিংহ, বীপী,
 ব্যালেখ্য এ অপরাপর আমিবাশী জন্তুগণকে

তস্যা দুহিতরঃ পঞ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥
 মীনা মাতা তথা বৃন্তা পরিবৃন্তা তথৈব চ।
 অনুবৃন্তা তু বিজ্ঞেয়া তাসাং বৈ শৃণুত প্রজাঃ
 সহস্রদন্তা মকরাঃ পাঠিনাতিমিরোহিতাঃ।
 ইত্যেবমাদির্হি গণো মৈনো বিস্তীর্ণ উচ্যতে ॥
 গ্রাহাশ্চতুর্বিধা জ্ঞেয়া তথানুজ্যেষ্ঠকা অপি।
 নিষ্কাংশ্চ শিশুমারংশ্চ মীনা ব্যজ্জনয়ৎ প্রজাঃ
 বৃন্তা কুর্ম্যবিকারানি নৈকানি জলচারিণাম্।
 তথা শঙ্খবিকারানি জনয়ামাস নৈকশঃ ॥২৯৪
 মণ্ডুকানাং বিকারানি অনুবৃন্তা ব্যজ্জায়ত।
 ঐণেয়ানাং বিকারানি শম্বুকানাং তথৈব চ ॥
 তথা শুক্তিবিকারানি বরাটিককৃতানি চ।
 তথা শঙ্খবিকারানি পরিবৃন্তা ব্যজ্জায়ত ॥২৯৫
 কালকূটবিকারানি জলৌকবিহিতানি চ।
 ইত্যেব হি ঋষের্বংশঃ পঞ্চ শাখাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 তির্য্যগ্ঘেতুকমাদ্যাৎবহুলং বংশবিস্তরম্।
 সংস্বেদজবিকারানি যথা যেভ্যো ভবন্তি হ ॥
 স্বস্তিপিকশরীরেভ্যো জায়ন্ত্যপাদকা দ্বিজাঃ

প্রসব করে। অতঃপর ঋষ্যার সমুদায় প্রজাবর্গ
 কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋষ্যার পাঁচটি
 কন্যা; নাম— মীনা, মাতা, বৃন্তা, পরিবৃন্তা ও
 অনুবৃন্তা। এহাদের সন্তান-সন্ততির বিবরণ
 শ্রবণ করুন। সহস্রদন্ত মকর, পাঠীন, তিমি ও
 রোহিত প্রভৃতি মীনগণ, এতদ্ভিন্ন চতুর্বিধ গ্রাহ,
 নিষ্ক এ শিশুমার, এই সকল মীন হইতে উৎপন্ন।
 বৃন্তা — কুর্মজাতীয় বহু জলচর ও শঙ্খবিকার
 সকল উৎপাদন করে। অনুবৃন্তা — মণ্ডুক-
 বিকারসমূহের উৎপাদিকা। পরিবৃন্তা—ঐণেয়
 বিশেষ। শম্বুক, শুক্তি, বরাটিক, শঙ্খবিশেষ।
 কালকূট ও জলৌকা প্রভৃতি প্রাণী প্রসব করে।
 এই ঋষিবংশের পাঁচটি শাখা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।
 এই তির্য্যক্ আদি বহুল বংশ অতি বিস্তৃত।
 স্বেদজ প্রাণী সকল যেরূপে যাহা হইতে
 জন্মিয়াছে, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 উৎপাদক দ্বিজগণ স্বস্তিপিকশরীর হইতে জাত

মনুষ্যাঃ স্বেদমলজা উশনা নাম জন্তবঃ ॥২৯৯
 তথা শিরসি চৈলে চ যুকাঃ সংস্বেদজাঃ স্মৃতাঃ
 চন্দ্রাদিত্যাগিতপ্তায়াং পৃথিব্যাং সন্তবন্তি যে ॥
 তৃণমেঘসসিজায়াঃ স্মৃতাঃ সংস্বেদজন্তবঃ।
 নানাপিপীলিকগণাঃ কীটকা বহুপাদকাঃ ॥৩০১
 শঙ্খোপলবিকারানি কীলকাচারকানি চ।
 ইত্যেবমাদিবহুলাঃ স্বেদজাঃ পার্থিবা গণাঃ ॥
 তথা ধর্ম্মাদিতপ্তাভ্যস্তদভ্যো বৃষ্টিভ্য এব চ।
 নৈকা মৃগশরীরেভ্যো জায়ন্তে জন্তবস্তিমে ॥
 মীনকাঃ পিপ্ললা দংশাস্তথাতিত্তিরপুত্রিকাঃ।
 নীলচীরাশ্চ জায়ন্তে হালকা বহুবিস্তরাঃ ॥৩০৪
 জলজাঃ স্বেদজাঃ চৈব জায়ন্তে জন্তবস্তিমে।
 কাশতোয়জ্জকাঃ কীটা নলদা বহুপাদকাঃ ॥৩০৫
 সিংহলা রোমলাশ্চৈব পিচ্ছলাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ
 ইত্যেবমাদির্হি গণো জলজঃ স্বেদজঃ স্মৃতাঃ ॥
 সর্পিভ্যো মাষমুদগানাং জায়ন্তে ক্রমশাস্তথা।
 বিশ্বজাম্বাত্রপুগেভ্যঃ ফলেভ্যশ্চৈব জন্তবঃ ॥
 মুদগভ্যঃ পনসেভ্যশ্চ তণ্ডুলেভ্যস্তথৈব চ।
 তথা কোটরশ্চৈভ্যো নিহিতেভ্যো ভবন্তি হি
 অন্যেভ্যোহপি চ জায়ন্তে ন হি তেভ্যশ্চিরং সদা।

এবং স্বেদ-মলজ মনুষ্যগণ উশনা নামক প্রাণী
 বলিয়া কথিত। মন্তকস্থ কেশে এবং বস্ত্রাদিতে
 যে যুক অর্থাৎ উকুন জন্মে, উহারা স্বেদজ
 প্রাণী। পিপীলিকা, কীট, বহুপাদক এবং শঙ্খ
 ও উপলবিকার কীলকাচারক প্রভৃতি স্বেদজ
 পার্থিব প্রাণীগণ। ঐরূপ আতপাদি-পরিতপ্ত
 জল ও বৃষ্টি হইতে মৃগশরীরে নানাবিধ কীট
 জন্মে; তাহাদের নাম; যথা— মীনক, পিপ্লল,
 দংশ, তিত্তির, পুত্রিকা, নীলচিত্র এবং অলক;
 ইহাদের সংখ্যা বহু বিস্তৃত। কাশ-তোয়জ্জক,
 বহু পাদক, কীটা, নলদ, সিংহল, রোনাণ ও
 পিচ্ছল, ইত্যাদি জলজ ও স্বেদজগণ। মাস-
 মুদগ মিশ্রিত ঘৃত হইতে এবং কোটর, শুষ্ক
 বিশ্ব, জম্বু, আম্র, পুগ, পনসও তণ্ডুল হইতে
 একপ্রকার কীট জন্মে। তুরগাদি, বৃষাদি ও

জন্তবস্তুরগাদিভ্যো বিষাদিভ্যস্তথৈত চ ॥
 বহুন্যহানি নিক্ষিপ্তে সম্ভবন্তি চ গোময়ে ।
 জায়ন্তে কুমরো বিপ্রাঃ কাষ্ঠেভ্যশ্চ ঘৃণাদয়ঃ ॥
 ক্রমাদ্ ক্রমাণাং জায়ন্তে বিবিধা নীলমক্ষিকাঃ
 তথা শুদ্ধবিকারেভ্যঃ পুত্রিকাঃ প্রভবন্তি চ ॥
 কালিকা শতিকেভ্যশ্চ সর্পা জায়ন্তি সর্বশঃ ।
 সংস্বেদজাশ্চ জায়ন্তে বৃশ্চিকাঃ শুদ্ধগোময়াৎ ॥
 গোভ্যো হি মহিষেভ্যশ্চ জায়ন্তে জন্তবঃ প্রভো ॥
 মৎস্যাদয়শ্চ বিবিধা অণ্ডকুক্ষৌ বিশেষতঃ ॥
 চৈবীরিকাশ্চ জায়ন্তে তথা গোজাকুলানি চ ।
 অথান্যানি চ সূক্ষ্মাণি জলৌকাদীনি জাতয়ঃ ॥
 কপোতকুরাদিভ্যঃ সূক্ষ্মা যকাস্তথৈব চ ।
 তথৈবান্যেহপি সংখ্যাতা অষ্টাপদকুলীরকাঃ ॥
 মক্ষিকাণাং বিকারাণি জায়ন্তে জাতয়োহপরে
 প্রায়ৈণ তু বসন্ত্যশ্মিন্নচ্ছিষ্টোদককর্দমে ॥
 মশকানাং বিকারাণি ভ্রমরাণাং তথৈব চ ।
 তৃণেভ্যঃ সমজায়ন্ত পুত্রিকাঃ পুত্রসপ্তকাঃ ॥

অপরাপর বস্তু হইতেও আরও অনেক প্রকার
 কীট উৎপন্ন হয়। গোময়, বহুদিন পড়িয়া
 থাকিলে, তাহা হইতেও বহু কীট জন্মিয়া থাকে।
 কাষ্ঠ হইতে ঘৃণ, ক্রম হইতে নীলমক্ষিকা,
 শুদ্ধবিকার হইতে পুত্রিকা, কালিকাশতিক হইতে
 এক প্রকার সর্প এবং শুদ্ধ গোময় হইতে বৃশ্চিক
 জন্মে। এইরূপে গো-মহিষ প্রভৃতি হইতেও বহু
 কীট জন্মিয়া থাকে। মৎস্যাди বিবিধ জন্তু
 অণ্ডকুক্ষি হইতে জন্মে। ইহা ছাড়া ঐবীরিক,
 গোজাকুল ও জলৌকা প্রভৃতি অন্যান্য
 সূক্ষ্মজাতীয় কীট জন্মিয়া থাকে। কপোত ও
 কুরাদিতে একপ্রকার সূক্ষ্ম কীট জন্মে; ইহা
 ছাড়া আর এক প্রকার কীট আছে, তাহার নাম,
 — অষ্টাপদ কুলীরক। অন্য এক প্রকার মক্ষিকা
 জাতি আছে; ইহারা উচ্ছিষ্ট বস্তু, জল ও
 কর্দমে বাস করে। মশক, ভ্রমর ও পুত্রিকা,
 ইহারা তৃণ হইতে জন্মে। মণিচ্ছেদ ও ব্যাল,

মণিচ্ছেদাস্তথা ব্যালাঃ পোতজাঃ পরিকীর্ণিতাঃ
 শতবেরিবিকারানি করীষেভ্যো ভবন্তি হি ॥
 এবমাদিরসংখ্যাতো গণঃ সংস্বেদজো ময়া ।
 সমাসাভিহিতো হ্যেষ প্রাক্ষর্মবশজঃ স্মৃতঃ ॥
 তথান্যে নৈকৃতাঃ সত্ত্বাস্তে স্মৃতা উপসর্গজাঃ ।
 পুতাস্ত যোনিজাঃ কেচিৎ কেতিদৌৎপত্তিকাঃ
 স্মৃতাঃ ॥
 প্রায়ৈণ দেবাঃ সর্বৈ বৈ বিজ্ঞেয়া স্থপপত্তিজাঃ
 কেচিৎ যোনিজা দেবাঃ কেচিদেবানিমিত্ততঃ ॥
 তুলান্যশ্চ কোলশ্চ শিবা কন্যা তথৈব চ ।
 অপত্যং সরমায়ান্ত গণা বৈ সরমাদয়ঃ ॥৩২২
 শ্যামশ্চ শবলশ্চৈব অর্জুনো হরিতস্তথা ।
 কৃষ্ণে ধুম্রাঙ্গশ্চৈব তুলান্যশ্চ কদ্রুকাঃ ॥
 সুরসাথ বিজ্ঞেয়ে তু শতমেকং শিরোমৃতম্ ।
 সর্পাণাং তক্ষকো রাজা নাগানাং চাপি বাসুকিং
 তমোবহ্ল ইত্যেয গণঃ ক্রোধবশাত্মকঃ ॥
 পুলহস্যাত্মজাৎ সর্গস্তাত্মায়ান্তমিবোধত ।

ইহারা পোতজ বলিয়া খ্যাত। সকল প্রকার
 শতবেরি বিকার করীষ হইতে উৎপন্ন হয়।
 এইরূপ অসংখ্য স্বেদজ গণ আছে; আমি
 সংক্ষেপতঃ ইহার বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম। এই
 সকল যোনি কর্মফলেই ঘটিয়া থাকে। অধুনা
 নৈকৃতা প্রাণীর কথা বলিতেছি, ইহারা
 উপসর্গজাত। কোন কোন যোনিজাত প্রাণী
 পুত এবং কেহ কেহ ঔৎপত্তিক। দেবগণ প্রায়শই
 ঔৎপত্তিক, তবে কোন কোন দেবতা যোনিজাত
 ও কোন কোন দেবতা স্বতঃপ্রাদুর্ভূতও
 আছেন। ২৮৯-৪২১। তুলান্য, কোল ও শিবা
 নামী কন্যা, সরমার অপত্য। এই অপত্য সকল
 সরমাদিগণ। শ্যাম, শবল, অর্জুন, হরিত,
 কৃষ্ণ, ধুম্র, অরুণ ও তুলান্য, ইহারা কদ্রুজ।
 সুরসা একশত শিরোমৃত সর্প উৎপাদন করেন।
 তক্ষক সর্পদিগর ও বাসুকি নাগগণের রাজা।
 ক্রোধবশাৎ আত্মজ এই গণ তমোবহ্ল।
 পুলহস্যাজ হইতে তামাতে যে জাতি উৎপন্ন

বহুস্বাস্ত্রভিবিখ্যাতাস্তাদ্রায়াশ্চ বিজজিহ্নে।
 শ্যেনী ভাসী তথা ক্রৌঞ্চী ধৃতরাষ্ট্রী শুকী তথা
 অরুণস্য ভাৰ্য্যা শ্যেনী তু বীৰ্য্যবন্তৌ মহাবলৌ
 সম্পাতিঞ্চ জটায়ুঞ্চ প্রসূতা পক্ষিসন্তমৌ।।
 সম্পাতিরজনং পুত্রং কন্যামেকাং তথৈব চ।
 জটায়ুশ্চ যে পুত্রাঃ কাকগৃধ্রাশ্চকর্ণিনঃ।।৩২৭
 ভাৰ্য্যা গরুড়াতশ্চাপি ভাসী ক্রৌঞ্চী তথাশুকী
 ধৃতরাষ্ট্রী চ ভদ্রা চ তাম্রপত্যানি বচ্যাহম্।।
 শুকী গরুড়াতঃ পুত্রান সুমবে যট্ পরিশ্রুতান্
 ত্রিশিরং সুমুখঞ্চৈব বলং পৃষ্ঠং মহাবলম্।।
 ত্রিশঙ্খনেত্রং সুমুখং সুরূপং সুরসং বলম্।
 এমাং পুরাশ্চ পৌত্রাশ্চ গরুড়ানাং মহাত্মনাম্
 চতুর্দশ সহস্রাণি ক্রুরাণাং পন্নগাশিনাম্।
 পুত্রপৌত্রবিসর্গাচ্চ তেবাং বৈ বংশবিস্তরঃ।।
 ব্যাপ্তানি যানি দেশানি তানি বক্ষ্যে যথাক্রমম্।
 শাশ্বলীদ্বীপমখিলং দেবকুটঞ্চ পর্বতম্।।৩৩২

হয়, তাহা শ্রবণ করুন। তাহার নানাজাতীয়
 বহু বিখ্যাত সূত জন্মগ্রহণ করে; যথা — শ্যেনী,
 ভাসী, ক্রৌঞ্চী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। ইহাদের
 মধ্যে শ্যেনী, মহাবল পক্ষিশ্রেষ্ঠ সম্পাতি ও
 জটায়ুকে প্রসব করে। সম্পাতি ওর পুত্র ও এক
 কন্যা উৎপাদন করেন এবং জটায়ু হইতে কাক,
 গৃধ্র, অশ্বকর্ণী প্রভৃতি পক্ষী জাতির জন্ম হয়।
 গরুড়ের ভাৰ্য্যা — ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শুকী, ধৃতরাষ্ট্রী
 ও ভদ্রা। ইহাদের সন্তান-সন্ততির বিবরণ কীর্ত্তন
 করিতেছি। শুকী গরুড় হইতে ছয় জন প্রখ্যাত
 পুত্র প্রসব করে। তাহাদের নাম — ত্রিশির,
 সুমুখ, মহাবল, পৃষ্ঠ, ত্রিশঙ্খনেত্র, সুমুখ, ও
 সুরূপ, সুরস, বল। পন্নগাশী ক্রুর প্রকৃতি
 গরুড়দিগের পুত্র পৌত্রাদির চতুর্দশ সহস্র
 সন্তান-সন্ততি পক্ষিবংশ বিস্তার করিয়াছে।
 ইহারা যে সকল দেশ ব্যাপ্ত করিয়া আছে, ঐ
 সকল দেশের নাম শ্রবণ করুন, সমগ্র শাশ্বলী
 দ্বীপ, দেবকুট পর্বত, শৈলেন্দ্র মণিমান ও

মণিমস্তক শৈলেন্দ্রং সহস্রশিখরং তথা।
 পর্ণমালং সুকেশঞ্চ শতশৃঙ্গং তথাচলম্।।৩৩৩
 কৌরজং পঞ্চশিখরং হেমকুটঞ্চ পর্বতম্।
 প্রচণ্ডবায়ু প্রভবৈদীপিতৈঃ পদ্মরাগিভিঃ।।৩৩৪
 শৈলজালানি ব্যাপ্তানি গারুড়ৈস্তৈর্মহাস্থভিঃ
 ভাসীপুত্রাঃ স্মৃতা ভাসা উলুকাঃ কাককুকুটাঃ।।
 ময়ুরাঃ কলবিঙ্কাশ্চ কপোতা লাবতিস্তিরাঃ।
 ক্রৌঞ্চী বাঘ্রীণসান্ শ্যেনী কুররান্ সারসান্
 বকান্।।৩৩৫
 ইত্যেবমাদয়োহন্যেহপি ক্রব্যাদা যে চ পক্ষিণঃ।
 ধৃতরাষ্ট্রী চ হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ ভামিনী।।
 চক্রবাকাংশ্চবিহগান্ সৰ্ব্বাংশ্চবাদকান্ দ্বিজান্
 এতানেব বিজজ্ঞেহথ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্।।৩৩৮
 গরুড়স্যাত্মজাঃ প্রোক্তা ইরায়াঃ শৃণুত প্রজাঃ
 ইরা প্রজজ্ঞে কন্যা বৈ তিস্রঃ কমললোচনাঃ।।
 বনস্পতীনাং বৃক্ষাণাং বীরুধাঞ্চৈব মাতরঃ।

সহস্রশিখর পর্ণমাল, সুকেশ ও শতশৃঙ্গ পর্বত,
 কৌরজ, পঞ্চশিখর ও হেমকুট। প্রচণ্ড বায়ুপ্রভব
 দীপ্তিশালী পদ্মকান্তি মহাত্মা গারুড়গণ কর্তৃত
 এই সকল শৈলজাল পরিব্যাপ্ত আছে। ভাস,
 উলুক, কাক, কুকুট, ময়ুর, কলবিঙ্ক, কপোত
 লাব ও তিস্তির, ইহারা ভাসীপুত্র বলিয়া
 বিখ্যাত। ক্রৌঞ্চী — বাঘ্রীণসগণ, শ্যেনী, কুরর,
 সারস প্রভৃতি ও অন্যান্য মাংসাসী পক্ষী এবং
 ধৃতরাষ্ট্রী — হংস, কলহংস, চক্রবাক ও
 অপরাপর হিংসক পক্ষী উৎপাদন করে। ইহাদের
 অসংখ্য পুত্রপৌত্র উৎপন্ন হয়। গরুড়ের
 বংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ইরার
 বংশবিবরণ শ্রবণ করুন। ইহার তিনটি
 কমললোচনা কন্যা জন্মে; তাহাদের প্রজাবৃত্তান্ত
 শ্রবণ করুন। এই কন্যাত্রয় বনস্পতি, বৃক্ষ ও
 বীরুধদিগের জননী; ইহাদের নাম — লতা,
 বল্লী ও বীরুধ। লতা—ফলপুষ্পহীন পুলিনগত

লতা চৈবাপ বহ্নী চ বীরুধা চেতি তাস্ত্র বৈ।।
 লতা বনস্পতীন্ জঙ্ঘে হ্যপুষ্পান পুলিনস্থিতান্
 যুক্তান পুষ্পফলৈর্বৃক্ষাংগতা বৈ সম্প্রসূয়তে।।
 অথ বহ্নী তু গুণ্মাংশ্চ ত্বক্সারাস্তৃণজাতয়ঃ।
 বীরুধা তদপত্যানি বংশশ্চাত্র সমাপ্যতে।।
 এতে কশ্যপদায়াদা ব্যাখ্যাতাঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ।
 তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বৈরিদং পুরিতং জগৎ
 ইতি সর্গৈকদেশস্য কীর্তিতোহবয়বো ময়া।
 মারীচোহয়ং প্রজাসর্গঃ সমাসেন প্রকীর্তিতঃ।
 ন শক্যং ব্যাসতো বক্তুমপি বর্ষশতৈর্দ্বিজাঃ।।
 অদিতিধম্মশীলা তু বলশীলা দিতিঃ স্মৃতা।
 তপশীলা তু সুরভির্মায়াশীলা দনুঃ স্মৃতা।।
 মুনিশ্চ গন্ধশীলা বৈ প্রাচ্যাদ্যয়নশালিনী।
 গীতশীলা অরিষ্টাথ ক্রোধশীলা খশা স্মৃতা।।
 ক্রুরশীলা তথা কদ্মুঃ ক্রৌঞ্চ্যথ শ্রুতিশালিনী
 ইরানুগ্রহশীলা তু দনায়ুর্ভক্ষণে রতা।। ৩৪৬
 বাহশীলা তু বিনতা তাত্রা বৈ পাশশালিনী।
 স্বভাবা লোকমাতৃগাং শীলান্যেতানি সর্বশঃ।।

ধর্মতঃ শীলতো বুদ্ধ্যা ক্ষময়া বলরূপতঃ।
 রজঃসত্ত্বতমোবৃত্তা ধার্মিকাদার্মিকাস্ত্র বৈ।।
 মাতৃতুল্যাশ্চাভিজাতাঃ কশ্যপস্যাত্মজাঃ প্রজাঃ
 দেবতাসুরগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
 পিশাচাঃ পশবশ্চৈব মৃগাঃ পতঙ্গবীরুধঃ।। ৩৪৮
 যস্মাদ্রাক্ষায়ণীষ্মেতে জজ্ঞিরে মানুষীষ্মিহ।
 মহন্তরেষু সর্বেষু তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠাস্ত্র মানুষাঃ।। ৩৪৯
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং মানুষাঃ সাধকাস্ত্র বৈ।
 ততোহধঃশ্রোতসস্তে বৈ উৎপদ্যন্তে সুরাসুরাঃ
 জায়ন্তে কাব্যসিদ্ধার্থং মানুষেষু পুনঃ পুনঃ।।
 ইত্যেব বংশপ্রভবঃ প্রসংখ্যাতস্তপশ্বিণাম্।।
 সুবাণামসুবাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাঙ্গরিসাং তথা।
 যক্ষরক্ষঃপিশাচানাং সুপর্ণোরগপক্ষিণাম্।। ৩৫২
 ব্যালানাং শিখিনাক্ষব ওষধীনাঞ্চ সর্বশঃ।
 কৃমিকীটপতঙ্গানাং ক্ষুদ্রাণাং জলজাশ্চ যে।
 পশুনাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ শ্রীমতাং পুণ্যলক্ষণঃ।।
 আয়ুষ্যশ্চৈব ধন্যশ্চ শ্রীমান্ হিতসুখাবহঃ।
 শ্রোতব্যশ্চৈব সততং গ্রাহ্যশ্চৈবানসূয়তা।।

বনস্পতিদিগকে উৎপাদন করে। পুষ্পফলবিশিষ্ট
 বৃক্ষদিগেরও লতা হইতেই জন্ম হয়। বহ্নী —
 গুণ্ম এবং ত্বক্সার তৃণজাতিকে উৎপাদন করে।
 বীরুধগণ বীরুধদিগের জনয়িত্রী। এইখানে
 বংশবর্ণনে বিরত হওয়া গেল। এই সকল চরাচর
 কশ্যপদায়াদগণের বিষয় কীর্তিত হইল। ইহাদের
 পুত্র পৌত্রগণ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত।
 এই আমি মারীচ প্রজাগণের একদেশ মাত্র
 সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম। ইহা কেহ বিস্তৃতরূপে
 বর্ণন করিতে শতবর্ষেও সক্ষম নহে। অদিতি-
 - ধম্মশীলা, দিতি— বলশালিনী, সুরভি—
 তপশীলা, দনু—মায়াশীলা, মুনি— অধ্যয়নশীলা,
 অরিষ্টা—গীতশীলা, খশা—ক্রোধশীলা, কদ্মু—
 ক্রুরশীলা, ক্রৌঞ্চী—শ্রুতিশীলা, ইরা—
 অনুগ্রহশীলা, দনায়ু—ভক্ষণদক্ষা, বিনতা—
 বহনশীলা এবং তাত্রা—পাশশালিনী। এই সকল
 লোকমাতাদিগের স্বভাব এইরূপই; ইহারা ধর্ম,

শীল, বুদ্ধি, ক্ষমা, বল ও রূপ নিবন্ধন সত্ত্ব,
 রজ ও তমোগুণের বশে ধার্মিকা ও অধার্মিকা
 দুইই বটেন। কশ্যপাত্মজ দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব,
 যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, পশু, মৃগ, পতঙ্গ
 ও বীরুধদিগের আভিজাত্য মাতৃতুল্য। যেহেতু
 প্রতি মহন্তরে মানুষী দক্ষকন্যাতে জন্ম গ্রহণ
 করে, এজন্য মানুষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত।
 মানুষই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক।
 সুরাসুরগণই কাব্যসিদ্ধির নিমিত্ত অধঃশ্রোতরূপে
 মানুষ লোকে বার বার জন্মগ্রহণ করে। ৩২২-
 ৩৫০। তপস্বী, সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা,
 যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, সুপর্ণ, উরগ, পক্ষী, ব্যাল,
 শিখী, ওষধি, কৃমি, পতঙ্গ, ক্ষুদ্র জলজ, পশু
 এবং শ্রীমান, ব্রাহ্মণগণের পুণ্যলক্ষণ
 বংশবিবরণ এইরূপই কীর্তিত হইয়া থাকে।
 ইহা আয়ুষ্য, ধন্য, শ্রীমান, হিতসুখাবহ ও
 সতত শ্রোতব্য। অসূয়াহীন হইয়া সাদরে এই

ইমন্ত বংশং নিয়মেন যঃ পঠে-
ন্থহাস্তানাং ব্রাহ্মণবৈদ্যসংসদি।
অপত্যলাভং হি লভেত পুষ্পলং
শ্রিয়ং ধনং প্রেত্য চ শোভনাং গতিম্॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কশ্যপীয়-
প্রজাসর্গো নান্নৈকোনসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥৬৯॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং প্রজাসু স্তাসু কশ্যাপেন মহাস্থনা।
প্রতিষ্ঠিতাসু সর্বাসু স্থাবরাসু চরাসু চ॥১
অভিষিচ্যাদিপতেষু তেষাং মুখ্যঃ প্রজাপতিঃ
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে॥২
দ্বিজাतीনাং বীরুধাঞ্চ নক্ষত্রাণাং গ্রহৈঃ সহ।
যজ্ঞানাং তপসাক্ষৈব সোমং রাজ্যেহভ্যেচয়ৎ
বৃহস্পতিং তু বিশ্বেষাং দদাবঙ্গিরসাং পতিম্।

বংশবিবরণ শ্রবণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মহাস্থনা
ব্রাহ্মণগণের বিদ্যালোচনাময় পরিষদে
নিয়মপূর্বক ইহা পাঠ করে, তাহার অপত্য,
পুষ্পল ধন ও লক্ষ্মীলাভ হয়। পরন্তু পরলোকে
তাহার শুভ গতি হইয়া থাকে। ৩৫১-৩৫৩।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৥৬৯॥

সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ।

সূত বলিলেন, — মহাস্থনা কশ্যপ কর্তৃক
এইরূপে প্রজাসৃষ্টির পর সমুদয় স্থাবর জঙ্গম
প্রতিষ্ঠিত হইলে ভগবান প্রজাপতি বিভিন্ন জাতীয়
প্রজা সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন
করিয়া তাহাদিগকে তত্ত্বজাতীয় রাজ্যে অভিষেক
করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সোমকে দ্বিজাতি,
বীরুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্যা-রাজ্যে
অভিষেক করিলেন। এইরূপে ভগবান্

ভৃগুগামধিপং চৈব কাব্যং রাজ্যেভ্যেচয়ৎ॥
আদিত্যানাং পুনর্বিষ্ণুং বসুণামথ পাবকম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষঞ্চ মরুতামথ বাসবম্॥৫
দৈত্যানাং রাজানং প্রহ্লাদং দিতিনন্দনম্।
নারায়ণস্ত সাধ্যানাং রুদ্রাণাং বৃষভধ্বজম্॥৬
বিপ্রচিন্তিঞ্চ রাজানং দানবানামথাদিশৎ।
অপাং তু বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং পতিম্।
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পার্থিবানাং ধনস্য চ॥৭
বৈবস্বতং পিতৃণাঞ্চ যমং রাজ্যেহভ্যেচয়ৎ।
সর্বভূতপিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্॥
শৈলানাং হিমবতঞ্চ নদীনাং সায়রম্।
গন্ধর্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্রবর্তং তদা।

উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানাং রাজানং চাভ্যেচয়ৎ।
মৃগাণামথ শাদ্দুলং গোবৃষঞ্চ চতুষ্পদাম্॥১০
পক্ষিণামথ সর্বেষাং গরুড়ং পততাংবরম্।
গন্ধানাং মারুতক্ষেব ভূতানামশরীরিণাম্॥১১
শব্দাকাশবলানাঞ্চ বায়ুং বলবতাং বরম্।
সর্বেষাং দংষ্ট্রিণাং শেষং নাগানামথ বাসুকিম্
সরীসৃপাণাং সর্পামাং নাগানাঞ্চৈব তক্ষকম্।

বৃহস্পতিকে আঙ্গিরসগণের, কাব্যকে
ভার্গবদিগের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, পাবককে
বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিগণের, বাসবকে
মরুৎগণের, প্রহ্লাদকে দৈত্যগণের, নারায়ণকে
সাধ্যগণের, বৃষভধ্বজকে রুদ্রগণের,
বিপ্রচিন্তিকে দানবগণের, বরুণকে জলের,
বৈশ্রবণকে যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব ও ধনের,
বৈবস্বতকে পিতৃগণের, শূলপাণিকে নিখিল
ভূত ও পিশাচদিগের, হিমাবানকে শৈলদিগের,
সাগরকে নদীগণের, চিত্রবর্তকে গন্ধর্বগণের,
উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদিগের, সিংহকে মৃগদিগের,
গোবৃষকে চতুষ্পদের, গরুড়কে পক্ষিগণের,
মারুতকে গন্ধের ও অশরীরী প্রাণীর, বায়ুকে
শব্দ, আকাশ ও বলের, শেষকে নিখিল দংষ্ট্রীর,
বাসুকিকে নাগগণের, তক্ষককে সরীসৃপ, সর্প

সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘনাং বর্ষিতস্য চ।
 আদিত্যানামন্যতমং পর্জ্জন্যমভিষিক্তবান্।।১৩
 সর্বাঙ্গরোগগণানাঞ্চ কামদেব তথৈব চ।
 ঋতুনাঞ্চ মাসানামার্তবানাং তথৈব চ।।১৪
 পক্ষাণাঞ্চ বিপক্ষাণাং মুহূর্ত্তানাঞ্চ পর্বণাম্।
 কলাকাষ্ঠাপ্রমাণানাং গতেরয়নয়োস্তথা।
 গণিতস্যাপি যোগস্য চক্রে সংবৎসরং প্রভূম্।।
 প্রজাপতির্বৈ রজসং পূর্বস্যাপি দিশি বিকৃতম্।
 পুত্রং নাম্না সুধামানং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ
 পশ্চিমস্যাপি দিশি তথা রজসং পুত্রমচ্যুতম্।
 কেতুমন্তং মহাত্মনং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ
 মনুষ্যাণামপিপতিং চক্রে বৈবস্বতং মনুম্।
 তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
 যথাপ্রদেশমদ্যপি ধর্ম্মেণ পরিপাল্যতে।।১৮
 স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে পূর্বং ব্রহ্মণা তেহভিষেচিতাঃ
 নৃপা হ্যেতেহভিষিচ্যন্তে মনবো যে ভবন্তি বৈ
 মন্বন্তরেঋতীতেষু গতা হ্যেতেষু পার্থিবাঃ
 এবমন্যেহভিষিচ্যন্তে প্রাপ্তে মন্বন্তরে পুনঃ।
 অতীতানাগতাঃ সর্বৈ শ্রুতা মন্বন্তরেঋতীঃ।।২০

ও নাগগণেরস আদিত্যগণের অন্যতম
 পর্জ্জন্যকে সাগর, নদী, মেঘ ও বর্ষণের,
 কামদেবকে অঙ্গরাগণের, সংবৎসরকে ঋতু,
 মাস, পক্ষ, বিপক্ষ, মুহূর্ত্ত, পর্ব, কলা, কাষ্ঠা,
 অয়ন, গণিত ও যোগের, সুধামাকে পূর্বদিকের,
 কেতুমানকে পশ্চিমদিকের এবং বৈবস্বত মনুকে
 মানবগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। অধুনা
 পূর্বোক্ত অধিপতিগণই সপত্তনা সপ্তদ্বীপা
 পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে যথাযথ পালন
 করিতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে
 ঐ সকল নৃপতিকে অভিষিক্ত করেন। তাঁহারই
 ভাবী মন্বন্তরসমূহে মনু হইবেন। ঐ সকল
 মন্বন্তর অতীত হইলে ঐ নরপতিগণও অতীত
 হইয়া থাকেন। এইরূপে পুনরায় মন্বন্তর আসিলে
 অন্য নৃপতি অভিষিক্ত হন। এইরূপে অতীত
 ও অনাগত নৃপতি ও মনুগণ অবির্ত্ত ও
 তিরোভূত হইয়া আসিতেছেন। এই সকল

রাজসূয়েহভিষিক্তশ্চ পৃথুরেভির্নরোত্তমৈঃ।
 বেদদৃষ্টেন বিধিনা কৃতো রাজা প্রতাপবান্।।
 এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্ত প্রজাসন্তানকারণাৎ।
 পুনরেব মহাভাগঃ প্রজানাং পতিরীশ্বরঃ।।২২
 কশ্যাপো গোত্রকামস্ত চচার পরমং তপঃ।
 পুত্রৌ গোত্রকরৌ মহ্যং ভবেতামিত্যচিন্তয়ৎ।।
 তস্য প্রধ্যায়মানস্য কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
 ব্রহ্মণোহংশৌ সূতৌ পশ্চাৎ প্রাদুর্ভূতৌ
 মহৌজসৌ।।২৪
 বৎসারশ্চাসিতশ্চৈব তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।
 বৎসারান্নিগ্রবো জজ্ঞে রৈভ্যশ্চ স মহাযশাঃ
 বৈভাসা রৈভ্যা বিজ্ঞেয়া নিগ্রবস্য নিবোধত।
 চ্যবনস্য সুকন্যায়াং সুমেধাঃ সমপদ্যত।।২৬
 নিগ্রবস্য তু যা পত্নী মাতা বৈ কুণ্ডপায়িনাম্।
 অসিতস্যৈকপর্ণায়াং ব্রহ্মিষ্ঠঃ সমপদ্যত।।২৭
 শান্তিল্যানাং বচঃ শ্রুত্বা দেবলঃ সুমহাযশাঃ।
 নিগ্রবাঃ শান্তিলা রৈভ্যাত্ময়ঃ পশ্চাত্তু কশ্যপাঃ।।
 বরপ্রভৃতয়ো দেবা দেবলস্য প্রজাস্ত্রিমাঃ।।২৯

নরোত্তমগণ কর্তৃক পৃথু যথাবিধি রাজসূয়ে
 অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, প্রজাপতি মহাভাগ
 কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া পুনরায়
 প্রজা বিস্তারার্থ পরম তপস্যা আচরণ করেন।
 তিনি ভাবিলেন যে, আমার দুইটা গোত্রকর
 পুত্র হউক; মহাত্মা কশ্যপের ঐরূপ চিন্তার
 ফলে বৎসার ও অসিত নামে দুইজন
 মহাসম্পন্ন ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসার
 হইতে নিগ্রব এবং রৈভ্য জন্মগ্রহণ করে।
 রৈভ্য হইতে রৈভ্যগণ উৎপন্ন হয়। অতঃপর
 বিগ্রবের বিবরণ শ্রবণ করুন। সুকন্যার গর্ভে
 চ্যবনের সুমেধা নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। নিগ্রবের
 পত্নী, কুণ্ডপায়িগণের মাতা। একপর্ণার গর্ভে
 অসিতের ব্রহ্মিষ্ঠ নামক পুত্র জন্মে। দেবল
 শান্তিল্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী
 হন। নিগ্রব, শান্তিল্য ও রৈভ্য ইহারা সকলেই
 কশ্যপ। বর প্রভৃতি দেবতাগণ দেবলের

চতুর্থুগে ত্বতিক্রান্তে মনোহ্যেকাদশে প্রজাঃ
 অথাবশিষ্টে তস্মিংশু দ্বাপরে সম্প্রবর্ততে ॥ *
 মানসন্য চরিত্যন্তস্তস্য পুত্রো দমঃ কিল।
 মানসস্তস্য দায়াদন্তুণবিন্দুরিভি শ্রুতঃ ॥ ৩০
 ত্রেতাযুগমুখে রাজা তৃতীয়ে সম্ভব হ।
 তস্য কন্যা ত্রিলিবিলা রূপেণাপ্রতিমভবৎ।
 পুলস্ত্যায় স রাজর্ষিস্তাং কন্যাং প্রত্যপাদয়ৎ
 ঋষেরিলিবিলায়াস্তু বিশ্ববাঃ সমপদ্যত।
 তস্য পত্ন্যশ্চতস্রস্ত পৌলস্ত্যকুলবর্দ্ধনাঃ ॥ ৩১
 বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্তির্দেবাচার্যস্য কীর্তিতা।
 কন্যাং তস্যোপযেমে স নাম্না বৈ দেববর্গিনীম্ ॥
 পুষ্পোৎকটাক্ষঃ বাকাক্ষঃ সুতে মাল্যবতঃ স্থিতে
 কৈকসীং মালিনঃ কন্যাং তাসাস্তু শৃণুত প্রজাঃ
 জ্যেষ্ঠং বৈশ্রবণং তস্য সুমুবে দেববর্গিনী।
 দিব্যেন বিধিনা যুক্তমার্ষ্যেণৈব শ্রুতেন চ।
 রাক্ষসেন চ রূপেণ আসুরেণ বলেন চ ॥ ৩৫

সন্তান ১২-২৯। মানসের পুত্র রিষ্যন্ত, তৎপুত্র
 দম। দমের দায়াদ মানস; মানস তুণবিন্দু বলিয়া
 বিখ্যাত। ইনি ত্রেতাযুগের প্রথমে রাজা ছিলেন।
 ইহার কন্যা অনুপম রূপলাবণ্যবতী ইলবিলা।
 রাজা তুণবিন্দু তাঁহাকে পুলস্ত্যের করে অর্পণ
 করেন। ভগবান্ পুলস্ত্য ইলবিলার গর্ভে
 বিশ্ববাকে উৎপাদন করেন। বিশ্ববার চারিটি
 পত্নী। ইহারা সকলেই পৌলস্ত্য-কুল-বর্দ্ধন
 ছিলেন। দেবাচার্য বৃহস্পতির এক কীর্তিমতী
 কন্যা ছিল। বিশ্ববা সেই দেববর্গিনানাম্নী কন্যাকে
 যাইয়া বিবাহ করেন। মাল্যবানের কন্যা
 পুষ্পোৎকটাক্ষ ও বাকাক্ষ এবং মালীর কন্যা কৈকসীও
 তাঁহার ভাৰ্য্যা ছিল। ইহাদের সন্তান-সন্ততি
 কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সকল ভাৰ্য্যার
 মধ্যে দেববর্গিনী দিব্য আর্ষবিধিগত শ্রুত, স্পন্ন
 জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈশ্রবণকে প্রসব করেন। বৈশ্রবণ
 রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে অসুরের মত

* কচিদয়মধিকঃ শ্লোকঃ।

ত্রিপাদং সুমহাকায়ং স্থলশীর্ষং মহাতনুম্।
 অষ্টদংষ্ট্রং হরিচ্ছন্নশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্ ॥
 ব্রুহ্মবাহুং প্রবাহুঞ্চ পিঙ্গলং সুবিভীষণম্।
 বৈবর্তজ্ঞানসম্পন্নং সমুদ্রং জ্ঞানসম্পদা ॥ ৩৭
 এবংবিধং সুতং দৃষ্ট্বা বিশ্বরূপধরং তথা।
 পিতা দৃষ্ট্বাব্রবীত্ত্ব কুবেরোহয়মিতি স্বয়ম্ ॥
 কুৎসায়াং ক্রিতিশব্দোহয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে
 কুবেরঃ কুশরীরত্বান্নান্না তেন চ সাহস্কিতঃ ॥
 যস্মাদ্বিশ্রবসোহপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব।
 তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম নাম্না লোকে ভবিষ্যতি ॥
 ঋদ্ধ্যাং কুবেরোহজনয়দ্বিশ্রুতং নলকুবরম্।
 রাবণং কুন্তুকর্ণঞ্চ কন্যাং শূর্ণগথাং তথা।
 বিভিষণচতুর্থাংস্তান্ কৈকস্যজনয়ৎ সুতান্ ॥
 শঙ্কুকর্ণো দশগ্রীবঃ পিঙ্গলো রক্তমুর্দ্ধজঃ।
 চতুষ্পাদ্বিংশতিভুজো মহাকায়ো মহাবলঃ ॥ ৪২
 জাত্যঞ্জননিভো দংষ্ট্রী লোহিতগ্রীব এব চ।
 রাজসেনো যথা যুক্তো রূপেণ চ বলেন চ ॥ ৪৩
 সত্যবুদ্ধির্দৃঢ়তনু রাক্ষসৈরেব রাবণঃ।

ছিলেন। ইহার পিতা ইহাকে ত্রিপাদ, মহাকায়,
 স্থলশীর্ষ, অষ্টদংষ্ট্র, হরিবর্ণ শ্মশ্রু-বিশিষ্ট,
 শঙ্কুকর্ণ, লোহিতবর্ণ, ব্রুহ্মবাহু, প্রবাহু, পিঙ্গল,
 ভীষণ, বৈবর্তজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশ্বরূপধর
 দেখিয়া বলিলেন যে, এই বালক স্বয়ং 'কুবের';
 কেননা, কু শব্দের অর্থ কুৎসা এবং এবং বের
 শব্দের অর্থ শরীর; কু-শরীরত্ব বশতই এই
 বালক কুবের নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই পুত্র
 বিশ্ববার অপত্য এবং বিশ্ববার সহিত ইহার
 সাদৃশ্যও আছে। এ জন্য এই বালক বৈশ্রবণ
 নামেও অভিহিত হইবে। ৩০-৪০। কুবের
 ঋদ্ধির গর্ভে বিখ্যাত নলকুবরকে উৎপাদন
 করেন এবং কৈকসী, রাবণ, কুন্তুকর্ণ, বিভীষণ
 ও কন্যা শূর্ণগথাকে প্রসব করে। রাবণ—শঙ্কুকর্ণ,
 দশগ্রীব, পিঙ্গলবর্ণ, রক্তমুর্দ্ধজ, চতুষ্পাদ,
 বিংশতিভুজ, মহাকায়, মহাবল, স্বভাবতই
 অঞ্জননিভ, দংষ্ট্রী, লোহিতগ্রীব, রূপ-বলযুক্ত,
 সত্যবুদ্ধি, দৃঢ়তনু, স্বভাবতঃ দারুণ, ও ক্রুর

নিসর্গাদারুণিঃ কুরো রাবণাপ্রাণস্ত সঃ ॥৪৪

হিরণ্যকশিপুস্ত্রাসীৎ স রাজা পূর্বজন্মানি।

চতুর্য়ুগাণি রাজাত্র ত্রয়োদশ স রাক্ষসঃ ॥৪৫

তাঃ পঞ্চ কোট্যো বর্ষানামাখ্যাতাঃ সংখ্যা
দ্বিজৈঃ।

নিযুতান্যেকষষ্টিশ্চ সংখ্যাবিস্তিরুদাহতা ॥৪৬

ষষ্টিং শতসহস্রাণি বর্ষাণাম্ স বারণঃ।

দেবতানামৃষীণাঞ্চ ঘোরং কৃত্বা প্রজাগরম্ ॥৪৭

ক্রেতায়ুগে চতুর্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্ষয়াৎ।

রামং দাশরথিং প্রাপ্য সগণঃ ক্ষয়মীয়িবান্ ॥৪৮

মহোদরঃ প্রহস্তশ্চ মহাপ্রাংশু খরস্তথা।

পুষ্পোৎকটায়োঃ পুত্রাস্তে কন্যা কুন্তীনসী তথা

ত্রিশিরা দুষণশ্চৈব বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ রাক্ষসঃ।

কন্যা হাসনিকা চৈব বাকায়োঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ ॥

ইত্যেতে কুরকর্মাণঃ পৌলস্ত্যা রাক্ষসা দশ

দারুণাভিজনাঃ সর্বৈ দেবৈরপি দুরাসদাঃ ॥৫১

সর্বৈ লব্ধবরাশ্চৈব পুত্রপৌত্রসমম্বিতাঃ।

ছিলেন। অত্যন্ত রব করার জন্য তিনি রাবণ নামে খ্যাত এবং পূর্ব জন্মে ইনি হিরণ্যকশিপু ছিলেন, ইনি চারি যুগেই রাজা হইয়া আসিতেছেন। এখন ইনি রাক্ষসদিগের ত্রয়োদশ রাজা। সংখ্যাবিৎ পশুংগণ ইহার রাজত্বকাল পাঁচ কোটি দশলক্ষ একষষ্টি বৎসর বলিয়া বর্ণন করেন। ইনি ষষ্টি লক্ষ বৎসর কাল দেবতা ও ঋষিগণকে নৃশংসভাবে পীড়ন করিয়াছেন। চতুর্বিংশ ক্রেতায়ুগে রাবণ তপঃক্ষয় নিবন্ধন দাশরথ রামের হস্তে সবংশ নিধন প্রাপ্ত হন। মহোদয়, প্রহস্ত, মহাপ্রাংশু ও খর ইহারা পুষ্পোৎকটার পুত্র। অতদ্ভিন্ন কুন্তীনসী নামে পুষ্পোৎকটার এক কন্যা ছিল। ত্রিশিরা, দুষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষস বাকার পুত্র। ইহার কন্যার নাম হাসনিকা, পূর্বোক্ত দশসংখ্যক পুলস্ত্যবংশীয় রাক্ষস সকলেই কুরকর্মাঙ্গ দারুণাভিজন, দেব-দুরাসদ, বরপ্রাপ্ত ও

যক্ষাণাঞ্চৈব সর্বেষাং পৌলস্ত্যা যে চ রাক্ষসাঃ

আগস্ত্যবৈশ্বামিত্রাণাং কুরাণাং ব্রহ্মরক্ষসাম্।

বেদাধ্যয়নশীলানাং তপোব্রতনিষেবিণাম্ ॥৫৩

তেষামৈলবিলো রাজা পৌলস্ত্যঃ সব্যাপিঙ্গলঃ

ইতরে বৈ যজ্ঞমুখাস্তেন রক্ষোগণাত্ময়ঃ ॥৫৪

যাতুধানা ব্রহ্মাধানা বার্ত্তিশ্চৈব দিবাচরাঃ।

নিশাচরগণাস্তেষাং চত্বারঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ ॥

পৌলস্ত্যা নৈঋতশ্চৈব আগস্ত্যাঃ কৌশিকাস্তথা।

ইত্যেতাঃ সপ্ত তেষাং বৈ জাতয়ো রাক্ষসাঃ

স্মৃতাঃ ॥৫৬

তেষাং রূপং প্রবক্ষ্যামি স্বভাবেন ব্যবস্থিতম্

বৃদ্ধাক্ষাঃ পিঙ্গলাশ্চৈব মহাকায়ো মহোদরাঃ ॥৫৭

অষ্টদংষ্ট্রাঃ শঙ্কুকর্ণা উর্দ্ধরোমাণ এব চ।

আকর্ণদারিতাস্যাশ্চ মুঞ্জধুমোর্দ্ধমুর্দ্ধজাঃ ॥৫৮

স্থূলশীর্ষাঃ সিতাভাশ্চ হ্রস্বকাশ্চ প্রবাহকাঃ।

তাম্রাস্যা লম্বজিহ্বোষ্ঠা লম্বদ্রাস্থূলনাসিকাঃ ॥৫৯

নীলাঙ্গা লোহিতগ্রীবা গণ্ডীরাক্ষা বিভীষণাঃ

মহাঘোরস্বরশ্চৈব বিকটা বদ্ধপিপ্তিকাঃ ॥৬০

স্থূলশ্চ তুঙ্গনাসাশ্চ শিলাসংহননা দৃঢ়াঃ।

পুত্রপৌত্রসমম্বিত। কুবের সমুদয় যক্ষ, পৌলস্ত্য, রাক্ষস, আগস্ত্য রাক্ষস, বৈশ্বামিত্র রাক্ষস, কুর ব্রহ্মরাক্ষস, বেদাধ্যয়ন শীল রাক্ষস, এবং তপোব্রতনিষেবী রাক্ষসগণের রাজা। ইতর রাক্ষসগণ যজ্ঞমুখ। তাহাদের তিনটি গণ আছে। সাধারণতঃ রাক্ষস চারি প্রকার; যথা-
- যাতুধান, ব্রহ্মাধান, দিবাচর ও নিশাচর। ইহা পূর্ব কবিগণের সিদ্ধান্ত। পৌলস্ত্য, নৈঋত, আগস্ত্য ও কৌশিক প্রভৃতি সপ্তগণ রাক্ষস জাতি। ৪১-৫৬। ইহাদের স্বাভাবিক রূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহারা বৃদ্ধাক্ষ, পিঙ্গ লবর্ণ, মহাকায়, মহোদয়, অষ্টদংষ্ট্র, শঙ্কুকর্ণ, উর্দ্ধরেমা, আকর্ণ দারিতাস্য, মুঞ্জধুমবৎ উর্দ্ধকেশ, স্থূলশীর্ষ, সিতাভ, হ্রস্ব, দীর্ঘবাহু, তাম্রাস্য, লম্বজিহ্ব, লম্বোষ্ঠ, লম্বদ্রা, স্থূলনাসিক, নীলাঙ্গ, লোহিতগ্রীব, গণ্ডিরাক্ষ, বিভীষণ, ঘোররাবী, বিকট, স্থূল

দারুণাভিজনাঃ ক্রুরাঃ প্রায়শঃ ক্রিষ্টকর্মিণঃ।
সকুণলাঙ্গদাপীড়া মুকুটোষ্ণীষধারিণঃ।
বিচিত্রবস্ত্রাভরণাশ্চিত্রঙ্গনুলেপনাঃ। ৬২
অন্নাদাঃ পিশিতাদশ্চ পুরুষাদাশ্চ তে স্মৃতাঃ।
ইত্যেতদ্রূপসাধর্ম্যং রাক্ষসানাং বুধৈঃ স্মৃতম্।
ন সমস্তবলং বুদ্ধং যতো মায়াকৃতং হি তৎ। ৬৩
পুলহস্য মৃগাঃ পুত্রাঃ সর্কো ব্যালাশ্চ দংশিটগাঃ।
ভূতাঃ পিশাচাঃ সর্পাশ্চ ভ্রমরা হস্তিনস্তথা। ৬৪
বানরাঃ কিম্বরাশ্চৈব ময়ুকিম্পুরুষাস্তথা।
যেহন্যে চৈব পরিক্রান্তা মায়াক্রোধবশানুগাঃ
অনপত্যঃ ক্রতুস্তস্মিন্ স্মৃতো বৈবস্বতেহন্তরে।
ন তস্য পুত্রঃ পৌত্রো তেজঃ সত্তিকম্প্য বা
স্থিতঃ। ৬৬

অত্রৈবংশং প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়স্য প্রজাপতেঃ।
তস্য পত্ন্যাশ্চ সুন্দর্যো দশৈবাসন্ পতিব্রতাঃ
ভদ্রাশ্চ স্য ঘৃতাচ্যাং বৈ দশাঙ্গরসি সুনবঃ।
ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শলদা মলদা তথা। ৩৮

তুঙ্গনাসিক, দৃঢ়, এবং দারুণাভিজন। ইহারা অত্যন্ত
ক্রুরস্বভাব-সম্পন্ন, ক্রিষ্টকর্মী। ইহারা কুণ্ডলাদি অঙ্গ
দে ভূষিত। ইহাদের মস্তকে মাল্য, মুকুট এ উষ্ণীষ
বিরাজিত। বিচিত্র বস্ত্র, আভরণ, মাল্য এবং
অমুলেপনাদির দ্বারা ইহারা অঙ্গশোভা সম্পাদন
করে। ইহারা অন্নভোজী, মাংসাশী এবং
পুরুষাদক। মনীষিগণ রাক্ষসদিগের এইরূপ
রূপসাধর্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ইহাদের সমুদয়
বলরূপাদি সম্যক অবগত হওয়া অসম্ভব; কেননা
তাহারা মায়াবী। পুলস্ত্যের সন্তানগণ যথা, —
মৃগ, ব্যাল, দ হ্তী, ভূত, পিশাচ, ভ্রমর, সর্প, হস্তী,
কিম্বর, মায়াবী জাতি এবং ক্রোধী জাতি। ক্রতু
বৈবস্বত মন্বন্তরে অনপত্য হন। তাঁহার পুত্র বা
পৌত্র নাই; এবং তিনি স্বীয় তেজ কুত্রাপি নিক্ষেপ
করেন নাই। তৃতীয় প্রজাপতি ভগবান্ অত্রির বংশ
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাঁহার দশ পত্নী;
সকলেই সুন্দরী ও পতিব্রতা। ঘৃতাচী গর্ভে
ভদ্রাশ্চের দশ সন্তান জন্মে; নাম — ভদ্রা, শূদ্রা,

বেলা খলা চ সপ্তৈতা যা চ গে চপলা স্মৃতা।
তথা মানরসা চৈব রত্নকুটা চ তা দশ। ৩৯
আত্রেয়বংশ কৃন্তাসাং ভর্তা নাম্না প্রভাকরঃ।
ভদ্রায়াং জনয়ামাস সোমঃ পুত্রং যশস্বিনম্। ৭০
স্বর্ভানুনা হতে সূর্যো পতমানে দিব্যে মহীম্।
তমোহভিভূতে লোকেহস্মিন্ প্রভা যেন
প্রবর্তিতা। ৭১

স্বস্তি তেহস্তিতি চোক্তঃ স পতম্নিহ দিবাকরঃ
ব্রহ্মর্ষেবচনান্তস্য ন পপাত দিবো মহীম্। ৭২
অত্রিশ্রেষ্ঠানি গোত্রাণি যশ্চকার মহাতপাঃ।
যজ্ঞে স্বত্রিঘনশ্চৈব সুরৈর্যস্য প্রবর্তিতঃ। ৭৩
স ভাস্বজনয়ৎ পুত্রানামৃতল্যাননামকান্।
দশ তাস্থেব মহতা তপসা ভাবিত প্রভাঃ। ৭৪
স্বস্ত্যাত্রেয়া ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ।
তেষাং বিখ্যাতযশসৌ ব্রহ্মিষ্ঠৌ সুমহৌজসৌ

মদ্রা, শলদা, মলদা, বেলা, খলা, লোকপলা,
মনোরমা ও রত্নকুটা। আত্রেয় বংশবর্ধনকারী
প্রভাকর ইহাদের ভর্তা ছিলেন। ইনি ভদ্রার
উদরে যশস্বী সোমকে উৎপাদন করেন। একদা
স্বর্ভানু কর্তৃক আহত হইয়া সূর্য্য স্বর্গ হইতে
ভূতলে পতিত হইলে চরাচর নিখিল জগৎ
তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এ হেন সময়ে তদীয়
পুত্র সোম আলোকদানে এই জগৎ প্রকাশিত
করেন। পরন্তু সূর্য্য স্বর্গ হইতে পতিত হইবার
কালে ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ অত্রি কর্তৃক ‘স্বস্তি তেহস্ত’
এইরূপ অভিহিত হইয়া আর পতিত হইলেন
না। মহাতপা সবিতা অত্রির কন্যাসমূহে স্বীয়
গোত্র উৎপাদন করেন এবং অত্রিসাহায্যেই
তিনি সুরগণ কর্তৃক যজ্ঞভাগিত্বে অনুমোদিত
হন। ৫৭-৭৩। তিনি অত্রিসূতাসমূহে আত্ম তুল্য
দশ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই
তপঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান এবং ‘স্বস্ত্যাত্রেয়’
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা ঋষি এব বেদপারগ।
ইহাদের প্রখ্যাতযশা মহৌজা ব্রহ্মিষ্ঠ দুই পুত্ররত্ন
প্রাদুর্ভূত হয়; তাহাদের

দন্তাত্রেয়স্তস্য জ্যেষ্ঠো দুর্কাসান্তস্য চানুজঃ।
 যবীয়সী সুতা তস্যামবলা ব্রহ্মবাদিনী।
 অত্রাপ্যদাহরন্তীমং শ্লোকং পৌরাণিকাঃ পুরা
 অত্রৈঃ পুত্রঃ মহাত্মানং শান্তাত্মানমকল্মষম্।
 দন্তাত্রেয়ং তনুং বিশেষঃ পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে
 তস্য গোত্রাদ্বয়ে জাতাশ্চত্বারঃ প্রথিতা ভুবি।
 শ্যামাশ্চ মুদগলাশ্চৈব বলারকগবিষ্ঠিরাঃ।
 এতে গুনাং তু চত্বারঃ স্মৃতাঃ পক্ষা মহৌজসাম্
 কশ্যপান্নারদশ্চৈবপৰ্বতোহরুদ্রতী তথা।
 জজ্ঞিরে চ অরুদ্রত্যাস্তান্নিবোধত সন্তমাঃ।।৭৯
 নারদস্ত বসিষ্ঠায়ারুদ্রতীং প্রত্যপাদয়ৎ।
 উর্ধ্বরেতা মহাতেজা দক্ষশাপাদু নারদঃ।।৮০
 পুরা দেবাসুরে তস্মিন্ সংগ্রামে তারকাময়ে
 অনাবৃষ্ঠা হতে লোকে ব্যগ্রৈঃ শত্রুৈঃ সুরৈঃ সহ
 বসিষ্ঠস্তপসা ধীমান্ ধাবয়ামাস বৈ প্রজাঃ।।৮১
 অমৌষধং মূলফলমৌষধীংশ্চ প্রবর্তয়ন্।
 তাস্তেন জীবয়ামাস বারুণ্যাদৌষধেন তু।।৮২

অরুদ্রত্যাং বসিষ্ঠস্ত শক্তিবুৎপাদয়দ্বিজাঃ।
 সাগরং জনয়চ্ছস্তেন্দ্রদৃশ্যন্তী পরাশরম্।।৮৩
 কালী পরাশরাজ্জজ্ঞে কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।
 দ্বৈপায়নাদরণ্যাং বৈ শুকো জজ্ঞে গুণাধিতঃ।।
 উৎপদ্যন্তে চ পীবর্যাং ঘড়িমে শুকসূনবঃ।
 ভুরিশ্রবা প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণে গৌরশ্চ পঞ্চমঃ।
 কন্যা কীৰ্ত্তিমতী চৈব যোগমাতা দৃঢ়ব্রতা।
 জননী ব্রহ্মদত্তস্য পত্নী সাত্ত্বগুহস্য চ।।৮৭
 শ্বেতাঃ কৃষ্ণাশ্চ গৌরাশ্চ শ্যামাধুশ্চৈব সমূলিকাঃ
 উদ্বাপা দারকশ্চৈব নীলাশ্চৈব পরাশরাঃ।।৮৭
 পরাশরাণামষ্টৌ তে পক্ষাঃ প্রোক্তা মহাত্মনাম্
 অত উর্ধ্বং নিবোধস্বমিত্রপ্রতিমসন্তবম্।
 বসিষ্ঠস্য কপিঞ্জল্যাং ঘৃতাচ্যাং সমপদ্যত।
 কুশীতিয়ঃ সমাখ্যাতা ইন্দ্রপ্রতিম উচ্যতে।।৮৮
 পৃথোঃ সুতায়াঃ সন্ততঃ পাতস্তস্যাববদসুঃ।
 উপমন্যুঃ সুতস্তস্য যস্যেমে উপমন্যবঃ।।৮৯

নাম—দন্তাত্রেয় এবং দুর্কাসা। তন্মধ্যে দন্তাত্রেয়
 জ্যেষ্ঠ এবং দুর্কাসা কনিষ্ঠ। ইহাদের অবলা নারী
 ব্রহ্মবাদিনী এক ভগিনী ছিলেন। পৌরাণিকগণ
 দন্তাত্রেয় সম্বন্ধে এক শ্লোক কীৰ্ত্তন করিয়াছেন
 যে, অত্রিপুত্র মহাত্মা শান্তাত্মা অকল্মষ দন্তাত্রেয়,
 ভগবান বিষ্ণুর তনুস্বরূপ। ইহার বংশে শ্যাম,
 মুদগল, বলারক ও গবিষ্ঠির নামক চারিটি মহাবল
 পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কশ্যপ হইতে নারদ, পৰ্বত
 ও অরুদ্রতী জন্ম গ্রহণ করেন। অরুদ্রতী যে
 সকল প্রজা প্রসব করেন, তাহাদের নাম বলিতেছি
 শ্রবন করুন। নারদ অরুদ্রতীকে বসিষ্ঠের করে
 সম্প্রদান করেন। নারদ দক্ষশাপপ্রভাবে উর্ধ্বরেতা
 ছিলেন। পূর্বে দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে,
 অনাবৃষ্টি বশতঃ প্রজাগণ নিহত ও তন্নিবন্ধন
 সুরগণের সহিত শত্রু অতিশয় ব্যগ্র হইলে
 ধীমান বসিষ্ঠ করুণা-পরতন্ত্র হইয়া তপঃপ্রভাবে
 অন্ন, ঔষধ, মূল, ফল ও ওষধি প্রবর্তিত করিয়া
 প্রজাসকল রক্ষা

করেন। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ বসিষ্ঠ ভগবতী
 অরুদ্রতীর উদরে শক্তি নামক পুত্র উৎপাদন
 করেন। অদৃশ্যন্তী শক্তি হইতে পরাশরকে প্রসব
 করেন। পরাশর হইতে কালী ভগবান্
 কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ন অরণি
 মছন করিয়া গুণবান পুত্র শুকদেবকে প্রাপ্ত হন।
 পীবরীতে শুকদেবের ছয়টি সন্তান উৎপন্ন হয়।
 তাহাদের নাম—ভুরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও
 গৌর। এবং শুকের কন্যার নাম কীৰ্ত্তিমতী।
 এই কীৰ্ত্তিমতী যোগজননী ও দৃঢ়ব্রতা এবং ইনি
 ব্রহ্মদত্তের জননী ও সাত্ত্বগুহের পত্নী ছিলেন।
 ৭৪-৮৭। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৌর, শ্যাম, ধুশ্র, সমূলিক,
 উদ্বাপ, দারক, নীল ও পরাশর, মহাত্মা
 পরাশরগণের এই আটটি পক্ষ কথিত আছে।
 কপিঞ্জলী ঘৃতাচীর উদরে বসিষ্ঠের ইন্দ্রপ্রতিম
 কুশীতয় নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পৃথুনন্দিনীর
 গর্ভে বসু নামে তাঁহার আর এক পুত্র জন্মে।
 বসুপুত্র উপমন্যু, উপমন্যুর

মিত্রাবরুণয়োশ্চৈব কুণ্ডিনো যে পরিশ্রুতাঃ।
একার্ষেয়াস্তথৈবান্যে বাসিষ্ঠা নাম বিশ্রুতাঃ।।৯০।
এতে পক্ষ বসিষ্ঠানাং স্মৃতা একাদশৈব তু।।
ইত্যেতে ব্রহ্মাণঃ পুত্রা মাসসা হৃষ্ট বিশ্রুতাঃ।
ভ্রামরঃ সুরহাভাগা যযাং বংশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
ত্রী লোকান্ ধারয়ন্তীমান্ দেবর্ষিগণসঙ্কুলান্।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ
যৈর্ব্যাগ্ৰা পৃথিবী সৰ্বা সূর্য্যস্যেব গভস্তিভিঃ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ঋষিবংশানু-
কীৰ্ত্তনং নাম সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।। ৭০।।

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

এতচ্ছৃদ্ধা বচস্তস্য সূতস্য বিদিতাশ্বনঃ।
উত্তরং পরিপশ্ৰুত্বঃ সূতপুত্রং দ্বিজাতয়ঃ।।১।
শাংশপায়ন উবাচ।
কথং দ্বিতীয়মুৎপন্না ভবানী প্রাক্ সতী তু যা।

বংশধরগণ উপমন্যু নামে খ্যাত। মিত্রাবরুণের
কুণ্ডিন নামক বিখ্যাত বংশধরগণও একবংশ-
সন্তৃত বলিয়া সকলেই বাসিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ।
এই যে বংশবিবরণ বলা হইল, ইহা বসিষ্ঠের
একাদশ পক্ষ। পূর্বোক্ত অষ্ট ঋষি ব্রহ্মার
মানসপুত্র। ইহাদের বংশধরগণ পরম্পরাক্রমে
দেবর্ষিগণসঙ্কুল এই তিন লোক ধারণ করিতেছেন
এবং ইহাদের শত সহস্র পুত্রগণ সূর্য্যরশ্মির ন্যায়
সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ৮৮—৯৪।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিজাতিগণ বিদিতাশ্বা সূতের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া অবশিষ্ট বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পরে
তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। শাংশপায়ন
বলিলেন,—যিনি

আসীদাশ্কায়নী পূর্বমুমা কথমজায়ত।।২।
মেনায়াং পিতৃকন্যায়াং জনয়ামাস শৈলরাট্।
কে চৈতে পিতরশ্চৈব যেষাং মেনা তু মানসী
মৈনাকশ্চৈব দৌহিত্রো দৌহিত্রী চ তথা হ্যমা
একপর্ণা তথা চৈব তথা যা চৈকপাটলা।।৪।
গঙ্গা চৈব সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা সৰ্ব্বাসাং পূর্বজা তথা।
পূর্বমেব ময়োদ্দিষ্টং শৃণুধ্বং মম সৰ্ব্বশঃ।।৫।
ক এতে পিতরশ্চৈব বর্ন্তস্তে ক্ চ বা পুনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রস্তে শ্রাদ্ধস্য চ পরং বিধিম্
পুত্রাশ্চ তে স্মৃতাঃ কেষাং কথঞ্চ পিতরস্ত তে
পিতরঃ কথমুৎপন্নাঃ কস্য পুত্রাঃকিমান্বকাঃ।।৭।
স্বর্গে তু পিতরোহন্যে যে দেবানামপি দেবতাঃ
এবং বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্।।
যথাবদন্তমত্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাভি বৈ পিতৃন্।
যদর্থস্তে ন দৃশ্যতে তত্র কিং কারণং স্মৃতম্।
স্বর্গে হি কে তু বর্ন্তস্তে পিতরো নরকে তু কে

পূর্বের দক্ষকন্যা সতী ছিলেন, সেই ভবানী পুনরায়
কি প্রকারে শৈলরাজ হইতে পিতৃকন্যা মেনার
গর্ভে উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন? মেনা
যাহাদের মানসী কন্যা, মৈনাক দৌহিত্র, একপর্ণা,
একপাটলা, উমা এবং সর্ব পূর্বজা সরিধরা গঙ্গা
যাঁহাদের দৌহিত্রী, সেই পিতৃগণ কে? এই সকল
প্রশ্ন পূর্বেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আপাততঃ
শ্রবণ করুন। এই পিতৃগণ কে? ইঁহারা কোথায়
থাকেন? ইঁহারা কাহার পুত্র? কি প্রকারে তাঁহারা
পিতৃনামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন? কি প্রকারে তাঁহারা
উৎপন্ন হইয়াছেন? এবং তাঁহাদের স্বরূপ কি?
দেবতাদিগেরও দেবতা যে পিতৃগণ স্বর্গে বাস
করেন; আমি সেই পিতৃগণের উত্তম সৃষ্টিবিষয়
শুনিতে ইচ্ছা করি। ১—৮। আমাদের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ
সেই পিতৃগণকে প্রীতিযুক্ত করে। যে নিমিত্ত এই
পিতৃগণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হন না, তাহার কারণ
কি? কোন কোন পিতৃগণ স্বর্গে এবং কাহারাই বা
নরকে বাস করেন?

অভিসন্ধায় পিতরং পিতৃশ্চ পিতরং তথা।
 পিতুঃ পিতামহৈষ্ণু ত্রিষু পিণ্ডেযু নামতঃ ॥১০
 কানি শ্রাদ্ধানি দেয়ানি কথং গচ্ছন্তি বৈ পিতৃন্
 কথঞ্চ শক্তান্তে দাতুং নরকস্থাঃ ফলং পুনঃ ॥
 কে চেহ পিতরো নাম কানয দামো বয়ং পুনঃ।
 দেবা অপি পিতৃন্ স্বর্গে যজন্তীতি হি নঃ শ্রুতম্
 এতদিচ্ছামি বৈ শ্রোতুং বিস্তরেণ বহুশ্রুত।
 স্পষ্টাভিধানমর্থং বৈ তদ্বদান্ বক্তুমর্হতি ॥১৩
 ঋষীগাঙ্গ বচঃ শ্রুত্বা সূতস্তদ্ব্যর্থদর্শিবান্।
 আচচক্ষে যথাপ্রশ্নমৃষীগাং মানসং ততঃ ॥১৪
 সূত উবাচ।

অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্।
 মন্বন্তরেষু জায়ন্তে পিতরো দেবসূনবঃ ॥১৫
 অতীতানাগতে জ্যেষ্ঠাঃ কনিষ্ঠা ক্রমশস্ত তে
 দেবৈঃ সার্কং পুরাতীতাঃ পিতরো যেহন্তরেষু
 বৈ ॥১৬

কোন্ কোন্ শ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা
 মহের নাম উল্লেখপূর্বক তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে
 হয়? সেই প্রদত্ত পিণ্ডই বা পিতৃসম্মিধানে উপস্থিত
 হয় কি প্রকারে? নরকস্থ পিতৃগণই বা কি প্রকারে
 শ্রাদ্ধের ফলপ্রদানে সক্ষম হন? পিতৃগণই বা
 কাহাদিগকে বলে? এবং আমরা কাহাদিগেরই বা
 যজ্ঞ করিব? আমরা শুনিয়াছি যে, স্বর্গে
 দেবগণও পিতৃগণের যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে
 বহুশ্রুত! আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর
 বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি
 স্পষ্টাঙ্করে তাহা আমাদিগকে বলুন। অতঃপর
 তদ্ব্যর্থদর্শী সূত এইরূপে অভিহিত হইয়া ঋষিগণের
 অভিমত বিষয় কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;
 বলিলেন,— আমি আপনাদের প্রশ্নানুসারে
 যথাশ্রুত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ করুন।
 মন্বন্তরসমূহে পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা
 দেবতনয় এবং অতীত অনাগত ভেদে ক্রমশ
 তাঁহাদের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্বাচিত হয়।
 পূর্বে মন্বন্তরবাসানে দেবগণের সহিত

বর্ত্তন্তে সাম্প্রতঃ। যে তু তান্ বৈ বক্ষ্যামি
 নিশ্চয়াৎ।
 শ্রাদ্ধং চৈবাং মনুষ্যাণাং শ্রাদ্ধমেব প্রবর্ত্ততে।
 দেবানসৃজত ব্রহ্মা নাযক্ষ্মমিতি বৈ পুনঃ।
 তমুৎসৃজ্য তদাত্মানমসৃজ্যন্তে ফলার্থিনঃ ॥১৭
 তে শপ্তা ব্রহ্মাণা মুঢ়া নষ্টসংজ্ঞা ভবিষ্যথ।
 ন স্ম কিঞ্চিদিজানন্তি ততো লোকো হ্যমুহ্যত
 তে ভূয়ঃ প্রণতাঃ সর্কে যাচন্তি স্ম পিতামহম্
 অনুগ্রহায় লোকানাং পুনস্তানব্রবীৎ প্রভুঃ ॥১৮
 প্রায়শ্চিত্তং চরক্ষ্যং বৈ ব্যভিচারো হি বঃ কৃতঃ
 পুত্রান স্বান পরিপৃচ্ছক্ষ্যং ততো জ্ঞানমবাঙ্গ্যথ
 ততন্তে স্বান্ সূতাংষ্টৈব প্রায়শ্চিত্তজিহ্মবঃ।
 অপৃচ্ছন সংযতাত্মানো বিধিবচ্চ মিথো মিথঃ
 তেভ্যস্তে নিয়তাত্মানঃ প্রশংসুরনেকথা।
 প্রায়শ্চিত্তানি ধর্মজ্ঞা বাঙঘনঃ কর্মজানি তু ॥২২
 তে পুত্রানব্রবন প্রীতা লক্সসংজ্ঞা দিবৌকসঃ।

যাঁহারা অতীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা সাম্প্রতি
 বর্ত্তমান, তাঁহাদের বিবরণ আমি নিশ্চিতরূপে
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য গণের শ্রাদ্ধপ্রদত্ত
 বস্তুই ইহাদিগের শ্রাদ্ধ। ভগবান ব্রহ্মা প্রথমতঃ
 দেবতাসৃজন করেন কিন্তু পূজা করেন না; এ জন্য
 তাঁহারা ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিয়া ফলকামনায়
 নিজেরাই সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। এ কারণ
 , ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন যে, তোমরা
 মুঢ় ও নষ্টসংজ্ঞ হইবে। তোমাদের কোন বিষয়ে
 জ্ঞান থাকিবে না। পিতৃগণের প্রতি এই
 শাপনিবদ্ধই লোক সকল মুহমান। ৯ — ১৮।
 ঐ দেবগণ পুনরায় প্রণত হইয়া পিতামহের নিকট
 তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিও
 তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা প্রায়শ্চিত্ত
 কর; তোমরা ব্যভিচার করিয়াছ। তোমরা
 তোমাদের পুত্র গণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই
 তোমাদের জ্ঞান জন্মিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তার্থী
 ঐ দেবগণ প্রযত হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে
 প্রায়শ্চিত্ত—বাক্য, মন ও কর্মজ। পুত্রগণের

যুয়ং বৈ পিতরোহস্মাকং যে বয়ং প্রতিবোধিতাঃ
 ধর্মজ্ঞানঞ্চ কামশ্চ কো বরো বঃ প্রদীয়তাম্।।
 পুনস্তানব্রবীদব্রহ্মা যুয়ং বৈ সত্যবাদিনঃ।
 তস্মাদ্যদুক্তং যুগ্মাভিস্তুত্থা ন তদন্যথা।।২৪
 উক্তঞ্চ পিতরোহস্মাকমিতি বৈ তনয়া স্বকাঃ।
 পিতরন্তে ভবিষ্যন্ত তেভ্যোহয়ং দীয়তাং বরঃ
 তেনৈব বচসা পুত্রা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
 পুত্রাঃ পিতৃত্বমাগ্নুঃ পুত্রত্বং পিতরঃ পুনঃ।।২৬
 তস্মাস্তে পিতরঃ পুত্রাঃ পিতৃত্বং তেষু তৎস্মৃতম্
 এবং স্মৃত্বা পিতৃন্ পুত্রান্ পুত্রাশ্চ পিতরন্তুথা।
 ব্যাক্তহার পুনর্ব্রহ্মা পিতৃনাভাবিবৃদ্ধয়ে।।২৭
 যো হ্যনিষ্টা পিতৃন শ্রাদ্ধে ক্রিয়াং কাঞ্চি
 করিষ্যতি।
 রাক্ষসা দানবশ্চৈব ফলং প্রাপ্যন্তি তস্য তৎ

এই কথায় তাঁহারা প্রীত হইয়া সংজ্ঞা লাভ
 করিলেন এবং বলিলেন,—তোমরা আমাদের
 পিতা; যেহেতু আমরা তোমাদের দ্বারাই
 প্রতিবোধিত হইয়াছি। ধর্মজ্ঞান এবং কাম, এই
 দুইটির মধ্যে কোন্ বর তোমাদিগকে প্রদান করিব
 তাহা তোমরা বল। তখন ভগবান ব্রহ্মা শূনরায়
 তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সত্যবাদী ;
 অতএব তোমাদের পুত্রগণকে যাহা বলিয়াছ,
 তাহার আর অন্যথা হইবে না। তোমরা বলিয়াছ
 যে, তোমরা আমাদের পিতা, আমরা তোমাদের
 পুত্র, তোমরা আমাদের পিতা হইবে। এই জন্য
 তোমাদিগকে এই বর প্রদান করিলাম। পরমেষ্ঠি
 ব্রহ্মার এইরূপ বাক্যে পুত্রগণ পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন
 এবং পিতৃগণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই জন্য ঐ
 পুত্রগণ পিতৃগণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে পুত্রগণের
 পিতৃত্ব এবং পিতৃগণের পুত্রত্ব স্মরণ করিয়া
 ভগবান ব্রহ্মা আত্ম-বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায়
 পিতৃগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন যে, যে
 ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃগণের পিতৃগণের পূজা করিয়া
 অপর যে কোন কর্ম

শ্রাদ্ধেরাপ্যায়িতাশ্চৈব পিতরঃ সোমমব্যয়ম্।
 আপ্যায়্যমানা যুগ্মাভির্বর্দ্ধয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ।।২৯
 শ্রাদ্ধেরাপ্যায়িতঃ সোমো লোকানাপ্যায়িষ্যতি
 কৃৎস্নং স পর্কতবনং জঙ্গমাজঙ্গমৈবৃতম্।।৩০
 শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামাশ্চ যে করিষ্যন্ত মানবাঃ।
 তেভ্যঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চৈব দাস্যন্তি পিতবঃ সদা
 শ্রাদ্ধে যেভ্যঃ প্রদাস্যন্তি ত্রীন্ পিণ্ডান্নাম্-
 গোত্রতঃ।।

সর্বত্র বর্তমানান্তে পিতরঃ প্রপিতামহম্।
 তেষামাপ্যায়িষ্যন্তি শ্রাদ্ধদানেন বৈ প্রজাঃ।।
 এবমাজ্ঞা কৃতা পূর্বে ব্রহ্মণা প্রবমেষ্ঠিনা।
 তেইতৎসর্বথা সিদ্ধং দানমধ্যয়নং তপঃ।।৩৩
 তে তু জ্ঞানপ্রদাতারঃ পিতরো বোন সংশয়ঃ।
 ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
 অন্যান্যপিতরো হ্যেতে দেবাশ্চ পিতরশ্চ হ
 এতদব্রহ্মাবচঃ শ্রুত্বা সূতস্য বিহিতাশ্বনঃ।

করে, তাহার ঐ কর্মের ফল দানব ও রাক্ষসগণ
 ভোগ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে আরাধিত পিতৃগণ
 আপ্যায়িত হইয়া অব্যয় সোমকে বর্দ্ধিত করিয়া
 থাকেন। সোম শ্রাদ্ধ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া
 সবন-পর্কত চরাচর সমগ্র জগৎ আপ্যায়িত
 করেন। যে মানব পুষ্টিকামনা করিয়া শ্রাদ্ধ প্রদান
 করেন, পিতৃগণ তাঁহাদিগকে সর্বদাই প্রজা ও
 পুষ্টি বিতরণ করিয়া থাকেন। ১৯-৩১। শ্রাদ্ধে
 নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া তিনটি পিণ্ড প্রদান
 করিলেন, পিতা হইতে প্রপিতামহ পর্যন্ত পিতৃগণ
 সর্বদা সন্তুষ্ট হইয়া পিণ্ডপ্রদাতা সন্তানগণকে
 সর্বত্র আপ্যায়িত করেন। পূর্বে স্বয়ং ব্রহ্মা এই
 কথা বলিয়াছেন যে, মাত্র শ্রাদ্ধ দ্বারাই দান
 অধ্যয়ন ও তপস্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে। পিতৃগণ
 তোমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিবেন। এ বিষয়ে
 অণুমাত্রও সংশয় নাই। পিতৃগণই দেবতা
 পরস্পরের পিতা। মুনিগণ বিদিতাত্মা সূতপ্রোক্ত
 এইরূপ ব্রহ্ম-

পপ্রচ্ছমুনয়ো ভূয়ঃ সূতং তস্মাদ্যদুত্তরম্। ৩৫
ঋষয় উচুঃ।

কিয়ন্তো বৈ পিতৃগণাঃ কস্মিন্ কালে চ তে গণাঃ
বর্তন্তে দেবপ্রবয়া দেবানাং সোমবর্দ্ধনাঃ। ৩৬
সূত উবাচ।

এতদ্বোহহং প্রবক্ষ্যাম পিতৃসর্গমনুত্তমম্।
শংযুঃ পপ্রচ্ছ যৎপূর্কং পতরং বৈ বৃহস্পতিম্।
বৃহস্পতিমুপাসীনং সর্বজ্ঞানার্থকোবিদম্।
পুত্রঃ শংযুরিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছ বিনয়াম্বিত। ৩৮
ক এতে পিতরো নাম কিয়ন্তুঃ কে চ নামতঃ।
সমুদ্ভুতাঃ কথং চৈতে পিতৃত্বং সমুপাগতাঃ। ৩৯
কদ্ম্যচ্চ পিতরঃ পূর্কং যজ্ঞেহযুজ্যন্তু নিত্যশঃ
ক্রিয়াশ্চ সর্বা বর্তন্তে শ্রাদ্ধপূর্কী মহাত্মনাম্। ৪০
কস্মৈ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি কিং চ দত্তং মহাফলম্
কেষু বাপ্যক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তীর্থেষু চ নদীষু চ। ৪১
কেষু বৈ সর্বম প্লোতি শ্রাদ্ধং কৃত্বা দ্বিজোত্তমঃ

বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবশিষ্ট বিষয় জানিবার জন্য পুনরায় সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে সূত! দেবগণের সোমবর্দ্ধন, দেবতা-প্রবর পিতৃগণ কিয়ৎসংখ্যক এবং কোনকালেই বা তাঁহারা বর্তমান থাকেন? সূত বলিলেন,— পূর্বে শংযু, পিতা বৃহস্পতির নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই অনুত্তম পিতৃ-সর্গ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কদাচিৎ পুত্র শংযু, সর্বজ্ঞানার্থ কোবিদ, সন্নিহিত পিতা বৃহস্পতিকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে তাত! যাহাদিগকে আমরা পিতৃদেব বলিয়া জানি, তাঁহারা কে? তাঁহারা সংখ্যায় কত? তাঁহাদের নাম কি? তাঁহারা কি প্রকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন? ইহাদিগকে পিতৃগণই বা কেন বলে? কিজন্য সর্বাগ্রে ইহারা যজ্ঞ কর্মে নিত্য পূজিত হন? কিহেতু ঐ মহাত্মা দিগের সকল ক্রিয়াই শ্রাদ্ধপূর্কক করিতে হয়? শ্রাদ্ধই বা কাহাদিগকে দেওয়া হয়? কিরূপ দানই বা মহাফলজনক? কোন তীর্থ, ও নদী প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক

কশ্চ কালো ভবেচ্ছাদ্ধে বিধিঃ কশ্চানুবর্ততে।
এতদিচ্ছামি ভগবন্ বিস্তরেণ যথাতথম্।
ব্যাখ্যাতুমানুপূর্কোণ যত্র চোদাহতং ময়া। ৪৩
বৃহস্পতিরিদং সম্যগেবং পৃষ্ঠো মহামতিঃ।
ব্রাজহারানুপূর্কোণ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাংবরঃ। ৪৪
বৃহস্পতিরুবাচ।

কথয়িষ্যামি তে তাত ঋমাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিনয়েন যথান্যায়ং গন্তীরং প্রশ্নমুত্তমম্। ৪৫
দৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী নক্ষত্রাণি দিশস্তথা।
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ চৈব তথাহোরাত্রমেব চ। ৪৬
ন বভুবুস্তদা তাত তদোভূর্তামদং জগৎ।
ব্রহ্মৈকো দুশ্চরং তত্র চচার পরমং তপঃ। ৪৭
শংযুস্তমব্রবীদভূয়ঃ পিতরং ব্রহ্মাবিস্তমম্।
সর্বদৈব ব্রতস্নাতং সর্বজ্ঞানবিদাংবরম্। ৪৮
কীদৃশ্যং সর্বভূতেশস্ত স্তেপে প্রজাপতিঃ।
এবমুক্তো বৃহত্তেজা বৃহস্পতিরুবাচ তম্। ৪৯
সর্বেষাং তপসাং যুক্তিস্তপোযোগমনুত্তমম্।

হইয়া থাকে? কোন স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব মনোরথ সিদ্ধ হয়? শ্রাদ্ধের নির্দিষ্ট কাল কি কি? শ্রাদ্ধের বিধি কি প্রকার? এই সকল আমি বিস্তৃতরূপে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহামতি বৃহস্পতি পুত্র শংযু কর্তৃক এইরূপে সম্যক্ অভিহিত হইয়া যথায়ত তাহার প্রশ্নের উত্তর কীর্তন করিতে লাগিলেন। ৩২-৪৪। তিনি বলিলেন,—তে তাত! তুমি যে আমায় গন্তীর উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ঐ প্রশ্নের উত্তর আমি যথান্যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, নক্ষত্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্রমা, দিবা ও রাত্রি, কিছুমাত্র ছিল না, সমস্তই তমোময় ছিল; তখন ভগবান ব্রহ্মা দুশ্চর পরম তপস্যা করেন। শংযু পিতার কথা শেষ না হইতেই পুনরায় জ্ঞানাবৎশ্রেষ্ঠ ব্রতস্নাত ব্রহ্মাবত্তম স্বীয় পিতা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ! সর্বভূতেশ প্রজাপতি কীদৃশ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন? বৃহত্তেজা বৃহস্পতি পুত্র কর্তৃক এইরূপ অভি-

ধ্যায়ৎস্তদা তদ্ভগবাংস্তেন লোকানবাসৃজৎ ॥৫০
ভূতভব্যানি জ্ঞানানি লোকান্ বেদাংশ্চ কৃৎস্নশঃ
যোগমাবিশ্য তৎসৃষ্টং ব্রহ্মণা যোগচক্ষুষা ॥৫১
লোকাঃ সান্তানিকা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরঃ।
তে বৈরাজা ইতি খ্যাতা দেবানাং দিবি দেবতাঃ
যোগেন তপসা যুক্তঃ পূৰ্ব্বমেব তদা প্রভুঃ।
দেবানসৃজত ব্রহ্মা যোগং যুক্তা সনাতনম্ ॥৫২
আদিদেবা ইতি খ্যাতা মহাসত্ত্বা মহৌজসঃ।
সৰ্বকামপ্রদাঃ পূজ্যা দেবদানবমানবৈঃ ॥ ৫৩
তেষাং সপ্ত সমাখ্যাতা গণাষ্ট্রৈলোক্য-

পূজিতাঃ।

অমূৰ্ত্তয়স্ত্রয়স্তেষাং চত্বারস্তু সুমূৰ্ত্তয়ঃ ॥৫৪
উপরিষ্টাভ্রয়স্তেষাং বৰ্ত্তন্তে ভাবমূৰ্ত্তয়ঃ।
তেষামধস্তাধ্বৰ্ত্তন্তে চত্বারঃ সূক্ষ্মমূৰ্ত্তয়ঃ ॥৫৫
ততো দেবাস্ততো ভমিরেবা লোকপরম্পরা।
লোকে বৰ্ত্তন্তি তে হ্যস্মিংশ্চেভ্যঃ পৰ্জ্জন্যসম্ভবঃ
বৃষ্টিৰ্ভবতি তৈবৃষ্ট্যা লোকানাং সম্ভবঃ পুনঃ ॥৫৬

আপ্যায়য়ন্তি তে যস্মাৎ সোমধ্বেন্থ যোগতঃ
উচুস্থান বৈপিতুংস্তস্মাল্লোকানাং লোকসন্তমাঃ
মনোজবাঃ স্বধাভক্ষাঃ সৰ্বকামপরিচ্ছদাঃ।
লোভমোহভয়োপেতা নিশ্চিতাঃ শোকবজ্জিতাঃ
এতে যোগং পরিত্যজ্য প্রাপ্তা লোকান্
সুদর্শনান্।

দিব্যাঃ পুণ্যা মহাত্মানো বিপাপানো ভবন্ত্যত
ততো যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
প্রতিলভ্য পুনর্যোগং মোক্ষং গচ্ছন্ত্যমূৰ্ত্তয়ঃ ॥
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য মহাযোগবলেন বা।
নশ্যন্ত্বেন গগনে ক্ষীণাবিদ্যুৎপ্রভেব চ ॥ ৬১
উৎসৃজ্য দেহজাতানি মহাযোগবলেন চ।

নিরাখ্যোপাখ্যাতাং যাস্তি সরিতঃ সাগরে যথা
ক্রিয়য়া গুরুপূজ ভির্যোগং কুৰ্বন্তি নিত্যশঃ।
তাভিরাপ্যায়য়ন্ত্যেতে পিতরো যোগবর্দ্ধনাঃ ॥
শ্রাদ্ধে প্রীতাঃ পুনঃ সোমং পিতরো যোগমা-
স্থিতাঃ।

হিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন,— অনুত্তম
তপোযোগ সকল যোগের শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ ব্রহ্মা
এই যোগ অবলম্বনেই ধ্যান করিয়া লোকত্রয়
সৃজন করেন, এবং ঐ যোগচক্ষু ভগবান্ প্রথমতঃ
ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান, লোক ও সমগ্র বেদ প্রকাশ
করেন। যথায় স্বর্গে সান্তানিক নামক দীপ্ত লোক
সকল বিরাজিত, সে লোকে দেবতাদিগেরও
দেবতা বৈরাজ নামে কতিপয় দেব বাস করিয়া
থাকেন। প্রভু সনাতন তপ ও যোগাবলম্বনে
প্রথমেই সেই দেবগণকে সৃষ্টি করেন। ইহারা
আদিদেব নামে খ্যাত, মহাসত্ত্ব, মহৌজা,
সৰ্বকামপ্রদ এবং দেব-দানব ও মানবগণের
পূজ্য। ইহারা সপ্ত সংখ্যক এবং ত্রৈলোক্য-পূজিত।
ইহাদের সাত জনের মধ্যে তিনজন অমূৰ্ত্ত এবং
চারিজন সুমূৰ্ত্তিসম্পন্ন। প্রথম তিন জন ভাবমূৰ্ত্তি
এবং পরবর্তী চারিজন সূক্ষ্মমূৰ্ত্তি। ইহাদের
হইতেই প্রথমতঃ দেবগণ, তদনন্তর ভূমি, অনন্তর
লোকপরম্পরা, তাহার পর পৰ্জ্জনা,

তদনন্তর বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতেই লোক সৃষ্টি। তাহারা
যোগবলে অন্ন ও ভগবান্ সোমকে আপ্যায়িত
করেন, এ জন্যই লোকসন্তমগণ ইহাদিগকে
লোকপিতা বলিয়া থাকেন। ইহারা মনোজব,
স্বধাভোজী, সৰ্বকামপরিচ্ছদ, তাহাদের লোভ,
মোহ এবং ভয় নাই, তাহাদের সংশয় নাই এবং
তাঁহারা শোকবজ্জিত। ইহারা যোগ পরিত্যাগ
করিয়া সুদর্শন লোক সকল প্রাপ্ত হন। ইহারা স্বর্গীয়,
সুপুণ্য, মহাত্মা ও বিগতপাপ। ৪০-৬০। এই
ব্রহ্মবাদিগণ যুগ সহস্রান্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং
পুনরায় যোগাবলম্বনে মূৰ্ত্তি রহিত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত
হন। ইহারা যোগবলে ব্যক্তাব্যক্ত দেহজাত
পরিত্যাগ করিয়া গগনে উদ্ধা ও বিদ্যুৎ এবং সাগরে
সারতের ন্যায় আখ্যা রাহিত্য ও নাশ প্রাপ্ত হন।
যাহারা গুরু পূজাদি সৎক্রিয়ার আচরণ করেন,
তাঁহাদের ঐ ক্রিয়া দ্বারা যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ
আপ্যায়িত হন। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে প্রীত হইয়া
যোগাবলম্বনে সোমকে আপ্যায়িত ও এই

আপ্যায়য়ন্তি যোগেন ত্রৈলোক্যং যেন জীবতি
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিভ্যো যত্নতঃ সদা।
পিতৃণাং হি বলং যোগাৎ সোমঃ

প্রবর্ততে। ৬৬

সহস্রশস্ত্র বিপ্রান্ বৈ ভোজয়েদ্যাবদাগতান্।
একস্ত যোগবিৎ প্রীতঃ সৰ্ব্বানহিতি তচ্ছন্। ৬৭
কল্পিতানাং সহস্রেন স্নাতকানাং শতেন চ।
যোগাচার্যেন যন্তুক্তং ত্রায়তে মহতো তয়াৎ।।
গৃহস্থানাং সহস্রেন বানপ্রস্থশতেন চ।
ব্রহ্মচারিসহস্রেন যোগী হ্যেকো বিশিষ্যতে। ৬৯
নাস্তিকো বা বিকর্মা বা সন্ধীর্ণস্তৃষ্ণরোহপি বা
নান্যত্র কারণং দানং যোগেবাহ প্রজাপতিঃ।।
পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি সুবৃষ্টেনেব কর্ককা।
পুত্রো বাপ্যথ বা পৌত্রো ধ্যানিনং ভোজ-
য়িষ্যতি। ৭১

অলাভে ধ্যানিভিক্ষুণাং ভোজয়েদ্ ব্রহ্মচারিণৌ

তদলাভেহপ্যদাসীনং গৃহস্থমপি ভোজয়েৎ।।
যন্তিষ্ঠেদেকপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ।
ধ্যানযোগী পরস্তস্মাদিতি ব্রহ্মানুশাসনন্। ৭৩
সিদ্ধা হি বিপ্ররূপেণ চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
তস্মাদতিথিমায়াস্তমভিগচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ। ৭৪
পূজয়েচ্চার্য্যস্তাং দেবা যোগেশ্বরঃ সদা।
নানারূপৈশ্চরন্ত্যেতে প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।।
তস্মাদদ্যাচ্চ বৈ দানং বিপ্রায়াতিথয়ে নরঃ।
প্রদানানি প্রবক্ষ্যামি ফলকৈষাং তথৈব চ।।
অশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
পুণ্ডরীকসহস্রেণ যোগিদ্ভাবসথো বরম্। ৭৭
আদ্য এষ গণঃ প্রোক্তঃ পিতৃণামমিতৌজসাম্
ভাবয়ন্ সপ্ত কালান্ বৈ স্থিত এষ গণঃ সদা।।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বান পিতৃগণান্ পুনঃ
সন্ততিং সংস্থিতিধৈর্য্য ভাবনাঞ্চ যথাক্রমম্।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে উপোদ্ঘাত-
পাদে শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়ারভ্যো নানৈক-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৭১।।

জগৎকে জীবিত করিয়া থাকেন। অতএব এই
পরমযোগী পিতৃগণকে যত্নসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান
করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যোগই পিতৃগণের পরম
বল এবং যোগ হইতেই সোমদেব প্রবর্তিত হন।
একজন যোগবিৎ ব্যক্তিকে প্রীত করিতে পারিলে,
সহস্র অভ্যাগত ব্রাহ্মণভোজনের সমান ফল লাভ
হয়। সহস্র ব্রাহ্মণ শত স্নাতক অথবা এক
যোগাচার্য্যকে ভোজন করাইলে মহৎ ভয় হইতে
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। সহস্র গৃহস্থ, শত
বানপ্রস্থ ও সহস্র ব্রহ্মচারী অপেক্ষা একটি যোগীই
বিশিষ্ট। যোগী ব্যক্তি নাস্তিকই হউন, বিকর্মাই
হউন, সন্ধীর্ণচেতাই হইন আর তন্দ্রাই হউন, যাহা
কেন হউন না, বিচার না করিয়া তাঁহাকেই দান
করা উচিত; ইহা প্রজাপতি বলিয়াছেন যে পুত্র
পৌত্র — ধ্যানী, ভিক্ষুক তদলাভে ব্রহ্মচারিহয়,
তদলাভে উদাসীন, তদলাভে গৃহস্থ ব্যক্তিকেও
ভোজন করায়, পিতৃগণ সুবৃষ্টি লাভে কৃষকের ন্যায়

তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যদি কোন
তপস্বী মাত্র জল গ্রহণ করিয়া শত বৎসরকাল
একপাদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করেন, তাহা
হইলেও ধ্যানযোগী তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে
হইবে; ইহা ব্রহ্মার অনুশাসন। সিদ্ধগণ বিপ্রবেশে
এই পৃথিবী বিচরণ করেন, এজন্য অগস্ত্যক
অতিথিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাদরে গ্রহণ করিবে
এবং অর্ঘ্য, পাদ্য, বাস-ভবন ও ভোজন প্রদানে
তাঁহাকে সংকৃত করিবে। যোগেশ্বর দেবগণ
নানারূপ ধারণ করিয়া সর্বদা সাগরাস্থরা মহীতে
বিচরণ করত প্রজাপালন করেন। অতএব নয়,
বিপ্র ও অতিথিগণকে সর্বদা দান করিবে। এই
আমি দান ও তাহার ফল কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র
অশ্বমেধ, শত রাজসূয় ও সহস্র পুণ্ডরীক যজ্ঞ
হইতে যোগিগণের সংসর্গে বাস করা অধিক
পুণ্যজনক। এই অমিতোজা পিতৃ-

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সপ্ত মেধাবতাং শ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গে পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ
চত্বারো মূর্তিমন্তশ্চ ত্রয়স্তেষামমূর্তয়ঃ।
তেষাং লোকবিসর্গস্তু কীর্তয়িষ্যে নিবোধত।।১
যা বৈ দুহিতরস্তেষাং দৌহিত্রাশ্চৈব যে স্মৃতাঃ
ধর্মমূর্তিধরাস্তেষাং যে ত্রয়ঃ পরমা গণাঃ।।২
নামানি লোকসর্গঞ্চ তেষাং বক্ষ্যে সমাসতঃ।
লোকা বিরজসো নাম্না যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরঃ।।
অমূর্তয়ঃ পিতৃগণাঃ পুত্রাস্তে বৈ প্রজাপতেঃ।
বিরজস্য দ্বিজাঃ শ্রেষ্ঠা বৈরাজা ইতি বিশ্রুতাঃ
এষ বৈ প্রথমঃ কল্লো বৈরাজানাং প্রকীর্তিতঃ
তেষাস্তু মানসী কন্যা মেনা নাম মহাগিরেঃ।

গণের গণই আদ্য গণ ; ইহারা সপ্তকাল ভাবনা
করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর অবশিষ্ট
পিতৃগণ এবং সন্ততি, সংস্থিতি ও ভাবনা প্রভৃতির
বিষয় যথাক্রমে কীর্তন করিব। ৬১-৭৯।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, —স্বর্গে মেধাবীগণের
শ্রেষ্ঠ সপ্তজন সংখ্যাত একটি পিতৃগণ আছে। ঐ
সপ্ত জনের মধ্যে তিন জন মূর্তিমান্ ও চারি জন
অমূর্ত। সম্প্রতি তাঁহাদিগের প্রজাসর্গ কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাঁহাদের ধর্মমূর্তিধর
দুহিতা ও দৌহিত্রদিগের ধর্মমূর্তি তিনটি গণ
অ আছে, তাঁহাদের লোকসর্গ ও নাম সংক্ষেপে
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বর্গে বিরজা নামে
যে সকল ভাস্বর লোক আছে, তাঁহারা অমূর্ত
পিতৃগণ এবং তাঁহারা প্রজাপতির পুত্র। বিরজ
লোকবাসী শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ।
বৈরাজ গণের এই প্রথমকল্প কীর্তিত হইল। মেনা
ঐ পিতৃগণের মানসী কন্যা। ইনি হিমবানের

পত্নী হিমবতঃ শুভ্রা যস্যাং মৈনাক উচ্যতে।।৫
জাতঃ সর্কৌষধিধরঃ সর্করত্নাকরাস্ত্রবান্।
পর্বতঃ প্রবরঃ পুণ্যঃ ক্রৌঞ্চস্তস্যাত্মজোহভবৎ
তিশ্রঃ কন্যাস্তু পুণ্যঃ ক্রৌঞ্চস্তস্যাত্মজোহভবৎ
তিশ্রঃ কন্যাস্তু মেনায়াং জনয়ামাস শৈলরাট্।
অপর্ণামেকপর্ণাঞ্চ তৃতীয়ামেকপাটলাম্।।৭
আশ্রিতে ধ্বংসপর্ণা তু অনিকেত তপোহচরৎ
ন্যগ্রোধমেকপর্ণা তু পাটলামেকপাটলা।
শতং বর্ষসহস্রাণি দূশ্চরৎ দেবদানবৈঃ।।৮
আহারমেকপর্ণেন একপর্ণা সমাচরেৎ।
পাটলেনৈব চৈকেন বিদধ্যাদেকপাটলা।।৯
পূর্ণে পূর্ণে সহস্রে ধ্বংসপর্ণা বৈ প্রচক্রতুঃ।
একা তত্র নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যভাষত
নিবেদয়ন্তী হ্যমেতি মাতা স্নেহেন দুঃখিতা।
সা তথোক্তা তয়া দেবী মাত্রা দূশ্চরচারিণী।।১১
উমেতি সা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
তথৈতি নাম্না তেনাসৌ নিরুজ্জ্বলা কর্মণা শুভা।।

পত্নী। ইনি মৈনাককে প্রসব করেন। মৈনাক—
সর্কৌষধির, রত্নাকর, পর্বতপ্রবর ও পবিত্র।
ক্রৌঞ্চ পর্বত ইহার পুত্র। শৈলরাজ মেনার গর্ভে
তিনটি কন্যা উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম —
অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা। অপর্ণা গৃহ
পরিত্যাগ করিয়া, একপর্ণা ন্যগ্রোধবৃক্ষ আশ্রয়
করিয়া এবং একপাটলা এক পাটলা তরুর আশ্রয়
লইয়া লক্ষবর্ষকাল দেবদানবের দূশ্চরণীয় মহৎ
তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। একপর্ণা একটীমাত্র পত্র
এবং একপাটলা পাটল মাত্র আহার করিয়া পূর্ণ
দুই সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহাদের
মধ্যে প্রথমা অপর্ণা নিরাহারা থাকিতেন। এজন্য
তাঁহার মাতা অপর্ণা মেনা স্নেহবশতঃ দুঃখিত
হইয়া তাঁহাকে ‘উ’ ‘মা’ অর্থাৎ অনাহারে থাকিয়া
ওরূপ তপস্যা করিও না, এইরূপ নিষেধ বাক্য
বলিয়াছিলেন ; এইজন্য ঐ দূশ্চর ব্রতচারিণী
মহাভাগা অপর্ণা এই ত্রৈলোক্যে ‘উমা’ নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১-১২। যত দিন

এতদ্বু ত্রিকুমারীকং জগৎ স্থাস্যতি শাস্বতম্।
 এতাসাং তপসা দৃপ্তং যাবদ্ভূমিধরিষ্যতি ॥১৩
 তপঃশরীরান্তাঃ সৰ্ব্বান্তিস্তো যোগবলাধিতাঃ
 দেবান্তাঃ সুমহাভাগাঃ সৰ্ব্বাশ্চ স্থিরযৌবনাঃ
 সৰ্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সৰ্ব্বাশ্চৈবোর্ধ্বরেতসঃ।
 উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ শ্রেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী ॥১৫
 মহাযোগবলোপেতা মহাদেবমুপস্থিতা।
 দন্তকাষোশনাস্তস্যাঃ পুত্রো বৈ ভৃগুনন্দনঃ ॥১৬
 অসিতসৈকপর্ণা তু পত্নী সাক্ষী দৃঢ়ব্রতা।
 দন্তা হিমবতা তস্মৈ যোগাচার্য্যায় ধীমতে।
 দেবলং সুষুবে সা তু ব্রহ্মিষ্ঠং মানসং সুতম্ ॥
 যা চৈতস্যাং কমারীণাং তৃতীয়া একপাটলা।
 পুত্রং শতশিলাকস্য জৈগীষব্যমুপস্থিতা ॥১৮
 তস্যাপি শঙ্খলিখিতৌ স্মৃতৌ পুত্রাবযোনিজৌ
 ইত্যেতা বৈ মহাভাগাঃ কন্যা হিমবতঃ শুভাঃ
 রুদ্রাণী সা তু প্রবরা স্বগুণৈরতিরিচ্যতে।
 অন্যান্যপ্ৰীতিরনয়োরুমাশঙ্করয়োৰথ ॥২০

পৃথিবী থাকিবে, ইহাদের তপোদৃপ্ত শাস্বত জগৎ
 এই তিন কুমারীর নাম চিরদিন ধারণ করিবে।
 ইহাদের তিনজনই তপঃশরীরা, যোগবলাধিতা,
 মহাভাগা, স্থিরযৌবনা, ব্রহ্মবাদিনী এবং
 উর্ধ্বরেতা। ইহাদের মধ্যে বরবর্ণিনী উমাই বরিষ্ঠা,
 শ্রেষ্ঠা এবং মহাযোগবলোপেতা। এই উমাদেবীই
 পতিরূপে মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। দন্ত, কাণ্ড,
 উশনা ভৃগুনন্দন ইহঁর পুত্র। অসিতের পত্নী
 একপর্ণা; এই সাক্ষী দৃঢ়ব্রতা ছিলেন হিমাচল
 ইহঁকে ধীমান যোগাচার্য্য অসিতের করে
 সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মিষ্ঠ দেবল ইহঁর মানস পুত্র।
 ইহঁদের তৃতীয়া একপাটলা শতশিলাকের পুত্র
 জৈগীষব্যকে পতিত্বে প্রাপ্ত হন। ইহঁর অযোনিজ
 পুত্রদ্বয় — শঙ্খ ও লিখিত। ইহঁরা সকলেই
 হিমবানের মঙ্গলময়ী কন্যা। রুদ্রাণী তো
 নিজগুণেই সৰ্ব্বাতিশায়িনী; শঙ্করী ও শঙ্করের
 পরস্পর দাম্পত্যভাব জানিতে পারিয়া

শ্লেষণ সংস্কৃত্যোজ্জ্বলা শঙ্কিতঃ কিল বৃত্রহা।
 তাভ্যাং মৈথুনসঙ্গাভ্যামপত্যোদ্ভবভীরুণা।
 তয়োঃ সকাশমিন্দ্রেণ প্রেযিতো হব্যবাহনঃ ॥২১
 অনয়ো রতিবিঘ্নঞ্চ ত্রমাচার হতাশন।
 সৰ্বত্র গত এব ত্বং ন দোষো বিদ্যতে তদা।
 ইত্যেবমুক্তে তু তথা বহিন্মা চ তথা কৃতম্।
 উমাদেহং সমুৎসৃজ্য শুক্রং ভূমৌ বিসর্জিতম্
 ততো রুণিতয়া দেব্যা শপ্তোহগ্নিঃ শাংশপায়ন
 ইদম্বেত্তবতী বহিং রোষগদপদয়া গিরা ॥২৪
 যস্মান্মব্যবিতৃপ্তায়াং রতিবিঘ্নং হতাশন।
 কৃতবানস্য কর্তব্যং তস্মান্মমসি দুশ্মতিঃ ॥ ২৫
 যদেবং বিভূতং গৰ্ভং রৌদ্রং শুক্রং মহাপ্রভম্
 গৰ্ভং ত্বং ধারয়স্বৈবমেযা তে দণ্ডধারণা ॥২৬
 স শাপরোষাদ্রুদ্রাণা অন্তর্গর্ভো হতাশনঃ।
 বহুন্ বর্ষগগান্ গৰ্ভং ধারয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ ॥
 স গঙ্গামুপগম্যাহ শ্রয়তাং সরিদুস্তমে।

বৃত্রহা তাঁহাদের অপত্যোৎপত্তি-শঙ্কায় ভীত হইয়া
 তদ্বিষয়ে বিঘ্নোৎপাদনার্থ হব্যবাদনকে প্রেরণ
 করিলেন এবং বলিয়া দিলেন — হতাশন! তুমি
 যাইয়া ইহঁদের রতি-বিঘ্ন উৎপাদন করিবে; তুমি
 সৰ্বত্রগ; অতএব তোমার সে স্থানে যাওয়া
 দোষাবহ হইবে না। ইন্দ্র বহিকে এই কথা
 বলিবামাত্র অগ্নি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। ইহার
 ফলে কোন সময় শুক্র উমাদেহ হইতে বিচ্যুত
 হইয়া ভূপতিত হইল। হে শাংশপায়ন! এ জন্য
 দেবী রোষ-কষায়িত হইয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান
 করেন যে, হে হতাশন! যেহেতু তুমি, আমি
 পরিতৃপ্ত না হইতেই রতিবিঘ্ন উৎপাদন করিলে,
 এজন্য তুমি এই মহাপ্রভ রৌদ্র শুক্র গ্রহণ করিয়া
 প্রতি দণ্ডদেশ করিলাম। ১৩-২৬। হে দ্বিজগণ!
 অতঃপর হতাশন রুদ্রাণীর শাপে গৰ্ভ ধারণ করিয়া
 বহুবর্ষ অতিবাহিত করিলেন এবং গৰ্ভধারণ ক্রেশে
 নিতান্ত কাতর হইয়া গঙ্গা-সমীপে উপস্থিত হইলেন
 এবং তাঁহাকে বলিলেন,—

সুমহান্ পরিখ্যেদো মে গৰ্ভধারণকাৰণাৎ ॥২৮
মহ্ৰিতাৰ্থমিমং গৰ্ভমতো ধাৰয় নিম্নগে।
মংপ্রসাদাচ্চ খেদো বৈ মন্দস্তব ভবিষ্যতি ॥
তথেষ্টুক্ষা তদা সা তু সম্প্রহৃষ্টা মহানদী।
তং গৰ্ভ ধাৰয়ামাস দহ্যমানেন তেজসা ॥৩০
সাপি কৃষ্ণেণ মহতা খিদামানা মহানদী ॥৩১
তয়া পরিগতং গৰ্ভং কুক্ষৌ হিমবতঃ শুভে।
শুভং শরবণং নাম চিত্রং পুষ্পিতপাদপ।
তত্র তং ব্যসৃজদৰ্ভং দীপ্যমানমিবানলমএ ॥৩২
রুদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয়স্তত্র জাতোহরুণপ্রভঃ।
আদিত্যশতশঙ্কশো মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ ॥
তস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুমাৰে জাহ্নবীসূতে
বিমানযানৈরাকাশং পতত্রিভিরিবাবৃতম্ ॥৩৪
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরাকাশে মধুরস্বরাঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবৰ্ষঞ্চ খেচরাঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥৩৫
জগুর্গন্ধৰ্ব্বমুখ্যাশ্চ সৰ্বশস্ত্র তত্র হ।

যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিম্বরাশ্চৈব সৰ্বশঃ ॥
মহানাগসহস্রাণি প্রবরাশ্চ পতত্রিণঃ।
উপতস্থূর্নহাভাগমাগ্নেয়ং শঙ্করাশ্বজম্।
প্রভাবেণ হতাস্তেন দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥৩৭
সহ সপ্তর্ষিভার্য্যাভিরাদাবেবাগ্নি সত্ত্ববঃ।
অভিষেকপ্রযাতাভির্দৃষ্টো বজ্র্য ত্বরুদ্ধতীম্ ॥৩৮
তাভিঃ স বালার্কনিভো রৌদ্রঃ পারবৃতঃ প্রভুঃ
স্নিহ্যমানাভিরত্যর্থং স্বকাভিরিব মাতৃভিঃ ॥
যুগপৎ সৰ্বদেবীর্হি দিদক্ষুর্জাহ্নবীসূতঃ।
যদুখান্যসৃজচ্ছ্রীমাংস্তাসাং প্রীত্যা মহাদ্যুতিঃ ॥
শ্রীমান্ কমলপত্রা ক্ষতরুণাদিত্যসন্নিভঃ।
যেন জাতেন লোকানামাক্ষেপতেজসা কৃতঃ ॥
তেন জাতেন মহতা দেবানামসহিস্রবঃ।
স্কন্দিতা দানবগণাস্তস্মাৎ স্কন্দঃ প্রতাপবান্ ॥
কৃত্তিকাভিস্ত্র যস্মাৎ স বর্দ্ধিতঃ স পুরাতনঃ।
কার্তিকেয় ইতি খ্যাতস্তস্মাদসুরসূদনঃ ॥ ৪২
জুহুতস্তস্য দৈত্যারেজ্বালামালাকুলাশ্রদা।

হে সরিধুত্তমে! গৰ্ভধারণজন্য আমি নিতান্ত
পীড়িত হইয়াছি, তুমি আমার হিতের নিমিত্ত
এই গৰ্ভ ধারণ কর। আমার প্রসাদে গৰ্ভধারণ
জন্য তোমার কোন ক্লেশ হইবে না। মহানদী
অগ্নির কথায় হৃষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিলেন, এবং
তেজোদীপ্ত সেই গৰ্ভ ধারণপূর্বক তজ্জন্য মহৎ
ক্লেশ অনুভব করিয়া শরবণনামক হিমালয়ের
পুষ্পিতপাদপ বিচিত্র কুক্ষিতে — দীপ্যমান
অনলের ন্যায় ঐ গৰ্ভ মোচন করিলেন। মোচন
করিয়া মাত্র অরুণপ্রভ আদিত্য-শতসঙ্কশ
মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ রুদ্রাগ্নি-গঙ্গাতনয় কুমাৰ
জন্মগ্রহণ করিলে উড্ডীয়মান পতত্রিকুলের ন্যায়
বিমান-যানে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল এবং
আকাশে মধুরস্বর দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত
হইতে লাগিল। খেচর সিদ্ধ-চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি
করিতে লাগিলেন। গন্ধৰ্ব্বগণ গগনমন্ডলের
চতুর্দিকে

মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। যক্ষ, বিদ্যাধর,
সিদ্ধ, কিম্বর, সহস্র সহস্র মহানাগ ও পতঙ্গসকল
অগ্নি ও শঙ্করসূত কুমাৰকে দেখিবার জন্য তাঁহার
নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রভাবে দৈত্য,
দানব ও রাক্ষসগণ নিহত হইল। স্বীয় মাতার ন্যায়
স্নেহকারিণী, দেবপত্নীগণ সপ্তর্ষিভার্য্যাদিগের সহিত
আগমন করিয়া বালার্কনিভ কুমাৰকে অভিষেক
করিবার জন্য ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কুমাৰ
প্রীতিবশতঃ যুগপৎ সকলকে দর্শন করিবার মানসে
আপনার ছয়টি মুখ সৃজন করিলেন। শ্রীমান্
কমলপত্রা ক্ষতরুণাদিত্যসন্নিভ কুমাৰ জন্মগ্রহণ
করিলে, তাঁহার তেজে লোক সকল আকৃষ্ট এবং
দেববিরোধী দানবগণ স্কন্দিত অর্থাৎ ব্যথিত
হইয়াছিল, এই জন্যই তাঁহার নাম স্কন্দ হইয়াছে।
২৭-৪১। উনি কৃত্তিকাগণ কর্তৃক বর্দ্ধিত হন, বলিয়া
অসুরসূদন 'কার্তিকেয়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছেন। জুহুতকারী দৈত্যারির জ্বালা-মালাকুল
আনন হইতে

মুখাধ্বিনির্গতা তস্য স্বশক্তিরপরাজিতা ॥৪৫
 ক্রীড়ার্থৈষ স্বন্দস্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
 গরুড়াদতি সৃষ্টৌ হি দক্ষিনৌ হি প্রভদ্রকৌ ॥
 ময়ুরঃ কুকুটশ্চৈব পতাকা চৈব বায়ুনা ॥৪৬
 যস্য দস্তা সরস্বত্যা মহাবীণা মহাস্বনা।
 অজঃ স্বয়ম্ভুবা দন্তো মেঘো দন্তশ্চ শঙ্খনা ॥
 মায়্যাবিহরণে বিপ্রা গিরৌ ক্রৌঞ্চো নিপাতিতে
 তারকে চাসুরবরে সমুদীর্ণে নিপাতিতে ॥৪৭
 সেদ্রোপেপৈন্দ্রমভাগৈর্দেবৈরগ্নিসূতঃ প্রভুঃ
 সৈন্যপত্যেন দৈত্যাররভিষিক্তঃ প্রতাপবান্।
 দেবসেনাপতিশ্চৈবং পঠ্যতে নরনায়কঃ।
 দেবারিস্কন্দনঃ স্বন্দঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥৪৯
 প্রমথৈর্বিবিধৈর্দেবৈস্তথা ভূতগণৈরাপ।
 মাতৃভির্বিচিখাভিষ্চ বিনায়কগণৈস্তথা ॥৫০
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সেনান্যুৎপত্তি-
 কথনং নাম দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ইহার অপরাজিত শক্তি বিনির্গত হয়। বাল্য
 কালে ইহার ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু
 গরুড়াবিস্কৃত ময়ুর ও কুকুট, বায়ু পতাকা,
 সরস্বতী মধুরস্বনা বীণা, স্বয়ম্ভু ছাগ, এবং শঙ্খ
 মেঘ প্রদান করেন। হে বিপ্রগণ! ক্রৌঞ্চগিরি এবং
 অসুরবর সমুদীর্ণ তারকাসুরের বধসাধনার্থ
 সেদ্রোপেন্দ্র মহাভাগ দেবগণ ইহাকে
 দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করেন।
 অভিষেকের পর হইতে দেবগণ প্রথমগণ,
 ভূতগণ, বিবিধ মাতৃগণ ও বিনায়কগণ, ইহাকে
 দেবসেনাপতি, নরনায়ক, দেবারিস্কন্দন, স্বন্দ,
 সর্বলোকেশ্বর ও প্রভু বলিয়া কীর্তন করিতে
 লাগিলেন ৪২-৫০।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৭২

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরূবাচ।

লোকাঃ সোমপদা নাম মারীচৈর্ষত্র বৈ সূতাঃ
 পিতরো দিবি বর্তন্তে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্তি বৈ
 অগ্নিহস্তা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব এবামিতৌজসঃ
 এতবাং মানসী কন্যা অচ্ছেদা নাম নিম্নগা ॥২
 অচ্ছেদাং নাম তদ্বিব্যং সরো যস্যাঃ সমুচ্ছিতম্
 অদ্রিকান্সরসা যুক্তং বিমানৈর্ধিষ্ঠিতং দিবি ॥৩
 অমূর্তিমতশ্চ পিতৃন দদৃশে সা তু বিস্মিতা।
 পীড়িতানেন দুঃখেন বভূব বরবর্গিনী ॥৪
 সা দৃষ্টবা পিতরং বব্রে বসুনামন্তরিক্ষগম্।
 অমাবসুরিতি খ্যাতমাযোঃ পুত্রং যশস্বিনম্।
 সা তেন ব্যভিচারেণ মনসঃ কামচারিণী।
 পতিকামা তদা সা চ যোগভ্রষ্টা পপাত হ ॥৬
 সা ত্বপশ্যামিমানানি পতন্তী সা দিবশ্চ্যুতা।
 ত্রসরেণুপ্রমাণানি তেষ্পশ্যচ্চ তান্ পিতৃন ॥৭

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,—সোমপাদ নামে স্বর্গে এক
 লোক আছে, ঐ লোকে মরীচিনন্দন পিতৃগণ
 বাস করেন; নিখিল দেবতা ঐ পিতৃগণের পূজা
 করিয়া থাকেন। ঐ অমিতৌজা পিতৃগণ অগ্নিহস্ত
 প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। অচ্ছেদা নাম্নী নিম্নগা
 ইহাদের মানসী কন্যা। এই অচ্ছেদা নদী হইতে
 অচ্ছেদ নামক প্রসিদ্ধ দিব্য সরোবর প্রাদুর্ভাব
 হইয়াছে। এই স্বর্গীয় সরোবর অদ্রিকা নাম্নী
 অঙ্গরা ও অসংখ্য বিমানে পরিশোভিত।
 বরবর্গিনী অচ্ছেদা পিতৃগণকে মূর্তিহীন দেখিয়া
 বিস্মিতা ও দুঃখ পীড়িতা হন এবং অন্তরীক্ষচারী
 অমাবসু নামক বসুপিতা আয়ুপুত্রকে বরণ
 করেন। ঐ পতিকামা কামচারিণী ব্যভিচার দোষে
 যোগভ্রষ্টা হইয়া স্বর্গ হইতে নিম্নমুখী হইয়া
 পতিত হইতে থাকেন। পতিত হইতে হইতে
 তিনি জ্বলন্ত অনলবৎ

সুসৃষ্টানপরিভ্যক্তানগ্নীনগ্নিধ্বিবাহিতান্।
 ত্রায়ক্ষমিত্যুবাচাথ পতন্তী তানবাক্ষিরাঃ।।৮
 তৈরক্তা সা তু মা ভৈষীরিত্যুক্তাধিষ্ঠিতাভবৎ
 ততঃ প্রাসাদয়ৎ সা বৈ পিতৃংস্তান্ দীনয়া গিরা
 উচুন্তে পিতরঃ কন্যাং ভ্রষ্টৈশ্বর্যাং ব্যতিক্রমাৎ
 ভ্রষ্টৈশ্বর্যা স্বদোষণ পতসি ত্বং শুচিস্মিতে।।১০
 বৈঃ ক্রিয়ন্তে চ কৰ্ম্মাণি শরীরৈহিহ দৈবতৈঃ।
 তৈরেব তৎকৰ্ম্মফলং প্রাপ্নুবন্তীহ দেবতাঃ।।১১
 সদ্যঃ ফলন্তি কৰ্ম্মাণি দেবভে প্রেত্য মানুষে।
 তস্মাদমাবসৌপত্যং ত্বং প্রেত্য প্রাপ্যসে ফলম
 উত্থ্যক্তন্যা বৈ পিতরঃ পুনন্তে তু প্রসাদিতাঃ।
 ধ্যাত্বা প্রসাদং সঞ্চক্লুস্তস্যান্তে হনুকম্পয়া।।
 অবশ্যস্তাবিনং দৃষ্টা হ্যর্থমুচুস্ততঃ সুরাঃ।
 সোমপাঃ পিতরঃ কন্যাং রাজ্ঞশ্চৈব হ্যমাবসোঃ

বিমানে অবস্থিত অনলোপম ত্রসরেণু প্রমাণ সূক্ষ্ম
 পিতৃগণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ত্রায়ক্ষিম'
 আমায় পরিভ্রাণ করুণ, তাঁহারা ঐরূপ করুণক্ষনি
 শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'মা ভৈষীঃ' ভয় নাই।
 তাঁহারা এইরূপ অভয়প্রদান করিলে অচ্ছেদা
 পতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অতি
 করুণবচনে তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিলেন।
 তখন পিতৃগণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে
 শুচিস্মিতে। তুমি নিয়ম ব্যতিক্রম-নিবন্ধন
 ভ্রষ্টৈশ্বর্যা হইয়া স্বীয় দোষেই পতিত হইতেছে।
 দেবগণ যে অবয়ব দ্বারা যে যে শুভাশুভ কৰ্ম্ম
 করিয়া থাকেন, এই জন্মেই তাঁহারা সেই অঙ্গ
 দ্বারা সেই কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন।
 দেবতাদিগের কৰ্ম্মফল সদ্যই হয় এবং
 মানবগণের কৰ্ম্মফল মরণের পর ফলিয়া থাকে।
 অতএব তুমি জন্মান্তরে কৰ্ম্মফলস্বরূপ
 অমাবসুকে পিতৃরূপে প্রাপ্ত হইবে। পিতৃগণ এই
 কথা বলিলে, অচ্ছেদা পুনরায় তাঁহাদিগকে
 প্রসাদিত করিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন
 হইয়া ধ্যানযোগে অবশ্যস্তাবী ঘটনা অবগত হইয়া
 অনুকম্পা সহকারে বলিলেন,

উৎপন্নস্য পৃথিব্যাস্তু মানুষত্বে মহাশ্বনঃ।
 কন্যা ভূত্বা ত্বিমাম্লোকান্ পুনঃ প্রাপ্যসি
 স্থানিতি।।১৫
 অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপরেমৎস্যযোনিজা
 অসৈব রাজ্ঞো দুহিতা অদ্রিকায়াং হ্যমাবসোঃ
 পরাশরস্য দায়াদমৃষেত্বং জনয়িষ্যসি।
 স বেদমেকং বিপ্রর্ষিচ্চতুর্ধ্বা বৈ করিষ্যতি।।১৭
 মহাভিষস্য পুত্রৌ হৌ শন্তনোঃ কীর্তিবর্ধনৌ।
 বিচিত্রবীর্যং ধৰ্ম্মজ্ঞং ত্বমেবোৎপাদয়িষ্যসি।।১৮
 চিত্রাঙ্গদঞ্চ রাজানাং তেজোবলগুণাধিতম্।
 এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্ত্বং পুনর্লোকানবাপ্যসি।।
 ব্যতিক্রমাৎ পিতৃণাং ত্বং প্রাপ্যসে জন্ম
 কুৎসিতম্।।২০

তসৌব রাজ্ঞস্ত্বং কন্যা অদ্রিকায়াং ভবিষ্যসি।
 কন্যা ভূত্বা ততশ্চ ত্বিমাম্লোকানবাপ্যসি।।
 এবমুক্তা তু দাসেয়ী জাতা সত্যবতী তু সা।।
 অদ্রিকায়াং সূতা মৎস্যাং সূতা জাতা হ্যমাবসোঃ

—মহাত্মা অমাবসু মানুষ ও রাজা হইয়া ধরাতলে
 জন্ম গ্রহণ করিলে, তুমি তাহার কন্যারূপে
 জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বীয় লোকে আগমন
 করিবে। ১-১৫। তুমি অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে
 মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া অমাবসু হইতে অদ্রিকার
 গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে এবং পরাশর ঋষির
 তনয়কে উৎপাদন করিবে। ঐ বিপ্রর্ষি এক বেদকে
 চারিভাগে বিভক্ত করিবেন। তুমি শন্তনুর
 বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক কীর্তিবর্ধন দুই পুত্র
 উৎপাদন করিবে। এই সকল পুত্র প্রসব করিয়া
 তুমি পুনরায় স্বীয় লোকে আগমন করিবে।
 পিতৃগণের নিয়মের ব্যতিক্রম করায় তুমি আরও
 কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইবে। তুমি অদ্রিকার গর্ভে
 অমাবসুর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় এই
 লোক প্রাপ্ত হইবে। পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ
 অভিহিত হইয়া অচ্ছেদা দাসনন্দিনী সত্যবতী
 হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ অচ্ছেদা
 অমাবসুর পুত্ররূপে মৎসী

অদ্রিকামৎস্যসন্তুতা গঙ্গাযামুনসঙ্গমে ॥২২

তস্য রাজ্ঞো হি সা কন্যা রাজ্ঞো বীর্যো

সদৈব হি।

বিরজা নাম তে লোকা দিবি রোচন্তি তে গণাঃ

অগ্নিহ্বাতাঃ স্মৃতাস্তত্র পিতরো ভাস্বর প্রভাঃ।

তান্ দানবগণা যক্ষা রক্ষোগন্ধবিকিন্নরাঃ ॥২৪

ভূতসর্পপিশাচাশ্চ ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ।

এতে পুত্রাঃ সমাখ্যাতাঃ পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥

ত্রয় এতে গণাঃ প্রোক্তা ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাঃ শুভাঃ

এতেষাং মানসী কন্যা পীবরী নাম বিস্রুতা।

যোগিনী যোগপত্নী চ যোগমাতা তথৈব চ।

ভবিতা দ্বাপরং প্রাপ্য অষ্টাবিংশং তদৈব তু

পরশরকুলোদ্ভূতং শুকো নাব মহাতপাঃ।

শ্রীমান্ যোগী মহাযোগী যোগসুস্মা দ্বিজোত্তমাঃ

ব্যাসাদরণ্যাং সন্তুভো বিধুম ইব পাবকঃ।

অদ্রিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও যমুনা এই উভয়ের সঙ্গমে অদ্রিকা নাম্নী মৎসীর যোনিতে সেই অমাবসু রাজার বীর্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল। পিতৃগণের বিরজা নামক লোক স্বর্গে বিরাজিত। ঐ লোকে পিতৃগণ দীপ্তি পাইয়া থাকেন এবং তথায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন এবং তথায় অগ্নিহ্বাতাদি ভাস্বরপ্রভ পিতৃগণ বাস করেন। তাঁহাদিগকে দানবগণ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূত, সর্প ও পিশাচগণ ফলাধী হইয়া ভাবনা করিয়া থাকে। পুলহপ্রজাপতির এই সকল সন্তানসন্ততি কথিত হইল। এই তিন পিতৃগণ শুভ ও ধর্ম্মমূর্ত্তিধর। পীবরী ইহাদের মানসী কন্যা। ঐ পীবরী অষ্টাবিংশ দ্বাপরে যোগিনী, যোগপত্নী ও যোগমাতা হইবেন। শুক নামক মহাতপা পরশরকুল হইতে উদ্ভূত হন। ইনি শ্রীমান মহাযোগী এবং ইহাঁ দ্বারাই যোগের গৌরব সংস্থাপিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই মহাতপা শুক, ব্যাস হইতে অরণীতে নির্ধুম পাবকের ন্যায় সন্তুত হন। ইনি ঐ পীবরী নাম্নী পিতৃ-

স তস্যাং পিতৃকন্যার্যাং যোগাচার্য্যান্

পরিশ্রুতান্ ॥২৯

কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শত্রুং তথা ভুরিশ্রুতঞ্চ বৈ

কন্যাং কীর্ত্তিমতীঞ্চৈব যোগিনীং যোগমাতরম্

ব্রহ্মদত্তস্য জননী মহিষী ত্বণুতস্য তু।

এতানুৎপাদ্য ধর্ম্মায়া পুত্রান্ যাগমবাপা চ ॥

মহাযোগতপাশ্চৈব অপরাবস্তিনীং গতিম্।

আদিত্যকিরণোপেতং ত্বপুনর্ভাবমাস্থিতং ॥৩২

সর্ব্বব্যাপী বিনিশ্চুস্তো ভবিষ্যতি মহামুনিঃ।

অমূর্ত্তিমন্তঃ পিতরো ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাস্তু যে ॥৩৩

ত্রয় এতে গণাস্তেষাং চত্বারোহন্যো নিবোধত

যান্ বক্ষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা মূর্ত্তিমন্তো মহাপ্রভাঃ ॥

উৎপন্নাস্তে স্বধায়াস্ত কন্যা হায়েঃ কবেঃ সুতাঃ

পিতরো দেবলোকেষু জ্যোতির্ভাসিষু ভাস্বরাঃ

সর্ব্বকামসমৃদ্ধেযু দ্বিজান্তান্ ভাবয়ন্ত্যত।

এতেষাং মানসী কন্যা গৌর্নাম দিবি বিস্রুতা

কন্যার গর্ভে প্রসিদ্ধ যোগাচার্য্য —কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শত্রু, ভুরিশ্রুত নামক পুত্র এবং কীর্ত্তি মতী নাম্নী একটি কন্যা উৎপাদন করেন। ঐ কন্যা যোগবতী ও যোগমাতৃস্বরূপিণী ছিলেন। ইনিই ব্রহ্মদত্তের জননী এবং অণুহের মহিষী ছিলেন। ধর্ম্মায়া শুকদেব এই সকল সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া মহাযোগাবলম্বনে অপরাবস্তিনী গতি আশ্রয় করিয়াছেন। ইনিই আবার কালান্তরে সর্ব্বব্যাপী ; বিনিশ্চুস্ত, মহামুনি হইবেন। পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মমূর্ত্তিধর, তাঁহারা ই মূর্ত্তিহীন। এই তাঁহাদের গণত্রয় কথিত হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অতঃপর চতুর্থগণের কথা শ্রবণ করুন। এই পিতৃগণ মূর্ত্তিমান্ এবং মহাপ্রভ। ইহাঁরা করির ঔরসে অনলকন্যা স্বধা হইতে উৎপন্ন। এই পিতৃগণ সর্ব্বকামসমৃদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় দেবলোকে ভাস্বরমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। দ্বিজগণ তাঁহাদিগকে এইরূপেই ভাবনা করিয়া থাকে। এই পিতৃগণের গো নাম্নী মানসী কন্যা

দত্তা সনৎকুমারেণ শুক্রস্য মহিষী প্রিয়া ।
 একত্রিংশচ্চ বিখ্যাতা ভৃগুণাং কীর্তিবর্ধনাঃ ॥
 মরীচিগর্ভাস্তে লোকাঃ সমাবৃত্য দিবি শ্রুতাঃ ।
 এতে হ্যগ্নিরসঃ পুত্রাঃ সাধ্যৈঃ সহ বিধর্জিতাঃ
 উপহুতাঃ স্মৃতাশ্চ তু পিতরো ভাস্বর্য দিবি ।
 তান্ক্ষত্রিয়গণান্ দৃষ্টা ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ ॥৩৯
 এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা নাম বিপ্রতা ।
 পত্নী সা বিশ্বমহতঃ সুবা বৈ বিশ্বশর্মণঃ ॥৪০
 রাজর্ষেজর্জনী দেবী খট্বাকস্য মহাত্মনঃ ।
 যস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথা দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥
 অগ্নেজন্ম তথা দৃষ্টা শান্তিল্যস্য মহাত্মনঃ ।
 যজমানং দিলীপং যে পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ॥৪২
 সত্যব্রতং মহাত্মানং তে স্বর্গজয়িনোহমরাঃ ।
 আজ্যপা নাম পিতরঃ কর্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥৪৩
 সমুৎপন্নস্য পুলহাদুৎপন্নাস্তস্য বৈ পুনঃ ।
 লোকেষ্বেতেষু বর্ত্তন্তে কামগেষু বিহঙ্গমাঃ ॥৪৪

এতান্ বৈশ্যগণাঃ শ্রাদ্ধে ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ ।
 এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিপ্রতা ॥
 যযাতেজর্জনী সাধ্বী পত্নী সা নহুষস্য তু ।
 সুকালো নাম পিতরো বশিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ ॥৪৬
 হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ শূদ্রাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত ।
 মানসা নাম তে লোকা বহন্তে যত্র তে দিবি ॥
 এতেষাং মানসী কন্যা নর্মদা সরিতাং বরা ।
 সা ভাবয়তি ভূতানি দক্ষিণাপথগামিনী ॥৪৮
 জননী ত্রসদস্যোহি পুরুকুৎসপরিগ্রহঃ ।
 এতেষামভ্যুপগমান্ মনুমন্তুরেশ্বরঃ ॥৪৯
 মম্বন্তরাদৌ শ্রাদ্ধানি প্রবর্তয়তি সর্কশঃ ।
 পিতৃগামানুপূর্বেণ সর্কেষাং দ্বিজসন্তমাঃ ॥৫০
 তস্মাদিহ স্বধর্মেণ শ্রাদ্ধং দেয়ন্ত শ্রদ্ধয়া ।
 সর্কেষাং রাজতৈঃ পাত্রৈরপি বা রজতান্বিতৈঃ
 দত্তং স্বধাং পুরোধায় তথা প্রীণাতি বৈ পিতৃ
 সোমস্যাপ্যায়নং কৃতা হ্যগ্নের্বৈবস্বতস্য চ ॥৫২
 উদগায়নধ্বগ্নৌ চ অশ্বমেধং তদাপ্নুয়াৎ ।

স্বর্গে বিরাজিত । ইনি শুক্রের প্রিয় মহিষী ছিলেম ।
 সনৎকুমার ইহাঁকে সম্প্রদান করেন । ভার্গবদিগের
 কীর্তিবর্ধন একত্রিংশৎসংখ্যক বংশধর বিখ্যাত ।
 ইহাঁদের লোক—মরীচিগর্ভ ; উহা স্বর্ণ উদ্ভাসিত
 করিয়া বিদ্যমান । ইহাঁরা অগ্নিরার পুত্র, ও
 সাধ্যগণের সহিত বর্জিত । স্বর্গে উপহৃত নামে
 এক দীপ্ত পিতৃগণ আছে । ফলাথা ক্ষত্রিয়গণ
 ইহাঁদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন । ইহাঁদের
 মানসী কন্যার নাম যশোদা । এই যশোদা
 বিশ্বমহতের পত্নী, বিশ্বশর্মার পুত্রবধূ এবং
 মহাত্মা খট্বাক নামক রাজর্ষির জননী । পূর্বে এই
 খট্বাকের যজ্ঞে দিব্য মহর্ষিগণ সুদিব্য গাথা গান
 করিয়াছিলেন । ঐ সুসমাহিত পিতৃগণ যজ্ঞে অগ্নির
 আবির্ভাব অবলোকনপূর্বক মহাত্মা শান্তিল্যের
 যজমান দিলীপ ও মহাত্মা সত্যবানকে দর্শন
 করেন । সেই স্বর্গজয়ী অমরগণই আজ্যপা নামক
 পিতৃগণ । ইহারা পুলহ হইতে উৎপন্ন এবং কর্দম
 প্রজাপতির পিতা । এই স্বর্গলোকে ইহারা কামগামী

বিমানে গগনমন্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন । ফলার্থী
 বৈশ্যগণ শ্রাদ্ধে ইহাঁদিগকে ভাবনা করেন ।
 ইহাদের বিরজা নামী মানসী কন্যা যযাতির জননী
 এবং নহুষের পত্নী । বশিষ্ঠ প্রজাপতির সুকালো নামক
 পিতৃগণ — ইহারা হিরণ্যগর্ভের সুত । শূদ্রগণ
 ইহাঁদিগকে উপাসনা করে । স্বর্গীয় মানস নামক
 লোকে ইহাদের বাস । সরিষরা নর্মদা ইহাদের
 মানসী কন্যা । এই দক্ষিণাপথ-গামিনী নর্মদা
 জীবগণকে পবিত্র করেন ১৬-৪৮ । ইনি ত্রসদসূর
 জননী এবং পুরুকুৎসের পত্নী । ইহাদের অভ্যুপগম
 হেতু মনু মম্বন্তুরেশ্বর হইয়া মম্বন্তরের আদিতে
 পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ প্রবর্তিত করিয়াছেন । হে
 দ্বিজগণ ! অতএব স্বধর্ম রক্ষার জন্য শ্রদ্ধা
 সহকারে রাজত বা রজতান্বিত পাত্রে
 পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা সর্বতোভাবে
 কর্তব্য । ‘স্বধা’ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রাদ্ধদান করিতে
 হয় । ইহাতে পিতৃলোক অতীব প্রীত হন । উদগায়ন
 অগ্নিতে হোম

দত্তা সনৎকুমারেণ শুক্রস্য মহিষী প্রিয়া।
 একত্রিংশচ্চ বিখ্যাতা ভৃগুণাং কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধনাঃ॥
 মরীচিগৰ্ভাস্তে লোকাঃ সমাবৃত্য দিবি শ্রুতাঃ।
 এতে হৃদ্রিসঃ পুত্রাঃ সাধ্যৈঃ সহ বিধর্কিতাঃ
 উপহুতাঃ স্মৃতাশ্চ তু পিতরো ভাস্বর্য দিবি।
 তান্ক্ষত্রিয়গণান্ দৃষ্টা ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ॥৩৯
 এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা।
 পত্নী সা বিশ্বমহতঃ স্রুবা বৈ বিশ্বশর্মণঃ॥৪০
 রাজর্ষেজর্জনী দেবী খট্বাকস্য মহাত্মনঃ।
 যস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথা দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ॥
 অগ্নেজন্ম তথা দৃষ্টা শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
 যজমানং দিলীপং যে পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ॥৪২
 সত্যব্রতং মহাত্মানং তে স্বর্গজয়িনোহমরাঃ।
 আজ্যপা নাম পিতরঃ কর্দমস্য প্রজাপতেঃ॥৪৩
 সমুৎপন্নস্য পুলহাদুৎপন্নাস্তস্য বৈ পুনঃ।
 লোকেষ্বেতেষু বর্ন্তস্তে কামগেষু বিহঙ্গমাঃ॥৪৪

স্বর্গে বিরাজিত। ইনি শুক্রের প্রিয় মহিষী ছিলেম।
 সনৎকুমার ইহাঁকে সম্প্রদান করেন। ভার্গবদিগের
 কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধন একত্রিংশৎসংখ্যক বংশধর বিখ্যাত।
 ইহাঁদের লোক—মরীচিগর্ভ; উহা স্বর্ণ উদ্ভাসিত
 করিয়া বিদ্যমান। ইহাঁরা অগ্নিরার পুত্র, ও
 সাধ্যগণের সহিত বর্দ্ধিত। স্বর্গে উপহৃত নামে
 এক দীপ্ত পিতৃগণ আছে। ফলাখা ক্ষত্রিয়গণ
 ইহাঁদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের
 মানসী কন্যার নাম যশোদা। এই যশোদা
 বিশ্বমহতের পত্নী, বিশ্বশর্মার পুত্রবধূ এবং
 মহাত্মা খট্বাক নামক রাজর্ষির জননী। পূর্বে এই
 খট্বাকের যজ্ঞে দিব্য মহর্ষিগণ সুদিব্য গাথা গান
 করিয়াছিলেন। ঐ সুসমাহিত পিতৃগণ যজ্ঞে অগ্নির
 আবির্ভাব অবলোকনপূর্বক মহাত্মা শাণ্ডিল্যের
 যজমান দিলীপ ও মহাত্মা সত্যবানকে দর্শন
 করেন। সেই স্বর্গজয়ী অমরগণই আজ্যপা নামক
 পিতৃগণ। ইহারা পুলহ ইহঁতে উৎপন্ন এবং কর্দম
 প্রজাপতির পিতা। এই স্বর্গলোকে ইহারা কামগামী

এতান্ বৈশ্যগণাঃ শ্রাদ্ধে ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ।
 এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা॥
 যযাতেজর্জনী সাধ্বী পত্নী সা নহুষস্য তু।
 সুকালো নাম পিতরো বশিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ॥৪৬
 হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ শূদ্রান্তান্ ভাবয়ন্ত্যত।
 মানসা নাম তে লোকা বহন্তে যত্র তে দিবি॥
 এতেষাং মানসী কন্যা নর্মদা সরিতাং বরা।
 সা ভাবয়তি ভুতানি দক্ষিণাপথগামিনী॥৪৮
 জননী ত্রসদস্যোহি পুরুকুৎসপরিগ্রহঃ।
 এতেষামভ্যুপগমান্ মনুমর্ষন্তুরেশ্বরঃ॥৪৯
 মম্বন্তরাদৌ শ্রাদ্ধানি প্রবর্তয়তি সর্কশঃ।
 পিতৃগামানুপূর্বেণ সর্কেষাং দ্বিজসত্তমাঃ॥৫০
 তস্মাদিহ স্বধর্মেণ শ্রাদ্ধং দেয়ন্তু শ্রদ্ধয়া।
 সর্কেষাং রাজতৈঃ পাত্রেৈরপি বা রজতান্বিতৈঃ
 দত্তং স্বধাং পুরোধায় তথা প্রীণাতি বৈ পিতৃ
 সোমস্যাপ্যায়নং কৃত্বা হ্যগ্নের্বৈবস্বতস্য চ॥৫২
 উদগায়নধ্বগ্নৌ চ অশ্বমেধং তদাপ্নুয়াৎ।

বিমানে গগনমন্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ফলার্থী
 বৈশ্যগণ শ্রাদ্ধে ইহাঁদিগকে ভাবনা করেন।
 ইহাদের বিরজা নামী মানসী কন্যা যযাতির জননী
 এবং নহুষের পত্নী। বসিষ্ঠ প্রজাপতির সুকালো নামক
 পিতৃগণ — ইহারা হিরণ্যগর্ভের সুত। শূদ্রগণ
 ইহাঁদিগকে উপাসনা করে। স্বর্গীয় মানস নামক
 লোকে ইহাদের বাস। সরিদ্ধরা নর্মদা ইহাদের
 মানসী কন্যা। এই দক্ষিণাপথ-গামিনী নর্মদা
 জীবগণকে পবিত্র করেন। ১৬-৪৮। ইনি ত্রসদসুর
 জননী এবং পুরুকুৎসের পত্নী। ইহাদের অভ্যুপগম
 হেতু মনু মম্বন্তুরেশ্বর ইহঁরা মম্বন্তরের আদিতে
 পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ প্রবর্তিত করিয়াছেন। হে
 দ্বিজগণ! অতএব স্বধর্ম রক্ষার জন্য শ্রদ্ধা
 সহকারে রাজত বা রজতান্বিত পাত্রে
 পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা সর্বতোভাবে
 কর্তব্য। 'স্বধা' মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রাদ্ধদান করিতে
 হয়। ইহাতে পিতৃলোক অতীব প্রীত হন। উদগায়ন
 অগ্নিতে হোম

পতৃণাং হি প্রসাদেন প্রাপ্যতে সুমহাশ্বনাম্।।
মুক্তাবৈদুর্যবাসাংসি বাজিনাগায়ুতানি চ।
কোটিশচাপি রত্নানি প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ।৭২
হংসবহিণযুক্তানি মুক্তাবৈদুর্যবন্তি চ।
কিঙ্কিণীজালনদ্ধানি সদাপুষ্পফলানি চ।
প্রীত্যা নিত্যং প্রযচ্ছন্তি মনুষ্যাণাং পিতামহাঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত উপোদ্ঘাত-
পাদে শ্রাদ্ধকল্পো নাম ত্রিসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ।।৭৩

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরূবাচ।

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে।
রজতং রজতাক্তং বা পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে।।১
রজতস্য কথা বাপি দর্শনং দানমেব চ।
অনন্তমক্ষয়ং স্বর্গ্যং পিতৃণাং দানমুচ্যতে।
পিতৃনেতেন দানেন সৎপুত্রান্তারয়ন্ত্যত।।২
রাজতে হি স্বধা দুক্ষা পাত্রেহস্মিন্ পিতৃভিঃ পুর

প্রজ্ঞা, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, রাজ্য, আরোগ্য, কোটি
রত্ন, মুক্তা, বৈদুর্য, বাস, এবং বাজি, নাগ, হংস,
বহী, মুক্তা, বৈদুর্য, ও কিঙ্কিণীজালের সহিত
পুষ্পফল শোভিত বিমান লাভ করিয়া থাকেন।৬৭-
৭৩।

ত্রিসপ্ততিতম্ অধ্যায় সমাপ্ত।৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম্ অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,— সুবর্ণময়, রজতময়,
তাম্রময় ও রজতখচিত পাত্রই পিতৃগণের প্রশস্ত
পাত্র বলিয়া কথিত। রজতদর্শন, রজতদান, এমন
কি রজতসম্বন্ধীয় কথাও পিতৃগণের অনন্ত, অক্ষয়
স্বর্গীয় দান বলিয়া কথিত হয়। সৎপুত্রগণ এই সকল
দান দ্বারা পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন।
স্বধাসম্পত্তিশালী পিতৃগণ পূর্বে রজতপাত্রে

স্বধাদায়াখিভিস্তাত তস্মিন্ দত্তে তদক্ষয়ম্।।৩
কৃষ্ণাজিনস্য সান্নিধ্যং দর্শনং দানমেব বা।
রক্ষোঘ্নং ব্রহ্মবর্চস্যং পিতৃংস্তত্তদিতারয়েৎ।।৪
কাঞ্চনং রাজতং তাম্রং দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ
বস্ত্রঞ্চ পাবনীয়ানি ত্রিদন্তী যোগ এব চ।।৫
শ্রাদ্ধকর্মণ্যয়ং শ্রেষ্ঠো বিহির্বাহ্য সনাতনঃ।
আয়ুঃ কীর্তিঃ প্রজাশ্চৈব প্রজ্ঞাসত্ততিবর্দ্ধনঃ।।৬
দিশি দক্ষিণপূবস্যাং বিদিকস্থানং বিশেষতঃ।
সর্বতোহরত্নিমাত্রস্ত চতুরশ্রং সুসংহিতম্।।৭
বক্ষ্যামি বিধিবৎ স্থানং পিতৃণামনুশাসনাৎ।
ধন্যমারোগ্যমায়ুষ্যং বলবর্ণবিবর্দ্ধনম্।।৮
তত্র গর্তান্তর্যঃ কার্য্যাস্তর্যো দণ্ডশ্চ খাদিয়াঃ।
রত্নিমাত্রান্ত তে কার্য্যা রজতেন বিভূষিতাঃ।

স্বধা দোহন করেন, এই জন্যই রজত পাত্রে
দান বা রজতদান পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিজনক
বলিয়া কীর্তিত। কৃষ্ণাজিনসান্নিধ্য, দর্শন, দান,
রক্ষোঘ্ন মন্ত্র ও ব্রহ্ম বর্চস্য মন্ত্র এই সমস্ত দ্রব্য
ও মন্ত্র পিতৃগণকে উদ্ধার করে। কাঞ্চনপাত্র,
রজত পাত্র, তাম্র পাত্র, দৌহিত্র, কুতপ
(দিবামানের অষ্টমভাগ), তিল, বস্ত্র ও অন্যান্য
পাবনীয় দ্রব্য ত্রিদন্তী যোগ বলিয়া কথিত। এই
ত্রিদন্তীযোগ শ্রাদ্ধ কর্মে প্রশস্ত। ইহাই সনাতন
বাহ্য বিধি বলিয়া কথিত। এই সনাতন বিধি
শ্রাদ্ধকারীর আয়ু, কীর্তি, প্রজ্ঞা ও সত্ততিবর্দ্ধন
করে। যেখানে শ্রাদ্ধ করা হয়, ঐ স্থানের
দক্ষিণপূর্বে কোণস্থ স্থানবিশেষ বিদিকস্থান নামে
কথিত। ঐ স্থান চতুর্দিকে অরত্নিপ্রমাণ, চতুরশ্র
ও সুসংহিত। পিতৃগণের অনুশাসন হেতু শ্রাদ্ধ
সম্বন্ধীয় বিবিধ স্থানের কথা বলিব। শ্রাদ্ধীয়
স্থানকীর্তনে, ধন, আরোগ্য আয়ু বল ও বর্ণবর্দ্ধন
হয়। ১-৮। পূর্বোক্ত স্থানে তিনটি গর্ত এবং
তিনটি খদির কাষ্ঠের দণ্ড করিতে হইবে। গর্তগুলি
রত্নিপ্রমাণ, ও রজতখচিত এবং দণ্ডগুলি
বিতস্তিপ্রমাণে আয়ত ও চতুরঙ্গুল

তে বিতস্ত্যাতাঃ কার্য্যাঃ সৰ্ব্বতুচ্চতুরঙ্গুলাঃ।
 প্রাগদক্ষিণমুখান্ ভূমৌ স্থিতানসুধিরাংস্তথা।
 অঙ্টিঃ পবিত্রপুতাভিঃ প্লাবয়েৎ সততং শুচিঃ॥
 পায়সা হ্যজগব্যেন শোধনং বার্ভিরেব তু।
 তৰ্পনাং সততং হ্যেবং তৃপ্তিৰ্ভবতি শ্বশতী॥
 ইহ চামুত্র চ শ্রীমান্ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসমম্বিতঃ।
 এবং ত্রিষবণস্নাতো যোহর্চয়েত পিতৃন সদা।
 মন্ত্ৰেণ বিধিবৎ সম্যগশ্বমেধফলং লভেৎ॥১২
 তৎস্থাপয়েদমাবাস্যাং গৰ্ভে ভূচতুরঙ্গুলে।
 ত্রিঃসপ্তসংজ্ঞাস্তে যজ্ঞান্শ্রৈলোক্যং ধার্য্যতেতু বৈ
 তস্য পুষ্টিৰৈশ্বৰ্য্যমায়ুঃ সন্ততিরেব চ।
 বিচিত্রা ভজতে লক্ষ্মীর্নোঞ্চ লভতে ক্রমাৎ
 পাপাপহং পাবনীয়মশ্বমেধফলং তথা।
 অশ্বমেধফলং হ্যেত দ্বিজৈঃ সংকৃত্য পূজিতম॥
 মন্ত্ৰং বক্ষ্যাম্যহং তস্মাদমৃতং ব্রহ্মনির্মিতম্॥
 দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
 নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্যতত॥

পরিমিত বেষ্টন বিশিষ্ট হইবে। ঐ নিশ্চিহ্ন দণ্ডগুলি
 পূৰ্বদক্ষিণমুখ করিয়া ভূতলে পাতিয়া পবিত্র জল
 ও ছাগদুগ্ধ দ্বারা শুচিভাবে প্লাবিত করিবে।
 পূৰ্বোক্ত প্রকারে তৰ্পণ করিলে পিতৃগণ শাস্বতী
 তৃপ্তিলাভ করেন এবং তৰ্পণকারী ব্যক্তি ইহলোকে
 শ্রীমান ও সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সমম্বিত হয়। এইরূপে যে
 ত্রিষবণস্নাত ব্যক্তি যথাবিধি মন্ত্ৰোচ্চারণপূৰ্বক
 পিতৃদেবগণের অর্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধ
 যজ্ঞের ফললাভ করেন। চতুরঙ্গুল-ভূ গৰ্ভে
 অমাবস্যা-দিনে তৰ্পণের বস্তু স্থাপন করিতে হয়।
 ইহা ত্রিঃসপ্ত যজ্ঞনামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই
 যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে পুষ্টি, ঐশ্বৰ্য্য, আয়ু,
 সন্ততি, লক্ষ্মী ও মোক্ষ লাভ করে। ইহা
 দ্বিজানুষ্ঠিত পাপাপহ, পাবনীয় ও অশ্বমেধফলপ্রদ।
 এই যজ্ঞের ব্রহ্মনির্মিত অমৃতময় মন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন
 করিতেছি— যথা, “দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ
 মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ

আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্য ত্রিরাবর্ন্তং জপেৎ সদ।
 পিণ্ডনির্ব্বপণে চৈব জপেদেতৎ সমাহিতঃ।
 পিতরঃ ক্ষিপ্ৰমায়ান্তি রাক্ষসাঃ প্রদ্রবন্তি চ॥
 পিতৃংস্তং ত্রিষু লোকেষু মন্ত্ৰোহয়ং তারয়ত্যত।
 পঠ্যমানঃ সদা শ্রাদ্ধে নিয়তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
 রাজ্যকামো জপেদেনং সদা মন্ত্ৰমতদ্রিতঃ।
 বীর্য্যশৌচার্থসদ্রুঞ্চ শ্রীরাযুর্বলবর্দ্ধনম্॥১৯
 প্রীয়ন্তে পিতরো যেন জপ্যেন নিয়মেন চ।
 সপ্তার্চ্চিং প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বকামপ্রদং শুভম্॥
 অমূর্ত্তানাং সমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্
 নমস্যামি সদা তেভ্যো ধ্যানিভ্যো যোগচক্ষুষঃ
 ইন্দ্রাদীনাং জনয়িতারো ভৃগুমারীচয়োস্তথা।
 সপ্তর্ষীগাং পিতৃণাঞ্চ তান্নমস্যামি কামদান্॥
 মঘাদীনাং সুরেশানাং সূর্য্যচন্দ্রমসোস্তুথা।
 তান্নমস্কৃত্য সৰ্ব্বান্ বৈ পিতৃণ কুশলদায়কান্॥
 নক্ষত্রাণাং চরাদীনাং পিতৃনথ পিতামহান্।
 দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥
 দেবর্ষীগাং জনয়িতৃশ্চ সৰ্ব্বলোকনমস্কৃতান্।

নিত্যমেব ভবন্ত্যত॥” শ্রাদ্ধের আদিতে, অবসানে
 ও পিণ্ড প্রদানের সময় এই মন্ত্ৰ তিন বার পাঠ
 করিতে হয়। এই মন্ত্ৰ পাঠ করিলে পিতৃলোক
 অতিসত্ত্বর আবির্ভূত হন এবং রাক্ষসগণ পলায়ন
 করে। ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক শ্রাদ্ধে এই মন্ত্ৰ পঠিত
 হইয়া পিতৃলোকদিগকে তিন লোক হইতে উদ্ধার
 করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি অতদ্রিতভাবে এই মন্ত্ৰ
 জপ করিবে। ইহা বীর্য্য, শৌচ, অর্থ, সন্ত, শ্রী,
 আয়ু ও বলবর্দ্ধন। নিয়মিতরূপে এই মন্ত্ৰ জপ
 করিলে পিতৃলোক প্রীত হন। এক্ষণে সৰ্ব্বকামপ্রদ
 শুভ সপ্তার্চ্চিষ কীৰ্ত্তন করিব। ১ - ২০। আমি অমূর্ত্ত,
 সমূর্ত্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যানী, যোগচক্ষু, ইন্দ্র প্রভৃতি
 দেবগণ ও ভৃগু-মারীচের জনয়িতা এবং
 সপ্তর্ষিগণের পিতা কামদ পিতৃগণকে নমস্কার করি।
 মনু, সুরেশ, সূর্য্য, চন্দ্রমা, চর নক্ষত্র, দ্বারা পৃথিবী
 এবং দেবর্ষিগণেরও জনয়িতা সৰ্ব্বলোক-নমস্কৃত
 অভয়প্রদ পিতৃ-

অভয়স্য সদা দাতৃশ্রমস্যেহহং কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৫
প্রজাপতেঃ কশ্যপায় নোমায় বরুণায় চ।
যোগযোগেশ্বরেভ্যশ্চ নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥
পিতৃগমেভ্যঃ সপ্তভ্যো নমো লোকেষু সপ্তষু
স্বয়ম্ভুবে নমশ্চৈব ব্রহ্মাণে যোগচক্ষুষে ॥২৭
এতদুক্তং সসপ্তর্ষিব্রহ্মাষিগণপূজিতম্।
পবিত্রং পরমং হ্যেতচ্ছ্রীমদ্রক্ষোবিনাশনম্ ॥
অনেন বিধিনা যুক্তস্ত্রীন্ বরাদ্ভ্য ভতে নরঃ।
অন্নমায়ুঃ সুতাংশ্চৈব দদতে পিতরো ভুবি ॥
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ শ্রদ্ধবানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সপ্তার্চিষং জপেদ্যস্ত্র নিত্যমেব সমাহিতঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াং পৃথিব্যামেকরাতভবেৎ ॥
যৎকিঞ্চিৎ পচ্যতে গেহে ভক্ষ্যং বা

ভোজ্যমেব চ।

অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং তস্মিন্নায়তনে সদা ॥
ক্রমশঃ কীর্তয়িষ্যামি বলিপাত্রাণ্যতঃ পরম্।
যেষু যচ্চ ফলং প্রাপ্তং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো
নাম চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৪ ॥

গণকে সর্বদা কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করি এবং
প্রজাপতি, কশ্যপ, সোম বরুণ, ও যোগযোগেশ্বর
প্রভৃতি পিতৃগণকে নমস্কার করি। সপ্তলোকে সপ্ত
পিতৃগণকে ও যোগচক্ষু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে আমাকে
নমস্কার। সপ্তর্ষিগণের সহিত ব্রহ্মাষিগণের
পূজিত— এই মন্ত্র আমি কীর্তন করিলাম। ইহা
পরম পবিত্রতা প্রদায়ক ও রক্ষোবিনাশন। যে নর
বিধিপূর্বক ইহার অনুষ্ঠান করে, সে অন্ন, আয়ু,
ও সুত — এই তিনটি বর পিতৃগণের নিকট
হইতে প্রাপ্ত হয়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সমাহিত
হইয়া পরম ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধের সহিত সপ্তার্চিষ
মন্ত্র জপ করেন, তিনি এই সপ্তদ্বীপা সদাগরা ধরার
একচ্ছত্র রাজা হন। ভক্ষ্য-ভোজ্য যাহা কিছু গৃহে
প্রস্তুত হয়, ঐ সকল দ্রব্য পিতৃগণকে নিবেদন
করিয়া ভোজন করিতে নাই।

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরম্বাচ।

পালাশং ব্রহ্মবর্চস্যমশ্বথে রাজ্যভাবনা।
সর্বভূতাধিপত্যঞ্চ প্লক্ষ্যে নিত্যমুদাহতম্ ॥১
পুষ্টিকামঞ্চ ন্যাগ্রোধং বুদ্ধিং প্রজ্ঞাং ধৃতিং স্মৃতিম্
রক্ষোঘ্নং চ যশস্যঞ্চ কাশ্মর্য্যং পাত্রমুচ্যতে ॥২
সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে মধুকে সমুদাহতম্।
ফলুপাত্রে চ কুর্কণঃ সর্বান্ কামানবাধুয়াৎ ॥
পরা দ্যুতিরথো বর্ষুঃ প্রাকাস্যঞ্চ বিশেষতঃ।
বিশ্বে লক্ষ্মীস্তথা মেধা নিত্যমায়ুষ্যমেব চ ॥৪
ক্ষেত্রারামতড়াগেষু সর্বশস্যেষু চৈব হি।
বর্ষেদজস্রং পর্জন্মো বেনুপাত্রেষু কুর্কতঃ ॥৫
এতেষেব সুপাত্রেষু যে চৈবাগ্রয়ণং দদুঃ।
সকৃদপ্যত্র যজ্ঞানাং সর্কেষাং ফলমুচ্যতে ॥৬

আমি ক্রমশঃ শ্রাদ্ধীয় বলি ও পাত্রের বিবরণ
এবং উহাদের ফলশ্রুতি কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
করুন ॥২১-৩২।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,— শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি
পালাশপাত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মবর্চসা,
অশ্বথপাত্রে রাজ্য, প্লক্ষপাত্রে সর্বভূতাধিপত্য,
ন্যাগ্রোধপাত্রে পুষ্টি, প্রজ্ঞা, ধৃতি ও স্মৃতি,
কাশ্মর্য্যপাত্রে রক্ষসহানি ও যশ, মধুকপাত্রে
উত্তম সৌভাগ্য, ফলুপাত্রে সর্বকামনা,
শ্রাদ্ধকারীর উত্তম কান্তি ও প্রকাশতা এবং
বিশ্বপাত্রে লক্ষ্মী, মেধা ও আয়ু, লাভ করে।
বেনুপাত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পর্জন্মদেব শ্রাদ্ধকারীর
ক্ষেত্র, আরাম, তড়াগ ও শস্যক্ষেত্রে অজস্র
বর্ষণ করেন। এই সকল সুপাত্রে যে ব্যক্তি
একবার মাত্রও শ্রাদ্ধ প্রদান করেন, তিনি নিখিল
যজ্ঞের

পিতৃভ্যো যন্তু মাল্যানি সুগন্ধানি চ সৰ্বশঃ।
 সদা দদ্যাচ্ছিয়া যুক্তঃ স বিভাতি দিবাকরঃ।।
 গুগ্গুলাদীংস্তথা ধূপান্ পিতৃভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি
 সংযুক্তান্ মধুসর্পিভ্যাং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ
 ধূপং গন্ধগুণোপেতং কান্তং পিতৃপরায়ণম্।
 লভতে স্ত্রীধনপত্যানি ইহ চামুত্র চোভয়োঃ।
 দদ্যাদেব পিতৃভ্যস্ত নিত্যমেব হ্যতদ্রিতঃ।।৯
 দীপং পিতৃভ্যঃ প্রযতঃ সদা যন্তু প্রচ্ছতি।
 সলোকেহপ্রতিমং চক্ষুং সদা চ লভতে শুভম্
 তেজসা যশসা চৈব কান্ত্যা চৈব বলেন চ।
 ভূবি প্রকাশো ভবতি ব্রাজতে চ ত্রিবিষ্টপে।
 অলরোতিঃ পরিবৃত্তো বিমানাগ্রে স মোদতে
 গন্ধান্ পুষ্পানি ধূপাংশ্চ দদ্যাদাজ্যাহুতীশ্চ বৈ।
 ফলমূলনমস্কারৈঃ পিতৃণাং প্রযতঃ শুচিঃ।
 পূৰ্ব্বং কৃত্বা দ্বিজান্ পশ্চাৎপূজয়েদন্নসম্পদা।।
 শ্রাদ্ধকালে তু সততং বায়ুভূতাঃ পিতামহাঃ।
 আবিশন্তি দ্বিজান্ দৃষ্টা তস্মাদেতদব্রবীমি তে
 বৈশ্বেদৈঃ প্রদানৈশ্চৈতদ্যপ্যেয়েন্তথৈব চ।

ফলভাগী হন। এইরূপে যিনি পিতৃগণকে সুগন্ধি মাল্য প্রদান করেন, তিনি দিবা করের ন্যায় দীপ্তি, যিনি মধু-সর্পি যোগ করিয়া শ্রাদ্ধে গুগ্গুল ও ধূপাদি প্রদান করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল, এবং যিনি বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত ধূপ প্রদান করেন, তিনি ইহ পরলোকে অপত্যলাভ করেন। যে ব্যক্তি দীপ দান করে, সে লোকে অপ্রতিম চক্ষু লাভান্তে তেজ, যশ, কান্তি ও বলে পৃথিবীতে বিখ্যাতনামা হইয়া পরে স্বর্গে গমন করত অঙ্গরা-পরিবৃত্ত হইয়া হর্ষ প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ প্রথমতঃ পিতৃগণকে ফল, মূল ও নমস্কারের সহিত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া পরে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিবেন। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ বায়ুভূত হইয়া দ্বিজশরীরে আবিষ্ট থাকেন; সুতরাং আমার কথা এই যে, শ্রাদ্ধকালে অন্ন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়,

গোভিরশ্বেস্তথা গ্রামৈঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্
 ভবন্তি পিতরঃ প্রীতাঃ পূজিতেষু দ্বিজাতিষু।
 তস্মাদগ্নেন বিধিবৎ পূজয়েদ্বিজসত্তমান্।।১৫
 সর্বোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং কুর্যাদুল্লেখনং
 দ্বিজঃ।

প্রোক্ষণং চ তথা কুর্য্যচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যতদ্রিতঃ।।
 দর্ভান্ পিণ্ডাংস্তথা ভক্ষ্যান্ পুষ্পানি
 বিবিধানি চ।

গন্ধদানমলঙ্কারমেকৈকং নিৰ্ব্বপেদবুধঃ।।১৭
 পোষয়িত্বা জনং সম্যগ্ধৈশ্বঃ স্যাদুত্তরো দ্বিজঃ
 অভ্যঙ্গদর্ভপিঞ্জুলৈস্ত্রিভিঃ কুর্যাদ্ যথাবিধিঃ।
 অপসব্যং পিতৃভ্যশ্চ দদ্যাদন্নমন্নুত্তমম্।
 তানুচ্চার্য্যথ সর্ব্বেষাং বস্ত্রার্থং সূত্রমেব চ।।১৯
 খণ্ডনং পেষণং তথৈবোন্মেষণং তথা।
 সকৃতেব হি দেবানাং পিতৃণাং ত্রিভিরুচ্যতে।।
 একং পবিত্রং হস্তেন পিতৃণ সর্ব্বান সকৃৎ সকৃৎ
 চৈলমশ্বেণ পিণ্ডেভ্যো দত্ত্বা দর্শনজং হিতম্।।
 সদা সপিণ্ডিলৈর্যুক্তাংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিৰ্ব্বপেদ্বি।

গো, অশ্ব ও গাম দান দ্বারা দ্বিজোত্তমগণের পূজা করিতে হয়। দ্বিজগণ অতদ্রিতভাবে শ্রাদ্ধে দক্ষিণপাণি দ্বারা উন্মেষণ ও প্রোক্ষণ কর্ম্ম করিবেন এবং দর্ভ, পিণ্ড, ভক্ষ্য, বিবিধ পুষ্প, গন্ধ ও অলঙ্কার একে একে পিতৃগণোদ্দেশে নিৰ্ব্বপণ করিবেন। দানাদি দ্বারা দ্বিজগণকে সম্যক্ পোষণ করিয়া বৈশ্বদেব কর্ম্মনস্তর দ্বিজ অভ্যঙ্গযুক্ত তিনটী দর্ভপিঞ্জলাদি দ্বারা যথাবিধি সমুদায় শ্রাদ্ধীয় কার্য্য করিবেন এবং অপসব্য ক্রমে পিতৃগণকে অনুত্তম অন্ন প্রদানান্তে তাঁহাদের নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বস্ত্রার্থ সূত্র প্রদান করিবেন। ১-১৯। খণ্ডন, পেষণ ও উন্মেষণ, এই কার্য্যগুলি দেবপক্ষে একবার ও পিতৃপক্ষে তিনবার করিতে হয়। এক একটি পবিত্র হস্তে লইয়া বস্ত্রপ্রদানমন্ত্রে প্রত্যেক পিতৃপিণ্ডে এক এক বার সূত্র প্রদান করিবে। পিতৃপরায়ণ ব্যক্তি বাম জানুভূমিতে পাতিত করিয়া ঘৃত ও তিল মিশ্রিত

জানুং কৃত্বা যথা সব্যং ভূমৌ পিতৃপরায়ণঃ।।
 পিতৃন্ পিতামহাংশৈশ্চ তথৈব প্রপিতামহান্।
 আহুয় চ পিতৃন্ প্রাধ্বন্ পিতৃতীর্থেন যত্নতঃ।
 পিতৃন্ পরিক্ষিপেৎ সম্যগপসব্যমতদ্রিতঃ।।২৩
 অগ্নেনাদ্বিশ্চ পুষ্পৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চৈব পৃথগ্বিধৈঃ
 পৃথগ্জনতামহানাস্তু কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ।।২৪
 ত্রীন্ পিতৃনানুপূর্বেণ সাদৃষ্ঠান পুষ্টিবর্দ্ধনান্।
 জাম্বন্তরাভ্যাং যত্নেন পিতৃন্ দদ্যাদ্যথাক্রমম্।।
 সব্যোন্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ধর্ম্মে মস্ত্রে চ পর্যায়ে
 নমো বঃ পিতরঃ শুশ্রুে সদা হ্যেবমতদ্রিতঃ।।
 দক্ষিণস্যাস্ত্র পাণিভ্যাং প্রথমং পিতৃমুৎসৃজেৎ।
 নমো ব পিতরঃ সৌম্যাঃ পঠন্নিত্যমতদ্রিতঃ।।
 সব্যোন্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ধর্ম্মে সর্ব্বমতদ্রিতঃ
 উলুখলস্য লেখায়ামুদপাত্রাচ্চ সেবনম্।।২৮
 ক্রৌমসূত্রং নবং দদ্যাচ্ছেদ্যং কার্পাসিকং তথা
 পত্রোর্ণং পিতৃসূত্রঞ্চ কৌশেয়ং পরিবর্জয়েৎ।।
 বর্জয়েত্তদশাং যজ্ঞে যদপ্যহতবস্ত্রজাম্।

তিনটি পিণ্ড পিতৃ-উদ্দেশে ভূমিতে নির্বপণ
 করিবেন এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও পূর্ব
 পিতৃগণকে আবাহনপূর্ব্বক প্রদত্ত পিণ্ডোপরি
 অতদ্রিতভাবে যত্ন সহকারে অপস্র্য ক্রমে অন্ন
 নিক্ষেপ করিবেন। শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্
 অন্ন, জল, পুষ্প ও ভক্ষ্য দ্বারা মাতামহ পক্ষের
 শ্রাদ্ধ করিবেন। ইহা কোন আচার্য্যেরা বলিয়া
 থাকেন। মাতামহ পক্ষেও দত্তাঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিবর্দ্ধন
 তিনটি পিণ্ড 'নমো বঃ পিতরঃ শুশ্রুে' এই মন্ত্রে
 পতিত বামজানু হইয়া সব্যোন্তর পাণি দ্বারা
 যথাক্রমে যত্নের সহিত প্রদান করিতে হয় এবং
 'নমো বঃ পিতরঃ সৌম্যাঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে
 প্রথম পিণ্ড উৎসর্গ করিতে হয়। দ্বিজগণ
 অতদ্রিতভাবে সব্যোন্তর পাণি দ্বারা উলুখল
 পরিস্কৃত তণ্ডুল, উদকপাত্র হইতে জল ও নূতন
 ক্রৌমসূত্র, শোণ সূত্র ও কার্পাসিক সূত্র পিতৃগণকে
 প্রদান করিবেন। কিন্তু উর্ণাসূত্র ও কৌশের সূত্র
 পিতৃগণকে কদাচ

ন প্রীগন্তি তথৈতানি দাতুরাপ্যায়তো ভবেৎ
 শ্রেষ্ঠমাহস্তিককুদমঞ্জরং নিত্যমেব চ।
 কৃষ্ণেভ্যশ্চ তিলেভ্যশ্চ যষ্টৈলং পরিরক্ষিতম্
 চন্দনাগুরুণী চোভে তমালোশীরপদ্মকম্।
 ধূপঞ্চ গুগ্গুলং শ্রেষ্ঠং তুরঙ্গং ধূপমেব চ।।৩২
 শুক্লাঃ সুমনসঃ শ্রেষ্ঠাস্তথা পদ্মোৎপলানি চ।
 গন্ধবস্ত্যপপন্নানি যানি চান্যানি কৃৎস্নশঃ।।৩৩
 জপাসুমনসো ভগ্নীরূপকামকুরগুকাঃ।
 পুষ্পাণি বর্জ্জনীয়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ।।৩৪
 যানি গন্ধাদপেতানি উগ্রগন্ধানি যানি চ।
 বর্জ্জনীয়ানি পুষ্পাণি ভূতিমঘিচ্ছতা তদা।।৩৫
 দ্বিজাতয়স্তথাষিষ্টা নিয়তাঃ স্যাকুদজ্জুখাঃ।
 পূজয়েদ্যজমানাস্তু বিধিবদক্ষিণামুখঃ।।৩৬
 তেষামভিমুখো দদ্যাদর্ভান পিণ্ডাংশ্চ যত্নতঃ।
 অনেন বিধিনা সাক্ষাদর্চয়েৎ স্বান্ পিতামহান্
 হরিতা বৈ সপিঞ্জল্যঃ পুষ্পস্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
 রত্নিমাত্র প্রদানেন পিতৃতীর্থেন সংস্থিতাঃ।।৩৮
 উপমূলে তথা নীলাঃ প্রস্তরাদ্যকুলোদ্যমাঃ।

দিবেন না। নূতন বস্ত্রের দশা পিতৃগণকে প্রদান
 করিতে নাই। ইহাতে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন না
 এবং দাতাও আপ্যায়িত হইতে পারেন না। ত্রিকুদ
 অঞ্জন, কৃষ্ণ তিল এবং তাহা হইতে যে তৈল
 উৎপন্ন হয়, তাহার তৈল, চন্দন, অগুরু, তমাল,
 উশীর, পদ্ম, ধূপ, গুগ্গুল, তুরঙ্গ ধূপ, শুক্ল পুষ্প,
 এবং পদ্মোৎপল, এই সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে সুপ্রশস্ত
 এবং গন্ধবিশিষ্ট পুষ্প, জল-পুষ্প, ভগ্নীর, উপকাম
 ও কুরগুক, এই সকল পুষ্প শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ২০-
 ৩৪। উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ নির্গন্ধ ও উগ্রগন্ধ পুষ্প
 বর্জ্জন করিবেন। শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ
 উত্তরমুখে এবং যজমান স্বয়ং দক্ষিণমুখে উপবেশন
 করিবেন। পিতৃগণের অভিমুখে যত্ন সহকারে দর্ভ
 ও পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এইরূপ বিধি অনুসারে
 স্বীয় পিতামহগণের অর্চনা করিবে। পুষ্পস্নিগ্ধ,
 সমাহিত, পিতৃতীর্থে সংস্থিত, নীলোপমূল, শ্যামাক
 নীবারসকল

তথা শ্যামাকনীবারা দুর্কারাঃ সমুদাহতাঃ। ৩৯
 পূর্কং কীর্তিতবান্ শ্রেষ্ঠো বভূবাত্ প্রজাপতিঃ।
 তস্য বালা নিপতিতা ভূমৌ চাকাশমার্গতঃ।।
 তস্মান্মেধ্যাঃ সদা কাশাঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি পূজিতাঃ
 পিণ্ডনির্কপণং তেষু কীৰ্ত্তিঃ প্রজ্ঞাকান্তিসমম্বিতা।
 ভবন্তি রুচিরা নিত্যং বিপাপানোহঘবজ্জিতাঃ
 সকৃদেবাহন্তরেদর্ভান্ পিণ্ডার্থং দক্ষিণামুখঃ।
 প্রাগ্দক্ষিণাগ্রনিয়েতো বিধিং চাপ্যনুবক্ষ্যতি।।
 ন দীনো বাপি বা ক্রুদ্ধো ন চৈবান্যমনা নরঃ
 একাগ্রমাধার মনঃ শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ সদা বুধঃ।। ৪৪

নিহসি সর্কং যদমেধ্যবজ্জবে-
 দ্বতাশ্চ সর্কং হসুরদানবা ময়া।
 রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা
 হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্কং।। ৪৫
 এতেন মন্ত্ৰেণ সুসংযতাত্মা
 তাং বৈ বেদীং সকৃদুজ্জিখ্য ধীরঃ।

পিঞ্জলীর সহিত অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। পূর্বে ইহা
 কীর্তিত হইয়াছে। ভগবান্ প্রজাপতির কেশ
 সকল আকাশমার্গ হইতে ভূমিতে নিপতিত
 হয়; ঐ কেশগুলিই কাশরূপে জন্মিয়াছে। এই
 জন্যই কাশ সকল শ্রাদ্ধ কৰ্ম্মে পূজিত ও
 অত্যাৱশ্যকীয়। ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তির তাহাতে
 পিণ্ড নির্কপণ করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি একবার
 মাত্রও দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ড পিণ্ড প্রদানের
 নিমিত্ত দর্ভ আন্তরণ করে, এবং পূর্কদক্ষিণমুখ
 হইয়া বিধিবাক্য পাঠ করে, তাহার প্রজ্ঞা কান্তি-
 সমম্বিত প্রজাপুষ্টি, দ্যুতি, ও কীৰ্ত্তি চিরস্থায়িনী
 হয়। কাশ সকল সর্বদাই পবিত্র ও প্রদীপ্ত হইয়া
 থাকে। প্রাজ্ঞ নর দীন, ক্রুদ্ধ এবং অন্যমনা না
 হইয়া একাগ্র মনে সর্বদা শ্রাদ্ধে মনঃ সমাধান
 করিবে। “যাহা অমেধ্যবৎ প্রতিভাত তাহা আমি
 বিনষ্ট করি, আমি কতৃকই অসুর দানব, রক্ষ,
 যক্ষ, পিশাচসমূহ ও যাতুধান সকল নিহত
 হইল।” ধীর ব্যক্তি সুসংযতভাবে

ভূতিং শিবাং হি ধ্রুবমিচ্ছমানঃ
 ক্ষিপেদ্বিজাতির্দিশমুত্তরাং গতঃ।। ৪৬
 এবং পিত্রে দৃষ্টমন্নং হি যস্য
 তস্যাসুবা বজ্জয়ন্তীহ সর্কং।
 যস্মিন্ দেশে পঠ্যতে এষ মন্ত্ৰ-
 স্তং বৈ দেশং রাক্ষসা বজ্জয়ন্তি।। ৪৭
 অন্নপ্রকারান্নাশুচিঃ সাধু বীক্ষন্
 নচৈবান্নং সংস্পৃশ্যচাপি দদ্যাৎ।
 পবিত্রপাণিচ্চ ভবেত্তথা হি
 সহস্রকৃত্তস্য ফলং সমশ্রুতে।। ৪৮

অনেন বিধিনা নিত্যং শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিজঃ সদা।
 মনসা কাঙ্ক্ষিতং যদ্ যন্তত্তদদ্যুঃ পিতামহাঃ।। ৪৯
 পিতরো হৃষ্টমনসো রক্ষাংসি বিমনাংসি চ।
 ভবন্ত্যেবং কৃতে শ্রাদ্ধে নিত্যমেব প্রযত্নতঃ।।
 শূদ্রা শ্রাদ্ধে ক্ষীরচাশু বল্লভ, স্তববস্ত্রথা।
 বারণাশ্চ লবাসৈশ্চ লববর্ষাশ্চ নিত্যশঃ।
 এবমাদীন্যথান্যানি তৃণানি পারবজ্জয়েৎ।। ৫১
 অঞ্জনাভ্যঞ্জনাগন্ধামানুপ্রলয়নং তথা।

এই মন্ত্ৰে কুশ দ্বারা একবার বেদী লিখন করিয়া
 মঙ্গলময় ঐশ্বর্য্য কামনায় সেই কুশ উত্তরদিকে
 নিক্ষেপ করিবে। এই বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি
 পিতৃকৃত্যে অন্নপ্রদান করে, অসুর সকল তাহার
 ঐ কৰ্ম্মে বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারে না, পরন্তু
 তাহা বজ্জরন করে। যে স্থানে এই মন্ত্ৰ পাঠিত
 হয়, সেই স্থান রাক্ষসগণ পরিত্যাগ করে। ৩৫—
 ৪৭। অশুচি ব্যক্তি শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান এমন কি
 দর্শন ও স্পর্শও করিবে না; পবিত্রপাণি হইয়া
 প্রদান করিবে, ইহাতে তাহার সহস্রবার প্রদানের
 ফল হইবে। দ্বিজগণ সর্বদা এই বিধি অনুসারে
 শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া
 অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ করিলে
 পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং রাক্ষস সকল অসন্তুষ্ট
 হয়। নিত্য শ্রাদ্ধ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।
 শ্রাদ্ধে শূদ্রজাতি এবং ক্ষীরচাশু, বস্ত্রতরু, বারণ,
 অঞ্জনা,

কাশৈঃ পুনর্ভবৈ সর্বমেব ফলং ভবেৎ
কাশাঃ পুনর্ভবা যে চ বর্হণা উপবর্হণাঃ ॥৫৩
অথ তে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
পুষ্পগন্ধাদিধূপানামেব মন্ত্র উদাহৃতঃ।
আহুত্যা দক্ষিণায়াস্তু হোমার্থে বিপ্রযত্নতঃ ॥৫৪
অশ্বর্গ্যং লৌকিকং বাপি জুহুয়াং কস্মসিদ্ধয়ে
অন্তরাধায় সমিধং তথা হোমো বিধীয়তে।
সমাহিতেন মনসা প্রযত্নাঃ প্রযত্নতঃ ॥৫৫
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বধা অগ্নিরসে নমঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা অগ্নির স নমঃ।
যমায় চৈবান্নিরসে স্বধা নম ইতি ব্রুবন্ ॥৫৬
ইত্রেতে বৈ হোমমন্ত্রা মন্ত্রাণামনুপূর্বশঃ।
দক্ষিণাতোহগ্নয়ে নিত্যং সোমায়ান্তরন্তুথা ॥
এতয়োরন্তরং নিত্যং জুহুয়াদৈ বিবস্বতে।
উপচারং স্বধাকারং তথৈবোন্মেন্থনঞ্চ যৎ ॥৫৮
হোমজপ্যে নমস্কারঃ প্রোক্ষণঞ্চ বিশেষতঃ।
অঞ্জনাভ্যঞ্জে চৈব পিণ্ডসংবপনং তথা ॥৫৯

অভ্যঞ্জনা, অসন্ধা, অনুপ্রলয়ন, লব ও লববর্ষ
প্রভৃতি তৃণ বজ্জনিয়। পুনর্ভব কাশ দ্বারা শ্রাদ্ধীয়
সমুদয় কার্য্য করিবে। ইহাতে সকল ফল লাভ হয়।
পুনর্ভব কাশ, বর্হণ, ও উপবর্হণ সাক্ষাৎ পিতৃস্বরূপ
এবং পিতৃগণ দেবতাস্বরূপ। পুষ্প, গন্ধ ও ধূপ
প্রদানের মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। অনন্তর যত্নপূর্বক
হোম-সামগ্রী দক্ষিণদিকে আহরণ করিয়া
কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অশ্বর্গ্য লৌকিক দ্রব্য হোম
করিবে। একটি হোমের অবসানে সমি হোম বিধান
করিবে। হোমের মন্ত্র, যথা,—“অগ্নয়ে
কব্যবাহনায় স্বধা অগ্নিরসে নমঃ” “সোমায়
পিতৃমতে স্বধা অগ্নিরসে নমঃ” “যমায় অগ্নি
রসে স্বধা নমঃ” এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা আনুপূরী ক্রমে
কুণ্ডের দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নি, সোম
ও বৈবস্বতের হোম করিবে। উপচার আহরণ,
স্বধামন্ত্রোচ্চারণ, উন্মেন্থন, হোম, জপ, নমস্কার,
প্রোক্ষণ, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন এবং পিণ্ডনির্বপণ,

অশ্বমেধফলেনৈব তৎস্মৃতং মন্ত্রপূর্বকম্।
ক্রিয়া সর্বা যথোদ্দিষ্টাঃ প্রযত্নেন সমাচরেৎ ॥
বহুব্যত্নমেবাগ্নৌ সুসমিদ্ধে বিশেষতঃ।
বিধুমে লেলিহানে চ গেতব্যাং কস্মসিদ্ধয়ে ॥৬১
অপ্রবুদ্ধে সধুমে চ জুহুয়াদ্যো হতাশনে।
যজমানো ভবেদন্ধঃ সোহপুত্র ইতি নঃ শ্রুতম্
অগ্নেদ্বনো বা রুদ্ধো বা বিস্ফুলিঙ্গশ্চ সর্বশঃ।
জ্বালাধূমোহপসব্যশ্চ স তু বর্হিন সিদ্ধয়ে ॥৬৩
দুর্গন্ধশ্চৈব নীলশ্চ কৃষ্ণশ্চৈব বিশেষতঃ।
ভূমিং বিগাহতে যত্র তত্র বেদ্যাং পরাভবম্ ॥
অচিৎস্থান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিষ্কাধনসম্ভবঃ।
স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বর্হিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥
নরনারীগণেভ্যশ্চ পূজাং প্রাপ্নোতি শ্বাস্বতীম্
অক্ষয়াঃ পূজিতান্তেন ভবন্তি পিতরোহব্যয়াঃ
স্থালুদুশ্বরপাত্রাণি ফলানি সমিধস্তুথা।

মন্ত্রপূর্বক এই সকল কর্ম্মাত্মক শ্রাদ্ধ অশ্বমেধ-
ফলদায়ক। এই সমুদয় যথোদ্দিষ্ট ক্রিয়া যত্ন-
সহকারে সম্পন্ন করিবে। বিশেষতঃ সুসমিদ্ধ
অগ্নিতে বহু হোম করিবে। বিধুম এবং লেলিহান
অগ্নিতে হোম করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি
অপ্রজ্জ্বলিত সধুম অগ্নিতে হোম করে, সে অন্ধ
ও পুত্রহীন হয়। অগ্নেদ্বন, রুদ্ধ, বিস্ফুলিঙ্গ
যাহার শিখা ধূমবিশিষ্ট এইরূপ অগ্নি, এবং
অপসব্য অগ্নিতে হোম করিলে সিদ্ধি লাভ হয়
না। যে অগ্নি দুর্গন্ধবিশিষ্ট, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং
যাহা ভূমিতে লতাইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়, এরূপ
অগ্নিতে হোম করিলে পরাভব প্রাপ্তি ঘটে এবং
যে অগ্নি অচিৎস্থান্ পিণ্ডিতশিখ, ঘৃত ও কাঞ্চনের
ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ এবং যাহা প্রদক্ষিণ ক্রমে প্রজ্জ্বলিত
হয়, তাদৃশ অগ্নিই কার্য্যসিদ্ধিজনক ৪৮-৬৫। ঐ
অগ্নিই নর-নারীগণের নিকট নিত্য পূজা প্রাপ্ত
হয় এবং অ অগ্নি দ্বারাই পূজিত হইয়া পিতৃগণ
অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া থাকেন। স্থালী,
উদুশ্বরপাত্র, ফল ও সা মধ এই গম্-

শ্রাদ্ধে-চাতিপবিত্রাণি মেধানীতি বিশেষতঃ ॥
 পবিত্রং বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুদ্ধয়ে জন্মকৰ্ম্মসু।
 পাত্রেষু ফলমুদ্ভিষ্টং যন্ময়া শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ॥৬৮
 তদেব কৃৎস্নং বিজ্ঞেয়ং সমিৎ সু চ যথাক্রমম্।
 কৃত্বা সমাহিতং চিত্তমগ্নয়ে বৈ কৰোম্যহম্।
 অনুজ্ঞাতঃ কুরুধেতি তথৈব দ্বিজসন্তমৈঃ।
 পত্নীমাদায় পুত্রাংশ্চ জুহুয়াদ্ধব্যবাহনম্ ॥৭০
 সমানপ্লক্ষ্যন্যাগ্ৰোধিপ্লক্ষ্যশ্বখবিকঙ্কতাঃ।
 উদুরাস্তথা বিম্বচন্দনা যজ্ঞিয়াশ্চ তে ॥৭১
 সরলো দেবদারুশ্চশালশ্চ খদিরস্তথা।
 সমিদৰ্থং প্রশস্তাঃ সুরেতে বৃক্ষা বিশেষতঃ ॥
 গ্রাম্যাঃ কন্টকিনশ্চৈব যজ্ঞিয়া যেন কেন চ।
 পূজিতাঃ সমিদৰ্থে তু পিতৃণাং বচনং তথা ॥৭৩
 সমিদ্ধিঃ কঙ্কলেয়াভিজুহুয়াদ্যো হতাশনম্।
 ফলং যৎ কৰ্ম্মণস্তস্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৭৪
 আয়সং সৰ্বকামীয়মশ্বমেধফলং হি তৎ।

দয় দ্রব্য শ্রাদ্ধে বিশেষ পবিত্র বলিয়া গৃহীত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জাতকৰ্ম্ম বিষয়ে পবিত্র, শুদ্ধিজনক বলিয়া অভিহিত। আমি শ্রাদ্ধীয় পাত্রের যে সকল ফল কীৰ্ত্তন করিয়াছি ঐ সমুদয় ফল যথাক্রমে সমিধসকলেও বুঝিতে হইবে। অতঃপর কৰ্ম্মকর্ত্তা সমাহতচিত্তে হইয়া ‘অগ্নৌ করিষ্যামি’ এই প্রণয় করিবেন। তাহার প্রশ্নের পর দ্বিজগণ ‘কুরু’ বলিয়া তাহাকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, তিনি স্বীয় পত্নী ও পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। সমান, প্লক্ষ, ন্যাগ্ৰোধ, অশ্বখ, বিকঙ্কত, উদুম্বর, বিম্ব, চন্দন, সরল, দেবদারু, শাল ও খদির, এই সকল বৃক্ষ যজ্ঞীয়; বিশেষত ইহাদের কাষ্ঠ হোমকার্য্যে প্রশস্ত। গ্রাম্য বৃক্ষ, কন্টকী বৃক্ষ এবং অন্যান্য যাহা কিছু যজ্ঞীয় বৃক্ষ, সমস্তই যজ্ঞীয় সমিধ করণার্থ প্রশস্ত। ইহা পিতৃগণ বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি কঙ্কলের সমিধ দ্বারা অগ্নিতে হোম করে, তাহার হোমফল শ্রবণ করুন—আয়স কাষ্ঠ সৰ্বকামপ্রদ ও অশ্বমেধফলপ্রদ।

শ্লেষ্মাতকো নস্তমালঃ কপিথঃ শাল্মলিস্তথা ॥
 নীপো বিভীতকশ্চৈব বদ্বীভিশ্চ তথৈব চ।
 শকুনানাং নিবাসাংশ্চ বজ্জয়েচ্চ মহীৰুহান্।
 অযজ্ঞিয়াঃ স্মৃতা যে চ বৃক্ষাংশ্চৈব তু বজ্জয়েৎ ॥
 স্বধেতি চৈব মজ্জান্তে পিতৃণাং বচনং তথা।
 স্বাহেতি চৈব দেবানাং যজ্ঞকৰ্ম্মণ্যুদাহতম্ ॥৭৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো
 নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায় ॥৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব তেভ্যোহন্যো পিতরস্তথা
 আর্থকৰ্ণবিধির্হেয প্রত্যাচ বৃহস্পতিঃ ॥১
 পূজয়েচ্চ পিতৃণ পূৰ্ণং দেবাংশ্চাপি বিশেষতঃ
 দেবেভ্যোহপি পিতৃণ পূৰ্ণমৰ্চয়ন্তীহ যত্নতঃ ॥২
 দক্ষস্য দুহিতা খ্যাতা লোকে বিধেতি নামতঃ

শ্লেষ্মাতক, নস্তমাল, কপিথ, শাল্মলি, নীপ, বিভীতক, বদ্বীযুক্ত বৃক্ষ এবং পক্ষিনিবাস বৃক্ষ অযজ্ঞীয়; অতএব বজ্জনীয়। পিতৃগণের মজ্জান্তে স্বথা এবং দেবতাগণের যজ্ঞকৰ্ম্মে স্বাহা মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। ৬৬—৭৭।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,— বৃহস্পতি আর্থকৰ্ণ বিধি অনুসারে নির্দেশ করিয়াছেন যে, দেবতা দুই প্রকার; পিতৃ দেবতা ও অপিতৃদেবতা; দেবতা ও পিতৃদেবতা এতদুভয়েরই পূজা করা কৰ্ত্তব্য; কিন্তু যজ্ঞ বিশেষে “দেবতাগণের অগ্নেই পিতৃদেবগণের পূজা করা বিধেয়। হে ধৰ্ম্মজ্ঞ! দক্ষের বিধা নারী এক কন্যা ছিল। বিধাতা ঐ কন্যাকে ধৰ্ম্মের হস্তে সম্প্রদান করেন। ঐ কন্যা হইকে প্রসূত পুত্রগণ বিশ্বদেব নামে

বিধিনা সা তু ধর্মাজ্ঞ দত্তা ধর্মায় ধর্মতঃ।
 তস্যাঃ পুত্রা মহাত্মানো বিশ্বদেবা ইতি শ্রুতিঃ
 প্রখ্যাতাস্তিষু লোকেষু সর্বলোকনমস্কৃতাঃ।
 সমস্তান্তে মহাত্মানশ্চরুগ্ৰং মহস্তপঃ।।৫
 হিমবচ্ছিখরে রম্যে দেবগন্ধর্বসেবিতৈ।
 সর্বাঙ্গরোভিশ্চরিতং দেবগন্ধর্বসেবিতম্।।৮
 শুদ্ধেন মনসা প্রীতাঃ পিতরন্তানথাব্রবন্।
 বরং বৃণীষ্যং প্রীতাঃ স্ম কং কামং করবামহে।।
 এবমুক্তে তু পিতৃভিস্তদা ত্রৈলোক্যভাবনঃ।
 প্রজ্ঞান্যমধিপো ব্রহ্মা বিশ্বানিভীদমব্রবীৎ।।৭
 ব্রহ্মোবাচ।

মহাতেজা মহাদেবস্তপসা তৈস্তু তাপিতঃ।
 তপসা তেন সুপ্রীতঃ কং কামং বিদধামি বঃ।
 এবমুক্তাস্তদা বিশ্বে ব্রহ্মাণা লোককর্তৃণা।
 উচুস্তে সহিতাঃ সর্বৈ ব্রহ্মাণং লোকভাবিনম্
 শ্রাদ্ধেহস্মাকং ভবেদংশো হ্যেষ নঃ কাঙ্ক্ষিতো
 বরঃ।

প্রত্যুবাচ ততো তান্ বৈ ত্রিদিবপূজিতান্

প্রসিদ্ধ। ঐ ত্রিভুবন-বিখ্যাত সর্বলোক নমস্কৃত
 মহাত্মা বিশ্বদেবগণ দেব-গন্ধর্বসেবিত রমণীয়
 হিমাচল-শিখরে সর্ব অঙ্গরা ও দেব-গন্ধর্বগণের
 আচরিত মহৎ উগ্র তপ আচরণ করেন। ঐ
 তপস্যার ফলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে
 বলিলেন,— আমরা প্রীত হইয়াছি, তোমাদিগের
 কোন্ কর্ম সিদ্ধ করিব? তাহা বররূপে প্রার্থনা
 কর। পিতৃগণ এইরূপ বলিলে, প্রজ্ঞেশ ব্রহ্মা
 বিশ্বদেবগণকে বলিলেন, তোমাদের তপস্যায়
 মহাতেজা মহাদেবও তাপিত হইয়াছেন, এবং
 আমিও যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি, তোমাদের কোন
 মনোরথ পূর্ণ করিব? তাহা বল? লোককর্তা ব্রহ্মা
 কর্তৃক বিশ্বদেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া সকলে
 এক যোগে বলিলেন,— শ্রাদ্ধে আমাদের অংশ
 হউক; ইহাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত বর। অনন্তর
 ভগবান্ দেববন্দিত ব্রহ্মা তাহাদিগকে

ভবিষ্যত্যেবমেবেতি কাঙ্ক্ষিতো বো বরস্ত যঃ
 পিতৃভিস্তু তথেষ্ট্যুদ্বা এবমেতর সংশয়ঃ।।১১
 সহাস্মাভিস্তু বো ভাব্যং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে
 ত্ৰিহ।

অস্মাকং কঙ্কিতে শ্রাদ্ধে যুত্মানগ্রাসনং হ বৈ।।
 ভবিষ্যতি মনুষ্যেষু সত্যমেতদব্রবীমি তে।
 মাল্যৈর্গন্ধৈস্তুথাম্নেন যুত্মানগ্রৈহর্চয়িষ্যতি।।১৩
 প্রদাতা চেতি যুত্মাকমস্মাকং দাস্যতে ততঃ।
 বিসর্জ্জনমথাস্মাকং পূর্বং পশ্চাত্তু দেবতাঃ।।১৪
 রক্ষণধৈর্য শ্রাদ্ধস্য আতিথ্যঞ্চ বিধিদ্বয়ম্।
 ভূতানাং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্মণি।
 এবং বিধিকৃত্যং সম্যক্ সর্বমেতদভবিষ্যতি।
 এবং দত্তা বরং তেষাং ব্রহ্মা পিতৃগণৈঃ সহ।
 ভূতানুগ্রহকৃদেবঃ সঞ্চার যথাসুখম্।।১৬
 বেদে পঞ্চ মহাযজ্ঞা নরাণাং সমুদাহৃতাঃ।
 এতান্ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্নির্বপেৎ সততং নরঃ।।১৭

বলিলেন,— তাহাই হইবে, তোমাদের যাহা
 অভিলষিত তাহা পূর্ণ হইবে। ১—১১। অনন্তর
 পিতৃগণও বলিলেন; — তাহাই হইবে। ইহাতে
 কোন সংশয় নাই,—এই পৃথিবীতে যেখানে যে
 কর্ম হইবে, সকল কর্মেই আমাদের সহিত
 তোমাদের ত্যাগ কঙ্কিত হইবে। আমাদের জন্য
 কঙ্কিত শ্রাদ্ধে, তোমাদের আসন অগ্রে হইবে।
 মনুষ্য-লোকে তোমাদের এইরূপ ভাগ কঙ্কিত
 হইবে; ইহা সত্যই বলিলাম। মনুষ্যগণ মাল্য, গন্ধ
 ও অন্ন দ্বারা তোমাদের অগ্রে অর্চন্য করিয়া পরে
 আমাদের পিতৃগণকে ঐ সকল গন্ধ মাল্যাদি প্রদান করিবে।
 আমাদের বিসর্জন অগ্রে হইবে, পশ্চাত্ত
 তোমাদের হইবে ভূত, দেবতা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ
 কর্মে রক্ষা ও আতিথ্য এই দুইটি বিধি আছে।
 ভূতানুগ্রহকৃৎ ব্রহ্মা বিশ্বদেবগণকে এইরূপ বর
 প্রদান করিয়া পিতৃগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান
 করিলেন। বেদে মানবগণের পাঁচটি মহাযজ্ঞ
 কথিত আছে, মানবগণ সর্বদা ঐ

যত্র যান্যস্তি দাতারঃ সংস্থানং বৈ নিবোধত।
 নির্ভয়ং নিরহঙ্কারং নিঃশোকং নির্যথক্রমম্।
 ব্রহ্মস্থানমবাপ্নোতি সর্বকামপুরস্কৃতম্।।১৮
 শূদ্রেণাপি প্রকর্তব্যঃ পঞ্চৈতে মন্তবজ্জিতাঃ।
 অতোহন্যথা তু যো ভুঙ্কত স ঋণং নিত্যমশ্রুতে
 ঋণঞ্চ ভুঙ্কত পাপাত্মা যঃ পচেদাত্মকারণাৎ
 তস্মান্নির্বর্তয়েৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ সদা বুধঃ।।২০
 নৈবেদ্যং কেচিদিচ্ছন্তি জীবত্যপি প্রযত্নতঃ।
 উদকপূৰ্ণং বলিং কুর্যাদুদকভং তথৈব চ।।২১
 বলিং সুবিদিতং কুর্যাদুচ্চাদুচ্চতরং ক্ষিপেৎ।
 পরশুঙ্গগবাং পূৰ্ণং বলিং সক্ষং সমুৎক্ষিপেৎ।
 ন নিবেদ্যো ভবেৎ পিণ্ডঃ পিতৃণাং যন্তু জীবতি
 ইষ্টৈন্যস্মেন ভক্ষ্যেচ্চ ভোজয়েত যথাবিধি।
 বিধানং বেদবিহিতমেতদ্বক্ষ্যামি যত্নতঃ।।২৩

পঞ্চ মহাযজ্ঞ নির্বপণ করিবে। শ্রাদ্ধ প্রদাতা ব্যক্তিগণ অন্তে যেস্থানে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করুন—যেখানে ভয় নাই, ব্যথা নাই, এবং ক্রেশ নাই, সেই সর্বকামপুরস্কৃত ব্রহ্মলোকই তাঁহাদের স্থান। মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া এই পঞ্চযজ্ঞ কর্ম শূদ্রদিগেরও কর্তব্য। যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞ কর্ম না করিয়া ভোজন করে, সে নিশ্চিতই ঋণগ্রস্ত হয় এবং যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞাদির জন্য পাক না করিয়া কেবল আপনার আপনার আহারের জন্য পাক করে, সে ব্যক্তিও ঋণী হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। কেহ কেহ বলেন যে, পিতৃলোক জীবিত থাকিতেও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিতে পারা যায়। উদক দানের পর বলি ও জলকলসদান করা বিধেয়। উচ্চ হইতে উচ্চতরক্রমে জ্ঞানপূর্বক বলি প্রদান করা কর্তব্য। অগ্রে শ্রেষ্ঠ শূদ্রবিশিষ্ট গাভীকে বলি প্রদান করিতে হয়। জীবিত পিতৃগণকে পিণ্ড নিবেদন করা কর্তব্য নহে। স্বীয় অভিলষিত অন্ন ও অপরাপর ভক্ষ্য বস্তু দ্বারা যথাবিধি পিতৃগণকে উদ্দেশে

দেবদেবা মহাত্মানো হ্যেতেহপি পিতরো হ্যত
 ইচ্ছন্তি কেচিদাচার্যাঃ পশ্চাৎপিণ্ডনিবেদনম্।।
 পূজনৈষ বিপাণাং পূৰ্ণমেব হি নিত্যশঃ।
 ভদ্বিধর্ম্মার্থকুশলানত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ।।২৫
 পূৰ্ণং নির্বেদয়েৎ পিণ্ডং পশ্চাদ্বিপ্রাংশ্চ
 ভোজয়েৎ।

যোগাত্মানো মহাত্মানঃ পিতরো যোগসম্ভবাঃ
 সোমমাপ্যায়মন্ত্যেতে পিতরো যোগমাস্থিতাঃ।।
 তস্মাদদ্যাচ্ছুচিঃ পিণ্ডান্যোগিভ্যস্তৎপরায়ণঃ।
 পিতৃণাং হি ভবেদেতৎ সাক্ষাদিব হুতং হবিঃ
 ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো যোগী চাগ্রাসনে যদি
 যজমানঞ্চভে দ্বংশে নৌরিবাস্তসি তারয়েৎ।।
 অসতাং প্রগ্রহো যত্র সতাপৈষ বিমাননা।
 দণ্ডো দেবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ।।২৯
 হিঙ্গাগমং সবর্মাণং বালিশং যত্র ভোজয়েৎ।

ভোজন করানো উচিত। এ সম্বন্ধে বেদবিহিত বিধি বলিতেছি। মহাত্মা পিতৃগণ দেবদেবস্বরূপ; কোন কোন আচার্য্য ব্রাহ্মণভোজনের পর পিণ্ড প্রদান ও পূৰ্ণ বিপ্রগণের ভোজন ব্যবস্থা করেন। ভগবান্ বৃহস্পতি ঐরূপ বিধর্ম্মতত্ত্বকুশল ব্যবস্থাপকদিগের প্রতি বলেন যে, অগ্রেই পিণ্ড প্রদান করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করান উচিত। যেহেতু যোগাত্মা মহাত্মা যোগসম্ভব এই পিতৃগণ সোমকে আ প্যায়িত করিতেছেন; অতএব পিতৃপরায়ণ ব্যক্তিগণ শুচিভাবে পরম যোগী পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করিবেন, এই পিণ্ডদানই পিতৃগণের সাক্ষাৎ হুত হবিঃস্বরূপ। ১২—২৭। ব্রাহ্মণ ভোজন ক্ষেত্রে সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এক জন যোগীব্রাহ্মণ অগ্রে আসন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নৌকা যেমন জল হইতে মনুষ্যগণকে উদ্ধার করে, তেমনি তিনি ভোক্তৃগণ ও যজমানকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেস্থানে অসজ্জনের সম্মান ও সজ্জনের অবমাননা হয়, সেইস্থানে বিধি বিহিত দারুণ দণ্ড আপনা-আপনি পতিত হয়। যে ব্যক্তি

আদিকর্ম সমুৎসৃজ্য দাতা তত্র বিনশ্যতি ॥৩০
পিণ্ডমগ্নৌ সদা দদ্যাদ্ভোগার্থী তু প্রযত্নতঃ।
প্রজার্থী যোষিতে দদ্যান্মধ্যমং তত্র পূর্বকম্ ॥
উত্তমাং দ্যুতিম স্থিচ্ছন্ গোষু নিত্যং প্রযচ্ছতি
প্রজ্ঞাং পূজাং যশঃ কীর্ত্তিং গোষু নিত্যং
প্রযচ্ছতি ॥৩২

প্রার্থয়ন্ দীর্ঘমায়ুশ্চ বায়সেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
সৌকুমার্যমথাষিচ্ছন্ কুকুটেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৩৩
এবমেতৎ সমুদষ্টং পিণ্ডনির্বপনাৎ ফলম্।
আকাশং শময়েদ্যপি স্থিতোহঙ্গু দক্ষিণামুখঃ
পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাচৈব দিগ্ভবেৎ
একং বিপ্রাঃ পুনঃ প্রাঙ্কঃ পিণ্ডোদ্ধারণমগ্রতঃ।
অনুজ্ঞাতে তু তৈর্বিপ্রৈর্বাণমুদ্রিয়তামিতি ॥৩৫
পুষ্পাণাঞ্চ ফলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণামন্নতস্তথা।
অগ্রমুদ্ধত্য সর্বেষাং জুহুয়াজ্জাতবেদসি ॥৩৬
ভক্ষ্যমন্নং তথা পেয়মনুত্তমফলানি চ।
হুত্বা চাগ্নৌ ততঃ পিণ্ডান্নির্বপেদ দক্ষিণামুখঃ ॥৩৭

বৈবস্বতায় সোমায় হুত্বা পিণ্ডং নিবেদ্য সং।
উদকানয়নং কৃত্বা পশ্চাদ্বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
আনুপূর্য্যাস্তথা বিপ্রান্ ভক্ষ্যৈরন্নৈশ্চ শক্তিতঃ
স্নিগ্ধৈর্ভক্ষ্যৈ সুগন্ধৈশ্চ তর্পয়েৎ রসৈস্তথা।
একাগ্রঃ পর্য্যাপাসীত প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
তৎপরঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ কামানাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৯
অক্ষুদ্রত্বং কৃতজ্ঞতং দাক্ষিণ্যং সংকৃতঞ্চ যৎ।
ততো পরং বিধিং সৌম্যং ভুক্তবৎসু দ্বিজাতিষু
আনুপূর্য্যেণ বিহিতং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৪১
প্রোক্ষ্য ভূমিমথোদ্ধৃত্য পূর্ব্বং পিতৃপরায়ণঃ।
ততোহত্র বিকিরং কুর্য্যাদ্বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৪২
স্বধাং বাচ্য ততো বিপ্রা বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণান্
অন্নশেষমনুজ্ঞাপ্য সংকৃত্য দ্বিজসন্তমান্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতশ্চৈব অনুগম্য বিসর্জয়েৎ ॥৪৩
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো
নাম ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৬

অতিথি এবং ধার্মিক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া
মুখকে ভোজন করায়, সেই দাতা পূর্ব্বকৃত
সংকর্মজন্য অদৃষ্ট সকল হারাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।
ভোগার্থী ব্যক্তি অগ্নিতে পিণ্ড প্রদান করিবেন।
এইরূপ সন্তানার্থী নারীকে, সৌন্দর্য্যভিলাষী
গাভীকে, প্রজ্ঞা, প্রজা, যশ ও কীর্ত্তিপ্ৰার্থী গাভীকে,
আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কাককে এবং সৌকুমার্য্যার্থী ব্যক্তি
কুকুটকে বলি প্রদান করিবে। পিণ্ডনির্ব্বপণ ফল
এই কীর্ত্তিত হইল। দক্ষিণমুখ হইয়া জলে দাঁড়াইয়া
আকাশকে আচ্ছাদন করিবে। আকাশ ও দক্ষিণ
দিগ্ পিতৃগণের আবাসস্থান। বিপ্রগণ অগ্নে একটি
পিণ্ডোদ্ধারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা
অনুজ্ঞা দিলে পাঁচটি পিণ্ড উদ্ধার হইতে পারে।
পুষ্প, ফল, ভক্ষ্য ও অন্নের অগ্রভাগ উদ্ধার করিয়া
অগ্নিতে হোম করিতে হয়। ভক্ষ্য, অন্ন, পেয়
এবং অনুত্তম ফল অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ
দক্ষিণামুখ হইয়া পিণ্ড নির্ব্বপণ করিবে।

বৈবস্বত ও সোমকে পিণ্ড নিবেদন করিয়া উদক
আহরণপূর্ব্বক পশ্চাৎ বিপ্রগণকে যথাশক্তি অন্নাদি
দ্বারা ক্রমশঃ ভোজন করান কর্ত্তব্য। স্নিগ্ধ ভক্ষ্য
ও সুগন্ধ রস দ্বারা একাগ্রচিত্তে প্রাঞ্জলি হইয়া
শ্রদ্ধার সহিত পিতৃগণের উপাসনা করিলে সর্ব্ব
অভিলষিত লাভ হয়। মহত্ব, কৃতজ্ঞত্ব, দাক্ষিণ্য,
সংকার, যজ্ঞ ও দান— পিতৃগণ প্রদান করিয়া
থাকেন। অতঃপর ব্রাহ্মণগণের অনন্তরকৃত বিধি
সকল আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন।
পিতৃপরায়ণ ব্যক্তি অগ্নে ভূমি প্রোক্ষণ ও পরিষ্কার
করিয়া বিধি অনুসারে বিকির পাতন করিবে,
এবং স্বধা বাচনান্তে শেষ অন্নবিষয়ক অনুজ্ঞাত
পাইয়া দ্বিজসন্তমগণকে প্রচুর দক্ষিণাদানপূর্ব্বক
সংকার করিয়া কৃতাজলিপুটে সংযতভাবে
ব্রাহ্মণদিগকে বিসর্জন দিয়া অনুগমন
করিবে। ২৮-৪৩।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

সকৃদভ্যর্চিতাঃ প্রীতা ভবন্তি পিতরোহব্যয়াঃ
যোগাত্মানো মহাত্মানো বিপাপ্মানো মহৌজসঃ
প্রৈত্য চ স্বর্গলাভায় কামৈশ্বর্য্যং সুবিস্তরম্।
যেবাং চাপ্যনুগৃহ্ণন্তি মোক্ষপ্রাপ্তিক্রমেণ তু।।
তানি বক্ষ্যামহং সৌম্যাঃ সরাংসি সরিতস্তথা
তীর্থানি চৈব পুণ্যানি দেশান্ শৈলাংস্তথাশ্রমান্
পুণ্যো যস্ত্রিষু লোকেষ্বমরকন্টকপর্বতঃ।
পর্বতপ্রবরঃ পুণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।।৪
যত্র বর্ষসহস্রাণি প্রযুতান্যবুর্দানি চ।
তপঃ সুদুশ্চরং তেপে ভগবানঙ্গিরাঃ পুরা।৫
যত্র মৃত্যোগতির্গাতি তথৈবাসুররক্ষসাম্।
ন ভয়ধৈর্য বালক্ষ্মীর্যাবস্তুমির্ধরিস্যতি।।৬
তেজসা যশসা চৈব ভ্রাজতে স নগোস্তমঃ।
শৃঙ্গে মাল্যবতো নিত্যং বহিঃ সংবর্ত্তকৈ যথা
মৃদবচ্চ সুগন্ধাচ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিলেন,— হে সৌম্যগণ!

যোগাত্মা, মহাত্মা, বিগতপাপ, মহৌজা, অব্যয়
পিতৃগণ একবার মাত্র অর্চিত হইলে প্রীত হইয়া
থাকেন এবং মৃত্যুর পর ইহারা স্বর্গ ও সুবিস্তর
কামৈশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত মোক্ষপ্রাপ্তিক্রমে যে
সকল স্থান অনুগৃহীত করিয়াছেন, সেই সকল
সরিং, সরোবর, পুণ্যতীর্থ, দেশ, শৈল ও
আশ্রমের কথা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা
শ্রবণ করুন। সিদ্ধচারণসেবিত, পবিত্র,
অমরকন্টক—ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ পর্বতপ্রবর। পূর্বে
এই পুণ্যময় পর্বতে ভগবান্ অঙ্গিরা বহুসংখ্যক
বর্ষ ব্যাপিয়া বর্ষ ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা
করিয়াছিলেন। এই পর্বতের সীমা যতদূর, তাহার
মধ্যে অসুর, রাক্ষস বা মৃত্যুর গতিবিধি নাই।
অপিচ সেখানে ভয় ও অলক্ষ্মী নাই। শৃঙ্গবান ও
মাল্যবান পর্বতের নিত্যদীপ্ত সম্বর্ত্তকারির ন্যায়
এ নগোস্তম অমর-

শাস্তাঃ কুশা ইতি খ্যাতাঃ পিবন্দক্ষিণনর্মদাম্
দৃষ্টবান্ স্বর্গসোপানং ভগবানঙ্গিরাঃ পুরা।
অগ্নিহোত্রে মহাতেজাঃ প্রস্তরার্থকুশোত্তমাম্।।
তেষু দর্ভেষু পিণ্ডান্ যোহমরকন্টকপর্বতে।
দদ্যাৎ সকৃদপি প্রাজ্ঞস্তস্য বক্ষ্যামি যৎফলম্
তত্ত্বব্যক্তয়ং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
অস্তর্দ্বানঞ্চ গচ্ছন্তি ক্ষেত্রমাসাদ্য তৎসদা।।১১
তত্র জ্বালারস্য পুণ্যো দৃশ্যতেহদ্যপি সর্বশঃ
সশল্যানাঞ্চ সন্তানাং বিশল্যকরণী নদী।।১২
প্রাগ্দক্ষিণা তু সাবর্ত্তা বাপী সা পর্বতোত্তমে
কলিঙ্গদেশপার্শ্বার্ধে পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।।১৩
সিদ্ধক্ষেত্রমৃষিশ্রেষ্ঠা যদুস্তং পরমং ভূবি।
সম্মতো দেবদৈত্যানাং শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ

কন্টক যশ ও তেজে দীপ্তি পাইয়া থাকে। পূর্বে
অগবান্ অঙ্গিরা, কুশবহ্ল বলিয়া দক্ষিণ নর্মদার
কুশ নামে খ্যাত একাংশে জলপান করিয়া
স্বর্গসোপান অবলোকন করেন। এই কুশবহ্ল
স্থানের কুশ সকল মৃদু, সুগন্ধ, হেমাভ, প্রিয়দর্শন
ও মসৃণ। মহাতেজা অঙ্গিরা অগ্নিহোত্রে প্রস্তরার্থ
এ কুশসকল গ্রহণ করেন। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
অমরকন্টক পর্বতে এই সকল দর্ভোপরি একবার
মাত্রও পিণ্ড প্রদান করেন, তাঁহার তজ্জন্য যে
সকল ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। ১—
১১। এই শ্রাদ্ধ অক্ষয় এবং পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ
হয়। এই স্থানে পিণ্ড প্রদান করিবামাত্র তাহা
অস্তর্হিত হইয়া যায়। এই স্থানে পুণ্যময়
জ্বালাসরোবর ও বিশল্যকরণী নদী অদ্যপি দৃষ্ট
হয়। এই বিশল্যকরণী নদীতে অবগাহন করিলে
প্রাণিগণের শৈল্য নিবারণ হয়। পূর্বোক্ত সরোবর
এ পর্বতোত্তমে পূর্বদক্ষিণভাগে অবস্থিত এবং
উহাতে আবর্ত্ত বিরাজিত। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ।
কলিঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী পিতৃগণের প্রীতিবর্দ্ধন,
দেব-দৈত্যগণের অভিমত ভূবনবিখ্যাত এক
সিদ্ধক্ষেত্র আছে। ভগবান্ উশনা সেই সিদ্ধক্ষেত্র-

ধন্যাস্তে পুরুষা লোকে যে প্রাপ্যামরকন্টকম
পিতৃণ সন্তপয়িষ্যন্তি শ্রাদ্ধে পিতৃপরায়ণাঃ ॥১৫
অশ্লেন তপসা সিদ্ধিং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
সকৃদেবার্চিতাস্তত্র স্বর্গমমরকন্টকে ॥১৬
মহেন্দ্রপর্বতে রম্যে পুণ্যং শত্রুনিষেবিতম্।
তত্রারুহ্য ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রাদ্ধৈশ্চ মহাফলম্ ॥
বিষ্বাধঃশিখরে যুক্তং দিব্যং চক্ষুঃ প্রবর্ততে।
অদৃশ্যৈশ্চ ভূতানাং দেববচয়তে মহীম্ ॥১৭
সপ্তগোদাবরে চৈব গোকর্ণে চ তপোবনে।
অশ্বমেধফলং তত্র স্নাত্বা চ লভতে নরঃ ॥১৮
ধূতপাপস্থলং প্রাপ্য পূতঃ স্নাত্বা ভবেন্নরঃ।
রুদ্রস্তত্র তপস্তপে দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥১৯
গোকর্ণে বর্ণিতং বিপ্রের্নাস্তিকানাং নিদর্শনম্।
অব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী পঠতঃ সম্প্রণশ্যতি ॥২০

দেবর্ষিভবনে শৃঙ্গে সিদ্ধচারণসেবিতো।
অরুহ্য তং তু নিয়মান্ততো যাস্তু ত্রিবিষ্টপম্ ॥
দিব্যৈশ্চন্দনবৃক্ষৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতম্।
আপশ্চন্দনসম্পূজ্য বহন্তি সততং যতঃ ॥২১
নদী প্রবর্ততে তাভ্যস্তাত্রপর্নীতি নামতঃ।
যোষেব সমদাখেদা দক্ষিণং যাতি সাগরম্ ॥২২
নদ্যান্তস্যাস্ত্র যা আপো মুচ্ছমানা মহোদধৌ ॥
শঙ্খা ভবন্তি মুক্তাশ্চ জায়ন্তে শঙ্খমুক্তিকাঃ ॥
উদকানয়নং কৃত্বা শঙ্খমৌক্তিকসংযুতম্।
আধিভির্ব্যাভিশ্চৈব মুক্তং যান্ত্যমরাবতীম্ ॥
চন্দনেভ্যঃ প্রযুক্তানাং শঙ্খানাং মৌক্তিকস্য চ
পাপকর্ষনপিপিতৃস্তারয়ন্তি যথাশ্রুতি ॥২৩
চন্দ্রতীর্থে বরে পুণ্যে পুণ্যকৃৎনিষেবিতো।
চন্দ্রতীর্থে কুমার্যাস্ত্র কাবের্যাং প্রভবেহক্ষয়ে
শ্রীপর্বতস্য তীর্থেষু বৈকুণ্ঠে চ তথা গিরৌ ॥২৪
একস্থা যত্র দৃশ্যন্তে বৃক্ষা হৌশিরপর্বতে।
পলাশাঃ খাদিরা বিষ্ণা পল্লবশ্চবিকঙ্কতাঃ ॥২৫

বিষয়ক এক শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন যে,
ইহলোকে যে সকল পিতৃ পরায়ণ পুরুষ
অমরকন্টস্থ এই সিদ্ধক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা
দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাঁহারা
ইহা এবং তাঁহারা যে অল্প তপস্যায় সিদ্ধি প্রাপ্ত
হন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পিতৃগণও
সেখানে একবার মাত্র অর্চিত হইয়া স্বর্গলাভ
করেন। মহেন্দ্র পর্বতে এক শত্রুনিষেবিত
রমণীয় পুণ্যময় স্থান আছে। এই স্থানে আরোহণ
করিলে অতীব আনন্দ এবং শ্রাদ্ধ করিলে মহৎ
ফল হয়। তত্রত্য বিষ্বাধঃ-শিখরে যোগিগণ বাস
করেন এবং মানব তথায় যাইলে দিব্য চক্ষু লাভ
করত প্রাণিগণের অদৃশ্য হইয়া দেবতাদিগের ন্যায়
মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। নর,
সপ্তগোদাবরে ও গোকর্ণাখ্য তপোবনে স্নান করিয়া
অশ্বমেধ ফল লাভ করে এবং ধূতপাপ তীর্থে
স্নান করিয়া পবিত্র হয়। এই ধূতপাপ তীর্থে
দেবদেব মহেশ্বর তপস্যা করিয়াছিলেন। গোকর্ণ
তীর্থে বিপ্রগণ নাস্তিকদিগের আস্তিক্য নিদর্শন
কীর্তন করেন ; এখানে অব্রাহ্মণ সাবিত্রী

পাঠ করিলে, এই সাবিত্রী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥২৬—
২৭। এই গিরির সিদ্ধচারণ-সেবিত দেবর্ষিভবন
শৃঙ্গে আরোহণ করিলে নর স্বর্গে গমন করে।
এ স্থান দিব্য চন্দন বৃক্ষ ও অপরাপর পাদপে
পরিশোভিত। এই স্থান হইতে সতত চন্দনমিশ্রিত
জল প্রবাহিত হয়। এই সকল তীর্থ স্থান হইতে
তাত্রপর্নী নদী প্রবর্তিত হইয়া মহাখেদ-প্রাপ্তা নারীর
ন্যায় দক্ষিণ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই
নদীর জল মহোদধিতে মুচ্ছমান হওয়ায় শঙ্খ,
মুক্তা ও শঙ্খমুক্তিকা উৎপন্ন হয়। নর সকল এই
শঙ্খমৌক্তিক-মিশ্রিত জল আনয়ন করিয়া নানা
প্রকার আধিব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করত
অমরাবতীতে গমন করে। এই নদীর চন্দনমিশ্রিত
ও শঙ্খ -মৌক্তিক-সংযুক্ত জল পাপকারী
পিতৃলোকদিগকেও উদ্ধার করে। পুণ্যজন-
নিষেধিত পবিত্র শ্রেষ্ঠ চন্দ্রতীর্থ, কুমারী, কাবেরী,
অক্ষয়প্রভা, শ্রীপর্বততীর্থ, বৈকুণ্ঠগিরি ও ঐশ্বর
পর্বতে পলাশ, খদির,

এতচ্চি মণ্ডলং সিদ্ধং যজ্ঞিয়ং দ্বিজসন্তমাঃ।
অস্মিন্ মুক্তা জনোহঙ্গানি ক্ষিপ্রং

যাত্যমরাবতীম্ ॥২৯

কৰ্ম্মাণি স্বপ্রযুক্তানি সিদ্ধান্তি প্রভবাত্যয়ে।
দুঃপ্রসক্তানি পতুষু তযুক্তানি ভবন্ত্যতে ॥৩১
পিতৃণাং দুহিতা পুণ্য নৰ্ম্মদা সরিতাংবরা।
তত্র শ্রাদ্ধানি দত্তানি অক্ষয়াণি ভবন্তত ॥৩২
মাঠরস্য বনে পুণ্যে সিদ্ধচারণসেবিতৈ।
অন্তর্ধানং ন গচ্ছন্তি সন্তানস্মিন্ মহাগিরৌ ॥
বিদ্যো চৈব গিরৌ পুণ্যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনিদর্শনম্।
পাপধারাং ন পশ্যন্তি ধারাং পশ্যন্তি সাধবঃ।
তস্যাং ন দৃশ্যতে পাপং কেষাঞ্চিৎ পাপকৰ্ম্মণাম
স্পষ্টা ভবতি সা ধারা প্রায়শঃ শুভকৰ্ম্মণাম্ ॥
কোশলায়াং মতঙ্গস্য বাপী পাপনিবুদনী।
স্নাতান্তস্যং দিবং যান্তি কামচারবিহঙ্গমাঃ ॥৩৬
কুমারকোশলা তীর্থে পৰ্বতে পালপঞ্জবে।

বিশ্ব, প্লক্ষ, অশ্বখ ও বিকঙ্কত প্রভৃতি বৃক্ষ
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজসন্তমগণ! এই
সকল স্থান যজ্ঞীয় সিদ্ধমণ্ডল বলিয়া অভিহিত।
এই স্থানে নর দেহ ত্যাগ করিলে সত্ত্বর অমরাবতী
পুরীতে গমন করে। এখানে স্বপ্রযুক্ত কৰ্ম্ম সকল
জন্মান্তরে সিদ্ধিপ্রদান করে এবং পিতৃগণ উদ্দেশে
প্রযুক্ত কৰ্ম্ম সকল সুপ্রযুক্ত হয়। সরিষরা, নৰ্ম্মদা
পিতৃগণের মানসী কন্যা। উহাতে শ্রাদ্ধ করিলে,
শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। সিদ্ধচারণ-সেবিত পুণ্যময় মাঠর-
বনে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অশুর্হিত হয়। পুণ্যময়
বিদ্যাগিরিতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া
যায়। সাধুগণ এই স্থানে। পাপধারা দেখিতে পান
না, কেবল পুণ্যধারাই দেখিয়া থাকেন। সেখানে
কোন পাপকৰ্ম্মাদিগেরই পাপ দেখিতে পাওয়া যায়
না; তথায় শুভকৰ্ম্মাদিগের সুস্পষ্ট পুণ্যধারাই দৃষ্ট
হইয়া থাকে। কোশলায় মতঙ্গের এক পাপনিসুদনী
বাপী আছে, তাহাতে স্নান করিলে কামচায় বিহঙ্গ
মেরাও স্বর্গে গমন করে। কুমার-কোশলতীর্থ,
কালপঞ্জর পর্বত, পাণ্ডুকুল,

পাণ্ডুকুলে সমুদ্রান্তে পণ্ডারকবনে তথা ॥৩৭
বিমলে চ বিপাপে চ সংকৃত্য প্রভবেহভয়ম্।
শ্রীবৃক্ষে গৃধ্রকূটে চ জম্বুমার্গে চ নিত্যশঃ ॥৩৮
অসিতস্য গুরোঃ পুণ্যে যোগাচার্য্যস্য ধীমতঃ।
তত্রাপি শ্রাদ্ধমানস্তমসিতায়াঞ্চ নিত্যশঃ ॥৩৯
পুষ্করেদক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তপশ্চৈব মহাফলম্।
মহাদধৌ প্রভাসে চ তস্মাদেবং বিনির্দ্দেশেৎ ॥
দেবিকায়াং বৃষো নাম কূপঃ সিদ্ধনিষেবিতঃ।
সমুৎপতন্তি তস্যাপো গবাং শব্দে ন নিত্যশঃ ॥
যোগেশ্বরৈঃ সদা জুষ্টঃ সৰ্ব্বপাপবহিষ্কৃতৈঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধস্ত যন্তস্মিৎস্তস্য বক্ষ্যামি যৎফলম্ ॥
অক্ষয়ং সৰ্ব্বকামীয়ং শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৃণ
জাতবেদঃ শিলা তত্র সাক্ষাদগ্নেঃ সনাতনী ॥
যন্তগ্নং প্রবিশেত্তত্র নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।
অগ্নিঃ শান্তঃ পুনর্জাতস্তস্মিন্ দত্তং তদক্ষয়ম্ ॥
দশাশ্বমে ধকে তীর্থে তীর্থে পঞ্চশ্বমেধিকে।

সমুদ্রান্ত, পণ্ডারকবন, বিমল, বিপাপ, প্রভব,
শ্রীবৃক্ষ, গৃধ্রকূট, জম্বুমার্গ এবং যোগাচার্য্য অসিতের
পুণ্যময়ী অসিতাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অনন্ত
ফল প্রদান করে। ২২ — ৩৯। পুষ্কর তীর্থে শ্রাদ্ধ
ও তপস্যা মহাফলদায়ক; মহোদধিতীর্থে ও প্রভাসে
শ্রাদ্ধ করিলেও পূর্ববৎ ফলপ্রাপ্তি হয়।
বেদিকাতির্থে বৃষ নামক এক সিদ্ধনিষেবিত কূপ
আছে, তাহার জল নিত্য নিত্য গাভীর মত শব্দ
করিয়া উর্দ্ধে উৎপতিত হয়। নিষ্পাপ যোগেশ্বরগণ
সৰ্বদা এই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি
এই স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার শ্রাদ্ধের ফল
শ্রবণ করুন,— তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া
সৰ্ব্ব কাম দোহন করে এবং পিতৃগণকে প্রীত করিয়া
থাকে। অগ্নির সাক্ষাৎ মূর্তির ন্যায় এই স্থানে
জাতবেদ নামে এক শিলা আছে। যে ব্যক্তি সেই
অগ্নিশিলায় প্রবেশ করে সে স্বর্গগামী হয় এবং
পুনরায় শান্ত নামক অগ্নি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।
এই শিলায় যাহা প্রদান করা যায়,

যথোদ্ভিষ্টং ফলং তেষাং ক্রতুনাং নাত্র সংশয়ঃ
খ্যাতং হয়শিরো নাম তীর্থং সদ্যো বরপ্রদম্।
শ্রাদ্ধং তত্র তদাক্ষয়্যং দত্ত্বা স্বর্গে চ মোদতে।।
শ্রাদ্ধং কুন্তে বিমুঞ্চন্তি জ্যেষ্ঠং পাপনিযুদনম্।
শ্রাদ্ধং তত্রাক্ষয়্যং প্রোক্ষ্য জপ্যহোমতপাংসি চ
অজতুঙ্গে শুভে তীর্থে তর্পয়েৎ সততং পিতৃন্
দৃশ্যতে পর্বসু চ্ছায়া যত্র নিত্যং দিবৌকসাম্
পৃথিব্যামক্ষয়ং দত্ত্বা নীরুজা যত্র পাণ্ডবাঃ।।৪৮
যোগেশ্বরৈঃ সদা জুষ্টং সর্বপাপব হঙ্কৃতেঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধস্ত যন্তুশ্মিৎস্তস্য বক্ষ্যামি যৎফলম্।।
অর্চিতান্তেন বৈ সাক্ষাদ্ভবন্তি পিতরঃ সদা।
অশ্মিল্লৌকে বশী যঃ স্যাৎ প্রেত্য স্বর্গে স
মোদতে।।

প্রায়শঃ প্রবরঃ পুণ্যঃ শিবো নাম হৃদস্তথা।
তত্র ব্যবসরঃ পুণ্যং দিব্যং ব্রহ্মসরস্তথা।।৫১

তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে। দশাশ্বমেধিক এবং
পঞ্চাশ্বমেধিক তীর্থের ফল, বহু ক্রতুফলের তুল্য;
ইহাতে সংশয় নাই। হয় শির নামে এক সদ্য বরপ্রদ
তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে তাহা
অক্ষয় ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিয়া হর্ষ লাভ
করে। কুন্ততীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই স্থান
পাপনিযুদন। এখানে শ্রাদ্ধ, জপ, তপ ও হোম
করিলে তাহা অক্ষয় হয়। অজতুঙ্গ নামক
শুভতীর্থে সতত পিতৃলোকের তর্পণ করা কর্ত্তব্য।
প্রতি পর্বে এই অজতুঙ্গে নিত্য দেবদিগের ছায়া
পতিত হয়। পাণ্ডবগণ এই স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান
করিয়া নীরোগ হন। সর্বপাপ-বহিস্কৃত যোগেশ্বর
সেবিত তীর্থে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহাক
ফলপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করুন; ঐ তীর্থে পিতৃগণের
অর্চনা করিলে, পিতৃগণের সাক্ষাৎ লাভ হয়। এই
তীর্থক্ষেত্রে সে সকল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বাস করেন
তাহারা দেহান্তে স্বর্গলাভ করেন। শিবনামক এক
পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ হৃদ আছে। ঐ হৃদে ব্যাসসর ও
ব্রহ্মসর নামে দুইটি পুণ্যময় স্বর্গীয়

উজ্জন্তঃ পর্বতঃ পুণ্যো যস্মিন্ যোগেশ্বরালয়ঃ
তত্রৈব চাশ্রমঃ পুণ্যো বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।।৫২
ঋগ্‌যজুঃসামশিরসঃ কাপোতঃ পুষ্প সাহয়ঃ।
অখ্যাতঃ পঞ্চমো বেদো সৃষ্টা হ্যতেষু ব্রহ্মাণা
সত্বেতান্ মুচ্যতে পাপাদ্বিজো বহিঃ সনাতনঃ
শ্রাদ্ধং চানন্ত্যমেতেষু জপ্যহোমতপাংসি চ।।
পুণ্ডরীকে মহাতীর্থে পুণ্ডরীকসমং ফলম্।
ত্র্যম্বতীর্থে মহাতীর্থে অশ্বমেধফলং লভেৎ।।৫৪
সিন্ধুসাগরসন্তেদে তথা পঞ্চমদেহক্ষয়ম্।
কীরকাত্মা ততঃ পুণ্যোঃ মণ্ডবায়াঞ্চ পর্বতে।
দেয়ং সপ্তরদে শ্রাদ্ধং মানসে চ বিশেষতঃ।
মহাকূটে চ বন্দে চ গিরৌ ত্রিককূদে তথা।।৫৭
সঙ্খ্যায়ঞ্চ মহাদেব্যং দৃশ্যতে মহদদ্ভুতম্।
অশ্রদ্ধধানান্নাভ্যেতি সাভ্যেতি চ ধৃতব্রতান্
জাতবেদঃশিলা তত্র সাক্ষাদগ্নেঃ সনাতনী।
শ্রাদ্ধানি চাগ্নিকার্য্যঞ্চ তত্র কুর্য্যাৎ সদাক্ষয়ম্।।

সরোবর বিদ্যমান। পবিত্র উজ্জন্ত পর্বতে
যোগেশ্বরের আশ্রম এবং মহাত্মা বসিষ্ঠের পুণ্যময়
আশ্রম বিরাজিত। ভগবান্ ব্রহ্মা এই সকল তীর্থের
মধ্যে পঞ্চম বেদস্বরূপ কাপোত নামে এক তীর্থ
রচনা করেন। ঐ তীর্থে গমন করিয়া মানব
পাপমুক্ত ও সনাতন বহিতুল্য তেজস্বী হয় এবং
এই স্থানে জপ, হোম ও তপ করিলে তাহা অনন্ত
ফলজনক হইয়া থাকে। পুণ্ডরীক তীর্থে পুণ্ডরীক
যজ্ঞ তুল্য ও ব্রহ্মতীর্থে অশ্বমেধ-সম ফল লাভ
হয়। সিন্ধুসাগর-সন্তেদ ও পঞ্চমদ তীর্থে সকল
কর্ম্মই অক্ষয় হইয়া থাকে। মণ্ডবাতীর্থে মানব
পবিত্র হয়। সপ্তরদ, মানস, মহাকূট, বন্দ, ত্রিককূদ
গিরি, সঙ্খ্যা এবং মহাবেদী, এই সকল তীর্থে
অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সঙ্খ্যা ও
মহাবেদী এই তীর্থদ্বয়ে অশ্রদ্ধধান ব্যক্তি যাইতেই
পারে না, যাঁহারা ধৃতব্রত তাঁহারাই তথায় যাইতে
পারেন। ঐ তীর্থদ্বয়ে সাক্ষাৎ অগ্নির জাতবেদা
নাম্নী শিলা বর্ত্তমান। ঐ

সংশয়িত্বৈকমেবেন সায়াহ্নং প্রতি নিত্যশঃ।
 তস্মিন্ দেয়ং সদা শ্রাদ্ধং পিতৃণামক্ষয়ার্থিনা।।
 কৃতাত্মা বাকৃতাত্মা বা যত্র বিজ্ঞায়তে নরঃ।
 স্বর্গমার্গপ্রদং নাম তীর্থং সদ্যোবরপ্রদম্।
 বৈরাগ্যংসৃজ্য তস্মিন্স্থ দিবং সপ্তর্ষয়ো গতাঃ
 অদ্যাপি তানি দৃশ্যন্তে বৈরাগ্যেব গতানি তু।
 স্নাত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি তস্মিন্স্তীর্থোত্তমে নরঃ।।
 খ্যাতমায়তনং তত্র নন্দি-সিদ্ধ-নিষেবিতম্।
 নন্দীশ্বরস্য যা মূর্তির্দুরাচারৈর্ন দৃশ্যতে।।৬৩
 দৃশ্যন্তে কাঞ্চনা যুপাঃ সঞ্চিষ্যে ভাস্করোদয়ে।
 কৃত্বা প্রদক্ষিণং তাংস্ত গচ্ছন্ত্যন্তর্হিতা দিবম্।।
 সর্বতশ্চ কুরুক্ষেত্রং সুতীর্থঞ্চ বিশেষতঃ।
 পূণ্যং সনৎকুমারস্য যোগেশস্য মহাত্মনঃ।
 কীর্ত্যতে চ তিলান্ দত্ত্বা পিতৃণাং বৈ সদা
 ক্ষয়ম্।।৬৪

ওজসে চাক্ষয়ং শ্রাদ্ধং ধর্মরাজনিবেশনে।
 শ্রাদ্ধং দত্তমমাবস্যাং বিধিনা চ যথাক্রমম্।।৬৫

পুনঃ সন্নিহিতানাং বৈ কুরুক্ষেত্রে বিশেষতঃ।
 অর্চয়েদ্বা পিতৃংস্তত্র সৎপুত্রস্তনুগো ভবেৎ।।
 বিনশনে সরস্বত্যাং প্লক্ষপ্রশ্রবণে তথা।
 ব্যাসতীর্থে সরস্বত্যাং ত্রিপ্লক্ষে চ বিশেষতঃ।।
 দেয়মোক্ষারপবনে শ্রাদ্ধমক্ষয়মিচ্ছতা।
 সর্বতশ্চৈব গঙ্গায়াং মৈনাকে চ নগোস্তমে।।৬৮
 যমুনাপ্রভবে চৈব সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে।
 অতুষণশ্চাতিশীতাশ্চ আপস্তত্র নিদর্শনম্।।৬৯
 যমস্য ভগিনী পূণ্যা মার্ত্তণ্ডদুহতা তথা।
 তত্রাক্ষয়ং তদা শ্রাদ্ধং পিতৃভিঃ পূর্বকীর্তিতম্
 ব্রহ্মতুঙ্গহুদে স্নাত্বা সদ্যো ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
 তস্মিন্ হি শ্রাদ্ধমানন্ত্যং জপহোমতপাংসি চ।।
 স্থানুভূতশ্চরংস্তত্র বসিষ্ঠো বৈ মহাতপাঃ।
 অদ্যাপি যত্র দৃশ্যন্তে পাদপা মণিচর্চিতাঃ।।৭২
 তুলা তু দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শিনী।
 যয়া বৈ তুলিতং বিপ্রৈস্তীর্থানাং ফলমুত্তমম্।।

তীর্থে শ্রাদ্ধ ও অগ্নিকার্য্য অক্ষয় হয়। ঐ তীর্থে সায়াহ্ন সময়ে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। স্বর্গ-মার্গপ্রদ নামক সদ্যোবরপ্রদ এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে মানব কৃতাত্মা কি অকৃতাত্মা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সপ্তর্ষিগণ ঐ তীর্থে পরস্পর বৈর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অদ্যাপি ঐ তীর্থে তাঁহাদের পরিত্যক্ত বৈর দৃষ্ট হয়। উহাতে স্নান করিয়া মানব স্বর্গ লাভ করে। ঐ স্থানেই নন্দি-সিদ্ধ-নিষেবিত এক প্রখ্যাত আয়তন আছে। তথায় নন্দীশ্বরের যে মূর্তি আছে, তাহা দুরাচার ব্যক্তি দেখিতে পায় না; তথায় এক কাঞ্চনযুপ দেখা যায়, তাহা প্রদক্ষিণ করিলে মানব অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। সুতীর্থ কুরুক্ষেত্র তীর্থে, তিল দ্বারা পিতৃগণের অর্চনা করা কর্তব্য; একরূপ করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। ধর্ম্মরাজের নিবেশনস্বরূপ জন্ম তীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়, অমাবস্যা

এই স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পিতৃশ্রাদ্ধ করে, সে পিতার সৎপুত্র এবং আনুগ্য লাভে সমর্থ। বিনশন, সরস্বতী, প্লক্ষপ্রশ্রবণ, ব্যাসতীর্থ, ত্রিপ্লক্ষ এবং ওক্ষারপবন এই সকল তীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। গঙ্গা, নগোস্তম মৈনাক ও যমুনাপ্রভব তীর্থে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। যমুনাপ্রভবে শ্রাদ্ধ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতি উষ্ণ ও অতি শীতল জলই এই তীর্থের নিদর্শন স্বরূপ। ৪০—৬৯। ঐ যমুনা যমের ভগিনী ও মার্ত্তণ্ডের দুহিতা। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। ইহা পিতৃগণ পূর্বকীর্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মতুঙ্গ হুদে স্নান করা মাত্র সদ্যই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং এই স্থানে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপ এ সকল কর্ম্ম আনন্ত্য প্রাপ্ত হয়। মহাতপা বসিষ্ঠ ঐ তীর্থে স্থানুভূত হইয়া বিচরণ করেন। অদ্যাপি ঐ তীর্থে পাদপশ্রেণী মণিমণ্ডিত দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্মের তুলনাকারিণী তুলা বিরাজ

পিতৃণাং দুহিতা যোগা গন্ধকালীতি বিষ্ণুতা।
চতুর্থো ব্রহ্মাশ্রমঃ পরাশরকুলোদ্ভবঃ ॥৭৪
ব্যস্য ত্বেকং চতুর্ধ্বা তু বেদং ধীমানএ মহামুনিঃ
মহাযোগং মহাত্মানং যো ব্যাসং জনয়িষ্যতি ॥
অচ্ছেদকং নাম সরো যত্রাচ্ছেদা সমুচ্ছিতা
মৎস্যযোনৌ পুনর্জাতা নিয়োগাদ্বারগেন তু ॥
তস্যা যত্রাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃষ্টির্নিষেবিতঃ।
সকৃদন্তং তু বৈ শ্রাদ্ধমক্ষয়ং সমুদাহৃতম্।
তস্যাং যোগসমাধানে দত্তং যুগপদুদ্ভবেৎ ॥
কুবেরতুঙ্গে ব্যামোচে ব্যাসতীর্থে তথৈব চ
পুণ্যঃ স ব্রাহ্মণো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধমানন্ত্যমক্ষয়ম্ ॥
সিদ্ধৈস্ত সেবিতা নিত্যং দৃশ্যতে নাকৃতাত্মভিঃ
অনিবর্তনং তু নন্দায়াং বেদ্যাং প্রাপ্তস্তরে দিশি
সিদ্ধক্ষেত্রং তু বৈ জুষ্টং যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ততে

করিতেছে। বিপ্রগণ অদ্যাপি ঐ তুল্য দ্বারা কোন্
তীর্থে কত ফল, তাহা নির্বাচন করেন।
পিতৃগণের গন্ধকারী নাম্নী এক যোগ-পরায়ণা কন্যা
ছিলেন; ইনি মহাযোগী মহাত্মা ব্যাসকে উৎপাদন
করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ অংশভূত ঐ পরাশর
কুলোদ্ভব মহামুনি ধীমান্ ব্যাসদেব এক বেদকে
চতুর্ধ্বাভিভূত করেন। পূর্বোক্ত ব্রহ্মতুঙ্গেই
অচ্ছেদ নামক সরোবর বিরাজিত। অচ্ছেদ
নিয়োগ বশতঃ এইখানেই পুনরায় মৎস্যযোনিতে
জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ অচ্ছেদতীরেই পুণ্যকু
ঋষিগণ-নিষেধিত আশ্রম বর্তমান। ঐ স্থানে
একবার মাত্র প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল এবং যোগ
ও সমাধি যুগলং উৎপাদন করে। কুবেরতুঙ্গ,
ব্যামোচ ও ব্যাসতীর্থে পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণগণের
প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ও অনন্ত ফল প্রদান করে।
পূর্বোক্ত দিকে নন্দাবেদী নামে এক তীর্থ আছে,
ইহা সিদ্ধসেবিত। অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ এই তীর্থ
দেখিতে পায় না; যে ব্যক্তি একবার এই তীর্থে
আগমন করে, তাহার আর পুনরাবৃষ্টি ঘটে না।
সিদ্ধক্ষেত্র তীর্থসেবীদিগেরও

মহালয়ে পদং ন্যস্তং মহাদেবেন ধীমতা ॥৮০
দেব্যালয়ে তপস্তপ্তা একপাদেন ঈশ্বরঃ।
নীহারশ্চ যুগং দিব্যমুমাতুঙ্গে স্থিতং জলম্ ॥
উমাতুঙ্গে ভৃগোস্তুঙ্গে ব্রহ্মতুঙ্গে মহালয়ে।
কাদ্রবত্যাং চ শান্তিল্যাং গুহায়াং বামনস্য চ
গত্বা চৈতানি পুতঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধমক্ষয়মেব চ।
জপো হোমস্তথা ধ্যানং যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং
ভবেৎ ॥৮৩
ব্রহ্মচার্য্যং যজন্তে বৈ গুরুভক্তগঃ শতং সমাঃ।
এবমাদীনি সদ্যস্তাং স্নাত্বা প্রাপ্নোতি সৎফলম্
কুমারধারা তত্রৈব দৃষ্টা পাপপ্রণাশনী।
যানাসনং চ তত্রৈব সদ্যঃ স্যাদ্যৎ প্রদৃশ্যতে ॥
শৈলকীর্্তিপূরাভ্যাসে কামানাপ্নোতি পুঙ্কলান্
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং দেববচ্চরতে মহীম্ ॥
কাশ্যপস্য মহাতীর্থং কালসপিরিতি শ্রুতম্।
তত্র শ্রাদ্ধানি দেয়ানি নিত্যমক্ষয়মিচ্ছতা ॥৮৭

পুনরাবৃষ্টি নাই। ধীমান্ মহাদেব মহালয়ে পদন্যাস
করেন; তিনি দেব্যালয়ে এক পাদে অবস্থানপূর্বক
তপস্যা করেন। উমাতুঙ্গে নীহার ও জল দিব্য
যুগ-পরিমিত কাল বিরাজিত। উমাতুঙ্গ, ভৃগুতুঙ্গ
, ব্রহ্মতুঙ্গ, মহালয়, কাদ্রবতী, শান্তিলী ও
বামনগুহা,—এই সকল তীর্থে গমন করিলে
মানব পবিত্র হয় এবং প্রদত্ত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম,
ধ্যান ও অন্যান্য যে কোন অনুষ্ঠিত সৎকর্ম অক্ষয়
হইয়া থাকে। ৭০—৮৩। গুরুভক্ত ব্যক্তিগণ ঐ
তীর্থসকলে শতবর্ষ ব্যাপিয়া ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন
করিয়া আছেন। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে
সদ্যঃ সৎফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ তীর্থ সকলে
পাপ প্রণাশিনী কুমারধারা নামে এক তীর্থ আছে।
ঐ স্থানে যান ও আসন সদ্য লাভ হইতে দেখা
যায়। মানব শৈলকীর্্তি তীর্থে সর্বভূতের অদৃশ্য
হয়—হইয়া সম্পূর্ণরূপে অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া
দেবগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিবরণ করে। কালসর্পি
নামে কশ্যপের এক মহাতীর্থ আছে, এখানে

অক্ষয়ং তু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং শালগ্রামসমস্ততঃ।
 দৃষ্ট্যা ন দৃশ্যতে তত্র প্রত্যক্ষমকৃতাত্মনাম্।।
 প্রত্যাদেশো হ্যশিষ্টানাং শিষ্টানাঞ্চ নিবেশনম্
 তত্র চৈব হুদে পুণ্যে দিব্যো বৈ নাগরাদ্যতঃ
 পণ্ডং গৃহাতি হি সতাং ন গৃহাত্যসতাং হি সঃ।
 অতি প্রদীপ্তেভূজগৈর্ভোজুমগ্নং ন শক্যতে।।
 প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে ধর্মস্তুতীর্থয়োঃ নৈব যোঃ।
 দেবদারুবনে চাপি চারয়েন্তুং নিদর্শনম্।।৯১
 বধুতানি তু পাপানি দৃশ্যন্তে সুকৃতাত্মনাম্।
 ভাগীরথ্যাং প্রয়াগে চ নিত্যমক্ষয়মুচ্যতে।।
 কালঞ্জয়ে দর্শাণায়াং নৈমিয়ে কুরুজঙ্গলে।
 বারাণস্যাং নগর্যাং তু দেয়ং শ্রাদ্ধং তু যত্নতঃ।।
 অস্যাং যোগেশ্বরো নিত্যং তন্তুস্যাং দন্তক্ষয়ম্
 দন্তা চৈতেষু পুতঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধমানন্ত্যমেব চ।৯৫

শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। শালগ্রাম
 তীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। অতীতাত্মা
 ব্যক্তি এই তীর্থক্ষেত্র চক্ষুতে দেখিতে পায় না।
 এবং এই তীর্থে অশিষ্ট ব্যক্তির যাওয়া নিবেধ ;
 শিষ্ট ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে যাইতে পারেন।
 এই তীর্থে যে এক হুদ আছে, এই হুদে নাগরাজ
 সৎ ব্যক্তির পিণ্ড গ্রহণ করেন না। এই নাগরাজ
 অতি প্রদীপ্ত ভুজঙ্গগণের সহিত শ্রাদ্ধ প্রদত্ত
 অন্ন ভোজন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।
 পূর্বোক্ত তীর্থদ্বয়ে ধর্মকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে
 পাওয়া যায়। দেবদারুবনতীর্থেও এই তীর্থদ্বয়ের
 নিদর্শন পাওয়া যায়। এই তীর্থে সুকৃতাত্মা
 ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইতে দেখা যায়।
 ভাগীরথী ও প্রয়াগে, অনুষ্ঠিত কর্ম সকল অক্ষয়
 হয়। কালঞ্জয়, দর্শাণ, নৈমিষ, কুরুজঙ্গল, ও
 বারাণসী তীর্থে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করা
 কর্তব্য। এই বারাণসী ধামে যোগেশ্বর নিত্য
 বিরাজিত। সুতরাং এই স্থানে প্রদত্ত বস্ত্র অক্ষয়
 হয়। এখানে দান করিলে মানব পবিত্র এবং শ্রাদ্ধ

জপো হোমস্তথা ধ্যানং যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং

ভবেৎ।

লৌহিত্যে বৈতরণ্যাং বৈ স্বর্ণবেদাং তথৈব চ
 সকৃদেব সমুদ্রান্তে দৃশ্যতে পুণ্যকর্ম্মতিঃ।
 গঙ্গায়াং ধর্মপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মাণস্তথা।।৯৬
 গয়ায়াং গৃধ্রকূটে চ শ্রাদ্ধং দন্তং মহাফলম্।
 হিমঞ্চ পততে তত্র সমস্তাং পঞ্চয়োজনম্।।
 ভরতস্যাশ্রমে পূণোহরণ্যং পুণ্যতমং স্মৃতম্।
 মতঙ্গস্য পদং তত্র দৃশ্যতে মাংসচক্ষুষা।।৯৮
 ব্যাপিতং ধর্মসর্বস্বং লোকস্যাস্য নিদর্শনম্।
 এবং পঞ্চম্নং পুণ্যং পুণ্যকৃষ্টির্নিষেবিতম্।
 যস্মিন্ পাণ্ডুবিশালেতি তীর্থং সদ্যো নিদর্শনম্
 তুলামানৈস্তথা চাপৈঃ শাস্ত্রেণৈব বিবিধৈস্তথা।
 উন্মজ্জন্তি তথা লগ্নে যে বৈ পাপকৃতো জনাঃ।।
 তৃতীয়ায়াং তথা পাদে নিঃস্বরে পাপমণ্ডলে।
 মহাহুদে বৈ কৌশক্যাং দন্তং শ্রাদ্ধং মহাফলম্
 মুণ্ডপৃষ্ঠে পদং ন্যস্তং মহাদেবেন ধীমতা।
 বহুন্ দেবযুগাংস্তপ্তা তপস্তীত্রং সুদুশ্চরম্।।

আনন্ত্য লাভ করে। জপ, হোম, ধ্যান ও অন্যান্য
 যে কোন সুকর্ম্ম সমস্তই এই স্থানে অনন্তফলদ হয়।
 লৌহিত্য, বৈতরণী, স্বর্ণবেদী, সমুদ্রান্ত, গঙ্গা,
 ধর্মপৃষ্ঠ, ব্রহ্মসর, গয়া ও গৃধ্রকূট, এই সকল তীর্থে
 শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে মহাফলদায়ক হয়। ভরতের
 পুণ্যাশ্রম সন্নিধানে এক পবিত্র পুণ্যতম অরণ্য
 আছে। এই অরণ্যে মুনিবর মতঙ্গের আশ্রম আছে,
 তাহা মাংসচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। ৮৪-৯৮।
 উহা মর্ত্যলোকে নিদর্শন স্বরূপ, ধর্মসর্বস্ব
 তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ। পঞ্চম্ন তীর্থ পুণ্যকারী ব্যক্তিগণ
 কর্তৃক নিষেবিত। এই স্থানে অদ্যাপি পাণ্ডুবশালা
 তীর্থ বিদ্যমান আছে। পাপকারী ব্যক্তি এই তীর্থে
 স্নান করিয়া তুলামান, চাপ ও বিবিধ শাস্ত্রের সহিত
 শুভলগ্নে উন্মজ্জন করিয়া থাকে। তৃতীয়া, আর
 নিঃস্বর, পাপমণ্ডল, মহাহুদ ও কৌশিকীতে শ্রাদ্ধ
 মহাফলপ্রদ হয়। ভগবান্ মহাদেব মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে
 বাসকরিয়া বহু দেবযুগপরিগিত কাল সুদুশ্চর

অল্লেনাপ্যত্র কালেন নরো ধর্মপরায়ণঃ।
 পাপানমুৎসৃজত্যাশু জীর্ণত্বচমিবোরগঃ॥১০৩
 সিদ্ধানাং প্রীতিজননৈঃ পাপানাঞ্চ ভয়করৈঃ।
 লেহিহানৈর্নহাভোগৈ রক্ষিতং তু দিবানিশম্
 নান্না কনকনন্দীতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
 উদীচ্যাং মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবর্ষিগণসেবিতম্।
 তত্র স্নাত্ব দিবং যাস্তি কামচারা বিহঙ্গমাঃ॥
 দন্তং চাপি তথা শ্রাদ্ধমক্ষয়ং সমুদাহতম্।
 ঋগৈশ্চিভিস্তদা স্নাত্বা নিষ্কিণোতি নরোত্তমঃ॥
 তীরে তু সরসস্তত্র দেবস্যাযতনং মহৎ।
 আরুহ্য তজ্জপংস্তত্র সিদ্ধো যাতি দিবং ততঃ॥
 উত্তরং মানসং গত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যানুমাম্
 তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠ দৃশ্যতে মহদ্ভুতমএ॥১০৮
 তস্মিন্মির্কর্তৃয়েচ্ছুদ্ধং যথাশক্তি যথাবলম্।
 কামান্ স লভতে দিব্যাম্মোক্শোপায়ঞ্চ নিত্যশঃ
 মানসে সরসি শ্রেষ্ঠে দৃশ্যতে মহদদ্ভুতম্।

তপস্যা করেন, অদ্যাপি তাঁহার পদচিহ্ন ঐ তীর্থে
 দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে ধর্মপরায়ণ নর
 অল্পকাল মধ্যেই সর্পের নির্মোক পরিত্যাগের
 ন্যায় সর্বপাপ পরিত্যাগ করে। লেলিহান
 মহাসর্পগণ সর্বদা ফণা বিস্তার করিয়া ঐ তীর্থস্থান
 রক্ষা করে। সর্পগণ পাপিদিগের অতিশয় ভয়
 উৎপাদন করে এবং সিদ্ধগণের প্রীতি জন্মায়।
 ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত কনকনন্দী নামে এক তীর্থ
 আছে, এই তীর্থের উত্তরদিকে দেবর্ষিগণসেবিত
 এক-তীর্থ বিরাজিত; ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানব
 খেচরত্ব ও কামকারিত্ব লাভ করিয়া স্বর্গে গমন
 করে। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয়
 হয় এবং শ্রাদ্ধকারী ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ
 করে। ঐ সরোবরের তীরে এক মহৎ দেবায়তন
 আছে, মানব ঐ স্থানে আরোহণ করিয়া জপ
 করিলে সিদ্ধি লাভ করত স্বর্গে গমন করেন।
 উত্তর মানস তীর্থে গমন করিয়া মানব উত্তম সিদ্ধি
 লাভ করে। ঐ স্থানে সুরশ্রেষ্ঠ অতি অদ্ভুতাকার

নিবশ্যুতা মহাভাগা হস্তরিক্ষে বিরাজিতে॥
 গঙ্গা ত্রিপথগা দেবী সোমপাদাচ্চ্যুতা ভূবি।
 আকাশে দৃশ্যতে তত্র তোরণং সূর্য্যসন্নিভম্।
 জাম্বুনদময়ং দিব্যং স্বর্গদ্বারমিবায়তম্।
 যতঃ প্রবর্ততে ভূয়ঃ পূর্ব্বসাগরমন্তিমম্॥১১২
 পাবনীং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মজ্ঞানাং বিশেষতঃ।
 চন্দ্রভাগা চ সিদ্ধুশ্চ উভে মানসসন্নিভে।
 সাগরং পশ্চিমং যাতি দিব্যসিদ্ধুনদীবরঃ॥
 পর্ব্বতো হিমবান্নাম নানাধাতুবিভূষিতঃ।
 যোজনানাং সহস্রাণি আয়তোহশীতিরুচ্যতে॥
 সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।
 তত্র পুষ্করিণী রম্যা সুষুম্না নাম বিশ্রুতা॥১১৫
 দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জাসন্তু জীবতি।
 শ্রাদ্ধং ভবতি চানন্ত্যং তস্যাং দন্তং মহোদয়ম্
 তারয়েচ্চ যদা শ্রাদ্ধং দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্॥
 সর্ব্বং পুণ্যং হিমবতো গঙ্গা পুণ্যা চ সর্ব্বতঃ।

দৃষ্ট হন। এই তীর্থে গিয়া যথাশক্তি শ্রাদ্ধ করিলে
 দিব্য অভিলষিত ও মোক্ষোপায় লাভ হয়।
 সরোবরশ্রেষ্ঠ মানস তীর্থে এক অদ্ভুত দৃশ্য
 দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ স্থানে স্বর্গভ্রষ্টা এক
 মহাভাগা অন্তরিক্ষে বিরাজিত আছেন। ঐ স্থানে
 ত্রিপথগা গঙ্গা দেবী সোমপাদ হইতে চ্যুত হইয়া
 ভূতলে পতিত হইতেছেন। ঐ স্থান হইতে
 আকাশে এক সূর্য্য-সন্নিভ তোরণ দৃষ্ট হয়, ঐ
 তোরণ স্বর্ণময় ও স্বর্গদ্বারের ন্যায় আয়ত। ঐ
 স্থান হইতে সর্ব্বভূত বিশেষতঃ ধর্ম্মজ্ঞগণের
 পাবনী চন্দ্রভাগ ও সিদ্ধ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সাগরে
 মিলিত হইয়াছে। ৯৯—১১৩। নানা ধাতুবিভূষিত
 হিমবান্ নামক পর্ব্বত, অশীতি সহস্র যোজন
 আয়ত এবং সিদ্ধচারণসেবিত। এই হিমালয়ে
 সুষুম্না নামে এর রমণীয় সরোবর আছে; ঐ
 সরোবরে স্নান করিলে মানব দশ সহস্র বৎসর
 জীবিত থাকে এবং শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অনন্ত
 ফলদায়ক হয় ও শ্রাদ্ধকারী পূর্ব্বাপর দশ পুরুষ
 পর্য্যন্ত উদ্ধার করে। হিমবানের সকলই পুণ্যময়,—

সমুদ্রগাঃ সমুদ্রাশ্চ সৰ্কে পুণ্যাঃ সমস্ততঃ ॥১১৭॥
 এবমাদিষু সৰ্কেষু শ্রাদ্ধং নিবৰ্ত্তয়েদ্রুধঃ।
 পুতো ভবতি স্নাত্তা তু দত্তা তথৈব চ ॥
 শৈলসানুযু তুঙ্গেষু কন্দরেষু গুহাসু চ।
 উপহরনিতম্বেষু তথা প্রস্রবণেষু চ ॥১১৯॥
 পুলিনেস্বাপগানাক্ষ তথৈব প্রভবে যুগে।
 মহোদধৌ গবাং গোষ্ঠে সঙ্গমেষু বনেষু চ ॥
 অসংসৃষ্টোপলিপ্তাসু হৃদ্যাসু সুরভীষু চ।
 গোময়েনোপলিপ্তেষু বিবিঞ্জেষু গৃহেষু চ ॥
 কুর্য্যচ্ছ্রাদ্ধমথৈতেষু নিত্যমেব যথাবিধি।
 প্রদক্ষিণং দিশং গত্বা সৰ্বকামচিকীৰ্ষকঃ ॥১২২॥
 এতমেতেষু সৰ্কেষু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদতদ্রিতঃ।
 এবমেব তু মেধাবী ব্রাহ্মীং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
 ত্রৈবর্ণ্যে বিহিতে স্থানে ধৰ্ম্মবর্ণাশ্রমে তথা।
 কোপস্থানস্য সন্ত্যাগাৎ প্রাপ্যতে পিতৃপূজনম্
 তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ শ্রদ্ধাধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

গঙ্গাদেবী পাবনী, সমুদ্রগা অপরাপর নদী ও চতুর্দিকস্থ সমুদ্র পবিত্র। এই সকল তীর্থে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ করিবেন। এই সকল স্থানে স্নান, দান ও জল পান করিলেও পবিত্র হওয়া যায়। শৈলসানু, তুঙ্গ, কন্দর, গুহা, নির্জরন নিতম্ব, প্রস্রবণ, নদীপুলিল, প্রভব, যুগ মহোদধি, গোষ্ঠ, সঙ্গম, বন এবং অসংসৃষ্টোপলিপ্ত, হৃদ্য সুরভি লোময়োপলিপ্ত ও বিবিঞ্জ গৃহে যথাবিধি নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে। সৰ্বকামাভিলাষী ব্যক্তি শ্রাদ্ধের পর তিন বার ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করিবে। উক্ত সমস্ত থানে অতদ্রিত ভাবে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। এরূপ করিলে মানব মেধাবী হইয়া ব্রাহ্মী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে ত্রিবর্ণ বিরাজিত, বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তমোগুণের অভ্যস্তাভাব, সেই স্থানেই পিতৃগণ পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তীর্থসেবা করিয়া কৃতপাপ ব্যক্তিও যখন শুদ্ধি লাভ করে, তখন ধীর শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় শুভকৰ্ম্মকারী ব্যক্তিগণ যে, তীর্থসেবা

কৃতপাপশ্চ শুধ্যত পুনঃ শুভকৰ্ম্মকৃৎ ॥
 তিৰ্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেচ্চ কুদেশে ন চ জায়তে
 স্বর্গী ভবতি বৈ বিপ্রো মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্ধতি
 অশ্রদ্ধাধনাঃ পাপাপ্নো না শুকাঃ স্থিতসংশয়াঃ
 হেতুদ্রষ্টা চ পৈথিতে ন তীর্থফলমপ্নুতে ॥১২৭॥
 গুরুতীর্থে পরা সিদ্ধিস্তীর্থানাং পরমং পদম্।
 ধ্যানং তীর্থপরং তস্মাদব্রহ্মতীর্থং সনাতনম্ ॥
 উপবাসাৎ পরং ধ্যানমিন্দ্রিয়াণাং নিবৰ্ত্তনম্।
 উপবাসনিবদ্ধা হি প্রাণৈরিহ পুনঃপুনঃ ॥১২৯॥
 প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি চ।
 বুদ্ধিঃ মনসি সংযম্য সৰ্কেষাং তু নিবৰ্ত্তনম্ ॥
 প্রত্যাহারং পুনর্বিদ্ধি মোক্ষোপায়মসংশয়ম্।
 ইন্দ্রিয়াণাং ক্ষয়ং যাতি বিদ্যাদনশনং তপঃ।
 নিগ্রহাদবুদ্ধিমনসো রম্যা বুদ্ধিস্ত জায়তে ॥১৩২॥
 ক্ষীণেষু সৰ্বপাপেষু ক্ষীণেষুবেদ্রিয়েষু চ।

করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? তীর্থসেবী ব্যক্তি তিৰ্য্যক্ যোনিতে পতিত হন না; কুদেশে জন্মগ্রহণ করেন না; স্বর্গে বাস করেন এবং মোক্ষোপায় লাভ করেন। যাহারা অশ্রদ্ধাবান পাপী, নাস্তিক, সন্দিক্ধচিত্ত, ও হেতুদ্রষ্টা; তাহারা তীর্থ-ফলভাগী হয় না। গুরুতীর্থে পরমা সিদ্ধি বিরাজিত, ঐ তীর্থ তীর্থসকলের আশ্রয়। ধ্যানই পরম তীর্থস্বরূপ। এজন্য ধ্যানই সনাতন ব্রাহ্মতীর্থ বলিয়া উক্ত ১১৪—১২৮। উপবাস হইতে পরম ধ্যানরূপ ইন্দ্রিয়নিবৰ্ত্তন হয়। উপবাসনিবদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রাণবিস্তৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ জীবলোকে জন্মগ্রহণ করে। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়কে সমান করিয়া মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিলে সকলেরই নিবৃতি ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রত্যাহারের বিষয় ও মোক্ষোপায় শ্রবণ করুণ;— ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মনই অতীব ভয়ানক এবং বুদ্ধি প্রভৃতির জনক। অনাহার হইতে ইন্দ্রিয়াতির ক্ষয় হয়, অতএব অনশনকে তপ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধি ও

পরিনির্বাতি শুদ্ধাত্মা যথা বহ্নিনির্নিরুদ্ধনঃ ॥১৩৩
 কারণেভ্যো গুণেভ্যোহথ ব্যক্তাব্যক্তস্য
 কৃৎস্নশঃ।

বিযোজয়তি ক্ষেত্রজ্ঞং তেভ্যো যোগেন
 যোগবিৎ ॥১৩৪

তস্য নাস্তি গতিস্থানং ব্যক্তাব্যক্তং ন সংশয়ঃ
 নাসন্ন সদসচ্চৈব নৈব কিঞ্চিৎ স্থিতেরিতি ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পে
 তীর্থযাত্রা নাম সপ্তসপ্ততিতমো-
 হধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতিরূবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দানানি চ ফলানি চ।
 শ্রাদ্ধকর্ম্মণি মেধ্যানি বজ্জনীয়ানি যানি চ ॥১
 হিমপ্রপতনে কুর্যাদাহরেদ্বা হিমং ততঃ।
 অগ্নিহোত্রমতঃ পুণ্যং পরমং হি ততঃ স্মৃতম্ ॥
 নক্তং তু বজ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ।

মনের নিগ্রহ বশত বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মে। তাহাতে
 পাপ পুণ্য ও ইন্দ্রিয় সকল দ্বয় পাইলে, নিরুদ্ধন
 অনলের ন্যায় শুদ্ধাত্মা নির্বাণ প্রাপ্ত হন।
 যোগবিৎ ব্যক্তি নিখিল ব্যক্তাব্যক্ত পদার্থের
 কারণ ও গুণ হইতে আত্মাকে বিযোজিত করেন
 ইহার পর তাঁহার অস্তিত্ব না থাকা নিবন্ধ তাঁহার
 গতিস্থান, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কিছুই থাকে না এবং
 তিনি তখন সৎ বা সদসৎ কিছুই হন না ॥১২৯—
 ১৩৫।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ।

বৃহস্পতি বলিলেন,— অতঃপর শ্রাদ্ধ কর্ম্মে
 যাহা পবিত্র এবং যাহা বজ্জনীয়া তাহা শ্রবণ
 করুন। হিমপ্রপতন সময়ে হিম আহরণপূর্ব্বক
 এবং হিমাবসানে অগ্নিহোত্রী হইয়া শ্রাদ্ধ করা
 কর্তব্য। এইরূপ শ্রাদ্ধ পরম

সর্ব্বস্বেনাপি কর্তব্যং ক্ষিপ্ৰং বৈ রাহুদর্শনে ॥৩
 উপরাগে ন কুর্যাদ্যঃ পক্ষে গৌরিব সীদতি।
 কুর্বাণস্তু দ্বারেৎ পাপান্মজ্জনৌরব সাগরে ॥৪
 বৈশ্বদেবঞ্চ সৌমঞ্চ বহুমাংসপরং হবিঃ।
 বিধানং বজ্জয়েৎ খড়্গগমসূয়ানাশনায় বৈ ॥৫
 তৃপ্তা বৈ বার্য্যমাণস্তু দেবেশেন মহাত্মনা।
 পিবন্ শচীপতেঃ সোমং পৃথিব্যামপতৎ পুরা
 শ্যামাকান্ত তথোৎপন্নঃ পিতৃর্থমপি পূজিতাঃ।
 বিপ্রঃ স্তুতস্য নাসাভ্যামসক্তাভ্যাং তথেক্ষবঃ ॥
 শ্রেষ্ঠাণঃ শীতলা হৃদ্যা মধুরাশ্চ তাতক্ষরঃ।
 শ্যামাকৈরিন্দুভির্শৈব পিতৃণাং সাধ্বকামিকম্।
 কুর্যাদাগ্রয়ণং বস্তু স শীঘ্রং সিদ্ধিমাণুয়াৎ ॥৬
 শ্যামাকা হস্তিনামা চ পটোলং বৃহতীফলম্।
 অগস্ত্যস্য শিখা তীত্রা কষায়াঃ সর্ব্ব এব চ ॥৭

পুণ্যজনক। রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ বজ্জন করিবে। রাত্রি
 ভিন্ন অন্য সময়ে রাহুদর্শন ঘটিলে সর্ব্বস্ব ব্যয়
 করিয়াও শ্রাদ্ধ এবং দান করিবে। গ্রহণে যে ব্যক্তি
 শ্রাদ্ধ না করে, সে পক্ষমণ্ড গাভীর ন্যায় পাপপক্ষে
 অবস্থান করে। যে ব্যক্তি উপরাগে শ্রাদ্ধ করেন,
 তিনি সমুদ্রের জলরাশি হইতে মগ্নোচ্ছিতের
 ন্যায় উদ্ধার প্রাপ্ত হন। বহু-মাংসপরহবি ও
 বিধানবজ্জিত খড়্গগমান, বিশ্বদেব ও সৌম্য
 পিতৃগণের প্রিয়; এ সকল বস্তু শ্রাদ্ধে দান করিলে
 অসূয়ানাশ হয়। একদা তৃপ্তা মহাত্মা দেবেশ কর্তৃক
 নিবারিত হওয়াও শচীপতির সোমরস পান করত
 পৃথিবীতলে পতিত হয়। ঐ সময় পিতৃগণের পূজার
 জন্য শ্যামাক ধান্য উৎপন্ন হয় এবং ভূপতিত তৃপ্তার
 নাসারসদ্বয় হইতে শ্লেষ্মাবিন্দু নিপতিত হওয়ায়
 তাহা হইতেই ইন্দু জন্মে। ঐ ইন্দু শ্লেষ্মবর্ধক,
 শীতল, হৃদ্য ও মধুর। শ্যামাক ও ইন্দু এতদুভয়
 পিতৃগণের সর্ব্বথা তৃপ্তিবিধান করে। যে ব্যক্তি
 এই বস্তু শ্রাদ্ধের জন্য আহরণ করে সে, অচিরাৎ
 সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১-৮। শ্যামাক, হস্তিনাম, পটোল,
 বৃহতীফল ও অগস্ত্যশিখা, ইহারা অতিশয় তীব্র ও

এবমাদীনি চান্যানি স্বাদুনি মধুরাণি চ।
 নাগরং চাত্র বৈ দেয়ং দীর্ঘমূলকমেব চ।।১০
 বংশীকবীরাঃ সুরসাঃ সজ্জকং ভৃঙ্গুগাণি চ।
 বজ্জনীয়ানি বক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মাণি নিত্যশঃ।।১১
 লগুনং গৃঞ্জনধৈম পলাণ্ডুং পিণ্ডুলকম্।
 করন্তাদ্যানি চান্যানি হীনানি রসগন্ধতঃ।।১২
 শ্রাদ্ধকৰ্ম্মাণি বজ্জানি কারণধ্বজ বক্ষ্যতে।
 পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে নিজ্জিতস্য বলেঃ সুরৈঃ
 ব্রণেভ্যো বিস্ফুরন্তৌ বৈ পতিতা রক্ত বন্দবঃ
 তত এতানি বজ্জানি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মাণি নিত্যশঃ।।
 অর্থ বেদোক্তনির্যাসা লবণান্যুষরাণি চ।
 শ্রাদ্ধকৰ্ম্মাণি বজ্জানি যাশ্চ নার্যো রজস্বলাঃ।।
 দুর্গন্ধং ফেনিলধৈম তথা বৈ পঞ্চলোদকম্।
 ন লভেদ্যত্র গৌস্তপ্তিং নক্তং যচ্চৈব গৃহ্যতে
 আবিষ্কং মার্গমৌষ্টিকং সৰ্ব্বমেকশফঞ্চ যৎ।
 মাহিষং চামরধৈম পয়ো বজ্জ্যং বিজানতা।।১৭
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বজ্জান্ দেশান
 প্রযত্নতঃ।

কষায়। ইহারা এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও
 স্বাদু, মধুর শ্রাদ্ধোপযোগী ফলাদি আছে ; যথা
 —নাগর, দীর্ঘমূলক, সুরস, বংশীকবীর, সজ্জক
 ও ভৃঙ্গু। অতঃপর শ্রাদ্ধে বজ্জনীয় ফলমূলাদির
 বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি ; যথা লগুন, গৃঞ্জন,
 পলাণ্ডু, পিণ্ডুলক, এবং করন্তাদি অন্যান্য নিকৃষ্ট
 রস-গন্ধযুক্ত দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে
 বজ্জিত হইবার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ;
 — পূর্বে দেবাসুর দেবাসুর যুদ্ধসময়ে রক্তবিন্দু
 সকল নিপতিত হয়, তাহা হইতেই এই সকল
 দ্রব্যের উৎপত্তি ; এজন্য ইহারা শ্রাদ্ধে বজ্জনীয়।
 বেদবিহিত সমস্ত নির্যাস, লবণ, উষর এবং
 রজস্বলা স্ত্রী শ্রাদ্ধে এই সকল বজ্জনীয়।
 দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য, ফেনিল দ্রব্য, পঞ্চদোলক, যে
 জল গো-তৃপ্তিজনক নহে, যে জল রাত্রিতে
 তুলিয়া রাখা হয়, সেই আবিষ্ক, মার্গ, ঔষ্ট্র,

ন দ্রষ্টব্যঞ্চ যৈঃ শ্রাদ্ধ শৌচাশৌচঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
 বন্যমূলফলাহারৈঃ শ্রাদ্ধ কুর্য্যাদু শ্রদ্ধয়া।
 রাষ্ট্রমষ্টমবাপ্রোতি স্বর্গং মোক্ষং যশস্করম্।।১৯
 অনিষ্টশব্দসঙ্কীর্ণং জন্তুব্যাণ্ডমবাণি বা।
 পুতিগন্ধ্যাং তথা ভূমিং শ্রাদ্ধকৰ্ম্মাণি বজ্জয়েৎ।।
 নদ্যঃ সাগরপর্যন্তা দ্বারং দক্ষিণপূর্বতঃ।
 ত্রিশঙ্কুং বজ্জয়েদ্দেশং সৰ্ব্বং দ্বাদশযোজনম্।।২১
 উত্তরেণ মহানদ্যা দক্ষিণেন চ কৈকটাৎ।
 দেশস্ত্রৈশঙ্কবো নাম বজ্জিতঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মাণি।।২২
 কারস্করাঃ কলিঙ্গাশ্চ সিদ্ধোরন্তরমেব চ।
 প্রনষ্টাশ্রমধর্ম্মাশ্চ বজ্জ্যা দেশাঃ প্রযত্নতঃ।।২৩
 নগ্নাদয়ো ন পশ্যেৎসুঃ শ্রাদ্ধমেবং ব্যবস্থিতম্।
 গচ্ছন্তি তৈস্তৈদৃষ্টানি ন পিতৃন পিতামহান্।।
 শংযুজুরুবাচ।

নগ্নাদীন ভগবান্ সম্যজনমাদ্য পরিপৃচ্ছতঃ।
 কথয় দ্বিজমুখ্যাগ্র বিস্তরেণ যথাতথম্।।২৫

একশফ, এবং মাহিষ ও চামর দুই শ্রাদ্ধে বজ্জনীয়।
 অতঃপর শ্রাদ্ধে বজ্জনীয় দেশসমূহ এবং
 যাহাদিগকে শ্রাদ্ধ দেখিতে নাই এবং যে সকল
 শ্রাদ্ধীয় শৌচাশৌচ তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করিব। বন্য
 ফল মূল আহরণ করিয়া শ্রাদ্ধপূর্বক শ্রাদ্ধ করা
 কৰ্ত্তব্য। এরূপ করিলে রাজ্য ইষ্ট লাভ করে, ও
 শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি যশস্কর স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
 অনিষ্ট শব্দ-সঙ্কীর্ণ ও জন্তুব্যাণ্ড দেশ এবং
 পুতিগন্ধা ভূমি শ্রাদ্ধে বজ্জনীয়। সাগরপর্যন্ত গামী
 নদীসমূহের তীর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকের দ্বার এবং
 দ্বাদশ যোজনপরিমিত সমস্ত ত্রিশঙ্কু দেশ শ্রাদ্ধে
 বজ্জনীয়। ১-২২। মহানদীর উত্তর দিকে এবং
 কৈকটের দক্ষিণ দিকে ত্রিশঙ্কু দেশ অবস্থিত। এই
 দেশ শ্রাদ্ধে বজ্জনীয়। কারস্কর, কলিঙ্গ, ও সিদ্ধু
 নদীর উত্তর দিক্‌ভাগ এবং আশ্রম ধর্ম্মহীন দেশ
 সকল প্রযত্ন সহকারে পরিত্যাজ্য। নগ্ন বা উলঙ্গ
 প্রভৃতি লোক শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। নগ্নাদি-দৃষ্ট
 শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পিতৃপিতামহগণ প্রাপ্ত হন না। শংযু
 বলিলেন,—হে ভগবন্! দ্বিজমুখ্যাগ্রগণ্য!

এবমুদ্ভোগ মহাতেজা বৃহস্পতিরুবাচ তম্।
সৰ্বেষামেব ভূতানাং ত্রয়ী সম্বরণং স্মৃতম্।।২৬
পরিত্যজাত যো মোহাতে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ
প্রলীয়তে নরো যস্মান্নিরালম্ব্যচ যো বৃষঃ।।২৭
বৃষং যশ্চ পরিত্যজ্য মোক্ষমন্যত্র মাগতি।
বৃথা বেদাশ্রমাস্তস্মিন্ য বৈ সম্যগ্ ন পশ্যতি।।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যা বৃষলাশ্চৈব সৰ্বশঃ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে নিজ্জিতৈরসুরৈস্তদা।।২৯
পাষণ্ডবৈকৃতান্তাত্র সৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবাঃ।
যদ্বিশ্রাদ্ধকনির্গৃহ্যঃ শক্ত্যা জীবন্তি কপটাঃ।।
যে ধর্মং নানুবর্ততে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ।
বৃথাজটী বৃথামুণ্ডী বৃথানগ্নশ্চ যো দ্বিজঃ।।৩১
বৃথাব্রতী বৃথাজাপী তে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ।
কুলঙ্কমা নিকাশাশ্চ তথা পুষ্টিকলংশকাঃ।।৩২
কৃতকর্মাপক্ষিতাস্থেতে কুপথাঃ পরিকীর্তিতাঃ।

উলঙ্গাদির বিষয় আমি যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি,
আপনি তাহা আমাকে বিস্তৃত রূপে কীর্তন করুন।
মহাতেজা বৃহস্পতি এইরূপ অভিহিত হইয়া
তাঁহাকে বলিলেন,— ত্রয়ী সর্বভূতের
আবরণস্বরূপ ; সেই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ, যাহারা
পরিত্যাগ করে, তাহারাই নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ।
মানবগণ লয় প্রাপ্ত হইলে ধর্মরূপ বৃষ নিরালম্ব
হয় ; যাহারা ঐ ধর্মরূপী বৃষকে পরিত্যাগ করিয়া
অন্যত্র বেদাদিতে মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করে, মোক্ষ
তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের বেদাদি
পাঠের পরিশ্রম বৃথা হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়, পূর্বে দেবাসুর-যুদ্ধে
নিজিত অসুরগণ কর্তৃক পাষণ্ডরূপে পরিণত হয়,
এই সৃষ্টি স্বয়ম্ভুকৃত নহে। এই অবস্থায় তাহারা
শ্রাদ্ধবিহীন ও ধর্মশাস্ত্রহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারে
জীবন যাপন করে। যাহারা স্বীয় ধর্ম আচরণ না
করে তাহারাই নগ্ন ; অতএব পূর্বোক্ত
জাতিচতুষ্টয় স্বীয় ধর্মভ্রষ্ট নগ্নপদবাচ্য হইয়াছিল।
বৃথা জটী, বৃথা মুণ্ডী, বৃথা নগ্ন, বৃথাব্রতী ও
বৃথাজপী হইয়া নগ্ন। কুলঙ্কম, নিকাশ,

এভিনিবৃত্তং বা শ্রাদ্ধং বৃথা গচ্ছতি মানবান্।।
ব্রহ্মঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ নাস্তিকা গুরুতল্লগাঃ।
দস্যবশ্চ নৃশংসশ্চ দর্শনেনৈব বজ্জিতাঃ।।৩৪
যে চান্যে পাপকর্মণিঃ সর্বস্তান্ পরিবজ্জয়েৎ
দেবদেবর্ষিনিন্দায়াং রতাস্চৈব বিশেষতঃ।।৩৫
অসুরান্ যাতুধানাংশ্চ দৃষ্টমেভিরজন্ত্যত।
ব্রাহ্মাণ্ড কৃতযুগং পোস্তং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং
স্মৃতম্।
বৈশ্যং দ্বাপরমিত্যাঙ্কং শূদ্রং কলিযুগং স্মৃতম্।।
পিতর উচুঃ।

বেদাঃ কৃতযুগে পূজ্যাস্ত্রেতায়াস্ত সুরাস্তথা।
যুদ্ধানি দ্বাপরে নিত্যং পাষণ্ডাশ্চ কলৌ যুগে।।
অপমানাপবিত্রশ্চ কুকুটো গ্রাম্যশূকরঃ।
শ্বা চৈব দর্শনাদেব হস্তি শ্রাদ্ধ ন সংশয়ঃ।।৩৮
শাবসূতকসংসৃষ্টো দীর্ঘরোগিভিরেব চ।
মলিনৈঃ পতিতৈশ্চৈব ন দ্রষ্টব্যং কথঞ্চন।।৩৯
অন্নং পশ্যেযুবেতে বৈ নৈতৎস্যাদ্ধব্যকব্যয়োঃ
তৎ সংস্পৃষ্টং প্রধানার্থং সংস্কারস্থাপদো ভবেৎ

পুষ্টিকলংশক, ও কৃতকর্ম-ক্ষুণ্ণী, এই সকল
কুপথ বলিয়া কথিত। এই কুপথগামী
মানবগণকর্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ বৃথা হয়। ব্রহ্মায়, কৃতঘ্ন,
নাস্তিক, গুরুতল্লগ, দস্যু ও নৃশংস, ইহারা শ্রাদ্ধ-
দর্শনমাত্রেই বজ্জিতীয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর
পাপকর্মকারী, দেব ও দেবর্ষিনিন্দক, অসুর ও
যাতুধানদিগকে শ্রাদ্ধে বজ্জন করা কর্তব্য। সত্য
ব্রাহ্মযুগ, ত্রেতা ক্ষত্র, দ্বাপর বৈশ্য ও কলি শূদ্র
যুগ বলিয়া কীর্তিত। ২৩-৩৬। পিতৃগণ বলেন,—
কৃতযুগে বেদ পূজ্য, ত্রেতায় সুরগণ, দ্বাপরে
যুদ্ধবিদ্যা, ও কলিকালে কেবল পাষণ্ডগণই পূজার
পাত্র। অপমানিত, অপবিত্র, কুকুট, গ্রাম্যশূকর
ও কুকুর, ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিবামাত্র শ্রাদ্ধ
পণ্ড হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।
শাপাশৌচী, সূতকাশৌচী, চিররোগী, মলিন ও
পতিত ব্যক্তি কদাচ শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। যদি
ইহারা শ্রাদ্ধীয় অন্ন দর্শন করে, তাহা হইলে ঐ

হবিষাং সংহতানাস্তু পূৰ্ণমেব বিবৰ্জ্জনম্।
 মৃৎসংযুক্তাভিরস্তিষ্ণু প্রোক্ষণঞ্চ বিধীয়তে।।৪১
 সিদ্ধার্থকৈঃ কৃষ্ণতিলৈঃ কার্য্যং বাপ্যবকীরণম্।
 গুরুসূর্য্যাগ্নিবস্তুনাং দর্শনং বাপি যত্নতঃ।।৪২
 আসনারূঢ়মানেষু পাদোপহতমেব চ।
 অমেধ্যৈর্জঙ্গমৈর্দুষ্টিং শুদ্ধং পর্যুষিতঞ্চ যৎ।।৪২
 অশিতং পরিদুষ্টঞ্চ তথৈবাগ্রাবলেহিতম্।
 শর্করাকেশপাষাণৈঃ কীটৈর্ঘৃচাপ্যপদ্ধতম্।।
 পিণ্যাকমথিতধৈর্য তথা তিলযবাদিষু।
 সিদ্ধাঙ্কতাশ্চ যে ভক্ষ্যাঃ প্রত্যক্ষলবণীকৃতাঃ।।
 বাসসা চাবধূতানি বৰ্জ্জ্যানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
 সন্তি বেদবিরোধেন কোচাৎজ্ঞানমানিনঃ।।৪৬
 অযজ্ঞপতয়ো নাম তে শ্রাদ্ধস্য যথা রজঃ।
 দধি শাকং তথাভক্ষ্যাঃ শুক্লং চৌষং বিবৰ্জ্জিতম্।
 বার্তাকং বৰ্জ্জয়েদ্দদ্যাং সর্ব্বনভিষবানপি।
 সৈন্ধবং লবণং যচ্চ তথা মানসসত্ত্ববম্।।৪৮

পবিত্রং পরমং হ্যেতৎ প্রত্যক্ষমপি বর্ত্ততে।
 অগ্নৌ নিক্ষিপ্যং গৃহ্ময়াদ্বস্তৌ প্রক্ষিপ্য যত্নতঃ
 গময়েন্মস্তকধৈর্য ব্রহ্মতীর্থং হি তৎ স্মৃতম্।
 দ্রব্যানাং প্রোক্ষণং কার্য্যং তথৈবাবপনং পুনঃ
 নিধায় চাষ্টিং সিংহেত তথৈবাস্তু নিবেশনম্
 আরষ্টতুমুলে বিশ্বং ত্রিঙ্গুদশ্বদনান্যপি।।৫১
 বিদলানাঞ্চ সর্কেষাং চন্মচ্ছৌচমিষ্যতে।
 তথা দস্তাশ্চিদারুণাং শৃঙ্গাণাং চাবলেখনম্।।৫২
 সর্কেষাং মৃগয়ানাস্তু পুনর্দাহ উদাহতঃ।
 মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খমণেশ্চুথা।।৫৩
 সিদ্ধার্থকানাং কঙ্কেন তিলকঙ্কেন বা পুনঃ।
 স্যাচ্ছৌচং সর্ব্ববালানামাবিকানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।।৫৪
 আবিকানাঞ্চ সর্কেষাং মৃত্তিরাস্ত্রবিধীয়তে।
 আদ্যস্তয়োস্তু শৌচানামাষ্টিং প্রক্ষালনং পুনঃ।।
 তথা কার্পাসিকানাঞ্চ ভস্মনা সমুদাহতম্।
 ফলপুষ্পশলাকানাং প্লাবনঞ্চাস্তিরিষ্যতে।।৫৬

অন্ন হব্য-কব্যের উপযুক্ত হইবে না এবং
 তৎসংস্পৃষ্ট সংস্কারকার্য্যও বিপৎসঙ্কুল হইবে।
 সংহত অর্থাৎ জমাট বাঁধা ঘৃত লইয়া কার্য্য করিবে
 না। মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করা বিধেয়।
 শ্বেতসর্বপ ও কৃষ্ণতিল বিকিরণ করিবে। গুরু,
 সূর্য্য, অগ্নি ও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল যত্ন সহকারে
 নিরীক্ষণ করিবে। আসনারূঢ় হইলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য
 সকলের মধ্যে যাহা পাদোপহত, অমেধ্য জঙ্গ
 ম-দুষ্ট, শুদ্ধ পর্যুষিত, অশিত, পরিদুষ্ট,
 অগ্রাবলেহিত বালুক্য, কঙ্কর, কেশ ও কীট দুষ্ট,
 পিণ্যাক-মথিত তিল ও যব, বিদ্ধাঙ্কত, প্রভক্ষ
 লবণীকৃত ভক্ষ্য এবং বস্ত্রপৃষ্ঠ হয়, তাহা শ্রাদ্ধ
 কর্ম্মে বৰ্জ্জন করিবে। অযজ্ঞপাত নামে কতিপয়
 বেদবিরোধী বিজ্ঞানমানী ব্যক্তি আছে, রজঃ
 পদার্থের সহিত শ্রাদ্ধের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাদের
 সহিতও শ্রাদ্ধের সেইরূপ সম্বন্ধই জানিবে। দধি,
 শাক, অন্যান্য অভক্ষ্য, শুদ্ধ চূষ্য এবং বার্তাকু,
 এই সকল বস্তু শ্রাদ্ধে বৰ্জ্জনীয়। সর্ব্বঅভিষব,
 সৈন্ধব লবণ ও মানসসত্ত্বব লবণ, এই সকল

বস্তু শ্রাদ্ধে প্রদেয়। সৈন্ধব লবণ ও মানসসত্ত্বব
 লবণ এই বস্তুদ্বয় প্রত্যক্ষ লবণ হইলেও পরম
 পবিত্র; ইহাদিগের লবণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া
 পরে যত্নসহকারে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিবে এবং ঐ
 হস্ত মস্তকে স্পর্শ করাইবে, কে না, মস্তক
 ব্রহ্মতীর্থ বলিয়া অভিহিত। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের প্রোক্ষণ
 ও আবপন কর্তব্য। শ্রাদ্ধীয় সকল দ্রব্যই জলে
 ডুবাইয়া ধৌত করিয়া লইতে হয়। অরিষ্ট, তুমুল,
 বিশ্ব, ইন্দ্রদ, স্বদন, এবং বিদলের চন্মবৎশৌচ
 কার্য্য বিধেয়। দস্ত, অস্থি, দারু, ও শৃঙ্গ প্রভৃতির
 অবলেখন করা উচিত। ৩৭—৫২। মৃগয় পাত্র
 সকলের পুনরায় দাহ করিলে শুদ্ধি হয়। মণি,
 বজ্র, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ, কেশ ও মণি প্রভৃতির
 সিদ্ধার্থক-কঙ্ক ও তিলকঙ্ক দ্বারা শুদ্ধি হয়।
 আবিকসমূহের শুদ্ধি মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হয়।
 আদ্যস্ত যত দ্রব্য বলা হইয়াছে, তাবৎ সকলেরই
 শুদ্ধি জল প্রক্ষালনে ও বাপাসিক দ্রব্যের শুদ্ধি
 জল প্রক্ষালনে ও বাপাসিক দ্রব্যের শুদ্ধি
 তস্মদ্বারা হয়। ফল, পুষ্প ও শলাকার

সম্মার্জনং পোক্ষণঞ্চ ভূমৈশ্চৈবোপলেপনম্।
নিজ্জন্ম বাহ্যতো গ্রামাদ্বায়ুপুতা বসুন্ধরা ॥৫৭
ধনুস্বাৎপক্ষিগাঐষ্ম মৃত্তিঃ শৌচং বিধীয়তে।
এবমেব সমুদ্ভিষ্টঃ শৌচানাং বিধিরন্তমঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৫৮
প্রাতর্গৃহাৎ পশ্চিমদক্ষিণেন
ইষুক্লেপং চাক্ষমাত্রং পদঞ্চ।
কুর্যাৎ পুরীষঞ্চ শিরোহবণ্ডা
ন চ স্পৃশেত্তত্র শিরঃ করেণ ॥৫৯
শুক্লেস্তূণৈর্কা কাঠৈর্কা পত্রৈর্বণ্ডদলেন বা।
মৃগ্যৈর্ভাজনৈর্বাপি তিরোধায় বসুন্ধরাম্ ॥৬০
উদ্ধৃতোদকমাদায় মৃত্তিকাঐষ্ম বাগ্ধ্যতঃ।
দিবা উদমুখঃ কুর্যাদ্রাতৌ বৈ দক্ষিণামুখঃ।
দক্ষিণেন চ হস্তেন গৃহীয়াদৈ কমণ্ডলুম্।
শৌচঞ্চ বামহস্তেন ওদে তিস্তস্ত মৃত্তিকাঃ।
দশ চাপি পুনর্দদ্যাদ্বামহস্তক্রমেণ তু।

শুদ্ধি জলপ্লাবন দ্বারা হয়। সম্মার্জন, প্রোক্ষণ ও উপলেপন দ্বারা ভূমির শুদ্ধি বিহিত আছে। গ্রামবহির্ভূত বসুন্ধরা বায়ু দ্বারা পবিত্র হন। ধনুর্কারী ও পক্ষিগণের মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ বিহিত হইয়াছে। এইত একরকম উত্তম শৌচবিধি বলা হইল, পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে গৃহ হইতে কিয়দূরে পশ্চিমদক্ষিণদিকে এক ইষুক্লেপ করিয়া ঐ ইষুপতন স্থানে পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় মস্তকে হস্ত প্রদান করিবে না। পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কতৃণ, কাঠ, পত্র, বেণদল বা মৃগ্য ভাজন দ্বারা বসুন্ধরাকে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ঐ সময় উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বাগ্ধ্যত হইয়া দিবাভাগে উত্তরমুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলত্যাগ করিবে। মল ত্যাগান্তে দক্ষিণহস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া বামহস্ত দ্বারা মলদ্বারে তিনবার মৃত্তিকা প্রদানপূর্বক পুনরায়

দ্বাভ্যাং বাপি পুনর্দদ্যাদ্ভাজনাং পঞ্চ মৃত্তিকাঃ
মৃদা প্রক্ষাল্য পাদৌ আচম্য চ যথাবিধি।
আপস্ত্যাজ্যাস্ত্রয়শ্চৈব সূর্য্যাগ্নিপবনাস্তসাম ॥
কুর্যাৎ সন্নিহিতং নত্যং প্রাজ্জস্তীর্থে কমণ্ডলুম্
অসৎকার্য্যং কার্য্যামেতৈর্ষথাবৎ পাদধাবনম্ ॥
আচমনং দ্বিতীয়েন দেবকার্য্যং ততঃ পরম্।
উপবাসস্ত্রিরাত্রস্ত দুষ্টহস্তে হৃদাহতিঃ ॥৬৬
বিপ্রকৃষ্টেন কৃচ্ছ্রেণ প্রায়শ্চিত্তমুদাহতম্।
স্পৃষ্টা স্থানং স্বপাকং বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥
মানুষ্যস্থানি সংস্পৃশ্য উপোষ্য গুদ্বিকারণম্।
ত্রিরাত্রমুত্তং সম্নেহমেকরীত্রমতোহন্যথা ॥৬৮
কারঙ্করাঃ পুলিন্দাশ্চ তথাত্ত্রশবরাদয়ঃ।
পীত্বা চাপো ভূতিলয়ে গত্বা চৈব যুগন্ধরাম্ ॥
সিদ্ধোত্তরপর্য্যন্তং তথা দিব্যন্তরে শতম্।
পাপদেশাশ্চ যে কেচিৎপাপৈরধ্যুষিতা জনৈঃ ॥

বামহস্তে দশবার এবং উভয় হস্তে দুই ও পাঁচবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। পাদদেশে মৃত্তিকা প্রদান ও প্রক্ষালনপূর্বক যথাবিধি আচমন করিবে এবং সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণোদ্দেশে তিনবার জল অর্পণ করিবে। প্রাজ্জ ব্যক্তি তীর্থক্ষেত্রে সর্বদা কমণ্ডলু নিকটে রাখিবে। পাদধাবনাদি অসৎ কার্য্যও এই কমণ্ডলুর জল দ্বারা করিবে। পাদধাবনের পর দ্বিতীয়বার আচমন, তার পর দেবকার্য্য এই দুই কার্য্যও ঐ জলে করিতে হইবে। হস্ত অপবিত্র থাকিতে আচমন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস উদাহত হইয়াছে। যথাকালে উপবাস না করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। কুকুর ও চণ্ডালকে স্পর্শ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতচরণ করিবে। ৫৩— ৬৭। মনুষ্যাস্ত্রি স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য উপবাস করিতে হয়; উপবাস—ত্রিরাত্র অনুগ্রহে একরাত্র মাত্র। কারঙ্কর, পুলিন্দ, অন্ধ্র ও শবর প্রভৃতি জাতি ভূতিলয়ে জল পান করত যুগন্ধরায় কুল পর্য্যন্ত শত শত বর্ষ যাবৎ বাস করিতেছে।

শিষ্টৈশ্চ বর্জিতা যে চ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
 গত্বা দেশানপূর্ণ্যাংস্ত্ব কৃৎস্নং পাপং সমশ্রুতে॥
 মনোব্যক্তিরথাগ্নিশ্চ কালে চৈবোপলেপনম্।
 বিখ্যাপনঞ্চ শৌচানাং নিত্যমজ্ঞান মেব চ॥
 অতোহন্যথা তু যঃ কুর্য্যান্মোহাচ্ছেদস্য সঙ্করম্।
 পিশাচ ন যাতুধানাংশ্চ ফলং গচ্ছত্যসংশয়॥
 শৌচমশ্রদ্ধাধানস্য শ্লেচ্ছজাতিষু জায়তে।
 অযজ্ঞাশ্চৈব পাপো বা তির্য্যগ্যোনিগতোহপি
 বা॥৭৪

শৌচেন মোক্ষং কুর্বাণঃ স্বর্গবাসী ভবেন্নরঃ।
 শুচিকামা হি দেবা বৈ দেবৈরেতদুদাহৃতম্॥
 বীভৎসমশ্রুতিধর্ম বর্জয়ান্তি সুরাঃ সদা।
 ত্রীণি শৌচানি কুর্বাণ্ডি ন্যায়তঃ শুভকর্মণঃ॥
 ব্রহ্মণ্যায়াতিথেরায় শৌচযুক্তায় ধীমতে।
 পেতৃভক্তায় দান্তায় সানুক্ৰোশায় চ দ্বিজাঃ॥
 তৈস্তৈ প্রীতাঃ প্রযচ্ছন্তি পিতরো যোগবর্দ্ধনাঃ
 মনসা কাঙ্ক্ষিতান্ কামাংস্তৈলোক্যপ্রভবানিতি
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পো
 নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥৭৮॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

পাপ দেশসমূহে পাপিষ্ঠ লোকেরাই বাস করে।
 বেদপরাগ শিষ্ট ব্রাহ্মণগণ যে দেশ বর্জন
 করিয়াছেন, সেই সকল দেশ পাপসঙ্কুল, তথায়
 বাস করিলে মহাপাপ হয়। মনোব্যক্তি, অগ্নি,
 নির্দিষ্টকালে উপলেপন এবং অজ্ঞান এই সকলই
 শৌচ-সাধন। যে ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত শৌচ সঙ্কর
 করে, সেই ব্যক্তি পিশাচ ও যাতুধান-সমীপে
 গমন করে। যে শৌচ মানে না, তাহার
 শ্লেচ্ছযোনিতে গতি হয়। অযজ্ঞকারী ও পাপীরা
 তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অশুচি
 ব্যক্তিকে শুচি করিয়া দেয়, সেই ব্যক্তি স্বর্গবাসী
 হয়। দেবতাগণ শুচি কামনা করেন এবং
 তাঁহারাই শৌচ বিধান করিয়াছেন। সুরগণ অশুচি
 বীভৎস ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন। শুভকর্মা

অহো ধীমংস্ত্রয়া সূত শ্রাদ্ধকল্পস্ত কীর্তিতঃ।
 শ্রুতো নঃ শ্রাদ্ধকল্পো বৈ ঋষিভিঃ পরিকীর্তিতঃ
 অতীব বিস্তরো যস্য বিশেষেণ প্রকীর্তিতাঃ।
 বদ শেষং মহাপ্রাজ্ঞ ঋষেস্তস্য যথামতম্॥২
 সূত উবাচ।

কীর্তয়িষ্যামি তে বিপ্রা ঋষেস্তস্য মতস্ত্ব যৎ
 শ্রাদ্ধ প্রতি মহাভাগান্তন্মে শৃণুত বিস্তরাৎ॥
 উক্তং শ্রাদ্ধ ময়া পূর্বং বিধিশ্চ শ্রাদ্ধকর্মণি।
 পরিশিষ্টং প্রবক্ষ্যামি ব্রাহ্মণানাং যথাক্রমম্॥
 ন মীমাংসাঃ সদা বিপ্রাঃ পবিত্রং হ্যেতদুত্তমম্
 দৈবে পিত্রে চ সততং শ্রয়তে বৈ পরীক্ষণম্
 যস্মিন্ দোষাঃ প্রপশ্যেরন্ সন্তির্বা বর্জিতস্ত্ব যঃ
 জনীয়াহ্যপি সংবাসাদ্বর্জয়েত্তং প্রযত্নতঃ॥

ব্যক্তিগণ তিনটি শৌচ-কর্ম করিয়া থাকেন। হে
 দ্বিজগণ! যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ ব্রাহ্মণ্য, আতিথেয়,
 শৌচযুক্ত, ধীমান, পিতৃভক্ত, দান্ত এবং সানুক্ৰোশ
 ব্যক্তিকে তত্ত্বং কর্ম দ্বারা প্রীত হইয়া মনোগত
 নিখিল কামনা প্রদান করেন। ৬৮—৭৮।

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্তি। ৬৮।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বরিলেন, —হে ধীমান! সূত! আপনি
 নিখিল শ্রাদ্ধকল্প কীর্তন করিয়াছেন, সেই
 অতিবিস্তৃত ঋষি-কল্পিত শ্রাদ্ধ কল্প আমরা শ্রবণ
 করিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অধুনা অবশিষ্ট ঋষিমত
 কীর্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় যাহা অবশিষ্ট ঋষিমত, আমি
 বিস্তৃতরূপে কীর্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ
 করুন পূর্বে শ্রাদ্ধ ও শ্রাদ্ধবিধি কীর্তন করিয়াছি,
 এক্ষণে পরিশিষ্ট—শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ সন্নিবেশের ক্রম
 কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা
 অমীমাংস্য; ব্রাহ্মণ-সন্নিবেশ অত্যুত্তম পবিত্র কার্য্য।
 কিন্তু দৈব ও

অবিজ্ঞাতং দ্বিজং শ্রাদ্ধে পরীক্ষিত সদা বুধঃ
সিদ্ধ হি বিপ্ররূপেণ চরন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥৭
তস্মাদতিথিমায়াস্তমভিগচ্ছেৎ কৃতাজ্জলিঃ।
পূজয়েচ্চাপি পাদ্যেন পাদাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ ॥
উর্কীং সাগরপর্যন্তং দেবা যোগেশ্বরাস্তথা।
নানরূপৈশ্চর্যন্ত্যেতে প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥
অর্চয়ত্বা ততো দদ্যাৎপ্রাসাতিথয়ে নরঃ।
ব্যঞ্জনানি চ ভক্ষ্যাণি ফলং তেষাং তথৈব চ ॥
অগ্নিষ্টোমস্ত পয়সা প্রাপুয়াদ্বৈ তথা শ্রুতম্।
সর্পিষা তু শুভং চক্ষুঃ ষোড়শাহফলং লভেৎ।
মধুনা ত্বতিরাত্রস্য ফলঞ্চ সমবাপুয়াৎ ॥১১

তৎপ্রাপুয়াচ্ছুদধানো নরো বৈ
সর্ব্বৈঃ কামৈর্ভোজয়েদ্বৈ বিপ্রান্।

পিত্র্য কর্ম্মে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা শ্রুত হওয়া যায়।
যে ব্রাহ্মণে দোষ দৃষ্ট হয়, যিনি সাধু সমাজ হইতে
বর্জিত এবং যিনি জানিয়াও পতিত জনের সহিত
সংসর্গকারী, তথাবিধ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জ্যনীয়।
শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন সহকারে তাঁহার
পরিচয় লওয়া আবশ্যিক। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা
অপরিচিত ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন।
সিদ্ধগণ বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ
করেন; এজন্য গৃহস্থ ব্যক্তি কৃতাজ্জলি হইয়া
গৃহাগত অতিথির সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং
পাদ্যাদি ও ভোজন দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন।
যোগেশ্বর দেবতাগণ প্রজাপালনের জন্য নানা
রূপ ধারণ করিয়া এই সাগরাস্তা পৃথিবীতে বিচরণ
করিয়া থাকেন। অতএব বিপ্র অতিথির
ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া ব্যঞ্জনাদি সহকারে বিবিধ
ভক্ষ্য প্রদান করিবে। এরূপ করিলে, ইহার ফলও
যথেষ্ট আছে। অতিথিকে দুগ্ধ প্রদান করিলে দিব্য
চক্ষু ও ষোড়শাহ ব্রতফল এবং মধু প্রদান করিলে
অগ্নিষ্টোমফল, ঘৃত দান করিলে দিব্য চক্ষু ও
ষোড়শাহ ব্রতফল এবং মধু প্রদান করিলে
অভিরাত্র ব্রতফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে শ্রদ্ধাবান্

সর্ব্বার্থদঃ সর্ব্ববিপ্রাতিথেয়ঃ

ফলংভুঙেক্ত সর্ব্বমেধস্য নিত্যম্ ॥১২

যস্ত শ্রাদ্ধেহতিথিং প্রাপ্য দৈবে বাপ্যবমন্যতে
তং বৈ দেবা নিরস্যন্তি হোতা যদ্বৎ পরাং বসুম্
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব সহিঃশ্চৈব হি তান্ দ্বিজান্
আবিষ্ট্য ভুঞ্জতে তদ্বৈ লোকানুগ্রহকারণাৎ ॥
অপূজিতা দহন্ত্যেতে দদ্যুঃ কামাশ্চ পূজিতাঃ
সর্ব্বস্বেনাপি তস্মাদ্বৈ পূজয়েদতিথীন সদা ॥
বানপ্রস্থো গৃহস্থশ্চ গৃহভ্যাগতোহথবা।
বালাঃ খিন্না যতিশ্চৈব জানীয়াদতিথীন সদা ॥
অভ্যাগতো যাচকঃ স্যাদতিথিঃ স্যাদযাচকঃ।
অতিথেরতিথিঃ শ্রেষ্ঠঃ সোহতিথির্যোগ উচ্যতে
ন ঘোরো নাপি সঙ্কীর্ণো নাবিদ্যো ন

বিশেষবিৎ।

ন চ সন্তানসমৃদ্ধে ন সেবী নাচরোহতিথিঃ ॥
পপাসিতায় শ্রান্তায় ভ্রান্তয়াতিরুভূক্ষতে।

ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করান,
তিনি সর্ব্ব যজ্ঞেরই ফল লাভ করিয়া থাকেন;
যে হেতু বিপ্রাতিথেয় সর্ব্বার্থসাধক। যে মানব
শ্রাদ্ধে অতিথিলাভ করিয়া দৈববিষয়ে অশ্রদ্ধা
করে, হোতা পরাবসু নিরাসের ন্যায় দেবগণ
তাঁহাকে নিরাস করেন। দেব, পিতৃ ও বহি
ইহারা লোকানুগ্রহের নিমিত্ত বিপ্র আবিষ্ট হইয়া
ভোজন করেন। উহারা অপূজিত হইলে মানবকে
দগ্ধ করেন এবং পূজিত হইলে অভিলষিত প্রদান
করেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও
অতিথি সৎকার করিবে। ১—১৫ বানপ্রস্থ, গৃহস্থ,
গৃহাগত, দীন বালক ও যতিদিগকে অতিথি বলিয়া
জানিবে জানিবে। যাহারা যাজ্ঞা করে, তাহারা
অভ্যাগত, আর যাহারা যাজ্ঞা করে না, তাহারাই
অতিথি। অতিথির অতিথি শ্রেষ্ঠ অতিথি, তিনি
পরম যোগিস্বরূপ বলিয়া কথিত। অতিথি—
সুদৃশ্য, অসঙ্কীর্ণ, সুবিদ্য, বিশেষজ্ঞ, সন্তানসমৃদ্ধ,
সেবানিরত এবং আচারবন্ না হইলেও সে যদি
পিপাসিত

তস্মৈ সংকৃত্য দাতব্যং যজ্ঞস্য ফলমিচ্ছতা ॥
 আরুহ্য ভৃগুতুঙ্গে তু গজা পুণ্যাং সরস্বতীম্।
 আপগাস্তু নদীং পুণ্যাং গঙ্গাং দেবীং মহানদীম্
 হিমবৎপ্রভবা নদ্যো যাম্পন্যা ঋষিপূজিতাঃ।
 সরস্বতীর্থাভিসংবেদা নদী নববহাস্তথা ॥২১
 গত্বৈতাশ্মুচ্যতে পাপৈঃ স্বর্গে নিত্যং মহীয়তে
 দশরাত্রমশৌচস্ত প্রোক্তং বৈ মৃতসূতকে ॥২২
 ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশং স্মৃতম্।
 অর্ধমাসস্ত বৈশস্য মাসাচ্ছূদ্রস্ত শুধ্যতি ॥২৩
 উদক্যা সর্কবর্ণানাং ত্রিরাত্রেণ তু শুধ্যতি।
 উদকাং সূতিকাদৈশ্চ শ্বানমন্ত্যাবসায়িনম্ ॥২৪
 নগাদীন্ মৃতহারাংশ্চ স্পৃষ্টা শৌচং বিধীয়তে
 স্নাত্বা সচৈলো মৃত্তিস্ত দ্বাদশাভিস্ত শুধ্যতি।
 এতদেব ভবেচ্ছৌচং মৈথুনে বমনে তথা।
 মৃদা প্রক্ষাল্য হস্তৌ তু কুর্য্যাচ্ছৌচবিধিং নরঃ
 প্রক্ষাল্য চাভির্হস্তৌ চ স্নাত্বা চৈব মৃদা পুনঃ।

শান্ত, ভ্রান্ত ও বুড়ুকু হয় তবে তাঁহার যথাযথ
 সংস্কার ও তাঁহাকে দান করা কর্তব্য ; এরূপ
 করিলে যজ্ঞফল লাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গে আরোহণ
 এবং পুণ্য সরস্বতী, পুণ্য মহানদী গঙ্গা, হিমালয়
 সম্ভব অন্যান্য নদী এবং অন্যান্য সর্ক তীর্থংস
 জ্ঞাত ঋষিপূজিত সরিৎসরোবর প্রভৃতিতে গমন
 করিলে মানব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন
 করিলে মানব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত
 হয়, ব্রাহ্মণদিগের মৃতশৈশব ও সূতকাশৌচ
 দশরাত্র, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্যের অর্ধমাস
 এবং শূদ্রের একমাস। যে কোন বর্ণের স্বতুমতী
 স্ত্রী ত্রিরাত্র অশুচি থাকে। রজস্বলা, সূতিকা,
 কুকুর, নাপিত, নগাদি এবং শববাহকদিগকে স্পর্শ
 করিলে গাত্রে দ্বাদশবার মৃত্তিকা লেপন করিয়া
 বস্ত্রের সহিত স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ করা যায়।
 মৈথুন ও মনেও এইরূপে শুদ্ধিলাভ করা হয়।
 মানব মৃত্তিকা দ্বারা হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া
 শৌচবিধি আচরণ করিবে। জল দ্বারা হস্তদ্বয়
 প্রক্ষালনান্তে ওহ্যে তিনবার মৃত্তিকা প্রদানপূর্বক

মৃদং ওহ্যে ততো দ্বিস্ত পুনরেব মৃদং বুধঃ ॥২৮
 এবং শৌচবিধিদৃষ্টঃ সর্কবর্ণেষু নিত্যদা।
 পরিদন্যামৃদস্তিত্রো হস্তপাদাবসেচনম্ ॥২৯
 আরণ্যং শৌচমেতদ্বু গ্রাম্যং বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্
 মৃদস্তিত্রঃ পাদয়োস্ত হস্তয়োস্তিত্র এব চ ॥৩০
 মৃদঃ পঞ্চদশমেধ্যো হস্তাদীনাং বিভাগশঃ।
 অনির্গিষ্টে মৃদং দদ্যামৃদে ভৃত্তিরেব তু ॥৩১
 কণ্ঠং শিরো বা প্রাবৃত্য রথ্যাপাদগতস্ত বা।
 অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচাতোহপ্যশুচির্ভবেৎ
 প্রক্ষাল্য পাত্রং নিষ্কিপ্য আচম্যাদ্যক্ষণং পুনঃ
 দ্রব্যস্যান্যস্য তু তথা কুর্য্যাদ্যক্ষণং পুনঃ ॥৩৩
 পুষ্পাদীনাং তৃণানাঞ্চ প্রোক্ষণং হবিষাং তথা
 পরাহতানাং দ্রব্যানাং নিধায়াভ্যক্ষণং তথা ॥
 নাপ্রোক্ষিতং হরেৎ কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধে দৈবে বিসর্জয়েৎ ॥
 বিচ্ছিন্নং স্যাদিপর্য্যাসে দৈবে পিত্রে তথৈব চ
 দক্ষিণেন তু হস্তেন দক্ষিণাং বেদিমালিখেৎ।

মৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করাকেই সার্ববর্ণিক শৌচবিধি
 বলে। হস্ত-পাদাদিতে তিনবার মৃত্তিকা প্রদান
 করিয়া জল দ্বারা ক্ষালন করিলে তাহাকে আরণ্য
 শৌচ বলে। অতঃপর গ্রাম্য শৌচ বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন। পাদদ্বয়ে তিনবার, হস্তদ্বয়ে তিনবার,
 হস্তাদির বিভাগক্রমে অপরাপর অমেধ্য স্থানে
 পঞ্চদশবার এবং অনির্গিষ্ট স্থানে মৃত্তিকা প্রদান
 করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। কণ্ঠ এবং
 শিরোদেশ আবৃত করিয়া পাদমাত্র গমন করিলেও
 পাদশৌচ করিতে হয়। আচাস্ত ব্যক্তিও পাদদ্বয়ের
 শৌচবিধান না করিলে অশুচি থাকে। ১৬—৩২।
 পাত্রপ্রক্ষালন, পাত্রনিষ্কেপ, আচমন, ও পুষ্পতৃণ,
 ঘৃত পয়ানীত দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের প্রোক্ষণ
 এই সকল কর্ম শ্রাদ্ধে একান্ত আবশ্যিক। শ্রাদ্ধ ও
 দৈবকর্ম্মে অপ্রোক্ষিত কোন বস্তুই আহরণ করা
 কর্তব্য নহে। বেদীর উত্তরদিকে দ্রব্যসম্ভার আহরণ
 করিবে এবং দক্ষিণে বিসর্জন দিবে। শ্রাদ্ধে দৈব
 ও পিত্র কার্য্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে। দক্ষিণ

কয়াভ্যামেব দেবানাং পিতৃণাং বিকরং শুভম্
ক্ষুভিতস্বপ্নয়োশ্চৈব তথা মূত্রপূরীষয়োঃ। ৩৭
নিষ্ঠাবিতে তথা ব্যক্তে ভুক্তা বিপরিধায় চ।
উচ্ছিষ্টস্য চ সংস্পর্শে তথা পাদাবসেচনে। ৩৮
উৎসৃষ্টস্য সুসজ্জাষে হ্যগুচিং প্রযতস্য চ।
সন্দেহেবু চ সর্কেষু শিখাং মুক্তা তথৈব চ॥
বিনা যজ্ঞোপবীতেন মোহাসু যদ্যুপস্পৃশেৎ।
ওষ্ঠস্য দন্তসংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসিনাম্। ৪০
জিহ্বা চৈব সংস্পৃশ্য দন্তাসক্তং তথৈব চ।
সশব্দমঙ্গুলীভিচ্চ প্রণতশ্চাবলোকয়ন্। ৪১
যশ্চধর্ম্মে স্থিতো মোহাদাচান্তোহপ্যগুচির্ভবেৎ
উপবিশ্য শুচৌ দেশে প্রণতঃ প্রাণ্ডমুখঃ। ৪২
পাদৌ প্রক্ষাল্য হস্তৌ তু তন্তর্জানুরূপস্পৃশেৎ
প্রসম্মান্তিঃ পিবেচ্চাপঃ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ।
দ্বিরেব মার্জ্জনং কুর্যাৎ সকৃদভ্যক্ষণং ততঃ।
খানি মূর্ধনমাত্মানং হস্তৌ পাদৌ তথৈব চ॥
অভ্যক্ষণং তথা তস্য যদ্যমীমাংসিতং ভবেৎ।
এবমাচমনং তস্য বেদা যজ্ঞাস্তপাংসি চ। ৪৫

হস্তদ্বারা দক্ষিণ বেদি লিখন করিবে। করদ্বয় দ্বারা
দেব পক্ষের এবং হস্ত প্রদান না করিয়া পিতৃগণের
কর্ম্ম শুভ। ক্ষুভিত ব্যক্তি, সুপ্ত ব্যক্তি এবং মূত্র,
পূরীষ ও নিষ্ঠীবনত্যাগী ব্যক্তি অশুচি। ভোজনান্তে
অনাচমন, উচ্ছিষ্টসংস্পর্শ, পাদাবসেচন,
পতিতসহ সন্তোষ, সন্দেহে শিখামোচন, বিনা
যজ্ঞোপবীতে অবস্থান, ওষ্ঠ-দন্তসংস্পর্শ,
অন্ত্যাবশায়িদর্শন, জিহ্বা দ্বারা দন্তাসক্ত বস্তু
লেহন, সশব্দ অঙ্গুলিসহযোগে প্রণাম, দেখিতে
দেখিতে এবং অধর্ম্মাচরণ করিলে অশুচি হয়।
প্রণত দ্বিজ পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে অন্তর্জানু হইয়া
শুচি স্থানে উপবেশন করত হস্ত-পদ
প্রক্ষালনপূর্ব্বক জল স্পর্শ করিবে। পরে প্রযত ও
সুসমাহিত হইয়া তিনবার স্বচ্ছ সলিল পান,
দুইবার মার্জ্জন, একবার প্রক্ষালন এবং অবশেষে
স্বীয় মস্তক, আত্মা, হস্ত ও পাদদেশ অভ্যক্ষণ
করিবে। এরূপ করিলে আচমন করা হইবে এবং

দানানি ব্রহ্মার্য্যঞ্চ ভবন্তি সফলান্তথা।
ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ॥
ভবন্তি চ বৃথা তস্য ক্রিয়া হ্যেতা ন সংশয়ঃ।
বাগ্ভাবশুদ্ধনির্গিন্ধমদুষ্টং বাপ্যনিন্দিতম্॥
মেধ্যান্যেতানি জ্ঞেয়ানি দুষ্টমেভ্যো বিপর্য্যয়ঃ
ন বক্তব্যঃ সদা বিপ্রঃ ক্ষুধিতো নাস্তি কিঞ্চন॥
তস্মৈ সংকৃত্য যো দদ্যাদযুপো, যজ্ঞ উচ্যতে।
অপ্পুষ্টান্নং শৃতান্নং তু কৃশবৃদ্ধিমযাচকম্। ৪৯
একান্তশীলং হ্রীংস্তং সদা শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ।
যো দদাত্যস্তিমেভ্যশ্চ স ব্রহ্মায়ো দুরাত্মবান্॥
অপি জাতিশতং গত্বা ন স ম্যুচতে কিম্বিধাৎ
বিবমং ভোজয়েদ্বিত্রানেকপঙক্ত্যাং চ যো নরঃ
নিযুক্তো বানিযুক্তো বা পঙক্ত্যা হরতি দুষ্কৃতম্
পাপেন গৃহ্যতে ক্ষিপ্ৰমিষ্টাপূর্ত্তঞ্চ নশ্যতি। ৫২
যতিস্ত্ব সর্কবিপ্রাণাং সর্কেষামগ্র উৎসবে।
ইতিহাসপঞ্চমান্ বেদান্ধঃ পঠেদু দ্বিজোত্তমঃ।

এরূপ আচমন করিলে কণ্ঠার বেদ, যজ্ঞ, তপ,
দান ও ব্রহ্মার্চ্য্য সফল হইবে। যে নাস্তিক আচমন
না করিয়াই কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহার ক্রিয়া বৃথা
হয়, ইহাতে সংশয় নাই। বাগ্ভাব-শুদ্ধ, নিগিন্ধ,
অদুষ্ট এবং অনিন্দিত যে কর্ম্ম, তাহা মেধ্য কর্ম্ম।
আর যাহা দোষযুক্ত, তাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ
অমেধ্য। ক্ষুধিত বিপ্রকে কিছু বলিবে না, তাঁহার
সংস্কার করিলে অযুপ যজ্ঞ করা হয়। কৃশবৃদ্ধি,
অযাচক, একান্তশীল, হ্রীমান্ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা
শ্রাদ্ধে অপ্পুষ্ট সুপক্ক অন্ন ভোজন করাইবে। যে
ব্যক্তি শ্রাদ্ধে অন্ত্যজদিগকে ভোজন করায়, সে
কৃতঘ্ন ও দুরাত্ম। ঐ ব্যক্তি শত যোনিতে
জন্মিলেও পাপমুক্ত হয় না। যে মানব উচ্চ ও
নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে এক পঙক্তিতে ভোজন
করায়, সে পঙক্তিতে নিযুক্ত হউকবা না হউক,
দুষ্কৃত ভাগী হয় এবং পাপ তাহাকে শীঘ্র আক্রমণ
করে ও তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়। ৩৩-৫২।
যাত সকল বিপ্রের এবং অপর সকলের অগ্রগণ্য।
যে দ্বিজোত্তম

অনন্তরং যথাযোগ্যং নিষোক্তব্যো বিজ্ঞানতা
ত্রিবেদোহনন্তরস্তস্য দ্বিবেদস্তদনন্তরঃ ॥৫৪
একবেদস্তথা পশ্চন্ন্যায়াধ্যায়ী তৃতঃ পরম্।
পাবনা যে চ পণ্ডিত্য বৈ তান্ প্রবক্ষ্যে

নিবোধত ॥৫৫

য এতে পূৰ্বনির্দিষ্টাঃ সৰ্বে তে হানুপূৰ্বশঃ।
ষড়ঙ্গী বিনয়ী যোগী সৰ্বতত্ত্বস্তথৈব চ ॥৫৬
যাযাবরশ্চ পৈথ্বতে বিজ্ঞেয়াঃ পণ্ডিতপাবনাঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানামেকঃ স্যাৎ পারগো-

হপি যঃ ॥৫৭

যথাবদ্বর্তমানশ্চ সৰ্বে তে পণ্ডিতপাবনাঃ।
ত্রিণাটিকেতত্ৰৈবিদ্যো যশ্চ ধৰ্ম্মান্ পঠেদ্বিজঃ
বাহিষ্পত্যে তথা শাস্ত্রে পারং যশ্চ দ্বিজো গতঃ
সৰ্বে তে পাবনা বিপ্রাঃ পণ্ডিতীনাং সমুদাহৃতাঃ
আমন্ত্রিতস্ত যঃ শ্রাদ্ধে যোষিতং সেবতে দ্বিজঃ
পিতরস্তস্য তং মাসং তস্য রেতসি শেরতে ॥
শ্রাদ্ধ দত্ত্বা চ ভূক্ত্বা চ মৈথুনং যো নিষেবতে।
পিতরস্তস্য তং মাসং রেতঃস্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতিহাসপঞ্চম বেদ সকল পাঠ করেন, জ্ঞানী
ব্যক্তির তাঁহাকে যথাযোগ্য নিয়োগ করা কর্তব্য।
তাঁহার নীচে, ত্রিবেদী তাহার পর, দ্বিবেদী
তাহার পর একবেদী এবং সকলের পর
ন্যায়াধ্যায়ী নিষোক্তব্য। অতঃপর পণ্ডিতপাবন
ব্রাহ্মণগণের বিবরণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
করুন, যাহাদিগকে পূর্বে নির্দেশ করা হইয়াছে,
তাহারা এবং ষড়ঙ্গী বিনয়ী, যোগী, সৰ্বতত্ত্ব ও
যাযাবর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপাবন। অষ্টাদশ
বিদ্যার পারগামী যে ব্রাহ্মণ, তিনি পণ্ডিতপাবন
এবং ত্রিণাটিকেত, ত্রৈবিদ্য এবং ধর্ম শাস্ত্রাধ্যায়ী
ও পণ্ডিতবান। যে দ্বিজ বাহিষ্পত্য শাস্ত্রের
পারদর্শী, তিনিও পণ্ডিতপাবন। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে
আমন্ত্রিত হইয়া যোষিতসঙ্গ করে, তাহার
পিতৃলোক সেই মাসে তাহার রেতে শয়ন করিয়া
থাকেন। শ্রাদ্ধ প্রদানান্তে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি
মৈথুনাসক্ত হয়, তাহারও পিতা ঐ মাস রেতে

তন্মাদতিথয়ে দেয়ং ভোজয়েদব্রহ্মচারিণম্।
ধ্যাননিষ্ঠায় দাতব্যং সানুক্লেগশায় ধার্মিকম্ ॥
যতিং বা বালখিল্যান্ বা ভোজয়েচ্ছান্দকর্ম্মণি।
বানপ্রস্থোপকূৰ্কাণঃ পূজামাত্রেন ভোষিতঃ ॥
গৃহস্থং ভোজয়েদ্যজ্ঞ বিশ্বদেবাস্ত পূজিতাঃ।
বানপ্রস্থেন স্বযয়ো বালখিল্যৈঃ পূরন্দরঃ ॥৬৪
যতীনাং পূজনে চাপি সান্ধাদব্রহ্মা তু পূজিতঃ
আশ্রমাঃ পাবনাঃ পঞ্চ উপধাভিরনাশ্রমাঃ ॥
চত্বার আশ্রমাঃ পূজ্যাঃ শ্রাদ্ধে দৈবে তথৈব চ
চতুরাশ্রমবাহ্যেভ্যঃ শ্রাদ্ধ নৈব প্রদাপয়েৎ ॥
স তিষ্ঠেদ্বা বুভুক্ষুস্ত চতুরাশ্রমবাহ্যতঃ।
অযতির্মোক্ষবাদী চ উভৌ তৌ পণ্ডিতদুৰ্বকৌ
বৃথামুগ্ধাশ্চ জটীলাঃ সৰ্বে কাপটিকাস্তথা।
নির্ঘৃগান্ ভিন্নবৃত্তাংশ্চ সৰ্বভক্ষান্ বিবর্জয়েৎ
কারুকাদীননাচারান্ সৰ্ববেদবহিস্কৃতান্।
গায়নান্ দেববৃত্তাংশ্চ হব্যকব্যেবু বর্জয়েৎ।
দ্বিজেষুপি কৃতং নিত্যং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জয়েৎ ॥

অবস্থান করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।
অতিথি, ব্রহ্মচারী, ধ্যাননিষ্ঠ, মানুক্লেগশ, ধার্মিক,
যতি ও বালখিল্যগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে।
বাণপ্রস্থগণ পূজামাত্রে তুষ্ট হন। গৃহস্থ ভোজন
করাইলে বিশ্বদেবগণ পূজিত হন। বাণপ্রস্থগণ
পূজিত হইলে স্বয়িগণ, বালখিল্যগণ পূজিত হইলে
পূরন্দর, এবং যতিগণের পূজা করিলে ব্রহ্মা সান্ধাৎ
পূজিত হন। পাঁচটি পবিত্র আশ্রম ; তন্মধ্যে দৈব
পিত্র কার্য্যে চারিটি আশ্রমই পূজনীয়। যাহারা
চতুরাশ্রম-বহির্ভূত তাহারা বুভুক্ষু হইলেও
তাহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে না। অযতি এবং
মোক্ষবাদী, এই উভয় ব্রাহ্মণই পণ্ডিতদুৰ্বক ॥৫৩—
৬৭। বৃথামুগ্ধ, জটিল, কাপটিক, নির্ঘৃণ, ভিন্নবৃত্ত
এবং সৰ্বভক্ষ্য বিপ্রগণ বর্জ্যনীয়। কারুকাদি,
অনাচারী, বেদবহিস্কৃত, গায়ন, ও দেববৃত্ত,
ইহাদিগকে হব্য, কব্যে বর্জন করিবে। প্রতিদিন
এক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম

এতেষু বর্ততে যশ্চ কৃষ্ণবর্ণং স গচ্ছতি।
 যোহগ্নাতি সহ শূদ্রেণ সৰ্কে তে পণ্ডিতদুষকাঃ
 ব্যাপাদনং শক্তিনিবহণং কৃষি
 বানিজ্যকার্যং পশুপালনঞ্চ।
 শুশ্রূষণং বাপ্যগুরোরহো বা
 কার্যং নৈতদ্বিন্যতে ব্রাহ্মণস্য ॥৭১

যে হেতু বিপ্রাঃ স্থিতা নিত্যং জ্ঞানিনো
 ধ্যানিনস্তথা।

মিথ্যাসঙ্কল্পিনঃ সৰ্কে দুৰ্বৃত্তা বা দ্বিজাতয়ঃ ॥
 মিথ্যাতত্ত্ববিদো বজ্জ্যাস্তথা দান্তিকসূচকাঃ।
 উপপাতকসংযুক্তাঃ পাতকৈশ্চ বিশেষতঃ ॥
 বেদে নিয়োগদাতারো লোভমোহফলার্থিনঃ।
 ব্রহ্মবিক্রয়িণাশ্চ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি বজ্জিতাঃ ॥৭৪
 ন নিয়োগোহস্তি বেদানাং যো নিযুভক্তে
 স পাপকৃৎ।

ভোক্তা বেনফলাদ্ ভ্রশ্যেদাতা দানফলাস্তথা
 ভূতোহধ্যাপয়তে যন্ত ভূতকাধ্যাপিতস্ত যঃ।
 নারহতস্তাবপি শ্রাদ্ধং ব্রাহ্মণঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥৭৬

নিমন্ত্ৰণ করিবে না, যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রাদ্ধ
 ভোজন করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হন। যে ব্রাহ্মণ
 শূদ্রের সহিত ভোজন করেন, তিনি
 পণ্ডিতদুষক। ব্যাপাদন, শক্তিনিবহণ, কৃষি
 বানিজ্য, পশুপালন এবং অগুরুসেবা, এগুলি
 ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে। বিপ্রগণ সৰ্ব্বদা জ্ঞান ও
 ধ্যান-পরায়ণ হইবেন। মিথ্যাসঙ্কল্পী, দুৰ্বৃত্ত,
 মিথ্যাতত্ত্ববিৎ, দান্তিক, সূচক, উপপাতক সংযুক্ত,
 পাতকাস্থিত, বেদে নিয়োগদাতা, লোভ-
 মোহফলার্থী এবং ব্রহ্ম বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে
 বজ্জনীয়। ইহাদের নিয়োগের বিধি বেদে নাই।
 যে ব্যক্তি নিয়োগ করিবে সে পাপভোগী হইবে।
 ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে ভোক্তা
 বেনফল হইতে ও দাতা দানফল হইতে ভ্রষ্ট
 হয়। যে ব্যক্তি বেতনপ্রার্থীর নিকট অধ্যয়ন
 করে এবং যিনি বেতন লইয়া অধ্যাপনা
 করেন—ইহারা উভয়েই শ্রাদ্ধে বজ্জনীয়।

ক্রয়বিক্রয়িণৌ চৈব জীবিতার্থং বিগর্হিতৌ।
 বৃত্তিরেষাং তু বৈশ্যস্য ব্রাহ্মণস্য তু পাতকম্।
 প্রাহ্ববেদান্বেদবিদোবেদাষশ্চৈবপজীবতি।
 উভৌ তৌ নারহতঃ শ্রাদ্ধং পুত্রিকাপতিরেষ চ ॥
 বৃথা দারাংশ্চ যো গচ্ছেদ্যো যজ্ঞেত বৃথাধ্বরে
 নারহতস্তাবপি শ্রাদ্ধং দ্বিজো যশ্চৈব নাস্তিকঃ ॥
 আত্মার্থং যঃ পচেদন্নং ন দেবাতিথিকারকম্।
 নারহতস্তাবপি শ্রাদ্ধং পতিতৌ ব্রহ্মরাক্ষসৌ ॥
 স্ত্রিয়ো নক্তংপরা যেযাং পরদাররতাশ্চ যে।
 অর্থকামরতশ্চৈব ন তান শ্রাদ্ধেবু ভোজয়েৎ
 বর্ণাশ্রমাণাং ধৰ্ম্মেষু বিরুদ্ধাঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি।
 স্তেনশ্চ সৰ্ব্বযাজী চ সৰ্কে তে পণ্ডিতদুষকাঃ ॥
 যশ্চ শূকরবদ্ভূজেষ্টু যশ্চ পাণিতলে দ্বিজঃ।
 ন তদগ্নস্তি পিতরো যশ্চ বামং সমশ্রুতে ॥৮৩
 স্ত্রীশূদ্রায়ানুপেতায় শ্রাদ্ধেচ্ছিষ্টং ন দাপয়েৎ।
 যো দদ্যাত্রাগমোহাস্ত ন তদগচ্ছেৎ পিতৃন্ সন।

ব্রাহ্মণ যদি জীবিকার নিমিত্ত ক্রয় বিক্রয় করেন
 তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হন। যেহেতু ক্রয়
 বিক্রয় বৈশ্যেরই বৃত্তি। ব্রাহ্মণের ইহাতে পাতক
 হয়। যিনি কথার ন্যায় বেদ বলেন এবং যিনি
 বেদ পাঠ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন—ইহারা
 উভয়ে শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত নহেন।
 পুত্রিকাপতিও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণার্থ নহে। যিনি বৃথা
 দারাভিগমন করেন, বৃথা যজ্ঞে যজন করেন এবং
 যিনি নাস্তিক, ইহারা শ্রাদ্ধে বজ্জনীয়। যিনি
 নিজের জন্যই অন্ন পাক করেন, দেবতা ও
 অতিথিদিগের নিমিত্ত করেন না, তিনি
 ব্রহ্মরাক্ষস, কদাচ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইবার
 উৎকৃষ্ট নহেন ৬৮—৮০। যাঁহাদের স্ত্রী
 নক্তম্পরা, যাঁহারা পরদারনিরত এবং যাঁহারা
 অর্থকামরত তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে
 না। যে বিপ্র বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মবিরোধী এবং সৰ্ব্বযাজী,
 তিনি পণ্ডিতদুষক। যে বিপ্র শূকরবৎ ভোজন
 করেন, বিকৃতরূপে ভোজন করেন, পিতৃগণ
 তাঁহার হস্তে শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না।

তস্মান্ন দেয়মুচ্ছিষ্টমন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
 অন্যত্র দধিসর্পির্ভ্যাং শিষ্যে পুত্রায় নান্যথা ॥
 অনুচ্ছিষ্টং তু দাতব্যমন্নাদ্যং বৈ বিশেষতঃ
 পুষ্পমূলফলৈর্বাপি তুষ্টিং গচ্ছন্তি চান্নতঃ ॥৮৬
 যাবন্ত্যন্নানি পূতানি যাবদুষ্ণং ন মুঞ্চতি ।
 তাবদগ্নস্তি পিতরো যাবদগ্নস্তি বাগ্‌যতাঃ ॥৮৭
 দানং প্রতিগ্রহো হোমো ভোজনং বলিরেব চ
 সাক্ষুষ্ঠেন তথা কার্য্যং নাসুরেভ্যো যথা ভবেৎ
 এতান্যেব চ সর্বাণি দানাদীনি বিশেষতঃ ।
 অনন্তর্জাহবিশেষেণ তদ্বদাচমনং ভবেৎ ॥৮৯
 মুগ্ধান জটিলকাষায়ান শ্রাদ্ধকালেহপি বর্জ্যয়েৎ
 শিখিভ্যো বা ত্রিদণ্ডিভ্যঃ শ্রাদ্ধক যত্নাৎ

প্রদাপয়েৎ ॥৯১

যেতু ব্রতে স্থিতা নিত্যং জানিনো ধ্যানিনস্তথা
 দে বভক্তা মাহত্মানঃ পুনীযুর্দর্শনাদপি ॥৯১

শ্রাদ্ধেচ্ছিষ্ট দ্রব্য স্ত্রী ও শূদ্রকে দান করিতে নাই
 ; যিনি মোহবশে প্রদান করেন, তাঁহার প্রদত্ত
 শ্রাদ্ধ পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। অতএব স্ত্রীশূদ্রকে
 শ্রাদ্ধেচ্ছিষ্ট প্রদান না করিয়া দধি ও ঘৃত মিশ্রিত
 করিয়া তাহা পুত্র এবং শিষ্যকে দিবে, ইহার
 অন্যথা করিবে না। শ্রাদ্ধীয় অনুচ্ছিষ্ট অন্ন পুষ্প
 মূল ফলের সহিত প্রদান করিবে। ইহাতে পিতৃগণ
 সন্তুষ্ট হন। অন্ন যদি পবিত্র হয় এবং উষ্ণ থাকে,
 তাহা হইলেই পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন।
 দান, প্রতিগ্রহ, হোম, ভোজন, এবং বলিকৰ্ম্ম—
 এ সকল কৰ্ম্ম সাক্ষুষ্ঠ কর দ্বারা সম্পন্ন করিবে।
 এরূপ করিলে শ্রাদ্ধে অসুরগণ হইতে কোন ভয়
 থাকে না। এই সকল দানাদি কার্য্য, অন্তর্জানু হইয়া
 যথানিয়মে আচমন করত সম্পন্ন করিবে।
 শ্রাদ্ধকালে মুণ্ড, জটিল এবং কাষায়
 বস্ত্রধারীদিগকে বর্জ্য করিবে। শিখী ও
 ত্রিদণ্ডীদিগকে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে।
 যে জ্ঞানবান্ ধ্যাননিষ্ঠ দেবভক্তগণ নিত্য

সর্বং যোগেশ্বরৈর্ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং বৈ নিরন্তরম্
 তস্মাৎ পশ্যন্তি তে সর্বং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্
 ব্যক্তব্যক্তং বশীকৃত্য সর্বস্যাপি চ যৎপরম্ ।
 সর্বজ্ঞানানি দৃষ্টানি মোক্ষদীনি মহাত্মনাম্ ।
 তস্মাৎশেষু সদা সন্তঃ প্রাপ্নোত্যানুপমং শুভম্
 ঋচো হি যো বেদ বেদান্
 যজুংবি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্ ।
 সামানি যো বেদ স বেদ ব্রহ্ম
 যো মানসং বেদ স বেদ সর্বম্ ॥৯৫
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ব্রাহ্মণপর-ক্ষিণং
 নান্মৈকোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৯৯॥

ব্রতচরণ করেন, সেই মহাত্মাদিগের দর্শন মাত্রেই
 জনগণ পূত হইয়া থাকে। এই চরাচর জগৎ
 যোগেশ্বরগণ দ্বারা ব্যাপ্ত তাঁহারা এই সকলের
 পরস্বরূপ সদসৎ ব্যক্তব্যক্তময় যৎকিঞ্চিৎ
 জগতীতল নিজগুণেবশীভূত করিয়া নিরীক্ষণ
 করিয়া থাকেন। ঐ সর্বজ্ঞ মহাত্মাগণ হইতেই
 মহাত্মাদিগের মোক্ষ ও সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে।
 এই হেতু তাঁহাদের পবিত্র গুণে আসক্ত হইয়া
 লোক সকল সর্বদা অনুপম শুভ লাভ করিয়া
 থাকে। যিনি ঋক্ অবগত আছেন, তিনি বেদও
 অবগত আছেন, যিনি যজুর্বেদ বিদিত, তিনি
 যজ্ঞ অবশ্যই জানেন, যিনি সাম বিদিত, তিনি
 নিশ্চিতই ব্রহ্মবিৎ এবং যিনি মানস জানেন, তিনি
 সবই জানেন ॥৮১—৯৫।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯৯॥

অশীতিতমহোধ্যায়ঃ

বৃহস্পতিরুবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দানানি চ ফলানি চ ।
তারণং সৰ্বভূতানাং স্বৰ্গমার্গং সুখাবহম্ ॥ ১
লোকে শ্রেষ্ঠতমং স্বৰ্গমাশ্রয়নশ্চাপি যৎপ্রিয়ম্ ।
সৰ্বং পিতৃণাং দাতব্যং তেষাবেবাক্ষ্যার্থিনা ॥ ২
জাম্বুনদময়ং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্ ।
দিব্যাক্সরোভিঃ সঙ্কীর্ণমন্নদো লভতে ফলম্ ॥
আচ্ছাদনস্ত যো দদ্যাৎ দাতব্যং শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
আয়ুঃ প্রকামমৈশ্বর্য্যং রূপঞ্চ লভতে সূতম্ ॥ ৪
উপবীতস্ত যো দদ্যাচ্ছাদকালে ধৰ্ম্মবিৎ ।
পানঞ্চ সৰ্ব্ববিপ্রাণাং ব্রহ্মদানস্য যৎফলম্ ॥ ৫
কৃতং বিপ্রেষুযো দদ্যাচ্ছাদকালে কমণ্ডলুম্ ।
মধুক্ষীরস্রবা ধেনুর্দাতারমুপতিষ্ঠতি ॥ ৬
চক্রাবিক্তস্ত যো দদ্যাচ্ছাদকালে কমণ্ডলুম্ ।
ধেনুং স লভতে দিব্যং পয়োদাং
কাম্যদোহিনীম্ ॥ ৭

অশীতিতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বলিলেন,- অতঃপর শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়
দান ও তৎফল কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা
সৰ্বলোকতারণ এবং সুখাবহ স্বৰ্গ-মার্গ-প্রাপক ।
ইহলোকে যাহা শ্রেষ্ঠতম ও স্বৰ্গফলদ এবং যাহা
নিজের প্রিয়বস্ত্র, সেই সকল বস্ত্র পিতৃগণের
অক্ষয় তৃপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে দান করা
সকলেরই কর্ত্তব্য । অনুদানকারী ব্যক্তি,
বরাঙ্গরাগণ-সেবিত সুবর্ণময় আদিত্যসঙ্কাশ
দিব্য বিমান- অনুদানের ফলরূপে লাভ করে ।
যে মানব শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে নুতন বস্ত্র প্রদান করে,
তাহার আয়ু, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, রূপ এবং পুত্র লাভ
হয় । যে মানব শ্রাদ্ধকালে উপবীত দান করে,
সে নিখিল বিপ্রকে ব্রহ্মদান করিবার ফল লাভ
করে । যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে কমণ্ডলু দান করে, যে
মধুক্ষীরস্রাবিণী ধেনু- তৎফলরূপে প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । শ্রাদ্ধকালে চক্রাবিক্ত কমণ্ডলু দান করিলে
পয়স্বিনী কাম্যদোহিনী ধেনু লাভ হয় । যে ব্যক্তি

পূর্ণশয্যাং তু যো দদ্যাৎ পুষ্পমালাবিভূষিতাম্
প্রাসাদো হ্যন্তমো ভূত্বা গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ॥ ৮
ভবনং রত্নসম্পূর্ণং সশয্যাসনভোজনম্ ।
শ্রাদ্ধে দত্ত্বা যাতভ্যস্ত নাকপৃষ্ঠে স মোদিতে ॥ ৯
মুক্তাবৈদুর্য্যবাসাংসি রত্না নি বিবিধানি চ ।
বাহনানি চণদব্যান অযুতান্যকুর্দানি চ ॥ ১০
সুমহজ্জ্বলনপ্রখ্যং রত্নকামসমন্বিতম্ ।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রভং দিব্যং বিমানং লভতেহক্ষয়ম্ ॥ ১১
অঙ্গরোভঃ পরিবৃতং কামগন্ত মনোজবম্ ।
বসতে স বিমানাগ্রে স্তয়মানঃ সমন্ততঃ ॥ ১২
দিব্যৈর্গন্ধৈঃ প্রসিঞ্চন্তি পুষ্পবৃষ্টিভরেব চ ।
গন্ধকর্কশরসন্তত্র গায়ন্তে বাদয়াস্ত চ ॥ ১৩
কন্যা যুবতয়ো মুখাঃ সহিতাশ্চাক্সরাগণৈঃ ।
সুস্বরৈস্তে বিবুধ্যন্তে সততং হি মনোরমৈঃ ॥ ১৪
অশ্বদানসহস্রেন রথদানশতেন চ ।
দন্তিনাঞ্চ সহস্রেন যোগিন্যা বসতে নরঃ ॥ ১৫

শ্রাদ্ধে পুষ্পমালা-বিভূষিত সম্পূর্ণ শয্যা প্রদান
করে, সে পরলোকে দিব্য প্রাসাদ প্রাপ্ত হয় ।
যে মানব শ্রাদ্ধে যতিগণকে শয্যা, আসন ও
ভোজ্যের সহিত রত্নপূর্ণ ভবন দান করে,
তাহার স্বৰ্গলোকে গতি হয় এবং সে মুক্তা,
বৈদুর্য্য, বসন, বিবিধ রত্ন, অযুত অকুর্দসংখ্যক
দিব্য বাহন এবং জ্বলনপ্রতিম, রত্নকাম-
সমন্বিত, চন্দ্র-সূর্য্য সমপ্রভ, সুমহৎ অক্ষয়
দিব্য বিমান লাভ করে । ঐ কামগামী মনোজব
বিমানে অঙ্গরাগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া গুপ্ত
করে, কখন দিব্য সুগন্ধিদ্রব্যে সিঞ্চন করে,
কখন পুষ্পবৃষ্টি করে, কখন বা গন্ধকর্কগণের
সহিত মিলিত হইয়া শ্রুতি-মধুর সুললিত গীত
ও মনোহর বাদ্য করে এবং কখন কখন
কিশোরী, যুবতী সুনিপুণ স্বৰ্গকামিনীগণ
তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সুস্বর মনোহর
সঙ্গীতে নিরন্তর তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করে । ১-
১৪ । যে মানব সহস্র অশ্ব, শত রথ ও সহস্র
হস্তী দান করে, সে যোগিনী সহ বাস করিয়া
থাকে । যে মানব যোগী পিতৃগণ উদ্দেশে জলে

দদ্যাৎ পিতৃভ্যো যোগিভ্যো যন্তুজ্জ্বলনমস্তসি
অর্থ নিহসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৬
জীবিতস্য প্রদানাদ্ধি নান্যদানং বিশিষ্যতে ।
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন দেয়ং প্রাণাভিরক্ষণম্ ॥১৭
অহিংসা সৰ্ব্বদেবেভ্যঃ পবিত্রা সৰ্ব্বদায়িনী ।
দানং হি জীবিতস্যাহঃ প্রাণিনাং পরমং বুধাঃ ॥১৮
লক্ষণানি সুবর্ণানি শ্রাদ্ধে পাত্ৰাণি দাপয়েৎ ।
রসান্তমুপতিষ্ঠন্তি ভক্ষ্যাঃ সৌভাগ্যমেব চ ॥১৯
পাত্ৰং বৈ তৈজসং দদ্যান্নানোজ্ঞং শ্রাদ্ধভোজনে
পাত্ৰং ভবতি কামানাং রূপস্য চ ধনস্য চ ॥২০
রাজতং কাঞ্চনং বাপি দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে তু কৰ্ম্মণি
দত্ত্বা তু লভতে দাতা প্রকামং ধৰ্ম্মমেব চ ॥২১
ধেনুং শ্রাদ্ধে তু যো দদ্যাগ্গৃষ্টিং

কুম্ভোপদোহনীম্ ।

গাবস্তমুপতিষ্ঠন্তি গবাং পুষ্টিস্তথৈব চ ॥ ২২
শিশিরেষু তমা তৃগ্নিং বহুকাষ্ঠং তথৈব চ ।

ইক্ষনানি তু যোদদ্যাদিদ্বিজৈভ্যঃ শিশিরাগমে ॥২৩
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়া যুক্তশ্চ দীপ্যতে
সুরভীণি চ মাল্যানি গন্ধবন্তি তথৈব চ ॥ ২৪
পূজয়িত্বা তু পাত্ৰাণি শ্রাদ্ধে সৎকৃত্য দাপয়েৎ
গন্ধবাহা মহানদ্যঃ সুখানি বিবিধানি চ ॥ ২৫
দাতারমুপতিষ্ঠন্তি যুবত্যশ্চ মনোরমাঃ ।
শয়নাসনানি রম্যাণি ভূময়ো বাহনানি চা ॥ ২৬
শ্রাদ্ধেষ্টানি যো দদ্যাৎ অশ্বমেধফলং লভেৎ ।
শ্রাদ্ধকালে নিবেদ্যঞ্চ দর্শশ্রাদ্ধ উপস্থিতে ॥ ২৭
বিপ্রাণাং গুণযুক্তানাং স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি
সর্পিষ্পূর্ণানি পাত্ৰাণি শ্রাদ্ধে সৎকৃত্য দাপয়েৎ ॥২৮
কুম্ভদোহনধেনুনাং বাহীনাঞ্চ ফলং লভেৎ ।
অশ্মিংশ্চ মোদতে লোকে স্যন্দনৈশ্চ সুবাহনৈঃ ॥২৯
শ্রাদ্ধে যথেক্ষিতং দত্ত্বা পুণ্ডরীকস্য যৎফলম্ ।
রম্যাবসথং দত্ত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৩০
বনং পুষ্পফলোপেতং দত্ত্বা সৌরভমশ্নুতে ।
কুপারামতড়াগানি ক্ষেত্রঘোষগৃহাণি চ ॥৩১

দীপদান করে, তাহার সহস্র নিহস ফল প্রাপ্ত হয় ।
জীবন দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই ;
অতএব সৰ্ব্বপ্রযত্নে সকলকেই প্রাণ দান করা
কর্তব্য । অহিংসা সৰ্ব্ব ফল প্রদান করে ; উহা
অতি পবিত্র । হে বুধগণ! প্রাণিগণের জীবন দান
অতি পরম দান । শ্রাদ্ধ সুলক্ষণ সুবর্ণপাত্ৰ প্রদান
করিবে । সুবর্ণপাত্ৰ দান করিলে দাতা রথ, ভক্ষ্য
ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন । শ্রাদ্ধভোজনে মনোজ্ঞ
তৈজস পাত্ৰ প্রদান করা কর্তব্য । যে ব্যক্তি এরূপ
করে, সে অভিলষিত, রূপ ও ধন লাভ করে ।
শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে, রৌপ্যময় অথবা কাঞ্চনময় পাত্ৰ
প্রদান করিলে দাতা যথেষ্ট ধৰ্ম্ম লাভ করেন ।
যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গৃষ্টি ধেনু ও দোহনপাত্ৰ যুগপৎ
প্রদান করে, ঐ ধেনু পরলোকে তাহার প্রেয্য
হয় এবং দাতা ধেনুর ন্যায় পুষ্টি লাভ করেন ।
যে ব্যক্তি হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ব্রাহ্মণদিগকে
অগ্নি ও প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেন, তিনি

নিত্যই সংগ্রামে জয়লাভ করেন এবং সুশ্রী হইয়া
দীপ্তি পাইতে থাকে, যে ব্যক্তি সুগন্ধি পাত্ৰের
সহিত শ্রাদ্ধে পুষ্প-মাল্য প্রদান করেন, গন্ধবহা
মহানদী, বিবিধ সুখ, মনোরমা যুবতী, রম্য
শয়নাসন, ভূমি ও বাহন সকল তাঁহার
ভোগাভিলাষ পূর্ণ করে । যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে এই
সকল দ্রব্য প্রদান করে, সে অশ্বমেধ ফল লাভ
করে । দর্শশ্রাদ্ধ সময়ে সে বিপ্র বিবিধ উপকরণ
নিবেদন করেন, তিনি স্মৃতিশক্তি ও মেধা লাভ
করেন । যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে ঘৃতপূর্ণ পাত্ৰ প্রদান
করেন, তিনি কুম্ভ-দোহনীয় সহিত বহু
ধেনুদানের ফল লাভ করিয়া সুবাহন স্যন্দনে
আরোহণ পূর্বক ইহলোকে আমোদ প্রাপ্ত হন ।
১৫-২৯ । শ্রাদ্ধে যথেক্ষিত বস্তু প্রদান করিলে
পুণ্ডরীক যজ্ঞের এবং রম্য গৃহ প্রদান করিলে,
রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । ফল-পুষ্পযুত,
বন দান করিলে সৌরভ প্রাপ্ত হয় । কূপ,
আরাম, তড়াগ, ক্ষেত্র, ঘোষ এবং গৃহ দান

দৈত্বেতান্নোদতে স্বর্গে নিত্যমাচন্দ্রতারকম্ ।
 আস্তীর্ণশয়নং দত্তা শ্রাদ্ধে রত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩২
 পিতরন্তস্য তুষ্যন্তি স্বর্গং চানন্ত্যমশ্রুতে ।
 রাজভিঃ পূজ্যতে চাপি ধনধান্যৈশ্চ বর্দ্ধতে ॥
 উর্ণাকৌশেয়বস্ত্রাণি তথা প্রবরকমলৈঃ ।
 অজিনং কাঞ্চনং পট্টং প্রবেণীমৃগলোমকম্ ॥ ৩৪
 দানান্যেতানি বিশ্রেভ্যো ভোজয়িত্বা যথাবিধি
 প্রাপ্নোতি শ্রদ্ধধানস্ত্র বাজপেয়শতং ফলম্ ॥ ৩৫
 বহুৈয়া নার্যাঃ সুরূপান্ত্র পুত্রা ভৃত্যশ্চ কিঙ্করাঃ
 বশে তিষ্ঠন্তি ভূতানি অশ্মিল্লোকে ত্বনাময়ম্
 কৌশেয়ং ক্ষৌমকার্পাসং দুকুলমহতং তথা ।
 শ্রাদ্ধেষেতানি যো দদ্যাৎ কামানাপ্নোতি

পুঙ্কলান্ ॥ ৩৭

অলক্ষীং বিনুদত্যাগু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ।
 ভ্রাজতে স বিমানাগ্র্যে নক্ষত্রেষব চন্দ্রমাঃ ॥
 বাসো হি সর্বদেবভ্যঃ সর্বদেবৈস্ত্ববিষ্টুতম্ ।
 বস্ত্রাভাবে ক্রিয়া ন্যাস্তি যজ্ঞা বেদান্তপাংসি চ ॥

করিলে, যাবৎ চন্দ্র-তারকা, স্বর্গে আমোদ প্রাপ্ত
 হয় । শ্রাদ্ধে রত্ন বিবৃষিত আস্তীর্ণ শয্যা প্রদান
 করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন, দাতার অনন্তকাল
 স্বর্গবাস হয় এবং ধন-ধান্য-সমন্বিত হইয়া
 দাতা রাজাদিগের সহিত পূজিত হন । উর্ণা,
 কৌশেয় বস্ত্র, প্রবর কমল, অজিন, কাঞ্চন পট্ট
 এবং প্রবেণী মৃগলোম- এই সকল দানবস্ত্র
 বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া দান করিলে
 শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ
 করিয়া থাকেন এবং বহু সুরূপা কামিনী, পুত্র,
 ভৃত্য ও কিঙ্কর-ইহারা সকলে অনাময় হইয়া
 ইহলোলে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে ।
 কৌশেয়, ক্ষৌম, ও কার্পাস, এই সকল বস্ত্র
 শ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি দান করে, সে পূর্ণমনোরথ
 হয়, সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় তাহার
 অলক্ষী অপসারিত হয় এবং নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যে
 চন্দ্রমার ন্যায় দিব্য বিমানে দীপ্তি পাইয়া
 থাকে । বস্ত্র-সর্বদেবময়, সর্ব দেবকর্তৃক

তস্মাদ্বস্ত্রাণি দেয়ানি শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ।
 তানি সর্বাণ্যাবাপ্নোতি যজ্ঞবেদতপাংসি চ
 নিত্যং শ্রাদ্ধেষু যো দদ্যাৎ প্রযতন্তৎপরায়ণঃ
 সর্বানকামানবাপ্নোতি স্বর্গং রাজ্যং তথৈব চ
 সর্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্রুতে ।
 ভক্ষ্যানান্যঃ করম্ভাশ্চ পিষ্টকান্ মৃতশর্করাঃ ॥ ৪২
 কৃশরান্নধুপর্কঞ্চ পয়ঃ পায়সমেব চ ।
 স্নিগ্ধাংশ্চ পুপান্যো দদ্যাদগ্নিষ্টোমস্য মৎফলম্
 দধি গব্যমসংসৃষ্টং ভক্ষ্যান্নানাবিধাংস্তথা ।
 তদন্নং শোচতি শ্রাদ্ধে বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ৪৪
 ঘৃতেন ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ঘৃতং ভূমৌসমুৎসৃজেৎ
 গয়ায়াং হস্তিনশ্চৈব দত্তা শ্রাদ্ধে ন শোচতি ॥ ৪৫
 ওদনং পায়সং সর্পির্মধুমূলফলানি চ ।
 ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ দত্তা প্রেত্য চেহ চ মোদতে
 শর্করাক্ষীরসংযুক্তং পৃথুকং নিত্যমক্ষয়ম্ ।

অভিষ্টুত এবং বস্ত্রের অভাবে যজ্ঞ, দান ও তপ-
 এসকল সম্পন্ন হয় না । সুতরাং শ্রাদ্ধকালে বস্ত্র
 প্রদান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে
 বস্ত্র প্রদান করে, সে যজ্ঞ, দান ও তপশ্রণের
 ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি তৎপরায়ণ হইয়া শ্রাদ্ধে
 বিবিধ উপকরণ দান করে, সে সর্ব অভিমত
 বস্ত্র, স্বর্গ ও রাজ্য লাভ করিয়া থাকে এবং
 সর্বকাম-সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ করে । ভক্ষ্য-
 ভজিত যব, করম্ভ, পিষ্টক, ঘৃত, শর্করা, কৃশর,
 মধুপর্ক, পয়ঃ, পায়স, এবং স্নিগ্ধ পুপ, যে ব্যক্তি
 দান করে সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া
 থাকে । পিতৃগণ মঘানক্ষত্রে দধি, অসংসৃষ্ট অন্য
 গব্য এবং নানাবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী লাভ করিবার
 জন্য শোক করিয়া থাকেন । ৩০-৪৪ । ঘৃত দ্বারা
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং উহা ভূমিতে
 পরিত্যাগ করিবে । গয়াশ্রাদ্ধে হস্তী দান করিলে
 তাহাকে আর কদাচ শোক করিতে হয় না । ওদন,
 পায়স, সর্পি, মধু, মূল, ফল ও বিবিধ ভক্ষ্য শ্রাদ্ধে
 প্রদান করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে আমোদ
 প্রাপ্ত হয় । কৃশর মসূর এবং শর্করা-ক্ষীর-সংযুক্ত

সূচ্যং সংবৎসরং প্রীতাং কৃশরৈর্মসুরেণ চ ॥৪৭॥
 সঙ্কুলাজাস্তমা পুপাঃ কুল্যাষব্যাঞ্জনৈস্তথা ।
 সর্পিঃস্নিগ্ধানি হৃদ্যানি দধ্বা সঙ্কুংস্ত ভোজয়েৎ
 শ্রাদ্ধেষ্টানি যো দদ্যাৎ পদ্মানি লভতে নিধিম
 নবশস্যানি যো দদ্যাচ্ছাদ্ধে সৎকৃত্য যত্নতঃ ।
 সর্বভোগানবাপ্নোতি পূজ্যতে চ দিবং গতঃ
 ভক্ষ্যভোজ্যানি চোষ্যাণি পেয়লেহ্যবরাণি চ
 সর্বশ্রেষ্ঠানি যো দদ্যাৎ সর্বশ্রেষ্ঠো ভবেন্নরঃ
 বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খাড়্যমাংসং পরং হবিঃ ।
 বিষাণং বর্জয়েৎখাড়্যামসূয়াং নাশয়ামহে ॥ ৫১ ॥
 ভোজনেহম্যাসনং দদ্যাদতিথিভ্যঃ কৃতাজলিঃ
 সর্বযজ্ঞক্রিয়াণাং স ফলং প্রাপ্নোত্যানুত্তমম্ ॥
 ক্ষিপ্ৰমত্যক্ষমক্লিষ্টং দদ্যাচ্ছান্নং বুদ্ধকৃতে ।
 ব্যঞ্জনঞ্চ ততা স্নিগ্ধং ভক্ত্যা সৎকৃত্য যত্নতঃ ॥
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বিমানং হংসবাহনম্ ।

অন্নদো লভতে তিস্রঃ কন্যাকোটিস্তথৈব চ ॥
 অন্নদানাৎ পরং দানং বিদ্যাতে নেহ কিঞ্চন ।
 অন্নাদভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥
 জীবদানাৎপরং দানং ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যাতে ।
 অন্নৈর্জীবতি ত্রৈলোক্যমন্সৈব হি তৎফলম্ ॥
 অন্নং প্রজপতিঃ সাক্ষাত্তেন সর্বমিদং ততম্ ।
 তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥৫৭॥
 যানি রত্নানি মেদিন্যাং বাহনানি স্ত্রিয়স্তথা ।
 ক্ষিপ্ৰং প্রাপ্নোতি তৎসর্বং পিতৃভক্তো হি
 মানবঃ ॥৫৮॥
 প্রতিশ্রয়ং সদা দদ্যাদতিথিভ্যঃ কৃতাজলিঃ ।
 দেবান্তে সম্ভ্রতীকৃন্তে দিব্যাতিথ্যঃ সহস্রশঃ
 সর্বাণ্যেভ্যনি যে দদ্যাৎপৃথিব্যামেকরাড্
 ভবেৎ ।
 ত্রিভির্দ্বাভ্যামধৈকেন দানেন তু সুখী ভবেৎ

পৃথক প্রদত্ত হইলে নিত্য অক্ষয় ফল হয় এবং
 পিতৃগণ উহা দ্বারা সংবৎসর যাবৎ প্রীত হন ।
 সঙ্কু, লাজ, পুপ, কুল্যাষ, ব্যঞ্জন, সর্পিঃ, স্নিগ্ধ
 ও হৃদ্য বস্ত্র ও দধিযুক্ত সঙ্কু শ্রাদ্ধে ভোজন
 করাইয়া বিপ্র পদ্মসংখ্যক নিধি লাভ করে ।
 শ্রাদ্ধে যত্ন সহকারে নব শস্য প্রদান করিলে
 সর্বভোগ প্রাপ্তি হয় এবং দাতা স্বর্গগত হইয়া
 পূজিত হইয়া থাকে । সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ষ্য, ভোজ্য,
 চুষ্য, পেয় ও লেহ্য, যে ব্যক্তি দান করে, যে
 সর্বশ্রেষ্ঠ হয় । বিশ্বদেব ও সৌম্যপিতৃগণের
 কর্মে খড়া মাংস সুপ্রশস্ত; কিন্তু খড়াবিষাণ
 বর্জনীয় । ইহাতে অসূয়ানাশ হয় । ভোজন
 করাইবার জন্য কৃতাজলি হইয়া অতিথিকে
 শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয় । এরূপ করিলে
 সর্ব যজ্ঞ ও ক্রিয়ার ফল লাভ হইয়া থাকে ।
 বুদ্ধকৃত ব্যক্তিকে অতি সত্ত্বর উষ্ণ অন্ন ও স্নিগ্ধ
 ব্যঞ্জন ভক্তি সহকারে প্রদান করিতে হয় ।
 অন্নদাতা ব্যক্তি তিনকোটি কামিনী পরিবৃত্ত
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশ হংসবাহন বিমান লাভ করে ।

অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর এ জগতে
 কিছুই নাই । অন্ন হইতে সমুদায় প্রাণী জন্মে, এবং
 জীবিত থাকে । জীবন দান হইতে উৎকৃষ্ট দান
 আর কিছুই নাই, অন্ন হইতেই এই ত্রৈলোক্য
 জীবিত রহিয়াছে, ইহা অন্নের অলৌকিক সামর্থ্য ।
 অন্নে এই লোক প্রতিষ্ঠিত, ইহাই অন্নদানের
 ফল । অন্নই সাক্ষাৎ প্রজাপতি । অন্ন হইতেই এই
 চরাচর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে । এই সকল কারণে
 অন্ন হইতে উৎকৃষ্ট দান কখন হয়ও নাই, আর
 হইবেও না । পিতৃভক্ত মানব এই পৃথিবীস্থ
 যাবতীয় রত্ন, বাহন ও স্ত্রী অতি সত্ত্বর লাভ করে ।
 কৃতাজলিপুটে অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করা
 কর্তব্য । অতিথিগণ দেবতাস্বরূপ ; সহস্র সহস্র
 অতিথি দিব্য আতিথ্য লাভ করিবার জন্যই সময়
 প্রতীক্ষা করেন । পূর্বোক্ত দানসমূহ যে ব্যক্তি
 প্রদান করে, সে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হয় ।
 তিনটি, দুটি বা একটি বস্ত্র দান করিলেও
 প্রতিগ্রহকারী সুখী হন । সৎকারপূর্বক দানই
 পরম ধর্ম; সাধুগণ এরূপ দানেরই প্রশংসা

দানানি পরমো ধর্মঃ সত্ত্বিঃ সৎকৃত্য পূজিতঃ ।
ত্রৈলোক্যস্যাধিপত্যং হি দানাদেব ব্যবস্থিতম্
রাজা তু লভতে রাজ্যমধনশ্চোত্তমং ধনম্ ॥৬১
ক্ষীণায়ুর্লভতে চায়ুঃ পিতৃভক্তঃ সদা নরঃ ।
যান্ কামান্ মনসার্থেত তাংস্তস্য পিতরো দদুঃ
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পে
দানফলং নামাশীতিতমোহধ্যায় ॥ ৮০

একাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ

বৃহস্পতিরুবাচ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্মণি পূজিতম্ ।
কাম্যনৈমিত্তিকাজসং শ্রাদ্ধকর্মণি নিত্যশঃ ॥ ১
পুত্রদা ধনমূলাঃ স্যুবাষ্টকান্তিস্ত্র এব চ ।
পূর্বপক্ষো বরিষ্ঠো হি পূর্বা চিত্রী উদাহতা ॥
প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়াস্যাভূতায় বৈশ্বদৈবিকী

করেন । ঐরূপ দানের ফলে ত্রৈলোক্যের
আধিপত্যও অসম্ভব নহে । তাদৃশ দান
প্রভাবে রাজা রাজ্য, অধন ধন এবং ক্ষীণায়ুঃ
লাভ করিয়া থাকে । পিতৃভক্ত মানব মনে
মনে যাহা কামনা করে, পিতৃদেবগণ তাহাই
তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন । ৪৬-৬২ ।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮০ ।

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

বৃহস্পতি বলিলেন,- অতঃপর কাম্য,
নৈমিত্তিক ও নিত্য শ্রাদ্ধের বিবরণ কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ করুন । অষ্টকা তিন প্রকার,
যথা- প্রথম চিত্রী, এই অষ্টকাই শ্রেষ্ঠ । দ্বিতীয়া
প্রাজাপত্যা ও তৃতীয়া বৈশ্বদৈবিকী । ইহা
ধনুপুত্রদায়ক । আদ্যা অষ্টকা অপুপ দ্বারা
দ্বিতীয়া মাংস দ্বারা এবং তৃতীয়াষ্টকা শাক দ্বারা

আদ্যা পুপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেৎ
সদা ॥ ৩
শাকৈরন্যা তৃতীয়া স্যাদেবং দ্রব্যগতো বিধিঃ
অশ্বষ্টকা পিতৃণাং বৈ নিত্যমেব বিধীয়তে ॥ ৪
যদ্যন্যা চ চতুর্থী স্যাত্তাঞ্চ কুর্যাদ্বিশেষতঃ ।
তাসু শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ সর্বস্বেনাপি নিত্যশঃ
পরত্রৈহ চ সর্বেষু নিত্যমেব সুখীভবেৎ ।
পুজকানাং সদোৎকার্য্যো নাস্তিকানামধোগতিঃ
পিতরঃ পর্বকালেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ ।
সর্বৈ পুরুষমায়াস্ত নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ৭
মা স্ম তে প্রতিগচ্ছেয়ুরষ্টকাঃ সুরপূজিতাঃ ।
মোঘস্তস্য ভবেল্লোকো লব্ধং চাস্য বিনশ্যতি ॥
দেবাংস্ত দায়িনো যাস্তি তির্য্যগ্ গচ্ছন্ত্যদায়িনঃ
প্রজ্ঞাং পুষ্টিং স্মৃতিং মেধাং পুত্রানৈশ্বর্য্যমেব চ
হকুর্বাণং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ পূর্বং পূর্ণং সমশ্রুতে ।

করিতে হয় । ইহাই অষ্টকার দ্রব্যগত বিধি ।
পিতৃগণের অশ্বষ্টকা শ্রাদ্ধ নিত্য বিধেয় । যদি
অন্য চতুর্থী অষ্টকা লব্ধ হয়, তাহা হইলে
তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিবে; বিদ্বান্ ব্যক্তি ঐ সকল
অষ্টকায় সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও শ্রাদ্ধ করিবেন ।
এরূপ করিলে ইহলোক ও পরলোকে মানব
সুখী হয় । এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠাতাদিগের সর্বদাই
উৎকর্ষ এবং অননুষ্ঠাতা নাস্তিকদিগের অধোগতি
হইয়া থাকে । ধেনু সকল যেমন পিপাসার্ত্ত হইয়া
নিপান-সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ
পর্বকালে পিতৃগণ ও নির্দিষ্ট তিথিতে দেবতাগণ
পুরুষ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হন । পিতৃগণ
সুরপূজিত অষ্টকার প্রতিগমন করেন না । যে
ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিবসে পিতৃ ও দেবগণের পূজা
না করে, তাহার এই জীবলোক বৃথা হয় এবং
লব্ধ ধন বিনষ্ট হইয়া যায় । ১-৮ । যাহারা দেব
ও পিতৃ উদ্দেশে দান করে, তাহারা দেবলোক
প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা প্রদান করে না, তাহারা
তির্য্যক-যোনিতে গমন করে । পৌর্ণমাসীতে শ্রাদ্ধ

প্রতিপদ্বনলাভায় লব্ধং চাস্য ন নশ্যতি ॥ ১০
 দ্বিতীয়ায়াস্ত্র যঃ কুর্যাদ্বিপদাধিপতির্ভবেৎ ।
 বরার্ধিনাং তৃতীয়া তু শক্রঘ্নী পাপনাশিনী ॥ ১১
 চতুর্থ্যাং করুতে শ্রাদ্ধং শত্রোচ্ছিন্নানি পশ্যতি ।
 পঞ্চম্যাং বৈ প্রকুর্বাণঃ প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্
 ষষ্ঠ্যাং শ্রাদ্ধানি কুর্বাণং দ্বিজান্তং পূজয়ন্ত্যত ।
 কুরুতে যন্তু সপ্তম্যাং শ্রাদ্ধানি সততং নরঃ ॥ ১৩
 মহাসত্ত্বমবাপ্নোতি গণানামধিপো ভবেৎ ।
 সম্পূর্ণমুদ্ভিমাং প্রাপ্নোতি যোহষ্টম্যাং করুতে নরঃ
 শ্রাদ্ধং নবম্যাং কুর্বাণ ঐশ্বর্য্যং কাঙ্ক্ষিতাং শ্রিয়ম্
 কুর্বন্ দশম্যাং নরো ব্রাহ্মীং শ্রিয়মবাপুয়াৎ ॥
 বেদাংশ্চেবাপুয়াৎ সর্বান্ প্রণাশমেনসন্তথা ।
 একাদশ্যাং পরং দানমৈশ্বর্য্যং সততং তথা ।
 দ্বাদশ্যাং রাষ্ট্রলাবন্ত জয়মাহর্ষসূনি চ ॥ ১৬
 প্রজাং বুদ্ধিং পশূন্ মেধাং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্
 দীর্ঘমায়ুরৈশ্বর্য্যং কুর্বাণস্ত্রয়োদশীম্ ॥ ১৭
 যুবানশ্চ মৃত্যু যস্য গৃহে তেষাং প্রদাপয়েৎ ।
 শত্বেণ তু হতা যো বৈ তেষাং দদ্যাচ্চতুর্দশীম্ ॥
 তথা বিষমতাতানাং যমলানাং সর্বশঃ ।
 অমাবাস্যাং প্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যচ্ছুচিঃ সদা ॥

সর্বান্ কামানবাপ্নোতি স্বর্গমানন্ত্যমশ্রুতে
 ঋতং দদ্যাদমাবাস্যাং সোমমাপ্যায়নং মহৎ ॥ ২০
 এবমাপ্যায়িতঃ সৌমজীল্লোকান ধারয়িষ্যতি ।
 সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈঃ স্ত্রয়মানস্ত নিত্যশঃ ॥ ২১
 স্তবৈঃ পুষ্পৈর্মনোজৈশ্চ সর্বকামপরিচ্ছেদৈঃ ।
 নৃত্যবাদিগীতৈশ্চ অঙ্গরোভিঃ সহস্রশঃ ॥ ২২
 উপক্রীড়ৈর্বিমানৈশ্চ পিতৃভক্তং দৃঢ়ব্রতম্ ।
 স্তবন্তি দেবগন্ধর্বৈঃ সিদ্ধসজ্জাশ্চ তং সদা ॥ ২৩
 পিতৃভক্তস্তমাবস্যাং সর্বান্ কামানবাপুয়াৎ ।
 প্রত্যক্ষমর্চিতান্তেন ভবন্তি পিতরঃ সদা ॥ ২৪
 পিতৃদেবা মঘা যন্মান্তস্মান্তাশ্চক্ষয়ং স্মৃতম্ ।
 পিত্র্যং কুর্বন্তি তস্যাস্ত্র বিশেষেণ বিচক্ষণাঃ ॥
 তন্মানুঘাং বৈবাক্ষন্তি পিতরো নিত্যমেব হি ।
 পিতৃদৈবতভক্তা যো তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধফলবর্ণনং
 নাইমকাশীতিতিমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে তাহার সর্ব কামনা
 সিদ্ধ ও অনন্তকাল স্বর্গলাভ হয়। অমাবস্যায়
 সোমদেবকে সত্য আপ্যায়ণ প্রদান করিবে।
 এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া সোমদেব ত্রিলোক
 পালন করেন এবং সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বগণ
 কর্তৃক নিত্য স্তব হন। দেব, গন্ধর্ব ও সিদ্ধসজ্জ
 স্তব, মনোজ্ঞ পুষ্প, অভিলষিত পরিচ্ছদ,
 নৃত্য, বাদিত্র, গীত, সহস্র অঙ্গরা ও ক্রীড়া-
 বিমান দ্বারা ধৃঢ়ব্রত পিতৃভক্তগণের সর্বদা
 তুষ্টিসাধন করেন। পিতৃভক্ত মানব অমাবস্যায়
 শ্রাদ্ধ করিয়া সর্বকাম লাভ করেন এবং
 পিতৃগণ অর্চিত হইয়া তাহাদিগকে
 প্রত্যক্ষভাবে দর্শনদান করেন। মঘানকত্র
 পিতৃদৈবত, এজন্য মঘাপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয়
 হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি মঘায় পিত্র্য কর্ম করেন।
 এজন্য পিতৃগণও মঘাকে নিত্যই ভালবাসেন।
 যাহারা পিতৃ ও দেবভক্ত, তাহারা পরম গতি
 লাভ করে। ৯-২৬।

একাশীতিম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১

করিলে সর্বাত্রে প্রজ্ঞা, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, পুত্র
 ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এইরূপ প্রতিপদে করিলে
 ধন লাভ হয় এবং লব্ধ ধন নষ্ট হয় না।
 দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার কোন বিপদ ঘটে
 না এবং তৃতীয়াতে শক্রহানি, চতুর্থীতে শত্রুর
 ছিদ্র দর্শন, পঞ্চমীতে ক্রীলাভ, ষষ্ঠীতে ব্রাহ্মণ
 হইতে পূজা লাভ, এবং সপ্তমীতে মহাযজ্ঞ ও
 গণাধিপত্য লাভ হয়। অষ্টমীতে সম্পূর্ণরূপে
 ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, নবমীতে ঐশ্বর্য্য ও অভিলষিত
 ক্রী, দশমীতে ব্রাহ্মী ক্রী, একাদশীতে চতুর্বেদ,
 পাপপ্রণাশ ও ঐশ্বর্য্য, দ্বাদশীতে রাজ্য, জয়শ্রী
 ও ধন ত্রয়োদশীতে দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য্য, এবং
 চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে মৃত যুবক, বিষমজাত
 মৃত যমজ সন্তান ও শত্ৰুনিহত ব্যক্তির পুনর্জীবন
 লাভ হয়। নর অমাবস্যায় সর্বদা ভক্তিভাবে

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

বৃহস্পতিরুবাচ ।

যমস্ত যানি শ্রাদ্ধানি প্রোবাচ শশবিন্দবে ।

তানি মে শৃণু কৰ্ণস্নেহেন নক্ষত্রেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥

শ্রাদ্ধং যঃ কৃত্তিকাযোগে কৰোতি সততং নরঃ

অগ্নীনাথায় সাপত্যো জায়তে স গতজ্বরঃ ॥ ২

অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যেনৌজস্বিতা

ভবেৎ ।

প্রায়শঃ ক্রুরকৰ্ম্মা তু চার্দ্রায়াং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৩

ক্ষেত্রভাগী ভবেৎ পুত্রী শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বন্ পুনৰ্বসৌ

ধনধান্যসমাকীর্ণঃ পুত্রপৌত্রসমাকুলঃ ॥ ৪

তুষ্টিকামঃ পুনস্তিষ্যে শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বীত মানবঃ ।

অশ্লেষাসু পিতৃনৰ্চ্য বীরান্ পুত্রানবাপুয়াৎ । ৫

শ্রেষ্ঠো ভবতি জ্ঞাতীনাং মঘাসু শ্রাদ্ধমাচরন ।

ফল্লুনীযু পিতৃনৰ্চ্য সৌভাগ্যং লভতে নরঃ ॥ ৬

প্রধানশীলঃ সাপত্য উত্তরাসু কৰোতি যঃ ।

স সৎসু মুখ্যো ভবতি হস্তে যন্তপয়েৎ পিতৃন্

চিত্রায়াঋষেব যঃ কুর্যাৎ পশোদ্রপবতঃ সুতান্

স্বাতিনা চৈব যঃ কুর্যাদ্বিদ্ধাভ্যামবাপুয়াৎ । ৮

পুত্রার্থস্ত বিশাখাসু শ্রাদ্ধমীহেত মানবঃ ।

অনুরাধাসু কুৰ্ব্বাণো নরশত্রুং প্রবৰ্ত্তয়েৎ ॥ ৯

আধিপত্যং লভেচ্ছৈষ্ঠ্যং জ্যেষ্ঠায়াং সততস্ত যঃ

মূলেনারোগ্যমিচ্ছন্তি আষাঢ়াসু মহদযশঃ ॥ ১০

আষাঢ়াভিচোত্তরাভিভীতশোকো ভবেন্নরঃ

শ্রবণেন তু লোকেষু প্রাপুয়াৎ পরমাং গতিম্

রাজ্যভাগ্ বৈ ধনিষ্ঠাসু প্রাপুয়াদ্বিপুলং ধনম্ ।

শ্রাদ্ধং তুভিজিতা কুৰ্ব্বন বেদান্ সাজানবাপুয়াৎ

নক্ষত্রে বারুণে কুৰ্ব্বন ভিষক্‌সিদ্ধিমবাপুয়াৎ ।

পূৰ্বে প্রোষ্ঠপদে কুৰ্ব্বন বিন্দতেহজাবিকং

ফলম্ ॥ ১৩

উত্তরাস্বনতিক্রম্য বিন্দেদগাশ্চ সহস্রশঃ ।

বহুরূপকৃতং দ্রব্যং বিন্দেৎ কুৰ্ব্বৎস্ত রেবতীম্ ।

অশ্বাংশ্চৈবান্বিনীযুক্তো ভরণ্যামায়ুরুত্তমম্ । ১৪

ইমং শ্রাদ্ধবিধিং কুৰ্ব্বন্ শশবিন্দুর্মহীমিমাম্ ।

কৃৎস্নাস্ত লেভে স কৃৎস্নাং লব্ধা চ প্রশশাশতাম্

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে নক্ষত্র

বিশেষে শ্রাদ্ধফলবর্ণনং নাম দ্ব্যশীতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

✓ দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

বৃহস্পতি বলিলেন- যম শশবিন্দুর নিকট যে নক্ষত্র বিশেষে শ্রাদ্ধের ফল কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট শ্রবণ করুন । যে আহিতাগ্নি নর কৃত্তিকা যোগে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি বিগত জ্বর হইয়া অপত্য লাভ করেন । অপত্যকামী ব্যক্তি রোহিণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবে । মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে তেজস্বিতা লাভ হয় । আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রুরকৰ্ম্মা হইতে হয় । পুনৰ্বসুতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্রবান্ হয় ও ক্ষেত্র লাভ করে । তিস্য নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, ধনধান্যবান্ ও যশস্বী হয় এবং পুত্র পৌত্র ও তুষ্টি লাভ করে । অশ্লেষায় শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় । এইরূপ পূর্ব ফল্লুনীতে গৌভাগ্য, উত্তর

ফল্লুনীতে শীল ও অপত্য, হস্তায় সাধু মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং চিত্রায় রূপবান্ পুত্র লাভ করে । স্বাতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে লাভ হয় । ১-৮ । মানবগণ পুত্রের জন্য বিশাখায় শ্রাদ্ধ করিবে অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে নর রাজ্য বিস্তার করে । জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অধিপত্য লাভ হয় । মূলানক্ষত্রে আরোগ্য, উত্তরাষাঢ়ায় শোক-রাহিত্য, শ্রবণায় পরমগতি, ধনিষ্ঠায় বিপুল ধন ও রাজ্য, অভিজিৎ নক্ষত্রেসাগ্র বেদ, বারুণে ভিষক-সিদ্ধি, পূৰ্বভাদ্রপদে অজাবিক, উত্তরভাদ্রপদে সহস্র গা রেবতীতে বহু দ্রব্য, অশ্বিনীতে অশ্ব, এবং ভরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় । শশবিন্দু এই শ্রাদ্ধবিধি যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া প্রতিপালন করেন । ৯-১৫ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২ ।

ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শংযুরুবাচ ।

কিঞ্চিদন্তং পিতৃণাম্ ধিনোতি বদতাংবর ।
কিং হি স্থিচ্চিররাত্রায় কিং চানন্ত্যায় কল্যাতে
বৃহস্পতিরুবাচ ।

হবীংশি শ্রাদ্ধকালে তু যানি শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ ।
তানি মে শৃণু সৰ্ব্বাণি ফলং চৈষাং যথাবলম্ ॥
তিলৈব্রীহিষবৈর্মেষৈরভির্মূলফলেন চ ।
দন্তেন মাসং প্রীয়ন্তে শ্রাদ্ধেন তু পিতামহাঃ ॥
মৎস্যৈঃ প্রীগন্তি দ্বৌ মাসৌ ত্রীন মাসান্
হারিণেন তু ।

শাশ্বত চতুরো মাসান্ পঞ্চ প্রীগন্তি শাকুনম্ ॥
বারাহেণ তু যগ্নসাংছাগলং সাত্তমাসিকম্ ।
অষ্টমাসিকামত্যাঙ্কং যত্র পার্বতকং ভবেৎ ॥ ৫
রৌরবেণ তু প্রীয়ন্তে নব মাসান্ পিতামহাঃ ।
গবয়স্য তু মাংসেন তৃপ্তিঃ স্যাদশমাসিকী ॥ ৬
কুর্মস্য চৈব মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু ।
শ্রাদ্ধমেবং বিজানীয়াদগব্যং সংবৎসরং ভবেৎ

ত্ৰ্যশীতিতম অধ্যায় ।

শংযু বলিলেন,- হে বাগ্গিশ্রেষ্ঠ ! পিতৃগণকে
প্রদত্ত কোন্ বস্তু তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করে?
কোন্ বস্তু সুচির কাল তাঁহাদিগকে তুষ্ট করে,
এবং কোন্ বস্তুই বা তাঁহাদের নিকট অক্ষয়
হইয়া থাকে? বৃহস্পতি বলিলেন,- শ্রাদ্ধবিদগণ
শ্রাদ্ধে যাহাদিগকে হবি বলিয়া নির্দেশ করেন,
তাহা শ্রবণ কর ; -শ্রাদ্ধে তিল, ব্রীহি, যব, মাস,
জল, মুগ ও ফল প্রদত্ত হইলে পিতামহগণ
একমাস তৃপ্তি লাভ করেন । এইরূপ মৎস্য
প্রদান করিলে দুইমাস, হরিণ মাংসে তিনমাস,
শশমাংসে চারিমাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস,
বরাহ মাংসে ছয়মাস, ছাগ মাংসে সাত মাস,
পৃষত মাংসে অষ্টমাস, রৌরব মাংসে নয়মাস,
গবয় মাংসে দ্বাদশ মাস, কুর্ম মাংসে একাদশ
মাস, গব্য দ্বারা এবং গব্য সমায়ুক্ত মধু ঘৃত

তথা গব্যসমায়ুক্তং পায়সং মধুসর্পিষা ।
বাহ্বীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৮
আনন্ত্যায় ভবেদ্যুক্তং খাড়ুগমাংসৈঃ পিতৃক্ষয়ে
কৃষ্ণগচ্ছান্তমা গোধা আনন্ত্যায়ৈব কল্যাতে ॥ ৯
অত্র গাথাঃ পিতৃগীতাঃ কীর্তন্যস্ত পুরাবিদাঃ ।
তান্তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ সন্নিবোধত ॥ ১০
অপি নঃ সকুলে জ্ঞানাদ্যে হনুংদদ্যাৎত্রয়োদশীম্
পায়সং মধুসর্পিষ্ঠাং ছায়ায়াং কুঞ্জরস্য তু ॥ ১১
আজেন সর্বলোহেন বর্ষাসু চ মঘাসু চ ।
এষ্টব্য বহুবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ
গৌরীং বাপ্যদ্বহেত্তার্ব্যং নালং বা
বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ১২

শংযুরুবাচ ।

গয়াদীনাং ফলং তাতা প্রব্রূহি মম পৃচ্ছতঃ ।
পিতৃণাঞ্চৈব যৎপুণ্যং নিখিলেন ব্রবীহি মে ॥ ১৩
বৃহস্পতিরুবাচ ।

অন্ধমধ্যে গয়াশ্রাদ্ধং যঃ কৰোতি চ মানবঃ ।

মিশ্রিত পায়স দ্বারা এক বৎসর, বাহ্বীণস মাংসে
দ্বাদশ বৎসর, খড়্গু মাংসে অনন্তকাল এবং
কৃষ্ণছাগ ও গোধামাংসে পিতৃগণ অনন্তকাল
তৃপ্তি লাভ করেন । এ বিষয়ে এক পিতৃগীত
গাথা পুরাবিদগণ কীর্তন করেন, তাহা আমি
তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর ; -
পিতৃগণ বলেন যে, এমন কি কেহ আমাদের
বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, যে আমাদের
ত্রয়োদশী তিথিতে অনু, গজছায়ায় মধু-সর্পি
মিশ্রিত পায়স, এবং বর্ষা ও মঘাতে অজ ও
সর্বলোহের মাংস প্রদান করে? (হে
বংশধরগন!) তোমরা বহু পুত্র বাঞ্ছা করবে,
কেন না তাহা হইলে তোমাদের বহুপুত্রের মধ্যে
সম্ভবতঃ কেহ না কেহ গয়ায় যাইবে, কেহ
গৌরী কন্যা বিবাহ করিবে এবং কেহবা নীল
বৃষ উৎসর্গ করিবে । ১-১২ । শংযু বলিলেন-
হে তাত! আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি আমায়
গয়াদির ফল প্রকাশকরিয়া বলুন এবং তথায়
যাইলে পিতৃগণের কিরূপ পুণ্য হয়, তাহাও

সর্বান্ কামান্ স লভতে স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥
যদি পুত্রো গয়াং গচ্ছেচ্ছ্রাদ্ধং কুর্যাদতদ্রিতঃ ।
কামান্ স লভতে দিব্যান্মোক্শোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥
উদ্যতস্ত গয়াং গন্তং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিদানতঃ ।
বিধায় কপটীবেষং গ্রামস্যাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৬
ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনম্
কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ ॥ ১৭
কেশশাশনখাদীনাং বপনং ন প্রশস্যতে ।
অতো ন কার্যং বপনং গয়াশ্রাদ্ধার্থিনা সদা ॥
বিস্তৃশাঠ্যং ন কুর্বাতি গয়াশ্রাদ্ধে সদা নরঃ ।
বিস্তৃশাঠ্যং তু কুর্বাণো ন তীর্থফলভাগ্ভবেৎ
ব্রহ্মকুণ্ডে প্রভাসে চ ব্রহ্মবেদ্যাং তথৈব চ ।
প্রেতপৰ্বতমাসাদ্য শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিধানতঃ ॥ ২০
উত্তরে মানসে চৈব যত্র মৈনাকসংজ্ঞকঃ ।
উদীচ্যাং কনখলে চৈব দক্ষিণে মানসে তথা ॥
স্নাত্বা কৃত্বা তথা শ্রাদ্ধং পিতৃলোকং সমুদ্বরেৎ

স্বৰ্গপাতালমৰ্ত্ত্যেষু নাস্তি তীর্থসমং ভূবি ॥ ২২
তেষু শ্রাদ্ধং প্রকুর্বাতি যদিচ্ছেৎ পরমাং গতিম্
ধৰ্ম্মারণ্যং ততো গচ্ছেদাদ্যং দৃষ্ট্বা গদাধরম্ ॥ ২৩
মতঙ্গৈ স পুনদৃষ্ট্বা বুদ্ধা নারায়ণং তথা ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন কুলকোটীঃ সমুদ্বরেৎ ॥ ২৪
যদি পুত্রো গয়াংগচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্যয়াৎ
তানৈব ভোজয়েদ্বিত্রান্ ব্রহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ ॥ ২৫
অমানুষতয়া বিপ্রা ব্রাহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ ।
তেষু তুষ্টেষু সন্তুষ্টাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥ ২৬
ন বিচার্য্যং কুলং শীলং বিদ্যাঞ্চ তপ এব চ ।
পূজিতৈস্তৈস্তৈ রাজেন্দ্র মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানব ॥ ২৭
ততঃ প্রবর্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং যথাশক্তিবলাবলম্ ।
কামান্ স লভতে দিব্যান্মোক্শোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৮
সবর্ণা জ্ঞাতয়ো মিত্রা বান্ধবাঃ সুহৃদশ্চ যে ।
তেভ্যো ভূপ গয়াকূপে পিত্তা দেয়া বিধানতঃ ॥ ২৯
তেহপি যান্তি দিবং সৰ্ব্বৈ পিতৃদা ইতি নঃ শ্রুতম্

বলুন । বৃহস্পতি বলিলেন- সংবৎসরের মধ্যে
যে ব্যক্তি গয়ায় শ্রাদ্ধ করে, সে সর্বকামনা লাভ
করে ও স্বৰ্গলোকে পূজিত হয় । পুত্র গয়ায় গিয়া
যদি অতদ্রিতভাবে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সে
দিব্য কাম ও মোক্ষধাম লাভ করে । গয়ায়
যাইতে হইলে প্রথমতঃ যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া
কপটীবেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ করত গ্রামান্তরে গমন
করিয়া তথায় শ্রাদ্ধশেষ ভোজনাভ্যে ঐ গ্রাম
প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রতিগ্রহ না করিয়া গমন
করিবে । গয়ায় কেশ-শাশন-নখাদির বপন
করিতে হয় না; অতএব গয়ায় যাইয়া শ্রাদ্ধার্থী
কেশাদির বপন করিবে না । মানব গয়ায় যাইয়া
বিস্তৃশাঠ্য করিবে না । বিস্তৃশাঠ্যকারী শ্রাদ্ধ
ফলভোগী হয় না । গয়াযাত্রী ব্যক্তি ব্রহ্মকুণ্ড,
প্রভাস, ব্রহ্মবেদী, এবং প্রেতপৰ্বতে বিধিপূর্বক
শ্রাদ্ধ করিবে । গয়ার উত্তর মানসে,
মৈনাকসংজ্ঞক পৰ্বত আছে । উত্তরে কনখল ও
দক্ষিণে মানস এই সকল স্থানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ

করিলে পিতৃলোক উদ্ধার হয় । স্বৰ্গ, পাতাল, ও
মৰ্ত্ত্যে গয়ার মত তীর্থ আর নাই । যদি কাহারও
পরম গতিলাভে ইচ্ছা হয়, তবে সে ঐ সকল
স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে । প্রথমে গদাধর দর্শন করিয়া
অনন্তর ধৰ্ম্মারণ্যে গমন করিবে, পরে পুনরায়,
মতঙ্গ পদে নারায়ণ দর্শন করিয়া নারায়ণ জ্ঞানে
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে । ইহার ফলে মানবের
কোটি কুল উদ্ধার হয় । পুত্র যদি কদাচিৎ গয়ায়
যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধে কল্পিত ব্রহ্মণগণকেই
তথায় ভোজন করাইবে, তাহারা তুষ্ট হইলেই
পিতৃগণের সহিত দেবতাগণও তুষ্টিলাভ করেন ।
১৩-২৬ । শ্রাদ্ধে কল্পিত বিপ্রগণের কুল, শীল,
বিদ্যা বা তপস্যা বিচার করা কর্তব্য নহে । তাহার
পূজিত হইলেই মানবের মুক্তিলাভ হয় । তথায়
যথাশক্তি শ্রাদ্ধ করিলেই মানব অভিলষিত ও
মোক্শোপায় লাভ করে । সবর্ণ, জ্ঞাতি, মিত্র,
বান্ধব ও সুহৃৎ ইহাদিগকে গয়াকূপে পিত্ত প্রদান
করিতে হয় । এই পিত্ত প্রদানে পিতৃগৃহীতা ও
পিত্ত প্রদাতা উভয়েই স্বর্গে গমন করে । অজ্ঞাত-

অজ্ঞাতনামপ্রোক্তাণাং মন্ত্ৰ এষ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩০
 পিতৃবংশে সমুৎপন্না মাতৃবংশে তথৈব চ ।
 গুরুশ্বগুরবন্ধুনাং যে চান্যো বান্ধবা স্তথা ॥ ৩১
 যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ ।
 বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম ॥
 ক্রিয়ালোপগতা যে চ যেচান্যো গর্ভসংস্থিতাঃ ।
 তেভ্যো দন্তো ময়া পিণ্ডো হ্যক্ষয়্যমুপতিষ্ঠতাম
 আশ্বনস্ত্র মহাবুদ্ধে গয়ায়াং তু তিলৈর্বিনা ।
 পিণ্ডনির্বপণং কুর্য্যাস্তথা চান্যেহত্র গোত্রজাঃ ॥
 পুত্রোভ্যোহপি দুহিতৃভ্য ইষ্টেভ্যোহপি চ

সর্বশঃ

দদ্যাৎ পিণ্ডং শীঘ্রেন বুদ্ধিমান্ সুসমাহিতঃ ॥
 ত্রিদিবং যান্তি তে সর্বের পিণ্ডা ইতি চ শ্রুতিঃ
 ব্রহ্মহা চকৃতশ্চ মহাপাতকিনশ্চ যে ॥ ৩৬
 তে সর্বের নিকৃতিং যান্তি গয়ায়াং পিণ্ডপাতনাৎ
 ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য বলবৃদ্ধগুরুদ্রহঃ ॥ ৩৭
 নাশমায়াতি বৈ পাপং গয়ায়ামনুযাতি যঃ ।
 যান্নান্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদব্রহ্ম শাস্বতম্

নাম-গোত্র ব্যক্তিদিগকে পিণ্ড দিবার এই মন্ত্ৰ
 বলিতেছি ; যথা যাহারা পিতৃবংশে ও মাতৃবংশে
 সমুৎপন্ন, গুরু, শ্বশুর, বন্ধু, বান্ধব, লুপ্তপিণ্ড,
 পুত্রদার-বিবর্জিত, বিরূপ, আমগর্ভ,
 জ্ঞাতাজ্ঞাত, ক্রিয়ালোপগত এবং যাহারা গর্ভ-
 সংস্থিত, আমি তাহাদিগকে এই পিণ্ড প্রদান
 করিতেছি । ইহা অক্ষয় হউক । গয়াক্ষেত্রে বিনা
 তিলে পিণ্ড প্রদান করিতে হয় । অপরাপর বংশ
 সম্বৃত-পুত্র, দুহিতা ও ইষ্ট ব্যক্তিদিগকে যত্ন
 সহকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাহিত হইয়া পিণ্ড
 প্রদান করিবে । ইহাতে পিণ্ডগ্রাহী ও পিণ্ডদায়ী-
 সকলেই স্বর্গে গমন করে । ব্রহ্মহা, কৃতঘ্ন ও
 মহাপাতকী প্রভৃতি সকলেই গয়ায় পিণ্ড দিলে
 নিকৃতি লাভ করে । ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, বালবৃদ্ধ
 ও গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণও যদি গয়ায় গমন করে
 তাহা হইলে তাহাদের পাপ নাশ হয় অধিক
 আর কি বলিব, যাহার নামে পিণ্ড দেওয়া যায়,

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু নাস্তি তীর্থং গয়াসমম্ ।
 নরকস্থা দিবং যান্তি সর্গস্থা মোক্ষমাপুয়ুঃ ॥ ৩৯
 অপি নন্তে তবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গশীলিনঃ ।
 গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ
 মকরে বর্ষমাণে তু গ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ ।
 প্রেতপক্ষে চ চৈত্রে চ দুর্লভং পিণ্ডপাতনম্ ॥ ৪১
 অধিমাসে জন্মাদিনে চান্তে চ গুরুশুক্লয়োঃ ।
 ন ত্যজ্যৎ গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌনী
 গয়ায়াং সর্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাচ্চিচ্চক্ষণঃ ॥ ৪২
 গয়ায়ামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ ।
 পিতৃক্ষয়াহে তে পুত্র তস্মাস্তক্রাক্ষয়ং স্মৃতম্ ॥
 পুনীয়াদেকবিংশস্ত গৌর্য্যামুৎপাদিতঃ সূতঃ ।
 মাতমহাংস্ত্র ষড়্ভূয় ইতি তস্য ফলং স্মৃতম্ ॥
 ফলং বৃষস্য বক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত ।
 বৃষোৎস্রষ্টা পুনাতে্যব দশাভীতান্ দশবরান্ ॥
 যৎকিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তৌরৈরুত্তীর্ণেন জলান্নাহীম্
 বৃষোৎসর্গে পিতৃণাম্ অক্ষয়ং সমুদাহৃতম্ ॥ ৪৬

সে তৎক্ষণাৎ শাস্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । এই
 গয়া তীর্থের ন্যায় দুর্লভ তীর্থ ত্রিভুবনে আর
 নাই । এখানে পিণ্ড প্রদান করিলে নরকস্থ ব্যক্তি
 স্বর্গ এবং স্বর্গস্থ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে ।
 আমাদের কুলে সেইরূপ সৎকর্মশালী পুত্রগণ
 জন্ম গ্রহণ করুক, যাহারা গয়ায় গিয়া
 আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে । মকর,
 চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, প্রেতপক্ষ এবং চৈত্র মাসে
 গয়ায় পিণ্ড প্রদান অতীব দুর্লভ । মলমাস, গুরু
 শুক্রের উদয় ও অস্ত এবং সিংহস্থ বৃহস্পতিতে
 গয়া-শ্রাদ্ধ একান্ত কর্তব্য । বিচক্ষণ ব্যক্তি
 নিত্যই গয়াশ্রাদ্ধ করিবেন । গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ,
 জপ, হোম ও তপ অক্ষয় হয় । হে পুত্র ! এজন্য
 পিতৃক্ষয় দিনে গয়াশ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় । ২৭-৪৩ ।
 গৌরী ভাৰ্য্যায় উৎপন্ন সূত স্বকুলের একবিংশ
 পুরুষ ও মাতামহ কুলের ছয় পুরুষ পর্যন্ত
 পবিত্র করে । অতঃপর বৃষোৎসর্গের ফল কীর্তন
 করিতেছি, শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি বৃষ উৎসর্গ
 করে, সে কুলের অতীত দশ পুরুষ ও অনাগত

যদ্যন্ধি সংস্পৃশ্যেত্যয়ং লাস্কুলাদিভিরন্ততঃ ।
সৰ্বং তদক্ষয়ং তস্য পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
শৃঙ্গৈঃ খুরৈর্বা যদভূমিমুল্লিখত্যনিশং বৃষঃ ।
মধুকুল্যাঃ পিতৃংস্তস্য অক্ষয়ান্ভা ভবন্তি বৈ । ৪৮
সহস্রনল্লমাশ্রয়েণ তিড়াগেন যথা শ্রুতিঃ ।
তৃপ্তিস্তৃপ্তিঃ পিতৃণাং বৈ তদবৃষস্যাদিকোচ্যতে ॥
যো দদাতি শুভৈমিশ্রাংস্তিলান্ বৈ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি
মধুনা মধুমিশ্রান্ বা অক্ষয়ং সৰ্বমেস তৎ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ

ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত সদা দেয়ে তু মানবঃ ।
দৈবে কৰ্ম্মণি পিত্ৰ্যে চ শ্রুয়তে বৈ পরীক্ষণম্ ॥
সৰ্ববেদব্রতস্নাতাঃ পণ্ডিতীনাং পাবনা দ্বিজাঃ
যে চ ভাষ্যবিদো মুখ্যা যে চ ব্যাকরণে রতা ॥
অধীয়তে পুরাণঞ্চ ধৰ্ম্মশাস্ত্রং তথৈব চ ।
ত্রিণাচিকেতপঞ্চাগ্নিসুপৰ্ণঃ ষড়ঙ্গবিঃ ॥ ৫৩
ব্রহ্মদেয়সুতশ্চৈব ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগঃ ।
পুণ্যেষু যেষু তীৰ্থেষু অভিষেককৃতব্রতাঃ ॥ ৫৪

দশপুরুষ উদ্ধার করে । বৃষ লাস্কুলের গলিত
জল দ্বারা বৃষোৎসর্গে যে যে বস্তু স্পৃষ্ট হইবে
সেই সেই বস্তু পিতৃগণের পক্ষে অক্ষয়
হইবে । ইহাতে কোনও সংশয় নাই । বৃষ
যদি শৃঙ্গ বা খুর দ্বারা সৰ্বদা ভূমি খনন করে
তাহা হইলে তাহা পিতৃগণের মধুকুল্যা স্বরূপ
হইয়া অক্ষয়ত্ব লাভ করে । সহস্র নল্ল পরিমাণ
তিড়াগ নিখাত হইলে পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তি
হয়, বৃষোৎসর্গে ততোধিক হইয়া থাকে । যে
ব্যক্তি শ্রাদ্ধে শুভমিশ্র তিল অথবা মধুমজ্জ
মধুমিশ্র তিল প্রদান করে, তাহার এই দান
অক্ষয় হয়, বৃহস্পতি বলিলেন, দান বিষয়ে
ব্রাহ্মণপরীক্ষা করা অকর্তব্য । তবে শ্রাদ্ধে
দৈব ও পিতৃ্য কৰ্ম্মে পরীক্ষা করিতে হয় ;
ইহা আমরা শুনিয়াছি । সৰ্ববেদব্রতস্নাত,
পণ্ডিতপাবন, মুখ্য ভাষ্যবিৎ, বৈয়াকরণ,
পুরাণাধ্যায়ী, ধৰ্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী, পঞ্চাগ্নি,
ত্রিণাচিকেত, ষড়ঙ্গবিৎ ত্রিসুপৰ্ণ, ব্রহ্ম-দেয়-

মুখ্যেষু যেষু সঙ্গেষু ভবন্ত্যবভৃথপুতাঃ ।
যে চ সদ্যোব্রতা নিত্যং স্বকৰ্ম্মনিরতাশ্চ যে ॥
অক্রোধনাঃ শান্তিপরাস্তান্ বৈ শ্রাদ্ধে নিমজ্জয়েৎ
যে চাপি নিত্যং দশসু সুকৃতেষু ব্যবস্থিতাঃ
স্বকৰ্ম্মনিরতা নিত্যং তান্ শ্রাদ্ধেষু নিমজ্জয়েৎ ॥
এতেষু দত্তমক্ষয়মেতে বৈ পণ্ডিতপাবনাঃ ।
শ্রদ্ধয়া ব্রাহ্মণা যে তু যোগধৰ্ম্মমনুব্রতাঃ ॥ ৫৭
ধৰ্ম্মাশ্রমবরিষ্ঠান্তে হব্যকব্যেষু তে বরাঃ ।
ত্রয়োহপি পুজিতাস্তেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥
পিতৃভিঃ সহ লোকাশ্চ যো হ্যেতান্ পুজয়েন্নরঃ
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ৫৯
প্রথমঃ সৰ্বধৰ্ম্মাণাং যোগধৰ্ম্মো নিগদ্যতে ।
আপাণ্ডেজ্যেয়াংস্ত্ব বক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত
কিতবো মদ্যপো যক্ষ্মী পশুপালো নিরাকৃতিঃ
গ্রামপ্ৰেষ্যো বার্ক্ষিকো গায়নো বণিজস্তথা ॥
অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী ।
সমুদ্রযায়ী দুশ্চৰ্ম্মা তৈলিকঃ কুটকারকঃ ॥ ৬২

সুত, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, তীৰ্থভিষিক্ত,
অবভৃথস্নাত, সদ্যোব্রত, নিত্য স্বকৰ্ম্মনিরত,
অক্রোধন এবং শান্তিপরায়ণ-ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে
নিমজ্জণ করা কর্তব্য । যাহারা নিত্য দশ সংস্কারে
সুপবিত্র ও স্বকৰ্ম্মনিরত, তাহারাও শ্রাদ্ধে
নিমজ্জণের উপযোগী । এই সকল দ্বিজকে দান
করিলে, তাহা অক্ষয় হয় । যাহারা পণ্ডিতপাবন,
যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে যোগধৰ্ম্মরত, তাহারা
ধৰ্ম্মাশ্রমীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হব্য কব্যে
প্রশংসনীয় । যিনি এই সকল ব্রাহ্মণের পূজা
করেন, তাহার পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
মহেশ্বরের পূজা করা হয় । ৪৪-৫৮ । যোগধৰ্ম্ম
পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, এবং সৰ্ব
ধৰ্ম্মের প্রথম বলিয়া কথিত হয় । এক্ষণে
অপাণ্ডেজ্য ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর । কিতব, মদ্যপায়ী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত
পশুপাল, নিরাকৃতি, গ্রাম-প্ৰেষ্য, বার্ক্ষিক,
গায়ন, বণিক, অগারদাহী, গরদ, কুণ্ডাশী,
সোমবিক্রয়ী, সমুদ্রযায়ী, দুশ্চৰ্ম্মা, তৈলিক,

পিত্রা বিবদমানশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে ।
 অভিশপ্তস্তথা স্তেনঃ শিল্লৈর্যশ্চোপজীবতি ॥ ৬৩
 সূচকঃ পর্বকারী চ যন্ত মিত্রেষু দ্রুহ্যতি ।
 গণযাচনকশ্চৈব নাস্তিকো বেদবর্জিতঃ ॥ ৬৪
 উন্মত্তঃ ষণ্ডকশঠো জ্ঞানহা গুরুতল্লগঃ ।
 ভিক্ষকজীবঃ প্রৈষণিকঃ পরজ্ঞীং যশ্চ গচ্ছতি ॥
 বিক্রীণাতি চ যো ব্রহ্ম ব্রতানি চ তপাংসি চ ।
 নষ্টং স্যান্নাস্তিকে দত্তং কৃত্যে চৈব শংসকে ॥
 যচ্চ বাণিজ্যকে চৈব নেহ নামুত্র তদ্ববেৎ ।
 নিক্ষেপহারিণে চৈব কিতবে বেদনিন্দকে ।।
 তথা বাণিজ্যকে চৈব কারুকে ধর্মবর্জিতে ।
 নিন্দনং ক্রীণাতি পণ্যানি বিক্রীণং প্রশংসতি
 অনৃতস্য সমাবাসো ন বণিকশ্রাদ্ধমর্থতি ।
 ভস্মনীব হতং হব্যং দত্তং পৌনর্ভবে দ্বিজৈঃ ॥
 যষ্টিং কাণঃ শতং পণ্ডঃ শ্বিত্রী যাবৎপ্রপশ্যতি ।
 পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্গাশয়তে ফলম্ ॥ ৭০

কুটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী যাহার
 গৃহে উপপতি বাস করে, অভিশপ্ত,
 শিল্লোপজীবী, সূচক, পর্বকারী, মিত্রদ্রোহী,
 গণযাচক, নাস্তিক, বেদ বর্জিত, উন্মত্ত,
 ষণ্ডক, শঠ, জ্ঞানহা, গুরু তল্লগ ভিক্ষকজীব,
 প্রৈষণিক, পরজ্ঞীগামী, ব্রহ্মবিক্রমী, ব্রতবিক্রমী
 ও তপেবিক্রমী এ সকল ব্যক্তিকে ও নাস্তিক,
 কৃত্যু, শংসক এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী
 প্রভৃতিকে দান করিলে ইহকাল বা পরকাল-
 কোনকালেই তাহা ফলদায়ক হয় না। এইরূপ
 নিক্ষেপহারী, কিতব, বেদনিন্দক, বাণিজ্যিক,
 করুক, ধর্মবর্জিত এবং যে ব্যক্তি কোন বস্তু
 ক্রয় করিবার সময় নিন্দা ও তাহা বিক্রয়
 করিবার সময় প্রশংসা করে, এরূপ
 মিথ্যাবাদী বণিক ব্যবসায়ী বিপ্র কদাচিৎ
 শ্রাদ্ধীয় দান গ্রহণের উপযুক্ত নহে। পৌনর্ভব
 দ্বিজকে শ্রাদ্ধকালে দান করিলে, তাহা ভস্মে
 ঘৃতাচ্ছতির ন্যায় হয়। কোন ব্যক্তি যষ্টি, ষণ্ড
 ব্যক্তি শত, শ্বিত্রী যত দেখিবে এবং পাপরোগী
 সহস্র দাতার দান-ফল বিনষ্ট করে। মূর্খ

ভ্রশ্যতে সৎফলাস্তম্মাদাতা যস্য তু বালিশঃ ।
 যোবেষ্টিতশিরা ভুঙ্কতে যো ভুঙ্কতে দক্ষিণামুখঃ
 সোপানংকশ্চ যো ভুঙ্কতে যচ্চ দদ্যাবিবস্কৃতম্
 সর্বং তদসুরেন্দ্রাণাং ব্রহ্ম ভাগমকল্পয়ৎ ॥ ৭২
 স্থানশ্চ যাতুধান্যশ্চ নাবেক্ষেবেন কথঞ্চন ।
 তস্মাৎ পরিবৃতিং দদ্যাস্তলৈশ্চান্ববকীরয়ন্ ॥
 রাক্ষসানাং তিলাঃ প্রোক্তাঃ শূনাং পরিবৃতিস্তথ
 দর্শনাং শুকরো হস্তি পক্ষবাতেন কক্কটঃ ॥ ৭৪
 রজস্বলানুস্পর্শেন ক্রুদ্ধে যশ্চ প্রযচ্ছতি ।
 যস্য মিত্রপ্রদেয়ানি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ ॥ ৭৫
 ন প্রীণাতি পিতৃন দেবান স্বর্গং ন চ স গচ্ছতি
 নদীতীরেষু রম্যেষু সরিৎসু চ সবঃসু চ ।
 বিবিজ্যেযু চ প্রীয়ন্তেদণ্ডেনেহ পিতমহাঃ ॥ ৭৬
 ন চাক্রপাতয়েজ্জাতু ন যুক্তো বাচমারয়েৎ ।
 ন চ কুব্বীত ভুঞ্জানো হ্যন্যোন্যং মৎসরং তদা
 অপসব্যে কৃতে তেন বিধিবদ্ভূতপাণিনা ।

ব্যক্তিকে দান করিলে সৎফল হইতে ভ্রষ্ট
 হইবে। যে ব্যক্তি বেষ্টিতশিরা, দক্ষিণমুখ ও
 পাদুকা পরিধায়ী, হইয়া ভোজন করে এবং
 যে ব্যক্তি গর্হিত দান করে, ঐ দান ভোজন
 ব্রহ্মা কর্তৃক অসুরেন্দ্রগণের ভাগ রূপে কল্পিত
 হয়। কুক্কুব ও রাক্ষসগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যজাত
 কদাচ দেখিতে না পায়, ইহাদের দর্শন
 নিবারণের জন্যই তিল বিকিরণ করিয়া
 পরিবৃতি প্রদান করিবে; কুক্কুর ও রাক্ষসের
 আবরণ যথাক্রমে পরিবৃতি ও তিলই প্রশস্ত
 । শূকর দর্শন মাত্রে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট করে এবং
 কুক্কুটের পক্ষবাত মাত্রেই শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়। ৭৯-
 ৭৪। রজস্বলস্পৃষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ প্রদান
 করে, যে নর ক্রুদ্ধ হইয়া মিত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ ও
 হবি প্রদান করায়, ইহাদের পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ
 করেন না এবং ইহারাও স্বর্গ গমন করে না।
 রম্য নদীতীর, সরিৎ, সরোবর এবং বিবিজ্য
 স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে পিতামহগণ প্রীত
 হন। শ্রাদ্ধদানে অশ্রুপাত করিবে না, শ্রাদ্ধ
 করিতে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্র ভিন্ন বাক্য উচ্চারণ

পিতৃমানিধনং কার্য্যমেবং প্রীণাতি বৈ পিতৃন্
অনুমত্যাদিতো বিপ্রানগ্নৌ কুর্য্যাদ্যথাবিধি ।
পিতৃণাং নিৰ্ব্বপেত্ৰমৌ সূৰ্পে বা দৰ্ভসংস্তরে ॥
গুরুপক্ষস্য পূৰ্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
কৃষ্ণপক্ষেন্দ্ৰপরাহ্নে তু রৌহিণং ন বিলজ্জয়েৎ
এবমেতে মহাত্মানো মহাযোগা মহৌজসঃ ।
সদা বৈ পিতরঃ পূজ্যা দ্রষ্টারো দেশকালয়োঃ
পিতৃভক্তিরতো নিত্যং যোগং প্রাপ্নোভ্যনুত্তমম্
ধ্যানেন মোক্ষং গচ্ছন্তি হিত্বা কৰ্ম্ম গুভাস্তভম্
যজ্ঞহেতোর্যদুৰ্দ্ধত্য মোহয়িত্বা জগন্তদা ।
গুহায়াং নিহতং যোগং কশ্যপেন মহাত্মনা ॥৮৩
অমৃতং গুহ্যমুদ্বৃত্য যোগং যোগবিদাংবর ।
প্রোক্তং সনৎকুমারেণ মহাতং ধৰ্ম্মশাস্ত্রতম্ ॥
দেবানাং পরমং গুহ্যমৃষীণাঞ্চ পরায়ণম্ ।

করিবে না ভোজন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না বা
পরস্পর ঘেঘাঘেঘি করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না ।
অপসব্য ক্রমে দৰ্ভপাণি শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তক
নিধন কাল পর্য্যন্ত যথাবিধি পিত্র্য কৰ্ম্মকৃত
হইলে, তাহার কৃত কার্য্য পিতৃগণকে প্রীণত
করে । প্রথমতঃ বিপ্রগণের অনুমতি
গ্রহণপূৰ্ব্বক যথা বধি অগ্নৌকরণ কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ
করিবেন । অনন্তর পিতৃগণের ভাগ, ভূমি,
সূৰ্প অথবা দৰ্ভসংস্তরে নিৰ্ব্বপণ করিবেন ।
বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুপক্ষের পূৰ্ব্বাহ্নে ও
কৃষ্ণপক্ষের অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবেন । কদাচ
রৌহিণ লজ্জন করিবেন না । দেশকালের
দ্রষ্টা, পূজনীয় মহৌজা, মহাযোগ, মহাত্মা
পিতৃগণ সৰ্ব্বদা পূজনীয় । পিতৃভক্ত ব্যক্তি
সৰ্ব্বদা অনুত্তম যোগ প্রাপ্ত হন পিতৃগণ
ধ্যানবলে গুভাস্তভ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া
মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন । মহাত্মা কশ্যপ জগৎ
মুক্ত করত যজ্ঞের নিমিত্ত যাহা উদ্ধার করিয়া
গুহায় নিহিত করেন, সেই অমৃতময় শাস্ত্রত
মহান্ গুহ্য যোগ উদ্ধারপূৰ্ব্বক সনৎকুমার
তাহা কীর্ত্তন করেন । অনন্তর দেবগণের

পিতৃভক্ত্যা প্রযত্নেন পিতৃভক্তৈশ্চ নিত্যশঃ ॥
তঞ্চ যোগং সমাসেন পিতৃভক্তস্ত কৃৎস্নশঃ ।
প্রযত্নাপ্রাপুয়ান্তত্র সৰ্ব্বমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬
যশ্চৈ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি যচ্চ দত্তং মহাফলম্ ।
যেষু বাপ্যক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তীৰ্থেষু চ নদীষু চ ।
যেষু চ স্বৰ্গমাপ্নোতি তস্তে প্রোক্তং সসংগ্রহ ।
বৃহস্পতিরুবাচ ।

শ্রুত্বৈবং শ্রাদ্ধকল্পস্ত যোহসূয়াং কুরুতে নরঃ ।
স মজ্জেন্নরকে ঘোরে নাস্তিকস্তমসাবৃতঃ ॥৮৮
মহারোগাবসায়স্ত স যঃ সংযতমানসঃ ।
বেদাশ্রমান্ মুক্তচিন্তঃ কুপ্তীকানধিগচ্ছতি ॥৮৯
জিহ্বাচ্ছেদং স্তেনমেত্য প্রাপুয়ুস্তেন চৈব হ ।
সীদন্তি তে সাগরে লোষ্ট্রভূতা
যোগঘিষঃ স্থাস্যন্তে যাবদুৰ্ব্বী ॥৯০
তস্মাচ্ছাদ্ধে ধৰ্ম্ম উদ্ভিষ্ট এষ
নিত্যং কার্য্যঃ শ্রদ্ধাধানেন পুংসা ॥

পরিবাদো ন কর্ত্তব্যো যেগিনাঞ্চ বিশেষতঃ ।
পরিবাদাৎ কৃমিৰ্ভূতা তত্রৈব পরিবৰ্ত্ততে ॥ ৯২

পরম গুহ্য ও ঋষি দিগের আশ্রয়ণীয় ঐ যোগ
পিতৃভক্তগণ পিতৃভক্তি প্রভাবে অতি যত্নের
ফলে প্রাপ্ত হন ; সংশয় নাই । যাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ
প্রদান করিতে হয়, যাহা প্রদান করিলে
মহাফল হয়, যে সকল নদী ও তীৰ্থে শ্রাদ্ধ
প্রদান করিলে অক্ষয় হয় এবং যেখানে শ্রাদ্ধ
করিলে স্বৰ্গ প্রাপ্তি হয়, তৎসমস্ত তোমার নিকট
ব্যক্ত করিলাম । এইরূপ শ্রাদ্ধকল্প শ্রবণ করিয়া
যে নর অসূয়া করে, ঐ নাস্তিক ব্যক্তি ঘোর
তমসাজ্জন্ম হইয়া দারুণ নরকে নিমজ্জিত হয় ।
৭৫-৮৮ । সংযতমানস ব্যক্তি মহারোগ হইতে
অব্যাহতি লাভ করে, আর যে ব্যক্তি
বেদাশ্রমভ্রষ্ট, সে কুপ্তীপাক নরক, জিহ্বাচ্ছেদ
এবং চৌর্যফল প্রাপ্ত হয় । যাহারা যোগঘেঘী,
তাহারা যাবৎ পৃথিবী সাগরে লোষ্ট্রভূত হইয়া
বাস করে । অতএব শ্রদ্ধাবন হইয়া পুরুষ এই
শ্রাদ্ধোদ্ভিষ্ট ধৰ্ম্ম নিত্য পালন করিবে । কদাচ
যোগিজনের পরিবাদ করিবে না, যাহার

যোগং পরিবদেদ্যস্ত ধ্যানিনাং মোক্ষকারণম্ ।
 স গচ্ছেননরকং ঘোরং শ্রোতা যচ্চ ন সংশয়ঃ ॥
 আবৃতং তমসা সর্বং নরকং ঘোরদর্শনম্ ।
 যোগেশ্বরপরীবাদান্নিচয়ং যাতি মানবঃ ॥ ৯৪
 যোগেশ্বররাণামাক্রোশং শৃণুয়াদ্যো যতাত্মনাম্
 স হি কালং চিরং মজ্জেৎ কুষ্ঠীপাকে ন সংশয়ঃ
 মনসা কর্মণা বাচা হেষং যোগিষু বর্জ্যয়েৎ
 প্রেত্যান্যং তৎফলং ভুঙক্ত ইহ চৈব ন সংশয়ঃ
 ন পারগো বিন্ধতি পারমাত্মন
 ত্রিলোকমধ্যে চরতি স্বকর্মভিঃ ।
 ঋচো যজুঃ সাম তদঙ্গপারগো
 বিকারমেবং হ্যনবাধ্য সীদতি ॥ ৯৬
 বিকারপারঃ প্রকৃতেচ্চ পারগ-
 ত্রয়ীণ্ডণানাং ত্রিণ্ডণান্তপারগঃ ।

যোগিজনের পরিবাদ করে, তাহারা কৃমি হইয়া
 যাবজ্জীবন কৃমিযোনিতে বাস করিয়া থাকে ।
 যে ব্যক্তি যোগিজনের মোক্ষকারণ যোগের
 পরিবাদ করে, সে ঘোর নরকে গমন করে ।
 যে ব্যক্তি এই পরিবাদ শ্রবণ করে তাহারও ঐ
 গতি জানিবে । মানব যোগীশ্বরগণের পরিবাদ
 করিলে ঘোরদর্শন তমসাচ্ছন্ন নরককুণ্ডে পতিত
 হয় । মহাত্মা যোগেশ্বরগণের প্রতি আক্রোশ
 বাক্য প্রয়োগ করিতে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে,
 সেও কুষ্ঠীপাক নরকে গমন করে, ইহাতে
 বিন্দুমাত্র সংশয় নাই । কায়মনোবাক্যে যোগী
 জনে ঘেষ পরিত্যাগ করিলে মানব তদুপযুক্ত
 ফল অবশ্যই লাভ করিবে । যিনি যোগপারবর্তী
 নহেন, তিনি পরমাত্মপদ লাভ করিতে না
 পারিয়া স্বকর্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত
 ইহলোকে পুনঃপুনঃ বিচরণ করেন এবং যিনি
 ঋক্ যজুঃ সাম ও তদঙ্গেয় পারে গমন
 করিয়াছেন, তিনি ঐ প্রকার আবৃত্তিরূপ বিকার
 প্রাপ্ত না হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন ।
 যিনি বিকৃতি ও প্রকৃতির পারে গমন করিয়াছেন,
 আর যিনি ত্রিণ্ডণ পারগামী তিনিই ত্রিণ্ডণাতীত

তত্ত্বং চতুর্বিংশতিযোগপারগঃ
 স পারগো যন্তুয়নান্তপারগঃ ॥ ৯৭
 কৃৎস্নং যথা তত্ত্ব বিসর্গমাস্তন
 স্তথৈব ভূয়ঃ প্রলয়ং সদাত্মনঃ ।
 প্রত্যাহরেদযোগবলেন যোগবিৎ
 স সর্বপারক্রমযানগোচরঃ ॥ ৯৮
 বেদস্য বেদিতা যো বৈ বেদ্যং বিন্ধতি যোগবিৎ
 তং বৈ দেববিদং প্রাহস্তং প্রাহর্কেদপারগম্ ॥
 বেদ্যঞ্চ বেদিতব্যঞ্চ বিদিত্বা বৈ যথাবিধি ।
 এবং বেদবিদং প্রাহস্ততোহন্যে বেদচিন্তকাঃ ॥
 যজ্ঞান্ বেদান্তুথা কামান্ জ্ঞানানি বিবিধানি চ
 প্রাপ্নোত্যাযুঃ প্রজাশ্চৈব পিতৃভক্তো ধনানি চ
 শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকল্পং বৈ যজ্ঞিমং নিয়তং পঠেৎ
 সর্বান্যোতান্যাবাপ্নোতি তীর্থে দানফলানি চ ॥
 স পণ্ডিতপাবনশ্চৈব দ্বিজানামগ্রভূগ্ভবেৎ ॥
 অধ্যাপ্য বা দ্বিজান্ সর্বান্ সর্বান্ কামান
 বাপুয়াৎ ॥ ১০০

ঈশ্বরস্বরূপ । যিনি যোগ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের
 পারগামী, তিনিই জন্ম-মরণের পরবর্তী হইয়া
 থাকেন । যোগী যখন যোগবলে নিখিল তত্ত্বকে
 বিসর্জন দেন, তখনই তাঁহার আত্মপ্রলয়
 সম্ভবিত হয় । এইরূপে যোগবিৎ যোগী
 যোগবলে সর্বোপরি যাহার গতি, সেই পরম
 পুরুষের গোচরীভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ
 যোগী যোগবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়া
 আত্মসারূপ্য লাভ করেন । যে যোগবিৎ
 বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদ-বেদ্য পরম পুরুষকে
 লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ এবং
 তাঁহাকেই বেদপরায়ণ বলা হয় । যিনি বেদ-
 প্রতিপাদ্য বস্তু অবগত হইতে পারেন, তিনিই
 বেদবিৎ ; অপর বেদচিন্তক মাত্র । ৮৯-১০০ ।
 পিতৃভক্ত জন যজ্ঞ, বেদ, কাম, বিবিধ
 বিষয়জ্ঞান, আয়ু ও ধন প্রাপ্ত হন । যে ব্যক্তি
 শ্রাদ্ধ করিবার সময় এই শ্রাদ্ধকল্প পাঠ করে,
 সে পূর্বোক্ত সমস্ত তীর্থ্যশ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্ত
 হয় । এবং পণ্ডিত পাবন হইয়া দ্বিজগণের

যশৈব শৃণুয়ান্নিত্যামানন্ত্যং স্বর্গমশ্নুতে ।
 অনসূয়ো জিতক্রোধো লোভমোহবিবর্জিতঃ
 তীর্থনাঞ্চ ফলং কৃৎস্নং দানাদীনাং তথৈব চ ॥
 মোক্ষোপায়ো হ্যয়ং শ্রেষ্ঠঃ স্বর্গোপায়ো হ্যয়ং পরঃ
 ইহ চাপি পরা তুষ্টিস্তস্মাৎ কুর্কীত যত্নতঃ ॥ ১০৫
 ইমং বিধিং যো হি পঠেদতন্দ্রিতঃ
 সমাহিতঃ সংসদি পর্বসন্ধিষু ।
 অপত্যভাগ্ভবতি পরেণ তেজসা
 দিবৌকসাং স রজতে সলোকতাম্ ॥
 যেন প্রোক্তস্ত্বয়ং কল্পো নমস্তস্মৈ স্বয়ম্ভুবে ।
 মহাযোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা চ প্রণতো হ্যহম্ ॥ ১০৭
 ইত্যেতে পিতরস্তাত দেবানামপি দেবতাঃ ।
 সপ্তশ্বেতেষু তে নিত্যং স্থানেষু পিতরোহব্যয়াঃ
 প্রজাপতিসূতা হ্যেতে সর্বৈ চৈব মহাত্মনঃ ।
 আদ্যো গণস্ত যোগানাংস নিত্যো যোগবর্দ্ধনঃ

দ্বিতীয়ো দেবতানাস্ত তৃতীয়ো দেবতারিণাম্
 শেষাস্ত বর্ণিনাং জ্ঞেয়া ইতি সর্বৈ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 দেবাস্তেতান্ যযন্তে বৈ সর্বৈষবস্থিতাঃ ।
 আশ্রমাস্ত যজন্ত্যেতাংশ্চত্বারস্ত যথাক্রমম্ ॥ ১১১
 বর্ণাশ্চাপি যজন্ত্যেতাংশ্চত্বারস্ত যথাবিধি ।
 তথা সঙ্করজাতাশ্চ শ্লেচ্ছাশ্চৈব যজন্তি বৈ ॥ ১১২
 পিতৃশ্চ যো যজেদ্ভক্ত্যা পিতরঃ পূজয়ন্তি তম্
 পিতরঃ পুষ্টিকামস্য প্রজাকামস্য বা পুনঃ ।
 পুষ্টিং প্রজাশ্চ স্বর্গঞ্চ প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ ॥ ১১৩
 দেবকার্যাদপি সূনোঃ পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে
 দেবতানাং হি পিতরঃ পূর্বমাপ্যায়নং স্বয়ম্ ॥
 ন হি যোগগতিঃ সূক্ষ্মা পিতৃণাঞ্চ পরা গতিঃ ।
 তপসা বিপ্রকৃষ্টেন্ দৃশ্যতে মাংসচক্ষুষা ॥ ১১৫
 সর্বৈষাং রাজতং পাত্রমথবা রজতান্বিতম্ ।
 পাবনং হ্যন্তমং প্রোক্তং দেবানাং পিতৃভিঃ সহ
 যেষাং দাস্যন্তি পিণ্ডংস্ত্রীন্ বান্ধবা নামগোত্রতঃ

অথভূক্ত ও দ্বিজগণকে অধ্যাপন করিয়া
 সর্বকাম লাভ করে। যে ব্যক্তি অনসূয়,
 জিতক্রোধ লোভ-মোহ-বিবর্জিত হইয়া এই
 শ্রাদ্ধকল্প নিত্য শ্রবণ করে, তাহার স্বর্গ লাভ
 হয়, এবং সে তীর্থ ও যাবতীয় দানাদির ফল
 প্রাপ্ত হয়। এই শ্রাদ্ধকল্প শ্রেষ্ঠ মোক্ষোপায় ও
 পরম স্বর্গোপায়; ইহাতে ইহকালে পরম তুষ্টি
 লাভ হয়। অতএব সর্বপ্রযত্নে সকলের
 শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা কর্তব্য। পর্বসন্ধিকালে
 সমাহিত হইয়া যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত ভাবে এই
 বিধি পাঠ করে, সে পরম তেজস্বী অপত্য লাভ
 করে। এবং অস্ত্রে দেব-সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। যিনি এই বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই
 স্বয়ম্ভুকে এবং মহাযোগেশ্বরগণকে আমি
 নমস্কার করি। হে তাত! এই পিতৃগণ
 দেবতাদিগেরও দেবতা, তাঁহাদের নির্দিষ্ট
 সপ্তলোকে তাঁহারা অব্যয়রূপে নিত্য
 বিরাজিত। এই মহাত্মা পিতৃগণ সকলেহ
 প্রজাপতিসূত; ইহাদের আদ্যগণ যোগ
 সম্বন্ধীয়; এজন্য ইহারা নিত্যই যোগবর্দ্ধন।

দ্বিতীয়গণ দেবতাদিগের, তৃতীয়গণ
 দেবারিদিগের এবং শেষগণ বর্ণীদিগের বলিয়া
 কীৰ্ত্তিত। এই পিতৃগণের সমীপে থাকিয়া দেবগণ
 ইহাদিগের পূজা করেন। এইরূপে আশ্রমবাসী
 সকল, চারিবর্ণ, সঙ্কর জাতি এবং শ্লেচ্ছগণও
 ইহাদিগের পূজা করে। যাহারা ভক্তি সহকারে
 পিতৃগণের পূজা করে, পিতৃগণও তাহাদিগের
 পূজা করিয়া থাকেন। পিতৃপিতামহগণ পুষ্টিকামী
 ও প্রজাকামী ব্যক্তিদিগকে পুষ্টি, প্রজা ও স্বর্গ
 প্রদান করিয়া থাকেন। ১০১-১১৩। দেবকার্য্য
 অপেক্ষা পুত্রের পিতৃকার্য্যগরীয়ান্। দেবতাগণের
 পূর্বে পিতৃগণের আপ্যায়ণ কথিত হইয়াছে।
 পিতৃগণের পরম সূক্ষ্মা যোগগতি উৎকৃষ্ট
 তপঃপ্রভাব না থাকিলে মাংসচক্ষুর বিষয়ীভূত
 নহে। দেব ও পিতৃগণের রাজত পাত্র এবং
 নূন্যকল্পে রাজতান্বিত পাত্রও পরম পবিত্র উত্তম
 বলিয়া কথিত! বান্ধবগণ নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া
 দেবগণের সহিত পিতৃগণকে কুশাস্তুতা ভূমিতে
 অপসব্য বিধানে পিণ্ড প্রদান করবে। প্রদেয় পিণ্ড
 সর্বত্র স্থিত পিতৃগণকে প্রীণিত করে। মানব গণ

ভূমৌ কুশোত্তরায়াঞ্চ অপসব্যবিধানতঃ ॥১১৭
 সৰ্বত্র বৰ্ত্তমানান্তে পিতৃণাঃ প্রীণন্তি বৈ পিতৃন
 যদাহারো ভবেজ্জন্তরাহারঃ সোহস্য জায়তে
 যথা গোষ্ঠে শ্রনষ্টাং বৈ বৎসো বিন্দতি মাতরম্
 তথা তং নয়তে মন্ত্রো জন্তর্যত্রাবতিষ্ঠতে ॥১১৯
 নাম গোত্রঞ্চ মন্ত্রশ্চ দত্তমন্নং নয়ন্তি তম্ ।
 অপি যোনিশতং প্রাপ্তাত্তৃপ্তিস্তাননুগচ্ছতি ॥১২০
 এবমেবা স্থিতা সংস্থা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।
 পিতৃণামাদিসর্গস্ত লোকানামক্ষয়ার্থিনাম্ ॥১২১
 ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
 দৌহিত্রা যাজমানাশ্চ প্রোক্তাশ্চৈব ময়ানঘাঃ ॥
 লোকা দুহিতরশ্চৈব দৌহিত্রাশ্চ সুতান্তথা ।
 দানানি সহ শৌচেন তীর্থানি চ ফলানি চ ॥
 অক্ষয়ত্বং দ্বিজাশ্চৈব যাযাবরবিধিস্তথা ।
 প্রোক্তং সৰ্বং যথান্যায়ং যথা ব্রহ্মাববীৎ পুরা

ইত্যেতদগ্নিরাঃ প্রাহ ঋষীণাং শত্বতাং তদা ।
 পৃষ্টস্ত্ব সংশয়ং সৰ্বং পিতৃণাং প্রাহ সংসদি ॥
 সত্রে বৈ বিততে পূৰ্বং তদা বর্ষসহস্রিকে ।
 যস্মিন্ গৃহপতির্হ্যসীদব্রহ্মা বৈ দেবতা প্রভুঃ
 সংবৎসরশতান্ পঞ্চ তদ্রোপেতা ইতি শ্রুতিঃ
 শ্লোকাস্চাত্র পুরা গীতা ঋষিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
 দীক্ষিতস্য তদা সত্রে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
 তত্রৈব জাতমত্যাং পিতৃণামক্ষয়ার্থিনাম্ ।
 লোকানাঞ্চ হিতার্থায় ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥১২৮
 সূত উবাচ ।

এবং বৃহস্পতিঃ পূৰ্বং পৃষ্টঃ পুত্রেণ ধীমতা ।
 প্রোবাচ পিতৃবংশস্ত যন্তুধৈ সমুদাহৃতম্ ।
 অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বরুণস্য নিবোধত ॥১২৯
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শ্রাদ্ধকল্পে
 ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

যাহা ভোজন করে, পিতৃগণও তাহাই ভোজন
 করিয়া থাকেন । বৎস গোষ্ঠে যেমন স্বীয়
 অদৃষ্ট মাতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়,
 তেমনি মন্ত্রপ্রভাবে প্রদত্ত পিওও তাঁহাদের
 নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । নাম,
 গোত্র ও মন্ত্র পিতৃগণের অন্ন বহন করে ।
 পিতৃগণ শত শত যোনি প্রাপ্ত হইলেও তৃপ্তি
 তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকে ; পরমেষ্ঠী
 ব্রহ্মা কর্তৃক এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
 অক্ষয়ার্থী লোকদিগের জন্যই ভগবান ব্রহ্মা
 পিতৃগণের আদি সৃষ্টি সঙ্কলন করিয়াছেন । এই
 পিতৃগণ দেবাতাস্বরূপ, এবং দেবগণ পিতৃগণ
 স্বরূপ । হে অনঘ ! পিতৃগণের দৌহিত্র গণই
 তাঁহাদের যজমান বলিয়া কথিত । এই লোক
 সকল তাঁহাদের দুহিতা, দৌহিত্র ও পুত্র । দান,
 শৌচ, তীর্থফল, অক্ষয়ত্ব, দ্বিজত্ব ও যাযাবরত্ব
 প্রভৃতি বিষয়ক সকল কথাই- ব্রহ্মা যাহা পূৰ্ব্বে
 বলিয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্তন করিলাম ।
 অগ্নির পৃষ্ট হইয়া শ্রোতা ঋষিগণকে এই

পিতৃগণের বার্তা বলিয়াছিলেন যে, পূৰ্ব্বে
 সহস্র বর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ হয় । ঐ যজ্ঞে
 ভগবান ব্রহ্মা গৃহপতি হইয়া পঞ্চশতবৎসর
 দেবগণের উপর প্রভুত্ব করেন । এইরূপ
 প্রসিদ্ধি আছে । ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এ বিষয়ে
 কতিপয় শ্লোক পাঠ করেন যে, সত্রে দীক্ষিত
 মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা হইতে অক্ষয়ার্থী
 পিতৃগণের এই অতি উত্তম জন্ম হয় । সূত
 বলিলেন,-পূৰ্ব্বে ভগবান বৃহস্পতি ধীমান্
 পুত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয় যে প্রকারে
 পিতৃবংশ কীর্তন করিয়াছিলেন, আমিও
 অবিকল সেইরূপই কীর্তন করিলাম ;
 অতঃপর বরুণের বংশ কীর্তন করিতেছি,
 শ্রবণ করুন । ১১৪-১২৯ ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩ ।

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়ৈশ্চৈবমুক্তান্ত পরং হর্ষমুপাগতাঃ ।
পরং শুশ্রূষবো ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্ ॥ ১
ঋষয় উচুঃ ।

বংশানামানুপূর্ব্যেণ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্
স্থিতিং চৈষাং প্রভাবঞ্চ ক্রুহি নঃ পরিপৃচ্ছতাম্
এবমুক্তস্ততঃ সূতস্তথাসৌ লোমহর্ষনঃ ।
শুশ্রূষামুত্তরাখ্যানে ঋষীণাং বাক্যকোবিদঃ ।
আখ্যানকুশলো ভুঃ পরং বাক্যমুবাচ হ ॥ ৩
সূত উবাচ ।

ব্রুবতো মে নিবোধস্ব ঋষিরাহ যথা মম ॥ ৪
বংশানামানুপূর্ব্যেণ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্ ।
স্থিতিং চৈষাং প্রভাবঞ্চ ব্রুবতো মে নিবোধত
বরুণস্য পত্নী সামুদ্রী সূনাদেবীতু্যদাহত ।
তস্যাঃ পুত্রো কলির্বেদ্যঃ সূতাচ সুরসুন্দরী ॥ ৬
কলিপুত্রৌ মহাবীৰ্য্যৌ জয়ন্ত বিজয়ন্ত হ ।
বৈদ্যপুত্রৌ ঘৃণিচৈব মুনিচৈব মহাবলৌ ॥ ৭

প্রজানামভুকামানামন্যোন্যস্য প্রভক্ষিণৌ ।
ভক্ষয়িত্বা তাবন্যোন্যং বিনাশং সমবাপতুঃ ॥ ৮
কলিঃ সূনয়াং সন্ধম্ভে তস্য পুত্রো মদঃ স্মৃতঃ
তুদ্রী হিংসা কলেভ্যার্য্যা জ্যেষ্ঠা যা নিকৃতিঃ
স্মৃতা ॥ ৯

অসূতান্যান্ কলেঃ পুত্রাংশ্চতুরঃ পুরুষাদকান্
নাকং বিঘ্নঞ্চ বিখ্যাতং সন্ধমং বিধমং তথা ॥
অশিরক্কন্তয়োবিঘ্নে নাকশ্চৈবশরীরবান্ ।
সন্ধমশ্চৈহস্তোহভুদ্বিধমশ্চৈকপাং স্মৃতঃ ॥ ১১
সন্ধমস্য তথা পত্নী তামসী পুতনা স্মৃতা ।
রেবতী বিধমস্যাপি তয়োঃ পুত্রাঃ সহস্রঃ ॥ ১২
নাকস্য শকুনিঃ পত্নী বিঘ্নস্য চ অয়োমুখী ।
রাক্ষসাস্ত্বে মহাবীৰ্য্যাঃ সন্ধ্যাদয়বিচারিণঃ ॥ ১৩
রেবতীপুতনাপুত্র নৈৰ্ব্বতা নামতঃ স্মৃতাঃ ।
গ্রহান্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বালানাস্ত্বে বিশেষতঃ ।
স্কন্দস্তেষামধিপতির্ব্রহ্মণোহনুমতে প্রভুঃ ॥ ১৪
বৃহস্পতেৰ্য্য ভগিনী বরদ্বা ব্রহ্মচারিণী ।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

ঋষিগণ এই প্রস্তাব শ্রবণে পরম হৃষ্ট
হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত !
অমিততেজা রাজাদিগের বংশানুক্রম, স্থিতি
ও প্রভাব কীৰ্ত্তন করুন । আমরা তাহা শুনিতে
ইচ্ছা করি । আখ্যানাভিজ্ঞ বক্তৃতাকুশল
লোমহর্ষন সূত, -শুশ্রূষ মুনিগণের এই কথা
শ্রবণে কৌতুহল নিবারণার্থ পুনরায় বলিতে
লাগিলেন । সূত কহিলেন, -হে মুনিগণ !
আপনারা শ্রবণ করুন ; মহর্ষি ব্যাসদেব
আমাকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন ;
অমিততেজা রাজাগণের বংশ, স্থিতি ও প্রভাব
আমি তদনুরূপ বর্ণন করিতেছি, আপনারা
অবধান করুন । বরুণের পত্নী সামুদ্রী দেবী
সূনা দেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন । তাঁহার কলি
ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নামী
একটি কন্যা জন্মে । কলির মহাবীৰ্য্য জয় ও
বিজয় নামে দুই পুত্র এবং বৈদ্যের মহাবল

ঘৃণি ও মুনি নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় । প্রজা-
ভক্ষণ-মানসে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে
ভক্ষণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় । সূনার সন্তান
কলির কনিষ্ঠ ভাৰ্য্যা বিশ্বকর্ম্মতনয়া হিংসা হইতে
মদ নামক পুত্র জন্মে । কলির প্রথম ভাৰ্য্যা
নিকৃতি- নাক, বিঘ্ন, সন্ধম ও বিধমনাকম
রাক্ষস প্রকৃতি চারি পুত্র প্রসব করেন ।
ইহাদিগের মধ্যে বিঘ্ন মন্তকহীন, নাক শরীর
শূন্য সন্ধম একহস্ত এবং বিধম একপাদ বিশিষ্ট ।
সন্ধমের পত্নী তামসী পুতনা, এবং বিধমের
পত্নী রেবতী । ইহাদিগের সহস্র সহস্র পুত্র
সমুৎপন্ন হয় । ১-১২ । নাকের পত্নী শকুনি,
বিঘ্নের পত্নী অয়োমুখী । সন্ধ্যাদয়ে বিচরণকারী
মহাবীৰ্য্য নৈৰ্ব্বতা নামে প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ, তামসী
পুতনা ও রেবতীর সন্তান । ইহারা সকলেই
বালগ্রহ । ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে প্রভু স্কন্দ,
ইহাদিগের অধিপাত হইয়াছেন । যোগসিদ্ধা,
অসক্তভাবে সমগ্র জগৎ পর্য্যটন কারিণী,

যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্রমসজ্জা চরতে সদা ॥ ১৫
 প্রভাসস্য তু সা ভার্যা বসুনাষ্টমস্য তু ।
 বিশ্বকর্মা সুতস্তস্যা জাতঃ শিল্পিপ্রজাপতিঃ ॥
 তুষ্টা বিরাজো রূপাণাং ধর্মপৌত্র উদারধীঃ ।
 কর্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিংশানাঞ্চ বাস্তুকৃৎ ॥ ১৭
 যঃ সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাঞ্চকার হ ।
 মানুষাশ্চোপজীবন্তি यस্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ১৮
 প্রহ্লাদী বিশ্রুতা তস্য তুষ্টঃ পত্নী বিরোচনা ।
 বিরোচনস্য ভগিনী মাতা ত্রিশিরসস্ত সা ॥ ১৯
 দেবাচার্য্যস্য মহতো বিশ্বকর্মস্য ধীমতঃ ।
 বিশ্বকর্মাশ্চৈব বিশ্বকর্মা ময়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
 সুরেনুরিতি বিখ্যাতা স্বসা তস্য যবীয়সী ।
 সা সবিতুর্ভার্যা পুনঃ সংজ্ঞেতি বিশ্রুতা ॥ ২১
 অসূত তপসা সা তু মনুং জ্যেষ্ঠং বিবস্বতঃ ।
 যমৌ পুনরসূতাসৌ যমঞ্চ যমুনাঞ্চ হ ॥ ২২
 সা তু গত্বা কুরুন্ দেবী বড়বারূপধরিণী ।
 সবিতুশ্চাশ্বরূপস্য নাসিকাভ্যাস্ত তৌ স্মৃতৌ

অসূত সা মহাভাগা তুন্তরীক্ষেহস্থিনৌ কিল
 নাসত্যৈব দশ্রঞ্চ নার্ত্তণ্যাজাবুভৌ ॥ ২৪
 ঋষয় উচুঃ ।
 কশ্যপানার্ত্তণ ইত্যেষ বিবস্বানুচ্যতে বুধৈঃ ।
 কিমর্থং সাশ্বরূপা বৈ নাসিকাভ্যামসূত ।
 এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তত্বং বিব্রুহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ২৫
 সূত উবাচ ।
 চিরোৎপন্নমতির্ভিন্নমণ্ডং তুষ্টা বিদারিতম্ ।
 দৃষ্টা গর্ভবধাষ্টীতঃ কশ্যপো দুঃখিতোহুভবৎ ॥
 অণ্ডে দ্বিধাকৃতে তুণ্ডং দৃষ্টা তুষ্টারমব্রবীৎ ।
 নৈতদণ্ডং ভবানু নং মার্ত্তণ্ডং ভবানঘ ॥ ২৭
 ন ঋষয়ঃ মৃতোহুগুহু ইতি স্নেহাৎ পিতাব্রবীৎ
 তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নালাশ্বর্ষমুদাহরৎ ॥ ২৮
 যন্নার্ত্তণ্ডো ভবেত্যুক্তঃ পিত্রাণ্ডে বৈ দ্বিধাকৃতে
 তস্মাদ্বিবস্বানার্ত্তণ্ডঃ পুরাণজৈবিভাষ্যতে ॥ ২৯
 ততঃ প্রজাঃ প্রবক্ষ্যামি মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ ॥
 বিজজ্ঞে সবিতুঃ সংজ্ঞাভার্য্যায়াং তু ত্রয়ং পুরা

ব্রহ্মচারিণী, বররমণী, বৃহস্পতিভগিনী-
 প্রভাসাখ্য অষ্টম বসুর পত্নী । শিল্পি প্রজাপতি
 বিশ্বকর্মা তাঁহারই পুত্র । ধর্মপৌত্র উদারবুদ্ধি
 তুষ্টা, দেবগণের বাস্তব নির্মাণ ও সহস্র সহস্র
 শিল্প উদ্ভাবন করেন । তিনিই দেবগণের বিমান
 সকল নির্মাণ করিয়াছেন । সেই মহাত্মার
 শিল্পসমস্ত, মানুষগণেরও উপজীব্য । তুষ্টার
 পত্নী, প্রহ্লাদনন্দিনী বিরোচনভগিনী বিরোচনা ।
 ত্রিশিরা অসুর ইহার পুত্র । ধীমান্ মহাত্মা
 বিশ্বকর্মা, দেবগণের শিল্পাচার্য্য ছিলেন ।
 তৎপুত্র ময়ও বিশ্বকর্মা বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন ।
 ময়ের কণিষ্ঠা ভগিনী, সুরেনু নাম্নী তুষ্টনন্দিনী,
 সবিতার ভার্য্যাভূলাভাণ্ডে সংজ্ঞা নামে বিখ্যাত
 হয়েন । তিনি তপঃপ্রভাবে সবিতা হইতে
 মনুকে ও যমজ যম ও যমুনাকে প্রসব করেন ।
 পরে তিনি অশ্বরূপে উত্তর কুরুদেশে যাইয়া
 তপশ্চরণে নিযুক্ত হন । তখন অশ্বরূপী
 সূর্য্যদেবের সংসর্গে তদীয় নাসিকা দ্বয় হইতে
 অন্তরীক্ষে কুমারদ্বয় সমুৎপন্ন হয় । তাহারা

নাসত্য ও দশ্র নামে প্রসিদ্ধ । ১৩-২৪ ।
 ঋষিগণ कहিলেন, বুধগণ বিবস্বান্কে মার্ত্তণ্ড
 বলেন কেন? সেই সংজ্ঞাই বা অশ্বরূপে
 নাসিকা দ্বারা প্রসব করিলেন কেন? তাহা
 জানিতে বাসনা কার । আপনি সেই তত্ত্বকথা
 বিবৃত করুন । সূত कहিলেন,- প্রথমে
 সূর্য্যদেব একটি অস্তাকারে প্রসূত হয়েন; পরে
 দীর্ঘকালেও সেই অণ্ড স্ফুটিল হইল না দেখিয়া
 তুষ্টা তাহা ভগ্ন করিলেন, তদর্শনে গর্ভবধভয়ে
 কশ্যপ দুঃখিত হইলেন এবং অণ্ডমধ্যগত
 মার্ত্তণ্ডকে স্নেহবশে कहিলেন, এ অণ্ড মরে
 নাই । বৎস! তুমি আর অণ্ড নও, তুমি মার্ত্তণ্ড
 হইলে । তাহার এই বাক্যেই মার্ত্তণ্ড নামের
 সার্থকতা প্রতিপাদিত হইল । অণ্ড দ্বিধাকৃত
 হইলে পিতা কশ্যপ তুমি মার্ত্তণ্ড হইলে বলায়
 বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামে পুরাণজসমাজে খ্যাতি
 প্রাপ্ত হয়েন । অতঃপর বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ডের সন্ত
 তিন বর্ণন করিতেছি । পুরাকালে বিবস্বানের

মনুষ্যবীযান্ সাবর্ণিং সংজ্ঞায়াঞ্চ তথাশ্বিনৌ ।
শনৈশ্চরশ্চ সপ্তৈতে মার্ত্তণ্ডস্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ ॥
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং মহাযশাঃ ।
তস্য ভার্য্যাভবত্বাদ্বী মহাদেবী বিবস্বতঃ ।
সুরেশুরিতি বিখ্যাতা পুনঃ সংজ্ঞেতি বিশ্রুতা ॥
সা তু ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্যাতিতেজসা ।
নাতুষ্যভূত্বরূপেন রূপযৌবনশালিনী ॥ ৩৩
আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মার্ত্তণ্ডস্য হি তেজসা ।
গাত্রেষু প্রতিকল্পং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥ ৩৪
ন খল্বয়ং মৃতো হ্যণ্ডে ইতি স্নেহান্তমব্রবীৎ ।
অজ্ঞানঃ কশ্যপঃ স্নেহান্মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥
তেজস্ত্বভ্যধিকং তস্য নিত্যমেব বিবস্বতঃ ।
তমপি তাপয়ামাস ত্রীলোকান্ কশ্যপাত্মজঃ ।
ত্রীণ্যপত্যানি সংজ্ঞায়াং জনয়ামাস বৈ রবিঃ ।
দ্বৌ সুতৌ তু মহাবীৰ্যৌ কন্যাং কালিন্দিম্বেব চ
মনুর্বিবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ ।

ততো যমো যমী চৈব যমজৌ সম্ভবতুঃ ॥ ৩৮
শাতবর্ণং তু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা বিবস্বতঃ ।
অসহন্তী স্বকাং ছায়াং সৰ্ণাং নির্মমে পুনঃ ॥ ৩৯
মহীময়ী তু সা নারী তস্যাস্থায়াসমুদগতা ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতা ভূত্বা পুনঃ সংজ্ঞামভাষত ॥ ৪০
বাম কিং ময়া কার্য্যং সা সংজ্ঞা তামথাব্রবীৎ
অহং যাস্যামি ভদ্রন্তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ ॥ ৪১
তুয়েহ ভবনে মহ্যং বস্তব্যং নিকির্শঙ্কয়া ।
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী ॥ ৪২
ভদ্রে বৈ নৈবমাখ্যেয়মিদং ভগবতে তুয়া ।
এবমুক্তাব্রবীৎ সংজ্ঞাং সংজ্ঞা যা পার্থিবী তু সা
আ কেশগ্রহণাদৌব আশয়ং নৈব কহিচিৎ ।
আখ্যান্যামি মতং তুভ্যং গচ্ছ দেবি স্বমালয়ম্ ।
সমাধায় চ তাং সংজ্ঞা তথেষুত্যাঙ্গা তয়া চ সা ॥
তুষ্টুঃ সমীপমগমদ্বীড়িতেব তপস্বিনী ॥ ৪৫
পিতা তামাগতাং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সংজ্ঞামথাব্রবীৎ
ভর্তৃঃ সমীপং গচ্ছ ত্বং মা জগন্ম দিবাকরম্ ॥

সংজ্ঞানামী ভার্য্যায় তিনটি পুত্র জন্মে । পরে
মনু, সাবার্ন শনৈশ্বর, অশ্বিনীকুমারাদি সপ্ত
পুত্র সম্ভূত হয় । বিবস্বান্ কশ্যপ হইতে
দাক্ষায়ণীগর্ভে জন্ম লাভ করেন । তদীয়
ভার্য্যা তুষ্টনন্দিনী মহাদেবী সুরেশু নামে
বিখ্যাত ছিলেন । তাঁহারই আবার সংজ্ঞা নামে
খ্যাতি হয় । ২৫-৩২ । রূপযৌবনশালিনী
সংজ্ঞা দেবী অতিতেজা মার্ত্তণ্ডের রূপে
পরিভূষ্ট থাকিতে পারিলেন না । মার্ত্তণ্ডের
গাত্রসংসর্গে তিনি ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন ।
মার্ত্তণ্ডের জন্মকালে কশ্যপ মুনি স্নেহবশে 'এ
অণ্ডটি মরে নাই' এই কথা বলিয়াছিলেন ।
এজন্য তাঁহার মার্ত্তণ্ড নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।
কশ্যপনন্দন মার্ত্তণ্ড অত্যন্ত তেজস্বী বলিয়া
ত্রিলোকের সম্ভাপ জন্মাইতেন । তিনি সংজ্ঞার
গর্ভে দুইটি মহাবল পুত্র ও একটি কন্যা
উৎপাদন করেন । তন্মধ্যে সুজ্যেষ্ঠ এবং
শ্রদ্ধদেব প্রজাপতি কনিষ্ঠপুত্র । কন্যার নাম
কালিন্দী । তারপর যম ও যমী নামে জমজ

কন্যাপুত্র জন্মে ; সংজ্ঞা দেবী বিবস্বানের
অত্যুজ্জল তেজঃসহনে অসমর্থ হইয়া
আত্মানুরূপা ছায়া মূর্ত্তি নির্মাণ করিলেন । ছায়া
সমুদ্ভূতা সেই মনুষ্যী মূর্ত্তি তখন কৃতাজলি হইয়া
সংজ্ঞাকে কহিল, -আমি কি করিব? আদেশ
করুন । সংজ্ঞা কহিলেন, -তোমার মঙ্গল হউক
; আমি আমার পিত্রলয়ে যাইব ; তুমি
নিঃশঙ্কচিত্তে এ ভবনে বাস কর । আমার এই
বালকদ্বয় এবং যশস্বিনী কন্যাকে যত্নে
প্রতিপালন করিবে । আর এ বৃত্তান্ত ভর্ত্তার নিকট
প্রকাশ করিও না । ছায়া দেবী এই কথা শুনিয়া
কহিলেন, -দেবী ! আমার কেশগ্রহণের পূর্ব্ব
পর্যন্ত আমি এ বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ
করিব না । আপনি নিজ ভবনে প্রস্থান করুন ।
সংজ্ঞা দেবী ছায়ার কথায় সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ
লজ্জিতার ন্যায় দীনবেশে তুষ্টার সমীপে গমন
করিলেন । ৩৩-৪৫ । পিতা তুষ্টা সংজ্ঞাকে

সৈবমুক্তা তদা পিত্রা নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ ।
 বর্ষাণাম্ সহস্রং বৈ বসাত স্ম পিতৃর্গৃহে ॥ ৪৭
 ভর্তৃঃ সমীপং গচ্ছ ত্বং নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ ।
 অগমদ্বড়া ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা ।
 উত্তরান্ সা কুরান্ গত্বা তৃণান্যথ চচার সা ॥ ৪৮
 দ্বিতীয়ায়াস্ত্র সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্ত্য তাম্
 আদিত্যো জনয়া মাস পুত্রাবাদিত্যবর্চসৌ ॥
 পূর্বজস্য মনোস্তুল্যৌ সাদৃশ্যেন তু তৌ প্রভুঃ
 শ্রুতশ্রবস্ত্র ধর্মজ্ঞঃ শ্রুতকর্ম্মণমেব চ ॥ ৫০
 শ্রুতশ্রবা মনুঃ সোহাপ সাবর্ণকৈ ভবিষ্যতি ।
 শ্রুতকর্ম্মা তু বিজ্ঞেয়ো গ্রহো বৈ যঃ শনৈশ্চরঃ ॥
 মনুরেবাভবৎ স বৈ সাবর্ণ ইতি বুধ্যতে ।
 সংজ্ঞা তু পার্থিবী সা বৈ স্বস্যা পুত্রস্য বৈ তদা ॥
 চকারাভ্যাধকং স্নেহং ন তথা পূর্বজেষু বৈ ।
 মনুস্তচ্চাক্ষমৎ সর্বং যমস্তদ্বৈ ন চাক্ষমৎ ॥ ৫৩
 বহুশো যস্য মানস্ত সাপত্ন্যাদিতিদুঃখিতঃ ।

সমাগতা দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন,-তুমি
 ভর্তার সমীপে গমন কর । দিবাকরকে অবজ্ঞা
 করিও না । পিতা এইরূপ বারম্বার বলিলেও
 সংজ্ঞা দেবী সহস্র বৎসর কাল পিতৃগৃহেই বাস
 করিলেন । তথাপি পিতা, ভর্তৃসমীপে যাইবার
 জন্য নিরতিশয় নিব্বন্ধ করিতে থাকিলে
 অনিন্দিতা সংজ্ঞা দেবী অশ্বরূপ ধারণপূর্বক
 প্রচ্ছন্নবেশে উত্তর কুরুদেশে যাইয়া তৃণ
 ভক্ষণপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন ।
 এদিকে আদিত্যদেব সেই ছায়ামূর্তিকেই
 সংজ্ঞা মনে করিয়া তদীয় গর্ভে আদিত্য
 তুল্যতেজা, জ্যেষ্ঠ মনুর সাদৃশ্যসম্পন্ন ধর্মজ্ঞ
 শ্রুতশ্রবা ও শ্রুতকর্ম্মা নামে দুই পুত্র উৎপাদন
 করেন । শ্রুতশ্রবাই সাবর্ণি মনু নামে এবং
 শ্রুতকর্ম্মা শনৈশ্চর গ্রহরূপে প্রখ্যাত । শ্রুতকর্ম্মা
 সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইয়া পরে শনৈশ্চর
 হইয়াছেন । ছায়া সংজ্ঞা দেবী, পূর্বজ সংজ্ঞা-
 সন্তানগণের অপেক্ষা আত্মজগণের প্রতি
 সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন । মনু তাহা সহ্য
 করিলেও যম অসহিষ্ণু হইয়া ভবিতব্যতা ও

তাং বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোহর্ষস্য
 বৈ বলাৎ ॥ ৫৪
 পদা সন্তর্জয়ামান সংজ্ঞাং বৈবস্বতো যমঃ ।
 সা শশাপ ততঃ ক্রোধাৎসবর্ণা জননী যমম্ ॥
 পদা তর্জয়সে যস্মাৎ পিতৃভার্য্যাং যশস্বিনীম্
 তস্মাস্তবৈষ চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
 যমস্ত্র তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ।
 মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা পিতুঃ সর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫৬
 ভৃশং শাপভয়োদিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যেবিনির্জিতঃ ।
 বাল্যায়া যদি বা মোহান্নাং ভবাংস্তাতুমর্হতি ॥
 শণ্ডোহুমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাং বর ।
 তব প্রসাদো নস্তাতু হ্যেতস্মান্নাহতো ভয়াৎ ॥ ৫৮
 বিবস্বানেবমুক্তস্ত্র যমং প্রোবাচ বৈ প্রভুঃ ।
 অসংশয়ং পুত্র মহত্ত্ববিষ্যত্র কারণম্ ॥ ৫৯
 যেন ত্বামাবিশৎক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাদিনম্
 ন শক্যমেতন্নিখ্যা তু কর্ত্ত্বং মাতুর্বচস্তব ॥ ৬০

বালকত্ব প্রযুক্ত রোষবশে পদদ্বারা সেই ছায়া
 সংজ্ঞাকে সন্তর্জিত করেন ; তাহাতে সবর্ণ্য
 ছায়াদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিশাপ দিলেন,
 -আমি তোমার মাননীয়া পিতৃভার্য্যা হইলেও
 যেহেতু তুমি আমাকে পদদ্বারা তর্জন করিলে,
 এজন্য তোমার ঐ পদ নিঃসন্দেহ পতিত
 হইবে । ৪৬-৫৫ । ধর্ম্মাত্মা যম ছায়াসংজ্ঞার
 সেই শাপবাক্যে দুঃখিত হইয়া অতীব
 বিষণ্ণচিত্তে মনুর সহিত পিতৃসমীপে যাইয়া
 সমস্ত নিবেদন করিলেন । -হে লোকেশ! আমি
 বালকত্ব বা মোহ বশে অপরাধ করিয়াছি,
 আমাকে রক্ষা করুন । জননী আমাকে শাপ
 দিয়াছেন ; আপনার অনুগ্রহ, আমাকে এই
 মহাভয় হইতে পরিদ্রাণ করুক । প্রভু বিবস্বান্
 এই কথা শুনিয়া যমকে কহিলেন, -পুত্র! এ
 বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে ।
 নচেৎ তুমি সত্যবাদী ও ধর্ম্মজ্ঞ হইলেও
 তোমার ক্রোধ হইল কেন? তোমার এই
 মাতৃবাক্য অন্যথা কারও অসাধ্য । হে

ক্রিময়ো মাংসমাদায় যাস্যন্তি তু মহাং তব ।
ততঃ পাদং মহাপ্রাজ্ঞ পুনঃ সম্প্রান্যসে সুখম্
কৃতমেবং বচঃ সত্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি ।
শাপস্য পরিহারেণ ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥৬৩॥
আদিত্যস্তব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ।
তুল্যেষ্যপ্যধিকঃ স্নেহ একস্মিন্ ক্রিয়তে ত্বয়া ॥
সা তৎপরিহরন্তী বৈ নাচচক্ষে বিবস্বতঃ ।
আত্মনা স সমাধায় যোগং তথ্যমপশ্যত ॥৬৪॥
তাং শগু কামো ভগবন্নাশায় কুপিতঃ প্রভু ।
সা তৎসর্বং যথাতত্ত্বমাচচক্ষে বিবস্বতঃ ॥৬৫॥
বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্তুষ্টারমভ্যয়াৎ ।
তুষ্টা তু তং যথান্যায়মর্চয়িত্বা বিভাবসুম্ ॥৬৬॥
নির্দম্বকামং রোষণে সান্ত্বয়ামাস বৈ শনৈঃ ।
তবাতিতেজসা যুক্তমিদং রূপং ন শোভতে ॥
অসহন্তী তু তৎসংজ্ঞা বনে চরতি শাধলে ।

দ্রক্ষ্যতে তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যাং শুভচারিণী ম
শ্লাঘ্যাং যৌবনসম্পন্নাং যোগমাস্থায় গোপতে
অনুকুলং ভবেদেবং যদি স্যাৎ সময়ো মতঃ ॥
রূপং নিবর্তয়েয়ং তে আদ্যং শ্রেষ্ঠমরিন্দম ।
রূপং বিবস্বতস্ত্বাসীত্তির্য্যগূর্ধ্বমধস্তথা ॥ ৭০
তেনাসৌ ব্রীড়িতো দেবো রূপেণ তু দিবস্পতিঃ
তস্মাত্তুষ্টা স চক্রস্ত বহু মেনে মহাতপাঃ ॥ ৭১
অনুজ্ঞাতস্ততস্তুষ্টা রূপনিবর্তনায় তু ।
ততোহুভ্যুপগমস্তুষ্টা মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ ॥ ৭২
ভ্রমিমারোপ্য তন্তেজঃ শাতয়ামাস তস্য বৈ ।
তত্ত্ব নির্ভাসিতং তেজস্তেজসাপহতেন তু ॥ ৭৩
কান্তাং কান্ততরং দ্রষ্টুমশুভং শুশুভে ততঃ ।
দদর্শ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং তথা ॥
অদৃশ্যাং সর্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ।
অশ্বরূপেন মার্ত্তণ্ডস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥ ৭৫

মহাপ্রাজ্ঞ! কৃমিগণ তোমার পদের মাংস লইয়া
ভূতলগত হইবে, তার পর আবার তুমি
অনায়াসে নুতন পদ প্রাপ্ত হইবে। এরূপ
করিলে তোমার মাতার বাক্যও সত্য হইবে,
আর শাপ পরিহার দ্বারা তোমারও রক্ষা হইবে।
আদিত্য এই বলিয়া পরে ছায়া-সংজ্ঞাকে
কহিলেন, সকল সন্তান সমান হইলেও তুমি
কিজন্য একজনের প্রতি অধিক স্নেহ কর?
এরূপ প্রশ্নে ছায়া সংজ্ঞা রহস্য প্রকাশভয়ে
কিছুই কহিলেন না। তখন আদিত্য দেব সমাধি
অবলম্বনে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া ছায়া-
সংজ্ঞাকে অভিশাপ দ্বারা বিনাশ করিতে উদ্যত
হইলে ছায়া সংজ্ঞা তখন সমস্ত কথা যথাযথ
ব্যক্ত করিলেন। বিবস্বান্ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া
সরোষে তুষ্টার সমীপে গমন করিলেন। তুষ্টা
তখন যথাযোগ্য উপচারে, রোষবশে দহনেচ্ছু
বিভাবসুকে অর্চনা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সান্ত
নাপূর্বক কহিলেন, তোমার অতি তেজোযুক্ত
এই রূপ শোভা পায় না। সংজ্ঞা ইহা সহ্য
করিতে না পারিয়া শাধলময় ভূভাগে বিচরণ

করিতেছে। কে কিরণরাজ! তুমি তোমার সেই
শুভাচারী, শ্লাঘ্যা যৌবন সম্পন্না যোগিনী
ভার্য্যাকে দেখিতে পাইবে। ৫৬-৬৮। তুমি যদি
আমার কথা শুন, তবে ভাল হয়; হে অরিন্দম!
আমি তোমার এই রূপের পরিবর্তন করিয়া
তোমাকে অপর মনোহরাকার করিয়া দিব।
পূর্বে বিবস্বনের তজঃসমূহ উর্দ্ধ অধঃ ও
তির্য্যকভাবে বিসর্পিত ছিল; তজ্জন্য ভাস্করদেব
কিঞ্চিৎ লজ্জিত ছিলেন। মহাতপাঃ তুষ্টা স্বীয়
চক্রযন্ত্রে সেই রূপের পরিবর্তন করিয়াছিলেন
বলিয়া সেই চক্রযন্ত্রে তিনি সমধিক শ্রদ্ধাবান্
হইলেন। পরে তুষ্টা, রূপপরিবর্তন বিষয়ে
দিবাকর কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মার্ত্তণ্ডের সমীপে
যাইয়া তাঁহাকে স্বীয় ভ্রমিযন্ত্রে আরোপনপূর্বক
তদীয় তেজঃসমূহ শাতিত করিলেন। তাহাতে
অতিতেজা মার্ত্তণ্ড দেব, কিঞ্চিৎ তেজোহীন হইয়া
নয়নাভিরাম মনোরম মূর্ত্তশালী হইলেন। পরে
তিনি যোগাবলম্বনে, তেজোনিয়মনবশে
সর্বভূতের অদৃশ্যা অশ্বরূপিণী স্বীয় ভার্য্যাকে
দেখিতে পাইলেন। তখন মার্ত্তণ্ড দেব অশ্বরূপ

মৈথুনায় বিচেষ্টস্তী পুরপুংসোপশঙ্কয়া ।
 সা তন্নিরধমচ্ছুক্রং নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ॥ ৭৬
 দেবৌ তস্মাদজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ
 নাসত্যশ্চৈব দশ্রুচ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি ॥ ৭৭
 মার্ত্তণ্ডস্য সুতাবেতামষ্টমস্য প্রজাপতেঃ ।
 তাং তু রূপেণ কাণ্ডেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ৭৮
 সা তং দৃষ্টা তদা ভার্য্যা তুতোষ চ মুমোহ চ ॥
 যমস্ত তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ॥ ৭৯
 ধর্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্মরাজস্ততস্ত্ব সঃ ।
 সোহলভৎ কর্মণা তেন শুভেন পরমদ্যুতিঃ ॥
 পিতৃণামাধিপত্যঞ্চ লোকপালত্বমেব চ ।
 মনুঃ প্রজাপতিস্তেবং সার্বর্ণঃ স মহাযশাঃ ॥ ৮১
 ভাব্যসৌ নাগতে তস্মিন মনুঃ সার্বর্ণিকেহুত্তরে
 মেরুপৃষ্ঠে সুরম্যে বৈ অদ্যাপি চরতে প্রভুঃ ॥
 ভ্রাতা শনৈশ্চরন্তত্র গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্ ।

ধারণ পূর্বক তৎসমীপে যাইয়া মৈথুনার্থ
 যত্নপরায়ণ হইয়া তদীয় মুখে সমাসক্ত
 হইলেন। অশ্বরূপিণী সংজ্ঞা দেবী, পরপুরুষ
 শঙ্কায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যানার্থ চেষ্টিত হইলেও
 অশ্বরূপী মার্ত্তণ্ড তদীয় মুখে রেতঃসেক
 করিলেন। পরন্তু সংজ্ঞা দেবী নাসিকা দ্বারা
 সেই শুক্র নিঃসরিত করিয়া ফেলিলেন। তাহা
 হইতে নাসত্য ও দশ্রু নামে তিস্রক্শ্রেষ্ঠ
 অশ্বিনীকুমারযুগলের উৎপত্তি হয়। ইহারা
 অষ্টম প্রজাপতি মার্ত্তণ্ডের সন্তান। পরে ভাস্কর,
 সেই সংজ্ঞাকে স্বীয় মনোরম রূপ প্রদর্শন
 করিলেন। সংজ্ঞা, পতির সেই রূপ দেখিয়া
 অতীব সন্তুষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইলেন। ৬৯-৭৯।
 এদিকে যম মাতৃশাপে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে
 ধর্মানুসারে প্রজাগণের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতে
 লাগিলেন। সেই পরমদ্যুতি যম, শুভ কর্মের
 ফলে পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালত্ব
 প্রাপ্ত হইলেন। মহাযশাঃ সার্বর্ণ প্রজাপতি
 সার্বণিক মন্বন্তরে মনু হইবেন। তিনি সুরম্য
 মেরুপৃষ্ঠে অদ্যাপি বিরচণ করিতেছেন। ইহার

তৃষ্টা তু তেন রূপেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ ।
 মহাপ্রতিহতং যুদ্ধে দানব প্রতিবারণে ॥ ৮৩
 যবীয়সী তয়োৰ্যা তু যমুনা চ যশস্বিনী ।
 অভবৎসা সরিছেষ্টা যমুনা লোকভাবিনী ॥ ৮৪
 যস্ত জ্যেষ্ঠো মহাতেজাঃসর্গো यस্য তু সাম্প্রতম্
 বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ৮৫
 ইদম্ভ জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্বা পঠতে বা ।
 বৈবস্বতস্য পুত্রাণাং সন্তানাস্ত্ব মহৌজসাম্ ।
 আপদং প্রাপ্য মুচ্যতে প্রাপুয়াচ্চ মহদ্যশঃ ॥ ৮৬
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বতোৎ-
 পত্তিবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমো-
 হধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো মন্বন্তরেহুত্তীতে চাক্ষুষে দৈবতৈঃ সহ ।
 বৈবস্বতায় মহতে পৃথিবীরাজ্যমাদিশৎ । ১

অপর ভ্রাতা শনৈশ্চর, গ্রহত্ব লাভ করিয়াছেন।
 তৃষ্টা, ভাস্করের কর্তিত সেই তেজঃসমূহ দ্বারা
 বিষ্ণুর চক্র নির্মাণ করেন। সেই সুদর্শন চক্র
 দানব-বারণে সতত অপ্রতিহত। যমের কনিষ্ঠা
 যশস্বিনী যমুনা দেবী লোকহিতবিধায়িনী যমুনা
 নাম্নী শ্রেষ্ঠ নদীরূপে পরিণত হয়েন। যিনি
 ইহাদিগের সকলের জ্যেষ্ঠ, যাহার অধিকার
 কাল চলিতেছে, সেই বৈবস্বত মনুর বিস্তর
 বিবরণ বর্ণন করিব। যে জন, বিবস্বানের
 মহাতেজস্বী সন্ত সন্তানের এই মনোহর বিবরণ
 শ্রবণ করে কিম্বা পাঠ করে, সে আপদ হইতে
 মুক্ত ও যশোবাজন হইয়া থাকে। ৮০-৮৬।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন- দেবগণ সহ চাক্ষুষ মন্বন্তর
 অতীত হইলে পৃথিবীরাজ্য, বৈবস্বত মনুর

তস্য বৈবস্বতো বক্ষ্যে সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ ।
 আনুপূর্ব্যেণ বৈ বিপ্রাঃ কীর্ত্যমানং নিবোধত
 মনোর্বৈবস্বতস্যেহ সর্গমাদায় সাম্প্রতম্ ।
 মনোঃ প্রথমজস্যাসন্নব পুত্রাস্তু তৎসমাঃ ॥ ৩
 ইক্ষাকুর্নহ্ষশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ ।
 নরিস্যন্তস্তথা প্রাংস্তূর্ণাভাগারিষ্ট এব চ ।
 করুষশ্চ পৃষদ্রশ্চ নবৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪
 ব্রহ্মণা তু মনুঃ পূর্ব্বং চোদিতস্ত নিবোধত ।
 স্রষ্টুং প্রচক্রমে কামং নিষ্কলং সমবর্তত ॥ ৫
 অথাকরোৎপুত্রকামঃ পরামিষ্টিং প্রজাপতিঃ ।
 মিত্রাবরুণয়োরংশে মনুরাহতিমাবপৎ ॥ ৬
 তত্র দিব্যান্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ।
 দিব্যসন্নহনা চৈব ইড়া জজ্ঞে ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৭
 তামিলেত্যথ হোবাচ মনুর্দণ্ডধরঃ স্মৃতঃ ।
 অনুগচ্ছামি ভদ্রং তে তমিলা প্রত্যুবাচ হ ॥ ৮
 ধর্মযুক্তমিদং বাচ্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ।
 মিত্রাবরুণয়োরংশে জাতাস্মি বদতাং বর ॥ ৯
 তয়োঃ সকাশং যাস্যামি মা নো ধর্মো হতো
 বধীৎ ॥

অধিকৃত হয় । সেই মহাত্মা বর্তমান বৈবস্বত
 মনুর সর্গবৃত্তান্ত যথাক্রমে কীর্তন করিতেছি ;
 হে দ্বিজগণ ! আপনারা এ বিষয়ে অবধান
 করুন । বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুর আত্মতুল্য
 নবসংখ্যক পুত্র জন্মে । ইক্ষাকু, নহ্ষ, ধৃষ্ট,
 শর্যাতি, নরিস্যন্ত, প্রাংস্ত, নাভাগারিষ্ট, করুষ
 ও পৃষদ্র, এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র । হে
 মুনিগণ ! শ্রবণ করুন । এইরূপ শ্রুতি আছে
 যে, ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি মনু, প্রজাসৃষ্টি
 করিয়া সংযতভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া
 মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে আহুতি দান করিলে
 তাহাতে দিব্যান্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা
 দিব্যাবয়বসম্পন্না ইড়া প্রাদুর্ভূত হন । দণ্ডধর
 মনু, তাহাকে ইলা বলিয়া সম্বোধন করিলেন ।
 ইলা তখন সেই পুত্রাভিলাষী প্রজাপতিকে
 এই ধর্মযুক্ত বাক্য কহিলেন যে, আপনার
 মঙ্গল হউক ; হে বাগ্ধিবর ! আমি

সৈবমুক্তা পুনর্দেবী তয়োরন্তিকমাগমৎ ॥ ১০
 গতান্তিকং বরারোহা প্রাজ্জলির্বা ক্যমব্রবীৎ ।
 অংশেহস্মি যুবযোজাতা দেবৌ কিং কর
 বাণি বাম্ ॥ ১১
 মনুনৈবাহমুক্তাস্মি অনুগচ্ছস্ব মামিতি ।
 ততা তু বদতীং সাধ্বীমিলামাশ্রিত্য তাবুভৌ ॥
 দেবৌ চ মিত্রাবরুণাবিদং বচনমুচতুঃ ।
 অনেন তব ধর্মজ্ঞে প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ১৩
 সত্যেন চৈব শুশ্রোণি প্রীতৌ স্যো বরবর্ণিনি ।
 আবয়োস্ত্বং মহাভাগে খ্যাতিং কন্যা প্রয়াস্যসি
 সুদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু পূজিতঃ ।
 জগৎপ্রিয়ো ধর্মশীলো মনোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৬
 মানবঃ সতু সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবমগমৎ প্রভুঃ ।
 সা তু দেবী বরং লব্ধ্বা নিবৃন্তা পিতরং প্রতি ॥
 বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনাযোপমস্ত্রিতা ।
 সোমপুত্রাদবুধচ্চাস্যা ঐলো জজ্ঞে পুরুষবাঃ ॥

মিত্রাবরুণের অংশে জন্মিয়াছি ; অতএব
 তাহাদিগের নিকটই যাইব । আমার ধর্ম নষ্ট
 হইয়া ক্লেশদায়ক না হউক । বরারোহা ইলাদেবী
 এই কথা কহিয়া মিত্রাবরুণের সন্নিধানে যাইয়া
 কৃতাজ্জলিকরে কহিলেন, হে দেবদ্বয় ! আমি
 আপনাদিগের অংশে জন্মিয়াছি ; আপনাদিগের
 কোন্ আদেশ পালন করিব ? মনু আমাকে
 'হে ভামিনি ! তুমি মিত্রাবরুণের অনুগমন
 কর ।' এইরূপ আদেশ করিয়াছেন । সাধ্বী ইলা
 এইরূপ বলিলে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় তাহাকে
 কহিলেন, হে ধর্মজ্ঞ সুশ্রোণি ! তোমার এই
 সৌজন্য, দম ও সত্য দ্বারা আমরা প্রীত
 হইলাম, তুমি আমাদের কন্যা বলিয়া খ্যাতি
 লাভ করিবে । ১-১৪ । এই ইলাই পশ্চাৎ মনুর
 বংশবর্দ্ধনকারী ধর্মশীল জগৎপ্রিয় সুদ্যুম্ন নামে
 খ্যাত হয়েন ; ইনিই পুনরায় স্ত্রীভাবও লাভ
 করেন । ইলা দেবী মিত্রা বরুণ হইতে বরলাভ
 করিয়া মনুসন্নিধানে প্রত্যাবর্তন কালীন
 সোমনন্দন বুধ কর্তৃক মৈথুনার্থে আমন্ত্রিত

বুধাৎসা জনয়িত্বা তু সুদ্যুম্নং পুনরাগতা ।
 সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাক্ষয়ঃ পরমধার্মিকঃ ॥১৮
 উৎকলচ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বস্তথৈব চ ।
 উৎকলস্যোৎকলং রত্নিং বিনতাশ্বস্য পশ্চিমম্ ॥
 দিম্বাবাতস্য রাজর্ষেগয়স্য তু গয়া পুরী ॥ ১৯
 প্রবিসৃষ্টে মনৌ তস্মিন্ প্রজাঃ সৃষ্টা দিবাকরঃ
 দশধা তদ্বৎক্ষেত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥২০
 ইক্ষাকুরেব দায়াদানন্যান্ দশ সমাপুয়াৎ ।
 কন্যাভাবাতু সুদ্যুম্নো নৈনং ভাগমবাপুয়াৎ ॥২১
 বশিষ্টবচনাচ্চাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাদ্যুতেঃ ।
 প্রতিষ্ঠা ধর্মরাজস্য সুদ্যুম্নস্য মহাশ্বনঃ ॥ ২২
 তৎপুরুষবসে প্রাদাদ্রাষ্ট্রং প্রাপ্য মহাযশাঃ ।
 মানবেভ্যো মহাভাগাঃ স্ত্রী পুংসোল্লক্ষণং প্রতি ॥
 মানবঃ স তু সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবমগমৎ পুনঃ ॥ ২৩
 এতচ্ছুত্বা তু ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্ ।
 মানবঃ স তু সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবমগমৎ কথম্ ॥২৪

হয়েন । ইহার গর্ভে বুধের ঔরসে পুরুষবার
 জন্ম হয় । ইলা দেবী বুধসংসর্গে
 পুত্রোৎপাদনাতে পুনরায় সুদ্যুম্নভূ লাভ করেন ।
 সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব নামক পরম
 ধার্মিক তিন পুত্র জন্মে । উৎকলের রাজধানী
 উৎকল, বিনাতাশ্বের পশ্চিম প্রদেশ এবং
 গয়ের গয়া পুরী । ১৫-১৯ । দিনকরনন্দন মনু,
 সন্তান-সৃজন করিয়া পৃথিবীকে দশধা
 বিভাগপূর্বক সন্তানগণকে দান করেন ।
 ইক্ষাকুর অপর দশ পুত্র জন্মে । তাঁহারা
 রাজ্যভাগী হয়েন ; কিন্তু সুদ্যুম্ন স্ত্রীতৃপ্তযুক্ত
 রাজ্যলাভে বঞ্চিত হয়েন । বসিষ্ঠের
 বাক্যানুসারে যশস্বী, ধার্মিক, মহাত্মা সুদ্যুম্ন,
 প্রতিষ্ঠানপু্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েন । সুদ্যুম্ন রাজা,
 পশ্চাৎ স্ত্রীভাব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই
 রাজ্য পুরুষবাকে দান করেন । হে মহাভাগগণ!
 মানবেরা লক্ষণভেদে স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য
 নির্ণয়ে সহজেই সমর্থ হয় । সেই জন্যই
 লজ্জাবশে সুদ্যুম্ন রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য
 হয়েন । ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া মনুনন্দন

সূত উবাচ ।

প্রোবাচ বচনং দেবী প্রিয়হেতোঃ প্রিয়ং প্রিয়া
 সমে মমাশ্রমে দেব যঃ পুমান্ সম্ভবেক্ষ্যতি ॥
 ভবিষ্যতি ধ্রুবং নারী সা তুল্যান্সরসাং শুভ
 তত্র সর্বানি ভূতানি পিশাচাঃ পশবশ্চ যে ।
 স্ত্রীভূতাঃ সহ রুদ্রেণ ক্রীড়ন্ত্যঙ্গরসো যথা ॥
 উমাবনং প্রবিষ্টস্ত্ব স রাজা মৃগয়াং গতঃ ।
 পিশাচৈঃ সহ ভুতৈস্ত্ব রুদ্রৈঃ স্ত্রীভাবমাস্থিতে ॥
 তস্মাৎ স রাজা সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীভাবং লব্ধবান্ পুনঃ
 মহাদেব প্রসাদাচ্চ গাণপত্যমবাপুয়াৎ ॥ ২৮
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বতমনোঃ
 সৃষ্টিকখনং নাম পঞ্চাশীতিতমোহুধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

সুদ্যুম্ন কি প্রকারে স্ত্রীভাব লাভ করেন তাহা
 জিজ্ঞাসিলেন । তদুত্তরে সূত কহিলেন,-দেবী
 ভগবতী কোন সময়ে আত্মপ্রিয় কামনায়
 শিবসন্নিধানে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে,
 দেব ! আমার আশ্রম এই উমাবনে যে পুরুষ
 প্রবেশ করিবে, সে অবিলম্বে অঙ্গরার ন্যায়
 রূপবতী নারীমূর্তি ধারণ করিবে । এজন্য
 সেখানে পশু পিশাচাদি সর্বপ্রাণীই স্ত্রীরূপী
 ; সকলেই অঙ্গরোগণের ন্যায় স্ত্রীজনোচিত
 ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা মহাদেবের প্রীতি বিদান
 করিয়া থাকে । রাজা সুদ্যুম্ন, সেই উমাবনে
 প্রবেশ করিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়েন । পরে তিনি
 তত্রত্য স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত পিশাচ-ভূত-রুদ্রাদি সহ
 সেই স্থানেই অবস্থানপূর্বক মহাদেবের
 অনুগ্রহে গাণপত্য লাভ করেন । ২০-২৮ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৫ ।

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

নিসর্গং মনুপুত্রাণাং বিস্তরেণ বিবেধত ।
 পৃষদ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাবমভক্ষয়ৎ ॥ ১
 শাপাচ্ছদ্রত্বমাপন্নস্যবনস্য মহাত্মনঃ ।
 করুষস্য তু কারুবাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২
 সহস্রক্ষত্রিয়গণো বিক্রান্তঃ সম্ভুব হ ।
 নাভাগারিষ্টপুত্রস্ত বিদ্বানাসীদ্ভলন্দনঃ ॥ ৩
 ভলন্দনস্য পুত্রোহভুৎপ্রাংগুর্মাম মহাবলঃ ।
 প্রাংশোরেকোহভবৎপুত্রঃ প্রজানিরিতি

বিশ্রুতঃ ॥ ৪

প্রজানেরভবৎপুত্রঃ খনিত্রো নাম বীর্যবান ।
 তস্য পুত্রোহভবচ্ছ্রীমমান্ ক্ষুপো নাম মহাযশাঃ
 ক্ষুপশ্য বিংশঃ পুত্রস্ত প্রতিমানং বভুব হ ।
 বিংশপুত্রস্ত কল্যাণো বিবিংশো নাম ধার্মিকঃ ॥
 বিবিংশপুত্রো ধর্মাত্মা খনিনেত্রঃ প্রতাপবান্ ।
 করুক্ষমস্তস্য পুত্রস্ত্রেতাযুগমুখেহভবৎ ॥ ৭
 করুক্ষমসুতশ্চাপি আবিষ্কিন্ণাম বীর্যবান্ ।
 আবিষ্কিতো ব্যতিক্রামাৎ পিতরং গুণবন্তয়া ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ ! মনুপুত্র গণের
 চরিত শ্রবণ করুন । মনুতনয় পৃষদ্র, গুরুর
 একটি গাভী হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন
 ; এজন্য তিনি মহাত্মা চ্যবনের শাপে শূদ্রত্ব
 প্রাপ্ত হইলেন । করুষের অতি বিক্রান্ত দুর্দমনীয়
 কারুক্ষনামক সহস্র ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মে ।
 নাভাগারিষ্টের পুত্র বিদ্বান্ ভলন্দন ।
 ভলন্দনের পুত্র প্রাংশু । প্রাংশুর পুত্র প্রজানি ।
 প্রজানির পুত্র বীর্যবান্ খনিত্র । খনিত্রের পুত্র
 মহাযশাঃ শ্রীমান্ ক্ষুপ । ক্ষুপের পুত্র মানী
 বিংশ । বিংশের পুত্র ধার্মিক বিবিংশ ।
 বিবিংশের পুত্র ধর্মাত্মা প্রতাপবান্ খনিনেত্র ।
 ত্রেতাযুগের আদিকালে তাঁহার করুক্ষম নামক
 এক পুত্র জন্মে । করুক্ষমের পুত্র বীর্যবান
 আবিষ্কিৎ ; আবিষ্কিৎ নিজগুণে পিতাকে

মরুস্ত্রো নাম ধর্মাত্মা চক্রবর্তিসমো নৃপঃ ।
 সংবর্তেন দিবং নীতঃ সসুহৃৎসহ বান্ধবৈঃ ॥ ৯
 বিবাদোহত্র মহানাসীৎসংবর্তস্য বৃহস্পতেঃ ।
 ঋদ্ধিং দৃষ্ট্বা তু যজ্ঞস্য ক্রুদ্ধস্তস্য বৃহস্পতিঃ ॥ ১০
 সংবর্তেন হতে যজ্ঞে চুকোপ সুভৃশং তদা ।
 লোকানাং স হি নাশায় দৈবতৈহি প্রসাদিতঃ
 মরুস্তচক্রবর্তী স নরিশ্যস্তমবাপ্তবান্ ।
 নরিশ্যস্তস্য দায়াদো রাজা দণ্ডধরো দমঃ ॥ ১২
 তস্য পুত্রস্ত বিক্রান্তো রাজাসীদ্রাষ্ট্রবর্ধনঃ ।
 সুধৃতী তস্য পুত্রস্ত নরঃ সুধৃতিনঃ সুতঃ ॥ ১৩
 কেবলস্তস্য পুত্রস্ত বন্ধুমান্ কেবলাত্মজঃ ।
 অথ বন্ধুমতঃ পুত্রো ধর্মাত্মা বেগবান্নৃপঃ ॥ ১৪
 বুধো বেগবতঃ পুত্রস্তণবিন্দুর্বুধাত্মজঃ ।
 ত্রেতাযুগমুখে রাজা তৃতীয়ে সম্ভুব হ ॥ ১৫
 কন্যা তু তস্য দ্রাবিড়া মাতা বিশ্ববসো হি সা ।
 পুত্রশ্চাস্য বিশালোহভুদ্রাজা পরমধার্মিকঃ ॥ ১৬
 বিশালস্য সমুৎপন্না বিশালা যেন নির্মিতা ।
 বিশালস্য সুতো রাজা হেমচন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ১৭

অতিক্রম করিয়াছিলেন । তৎপুত্র ধর্মাত্মা
 চক্রবর্তি সমগুণবান্ মরুস্ত সুহৃৎ-বান্ধবাদি সহ
 সংবর্ত মুনি কর্তৃক স্বর্গে নীত হইলেন । তখন
 বৃহস্পতির সহিত সংবর্তের মহান্ বিবাদ ঘটে ।
 সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধি দর্শনে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ
 হইলেন । তাদৃশ মহাসমৃদ্ধি যজ্ঞ সংবর্তের আয়ত্ত
 হইল বলিয়াই বৃহস্পতির ক্রোধ জন্মে । দেবগণ
 সেই লোকনাশকর ক্রোধের শাস্তি করেন । ১-
 ১১ । মরুস্ত চক্রবর্তী হইয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র
 নরিশ্যস্ত । নরিশ্যস্তের পুত্র দম ; দমের পুত্র
 রাষ্ট্রবর্ধন ; তৎপুত্র সুধৃতী ; তৎপুত্র নর ; তৎপুত্র
 কোল ; তৎপুত্র বন্ধুমান, তৎপুত্র ধর্মাত্মা
 বেগবান্ । বেগবানের পুত্র বুধ, তৎপুত্র তৃণবিন্দু
 ; ইনি তৃতীয় ত্রেতা যুগের প্রারম্ভ কালে রাজা
 হইলেন । ইহার কন্যা দ্রাবিড়া ; দ্রাবিড়ার পুত্র
 বিশ্বাঃ । পুত্রের নাম বিশাল । বিশাল রাজা পরম
 ধার্মিক ছিলেন । ইনিই বিশালপুরী নির্মাণ

সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রদনন্তরম্ ।
 সুচন্দ্রতনয়ো রাজা ধুম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৮
 ধুম্রাশ্বতনয়ো বিদ্বান্ সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত ।
 সৃঞ্জয়স্য সূতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥
 কৃশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।
 কৃশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্ ॥
 সোমদত্তস্য রাজর্ষেঃ সুতোহভুজ্জনমেজয়ঃ ।
 জনমেজয়াশ্চজৈশ্চৈব প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ২১
 তৃণবিন্দুপ্রসাদেন সর্বৈ বৈশালকা নৃপাঃ ।
 দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥
 শর্যাতেমিথুনং ত্বাসীদানর্ভো নাম বিশ্রুতঃ ॥
 পুত্রঃ সুকন্যা কন্যা চ ভার্য্যা যা চ্যবনস্য তু ॥
 আনর্ভস্য তু দায়াদো রেবো নাম্না তু বীর্যবান্
 আনর্ভো বিষয়ো যস্য পুরী চাপি কুশস্থলী ॥ ২৪
 রেবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্রী নাম ধার্মিকঃ ।
 জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃশতস্যাসীদ্রাজা প্রাপ্য কুশ-

স্থলীম্ ॥ ২৫

কন্যয়া সহ শ্রুত্বা চ গান্ধর্বং ব্রহ্মণোহন্তিকে ।
 মুহূর্তং দেবদেবস্য মার্ত্যং বহুযুগং বিভোঃ ॥

করেন । বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র ।
 তৎপুত্র সুচন্দ্র ; তৎপুত্র ধুম্রাশ্ব, তৎপুত্র বিদ্বান্
 সৃঞ্জয়, তৎপুত্র প্রতাপবান্ সহদেব ; তৎপুত্র
 পরম ধার্মিক কৃশাশ্ব ; তৎপুত্র প্রতাপবান্
 মহাতেজাঃ সোমদত্ত ; তৎপুত্র জনমেজয় ;
 তৎপুত্র প্রমতি । তৃণবিন্দুর প্রসাদে
 বিশালবংশীয় রাজগণ সকলেই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা,
 বীর্যবান্ ও পরম ধার্মিক ছিলেন । ২-২২ ।
 শর্যাতি রাজার আনর্ভ নামক পুত্র ও সুকন্যা
 নামে এক কন্যা জন্মে সুকন্যা চ্যবনের ভার্য্যা ।
 আনর্ভের পুত্র বীর্যবান্ রেব । আনর্ভরাজ্য ও
 কুশস্থলী পুরী ইহার অধিকৃত । রেবের পুত্র
 রৈবত, ইহার নামান্তর ককুদ্রী । ইনি শতভ্রাতার
 মেধ্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন । ইনি কুশস্থলীতে রাজ্য
 করিতেন । একদা ইনি নিজ কন্যাসহব্রহ্মসভায়

আজগাম যুবা চৈব স্বাং পুরীং যাদবৈবৃতাম
 কৃতাং দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥
 ভোজবৃক্ষ্যাক্কৈর্গুপ্তাং বসুদেবপুরোগমৈঃ ।
 তাং কৃথাং রৈবতঃ শ্রুত্বা যথাতত্ত্বমরিন্দমঃ ॥ ২৮
 কন্যান্ত বনদেবায় সুব্রতাং নাম রেবতীম্ ।
 দত্তা জগাম শিখরং মেরোস্তুপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৯
 রেমে রামশ্চ ধর্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ কিল ।
 তাং কথামৃষয়ঃ শ্রুত্বা পপ্রচ্ছুস্তদনন্তরম্ ॥ ৩০
 ঋষয় উচুঃ ।

কথং বহুযুগে কালে ব্যাতীতে সূতনন্দন ।
 ন জরাং রেবতী প্রাপ্তা পলিতঞ্চ কুতঃ প্রতো ॥
 মেরুং গতস্য বা তস্য শর্যাতেঃ সন্ততিঃ কথম্ ।
 স্থিতা পৃথিব্যামদ্যপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
 কিয়ন্তো বা সুরগণা গন্ধর্কাস্তত্র কীদৃশাঃ ।

যাইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন তাহাতে
 ব্রহ্মার মুহূর্তকাল মাত্র সঙ্গীত শ্রবণে অতিবাহিত
 করিলেও মানুষমানে বহু যুগ অতিক্রান্ত হইয়া
 যায় । তিনি সঙ্গীত শ্রবণান্তে যাদবগণাবৃত নিজ
 পুরে প্রত্যাভর্তন করেন ; আসিয়া দেখিলেন
 তথায় বসুদেবপ্রমুখ অন্ধক-ভোজবৃক্ষি বংশীয়
 জনগণে অধ্যুষিত বহুদ্বার শালিনী মনোহরা
 দ্বারবতী পুরী নির্মিত হইয়াছে । তিনি
 তদবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর স্বীয় রেবতী নামী সুব্রতা
 কন্যাটিকে বনদেবের হস্তে সম্প্রদান করিয়া
 তপস্যার্থ মেরুশিখরে গমন করিলেন ।
 ধর্মাত্মা বলরাম, সেই রেবতীর সহিত সুখে
 কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ এই
 কথা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, -হে
 সূতনন্দন ! বহু যুগ অতীত হইলেও কিজন্য
 রেবতী জরাগ্রস্তা হয়েন নাই ? আর কি নিমিত্তই
 বা তাহার পালিত হয় নাই ? শর্যাতি-বংশধর
 রেবত মেরুপর্বতে প্রস্থান করিলেও কি
 প্রকারে তদীয় বংশ ভূমণ্ডলে বিদ্যমান রহিল ?
 যে গান শুনিয়া রেবত রাজা, দীর্ঘকালকেও
 মুহূর্তব্য অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গান

যচ্ছত্বা রৈবতঃ কালান্ মুহূর্তমিব মন্যতে ।

সূত উবাচ ।

ন জরা ক্ষুধপিপাসা বা ন চ মৃত্যুভয়ং ততঃ ।

ন চ রোগঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকগতস্য হি ॥৩৪

গান্ধর্বং প্রতি যচ্চাপি পৃষ্টস্ত মুনিসত্তমাঃ ।

ততোহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা তথ্যেন সুব্রতঃ ।

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাশ্বেকবিংশতিঃ ।

তালশ্চৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্ ॥৩৬

ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা ।

ধৈবতশ্চাপি বিজ্জৈয়স্তথা চাপি নিষাদবান্ ॥৩৭

সৌবীরী মধ্যম গ্রামো হরিণাস্যা তথৈব চ ।

স্যাৎকলোপবলোপেতা চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা ॥৩৮

শাস্ত্রী চ পাবনী চৈব দৃষ্টাকা চ যথাক্রমম্ ।

মধ্যমগ্রামিকাঃ খ্যাতাঃ ষড়্জগ্রামং নিবোধত

উত্তরমন্দ্রা রজনী তথা যা চোত্তরায়তা ।

শুদ্ধষড়্জা তথা চৈব জানীয়াৎ সপ্তমীঞ্চ তাম্

গান্ধারগ্রামিকাং চান্যান কীর্ত্যমানান্নিবোধত ।

আগ্নিষ্টোমিকমাদ্যস্ত দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্

তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাশ্বমেধিকম্

পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চক্রসুবর্ণকম্ ॥ ৪২

সপ্তমং গোসবং নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্ ।

ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্ ॥ ৪৩

নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাভোগাতরঞ্চ তথৈব চ ।

হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্ ॥৪৪

সূর্য্যক্রান্তং বরেন্ধ্যাঞ্চ মন্তুকোকিলবাদিনম্ ।

সাবিত্রমর্দ্ধসাবিত্রং সর্ব্বতোভদ্রমেব চ ॥ ৪৫

সুবর্ণঞ্চ সুতন্ত্রঞ্চ বিষ্ণুবিষ্ণুবরাবুভৌ ।

সাগরং বিজয়শ্চৈব সর্ব্বভূতমনোহরম্ ॥ ৪৬

হংসং জ্যেষ্ঠং বিজানীমস্তম্মুরুপ্রিয়মেব চ ।

মনোহরমঘাত্র্যঞ্চ গন্ধর্ব্বানুগতশ্চ যঃ ॥ ৪৭

অলম্বুষেষ্ঠশ্চ তথা নারদপ্রিয় এব চ ।

কথিতো ভীমসেনেন নাগরাণাং যথা প্রিয়ঃ ॥৪৮

বিকলোপনীতবিনতাঃ শ্রীরাখ্যো ভার্গবপ্রিয়ঃ

অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ ॥৪৯

বিংশতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জগ্রামশ্চতুর্দশ ।

তথা পঞ্চদশেচ্ছত্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্ ।

সসৌবীরা তু গান্ধারী ব্রহ্মণা হ্যুপগীয়তে ॥৫০

উত্তরাতিস্বরসৈব ব্রহ্মা বৈ দেবতাত্র চ ।

কি প্রকার? সেই ব্রহ্মসভায় কোন্ কোন্ দেবতাই বা বিদ্যমান ছিলেন? এ সকল তত্ত্ব যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। ২৩-৩৩। সূত কহিলেন, ব্রহ্মলোকগত জনগণের ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, ভয় বা রোগাদি হয় না। হে মুনিসত্তমগণ! সঙ্গীত বিষয়ে যে আপনারা প্রশ্ন করিলেন, আমি তাহা যথাযথ বলিতেছি। স্বর সাতটি, গ্রাম তিনটি, মূর্ছনা একবিংশতিটি এবং তাল ঊনপঞ্চাশ প্রকার। ইহাই স্বরমণ্ডল। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বর। সৌবীরী হরিণাস্যা, কলোপবলা, শুদ্ধ মধ্যমা, শাস্ত্রী, পাবনী ও দৃষ্টাকা, -ইহারা মধ্যম গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ষড়্জগ্রামের কথা শ্রবণ করুন। উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরা, আয়তা, শুদ্ধষড়্জা প্রভৃতি ষড়্জ গ্রামান্তর্গত। গান্ধার গ্রামের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, -শ্রবণ

করুন। আগ্নিষ্টোমিক, বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রক, আশ্বমাধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, মন্তুকোকিল স্বর সম মনোরম সূর্য্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্দ্ধসাবিত্র, সর্ব্বতোভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্ত্র, বিষ্ণু, বৈষ্ণুবর, সাগর, সর্ব্বভূতমনোরম বিজয়, তুম্মুরুপ্রিয় অত্যুত্তম হংস, অলম্বুষ নারদাদি গন্ধর্ব্বগণের অতীব প্রিয় ও ভীম সেন কর্তৃক নাগর জন সন্নিধানে সবিশেষ প্রশংসিত মনোহর অঘাত্র্য, বিকল, উপনীত, বিনত, ভার্গবপ্রিয় শ্রী, অভিরম্য, শুক্র, ও পুণ্যপ্রদ পুণ্যারক, ইহারা গান্ধার গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ৩৪-৪৯। মধ্যম গ্রাম বিংশতি, ষড়্জ গ্রাম চতুর্দশ এবং গান্ধার গ্রাম পঞ্চদশ প্রকার। ভগবান্ ব্রহ্মা সৌবীরার সহিত গান্ধারী গান করিয়া থাকেন। উত্তরাতি স্বরের অধি দেবতা ব্রহ্মা। হরিণাস্যা হরিদেশে

হরিদেশসমুৎপন্না হরিণাস্যা ব্যজায়ত ।
 মূর্ছনা হরিণাস্যৈব অস্যা ইন্দ্রেহুধিদৈবতম্ ॥
 করোপনীতবিতাতা মরুদ্ভিঃ স্বরমণ্ডলে ।
 সা কলোপনতা তন্ম্যান্যাকুতচ্চাত্র দৈবতম্ ॥৫২
 মরুদেশসমুৎপন্না মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যমা ।
 মধ্যমোহত্র স্বরঃ শুদ্ধো গন্ধর্ব্বচ্চাত্র দেবতা ॥
 মৃগৈঃ সহ সঞ্চরতে সিদ্ধানাং মার্গদর্শনে ।
 যস্মাস্তস্মাৎ স্মৃতা মার্গী মৃগেন্দ্রোহস্যাস্ত দেবতা
 সা চাশ্রমসমায়ুক্তা অনেকান্ পৌরবান্ রবান্
 মূর্ছনা যোজনা হোষা রজসা রজনী ততঃ ॥
 তাল উত্তরমন্দ্রাখ্যঃ ষড়্ভুজদৈবতকো বিদুঃ ।
 তস্মাদুত্তরতালঞ্চ প্রথমং স্বায়তং বিদুঃ ।
 তস্মাদুত্তরমন্দ্রোহয়ং দেবতাস্য ধ্রুবো ধ্রুবম্ ॥
 আয়ামাদুত্তরত্বাচ্চ ধৈবতস্যোত্তরায়ণঃ ।
 স্যাদিয়ং মূর্ছনা হোবং পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥
 শুদ্ধষড়্ভুজস্বরং কৃত্বা যস্মাদগ্নিঃ মহর্ষয়ঃ ।
 উপতিষ্ঠন্তি তস্মাৎ জ্ঞানীয়াচ্ছুদ্ধষড়্ভুজিকম্ ॥
 যঃ সতাং মূর্ছনাং কৃত্বা পঞ্চমস্বরকো ভবেৎ ।

যক্ষীগাং মূর্ছনা সা তু যাক্ষিকা মূর্ছনা স্মৃতা ॥
 নাগাদৃষ্টিবিসা গীতা নোপসর্পন্তি মূর্ছনাম্ ।
 ভবন্তীব হতা হোতে ব্রহ্মণা নাগদেবতাঃ ॥ ৬০
 অহীনাং মূর্ছনা হোষা বরুণচ্চাত্র দেবতা ।
 জলাধিপেন দৃষ্টা স্যাদন্মু লীনা তথৈব চ ॥
 শকুন্তকানাং কৃত্বা চ উপগায়ন্তি কিন্নরাঃ ।
 উত্তমা মূর্ছনা তস্মাৎপক্ষিরাজোহত্র দেবতা ॥
 মনো মন্দয়তী তেষাং মূর্ছনা মন্দনীত্যপি ।
 ঋষীগাং স্নাতকানাঞ্চ বিশ্বে দেবাত্র দৈবতম্ ॥
 অশ্বাঃ ক্রমন্তীত্যতো বা রমন্তে বাত্র বাজিনঃ ।
 অশ্বক্রান্তেতি নিত্যা বৈ অশ্বিনৌ বাত্র দৈবতম্
 গান্ধাররাগশব্দেন গান্ধা ধারয়তেহর্থতঃ ।
 তস্মাদ্বিশুদ্ধগান্ধারী গন্ধর্ব্বচ্চাধিদৈবতম্ ॥ ৬৫
 গান্ধারানন্তরং গত্বা সৃষ্টেয়ং মূর্ছনা যতঃ ।
 তস্মাদুত্তরগান্ধারী বসচ্চাত্র দেবতাঃ ॥ ৬৬
 সেয়ং ঋনু মহাভূতা পিতামহমুপস্থিতা ।
 ষড়্ভুজেয়ং মূর্ছনা তস্মাৎ স্মৃতা হ্যানলদেবতা ॥

সমুৎপন্ন । হরিণাস্যা মূর্ছনায় অধিদেবতা
 ইন্দ্র । মরুদ্গণ স্বরমণ্ডল মধ্যে
 করপ্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া
 কলোপনতার অধিদেবতা মরুদ্গণ । শুদ্ধ
 মধ্যমা মূর্ছনা মরুদেশজাত, উহার স্বর
 শুদ্ধমধ্যম এবং অধিদেবতা গন্ধর্ব্ব ।
 সিদ্ধগণের পথ প্রদর্শনকালে মৃগগণ সহ
 বিরচণ করে বলিয়া মার্গী নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।
 ইহার অধিদেবতা মৃগেন্দ্র । উহা বিবিধ স্বর
 সমাশ্রয়ে বিভূষিত । রজোগুণদ্বারা মূর্ছনা
 যোজিত হয় বলিয়া রজনী নাম নিরুক্ত আছে ।
 উত্তর মন্দ্রাখ্য তালের অধিদেবতা ষড়্ভুজ ।
 উত্তর তালও প্রথম তালানুযায়ী বলিয়া উত্তর
 মন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার অধিদেবতা ধ্রুব ।
 বিস্তার ও উত্তরত্ব প্রযুক্ত ধৈবতের মূর্ছনার নাম
 উত্তরায়ণ । শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ ইহার অধিদেবতা ।
 মহর্ষিগণ শুদ্ধ ষড়্ভুজ স্বরে অগ্নিয় উপাসনা
 করেন বলিয়া সেই ঔপাসনিক স্বরের নাম

শুদ্ধষড়্ভুজিক । যক্ষীগণ পঞ্চম স্বরের মূর্ছনা
 দ্বারা সাধুগণের মোহ জন্মাইয়াছিল, এজন্য
 সেই মূর্ছনার নাম যাক্ষিকা । অহিমূর্ছনা
 শ্রবণে দৃষ্টিবিষ নাগগণও মুগ্ধ হইয়া পড়ে ।
 উহার অধিদেবতা বরুণ । পূর্ব্ব ইহা
 জলমধ্যে লীন ছিল ; বরুণ উহাকে প্রথমে
 দর্শন করেন । শকুন্তক মূর্ছনা, কিন্নরগণ
 কর্তৃক পক্ষিরবের অনুকরণে গীত হয় । এই
 উত্তম মূর্ছনায় অধিদেবতা পক্ষিরাজ, মন্দনী
 মূর্ছনা, স্নাতক ঋষিগণেরও মন মন্দীভূত
 করিয়া ফেলে । বিশ্বদেবগণ ইহার
 অধিদেবতা । অশ্বক্রান্তার অধিদেবতা
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় । উহার গতি অশ্বের স্যায়
 এবং অশ্বগণ উহা শ্রবণে প্রীত হইয়া থাকে ।
 গান্ধার রাগানুগা বিত্তকা গান্ধারীর অধিদেবতা
 গন্ধর্ব্ব । ইহা নিজ স্বরমহিমায় পৃথিবীর
 স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে । উত্তর গান্ধারী
 মূর্ছনা, গান্ধার স্বরের পর সৃষ্ট হইয়াছে ।

দিব্যেয়ং চায়তা তেন মন্দষষ্ঠা চ মূর্ছনে ।
নিবৃত্তগুণনামানং পঞ্চমং চাত্র দৈবতম্ ॥ ৬৮
পূর্ণাঃ সপ্ত স্বরা হ্যেবং মূর্ছনাঃ সম্প্রকীর্ণিতাঃ
নানাসাধারণাশ্চৈব ষড়্ভাবানুবিদন্তথা ॥ ৬৯
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বৈবস্বতমনু
বংশগাঙ্কবর্মমূর্ছনালক্ষণকথনং নাম
ষড়্শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

পূর্বাচার্য্যমতং বুদ্ধা প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ ।
ত্রিশতং বৈ অলঙ্কারান্তান্নো নিগদতঃ শৃণু ॥ ১
অলঙ্কারস্ত বক্তব্যঃ শ্বেঃ শ্বেবর্ণৈঃ প্রহেতবঃ
সংস্থানযোগৈশ্চ তথা পদানাং চান্ববেক্ষয়া ॥ ২
বাক্যার্থপদযোগার্থৈরলঙ্কারস্য পুরণম্ ।
পদানি গীতকস্যাহঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতোহথবা ॥ ৩

বসুগণ ইহার অধিদেবতা ষড়্ভূজাখ্যা প্রধান
মূর্ছনা প্রথমে পিতামহ সমীপে সমুপস্থিত
হয় । ইহার অধিদেবতা অনল । দিব্যা আয়তা
মন্দষষ্ঠা মূর্ছনার গুণমাহাত্ম্য বর্ণনাভীত ।
ইহার অধিদেবতা পঞ্চম । এই আমি সম্পূর্ণ
সপ্ত স্বর, তদনুগা মূর্ছনা ও সাধারণ ষড়্ভবিধ
মূর্ছনা যথায়থ বর্ণন করিলাম । ৫০-৬৯ ।

ষড়্শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,-হে মুনিগণ! এক্ষণে আমি
পূর্বাচার্য্যগণের মতানুসারে যথাক্রমে তিন
শত গীতালঙ্কার বলিতেছি ; আপনারা শ্রবণ
করুন । স্ব স্ব অনুগুণ বর্ণ-পদসমূহেয়
যোগবিশেষকেই অলঙ্কার বলা যায় । পদ
বাক্য-যোগার্থ দ্বারা উহার অভিব্যক্তি হইয়া
থাকে । গীত সকলের পদচয় পূর্বে বা পরেও

স্থানানি ত্রীণি জানীয়াদুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা ।
এতষু ত্রিষু স্থানেষু প্রবৃত্তো বিধিরন্তমঃ ॥ ৪
চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারচতুর্বিধঃ ।
বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ ॥ ৫
স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঙ্গারী ততীয়মবরোহণম্ ।
আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ ॥ ৬
তত্রৈকসঙ্করস্থায়ী সচরাস্ত্র চরীভবন্ ।
অথরোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৭
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ ।
এতেষামেব বর্ণানামলঙ্কারান্নিবোধত ॥ ৮
অলঙ্কারাস্ত্র চত্বারঃ স্থাপনীক্রমরেজিনঃ ।
প্রমাদশ্চাপ্রমাদশ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥
বিস্তরোষ্ট্রকলাশ্চৈব স্থানাদেকান্তরং গতঃ ।
আবর্তস্যাক্রমোৎপত্তী ধ্বৈ কার্য্যে পরিণামতঃ
কুমারমপরং বিদ্যাধিস্তরঞ্চ মনাগ গতম্ ।
এষ বৈ চাপ্যপাঙ্গস্ত্র কুতারেকঃ কলাধিকঃ ॥

বিন্যস্ত হয় । স্থান তিনটি ; -বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্ত
ক । এই তিন স্থানে প্রবৃত্ত স্বরই উত্তম ।
প্রকৃতিগত বর্ণ চারিটি এবং উহার বিচার চতুর্বিধ
; কিন্তু দেবগণের মতে ষোড়শ প্রকার ।
বর্ণতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, বর্ণ চতুর্বিধ ; যথা- স্থায়ী,
সঙ্গারী, আরোহণ ও অবরোহণ । একইভাবে
যাহার সঙ্করণ, তাহা স্থায়ী ; নানাকারে যাহার
সঙ্করণ, তাহা সঙ্গারী ; যাহার নিম্ন গতি, তাহা
অবরোহন এবং যাহা উন্নতিশীল, তাহাই
আরোহণপদবাচ্য । বর্ণতত্ত্বজ্ঞদিগের ইহাই
মত । এই সকল বর্ণের অলঙ্কার বিবরণ শ্রবণ
করুন । ১-৮ । অলঙ্কার চারিটি ; -স্থাপনী,
ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ । ইহাদিগের
লক্ষণ বলিতেছি । উষ্ট্রকলাখ্য বিকৃত স্বর এক
স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থানান্তরে পরিসমাণ্ত
হইয়া থাকে । আবর্তের উৎপত্তি ও ক্রমব্যত্যয়,
পরিমারূপই করিতে হয় । কুমার নামক স্বর
অল্পে অল্পে বিস্তার লাভ করে । ইহাতে কখন
অপাঙ্গভঙ্গী ও ক্বচিৎ তারকাসঙ্কোচাদি বিবিধ

শ্যেনস্ত্রেকান্তরে জাতঃ কলামাত্রান্তরে স্থিতঃ ।
 তস্মিন্শ্চৈব স্বরে বৃদ্ধিস্তিষ্ঠতে তদ্বিলক্ষণা ॥ ১২
 শ্যেনস্ত্র অপরোহস্ত্র উত্তরঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 কলাকলপ্রমাণাচ্চ সবিন্দুর্নাম জায়তে ॥ ১৩
 বিন্দুরেককলা কার্য্যা বর্ণান্তস্থায়িনী ভবেৎ ।
 বিপর্যয়স্বরোহপি স্যাদ্যস্য দুর্ঘটিতোহপি ন ॥
 একান্তরা তু বাদ্যস্ত্র ষড়্জতঃ পরমঃ স্বরঃ ।
 আক্ষেপাঙ্কন্দনং কার্য্যং কাকস্যোবোচ্চপুঙ্কলম্
 সত্তারৌ তৌ তু সঙ্কার্যৌ কার্য্যং বা কারণং

তথা ।

অক্ষিপ্ৰমবরোহ্যপি প্রেক্ষমদ্যন্তথৈব চ ॥ ১৬
 দ্বাদশঞ্চ কলাস্থানমেকান্তরগতং ততঃ ।*
 দ্বিকলং বা যথা ভূতং যন্তদ্যাসিতমুচ্যতে ।

কলা কৌশল সমধিক বিদ্যমান । শ্যেন স্বর,
 একান্তরে সঞ্জাত ও কলা মাত্রান্তরে
 প্রতিষ্ঠিত । এই স্বরাশ্রয়েই বৃদ্ধি লক্ষণা বৃদ্ধি
 বিদ্যমান । এই শ্যেন স্বর উত্তর অবরোহ ।
 সবিন্দু স্বর, কলা কলা প্রমাণে প্রাদুর্ভূত হয় ।
 বিন্দু এক কলা । ইহা বর্ণান্তস্থায়িনী ।
 অনবধানতা বশে স্বরগত বিপর্যয় ঘটে বটে,
 পরন্তু ইচ্ছা করিয়াও স্বরবিপর্যয় করিতে পারা
 যায় । ষড়্জ হইতে আরম্ভ প্রধান স্বরে একান্ত
 রভাবে কাকবৎ কখন উচ্চ ও কখন নীচক্রমে
 আক্ষেপ ও অবঙ্কন্দন কর্তব্য । সতার সঙ্কারী
 স্বরদ্বয় কার্য্যকারণাত্মক । উহাতে আক্ষেপ,
 অবরোহ ও জলধারাবৎ প্রবাহাকার গতি
 বিদ্যমান । কলা স্থান একান্তর ভাবে
 দ্বাদশবিধ । দ্যাসিত স্বর দ্বিকলাত্মক ; ইহার
 উচ্চারণে দুইটি স্বর পরিব্যক্ত হয় । ইহার
 উচ্চারণও অষ্ট স্বরান্তরে বিহিত । ভার বা মন্দ্র

* প্রজ্জ্বলিতমলঙ্কারমেবং স্বরসমন্বিতম্ ।
 স্বরনংক্রামকাট্টৈব ততঃ প্রোক্তম্ পুঙ্কলম্ ॥
 প্রক্ষিপ্তমেব কলয়া পাদানীতরয়োর্ভবেৎ ।
 সার্কগোকোহয়মধিকঃ পুঙ্ককান্তর ধৃতঃ ।

উচ্চারাধিস্বরাক্রুড়া তথা চাষ্টস্বরান্তরম্ ॥ ১৮
 যন্ত স্যাদবরোহো বা তারতো মন্দতোহপি বা
 একান্তরহিতা হ্যেতে তমেব স্বরমন্ততঃ ॥ ১৯
 মক্ষিপ্ৰচ্ছেদনো নাম চতুষ্কলগণঃ স্মৃতঃ ।
 অলঙ্কারা ভবন্ত্যেতে তিংশদ্যে বৈ প্রকীর্তিতাঃ
 বর্ণস্থান প্রয়োগেণ কলামাত্রাপ্রমাণতঃ ॥ ২১
 সংস্থানঞ্চ প্রমাণঞ্চ বিকারো লক্ষণং তথা ।
 চতুর্বিধমিদং জ্ঞেয়মলঙ্কার প্রয়োজনম্ ॥ ২২
 যথাঅনো হ্যলঙ্কারো বিপর্য্যস্তোহতিগর্হিতাঃ ।
 বর্ণমেবাপ্যলং কর্তুং বিষমং হাত্মসম্ভবাৎ ॥ ২৩
 নানাভরণসংযোগাদ্যথা নার্য্যা বিবৃষণম্ ।
 বর্ণস্য চৈবালঙ্কারো বিপর্য্যস্তোহতিগর্হিতাঃ ॥ ২৪
 ন পাদে কুণ্ডলে দৃষ্টে ন কণ্ঠে রসনা তথা ।
 এমমেব হ্যলঙ্কারো বিপর্য্যস্তো বিগর্হিতাঃ ॥ ২৫
 ক্রিয়মাণোহপ্যলঙ্কারো রাগং যশ্চৈব দর্শয়েৎ
 যথোদ্দিষ্টস্য মার্গস্য কর্তব্যস্য বিধীয়তে ॥ ২৬
 লক্ষণং পর্য্যবস্যাপি বর্ণিকাতিঃ প্রবর্তনম্ ।

হইতে প্রারম্ভ অবরোহ ক্রমে একান্তর ভাবে
 মূল স্বরানুগামী হইয়া থাকে । মক্ষিপ্ৰচ্ছেদন
 নামক গণ, চতুষ্কলাত্মক । বর্ণ স্থান ও প্রয়োগ
 বিশেষানুসারী কলা-মাত্রা প্রমাণ, ত্রিশ প্রকার
 অলঙ্কার এই কথিত হইল । ৯-২১ । সংস্থান,
 প্রমাণ, বিকার ও লক্ষণ, অলঙ্কারের প্রয়োজন,
 এই চতুর্বিধ । জনগণের শরীরবিন্যস্ত
 অলঙ্কারের ন্যায়, অলঙ্কার সকল সঙ্গীতবর্ণের
 উৎকর্ষ সাধন করে; পরন্তু অলঙ্কার অযথা
 বিন্যস্ত হইলে যেমন জনগণের অনুৎকর্ষহেতু
 হয়, সঙ্গীতালঙ্কারও তদ্রূপ অযথা-বিন্যাস
 দোষে উৎকর্ষহেতু না হইয়া অপকর্ষজনক
 হইয়া থাকে । ফলতঃ নারীগণের অলঙ্কারের
 ন্যায় সঙ্গীতালঙ্কারেরও যথাযোগ্য বিন্যাস
 আবশ্যক । পদে কুণ্ডল ও কণ্ঠে কাঞ্চী ধারণ
 করার ন্যায় সঙ্গীতালঙ্কারেরও বিপর্যয়
 নিন্দনীয় । অতএব গায়ক, সঙ্গীতের বিহিত
 কালে বিধানানুসারে রাগ প্রদর্শন এবং অলঙ্কার
 প্রকটন করিবেন । এক্ষণে আমি বর্ণিকানুসারে

যাথাতথ্যেন বক্ষ্যামি মাসোদ্ভবমুখোদ্ভবে ॥২৭॥
ত্রয়োবিংশত্যাশীতিস্ত তেষামেতদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ।
ষড়্জপঞ্চোহপি তদ্বাদৌ মধ্যো হীনস্বরো

ভবেৎ ॥২৮॥

ষড়্জমধ্যময়োশ্চৈব গ্রাময়োঃ পর্য্যয়স্তথা ।
মানো ষোড়শমন্দ্রস্য ষড়্ভোজাধিকস্য চ ॥ ২৯ ॥
স্বরাসম্প্রত্যয়শ্চৈব সৰ্ব্বেষাং প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ ।
অনুগম্য বহির্গীতং বিজ্ঞাতং পঞ্চদৈবতম্ ॥৩০॥
গোরূপাণাং পুরস্তাত্ত্ব মধ্যমাংশস্ত পর্য্যয়ঃ ।
তয়োৰ্বিভাগো গীতানাং লাবণ্যে মার্গসংস্থিতিঃ
অনুবঙ্গং ময়োদ্দিষ্টং স্বসারঞ্চ স্বরান্তরম্ ।
পর্য্যয়ঃ সম্প্রবর্তেত সপ্তস্বরপদক্রমম্ ॥ ৩১ ॥
গাঙ্গারংশেন গীয়ন্তে চত্বারি মদ্রকাণি চ ।
পঞ্চমো মধ্যমশ্চৈব ধৈবতে তু নিষাদজৈঃ ॥
ষড়্জবর্ভৈশ্চ জানীমো মদ্রকেষেব নান্তরে ॥

দে চাপরাভিকৈ বিদ্যাঙ্কয়শ্চাষ্টকস্য তু ।
প্রাকৃতে বৈণবৈশ্চৈব গাঙ্গারংশে প্রযুক্ত্যতে ॥৩৪॥
পদস্য তু ত্রয়ং রূপং সপ্তরূপস্ত কৌশিকম্ ।
দাঙ্গারংশেন কাংক্ষ্যেন পর্য্যয়স্য বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
এবশ্চৈব ক্রমোদ্দিষ্টো মধ্যমাংশস্য মধ্যমঃ ॥৩৫॥
যানি গীতানি প্রোক্তানি রূপেন তু বিশেষতঃ
তত্ত্ব সপ্তস্বরং কার্য্যং সপ্তরূপঞ্চ কৌশিকম্ ॥ ৩৬ ॥
অঙ্গদর্শণমিত্যাহ্মানে দে সমকে তথা ।
দ্বিতয়িত্বাচরণা মাত্রা নিভি প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৭ ॥
উত্তরে চ প্রকৃত্যেবং মাত্রা তল্লীয়তে তথা ।
হস্তারঃ পিণ্ডকো যত্র মাত্রায়াং নাতিবর্ততে ॥৩৮॥
পাদেনৈকেখ মাত্রায়াং পাদো নামতিবীরণা ।
সংখ্যায়াশ্চোপহননং তত্র যানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
দ্বিতীয়ং পাদভাগঞ্চ গ্রহেণাভিপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
পূর্বমষ্টতৃতীয়ে তু দ্বিতীয়ং চাপরাভিকৈ ॥ ৪০ ॥

সঙ্গীতসমূহের যথায়থ প্রবৃতি, মাসোৎপত্তি, মুখোৎপত্তি ইত্যাদি সকল তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি । ষড়্জ স্বর সম্বন্ধীয় ত্রয়োবিংশতি প্রকার অলঙ্কার, বিপর্য্যস্ত হইয়া অশীতিপ্রকার হয় । ষড়্জ স্বর আবার তার, মধ্য ও মন্দ্র এই ত্রিভাগে বিভক্ত । ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের রীতি প্রায় একরূপ । তার ও মন্দ্র স্বরের ছয় প্রকার মান ব্যবহার হয় । ২২-২৯ । স্বরসমূহের যথায়থ সম্পূর্ণ আলাপন নির্বাহিত হইলে সেই স্বরটি সম্যক্ গীত বলিয়া নির্ণয় করা যায় । কোনও স্বরের অনুগমনান্তর যদি স্বরান্তরে গীত হয়, তবে তাহা বহির্গীত-পদবাচ্য । ইহার অধিপতি পঞ্চ দেবতা । শব্দময় সঙ্গীতসমূহের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে অলঙ্কারাদি কৌশলে বিবিধ রীতি প্রকটিত হয় । পদক্রমানুসারে সপ্ত স্বর হইতে অপরাপর কতকগুলি স্বরের সমুৎপত্তি হয় । আমি ইতঃপূর্বে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি । গাঙ্গার স্বরানুসারে চারিটী মদ্রক গীত হয় । পঞ্চম, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ ও

ষড়্জ স্বরেও উক্ত মদ্রক সকল গীত হয় ; পরন্তু মদ্রকমধ্যে স্বরান্তর গীত হয় না । প্রকৃত গীতে ও বংশীগীতে প্রযুক্ত গাঙ্গারংশ অনুসারে দুইটি অপরাভিক এবং অষ্টবিধ হয় শুদ্ধাখ্য রীতিভেদ লক্ষিত হয় । পদের ভেদ ত্রিবিধ, এবং সঙ্গীতের ভেদ সপ্তবিধ । গাঙ্গার রাগের অনুগত ভেদ বিবরণ এইরূপ ; মধ্যম স্বরেরও ভেদক্রম এই প্রকার । পূর্বে যে সকল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমস্ত সপ্তস্বরের অনুগত করা কর্তব্য ; যেহেতু সঙ্গীত সপ্তবিধ । সমন্বয়ে প্রদত্ত মানই সঙ্গীতের অঙ্গস্বরূপ । দ্বিতীয়াদি তাল উহার চরণ এবং মাত্রা সকল উহার নাতিমণ্ডল স্বরূপ । সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন মাত্রা সকল লীনবৎ অবস্থান করে । সঙ্গীতের যে অংশে মাত্রানুসারে তাল বিন্যাস না থাকে, সেই অপূর্ণ পাদবিশিষ্ট অংশকে মতিবীরণা বলা যায় । যে অংশে নির্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যার ব্যাঘাত দৃষ্ট হয়, তাহাকে যান বলে । পূর্বোক্ত অষ্টবিধ শুদ্ধ ও অপরাভিকদ্বয়ের দ্বিতীয় পাদভাগে সঙ্গীতারম্ভ হইলে প্রকৃত্যনুসারী পাদ

অর্দ্ধেন পাদসাম্যস্য পাদভাগাচ্চ পঞ্চকে ।
 পাদভাগং সপাদস্ত প্রকৃত্যা মপি সংস্থিতম্ ॥
 চতুর্থমুত্তরে চৈব মদ্রবত্যাঞ্চ মদ্রকে ।
 মদ্রকে দক্ষিণস্যাপি যথোক্তা বর্জতে কলা ॥৪২
 পূর্বমেবানুযোগস্তদ্বিতীয়া বুদ্ধিরিষ্যতে ।
 পাদৌ চাহরণং চাস্মাৎ পারং নাত্র বিধীয়তে ॥
 একত্বমুপযোগস্য দ্বয়োর্থ্যঙ্গি দ্বিজোত্তম ।
 অনেকসমবায়স্ত পতাকাহরিণং স্মৃতম্ ॥৪৪
 তিসৃণাষ্ঠৈব বস্তীনাং বৃন্তৌ বৃন্তা চ দক্ষিণা
 অষ্টৌ তু সমবায়ান্তে সৌবীরী মূর্ছনা তথা ॥
 কুশত্যানুত্তরঃ সত্যং সপ্তসদৃশ্বরস্ত যঃ ॥৪৬ *

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গতিালঙ্কার-
 নির্দেশো নাম সপ্তাশীতিতমো-
 হধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

ভাগ চতুর্থাংশে বর্জিত হইয়া পঞ্চম পাদে
 সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং অর্দ্ধভাগে সমতা প্রাপ্ত
 হয় । দক্ষিণ বা উত্তর মদ্রকে চতুর্থ পাদান্তেই
 পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে । প্রথমে কলাসকলের
 অনুযোজন, পরে তাহাতে বুদ্ধি নিয়োগ ও
 পাদদ্বয়ের আহরণ কর্তব্য । এ সম্বন্ধে অন্যরূপ
 বিধান দৃষ্ট হয় না । হে দ্বিজবর ! দুই বা
 বহুস্বরের একত্ব বিধান, পতাকারিণ নামে
 প্রখ্যাত । ত্রিবিধ সঙ্গীতবৃত্তির সম্মিলন ঘটিলে
 তাহাকে দক্ষিণা বলে । সম্মিলিত অষ্টবিধ
 সৌবীরী মূর্ছনা পর পর সপ্ত স্বরকে যথাক্রমে
 আকর্ষণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । ৩০-
 ৪৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৭ ।

* চিত্রশাখাসূতং তস্য ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ
 ইদমর্দ্ধং পুস্তকান্তকধৃতমধিকম্ ।

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ককুদ্বিনস্ত তং লোকং বৈরতস্য গতস্য হ ।
 হতা পুণ্যজনৈঃ সর্বা রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী ॥ ১
 তদ্বৈ ভ্রাতৃশতং তস্য ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ ।
 নিবধ্যমানা রক্ষোভির্দিশঃ সম্প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ
 তেষাং তে ভয়াক্রান্তাঃ ক্ষত্রিয়ান্তত্র তত্র হি ।
 অশ্ববায়স্ত সুমহান্ মহান্তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩
 প্রযতা ইতি বিখ্যাতা দিকু সর্বা সু ধার্মিকাঃ ।
 ধৃষ্টস্য ধার্টকং ক্ষত্রং রণধৃষ্টং বভূব হ ॥ ৪
 ত্রিসাহস্রস্ত সগণং ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
 নভগস্য চ দায়াদো নাভাগো নাম বীর্যবান ॥৫
 অশ্বরীষস্ত নাভাগির্বিরূপস্তস্য চাত্মজঃ
 ঋষদশ্বো বিরূপস্য তস্য পুত্রো রথীতরঃ ॥ ৬
 এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চান্নিরসঃ স্মৃতাঃ ।
 রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,-রাজা ককুদ্বী এক সময়ে
 বৈরত পর্বতে গমন করিলে যক্ষরাক্ষসগণ
 তাঁহার সমস্ত কুশস্থলী বিধ্বস্ত করে । সেই
 ধার্মিক মহাত্মা ককুদ্বীর শত ভ্রাতা তখন
 রাক্ষসগণ কর্তৃক অত্যন্ত পীড়্যমান হইয়া
 ভীতিবশতঃ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হন । হে
 দ্বিজোত্তমগণ ! দশদিকে পলায়মান সেই
 ভয়তীত ক্ষত্রিয়গণ যে স্থানে আশ্রয় লন, রাজা
 ককুদ্বীও সেই স্থানে অবস্থিতি করেন ।
 তাঁহাদের বংশ বিস্তার সুহমান । তাঁহারা
 সকলেই প্রযত বলিয়া বিখ্যাত, এবং সকলেই
 ধার্মিক । ঐ সকল মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের তিন
 সহস্রগণ নিরূপিত হয় । ঐ বংশে প্রধানতঃ
 ধৃষ্ট ও নভগ বিশেষরূপে বিখ্যাত ; তন্মধ্যে
 ধৃষ্টের ধার্টক, ক্ষত্র ও রণধৃষ্ট নামে তিন পুত্র
 জন্মে । নভগের দায়াদ বীর্যবান্ নাভাগ ।
 নাভাগের পুত্র অশ্বরীষ, তৎপুত্র বিরূপ,
 বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র রথীতর ; এই

ক্ষুবতস্ত্ব মনোঃ পূর্বমিচ্ছাকুরভিনিঃসূতঃ ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদিচ্ছাকোভূরিদক্ষিণম্ ॥৮
তেষাং জ্যেষ্ঠো বিকুক্ষিচ নেমির্দণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ
শকুনিপ্রমুখাস্তস্য পুত্রাঃ পঞ্চশতং তু তে ॥ ৯
উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহীক্ষিতঃ ।
চত্বারিংশদধাষ্টৌ চ দক্ষিণায়াঞ্চ তে দিশি ॥১০
বিংশতি প্রমুখাস্তে তু দক্ষিণাপথরক্ষিণঃ ।
ইচ্ছাকুস্ত্ব বিকুক্ষিং বৈ অষ্টকায়ামথাदिशं ॥ ১১

রাজোবাচ ।

মাংসমানয় শ্রাদ্ধেয়ং মৃগান হত্বা মহাবল ।
শ্রাদ্ধমদ্য নু কর্তব্যমষ্টকয়াং ন সংশয়ঃ ॥ ১২
স গতস্ত্ব মৃগব্যাং বৈ বচনাস্তস্য ধীমতঃ ।
মৃগান্ সহস্রশো হত্বা পরিশ্রান্তশ্চ বীর্যবান্ ।
ভক্ষয়চ্ছশকং তত্র বিকুক্ষিমৃগয়াং গতঃ ॥ ১৩
আগতে স বিকুক্ষৌ তু সমাংসে সহসৈনিকে ।
বসিষ্ঠং চোদয়ামাস মাংসং প্রোক্ষয়তামিতি ॥

সকল উৎপন্ন ক্ষত্রিয় সন্তান আগ্নিরস নামে
অভিহিত হন এবং ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি
রথীতরদিগের প্রবররূপে কথিত হইয়া
থাকেন । পূর্বকালে বৈবস্বত মনুর ক্ষব (হাঁচি)
হইতে ইচ্ছাকু নির্গত হন । তাঁহার এক শত
ভুরিদক্ষিণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তাঁহাদিগের
মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি, মধ্যম নেমি এবং তৃতীয়
দণ্ড । বিকুক্ষির শকুনি প্রমুখ পাঁচশত পুত্র
জন্মে । এই সকল মহীপতি উত্তরাপথের
রক্ষিতা ছিলেন ; ইহাদের মধ্যে আবার বিংশতি
প্রমুখ আটচল্লিশ জন নরপতি দক্ষিণাপথের
রক্ষক হন । এক সময় অষ্টকা তিথিতে ইচ্ছাকু
বিকুক্ষিকে আদেশ করেন যে, হে মহাবল !
অদ্য অষ্টকা তিথি, আমি শ্রাদ্ধ করিব, অতএব
মৃগ বধ করিয়া শ্রাদ্ধযোগ্য মাংস আনয়ন
কর । ধীমান্ ইচ্ছাকুর আদেশে বীর্যবান্ বিকুক্ষি
মৃগয়াগমণপূর্বক সহস্র মৃগ বধ করেন এবং
এই মৃগয়ায় একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উহা হইতে
একটি শশক ভক্ষণ করিয়া ফেলেন । অনন্তর

তথৈতি চোদিতো রাজ্ঞা বিধিবৎসমুপস্থিতঃ ।
স দৃষ্টোপহতং মাংসং ত্রুদ্ধো রাজামব্রবীৎ ॥
ক্ষুদ্রেণোপহতং মাংসং পুত্রেণ তব পার্থিব ।
শশভক্ষাদভে জ্যং বৈ তব মাংসং মহাদ্যুতে
শশো দুরাত্মনা পূর্বমরণ্যে ভক্ষিতোহনঘ ।
তেন মাংসমিদং দুষ্টং পিতৃণাং নৃপসন্তম ॥ ১৭
ইচ্ছাকুস্ত্ব ততঃ ত্রুদ্ধো বিকুক্ষিমিদমব্রবীৎ ।
পিতৃকর্ম্মাণি নির্দিষ্টৌ ময়া ত্বং মৃগয়াং গতঃ ॥
শশং ভক্ষয়সেহরণ্যে নির্ঘণঃ পূর্বমদ্য নু ॥
তস্মাৎ পরিত্যজামি ত্বাং গচ্ছ ত্বং শ্বেন কর্ম্মণা
এবমিচ্ছাকুণা ত্যাজো বসিষ্ঠবচনাং সূতঃ ॥ ১৯
ইচ্ছাকৌ সংস্থিতে তস্মিন্ শশাস পৃথিবীমিমাম্
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মাচ্ছা স চাষোধ্যাধিপোহতবৎ ॥

সসৈন্য বিকুক্ষি মৃগমাংস লইয়া উপস্থিত
হইলে ইচ্ছাকু বশিষ্ঠকে সেই মাংস প্রোক্ষণ
করিতে বলিলেন । তদনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ,
ইচ্ছাকু কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রাদ্ধীয় মাংসের
সংস্কার করিতে উদ্যত হইলেন । তখন তিনি
ঐ মাংসকে উপহত দেখিয়া ক্রোধপূর্বক
রাজাকে কহিলেন, -হে পার্থিব ! আপনার পুত্র
ক্ষুদ্রচেতা বিকুক্ষি ইহা হইতে একটি শশক
ভক্ষণ করিয়া এই মাংস অপবিত্র করিয়াছে ।
হে মহাদ্যুতে ! হে অনঘ ! হে নৃপসন্তম !
ইহার অগ্রভাগ আপনার তনয় দুরাত্মা বিকুক্ষি
কর্তৃক ভক্ষিত হওয়ায় এই মাংস পিতৃগণের
অগ্রাহ্য হইয়াছে । ১-১৭ । ইচ্ছাকু বশিষ্ঠ্যবাক্য
শ্রবণপূর্বক ত্রুদ্ধ হইয়া বিকুক্ষিকে বলিলেন, -
“হে পুত্র ! তুমি আমার আদেশে পিতৃকার্য্যে
নিযুক্ত হইয়া মৃগয়া করিতে অরণ্যে গমন
করিয়াছিলে । কিন্তু তুমি নির্ঘণ হইয়া
পিতৃগণের ভোজনের পূর্বেই একটি শশক
ভক্ষণ করিয়াছ ; অতএব এই দুর্কর্মের জন্য
আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম । তুমি যথা
ইচ্ছা গমন কর । মহর্ষি বশিষ্ঠের কথায় বিকুক্ষি
ইচ্ছাকু কর্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইলেন ।
অনন্তর ইচ্ছাকু পরলোক গমন করিলে বিকুক্ষি

তদাকরোং স রাজ্যং বে বা পরিনোদিতঃ
 ততস্তেনৈনসা পূর্ণো রাজ্যাবস্থো মহীপতিঃ ॥
 কালেন গতবাংস্তত্র স চ ন্যূনতরাং গতিম্ ।
 জ্ঞাত্বৈবমেতদাখ্যানং নাবিধির্ভক্ষয়েত্তু বৈ ॥ ২২
 মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহান্ম্যহম্ ।
 এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৩
 শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্যবান্ ।
 ইন্দ্রস্য বৃষভূতস্য ককুৎস্থো জায়তে পুরা ॥ ২৪
 পূর্বমাড়ীবকে যুদ্ধে ককুৎস্থস্তেন স স্মৃতঃ ।
 অনেনাস্ত্র ককুৎস্থস্য পৃথুরানেনসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫
 বৃষদশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদঙ্কস্ত বীর্যবান্ ।
 অক্রান্ত যুবনাস্ত্রস্ত শ্রাবস্তস্তস্য চাত্বজঃ ॥ ২৬
 জজ্ঞে শ্রবস্তকো রাজা শ্রাবস্তী যেন নির্মিতা ।
 শ্রাবস্তস্য তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহাযশাঃ ॥ ২৭
 বৃহদশ্বসুতশ্চাপি কুবলাশ্ব ইতি শ্রুতিঃ ।
 যঃ সু ধুকুবধাদ্রাজা ধুকুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৮

দয়ালু বশিষ্ঠের বাক্যে প্রণোদিত হইয়া
 অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক পৃথিবী
 শাসন করিতে লাগিলেন । মহীপতি বিকুক্ষি,
 রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও পূর্বকৃত পাপ বশতঃ
 দিন দিন ক্লীণগতি প্রাপ্ত হইলে লাগিলেন ।
 “আমি ইহকালে যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি,
 সে পরজন্মে আমাকে ভক্ষণ করিবে” ইহাই
 মাংসের মাংসত্ব । মনীষিগণ এই উপখ্যান
 অবগত হইয়া অবিধিপূর্বক মাংস ভক্ষণ
 নিষেধ করিয়াছেন । এই শশকভক্ষণ জন্যই
 ইহার নাম হয় শশাদ । শশাদের পুত্র বীর্যবান্
 ককুৎস্থ । ইনিই পূর্বকালে আড়ীবক যুদ্ধে
 বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুদে আরোহণ
 করিয়াছিলেন । এজন্য ইহার নাম কাকুৎস্থ
 হইয়াছে । কাকুৎস্থের পুত্র অনেনা ; তৎপুত্র
 পৃথু ; পৃথুর পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র
 বীর্যবান্ অঙ্ক । অঙ্কের পুত্র যুবনাস্ত্র, তৎপুত্র
 রাজা শ্রাবস্ত ; ইনিই শ্রাবস্তী নামে এক নগরী
 নির্মাণ করেন । শ্রাবস্তের পুত্র মহাযশা বৃহদশ্ব;
 তাঁহার পুত্র কুবলাশ্ব ; ইনি ধুকুমার নামক

ঋষয় উচুঃ ।

ধুক্ধোর্বধং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাং ।
 যদর্থং কুবলাশ্বঃ স ধুকুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৯
 সূত উবাচ ।
 বৃহদশ্বস্য পুত্রাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ।
 সর্বে বিদ্যাসু নিষ্কাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ ॥
 বভুবুর্ধার্মিকাঃ সর্বে যজ্ঞানো ভুরিদক্ষিণাঃ ।
 কুবলাশ্বং মহাবীর্যং শুরমুত্তমধার্মিকম্ ॥ ৩১
 বৃহদশ্বোহভ্যধিকন্তুং তস্মিন্ রাষ্ট্রে নরাধিপঃ ।
 পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্ত বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৩২
 বৃহদশ্বং মহারাজং শুরমুত্তমধার্মিকম্ ।
 প্রযাতং তমুত্তমস্ত ব্রহ্মর্ষিঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৩৩
 উত্তম উবাচ ।

ভবতা রক্ষণং কার্যং তত্তাবৎ কর্তুমর্হতি ।
 নিরুদ্বিগ্নস্তপঃ কর্তুং ন হি শক্লামি পার্থিব ॥
 মমাশ্রমসমীপেষু সমেষু মরুদ্বনসু ।
 সমুদ্রো বালুকাপূর্ণস্তত্র তিষ্ঠতি ভূপতে ॥ ৩৫

অসুরগণকে বধ করিয়া ধুকুনামে বিখ্যাত হন ।
 ১৮-২৮ । ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, -হে
 মহাপ্রাজ্ঞ ! যে জন্য কুবলাশ্ব ধুকুমারত্ব প্রাপ্ত
 হন, সেই ধুকুদিগের বধ-বৃত্তান্ত বিস্তরক্রমে
 শুনিতে অভিলাষ করিতেছি । সূত উত্তর
 করিলেন, -বৃহদশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র,
 সকলেই বিদ্যাচর্চায় নিরত, বলবান, দুরাসদ,
 ধার্মিক এবং সকলেই ভুরিদক্ষিণ যজ্ঞ
 করিয়াছিলেন । নরাধিপ বৃহদশ্ব, মহাবীর্য
 শুরসত্তম ধার্মিক কুবলাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত
 করেন এবং সহধর্মিণীকে পুত্রহন্তে ন্যস্ত করিয়া
 বনে গমন করিতে উদ্যত হন । শুরোত্তম,
 ধার্মিক মহারাজ, বৃহদশ্বকে বনগমনে উদ্যত
 দেখিয়া ব্রহ্মর্ষি উত্তম, তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া
 নিষেধ করেন । উত্তম কহিলেন, -হে পার্থিব ”
 আপনি আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করিয়া
 থাকেন, এক্ষণে তাহাই করুন ; কেন না
 আপনি বন গমন করিলে আমরা উদ্বেগহীন
 হইয়া তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব না । হে

দেবতামাব্যস্ত মহাকায়ো মহাবলঃ ।

অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তহিতো মহান্ ॥ ৩৬

স মনোন্তনয়ঃ কুরো ধুকুর্নাম সুদারুণঃ ।

শতং লোকবিনাশায় তপ আশ্রায় দারুণম্ ॥ ৩৭

সংবৎসরস্য পর্য্যস্তে স নিশ্বাসং প্রমুঞ্চতি ।

যদা তদা মহী তত্র চলতি স্ম সকাননা ॥ ৩৮

তস্য নিশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ ।

আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ ॥ ৩৯

সবিস্কুলিঙ্গং সজ্বালং সধুমমতিদারুণম্ ।

তেন রাজশ্চ শক্লোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্ব আশ্রমে

তং বারয় মহাবাহো লোকানাং হিতকাম্যয়া ।

তেজস্তে সুমহাবিস্কুন্তেজসাপ্যায়য়িষ্যতি ॥ ৪১

লোকাঃ স্বস্থা ভবন্ত্যদ্য তস্মিন্ বিনিহতেহসুরে

তুং হি তস্য বধায়াদ্য সমর্থঃ পৃথিবীপতে ॥ ৪২

বিস্কুনা চ বরো দত্তো মম পূর্বং তনোহনঘ ।

ভূমিপাল । আমার আশ্রম সমীপে বালুকাপূর্ণ

এক সমুদ্র বিদ্যমান ; তত্রত্য মরুভূমিতে

দেবতাদিগেরও অবধ্য মহাবল মহাকায়

মনুতনয় কুরস্র দারুণ মহান্ ধুকু অসুর শত

শত লোক বিনাশের জন্য সমুদ্রমধ্যগত বালুকা

আশ্রয় করিয়া দারুণ তপস্যা করিতেছে । ঐ

ধুকু বৎসরান্তে যখন একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ

করে, তখন সকাননা মহী প্রচলিত হয় ; তাহার

নিশ্বাসবাতে ভীষণ রজ উখিত হইয়া

আদিত্যপথ আচ্ছাদন করে এবং তখন

সপ্তাহকাল ভূমিকম্প হইতে থাকে । তাহার

নিশ্বাসবায়ু হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিস্কুলিঙ্গ সহ অতি

দারুণ ধুম নির্গত হইতে থাকে ; অতএব হে

রাজন্ ! এজন্য আমরা স্বীয় আশ্রমে আর

তিষ্ঠিতে পারিতেছি না । হে মহাবাহো !

লোকহিতের জন্য আপনি এই উপদ্রব নিবারণ

করুন । আপনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে

মহাবিস্কু স্বীয় তেজ দ্বারা আপনার বল বর্দ্ধিত

করিবেন । হে পৃথিবীপাল ! আপনিই এই

অসুরকে বধ করিতে সমর্থ ; অতএব আপনা

দ্বারা এই অসুর বিনষ্ট হওয়ায় লোক সকল

ন হি ধুকুর্মহাবীর্য্যস্তেজসাল্লেন শক্যতে ॥ ৪৩

নির্দগ্ধং পৃথিবীপাল অপি বর্ষশতৈরিহ ।

বীর্য্যং হি সুম সস্য দেবৈরপি দুরাসহম্ ॥ ৪৪

এবমুক্তস্তরাজ কস্তঞ্চে ন মহাত্মনা ।

কুবলাশ্বং সুতং প্রাদান্তস্মিন্ ধুকুনিবারণে ॥ ৪৫

রাজা সন্যস্তশস্ত্রোহ্ময়স্ত তনয়ো মম ।

ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুকুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬

স তং ব্যাদিশ্য তনয়ং ধুকুমারণমুদ্যতম্ ।

জগাম পর্ব্বতায়ৈব তপসে শংসিতব্রতঃ ॥ ৪৭

কুবলাশ্বস্ত ধর্ম্মাত্মা পিতুর্বচনমাস্থিতঃ ।

সহস্রৈরেকবিংশত্যা পুত্রাণাং সহ পার্থিবঃ ।

প্রায়াদুত্তমসহিতো ধুকুন্তস্য নিবরণে ॥ ৪৮

তমাবিশত্নাতো বিষ্কুর্ভগবান্ স্নেন তেজসা ।

উত্তমস্য নিয়োগাত্ত লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ

অদ্যপ্রভূতোষু নৃপো ধুকুমারো ভবিস্যতি ॥ ৫০

সুস্থ হউক । হে অনঘ ! অল্প শক্তি দ্বারা এই

বীর্য্যবান্ ধুকুর বধ সাধন সম্ভবপর নহে । বিষ্কু

পূর্ব্ব আমাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন ;

অতএব হে মহীপাল ! দেবগণ শতবর্ষ চেষ্টা

করিয়াও এই সুমহাবীর্য্য ধুকুর দুরাধর্ষ তেজ দম্ভ

করিতে সমর্থ নহেন । ২৯-৪৪ । মহাত্মা উত্তম

কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া রাজর্ষি বৃহদশ্ব

উত্তর করিলেন, -হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি অস্ত্রশস্ত্র

ত্যাগ করিয়াছি, আমার এই তনয় নিঃশংশয়

ধুকুকে বধ করিতে সমর্থ হইবে । এই বলিয়া

ধুকু-বিনাশের জন্য স্বীয় তনয় কুবলাশ্বকে মুনির

করে অপর্ণ করিলেন ; এবং ধুকুবধের জন্য

তনয়কে উৎসাহিত করিয়া শংসিতব্রত বৃহদশ্ব

তপস্যার্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন । অনন্তর

পৃথিবীপতি ধর্ম্মাত্মা কুবলাশ্ব পিতার আদেশে

অবস্থিত হইয়া একবিংশতি সহস্র পুত্রসহ

ধুকুবধের জন্য উত্তম সহ গমন করিলেন । তখন

উত্তমের নিয়োগে লোকহিত-কামনায় ভগবান্

বিষ্কু স্বীয় তেজ দ্বারা কুবলাশ্বের শরীরে প্রবেশ

করিলেন । দুর্ধর্ষ কুবলাশ্ব যখন ধুকুবধের জন্য

দিব্যৈঃ পুষ্পৈশ্চ তং দেবাঃ সমমংসত অদ্ভুতম্
 স গতা পুরুষব্যঘ্রস্তন্যৈঃ সহ বীর্যবান্ ॥ ৫১
 সমুদ্রং খনয়ামাস বালুকর্ণবমব্যয়ম্ ।
 নারায়ণেন রাজর্ষিস্তেজসাপ্যায়িতো হি সঃ ॥ ৫২
 বভুবাতিবলো ভূয় উত্তমস্য বশে স্থিতঃ ॥ ৫৩
 তস্য পুত্রৈঃ খননৈশ্চ বালুকান্তর্হিতস্তদা ।
 ধুকুরাসাদিতস্তত্র দিশমাশ্রিত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৫৪
 মুখজেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধো লোকানুদ্বর্তয়ন্নিব ।
 বারি সুস্রাব যোগেন মহোদধিরিবোদয়ে ॥ ৫৫
 সোমস্য সোমপশ্রেষ্ঠ ধারোর্মিকলিলো মহান্ ।
 তস্য পুত্রাস্ত নিদন্ধাস্তিভিরুনাস্ত রাক্ষসৈঃ ॥
 ততঃ স রাজাতিবলো ধুকুবন্ধুনিবর্হণঃ ।
 তস্য বারিময়ং বেগমপিবৎ স নরাধিপঃ ॥ ৫৬

যোগী যোগেন বহিং বা শময়ামাস বারিণা ।
 নিরস্যন্তং মহাকায়ং বলেনোদকারক্ষসম্ ॥ ৫৮
 উত্তমং দর্শয়ামাস কৃতকর্ম্মা নরাধিপঃ ।
 উত্তমশ্চ বরং প্রাদান্তস্মৈরাজ্ঞে মহাত্মনে ॥ ৫৯
 আদান্তস্যাক্ষয়ং বিত্তং শত্রুভিশ্চাপ্যধুষ্যতাম্ ।
 ধর্ম্মে রতিঞ্চ সততং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ।
 পুত্রাণাক্ষয়াক্ষয়াল্লোকান্ স্বর্গে যে রক্ষসা হতাঃ
 তস্য পুত্রাঙ্কয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশ্বো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে ।
 ভদ্রাশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ কনয়াংসৌ তুতৌ স্মৃতৌ
 ধৌকুমারিদৃঢ়াশ্বস্ত হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ ।
 হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোহভূৎ ক্ষত্রধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৬২
 সংহতাশ্বো নিকুম্ভস্য শ্রুতো রণবিশারদঃ ।
 কৃশাশ্বশ্চাক্ষয়াশ্বশ্চ সংহতাশ্বসূতাবৃতৌ ॥ ৬৩
 তস্য পত্নী হৈমবতী সতাং মতিদৃষতী ।

যাত্রা করেন, তৎকালে “আজ হইতে এই নৃপ
 ‘ধুকুমার’ নামে অভিহিত হইবেন।” আকাশে
 এইরূপ একটি মহাশব্দ উথিত হইল। দেবগণ
 স্বর্গীয় কুসুমসমূহ বর্ষণে তাঁহাকে বিস্ময়কর
 সম্মান প্রদর্শন করিলেন। নারায়ণ তেজোদ্বারা
 বর্ধিত সেই পুরুষশাব্দুল বীর্যবান্ রাজর্ষি
 কুবলাশ্ব, তনয়গণ সহ সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক
 বালুকাময় অব্যয় অর্ণবকে খনন করিতে
 লাগিলেন এবং মহর্ষি উত্তমের বশে থাকিয়া
 তিনি তৎকালে অতি বলী হইয়া উঠিলেন।
 তাঁহার তনয়গণ বালুকা খনন করিতে করিতে
 তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন, -সেই অসুর ধুকু
 পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।
 তখন ক্রোধাবিষ্ট ধুকুর মুখ হইতে এক অনল
 উথিত হইল। ঐ অনল যেন লোক সকলকে
 উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল। অতঃপর সে
 জলপ্লাবন করিল, হে সোমপশ্রেষ্ঠ! চন্দ্রোদয়ে
 মহোদধি যেরূপ চঞ্চল হয়, তদ্রূপ প্লবমান
 জলের উর্ম্মিমালা মহাবেগে প্রবাহিত হইতে
 লাগিল। ধুকুর অনুচর রাক্ষসগণ কর্তৃক
 কুবলাশ্বনন্দনগণ প্রায় নির্দগ্ধ হইয়া গেল,
 কেবল তিনটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিল। অনন্তর

অতিবল রাজা কুবলাশ্ব ধুকু-বন্ধুগণের বিনাশ
 কামনায় তদীয় জলময় বেগ পান করিয়া
 ফেলিলেন এবং মহাযোগী নরাধিপ কুবলাশ্ব
 যোগবল সমুদ্রভূত জলদ্বারা ঐ অনল প্রশমিত
 করিলেন ও উদকরূপ মহাকায় রাক্ষসকে
 বলদ্বারা দূরীভূত করিলেন। অনন্তর ধুকুবধে
 কৃতকার্য্য হইয়া নরাধিপ কুবলাশ্ব উত্তম সমীপে
 উপস্থিত হইলে উত্তম মহাত্মা রাজাকে বরদান
 করিলেন। উত্তমের বরে তাঁহার অক্ষয়
 বিত্তলাভ হইল। তিনি শত্রুগণের অনভিভবনীয়
 হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মে রতি ও অক্ষয় স্বর্গবাস
 প্রাপ্তি হইল এবং রাক্ষসগণ যে তাঁহার
 তনয়দিগকে নিহত করিয়াছিল, উত্তমের বরে
 তাহাদিগেয়ও অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ হইল।
 ৪৫-৬০। কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র অবশিষ্ট
 ছিল, তাহাদের জ্যেষ্ঠানুক্রমিক নাম, -দৃঢ়াশ্ব,
 ভদ্রাশ্ব, এবং কপিলাশ্ব। ধুকুমার তনয় দৃঢ়াশ্বের
 পুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ; এই নিকুম্ভ
 ক্ষত্রধর্ম্মে সতত নিরত থাকিতেন। নিকুম্ভের
 পুত্র সংহতাশ্ব; ইনি রণবিশারদ বলিয়া
 বিখ্যাত। সংহতাশ্বের দুই পুত্র, -কৃশাশ্ব ও
 অক্ষয়াশ্ব। সংহতাশ্বের পত্নীগণ মধ্যে

বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রস্তস্যাঃ প্রসেনজিৎ
যুবনাশ্বঃ সুতস্তস্য ত্রিষু লোকেষুতিদ্যুতিঃ ।
অত্যন্তধার্মিকো গৌরী তস্য পত্নী পতিব্রতা ॥
অভিশপ্তা তু সা ভর্গা নদী সা বাহদা কৃতা ।
তস্যাস্ত্র গৌরিকঃ পুত্রচক্রবর্তী বভূব হ ॥ ৬৬
মাক্ষাতা যৌবনাশ্বো বৈ ত্রৈলোক্যবিজয়ী নৃপঃ
অত্রাপ্যদাহরন্তীমৌ শ্লোকৌ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ
যাবৎ সূর্য উদয়তি যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ।
সর্বং তদ্যৌবনাশ্বস্য মাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে
অত্রাপ্যদাহরন্তীমং শ্লোকং বংশবিদো জনাঃ ।
যৌবনাশ্বং মহাত্মানং যজ্ঞানমমিতৌজসম্ ।
মাক্ষাতা তু তনুর্বিষ্ণোঃ পুরাণজ্ঞাঃ প্রতক্ষতে
তস্য চৈত্রবর্তী ভাৰ্য্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ ।
সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৭০
পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভ্রাতৃণামযুতস্য সা ।

তস্যামুৎপাদয়ামাস মাক্ষাতা ত্রীন্ সুতান প্রভুঃ
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ বিশ্রুতম্ ।
অম্বরীষস্য দায়াদো যুবনাশ্বোহপরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭২
হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতাঃ শূরয়ঃ স্মৃতাঃ ।
এতে হ্যগ্নিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
পুরুকুৎসস্য দায়াদত্রসদস্যুমহাযশাঃ ।
নর্মদায়াং সমুৎপন্নঃ সঙ্কুতস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭৪
সঙ্কুতস্যাত্মজঃ পুত্রো হ্যনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
রাবণো নিহতো যেন ত্রিলোকীবিজয়ে পুরা ॥
ত্রসদশ্বোহরণ্যস্য হর্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ ।
হর্যশ্বাত্তু দৃষদ্বত্যাং জজ্ঞে বসুমতো নৃপঃ ॥ ৭৬
তস্য পুত্রোহভবদ্রাজা ত্রিধন্বা নাম ধার্মিকঃ ।
আসীৎ ত্রৈবন্ধনচাপি বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণঃ প্রভুঃ ॥
তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোহভূন্যহাবলঃ ।
তেন ভাৰ্য্যা বিদর্ভস্য হতা হত্বা দিবৌকসান্ ॥
পাণিগ্রহণমন্ত্রেষু নিষ্ঠাং সম্প্রাপিতেষিহ ।

একজনের নাম হৈমবতী । তিনি সাধুদিগের
সম্মতা ও ত্রিলোক বিখ্যাতা ছিলেন । ইহার
গর্ভে প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন ; প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব । ইনি
ত্রিলোক মধ্যে অতিদ্যুতিমান্ ও অত্যন্ত
ধার্মিক ছিলেন । ইহার অতি পতিব্রতা পত্নী
গৌরী স্বামী কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া বাহদা নামী
নদীরূপে পরিণতা হন । এই গৌরীর গর্ভে
গৌরিক নামে এক পুত্র হয়, এই গৌরিক
চক্রবর্তী হইয়াছিলেন । যুবনাশ্বের পুত্র
ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজা মাক্ষাতা । পৌরাণিকগণ
এই মাক্ষাতা সম্বন্ধে এইরূপ দুইটি শ্লোক
উদাহরণ দিয়া থাকেন ; -“সূর্যের উদয় হইতে
অস্তমন পর্যন্ত স্থানসমূহ মাক্ষাতার ক্ষেত্র
বলিয়া অভিহিত ।” বংশবিদগণ মাক্ষাতা
সম্বন্ধে এই শ্লোকটিও উদাহরণ দিয়া থাকেন,
-পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে যুবনাশ্ব তনয়
মাক্ষাতা বিষ্ণুর অংশ এবং মহাত্মা, যজ্ঞা ও
অমিততেজা ।” শশবিন্দুর দুহিতা চৈত্রবর্তী
মাক্ষাতার পত্নী । ভুবনে ইহার রূপ অপ্রতিম;

ইহার অপর একটি নাম বিন্দুমতী । ইনি অতীব
সাধ্বী ছিলেন । ইনি অযুত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী
ও পতিব্রতা । মাক্ষাতা ইহার গর্ভে পুরুকুৎস,
অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ এই তিনটি বিখ্যাত পুত্র
উৎপাদন করেন । এই অম্বরীষের পুত্রের নামও
যুবনাশ্ব । যুবনাশ্বের পুত্র হরিত ; এই হরিতের
বংশধরগণ সকলেই শূর বলিয়া বিখ্যাত । হে
দ্বিজাতিগণ ! ইহারা আগ্নিরস ও ক্ষাত্রোপেতঃ-
সম্পন্ন । ৬২-৭৩ । পুরুকুৎসের পুত্র মহাযশা
ত্রসদস্য, নর্মদার গর্ভে সঙ্কুত নামে এক পুত্র
উৎপাদন করেন । সঙ্কুতের পুত্র প্রতাপবান্
অনরণ্য ; ইনি পূর্বকালে দিগ্বিজয় ব্যাপারে
রাবণকে অভিভূত করিয়াছিলেন । এই
অনরণ্যের তনয় তসদশ্ব, তৎপুত্র হর্যশ্ব ;
দৃষদ্বতীর গর্ভে হর্যশ্ব হইতে রাজা বসুমত
জন্মগ্রহণ করেন ; তাহার ত্রিধন্বা নামে এক
ধার্মিক পুত্র হয় । ত্রিধন্বার পুত্র ত্রৈবন্ধ, তৎপুত্র
বিদ্বান্ প্রভু ত্রয্যারুণ । ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে
মহাবল এক পুত্র হয় ; ইনি দেবগণকে পরাভূত
করিয়া বিদর্ভভাৰ্য্যার পাণি গ্রহণ ব্যাপার সমাপ্ত

বিষ্ণুবৃদ্ধঃ সুতস্তস্য বিষ্ণুবৃদ্ধা যতঃ স্মৃতাঃ ।
 এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতাঃ সমাশ্রিতাঃ
 কামাদ্বলাচ্চ মোহাচ্চ সঙ্কর্ষণবলেন চ ।
 ভাবিনোহর্ষস্য চ বলাজ্জকৃতং তেন ধীমতা ॥
 তমধর্মোণ সংযুক্তং পিতা ত্রয্যাক্রণোহত্যজ্ঞং ।
 অপধ্বংসেতি বহুশোহবদং ক্রোধসমন্বিতঃ ॥
 পিতরং সৌহব্রবীদেকঃ ক্ব গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ
 পিতা চৈনমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্তয় ॥ ৮২
 নাহং পুত্রোণ পুত্রার্থী ত্বয়াদ্য কুলপাংসন ॥
 ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামনুগরাহচনাঙ্ঘ্রিভো ॥ ৮৩
 ন চৈনং ধারয়ামাস বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
 স তু সত্যব্রতো ধীমান শ্বপাকাবসথাস্তিকম্ ।
 পিত্রা মুক্তোহবসদীরঃ পিতা চাস্য বনং যযৌ

হইলে তাঁহাকে হরণ করেন । এই সত্যব্রতের
 এক পুত্র হয়, তাহার নাম বিষ্ণুবৃদ্ধ ; এই
 বিষ্ণুবৃদ্ধের বংশধরগণ বিষ্ণুবৃদ্ধ নামেই
 অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহারা আঙ্গিরস ও
 ক্ষাত্রধর্মে অবস্থিত । সত্যব্রত ধীমান্ হইয়াও
 মোহবশতঃ যথেষ্টাচার অবলম্বনপূর্বক সবলে
 ভাবী অর্থের কর্ষণ করিতে থাকিলে তৎপিতা
 ত্রয্যাক্রণ পুত্রকে অধর্মযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে
 পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া
 তাঁহাকে বহুবার “দুর হ দুরহ” বলিতে
 লাগিলেন । ত্রয্যাক্রণের একমাত্র পুত্র সত্যব্রত
 পিতাকে “আমি কোথায় যাইব” এই কথা
 বারবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তিনি উত্তর
 করিলেন, -হে কুলপাংসন ! আমি তোমার মত
 পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে সম্মত নহি, অতএব
 তুমি অদ্যই চণ্ডালগণসহ মিলিত হও । রাজা
 এইরূপ বলিলে সত্যব্রত তখনই নগর হইতে
 বহির্গত হইলেন । ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার
 পক্ষ সমর্থন করিলেন না ; সুতরাং পিতাকর্তৃক
 পরিত্যক্ত ধীমান্ সত্যব্রত চণ্ডালভবনেই গমন
 করিলেন । রাজাও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া
 বনে গমন করিলেন । অরাজক রাজ্যে অধর্ম

তস্মিংশু বিষয়ে তস্য নাবর্ষং পাকশাসনঃ ।
 সমাদ্বাদশ সম্পূর্ণান্তেনাধর্মোণ বৈ তদা ॥ ৮৫
 দারাংশু তস্য বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
 সন্ন্যাস্য সাগরানূপে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৮৬
 তস্য পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্ ।
 শিষ্টানাং ভরণার্থায় ব্যক্রীণাদোশতেন বৈ ॥
 তং তু বদ্ধং গলে দৃষ্ট্বা বিক্রীতং তং নরোত্তমঃ
 মহর্ষিপুত্রং ধর্মাত্মা মোক্ষয়ামাস সুব্রতঃ ॥ ৮৯
 সত্যব্রতো মহাবুদ্ধির্ভরণং তস্য চাকরোৎ ।
 বিশ্বামিত্রস্য তুষ্টির্মনুকম্পধর্মমেব চ ॥ ৮৯
 সোহভবদগালবো নাম গলে বদ্ধো মহাতপাঃ
 মহর্ষিঃ কৌশিকস্তাতস্তেন বীর্যোণ মোক্ষিতঃ ॥
 তস্য ব্রতেন ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া ।
 বিশ্বামিত্রকলত্রঞ্চ বভার বিনয়ে স্থিতঃ ॥ ৯১

বর্ধিত হইতে থাকিল । বাসব দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত
 একেবারেই বারিবর্ধন করিলেন ন । ৭৪-৮৫ ।
 তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বী পুত্র সকল রাখিয়া
 সাগরের অনুপদেশে অবস্থানপূর্বক তপশ্চরণ
 করিতেছিলেন । তাঁহার পত্নী একটি পুত্রকে
 বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণের
 ভরণপোষণার্থ গোশত মূল্যে মধ্যম
 ঔরসপুত্রকে বিক্রয় করেন । ক্রোতা যখন ঐ
 পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়,
 তখন ধর্মাত্মা নরোত্তম সুব্রত সত্যব্রত
 মহর্ষিপুত্রকে ঐরূপে বদ্ধ ও বিক্রীত দেখিয়া
 তাহাকে মোচন করেন এবং মহাবুদ্ধি সত্যব্রত
 বিশ্বামিত্রের তুষ্টি ও অনুকম্পার জন্য ঐ
 ঋষিতনয়কে পালন করিতে থাকেন । ইনি গলে
 বদ্ধ হইয়া নীত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম
 হয় গালব । এই কুশিকবংশোদ্ভব মহর্ষি
 গালব একজন মহাতপা এবং স্বীয়
 তপোবীর্য্যদ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন । এদিকে রাজা
 সত্যব্রতের ব্রত, ভক্তি, কৃপা, সত্য প্রতিজ্ঞা
 ও বিনয় দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্রকলত্রও প্রতি

হত্বা মৃগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্ ।
বিশ্বামিত্রাশ্রমাভ্যাসে তন্মাংসমপচন্ততঃ ॥ ৯২
উপাংশ্চব্রতমস্থায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
পিতৃনিয়োগাদভজনুপে তু বনমাস্থিতে ॥ ৯৩
অযোধ্যাঈক্যেব রাজ্যঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ ।
যাজ্যোপাধ্যায়সংযোগাদ্বশিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥
সত্যব্রতস্তু বাল্যাস্তু ভাবিনোহর্ষস্য বৈ বলাৎ
বশিষ্ঠেহভ্যধিকং মন্যুং ধারয়ামাস মন্যুনা ॥
পিত্রা রুদংশুদা রাত্রীং পরিত্যক্তং স্বমাত্মজম্
ন বারয়ামাস মুনিবশিষ্ঠঃ কারণেন বৈ ॥ ৯৩
পানিগ্রহণমস্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে ।
এবং সত্যব্রতস্তান্ বৈ হতবান্ সপ্তমে পদে ।
জানন্ ধর্মান্ বসিষ্ঠস্তু ন চ মস্ত্রানিহেচ্ছতি ।
ইতি সত্যব্রতে রোষং বশিষ্ঠো মনসাকরোৎ

গুরুবুদ্ধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবাংশুদা ।
ন তু সত্যব্রতোহবুধ্যদুপাংশ্চব্রতমস্য বৈ ॥ ৯৯
তস্মিংশ্চোপরতে যো যৎপিতুরাসীন্মহাত্মনঃ ।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষং পাকশাসনঃ ॥ ১০০
তেন ত্বিদানীং বহুধা দীক্ষাং তাং দুর্কলাং ভুবি
কুলস্য নিকৃতিঃ স্বস্য কৃতেয়ঞ্চ ভবেদिति ॥
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যাক্তং ন্যবারয়ং
অভিষেক্যামাহং রাজ্যে পমআদেনমिति প্রভুঃ
স তু দ্বাদশ বর্ষাণি দীক্ষাং তামুদ্বহন্ বলী ।
অবিদ্যামানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০৩
সর্বকামদুঘাং ধেনুং স দদর্শ নৃপাত্মজঃ ।
তাং বৈ ক্রোধাচ্চ মোহাচ্চ শ্রমচ্চৈব ক্ষুধান্বিতঃ
দস্যুধর্মং গতৌ দৃষ্টৌ জঘান বলিনাংবরঃ ।
স তু মাংসং স্বয়ং চৈব বিশ্বামিত্রস্য চাত্মজান্ ॥

পালিত হইতে লাগিল । । সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের
আশ্রমসন্নিহিত বনপ্রদেশে দ্বাদশবর্ষ
অবস্থানপূর্বক দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বনেচর মৃগ,
বরাহ ও মহিষ সকল হনন ও সেই প্রাণীর
মাংসদ্বারা জীবিকানির্বাহ করত মৌনব্রত
অবলম্বনপূর্বক পিতার নিয়োগ পালন করিতে
লাগিলেন । সত্যব্রত যৎকালে বনে বাস
করিতেছিলেন, তখন যাজ্য ও উপধ্যায়গণসহ
মহর্ষি বশিষ্ঠ অযোধ্যা রাজ্য ও অন্তঃপুর
পরিরক্ষণ করিতেছিলেন । সত্যব্রত বাল্যকালে
ভবিতব্যতা নিবন্ধন বলপূর্বক অধ্যবসায়
করিয়াছিল ; এজন্য পিতা কর্তৃক রাষ্ট্র হইতে
পরিত্যক্ত হওয়ায় যখন সে রোদন করে,
তখনও মুনি বশিষ্ঠ তাহাকে বন গমনে নিষেধ
করেন নাই, এজন্য বশিষ্ঠের প্রতি তাহার
অত্যধিক ক্রোধ জন্মিয়াছিল । সপ্তপদী গমন
হইলেই পাণি গ্রহণ মন্ত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে ।
পানিগ্রহণ ব্যাপার সম্পন্ন হইলেও সত্যব্রত
পরপত্নী অপহরণ করেন, এজন্য মন্ত্রবিৎ
বশিষ্ঠ এই হরণ কার্যের অনুমোদন করেন
না, এবং সে জন্য সত্যব্রতের উপর মনে মনে
বিশেষ রোষান্বিতই হইয়াছিলেন । সত্যব্রত

পিতা কর্তৃক যৎকালে নির্বাসিত হন, ভগবান্
গুরু বশিষ্ঠ যে তখন বুদ্ধিপূর্বকই মৌনাবলম্বন
করেন, সত্যব্রত তাহা বুঝিতে পারেন নাই ।
মহামনা প্রভু ভগবান্ বশিষ্ঠ বুঝিয়াছিলেন, -
“সত্যব্রতের পিতার মৃত্যু হইলে যখন বাসব
দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ করিবেন না, তৎকালে
ত্রিলোকের অনেক বিধিবিধান ক্ষীণ হইয়া যাইবে
; অতএব প্রজাসাধারণ বুঝিবে, -সত্যব্রত
পিতৃনির্দিষ্ট দণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুলের
নিকৃতিকারক হইয়াছেন । সেই সময় পিতৃত্যক্ত
সত্যব্রতকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া আনিয়া রাজ্যে
তাঁহাকে অভিষেক করিব ।” এদিকে বলবান্
সত্যব্রত দ্বাদশ বার্ষিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া
কালযাপন করিতে থাকিলে, একদিন তাঁহার
ভক্ষ্য মাংসের অভাব হয়, তখন নৃপতনয়
সত্যব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠের সর্বকামপ্রসবিত্রী
ধেনুকে দেখিতে পান । বীরশ্রেষ্ঠ সত্যব্রত ক্রোধ,
মোহ, শ্রব ও ক্ষুধার বশীভূত হইয়া দস্যুধর্ম
অবলম্বনপূর্বক সেই ধেনুকে বধ করিলেন এবং
সেই মাংস স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন ও
বিশ্বামিত্রতনয়গণকেও ভক্ষণ করাইলেন ।

ভোজয়ামাস তচ্ছত্বা বসিষ্ঠস্তং তদাত্যজং ।
 প্রোবাচ চৈব ভগবান্ বসিষ্ঠস্তং নৃপাত্মজম্ ॥
 পাতয়ে ত্বং হে ত্বং তব শঙ্কুময়োময়ম্ ।
 যদি তে ত্রীণি শঙ্কুনি ন স্যুর্হি পুরুষাধম ॥ ১০৭
 পিতৃশ্চাপরিতোষণে গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ ।
 অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ
 এবং স ত্রীণি শঙ্কুনি দৃষ্ট্বা তস্য মহাতপাঃ ।
 ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ ॥
 বিশ্বামিত্রস্ত দারাগামাগতো ভরণে কৃতে ।
 ততস্তস্মৈ বরং প্রাদাত্তদা প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ॥ ১১০
 ছন্দ্যমানো বরেণাথ গুরুং বরে নৃপাত্মজঃ ।
 অনাবৃষ্টিভয়ে তস্মিন্ গতে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ১১১
 অভিষিচ্য তদা রাজ্যে যাজয়ামাস তং মুনিঃ ।
 মিশ্রতাং বৈবতানাঞ্চ বশিষ্ঠস্য চ কৌশিকঃ ॥

বিক্র্যপার্শ্বে মহাপুণ্য নিম্নগা গিরিকাননে ।
 তস্য স্নানেন সঙ্কতা কৰ্মনাশা শুভা নদী ।
 সশরীরং তদা তং বৈ দিবমারোপয়ং প্রভুঃ ॥
 মিশ্রতস্ত বসিষ্ঠস্য তদভুতমিবাভবং ।
 অত্রাপ্যদাহরতীমৌ শ্লোকৌ পৌরণিকা জনাঃ
 বিশ্বামিত্রপ্রসাদেন ত্রিশঙ্কুর্দ্রিবি রাজতে ।
 দেবৈঃ সার্কং মহাতেজানুগ্রহাস্তস্য ধীমতঃ ॥
 শনৈর্যাত্যবলা রম্যা হেমন্তে চন্দ্রমণ্ডিতা ।
 অলঙ্কৃতা ত্রিভির্ভাবৈস্ত্রিশঙ্কুগ্রহভূষিতা ॥ ১১৬
 তস্য সত্যরতা নাম ভার্য্যা কেকয়বংশজা ।
 কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্যাণম্ ॥ ১১৭
 স তু রাজা হরিশ্চন্দ্রশ্চৈশঙ্কব ইতি শ্রুতঃ ।
 আহর্তা রাজসূয়স্য সম্রাড্ভিতি পরিশ্রুতঃ ॥ ১১৮
 হরিশ্চন্দ্রস্য তু সুতোঃ রোহিতো নাম বীর্যবান্

ভগবান্ বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পরিয়া সত্যব্রতের
 প্রতি যে স্নেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা
 অদ্য হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করিলেন ; পরন্তু
 বলিলেন, -হে ত্বং ! যদি তোর ত্রিবিধ শঙ্কু না
 থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তোর প্রতি লোহময়
 শঙ্কুপাত করিতাম । হে পুরুষাধম ! পিতার
 অপ্রিয়াচরণ, গুরুর গোবধ এবং অবৈধ
 পরদারহরণ, তোর এই ত্রিবিধ ব্যতিক্রম দৃষ্ট
 হইতেছে । মহাতপা বশিষ্ঠ সত্যব্রতের এইরূপ
 ত্রিবিধ শঙ্কু অবলোকন করিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কু
 বলিয়া অভিহিত করিলেন । হে দ্বিজসন্তমগণ !
 এজন্যই সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে পরিচিত ।
 অনন্তর বিশ্বামিত্র পুত্রকলত্রাদির ভরণ-পোষণ
 জন্য আগমন করিয়া ত্রিশঙ্কুর পূর্বকৃত
 পুত্রাদির পোষণ ব্যাপার শ্রবণপূর্বক বরদানে
 তাঁহার সমস্ত অপায় দূরীভূত করিলেন ।
 নৃপতনয় ত্রিশঙ্কু গুরু বিশ্বামিত্রকে
 দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভয়ের কথা
 জানাইলেন । অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র দেবগণ
 ও বশিষ্ঠের সমক্ষেই তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক
 করিয়া তাঁহার যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিতে

লাগিলেন । বিক্র্যপর্বতের পার্শ্বদেশে গিরি
 কাননের মধ্য দিয়া যে মহাপুণ্য নদী প্রবাহিত
 আছে, যজ্ঞ সমাপনাতে ত্রিশঙ্কু তথায় অবভূত
 স্নান করিয়াছিলেন । তাঁহার স্নানের জন্য ঐ নদী
 শুভদায়িনী কৰ্মনাশা নামে বিখ্যাত হয় ।
 বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ
 করেন । ৮৬-১১৩ । মহর্ষি বশিষ্ঠের সমক্ষে
 একটি অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় ইহা সম্পন্ন হইয়া
 গেল । পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এই দুইটি
 শ্লোক উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত করিয়া
 থাকেন, -“ধীমান্ বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে
 মহাতেজা ত্রিশঙ্কু দেবগণসহ স্বর্গে বিরাজ
 করিতেছেন । ত্রিশঙ্কুরূপ গ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট
 হইয়া হেমন্তে চন্দ্রমণ্ডলের সহিত এক রমণীয়
 অবলা ভাবপ্রযে অলঙ্কৃত হইয়া ত্রিশঙ্কুসমীপে
 গমন করিয়া থাকে । ত্রিশঙ্কুর পত্নীর নাম
 সত্যরতা, ইনি কেকয় বংশজাতা ছিলেন ।
 ত্রিশঙ্কু তাঁহার ঐ পত্নীর গর্ভে পুত্রচরিত্র
 হরিশ্চন্দ্রকে উৎপাদন করেন । ত্রিশঙ্কুতনয়
 বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের আহরণ
 করিয়া সম্রাট বলিয়া প্রথিত হন । হরিশ্চন্দ্রের

হরিতো রোহিতস্যাথ চক্ষুর্হরীত উচ্যতে ॥
বিজয়ন্ত সুদেবন্ত চক্ষুপুত্রৌ বভূবতুঃ ।
জেতা সর্বস্য ক্ষত্রস্য বিজয়ন্তেন স স্মৃতঃ ॥
রুরুকন্তনয়ন্তত্র রাজা ধর্মার্থকোবিদঃ ।
রুরুকাদৃতকঃ পুত্রস্তস্মাদ্বাহন্ত জজিীবান্ ॥১২১
হৈহয়েস্তালজজৈশ্চ শকৈঃ সার্কং সমাগতৈঃ ॥
শকৈর্যবনকাম্বোজৈঃ পারদৈঃ পুহুবৈস্তথা ॥
নাত্যর্থং ধার্মিকোহভূৎ স ধর্ম্যে সত্যযুগে তথা
সগরস্ত সুতো বাহোজজ্ঞে সহ গরেণ বৈ ।
ভৃগোরাশ্রমমাসাদ্য তুর্ক্বেণ পরিরক্ষিতঃ ॥১২৩
আগ্নেয়মন্ত্রং লব্ধ্বা তু ভার্গবাং সগরো নৃপঃ ।
জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজজ্ঞান্ স হৈহয়ান্ ॥
শকানাং পুহুবানাঞ্চ ধর্ম্যান্নিরসদচ্যুতঃ ।
ক্ষত্রিয়াণাং তথা তেষাং পারদানাঞ্চ ধর্ম্যবিৎ ॥
ঋষয় উচুঃ ।

কথং স সগরো রাজা গরেণ সহ জজিীবান্ ।

কিমর্থঞ্চ শকাদীনাং ক্ষত্রিয়াণাং মহৌজসাম্ ।
ধর্ম্যান্ কুলোচিতান্ ক্রুদ্ধো রাজা নিরসদচ্যুতঃ
সূত উবাচ ।
বাহোর্বাসনিনস্তস্য হতং রাজ্যং পুরা কিম্ ।
হৈহয়েস্তালজজৈশ্চ শকৈঃ সার্কং সমাগতৈঃ ॥
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পুহু বাস্তথা ॥
হৈহয়ার্থং পরাক্রান্তা এতে পঞ্চগণাস্তদা ॥ ১২৮
হতং রাজ্যং বলীয়োভিরেভিঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবৈঃ
হতরাজ্যাস্তদা বাহুঃ সন্ন্যস্য নু তদা নৃপঃ ।
বনং প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা সহ পত্ন্যা তপোহচরৎ ॥
কস্যচিদ্বথ কালস্য তোয়ার্থং প্রস্থিতো নৃপঃ ।
বৃদ্ধত্বাদুর্বলত্বাচ্চ অন্তরা স মমার চ ॥ ১৩০
পত্নী তু যাদবী তস্য সগর্তা পৃষ্ঠতোহম্বগাং ।
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দন্তো গর্ভজিঘাংসয়া ॥ ১৩১
সা তু ভর্তৃশ্চেতাং কৃত্বা বহিঃ তং সমরোহয়ৎ
ঔর্বস্তাং ভার্গবো দৃষ্ট্বা কারুণ্যাক্ষি ন্যবর্তয়ৎ ।
তস্যাপ্রমে তু তং গর্ভং সা গরেণ তদা সহ ।

পুত্র বীর্যবান্ রোহিত, তৎপুত্র হরিত, হরিতের
পুত্র চক্ষু ; ঐ চক্ষুর দুই পুত্র তাঁহাদের নাম
বিজয়, ও সুমেরু ; নিখিল ক্ষত্রিয়গণের জয়
করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় নামে খ্যাত লাভ
করেন । বিজয়ের পুত্র রুরুকা, রাজা রুরুকা
ধর্ম্মার্থকোবিদ ছিলেন, রুরুকের পুত্র ধৃতক ;
ধৃতকের বাহু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে,
এই পুত্র অত্যন্ত অধার্মিক এবং ব্যাসননিরত ।
রাজা বাহু, হৈহয়, তালজজ্ঞ, শক, যবন,
পারদ, এবং পুহুগণ কর্তৃক নিরস্ত হন । রাজা
বাহুর সত্যযুগে সগর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ
করেন । ইনি গরের সহিত জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন । ভৃগুর আশ্রমে ইনি ঔর্ক কর্তৃক
পরিরক্ষিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে
আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবী
পর্যটনপূর্বক হৈহর গণসহ তালজজ্ঞ শক,
পুহু, পারদ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে
কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন ।
ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন, অচ্যুত ধর্ম্মাত্মা রাজা

সগর কিজন্য গরের সহিত জন্মগ্রহণ করেন,
এবং কিজন্য বা মহাতেজা শকাদি ক্ষত্রিয় গণের
প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কুলোচিত ধর্ম্ম
হইতে বহিস্কৃত করেন? ১১৪-১২৬ । সূত
কহিলেন, পূর্বকালে তালজজ্ঞ, হৈহয়,
শকগণসহ যবন, পারদ, কাম্বোজ এবং পুহু
আগমন করিয়া ব্যাসনাসক্ত রাজা বাহুর রাজ্য
অপরহণ করে ; ক্ষত্রিয়পুঙ্গব ঐ মহাবলপরাক্রম
গণপঞ্চক হৈহয়দিগের প্ররোচনায় বাহুর রাজ্য
অপরহণ করিয়াছিল । হৃদরাজ্য ধর্ম্মাত্মা নৃপতি
বাহু পত্নীসহ অরণ্যাশ্রয় করিয়া তৎকালে
তপশ্চরণ করেন । অনন্তর এক সময় জল
আনয়ন করিবার জন্য গমন করিয়া বাহু বার্কক্য
ও দৌর্বল্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন ।
তাঁহার গর্ভিনী পত্নী যাদবী তাঁহার পশ্চাদনুগমন
করিলে সপত্নী তদীয় গর্ভ বিনাশবাসনায় গর
অর্থাৎ বিষপ্রদান করেন । অনন্তর, যাদবী স্বামীর
চিতা নির্মাণ করিয়া সেই অনলে স্বয়ং প্রবেশ
করিতে উদ্যত হইলে ভৃগুনন্দন ঔর্ক এই

ব্যজায়ত মহাবাহুং সগরং নম ধার্মিকম্ ॥ ১৩৩
 ঔর্ব্বজ্জ জাতকর্মাঙ্গীন্ কৃত্ব তস্য মহাত্মনঃ ।
 অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততোহস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ
 জামদগ্ন্যাদাগ্নেয়মসুরৈপরপি দুঃসহম্ ।
 স তেনাশ্রিতবলেনৈব বলেন চ সমন্বিতঃ ।
 জঘান হৈহয়ান ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশুগণানিব ॥ ১৩৫
 ততঃ শকান্ সযবনান্ কাশ্যোজান্ পারদাংস্তথা
 পহুবাহুৈশ্চ নিঃশেষান্ কর্ত্ব্য ব্যবসিতো নৃপঃ
 তে বধ্যমানা বীরেণ সমরেণ মহাত্মনা ।
 বসিষ্ঠং শরণং সর্বৈ প্রপন্নাঃ শরণৈষিণঃ ॥ ১৩৭
 বসিষ্ঠস্তাংস্তথেষুত্যাঙ্গা সযয়েন মহামুনিঃ ।
 সগরং বারয়ামাস তেষাং দস্তাভয়ং তদা ॥ ১৩৮
 সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ
 ধর্মং জঘান তেষাং বৈ বেদান্যত্বঞ্চকার হ ॥
 অর্দ্ধং শকানাংশিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসজ্জয়ৎ ।

যবনানাং শিরঃ সর্বং কাশ্যোজানাং তথৈব চ
 পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহুবাঃ শূশ্রুধারিণঃ ।
 নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতান্তেন মহাত্মনা ॥ ১৩৬
 শকা যবনকাশ্যোজাঃ পহুবাঃ পারদৈঃ সহ ।
 কলিম্পর্শা মাহিষিকা দার্বাশ্চোলাঃ খসাস্তথা ।
 সর্বৈ তে ক্ষত্রিয়গণা ধর্মন্তেষাং নিরাকৃতঃ ।
 বসিষ্ঠবচনাৎপূর্বং সগরেণ মহাত্মনা ॥ ১৩৭
 স ধর্মবিজয়ী রাজা বিজিত্তেমাং বসুন্ধরাম্ ।
 অশ্বং বিচরয়ামাস বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ১৩৮
 তস্য চরয়তঃ সোহশ্বঃ সমুদ্রে পূর্বদক্ষিণে ॥
 বেলাসমীপেহপহ্রতো ভূমিধৈব প্রবেশিতঃ ॥
 স তং দেশং সুতৈঃ সর্বৈঃ খানয়ামাস পার্শ্বিভিঃ
 আসেদুশ্চ ততস্তস্মিন্স্থদন্তস্তে মহাঘর্ষে ॥ ১৩৯
 তমাদিপুরুষং দেবং হরিং কৃষ্ণং প্রজাপতিম্ ।
 বিষ্ণুং কপিলরূপেণ হংসং নারায়ণং প্রভুম্ ॥

ব্যাপার দর্শনে দয়ার্দ্ৰচিত্ত হইয়া তাঁহাকে
 বারংবার নিবেদন করেন । বাহুপত্নী যাদবী তাঁহার
 আশ্রমে রক্ষিত হইয়া মহাবাহু ধার্মিক সগর
 নামে এক পুত্র প্রসব করেন । ঔর্ব্বই তাঁহার
 জাতকর্মাঙ্গী সমাহিত করিয়া নিখিল বেদ ও অস্ত্র
 বিদ্যা অধ্যয়ন করান । সগর জামদগ্ন্যের নিকট
 তৎকালেই অসুরগণের দুঃসহ আগ্নেয় অস্ত্র লাভ
 করেন । হে ঋষিগণ । এই অস্ত্র বলে বলীয়ান
 রাজা সগর রুদ্র-কৃত পশুসংহারের ন্যায়
 হৈহয়গণের বধসাধন করেন । হৈহ্যাবধান্তর
 রাজা সগর ক্রমে শক, যবন, কাশ্যোজ, পারদ,
 এবং পহুবগণের নিঃশেষরূপে বিনাশ করিতে
 প্রবৃত্ত হইলে মহাত্মা বীর সগরের অস্ত্রাঘাতে
 পীড়িত হইয়া সকলেই শরণাগতবৎসল ঋষি
 বশিষ্ঠের শরণ হইল । মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ
 তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া অভয়দানপূর্বক
 সামবাক্যে সগরকে নিবারণ করিলেন । রাজা
 সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও গুরুর বাক্য বিবেচনা
 করিয়া তাহাদিগের ধর্মবিনাশ করিলেন তিনি
 শকদিগের অর্দ্ধ মস্তক এবং যবন ও

কাশ্যোজদিগের সমস্ত শিরোমুণ্ডন করিয়া
 বিসর্জন করিলেন । পারদগণকে মুক্তকেশ ও
 পহুবগণকে শূশ্রুধারী করিলেন । মহাত্মা সগর
 এইরূপে তাহাদিগকে বিরূপ করিয়া স্বাধ্যায়
 ও বষট্কাররহিত করিয়া দিলেন । পূর্বকালে
 বশিষ্ঠ কর্তৃক আদিষ্ট মহাত্মা সগরের হস্তে
 বিরূপ বেশ-প্রাপ্ত শক, যবন, কাশ্যোজ, পারদ,
 মাহিষিক, দার্ব, চোল এবং খশ, এই সকল
 ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব কুলোচিত ধর্ম হইতে এইরূপে
 নিরাকৃত হয় । ১২৭-১৩৩ । ধর্ম বিজয়ী রাজা
 সগর এই বসুন্ধরাকে জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে
 দীক্ষা গ্রহণপূর্বক যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন করেন ।
 তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব পূর্ব-দক্ষিণ-সমুদ্রের
 বেলাসমীপে বিরচণ করিতে থাকলে কে যেন
 সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ
 করিল । পৃথিবীপতি সগর স্বীয় তনয়গণ দ্বারা
 সেই বেলা ভূমি খনন করাইলেন । তদীয়
 তনয়গণ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অর্ণব মধ্যে
 কপিলরূপী আদি পুরুষ প্রজাপতি হরিকে
 দেখিতে পাইল । তাহারা সেই প্রজাপতি হংস

তস্য চক্ষুঃ সমাসাদ্য তেজস্বত্বপতিপদ্য তে ।
 দক্ষাঃ পুত্রাস্তদা সর্বৈ চত্বারস্তবশেষিতাঃ ॥১৪৮
 বর্হিকৈতুঃ সকেতুশ্চ তথা ধর্মরতশ্চ যঃ ।
 শূরঃ পঞ্চবনশ্চৈব তস্য বংশকরাঃ প্রভোঃ ॥
 প্রাদাচ্চ তস্য ভগবান্ হরিনারায়ণো বরান্ ।
 অক্ষয়তুং স্ববংশস্য বাজিমেধশতং তথা ।
 বিভুং পুত্রং সমুদ্রঞ্চ স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ॥
 স সমুদ্রোহশ্বমাদায় ববন্দে সারতাং পতিঃ ।
 সাগরতুঞ্চ লেভে স কর্মণা তেন তস্য বৈ ॥
 তং চাশ্বমেধিকং সোহশ্বং সমুদ্রাৎ প্রাপ্য পার্থিবঃ
 আজহারাস্বমেধানাং শতধৈব পুনঃপুনঃ ॥১৫২
 যষ্টিপুত্রসহস্রাণি দক্ষান্যস্থানুসারিণাম্ ।
 তেষাং নারায়ণং তেজঃপ্রবিষ্টানাং মহাত্মনাম্
 পুত্রাণাস্ত্বে সহস্রাণি যষ্টিস্ব ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৫৭
 ঋষয় উচুঃ ।
 সগরস্যাত্মজা রাজ্ঞঃ কথং জাতা মহাবলাঃ ।

বিক্রান্তাঃ যষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন বা বদ ॥
 সূত উবাচ ।
 হে পত্ন্যৌ সগরস্যাত্মাং তপসা দক্ষকিঞ্চিষে ।
 জ্যেষ্ঠা বিদর্ভদুহিতা কেশিনী নাম নামতঃ ॥
 কনীয়সী তু যা তস্য পত্নী পরমধর্মিণী ।
 অরিস্টনেমিদুহিতা রূপেণা প্রতিমা ভূবি ॥ ১৫৬
 ঔর্বস্তাত্মাং বরং প্রাদান্তপসারাধিতঃ প্রভুঃ ।
 একা জনিষ্যতে পুত্রং বংশকর্তারমীপ্সিতম্ ।
 যষ্টিপুত্রসহস্রাণি দ্বিতীয়া জনয়িষ্যতি ॥ ১৫৭
 মুনেষু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী পুত্রমেককম্ ।
 বংশস্য কারণং শ্রেষ্ঠা জঘাহ নৃপসংসদি ॥ ১৫৮
 যষ্টিপুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভাগিনী তথা ।
 মহাত্মনস্তু জঘাহ সুমতিঃ স্বমতির্যথা ॥ ১৫৯
 অথকালে গতে জ্যেষ্ঠা জ্যেষ্ঠং পুত্রং ব্যজায়ত
 অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কাকুৎস্থং সগরাত্মজম্ ॥
 সুমতিস্তুপি জজ্ঞে বৈ গর্ভং তুম্বং যশস্বিনী ।
 যষ্টিপুত্রসহস্রাণি তুম্বমধ্যাধিনিঃসৃতাঃ ॥ ১৬১

প্রভু নারায়ণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অশ্বচৌর
 বোধে যেমন তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইল,
 অমনি ভস্মীভূত হইল । তৎকালে ঐ সগর
 তনয়গণ মধ্যে বর্হিকৈতু, সকেতু, ধর্মরত
 এবং বীর্য্যবান পঞ্চবন, এই চারিজন মাত্র
 অবশিষ্ট ছিলেন ; ইহঁরাই প্রভু সগরের
 বংশধর বলিয়া বিখ্যাত । ভগবান্ নারায়ণ
 হরির বরে রাজা সগর স্বীয় বংশের অক্ষয়ত্ব,
 শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণতা, অক্ষয়
 স্বর্গবাস, এবং সমুদ্রকে পুত্ররূপে লাভ
 করিলেন । সরিৎপতি সাগর অশ্ব আনায়ন
 করিয়া রাজা সগরকে বন্দনা করিলেন । এই
 কার্য্য দ্বারাই সাগর সগরের পুত্রত্ব লাভ
 করিলেন । পৃথিবীপতি সগর, সাগর সমীপে
 যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া বার বার শতশ্বমেধ
 যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । যজ্ঞীয়
 অশ্বের অনুগমন করিয়া তাঁহার যে যষ্টি সহস্র
 পুত্র দক্ষ হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই তৎকালে
 নারায়ণের তেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ; ইহাই

আমরা শুনিয়াছি । ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,
 মহাবল পরাক্রান্ত যষ্টি সহস্র সগর তনয় কি
 নিমিত্ত বিধি কর্তৃক বিড়ম্বিত হন, সেই সমস্ত
 আমাদের নিকট বলুন । সূত উত্তর করিলেন,
 রাজা সগরের দুটি পত্নী ছিলেন ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা
 পত্নীর নাম কেশিনী, ইনি বিদর্ভদুহিতা । কনিষ্ঠা
 পত্নী- অরিস্টনেমিয় কন্যা পরমধর্মিণী সুমতি ;
 পৃথিবীতে ইহার তুল্যরূপ, আর দ্বিতীয় ছিল না ।
 ইহঁরা উভয়েই বিধুতপা হইয়াছিলেন । এই
 সগরপত্নীদ্বয়ের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ঔর্ব
 তাঁহাদিগের একজনকে এক অতীষ্ট বংশকর্তা
 পুত্র এবং দ্বিতীয়াকে যষ্টিসহস্র পুত্র লাভরূপ
 বরদান করেন । ১৪৪-১৫৭ । অনন্তর ঔর্ববরে
 জ্যেষ্ঠা কেশিনী এক বংশকর্তা অতীষ্ট পুত্র প্রসব
 করেন, এবং কনিষ্ঠা সুপর্ণভাগিনী সুমতি স্বীয়
 অভিলাষানুসারে যষ্টিসহস্র মহাত্মা পুত্র লাভ
 করেন । জ্যেষ্ঠা কেশিনী যথাকালে কাকুৎস্থকুলে
 খ্যাত সগরাত্মজ অসমঞ্জকে প্রসব করেন, আর
 যশস্বিনী সুমতি এক অলাবু প্রসব করিয়াছিলেন ।

ঘৃতপূর্ণেষু কুণ্ডেষু তান্ গৰ্ভান্নাদধন্ততঃ ।
 ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রদাস্তাবতীঃ পোষণে নৃপঃ
 ততো নবসু মাসেষু সমুত্ত্বুৰ্যথাসুখম্ ।
 কুমারান্তে মহাভাগাঃ সগরপ্রীতিবৰ্দ্ধনাঃ ॥১৬৩
 কালেন মহতা চৈব যৌবনং প্রতিপেদিরে ।
 ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তেষামশ্বানুসারিণাম্ ॥ ১৬৪
 স তু জ্যেষ্ঠা নরব্যগ্রঃ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ ।
 অসমঞ্জ ইতি খ্যাতো বহ্নিকেতুর্মহাবলঃ ॥১৬৫
 পৌরাণামহিতে যুক্তং পিত্রা নিৰ্ব্বাসিতঃ পুরা ।
 তস্য পুত্রোহুংগমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্যবান্ ॥
 তস্য পুত্রস্ত ধৰ্ম্মাত্মা দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ।
 দিলীপাত্ম মহাতেজা বীরো জাতো ভগীরথঃ
 যেন গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিমানৈরুপশোভিতা ।
 ঈজানের সমুদ্রাধৈ দুহিতৃত্বেন কল্লিতা ।
 অত্রাপ্যদাহরভীমং শ্লোকং পৌরণিকা জনাঃ
 ভগীরথস্ত্ব তাং গঙ্গামানয়ামানি কৰ্ম্মভিঃ ।

তন্মাদ্ ভাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশবিস্তমৈঃ
 ভগীরথসুতশ্চাপি শ্রুতো নাম বভূব হ ।
 নাভাগন্তস্য দায়াদো নিত্যং ধৰ্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৬০
 অম্বরীষঃ সুতস্তস্য সিন্ধুদ্বীপস্ততোহভবৎ ।
 এবং বংশপুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিশ্রুতম্ ॥
 নাভাগেরম্বরীষস্য ভূজাভ্যাং পরিপালিতা ।
 বভূব বসুধাত্যর্থং তাপত্রয়বিবর্জিতা ॥ ১৭২
 আয়ুতায়ুঃ সুতস্তস্য সিন্ধুদ্বীপস্য বীর্যবান্ ॥
 আয়ুতায়োস্ত দায়াদ ঋতুপর্ণো মহাযশাঃ ॥ ১৭৩
 দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞোহসৌ রাজা নলসখো বলী ।
 নলৌ দ্বাবিতি বিখ্যাতৌ পুরণেষু দৃঢ়ব্রতৌ ॥
 বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চিন্দ্ৰাকুকুলোদ্বহঃ ।
 ঋতুপর্ণস্য পুত্রোহভূৎ সৰ্ব্বকামো জনেশ্বরঃ ॥
 সুদাসস্তস্য তনয়ো রাজা হংসমুখোহভবৎ ।
 সুদাসস্য সুতঃ প্রোক্তঃ সৌদাসো নাম পার্শ্বিবঃ

ঐ অলাবু ঘৃতপূর্ণ কলসমধ্যে নিষ্কিপ্ত
 হইয়াছিলেন ; উহার রক্ষণার্থ রাজা সগর
 ষষ্টিসহস্র দাসী নিযুক্ত করেন । অনন্তর নবম
 মাস পূর্ণ হইলে ঐ অলাবু হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্র
 নির্গত হয় । এই মহাভাগ কুমারগণ ক্রমে
 উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই সগরের
 প্রীতিবৰ্দ্ধন করিতে লাগিল । তদনন্তর বহুকাল
 অতীত হইলে এই ষষ্টিসহস্র সগরতনয় যৌবন
 প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন
 করিয়াছিলেন । সগরের জ্যেষ্ঠ তনয় নরশার্দূল
 বহ্নিকেতু অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত ; পূর্বকালে ইনি
 পুরবাসী জনের সতত অহিত কার্য্যে নিরত হন;
 এজন্য পিতা তাঁহাকে নিৰ্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ।
 অসমঞ্জের পুত্র বীর্যবান্ অংশমান্ ; তাঁহার পুত্র
 বিখ্যাত ধৰ্ম্মাত্মা দিলীপ ; দিলীপ হইতে
 মহাতেজা বীর ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি
 বিমানোপশোভিত সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গঙ্গা দেবীকে
 পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভাগীরথী নামে
 তাঁহার কন্যাত্ব প্রাপ্ত হন । পুরাণজ্ঞগণ এই
 ভগীরথ সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক

উদাহরণরূপে কীর্তন করেন; “ভগীরথ স্বীয়
 কৰ্ম্মবলে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলিয়া
 বংশবিদ্ ব্যক্তিগণ গঙ্গার আর একটি নাম
 ভাগীরথী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।”
 ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র সতত ধৰ্ম্মনিরত
 নাভাগ; তাঁহার তনয় অম্বরীষ, তৎপুত্র
 সিন্ধুদ্বীপ; বংশপুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপই
 কীর্তন করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা বিদিত
 আছি । ১৫৮-১৬৯ । নাভাগনন্দন অম্বরীষ
 যখন ভূঞ্জ বলে পৃথিবী পালন করেন, তৎকালে
 বসুধাতলে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের
 লেশমাত্রও ছিল না । সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্যবান্
 আয়ু ; তৎপুত্র মহাযশা ঋতুপর্ণ । এই ঋতুপর্ণ
 দিব্য অক্ষ বিদ্যায় পটু ও রাজা নলের সখা
 ছিলেন । পুরাণ শাস্ত্রে এক বীরসেন তনয় ও
 অপর ইন্দ্রাকুলশ্রেষ্ঠ নল, এই দুই নলের
 কথা শুনা যায় । ইহারা উভয়েই দৃঢ়ব্রত ।
 ঋতুপর্ণের পুত্র জনেশ্বর সৰ্ব্বকাম তৎপুত্র রাজা
 সুদাস । ইহঁার মুখ হংসের ন্যায় ছিল;
 সুদাসতনয় পৃথিবীপতি সৌদাস; ইনি মিত্র সহ

খ্যাতঃ কল্যাণপাদো বৈ নাম্না মিত্রসহস্র সঃ ।
 বসিষ্ঠস্ত মহাতেজাঃ ক্ষেত্রে কল্যাণপাদকে
 অশ্বকং জনয়ামাস ইক্ষাকুকুলবৃদ্ধয়ে ॥ ১৭৭
 অশ্বকস্যোরকামস্ত মূলকস্তৎসুতোহভবৎ ।
 অত্রাপ্যদাহরন্তীমং মূলকং বৈ নৃপং প্রতি ॥ ১৭৮
 স হি রামভয়াদ্রাজা স্ত্রীভিঃ পরিবৃত্তোহবসৎ ।
 বিবস্ত্রজ্ঞানমিচ্ছন্ বৈ নারীকবচমীশ্বরঃ ॥ ১৭৯
 মূলকস্যপি ধর্মাত্মা রাজা শতরথঃ স্মৃতঃ ।
 তস্মাচ্ছতর জিজ্ঞেহ রাজা চৈলিবিলো বলী ॥
 আসীচ্চৈলিবিলঃ শ্রীমান্ কৃতশর্মা প্রতাপবান্
 পুত্রো বিশ্বমহন্তস্য পুত্রিকস্য ব্যজায়ত ॥ ১৮১
 দিলীপস্তস্য পুত্রোহভূৎখট্ভাগদ ইতি শ্রুতিঃ ।
 যেন স্বর্গাদিহাগম্য মুহূর্তং প্রাপ্য জীবিতম্ ।
 ত্রয়োহভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চৈব হি
 দীর্ঘবাহুঃ সুতস্তস্য রঘুস্তম্মাদজায়ত ।
 অজঃ পুত্রো রঘোশ্চাপি তস্মাজ্জজ্ঞেহ স বীর্যবান্
 রাজা দশরথো নাম ইক্ষাকুকুলনন্দঃ ॥ ১৮৩

ও কল্যাণপাদ নামে খ্যাত হন । মহাতেজা বসিষ্ঠ
 এই কল্যাণপাদের ক্ষেত্রে ইক্ষাকুলরক্ষার জন্য
 অশ্বককে উৎপাদন করেন । অশ্বকের পুত্র
 উরুকাম ; তৎপুত্র মূলক ; মূলকের প্রতি এই
 শ্লোকটি উদাহরণরূপে কথিত হইয়া থাকে ।
 পরশুরাম ভয়ে ভীত ঐশ্বর্যশালী রাজা মূলক
 আত্মজ্ঞান কামনায় স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
 পুরুষোচিত বেশ পরিত্যাগপূর্বক নারীবেশ
 ধারণ করিয়াছিলেন । মূলকের পুত্র ধর্মাত্মা
 রাজা শতরথ, শতরথ হইতে বলী রাজা
 ঐলবিল জন্মগ্রহণ করেন । তৎপুত্র প্রতাপবান্
 শ্রীমান্ কৃতশর্মা । পুত্রকামী কৃতশর্মার বিশ্বমহৎ
 নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তৎপুত্র দিলীপ
 ; ইনি খট্ভাগদ নামে বিখ্যাত ছিলেন । এই
 খট্ভাগদ মুহূর্তকালের জন্য স্বর্গ হইতে
 মর্ত্যভূমে আগমনপূর্বক নিজ সত্য ও বুদ্ধিবলে
 ত্রিলোক জয় করেন । দিলীপপুত্র দীর্ঘবাহু ;
 তৎপুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ ; অজ হইতে
 বীর্যবান্ ইক্ষাকুলভূষণ রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ

রামো দাশরথিবীরো ধর্মজ্ঞো লোকবিশ্রুতঃ ।
 ভরতো লক্ষণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৮৪
 মাধবং লবণং হত্বা গত্বা মধুবনঞ্চ তৎ ।
 শত্রুঘ্নেন পুরী তত্র মথুরা সন্নিবেশিতা ॥ ১৮৫
 সুবাহুঃ শূরসেনশ্চ শত্রুঘ্নসহিতাবুভৌ ।
 পালয়ামাসতুঃ সুতৌ বৈদেহ্যৌ মথুরাং পুরীম্
 অঙ্গদচন্দ্রকেতুশ্চ লক্ষণস্যাত্মজাবুভৌ ।
 হিমবৎপর্বতাভ্যাসে ক্ষীণৌ জনপদৌ তয়োঃ
 অঙ্গদস্যঙ্গদীয়া তু দেশে কারপথে পুরী ।
 চন্দ্রকেতোস্ত মল্লস্য চন্দ্রবজ্রা পুরী শুভা ॥ ১৮৮
 ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুঙ্কর এব চ ।
 গান্ধারবিষয়ে সিদ্ধে তয়োঃ পৃথ্যৌ মহাত্মনোঃ
 তক্ষস্য দিগ্বিখ্যাতা রম্যা তক্ষশিলা পুরী ।
 পুঙ্করস্যপি বীরস্য বিখ্যাতা পুঙ্করাবতী ॥ ১৯০
 গান্ধারবাত্ৰ গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ ।
 রামে নিবন্ধান্তত্বার্থা মহাত্ম্যাত্মস্য ধীমতঃ ॥
 শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তাস্যো

মিতভাষিতঃ ।

করেন । দশরথপুত্র লোক বিশ্রুত ধর্মজ্ঞ বীর
 রাম, মহাবল ভরত, রক্ষণ এবং শত্রুঘ্ন । বীর
 শত্রুঘ্ন, মধু তনয় লবণকে বধ করেন এবং
 মধুবনে প্রবেশপূর্বক মথুরাপুরী নির্মাণ করিয়া
 ছিলেন । শত্রুঘ্নতনয় সুবাহু ও সুরসেন পিতার
 সহিত ঐ মথুরা নগরী পালন করেন । ১৬২-
 ১৮৬ । লক্ষণের তনয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ।
 হিমালয়ের পার্শ্বদেশে লক্ষণ তনয়দ্বয়ের সুসমৃদ্ধ
 জনপদদ্বয় বিদ্যমান । কারাপথদেশে জ্যেষ্ঠ
 অঙ্গদের অঙ্গদীয়া এবং মল্ল চন্দ্র কেতুর
 চন্দ্রবজ্রা নামী শোভনা পুরী বিরাজিত । ভরতের
 তক্ষ ও পুঙ্কর নামক দুই পুত্র । এই দুই
 মহাত্মার প্রসিদ্ধ গান্ধার রাজ্যে দুইটি পুরী
 বিদ্যমান রহিয়াছে । তক্ষের রম্যপুরী বিখ্যাত
 সর্বত্র । উহার নাম তক্ষশিলা; বীর পুঙ্করের
 পুরী বিখ্যাত পুঙ্করাবতী । পুরাণবিদ পণ্ডিতগণ
 ধীমান্ রামের মহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া

আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহক্কো মহাভুজঃ ॥
 দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ।
 ঋক্সামযজুষাং ঘোষো জ্যঘোষচ্চ মহাস্বনঃ ॥
 অবিচ্ছিন্নোহভবদ্রাষ্ট্রে দীয়াতাং ভুজ্যতামিতি ।
 জনস্থানে বসন্ কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ ॥
 তমাগন্ধারিণং পূর্ব্বং পৌলস্ত্যং মনুজর্ষভঃ ।
 সীতায়াঃ পদমব্ধিচ্ছন্নিজঘান মাহযশাঃ ॥ ১৯৫
 সত্ত্ববান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।
 অতি সূর্য্যঞ্চ বহিষ্কং রামো দাশরথিবভৌ ॥
 এবমেব মহাবাহুরিচ্ছাকুকুলনন্দনঃ ।
 রাবণং সগণং হত্বা দিবমাচক্রমে বিভুঃ ॥ ১৯৭
 শ্রীরামস্যাত্মজো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিধীয়তে ।
 লবচ্চান্যো মহাবীর্য্যস্তয়োর্দেশৌ নিবোধত ॥
 কুশস্য কোশলারাজ্যং পুরী বাপি কুশস্থলী ।
 রম্যা নিবেশিতা তেন বিক্র্যপর্ব্বতসানুযু ॥

তত্বার্থসমন্বিত এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;-লোহিতলোচন প্রদীপ্তনুঘ মিতভাষী আজানুলম্বিত বাহু প্রসন্নচিত্ত সিংহক্ক মহাভুজ শ্যাম যুবা রাম, দশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া ছিলেন। সেই মহাত্মার শাসন সময়ে ঋক, সাম, যজু এই বেদত্রয় নিরন্তর বিঘোষিত হইত। শরাসনের নিঃস্বন সতত অবিচ্ছিন্ন থাকিত এবং রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্রই 'দীয়াতাং ভুজ্যতাম্' এই রব উথিত হইল। পূর্ব্বকালে সেই মহাযশা মনুজর্ষভ রাম দেবকার্য্য সাধনের জন্য জনস্থানে বাস স্থাপনপূর্ব্বক অপরাধী পৌলস্ত্যনন্দন রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। বীর্যবান্ গুণ সম্পন্ন দীপ্যমান দশরথতনয় রাম নিজতেজে সূর্য্য ও অনলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইচ্ছাকুকুল নন্দন মহাবাহু বিভু রামচন্দ্র এইরূপে সগণে রাবণের নিধন সাধন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামের দুই পুত্র মহাবীর্য্য কুশ ও লব। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্যের নাম শ্রবণ করুন। কুশের রাজ্যের নাম কোশলা এবং পুরী

উত্তরাকোশলে রাজ্যং লবস্য চ মহাস্বনঃ ।
 শ্রাবস্তী লোকবিখ্যাতা কুশবংশং নিবোধিত ।
 কুশস্য পুত্রো ধর্ম্মাত্মা হ্যতিথিঃ সুপ্রিয়াতিথিঃ ।
 অতিথেরপি বিখ্যাতো নিষধো নাম পার্থিবঃ ॥
 নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্য তু ।
 নভসঃ পুণ্ডরীকস্ত ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২০০
 ক্ষেমধন্বসুতো রাজা দেবনীকঃ প্রতাপবান্ ।
 আসীদহীনগুর্নাম দেবানীকাত্মজঃ প্রভুঃ ॥ ২০৩
 অহীনগোস্ত দায়াদঃ পরিপাত্রো মহাযশাঃ ।
 দলন্তস্যাত্মজশ্চাপি তস্মাজ্জজ্ঞে বলো নৃপঃ ।
 ঔঙ্কো নাম স ধর্ম্মাত্মা বলপুত্রো বভূব হ ।
 বজ্রনাভঃ সুতস্তস্য শঙ্খনস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২০৫
 শঙ্খনস্য সুতো বিদ্বান্ দ্যুষিতাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ।
 ব্যুষিতাশ্বসুতশ্চাপি রাজা বিশ্বসহঃ কিল্
 হিরণ্যনাভকৌশল্যো বশিষ্ঠস্তৎসুতোহভবৎ
 পৌত্রস্য জৈমিনেঃ শিষ্যঃ স্মৃতঃ সর্ব্বেষু শর্ম্মসু
 শতানি সংহিতানান্ত পঞ্চ যোহধীতবাংস্ততঃ ।
 তস্মাদধিগতো যোগো যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ॥

কুশস্থলী ; এই স্থান বিক্র্যপর্ব্বতের দ্বারদেশে অবস্থিত এবং পরম রমণীয় ; উত্তর কোশলের অধিপতি মহাত্মা লব, ইহার পুরী ত্রিলোক বিখ্যাত শ্রাবস্তী। ১৮৭-২০০। এক্ষণে কুশ বংশ শ্রবণ করুন। কুশের পুত্র অতিথিপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা অতিথি, তৎপুত্র বিখ্যাত পৃথিবী পতি নিষধ, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভ, তৎপুত্র পুণ্ডরীক, তাঁহার তনয় সোমধন্বা ; সোমধন্বার পুত্র প্রতাপবান্ রাজা দেবানীক, ইহার পুত্র প্রভু অহীনস্ত; অহীনস্তর তনয় মহাযশা পারিষাত্র, তৎপমুষতত্র দল, তাঁহা হইতে বল, বলের পুত্র ধর্ম্মাত্মা ঔঙ্ক; ঔঙ্কের পুত্র বজ্রনাভ; তৎপুত্র শঙ্খন, তৎপুত্র ব্যুষিতাশ্ব, ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ কৌশল্য, তৎপুত্র বশিষ্ঠ। ইনি মহামুনি জৈমিনিপৌত্রের শিষ্য এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে কুশল। ইনি পঞ্চশত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য

পুষ্পস্তস্য সূতো বিদ্বান্ ধ্রুবসন্ধিঃ তৎসূতঃ
সুদর্শননস্তস্য সূত অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥ ২০৯
অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রস্ত শীঘ্রকস্য মনুঃ স্মৃতঃ ।
মনুস্ত যোগমাস্ত্রায় কলাপগ্রামমাস্তিতঃ ।
একোনবিংশপ্রযুগে ক্ষত্রপ্রাবর্তকঃ প্রভুঃ ॥ ২১০
প্রসুশ্রুতো মনোঃ পুত্রঃ সুগন্ধিস্তস্য চাত্মজঃ ।
সুসন্ধেচ তথা মর্যঃ সহস্রান্নাম নামতঃ ॥ ২১১
আসীৎ সহস্রতঃ পুত্রো রাজা বিশ্রুতবানিতি ।
তস্যাসীদ্বিশ্রুতবতঃ পুত্রো রাজা বৃহদ্বলঃ ॥ ২১২
এতে ইক্ষাকুদায়াদা রাজানঃ প্রায়শঃ স্মৃতাঃ ।
বংশে প্রধানা যে তেহস্মিন্ প্রাধান্যেন তু
কীর্তিতাঃ ॥ ২১৩

পঠন্ সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যন্য বিববতঃ ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যং মনোবৈবস্বতস্য সঃ ॥
শ্রাদ্ধদেবস্য দেবস্য প্রজানাং পুষ্টিদস্য চ ।
বিপাপমা বিরজশ্চৈব আয়ুস্মান্ ভবতেহচ্যুতঃ
অপুত্রো লভতে পুত্রং দীর্ঘায়ুঃ পরমাং গতিম্
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ইক্ষাকু-
বংশানুকীৰ্ত্তনং নামষ্টাশীতি
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

ইহার নিকট হইতে যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বশিষ্ঠপুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্রসুদর্শন সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, তৎপুত্র মনু, মনু যোগধারণপূর্বক কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করেন এবং ইনিই একোনবিংশযুগে ক্ষত্র ধর্মের প্রবর্তন করেন। মনুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি ; তৎপুত্র মর্য ; ইনি সহস্রান্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সহস্রানের পুত্র বিশ্রুতবান্, তৎপুত্র রাজা বৃহদ্বল, বংশের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদেরই নাম কথিত হইল। হে ঋষিগণ ! এই সকলকে ইক্ষাকুদায়াদ বলিয়া বিদিত হউন। যিনি এই বিবস্বান্ আদিত্যের সৃষ্টিবিস্তার কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রজাবান হইয়া থাকেন। প্রজাগণের পুষ্টিদ দেব শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত মনুর বিবরণ

একোনবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অনুজস্য বিকুক্ষেস্ত্র নিমেবংশং নিবোধত ।
যোহসৌ নিবেশয়ামাস পুরং দেবপুরোপমম্
জয়ন্তমিতি বিখ্যাতং গৌতমস্যাম্রমাভিতঃ ।
যস্যান্ববায়ে জজ্ঞে বৈ জনকাদৃষিসত্তমাৎ ॥ ২
নেমিনাম সুধর্মাত্মা সর্বসত্ত্বনমকৃতঃ ।
আসীৎ পুত্রো মহারাজ ইক্ষাকোভূরিতেজসঃ ॥
স শাপেন বিসিষ্ঠস্য বিদেহঃ সমপদ্যত
তস্য পুত্রো মিথিনাম জনিতঃ পর্বভিত্তিভিঃ ॥ ৪
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ ।
নান্না মিথিরিতিখ্যাতো জননীজ্ঞনকোহভবৎ ।
মিথিনাম মহাবীর্যো যেনাসৌ মিথিলাভবৎ ।
রাজাসৌ জনকো নাম জনকাচ্চাপ্যদাবসুঃ ॥

কীর্ত্তন করিলে দিবাকরের সাযুজ্যলাভ হয় এবং ইহার পাঠকারী পাপহীন ও দীর্ঘায়ু হন। অপুত্রক ব্যক্তি পাঠ করিলে তাহার দীর্ঘায়ুপুত্র ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। ২০১-২১৫।

অষ্টাশীতীতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

উননবতীতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, -বিকুক্ষির অনুজ নিমির বংশ শ্রবণ করুন। এই নিমি রাজা গৌতমাশ্রমের সমীপে দেবপুরপ্রতিম জয়ন্ত নামক এক বিখ্যাত নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারই বংশে ঋষিশ্রেষ্ঠ জনক হইতে নেমি নামে এক পরম ধর্মাত্মা সর্ব জনমান্য পুত্র উৎপন্ন হয়। ভুরিতেজা মহারাজ ইক্ষাকু হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইশিষ্ঠের শাপে বিদেহ হইয়াছিলেন। ইহার, পুত্রের নাম মিথি। মথ্যমান অরণি হইতে ত্রিপর্বে ইহার জন্ম হয়; এইজন্য ইনি মহাযশা মিথি নামে বিখ্যাত। এই মিথিই ঈদৃশ জনননিবন্ধন জনক আখ্যায় অভিহিত। মহাবীর্য মিথির নামানুসারেই

উদাবসোঃ সুধৰ্ম্মাত্মা জানিতো নন্দিবৰ্দ্ধনঃ ।
 নন্দিবৰ্দ্ধনতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম ধাৰ্ম্মিকঃ । ৭
 সুকেতোরপি ধৰ্ম্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ ।
 দেবরাতস্য ধৰ্ম্মাত্মা বৃহদুখ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৮
 বৃহদুখস্য তনয়ো মহাবীৰ্য্যঃ প্রতাপবান্ ।
 মহাবীৰ্য্যস্য ধৃতিমান সুধৃতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৯
 সুধৃতেরপি ধৰ্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ পরন্তপঃ ।
 ঋষ্টকেতুসুতশ্চাপি হৰ্য্যশ্বো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১০
 হৰ্য্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতিত্বকঃ ।
 প্রতিত্বকস্য ধৰ্ম্মাত্মা রাজাকীৰ্ত্তিরথঃ সুতঃ ॥ ১১
 পুত্রঃ কীৰ্ত্তিরথস্যাপি দেবমীড় ইতি শ্রুতঃ ।
 দেবমীড়স্য বিবুধো বিবুধস্য সুতো ধৃতিঃ ॥ ১২
 মহাধৃতিসুতো রাজা কীৰ্ত্তিরাজঃ প্রতাপবান্ ।
 কীৰ্ত্তিরাজাত্মজো বিদ্বান্ মহারোমেতি বিশ্রুতঃ
 মহারোয়ন্ত বিখ্যাতঃ স্বৰ্ণরোমা ব্যজায়ত ।
 স্বৰ্ণরোমাশ্চাপি হ্রস্বরোমাভবন্ পঃ ॥ ১৪
 হ্রস্বরোমাশ্চজো বিদ্বান্ সীরধ্বজ ইতি শ্রুতিঃ ।
 উদ্ভিন্না কৃষতা যেন সীতা রাজ্ঞা যশস্বিনী ।
 রামস্য মহিষী সাধবী সুব্রতাপিত্রিবতা ॥ ১৫

মিথিলা পুরীর প্রখ্যাতি, মিথিলার অধিপতি
 রাজা জনক ; জনক হইতে উদাবসু । তৎপুত্র
 সুধৰ্ম্মাত্মা নন্দিবৰ্দ্ধন, তৎপুত্র বীর ও ধাৰ্ম্মিক
 সুকেতু । তৎপুত্র মহাবল দেবরাত ; তৎপুত্র
 ধৰ্ম্মাত্মা বৃহদুখ । তৎপুত্র প্রতাপবান্
 মহাবীৰ্য্য । তৎপুত্র ধৃতিমান্; তৎপুত্র সুধৃতি,
 সুধৃতির পুত্র ধৰ্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতু ; তৎপুত্র বিখ্যাত
 হৰ্য্যশ্ব । তৎপুত্র মরু ; তৎপুত্র প্রতিত্বক; তৎপুত্র
 ধৰ্ম্মাত্মা রাজা কীৰ্ত্তিরথ । এই কীৰ্ত্তিরথের পুত্র
 দেবমীড়, তৎপুত্র বিবুধ ; তৎপুত্র ধৃতি; ধৃতি-
 পুত্র পরাক্রমী রাজা কীৰ্ত্তিরাজ ; তৎপুত্র বিদ্বান্
 রোমবান্ । তৎপুত্র বিখ্যাত স্বৰ্ণরোমা, তৎপুত্র
 নরপতি হ্রস্বরোমা । এই হ্রস্বরোমা নরপতির
 পুত্র বিদ্বান্ সীরধ্বজ । এই সীরধ্বজ রাজা কর্ষণ
 করিবার কালে যশস্বিনী সীতা দেবী প্রাদুৰ্ভূত
 হন । এই সীতা রামমহিষী সাধবী সতী
 পত্নিবতা । ১-১৫ । শাংশপায়ন কহিলেন, -

শাংশপায়ন উবাচ ।

কথং সীতা সমুৎপন্না কৃষ্যমাণা যশস্বিনী ।
 কিমর্থং চাক্ষুদ্রাজা ক্ষেত্রং যস্মিন্ বভূব সা ॥ ১

সূত উবাচ ।

অগ্নিক্ষেত্রে কৃষ্যমাণে অশ্বমেধে মহাত্মনঃ ।
 বিধিনা সুপ্রযুক্তেন তস্মাৎ সা তু সমুখিতা ॥
 সীরধ্বজান্ত জাতন্ত ভানুমান্নাম মৈথিলঃ ।
 ভ্রাতা কুশধ্বজস্তস্য স কাশ্যাধিপতির্নৃপঃ ॥ ১৮
 তস্য ভানুমতঃ পুত্রঃ প্রদ্যুম্ন প্রতাপবান্ ।
 মুনিস্তস্য সুতশ্চাপি তস্মাদুর্জবহঃ স্মৃত ॥ ১৯
 উর্জবহাৎ সুতদ্বাজঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ।
 স্বাগতঃ শকুনেঃ পুত্রঃ সুবৰ্চ্চাস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ
 শ্রুতো যন্তস্য দায়াদঃ সুশ্রুতস্তস্য চাত্মজঃ ।
 সুশ্রুতস্য জয়ঃ পুত্রো জয়স্য বিজয়ঃ সুতঃ ॥ ২১
 বিজয়স্য ঋতঃ পুত্র ঋতস্য সুনয়ঃ স্মৃতঃ ।
 সুনয়াধীতহব্যস্ত বীতহব্যাত্মজো ধৃতি ॥ ২২

যশস্বিনী সীতা কিরূপে ক্ষেত্রকর্ষণে আবির্ভূতা
 হইলেন? কিজন্যই বা সেই রাজা সীতার
 জন্মান্বান কর্ষণ করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন,
 -সেই মহাত্মা সীরধ্বজ রাজা যখন অশ্বমেধ
 যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, বিধিবোধিত
 উপায়ক্রমে তখন তিনি অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণ
 করিয়াছিলেন । সেই কর্ষিত ক্ষেত্র হইতেই
 সীতার আবির্ভাব । সীরধ্বজ হইতে ভানুমান্
 নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্র মৈথিল
 আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল । সীরধ্বজের
 ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ ; ইনি কাশীর নরেশ
 ছিলেন । সীরধ্বজের পুত্র ভানুমানের এক পুত্র
 হয় । তাহার নাম সুদ্যুম্ন ; ইনি অতি পরাক্রান্ত
 রাজা ছিলেন । ইহার পুত্র মুনি ; মুনির পুত্র
 উর্জবহ তৎপুত্র সুদ্বাজ, তৎপুত্র শকুনি,
 তৎপুত্র স্বাগত, তৎপুত্র সুবৰ্চ্চা, তৎপুত্র সুশ্রুত,
 তাহার পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয় ; তাহার
 পুত্র ঋত ; ঋতের পুত্র সুনয় ; সুনয় হইতে
 বীতহব্য, তৎপুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহলাশ্ব

ধৃতেষু বহলাশ্বোহুভবলাশ্বসুতঃ কৃতিঃ ।
তস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে বংশো জনকানাং মহাত্মনাম্
ইত্যেতে মৈথিলাঃ প্রোক্তাঃ সোমস্যাপি
নিবোধত ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মৈথিল-
বংশানুকীৰ্ত্তনং নাম একোননবতিতমোহ-
ধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতিমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পিতা সোমস্য বৈ বিপ্রা জজ্ঞেহুত্রির্ভগবানৃষিঃ
তত্রাত্রিঃ সৰ্বলোকানাং তস্তৌ শ্বেনময়ে ধৃতঃ
কৰ্মণা মনসা বাচা শুভান্যেব সমাচরন্ ।
কাষঠকুড্যশিলাভূত উৰ্দ্ধবাহুর্মহাদ্যুতিঃ ॥ ২
সুদুশ্চরং নাম তপো যেন তপ্তং মহৎ পুরা ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩
তস্যোৰ্দ্ধরেতস্তত্র স্থিতস্যানিমিষস্পৃহা ।

তৎপুত্র কৃতি । এই কৃতি রাজা পর্য্যন্তই মহাত্মা
জনকদিগের বংশ প্রতিষ্ঠিত । এই আমি
মৈথিলদিগের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে
সোমবংশ শ্রবণ করুন । ১৬-২৩ ।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৯ ।

নবতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, -হে বিপ্রগণ! সোমের
পিতা ভগবান্ অত্রি ঋষি । তিনি সৰ্বলোকের
হিতৈষণায় তপোনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত ।
মহাদ্যুতি অত্রি কৰ্ম মন ও বাক্য দ্বারা
সকলেরই শুভাচরণে নিরত । কাষ্ঠ, ভিত্তি ও
শিলার ন্যায় অবিচলভাবে উৰ্দ্ধবাহু হইয়া
তিনি তপঃসাধনায় নিমগ্ন । আমরা শুনিয়াছি
পুরাকালে তিনি দিব্য তিন সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত
কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রভূত

সোমত্বং তনুরাপেদে মহাবুদ্ধিঃ স বৈ দ্বিজঃ ॥
উৰ্দ্ধমাচক্রমে তস্য সোমত্বং ভাবিতাত্মনঃ ।
সোমঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং দশ বা দ্যোতয়ন্দিশঃ
তং গৰ্ভং বিধিনাদিষ্টা দশ দেব্যো দধুস্তদা ॥
সমেত্য ধারয়ামাসুর্নচ তান্তমশক্নুবন্ ॥ ৬
স তাভ্যঃ সহসৈবাথ দিগ্ভ্যো গৰ্ভ প্রভাষিতঃ
যথাবভাসয়ন্তোকান্ শীতাংশুঃ সৰ্বভাবনঃ ॥ ৭
যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গৰ্ভস্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
ততঃ স তাভিঃ শীতাংশুনিপপাত বসুধরাম্ ॥
পতন্তুং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
রথমারেপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৯
স হি দেবময়ো বিপ্রাধর্ম্মাধী সত্যসঙ্গয়ঃ ।
যুক্তো বাজিসহস্রেণ সিতেনেতি হি নঃ শ্রুতম্
তস্মিন্নিপতিতে দেবাঃ পুত্রেহুত্রেঃ পরমাত্মনি ।
তুষ্টবুর্ভক্ষণঃ পুত্রা মানসাঃ সপ্ত বিশ্রুতা ॥ ১১

তপস্যা সঞ্চিত হইয়াছিল । তিনি উৰ্দ্ধরেতা
ছিলেন । সেই অবস্থায় তাঁহার নয়নে নিমেষ
ছিল না । তিনি মহা বুদ্ধিশালী দ্বিজন্মা ছিলেন ।
তাঁহার দেহ সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই
ভাবিতাত্মা মহাত্মার সোমত্ব উৰ্দ্ধ দেশ আক্রমণ
করে ; তাহাতে দশদিক্ বিদ্যোতিত করিয়া
নেত্রদ্বয় হইতে সোমস্রাব হইতে থাকে । তখন
বিধাতার প্রেরণায় দশ দিগ্‌দেবী সেই সোমকে
গৰ্ভে ধারণ করেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া
একযোগে ধারণ করিলেও তাঁহাকে অধিকক্ষণ
ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না । সেই দিগ্‌জনাগণ
যখন একান্তই গৰ্ভধারণে অক্ষম হইলেন, তখন
দিগ্‌দেবীগণের সেই প্রভাবসম্পন্ন গৰ্ভ সহসা
সৰ্বভাবন শীতাংশুরূপে সমগ্র লোক উদ্ভাসিত
করিয়া বসুধাপৃষ্ঠে পতিত হইল । ১-৮ ।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে পতিত হইতে
দেখিয়া জগতের হিতকামনায় এক রথোপরি
স্থাপন করিলেন । হে বিপ্রগণ! আমরা শুনিয়াছি,
ঐ দেবরূপী শীতাংশু ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্য প্রতিজ্ঞ,
শুভ্রবর্ণ সহস্র অশ্ব উহার বাহন । ঐ অত্রিনন্দন

তত্রৈবাস্মিন্নসন্তস্য ভৃগোঽশ্ববাস্ত্রজন্তথা ।
 ঋগ্ভির্যজুর্ভির্বহভিরথর্বাঙ্গিরসৈরপি ॥ ১২
 ততঃ সংস্থয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বতঃ ।
 আপ্যায়মানো লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়ামাস সর্বশঃ
 স তেন রথমুখ্যেন সাগরাস্তাং বসুন্ধরাম্ ।
 ত্রিঃসত্ত্বকৃত্বো বিপুলশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪
 তস্য যচ্চাপি তত্তেজঃ পৃথিবীমম্বপদ্যতে ।
 ওষধ্যাস্তাঃ সমুদ্ভূতাস্তেজসা সঞ্জ লভ্যত ॥ ১৫
 তাভির্ধ্যায়্যত্যয়ং লোকান্ প্রজাশ্চাপি চতুর্বিধঃ
 পোষ্টা হি ভগবান্ সোমো জগতো হি
 দ্বিজোন্তমাঃ ॥ ১৬
 স লব্ধতেজস্তপসা সংস্তবৈস্তৈশ্চ কর্ম্মতিঃ ।
 তপস্তেপে মহাভাগঃ পদ্মানাং দশতীর্দশ ॥ ১৭
 হিরণ্যবর্ণা যা দেব্যা ধারয়ন্ত্যন্তনা জগৎ ।
 বিভূস্তাসাং ভবেৎ সোমঃ প্রখ্যাতঃ শ্বেন
 কর্ম্মণা ॥ ১৮

পরমাত্মদেব শীতরশ্মি নিপতিত হইলে, দেবগণ ও ব্রহ্মার প্রসিদ্ধ মানস পুত্রগণ সকলেই স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আগ্নিরসগণ ও ভার্গব গণ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববোদোক্ত বহুবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে স্তব করিলেন। অনন্তর সোম স্থয়মান হইয়া তেজস্বী ও দীপ্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং এই ত্রিভুবন আপ্যায়িত করিয়া সর্বথা প্রকাশিত করিলেন। তিনি সেই ব্রহ্মদত্ত রথবরে আরোহণ করিয়া, একবিংশতিবার এই সাগরাস্ত বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহার যে কিঞ্চিৎ তেজোভাগ পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতে ওষধি সকল সমুদ্ভূত হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকে। ভগবান্ সোমদেব সেই সকল ওষধি দ্বারাই এই সমগ্র লোক ও চতুর্বিধ প্রজা রক্ষা করিয়া থাকেন। হে দ্বিজবরগণ ! জানিবেন- একমাত্র ভগবান্ সোমই জগতের পালন কর্তা। সেই মহাভাগ চন্দ্র তেজোলাভ করিয়া বিধিবোধিত কর্ম্ম দ্বারা দশশত পঞ্চ সংখ্যক বর্ষ

ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাংবরঃ ।
 বীজৌষধিষু বিপ্রাণামপাঞ্চ দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ১৯
 সোহতিষিক্তো মহাতেজা মহারাজ্যেনরাজরাট্
 লোকানাং ভাবয়ামাস স্বভাবাস্তপতাংবরঃ ॥
 সত্ত্ববিংশতিরিন্দোস্ত দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রতঃ ।
 দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি যা বিদুঃ
 স তৎ প্রাপ্য মহদ্রাজ্যং সোমঃ সোমবতাং
 প্রভুঃ ।
 সমা জজ্ঞে রাজসূয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ২২
 হিরণ্যগর্ভশ্চোদগাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মতুমীয়িবান্ ।
 সদস্যস্তত্র ভগবান্ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।
 সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ ॥ ২৩
 দক্ষিণামদদৎসোমস্ত্রীলোকানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
 তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ বৈ
 দ্বিজাঃ ॥ ২৪

যাবৎ তপস্যা করেন। যে সকল হিরণ্যবর্ণা দেবী আপনা হইতে এই জগৎ পালন করিয়া থাকেন, সোমদেব স্বীয় কর্ম্মগুণে তাঁহাদিগের প্রভুরূপে প্রতিভাত হন। ব্রহ্মবিদগণের বরণ্য ব্রহ্মা পরে তাঁহাকে রাজ্য দান করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ ! মহাতেজা রাজরাজ চন্দ্র তখন বীজ, ওষধি, বিপ্র ও জলরাশির আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বভাবগুণে সকল লোকেই প্রীতি উৎপাদন করেন। ৯-২০। দক্ষ প্রজাপতি তদীয় সত্ত্ববিংশতি মহাব্রতা কন্যা ইন্দুর করে সম্প্রদান করেন। এই কন্যাগণ নক্ষত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সোমপায়ীদিগের অগ্রণী সোম তখন সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শতসহস্র দক্ষিণান্বিত এক রাজসূয় যজ্ঞ আহরণ করেন। এই যজ্ঞে হিরণ্যগর্ভ উদগাতা, ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্ম্মে নিযুক্ত এবং ভগবান্ নারায়ণ সদস্য হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সনৎকুমার প্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণও ঐ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। হে দ্বিজগণ ! আমরা শুনিয়াছি, এই যজ্ঞের সদস্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে সোমদেব দক্ষিণাস্বরূপ ত্রৈলোক্যই দান করিয়াছিলেন।

তং সিনী চ কুহুশ্চৈব বপুঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
 কীর্ত্তিধৃতিশ্চ লক্ষীশ্চ নব দেব্যঃ সিবৈবিয়ে ॥
 প্রাপ্যাবভূথমব্যগ্রাঃ সর্বদেববর্ষিপূজিতঃ ।
 অতিরাজাতিরাজেন্দ্র দশধাতাপয়দিশঃ ॥
 তদা তৎপ্রাপ্য দুস্ত্রাপমৈশ্বর্যমৃষিসংস্কৃতম্ ।
 স বিভ্রমমতিবিপ্রা বিনয়োহবিনয়াহতঃ ॥ ২৭
 বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যাং তারাং নাম যশস্বিনীম্
 জহার সহসা সর্বানবমত্যাগ্নিরঃসুতান্ ॥ ২৮
 স যাচ্যমানো দেচৈশ্চ তথা দেবর্ষিভিঃ হ ।
 নেব ব্যসজ্জয়ন্তারাং তস্মায়াগ্নিরসে তদা ॥
 উশনা তস্য জগ্ৰাহ পঞ্চিমগ্নিরসো দ্বিজাঃ ।
 স হি শিষ্যো মহাতেজাঃ পিতুঃ পূর্বং বৃহস্পতেঃ
 তেন স্নেহেন ভগবান্ রুদ্রস্তস্য বৃহস্পতেঃ ।
 পার্শ্বগ্রাহোহভবদেবঃ প্রগৃহ্যাজগবৎ ধনু ॥
 তিন ব্রহ্মর্ষিমুখ্যোভ্যঃ পরমাত্মং মহাত্মনা ।

উদ্दिश्य देवानुत्सृष्टं येनैषां नाशितं यशः
 तत्र तदयुद्धमभवत् प्रत्यक्षं तारकामयम् ।
 देवनां दानवानां लोकक्षयकरं महत् ॥
 तत्र शिष्टद्वयो देवास्तुषिवाचैव ये स्मृताः ।
 ब्रह्माणं शरणं जगूरादिदेवं पितामहम् ॥ ३४
 ततो निवार्योशनसं रुद्रं ज्येष्ठं शक्रम्
 ददावाग्निरसे तारां स्वयमेव पितामहः ।
 अन्तर्वह्नीं च तां दृष्ट्वा तारां ताराधिपाननाम्
 गर्भमुत्सृजसे न त्वं विप्रः प्राह बृहस्पतिः ॥ ३६
 मदीयायां तनौ योनौ गर्भो धार्यः कथं न
 अथो सावसृजतश्च कुमारं दस्युहन्तमम् ॥ ३७
 द्विकान्तश्चमासाद्य ज्वलन्तमिव पावकम् ।
 जातमात्रोह्य भगवान् देवानामाक्षिपदपुः ॥
 ततः संशयमापन्नस्तारामकथयन् सुराः ।
 सत्यं ब्रूहि सुतः कस्य सोमस्याथ बृहस्पतेः ॥

তখন সিনী, কুহু, বপু, পুষ্টি, প্রভা, বসু কীর্ত্তিধৃতি
 ও লক্ষী এই নব দেবী তাঁহার সেবা কার্যে নিযুক্ত
 হন । তিনি যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া সমুদয় দেব
 ও ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন । তিনি
 রাজাধিরাজ হইয়া দশদিক্ প্রভাসিত করিতে
 লাগিলেন । তৎকালে সেই ঋষিজন-মান্য ঐশ্বর্য
 লাভে তদীয় মতিভ্রম উপস্থিত হইল । হে
 বিপ্রগণ ! তিনি বিনীত হইয়াও দুর্বিনীত হইয়া
 উঠিলেন । বৃহস্পতির ভার্য্যা যশস্বিনী তারা ;
 তাঁহাকে তিনি সমগ্র অগ্নিরোবংশীয়দিগকে
 অবমানিত করিয়া সহসা হরণ করিলেন । তখন
 দেব এবং দেবর্ষিগণ বহুবার প্রার্থনা করিলেও
 তিনি তারাকে বৃহস্পতির নিকট ফিরাইয়া দিলেন
 না । হে দ্বিজগণ ! মহাতেজা উশনা পূর্বে
 বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন ; এইজন্য তিনি
 আসিয়া এ সময়ে বৃহস্পতিব পক্ষাবলম্বন
 করেন । উশনার প্রতি স্নেহ নিবন্ধন ভগবান্ রুদ্র
 তদীয় আজগব ধনু গ্রহণ করিয়া তৎকালে
 বৃহস্পতির পার্শ্বগ্রাহ হইলেন । সেই মহাত্মা
 রুদ্র-দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণের উদ্দেশ্যে যে পরমাত্ম

নিষ্কেপ করেন, তাহাতে তাঁহাদের যশঃপ্রভা স্তান
 হইয়াছিল । ২১-৩২ । তারাহরণ উপলক্ষে
 দেবদানবগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর
 যুদ্ধ ঘটয়াছিল । এই যুদ্ধ তারকাময় নামে
 বিখ্যাত হয় । তখন ভূষিত নামক তিনজন বিশিষ্ট
 দেব, আদিদেব পিতামহ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ
 করেন । তাহাতে স্বয়ং পিতামহ আসিয়া রুদ্র ও
 শুক্রকে নিবারণ পূর্বক বৃহস্পতির তারা
 বৃহস্পতিকে ফিরাইয়া দিলেন । বৃহস্পতি তখন
 চন্দ্রাননা তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া বলিলেন, -
 তুমি এখনও গর্ভ পরিত্যাগ কর নাই ।
 মৎসম্বন্ধীয় যোনিতে তুমি কখনই অন্যের
 উৎপাদিত গর্ভ ধারণ করিতে পারিবে না । অনন্ত
 র তারা গর্ভ পরিত্যাগ করিতে না করিতেই
 তৎক্ষণাৎ তাহা এক কুমাররূপে প্রাদুর্ভূত হইল ।
 ঐ কুমার তখন ঈষিকান্তম্ব অবলম্বনে পাবকের
 ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন । সেই ভগবান্
 কুমার জন্মিবামাত্র দেবগণের দেহশ্রী হরণ
 করিলেন । অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া
 তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- এই পুত্র সোমের

ক্রীয়ামাণা যদা দেবান্নহ সা সাধবসাধু বা ।
 তদা তাং শঙ্কুমারদ্ধঃ কুমারো দস্যুহন্তমঃ ॥ ৪০
 তং নিবার্য তদা ব্রহ্মা তারাং চন্দ্রস্য শংসয়ঃ
 যদত্র তথ্যং তদুক্রহি তারে কস্য সুতস্তয়ম্ ॥ ৪১
 সা প্রঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুম্ ।
 সোমস্যেতি মহাত্মানং কুমারং সদ্যুহন্তয়ম্ ॥ ৪২
 ততঃ সুতমুপাঘ্রায় সোমো দাতা প্রজাপতিঃ ।
 বুধ ইত্যকরোন্নাং সত্য পুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৩
 প্রতিপূর্বকঃ গমনে সমভ্যুত্তিষ্ঠতে বুধঃ ।
 উৎপাদয়ামাস তদা পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকা ॥ ৪৪
 তস্য পুত্রো মহাতেজা বভূবৈলঃ পুরুরবাঃ ।
 উর্বশ্যাং জজ্ঞিরে তস্য পুত্রাঃ ষট্ সুমহৌজসঃ
 প্রসহ্য ধর্মিতস্তত্র বিবশো রাজযক্ষণা ।
 ততো যক্ষাভিভূতস্ত সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ ।
 জগাম শরণায়াথ পিতরং সোহত্রিমেব তু ॥ ৪৬
 তস্য তৎপাপশমনহ্যকারাত্রির্মহাযশাঃ ।
 স রাজযক্ষণা মুক্তঃ শ্রিয়া জজ্বাল সর্বশঃ ॥ ৪৭

অথবা বৃহস্পতির? তারা, তুমি ইহা সত্য করিয়া
 বল । দেবগণের কথা অবহেলা করিয়া তারা
 যখন হাঁ বা না, কোনই উত্তর করিলেন না,
 তখন সেই কুমার নিজেই তাঁহাকে শাপদানে
 সমুদ্যত হইলেন । এই সময় ব্রহ্মা, কুমারকে
 নিবারিত করিয়া তারাকে জিজ্ঞাসিলেন- বল
 তারা সত্য বল, এ কুমার কাহার? তখন তারা
 ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া বরদ ব্রহ্মাকে বলিলেন- এই
 মহাত্মা কুমার চন্দ্রের । অনন্তর দানশীল
 প্রজাপতি চন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ
 করিয়া বুধ নামে তাহাকে অভিহিত করিলেন ।
 বুধ তখন পূর্বাভিমুখে গমনার্থ উত্থিত
 হইলেন । তিনি রাজপুত্রী ইলার গর্ভে এক পুত্র
 উৎপাদন করেন । সেই মহাতেজা পুত্রের নাম
 ঐল পুরুরবা । উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার ছয় পুত্র
 উৎপন্ন হয় । চন্দ্র বলপূর্বক তারাকে ধর্মিত
 করিয়াছিলেন বলিয়া রাজযক্ষরোগে আভিভূত
 হইয়াছিলেন । যক্ষরোগে বিবশ হইয়া সোম

এতৎ সোমস্য বৈ জন্ম কীর্তিতং দ্বিজসন্তমাঃ ।
 বংশং তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কীর্ত্যমানং নিবোধত ॥
 ধন্যমারোগ্যমায়ুষ্যং পুণ্যং কল্যাণশোধনম্ ।
 সোমস্য জন্ম শ্রুত্বৈব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সোমোৎপত্তি-
 কথনং নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সোমস্য তু বুধঃ পুত্রো বুধস্য তু পুরুরবাঃ ।
 তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১
 ব্রহ্মানদী পরাক্রান্তঃ শত্রুভির্ঘৃণি দুর্জয়ঃ ।
 আহর্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্ঞনাক্ষ দদৌ মহীম্ ॥ ২
 সত্যবাক্ষর্মবুদ্ধিশ্চ কান্তঃ সংবৃতমৈথুনঃ ।

ক্ষীণমণ্ডল হইয়া পড়েন । তখন ক্ষীণদেহ
 সোম পিতা অত্রির শরণাপনন হন । মহাযশ
 অত্রি তাঁহার শাপাপনোদন করেন । তিনি
 রাজযক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া শোভা সম্পদে
 সর্বথা সমুজ্জল হইয়া উঠেন । হে দ্বিজ
 শ্রেষ্ঠগণ ! এই আমি সোমের জন্ম কীর্তন
 করিলাম । তদীয় বংশ বিবরণ অতঃপর কীর্তন
 করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ এই সোমজন্ম কথা
 ধন্য, আয়ুষ্য : পুণ্য, পাপহর ও আরোগ্যপ্রদ
 ; ইহা শ্রবণ মাট্রেই লোক সর্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে । ৩৩-৪৯ ।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯০ ।

একনবতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, -সোমের পুত্র বুধ ; তৎপুত্র
 পুরুরবা ; ইনি তেজস্বী, দানশীল, বিপুল
 দক্ষিণাসহ যজ্ঞকারী, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রমী যুদ্ধে
 শত্রুপক্ষের অজেয় ও অগ্নিহোত্রের আহর্তা ।
 যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ যজ্ঞাদিগকে ইনি
 মহীমণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন । রাজা পুরুরবা

অতীব পুত্রো লোকেষু রূপেণাপ্রতিমোহভবৎ
তুং ব্রহ্মবাদিনং দান্তং ধর্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ।
উর্বশী রবয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥ ৪
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি চাষ্ট চ ।
সপ্ত ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ বীর্যবান্
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে ।
অলকায়্যাং বিশালায়্যাং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥
গন্ধমাদনপাদেষু মেরুশৃঙ্গে নগোত্তমে ।
উত্তরাংশ্চ করুরূন্ প্রাপ্য কলাপগ্রামমেব চ ॥ ৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাচরিতেষু চ ।
উর্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥ ৮

ঋষয় উচুঃ ।

গন্ধর্বী চোর্বশী দেবী রাজানং মনুষং কথম্ ।
দেবানুৎসুজ্য সম্প্রপ্তা তনো ক্রহি বহুশ্রুত ॥

সূত উবাচ ।

ব্রহ্মশাপাভিভূতা সা মানুষং সমুপস্থিতা ।
ঐলন্ত তং বরারোহা সময়েন ব্যবস্থিতা ॥ ১০

সত্যবাদী, কর্মতৎপর, কান্তরূপী, গুঢ়
মিথুনচারী ও রূপগুণে ত্রিলোকে অতি
অপ্রতিম ছিলেন। যশস্বিনী উর্বশী নিজের
মান পরিত্যাগ করিয়া সেই সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞ
ধার্মিক নরপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল।
বীর্যবান্ রাজা পুরুরবা তাহার সহিত চতুঃষষ্টি
বৎসর বাস করেন। তিনি কখন চৈত্ররথ-বনে,
কখন রম্য মন্দাকিনীতটে, কখন অলকায়,
কখন বিশালায়, কখন বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে, কখন
গন্ধমাদনগিরির পাদদেশে, কখন নগরাজ
মেরুশৃঙ্গে, কখন উত্তর কুরুদেশে এবং কখন
কখন কলাপ গ্রাম প্রভৃতি সুরাচরিত উত্তম উত্তম
বনে ও প্রদেশবিশেষ পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া
উর্বশীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ
কহিলেন, -উর্বশী দেবী গান্ধর্বী হইয়াও
দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে
মানুষ রাজা পুরুরবাকে বরণ করিল? হে বহুজ্ঞ!
আমাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বল ।
সূত কহিলেন, -বরারোহা উর্বশী ব্রহ্মশাপে

আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং নিয়মং সা চকার তু ।
অনগ্নদর্শনশ্চৈব অকামাং সহ মৈথুনম্ ।
দ্বৌ মেঘৌ শয়নাভ্যাসে স তাবদ্যবতিষ্ঠতে ।
ঘৃতমাত্রং তথাহারঃ কালমেকস্ত পার্থিব ॥ ১১
যদ্যেয সময়ো রাজন্ যাবৎকালশ্চ তে দৃঢ়ম্ ।
তাবৎকালস্ত বৎস্যামি এষ ন সময়ঃ কৃতঃ ॥ ১২
তস্যান্তং সময়ং সর্বং স রাজা পর্যাপালয়ৎ ।
এবং সা চাবসন্তম্নিন পুরুরবসি ভামিনী ॥ ১৩
বর্ষাণ্যথ চতুঃষষ্টিং তদ্বজ্রা শাপমোহিতা ।
উর্বশী মানুষং প্রাপ্তা গন্ধর্বাশ্চিন্তয়াশ্বিতাঃ ॥ ১৪
গন্ধর্বী উচুঃ ।

চিন্তয়ধ্বং মহাভাগা যথা সা তু বরাজনা ।
আগচ্ছেত্তু পনর্দেবানুর্বশী স্বর্গভূষণা ॥ ১৫
ততো বিশ্বাবসুর্নাম তদ্রাহ বদতাংবরঃ ।

অভিভূত হইয়া নিয়মানুসারে ইলানন্দন
মানুষরাজা পুরুরবার সেবা করিয়াছিল। সে
নিজের শাপমোচনের জন্য কতিপয় নিয়ম
করিয়া লয়, যথা- সকাম মৈথুন কাল ব্যতীত
সর্বসময়ে রাজাকে অনগ্ন দর্শন, শয্যাসন্নিধানে
নিয়ত দুইটি মেঘের অবস্থান, এবং নিত্য কাল
গৃতমাত্র আহার। অর্থাৎ উর্বশী রাজাকে বলে,
-রাজন্! মৈথুন কাল ভিন্ন অন্যত্র তোমায় যদি
অনগ্ন দেখি, আমার শয্যার নিকট নিত্য যদি
দুইটি মেঘ থাকে, আর আমার আহার যদি
নিত্য ঘৃত হয়, তাহা হইলেই আমি তোমার
সহিত বাস করিব। যতকাল এই নিয়মগুলি
অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমার বসতিকালও সেই পর্যন্ত
১-১২। রাজা পুরুরবা সেইরূপ প্রতিজ্ঞাই
করিলেন এবং সমস্তই পালন করিয়া আসিতে
লাগিলেন। এইরূপে উর্বশী শাপমোহিত হইয়া
পুরুরবার নিকট চতুঃষষ্টি বর্ষ যাবৎ অনুরাগ
সহকারে বাস করিল। উর্বশী মনুষ্যকে প্রাপ্ত
হইলে গন্ধর্বগণ চিন্তিত হইল। তাহারা
পরস্পর কহিল, -মহাভাগগণ! বরাজনা
স্বর্গভূষণা উর্বশী পুনরায় যাহাতে
দেবগণসমীপে আসিতে পারে, সে বিষয়ে

তয়া তু সময়স্তত্র ক্রিয়মাণো মতোহনঘঃ ॥ ১৬
 সময়ব্যুৎক্রমাৎ সা বৈ রাজনাং ত্যক্ত্যতে যথা
 তদহং বচি বঃ সৰ্ব্বং যথা ত্যক্ত্যতি সা নৃপম্ ॥
 স সহায়ো গমিস্যামি যুস্মাকং কার্য্যাসিদ্ধয়ে ।
 এবমুক্তা গতস্তত্র প্রতিষ্ঠানং মহাযশাঃ ॥ ১৮
 স নিশায়ামথাগম্য মেষমেকং জহার বৈ ।
 মাতৃবধূর্ততে সা তু মেষয়োচ্চাৰুহাসিনী ॥ ১৯
 গন্ধৰ্ব্বাগমনং জ্ঞাত্বা শয়নস্থা যশস্বিনী ।
 রাজানমব্রবীৎ সা তু পুত্রো মেহত্রিয়তেতি বৈ
 এবমুক্তো বিনিশ্চিত্য নগ্নস্তিষ্ঠতি বৈ নৃপঃ ।
 নগ্নং দ্রক্ষ্যতি মাং দেবী সময়ে বিতথো ভবেৎ
 ততো ভূয়স্ত গন্ধৰ্ব্বা দ্বিতীয়ং মেষমাদদুঃ ।
 দ্বিতীয়েহপহ্নতে মেষে ঐলং দেবী তমব্রবীৎ
 পুত্রো মহ হতৌ রাজনুনাথায় ইব প্রভো ।

উপায় চিন্তা কর। অনন্তর বিশ্বাবসু নামক
 জনৈক বজ্রবর গন্ধৰ্ব্ব বলিল, -আমার বোধ
 হয়, উৰ্বশী সেই মানুষ রাজার সহিত কোন
 রূপ নিয়ম করিয়া লইয়াছে। নিয়ম লঙ্ঘন
 হইলেই সে রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে।
 যাহা হউক, সে যাহাতে রাজাকে ত্যাগ করে,
 তাহা আমি করিব, বলিতেছি। কার্য্যাসিদ্ধির জন্য
 কয়েক জন সঙ্গীর সহিত আমি মর্ন্ত্যে গমন
 করিব। এই বলিয়া মহাযশা বিশ্বাবসু প্রতিষ্ঠান
 পুরে গমন করিল। তথায় গিয়া সেই গন্ধৰ্ব্ব
 নিশাযোগে একটি মেষ হরণ করিয়া লইল।
 চারুহাসিনী উৰ্বশী মেষদ্বয়ের মাতার ন্যায়
 ছিল। শয্যায় থাকিয়াই গন্ধৰ্ব্বদিগের আগমন
 সংবাদ জানিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ রাজাকে
 বলিল রাজন! কে আমার একটি পুত্রকে হরণ
 করিয়াছে? রাজা পুরুষবা ঐ কথা শুনিলেন বটে
 ; কিন্তু এ সময় তিনি নগ্নাবস্থায় ছিলেন বলিয়া
 ভাবিলেন- আমাকে যদি উৰ্বশী নগ্নাবস্থায়
 দেখে, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইব।
 ইত্যবসরে গন্ধৰ্ব্বগণ দ্বিতীয় মেষটিকে
 অপহরণ করিল। তখন উৰ্বশী দেবী রাজা

এবমুক্তস্তদোথায় নগ্নো রাজা প্রধাবিতঃ ॥ ২৩
 মেঘাভ্যাং পদবীং রাজন্ গন্ধৰ্ব্বৈর্যুথিতামথ
 উৎপাদিতা তু মহতী মায়া তদ্বনং মহৎ ॥ ২৪
 প্রকাশিতস্ত সহসা ততো নগ্নমবেক্ষ্য সা ।
 নগ্নং দৃষ্ট্বা তিরোহভুৎ সা অঙ্গরা কমারূপিনী
 তিরোভূতান্ত তাং জ্ঞাত্বা গন্ধৰ্ব্বাস্তত্র তাবভৌ
 মেষৌ ত্যজ্ঞা চ তে সৰ্ব্বৈ তত্রৈবাভূর্তিতাভবন্
 উৎসৃষ্টাবুরণৌ দৃষ্ট্বা রাজা গৃহ্যগতঃ প্রভুঃ ।
 অপশ্যংস্তাং তু বৈ রাজা বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥
 চচার পৃথিবীষ্টৈব মার্গমাণস্ততস্ততঃ ।
 ভ্রমমাণঃ সুদুঃখেন বিললাপ জগৎপতি ॥ ২৮
 বনেষু সরিতাং কুলেশ্বলয়েষু মহেষু চ ।
 বিচ্চার গিরিষেকো নির্ঝরোপবনেষু চ ॥ ২৯
 খেটখৰ্বটবাটীযু নগরে নগরে তথা ।
 পপ্রচ্ছ সকলান্ সন্তান্ বিবীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩০

পুরুষবাকে কহিল, -রাজন ! হে প্রভো !
 অনাথার ন্যায় আমার দুইটি পুত্রই অপহৃত
 হইল। উৰ্বশী এই কথা কহিলে রাজা
 নগ্নাবস্থায়ই উথিত হইয়া ধাবিত হইলেন।
 মেষদ্বয় সহ উৰ্ব্বপথে উৎপতিত হইয়া
 গন্ধৰ্ব্বেরা এক মহতী মায়া উৎপাদন করিল।
 তখন সেই মায়ায় তথার ভবন সহসা
 আলোকিত হইল। কামরূপিনী উৰ্বশী ঐ সময়
 রাজাকে নগ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোধান
 করিল। ১৩-২৫। গন্ধৰ্ব্বগণ উৰ্বশীকে
 তিরোভূত দেখিয়া মেষদ্বয়কে পরিত্যাগপূর্বক
 সকলেই অন্তর্হিত হইল। অপহৃতগণ মেষ
 দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়া গেল দেখিয়া রাজা
 তাহাদিগকে গ্রহণপূর্বক প্রত্যাগমন করিলেন
 ; আসিয়া দেখিলেন- উৰ্বশী নাই, তখন অতি
 দুঃখের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা
 উৰ্বশীর অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ
 করিলেন। তিনি জগতের অধিবাসী হইয়াও
 অতি দুঃখে বহু বিলাপ করিলেন। বন, নদীকুল,
 নানা উপনিবেশ, গিরিকন্দর, নির্ঝর, উপবন,
 খেট, খৰ্বট, বাটী ও নানা নগরে নগরে তিনি

কিং ন পশ্যসি রে মূঢ়ে মদমূঢ়ং বিরূধ্য মাম্ ।
 ক্ল গতাসি বরারোহে ধিকৃতে জীবিতমীদৃশম
 অথাপশ্যচ্চ তাং রাজা কুরুক্ষেত্রে মহাবলঃ ॥
 প্লক্ষতীর্থে প্লক্ষরিণ্যাং বিগাঢ়েনামুনাপুতাম্ ।
 ক্রীড়ন্তীসন্সরোভিচ্চ পঞ্চভিঃ সহ শোভনাম্
 অপশ্যৎ সা ততঃ সুজ্ঞ রাজনমবিদুরতঃ ।
 উর্বশী তাঃ সখীঃ গ্রাহ অয়ং স পুরুষোত্তমঃ ॥
 যস্মিন্নহমবাসীতি দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ।
 তত আবির্ভবুস্তাঃ পঞ্চচূড়ান্সরাস্ত্র তাঃ ॥ ৩৪
 দৃষ্ট্বা তু রাজা তাং প্রীতঃ প্রলাপান্ কুরুকৃতে
 বহুন্ ।

আয়াহি তিষ্ঠ মনসা ঘোরে বচসি তিষ্ঠ হে ।
 এবমাদীনি সূক্ষ্মাণি পরস্পরমভাষত ।
 উর্বশী তুব্রবীচৈলং সগর্ভাহং ত্বয়া প্রভো ॥ ৩৬

বিষন্নমনে উপস্থিত হইয়া সকল লোকের
 নিকটই উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর
 নিজে নিজে উর্বশীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে
 লাগিলেন- রে মূঢ়ে ! আমি মূঢ়, আমাকে তুমি
 দেখিতেছ না কেন? আমার মদমূঢ় অবস্থায়
 আমার সহিত বিরোধ করিয়া হে বরারোহে !
 তুমি কোথায় গিয়াছ? তোমার ইদৃশ জীবনকে
 আমি ধিক্কার প্রদান করি । অনন্তর একদা
 কুরুক্ষেত্রে রাজা পুরুরবা উর্বশীকে দেখিতে
 পাইলেন । দেখিলেন তত্রত্য প্লক্ষতীর্থের এটি
 প্লক্ষরিণীর মধ্যে উর্বশী জলাবগাহন করিয়া
 অন্য আরও পাঁচজন অন্সরার সহি জলক্রীড়া
 করিতেছে । অনন্তর সেই সুজ্ঞ উর্বশী নাতিদূর
 হইতে রাজাকে দেখিয়া তাহার সখীদিগকে
 বলিল- সখীগণ ! এই সেই পুরুষোত্তম ।
 উহারই সহিত আমি বাস করিয়াছিলাম । এই
 বলিয়া উর্বশী রাজাকে দেখাইয়া দিল । রাজা
 উর্বশীকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং
 বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন । বলিলেন- এস
 এস আমরা হৃদয়ে আসিয়া বাস কর । এইরূপ
 পরস্পর অন্যের অগোচরে অনেক আলাপা

সংবৎসরাং কুমারস্তে ভবিতা নৈব সংশয়ঃ ।
 নিশামেকান্ত্র বৈ রাজা অবসন্তু তয়া সহ ॥ ৩৭
 সম্ভ্রহট্টো জগমাথ স্বপুরং তু মহ যশাঃ ।
 গতে সংবৎসরে রাজা উর্বশী পুনরাগমৎ ॥ ৩৮
 উষিত্বা তু তয়া সার্কমেকরাত্রং মহামনাঃ ।
 কামার্তমাত্রবীদীনো ভব নিত্যং মমেতি বৈ ॥
 উর্বশ্যাথব্রবীচৈনং গন্ধর্বাশ্তে বরং দদুঃ ।
 তং বৃণীষ মহারাজ ক্রহি চৈতাংস্ত্বমেব হি ॥ ৪০
 বৃণে নিত্যং হি সালোক্যং গন্ধর্বাণাং মহাত্মনাম্
 তথৈতু্যক্তা বরং বব্রে গন্ধর্বাশ্চ তথাস্থিতি ॥
 স্থালীমগ্নেঃ পুরয়িত্বা গন্ধর্বাশ্চ তমক্রবন্ ।
 অনেন ইষ্টা লোকং তং প্রাপ্যসি ত্বং নরাধিপ

করিলেন । অবশেষে উর্বশী রাজাকে কহিলেন-
 প্রভো ! আমি আপনার সংসর্গে গর্ভবতী
 হইয়াছি । সম্বৎসর পরে নিশ্চয়ই এক কুমার
 উৎপন্ন হইবে । এই কথার পর রাজা পুরুরবা
 একরাত্রি মাত্র উর্বশীর সহিত বাস করিলেন ;
 পরে প্রভাতে প্রহুট্ট হইয়া স্বীয় পুরে প্রস্থান
 করিলেন । অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে রাজা
 পুনরায় উর্বশীর নিকট আসিলেন এবং একরাত্র
 তাহার সহিত বাস করিয়া কামার্ত ও দীনভাবে
 বলিলেন- উর্বশী ! তুমি নিত্যই আমার হইয়া
 থাক । ২৬-৩৯ । উর্বশী কহিল- মহারাজ !
 গন্ধর্বেরা আপনাকে বর প্রদান করুন । আপনি
 তাঁহাদের নিকট বর লউন । তাঁহাদিগকে এ
 সম্বন্ধে বলুন । কেন না, আমি নিত্যই মহাত্মা
 গন্ধর্বাদিগের সালোক্য গ্রহণ করিয়াছি ; সুতরাং
 নিত্য আমার সেই লোকেই বাস । উর্বশী এই
 কথা কহিলে রাজা গন্ধর্বগণের নিকট বর
 চাহিলেন । গন্ধর্বগণ 'তথাস্ত্র' বলিয়া অনুমোদন
 করিলেন । এবং এক অগ্নি স্থালী পূরণ করিয়া
 রাজাকে বলিলেন, -রাজন্ ! আপনি এই অগ্নি
 দ্বারা যজ্ঞ করিয়া গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইবেন ।
 অনন্তর রাজা উর্বশী গর্ভজাত স্বীয় কুমারকে

তমাদায় কুমারং তু নগরায়োপচক্রমে ।
 নিষ্কিপ্য তমরণ্যাক্ষঃ সপুত্রস্ত গৃহান্ যযৌ ॥৪৩
 পুনরাদায় দৃশ্যগ্নিমশ্বখং তত্র দৃষ্টবান্ ।
 সমীপতস্ত তং দৃষ্ট্বা হ্যশ্বখং তত্র বিস্মিতঃ ॥৪৪
 গন্ধর্ব্বভ্যন্তথাখ্যাতুমগ্নিনা গাং গতস্ত সঃ ।
 শ্রুত্বা তমর্থমখিলমরণিস্ত সমাদিশন্ ॥ ৪৫
 অশ্বখাদরণিং কৃত্বা মথিত্বাগ্নিং যথাবিধি ।
 তেনেষ্ট্বা তু সলোকঃ নং প্রান্যাসি ত্বং নরাধিপ
 মথিত্বাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা হ্যমজং স নরাধিপঃ ।
 ইষ্ট্বা যজৈর্বহুবৈধৈর্গতস্তেষাং সলোকতাম্ ॥৪৬
 বাসায় চ স গন্ধর্ব্বস্ত্রেতায়াং স মহারথঃ ।
 একোহগ্নিঃ পূর্ব্বমাসীদে ঐলত্নীংস্তানকল্পয়ৎ ॥
 এবম্প্রভাবো রাজ্যাসীদৈলস্ত দ্বিজসন্তমাঃ ।
 দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরলঙ্কৃতে ॥ ৯
 রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ।
 উত্তরে যামুনে তীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ ।

তস্য পুত্রা বভূবুর্হি ষড়্ভিদ্ভোপমতেজসঃ ।
 গন্ধর্ব্বলোকে বিদিতা আয়ুধীমানমাবসুঃ ॥ ৫১
 বিশ্বায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ গতায়ুশ্চৈবশীসুতাঃ ।
 অমাবসোস্ত বৈ জাতো ভীমো রাজাথ বিশ্বজিৎ
 শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎ কাঞ্চনপ্রভঃ
 বিদ্বাংস্ত কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোহভূন্যহাবলঃ ॥
 সুহোত্রস্যভবজ্জহুং কৌশিকাগর্ভদম্ভবঃ ।
 প্রতিগত্য ততো গঙ্গা বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৫৪
 প্রাবয়ামাস তং দেশং ভাবিনোহর্থস্য দর্শনাৎ ।
 গঙ্গয়া প্রাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ ॥ ৫৫
 সৌহোত্রির্বরদঃ জুহ্বো গঙ্গাং সংরক্তলোচনঃ
 অস্য গঙ্গেহবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপুহি ॥ ৫৬
 এতস্তে বিফলং সর্ব্বং পীতমম্ভঃ করোম্যহম ।
 রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সুরর্ষয়ঃ ॥ ৫৭
 উপনির্যুমহাভাগাং দুহিত্ত্বেন জাহ্নবীম্ ।

সঙ্গে লইয়া অরণিমধ্যে অগ্নিকে নিক্ষেপপূর্ব্বক
 নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; সম্মুখে
 দেখিলেন- অশ্বখ মধ্যে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত
 হইতেছে ; তিনি তথাবিধ অগ্নিগর্ভ অশ্বখ দর্শনে
 বিস্মিত হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণের নিকট এই
 ঘটনা বলিলেন । তৎশ্রবণে গন্ধর্ব্বগণ
 অরণিমধ্যগত অগ্নিদ্বারাই যজ্ঞ করিতে আদেশ
 দিলেন ; বলিলেন- অশ্বখ হইতে অরণি প্রস্তুত
 করিয়া যথাবিধি মছনপূর্ব্বক তজ্জনিত অগ্নি দ্বারা
 যজ্ঞানুষ্ঠান করুন ; এইরূপ করিলেই হে নরাধিপ
 ! আপনি আমাদিগের সালোক্য লাভ করিতে
 পারিবেন । অনন্তর সেই নরাধিপ পুরুরবা অগ্নি
 মছনপূর্ব্বক ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ
 করিলেন । এইরূপে বহুসংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান
 করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হইলেন ।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ইলানন্দন রাজা পুরুরবা
 এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন । মহর্ষিগণালঙ্কৃত
 পুণ্য দেশ প্রয়াগে তিনি রাজ্য করেন । যমুনার
 উত্তরতীরস্থ প্রতিষ্ঠানপুরী সেই মহাযশার

রাজধানী ছিল । তাঁহার ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছয়
 পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্রগণ সকলেই
 গন্ধর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইয়াছিল । উহাদের
 নাম, -আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শতায়ু ও গতায়ু ।
 এই পুত্রগণ সকলেই উর্ব্বশীর গর্ভজাত ।
 উহাদের মধ্যে অমাবসুর পুত্র রাজা ভীম ; ইনি
 বিশ্ববিজয়ী ছিলেন । ভীমের পুত্র শ্রীমান্
 কাঞ্চনপ্রভ ; তৎপুত্র সুহোত্র । ইনি বিদ্বান্ এবং
 মহাবল ছিলেন । ৪০-৫৩ । সুহোত্র হইতে
 কৌশিকীর গর্ভে জহু জন্মগ্রহণ করেন । এই
 জহু একদা যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিলে ঘটনাক্রমে
 গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া সেই যজ্ঞদেশ প্রাবিত
 করেন । গঙ্গা প্রবাহে যজ্ঞভূমি সর্ব্বতোভাবে
 প্রাবিত দেখিয়া জহু ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া
 কহিলেন, -হে গঙ্গে ! তোমার এই গর্বিত
 ব্যবহারের ফল সদ্যই প্রাপ্ত হইবে । তোমার
 সমস্ত জল ব্যর্থ হইবে । আমি তোমার সমুদয়
 জল রাশি পান করিলাম । তখন রাজর্ষি জহু
 গঙ্গাকে পান করিলেন দেখিয়া মহাভাগ

যৌবনাশ্বস্য পৌত্রীং তু কাবেরীং জহুরাবহৎ
 যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গ যেন বিনির্মমে ।
 কাবেরীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং জহু ভার্য্যামনিন্দিতাম্
 জহুমইয়তং পুত্রং সুহোত্রং নাম ধার্ম্মিকম্
 কাবের্য্যাং জনয়ামাস অষ্টকন্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬০
 অষ্টকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহাযশাঃ ।
 বভুবুশ্চ গয়ঃ শীলঃ কুশস্তস্যাত্মজঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১
 কুশপুত্রো বভুবুশ্চ চত্বারো বেদবচ্চসঃ ।
 কুশাশ্বঃ কুশনাভশ্চ অমূর্ত্তরযমো বসুঃ ॥ ৬২
 কুশস্তস্বস্তপস্তেপে পুরাথী রাজসন্তমঃ ।
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ শতক্রতুমপশ্যত ॥ ৬৩
 সুদুগং তাপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।
 সমর্থঃ পুত্রজননে স্বয়মেবাস্য শাস্বতঃ ॥ ৬৪
 পুত্রত্বং কল্পয়ামাস স্বয়মেব পুরন্দরঃ ।
 গাধিনীমাভবৎপুত্রঃ কৌশিকঃ পাকশাসনঃ ॥ ৬৫
 পৌরুকুৎসাভবত্তার্য্যা গাধিস্তস্যামজায়ত ।

পূর্বকন্যাং মহাভাগাং নাম্না সত্যবতীং শুভাম্
 তাং গাধিপুত্রঃ কাব্যায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥
 তস্যাং পুত্রস্ত বৈ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ ।
 পুত্রার্থে সাধয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥ ৬৭
 তথা চাহুয় নিধৃতিমৃচীকো ভার্গবস্তদা ।
 উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা চ তে শুভে ॥
 তস্যাং জনিস্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ
 অজেয়ঃ ক্ষত্রিয়ৈর্যুদ্ধে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥ ৬৯
 তবাপি পুত্রং কল্পাপি ধৃতিমন্তং তপোধম্
 শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥ ৭০
 এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ ।
 তপস্যাবিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ॥ ৭১
 গাধিঃ সদারস্ত তদা ঋচীকাশ্রমমভ্যগাৎ ।
 তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ॥ ৭২
 চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তু ঋষেঃ সত্যবতী তদা ।

দেবর্ষিগণ গঙ্গাকে জাহ্নবী নামে তদীয়
 দুহিতরূপে উপহার প্রদান করিলেন । জহু
 যৌবনাশ্বনন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন ।
 যুবনাশ্বের শাপে তিনি পুনরায় গঙ্গাকে
 ধকটিত করেন । জহুভার্য্যা অনিন্দিতা
 কাবেরী সরিৎস্রা বলিয়া বিখ্যাত হন । জহু
 কাবেরীর গর্ভে সুহোত্র নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র
 উৎপাদন করেন । সুহোত্রের পুত্র অজপ ;
 তৎপুত্র মহাযশা বলাকাশ্ব । বলাকাশ্বের তিন
 পুত্র, -গয়, শীল ও কুশ । কুশের চারি পুত্র-
 কুশাশ্ব কুশনাভ, অমূর্ত্তরায়া ও বসু । রাজশ্রেষ্ঠ
 কুশাশ্ব পুত্রার্থী হইয়া বহুবর্ষ তপস্যা করেন ।
 তাহার তপস্যার কাল সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে
 শতক্রতু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন । সহস্রাক্ষ
 পুরন্দর সেই কঠোর তপা তাপসকে দেখিয়া
 নিজেই তদীয় পুত্র জননে সমর্থ হইলেন;
 নিজেকেই তাহার পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন ।
 পাকশাসন সুহোত্রের পুত্র হইয়া দাধি ও
 কৌশিক নামে বিখ্যাত হইলেন । সুহোত্রের

ভার্য্যার নাম পৌরুকুৎসা । গাধি তাহারই গর্ভে
 জন্মগ্রহণ করেন । গাধি তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা
 মহাভাগা সুন্দরী সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীকের
 করে সম্প্রদান করিলেন । এই সত্যবতীর গর্ভেই
 ভৃগুনন্দন জন্মদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন । সত্যবতীর
 ভর্ত্তা ঋচীক নিজের এবং গাধির পুত্র নিমিত্ত
 এক চরু প্রস্তুত করিলেন । পরে ভার্য্যাকে
 আহ্বান করিয়া বলিলেন, -তুমি এবং তোমার
 মাতা, তোমরা উভয়ে এই চরু ভক্ষণ কর ।
 এই চরু-ভোজনের ফলে তোমার মাতার গর্ভে
 এক তেজস্বী ক্ষত্রিয় পুত্রব জন্মগ্রহণ করিবেন ।
 তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়ের অজেয় এবং সমস্ত
 ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসকর্ত্তা হইবেন । হে কল্যাণি ! চরু
 ভোজনে তোমারও এক পুত্র হইবে । এই পুত্র
 ধৃতিমান্, তপোধন, শমাত্মক ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 হইবেন । ৫৪-৭০ । এইরূপ আলোচনার
 পরবর্ত্তী কালেই গাধি রাজা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে
 সপরিবারে কন্যা সত্যবতীকে দেখিবার জন্য
 ঋচীকাশ্রমে আগমন করিলেন । তখন সত্যবতী

ভর্ষুবচনমব্যগ্রা হৃষ্টা মাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭৩
 মাতা তু তসৌ দৈবেন দুহিত্রে স্বং চরুং দদৌ
 তস্যাস্চরুমথাজ্জানাদাঅনঃ সা চকার হ ॥ ৭৪
 অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং শুভম্ ।
 ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনা ॥ ৭৫
 তম্‌চীকস্ততো দৃষ্টা গোগেনাপ্যনুম্শ্য চ ।
 তদব্রবীদিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥
 মাত্রাসি বধিতা ভদ্রে চরুবত্যা সহেতুনা ।
 জনিস্যতি হি পুত্রস্তে ক্রুরকর্মাতিদারুণঃ ॥ ৭৬
 মাতা জনিস্যতে বাপি তথাভূতং তপোধনম্
 বিশ্বং হি ব্রহ্ম তপসা ময়া তত্র সমর্পিতম্ ॥ ৭৮
 এবমুক্তা মহাভাগা ভদ্রা সত্যবতী তদা ।
 প্রসাদয়ামাস পতিং সুতো মে নেদৃশো ভবেৎ
 ব্রাহ্মণাপসদস্ত্বন্য ইত্যুক্তো মুনীরব্রবীৎ ॥ ৭৯

হৃষ্টচিত্তে চরুদ্বয় গ্রহণ করিয়া মাতার নিকট ভর্তা
 ঋচীক ঋষির কথা নিবেদন করিলেন। মাতা
 তখন দৈবক্রমে স্বীয় চরু দুহিতাকে প্রদান
 করিলেন এবং অজ্ঞান বশতঃ দুহিতার চরু স্বয়ং
 গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বিনিময় ক্রমে
 পরস্পর চরু ভোজন করিলে, সত্যবতী
 ক্ষত্রিয়ান্তকর শুভ গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার
 কলেবর উজ্জ্বল হইল। তিনি দেখিতে
 ঘোরাকৃতি হইলেন। অনন্তর ঋচীক সেই
 গর্ভদর্শনে যোগবলে সমস্ত ঘটনা জানিলেন এবং
 সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ তখন স্বীয় বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে
 বলিলেন, -হে ভদ্রে ! তোমার মাতা তোমার
 চরু গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে তুমি
 প্রতারিত হইয়াছ। অতএব তোমার এক ক্রুরকর্মা
 অতি দারুণ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার মাতা
 যে পুত্র প্রসব করিবেন, তিনি তপোধন
 হইবেন। কেননা, আমি তোমার মাতার
 চরুমধ্যেই তপোবলে সমগ্র ব্রহ্ম নিহিত
 করিয়াছি। ঋচীক ঋষি এই কথা कहিলে
 মহাভাগা সত্যবতী তখন পতিকে প্রসাদিত
 করিলেন; বলিলেন- আমার নযেন ঈদৃশ

নৈব সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে ততা ত্বয়া ।
 উগ্রকর্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতৃমাতৃশ্চ কারণাৎ ॥ ৮০
 পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তা ব্রবীদিদম্ ।
 ইচ্ছন্তোকানপি মূনে সৃজেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্
 শমাত্মকমৃজুং ভর্ষঃ পুত্রং মে দাতুমর্হসি ।
 কাম্যেবংবিধঃ পুত্রো মম স্যাত্ত্ব বদ প্রভো ॥ ৮২
 ময্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুম্বেব দ্বিজোত্তম ।
 ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাস্তপসো বলাৎ ॥
 পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে বা বরবর্ণিনি
 ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
 তস্মাৎ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্
 তপস্যভিরতং দান্তং জমদগ্নিং শমাত্মকম্ ॥ ৮৫
 ভৃগোশ্চরুবিপর্য্যাসে রৌদ্রবৈষ্ণবয়োঃ পুরা ।

ব্রাহ্মণাপসদ পুত্র না হয়। সত্যবতী এই কথা
 कहিলে, মুনিস্বর ঋচীক कहিলেন, -হে ভদ্রে!
 এই সঙ্কল্পিত বিষয় তুমি বা আমি কেহই
 অন্যথা করিতে পারিব না। পিতা মাতার
 কারণে কঠোরকর্মা পুত্র উৎপন্ন হইবেই। ঋষি
 এই কথা कहিলে পুনরায় সত্যবতী कहিলেন,
 -হে মূনে! আপনি ইচ্ছা করিলে, সমস্ত লোকই
 সৃজন করিতে পারেন, তাহাতে পুত্র উৎপাদন
 করিবেন, ইহা আর অধিক কথা কি? অতএব
 হে ভর্ষঃ! আপনি আমাকে এক শমাত্মক
 সরলবুদ্ধি পুত্র প্রদান করুন। হে প্রভো! আমার
 এবমিধ পুত্র হইবে, এই কথা আপনি প্রকাশ
 করিয়া বলুন। হে দ্বিজোত্তম ! পুত্র সম্বন্ধে
 আমার প্রতি আপনি অন্য ব্যবস্থা করিবেন
 না। অনন্তর ঋচীক ঋষি তপোবলে পত্নী
 সত্যবতীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত
 হইলেন; বলিলেন- হে বরবর্ণিনি ! পুত্রে বা
 পৌত্রে বিশেষত্ব কিছুই নাই; অতএব তুমি
 যাহা বলিয়াছ, হে ভদ্রে! সেইরূপই হইবে।
 অর্থাৎ পুত্র শমাত্মক ও পৌত্র প্রচণ্ডকর্মা
 হইবে। ৭১-৮৪। অনন্তর সত্যবতী- শমাত্মক
 দান্ত তপোনিরত ভার্গব জমদগ্নিকে পুত্ররূপে

জমনাদৈবস্যাগ্নেজমদগ্নিরজায়ত ॥ ৮৬
বিশ্বমিত্রস্ত দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ ।
প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং জগাম ব্রহ্মণা বৃতঃ ॥ ৮৭
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যব্রতপরায়ণা ।
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী
পরিশ্রুতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাংবরা ।
ইক্ষাকুবংশে ভূভবং সুবেণুর্নাম পার্থিবঃ ॥ ৮৯
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ।
রেণুকায়াস্ত্র কামল্যাং তপোধৃতিসমম্বিতঃ ।
আর্চীকো জনয়ামাস জমদগ্নিঃ সুদারুণম্ ॥ ৯০
সর্ববিদ্যান্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্য পারগম্ ।
রামং ক্ষত্রিয়হস্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৯১
ঔর্বস্যেবমৃচীকস্য সত্যবত্যাং মহামনাঃ ।
জমদগ্নিস্তপোবীর্য্যাজ্ঞে ব্রহ্মবিদাংবরঃ ।
মধ্যমশ্চ শুনঃশেফঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ ॥ ৯২

উৎপাদন করিলেন । এইরূপে রৌদ্র ও বৈষ্ণব
চরুর ব্যত্যয় ঘটনায় পুরাকালে ভৃগু হইতে
বৈষ্ণব ও অগ্নিতেজের বিনিময়ে জমদগ্নি
উৎপন্ন হন । কৌশিকনন্দন গাধিরাজা
বিশ্বমিত্রকে পুত্ররূপে লাভ করেন । বিশ্বমিত্র
অবশেষে ব্রহ্মর্ষিভূ প্রাপ্ত হন । সেই পুণ্যশীলা
সত্যব্রত নিরতা সত্যবতী মহানদী কৌশিকী
নামে বিখ্যাত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিলেন ।
ঐ মহাভাগা সরিষরা কৌশিকী এইরূপে
প্রসিদ্ধি লাভ করেন । পুরাকালে ইক্ষাকুবংশে
সুবেণু নামে এক রাজা ছিলেন ; তাহার কন্যার
নাম কামলী রেণুকা । তপস্যা ও ধৃতিশালী
ঋচীকনন্দন জমদগ্নি, ঐ কামলী রেণুকার
গর্ভে সুদারুণ পরশুরামকে পুত্ররূপে উৎপাদন
করেন । এই পুত্র সর্ব বিদ্যার পারগামী,
ধনুর্বেদে পারদর্শী, সমস্ত ক্ষত্রিয় নিসুদন ও
পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান । ঔর্বতনয়
ঋচীক হইতে সত্যবতীর গর্ভে প্রথমে
মহামনা ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ
করেন । ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ এবং

বিশ্বমিত্রস্ত ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ ।
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাংশবর্জনঃ ॥ ৯৩
বিশ্বমিত্রস্য পুত্রস্ত শুনঃশেফোহভবনুনিঃ ।
হরিচন্দ্রস্য যজ্ঞে তু পশুভে নিয়তঃ স বৈ ॥ ৯৪
দেবৈর্দন্তঃ শুনঃশেফো বিশ্বমিত্রায় বৈ পুনঃ ।
দেবৈর্দন্তঃ স বৈ যস্মাদ্বেবরাতস্ততোহতভবৎ ॥
বিশ্বমিত্রস্য পুত্রাণাং শুনঃশেফোহম্রজঃ স্মৃতঃ
মধুচ্ছন্দো নয়শ্চৈব কৃতদেবৌ ধ্রুবাস্টকৌ ॥ ৯৬
কচ্ছপঃ পুরণশ্চৈব বিশ্বমিত্রসুতাস্ত বৈ ।
তেষাং গোত্রাণি বহুধা কৌশিকানাং মহাত্মনাম্
পার্থিবী দেবরাতাশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাঃ সমর্ষণাঃ ।
উদুম্বরা উদুমানাস্তারকা যমমুঞ্চতাঃ ॥ ৯৮
লোহিণ্যা রেণবশ্চৈব তথা কারীষবঃ স্মৃতাঃ
বভ্রবঃ পাণিনশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ ॥ ৯৯
শালাবত্যা হিরণ্যাক্ষা স্যদ্বৃতা গালবাঃ স্মৃতাঃ
দেবলা যামদৃতাশ্চ সালঙ্কায়নবাকলাঃ ॥ ১০০
দদাতিবাদররাশ্চান্যে বিশ্বমিত্রস্য ধীমতঃ ।

কনিষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ । কৌশিক হইতে ভৃগুর
প্রসাদে ধর্ম্মাত্মা বিশ্বমিত্র জনুগ্রহণ করেন । ইনি
বিশ্বরথ নামে বিখ্যাত ও কৌশিক বংশের
ধুরন্ধর । বিশ্বমিত্রের পুত্র শুনঃশেফ মুনি ; ইনি
মহারাজ হরিচন্দ্রের যজ্ঞে পশুভে পরিকল্পিত
হইয়া ছিলেন । পরে দেবগণ পুনরায় বিশ্বমিত্রকে
তদীয় পুত্র প্রদান করেন । দেবগণ উহাকে প্রদান
করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে ঐ পুত্র
দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । ৮৫-৮৯ ।
বিশ্বমিত্রের পুত্রগণ মধ্যে শুনঃশেফই জ্যেষ্ঠ ।
তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণের নাম- মধুচ্ছন্দ, নয়,
কৃতদেব, ধ্রুব, অষ্টক, কচ্ছপ ও পুরণ । এই
কৌশিকবংশীয় মহাত্মাদিগের বহু গোত্র
বিখ্যাত । পার্থিব, দেবরাত, সমর্ষণ, উদুম্বর,
উদুমান, তারকলোহিণ্য, রেণু, কারীষু, বভ্র,
পাণিন, ধ্যানজপ্য, শালাবত্য, হিরণ্যাক্ষ, স্যদ্বৃত,
গালব, দেবল, যমদৃত, সালঙ্কায়ন ও বাকল, এই
সকল বিশ্বমিত্র গোত্র ; এতদভিন্ন ধীমান্

ঋষ্যন্তরবিবাহ্যন্তে বহবঃ কৌশিকাঃ স্মৃতাঃ ॥
কৌশিকাঃ সৌশ্রুতাশ্চৈব তথান্যে সৈধবায়নাঃ
পৌরোববস্য পুণ্যস্য ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য তু ॥
দৃষদ্বতীসুতশ্চাপি বিশ্বামিত্রাস্তথাষ্টকঃ ।
অষ্টকস্য সুতো যো হি প্রোক্তো জহু গণো

ময়া ॥ ১০৩

ঋষয় উচুঃ ।

কিং লক্ষণেন ধর্মেণ তপসেহ শ্রুতেন বা ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভিনৃপৈঃ ॥
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামস্তপসা দানতন্তথা ॥ ১০৫
এবমুক্তস্ততো বাক্যমব্রবীদিদমর্থবৎ ।
অন্যায়োপগতৈর্দ্রব্যৈরাহুয় দ্বিজসন্তমান্ ।
ধর্মাভিকাজী যজতে ন ধর্মফলমশ্রুতে ॥ ১০৬
ধর্মং চৈতং সমাখ্যায় পাপাত্মা পুরুষাধামঃ ।
দদাতি দানং বিপ্রৈভ্যো লোকানাং দম্ব

কারণাৎ ॥ ১০৭

জপং কৃত্বা তথা তীব্রং ধনলোবান্নিরদ্ধুশঃ ।

বিশ্বামিত্রের বংশে কৌশিক, সৌশ্রুত ও সধবায়ন
প্রভৃতি ঋষ্যন্তর বিবাহ্য বহু গোত্র আছে ।
বিশ্বামিত্র হইতে দৃষদ্বতীর গর্ভে অষ্টক নামে এক
পুত্র হয় । অষ্টকের পুত্রই জহুগণ ; ইহা আমি
পূর্বেই বলিয়াছি । ঋষিগণ कहিলেন, -
বিশ্বামিত্রাদি নরপতিগণ কি কি লক্ষণ, ধর্ম,
তপস্যা বা শাস্ত্রজ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন? তাহারা যে যে অভিধানে বা যেরূপ
তপস্যা বা দান দ্বারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব
লাভ করেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতে
ইচ্ছা করি । ঋষিগণ এই কথা कहিলে সূত
তাঁহাদিগকে যথার্থ বাক্যে বলিলেন, -
ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া অন্যায়োপার্জিত
দ্রব্য দ্বারা যিনি ধর্মাকাজ্যায় যজ্ঞা করেন, তিনি
ধর্মফল প্রাপ্ত হন না ঐরূপ ধর্ম প্রাপ্তির কামনায়
যে পাপাত্মা পুরুষাধম দম্ববশতঃ বিপ্রদিগকে
বর দান করে, অথবা ধনলোভে নিরদ্ধুশভাবে

রাগমোহান্বিতো হ্যন্তে পাবনার্থং দদাতি যঃ ॥
তেন দত্তানি দানানি অফলানি ভবন্ত্যত ।
তস্য-ধর্মপ্রবৃত্তস্য হিংসকস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১০৯
এবং লব্ধা ধনং মোদদতো যজতশ্চ হ ।
সংক্লিষ্টকর্মণো দানং ন তিষ্ঠতি দুরাত্মনঃ ॥ ১১০
ন্যায়াগতানাং দ্রব্যণাং তীর্থে সম্প্রতিপাদনম্
কামাননভিসন্ধায় যজতে চ দদাতি চ ॥ ১১১
স দানফলমাপ্নোতি তচ্চ দানং সুখোদয়ম্ ।
দানেন ভোগানাপ্নোতি স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি
তপসা তু সুশুভেন লোকান্বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ।
বিষ্টভ্য স তু তেজস্বী লোকেষানন্ত্যমশ্রুতে ॥
দানাচ্ছেয়ন্তথা যজ্ঞো যজ্ঞাচ্ছেয়ন্তথা তপঃ ।
সন্ন্যাসস্তপসঃ শ্রেয়াংস্তস্মাজজ্ঞানং গুরুঃ স্মৃতম্
শ্রয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ

তীব্র জপ সাধনা করিয়া রাগ-মোহ- সহকারে
অন্তে বিগৃহীত লাভার্থ দানকার্য্য করে, তাহার
প্রদত্ত সমস্ত দানই নিষ্ফল হইয়া থাকে ।
তথাবিধ ভাবে ধর্মকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হিংস্র
প্রকৃতি দুরাত্মা ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া
যে দান বা যজ্ঞক্রিয়া করে, তাহার সেই দান বা
যজ্ঞকর্ম্মের সাফল্য ঘটে না । কোন কামনাভিসন্ধি
না রাখিয়া ন্যায়পূর্ব্বক উপার্জিত অর্থের যে
সংপাদনে সম্প্রদান বা যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান,
তাহাই প্রকৃত সৎকর্ম্ম; ঐরূপ সৎকর্ম্মকর্ত্তা বা
দানকর্ত্তাই সুখোদক দানফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । দান দ্বারাই ভোগ সুখ লাভ হয় এবং
সত্যনিষ্ঠা দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে । সুশুভ তপস্যা
দ্বারা সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করা
যায়, তথাবিধ তপস্বী, তেজস্বী ব্যক্তিই লোকে
অনন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । দান হইতে যজ্ঞ
শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞ হইতে তপস্যা তপস্যা হইতে সন্ন্যাস
এবং সন্ন্যাস হইতে জ্ঞানই শ্রেয়ান্ । বহু
ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি তপস্যার আশ্রয়
লইয়াছিলেন এবং তপস্যা বলেই সিদ্ধি লাভ

বিশ্বামিত্রো নরপতির্মাঙ্কাতা সঙ্কৃতিঃ কপিঃ ॥
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানুহবান্থুঃ ।
আর্ষিষেণোহজমীঢ়শ্চ ভাগান্যোহন্যস্তথৈব চ
কক্ষীবশ্চৈব শিজয়স্তথান্যে চ মহারথাঃ ।
রথীতরশ্চ রুন্দশ্চ বিষ্ণুবৃদ্ধাদয়ো নৃপাঃ ॥ ১১৭
ক্ষাত্রোপেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাংগতাঃ
এতে রাজর্ষয়ঃ সর্বে সিদ্ধিং সুমহতীং গতাঃ
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি অয়োর্বংশং মহাত্মনঃ ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে অমাবসু-
বংশানুকীর্ণনং নামৈকনবতীতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দিনবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পৈঞ্চবাসন্যহাবলাঃ ।
স্বর্ভানুতনয়া বিপ্রাঃ প্রভায়াং জজিগ্নে নৃপাঃ ॥
নহুষঃ প্রথমস্তেষাং পুত্রধর্ম্মা ততঃ স্মৃতঃ ।
ধর্ম্মবৃদ্ধাশ্রজশ্চৈব সূতহোত্রো মহাযশাঃ ॥ ২

করিয়াছিলেন । বিশ্বামিত্র, মাঙ্কাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋথু, আর্ষিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিজয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই সকল রাজর্ষি সুমহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশবিবরণ বলিতেছি । ৯৬-১১৮ ।

একনবতীতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯১ ।

দিনবতীতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,- বিপ্রগণ ! প্রভার গর্ভে পঞ্চ স্বর্ভানু-তনয় জন্মগ্রহণ করেন । ইহারা সকলেই মহীপতি মহাত্মা ও মহাবল । তন্মধ্যে নরপতি, নহুষ জ্যেষ্ঠ ; তৎপুত্র পুত্রধর্ম্মা, তৎপুত্র ধর্ম্মবৃদ্ধ তৎপুত্র মহাযশা সূতহোত্র । সূতহোত্রের তিনটি

সূতহোত্রস্য দায়াদাক্ষয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ।
কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ ॥
পুত্রো গৃৎসমদস্যপি শুনকো যস্য শৌনকঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ ।
শলাশ্রজো হ্যর্ষিষেণশ্চরন্তস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৫
শৌনকশ্চার্ষিষেণশ্চ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজায়তঃ
কাশস্য কাশয়ো রাষ্ট্রঃ পুত্রো দীর্ঘতপান্তথা ॥ ৬
ধর্ম্মশ্চ দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধনন্তরিস্ততঃ ।
তপসা সুমহাতেজা জাতো বৃদ্ধস্য ধীমতঃ ।
অথৈনমৃষয়ঃ প্রোচুঃ সূতং বাক্যমিমং পুনঃ ॥ ৭
ঋষয় উচুঃ ।

কথং ধনন্তরির্দেবো মানুষেষুহ জজিগ্বান্ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্ততো ব্রূহি প্রিয়ং তথা ॥ ৮
সূত উবাচ ।

ধনন্তরেঃ সম্ভবোহয়ং শ্রুয়তামিহ বৈ দ্বিজাঃ ।
স সম্ভূতঃ সমুদ্রান্তে মথ্যমানেহুমৃতে পুরা ॥ ৯

পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম- কাশ, শল ও গৃৎসমদ । গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তৎপুত্র শৌনক । হে দ্বিজগণ! এই শৌনকের বংশে বিভিন্ন কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণই উৎপন্ন হইয়াছিল । শলের পুত্র আর্ষিষেণ, তৎপুত্র চরন্ত । শৌনক ও আর্ষিষেণগণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি । কাশের পুত্র কাশয়, রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা । দীর্ঘতপার পুত্র বিদ্বান্ ধর্ম্ম; তৎপুত্র ধনন্তরি । ধর্ম্মের বার্কক্যদশায় তপস্যার ফলে এই মহাতেজা ধনন্তরি জন্মগ্রহণ করেন । অনন্তর ঋষিগণ সূতকে পুনরায় এই কথা কহিলেন, -হে সূত! দেব ধনন্তরি মানুষ লোকে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি । আমাদের এই প্রিয় কথা তুমি প্রকাশ করিয়া বল । ১-৮ । সূত কহিলেন- হে দ্বিজগণ ! ধনন্তরির সম্ভববার্ত্তা শ্রবণ করুন । পূর্ব্বে সমুদ্রমহন

উৎপন্নঃ সকলাং পূৰ্ব্বং সৰ্ব্বতশ্চ শ্ৰিয়া বৃতঃ ।
সৰ্বসংসিদ্ধিকায়ং তং দৃষ্ট্বা বিষ্টম্ভিতঃ স্থিতঃ ।
অজস্তুমিতি হোবাচ তস্মাদজস্তু স স্মৃতঃ ॥ ১০
অজঃ প্রোবাচ বিষ্ণুং তং তনয়োহস্মি তব

প্রভো ।

বিধৎস্ব ভাগং স্থানঞ্চ মম লোকে সুরোত্তম
এবমুক্তঃ স দৃষ্ট্বা তু তথ্যং প্রোবাচ স প্রভুঃ ।
কৃতো যজ্ঞবিভাগস্ত্ব যজ্ঞৈর্হি সুরৈস্তথা ॥ ১২
বেদেষু বিধিযুক্তঞ্চ বিধিহোত্রং মহর্ষির্ভিঃ ।
ন শক্যমিহ হোমো বৈ তুল্যং

কর্তুং কদাচন ॥ ১৩

অৰ্ক্ষাক্সুতোহসি হে দেব নামমন্ত্বেহসি বৈ
প্রভো ।
দ্বিতীয়ায়াস্ত্ব সঙ্ঘত্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি
অগ্নিমাণ্ডিত্যুতা সিদ্ধির্গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ।
তেনৈব চ শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ্যসি প্রভো

চরুমন্ত্বেঘ তৈর্গন্ধৈর্যক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৫
অথ চ ত্বং পুনশ্চৈব আয়ুর্বেদং বিধাস্যসি ।
অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোহয়ং প্রাকুসৃষ্টস্ত্বজযোনিনা ॥
দ্বিতীয়ং দ্বাপরং প্রাপ্য ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ
তস্মাস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা বিষ্ণুরন্তর্দধে ততঃ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে সৌনহোত্রঃ

প্রকাশিরাট্ ।

পুত্রকামস্তপস্তপে নৃপো দীর্ঘতপাস্তথা ॥ ১৮
অজং দেবস্ত পুত্রার্থে হ্যারিরাধয়িষ্যুর্নৃপঃ ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস প্রীতো ধন্বন্তরির্নৃপম্ ॥ ১৯
নৃপ উবাচ ।

ভগবন্ যদি তুষ্টস্ত্বং পুত্রো মে ধৃতিমান্ ভব ।
তথ্যেতি সমনুজ্জায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২০
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা ।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্বরোগপ্রাণাশনঃ ॥ ২১
আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজশ্চকার সন্নিবন্ধক্ৰিয়ম্ ।

কালে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হইয়াছিলেন । সমুদ্রগর্ভে
যাহার যাহার উৎপত্তি হইয়া ছিল, তন্মধ্যে তাঁহার
উৎপত্তিই প্রথম । তিনি পরম রূপসম্পন্ন ।
তাঁহাকে সর্ব সুসম্পন্ন দেহে সমুৎপন্ন হইতে
দেখিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, -তুমি অজ । সেই
হইতেই তাঁহার অজ না প্রসিদ্ধ । অজ বিষ্ণুকে
বলিলেন, -হে প্রভো ! আমি তোমার তনয় !
অতএব হে সুরোত্তম ! তুমি আমার ভাগ ও
স্থান নির্ণয় করিয়া দাও । প্রভু বিষ্ণু তৎপ্রবণে
ধন্বন্তরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই তথ্য বাক্য
বলিলেন যে যজ্ঞভাগী সুরগণ ও মহর্ষিগণ বেদে
বিধিসঙ্গতরূপে যজ্ঞবিভাগ করিয়াছেন ; সুতরাং
আমি এখন আর নির্দিষ্ট যজ্ঞভাগভোজীদিগের
তুল্যাধিকার তোমায় প্রদান করিতে পারিব না ।
হে দেব ! তুমি পরে জন্মিয়াছ । তোমার নাম ও
মন্ত্র হইয়াছে । তুমি দ্বিতীয় জন্মে জগতে
খ্যাতিলাভ করিবে । তৎকালে গর্ভাবস্থাতেই
তোমার অগ্নিমাণ্ডি সিদ্ধি অধিগত হইবে । তুমি
সেই দেহেই দেবত্ব লাভ করিবে । দ্বিজাতিগণ

বরুণমন্ত্র, ঘৃত ও গন্ধ দ্বারা তোমার অর্চনা
করিবেন । অতঃপর তুমি আয়ুর্বেদের প্রবর্তক
হইবে । পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূর্ব হইতে এইরূপই
অবশ্যম্ভাবী কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন । দ্বিতীয়
দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে তুমি ঐরূপই হইবে
সংশয় নাই । বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে এই রূপ বর
প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর দ্বিতীয়
দ্বাপরে সৌনহোত্র রাজা দীর্ঘতপাঃ অপত্য-
কামনায় তপস্যা করেন । ঐ নৃপ পুত্রনিমিত্ত
অজদেবেরই আরাধনায় নিরত ছিলেন । একদা
ধন্বন্তরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণে
প্ররোচিত করেন । তাহাতে রাজা বলিলেন, -
হে ভগবন্ ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আপনিই আমার একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী
পুত্ররূপে উৎপন্ন হউন । ধন্বন্তরি 'তথ্যস্ত' বাক্যে
অনুমোদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ৯-২০ ।
অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ধন্বন্তরি সেই দীর্ঘতপা
রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন । তিনি মহারাজ
কাশীরাজ হইয়া সর্বরোগের প্রশমনকর্তা

তমষ্টধা পুনর্ব্যাস্য শিষ্যোভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ২২ ॥
 ধন্বন্তরিসুতশ্চাপি কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ ।
 অথ কেতুমতঃ পুত্রো বিভো ভীমরথো নৃপঃ ।
 দিবোদাস ইতি খ্যাতো বারাণস্যধিপোহভবৎ
 এতস্মিন্বেব কালে তু পুরীং বারাণসীং পুরা ।
 শূন্যাং নিবেশয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ ॥
 শপ্তা হি সা পুরী পূর্বং নিকুন্তেন মহাত্মনা ।
 শূন্যা বর্ষসহস্রং বৈ ভবিতীতি পুনঃপুনঃ ॥ ২৫ ॥
 তস্যাস্ত্র শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ ।
 বিষয়াস্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাংসন্যবেশয়ৎ
 ঋষয় উচুঃ ।
 বারাণসিং কিমর্থংতাং নিকুন্তঃ শপ্তবান্ পুরা ।
 নিকুন্তশ্চাপি ধর্মাত্মা সিদ্ধক্ষেত্রং শশাপ যঃ ॥
 সূত উবাচ ।
 দিবোদাসস্ত রাজর্ষিনগরীং প্রাপ্য পার্শ্ববঃ ।

বসতে মহাতেজাঃ স্কীতায়াং বৈ নরাধিপঃ
 এতস্মিন্বেব কালে তু কৃতদারো মহেশ্বরঃ ।
 দেব্যাঃ স প্রিয়কামস্ত বসানঃ স্বশুরান্তিকে ॥ ২৯ ॥
 দেবাজ্জয়া পরিষেদা বিশ্বরূপান্তপোধনাঃ ।
 পূর্বোক্তৈ রূপবিশেষৈস্তোষয়ন্তি মহেশ্বরীম্ ॥
 হৃষ্যতি তৈর্মহাদেবো মেনা নৈব তু হৃষ্যতি ।
 জুগুপ্সতে সা নিত্যঞ্চ দেবং দেবীং তথৈব চ
 মম পার্শ্বে ত্বনাচারন্তব ভর্তা মহেশ্বরঃ ।
 দরিদ্রঃ সর্ব এবাহ অক্লিষ্টং লভতেহনঘে ॥ ৩২ ॥
 মাত্রা তথোক্তা বচসা স্ত্রীস্বভাবানুচাক্ষমৎ ।
 স্মিতং কৃত্বা তু বরদা হয়পার্ষ্মমতাগমৎ ॥ ৩৩ ॥
 বিষণ্ণবদনা দেবী মহাদেবমভাষত ।
 নেহ বৎস্যাম্যহং দেব নয় মাং স্বং নিবেশনম্ ॥
 তথোক্তস্ত মহাদেবঃ সর্বাল্লোকানবেক্ষ্য হ ।
 বাসার্থং রোচয়ামাস পৃথিব্যাস্ত্র দ্বিজোত্তমাঃ ।

হইলেন । ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ প্রণয়ক করেন ।
 ভরদ্বাজ উহা চিকিৎসা প্রণালীর সহিত অষ্টধা
 বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন । ধন্বন্ত
 রির পুত্র কেতুমান্; তৎপুত্র- নরপতি
 ভীমরথ । ইনি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়া
 বারাণসীধামে আধিপত্য করেন । তাঁহার
 আধিপত্যকালে ক্ষেমক নামে জনৈক রাক্ষস
 বারাণসী পুরীর ধ্বংস সাধন পূর্বক উহাকে
 জনশূন্য করিয়া ফেলে । পূর্বে মহাত্মা নিকুন্ত
 ঐ পুরীর প্রতি এরূপ একটা অভিসম্পাত
 দিয়াছিলেন যে, উহা বর্ষসহস্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ
 শূন্য অবস্থায় থাকিবে । বারাণসী এইরূপে
 অভিসম্পাতহত হইলে, প্রজাপালক দিবোদাস
 তদীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । তিনি
 গোমতীতটে রম্য পুরী সন্নিবেশিত
 করিয়াছিলেন । ঋষিগণ কহিলেন, -শুনিলাম,
 ধর্মাত্মা নিকুন্ত সিদ্ধক্ষেত্রের প্রতি অভিশাপ
 দিয়াছিলেন । পূর্বে তিনি কেন
 বারাণসীপুরীকে অভিশপ্ত করেন, তাহা শুনিতে
 ইচ্ছা করি । সূত কহিলেন, -মহাতেজা রাজর্ষি

দিবোদাস তদীয় সুসমৃদ্ধ রাজধানী বারাণসীধামে
 বাস করিতেন । ঐ সময় মহেশ্বর দার পরিগ্রহ
 করেন । পত্নী পার্বতী দেবীর প্রিয়কামনায় তিনি
 কিয়দিন স্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন ।
 তাঁহার আদেশে তদীয় পারিষদমণ্ডলী ও
 বিশ্বরূপী তপোধনগণ পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ
 রূপ ধারণ পূর্বক মহেশ্বরীকে পরিতুষ্ট করিতে
 লাগিলেন । মহাদেব তাহাতে হৃষ্ট হইলেন ।
 কিন্তু মেনকার তাহাতে হর্ষ হইল না । তিনি
 নিত্যই কি দেব, কি দেবী, উভয়কেই নিন্দা
 করিতে লাগিলেন ; দেবীকে বলিলেন, -হে
 অনঘে ! তোমার ভর্তা মহেশ্বর আমার নিকট
 অনাচারী বলিয়াই প্রতীয়মান । সে দরিদ্র, অথচ
 সর্বদাই অনায়াসে নৃত্যব্যাপারে নিরত । ২১-
 ৩২ । মাতা মেনকা এই কথা কহিলে স্ত্রীস্বভাব
 বশতঃ উমার তাহা সহ্য হইল না । বরদা উমা
 ঈষৎ হাসিয়া হরের পার্শ্বে গমন করিলেন এবং
 বিষণ্ণবদনে মহাদেবকে বলিলেন, -হে দেব !
 আমি আর এখানে বাস করিব না । তোমার
 নিজাবাসে আমাকে লইয়া চল । দেবী এই কথা

বারাণসীং মহাতেজাঃ সিদ্ধক্ষেত্রং মহেশ্বরঃ ॥ ৩৫
 নিবোধাসেন তাং জ্ঞাত্বা নিবিষ্টাং নগরীং ভবঃ
 পার্শ্বস্থং স সমাহুয় গণেশং ক্ষেমকং ব্রবীৎ ॥ ৩৬
 গণেশ্বরপুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু ।
 মদুনা চাভ্যুপায়েন অতিবীর্য্যঃ স পার্শ্ববঃ ॥ ৩৭
 ততো গত্বা নিকুম্ভস্থ পুরীং বারাণসীং পুরা ।
 স্বপ্নে সন্দর্শয়ামাস মঙ্কনং নাম নাপিতম্ ॥ ৩৮
 শ্রেয়ন্তেহহং করিষ্যামি স্থানং মে রোচয়ানঘ ।
 মদ্রপাং প্রতিমাং কৃত্বা নগর্য্যন্তে নিবেশয় ॥ ৩৯
 তথা স্বপ্নে যথা হৃষ্টং সর্ব্বং কারিতবান্ দ্বিজাঃ
 নগরীদার্য্যনুজ্ঞাপ্য রাজানস্ত যথাবিধি ॥ ৪০
 পূজা তু মহতী চৈব নিত্যমেব প্রযুজ্যতে ।
 গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ প্রেক্ষণীয়ৈস্তথৈব চ ॥

অন্নপ্রদানযুক্তৈশ্চ অত্যদ্ব্যতমিবাভবৎ ।
 এবং সম্পূজ্যতে তত্র নিত্যমেব গণেশ্বরঃ ॥ ৪২
 ততো বরসহস্রাণি নগরাণাং প্রযচ্ছতি ।
 পুত্রান্ হিরণ্যমায়ুংষি সর্ব্বকামাংস্তথৈব চ ॥ ৪৩
 রাজ্ঞস্ত মহিষী শ্রেষ্ঠা সুযশা নাম বিশ্রুতা ।
 পুত্রার্থমাগতা সাধ্বী রাজ্ঞা দেবী প্রচোদিতা ॥
 পূজাস্ত বিপুলাং কৃত্বা দেবী পুত্রানযাচত ।
 পুনঃপুনরথাগম্য বহুশঃ পুত্রকারণাৎ ॥ ৪৫
 ন প্রযচ্ছতি পুত্রাংস্ত নিকুম্ভঃ কারণেত তু ।
 রাজা যদি তু ক্রুদ্ধেন ততঃ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥
 অথ দীর্ঘেণ কালেন ক্রোধো রাজানমাবিশৎ
 ভূতং ত্বিদং মহাদ্বারি নাগরাণাং প্রযচ্ছতি ॥ ৪৭

কহিলে মহাদেব সর্ব্বলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন- করিয়া পৃথিবীমধ্যে একমাত্র সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসীধামই বাসের জন্য মনোনীত করিলেন । মহাতেজা ভবদেব জানিতে পারিলেন, বারাণসী নগরী মহারাজ দিবোধাস কর্তৃক অধিকৃত হইয়া আছে । তাহা জানিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বস্থ ক্ষেমক নামক গণাধিপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, -ওহে গণেশ্বর! তুমি যাও; গিয়া বারাণসী পুরী শূন্য কর । তথাকার রাজা অতীব বীর্য্যশালী; সুতরাং অকঠোর উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সে পুরীর ধ্বংস-সাধন কর । মহাদেবের আদেশে গণপতি নিকুম্ভ বারাণসীপুরে গমন করিল এবং তত্রত্য মঙ্কন নামক নাপিতকে স্বপ্ন দেখাইয়া বলিল, - হে অনঘ ! আমি তোমার মঙ্গল করিব ; তুমি আমার একটা স্থান কল্পনা কর । আমার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া এই নগরীর প্রান্ত সীমায় সংস্থাপন কর । হে দ্বিজগণ ! নাপিত তাহাই করিল ; স্বপ্নে যাহা দেখিল, সকলই তৎকর্তৃক সুসম্পাদিত হইল । সে রাজার অনুজ্ঞা লইয়া যথাবিধি নগর-দ্বারে প্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য মহাসমারোহে পূজা করিতে লাগিল । গন্ধ, ধূপ, মাল্য, চন্দন,

অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার দ্বারা তাহার সেই প্রতিমা পূজা কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল । ক্রমে সেই পূজা ব্যাপার সকলের নিকট অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল । এইরূপে সেই গণাধিপতি প্রত্যহই তথায় সম্পূজিত হইলে লাগিলেন । অনন্তর তিনি নগর বাসীদিগকে সহস্র সহস্র বর দান করিতে লাগিলেন । পুত্র, হিরণ্য, আয়ু ও সর্ব্ব কামনা- এসকলের কিছুই তাঁহার অদেয় রহিল না । ৩৩-৪৩ । রাজার সুযশা নামী প্রদানা মহিষী এই সময় একদিন রাজার প্ররোচনায় পুত্রলাভার্থ তথায় বর লইতে আসিলেন । সাধ্বী রাজপত্নী আসিয়াই মহাসমারোহে গণেশ্বরের পূজা করিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেন । তিনি পুত্রলাভার্থ বহু দিন বহুবার আসিলেন; কিন্তু কোন একটি কারণ বশতঃ নিকুম্ভ তাঁহাকে পুত্র দান করিলেন না । তিনি ভাবিলেন, -মহিষীকে পুত্র দান না করিলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন । তাহা ইলেই আমার কার্য্য সাধিত হইবে । বাস্তবপক্ষে তাহাই ঘটিল । দীর্ঘকাল ধরিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা নিষ্ফল হওয়ায় রাজার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল । তিনি

প্রীত্যা বরাংচ শতশো ন কিঞ্চিন্ প্রযচ্ছতি ।
 মামকৈঃ পূজ্যতে নিত্যং নগর্যাং মম চৈব তু
 তত্রাচ্চিত্তচ বহুশো দেব্যা মে তত্র কারণাং
 ন দদাতি চ পুত্রং মে কৃতঘ্নো বহুভোজনঃ ॥ ৫০
 অতো নারহতি পূজাস্ত মৎকাশাং কথঞ্চন ।
 তস্মাস্তু নাশয়িষ্যামি তস্য স্থানং দুরাত্মনঃ ॥ ৫১
 এবস্ত স বিনিশ্চিত্য দুরাত্মা রাজকিঞ্চিষী ।
 স্থানং গণপতেস্তস্য নাশয়ামাস দুর্মতিঃ ॥ ৫২
 ভগ্নমায়তনং দৃষ্ট্বা রাজানমগমৎ প্রভুঃ ।
 যস্মাদনপরাধং মে ত্বয়া স্থানং বিনাশিতম্ ॥ ৫৩
 অকস্মাস্তু পুরী শূন্যা ভবিত্বী তে নরাধিপ ।
 ততস্তেন তু শাপেন শূন্যা বারাণসী তদা ॥ ৫৪
 শপ্তা পুরীং নিকুল্লস্ত মহাদেবমথানয়ৎ ।
 শূন্যাং পুরীং মহাদেবো নির্মমে পরমাত্মনা ॥ ৫৫

তুল্যাং দেববিভুত্যাশ্চ দেব্যাশ্চৈব মহাত্মনঃ ।
 রমতে তত্র বৈ দেবী রমমাণো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৬
 ন রতিং তত্র বৈ দেবী লভতে গৃহবিস্ময়াৎ ।
 দেব্যাঃ ক্রীড়ার্থমীশানো দেবো বাক্যমথাব্রবীৎ
 নাহং বেষ্ম বিমোক্ষ্যামি অবিমুক্তং হি মে গৃহম্
 প্রহস্যো নামথোবাচ অবিমুক্তং হি মে গৃহম্ ॥ ৫৭
 নাহং দেবি গমিষ্যামি গচ্ছস্বহ বসাম্যহম্ ।
 তস্মাস্তদবিমুক্তং হি প্রোক্তং দেবেন বৈ স্বয়ম্
 এবং বারাণসী শপ্তা অবিমুক্তঞ্চ কীর্তিতম্ ।
 যস্মিন্ বসতি বৈ দেবঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ।
 যুগেষু ত্রিষু ধর্মাত্মা সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ।
 অন্তর্দানং কলৌ যাতি তৎপুরং তু মহাত্মনঃ ।
 অন্তর্হিতে পুরে তস্মিন্ পুরী সা বসতে পুনঃ
 এবং বারাণসী শপ্তা নিবেশং পুনরাগতা ।

ভাবিলেন, -আমার নগরদ্বারে থাকিয়া এই ভূত
 প্রত্যহ নগরবাসীদিগকে প্রীতির সহিত শত
 শত বর প্রদান করিতেছে; নগরবাসী-দিগকে
 অদেয় বর কিছুই ইহার নাই । আমার নগরে
 আমার লোকেরাই নিত্য ইহাকে পূজা করে ;
 বিশেষতঃ আমার মহিষী পুত্র কামনায় বহু বার
 ইহাকে অর্চনা করিলেন ; অথচ এই
 বহুভোজী কৃতঘ্ন ভূত পুত্র প্রদান করিল না ।
 অতএব আমার নিকট হইতে এই ভূত আর
 কোন ক্রমেই পূজা গ্রহণের যোগ্য নহে এবং
 ঐ কারণেই আমি এই দুরাত্মার প্রতিষ্ঠান
 ধ্বংস করিব । ক্রোধ কষায়িত-চিন্তা রাজাধম
 এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গণপতির স্থান ধ্বংস
 করিল । গণেশ্বর স্বীয় আয়তন ভগ্ন হইল,
 দেখিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন এবং
 বলিলেন, -যেহেতু তুমি বিনাদোষে আমার
 স্থান ধ্বংস করিলে ; এইজন্য হে নরাধিপ !
 তোমার এই পুরীও অকস্মাৎ শূন্য হইবে ।
 অনন্তর সেই শাপপ্রভাবেই সেই বারাণসী
 পুরী তখন শূন্য হইল । নিকুল্ল পুরীর প্রতি
 অভিশাপ দিয়া মহাদেবকে তথায় আনয়ন

করিলেন । মহাদেব সেই শূন্যপুরী স্বীয়
 সঙ্কল্পমাত্রই নির্মাণ করিলেন । ঐ পুরী তখন
 সমগ্র স্বর্গীয় ঐশ্বর্য দ্বারা নির্মিতবৎ প্রতিভাত
 হইল । দেবী মহেশ্বরী ও দেব মহেশ্বর তথায়
 ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । কিয়ৎদিন পরে দেবী
 গৃহবাস নিবন্ধন আরে সেখানে পূর্বের ন্যায়
 প্রীতি অনুভব করিতে পারিলেন না । দেব ঈশান
 দেবীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন, -
 আমি এ গৃহ পরিত্যাগ করিব না । আমার গৃহ
 অবিমুক্ত । এই বলিয়া পুনরপি সহাস্য আস্যে
 বলিলেন, - দেবি! আমার গৃহ অবিমুক্ত । আমি
 এ স্থান হইতে যাইব না । তুমি যাইতে হয়,
 যাও; আমি এখানেই বাস করিব । সুতরাং
 দেবদেব নিজেই ঐ বারাণসী পুরীকে অবিমুক্ত
 আখ্যায় অভিহিত করিলেন । ৪৪-৫৭ ।
 এইরূপেই অভিশপ্ত বারাণসী পুরী পশ্চাৎ
 অবিমুক্ত নামেই কীর্তিত হয় এবং ধর্মাত্মা
 সর্বদেব নমস্কৃত মহাদেব যুগত্রয়ে ঐ পুরেই
 বাস করেন । যখন কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত
 হয়, তখন মহাত্মার সেই পুরী অন্তর্হিত হইয়া
 যায় । সে পুরের অন্তর্দানে পুনরায় নতুন পুরী

ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্ ॥ ৬১
 হত্বা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরাধিপঃ ।
 ভদ্রশ্রেণ্যস্য রাজস্ব হতং তেন বলীয়সা ।
 ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রস্ব দুর্দমো নাম নামতঃ ।
 দিবোদাসেন বালেতি ঘৃণয়া স বিবর্জিতঃ ॥ ৬৩
 দিবোদাসাঙ্কুষদ্বত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দনঃ ।
 তেন পুত্রেণ বালেন প্রহৃতং তস্য বৈ পুনঃ ॥
 বৈরস্যাশুং মহারাজা তদা তেন বিধিৎসতা ।
 প্রতর্দনস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৎসো গর্গশ্চ বিশ্রুতঃ ॥
 বৎসপুত্রৌ হ্যলর্কস্ব সন্নতিস্তস্য চাত্মজঃ ।
 অলর্কং প্রতি রাজর্ষিংগীতশ্লোকৌ পুরাতনৌ ॥
 ষষ্টিবর্ষসম্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ ।
 যুবা রূপেন সম্পন্নো হ্যলর্কঃ কাশিসত্তমঃ ।
 লোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাণ্ডবান্ ॥ ৬৭
 শাপস্যাশু মহাবাহুর্হত্বা ক্ষেমকরাঙ্কসম্ ।

স্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপে বারাগসী পুরী
 অভিষিক্ত ও পুনরায় সন্নিবেশপ্রাপ্ত হয়। পূর্বে
 ভদ্রশ্রেণ্য রাজার এক শত উত্তম ধনুর্ধারী পুত্রের
 হত্যাসাধন করিয়া নরাধিপতি দিবোদাস সকলে
 ভদ্র শ্রেণ্যের রাজ্যাপহরণ করেন। ভদ্রশ্রেণ্য
 রাজার দুর্দম নামে এক বালক পুত্র ছিল,
 দিবোদাস রাজা বালক বলিয়া তাহাকে ঘৃণার
 সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দিবোদাস
 হইতে দুষ্টবীর গর্ভে প্রতর্দন নামে এক বীর
 পুত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভদ্রশ্রেণ্যের সেই বালক
 পুত্র কালে মহারাজ হইয়া বৈরনির্যাতন কামনায়
 প্রতর্দনের নিকট হইতে দিবোদাস হত তদীয়
 পিতৃরাজ্য পুনরায় অপহরণ করিয়া লয়েন।
 প্রতর্দনের দুই পুত্র; বৎস ও গর্গ; তন্মধ্যে
 বৎসরের পুত্র- অলর্ক; তৎপুত্র- সন্নতি। রাজর্ষি
 অলর্কের প্রতি পূর্বে এইরূপ দুইটি শ্লোক গীত
 হইয়াছিল যে, এই রূপসম্পন্ন কাশীপতিপ্রবর
 যুবা অলর্ক লোপামুদ্রার প্রসাদে ষষ্টিসহস্র
 ষষ্টিশত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হইবেন। ইনি
 শাপাবসানে ক্ষেমক রাঙ্কসকে নিহত করিয়া

রম্যামাবাসয়ামাস পরীং বারাগসীং নৃপঃ ॥ ৬৮
 সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথো নাম ধার্মিকঃ ॥
 সুনীথস্য তু দায়াদঃ সুকেতুর্নাম ধার্মিকঃ ॥ ৬৯
 সুকেতুতনয়শ্চাপি ধর্মকেতুরিতি শ্রুতিঃ ।
 ধর্মকেতোস্ত দায়াদঃ তস্যকেতুর্মহারথঃ ॥ ৭০
 সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভূর্নাম প্রজেশ্বরঃ ।
 সুবিভুস্ত বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
 সুকুমারস্য পুত্রস্ত ধৃষ্টকেতুঃ স ধার্মিকঃ ।
 ধৃষ্টকেতোস্ত দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ ॥ ৭২
 বেণুহোত্রসুতশ্চাপি গার্গ্যো বৈ নাম বিশ্রুতঃ
 গার্গ্যস্য গর্ভভূমিস্ত বাৎস্যো বৎসস্য ধীমতঃ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্মিকাঃ
 বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ ॥
 ইত্যেতে কাশ্যপাঃ প্রোক্তা রাজেরপি

নিবোধত ।

রজেঃ পুত্রশতান্যসন্ পঞ্চ বীর্যবতো ভূবি ॥
 রাজেয়মিতি বিখ্যাতং ক্ষত্রমিন্দ্রভয়াবহম্ ॥ ৭৫
 তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নে সুদারুণে ।

পুনরায় রম্য পুরী বারাগসী ধামে বাস স্থাপন
 করিবেন। অলর্কপুত্র সন্নতির সুনীথ নামে এক
 ধার্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুনীথের পুত্র সুকেতু;
 ইনিও ধার্মিক ছিলেন। সুকেতুর পুত্র ধর্মকেতু;
 তৎপুত্র মহারথ সত্যকেতু; তৎপুত্র প্রজাপালক
 বিভু; বিভুর পুত্র সুবিভু; তৎপুত্র সুকুমার;
 তৎপুত্র ধার্মিক ধৃষ্টকেতু; তৎপুত্র প্রজানাথ
 বেণুহোত্র; তৎপুত্র গার্গ্য; তৎপুত্র ভর্গভূমি
 এবং ধীমান্ বৎসের পুত্র বাৎস্য। এই ভর্গ ও
 বৎস হইতে বহু সুধার্মিক ব্রাহ্মণ এবং
 সিংহবিক্রান্ত প্রভূত বলবীর্যশালী বহু ক্ষত্রিয়
 উৎপন্ন হন। ৫৮-৭৪। এই আমি
 কাশীপতিদিগের বিবরণ বলিলাম। অতঃপর
 রাজ-রাজার বংশবার্ত্তা শ্রবণ করুন- রজির
 একশত পুত্র; তন্মধ্যে পঞ্চপুত্র বীর্যশালী
 বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। রাজেয় নামে বিখ্যাত
 ক্ষত্রবংশ ইন্দ্রেরও ভয়াবহ। সেই আদিযুগে

দেবাস্চিবাসুরাস্চিব পিতামহমথাক্রবন্ ॥ ৭৬
আবয়োৰ্তগবন্ যুদ্ধে বিজেতা কো ভবিষ্যতি
ব্রহ্মি নঃ সৰ্বলোকেশ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যেষামর্থায় সংগ্রামে রজিরাস্তায়ুধঃ প্রভুঃ ।
যোৎস্যতে তে বিজেস্যান্তি ত্রী লোকান্ নাত্র

সংশয়ঃ ॥ ৭৮

রজির্যতন্ততো লক্ষীর্যতো লক্ষীন্ততো ধৃতিঃ ।
যতো ধৃতন্ততো ধর্মো যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ
তদেবা দানবাঃ সৰ্ব্ব ততঃ শ্রুত্বা রজের্জয়ম্ ।
অভ্যযুর্জয়মিচ্ছন্তঃ স্তবন্তো রাজসন্তমম্ ॥ ৮০
তে হৃষ্টমনসঃ সৰ্ব্ব রাজানং দেবদানবাঃ ।
উচুরশ্মজ্জয়ায় তুং গৃহাণ বরকার্ম্যকম্ । ৮১

রজিরুবাচ ।

অহং জেষ্যামি বো যুদ্ধে দেবাঙ্কুপুরুগমান্

ভীষণ দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে দেব ও
অসুর উভয় পক্ষই একযোগে পিতামহসমীপে
গিয়া বলিলেন, -হে ভগবন্! আমাদের উভয়
পক্ষमध्ये কোন পক্ষ বিজয়ী হইবেন? হে
লোকপতে! আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি,
আমাদিগকে তাহা বলুন । ব্রহ্মা বলিয়াছেন, -
যাঁহাদিগের জন্য সংগ্রামে রজি রাজা অস্ত্র গ্রহণ
করিয়া যুদ্ধ করিবেন । সেই পক্ষই ত্রিলোকজয়ী
হইবে, সন্দেহ নাই । যে পক্ষে রজি, সেই
পক্ষেই বিজয় লক্ষী যেখানে লক্ষী, সেখানেই
ধৃতি, যেখানে ধৃতি, সেইখানেই ধর্ম এবং
যথায় ধর্ম তথায় জয় ; ইহাই নিশ্চয় । দেব ও
দানবেরা তৎকালে রজিরই জয়বার্তা শ্রবণ
করিয়া জয়-কামনায় সকলেই আসিয়া রজসন্তম
রজিকে স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহারা
হৃষ্টচিত্তে সকলেই রাজাকে বলিলেন, রাজন্ !
আমাদিগের জয় প্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি আমাদের
হইয়া উত্তম কার্ম্যক গ্রহণ কর । রজি কহিলেন,
-আমি যুদ্ধে তোমাদের সকলকেই জয় করিব ।
ইন্দ্রপ্রমুখ সকল দেবকেই পরাজিত করিয়া

ইন্দ্রো ভবামি ধর্মাত্মা ততো যোৎস্যামি

সংযুগে ॥৮

দানবা উচুঃ ।

অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহাদন্তস্যার্থে বিজয়ামহে ।
অস্মিংশ্চ সময়ে রাজ্যন্তিষ্ঠেথা দেবনোদিতে ॥
স তথ্যেতি ব্রবন্তেব দেবৈরপ্যভিচোদিতঃ ।
ভবিষ্যসীন্দ্রো জিত্বৈতি দেবৈরপি নিমন্ত্রিতঃ
জঘান দানবান্ সৰ্বান সমক্ষং বজ্রপাণিনঃ ।
স বিপ্রনষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ং বশী ॥৮৫
নিহত্য দানবান্ সৰ্বানাজহায় রজিঃ প্রভু ॥৮৬
তং তথা তু রজিঃ তত্র দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ
রজিপুত্রোহহমিত্যুক্তা পুনরেবাব্রবীচ্চঃ ।
ইন্দ্রোহসি রাজন্ দেবানাং সৰ্বেষাং নাত্র

সংশয়ঃ

যস্যাহমিন্দ্র পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্যামি শত্রুহন

আমিই ধর্মাত্মা ইন্দ্র হইব । যদি এইরূপ সম্ভব
হয়, তাহা হইলেই আমি সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ
করিতে পারি । এই কথার প্রত্যুত্তরে দানবেরা
বলিল, -আমাদের ইন্দ্র-প্রহাদ । আমরা তাঁহারই
জন্য যুদ্ধ জয় করিয়া থাকি । অতএব হে রাজন্!
আপনি এ সময় দেবপক্ষের কথায় বাধ্য হইয়া
থকিবেন না । রাজা তখন 'তথাস্থ' বাক্য বলিতে
উদ্যত হইলে, দেবপক্ষ বলিয়া উঠিলেন, -রাজন
! আপনি সমুদয়কে জয় করিয়া ইন্দ্র হইবেন ।
আমাদের আপত্তি নাই । দেবপক্ষের এইরূপ
নিমন্ত্রণে রাজা ইন্দ্রের সমক্ষেই সমুদয়
দানবদিগকে বিনাশ করিলেন । পরম শ্রীসম্পন্ন
জিতেন্দ্রিয় রজি রাজা দানবদিগকে এইরূপে
নিহত করিয়া দেবগণের প্রনষ্ট শ্রী উদ্ধার
করিলেন । ৭৫-৮৬ । তখন শতক্রতু সুরগণ সহ
রজি রাজাকে বলিলেন, - আমি আপনার পুত্র ।
এই বলিয়া পুনরায় বলিলেন, -রাজন্ ! আপনি
দেবগণের ইন্দ্র হইলেন, সন্দেহ নাই । হে
শত্রুসূদন ! আমি ইন্দ্র আপনার পুত্ররূপে

স তু শক্রবচঃ শ্রুত্বা বঙ্ধিতস্তেন মায়য়া ।
 তথৈত্যেবাবীদ্রাজা প্রীয়মাণঃ শতক্রতুম্ ॥ ৮৮
 তস্মিংশ্চ দেবসদৃশে দিবং প্রাপ্তে মহীপতৌ ।
 দায়াদ্যমিন্দ্রাদাজহুরাচারং তনয়া রজেঃ ॥ ৮৯
 তানি পুত্রশতান্যস্য তচ্চ স্থানং শচীপতেঃ ।
 সমক্রামন্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৯০
 ততঃকালে বহুতিথে সমতীতে মহাবলঃ ।
 হতরাজ্যোহব্রবীচ্ছক্রে হতভাগো বৃহস্পতিম্
 বদরীফলমাত্রং বৈ পুরোভাশং বিধৎস্ব মে ।
 ব্রহ্মর্ষে যেন তিষ্ঠেয়ং তেজসাপ্যায়িতস্ততঃ ॥ ৯২
 ব্রহ্মন্ কৃশোহয়ং বিমনা হতরাজ্যো হতশনঃ
 হতৌজা দুর্বলো মুঢ়ো রজিপুত্রৈঃ প্রসীদ মে
 বৃহস্পতিরুবাচ ।
 যদ্যেবং চোদিতঃ শক্র ত্বয়া স্যাং পূর্বমেব হি

নাভবিষ্যত্বপ্রিয়ার্থং নাকর্তব্যং মমানধ ॥ ৯৪
 প্রযতিষ্যামি দেবেন্দ্র ত্বদ্ধিতার্থং মহাদ্যুতে ।
 যথা বাগধঃ রাজ্যধঃ অচিরাৎ প্রতিপৎস্যসে ॥
 তথা শক্র গমিষ্যামি মা ভূস্তে বিক্রবং মনঃ ।
 ততঃ কৰ্ম চকারাস্য তেজঃসংবন্ধনং মহৎ ॥ ৯৬
 তেষাঞ্চ বুদ্ধিসন্মোহমকরোদ্বুদ্ধিসত্তমঃ ।
 তে যদা সসুতা মৃঢ়া রাগোন্মত্তা বিধর্মিণঃ ॥ ৯৭
 ব্রহ্মদ্বিষাশ্চ সংবৃত্তা হতবীর্য্যপরাক্রমাঃ ।
 ততো লেভে সুরৈশ্চর্য্যমৈন্দ্রস্থানং ততোত্তমম্
 হত্বা রজিসুতান্ সর্বান্ কামক্রোধপরায়ণান্ ।
 য ইদং পাবনং স্থানং প্রতিষ্ঠানং শতক্রতোঃ
 শৃণুয়ান্না রজের্বাপি ন স দৌরাভ্যামাপুয়াৎ ॥ ৯৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে রজি যুদ্ধং
 নাম দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

বিখ্যাত হইব । দেবমায়ায় বঙ্ধিত হইয়া রজি
 রাজা ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া
 প্রীতচিত্তে অনুমোদন করিলেন । কালক্রমে
 মহীপতি রজি স্বর্গধামে উপগত হইলে তদীয়
 তনয়গণ ইন্দ্রের নিকট হইতে সমস্ত সম্পত্তি
 অপহরণ করিয়া লইলেন । রজির শত পুত্র
 শচীপরিত আশ্রয় স্বর্গলোক বহুপ্রকারে
 আক্রমণ করিয়া বসিলেন । অনন্তর বহুদিন
 অতীত হইলে হতরাজ্য মহাবল ইন্দ্র নিজের
 ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ব্যাকুল হইয়া বৃহস্পতিকে
 বলিলেন, -হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমার জন্য
 বদরীফল প্রমাণ পুরোভাশ কল্পনা করুন । আমি
 তাহা দ্বারাই আপ্যায়িত হইয়া অবস্থান করিব ।
 হে ব্রহ্মন্! আমি কৃশ হইয়াছি; বিমনস্ক হইয়াছি;
 আমার রাজ্য ভোজ্য, সকলই অপহৃত
 হইয়াছে । আমি নিস্তেজা, দুর্বল ও বিমুঢ় হইয়া
 পড়িয়াছি । রজি রাজার পুত্রগণ হইতেই আমার
 এই দুর্দশা ঘটয়াছে । আপনি আমার প্রতি
 প্রসন্ন হউন । বৃহস্পতি বলিলেন, -হে শক্র! তুমি
 যদি পূর্বে আমাকে এরূপ কথা বলিতে, তাহা

হইলে তোমার এরূপ অবস্থা হইত না ।
 তোমার প্রিয় নিমিত্ত আমার অকর্তব্য কিছুই
 নাই । যাহা হউক, হে অনঘ ! দেবেন্দ্র!
 তোমার হিতের জন্য আমি এক্ষণে চেষ্টা
 করিব । তোমার রাজ্য ও যজ্ঞভাগ তুমি
 অচিরেই প্রাপ্ত হইবে । হে শক্র! তোমার মন
 যেন বিক্রব হয় না; আমি চলিলাম । অনন্তর
 বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্দ্ধনকারী মহৎ
 কর্মের অনুষ্ঠান করিলেন । বুদ্ধিমান বৃহস্পতি
 কর্তৃক রজি পুত্রগণের বুদ্ধিমোহ উৎপাদি
 হইল । তাহারা যখন স্থায় পুত্রাদিসহ মৃঢ়,
 বলোন্মত্ত, অধার্মিক ও ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া উঠিল,
 তখন তাহাদের বীর্য্য-বল সকলই নষ্ট হইয়া
 গেল । ইন্দ্র সেই সময়েই সেই সকল
 কামক্রোধপরায়ণ রাজপুত্রদিগকে বিনষ্ট করিয়া
 উত্তম ঐন্দ্র স্থান সুরৈশ্চর্য্য লাভ করিলেন । যে
 ব্যক্তি শতক্রতুর এই পবিত্র প্রতিষ্ঠাবিবরণ বা
 রজি রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে কখনই
 দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । ৮৭-৯৯ ।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

মরুৎসেন কথং কন্যা রাজ্ঞে দত্তা মহাত্মনা ।
কিংবীৰ্য্যাস্ত মহাত্মানো জাতা মরুৎসকন্যায়া ॥ ১

সূত উবাচ ।

আহবন্তং মরুৎসোমমন্নকামঃ প্রজেশ্বরম্ ।
মাসি মাসি মহাতেজাঃ ষষ্ঠি সংবৎসরানুপঃ ॥ ২
তেন তে মরুৎসস্য মরুৎসোমেন তোষিতাঃ ।
অক্ষ্যান্নং দদুঃ প্রীতাঃ সৰ্বকামপরিচ্ছদম্ ॥ ৩
অন্নং তস্য সকৃৎপক্কমহোরাত্রে ন ক্রীয়তে ।
কোটিশো দীয়মানঞ্চ সূর্য্যস্যোদয়নাদপি ॥ ৪
মিত্রজ্যোতিস্ত্ব কন্যায়াং মরুৎসস্য চ ধীমতঃ ।
তস্মাজ্জাতা মহাসত্ত্বা ধৰ্ম্মাজ্জা মোক্ষদর্শনঃ ॥ ৫
সন্ন্যস্য গৃহধৰ্ম্মাণি বৈরাগ্যং সমুপস্থিতাঃ ।
যতিধৰ্ম্মমবাপ্যেহ ব্রহ্মভূয়ায় তে গতাঃ ॥

দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন, -মহাত্মা মরুৎস কি
প্রকারে রাজার করে কন্যা দান করিয়া ছিলেন?
মরুৎসকন্যা হইতে কীদৃশ্য বীৰ্য্যশালী বা কিরূপ
মনসী পুত্র সকল জন্মিয়াছিল? সূত কহিলেন,
-মহাতেজা রাজা অন্নকামনায় ষষ্ঠিবর্ষ যাবৎ
মাসে মাসে মরুৎসোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন
; মরুৎগণ তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া সৰ্বকামসমৃদ্ধ
তক্ষয়্য অন্ন তাঁহাকে দান করিলেন । ঐ অন্ন
একবার মাত্র পক্ক হইলে অহোরাত্র মধ্যে ক্ষয়
প্রাপ্ত হইত না বা সূর্য্যোদয় হইবার পর উহা
কোটি বার প্রদত্ত হইলেও নিঃশেষ হইবার
সম্ভবনা ছিল না । ধীমান্ মরুৎস নরপতির
কন্যার গর্ভে মিত্রজ্যোতি হইতে যে সকল পুত্র
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই
মহাসত্ত্বশালী, ধৰ্ম্মজ্ঞ ও মোক্ষদর্শী ছিলেন ।
সেই পুত্রগণ সমস্ত গৃহধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া
বৈরাগ্য অবলম্বন করেন । অবশেষে তাঁহারা
যতি-ধৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন ।
অনন্তর অনপায় জনগ্রহণ করেন । তাঁহা

অনপায়ন্ততো জাতস্তদা ধৰ্ম্মপ্রতাপবান্ ।
ক্ষত্রধৰ্ম্মন্ততো জাতঃ প্রতিপক্ষো মহাতপাঃ ॥
প্রতিপক্ষসুতশ্চাপি সঞ্জয়ো নাম বিশ্রুতঃ ।
সঞ্জয়স্য জয়ঃ পুত্রো বিজয়ন্তস্য জগিবান্ ॥ ৬
বিজয়স্য জয়ঃ পুত্রস্তস্য হর্য্যদ্বতঃ স্মৃতঃ ।
হর্য্যদ্বতস্ততো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
সহদেবস্য ধৰ্ম্মাত্মা অদীন ইতি বিশ্রুতঃ ।
অদীনস্য জয়ৎসেনস্তস্য পুত্রোহথ সঙ্কৃতিঃ ॥ ১০
সঙ্কৃতেরপি ধৰ্ম্মাত্মা কৃতধৰ্ম্মা মহাযশাঃ ।
ইত্যেতে ক্ষত্রধৰ্ম্মাণো নৃষস্য নিবোধত ॥ ১১
নৃষস্য তু দায়াদাঃ ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ ।
উৎপন্নাঃ পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ ॥
যতির্যযাতিঃ সংযাতির্যযাতিঃ পঞ্চ তু দ্বয়ম্ ।
যতিজ্যেষ্ঠিত্ব তেষাং বৈ যযাতিস্ত্ব ততোহবয়ঃ
কাকুৎস্থকন্যাং গাং নাম লেভে পত্নীং যতিস্তদা
সংযাতির্মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোহুভবনুনিঃ ॥ ১৪

ইহতে প্রতাপবান্ ধৰ্ম্মের উৎপত্তি হয় । ধৰ্ম্ম
হইতে ক্ষত্রধৰ্ম্ম ও তাঁহা হইতে মহাতপা
প্রতিপক্ষ জনগ্রহণ করেন । প্রতিপক্ষের পুত্র
বিশ্ববিশ্রুত সঞ্জয় ; তৎপুত্র জয় ; তৎপুত্র বিজয়
; তৎপুত্র দ্বিতীয় জয় ; তৎপুত্র হর্য্যদ্বত ; তৎপুত্র
প্রতাপবান্ রাজা সহদেব ; তৎপুত্র ধৰ্ম্মাত্মা
বিখ্যাত অদীন ; তৎপুত্র জয়ৎসেন ; তৎপুত্র
সঙ্কৃতি ; তৎপুত্র ধৰ্ম্মাত্মা মহাযশা কৃতধৰ্ম্মা ইহারা
সকলেই ক্ষত্রধৰ্ম্মা ছিলেন । এক্ষণে নৃষবংশের
বিবরণ শ্রবণ করুন । ১-১১ । নৃষের ছয় পুত্র ;
সকলেই ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী । পিতৃকন্যা
বিরজার গর্ভে ঐ সকল মহৌজা পুত্র উৎপন্ন
হয় । তাহাদের নাম যদি, যযাতি, সংযাতি ও
আয়াতি প্রভৃতি । ইহাদিগের মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ
এবং যযাতি তাহার কনিষ্ঠ । যতি গোনাঙ্গী
কাকুৎস্থ নন্দিনীর পাণি গ্রহণ করেন । সংযাতি
মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে
ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন । উল্লিখিত ব্রাহ্মগণ

তেষাং মধ্যে তু পঞ্চানাং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ
 দেবযানীমুশনসঃ সূতাং ভার্য্যামবাপ হ ॥ ১৫
 শর্মিষ্ঠামাসুরীং চৈব তনয়াং বৃষপর্বণঃ ।
 যদুঞ্চ তুর্ব্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ॥ ১৬
 দ্রুহ্যং চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ।
 অজীজনন্যাহাবীৰ্য্যান্ সূতান্ দেবসুতোপমান্
 রথং তস্মৈ দদৌ রুদ্রঃ প্রীতঃ পরমভাস্বরম্ ।
 অসঙ্গং কাঞ্চনং দিব্যমক্ষয়ৌ চ মহেশুধী ॥ ১৮
 যুক্তং মনোজবৈরশ্বৈর্থেন কন্যাং সমুঘহন্ ।
 স তেন রথমুখ্যেন জেগাম চ ততো মহীম্ ॥ ১৯
 যযাতিৰ্যুধি দুর্দ্ধৰ্ষো দেবদানবমানবৈঃ ।
 পৌরবাণাং নৃপাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং সোহভবদ্রথৈঃ
 যাবৎসুদেশপ্রভবঃ কৌরবো জনমেজয়ঃ ।
 কুরোঃ পুত্রস্য রাজত্ব রাজ্যঃ পরিক্ষিতস্য হ ।

জগাম স রথো নাশং শাপাদর্গ্যস্য ধীমতঃ
 গার্গস্য হি সূতং বালঃ স রাজা জনমেজয়ঃ ।
 দুর্দ্ধকর্হিংসয়ামাস লোহগন্ধং নরাধিপম্ ॥ ২২
 স লোহগন্ধো রাজর্ষিঃ পরিধাবনিতন্ততঃ ।
 পৌরজনপদৈস্ত্যক্তৌ ন লেভে শর্ম কর্হিচিং
 ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎ সংবিদং ক্ৰচিং ।
 শশাপ হেতুকমৃষিং শরণ্যং ব্যধিতস্তদা ॥ ২৪
 ইন্দ্রেতো নাম বিখ্যাতো যোহসৌ মুনি
 রুদারধীঃ ।
 যাজয়ামাস চেন্দ্রোতঃ শৌনকো জনমেজয়ম্ ।
 অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৫
 স লোহগন্ধো ব্যনশস্তস্যাবসথমেত্য হ ।
 স চ দিব্যো রথস্তস্মাদ্বসোশ্চেদিপতেস্তথা ॥ ২৬
 ততঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তস্মাদবৃহদ্রথঃ ।

মধ্যে যযাতি পৃথিবীর অধিপতি হন। তিনি
 উশনার সূতা দেবযানীর পাণি গ্রহণ করেন।
 বৃষপর্ব-নন্দিনী শর্মিষ্ঠাও তাঁহার প্রণয়িনী
 হইয়াছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যযাতি হইতে
 যদু ও তুর্ব্বসুর জন্ম হয়। বৃষপর্বদুহিতা
 শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু জন্মগ্রহণ
 করেন। যযাতি এই সকল দেবকুমারনিভ
 মহাবীৰ্য্য পুত্রগণের জন্মদাতা। রুদ্র প্রীত হইয়া
 যযাতিকে এক কাঞ্চনময় অপ্রতিহতগতি
 পরমভাস্বর দিব্য রথ ও অক্ষয় মহেশুধি দান
 করিয়াছিলেন। ঐ রুদ্রপ্রদত্ত রথ মনোবেগী
 অশ্বসমূহ দ্বারা পরিচালিত হইত। যযাতি সেই
 রথে আরোহণ করিয়াই শুক্র-নন্দীণীর
 পাণিপীড়ন করেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ রথের
 সাহায্যেই এই মহীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন।
 যুদ্ধে যযাতি দেব, দানব ও মানবদিগের দুর্দ্ধর্ষ
 ছিলেন। তাঁহার সেই রথ পুরুবংশীয় প্রায় সমস্ত
 রাজাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, কৌরবদিগের
 ঐ রথ বিশিষ্ট দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল।
 কুরুবংশধর পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয়ের
 রাজত্বকালের কিয়দিন পর্য্যন্ত ঐ রথ

পুরুবংশীয়গণের আয়ত্ত ছিল। অনন্তর ধীমান্
 গার্গ্যের শাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়। রাজা
 জনমেজয় দুর্দ্ধকি বশতঃ গার্গ্যপুত্রকে হিংসা
 করেন। তাহাতে গার্গ্যের শাপে তাঁহাকে
 লোহগন্ধ বিশিষ্ট হইতে হয়। রাজর্ষি জনমেজয়
 তখন লোহগন্ধযুক্ত দেহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি
 করিতে লাগিলেন। পৌরজন ও জনপদবাসীরা
 তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি কুত্রাপি শান্তি
 লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দুঃখ সন্তপ্ত
 চিন্তে কোথাও স্বস্তি লাভ না করিয়া জনমেজয়
 দুঃখের সহিত তাঁহার সেই দুর্দ্ধশার হেতুভূত
 ঋষিকে অভিসম্পাত করিলেন। ইন্দ্রোত নামে
 শুনকবংশীয় জনৈক উদারবুদ্ধি বিখ্যাত মুনি
 ছিলেন। তিনি তখন জনমেজয়ের পবিত্রতার
 জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ১২-
 ২৫। জনমেজয় তাঁহার আশ্রমে গিয়া লোহগন্ধ
 হইতে নির্মুক্ত হন। পূর্ব্বোক্ত সেই দিব্য রথ
 কুরুবংশীয়দিগের হস্ত হইতে ক্রমে চেদিপতি
 বসুর অধিকৃত হয়। অনন্তর উহা ইন্দ্রের আয়ত্ত
 হইলে তিনি তুষ্ট হইয়া বৃহদ্রথকে দান করেন।
 বৃহদ্রথ হইতে ঐ রথ জরাসন্ধের অধিকারে

ততো হত্বা জরাসন্ধং ভীমন্তং রথমুত্তমম্ ।
প্রদদৌ বাসুদেবায় প্রীত্যা কৌরবনন্দনঃ ॥২৭॥
স জরাং প্রাপ্য রাজর্ষিষ্যাতির্নহ্ষাঅজঃ ।
পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠং চ যদুমিত্যব্রবীদ্বচঃ ॥
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যন্তঃ ।
কাব্যস্যোশনসঃ শাপানু চ তৃণোহস্মি যৌবনে
তুং যদো প্রতিপাদ্যস্ব পাপানং জরয়া সহ ।
জরাং যে প্রতিগৃহীষ্য তং যদুঃ প্রতুবাচ হ ॥৩০॥
অনির্দিষ্ট ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতা ।
সা চ ব্যায়ামসাধ্যা বৈ ন গ্রহীষ্যামি তে জরাম
জরয়া বহবো দোষা যানভোজনকারিণঃ ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসহে ॥৩২॥
সিতশুশ্রুধরো দীনো জরয়া শিথিলীকৃতঃ ।
বলীসন্ততগাত্রশ্চ দুর্দর্শো দুর্বলাকৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥
অশক্তঃ কার্য্যকরণে পরিভূতস্ত যৌবনে ।

মহোপতীতিজিটৈব তাং জরাং নাভিকাময়ে
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মন্তঃ প্রিয়তরা নৃপ ।
প্রতিগৃহ্ণন্ত ধর্মজ্ঞ পুত্রমন্যং বৃণীষ বৈ ॥ ৩৫ ॥
স এব মুক্তো যদুনা তীব্রকোপসমন্বিতঃ ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো জ্যেষ্ঠং তং গর্হয়নসুতম্
আশ্রমঃ কচ্চ বান্যোহস্তি কো বা ধর্মবিধিস্তব
মামনাদৃত্য দুর্বুদ্ধে যদাথ নবদেশিক ॥ ৩৭ ॥
এবমুক্তা যদুং রাজা শশাপৈনং স মনুমান্ ।
যন্তুং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ॥
তস্মান্ন রাজ্যভাঙমূঢ় প্রজা তে বৈ ভবিষ্যতি
তুর্ক্বসো প্রতিপদ্যস্ব পাপ মানং জরয়া সহ ॥৩৯॥
যৌবনে চরেয়ং বৈ বিয়মাস্তব পুত্রক ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তে প্রতিদাস্যামি যৌবনম্ ।
স্বং চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপমানং জরয়া সহ ॥

আইসে । ভীমসেন জরাসন্ধের হত্যাসাধন
করিয়া সেই উত্তম রথ প্রীতিপূর্ব্বক বাসুদেবকে
অর্পন করেন । নহ্ষ-নন্দন রাজর্ষি যযাতি স্বীয়
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন, -হে তাত!
গুত্রাচার্য্যের শাপে জরা ও বলীপলিতাদি
আমায় আক্রমণ করিয়াছে, আমি
যৌবনভোগে তৃপ্ত হইতে পারি নাই, হে যদো!
তুমি আমার জরা সহ পাপ গ্রহণ কর । যদু
প্রশ্নভরে বলিল- আমি অনির্দিষ্ট কালের জন্য
ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেই
ভিক্ষাসংগ্রহ ব্যায়ামসাধ্য, সুতরাং আমি জরা
গ্রহণ করিতে পারিব না । বিশেষতঃ
যানভোজনাদিব্যাপারে জরায় বহু দোষ
বিদ্যমান । সুতরাং হে রাজন্ ! আমি আপনার
জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না । জরাবশে
শ্বেত শূশ্রু ধারণ করিতে হয়, দীনভাবে
শিথিলদেহে বলি বলিত গাত্রে কাল কাটাইতে
হয় । উহাতে আকৃতি অতি দুর্বল করিয়া ফেলে
এবং দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ হয় । জরার জন্য
কার্য্যক্ষমতা কিছুই থাকেনা, যৌবনেও

মহাভয়া পরিভূত হইতে হয় ; সুতরাং জরা
আমার অভিপ্রেত নহে । আমি ভিন্ন আপনার
আরও অনেক প্রিয়তম পুত্র আছে, হে ধর্মজ্ঞ ।
তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আপনি জরা লইতে
অনুরোধ করুন । তাহারাই আপনার জরা গ্রহণ
করুক । ২৬-৩৫ । যদু এই কথা कहিলে যযাতি
অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে
তিরস্কার করিয়া कहিলেন, -অরে দুর্বুদ্ধে! অরে
নববিধি প্রদর্শক! আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া
তোমার আবার আশ্রমই বা কি আছে ? এবং
ধর্মবিধিই বা কি হইতে পারে ? এই বলিয়া
রাজা ক্রোধের সহিত যদুকে অভিশাপ দিলেন;
-বলিলেন, -তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও
যেহেতু নিজের বয়স প্রদান করিলে না, এইজন্য
তোমার রাজ্যাধিকার রহিত হইল । তোমার
বংশধরেরাও রাজ্যভাগী হইবে না । অনন্তর
যযাতি তুর্ক্বসুকে বলিলেন, -তুর্ক্বশো ! তুমি
আমার জরা লও ; আমি তোমার যৌবন লইয়
বিষয়ভোগ করিব, পরে যখন সহস্র বর্ষ পূর্ণ
হইবে তখন তোমার যৌবন তোমায় ফিরাইয়া
দিব । আমার পাপ আমি জরার সহিত পুনরায়

তুর্কসুরুবাচ ।

ন কাময়ে জরাং তাত কামভোগপ্রণাশিনীম্ ।
জরায়্য বহবো দোষাঃ পানভোজ্ঞানকারিণঃ ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসাহে ॥

যযাতিরুবাচ ।

যন্তুং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্কসো তব যাস্যতি ॥
অসঙ্কীর্ণা চ ধর্ম্মেণ প্রতিলোমবরেষু চ ।
পিণ্ডিতাশিশু চান্যেসু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি ॥৪৩
গুরুদারপ্রসঙ্গেষু তির্য্যগ্যোনিগতেষু বা ।
পশুধর্ম্মেসু শ্লেচ্ছেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪

সূত উবাচ ।

এবং তু তুর্কসুং শঙ্কা যযাতিঃ সূতমাত্মনঃ ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সূতং দ্রুহ্যমিদং বচনব্রবীৎ ॥ ৪৫
দ্রুহ্য ত্বং প্রতিপদ্যস্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্ ।
জরাং বর্ষসহস্রং বৈ যৌবনং স্বং দদম্ব মে ॥ ৪৬
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তে প্রতিদাস্যামি যৌবনম্ ।

গ্রহণ করিব । তুর্কসু কহিল, -হে তাত ! আমি কামভোগনাশিনী জরা গ্রহণে ইচ্ছা করি না, বিশেষতঃ পান ভোজনাদি ব্যাপারে ঐ জরার জন্য বহু দোষ বিদ্যমান । সুতরাং রাজন্ ! আমি আপনার জরা গ্রহণে সমুৎসুক নহি । যযাতি কহিলেন, - তুমি হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন নিজের বয়স প্রদান করিলে না, এজন্য হে তুর্কসো ! তোমার প্রজার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী । আর ওরে মূঢ় ! যাহারা পিণ্ডিতাশী, গুরুদাররত, তির্য্যগ্যোনিগত, পশুধর্ম্মী, প্রতিলোম জাত, কিম্বা শ্লেচ্ছজাতি, তাহাদের মধ্যেই তুমি রাজা হইবে সংশয় নাই । সূত বলিলেন, - রাজা যযাতি এইরূপে স্বীয় পুত্র তুর্কসুকে অভিশপ্ত করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা নন্দন দ্রুহ্যকে এই কথা কহিলেন যে, হে দ্রুহ্য ! সহস্র বর্ষ কাল তুমি আমার এই বর্ণরূপনাশিনী জরাকে গ্রহণ কর-করিয়া নিজের যৌবন আমায় দাও । সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, আমি

স্বং চাদাস্যামি ভূয়োহহং পাপ্মানং জরয়া সহ
দ্রুহ্য উবাচ ।

ন গজং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙেক্ত ন চ
স্ত্রিয়ম্ ।

ন সঙ্গচ্চাস্য ভবতি ন জরাং তেন কাময়ে ॥৪৮
যযাতিরুবাচ ।

যন্তুং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাদ্দ্রুহ্য প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যাতে
ক্কচ্চিৎ ॥৪৯

নৌপবোত্তরসংস্কারন্তত্র নিত্যং ভবিষ্যতি ।
অরাজদ্রাজবংশন্তুং তত্র নিত্যং ভবিষ্যসি ॥৫০
অনো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ ।
এবং বর্ষসহস্রং চরেয়ং যৌবনেন তে ॥৫১

অনুরুবাচ ।

জীর্ণঃ শিশুরহং তাত জরয়া হ্যন্তচিঃ সদা ।
ন ভজামি মহারাজ তাং জরাং নাভিকাময়ে ॥

তোমার যৌবন তোমায় আবার ফিরাইয়া দিব এবং আমার জরাসহকত পাপ আমি আবার গ্রহণ করিব । দ্রুহ্য কহিল, -জরাক্রান্ত ব্যক্তি গজ, অশ্ব, রথ বা রমণী কিছুই উপভোগ করিতে পারে না । তাহার পক্ষে সঙ্গলাভও সুদূর্লভ । সুতরাং আমি জরা কামনা করি না । যযাতি কহিলেন, -হে দ্রুহ্য ! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও যখন নিজের বয়স আমায় প্রদান করিলে না, এজন্য তোমার কোন প্রিয় কামনাই কদাচ সম্পন্ন হইবে না । যে দেশে নিয়ত নৌকা এবং ভেলার সাহায্যে যাতায়াত করিতে হয়, এরূপ দেশে অরাজবংশে নিয়ত তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে । এই বলিয়া যযাতি পরে অনুকে বলিলেন, -হে অনো ! তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর ; আমি তোমার যৌবন গ্রহণ করিয়া বর্ষ সহস্র কাল যাবৎ যৌবন সুখ অনুভব করিব । ৩৬-৫১ । অনু বলিল, - হে তাত ! আমি শিশু ; আপনার জরা গ্রহণ করিয়া জীর্ণ ও অশুচি হইয়া যাইব । এজন্য হে

যাযাতিৰূবাচ ।

যন্তুং হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
জরাদোষত্বয়োক্তোহয়ং তস্মাস্তে প্রতিপৎস্যাতে
প্রজা চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনশিষ্যত্যতন্তব ।
অগ্নিপ্রক্ষন্দনপরন্তুং চাপ্যেব ভবিষ্যসি ॥৫৪॥
পুরো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপমানং জরয়া সহ ।
জরাবলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্যাণ্ডঃ ॥৫৫॥
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃণ্তোহস্মি যৌবনে
কক্ষিৎকালং চরেয়ং বৈ বিষয়ান্ বয়সা তব ॥৫৬॥
পূৰ্ণে বৰ্ষসহস্ৰে তে প্রতিদাস্যামি যৌবনম্ ।
স্বং চৈব প্রতিপৎস্যামি পাপমানং জরয়া সহ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যাচ পুত্রঃ পিতরমঞ্জসা ।
যথানুমন্যসে তাত করিষ্যামি তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥
প্রতিপৎস্যামি তে রাজন্ পাপমানং জরয়া সহ

মহারাজ আমি আপনার জরা কামনা করি না ।
অনন্তর যযাতি বলিলেন- হে অনো ! যেহেতু
তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও স্বীয় বয়স
প্রদান করিলে না । অতএব তোমার বর্ণিত
জরাদোষ তোমাতেই সংক্রামিত হইবে ।
তোমার প্রজাগণও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াই
অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তুমিও অগ্নিদগ্ধ
হইবে । এই বলিয়া যযাতি পুরুকে বলিলেন,
- হে পুরো ! তুমি আমার জরা গ্রহণ কর । হে
তাত ! শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা ও
বলীপলিতাদি আমায় আক্রমণ করিয়াছে ।
আমি এখনও যৌবনভোগে তৃপ্ত হই নাই ;
আমার ইচ্ছা, তোমার বয়স লইয়া আমি
কিছুকাল বিষয় সুখ অনুভব করি । যখন সহস্র
বর্ষ পূর্ণ হইবে, তখন তোমার যৌবন তোমায়
ফিরাইয়া দিব । আমার পাপ আমি আবার
গ্রহণ করিব । সূত কহিলেন, - পিতা এই কথা
কহিলে পুত্র পিতাকে বলিলেন, -তাত! আপনি
যেমন অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব ।
হে রাজন্! আপনার জরাসহকৃত পাপ আমি

গৃহাণ যৌবনং মস্তচর কামান্যমেলিতান্ ॥৫৯॥
জরয়াহং প্রতিচ্ছনো বয়োৰূপধরন্তব ।

যৌবনং ভবতে দত্ত্বা চরিষ্যামি যথার্থবৎ ॥ ৬০ ॥
যযাতিৰূবাচ ।

পুরো প্রীতোহস্মি ভদ্রং তে প্রীতশ্চেদং

দদামি তে ।

সৰ্বকামসমৃদ্ধা তে প্রজা রাজ্যে ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥
সূত উবাচ ।

পুরোরনুমতো রাজা যযাতিঃ স্বাং জরাং ততঃ
সঙক্রাময়ামাস তদা প্রসাদান্তার্গবস্য তু ॥ ৬২ ॥
যৌবনেনাথ বয়সা যযাতির্নহ্বাংজঃ ।
প্রীতিযুক্তো নরশ্রেষ্ঠচচার বিষয়ান্ স্বকান্ ॥ ৬৩ ॥
যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালং যথাসুখম্ ।
ধৰ্ম্মাবিরোধাদ্রাজেন্দ্রো যথার্থীতি স এব হি ॥ ৬৪ ॥
দেবানতর্পয়দ্যজৈঃ পিতৃন শ্রা কৈন্তথৈব চ ।
দীনাংশ্চানুগ্রহৈরিষ্টৈঃ কামৈশ্চ দ্বিজসন্তমান্ ॥
আতথীন্নাপনৈশ্চ বৈশ্যাংশ্চ পরিপালনৈঃ ।

লইতেছি, আপনি আমার যৌবন লইয়া যথেষ্ট
কাম সকল উপভোগ করুন । আমি জরাচ্ছন্ন
হইয়া ভবদীয় বয়স ও রূপ ধারণপূর্বক
আপনাকে যৌবন দানাভোগে যথাযোগ্য আরচন
করিব । যযাতি কহিলেন, -হে পুরো! আমি প্রীত
হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক । আমি প্রীতভাবে
তোমাকে এইরূপ বর প্রদান করিতেছি যে
তোমার রাজ্যে প্রজাগণ সৰ্বকাম সমৃদ্ধ হইবে ।
৫২-৬১ । সূত কহিলেন, -ভার্গবের অনুগ্রহে
পুরুর অভিপ্রায় মত রাজা যযাতি স্বীয় জরা
তৎপ্রতি সংক্রামিত করিলেন । তখন নহ্ষনন্দন
নরশ্রেষ্ঠ যযাতি প্রীতযুক্ত হইয়া যৌবন বয়সে
কাম, উৎসাহ ও কালানুরূপ ধর্ম্মেয় অবিরোধে
নিজযোগ্য বিষয় সকল যথা সুখে ভোগ করিতে
লাগিলেন । তিনি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ
করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে, অনুগ্রহ বিতরণে দীন
জনগণকে, ইষ্টকাম প্রদানে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে অনু
পান ও সম্যক পালন দ্বারা বৈশ্যবর্গকে, এবং

আনুশংস্যেন শূদ্রাংশ্চ দস্যুন্ সন্নিহহেণ চ ৷৬৬
 ধর্ম্মেণ চ প্রজাঃ সৰ্ব্বা যথাবদনুরঞ্জয়ন্ ।
 যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ৷৬৭
 স রাজা সিংহবিক্রান্তো যুবা বিষয়গোচরঃ ।
 অবিরোধেন ধর্ম্মস্য চচার সুখমুত্তমম্ ৷ ৬৮
 স মার্গমাণঃ কামানামন্তদোষনিদর্শনাৎ ।
 বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে বৈভ্রাজে নন্দনে বনে
 অপশ্যৎ স যদা তাং বৈ বন্ধমানাং নৃপস্তদা ।
 গত্বা পুরোঃ সকাশং বৈ স্বং জরাং প্রত্যপদ্যত
 স সম্ভ্রাপ্য তু তান্ কামাংস্তুঃ খিন্নশ্চ পার্শ্বিঃ
 কালং বর্ষসহস্রং বৈ সম্মার মনুজাধিপঃ ৷ ৭১
 পরিসংখ্যায় কালঞ্চ কলাকাষ্ঠান্তথৈব চ ।
 পূর্ণং মত্বা ততঃ কালং পুরুং পুত্রমুবাচ হ ৷৭২
 যথাসুখং যথোৎসাহং যথাকালমরিন্দম ।
 সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনে ময়া তব ৷৭৩
 পুরো প্রীতোহস্মি ভদ্রং তে গৃহাণ ত্বং

স্বযৌবনম্

সদয় ব্যবহারে শূদ্রদিগকে, সম্ভট করিয়া
 দস্যুদল দমনপূর্বক দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায়
 ধর্ম্মানুসারে সমুদায় প্রজাকে যথাযোগ্য পালন
 করিতে লাগিলেন । সেই সিংহবিক্রান্ত যুবা রাজা
 ধর্ম্মের অবিরোধে উত্তম বিষয়সুখ সকল ভোগ
 করিতেন । তিনি বিষয়-ভোগের অনুসরণে লিপ্ত
 থাকিয়া নন্দনে ও বিভ্রাজবনে বিশ্বাচীর সহিত
 রমণ করিলেন; কিন্তু ভোগের পরিণাম দোষাবহ
 বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন । রাজা যখন
 দেখিলেন,-ভোগাশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে
 লাগিল, তখন তিনি পুরুর সকাশে গমন করিয়া
 স্বীয় জরা পুনরায় গ্রহণ করিলেন । সেই পার্শ্বি
 সমুদায় কাম উপভোগ করিয়া তৃপ্ত এবং খিন্ন
 হইলেন । সহস্র বর্ষ ভোগ কালের কথা তাঁহার
 মনে হইল । তিনি কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত প্রভৃতির
 গণনায় কাল পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া পুত্র পুরুকে
 কহিলেন-হে অরিন্দম ! আমি তোমার যৌবন
 লইয়া কাল ও উৎসাহানুরূপ বিষয় সকল ভোগ

রাজ্যঞ্চ ত্বং গৃহাণেদং ত্বং হি মে প্রিয়কৃৎসুতঃ
 প্রতিপেদে জরাং রাজা যযাতির্নহ্ষাশ্রজঃ ।
 যৌবনং প্রতিপেদে চ পুরুঃ স্বং পুনরাশ্রয়ঃ ৷
 অভিষেকুকামঞ্চ নৃপং পুরুং পুত্রং কনীয়সম্ ।
 ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্ ৷ ৭৬
 কথং শুক্রস্য নস্তারং দেবযান্যাঃ সূতং প্রবো
 শ্রেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য পুরৌ রাজ্যং প্রদাস্যসি ৷
 যদুর্জ্যেষ্ঠস্তব সূতো জাতস্তমনু তুর্ব্বসুঃ ।
 শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সূতো দ্রহ্যস্ততোহনুঃ পুরুরেব চ
 কথং জ্যেষ্ঠানতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমহতি ।
 ধর্ম্মতো বোধয়ামি ত্বাং ধর্ম্মং সমনুপালয় ৷ ৭৯

যযাতিরুবাচ ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্ব্বে শৃণুস্ব মে বচঃ ।
 জ্যেষ্ঠং প্রতি যথা রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন
 মাতাপিত্রোর্বচনকৃদ্ধিতপুত্রঃ প্রশস্যতে ।

করিয়াছি । হে পুত্র পুরো । তোমার প্রতি আমি
 প্রীত হইয়াছি তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি স্বীয়
 যৌবন এবং এই রাজ্য গ্রহণ কর । একমাত্র
 তুমিই আমার প্রিয় পুত্র । এই বলিয়া যযাতি
 স্বীয় জরা গ্রহণ করিলেন । পুরু পুনরায় স্বীয়
 যৌবন প্রাপ্ত হইলেন । তখন যযাতি রাজা
 কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে
 উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণগণ বলিলেন-
 হে প্রভো! শুক্রচার্য্যের দৌহিত্র দেবযানীর
 গর্ভোৎপন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া
 পুরুকে রাজ্য দান করিতেছেন কেন? যদু
 হইলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ; তাহার কনিষ্ঠ তুর্ব্বসু;
 তৎকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠা-নন্দন দ্রহ্য তৎপশ্চাৎ অনু,
 তার পর পুরু, সুতরাং জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম
 করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যাধিকারী হইবে?
 আপনাকে আমরা ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিতেছি,
 আপনি ধর্ম্ম পালন করুন । ৬২-৭৯ । যযাতি
 কহিলেন- হে ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ ! আপনারা
 শ্রবণ করুন-জ্যেষ্ঠকে আমি কদাচই রাজ্যদান

মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিয়োগো নানুপালিতঃ ॥
প্রতিকুলঃ পিতুৰ্যশ্চ ন স পুত্রঃ সত্যং মতঃ ।
স পুত্রঃ পুত্রবদ্যশ্চ বৰ্ত্ততে পিতৃমাতৃষু ॥ ৮২
যদুনাহমবজ্ঞাতস্তথা তুৰ্ব্বসুনাপি চ ।
দ্রুহ্যেণ চানুনা চৈবমপ্যবজ্ঞা কৃতা ভূশম্ ॥ ৮৩
পুরুষা তু কৃতং বাক্যং মানিতশ্চ বিশেষতঃ ।
কনীয়ান্যম দায়াদো জরা যেন ধৃতা মম ।
সৰ্বকামঃ সৰ্বকৃতঃ পুরুষা পুত্রকারিণা ॥ ৮৪
শত্ৰুণ চ বরো দন্তঃ কাব্যেনোশসা স্বয়ম্ ।
পুত্রো যন্তানুবৰ্ত্তেত স রাজা তে মহামতে ॥ ৮৫
ভবতোহনুমতোহপ্যেবং পুরু রাজ্যে-

হবিষিচ্যতাম্

যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোহীতঃ সদা ।
সৰ্বমহীতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ ॥ ৮৬
অৰ্হঃ পুরুরিদং রাজ্যং যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়কৃত্বব ।

করিব না । যে পুত্র পিতা মাতার বাক্য পালন করে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ পুত্র বলা যায় । কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার আজ্ঞা পালন করে নাই । যে পুত্র পিতার প্রতিকুল, পণ্ডিতগণের মতে সে পুত্রপদের অযোগ্য । পিতা মাতার অনুবর্ত্তী পুত্রই যথার্থ পুত্র ! যদু কর্তৃক আমি অবজ্ঞাত হইয়াছি ; তৰ্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনুও আমাকে বারবার সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়াছে । একমাত্র পুরুই কেবল আমার বাক্য রক্ষা করিয়া আমায় বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছে । পুরু আমার কনিষ্ঠ সন্তান ; সে-ই আমার জরা গ্রহণ করিয়াছিল । তাহা হইতেই পুত্রের কর্তব্য পালিত হইয়াছে । সে আমার সৰ্ব কামনা পূরণ করিয়াছে । পূৰ্বে ইন্দ্র এবং ভগবান্ উশনা আমায় বর দিয়াছিলেন যে যে পুত্র তোমার অনুবর্ত্তন করিবে, সে-ই রাজা হইবে । এক্ষণে আপনারও অনুমতি করুন, পুরু রাজ্যে অভিষিক্ত হউন । যে পুত্র গুণবান্ এবং পিতামাতার হিতৈষী, সে কনিষ্ঠ হইলেও সকল কল্যাণলাভের যোগ্য । পৌর এবং জানপদগণ তখন যযাতিকে বলিলেন, আপনার প্রিয়কর্ত্তা

বরদানেন শুক্রস্য ন শক্যং বন্ধুমুত্তরম্ । ৮৭
পৌরজানপদৈস্তষ্টৈরিত্যুক্তো নাহবস্তদা ।
অভিষিচ্য ততঃ পুরং স্বরাজ্যে সুতমাশ্বনঃ ॥
দিশি দক্ষিণপূৰ্বস্যং তুৰ্ব্বসুং তু ন্যবেশয়ৎ ।
দক্ষিণাপরতো রাজা যদুং শ্রেষ্ঠং ন্যবেশয়ৎ ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাক্ষঃ দ্রুহ্যং চানুং চ তাবুভৌ ।
সগুদীপাং যযাতিস্ত জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্ ।
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজ্য পুত্রেভ্যো নাহবস্তদা ॥
তৈরিয়ং পৃথিবী সৰ্বা সগুদীপা সপত্তনা ।
যথাপ্রদেশং ধৰ্ম্মজৈর্ধৰ্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ॥
এবং বিভজ্য পৃথিবীং পুত্রেভ্যো নাহবস্তদা ।
পুত্রসংক্রামিতশ্ৰীস্ত শ্রীতিমানভবনুপঃ ॥ ৯২
ধনুৰ্যস্য পৃথংকাংচ রজ্যজৈবেব সুতেষু তু ।
শ্রীতিমানভবদ্রাজা ভারমাবেশ্য বন্ধুষু ॥ ৯৩
অত্র গাথা মহারাজা পুরা গীতা যযাতিনা ।

পুত্র পুরুই রাজ্যাধিকারী; বিশেষতঃ শুক্রাচার্য্য যখন বরদান করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের আর কোনও বক্তব্য নাই । পৌর বা জানপদগণ পরিতুষ্ট হইয়া এই কথা কহিলে রাজা যযাতি পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিলেন । এইরূপে যযাতি পূৰ্বে সগুদীপা পৃথিবী জয় করিয়া পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তিনি দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণপূৰ্ব দিকে জ্যেষ্ঠ যদুকে ও তৰ্ব্বসুকে এবং পশ্চিমোত্তর ভাগে দ্রুহ্য ও অনুকে সন্নিবেশিত করেন । সেই সকল যযাতি পুত্র দ্বারাই এই দ্বীপ পশ্চিমশালিনী সমগ্র মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । তাঁহারা ধৰ্ম্মজ্ঞ রাজা ; তাঁহাদের স্ব-স্ব নির্দিষ্ট প্রদেশ তাঁহারা ধৰ্ম্মানুসারে পালন করেন । ৮০-৯১ । নহ্ষনন্দন এইভাবে পুত্রদিগকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়া পুত্রে রাজলক্ষ্মী সংক্রামিত করত শ্রীতিমান্ হইয়াছিলেন । তাঁহার ধনু, বাণ, ও রাজ্য সমস্ত ই সুত ও বন্ধুগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন । কুৰ্ম্মকৃত অঙ্গসমূহের সঙ্কোচের ন্যায় যিনি সমুদায় কাম প্রত্যাশ্রুত করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ যযাতি

যোহভিপ্ৰত্যাহরন কামান্ কুর্মোহঙ্গানীব

সর্বশঃ ॥ ৯৪

ন জাতু কামঃ কামানামুপবোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্জ্যেব ভূয় এবাভিবর্জ্যতে ॥ ৯৫
যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
নালমেকস্য তৎসর্বমিতি পশ্যান্ন মুহ্যতি ॥ ৯৬
যদা তু কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষু পাবকম্ ।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৯৭
যদা পরান্ন বিভেতি যদা তুস্মান্ন বিভ্যতি ।
যদা নেচ্ছতি ন ষেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্থা ন জীর্য়তি জীর্য়তঃ
দোষঃ প্রাণান্তিকো রাগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ

সুখম্ ॥

জীর্য়ন্তি জীর্য়তঃ কেশা দন্তা জীর্য়ন্তি জীর্য়তঃ
জীবিতাশা ধনাশা চ জীর্য়তোহপি ন জীর্য়তি

এ সম্বন্ধে পুরাকালে এইরূপ এক গাথা গান করেন যে, কাম সমূহের উপভোগ দ্বারা কামের শান্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত দ্বারা অনলের ন্যায় উহা পুনরায় বর্জিতই হইয়া থাকে। এ পৃথিবীতে যত কিছু ব্রীহি, যব, পশু, কামিনী কিম্বা, কাঞ্চন আছে, একজনেরও তাহা পর্যাপ্ত নহে। যখন কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা সর্বভূতে সমভাব স্থাপন করা যায়, তখনই ব্রহ্মসারূপ লাভ হইয়া থাকে। যখন অন্য হইতে ভীত হইতে হয় না, বা অন্যে ভয়ের কারণ না হইতে হয়, এবং যখন রাগ, ঘেব, ইচ্ছা কিছুই থাকে না, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। দুর্মতিগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, নিজে জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না; এবং যে অনুরক্তি প্রাণান্তকর দোষস্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। জীর্ণ ব্যক্তির কেশ সকল জীর্ণ হয়, দন্ত সকল জীর্ণ হয়, কিম্বা বাঁচিবার আশা ও ধনাশা, এ দুইটি কিছুতেই জীর্ণ হয় না। জগতে যে কিছু কামসুখ বা যে কিছু দিব্য মহৎ সুখ আছে, তাহা একমাত্র তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের ষোড়শী কলারও

যচ্চ কামসুখং লোকেযচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্ ।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতৎকলাং নারীতি ষোড়শীম্ ॥
এবমুক্তা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রস্থিতো বনম্ ।
ভৃগুতুঙ্গে তপস্তপ্ত্বা তত্রৈব চ মহাযশাঃ ।
পালয়িত্বা ব্রতশতং তত্রৈব স্বর্গমাপুয়াৎ ॥ ১০২
তস্য বংশান্ত্র পঞ্চোত্তে পুণ্যা দেববিসংকৃতাঃ
যৈর্ব্যাগ্তা পৃথিবী কৃৎস্না সূর্য্যাস্যেব গভস্তিভিঃ
ধন্যঃ প্রজাবানামুস্মান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ ।
যযাতেশ্চরিতং সর্বং পঠন্ শৃণ্বন্ দ্বিজোত্তমঃ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে
যযাতিপ্রসবকীর্ত্তনং নাম ত্রিনবতিতমো-

হধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

যদোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্যোত্তমতেজসঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ গদতো মে নিবোধত ॥ ১

যোগ্য নহে। অর্থাৎ সর্বসুখাপেক্ষা তৃষ্ণারাহিত্যই পরম সুখ। এই বলিয়া সেই রাজর্ষি যযাতি সস্ত্রীক বণ গমণ করেন এবং ভৃগুতুঙ্গে তপস্যা করিয়া শত শত ব্রত পালনপূর্ব্বক সেইখানেই স্বর্গ লাভ করেন। তাঁহার এই পবিত্র পঞ্চবংশ দেবর্ষিগণ কর্তৃক সংকৃত। সূর্য্যের রশ্মিসমূহের ন্যায় সেই বংশীয়গণ দ্বারাই এই কৃৎস্না পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই সমস্ত যযাতিচরিত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি ধন্য, প্রজাবান্, আয়ুস্মান্ ও কীর্ত্তিমান হইয়া থাকেন। ৯২-১০৪।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৩ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন- আমি বিস্তৃত ও আনুপূর্ব্বী
ক্রমে উত্তমতেজা জ্যেষ্ঠ যদুর বংশ বিবরণ

যদোঃ পুত্রা বভূবুর্হি পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ।
 সহস্রজিৎশ্রেষ্ঠঃ কোঠুনীলো জিতো লঘুঃ ॥২
 সহস্রজিৎসুতঃ শ্রীমান্ শতজিন্লাম পার্শ্বিঃ ।
 শতজিৎসুতা বিখ্যাতাশ্রয়ঃ পরমধার্মিকঃ ॥৩
 হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহরশ্চ যঃ ।
 হৈহয়স্য তু দায়াদো ধর্মতত্ত্ব ইতি শ্রুতিঃ ॥৪
 ধর্মতত্ত্বস্য কীর্তিঃ সংজ্ঞেয়স্তস্য চান্বজঃ ।
 সংজ্ঞেয়স্য তু দায়াদো মহিমান্নাম পার্শ্বিঃ ।
 আসীন্মহিম্যতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্য প্রাতাপবান্
 বারণস্যধিপো রাজা কথিতঃ পূর্ব এব হি ॥৬
 ভদ্রশ্রেণ্যস্য দায়াদো দুর্মদো নাম পার্শ্বিঃ ।
 দুর্মদস্য ততো ধীমান্ কনকো নাম বিশ্রুতঃ ॥৭
 কনকস্য তু দায়াদাচ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ।
 কৃতবীর্য্যঃ কার্শ্ববীর্য্যঃ কৃতবর্মা তথৈব চ ॥৮
 কৃতজাতশ্চতুর্থেহভুৎ কৃতবীর্য্যাস্ততোজ্জুনঃ ।
 জজ্ঞে বাহুসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ ॥৯
 স হি বর্ষায়ুতং তৃপ্তা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ।

দন্তমারাধয়ামাস কার্শ্ববীর্য্যোহত্রিসম্ভবম্ ॥ ১০
 তস্মৈ দন্তো বরান্ প্রাদাচ্চত্বারো ভুরিতেজসঃ
 পূর্বং বাহুসহস্রস্ত স বব্রে প্রথমং বরম্ ॥ ১১
 অধর্ম্যে দীয়মানস্য সন্তিস্তস্মান্নিবারণম্ ।
 ধর্ম্যেণ পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্যেণৈবানুপালনম্ ॥ ১২
 সংগ্রামাংস্ত বহুজিত্বা হত্বা চারীন্ সহস্রশঃ ।
 সংগ্রামে যুদ্ধ্যমানস্য বধঃ স্যাদধিকাদ্রুণে ॥ ১৩
 তেনেয়ং পৃথিবী কৃৎস্না সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
 সন্তোদধিপরিষ্কিপ্তা ক্ষাত্রেণ বিধিনা জনাঃ ॥ ১৪
 তস্য বাহুসহস্রস্ত যুদ্ধ্যতঃ কিল ধীমতঃ ।
 যৌদ্ধা ধ্বজো রথশ্চৈব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া ॥ ১৫
 দশ যজ্ঞসহস্রাণি তে সু দ্বীপেসু সপ্তসু ।
 নিরর্গলাঃ স্ম নিবৃতাঃ শ্রয়ন্তে তস্য ধীমতঃ ॥ ১৬
 সর্ব্বে যজ্ঞা মহাবাহোস্তস্যাসন্ ভুরিতেজসঃ ।
 সর্ব্বে কাঞ্চনবেদীকাঃ সর্ব্বেযুপৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ ॥

বলিতেছি শ্রবণ করুন । যদুর দেবকুমারনিভ
 পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয় ; তন্মধ্যে সহস্রজিৎ
 শ্রেষ্ঠ । তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগের নাম কোঠু,
 নীল, জিত ও লঘু । সহস্রজিতের পুত্র শ্রীমান্
 শতজিৎ । শতজিতের তিন পুত্র; তিনজনই
 পরম ধার্মিক বলিয়া বিখ্যাত । তাঁহাদের নাম
 হৈহয়, হয় ও ধেনুহয় । হৈহয়ের পুত্র ধর্মতত্ত্ব;
 তৎপুত্র কীর্তি, তৎপুত্র সংজ্ঞেয়; তৎপুত্র
 মহিমান্; তৎপুত্র প্রতাপবান্ ভদ্রশ্রেণ্য । ইনি
 বারাণসীর অধিপতি ছিলেন; ইহার বিবরণ
 পূর্বেই বলা হইয়াছে । ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্মদ;
 তৎপুত্র ধীমান্ কনক ; কনকের বিশ্ববিশ্রুত
 চারি পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহাদের নাম কৃতবীর্য্য,
 কার্শ্ববীর্য্য, কৃতবর্মা ও কৃতজাত । তন্মধ্যে
 কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্শ্ববীর্য্য অজ্জুন । এই অজ্জুন
 সহস্রবাহুশালী সপ্ত দ্বীপের অধিপতি ছিলেন ।
 ইনি অযুত বর্ষ পর্যন্ত পরম দুশ্চর তপস্যা
 করিয়া অতিনন্দন দন্তাত্রেয়ের আরাধনা

করেন । তাহাতে তিনি অজ্জুনকে চারিটি মহান্
 বর প্রদান করিয়া ছিলেন । কার্শ্ববীর্য্য প্রথমে
 নিজের সহস্র বাহু লাভের বর প্রার্থনা করেন ।
 তাঁহার দ্বিতীয় বর অধর্ম্যনষ্ট লোকদিগকে
 সদুপদেশ দ্বারা অধর্ম্য হইতে নিবর্তন । তৃতীয়
 ধর্ম্যানুসারে পৃথিবী জয় ও ধর্ম্যানুসারে তাহার
 পালন; চতুর্থ বর- বহুসংগ্রাম জয় করিয়া বহু
 সহস্র শত্রুর নিধন সাধনপূর্ব্বক নিজাপেক্ষা
 প্রধান ব্যক্তির হস্তে সংগ্রামে স্মীয় মরণ । ১-
 ১৩ । এইরূপে লব্ধবর অজ্জুন সপ্ত দ্বীপ, পত্তন
 ও সপ্ত সাগর পরিব্যাপ্ত সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধ দ্বারা
 জয় করিয়াছিলেন ; যুদ্ধকালে মায়াবশে তাঁহার
 বহু সহস্র সাংখ্যামিক রথধ্বজ প্রাদুর্ভূত হইত ;
 তিনি রাজা হইয়া সপ্তদ্বীপে দশ সহস্র যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করেন । গুনিয়াছি, সেই ধীমান্ রাজার
 সেই সকল যজ্ঞ অবাধে সুসম্পন্ন হইয়াছিল ।
 সেই মহাবাহু রাজার সকল যজ্ঞই মহাভয়পূর্ণ
 হইত; এবং তাঁহার যজ্ঞীয় সমস্ত বেদী ও যুপই

সর্বৈ দেবৈর্মহাভাগৈর্বিমানৈশ্চরলকৃতাঃ ।
 গন্ধর্বৈরলরোভিচ্চ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ
 তস্য রাজ্ঞো জগৌ গাথাং গন্ধর্বো নারদস্তথা
 চরিতং তস্য রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ॥১৯
 ন নূনং কার্ত্তবীৰ্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি মানবাঃ ।
 যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিচ্চ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ ॥২০
 দ্বীপেষু সন্তসু স বৈ খড়্গী বরশরাসনী ।
 রথী রাজাপ্যনুচরো যোগাচ্চৈবানুদৃশ্যতে ॥২১
 অনষ্টদ্রব্যৈশ্চবাসীন্ শোকো ন চ বিভ্রমঃ ।
 প্রভাবেণ মহারাজঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ ॥২২
 পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং স নরাধিপঃ ।
 স সপ্তদ্বীপবান সাম্রাট চক্রবর্তী বভূব হ ॥ ২৪
 স এষ পশুপালোহভূৎ ক্ষেত্রপালস্তথৈব চ ।
 স এব বৃষ্ট্যা পর্জ্যন্যো যোগিত্বাদর্জুনোহভবৎ
 স বৈ বাহুসহস্রেন জ্যাঘাতকঠিনেন চ ।

কাঞ্চনময় ছিল। তিনি যজ্ঞারম্ভ করিলে মহাভাগ দেবগণ বিমানারোহণে আকাশে অবস্থান করিতেন। গন্ধর্ব ও অলরাগণ নিত্যই সেই সকল যজ্ঞভূমির শোভা সম্পাদন করিত। তৎকালে নারদ নামক জনৈক গন্ধর্ব সেই রাজার মাহাত্ম্য ও চরিত্র দর্শণে তৎসম্বন্ধে এইরূপ এক গাথা গান করিয়াছিলেন যে, মানবগণের মধ্যে কেহই যজ্ঞ, দান তপস্যা বিক্রম বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিশ্চয়ই এ জগতে কার্ত্তবীৰ্য্যের সমকক্ষ হইতে পরিবেন না। সেই রাজা অর্জুনকে সপ্ত দ্বীপেই রথী, খড়্গী ও শরাসনধারী হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না; কেহই শোক বা বিভ্রম গ্রস্ত ছিল না। তিনি ধর্ম্মনুসারেই সমস্ত প্রজাপালন করিতেন। সেই নরাধিপতি সপ্তাশীতি সহস্র বর্ষ যাবৎ সপ্তদ্বীপের চক্রবর্তী সাম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে তিনিই পশুপাল ও ক্ষেত্রপালস্বরূপে বিরাজ করিতেন। সেই অর্জুন যোগবলে বর্ষন করিয়া নিজেই পর্জ্যন্যের স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি

ভাতি রশ্মিসহস্রেন শারদেনেব ভাস্করঃ ॥২৫
 স হি নাগসহস্রেন মহিম্বতীং নরাধিপঃ ।
 কর্কোটকসভাং জিত্বা পুরীং তত্র ন্যবেশয়ৎ ॥
 স বৈ বেগং সমুদ্রস্য প্রাবৃট্কালামুজেক্ষণঃ ।
 ক্রীড়ন্নিব মুখোদ্বিগ্নঃ প্রাবৃট্কালাং চকার হ ॥ ২৭
 ললিতা ক্রীড়তা তেন হেমস্রঙ্গদামমালিনী ।
 উর্মিজকুটিসন্নাদা শঙ্কিতাভ্যেতি নর্মদা ॥ ২৮
 পুরা স তামনুসরন্নবগাঢ়ো মহার্ণবম্ ।
 চকারোদ্ধত্য বেলাভুং স কালং প্রাবৃষোদনম্
 তস্য বাহুসহস্রেন ক্ষোভ্যমাণে মহোদধৌ ।
 ভবন্তি লীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্তা মহাসুরাঃ ॥
 চূণীকৃতমহাবীচিলীনমীনমহাবিষাঃ ।
 পতিতা বিদ্ধফেনৌঘমাবর্ত্তক্ষিপ্তদুঃসহম্ ॥ ৩১
 চকার ক্ষোভয়ন্ রাজা দোঃসহস্রেন সাগরম্ ॥
 দেবাসুরপরিক্ষিপ্তং ক্ষীরোদমিব সাগরম্ ।
 মন্দরক্ষোভণকৃতা হ্যমৃতোদকশঙ্কিতাঃ ।

তাঁহার জ্যাঘাত-কঠিন বাহুসহস্র দ্বারা সহস্র রশ্মি-যোগে শারদ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। সেই নরাধিপ নাগসহস্র সহ যুদ্ধে কর্কোটক সভা জয় করিয়া, মহিম্বতীপুরী স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার নয়নযুগলবর্ষা-বিকসিত অমুজবৎ সুন্দর ছিল। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে সমুদ্রের ঐবগ রোধ করিয়া অসময়ে বর্ষাকালের সূচনা করিয়া তুলিতে পারিতেন, তিনি ক্রীড়াকালে নর্মদার জল আলোড়িত করিলে তদীয় কণ্ঠ বিস্রস্ত হেমমালায় সুশোভিত হইয়া নর্মদানদী স্বীয় তরঙ্গরূপ কুটি নাদে শঙ্কিত হইয়াই তদভিমুখে আগমন করিতেন। ১৪-২৮। পুরাকালে তিনি এক দিন নর্মদার অনুসরণ করিতে করিতে মহার্ণবে গিয়া অবগাহন করেন। তখন তদীয় বাহুসহস্র দ্বারা মহাঙ্কিজল বিক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় বেলাভূমি প্রাবিত করিয়াছিল। পাতালস্থ মহাসুরগণ ভয়ে জড়সড় হইয়া লুঙ্কায়িত হইয়াছিল। সেই রাজা বাহুসহস্র দ্বারা সাগর আলোড়িত করিলে তাহার মহাতরঙ্গ সকল

সহসোৎপাদিতা ভীতা ভীমং দৃষ্টা নৃপোত্তমম্
নতনিশ্চলমুর্দ্ধানো বভুবুশ্চ মহোরগাঃ ।

সায়াহ্নে কদলীষণ্ডা নিকর্ষাতপ্তিমিতা ইব ॥ ৩৪

স বৈ বন্ধা ধনূর্যান উৎসিক্তঃ পঞ্চভিঃ শতৈঃ

লঙ্কায়াং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ॥

নির্জিত্য বন্ধা চানীয় মহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম্ ॥

ততো গত্বা পুলস্ত্যস্ত অর্জুনঞ্চ প্রসাদয়েৎ ।

মুমোচ রাজা পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনানুপালিতম্

তস্য বাহু সহস্রস্য বভুব জ্যাতলম্বনঃ ।

যুগান্তেন্দ্রদবৃক্ষস্য স্মৃতিতস্যশনেরিব ॥ ৩৭

অহো মৃধে মহাবীর্য্যং ভার্গবো যস্য সোহচ্ছিনৎ

মৃধে সহস্রং বাহুনাং হেমতালবনং যথা ॥ ৩৮

তৃষিতেন কদাচিৎ স তিস্কিতশ্চিত্রভানুনা ।

সপ্ত দ্বীপাংশ্চিত্রভানোঃ প্রাদাভিক্ষাঃ বিশাং

পতিঃ ॥ ৩৯

চূর্ণীকৃত, মহামীন ও মহাবিষধরগণ লুঙ্কায়িত
এবং ফেনপুঞ্জ জলভ্রমে ক্ষিপ্ত, আবিদ্ধ ও
উৎপতিত হইয়া ছিল। তত্রত্য জলজন্তুগণ
সেই ভীষণ নৃপোত্তমকে দেখিয়া সহসা মন্দর-
ক্লেভকৃত অমৃতমহুনের আশঙ্কায় ভীত হইয়া
পড়ে এবং মহোরগগণ সক্ষ্যাকালীন নিকর্ষাত
নিষ্কম্প কদলীষণ্ডের ন্যায় নত ও নিশ্চলমস্ত
কে অবস্থান করিয়াছিল। তিনি সগর্বে
লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়া ধনুর্মুক্ত পঞ্চ শত
শরে লঙ্কাপতি রাবণকে সবলে মূচ্ছিতাবস্থায়
বন্ধন করিয়া জয়োল্লাসে মহিষ্মতীপুরে
আনয়নপূর্বক বন্দী করিয়াছিলেন। অনন্তর
পুলস্ত্য অর্জুনকে প্রসাদিত করেন। পুলস্ত্য
র অনুরোধে তৎপৌত্র রাবণকে রাজা অর্জুন
মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বাহুসহস্রের জ্যাতল-
নির্ঘোষ যুগান্তকালীন বজ্র বিস্মৃতিত
অমৃতদগর্জনের ন্যায় পরিশ্রুত হইত। অহো
কি আশ্চর্য্য। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম তাঁহার
সেই মহাবীর্য্য বাহুসহস্র ছিন্ন তালবনের ন্যায়
যুদ্ধক্ষেত্রে ছেদন করিয়াছিলেন। একদা

পুরাণি ঘোষান্ গ্রামাংশ্চ পশুনানি চ সর্ব

জজ্বাল তস্য বাণেষু চিত্রভানুর্দিধক্ষয়া ॥ ৪০

স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রতাপেন মহাযশাঃ ।

দদাহ কীর্তবীর্য্যস্য শৈলাংশ্চা প বনানি চ ॥ ৪১

স শূন্যমাশ্রমং সর্বং বরুণস্যাত্মজশ্চ বৈ ।

দদাহ সবনদ্বীপাংশ্চিত্রভানুঃ সইহয়ঃ ॥ ৪২

স লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাশ্বিনমুত্তমম্ ।

বসিষ্ঠনামা স মুনিঃ খ্যাতামাপব ইত্যুত ॥ ৪৩

তদ্রূপবস্তদা ক্রোধাদর্জুনং শপ্তবান্ বিভুঃ ।

যস্মান্ন বর্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয় ॥ ৪৪

তস্মাশ্চে দুষ্করং কর্ম্মকৃতমনোহনিষ্যতি ।

অর্জুনো নাম কৌশ্তেয়ো ন চ রাজা ভবিষ্যতি

অর্জুন ত্বাং মহাবীর্য্যো রামঃ প্রহরতাং বরঃ

হিদ্ভা বাহুসহস্রং বৈ প্রমথ্য তপসা বলী ॥ ৪৬

সূর্য্যদেব ভূষিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা
চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সেই রাজা এই সপ্তদ্বীপা
পৃথিবীকেই তাঁহার হস্তে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। সূর্য্য
তখন এই পৃথিবীস্থ পুর, গ্রাম ও জনপদ, প্রভৃতি
দক্ষ করিবার বাসনায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন,
এবং পুরুষপ্রবর কাস্তবীর্য্যের প্রভাবে শৈল বনাদি
সমস্তই দক্ষ করিয়া ফেলিলেন। হৈহয়ের সাহায্যে
সূর্য্য এইরূপে বন-দ্বীপশালিনী সমস্ত পৃথ্বী দক্ষ
করিলে, তৎকালে বরুণনন্দনের কেটি শূন্য
আশ্রমও দক্ষ হইয়াছিল। বরুণ দেব আশ্বিন নামে
এক উত্তম পুত্র লাভ করিয়া ছিলেন। এই পুত্রই
কালে বসিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন। আশ্রম
দক্ষ হওয়ায় আপব তখন ক্রোধে অর্জুনকে
এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে, হে হৈহয় ! যেহেতু
তুমি আমার এই বন পরিত্যাগ করিলে না,
এইজন্য তোমার কৃত কর্ম্ম দুষ্কর হইলেও
অন্যের হস্তে বিনষ্ট হইবে। তোমার নাম ধরিয়া
কেহই আর রাজা হইবে না। ২৯-৪৫।
ভাবীকালে কুন্তীনন্দন অর্জুন একজন প্রখ্যাতবীর্য্য
হইলেও তোমার নামে নাম বলিয়া রাজা হইতে
পারিবেন না। হে অর্জুন! যোদ্ধবর মহাবীর্য্য

তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চৈব বধিষ্যতি মহাবলঃ ।
 তস্য রামস্তদা হ্যসীন্যুত্যাঃ শাপেন ধীমতঃ
 রাজ্ঞা তেন বরশ্চৈব স্বয়মেব বৃতঃ পুরা ।
 তস্য পুত্রশতং হ্যসীৎ পঞ্চ তত্র মহারথাঃ ॥ ৪৮
 কৃতাত্মা বলিনঃ শূরা ধর্মাত্মনো যশস্বিনঃ ।
 শূরশ্চ শূরসেনশ্চ বৃষ্টাদ্যং বৃষ এব চ ॥ ৪৯
 জয়ধ্বজশ্চ বৈ পুত্রা অবন্তিষু বিশাম্পতেঃ ।
 জয়ধ্বজস্য পুত্রস্ত তালজজ্ঞঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫০
 তস্য পুত্রশতং হ্যেব তালজজ্ঞা ইতি শ্রুতম্ ।
 তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্
 বীরহোত্রা হ্যসখ্যোত্রা ভোজাশ্চাবর্তয়ন্তথা ।
 তুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাঃ তালজজ্ঞাস্তথৈব চ ॥ ৫২
 বীরহোত্রসুতশ্চাপি অনন্তো নাম পার্থিবঃ ।
 দুর্জয়স্তস্য পুত্রস্ত বভূবামিত্রদর্শনঃ ॥ ৫৩

পরশুরাম একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ হইয়াও
 তোমার বাহুসহস্র ছেদন করিয়া তোমাকে নিহত
 করিবেন । ধীমান্ আপবের এই অভিশাপবাক্যে
 পরে পরশুরামের হস্তেই সেই রাজা অর্জুনের
 মৃত্যু হইয়াছিল । ফলে ঐরূপ একজন প্রধান
 ব্যক্তির হস্তে যাহাতে মৃত্যু হয়, এরূপ বর তিনি
 পূর্বেই লইয়াছিলেন । তাঁহার একশত পুত্র ছিল;
 তন্মধ্যে পাঁচজন মহাবল ছিলেন । তাঁহাদের
 নাম- শূর, শূরসেন, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষ ও জয়ধ্বজ ।
 এই পুত্রগণ সকলেই কৃতাত্ম, বলী, শূর, ধর্মাত্মা
 ও যশস্বী ছিলেন । ইহারা অবন্তী দেশে থাকিয়া
 রাজ্য পরিচালন করেন । জয়ধ্বজের পুত্র
 প্রতাপবান্ তালজজ্ঞ ; তাঁহার একশত পুত্র ।
 এই পুত্রগণ সকলেই তালজজ্ঞ নামে বিখ্যাত ।
 মহাত্মা হৈহয়গণ পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত
 হইলেন ; যথা- বীরহোত্র, ভোজ, আবর্তি,
 তুণ্ডিরেক ও তালজজ্ঞ । হৈহয়বংশধর পাঁচজন
 প্রধান ব্যক্তির নামানুসারেই ঐ পাঁচ সম্প্রদায়
 প্রখ্যাত হয় । উহারা সমষ্টিতে অসংখ্য এবং
 সকলেই বলবিক্রম সম্পন্ন । বীরহোত্রের পুত্র
 রাজা অনন্ত ; তৎপুত্র দুর্জয় ; তৎপুত্র

অনন্তদ্রব্যতা চৈব তস্য রাজ্ঞো বভূব হ ।
 প্রভাবেণ মহারাজঃ প্রজাস্তাঃ পর্যপালয়ৎ ॥
 ন তস্য বিস্তনাশশ্চ নষ্টং প্রতিলভেত সঃ ।
 কীর্তবীর্য্যস্য যো জন্ম কথয়েদিহ ধীমতঃ ॥ ৫৫
 বিস্তবান ভবতেহত্রেব ধর্মশাস্য বিবর্দ্ধতে ।
 যতা তুষ্টা যথা দাতা তথা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে

কার্তবীর্য্যার্জুনোৎপতিস্তন্যম

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কিমর্থং ভুবনং দক্ষিমাণবস্য মহাত্মনঃ ।
 কার্তবীর্য্যেণ বিক্রম্য তন্নঃ প্রকৃহি পৃচ্ছতাম্ ॥
 রক্ষিতা স তু রাজর্ষিঃ প্রজানামিতি নঃ শ্রুতম্

অমিত্রদর্শন । রাজা অর্জুনের রাজত্বকালে
 কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না, তিনি মহারাজ,
 স্বীয় প্রভাবে সমস্ত প্রজা পালন করিতেন । সেই
 কার্তবীর্য্য রাজার জন্মবিবরণ যে বুদ্ধিমান্ মানব
 কীর্তন করে, তাহারও বিস্তনাশ ঘটে না; বরং
 পূর্বনষ্ট বিত্ত লাভ করিয়া থাকে । এই বৃত্তান্ত
 কীর্তনের ফলে নর বিস্তশালী হয়; তাহার ধর্ম
 বৃদ্ধি হয় । সে, দানশীল বা শুভ কর্মকারী
 লোকের ন্যায় অস্ত্রে স্বর্গধামেই বিহার করিয়া
 থাকে । ৪৬-৫৬ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৪ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন- কার্তবীর্য্য বিক্রম প্রকাশ
 করিয়া কিজন্য মহাত্মা আপবের আশ্রম দক্ষ
 করাইয়াছিলেন? তাহা আমাদের নিকট বল ।
 আমরা শুনিয়াছি, সেই রাজর্ষি প্রজাগণের
 রক্ষাকর্তা ছিলেন । তিনি রক্ষক হইয়াও কি

কথং স রক্ষিতা ভূতানাশয়ন্তপোবনম্ ॥ ২

সূত উবাচ ।

আদিত্যো বিধরূপেণ কার্তবীৰ্য্যমুপস্থিতঃ ।

তৃপ্তিকামঃ প্রযচ্ছান্নমাদিত্যোহহং ন সংশয়ঃ

রাজোবাচ ।

ভগবন্ কেন তে তুষ্টিৰ্ভবেদব্রূহি দিবাকর ।

কীদৃশং ভোজনং দদ্মি শ্রুত্বা চ বিদধাম্যহম্ ॥ ৪

সূর্য্য উবাচ ।

স্বাবরং দেহি মে সৰ্ব্বমাহারং দদতাত্ংবর ।

তেন তৃপ্তো ভবেয়ং বৈ ন তুষ্যেহন্যেন পার্থিব

রাজোবাচ ।

ন শক্যং স্বাবরং সৰ্ব্বং তেজসা মানুষেণ তু ।

নির্দগ্ধং তপতাং শ্রেষ্ঠ ত্বামেব প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬

আদিত্য উবাচ ।

তুষ্টিস্তেহহং শরান্দদ্মি অক্ষয়ান্ সৰ্ব্বতঃ সুখান্

প্রক্ষিপ্তাঃ প্রজ্জলিষ্যন্তি মম তেজঃসমম্বিতাঃ ॥ ৭

আদিষ্টং তেজসা মেঘসাগরং শোষণিষ্যতি ।

শুষ্কং ভস্ম করিষ্যামি তেন প্রীতো নরাধিপ ॥

ততঃ শরানখাদিত্যন্তর্জুনায় প্রযচ্ছত ।

ততঃ সম্ভ্রাপ্য সুমহৎস্বাবরং সৰ্ব্বমেব হি ॥ ৯

আশ্রমানখ গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ নগরাণি চ ।

তপোবনানি রম্যাণি বনান্যুপবনানি চ ॥ ১০

এবং প্রাচীনমদহন্ততঃ সূর্য্য প্রদক্ষিণম্ ।

নির্বৃক্ষা নিতৃণাভূমির্দক্ষা সূর্য্যেণ তেজসা ॥ ১১

এতস্মিন্লেব কালে তু আপবো নিয়মস্থিতঃ ।

দশবর্ষসহস্রাণি জলবাসা মহানৃষিঃ ॥ ১২

পূর্ণে ব্রতে মহাতেজা উদতিষ্ঠন্তপোধনঃ ।

সোহপশ্যাদাশ্রমং দক্ষমজ্জুনেন মহানৃষিঃ ।

ক্রোধাচ্ছাপ রাজর্ষিঃ কীর্তিতং বো যথা ময়া

সূত উবাচ ।

ক্রোড়োঃ শৃণুত রাজর্ষের্বংশমুত্তমপুরুষম্ ।

নিমিত্ত তপোবন বিনাশ করিয়াছিলেন? সূত

কহিলেন- একদা আদিত্য বিধরূপে

কার্তবীৰ্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তৃপ্তিকামনায়

বলিয়াছিলেন, -রাজন্! আমি আদিত্য, সংশয়

নাই; আমাকে তুমি অনুদান কর । তখন রাজা

কহিলেন, -হে ভগবন্ দিবাকর ! কিসে

আপনার তুষ্টি হইবে? কিরূপ ভোজ্য সামগ্রী

আমি দান করিব? তাহা আপনার মুখে শুনিয়া

যে রূপ হয় করিব । সূর্য্য কহিলেন, -হে দাতৃবর

! তুমি আমাকে সমস্ত স্বাবর বস্তু আহাররূপে

প্রদান কর । হে পার্থিব । আমি তাহাতেই তৃপ্ত

হইব । নতুবা অন্য কিছুতেই আমার তৃপ্তি

হইবে না । রাজা কহিলেন, -হে শ্রেষ্ঠ

প্রতাপশালিন্ ! আমি মানুষতেজে সমস্ত স্থাপর

বস্তু দক্ষ করিতে পারিব না । অতএব

আপনাকে এক্ষণে প্রণাম মাত্রই করিতে

হইল । সূর্য্য কহিলেন, -আমি তুষ্টি হইয়া

তোমাকে সৰ্ব্বগামী অক্ষয় শরসকল দান

করিতেছি, আমার তেজঃসম্পৃক্ত এই সকল

শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রজ্জলিত হইবে । মৎপ্রদত্ত

শর আদেশমাত্রই মেঘ ও সাগর পর্য্যন্ত শোষণ

করিতে পারিবে । হে নরাধিপ! এইরূপে আমি

সমস্ত শুষ্ক ও ভস্ম করিয়া ফেলিব, তাহাতেই

আমার প্রীতি হইবে । অনন্তর আদিত্য অজ্জুনকে

শর সকল দান করিলেন । পরে অজ্জুনের নিকট

হইতে স্বাবর বস্তু সকল প্রাপ্ত হইলেন । ১-৯ ।

তখন আশ্রম, গ্রাম, নগর, জনপদ, তপোবন

এবং রম্য রম্য বন-উপবন সকলই তিনি দক্ষ

করিলেন । সূর্য্যতেজে দক্ষ হইয়া ভূমি নির্বৃক্ষ ও

নিতৃণ হইল । এই সময় মহর্ষি আপব

নিয়মাবলম্বনে দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ জলমধ্যে বাস

করিতে ছিলেন ; ঐ মহাতেজা তপোধন ব্রত

সাগ্র হওয়ায় জল হইতে উদ্ধিত হইয়া স্বীয়

আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, -রাজা অজ্জুনের

সাহায্যে তাঁহার আশ্রম দক্ষ হইয়াছে । তখন

সেই রাজর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন ।

এই শাপবিবরণ পূর্বেই আপনাদিগকে বলা

হইয়াছে । সূত কহিলেন, -অতঃপর আপনারা

বস্যাশ্ববায়ে সঙ্কতো বৃষ্টিবৃষ্টিকুলো ঘহঃ ॥ ১৪
 ক্রোষ্টোরেকোহভবৎ পুত্রো বৃজ্জিনীবান্নহাযশাঃ
 বার্জিনাবতমিচ্ছন্তি স্বাহিং স্বাহাবতাং বরম্ ॥
 স্বাহেঃ পুত্রোহভবদ্রাজা র শার্দুদদতাং বরঃ ।
 সূতং প্রসূতমিচ্ছন্তি রশাদোরগ্রমাস্তজম্ ॥ ১৬
 মহাক্রতুভিরীজে স বিবিধৈরাণ্ডদক্ষিণৈঃ ।
 চিত্রৈশ্চিত্ররথন্তস্য পুত্রকর্ম্মভিরন্বিতঃ ॥ ১৭
 এবং চিত্ররথো বীরো যজ্ঞান্ বিপুলদক্ষিণান্
 শশবিন্দুঃ পরংবৃন্তো রাজর্ষীগামনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৮
 চক্রবর্তী মহাসম্রাট মহাবীর্য্যো বহুপ্রজঃ ।
 তদানুবংশশ্রোকোহয়ং যস্মিন্ গীতঃ পুরাবিদৈঃ
 শশবিন্দোহস্ত পুত্রাণাং শতানামভবচ্ছতম্ ।
 ধীমতামনুরূপাণাং ভুরিদ্ৰবিণতেজসান্ ॥ ২০
 তেষাং ষট্ চ প্রধানাস্ত পৃথুসাহস্ মহাবলাঃ ।
 পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশাঃ পৃথুধর্ম্মা পৃথুজয়ঃ ॥ ২১

পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুদাতা রাজানঃ শশবিন্দবঃ ।
 শংসন্তি চ পুরাণানি পার্শ্বশ্রবসমন্তরম্ ।
 অন্তরঃ স পুরা যন্ত যজ্ঞস্য তনয়োহভবৎ ॥ ২২
 উশনা স তু ধর্ম্মাত্মা আবাপ্য পৃথিমীমিমাম্ ।
 আহারাশ্বমেধানাং শতমুত্তমধার্ম্মিকঃ ॥ ২৩
 মরুত্তস্য তনয়ো রাজর্ষীগামনুষ্ঠিতঃ ।
 বীরঃ কমলবহিস্ত্র মরুত্ততনয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪
 পুত্রস্ত রুক্মকবচো বিদ্বান্ কমলবর্হিষঃ ।
 নিহত্য রুক্মকবচঃ পুরা কবচিনো রণে ॥ ২৫
 ধন্বিনো নিশিতৈর্বানৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্ ।
 ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তমশ্বমেধে মহাযশাঃ ॥
 রাজস্ত রুক্মকবচাদপরাবৃত্য বীরহাঃ ।
 জজিরে পঞ্চ পুত্রাস্ত মহাসম্রাট মহাবলাঃ ॥ ২৭
 রুক্মেশুঃ পৃথুরুক্মচ জ্যামঘঃ পরিঘো হরিঃ ।

রাজর্ষি ক্রোষ্টুর শ্রেষ্ঠ বংশবিবরণ শ্রবন করুন ।
 এই ক্রোষ্টুর বংশেই বৃষ্টিকুলধুরন্ধর বৃষ্টি
 জনগ্রহণ করেন । ক্রোষ্টুর এক পুত্র ছিল ;
 তাঁহার নাম বৃজ্জিনীবান ; ইনি অতি কীর্ত্তিশালী
 ছিলেন । ইহার পুত্রের নাম স্বাহি ; স্বাহি
 স্বাহাশালিগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন । তাঁহার পুত্রের
 নাম রসাদু ; রসাদুর পুত্র কামনায় তদীয়
 হিতৈষীগণ পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করেন ।
 তদনুসারে রসাদু শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভের নিমিত্ত
 বিবিধ দক্ষিণাশ্রিত মহাক্রতু আরম্ভ করেন ।
 সেই বিচিত্র যজ্ঞের ফলে চিত্ররথ নামে তাঁহার
 এক পুত্রলক্ষণাক্রান্ত বীর পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 চিত্ররথও রাজা হইয়া বিপুল দক্ষিণাশ্রিত বহু
 যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । পরবর্ত্তী কালে ইনি
 রাজর্ষিগণ মধ্যে শশবিন্দু নামে বিখ্যাত হন ।
 শশবিন্দু চক্রবর্ত্তী, মহাবল, মহাবীর্য্য ও বহু
 প্রজাশ্রিত ছিলেন । পুরাবিদগণ তাঁহার সম্বন্ধে
 এই এক অনুপম শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন
 যে, রাজা শশবিন্দুর একশত বিপুল
 অর্ধবলসম্পন্ন ধীমান্ তুল্য গুণশালী পুত্র ছিল ।

তাহাদের মধ্যে ছয় জন প্রধান ছিলেন । ঐ ছয়
 জনের নাম- পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুধর্ম্মা,
 পৃথুজয়, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুদাতা । ইহারা
 সকলেই মহাবল রাজা হইয়াছিলেন এবং
 সকলেই শশবিন্দু নামে বিখ্যাত ছিলেন ।
 পুরাণবিদগণ বলিয়া থাকেন, পৃথুশ্রবার অন্তর
 নামে এক পুত্র হয় এই অন্তর পুরাকালে
 যজ্ঞের তনয় হইয়া জনগ্রহণ করেন এবং ইনিই
 ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীরাজ্য
 লাভ করেন । রাজ্যপ্রাপ্তির পর তৎকর্ত্তৃক এক
 শত উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । ১০-
 ২৩ । তাঁহার পুত্রের নাম রাজর্ষিপ্রবর মরুত্ত ।
 তৎপুত্র বীর কমলবর্হি ; তৎপুত্র বীর রুক্মকবচ ।
 এই রুক্মকবচ পূর্বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু কবচী ও
 ধনুর্ধারীদিগকে নিশিত বাণ বর্ষণে নিহত করিয়া
 উত্তম স্ত্রী লাভ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত বিত্ত দান
 করেন । রাজা রুক্মকবচের পরবীরঘাতী পঞ্চ
 পুত্র উৎপন্ন হয়; এই পুত্রগণ সকলেই মহাসম্রাট
 ও মহাবল । তাহাদের নাম রুক্মেশু, পৃথুরুক্ম,

পরিঘঞ্চ হরিশ্চৈব বিদেহেহস্থাপয়ৎ পিতা ॥২৮॥
ব্রহ্মেশ্বরভবদ্রাজা পৃথুরক্ষস্তুদাশ্রয়ঃ ।
তেভ্যঃপ্রব্রজিতো রাজ্যাজ্জামঘোহভবদাশ্রমৌ
প্রশান্তস্ত বনে ঘোরে ব্রাহ্মণেনাববোধিতঃ ।
জগাম ধনুরাদায় দেশমধ্যং রথী ধ্বজী ॥৩০॥
নর্মদানুপ একাকী মেকলাবৃত্তিকা অপি ।
ঋক্ষবন্তং গিরিং গতা শুক্তিমন্যামথাবিশং ॥৩১॥
জ্যামঘস্যভবদভার্য্যা সৈব্যা বলবতী ভৃশম্ ।
অপুত্রোহপি স বৈ রাজা ভার্য্যামন্যাং ন বিন্দতি
তস্যাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে ততঃ কন্যামবাপ সঃ ।
ভার্য্যামুবাচ রাজা স সুষেতি তু নরেশ্বরঃ ॥
এবযুক্তব্রবীদেনং কস্যেয়ং তে সুষেতি সা ।
বস্ত্রে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥
তস্য সা তপসোগ্রােণ সৈব্যা বৈ সম্ভ্রসূয়ত ।

পুত্রং বিদর্ভং সুভগা সৈব্যাপরিগতা সতী ॥
রাজপুত্রৌ তু বিদ্বাংসৌ সুষায়াং ক্রম্বকৌশিকৌ
পুত্রৌ বিদর্ভোহজনয়চ্চুরৌ রণবিশারদৌ ॥
লোমপাদং তৃতীয়ং তু পশ্চাজ্জজ্ঞে সুধার্মিকম্
লোমপাদাশ্রমো বস্ত্রবাহতিস্তস্য চাশ্রমঃ ॥
কৌশিকস্য চিদিঃ পুত্রস্তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ
ক্রোধো বিদর্ভপুত্রস্ত কুন্তিস্তস্যাত্মজোহভবৎ ॥
কুন্তেধৃষ্টসুতো জজ্ঞে পুরো ধৃষ্টঃ প্রতাপবান্
ধৃষ্টস্য পুত্রো ধর্ম্মাত্মা নিবৃতিঃ পরবীরহা ॥ ৩৯
তস্য পুত্রো দশার্হস্ত মহাবলপরাক্রমঃ ।
দশার্হস্য সুতো ব্যোমা ততো জীমুত উচ্যতে
জীমুতপুত্রো বিকৃতিস্তস্য ভীমরথঃ সুতঃ ।
অথ ভীমরথস্যাসীৎপুত্রো রথবরঃ কিল ॥ ৪১
দাতা ধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যশীলপরায়ণঃ ।
তস্য পুত্রো নবরথস্ততো দশরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২

জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি । পিতা রুক্মকবচ, পরিঘ
ও হরিকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন । রুক্মেশু
পৈতৃক রাজ্য পালন করিতে থাকেন । ভ্রাতা
পৃথুরক্ষ তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করেন । ভ্রাতা
জ্যামঘকে সকল ভ্রাতাই নির্বাসিত করেন ।
জ্যামঘ বনাশ্রমে বাস করিতে থাকেন । ক্রমে
তিনি ঘোর বনে গিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন
করিয়াছিলেন । কিন্তু জনৈক ব্রাহ্মণের
প্রবোধবাক্যে তিনি রথধ্বজ সংগ্রহ করিয়া
ধনুর্ধারণপূর্বক একাকী নর্মদার জলপ্রায় দেশে
প্রবেশ করেন । অতঃপর ক্রমে তিনি ঋক্ষবান্
গিরি অতিক্রম করিয়া শুক্তিমতী পুরে প্রবেশ
করেন । জ্যামঘের পত্নীর নাম ছিল শৈব্যা ।
শৈব্যা অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন । রাজা
অপুত্রক হইলেও ভার্য্যাস্তর গ্রহণ করেন নাই ।
জ্যামঘ যুদ্ধ জয় করিয়া একটি কন্যা লাভ
করেন । সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া রাজা
তাঁহার মহিষীকে বলেন যে, এইটি তোমার
সুখা হইল । এই কথা कहিলে, রাজ্ঞী প্রত্যুত্তরে
বলিলেন, -এ কন্যা কাহার সুখা হইবে
বলিলেন ? -তৎশ্রবণে রাজা বলিলেন, তোমার

যে পুত্র হইবে, এ কন্যা তাহারই ভার্য্যা হইবে ।
অনন্তর বৃদ্ধা রাজ্ঞী শৈব্যা পুত্রলাভার্থ উগ্র
তপস্যা করিয়া বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব
করেন । যুদ্ধজিত সেই কন্যার সহিত বিদর্ভের
বিবাহ হয় । বিদর্ভ হইতে সেই কন্যার গর্ভে
দুইটি রণবিশারদ বিচক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে ।
ঐ রাজপুত্রদ্বয়ের নাম ক্রম্ব ও কৌশিক । অনন্ত
র তাহার গর্ভে লোমপাদ নামক তৃতীয় সন্তান
জন্মগ্রহণ করে । এই লোমপাদ অতীব ধার্মিক
ছিলেন । ইহার পুত্রের নাম বস্ত্র; তৎপুত্র
আহুতি । কৌশিক হইতে চৈদির জন্ম হয় ।
চৈদি হইতে চৈদ্য নৃপগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।
বিদর্ভনন্দন ক্রম্ব হইতে কুন্তী নামক পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন । কুন্তীর পুত্র ধৃষ্ট; ধৃষ্টের পুত্র
প্রতাপবান্ নিবৃতি । নিবৃতি ধর্ম্মাত্মা ও
পরবীরহা ছিলেন ; তৎপুত্র মহাবলপরাক্রম
দশার্হ; তৎপুত্র ব্যোমা; তৎপুত্র জীমুত; তৎপুত্র
বিকৃতি; তৎপুত্র ভীমরথ; ভীমরথের পুত্র
রথবর । ইনি দাতা, ধর্ম্মিষ্ঠ ও নিত্য সংস্খভাব
সম্পন্ন ছিলেন । ইহার পুত্র নবরথ ; তৎপুত্র

তস্য চৈকাদশরথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ।

তস্মাৎ করম্ভকো ধন্বী দেবরাতোহভবত্ততঃ ॥

দেবক্ষত্রোহভবদ্রাজা দেবরাতির্মহাযশাঃ ।

দেবক্ষত্রসুতো জজ্ঞে দেবনঃ ক্ষত্রনন্দনঃ ॥ ৪৪

দেবানাং স মধুর্জজ্ঞে যস্য মেধার্থসম্ভবঃ ।

মধোচ্চাপি মহাতেজামনুর্মনুবশস্তথা ॥ ৪৫

নন্দনশ্চ মহাতেজা মহাপুরুবশস্তথা ।

আসীৎ পুরুবশাৎ পুত্রঃ পুরুষানুপুরুষোত্তমঃ ॥

জজ্ঞে পুরুষতঃ পুত্রো ভদ্রবত্যা পুরুষহঃ ।

ঐক্ষাকী তুভবস্তার্যা সন্তস্তস্যামজায়তঃ ।

সন্তাৎ সন্তগুণোপেতঃ সান্ততঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥

ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্য মহাত্মনঃ ।

প্রজাবানেতি সাযুজ্যং রাজ্ঞঃ সোমস্য ধীমতঃ

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে জ্যামঘ-

বৃন্তান্তকথনং নাম পঞ্চনবতিতমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

দশরথ ; তৎপুত্র একাদশরথ ; তৎপুত্র শকুনি ;
তৎপুত্র করম্ভক ; তৎপুত্র ধন্বী দেবরথ ; তৎপুত্র
মহাযশা দেবক্ষত্র ; তৎপুত্র দেবন ; দেবন হইতে
মেধার্থ-সম্ভব মধু ; মধুর পুত্র মহাতেজা মনু,
মনুবশ, নন্দন ও মহাতেজা মহাপুরুবশ ।
মহাপুরুবশের পুত্র পুরুষোত্তম, পুরুষানু । এই
পুরুষানু হইতে ভদ্রবতীর গর্ভে পুরুষহ নামক
এক পুত্র উৎপন্ন হয় । পুরুষহ ঐক্ষাকীর
পাণিগ্রহণ করেন । ঐক্ষাকীর গর্ভে তাঁহার সন্ত
নামে কে পুত্র উৎপন্ন হয় । সন্ত হইতে সন্তগুণ
সম্পন্ন কীর্ত্তিমান সান্তত জন্মগ্রহণ করেন ।
মহাত্মা জ্যামঘের এই প্রজাসৃষ্টি বিবরণ
পরিজ্ঞাত হইলে মানব প্রজাবান হইয়া ধীমান
সোম রাজ্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩৪-
৪৮ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৫ ।

ষণ্মবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সাত্বতী রূপসম্পন্না কৌশল্যাসুযুষে সুতান্ ।

ভজিনং ভজমানঞ্চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপম ॥ ১

অন্ধকঞ্চ মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্ ।

তেষাং হি সর্গাশ্চত্বারঃ শৃণুধ্বং বিস্তরেণ বৈ ॥

ভজমানস্য শৃঙ্খল্যাং বাহ্যশ্চোপরি বাহ্যকঃ ।

সৃঙ্খল্যস্য সুতে দে তু বাহ্যকস্তে উদাবহৎ ॥ ৩

তস্য ভার্য্যে ভগিন্যৌ তে প্রসূতেতি সুতান্

বহুন ।

নিমিচ্চ পণবশ্চৈব বৃষ্ণিঃ পরপুরুষয়ঃ ॥ ৪

যে বাহ্য কার্য্যা শৃঙ্খল্যাং ভাজমানাধিজজ্ঞিরে ।

অযুতায়ুতসাহস্রশতজিহ্বা বামকঃ ॥ ৫

বাহ্যকার্য্যাশৃঙ্খল্যাং ভাজমানাধিজজ্ঞিরে ।

বাহ্যকার্য্যাভগিন্যাং যে ভাজমানাধিজজ্ঞিরে ।

তেষাং দেবাবৃধো রাজা চচার পরমং তপঃ ॥ ৬

পুত্রঃ সর্বগুণোপেতো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ।

ষণ্মবতিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, -রূপবতী সাত্বতী কৌশল্যা
কতিপয় পুত্র প্রসব করেন । তাহাদের নাম
ভজিন, ভজমান, দিব্য দেবাবৃধ, অন্ধক,
মহাভোজ ও যদুনন্দন বৃষ্ণি । ইহাদের মধ্যে
চারিজনের বংশ বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ
করুন । সৃঙ্খলীর গর্ভে ভজমানের বাহ্য ও
উপরিবাহ্যক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় ।
তন্মধ্যে বাহ্যক সৃঙ্খলীর দুইটি কন্যার
পাণিগ্রহণ করেন । সেই ভাগনিদ্বয় বাহ্যকের
ভার্য্যা হইয়া বহু পুত্র প্রসব করেন । তন্মধ্যে
ভজমাননন্দন বাহ্যক হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠা
পত্নীর গর্ভে নোমি, পণব ও পরপুরুষ বৃষ্ণি
জন্মগ্রহণ করেন । বাহ্যকের কনিষ্ঠা পত্নীর
গর্ভে তাঁহা হইতে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ
শতজিৎ ও বামক নামক চারিপুত্র উৎপন্ন হয় ।
রাজা দেবাবৃধ 'আমার একটি সর্বগুণ-সম্পন্ন
পুত্র হউক' এই কামনায় পরম তপস্যা করেন

সংযোজ্যাত্মানমেবং স পর্ণাসাজলমস্পৃশৎ ॥ ৭
সা চোপস্পর্শনাত্তস্য চকার ঋষিমাপগা ।
কল্যাণঞ্চ নরপতেস্তস্য সা নিম্নগোস্তমা ॥ ৮
চিন্তয়াভিপরীতাকী জগামাথ বিনিশ্চয়ম্ ।
নাধিগচ্ছামি তাং নারীং যস্যামেবংবিধঃ সুতঃ
ভবেৎ সর্বগুণোপেতো রাজ্ঞো দেবাবৃধস্য হি
তস্মাদস্য স্বয়ং চাহং ভবাম্যদ্য সহব্রতা ।
জজ্ঞে তস্যাঃ স্বয়ং হস্তো ভাবস্তস্য যথেরিতঃ
অথ কৃত্বা কুমারী তু সাবিদ্রী পরমং বচঃ ।
চিন্তয়ামাস রাজানং তামিয়েষ স পর্ষিবঃ ॥ ১১
তস্যামাধস্ত গর্ভং স তেজস্বিনমুদারধীঃ ।
অথ সা নবমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা ॥ ১২
পুত্রং সর্বগুণোপেতং যথা দেববৃধেন্নিতম্ ।
তত্র বংশে পুরাণজ্ঞা গাথাং গায়ন্তি বৈ দ্বিজাঃ
গুণান্ দেবাবৃধস্যাপি কীর্তয়ন্তো মহাত্মনঃ ।

এবং তপস্যা কালীন যোগাবলম্বনে পর্ণমা নদীর
জল লইয়া আচমন করেন । জল স্পর্শমাত্র ঐ
নদী রাজা দেবাবৃধের কল্যাণের বিষয় চিন্তা
করিতে লাগিলেন । তিনি চিন্তাক্রান্ত-চিন্তে
নিশ্চয় করিলেন যে, কৈ আমি ত এমন নারী
দেখি না, যাহার গর্ভে রাজা দেবাবৃধের এই
প্রকার সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইতে
পারে । অতএব অদ্য আমি নিজেই ইহার
সহধর্মিণী হই । এইরূপে রাজার
অভিপ্রায়ানুরূপ ভাবনায় তৎকালে ঐ নদীর
আপনা হইতেই হস্তপদাদি প্রাদুর্ভূত হইল ।
নদী তখন সাবিদ্রী নামী কুমারী হইয়া রাজাকে
কামনা করিলেন । রাজাও তাহার অভিপ্রায়
পূরণ করিলেন । অনন্তর উদারধী রাজা তাহাতে
গর্ভাধান করিলেন । সরিৎস্রা গর্ভবতী হইয়া
নবম মাসে দেবাবৃধের ইচ্ছানুরূপ এক সর্বগুণ-
সম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন । পুরাণজ্ঞ দ্বিজগণ
মহাত্মা দেবাবৃধের গুণরাশি কীর্তন করত তাহার
বংশবিষয়ক এইরূপ কথা কীর্তন করিয়া থাকেন
যে, আমরা এই রাজার গুণাবলীর বিষয় যেরূপ

যথৈব শৃণুতে দুবাং সম্পশ্যতি তথাস্তিকাং ॥
ব্রহ্মঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ সহস্রাণি চ সন্ততিঃ ।
যোহমৃততৃম্নুপ্রাপ্তো ব্রহ্মর্দেবাবৃধাদপি ॥ ১৫
যজ্ঞা দানপতিবীরো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্‌বুধঃ ।
কীর্তিমাংশ্চ মহাভাগঃ সাত্ততানাং মহারথঃ ॥ ১৬
তস্যাস্ববায়ৈ সুমহাভোজা যেমার্তকাবলাঃ ।
গান্ধারী চৈব মদ্রী চ বৃষ্ণৈর্ভার্য্যে বভূবতুঃ ॥
গান্ধারী জনয়ামাস সুমিত্রং মিত্রনন্দনম্ ।
মদ্রী যুধাজিতং পুত্রং সা তু বৈ দেবমীঢুষম্ ॥
অনমিত্রং সুতশ্চৈব তাবুভৌ পুরুসোস্তুমৌ ।
অনমিত্রসুতো নিয়্যো নিয়্যস্য দ্বৌ বভূবতুঃ ॥
প্রসেনশ্চ মহাভাগঃ শক্রজিচ্চ সুতাবুভৌ ।
তস্য শক্রজিতঃ সূর্য্যঃ সখা প্রাণসমোহভবৎ ॥
স কদাচিন্‌নিশাপায়ে রথেন রথিনাং বরঃ ।
তোয়কুপাদপঃ প্রষ্টুমুপহ্বাতুং যযৌ রবিম্ ॥ ২১

শ্রবণ করি, নিকটে আসিয়াও তাহাই প্রত্যক্ষ
করিয়া থাকি । দেবাবৃধ সর্বথা দেবতুল্য এবং
তাঁহার পুত্র ব্রহ্ম মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ । এই
বংশীয় পঞ্চষষ্টি সহস্র সন্ততি পুরুষ অমৃততৃ
প্রাপ্ত হইয়াছেন । এ বংশের ধুরন্ধর ব্রহ্ম, পিতা
দেবাবৃধ অপেক্ষাও গুণশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । ব্রহ্ম
যাগশীল, দানবীর, ব্রহ্মণ্য, সত্যবাদী, বিচক্ষণ,
কীর্তিমান এবং সাত্ততবংশের মহারথ । ১-১৬ ।
ইহারই কুলে সুমহান্ ভোজগণ ও
মার্তিকাবতগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । বৃষ্ণির ভার্য্যা
গান্ধারী ও মদ্রী । বৃষ্ণি হইতে গান্ধারীর গর্ভে
মিত্রনন্দন সুমিত্র জন্মগ্রহণ করেন । মদ্রা
যুধাজিৎ, দেবমীঢুষ ও অনমিত্র নামক তিনপুত্র
উৎপাদন করেন । এই শেষোক্ত পুত্রদ্বয়
পুরুষপ্রবর ছিলেন । ইহাদের মধ্যে অনমিত্র
এক পুত্র লাভ করেন । তাঁহার নাম নিয়্য; নিয়্যের
দুই পুত্র- মহাভাগ প্রসেন ও শক্রজিৎ । সূর্য্য
শক্রজিতের প্রাণসম সখা ছিলেন । একদা
শক্রজিৎ নিশাবসানে রথারোহণে গমন করিয়া

তস্যোপতিষ্ঠতঃ সূর্যো বিবস্বানঘতঃ স্থিতঃ ।
 অস্পষ্টমুষ্টির্ভগবাংস্তেজোয়ত্তলবান্ বিভূঃ ॥ ২২
 অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিমঘতঃ ।
 যথৈব ব্যোমি পশ্যামি ত্বামহং জ্যোতিষাংপতে
 তেজোমণ্ডলিনঈশ্বর তথৈবাপ্যত্রতঃ স্থিতম্ ।
 কো বিশেষো বিবস্বন্তে সব্যোনোপগতেন বৈ
 এতচ্ছূত্বা স ভগবান্ মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
 স্বকষ্ঠাদবমুচ্যাত্ত্ব ববন্ধ নৃপতেস্তদা ॥ ২৫
 ততো কিম্ভবন্তং তং দদর্শ নৃপতিস্তদা ।
 প্রতিমামথ তাং দৃষ্ট্বা মুহূর্তং কৃতবাংস্তথা ॥ ২৬
 তমতিপ্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বন্তং স শক্রজিৎ ।
 প্রোবাচাগ্নিসবর্ণত্বং যেন লোকান্ প্রয়াস্যতি ।
 তদৈব মণিরত্নং তন্মাতাং ভবান্ দাতুমর্হতি ॥ ২৭
 স্যমন্তকং নাম মণিৎ দত্তবাংস্তস্য ভাস্করঃ ।

তোয়কুল্যা নদীর জল স্পর্শপূর্বক রবিদেবের
 আরাধনা করিতে থাকেন । তখন ভগবান্ সূর্য
 তেজঃপুঞ্জময় হইয়াও সেই উপসনাতৎপর
 শক্রজিতের সম্মুখে অস্পষ্টরূপে আবির্ভূত হন ।
 রাজা বিবস্বানকে অগ্রে দেখিয়া বলিলেন, -হে
 জ্যোতিঃপতে । আমি গগনে আপনাকে যে
 প্রকার দেখি, এই সম্মুখেও আপনাকে সেইরূপ
 তেজোমণ্ডলময়ই দেখিতেছি । হে বিবস্বন্ !
 আপনি সখিভাবে আগমন করিলেন ; তথাচ
 আপনার বিশেষত্ব কিছুই দেখিতেছি না ।
 ভগবান্ বিবস্বান্ এই কথা শুনিয়া স্বীয় কণ্ঠ
 হইতে স্যমন্তক নামক এক মণিরত্ন নৃপতির
 কণ্ঠে বাঁধিয়া দিলেন । তখন নৃপতি শক্রজিৎ
 তাঁহাকে সম্পূর্ণ কিম্বদন্তি অবলোকন করিলেন
 এবং মুহূর্তকাল সূর্যের সেই রূপ দেখিয়া সূর্য
 প্রস্থানোদ্যত হইলে তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,
 -দেব ! আপনি যে রূপে সমস্তলোকে বিচরণ
 করেন, আপনার ঐ রূপ অগ্নির রূপের সহিত
 তুলনীয় । আমি যাহার সাহায্যে আপনার এই
 রূপ দর্শন করিলাম, আপনি আমাকে এই সেই
 মণিরত্ন দান করুন । তখন ভাস্কর তাঁহাকে

স তমাবধ্য নগরং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ।
 তং জনাঃ পর্য্যধাবন্ত সূর্যোহয়ং গচ্ছতীতি হ
 স তান্বিস্মাপয়িত্বাথ পুরীমন্তঃপুরং তথা । ২৯
 তং প্রসেনজিতে দিব্যং মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
 দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেয়া শক্রজিদুস্তমম্ ॥ ৩০
 স্যমন্তকো নাম মণির্যস্য রাষ্ট্রে স্থিতো ভবেৎ ।
 কালবর্ষী চ পর্জন্মো ন চ ব্যাধিভয়ং তদা ॥ ৩১
 লিঙ্গাধঃক্ষে প্রসেনাত্ত্ব মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
 গোবিন্দো ন চ তং লেভে শক্রোহপি ন
 জহার চ ॥ ৩২
 কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ ।
 স্যমন্তককৃতে সিংহাঘ্রং প্রাপ্তঃ সুদারুণম্ ॥ ৩৩
 জাম্ববান্ক্ষরাজস্ত তং সিংহং নিজঘান বৈ ।
 আদায় চ মণিৎ দিব্যং স্বং বিলং প্রবিবেশ হ ॥
 তৎকর্ম কৃষ্ণস্য ততো বৃক্ষ্যক্ককমহস্তরাঃ ।

স্যমন্তক মণি দান করিলেন । মহীপতি
 শক্রজিৎ সেই মণি কণ্ঠে বাঁধিয়া স্বীয় নগরে
 প্রবেশ করিলেন । নগর-প্রবেশকালীন জনগণ
 সূর্যমনে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত
 হইল । তিনি সেই সকল নাগররিকদিগকে
 বিস্মাপন করিয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন ।
 অনন্তর নরপতি শক্রজিৎ স্নেহবশে সেই দিব্য
 মণিরত্ন স্যমন্তক স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে
 অর্পন করিলেন । এই স্যমন্তক মণির গুণ এই
 যে ইহা যে রাজ্যে থাকিবে, তথায় পর্জন্ম
 কালবর্ষী হইবে এবং লোকের ব্যাধি ভয়
 থাকিবে না । ১৭-৩১ । এ মণি এইরূপ
 গুণবিশিষ্ট বলিয়া ইহার প্রতি গোবিন্দের লিঙ্গা
 হয় । কিন্তু তিনি উহা লাভ করিতে পারিলেন
 না এবং ক্ষমতা সত্ত্বেও বলপূর্বক উহা হরণ
 করিলেন না । একদা প্রসেন মণি-মণ্ডিত হইয়া
 মৃগয়ার্থ বন গমন করেন ; সেখান এই মণির
 নিমিত্তই তিনি এক সিংহের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে
 নিহত হন । ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই সিংহকে
 নিহত করে এবং সেই মণি লইয়া স্বীয়

মণৌ গৃধ্রস্ত মন্বানান্তমেব বিশশক্তিরে ॥ ৩৫
মিথ্যাভিশক্তিং তেভ্যস্তাং বলবানরিসূদনঃ ।
অমৃষ্যমাণো ভগবান্ বরং স বিচচার হু ॥ ৩৬
স তু প্রসেনো মৃগয়ামচরন্তত্র চাপ্যথ ।
প্রসেনস্য পদং গৃহ্য পুরুষৈরাণ্ডকারিভিঃ ॥ ৩৭
ঋক্ষবন্তং গিরিবরং বিক্ষ্যৎ নগমুস্তমম্ ।
অশ্বেষণপরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩৮
সাস্থং হতং প্রসেনং তং নাবিন্দন্তত্র বৈ মণিম্
অথ সিংহঃ প্রসেনস্য শরীরস্যাবিদুরতঃ ॥ ৩৯
ঋক্ষেন নিহতো দৃষ্টঃ পাদৈঋক্ষস্য সূচিতঃ ।
পদৈরশ্বেষয়ামাস গুহামৃক্ষস্য যাদবঃ ॥ ৪০
মহত্যপি বিলে বাণীং গুশ্রাব প্রমদেৱিতাম্ ।

বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর বৃষ্টি ও
অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ইহা
কৃষ্ণেরই কার্য বলিয়া মনে করেন। তাহাদের
এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, কৃষ্ণ
পূর্বে ঐ মণির প্রতি লালসাবান্ হইয়াছিলেন।
যাহা হউক, তাহাদের মুখে ঐরূপ একটা
মিথ্যা প্রবাদ প্রচারিত হইলে বলবান্ অরিন্দম
কৃষ্ণের তাহা অসহ্য হইল। তিনি প্রসেন
সেখানে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, সেই
বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রসেনের
পদানুসরণ করিয়া ক্রমে কৃষ্ণ বিশ্বস্ত
সহচরগণের সাহায্যে গিরিবর ঋক্ষবান্ ও
বিন্দ্যাচলস্থ বনভূমির নানা স্থান অশ্বেষণ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহামনা কৃষ্ণ
অশ্বেষণ ব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া এক স্থানে
দেখিলেন, -অস্থ সহ প্রসেন নিহত অবস্থায়
রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার মণি সেস্থানে নাই।
প্রসেনের শবদেহের অদূরে দেখিলেন, -ঋক্ষ
নিহত এক সিংহ তথায় পড়িয়া আছে। ঋক্ষের
পদ চিহ্ন দেখিয়াই তিনি তাহাকে ঋক্ষহত
বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর যাদব ঋক্ষের
পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে সম্মুখে
এক গুহা দেখিতে পাইলেন। সেই গুহা দ্বার

ধাত্র্যা কুমারমাদায় সুতং জাম্ববতো দ্বিজাঃ
প্রীতিমত্যাথ মণিনা মা রোদীরিত্যদীরিতাম্
ধাত্রবাচ ।
প্রসেনমবধীং সিংহঃ সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীন্তব হ্যেষ স্যামন্তকঃ ॥ ৪২
ব্যক্তীকৃতঞ্চ শব্দং তং পূর্ণং সোহপি যযৌ
বিলম্ ।
অপশ্যচ্চ বিলাভ্যাসে প্রসেনমবদারিতম্ ॥ ৪৩
প্রবিশ্য চাপি ভগবাংস্তদৃক্ষবিলম্ভসাম্ ।
দদর্শ ঋক্ষরাজানং জাম্ববন্তমুদারধীঃ ॥ ৪৪
যুযুধে বাসুদেবস্ত বিলে জাম্ববতা সহ ।
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্
প্রবিষ্টে চ বিলং কৃষ্ণে বাসুদেবপুংসরাঃ ।
পুনর্দারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪৬
বাসুদেবস্ত নির্জিত্য জাম্ববন্তং মহাবলম্ ।

অতি মহৎ; সেখানে থাকিয়াই তিনি এক কামিনী
কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলেন। হে দ্বিজগণ !
জাম্ববানের শিশু পুত্রকে লইয়া তাহার ধাত্রী
প্রীতির সহিত মণি দেখাইয়া তাহাকে কান্দিতে
নিষেধ করিতেছিল। কৃষ্ণ সেই ধাত্রীর কথাই
ওনিয়াছিলেন। ধাত্রী বলিতেছিল, সিংহ
প্রসেনকে বধ করিয়াছে। প্রসেনঘাতী সিংহকে
জাম্ববান নিহত করিয়াছেন। হে কুমারক!
তুমি রোদন করিও না, এই স্যামন্তক মণি এখন
তোমারই। যাহা হউক, এই নারী কণ্ঠনিঃসৃত
বাণী ব্যক্ত হইবামাত্র কৃষ্ণ বিলমধ্যে প্রবেশ
করিলেন। বিলের অদূরে প্রসেনের মৃতদেহ
তিনি পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। ৩২-৪৩।
এক্ষণে বিলমধ্যে গিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববান্কে
সহসা দর্শন করিলেন। উদরধী ভগবান্ বাসুদেব
তখন সেই বিলে জাম্ববানর সহিত একবিংশতি
দিন পর্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিলেন। এদিকে কৃষ্ণ
বিলমধ্যে প্রবেশ করিবার পরেই তদীয় অনুচর
সহচরগণ দ্বারকায় আসিয়া প্রচার করিল যে কৃষ্ণ
হত হইয়াছেন। যাহা হৌক, কিয়ৎ দিন পরেই

লেভে জাম্ববতীং কন্যাম্‌ক্ষরাজস্য সম্মতাম্ ॥
 ভগবন্তেজসা গ্রস্তো জাম্ববান্‌ প্রসভং মণিম্ ।
 সুতাং জাম্ববতীমাশু বিশ্বকুসেনায় দত্তবান্ ॥
 মণিং স্যমন্তকধৈব জথাহাশ্ববিদুদ্বয়ে ।
 অনুনীয় ঋক্ষরাজং নির্যযৌ চ তদা বিলাং ॥৪৯
 এবং স মণিাদায় বিশোধ্যাশ্বানমাশ্বনা ।
 দদৌ শক্রজিতে তং বৈ মণিং সাত্ত্বতসন্নিধৌ ॥
 কন্যাং পুনর্জাম্ববতীমুবাহ মধুসূদনঃ ।
 তস্মান্মিথ্যাভিশাপাং স ব্যমুচ্যত জনার্দনঃ ॥
 ইমাংমিথ্যাভিশস্তিঃ কৃষ্ণস্যেহ ব্যাপোহিতাম্
 বেদ মিথ্যাভিশস্তেঃ স নাভিশস্যতি কহিচিৎ
 দশস্বসূভ্যো ভার্য্যাভ্যঃ শক্রজিতুঃ শতং সুতাঃ
 খ্যাতিমন্তত্রয়ন্তেবাং ভঙ্গকারস্ত পূর্বজঃ ।
 বীরো ব্রতপতিশ্চৈব হ্যপস্বাস্ত্ৰচ সুপ্রিয়ঃ ॥৫০
 অথ দ্বারবতী নাম ভঙ্গকারস্য সুপ্রজাঃ ।

বাসুদেব মহাবল জাম্ববান্‌কে জয় করিয়া তদীয়
 জাম্ববতী নামী সুন্দরী কন্যা লাভ করিলেন ।
 জাম্ববান্‌ ভগবন্তেজে অভিভূত হইয়া সহসা
 কন্যা ও মণিরত্ন বিশ্বকুসেনের করে অর্পণ
 করিলেন । কৃষ্ণ আশ্ব-পরিবাদ ঝালনের জন্য
 স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিলেন । অনন্তর
 ঋক্ষরাজের নিকট অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিয়া
 বিলম্ব্য হইতে নির্গত হইলেন । এইরূপে তিনি
 মণি আনয়ন করিয়া নিজেই আশ্ব-পরিবাদ
 ঝালন করিলেন এবং সমগ্র সাত্ত্বতগণের
 সমক্ষে সেই মণি শক্রজিতকে প্রদান করিলেন ।
 অনন্তর মধুসূদন ঋক্ষনন্দিনী জাম্ববতীকে
 বিধিমত বিবাহ করিলেন । সেইদিন হইতেই
 জনার্দন মিথ্যা প্রবাদ হইতে মুক্ত হইলেন ।
 কৃষ্ণের এই মিথ্যা প্রবাদ ঝালনের কথা যে
 ব্যক্তি জানে, সে কখনই মিথ্যাবাদ গ্রস্ত হয়
 না । সত্যজিৎ হইতে তদীয় ভার্য্যাগণের গর্ভে
 একশত পুত্র উৎপন্ন হয় । তন্মধ্যে তিনজন অতি
 খ্যাতিসম্পন্ন । সেই সকল পুত্রের মধ্যে
 ভঙ্গকারই জ্যেষ্ঠ । তাহার কনিষ্ঠ বীর ব্রতপতি
 এবং তৎকনিষ্ঠ প্রিয়দর্শন অপস্বাস্ত্র । ভঙ্গকারের

সুযুবে সা মুমারীজ্বতিস্রো রূপগুণাশ্বিতাঃ ॥৫৪
 সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং ব্রতিনী চ দৃঢ়ব্রতা ।
 তথা তপস্বিনী চৈব পিতা কৃষ্ণস্য তাং দদৌ ॥
 যন্তচ্ছক্রজিতে কৃষ্ণো মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
 প্রাদাস্ত্বেদারয়দ্বক্রজোভোজেন শতধন্বনা ॥ ৫৬
 তদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিন্দিতাম্ ।
 অত্রুরো রত্নমশ্বিচ্ছন্ন্যণিধৈব স্যমন্তকম্ ॥ ৫৭
 ভঙ্গকারং ততো হত্বা শতধন্বা মহাবলঃ ।
 রাত্নৌ তং মণিাদায় ততোহত্রুরায় দত্তবান্ ॥
 অত্রুরস্ত তদা রত্নাদায় স নরর্ষভঃ ।
 সময়ং কারণং চক্রে বোধ্যো নান্যন্তয়েতু্যত ॥
 বয়মভ্যুপপৎস্যামঃ কৃষ্ণেন ত্বং প্রধর্ষিতঃ ।
 নম চ দ্বারকা সর্বা বশে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৬০

দ্বারবতী নামী ভার্য্যার গর্ভে তিনটি রূপ-গুণ-
 শালিনী কুমারী কন্যা উৎপন্ন হয় । উহাদের
 মধ্যে একজনের নাম সত্যভামা । নারীশ্রেষ্ঠা
 সত্যভামা ব্রতচারিণী ও তপস্বিনী ছিলেন ।
 পিতা ভঙ্গকার তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের হস্তে
 সম্ভদান করেন । কৃষ্ণ পূর্ব যে স্যমন্তকে মণি
 শক্রজিৎ রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন, পুত্র
 ভঙ্গকার তাহা ধারণ করেন । কাল ক্রমে ঐ
 মণি শতধন্বার সাহায্যে অত্রুরের হস্তগত হয় ।
 অনিন্দিত সত্যভামা বিবাহযোগ্যা হইলে
 ভোজ শতধন্বা তাহার প্রণয় প্রার্থী হন । অত্রুর
 মণিরত্ন স্যমন্তক প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্য লাভ-
 লালসায় তাহার এই প্রণয় প্রার্থনায় সাহায্য
 করিতে প্রতিশ্রুত হন । মহাবল শতধন্বা
 রাজ্যযোগে গোপনে ভঙ্গকারের হত্যাসাধন
 করিয়া সেই মণি আনয়নপূর্বক অত্রুরকে
 অর্পণ করেন । ৪৪-৫৮ । নরবর অত্রুর সেই
 রত্ন গ্রহণ করিয়া শতধন্বাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া
 লইলেন যে, তুমি এই ঘটনা অন্য কাহারও
 নিকট ব্যক্ত করিও না । তোমার ভয় কি ? কৃষ্ণ
 যদি তোমার উপর অত্যাচার করিতে প্রস্তুত
 হন, তবে আমরা সকলেই তোমায় সাহায্য

হতে পিতরি দুঃখার্থী সত্যভামা যশস্বিনী ।
 প্রযযৌ রথমরুহ্য নগরং বারণাবতম্ ॥ ৬১
 সত্যভামা তু তদবৃন্তং ভোজস্য শতধন্বনঃ ।
 ভর্ষুর্নিবেদ্য দুঃখার্থী পার্শ্বস্থান্যবর্তয়ৎ ॥ ৬২
 পাণ্ডবানাস্ত দক্ষীনাং হরিঃ কৃত্বোদকক্রিয়াম্ ।
 তুল্যার্থে চৈব ভ্রাতৃণাং নিয়োজয়তি সাত্যকিম্
 ততস্তুরিতমাগম্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ ।
 পূর্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪
 হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন শত্রুজিহ্মতধন্বনা ।
 স্যামন্তকমহং মার্গে তস্য প্রহর হে প্রভো ॥ ৬৫
 তদারোহ রথং শীঘ্রং ভোজং হত্বা মহাবলম্ ।
 স্যামন্তকো মহাবাহো তদাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ৬৬
 ততঃ প্রবৃন্তে যুদ্ধে তু তুমুলে ভোজকৃষ্ণয়োঃ
 শতধন্বা ন চাত্মরমবৈক্ষৎ সর্বতো দিশি ॥ ৬৭

করিব। সমগ্র দ্বারকাপুরী এখন হইতে
 আমারই বশে থাকিবে। সন্দেহ নাই। এদিকে
 পিতার মৃত্যুতে যশস্বিনী সত্যভামা দুঃখিতা
 হইয়া রাখারোহণে বারণাবত নগরে গমন
 করিলেন এবং শতধন্বার সেই নিষ্ঠুর কার্য্য
 ভর্তার নিকট নিবেদন করিয়া দুঃখিত চিত্তে
 তদীয় পার্শ্ব থাকিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে
 লাগিলেন। অনন্তর হরি নিহত পাণ্ডবগণের
 উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া সাত্যকিকে স্বীয়
 ভ্রাতৃস্থানে নিয়োগ-পূর্বক দ্রুতগতি
 দ্বারাকাপুরে আগমন করিলেন- আসিয়া জ্যেষ্ঠ
 হলধরকে এই কথা বলিলেন যে, স্যামন্তকের
 জন্য সিংহ প্রসেনকে নিহত করিয়া ছিল এবং
 ইহারই জন্য শতধন্বা শত্রুজিহ্মকে নিহত
 করিয়াছে। এক্ষণে আমি স্যামন্তকের
 অনুসন্ধান করিতেছি। হে প্রভো। এজন্য
 আপনি শতধন্বাকে শাস্তি দানে প্রস্তুত হউন;
 রথারোহণ করুন করিয়া শতধন্বার নিধন
 কার্য্যে সাহায্য করুন। হে মহাবাহো! এইরূপ
 করিলেই স্যামন্তক তখন আপনাদের
 অধিকারে আসিবে। এই রূপ পরামর্শের পর

অনষ্টাশ্বারোহস্ত কৃত্বা ভোজজনান্দনৌ ।
 শত্রোহপি সাধ্যাদান্দিক্যো নাকুরোহ-

ভ্যাপদ্যত ॥ ৬৮

অপযানে ততো বুদ্ধিং ভূয়চক্রে ভয়াশ্বিতঃ ।
 যোজনানাং শতং সাগ্ধং যথা চ প্রত্যপদ্যত ॥
 বিজ্ঞাতহৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী ।
 ভোজস্য বড়বা দিব্যা ময়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ ॥ ৭০
 প্রবৃদ্ধবেগা বড়বা তুধ্বনাং শতযোজনম্ ।
 দৃষ্টা রথস্য তাং বুদ্ধিং শতধন্বানমহয়ৎ ॥ ৭১
 ততস্তস্যা হয়ায়াস্ত শ্রমাৎ শ্বেদাচ্চ বৈ দ্বিজাঃ ।
 খমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃষ্ণো রামমথাব্রবীৎ ॥
 তিষ্ঠশ্বেহ মহাবাহো দৃষ্টদোষা ময়া হয়া ।
 পদ্ভ্যাং গত্বা হরিব্যামি মণিরত্নং স্যামন্তকম্ ॥

ভোজ ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল।
 শতধন্বা রণ ক্ষেত্রের কোথাপি অত্মরকে দেখিতে
 পাইলেন না। ভোজ ও জনার্দন উভয়েই
 অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অত্মর
 পূর্বে শতধন্বার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত
 হইয়াছিলেন। তিনি এ সময় তাঁহার সাহায্য
 করিতে পারিতেনও বটে, কিন্তু তাহা তিনি
 করিলেন না। তখন শতধন্বা ভয়াকুল হইয়া
 যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সঙ্কল্প
 করিলেন। সঙ্কল্পমাত্র কার্য্য হইল। তাঁহার
 বিজ্ঞাতহৃদয়া নামী শতযোজনগামিনী এক বড়বা
 ছিল। তাহারই সাহায্যে তিনি কৃষ্ণ সহ এতকাল
 যুদ্ধ করিতেছিলেন। ঐ বড়বা প্রবৃদ্ধবেগে
 শতধন্বাকে শতযোজন দূরে লইয়া গেল।
 শত্রুপক্ষীয় বাহনের তথাবিধ বেগবৃদ্ধি দর্শনে
 কৃষ্ণ শতধন্বাকে নিগৃহীত করিবার উদ্যোগ
 করিলেন। ৫৯-৭১। হে দ্বিজগণ! এই সময়
 শ্রমহেতু প্রবল ধর্ম্ম নিঃসরণে শতধন্বার বড়বা
 প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ণ তখন বলরামকে
 বলিলেন, মে মহাবাহো! আপনি এখানে
 অবস্থান করুন। আমি দেখিতে পাইয়াছি,
 শত্রুর বরড়া নিহত হইয়াছে। এক্ষণে পদব্রজে

পদ্ম্যামেব ততো গতা শতধন্বানমচ্যুতঃ ।
 মিথিলাধিপতিং তং বৈ জ্ঞান পরমাস্ত্রবিৎ ॥
 স্যমন্তকং ন চাপশ্যদ্ধত্বা ভোজং মহাবলম্ ।
 নিবৃন্তং চাব্রবীৎকৃষ্ণং রত্নং দেহীতি লাঙ্গলী ॥
 নাস্তীতি কৃষ্ণশ্চোবাচ ততো রামো ক্রুশাস্বিতঃ
 ধিক্শব্দমসকৃৎপূর্বং প্রত্যুবাচ জনার্দনম্ ॥ ৭৬
 ভ্রাতৃত্বান্বর্ষয়াম্যেষ স্বস্তি তেহস্ত ব্রজাম্যহম্ ।
 কৃত্যং ন মে দ্বারকয়া ন ত্বয়া ন চ বৃষ্ণিভিঃ ॥
 প্রবিবেশ ততো রামো মিথিলামরিমর্দনঃ ।
 সর্বকামৈরুপহৃতৈর্মৈথিলেনৈব পূজিতঃ ॥ ৭৮
 এতস্মিন্বেব কালে তু বক্রমতিমতাং বরঃ ।
 নানারূপান্ ক্রতুন্ সর্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥
 দীক্ষাময়ং সকবচং রক্ষার্থং প্রবিবেশ হ ।
 স্যমন্তককৃতে রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৮০
 অর্থান্ রত্নানি চাম্র্যাণি দ্রব্যানি বিবিধানি চ ।

যষ্টিবর্ষগতে কালে যজ্ঞেষু বিন্যয়োজয়ৎ ॥ ৮১
 অত্রূরযজ্ঞা ইত্যেতে খ্যাতাস্তস্য মহাত্মনঃ ।
 বহুব্রহ্মদক্ষিণাঃ সর্বৈ সর্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ৮২
 অথ দুর্যোধনো রাজা গতাথ মিথিলাং প্রভুঃ ॥
 গদাশিঙ্কাং ততো দিব্যাং বলভদ্রাদবাণ্ডবান্ ।
 প্রসাদ্য তু ততো রামো বৃষ্ণককমহারথৈঃ ।
 অনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন মহাত্মনা ॥ ৮৪
 অত্রূরস্ত্রকৈঃ সার্কমুপায়াং পুরুষর্ষভঃ ।
 যুদ্ধে হত্বা তু শত্রুঘ্নং সহ বক্রমতা বলী ॥ ৮৫
 স্বফলতনয়ায়াস্ত নরায়ান্ নরসত্তমৌ ।
 ভগ্নকারস্য তনয়ৌ বিক্রতো সুমহাবলৌ ॥ ৮৬
 জজ্ঞাতেহন্ধকমুখ্যস্য শত্রুঘ্নো বক্রমাংশ চৌ ।
 বধার্থং ভগ্নকারস্য কৃষ্ণো ন প্রীতিমান্ ভবেৎ ॥
 জ্ঞাতিভেদভয়াদ্রীতস্তমুপেক্ষিতবাংস্তথা ।
 অপযাতে তথাক্রুরে নার্কং পাকশাসনঃ ॥ ৮৮

গমন করিয়াই মণিরত্ন স্যমন্তক লইয়া আইসি ।
 এই বলিয়া পরমাস্ত্রবিৎ অচ্যুত পদব্রজেই গমন
 করিলেন- যাইয়া মিথিলাপতি শতধন্বাকে নিহত
 করিলেন । কিন্তু তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার
 নিকট স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন না । কৃষ্ণ
 ফিরিয়া আসিলেন । হলায়ুধ তাঁহার নিকট স্যমন্ত
 ক মণি দেখিতে পাইলেন না । কৃষ্ণ ফিরিয়া
 আসিলেন । হলায়ুধ তাঁহার নিকট মণি চাহিলেন ।
 কৃষ্ণ বলিলেন, -মণি পাই নাই । তখন হলায়ুধ
 ক্রুদ্ধ হইলেন- হইয়া বারবার ধিক্কার দিয়া
 প্রত্যুত্তরে জনার্দনকে বলিলেন, -তুমি ভাই
 বলিয়া তোমার এই কার্য্য আমি ক্ষমা করিলাম ।
 তোমার মঙ্গল হউক । আমি অন্যত্র চলিলাম ।
 দ্বারকায় আমার কাজ নাই । তোমার দ্বারা বা
 বৃষ্ণিগণ দ্বারাও আমার কোন প্রয়োজন নাই ।
 এই বলিয়া অরিন্দম বলরাম মিথিলা রাজ্যে
 প্রবেশ করিলেন । সেখানে মিথিলাধপতি বিবিধ
 মনোজ্ঞ উপহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ।
 এই সময় বুদ্ধিমান বক্র অর্থাৎ অত্রুর নানাবিধ
 যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন । তিনি আত্ম
 রক্ষার্থ দীক্ষাময় কবচ ধারণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে

প্রবেশ করিলেন । স্যমন্তক মণির রক্ষার নিমিত্তও
 তাঁহার ঐরূপ রক্ষাকবচ ধারণের প্রয়োজন
 হইয়াছিল । তিনি ষষ্টি বর্ষ কাল যাবৎ বহু অর্থ,
 উত্তম উত্তম অন্ন ও নানাবিধ প্রচুর দ্রব্য যজ্ঞকার্য্যে
 নিয়োগ করিলেন । বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণাস্থিত
 সর্ব কামপ্রদ সেই যজ্ঞ অত্রুরযজ্ঞ নামে বিখ্যাত
 হইল । রাজা দুর্যোধন এই সময় মিথিলায় গমন
 করেন । সেখানে গিয়া তিনি বলভদ্রের নিকট
 দিব্য গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন । বহুদিন পরে বৃষ্ণি
 ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অনেক
 অনুনয় বিনয় করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণের সাহায্যে
 বলরামকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন । অত্রুর
 যুদ্ধে বক্রমান ও শত্রুঘ্নকে নিহত করিয়া অন্ধকগণ
 সহ দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন । শত্রুঘ্ন ও
 বক্রমান ভগ্নকারের পুত্র ছিলেন । স্বফলনন্দিনী
 নরার গর্ভে ভগ্নকারের ঐ দুই বিখ্যাত মহাবল
 পুত্র উৎপন্ন হয় । অত্রুরের প্ররোচনায় শতধন্বা
 ভগ্নকারকে নিহত করায়, কৃষ্ণ তৎপ্রতি প্রীত
 ছিলেন না । তিনি জ্ঞাতিভেদ ভয়ে তৎকালে
 অত্রুরকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন । যাহা হউক,
 এক্ষণে অত্রুর আপনা হইতেই দ্বারকা পরিত্যাগ

অনাবৃষ্ট্যা হতং রাষ্ট্রমভবত্ত্বয়োদ্যতম্ ।
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরজ্ঞরং কুকুরাক্ষকাঃ ॥ ৮৯
পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তদা দানপতৌ তথা ।
প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ কুক্ষৌ জলনিধেস্ততঃ ॥ ৯০
কন্যাঞ্চ বাসুদেবায় স্বসারং শীলসম্মতাম্ ।
অজ্ঞরঃ প্রদদৌ শ্রীমান্ প্রীত্যর্থং যদুপুঙ্গবঃ ॥
অথ বিজ্ঞয় যোগেন কৃষ্ণো বজ্রগতং মণিম্ ।
সভামধ্যে তদা প্রাহ তমজ্ঞরং জনার্দনঃ ॥ ৯২
যচ্চ রত্নং মণিবরং তব হস্তগতং প্রভো ।
তৎপ্রযচ্ছস্ব মানার্ব বিমতিমত্র মা কৃথাঃ ॥ ৯৩
যষ্টিবর্ষগতে কালে যদ্রোষোহভূত্তদা মম ।
সুসংক্রূড়ঃ স কৃৎ প্রাপ্তস্তৎকালাপ্রিত্য যো মহান্
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ সর্বসাত্ত্বতসংসদি ।
প্রদদৌ তং মণিং বজ্ররক্তেশেন মহামতিঃ ॥ ৯৫
তত আর্জধসম্প্রাপ্তবজ্রহস্তাদরিন্দমঃ ।

করিয়া গেলেন । তাঁহার অপমানে এদিকে
পাকশাসন বর্ষণে বিরত হইলেন ।
অনাবৃষ্টিবশে রাষ্ট্র নষ্ট হইবার উপক্রম হইল ।
তখন কুকুর ও অক্ষকেরা অজ্ঞরকে পুনরায়
দ্বারাকায় আনয়ন করিলেন । অজ্ঞর দ্বারাকায়
উপস্থিত হইলে সহস্রাক্ষ জলাদবন্ধে বারিবর্ষণ
করিলেন । সর্বত্র সুবৃষ্টি হইল । শ্রীমান্ অজ্ঞর
প্রীতির নিমিত্ত বাসুদেবের করে স্বীয় শীল-
সম্পত্তি ভগিনীকে সম্ভ্রদান করিলেন । কৃষ্ণ
যোগবলে অজ্ঞরের নিকট মণি আছে, বুঝিতে
পারিয়া, একদিন সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া বলিলেন, -হে প্রভো ! আপনার নিকট
যে মণিবর স্যমন্তক আছে, তাহা আপনি
অর্পণ করুন । হে মানার্ব ; আপনি এ সম্বন্ধে
অমত করিবেন না । এই সুদীর্ঘ যষ্টি বর্ষকাল
যাবৎ আমার যে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছে,
আপনি একটুকু কালের জন্যও সে ক্রোধ
প্রকাশের অবসর আমায় প্রদান করিবেন না ।
অনন্তর মহামতি অজ্ঞর কৃষ্ণের কথানুসারে
সমস্ত সাত্ত্বতগণের সমক্ষে সেই মণি

দদৌ প্রহৃষ্টমনসা তং মণিং বজ্রবে পুনঃ ॥ ৯৬
স কৃষ্ণহস্তাৎ সম্প্রাপ্য মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
আবধ্য গান্ধিনীপুত্রো বিররাজাংগুমানিব ॥ ৯৭
ইমাং মিথ্যাভিশক্তিং যো বিত্তদ্ব্যমপি চোত্তমাম্
বেদ মিথ্যাভিশক্তিং স ন ব্রসেচ্চ কথঞ্চন ॥
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদবৃষ্ণিনন্দনাৎ ।
সত্যবাক্ সত্যসম্পন্নঃ সত্যকন্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৯৯
সাত্যকির্যুযুধানশ্চ তস্য ভূতিঃ সূতোহভবৎ ।
ভূতৈর্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি ভৌত্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ
মাঘ্যাসুতস্য জজ্ঞে তু সূতঃ পুশ্ণির্যুধাজিতঃ ।
জজ্ঞাতে তনয়ৌ পুশ্ণেঃ স্বফলচ্চিত্রকশ্চ যঃ ॥
স্বফলচ্ছ মহারাজো ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ততে ।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তত্র ন চাবৃষ্টিভয়ং তথা ॥ ১০২
কদাচিৎ কাশিরাজস্য বিভোস্ত্ব দ্বিজসন্তমাঃ ।
ত্রীণি বর্ষাণি বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০৩
স তত্র বাসয়ামাস স্বফলচ্ছং পরমার্চিতম্ ।

অনায়াসে সমর্পণ করিলেন । অরিন্দম কৃষ্ণ
সরলচেতা বজ্রর নিকট হইতে সেইমণি প্রাপ্ত
হইয়া পুনরায় হৃষ্টচিত্তে তাহাকেই অর্পণ
করিলেন । গান্ধিনীনন্দন অজ্ঞর কৃষ্ণের নিকট
হইতে মণিরত্ন স্যমন্তক লাভ করিয়া অংগুমানীর
ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । যে ব্যক্তি এই
বিশুদ্ধ উত্তম মিথ্যাপ্রবাদের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়,
সে কদাচ মিথ্যা-প্রবাদগ্রস্ত হয় না । কনিষ্ঠ বৃষ্ণি
নন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয় । শিনির
পুত্র সাত্যক ; ইনি সত্যবাক্ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন ।
সত্যাকার পুত্র সাত্যকি ; সাত্যকির অপর নাম
যুযুধান ; তৎপুত্র ভূতি ; ভূতির পুত্র যুগন্ধর ;
যুগন্ধরের বংশধরেরা ভৌত্যা নামে বিখ্যাত ।
৭২-১০০ । মাদ্রী ননন্দন যুধাজিতের পুশ্ণি নামে
এক পুত্র উৎপন্ন হয় । পুশ্ণির দুই পুত্র- স্বফলচ্ছ ও
চিত্রক । ধর্ম্মাত্মা মহারাজ স্বফলচ্ছ যে দেশে বাস
করিতেন, তথায় ব্যাধি বা অনাবৃষ্টি ভয় থাকিত
না । একাদা কাশীরাজের রাজ্যে পাকশাসন তিন
বর্ষ যাবৎ বৃষ্টি বিতরণ করেন নাই । তাহাতে
কাশীরাজ পূজনীয় স্বফলকে অনিয়া স্বীয় রাজ্যে

শ্বফলপরিবাসেন প্রাবৰ্ষ্য পাকশাসনঃ ॥ ১০৪
 শ্বফলঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভ্রাম্যামান্দিতাম্
 গান্ধিনীং নাম গাং সা হি দদৌ বিপ্রায়

নিত্যশঃ ॥ ১০৫

সা মাতুরদরস্থা বৈ বহুবর্ষতান্ কিল ।
 বসতি স্ম ন বৈ জজ্ঞে গর্ভস্থাং তাং পিতাব্রবীৎ
 জায়ত্ব শীঘ্রং ভদ্রং তে কিমর্থঞ্চাপি তিষ্ঠসি ।
 প্রোবাচ চৈনং গর্ভস্থা সা কন্যা গৌর্দিনে দিনে
 যদি দস্তা তদা স্বাং হি যদি স্যামীহতাং পিতঃ
 তথৈতুবাচ তাং তস্যাঃ পিতা কামপুপুরং ॥
 দাতা যজ্ঞা চ শূরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ ।
 তস্যাঃ পুত্রঃ স্মৃতোহত্মনঃ স্বাক্ষকো ভূরিদক্ষিণঃ
 উপমন্তুস্তথা মঙ্গুর্মদুরমআরিমেজয়ঃ ।
 গিরিরক্ষস্ততো যক্ষঃ শক্রঘ্নো বারিমর্দনঃ ॥ ১১০
 ধর্মভূচ্চ শৃষ্টিচয়ো বর্গমোচস্তথাপরঃ ।

বাস করান । শ্বফলের বাসনিবন্ধন পাকশাসন
 সে রাজ্যে বর্ষণ করেন । শ্বফল কাশীরাজ-
 নন্দিনী অনিন্দিতা গান্ধিনীর পাণি গ্রহণ করেন ।
 গান্ধিনী নিত্য নিত্য ব্রাহ্মণদিগকে গো দান
 করিতেন । তিনি বহুবর্ষ যাবৎ মাতার উদরে
 বাস করিয়াছিলেন । গান্ধিনী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ
 না হওয়ায় গান্ধিনীর পিতা তাঁহাকে
 বলিয়াছিলেন, -ওহে গর্ভস্থ সন্তান ! তুমি শীঘ্র
 ভূমিষ্ঠ হও । তোমার মঙ্গল হউক । কেন তুমি
 এতকাল গর্ভে রহিয়াছ? তখন গান্ধিনী গর্ভে
 থাকিয়াই পিতাকে বলিয়াছিলেন- পিতঃ !
 আপনি যদি নিত্য নিত্য গো দান করেন, তাহা
 হইলেই আমি জন্ম গ্রহণ করিতে পারি । পিতা
 'তথাস্তু' বাক্যে গর্ভস্থ কন্যার কামনা পূর্ণ
 করিয়াছিলেন । গান্ধিনী শ্বফল হইতে
 ভূরিদক্ষিণ অত্মরকে প্রসব করেন । অত্মর-
 দাতা, যজ্ঞা, শূর, শ্রুতশীল ও অতিথি প্রিয়
 ছিলেন । অত্মর ব্যতীত গান্ধিনীর আও
 কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয় ; তাহাদের নাম-
 উপমন্তু, মঙ্গু, মদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ,
 শক্রঘ্ন, অরিমর্দন, ধর্মভূৎ, সৃষ্টিচয়, বর্গমোচ,

আবাহপ্রতিবাহৌ চ বসুদেবা বরাঙ্গনা ॥ ১১১
 অত্মরাদুত্সেন্যাস্ত্র সুতৌ দ্বৌ কুলনন্দিনৌ
 দেবচানুপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেবসম্মিতৌ ॥ ১১২
 চিত্রকস্যভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ।
 অশ্বগ্ৰীবোহশ্ববাহশ্চ সুপার্ষকগবেষণৌ ॥ ১১৩
 অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুবর্মা চর্মবর্মভূৎ ।
 অভূমিবহভূমিশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে জিয়ৌ ॥ ১১৪
 সত্যকাং কাশিদুহিতা লেভে সা চতুরঃ সুতান্
 ককুদং ভজমানঞ্চ শমীকম্বলবর্হিষৌ ॥ ১১৫
 ককুদস্য সুতো বৃষ্টিবৃষ্টেষ্ট তনয়োহভবৎ ।
 কপোতরোমা তস্যাথ রেবতোহভবদাত্মজঃ ॥
 তস্যাসীতুশুরসখা বিদ্বান্ পুত্রোহভবৎ কিল ।
 খ্যায়াতে यस্য নান্না স চন্দনোদকদুন্দুভিঃ ॥ ১১৭
 তস্মাচ্চাভিজিতঃ পুত্র উৎপন্নস্ত পুনর্বসুঃ ।
 অশ্বমেধস্ত পুত্রার্থ আজহার নরোত্তমঃ ॥ ১১৮
 তস্য মধ্যেহতিরাত্রস্য সদোমধ্যাং সুমুখিতঃ
 ততস্ত বিদ্বান্ ধর্মজ্ঞো দাতা যজ্ঞা পুনর্বসুঃ ॥

আবহ ও প্রতিবাহ । অত্মর হইতে উত্সেনীর
 গর্ভে দুই দেবসম্মিত কুলনন্দন পুত্র উৎপন্ন
 হয় । তাহাদের নাম দেব ও অনুদেব । চিত্রক
 হইতে কতিপয় পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে ।
 তাহার পুত্রগণের নাম- পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্ৰীব,
 অশ্ববাহ, সুপার্ষক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, আশ্ব,
 সুবর্মা, ও চর্ম-বর্মভূৎ এবং কন্যাগণের নাম-
 অভূমি, বহভূমি, শ্রবিষ্ঠা, শ্রবণা । কাশীদুহিতা
 সত্যক হইতে চরিত্রি পুত্র লাভ করেন ।
 তাহাদের নাম- ককুদ, ভজমান, শমী ও
 কম্বলবর্হিঃ । ১০১-১১৫ । ককুদের পুত্র- বৃষ্টি,
 তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র রেবত, তৎপুত্র
 বিদ্বান্; ইনিই তুমুরর সখা ছিলেন । ইহার
 নামেই চন্দ্রনোদক দুন্দুভি খ্যাতি লাভ করেন ।
 ইহার পুত্র অভিজিৎ; তৎপুত্র পুনর্বসু;
 পুনর্বসুর পিতা পুত্রলভার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করেন । সেই যজ্ঞবেদির মধ্য হইতেই
 পুনর্বসু উৎপন্ন হন । এইজন্য তিনি বিদ্বান্,

তস্যাপি পুত্রমিধুনং বাহবাণাজিতঃ কিল ।
 আহকচ্চাহকী চৈব খ্যাতৌ মতিমতাং বরৌ ॥
 ইমাংশোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকান্ প্রতি তমাহকম্
 সোপাসঙ্গানুকর্ষণাং সধ্বজানাং বরুধিনাম্ ॥
 রথানাং মেঘঘোষণাং সহস্রাণি দশৈব তু ।
 নাসত্যবাদী ত্বাসীত্ত্ব নাযজ্ঞা নাসহস্রদঃ ॥ ১২২
 নাতর্চিনীপ্যধর্মাত্মা নাবিদ্বান্ন কৃশোহভবৎ ।
 আহকস্য ধৃতিঃ পুত্র ইত্যেবমনুত্তম ॥ ১২৪
 শ্বেতেন পরিচায়েণ কিশোরপ্রতিমান হয়ান্ ॥
 অশীতিমশ্বনিযুতান্যাহকপ্রতিমোহব্রজৎ ॥ ১২৪
 পূর্বস্যাং দিশি নাগানাং ভোজস্য প্রতিমো-

হভবৎ ।

রূপ্যাকাঞ্চনকঙ্কাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥
 তাবন্ত্যেব সহস্রাণি উত্তরস্যাং তথা দিশি ।
 ভূমিপালস্য ভোজস্য উত্তিষ্ঠেৎ কিঙ্কিনী কিল ॥
 আহকচ্চাহকাক্ষায় স্বসারং ত্বাহকীং দদৌ ।

ধার্মিক, দাতা ও যজ্ঞা হইয়াছিলেন। তাঁহার
 যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে
 পুত্রের নাম আহক এবং কন্যার নাম আহকী।
 এই দুই যমজ পুত্র বিলক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও
 খ্যাতিযুক্ত ছিলেন। আহককে লক্ষ্য করিয়া
 পূর্বাচার্য্যগণ এইরূপ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া
 থাকেন যে, আহক এক নিযুত অশীতি
 অশ্বারোহী ও মেঘনির্ঘোষী দশসহস্র রথ দ্বারা
 পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধাভিযান করিতেন। ইহার
 সমস্ত অশ্বই বলিষ্ঠ ও শ্বেত পরিচ্ছদে পরিবৃত্ত
 ছিল। ইহার বংশে এমন কেহই জন্মে নাই,
 যিনি সত্যবাদী, যাগশীল, ভুরিধন, শুচি,
 ধর্মাত্মা, বিদ্বান্ বা অকৃশ ছিলেন না। আহক
 একবিংশতি সহস্র রথী সৈন্য সহ পূর্বদিকস্থিত
 ভোররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাঁহার
 আদেশে অনেকে বহু সহস্র ধ্বজধারী রথী ও
 পদাতি সৈন্য লইয়া রৌপ্য-কাঞ্চন-কঙ্কময়
 একবিংশতি সহস্র গজ সৈন্য সমভিব্যাহারে
 উত্তর দিকে অভিযান করিয়াছিলেন। আমাদের
 গুন আছে, আহকের ধৃতি নামে এক পুত্র হয়।

আহকাক্ষস্য দুহিতা ঘৌ পুত্রৌ সম্ভবতুঃ ॥
 দেবকশ্চোদ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ ।
 দেবকস্য সুতা বীরা জজ্ঞিরে ত্রিদশোপমাঃ ॥
 দেবানামপি দেবশ্চ সুদেবো দেবরঞ্জিতা ।
 তেষাং স্বসারঃ সন্তাসন্ বসুদেবায় তাং দদৌ
 বৃকদেবোপদেবা চ তথান্যা দেবরক্ষিতা ।
 শ্রীদেবা শান্তিদেবা চ মহাদেবা তথাপরা ॥
 সপ্তমী দেবকী ভাসাং সুনামা চারুদর্শনা ।
 নবোদ্রসেনস্য সুতাঃ কংসস্তেষাম্ পূর্বজঃ ॥
 ন্যাঘোধশ্চ সুনামা চ কঙ্কশঙ্কু ভূময়ঃ ।
 সূতন্ রাষ্ট্রপালশ্চ যুদ্ধদুষ্টঃ সুপুষ্টিমান্ ॥ ১৩২
 তেষাং স্বসারঃ পঞ্চৈব কর্মধর্মবতী তথা ।
 শতাংকুরাষ্ট্রপালা চ কহ্বা চৈব বরাজনা ॥ ১৩৩
 উদ্রসেনো মহাপত্যো বিখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ ।
 কুকুরাণামিমং বংশং ধারয়ন্মিতৌসজাম্ ।

আহক তদীয় ভগিনী আহকীকে আহকাক্ষের
 করে সম্প্রদান করেন। আহকাক্ষের এক কন্যা
 এবং দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক
 পুত্রের নাম দেবক এবং অপরের নাম উদ্রসেন।
 উদ্রয় পুত্রই দেবগর্ভাভ। দেবকের তিনটি
 দেবোপম বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম-
 দেবদেব, সুদেব ও দেবরঞ্জিতা। তাহাদের
 সাতটি ভগিনী, সাতটীকেই বসুদেবের করে
 সম্প্রদান করা হয়। ঐ ভগিনীদের নাম-
 বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তি
 দেবা, মহাদেবা ও দেবকী। দেবকী চারুদর্শনা
 ও সুগৃহীতনাম ছিলেন। উদ্র সেনের নয় পুত্র;
 কংস তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অন্যান্য
 পুত্রগণের নাম-ন্যাঘোধ, সুনামা, কঙ্কশঙ্কু, ভূময়,
 সতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধদুষ্ট ও সুপুষ্টিমান। ১১৬-
 ১৩২। ইহাদের পাঁচটি ভগ্নী; তাহাদের নাম-
 কর্মধর্মবতী, ধর্মবতী, শতঙ্কু, রাষ্ট্রপালা ও বরাজনা
 কহ্বা। উদ্রসেন একজন বিশিষ্ট সন্তান-সন্ততি-
 সম্পন্ন কুকুরবংশীয় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। মানব
 এই অমিততেজা কুকুরদিগের বংশ-বিবরণ

আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবংশ ভবেন্নরঃ
 তজমানস্য পুত্রস্ত রথিমুখ্যো বিদুরথঃ ।
 রাজ্যাধিদেবঃ শুরশ্চ বিদুরশ্চ সুতোহভবৎ ॥
 তস্য শুরস্য তু সুতা জজ্ঞিরে বলবন্তরাঃ ।
 বাতশ্চৈব নিবাতশ্চ শোণিতঃ শ্বেতবাহনঃ ॥
 শমী চ গদবর্ম্মা চ নিদাতঃ শক্রশক্রজিৎ ।
 শমীপুত্রঃ প্রতিক্ষিপ্তঃ প্রতিক্ষিপ্তস্য চাত্মজঃ ॥
 স্বয়ম্ভোজঃ স্বয়ম্ভোজাকৃদিকঃ সম্ভভুব হ ।
 হৃদিকস্য সুতাস্ত্বাসন্ দশ ভীমপরক্রমাঃ ॥ ১৩৮
 কৃতবর্ম্মা কৃতস্তেয়াং শতধন্বা তু মধ্যমঃ ।
 দেবর্ষশ্চ বনার্হশ্চ ভিষগ্ধৈতরথশ্চ যঃ ॥ ১৩৯
 সুদান্তশ্চ ধিয়ান্তশ্চ নকবান্ কনকোদ্ধবঃ ।
 দেবর্ষস্য সুতো বিদ্বাশ্চক্রে কমলবর্হিষঃ ॥ ১৪০
 অসমৌজাঃ সুতস্তস্য সুসমৌজাশ্চ বিক্রতঃ ।
 অজাবপুত্রায় ততঃ প্রদদাবসমৌজসে ।
 সুদন্তঃ সুরূপঃ কৃষ্ণ ইত্যককাঃ স্মৃতাঃ ॥
 অক্ককানামিমং বংশং কীর্ত্তয়ানস্ত নিত্যশঃ ।

হৃদয়ঙ্গম করিলে প্রজাবান্ হইয়া আপনার
 বিপুল বংশ বিস্তার করিতে পারে । ভজমানের
 পুত্র রথিশ্রেষ্ঠ বিদুরথ ; তাহার তিন পুত্র ; নাম-
 রাজ্যাধিদেব, শুর ও বিদুর । তন্মধ্যে শুরের
 কতিপয় বল বীর্য্য সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 তাহাদের নাম- বাত, নিবাত, শোণিত,
 শ্বেতবাহন, শমী, গদবর্ম্মা, নিদাত ও শক্র-
 শক্রজিৎ । ইহাদের মধ্যে শমীর পুত্র প্রতিক্ষিপ্ত;
 তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ; তৎপুত্র হৃদিক । হৃদিকের
 দশজন ভীমপরাক্রম পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 তাহাদের নাম কৃতবর্ম্মা, কৃত, শতধন্বা, দেবর্ষ,
 বনার্হ, ভিষক, দৈতরথ, সুদান্ত, ধিয়ান্ত, নকবান্
 ও কনকধর । ইহাদের মধ্যে দেবর্ষের
 কমলবর্হিষ নামে এক বিদ্বান্ পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 তাহার দুই পুত্র ; নাম অসমৌজা ও বিখ্যাত
 সুসমৌজা । অসমৌজা অপুত্রক ছিলেন । কৃষ্ণ
 তাহাকে সুদন্ত ও সুরূপ নামে দুইটি বালক
 অর্পণ করেন । এই বংশীয়গণই অক্কক নামে
 বিখ্যাত । অক্ককদিগের এই বংশবৃত্তান্ত নিত্য

আত্মনো বিপুলং বংশং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 অশ্মক্যাং জনয়ামাস শুরো বৈ দেবমীদৃষম ।
 মাধ্যাং তু জনয়ামাস শুরো বৈ দেবমাহুযম্ ॥
 ভাষ্যাং তু জজ্ঞিরে শুরাভোজায়াং পুরুসা দশ
 বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ ॥ ১৪৪
 জজ্ঞে তস্য প্রসূতস্য দুন্দুভিঃ প্রাণদদ্বিবি ।
 আনকানাঞ্চ সংহাদঃ সুমহানভবদ্বিবি ॥ ১৪৫
 পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ শুরস্য ভবেন মহৎ ।
 মনুষ্যালোকে কৃৎস্নেহপি রূপে নাস্তি সমো ভূবি
 যস্যাসীৎ পুরুষাশ্রস্য কীর্ত্তিচন্দ্রমসো যথা ।
 দেবভাগন্ততো জজ্ঞে ততো দেবশ্রবাঃ পুনঃ ॥
 অনাবৃষ্টিকরশ্চৈব নন্দনশ্চৈব ভুঞ্জিনঃ ।
 শ্যামঃ শমীকো গভুষশ্চত্বারস্ত বরাঙ্গনাঃ ॥
 পৃথা চ শ্রুতবেদা চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবা ।
 রাজ্যাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতয়ঃ ॥ ১৪৯

যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করে, সে নিশ্চয়ই নিজের
 বিপুল বংশ লাভ করিতে পারে । শুর হইতে
 অশ্মকীর গর্ভে দেবমীদৃষ, মাধীর গর্ভে
 দেবমানুষ এবং ভোজনন্দিনী ভাসীর গর্ভে
 বসুদেবাদি দশ পুত্র উৎপন্ন হয় । এই মহাবাহু
 বসুদেবই পূর্ব্ব আনকদুন্দুভি নামে বিখ্যাত
 হইয়াছিলেন । ইহার জন্মকালীন স্বর্গে
 দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল এবং আনকসমূহেরও
 মহান্ নিনাদ উখিত হইয়াছিল ; এইজন্য ইনি
 ঐ নামে খ্যাতি লাভ করেন । বসুদেব জন্মিবা
 মাত্র শুরের ভবনে সুমহৎ পুষ্প বর্ষণ হয় ।
 সমগ্র মনুষ্য লোকে তাহার ন্যায় রূপবান্ কেহই
 ছিল না । ১৩৩-১৪৬ । সেই পুরুষপ্রবরের
 কীর্ত্তিচন্দ্র রশ্মির ন্যায় নির্মলরূপে বিস্তার
 পাইয়াছিল । বসুদেবের পর দেবভাগ,
 দেবশ্রবা, অনাদৃষ্টি, নন্দন, ভুঞ্জিন, শ্যাম,
 শমীক ও গভুষ পভৃতি শুর পুত্রগণ প্রাদুর্ভূত
 হন । ইহাদের চারিটি বরাঙ্গনা ভগিনী ছিলেন ।
 নাম-পৃথা, শ্রুতবেদা, শ্রুতকীর্ত্তি ও শ্রুত শ্রবা ।
 ইহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনীর নাম

পৃথাং দুহিতরং চক্রে কুন্তীভাং পাদুরাবহং ।
 অনপত্যায় বৃন্দায় কুন্তীবোজায় তাং দদৌ ।।
 তস্মাৎ কুন্তীতি বিখ্যাতা কুন্তীভোজাত্মজা তথ ।
 কুরুবীরঃ পাদুমুখ্যস্তস্মাদ্ধার্য্যমবিন্দত ।।
 পৃথা জজ্ঞে ততঃ পুত্রাংস্ত্রীনগ্নিসমতেজসঃ ।
 লোকেহ প্রতি রুখানবীরাং শত্রুতুল্যপরাক্রমান
 ধর্মাদ্যুধিষ্ঠিরং পুত্রং মারুতাচ্চ বৃকোদরম্ ।
 ইন্দ্রাক্ষনজয়ৈশ্চৈব পৃথা পুত্রানজীজনৎ ।।
 মাদ্রবত্যাং তু জনিতাবাশ্বিনবিত্তি বিশ্রুতম ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ রূপসত্ত্বগুণাশ্চিতৌ ।১৫৪
 জজ্ঞে চ শ্রুতদেবায়াং তনয়ো বৃদ্ধশর্মণঃ ।
 ককুযাধিপতিবীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ ।।১৫৫
 কৈকেয়াং শ্রুতকীর্ত্যাং তু জজ্ঞে সন্তর্দনঃ পুনঃ ।
 চেকিতানবৃহৎ ক্ষত্রৌ তথৈবানৌ মহাবলৌ ।।
 রাজাধিদেবী । সমষ্টিতে এই পঞ্চ ভগিনীই বীর
 প্রসবিনী ছিলেন । কুন্তীরাজ পৃথাকে দুহিতৃত্বে
 গ্রহণ করেন । রাজা পাদু তাঁহার পাণিপীড়ন
 করেন । বৃদ্ধ রাজা কুন্তীভোজ অনপত্য ছিলেন ।
 তাই তাঁহাকে পৃথা কন্যা অর্পিত হয় এবং এই
 জন্যই ঐ কুন্তীভোজ-নন্দিনী পৃথা পরবর্তীকালে
 কুন্তী নামে খ্যাতি লাভ করেন । কুরুবীর পাদু
 রাজা এই কুন্তীভোজের নিকট হইতে কুন্তীকে
 ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পৃথার গর্ভে ধর্ম,
 বায়ু ও ইন্দ্র হইতে যথা ক্রমে যুধিষ্ঠির, বৃকোদর
 ও ধনঞ্জ নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয় । এই তিন
 পুত্রই অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অপ্রতিম বীর্য্যশালী
 ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন । শুনিয়াছি,
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মাদ্রবতীর গর্ভে নকুল
 ও সহদেব নামে রাজা পাদুর আরও দুইটি
 রূপ-গুণ-বলশালী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন
 হইয়াছিল । বৃদ্ধশর্মার ঔরসে শ্রুতদেবার গর্ভে
 ককুযাধিপতি মহাবল দন্তবক্র জন্মগ্রহণ
 করেন । কৈকেয়রাজ-মহিষী শ্রুতকীর্ত্তর গর্ভে
 সন্তর্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র এবং বিন্দ ও

বিন্দানুবিন্দাবাবন্তৌ ভ্রাতরৌ সুমহাবলৌ ।
 শ্রুতশ্রবায়াং চৈদ্যন্ত শিশুপালো বভূব হ ।।১৫৭
 দমধোবস্য রাজর্ষেঃ পুত্রো বিখ্যাতপৌরুষঃ
 যঃ পুরাসীদশশ্রীবঃ সম্ভভুবারিমর্দনঃ ।।১৫৮
 ঘটশ্রবানুজন্তস্য রুজকন্যানুজন্তথা ।
 পত্ন্যস্ত্র বসুদেবস্য ত্রয়োদশ বরাঙ্গনাঃ ।।১৫৯
 পৌরবী রোহিণী চৈব মদিরা চাপরা তথা ।
 তথৈব ভদ্রা বৈশাখী দেবকী সপ্তমী তথা ।।
 সুগন্ধিবনরাজী চ ধ্রু চান্যে পরিচারিকে ।
 রোহিণী পৌরবী চৈভব বাল্লীকস্যাভ্রাজাতবৎ ।
 জ্যেষ্ঠা পত্নী মহাভাগা দয়িতানকদুন্দুভেঃ ।।
 জ্যেষ্ঠং লেভে সুতং রামং সারণং নিশবৎ
 তথা ।।১৬২

দুর্দমং দমনং শুভ্রং পিভারককুশীতকৌ ।
 চিত্রাং নাম কুমারীঞ্চ রোহিণ্যষ্টৌ ব্যজায়ত ।।
 অনুবিন্দ নামে অন্য দুই মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 এই শেষোক্ত পুত্রদ্বয় অবন্তীদেশে রাজ্য করিতেন
 বলিয়া আবন্ত্য নামে খ্যাতি লাভ করেন ।
 শ্রুতশ্রবার গর্ভে চৈদিপতি শিশুপাল প্রাদুর্ভূত
 হন । ইনি রাজর্ষি দম ঘোষের বিখ্যাতবীর্য্য পুত্র
 ছিলেন । এই শিশুপালই পূর্ব্ব জনে অরিন্দম
 দশগ্রীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কুম্ভবর্ণ ও
 বিভীষণ উহার অনুজ হয় । পূর্ব্ব যে বসুদেবের
 কথা বলিয়াছি, ত্রয়োদশ জন বরবর্গিনী তাঁহার
 পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের নাম পৌরবী, রোহিণী,
 মদিরা, ভদ্রা, বৈশাখী, ও দেবকী প্রভৃতি ।
 সুগন্ধা এবং বনরাজি নামী দুইটি রমণী ইহাদের
 পরিচারিকা ছিল । রোহিণী পৌরবী বাল্লীকের
 আভ্রাজা ছিলেন । ১৪৭-১৬১ । এই সকল পত্নীর
 মধ্যে মহাভাগ্যবতী জ্যেষ্ঠা পত্নীরোহিণীই
 বসুদেবের প্রিয়তমা; ইহারই গর্ভে বলরাম,
 সারণ, নিশঠ, দুর্দম, দমন, শুভ্র, পিভারক ও
 কুশীদক নামক আট পুত্র এবং চিত্রা নামী এক
 কুমারী জন্মগ্রহণ করে । বসুদেব হইতে রোহিণী

পৌত্রৌ রামস্য যজ্ঞাতে বিজ্ঞাতৌ নিশি

তোৎসুকৌ ।

পার্শ্বী চ পার্শ্বনন্দী চ শিশুঃ সত্যধৃতিস্তথা ॥ ১৬৪

মন্দবাহ্যোহথ রামাণগিরিকৌ গির এব চ ।

শুল্লগুণ্যেতি গুণ্যচ দরিদ্রান্তক এব চ ॥

কুমার্য্যচাপি পঞ্চাদ্যা নামতস্তা নিবোধত ।

অর্চিস্মতী সুনন্দা চ সুরসা সুবচাস্তথা ॥

তথা শতবলা চৈব সারণস্য সুতাস্ত্রিমে ।

ভদ্রাশ্বো ভদ্রগুপ্তিচ ভদ্রবিদ্যাস্তথৈব চ ॥

ভদ্রবাহুর্ভদ্ররথো ভদ্রকল্পস্তথৈব চ ।

সুপার্ষকঃ কীর্তিমাংশচ রোহিতাশ্বচ ভদ্রজঃ ॥

দুর্মদশ্চাভিভূতশ্চ রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ স্মৃতাঃ ।

নন্দোপনন্দৌ মিত্রশ্চ কুক্ষিমিত্রস্তথা চলঃ ॥

চিত্রোপচিত্রে কণ্যে চ স্থিতঃ পুষ্টিরথাপরঃ ।

মদিরায়াঃ সুতা হ্যেতে সুদেবোহথ বিজজ্ঞিরে

উপবিষোহথ বিম্বশ্চ সস্তুদন্তমহৌজসৌ ।

চত্বার এতে বিখ্যাতা ভদ্রাপুত্রা মহাবলাঃ ।

বৈশাখ্যাং সমদাচ্ছেহরিঃ পুত্রাং কৌশিকমুত্তম

এই সকল পুত্র-কন্যার জননী হন । বলরামের নিশিত ও উৎসুক নামে দুই জন বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কতিপয় পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মিয়াছিল । ঐ পুত্রগণের নাম—পার্শ্বী, পার্শ্বনন্দী, শিশু, সত্যধৃতি, মন্দবাহ্য, রামাণ, গিরিক, গির, শুল্লগুণ্য, গুণ্য ও দারিদ্রান্তক । তাঁহার কন্যাগণের নাম শ্রবণ করুন; যথা—অর্চিস্মতী, সুনন্দা, সুরমা, সুবচা ও শতপলা । বলরামের কনিষ্ঠ সারণের পুত্রগণ; যথা—ভদ্রাশ্ব, ভদ্রগুপ্তি, ভদ্রবিদ্য, ভদ্রবাহু, ভদ্ররথ, ভদ্রকল্প, সুপার্ষ, কীর্তিমান, রোহিতাশ্ব, ভদ্রজ, দুর্মদ ও অভিভূত । এই সকলই রোহিণীর কুলজ বলিয়া বিখ্যাত । নন্দ, উপনন্দ, মিত্র, কুক্ষিমিত্র, চল, পুষ্টি ও সুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্র ও উপচিত্রা নামী কন্যাঘর মদিরা হইতে উৎপন্ন । উপবিষ, বিম্ব, সস্তুদন্ত ও মহৌজা এই চারিজন মহাবল পুত্র, ভদ্রার গর্ভজাত বলিয়া বিখ্যাত । বৈশাখী নামী পত্নীর

দেবক্যাং জজ্ঞিরে শৌরেঃ সুষেণঃ কীর্তিমানপি তদায়ী ভদ্রসেনশ্চ যজুদায়শ্চ পঞ্চমঃ ।

ষষ্ঠো ভদ্রবিদেকশ্চ কংসঃ সর্বাঙ্ঘ্রান্ তান্ ॥

অথ তস্যামবস্থায়ামাযুস্মান্ সম্ভূব হ ।

লোকনাথঃ পুনর্বিষ্ণুঃ পূর্বকৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥

অনুজাতাভবৎ কৃষ্ণা সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী ।

কৃষ্ণা সুভদ্রেতি পুনর্ব্যাখ্যাতা বৃষ্ণিনন্দিনী ॥

সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত ।

বসুদেবস্য ভার্য্যাসু মহাভাগাসু সপ্তসু ।

যে পুত্রা জজ্ঞিরে শূরা নামতস্তান্ নিবোধত ॥

অতোহস্য সহদেবায়াং শূরো জজ্ঞে ভয়াসখঃ ।

শার্ঙ্গদেবাজনন্তনুং শৌরী জজ্ঞে কুলোদ্বহম ॥

উপসঙ্গং বসুধাপি তনয়ৌ দেবরক্ষিতৌ ।

এবং দশ সুতাস্তস্য কংসস্তানপ্যাঘাতয়ৎ ॥

বিজয়ং রোচনঞ্চৈব বর্দ্ধমানং তথৈব চ ॥

এতান সর্বান মহাভাগানুপদেবা ব্যজায়ত ।

স্বগাহবং মহাত্মানং বৃকদেবী ত্বজায়ত ।

গর্ভে বসুদেব একাটী মাত্র উত্তম পুত্র উৎপাদন

করেন । ঐ পুত্রের নাম কৌশিক । বসুদেব

হইতে দেবকীর গর্ভে সুষেণ, কীর্তিমান, তদায়ী,

ভদ্রসেন, যজুদায় ও ভদ্রবিৎ নামে ছয় পুত্র

উৎপন্ন হয় । কংস এই ছয় জনকেই নিহত

করে । অনন্তর ঐ সময় লোকনাথ বিষ্ণু

দেবকীর উদরে আবির্ভূত হন । ভদ্রভাষিণী

সুভদ্রা ইহার অনুজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ।

এই বৃষ্ণিনন্দিনী সুভদ্রা কৃষ্ণা নামেও পরিচিতা

ছিলেন । ১৬২-১৮৪ । পার্থ হইতে সুভদ্রার

গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয় । মহাভাগ্যবতী সপ্ত

বসুদেবপত্নীর গর্ভে আরও যে সকল বীর পুত্র

উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম সকল শ্রবণ

করুন—বসুদেবপত্নী সহদেবার গর্ভে বীর

ভয়াসখ, শার্ঙ্গদেবার গর্ভে তনু, সৌরীর গর্ভে

কুলোদ্বহ, দেবরক্ষিতার গর্ভে উপসঙ্গ ও বসু,

উপদেবার উদরে বিজয়, রোচন ও বর্দ্ধমান

প্রভৃতি মহাভাগ্য পুত্রগণ এবং বৃকদেবীর গর্ভে

আগাহী চ স্বসা চৈব সুরূপা শিশিরায়িনী ।।
সপ্তমং দেবকী পুত্রং সুনাসা সুষুবে ভুবম ।
গবেষণং মহাভাগং সংগ্রামে চিত্রযোধিনম ।।
শ্রাদ্ধদেবং পুরা যেন বনং বিরচিতং দ্বিজাঃ ।
সৈব্যায়াহদদাচ্ছেরিঃ পুত্রং কৌশিকমব্যয়ম্ ।।
সুগন্ধী বনরাজী চ শৌর্যেরাস্তাং পরিগ্রহঃ ।
পুঙ্খ কপিলশ্চৈব বসুদেবাত্মজৌ হি তৌ ।
তয়ো রাজাভবৎ পুঙ্খঃ কপিলস্ত বনং যযৌ ।
তস্যাং সমভবদ্বীরো বসুদেবাত্মজো বলী ।
রাজা নাম নিষাদোহসৌ প্রথমঃ স ধনুর্ধরঃ ।।
বিখ্যাতো দেবরাতস্য মহাভাগঃ সুতোহ ভবৎ
পণ্ডিতানাং মতং প্রাহর্দেবশ্রবসমুদ্ভবম্ ।।
অস্মক্যাং লভতে পুত্রমনাদৃষ্টিং যশস্বিনম্ ।
নিবর্ত্তেঃ শক্রশক্রয়ং শ্রাদ্ধদেবং মহাবলম্ ॥১৮৬

মহাত্মা স্বগাহবং জন্ম গ্রহণ করেন । এই
বৃকদেবীর নামান্তর আগাহি, সুরূপা ও শিশিরায়িনী ।
গবেষণ নামে একবিচিত্রযোধী মহাভাগ পুত্র
দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন । ইনি দেবকীর সপ্তম
পুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । বসুদেবের এই সপ্ত
ভার্যার গর্ভজাত দশটি পুত্রই কংসের হস্তে নিহত
হয় । দেবকীর ঐ যে সপ্তম পুত্রের কথা कहিয়াছি,
পূর্বকালে ইনি অরণ্যে শ্রাদ্ধদেবকে উৎপাদন
করিয়া ছিলেন । বসুদেবের শৈব্যা নামী পত্নীর
গর্ভে কৌশিক নামে এক অব্যয় পুত্র উৎপন্ন হয় ।
সুগন্ধি ও বনরাজী নামী আরও দুইটি রমণী
বসুদেবের প্রণয়িনী ছিলেন । ইহা দেব গর্ভে পুঙ্খ
ও কপিল নামে বসুদেবের দুই পুত্র জন্মে ।
ঐপুত্রদ্বয়ের মধ্যে পুঙ্খ রাজা হন এবং কপিল বন
গমন করেন । বসুদেবের আরও একটি বীর্য-
বলশালী পুত্র উৎপন্ন হয় । ইনি নিষধ নামে রাজা
হইয়াছিলেন এবং ধনুর্ধারীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন ।
দেবরথের মহাভাগ নামে এক বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন
হয় । পণ্ডিতগণের মতে ঐ পুত্র দেবশ্রবা নামে
প্রসিদ্ধ । নিবর্ত্ত হইতে অশ্বকীর গর্ভে যশস্বী

অজায়ত শ্রাদ্ধদেবো নিষধাদির্ষতঃ শ্রুত ।
একলব্যো মহাবীর্যো নিষাদৈঃ পরিবর্জিত ।
গন্ধুঘায়ানপত্যায় কৃষ্ণস্তষ্টোহদদাং সুতৌ ।
চারুদেক্ষঃ সাম্বঃ কৃতাত্মৌ শস্তলক্ষণৌ ।।
তন্তিজন্তুস্তিমালশ্চ স্বপুত্রৌ কনকস্য তু ।
বস্তাবনেন্দ্রপুত্রায় বসুদেবঃ প্রতাপবান ।
সৌতির্দদৌ সুতং বীরং শৌরিং কৌশিকমেব চ
তপাশ্চ কোধনুশ্চৈব বিরজাঃ শ্যামসৃঞ্জিমৌ ।
অনপত্যোহভবচ্ছ্যামঃ শ্য মকস্ত বনং যযৌ ।
জুগুপ্সমানো ভোজত্বং রাজর্ষিত্বমবাশ্রুয়াৎ ।।
য ইদং জন্ম কৃষ্ণস্য পঠেত নিয়তব্রতঃ ।
শ্রাবয়েদ ব্রাহ্মণশ্চাপি সুমহৎ সুখমাপুয়াৎ ।।
দেবদেবো মহাতেজাঃ পূর্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ
বিহারার্থং মনুষ্যেষু জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ ।।
দেবক্যাং বসুদেবেন তপস্যা পুঙ্করেক্ষণঃ ।

অনাদৃষ্টি, শক্র-শক্রয় ও মহাবল শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ
করেন । এই শ্রাদ্ধদেবই নিষধদিগের
আদিপুরুষরূপে উৎপন্ন এবং ইনিই নিষাদগণ
কর্তৃক পরিপালিত মহাবীর্য একলব্য । কৃষ্ণ তুষ্ট
হইয়া পুত্রহীন গন্ধুঘের করে চারুদেক্ষ ও সাম্ব
নামক দুইটি কৃতাত্ম ও সুলক্ষণাশ্রিত পুত্র প্রদান
করেন । কনকের দুই পুত্র, তন্তিজ ও তন্তিপাল ।
এই দুই পুত্রকে প্রতাপবান্ বসুদেব অপুত্রক বস্ত
বানির করে সম্প্রদান করেন । সৌতী তাঁহার শৌরি
ও কৌশিক নামক দুইটি বীর পুত্রও অর্পণ
করিয়াছিলেন । এই বংশে তপাঃ, কোধনু বিরজা,
শ্যাম ও সৃঞ্জিম নামে চারি ব্যক্তি ছিলেন ।
ইহাদের মধ্যে শ্যাম অপুত্রক; তিনি বন গমন
করেন এবং ভোজত্বের নিন্দা করিয়া রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত
হন । ১৮৫-১৯০ । যে নিয়তব্রত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের
এই জন্ম বিবরণ পাঠ করেন বা অন্য কাহাকেও
শ্রবণ করান, তিনি বিপুল সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
মহাতেজা দেবদেব প্রজাপতি কৃষ্ণ পূর্ব
লীলানিমিত্ত মনুষ্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ।

চতুর্বাহুঃ সঙ্কল্পে দিব্যরূপঃ শ্রিয়ান্বিতঃ ।।
 প্রকাশো ভগবান যোগী কৃষ্ণো মানুষমাগতঃ
 অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গঃ স এব ভগবান প্রভুঃ
 নারায়ণো যতশক্রে প্রভবং চাব্যয়ো হি সঃ ।
 দেবো নারায়ণো ভূত্বা হরিয়্যসীৎ সনাতনঃ ।
 যোহসৃজচ্চাদিপুরুষং পুরা চক্রে প্রজাপতিম্
 অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ ।
 দেবো বিষ্ণুরিতি খ্যাতঃ শক্রাদিবরজোহভবৎ
 প্রসাদজং यस্য বিভোরদিত্যাঃ পুত্রকারণম্ ।
 বধার্থং সুরশক্রাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম ।।
 যযাতিবংশজস্যাত্ম বসুদেবস্য ধীমতঃ ।
 কুলং পুণ্যং যতঃ কৰ্ম ভেজে নারায়ণঃ প্রভুঃ
 সাগরাঃ সমকম্পন্ত চেলুচ ধরণীধরাঃ ।
 জজ্বলুচগ্নিগোত্রাণি জায়মানে জনার্দনে ।।
 শিবাশ্চ প্রববুর্বাভাঃ প্রশান্তমভবদ্রজঃ ।

জ্যোতীংষ্যত্যাধিকং রেজুর্জায়মানে জনার্দনে
 অভিজিন্লাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শব্বরী ।
 মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দন ।।
 অব্যক্তঃ শাস্বতঃ কৃষ্ণো হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।
 জায়তে সৈব ভগবান্নয়নৈর্মোহয়ন্ প্রজাঃ ।
 আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিচ ববর্ষ ত্রিদেশেশ্বরঃ ।
 গীর্তির্মঙ্গলযুক্তাভিঃ স্তবস্তো মধুসূদনম্ ।
 মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্বা উপতস্তঃ সহস্রশঃ ।।
 বসুদেবস্ত তং রাত্রৌ জাতং পুত্রমধোক্ষজম
 শ্রীবৎসলক্ষণং দৃষ্ট্বা দিবি দিব্যৈঃ সুলক্ষণৈঃ ।
 উবাচ বসুদেবঃ স্বং রূপং সংহর বৈ প্রভো ।।
 ভীতোহহং কংসতস্তাত এতদেব ব্রবীম্যহম্ ।
 মম পুত্রা হতাস্তেন জ্যেষ্ঠাস্তেহদ্ব্যুতদর্শনাঃ ।।
 বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সঙ্কহতবান্ প্রভুঃ ।
 অনুজ্ঞাতঃ পিতা ত্বেনং নন্দগোপগৃহং গতঃ ।

বসুদেব পূর্বে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহারই
 গুণে তাঁহা হইতে দেবকীর গর্ভে
 পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় ।
 তিনি চতুর্বাহু, দিব্যরূপী, ও শ্রীমান্ হইয়া
 জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ভগবান, প্রকাশাত্মা
 যোগী পুরুষ; তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া
 কৃষ্ণনামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন । তিনি দেব
 নারায়ণ, অব্যক্ত ও ব্যক্তলিঙ্গ । তাঁহা হইতেই
 সমস্ত সৃষ্টির প্রবৃ্ত্তি । তিনিই সনাতন হরি ।
 তিনি পুরাকালে আদি পুরুষ প্রজাপতিকে সৃষ্টি
 করিয়াছিলেন । সেই যাদব নন্দনই অদিতির
 পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র বা
 বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । সুরশক্র
 দৈত্য দানব ও রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্তই
 তিনি ভগবৎপ্রসাদে অদিতির উদরে জন্মগ্রহণ
 করেন । যযাতি-বংশধর ধীমান্ বসুদেবের কুল
 প্রকৃতই পবিত্র; কেননা এই কুলে জন্ম লইয়াই
 ভগবান নারায়ণ লৌকিক কৰ্ম্মে তৎপর
 হইয়াছিলেন । নারায়ণ জন্মিবামাত্র সাগর সকল
 কম্পিত, ধরণীধরগণ বিচলিত, অগ্নিহোত্র সকল
 প্রজ্বলিত, মাতঙ্গলিক বায়ুসকল প্রবাহিত,

রজোরাশি প্রশান্ত এবং জ্যোতিঃপুঞ্জ অত্যধিক
 বিরাজিত হইয়াছিল । নারায়ণের জন্মকালে
 অভিজিৎ নামক নক্ষত্র, জয়ন্তী নামী শব্বরী
 এবং বিজয় নামক মুহূর্ত্ত ছিল । অব্যক্ত শাস্বত
 হরি নারায়ণ ভগবান কৃষ্ণ নয়ন দ্বারা দৃষ্টিপাতে
 লোকসকলকে বিমোহিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হন ।
 তখন ত্রিদেশপতি আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ
 করেন, সহস্র সহস্র মহর্ষি ও গন্ধর্ব মঙ্গলময়ী
 বাণী উচ্চারণ করিয়া মধুসূদনকে স্তব করিতে
 থাকেন । ১৯১-২০৩ । বসুদেব সেই
 রাত্রিযোগে জাত পুত্র অধোক্ষজকে
 শ্রীবৎসচিহ্নিত ও নানা দিব্য লক্ষণে অন্বিত
 দেখিয়া বলিলেন - প্রভো! তোমার এইরূপ
 সম্বরণ কর । হে তাত! আমি কংস হইতে
 ভীত হইতেছি; তাই তোমাকে এইরূপ
 বলিতেছি । কংস আমার একে একে সমস্ত
 জ্যেষ্ঠ পুত্র গুলিকেই নিহত করিয়াছে । ঐ
 পুত্রগণ সকলেই অপূর্ব আকৃতি লইয়া
 জন্মিয়াছিল । বসুদেবের কথা শুনিয়া ভগবান
 স্বীয় রূপ সংকহত করিয়া লইলেন । পরে
 উগ্রসেনের অনুজ্ঞা ক্রমে বসুদেব সেই পুত্রকে

উগ্রসেনমতে তিষ্ঠন্ যশোদারৈ তদা দদৌ ।।
তুল্যকালস্ত গার্ভিণ্যৌ যশোদা দেবকী তথা ।
যশোদা নন্দগোপস্য পত্নী সা নন্দগোপতেঃ ।।
যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুল প্রভুঃ ।
তামেব রজনীং কন্যাং যশোদাপি ব্যজায়ত ।।
তং জাতং রক্ষমাণস্ত বসুদেবো মহাযশাঃ ।
প্রাদাৎ পুত্রং যশোদায়ৈ কন্যাস্ত জগৃহে স্বয়ম্ ।
দষ্টেনং নন্দগোপস্য রক্ষ মাযিতি চাব্রবীৎ ।
সুতন্তে সৰ্বকল্যাণো যাদবানাং ভবিষ্যতি ।
অয়ং স গৰ্ভো দেবক্যা অস্মৎক্রেতান্ হনিষ্যতি
উগ্রসেনাত্মজে তাক্ষ কন্যামানকদুন্দুভিঃ ।
নিবেদয়ামাস তদা কন্যোতি শুভলক্ষণা ।
স্বাসায়াং তনয়াং কংসো জাতাং নৈবাবধারণৎ
অথ তামপি দুষ্টাত্মা হ্যৎসসজ্জ মুদাম্বিতঃ ।
হতো বৈষ যদা কন্যা জপত্যেব বৃথামতিঃ ।

কন্যা সা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসম্মানি পূজিতা ।।
পুত্রবৎ পরিপাল্যন্তী দেবা দেবান্ যথা তদা ।
তামেব বিধিনোৎপন্নায়াহঃ কন্যাং প্রজাপতিম্
একানংশা তু জজ্ঞে বৈ রক্ষার্থং কেশবস্য হ ।
তাং বৈ সৰ্বৈ সুমনসঃ পূজয়িষ্যন্তি যাদবাঃ ।
দেবদেবো দিব্যবপুঃ কৃষ্ণঃ সংরক্ষিতোহনয়া
ঋষয় উচুঃ ।
কিমর্থং বসুদেবস্য ভোজঃ কংসো নরাধিপঃ ।
জঘান পুত্রান্ বালান্ বৈ তনো ব্যাখ্যাতুমহঁসি
সূত উবাচ ।
শৃণুধ্বং বৈ যথা কংসঃ পুত্রানানকদুন্দুভেঃ ।
জাতাজ্ঞাতান্ন শিশূন্ সৰ্বান্নিস্পিশেষ বৃথামতিঃ
ভয়াদযথা মহাবাহুজাতঃ কৃষ্ণো বিবাসিতঃ ।
তথা চ গোষু গোবিন্দঃ সংবৃদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ ।।

লইয় নন্দগোপগৃহে গমন করিলেন । যশোদা
এবং দেবকী একই কালে গর্ভবতী হইয়া
ছিলেন । যশোদা নন্দ গোপের পত্নী । যে
রাত্রিতে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন,
সেই রাত্রিতেই যশোদার এক কন্যা জন্মে ।
মহাযশা বসুদেব স্বীয় জাত বালককে রক্ষা
করিবার নিমিত্ত যশোদাকে পুত্র অর্পণ করিয়া
তদীয় কন্যা লইয়া গৃহে আসিলেন; আসিবার
সময় নন্দগোপ-করে পুত্র দানান্তে বলিয়া
আসিলেন, আমায় রক্ষা কর, তোমার এই পুত্র
যাদবগণের সর্ব-কল্যাণ-কর হইবে ।
দেবকীর গর্ভজাত এই পুত্র আমাদের
সকলেরই কলুষরাশি অপনয়ন করিবে ।
এদিকে গৃহে আসিয়া বসুদেব উগ্রসেনাত্মজ
কংসের করে তদীয় আনীত কন্যা অর্পণ
করিলেন; বলিলেন, - তোমার ভগিনীর গর্ভে
এই শুভলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে । বস্ত্রতঃ
ভগিনীর যে পুত্র হইয়াছে, কংস ইহা জানিতে
পারে নাই । কন্যা হইয়াছে এইরূপ জ্ঞানে
সেই দুরাত্মা, হুঁষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ
করিল । বৃথামতি কংস তখন মনে করিল,

এটা একটা কন্যা; কন্যা জাতি মৃত্যুর ন্যায়ই
গণ্য । এই মনে করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার
আদেশ করিল । তখন হইতে সেই কন্যা
বৃষ্ণিগৃহে বর্জিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন ।
তিনি পুত্রের ন্যায় দেবগণের প্রতিপালনভার
গ্রহণ করিলেন । দেবগণ তখন প্রজাপতির
নিকট গিয়া তাঁহার যথাবিধি উৎপত্তি বার্তা
নিবেদন করিলেন । বলিলেন, - কেশবকে
রক্ষা করিবার নিমিত্ত একানংশা জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন । যাদবগণ হুঁষ্টচিত্তে তাঁহাকে পূজা
করিতেছেন, দিব্যদেহ দেবদেব বিষ্ণু এই
একানংশা দেবী দ্বারাই রক্ষিত হইতেছেন ।
২০৪-২১৫ । ঋষিগণ কহিলেন - নররাজ
ভোজবংশধর কংস কি নিমিত্ত বসুদেবের
পুত্রগণকে সবলে নিহত করিয়াছিল, তাহা
আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল । সূত
কহিলেন, - শ্রবণ করুন, দুর্কৃত্তি কংস যেরূপে
বাসুদেবের শিশু পুত্রদিগকে জন্মিবামাত্র পুনঃ
পুনঃ নিষ্পিষ্ট করিয়াছিল, বসুদেব ভীত হইয়া
পুত্রকে বিবাসিত করিয়াছিলেন এবং পুরুষোত্তম
গোবিন্দ গোকুলে যেরূপে বর্জিত হইয়াছিলেন,

উক্তং হি কিল দেবক্যা বসুদেবস্য ধীমতঃ ।
 সারথ্যং কৃতবান্ কংসো যুবরাজস্তদাভবৎ ।।
 ততোহস্তুরিক্ষে বাগাসীদ্বিত্য ভূতস্য কস্যচিৎ
 কংসো যথা সদা ভীতঃ পুঙ্কলা লোকসাক্ষিনী
 যামেতাং বহসে কংস রথেন পরকারণাৎ ।
 অস্যা যঃ সপ্তমো গর্ভঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি
 তাং শ্রুত্বা ব্যথিতো বাণীং তদা কংসো
 বৃথামতিঃ ।।

নিরুদ্য খড়াং তাং কন্যাং হস্তকামোহভবত্তদা
 তমুবাচ মহাবাহুবসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 উগ্রসেনাশ্রজং কংসং সৌহৃদাং প্রণয়েন চ ।।
 ন স্ত্রিয়ং ক্ষত্রিয়ো জাতু হস্তহতি কশ্চন ।
 উপায়ঃ পরিদৃষ্টোহত্র ময়া যাদবনন্দন ।।
 যোহস্যাঃ সম্ভবতে গর্ভঃ সপ্তমঃ পৃথিবীপতে

এতৎসমস্তই আমি বর্ণন করিতেছি। কথিত আছে - কংস যখন যুবরাজ ছিল, তখন সে প্রায়শই বসুদেব-দেবকীর সারথ্য কর্ম করিল। একদা আকাশে কোন এক অদৃশ্য প্রাণীর এইরূপ এক লোকসাক্ষিনী উচ্চ বাণী শ্রুত হইল যে, কংস তাহাতে সর্বদাই ভীত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিল। সেই বাণীর মর্ম এই যে, হে কংস! তুমি যাহাকে রথে করিয়া বহিয়া বেড়াও, ইহারই সপ্তম গর্ভ তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। দুর্বন্ধি কংস সেই বাণী শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ খড়া নিক্ষেপিত করিয়া দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন মহাবাহু বসুদেব প্রণয় ও সৌহৃদ্যবশে উগ্রসেনসুত কংসকে বুঝাইয়া বলেন যে, হে যাদবনন্দন! স্ত্রীবধ করা কোন ক্ষত্রিয়েরই উচিত নয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। হে পৃথ্বীপতে! এই দেবকীর যে সপ্তম সন্তান হইবে, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। হে ভূরিপ্রদ। তোমার যেরূপ অভিৰুচি হয়, করিও। শুধু সপ্তম সন্তান কেন? আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহার গর্ভে যতগুলি শিশু

তমহং তে প্রযচ্ছামি তত্র কুর্যা যথাক্রমম্ ।।
 ত্বং তদানীং যথেষ্টত্বং বর্জেথা ভূরিদক্ষিণ ।
 সর্বানস্যাশ্চ বৈ গর্ভান্ সত্যং নেম্যামি তে
 বশম্ ।২২৬

এবং মিথ্যা নরশ্রেষ্ঠ বাগেশা ন ভবিষ্যতি ।
 এবমুক্তোহনুনীতঃ সে জগ্যাহ তনয়াংস্তদা ।।
 বসুদেবশ্চ তাং ভার্য্যামবাধ্য মুদিতোহভবৎ
 কংসশ্চাস্যবধীং পুত্রান্ পাপকর্ম্মা বৃথামতিঃ
 ঋষয় উচুঃ ।

ক এষ বসুদেবশ্চ দেবকী চ যশস্বিনী ।
 নন্দগোপশ্চ কস্তেষ যশোদা চ মহাযশাঃ ।
 যো বিষ্ণুঃ জনয়ামাস যা চৈনং চাভ্যবর্জয়ৎ
 সূত উবাচ ।

পুরুষাঃ কশ্যপস্যাসন্মদিত্যস্ত স্ত্রিয়স্তথা ।
 অথ কামান্যাহাবাহুর্দেবক্যাঃ সমবর্জয়ৎ ।। ১৩০
 অচরৎ স মহীং দেবঃ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্ ।
 মোহয়ন্ সর্বভূতানি যোগাত্মা যোগমায়য়া ।।

সন্তান জন্মিবে, সমস্তই তোমার আয়ত্ত করিয়া দিব। হে নরবর! আমার এ বাণী কদাচ মিথ্যা হইবে না। বসুদেবের এইরূপ অনুনয়ে বাধ্য হইয়া কংস তখন হইতে তাহার সমস্ত পুত্রই গ্রহণ করিতে লাগিল। বসুদেব ভার্য্যা দেবকীরে পাইয়া মুদিত হইয়াছিলেন। পাপকর্ম্মা কংস তাহার সমস্ত পুত্রই বিনাশ করিয়াছিল। ২১৬-২২৮। ঋষিগণ কহিলেন,- কে এই বসুদেব? যিনি বিষ্ণুকে প্রসব করেন, সেই যশস্বিনী দেবকীই বা কে? কেই বা নন্দ গোপ? এবং যিনি বিষ্ণুকে পালন করিয়াছিলেন, সেই যশস্বিনী যশোদাই বা কে? সূত কহিলেন, উহাদের মধ্যে যাহারা পুরুষ, তাহারা কশ্যপের এবং যাহারা স্ত্রী, তাহারা অদিতির অংশ বলিয়া নির্দিষ্ট। মহাবাহু বিষ্ণু দেবকীর কামনা পূরণ করিয়াছিলেন। সেই যোগাত্মা বিষ্ণু মহীমন্ডলে বিচরণ করিতেন। একদা স্বীয় যোগমায়া দ্বারা সর্ব প্রাণীকে

নষ্টে ধর্ম্যে তদা জজ্ঞে বিশ্ববৃক্ষিকুলে স্বয়ম্ ।
কর্তুং ধর্ম্যব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্ ।।
আহুতা রুশ্মিণী কন্যা সত্যা নগ্নজিতস্তদা ।
সাত্ৰাজিভী সত্যভামা জাম্ববত্যাধপি রোহিণী ।।
শৈব্যা সুদেবী মাদ্রী চ সুশীলা নাম চাপরা ।
কালিন্দী মিত্রাবিন্দা চ লক্ষণা জালবাসিনী ।।
এবমাদীনি দেবীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ।
চতুর্দশ তু যে প্রোক্তা গণাশ্চান্দ্রসং দিবি ।
বিচিন্ত্য দেবৈঃ শত্রেণ বিশিষ্টাশ্চিহ প্রেযিতাঃ ।
পদ্মার্থং বাসুদেবস্য উৎপন্না রাজবেশাসু ।
এতাঃ পত্ন্যা মহাভাগা বিশ্বক্সেনস্য বিক্রতাঃ
প্রদ্যুম্নচারুদেয়শ্চ সুদেয়ঃ শরভস্তথা ।
চারুশ্চ চারুভদ্রশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ।।
চারুবিদ্রুশ্চ রুশ্মিণ্যাং কন্যা চারুমহী তথা ।
সানুভানুস্তথাক্ষশ্চ রোহিতো মজ্জয়স্তথা ।।

বিমোহিত করিয়া তিনি মানুষী তনুগ্রহণ করেন ।
ধর্ম্যনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে সেই স্বয়ংপ্রভু
ধর্ম্য ব্যবস্থা ও অসুরদিগের হত্যা করিবার জন্য
বৃক্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি রুশ্মিণী নামী
কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন । এতদ্ভিন্ন
সত্যা, নগ্নজিতা, সাত্ৰাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামা,
জাম্ববতী, রোহিণী, শৈব্যা, সুদেবী, মাদ্রী, সুশীলা
কালিন্দী, মিত্রাবিন্দা, ও লক্ষণা, প্রভৃতি ষোড়শ
সহস্র রাজনন্দিনী তাঁহার প্রণয়িনী ছিলেন ।
ইহাদের মধ্যে চতুর্দশটি রমণী স্বর্গবাসিনী
প্রধান অঙ্গরা । ইন্দ্র দেবগণ সহ পরামর্শ করিয়া
ঐ সকল বিশিষ্ট অঙ্গরাকে মর্ত্যে প্রেরণ
করিয়াছিলেন । উহারা বাসুদেবের পত্নীপদ লাভ
করিবার জন্য বিভিন্ন রাজগৃহে জন্ম লইয়াছিল ।
উল্লিখিত ভাগ্যবতী রমণীরাই বিশ্বক্স সেনের
বিখ্যাত বনিতা হইয়াছিলেন । বাসুদেব হইতে
রুশ্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেয়, সুদেয়,
শরভ, চারু চারুভদ্র, ভদ্রচারু ও চারুবিদ্রু
নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমহী নামী এক কন্যা
উৎপন্ন হয় । সত্যভামার গর্ভে সানু, ভানু, অক্ষ,

জরাক্ষ কস্তা ম্রিবক্ষা ভৌমরিচ জরক্ষমঃ ।
চতস্রো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারো গরুড়ধ্বজাং
ভানুভৌমরিকা চৈব তাম্রপর্ণী জরক্ষমা ।।
সত্যভামাসুতানেতান্ জাম্ববত্যাঃ প্রজাঃ শৃণু
ভদ্রশ্চ ভদ্রগুপ্তশ্চ ভদ্রবিন্দস্তথৈব চ ।
সপ্তবাহশ্চ বিখ্যাতঃ কন্যা ভদ্রাবতী তথা ।
সম্বোধনী চ বিখ্যাতা জ্ঞেয়া জাম্ববতীসূতা ।।
সংগ্রামজিচ্চ শতজিহ্মস্তথৈব চ সহস্রজিৎ ।
এতে পুত্রাঃ সুদেব্যশ্চ বিশ্বক্সেনস্য কীর্তিতাঃ
বৃকো বৃকশ্চো বৃকজিদবৃজিনী চ সুরাঙ্গনা ।
মিত্রবাহঃ সুনীথশ্চ নাগ্নজিত্যাঃ প্রজাশ্চিহ ।।
এবমাদীনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিবোধিত ।
প্রযুতং তু সমাখ্যাতং বাসুদেবস্য যে সুতাঃ ।।
অযুতানি তথাষ্টৌ চ শূরা রণবিশারদাঃ ।
জনার্দনস্য বংশো বঃ কীর্তিতোহয়ং যথাতথম্
বৃহতী নর্তকোন্মেষী সুনয়ে সঙ্গতা তথা ।

রোহিত, মজ্জয়, জরাক্ষক, তাম্রবক্ষ, ভৌমরি
ও জরক্ষম নামক কতিপয় পুত্র এবং ভানু,
ভৌমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জরক্ষমা নামে চারিটি
কন্যা জন্ম গ্রহণ করে. এক্ষণে জাম্ববতীর সন্তানদিগের নাম শ্রবণ করুন. জাম্ববতীর ভদ্র,
ভদ্রগুপ্ত, ভদ্রবিন্দ ও সপ্তবাহ প্রভৃতি নামে
কতিপয় পুত্র এবং ভদ্রবতী ও সম্বোধনী নামী
দুইটি কন্যা উৎপন্ন হয় । ইহারাই জাম্ববতীর
বিখ্যাত সন্তান -সন্ততি । ২২৯-২৪১ ।
বাসুদেব হইতে সুদেবীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ,
শতজিৎ ও সহস্রজিৎ এবং নাগ্নজিতীর গর্ভে বৃক,
বৃকশ্ব, বৃকজিৎ, মিত্রবাহ ও সুনীথ নামক পুত্রগণ
এবং বৃজিনী নামী একটি সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ
করে । জানিবেন-এইরূপে বাসুদেব হইতে
তদীয় মহিষীগণের গর্ভে সহস্র সহস্র অযুত
অযুত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে
অযুতসংখ্যক পুত্র রণবিশারদ বীর বলিয়া
বিখ্যাত ছিল । এই আমি আপনাদিগের নিকট
জনার্দনের বংশবর্ত্তা যথায়থ কীর্তন করিলাম ।

কন্যা সা বৃহদুৎথস্য শৌনেয়স্য মহাত্মনঃ ।।
 তস্যাঃ পুত্রাঙ্ক বিখ্যাতাঙ্কয়ঃ শমিতিশোভনাঃ ।
 অঙ্গদঃ কুমুদঃ শ্বেতঃ কন্যা শ্বেতা তথৈব চ ।।
 অবগাহশ্চ চিত্রশ্চ শূরশ্চিত্রবরশ্চ যঃ ।
 চিত্রসেনঃ সুতশ্চাস্য কন্যা চিত্রবতী তথা ।। ২৪৭
 তুম্বশ্চ তুম্ববাণশ্চ জনস্তম্বস্য তাবুভৌ ।
 উপাঙ্গস্য স্মৃতৌ দ্বৌ তু বজ্রারঃ ক্ষিপ্ৰ এব চ ।।
 তুরীন্দ্রসেনো ভুরিশ্চ গবেষস্য সুতাবুভৌ ।
 যুধিষ্ঠিরস্য কন্যা তু সুতনুর্নাম বিক্রতা ।।
 তস্যামশ্ব সুতো জজ্ঞে বজ্রো নাম মহাযশাঃ ।
 বজ্রস্য প্রতিবাহস্য সুচারুস্তস্য চাত্মজঃ ।।
 কাশ্মা সুপার্শ্বং তনয়ং জজ্ঞে সাম্বা তরশ্বিনম ।।
 তিন্যঃ কোট্যদ্য পুত্রাণাং যাদবানাং মহাত্মনাম্
 যষ্টিঃ শতসহস্রাণি বীর্য্যবস্তো মহাবলাঃ ।
 দেবাংশাঃ সৰ্ব্ব এবৈহ উৎপন্নাস্তে মহৌজসঃ ।।

দৈবাসুরে হতা যে চ অসুরা বৈ মহাতপাঃ ।
 ইহোৎপন্না মনুষ্যেষু বাধস্তে সৰ্ব্বমানবান ।।
 তেষামুৎসাদনার্থস্ত উৎপন্না যাদবে কুলে ।।
 কুলানি দশ চৈকক্ষুঃ যাদবানাং মহাত্মনাম্ ।
 সৰ্ব্বমেককুলং যদ্বদ্বর্জতে বৈষ্ণবে কুলে ।।
 বিষ্ণুস্তেবাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ ।
 নিদেশস্থায়িভিস্তস্য বধ্যস্তে সৰ্ব্বমানুষাঃ ।।
 ইতি প্রসূতিবৃক্ষীনাং সমাসব্যাসযোগতঃ ।
 কীর্তিতা কীর্তন্যচৈব কীর্তিসিদ্ধিমভীলতাম
 য ইমিং কৃষ্ণবংশস্য সুচরিত্রস্য ধমিতঃ ।
 স্বর্গাপবর্গদং শ্রেষ্ঠং মহাপাতকনাশনম্ ।
 অপুত্রো লভতে পুত্রং বিত্তার্থী বিত্তয়াপুয়াৎ ।।
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে বার্যপ্রোক্তে বিষ্ণুবংশানু
 কীর্তনং নাম যন্নবতিমোহধ্যায়ঃ ।।

শিনি বংশীয় মহাত্মা, বৃহদুৎথের কন্যা বৃহতী, সুনয়ের সহিত বিবাহসূত্রে মিলিতা হইয়া ছিলেন। সুনয় হইতে তাহার তিনজন বিখ্যাত বীর পুত্র ও একটি কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রগণের নাম-অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত এবং কন্যার নাম-শ্বেতা। অবগাহ, চিত্র ও বীর চিত্রবর, এই তিন জন প্রসিদ্ধ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে শেষোক্ত চিত্রবরের চিত্রসেন নামে এক পুত্র ও চিত্রবতী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। জনস্তম্বের দুই পুত্র-তুম্ব ও তুম্ববাণ। উপাঙ্গের দুই পুত্র, নাম -বজ্রার ও ক্ষিপ্ৰ। তুরীন্দ্রসেন ও ভুরি এই দুই জন গবেষের পুত্র। যুধিষ্ঠিরের কন্যার নাম ছিল -সুতনু; তাহার গর্ভে অশ্বনন্দন মহাযশা বজ্র জন্ম গ্রহণ করেন। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহ; তৎপুত্র সুচারু। কাশ্মার গর্ভে সুপার্শ্ব এবং সাম্বা হইতে তরশ্বী নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা যাদবদিগের তিন কোটি যষ্টি সহস্র মহাবল বীর্য্যবান পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্রগণ সকলেই দেবাংশ এবং সকলেই

মহৌজা। পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল অসুর নিহত হইয়াছিল, তাহারাই তপঃপ্রভাবে মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত মানবদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে। সেই সকল মনুষ্যমূর্তি অত্যাচারী অসুরদিগের বিনাশের নিমিত্তই এই সকল যাদবনন্দন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা যাদবদিগের একাদশ কুল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে বিষ্ণু যে কুলে জন্মিয়াছিলেন, অন্যান্য যাদব কুল একযোগে সেই কুলেরই অনুবর্তন করিয়া একই কুলে পরিণত হইয়াছিল। প্রমাণে এবং প্রভুত্বে বিষ্ণুই সমস্ত যাদবকুলের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন। যাদবগণ তাহারই আজ্ঞাধীন হইয়া সমস্ত মনুষ্য-সমাজে শাসন বিস্তার করিতেন। এই আমি বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তিবর্ত্তা সংক্ষেপে ও বিস্তৃতরূপে কীর্তন করিলাম। ইহা কীর্তনমাত্রেই কীর্ত্তিপ্ৰার্থীদিগের অতীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি উদারচরিত্র ধীমান্ কৃষ্ণের এই স্বর্গাপবর্গপ্রদ মহাপাপহর বংশাখ্যান শ্রবণ

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মনুষ্য প্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত ।
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নঃ সাম্ব এব চ ।।
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
সপ্তর্ষয়ঃ কুরেবশ্চ যক্ষো মণিবরস্তথা ।।
শালকী বরদশ্চৈব বিদ্বান্ ধন্বন্তরিস্তথা ।
নন্দিনশ্চ মহাদেবঃ শালঙ্কায়ন উচ্যতে ।
আদিদেবস্তদা জিষ্ণুরেভিশ্চ সহ দৈবতৈঃ ।।

ঋষয় উচুঃ ।

বিষ্ণুঃ কিমর্থং সঙ্কৃতঃ স্মৃতাঃ সঙ্কৃতয়ঃ কতি ।
ভসিষ্যাঃ কতি বান্যে তু প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ ।।
ব্রহ্মক্ষেত্রে যুগান্তেষু কিমর্থমিহ জায়তে ।
পুনঃপুনর্মনুষ্যেষু তন্নঃ প্রব্রহ্মি পৃচ্ছতাম্ ।।
বিস্তরেণৈব সর্বাণি কৰ্ম্মাণি রিপুঘাতিনঃ ।

করে, সে অপুত্রক হইলে পুত্র এবং বিস্তারী
হইলে বিস্তাভ করিতে পারে । ২৪২-২৫৮ ।

ষপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৯৬ ।।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, - আমি মনুষ্য-প্রকৃতি দেবগণের
বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যদুবংশীয়
প্রখ্যাত পঞ্চ বীর-সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন,
সাম্ব ও অনিরুদ্ধ, সপ্তর্ষিগণ, কুবের, যক্ষ
মণিবর, শালকী, বরদ, বিদ্বান্ ধন্বন্তরি,
নন্দিপ্রমুখ শিবানুচয়, মহাদেব, শালঙ্কায়ণ এবং
আদিদেব বিষ্ণু ইহারা সকলেই দেবগণসহ
অভিন্ন বলিয়া কীর্তিত । ঋষিগণ কহিলেন, -
বিষ্ণু কি জন্য জন্মগ্রহণ করেন? কত বার তাঁহার
কত অবতার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেই বা সেই
মহাত্মার অন্যান্য কত অবতার হইবে? যুগান্ত
কালে কি জন্য তিনি বারম্বার মনুষ্যসমাজে
ব্রহ্মক্ষত্রকুলে অবতার স্বীকার করেন? ইহা

শোভামিচ্ছামহে সম্যগ্দেহৈঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ।।
কৰ্ম্মণামানুপূর্ব্যঞ্চ প্রাদুর্ভাবাশ্চ যে প্রভোঃ ।
যা চাস্য প্রকৃতিঃ সূত তাং চান্মান বক্ষুমহঁপি
কথং স ভগবান বিষ্ণু সুরেশ্বরিনিষুদনঃ ।
বসুদেবকুলে ধীমান্ বাসুদেবত্বমাগতঃ ।।
অমরৈরাবৃতং পুণ্যং পুন্যকৃষ্টিরলকৃতম্ ।
দেবমানুষ্যয়োনেতা ভূর্ভবঃপ্রসবো হরিঃ ।
কিমর্থং দিব্যমাত্মানং মানুষে সমবেশয়ৎ ।।
যশ্চক্রং বর্তয়ত্যেকো মনুষ্যাণাং মনোময়ম্ ।
মনুষ্যে স কথং শুদ্ধিং চক্রে চক্রভূতাং বরঃ ।।
গোপায়নং যঃ কুরুতে জগতাং সার্বলৌকিকম্
স কথং গাং গতৌ বিষ্ণুর্গোপত্মকরোং প্রভুঃ

আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, - বল; সেই
অরিন্দম ধীমান্ কৃষ্ণের বিভিন্ন মূর্তির পরিচয়
সহ আমরা তাঁহার সমস্ত কৃত কৰ্ম্মসমূহের
বিবরণ সম্যক্ গুনিতে ইচ্ছা করি । সেই প্রভুর
যত প্রকার অবতার, আনুপূর্বিক যে কিছু বিস্ত
ার এবং যাহা তাঁহার প্রকৃতি, হে সূত! আমাদের
নিকট তুমি সেই সমস্তই বর্ণন কর । কিরূপে
সেই সুরসমাজের বরেণ্য বিষ্ণু সাক্ষাৎ ভগবান
অরিন্দম, ধীমান্ , বসুদেবের কুলে জন্ম লইয়া
বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে সূত! পুণ্যভূমি
স্বর্গে সুরগণের বাস, উহা পুণ্যকারী জনগণ দ্বারা
সর্বদাই সমলঙ্কৃত; এ হেন দেবলোক স্বর্গ
পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য বিষ্ণু এই মর্ত্যধামে
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? যিনি সুর ও নর-সমাজের
নেতা, যাঁহাকে ভুলোক ও ভুবলোকের প্রসবভূমি
বলিয়া বর্ণন করা হয়, সেই হরি কি নিমিস্ত তদীয়
দিব্য দেহ মানুষ্যলোকে অবতারিত করেন? যিনি
একাকী মনুষ্যদিগের মনোময় চক্র চালিত
করেন, সেই চক্রধারী হরি কি জন্য মানুষ্যাবতারে
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? ১-১১ । যিনি
জগতের সার্বলৌকিকী রক্ষা বিধান করেন, সেই

মহাভূতানি ভূতাত্মা যো দধার চকার হ ।
 শ্রী গৰ্ভঃ সে কথং গৰ্ভে জিয়া ভূচরয়া ধৃতঃ ।।
 যেন লোকান্ ত্রৈমৈর্জিত্বা ত্রিভিঃস্বিত্তিদশৈল্লয়া
 স্থাপিতা জগতো মার্গাস্ত্রিবর্গপ্রবরাজয়ঃ ।।
 যোহন্তকালে জগৎপীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ
 লোকমেকার্ণবং চক্রে দৃশ্যাদৃশ্যেন বর্ধনা ।।
 যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা বারাহং বপুরাস্থিতঃ ।
 দদৌ জিত্বা বসুমতীং সুরাণাং সুরসন্তমঃ ।।
 যেন সৈংহং বপুঃ কৃত্বা দ্বিধা কৃত্বা চ যৎপুনঃ ।
 পূর্বদৈত্যো মহাবীর্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।।
 যঃ পুরা হনলো ভূত্বা ঔর্ষঃ সংবর্তকো বিভুঃ
 পাতালস্থোহর্ণবগতঃ পপৌ তোয়ময়ং হবিঃ ।।
 সহস্রচরণং দেবং সহস্রাংগুং সহস্রশঃ ।
 সহস্যশিরসং দেবং যমাহর্ষৈর্ যুগে যুগে ।।

বিষ্ণু কি জন্য ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া গোপত্ব
 অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? যে ভূতাত্মা
 মহাপুরুষ মহাভূতদিগকে সৃজন ও ধারণ
 করেন, সেই শ্রীগর্ভ ভগবানকে কিরূপে এক
 মানবী রমণী গর্ভে ধারণ করিয়াছিল? যিনি
 দেবগণের প্রার্থনায় ত্রিপাদক্ষেপে সমস্ত
 লোক জয় করিয়া জগতের মর্যাদা স্থাপন
 করিয়াছিলেন; যিনি অন্তকালে তমোময় বপু
 ধারণ করিয়া এজগৎ কবলিত করত দৃশ্য ও
 অদৃশ্যপথে লোকসকলকে একার্ণবে
 পরিণামিত করেন; যিনি পুরাণে পুরাণাত্মা
 বলিয়া বর্ণিত হন এবং যিনি শৌকর দেহ ধারণ
 করিয়া এই ধরার উদ্ধার সাধনপূর্বক সুরগণের
 হস্তে সমর্পণ করেন; যিনি স্বীয় দেহকে দ্বিধা
 বিভক্ত করিয়া নরসিংহরূপে আদিদৈত্য
 মহাবীর্য হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন;
 যিনি পুরাকালে ঔর্ষ ঋষির ক্রোধজাত
 সম্বর্তকাখ্য ভীষণ অগ্নি হইয়া অর্ণবপথে
 পাতালতলে গমনপূর্বক সমস্ত তোয়ময় হবিঃ
 পান করিয়াছিলেন; যাঁহাকে যুগে যুগে
 সহস্রপাং, সহস্রাক্ষ, সহস্রাংগু ও সহস্রশিরা
 বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন; একার্ণব-জলে

নাভ্যারণ্যাং সমুদ্ভূতং যস্য পৈতামহং গৃহম্
 একার্ণবগতে লোকে তৎপঙ্কজমপঙ্কজম্ ।।
 যেন তে নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে
 সর্বদেবময়ং কৃত্বা সর্বাযুধধরং বপুঃ ।।
 গরুড়স্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমিনিপাতিতঃ ।
 উত্তরাংশে সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্যামৃতোদধেঃ ।
 যঃ শেতে শাস্বতং যোগমাস্থায় তিমিরং মহৎ
 পুরারণী গর্ভমধস্ত দিব্যং
 তপঃপ্রকর্ষাদদিতিঃ পুরা যম্ ।
 শক্রঞ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
 গর্ভাবমানেন ভূশং চকার ।। ২৩
 যদানিলো লোকপদানি হত্বা
 চকার দৈত্যান সলিলেশয়াংস্তান্ ।
 কৃত্বাদিদেবত্বিদেবস্য দেবাং
 চক্রে সুরেশং পুরুহূতমেব ।।
 গার্হপত্যেন বিধিনা অম্বাহার্য্যেণ কর্মণা ।
 অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদিষ্ঠৈব কুশস্রুচম্ ।।
 প্রোক্ষণীয়ং সুবঋষেব অবভৃথ্যং তথৈব চ ।

যদীয় নাভিরূপ অরণি হইতে ব্রাহ্ম গৃহ উদ্ভূত
 হইয়াছিল; এ জগৎ একার্ণবজলে মগ্ন হইলে
 যাঁহার নাভি-পঙ্কজ প্রকাশ পাইয়াছিল; যিনি
 তারকাময় সংগ্রামে দৈত্যদিগকে নিহত
 করিয়াছিলেন; যিনি সর্বদেবময় ও সর্বাযুধ-
 ধর মূর্ত্তিধারণ করিয়া গরুড়োপরি
 আরোহণপূর্বক গর্ভিত কালনেমিকে সংহার
 করিয়াছিল; যিনি শাস্বতযোগ অবলম্বন করিয়া
 ক্ষীরাক্ষির উত্তরাংশে শয়ন করেন; পুরাকালে
 অরণিরূপিনী অদিতি তপোবলে যাঁহাকে গর্ভে
 ধারণ করেন; দৈত্যগণ কর্তৃক বন্দীকৃত ইন্দ্রকে
 যিনি উদ্ধার করেন । ১২-২৩ । পুরাকালে
 পবন যখন সমস্ত জগৎ বিক্ষোভিত করিয়া
 দৈত্যদিগকে সলিলশায়ী করিয়াছিলেন, তখন
 যে আদিদেব পুরুহূতকে স্বর্গের সুরাধিপত্যে
 প্রতিষ্ঠিত করেন; যিনি গার্হপত্য বিধি ও
 অম্বাহার্য্য কর্ম্মানুসারে আহবনীয় অগ্নি
 যজ্ঞবেদি, কুশ, স্রুচ, প্রোক্ষণী, সুব, অবভৃথ

অথ ত্রীনিহ যশ্চক্রে হব্যভাগ প্রদান্যথে ।।
 হব্যাদাংশ্চ সুরাংশ্চক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৃনপি
 ভোগার্থং যজ্ঞবিধিনা যা যজ্ঞা যজ্ঞকর্মাণি ।।
 যুপান্ সমিৎস্রবং সোমং পবিত্রং পরিধীনপি ।
 যজ্ঞয়ানি চ দ্রব্যানি যজ্ঞিয়াংশ্চ তথানলান্ ।।
 সদস্যান্ যজমানাংশ্চ অশ্বমেধান্ ক্রতুত্তমান্ ।
 বিবব্রাজ পুরা যশ্চ পারমেষ্ঠ্যেন কৰ্মণা ।।
 যুগানুরূপং যঃ কৃত্বা ত্রীলোকান্ হি যথাক্রমম্
 ক্ষণা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ কলাত্নৈকালমেব চ ।
 মুহূর্ত্তান্তিথয়ো মাসা দিনসংবৎসরং তথা ।
 ঋতবঃ কাল যোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং নৃষু ।।
 আয়ুঃ ক্ষেত্রাণ্যুপচয়ং লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ।
 মেধা বিস্তম্ শৌর্য্যঞ্চ শাস্ত্রসৈব চ পারণমম্ ।।
 ত্রয়ো বর্ণাজ্ঞয়ো লোকত্রৈবিদ্যং পাবকাজ্ঞয়ঃ ।
 ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কৰ্ম্মাণি তেত্রো মায়াজ্ঞয়ো গুণাঃ
 সৃষ্টা লোকাঃ সুরাশ্চৈব যেনান স্ত্যেন বৰ্ম্মণা ।।
 সৰ্ব্বভূতগণাঃ সৃষ্টাঃ সৰ্ব্ব ভূতগণাশ্চনা ।।
 নৃণামিন্দ্রিয়পূৰ্বেণ যোগেন রমতে চ যঃ ।

এবং যজ্ঞে তিনজনকে হব্যভাগপ্রদ
 করিয়াছিলেন; যিনি সুরগণকে হব্যভোজ্ঞা ও
 পিতৃগণকে কব্যভোজ্ঞা করিয়া স্বয়ং ভোগ
 নিমিত্ত যজ্ঞকৰ্ম্মে যজ্ঞবিধি অনুসারে যজ্ঞস্বরূপ
 হইয়াছিলেন; পুরাকালে যিনি পারমেষ্ঠ্য কৰ্ম্মে
 যুপ, সমিধ, সুকু, সোম, পবিত্র, পরিধি, যজ্ঞিয়
 দ্রব্য, যজ্ঞিয় অনল, সদস্য, যজমান এবং
 যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল প্রবর্ত্তিত
 করিয়াছিলেন; যিনি যুগানুরূপ লোকত্রয় সৃজন
 করিয়া যথাক্রমে ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা,
 ত্রিসন্ধ্যা, মুহূর্ত্ত, তিথি, মাস, দিন, বৎসর ঋতু,
 ত্রিবিধ প্রমান, আয়ু, ক্ষেত্র, উপচয়, লক্ষণ,
 রূপ, সৌষ্ঠব, মেধা, বিস্ত, শৌর্য্য, শাস্ত্রপাঠ,
 তিন বর্ণ, তিনলোক, তিন অগ্নি, ত্রৈবিদ্য,
 ত্রৈকাল্য, দিন কৰ্ম্ম ও তিন গুণ সৃজন করেন;
 যে সৰ্ব্বভূতময় প্রভু অনন্ত কৰ্ম্মানুসারে সুর
 নর ও অন্যান্য সৰ্ব্বভূতকে উৎপাদন
 করিয়াছেন; যিনি নরগণের ইন্দ্রিয়রূপে

গতাগতানাং যো নেতা সৰ্ব্বত্র বিবিধেশ্বরঃ ।।
 যো গতির্ধন্যযুক্তানামগতিঃ পাপকৰ্ম্মণাম্ ।
 চাতুৰ্কৰ্ম্মণ্যস্য প্রভবশ্চাতুৰ্কৰ্ম্মণ্যস্য রক্ষিতা ।।
 চাতুৰ্বিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ ।
 দিগন্তরং নভো ভূমিরাপো বায়ুবিভাবসুঃ ।।
 চন্দ্রসূর্য্যদ্বয়ং জ্যোতি গেশঃ ক্ষণদাচরঃ ।
 যঃ পরঃ শ্রয়তে দেবো যঃ পরং শ্রয়তে তপঃ
 যঃ পরং তপসঃ প্রাহর্য্যঃ পরং পরমাত্মবান্ ।
 আদিত্যাদিস্ত্য যো দেবো যশ্চ দৈত্যান্তকো
 বিভুঃ ।।

যুগান্তেষান্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ ।
 সেতুর্যো লোকসেতুনাং মেধ্যো যো
 মেধ্যকৰ্ম্মণাম্ ।।

বেদ্যো যো বেদবিদুষাং প্রভুর্য্যঃ প্রভবাত্মনাম্
 সোমভূতস্ত্ব ভূতানামগ্নিভূতোহগ্নিবর্চসাম্ ।।
 মনুষ্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্ ।
 বিনয়ো নয়তৃণানাং তেজস্তেজস্বিনামপি ।।
 বিগ্রহো বিগ্রহাণাং যো গতির্গতিমতামপি ।

যোগদ্বারা রমণ করিয়া থাকেন; যে সৰ্ব্বেশ্বর
 গতাগত ভূতবৃন্দের নেতা; যিনি ধার্মিকদিগের
 গতি, পাপীদিগের দুর্গতি; যিনি চাতুৰ্কৰ্ম্মণ্যের
 প্রভব এবং চাতুৰ্কৰ্ম্মণ্যের রক্ষক; যিনি চতুর্বিধ
 বিদ্যার বেত্তা এবং চতুরাশ্রমের আশ্রয়;
 দিগ্দিগন্তর, আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি,
 চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতিঃ যুগাধিপতি ও নিশাচর
 প্রভৃতি যাহার রূপ, যাহাকে পরম দেব ও
 পরম তপস্যা বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়;
 যিনি তপস্যার অতীত ও পরম পরমাত্ম বিশিষ্ট
 বলিয়া অভিহিত; যে দেবের মূর্ত্তি আদিত্য
 প্রভৃতি এবং যে বিভু দৈত্যদিগের অন্তকারী;
 ২৪-৩৯। যিনি যুগান্তের অন্তক, লোকান্ত
 কেরও অন্তক, লোক-সেতুসমূহের সেতু,
 মেধ্য কৰ্ম্ম-সহহের মেধ্য, বেদবিদগণের
 বেদ্য, প্রভুদিগেরও প্রভু, ভূতগণের
 সোমস্বরূপ, তেজঃপুঞ্জের অগ্নি, মনুষ্যদিগের
 মন, তপস্বীদিগের তপস্যা, নীতিপ্রিয়দিগের
 বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ, বিগ্রহধারীদিগের

আকাশ বভবো বায়ুর্বাযুপ্রাণো হতাশনঃ ।।
 দেবো হতাশনপ্রাণাঃ প্রাণোহগ্নের্মধুসূদনঃ ।
 রসাচ্ছেদিতসমুত্তিঃ শোণিতাত্মাং সমুচ্যতে ।।
 মাংসাত্ত্ব মেদসো জন্য মেদসোহস্থি নিরূপ্যতে
 অস্থ নো মজ্জা সমভবনুজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ ।।
 শুক্রাদগর্ভঃ সমভবদ্রসমূলেন কৰ্মণা ।
 তত্রাপি প্রথমং চাপস্তাঃ সৌম্যরাশিরুচ্যতে ।।
 গর্ভোন্মসম্ভবো জ্যেয়ো দ্বিতীয়ো রাশিরুচ্যতে
 শুক্রং সোমাত্মকং বেদ্যাদার্তবং পাবকাত্মকম্
 ভাবৌ রসানুগাবেতৌ বীর্য্যে চ শশিপাবকৌ
 কফবর্গেহভবচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্
 কফস্য হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্
 দেহস্য মধ্যে হৃদয়ং স্থানস্ত মনসঃ স্মৃতম্ ।।
 নাভীকোষ্ঠান্তরং যন্তু তত্র দেবো হতাশনঃ ।
 মনঃ প্রজাপতির্জ্যেয়ঃ কফঃ সোমো বিভাব্যতে
 পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতাবেতাবগ্নীষোমাত্মকং জগৎ ।

কিহুহ এবং গতিশীলাদিগের গতি; তিনিই দেব
 মধুসূদন; সেই মধুসূদনই সকলের যোনি ।
 বায়ুর প্রাণ আকাশ, অগ্নির প্রাণ বায়ু, দেবগণের
 প্রাণ অগ্নি এবং অগ্নির প্রাণ মধুসূদন । রস
 হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে
 মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা,
 মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে কামকর্মের
 ফলে গর্ভোৎপত্তি হয় । গর্ভের রস বা জল
 সৌম্য-রাশি এবং উন্ম বা ঋতুশোণিতগত তাপ
 দ্বিতীয় রাশি বলিয়া উল্লিখিত । শুক্র সোমাত্মক
 এবং আর্দ্রব পাবকাত্মক । প্রোক্ত ভাবদ্বয়
 রসানুগত; শুক্র ও শোণিতাত্মক বীর্য্য শশী ও
 পাবক বলিয়া নির্দিষ্ট । কফবর্গে শুক্র ও
 পিত্তবর্গে শোণিত প্রতিষ্ঠিত । কফের স্থান হৃদয়
 এবং পিত্তের স্থান নাভি । দেহের মধ্যস্থান হৃদয়;
 ইহা মনের আশ্রয় বলিয়া কথিত ।
 নাভিকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে হতাশন দেব
 বিরাজমান । মন প্রজাপতি, কফ সোম, পিত্ত
 অগ্নি এবং সমস্ত জগৎই অগ্নীষোমাত্মক আখ্যায়
 অভিহিত । এই রূপে অমুদাকার গর্ভ প্রবর্তিত

এবং প্রবর্তিতো গর্ভো বর্ততেহমুদসন্নিভঃ ।।
 বায়ুঃ প্রবেশনং চক্রে সঙ্গতঃ পরমাত্মনা ।
 স পঞ্চমা শরীরস্থো বিদ্যতে বর্দ্ধয়েৎ পুনঃ ।।
 প্রাণাপানৌ সমানচ উদানো ব্যান এব চ ।
 প্রাণোহস্য পরমাত্মানং বর্দ্ধয়ন্ পরিবর্ততে ।।
 অপানঃ পশ্চিমং কায়মুদানোর্দ্ধশরীরগঃ ।
 ব্যানো ব্যানস্যতে যেন সমানঃ সর্বসন্ধিষু ।।৫৪
 ভূতাবান্তিতত্তস্য জায়তেন্দ্রিয়গোচরা ।
 পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।।
 সর্বেন্দ্রিয়া নিবিষ্টান্তং স্বং স্বং যোগংপ্রচক্রিরে
 পার্থিবং দেহমাহুস্তং প্রাণাত্মনঞ্চ মারুতম্ ।।
 ছিদ্রাণ্যাকাশযোনিনি জলাস্রাবং প্রবর্ততে ।
 তেজশ্চক্ষুশ্চিত্তা জ্যোৎস্না তেষাং যন্মামতঃ স্মৃত
 সংগ্রামা বিষয়াশ্চৈব যস্য বীর্য্যাং প্রবর্তিতাঃ ।।
 ইত্যেতান্ পুরুষঃসর্বান্ সৃজন্ত্লোকান্ সনাতনঃ

হয় । বায়ু এই গর্ভে পরমাত্ম সহ সঙ্গত হইয়া
 প্রবেশ করে । ঐ বায়ু পঞ্চমা বিভক্ত হইয়া
 শরীরে অবস্থানপূর্বক গর্ভস্থ জীবকে উপচিত
 করিতে থাকে । প্রাণ, আপন, সমান, উদান
 ও ব্যান, গর্ভের এই পঞ্চ প্রাণ পরমাত্মাকে
 পরিপোষণপূর্বক পরিবর্তিত হয় । আপন
 দেহের অধোভাগে প্রবহমান, উদান-শরীরের
 উর্দ্ধগামী, ব্যান-সর্বশরীরব্যাপী এবং
 সমান-দেহসন্ধি সমূহে সমভাবে গতিশীল ।
 ৪০-৫৪ । অনন্তর ঐ পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল
 ও জ্যোতি এই গর্ভ-পঞ্চভূত সহ সম্মিলিত
 হয় । তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় উহাতে নিবিষ্ট হইয়া
 স্ব স্ব শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে ।
 পণ্ডিতগণের মতে প্রাণাত্মময় পার্থিব দেহ
 এইরূপেই গঠিত হয় । এই দেহের ছিদ্রগুলি
 আকাশযোনি; সে সকল ছিদ্রপথে জল নিঃসৃত
 হয় অর্থাৎ ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া থাকে ।
 জ্যোৎস্নাই চক্ষুর রশ্মি; এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ
 বিভিন্ননামে নিরূপিত হয় । এ হেন গর্ভগত
 পুরুষ হইতেই যুদ্ধাদি কঠোর কার্য্য ও

নৈধনেহস্মিন্ কথং লোকে নরতুং বিষ্ণুরাগতঃ ।
 এষ নঃ সংশয়ো ধীমন্নেষ বৈ বিস্ময়ো মহান্ ।
 কথং গতিগতিমতামাপনো মানুষীং তনুম্ ।।
 শ্রোতুমিচ্ছামহে বিষ্ণোঃ কৰ্ম্মাণি চ যথাক্রমম্ ।
 আশ্চর্যাণি পরং বিষ্ণুর্বেদদেবৈশ্চ কথ্যতে ।।
 বিষ্ণোরুৎপত্তিমাশ্চর্য্যং কথয়স্ব মহামতে ।
 এতদাশ্চর্য্যমাখ্যানং কথ্যতাং বৈ সুখাবহম্ ।।
 প্রখ্যাতবলবীৰ্য্যস্য প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ ।
 কৰ্ম্মণাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোঃ সত্ত্বমিহোচ্যতাম্ ।।

সূত উবাচ ।

অহং বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ ।
 যথা স ভগবাজ্জাতো মানুষেশু মহাতপাঃ ।।
 সপ্তসপ্ততয়ঃ প্রোক্তা ভৃগুশাপেন মানুষে ।
 জায়তে চ যুগান্তেষু দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।।

সন্তোষাদি কোমল কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এইরূপ সমস্ত লোককেই যে সনাতন পুরুষ সৃজন করিয়াছেন, সেই বিষ্ণু এ লোকে কিরূপে নরতু প্রাপ্ত হইলেন? হে ধীমন্! ইহাই আমাদের মহান্ সন্দেহের বিষয়; অপিচ ইহা বিস্ময়ের বিষয়ও বটে যে, যিনি গতিশালীদিহেরও গতি, তিনি কিরূপে মানুষী তনু আশ্রয় করিলেন? আমরা সেই বিষ্ণুর কৃত কৰ্ম্ম সকল যথাক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। দেবদেবগণ বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণুর সমস্ত কার্য্যই আশ্চর্য্যজনক। অতএব হে মহামতে! বিষ্ণুর আশ্চর্য্য উৎপত্তি বার্ত্তা ব্যক্ত কর। বিষ্ণুর আশ্চর্য্য আখ্যান সুখাবহ; তিনি প্রখ্যাত-বলবীৰ্য্য মহাপুরুষ। তাঁহার প্রাদুর্ভাব বর্ণন কর। বিষ্ণু আশ্চর্য্যস্বরূপ, তাঁহার বীরকীর্ত্তিও তোমাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। সূত কহিলেন, - আমি সেই মহাত্মার প্রাদুর্ভাব বিবরণ অর্থাৎ সেই ভগবান মহাতপা যেরূপে মানুষ লোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার উক্ত হইয়াছে। তিনি দেবকার্য্য সাধনের জন্য যুগান্তকালে মানুষলোকে

তস্য দিব্যতনুং বিষ্ণোর্গদতো মে নিবোধত ।
 যুগধৰ্ম্মে পরাবৃন্তে কালে চ শিথিলে প্রভুঃ ।
 বর্ত্তুং ধৰ্ম্মব্যবস্থানং জায়তে মানুষেষিহ ।
 ভৃগোঃ শাপনিমিত্তেন দেবাসুরকৃতেন চ ।।
 ঋষয় উচুঃ ।

কথং দেবাসুরকৃতে অধ্যাহারমবাণুয়াৎ ।
 এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো বৃন্তং দৈবাসুরং কথম্ ।
 সূত উবাচ ।

দৈবাসুরং যথা বৃন্তং ক্রবতস্তন্নিবোধত ।
 হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যত্রৈলোক্যং প্রাকপ্রশাসতি
 বলিনাধিষ্ঠিতং রাষ্ট্রং পুনর্লোকত্রয়ো ক্রমাৎ ।
 সখ্যামাসীৎ পরং তেষাং দেবানামসুরৈ সহ ।।
 যুগং বৈ দশসঙ্কীর্ণমাসীদব্যাহতং জগৎ ।
 নিদেশস্থায়িনশ্চৈব তয়োর্দেবাসুরাভবন্ ।। ৭০

অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাত্‌কালিক দিব্য তনুর বিবরণ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কালক্রমে যুগধৰ্ম্ম ব্যতিক্রান্ত ও শ্লথ হইলে ধৰ্ম্মব্যবস্থা করিবার জন্য সেই ভগবান সুরাসুরের সংঘর্ষকালে ভৃগুশাপ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! দেবাসুরের সংঘর্ষে কিরূপে তিনি অবতার স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই সুরাসুর-সংঘর্ষই বা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ৫৫-৬৭। সূত কহিলেন, - সুরাসুরদিগের সম্বর্ষ যে প্রকারে ঘটিয়াছিল, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বে এই ত্রৈলোক্য দৈত্য হিরণ্যকশিপুর শাসনাধীন ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই ত্রৈলোক্য-রাজ্যের ভার ক্রমশঃ বলির করে ন্যস্ত হইয়াছিল। তৎকালে দেব ও অসুরগণের মধ্যে পরস্পর সখ্য স্থাপন হয়। এইরূপে দশযুগ যাবৎ এ জগৎ নিরুপদ্রব হইয়াছিল। কি দেব, কি, অসুর, সকলেই বলিরাজের আজ্ঞাধীন হইয়াছিল। অনন্তর দেব ও অসুরগণের মধ্যে পরস্পর সম্পত্তি নিমিত্ত লোকক্লয়কর বিষম বিবাদের সূত্রপাত হয়। সে

বলবান বৈ বিবাদোহয়ং সম্প্রবৃত্তঃ সুদারুণঃ ।
 দেবাসুরাণাঞ্চ তদা ঘোরক্ষয়করো মহান ॥
 তেষাং দায়নিমিত্তং বৈ সংগ্রামা বহুবোহভবন্
 বরাহেহস্মিন দশ দ্বৌ চ ষড়্ভামর্কান্তগাঃ স্মৃতাঃ
 নামতস্ত্ব সমাসেন শৃণুধ্বং তান্ বিবক্ষতঃ ।
 প্রথমো নারসিংহস্ত্ব দ্বিতীয়শ্চাপি বামনঃ ॥
 তৃতীয়ঃ স তু বারাহশ্চতুর্থোহমৃতমহ্নঃ ॥
 সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সুঘোরস্তারকাময়ঃ ॥
 ষষ্ঠো হ্যাড়ীবকস্তেষাং সপ্তমস্ত্রৈপুরঃ স্মৃতঃ ।
 অষ্টকারোহষ্টমস্তেষাং ধ্বজশ্চ নবমঃ স্মৃতঃ ।
 বাৰ্ত্তশ্চ দশমো জ্যেয়স্ততো হলাহলঃ স্মৃতিঃ ।
 স্মৃতো দ্বাদশমস্তেষাং ঘোরকোলাহলোহপারঃ
 হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো নরসিংহেন সূদিতঃ ।
 বামনেন বলির্বদ্ধস্ত্রৈলোক্যাক্রমণে কৃতে ॥
 হিরণ্যাক্ষো হতো দ্বন্দ্বে প্রতিবাদে তু দৈবতৈঃ
 মহাবলো সহাসত্ত্ব সংগ্রামেষু পরাজিতঃ ॥
 দংষ্ট্রায়াস্ত্ব বরাহেণ সমুদ্রাভূর্য়দা কৃতা

বিবাদ প্রবল হইয়া উত্তরোত্তর দারুণাকারে
 পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে
 পরস্পর বহু সংগ্রাম সজ্জাটিত হইতে থাকে।
 এইরূপে বারাহ কল্পে ক্রমান্বয়ে দেবাসুরগণের
 দ্বাদশটি সংগ্রাম হয়। এই সকল যুদ্ধে
 গুক্রনন্দন ষণ্ড ও অমর্ক দেবপক্ষ অবলম্বন
 করেন। এক্ষণে সেই সকল সংগ্রামের নাম
 সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 প্রথম নরসিংহ সংগ্রাম, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয়
 বারাহ, চতুর্থ অমৃতমহ্ন, পঞ্চম তারকাময়,
 ষষ্ঠ আড়ীবক, সপ্তম ত্রৈপুর, অষ্টম অষ্টকার,
 নবম ধ্বজ, দশম বাৰ্ত্ত, একাদশ হলাহল এবং
 দ্বাদশ ঘোর কোলাহল। নরসিংহ দৈত্য
 হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। বামন
 ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন
 করেন। দেবগণের সহিত সজ্জাষে মহাবল
 মহাসত্ত্ব হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। বরাহ, দংষ্ট্রায়
 করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার

প্রহ্লাদো নির্জিতো যুদ্ধে ইন্দ্রেণামৃতমহ্নে ।
 বিরোচনস্ত্ব প্রহ্লাদির্নিত্যমিন্দ্রবধোদ্যতঃ ।
 ইন্দ্রেণৈব স বিক্রম্য নিহতস্তারকাময়ে ॥
 ভবাদবধ্যতাং প্রাপ্য বিশেষাঙ্গাদিভিস্ত্ব যঃ ।
 সংগ্রামে নিহতঃ ষষ্ঠে শত্রুবিষ্টেন বিষ্ণুনা ॥
 অশকুবন্তো দেবেষু পুরং গোপ্তুং ত্রিদৈবতম্
 নিহতা দানবাঃ সর্বৈ ত্রিপুরত্র্যান্বকেণ তু ॥
 অষ্টমে তুসুরাশ্চৈব রাক্ষসশ্চাঙ্ককারকাঃ ।
 জিতদেবমনুষ্যৈস্ত্ব পিতৃভিঃচৈব সঙ্গতান্ ॥
 সংবৃতান দানবাংশ্চৈব সঙ্গতান্ কৃৎস্নশ্চ তান্
 তথা বিষ্ণুসহায়েন মহেন্দ্রেণ বিবর্হিতাঃ ॥
 হতো ধ্বজো মহেন্দ্রেণ মায়াচ্ছন্নশ্চ যোদয়ন্ ।
 ধ্বজো লক্ষ্যং সমাবিশ্য বিপ্রচিতির্মহাভুজঃ ॥

করেন। অমৃতমহ্ন ব্যাপারে যে সুরাসুর-
 সংগ্রাম সজ্জাটিত হয়, তাহাতে ইন্দ্রের হস্তে
 প্রহ্লাদ নির্জিত হন। প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন
 নিত্যই ইন্দ্রবধের প্রয়াসী ছিল। কিন্তু ইন্দ্র
 তারকাময় সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিয়া
 তাহাকে নিহত করেন। এই দৈত্য ভবের
 নিকট অবধ্যত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ
 অস্ত্র-শস্ত্রে সর্বদা সুসজ্জিত হইয়া থাকিত।
 ভবের বরে ইন্দ্রের ইহাকে বিনাশ করিবার
 অধিকার ছিল না। তখন বিষ্ণু ইন্দ্রদেহে
 আবিষ্ট হইয়া বিরোচনকে বিনাশ করেন।
 দেবাসুরদিগের এই যুদ্ধই ষষ্ঠ যুদ্ধ। ৬৮-
 -৮১। অসুরদিগের ত্রিপুর নামে এক
 সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। ঐ আসুরিক দুর্গ-সমৃদ্ধি
 দেবতাদিগের একান্ত অসহ্য হইয়াছিল।
 তখন ত্র্যান্বক ঐ ত্রিপুর সহ তত্রত্য সমস্ত
 দানবকে নিহত করেন। অষ্টম যুদ্ধ অসুর ও
 অষ্টকারাখ্য রাক্ষসদিগের সহিত সজ্জাটিত
 হয়। যুদ্ধে দেব, মনুষ্য সকলেই পরাজিত
 হন। পিতৃগণ দানবপক্ষে যোগ দান করেন।
 তখন মহেন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া
 বিপক্ষ-দলভুক্ত সমস্ত অসুর ও
 রাক্ষসদিগকে বিতাড়িত করেন। মহাভুজ

দৈত্যাংশ্চ দানবাংশ্চৈব সংহতান্ কৃৎস্নশ্চ
তান্ ।
রজিঃ কোলাহলে সৰ্বান্ দেবৈঃ পরিবৃত্তোহ
জয়ৎ ।
যজ্ঞামৃতেন বিজিতৌ যভামকৌ তু দৈবতৈঃ ।
এতে দেবাঃ পুরা বৃত্তাঃ সংগ্রামা দ্বাদশৈব তু
দেবাসুরক্ষয়করাঃ প্রজানামশিবায় চ । ।
হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষাণামব্দুদং বভৌ ।
তথা শতসহস্রাণি হৃদিকানি দ্বিসপ্ততিঃ ।
অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যস্যেবরোহভবৎ
পর্য্যায়ৈ তস্য রাজানু বলিবর্ষাব্দুদং পুনঃ ।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ত্রিংশচ্চ নিযুতানি চ । ।
বলে রাজ্যাধিকারস্ত যাবৎকালং বভূব হ ।
প্রহাদেন গৃহীতোহভূত্তাবৎকালং তদাসুরৈঃ
ইন্দ্রাজয়ন্তে বিখ্যাতা অসুরাণাং মহৌজসঃ ।

বিপ্রচিন্তির সহিত দেবগণের নবম যুদ্ধ হয় ।
এই যুদ্ধে বিপ্রচিন্তি মায়াচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে
থাকে । মহেন্দ্র তাহার রথধ্বজ লক্ষ্য করিয়া
বাণ নিক্ষেপ করেন । তাহাতে সেই ধ্বজ ছিন্ন
এবং বিপ্রচিন্তিও বিনষ্ট হয় । রাজা রজি
কোলাহলাখ্য সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া
দলবদ্ধ সমস্ত দৈত্য ও দানবদিগকে পরাজিত
করেন । অসুরপুরোহিত যভ ও অমর্ককে
দেবগণ যজ্ঞীয় অমৃত দ্বারা বাধ্য করিয়াছিলেন ।
এইরূপে পুরাকালে সুরাসুর-ক্ষয়কর প্রজাগণের
অমঙ্গলাবহ দ্বাদশটী সংগ্রাম সজ্জতিত
হইয়াছিল । রাজা হিরণ্যকশিপু ক্রমান্বয়ে
একঅব্দুদ একলক্ষ অশীতিসহস্র দ্বিসপ্ততি বর্ষ
যাবৎ ত্রৈলোক্যের অধিপত্য করেন । তাহার
পরে পর্য্যায়ক্রমে বলি রাজা হন । তিনি
একঅব্দুদ ষষ্টিসহস্র বিংশতিনিযুত বর্ষ যাবৎ
রাজ্য শাসন করেন । বলির রাজ্যাধিকার যত
কাল ছিল, তাহার পিতামহ প্রহাদও অসুরগণ
সহ ততকালই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
অসুরগণের মধ্যে মহাবীৰ্য্য হিরণ্যাক্ষ, প্রহাদ

দৈত্যসংহৃমিদং সৰ্ব্বমাসীদশযুগং কিল ।
অসপত্নং ততঃ সৰ্বং রষ্ট্রং দশযুগং পুরা
ত্রৈলোক্যমব্যয়মিদং মহেন্দ্রেণ তু পাল্যতে । ।
প্রহাদস্য ততচ্চাদত্রৈলোক্যং কালপর্য্যয়াৎ
পর্য্যায়েন চ সম্প্রাপ্তে ত্রৈলোক্যে পাকশাসনঃ
ততোহসুরান্ পরিত্যজ্য যজ্ঞে দেবা উপাগমন
যজ্ঞে দেবানথ গতে কাব্যং তে হ্যসুরাক্রবন্
হতং নো মিশতাং রষ্ট্রং ত্যক্ত্বাং যজ্ঞং পুনর্গতাঃ
স্বাতুং ন শকুমো হৃদ্য প্রবিশামো রসাতলম । ।
এবমুক্তোহব্রবীদেতান বিষন্ন সাত্ত্বয়ন্ গিয়া ।
মা ভৈষ্ট ধারষিষ্যামি তেজসা শ্বেন চাসুরাঃ । ।
বৃষ্টিরোষধয়শ্চৈব রসা বসু চ যদ্বয়ম ।
কৃৎস্না ময়ি চ তিষ্ঠন্ত পাদন্তেষাং সুরেষু বৈ ।
যুশ্মদর্থং প্রদাস্যামি তৎসৰ্বং ধার্য্যতে ময়া । ।

ও বলি এই তিনজন প্রসিদ্ধ অসুরই ইন্দ্রস্বরূপ
ছিলেন । ক্রমান্বয়ে দশ যুগ পর্য্যন্ত এই
ত্রৈলোক্য অসুরদিগেরই আয়ত্ত ছিল । ঐ
দীর্ঘকাল যাবৎ সমগ্র রাজ্য অসপত্ন বা
নিষ্কটক ছিল । অতঃপর ইন্দ্র এই অব্যয়
ত্রৈলোক্যের পালনভার গ্রহণ করেন ।
পর্য্যায়ক্রমে পাকশাসন এই ত্রৈলোক্যের
অধিপত্য প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞে অসুরদিগকে
পরিত্যাগ করিয়া নিজেরাই তাহার ভাগ গ্রহণ
করিতে লাগিলেন । তখন যজ্ঞভাগ দেবগণের
অধিকৃত হইল দেখিয়া অসুরেরা গুত্রাচার্য্যকে
গিয়া বলিল, -ব্রহ্মন! দেবগণ আমাদিগকে
অবজ্ঞা করিয়া রাজ্য লইয়াছে । এক্ষণে তাহা
ছাড়িয়া পুনরায় তাহারা যজ্ঞভাগও গ্রহণ
করিয়াছে । এখন আমরা আর তিষ্ঠিতে
পারিতেছি না । অতএব অদ্য রসাতলেই প্রবিশ
করি । ৮২-৯৫ । অসুরেরা এই কথা কহিলে
গুত্রাচার্য্য দুঃখিত হইয়া তাহাগিহকে সাত্ত্বনা
করিতে লাগিলেন; বলিলেন - অসুরগণ!
তোমরা ভয় করিও না । আমি নিজের প্রভাবে
তোমাদিগকে রক্ষা করিব । দেখ, বৃষ্টি, ওষধি,
পৃথ্বী, এবং অন্যান্য ধনরত্ন সমস্তই আমাতে

ততো দেবাসুরান্ দৃষ্ট্বা ধৃতান্ কাব্যেন ধীমতা ।
 অমন্ত্রয়ংস্তদা তে বৈ সংবিগ্না বিজিগীষয়া ॥
 এষ কাব্য ইদং সৰ্বং ব্যাবৰ্ত্তয়তি নো বলাৎ ।
 সাধু গচ্ছামহে তুৰ্গং ক্ষীণানাপ্যায়য়ন্ধি তান্ ॥
 প্রসহ্য হত্বা শিষ্টান্ বৈ পাতালং প্রাপয়ামহে ॥
 ততো দেবাঃ সুসংরদ্ধা দানবানভিসৃত্য বৈ ।
 জঘ্নু স্তৈৰ্বধ্যমানান্তে কাব্যমেবাভিদুদ্ধবুঃ ॥
 ততঃ কাব্যস্ত তান দৃষ্ট্বা তুৰ্গং দেবৈরভিদ্ৰুতান্
 সমরেহব্রহ্মকর্ত্তাংস্তান্ দেবেভ্যস্তান্ দিতেঃ
 সুতান্ ॥
 কাব্যো দৃষ্ট্বা স্থিতান্ দেবাংস্তত্র দেবোহভ্য-
 চিন্তয়ৎ ॥
 তানুবাচ ততো ধাত্বা পূৰ্ব্ববৃন্তমনুস্মরন্ ।

বিরাজিত । ইহার এক চতুর্থাংশ মাত্র দেবগণে
 অবস্থিত । আমি তোমাদের নিমিত্তই সে সকল
 ধারণ করিতেছি এবং তোমাদের হিতের জন্যই
 সে সকল অর্পন করিব । অনন্তর দেবগণ
 দেখিলেন, - অসুরেরা ধীমান্ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তক
 সুরক্ষিত হইতেছে । তদর্শনে তাঁহারা উদ্ভিগ্ন
 হইলেন এবং জয়ৈষণায় তৎকালে মন্ত্রণা করিতে
 লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন, - এই অসুরগুরু
 কাব্য আমাদের সমস্ত কৰ্ম্মই সবলে ব্যর্থ করিয়া
 দিবেন । অতএব তিনি যাবৎ পর্য্যন্ত না
 অসুরদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলেন, তাহার
 পূৰ্বেই সত্বর আমরা অসুরাবাসে যাই । সেখানে
 গিয়া সবলে তাহাদিগকে অক্রমণপূৰ্ব্বক বিনাশ
 করি এবং অবশিষ্ট অসুরদিগকে পাতালপুরে
 বিতাড়িত করিয়া দিই । অনন্তর দেবগণ
 সুসজ্জিত হইয়া দানবদিগের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান
 করিলেন । যুদ্ধে বহু দৈত্য নিহত হইল ।
 অবশিষ্ট দৈত্যগণ আহত অবস্থায় শুক্রাচার্য্যের
 অভিমুখে গমন করিল । শুক্র সেই সুরতাড়িত
 অসুরদিগকে বিক্ষতদেহে সমাগত দেখিয়া
 দেবতাদিগের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা
 করিবার মানসে চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই

ত্রৈলোক্যং বিজিতং সৰ্বং বামনেন ত্রিভিঃ
 ত্রমৈ ।
 বলির্বদ্ধো হতো জঙ্ঘো নিহতশ্চ বিরোচনঃ ॥
 মহার্হেষু দ্বাদশসু সংগ্রামেষু সুরৈর্হতাঃ ।
 তৈস্তৈরুপায়ৈর্ভূষিষ্ঠা নিহতা যে প্রধানতঃ ॥
 কিঞ্চিচ্ছিষ্টাস্ত বৈ যুয়ং যুদ্ধেষুন্ত্যেষু বৈ স্বয়ম্ ।
 নীতিং বো হি বিধাস্যামি কালঃ কশ্চিৎ
 প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥

যাস্যাম্যহং মহাদেবং মন্ত্রার্থে বিজয়ায় বঃ ।
 অগ্নিমাপ্যায়য়েদ্ধোতা মত্ৰৈরের বৃহস্পতিঃ ॥
 ততো যাস্যাম্যহং দেবং মন্ত্রার্থে নীললোহিতম্
 যুশ্মাননুগ্রহীষ্যামি পুনঃ পশ্চাদিহাগতঃ ॥
 যুয়ং তপশ্চরধ্বং বৈ সংবৃতা বন্ধলৈর্বনে ।

সময় দেবগণকে পশ্চাদাগত দেখিয়া পূৰ্ব
 বৃন্তান্ত স্মরণপূৰ্ব্বক তিনি বলিলেন, - বামন
 তিনটি পদবিক্ষেপ সমগ্র ত্রৈলোক্য জয়
 করিয়াছেন; বলি বন্দীকৃত, জঙ্ঘ হত, এবং
 বিরোচন নিহত হইয়াছে । দ্বাদশটি প্রধান
 প্রধান সংগ্রাম সজ্জটিত হইয়াছে । তাহাতে
 সুরগণই নানা উপায়ে প্রধান প্রধান অসুরদিগের
 আধিকাংশকেই নিহত করিয়াছে । সেই ভীষণ
 যুদ্ধের অবসান হইয়াছে । এক্ষণে তোমরা
 কতিপয় মাত্র অসুর অবশিষ্ট আছ । যাহা হৌক,
 তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর; আমি
 তোমাদের জন্য উত্তম নীতি প্রয়োগ করিব ।
 তোমরা যাহাতে বিজয়ী হইতে পার, সেই
 উদ্দেশ্যে মন্ত্র লাভার্থ আমি মহাদেবসমীপে
 গমন করিব । আমি জানি, বৃহস্পতি হোতা
 হইয়া ওদিকে দেবপক্ষে মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে
 আপ্যায়িত করিতেছেন । অতএব আমাকেও
 এই মুহূর্ত্তে মন্ত্র-লাভার্থ দেবদেব
 নীললোহিতের নিকট যাইতে হইবে ।
 তোমাদের ভয় নাই; আমি পুনরায় আসিয়া
 তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিব । ৯৬-১০৭ ।
 তোমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি
 যে, তোমরা বন্ধল পরিয়া তপস্যা করিতে

ন বৈ দেবা বধিষ্যন্তি যাবদাগমনং মম ।।
 অপ্রতীপাংস্ততো মন্ত্ৰান্ দেবাং প্রাপ্য
 মহেশ্বরাং
 যোৎস্যামহে পুনর্দেবাংস্ততঃ প্রাক্ষ্যথ বৈ জয়ম্
 ততস্তে কৃতসংবাদা দেবানুচুস্ততোহসুরাঃ ।
 ন্যস্তবাদা বয়ং সর্বে লোকান্ যুয়ং ক্রমন্ত বৈ ।।
 বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বক্তলৈর্বনে ।
 প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যবাহরনস্ত তৎ ।।
 ততো দেবা নিবৃতা বৈ বিজুরা মুদিতাশ্চ হ ।
 ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু স্থান্ বৈ জগুর্যথাগতান্ ।।
 ততস্তানব্রবীৎ কাব্যঃ কক্ষিৎকালমুপাস্যতাম্ ।
 নিকৃৎসুকৈস্তপোযুক্তৈ কালং কার্যার্থসাধকৈঃ
 পিতুর্মমাশ্রমস্তা বৈ সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ।।
 স সন্দিশ্যাসুরান্ কাব্যো মহাদেবং প্রপদ্য চ ।

ধাক । আমার পুনরাগমন মধ্যে দেবগণ
 তোমাদিগকে নিহত করিতে পারিবে না ।
 দেবদেব মহেশ্বর হইতে আমি অনুকূল মন্ত্র
 প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দেবগণ সহ যুদ্ধারম্ভ করিব;
 সে যুদ্ধে তোমাদেরই জয়লাভ হইবে । অনন্ত
 র অসুরগণ সুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিল,
 - আমরা বিবদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিলাম ।
 তোমরা সমস্ত লোকই অবাধে অধিকার করিয়া
 লও । আমরা বনে গিয়া বক্তল পরিয়া
 তপস্যাচরণ করিব । দৈত্য গণের মুখপাত্র
 প্রহ্লাদই দেবগণকে এই কথা कहিলেন ।
 দেবগণ সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামে
 বিনিবৃন্ত, বিজুর ও মুদিত হইলেন । দৈত্যগণ
 অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে
 প্রস্থান করিলেন । অনন্তর গুক্রাচার্য্য অসুর
 গণকে বলিলেন, তোমরা কিছুকাল পর্য্যন্ত
 কার্য্যসিদ্ধির জন্য অনুৎকর্ষিত-চিন্তে তপস্যা
 অবলম্বন করিয়া অপেক্ষা কর । সম্প্রতি
 ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মদীয় পিতার আশ্রমেই
 অবস্থান করিতেছেন । গুক্র অসুরদিগকে
 এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎকারণ মহাদেবের

প্রণম্যৈনমুবাচাথ জগৎপ্রভবমীশ্বরম্ ।।
 মন্ত্রানিচ্ছামাহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ ।
 পরাভবায় দেবানামসুরেষ্বভয়াবহান্ ।।
 এবমুক্তোহব্রবীন্দেবো মন্ত্রানিচ্ছসি বৈ দ্বিজ ।
 ব্রতং চর ময়োদিষ্টং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।।
 পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ কুন্ডধূমম্বাক্ষিরাঃ ।
 যদি পাস্যসি ভদ্রং তে মন্তো মন্ত্রমবাস্প্যসি ।
 তথোক্তো দেবদেবেন স গুক্রস্ত মহাতপাঃ ।
 পাদৌ সংস্পৃশ্য দেবস্য বাঢ়মিত্যভ্যভাষত ।।
 ব্রতং চরামাহং শেষং যথোদিষ্টোহস্মি বৈ
 প্রভো ।।

ততো নিযুক্তো দেবেন কুন্ডধারোহসা ধূমকুং
 অসুরাণাং হিতার্থায় তস্মিন্ গুক্রে গতে তদা
 মন্ত্রার্থং তত্র বসতি ব্রহ্মচর্য্যং মহেশ্বরে ।।
 তদ্বুদ্ধা নীতিপূর্ব্বস্ত রাজ্যং ন্যস্তং তদাসুরৈঃ

শরাণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক
 বলিলেন-দেব! আমি আপনার নিকট এইরূপ
 মন্ত্র প্রার্থনা করি যে, যাহা বৃহস্পতির অবিদিত
 আছে । দেবগণের পরাভব এবং অসুরগণের
 বিজয় নিমিত্তই আমার এইরূপ মন্ত্র প্রার্থনা ।
 মহাদেব এইরূপে উক্ত হইয়া বলিলেন- হে
 দ্বিজ! তুমি মন্ত্র ইচ্ছা করিতেছ; আমার নির্দেশ
 মত ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া একটী ব্রতাচরণ
 কর । পূর্ণ সহস্র বর্ষ যাবৎ তুমি যদি অবাস্থুখে
 থাকিয়া কুন্ডধূম পান করিতে পার, তাহা হইলে
 তোমার মঙ্গল হইবে; তুমি আমার নিকট হইতে
 মন্ত্র লাভ করিতে পারিবে । ১০৮-১১৭ ।
 দেবদেব এই কথা कहিলে মহাতপা গুক্র
 দেবদেবের পাদস্পর্শপূর্ব্বক বলিলেন, - প্রভো!
 উত্তম আদেশ দিয়াছেন । আমি আপনার
 নির্দেশে ব্রতাচরণ করিব । অনন্তর দেবদেব
 তাহাকে ধুমোদগারী কুন্ডাধারে নিযুক্ত করিলেন ।
 অসুরগণের হিতের নিমিত্ত গুক্র মন্ত্র লাভের
 লালসায় মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য
 অবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলে দেবগণ
 তাঁহার সে নীতির রহস্য বুঝিতে পারিলেন ।

তস্মিংশ্চিদ্রে তদাযর্ষাদ্বেবাস্তান সমভিদ্ৰবন ।
 নিশিতাস্তাযুধাঃ সর্কে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
 দৃষ্ট্বা সুরগণ দেবান্ প্রগৃহীতায়ুধান্ পুনঃ ।
 উৎপেতুঃ সহসা সর্কে সজ্জস্তান্তে ততোহভবন্
 ন্যস্তশস্ত্রে জয়ে দন্তে আচার্যো ব্রতমাস্থিতে ।
 সন্ত্যজ্য সময়ং দেবান্তে সপত্নজিঘাংসবঃ ।।
 অনাচার্যাস্ত্র ভদ্রং বো বিশ্বস্তাস্তপসি স্থিতাঃ ।
 চীরবন্ধাজিনধরা নিক্রিয়া নিম্পরিগ্রহাঃ ।।
 রণে বিজেতুং দেবান্ বৈ ন শক্ষ্যামঃ কথঞ্চন
 অশুন্ধেন প্রপদ্যামঃ শরণং কাব্যমাতরম্ ।।
 জ্ঞাপয়ামঃ কৃৎস্নমিদং যাবদাগমনং গুরোঃ ।
 বিনিবৃন্তে ততঃ কান্যো গোংস্যাগো সুধি তান্
 সুরান্ ।।
 এবমুক্ত্বাসুরান্ যোগ্যং শরণং কাব্যমাতরম্ ।

অসুরেরা তখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায়
 নিযুক্ত ছিল। বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ ছিদ্র
 পাইয়া অমর্ষবশে অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্বক
 অসুরদিগকে তৎকালে আক্রমণ করিলেন।
 অসুরেরা সহসা সুরগণকে অস্ত্রধারণপূর্বক
 আসিতে দেখিয়া সজ্জস্তচিত্তে উত্থিত হইল এবং
 পরস্পর বলিল - আমরা অস্ত্রত্যাগ করিয়াছি,
 দেবগণকে বিজয়লক্ষী অর্পণ করিয়াছি, আচার্য্য
 আমাদের ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন।
 দেবগণ এখন সময় উল্লভঘন করিয়া
 শত্রুজিঘাংসায় মগ্ন হইয়াছে। আমাদের
 আচার্য্য নাই; সুতরাং আমাদের ভদ্রস্থতা নাই।
 আমরা বিশ্বস্ত ভাবে চীর, বন্ধল ও অজিন ধারণ
 করিয়া নিক্রিয় ও নিম্পরিগ্রহ হইয়া রহিয়াছি; এ
 অবস্থায় দেবগণকে রণে জয় করিবার সামর্থ্য
 আমাদের কৈ? অতএব এক্ষণে আমরা
 শুক্রজননীর শরণাপন্ন হই। গুরুদেব যখন
 ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাহার নিকট এই
 সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিব। তিনি ফিরিয়া
 আসিলেই আমরা সুরগণ সহ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইব।
 অসুরেরা এই কথা কহিয়া, তৎকালে ভীতচিত্তে

প্রাপদ্যস্ত ততো ভীতাস্তদা চৈব তদাভয়ম্ ।।
 দন্তং তেষাস্ত্র ভীতানাং দৈত্যানাং ভয়ার্থিনাম্
 ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজ্যত দানবাঃ
 মৎসন্নিধৌ বর্ততাং বো ন ভীতবিতুমহীতি ।
 ভয়াচ্চাপ্যভিপন্নাংস্তান্ দৃষ্ট্বা দেবাসুরাংস্তদা
 অভিজঘ্নুঃ প্রসহ্যেতানবিচার্য্য বলাবলম্ ।
 তাংস্তস্তান্ বধ্যমানাংশ্চ দেবৈর্দৃষ্ট্বাসুরাংস্তদা
 দেবী ক্রুদ্ধাববীদেনাননিদ্রত্বং করোম্যহম্ ।
 সংস্তভ্য শীঘ্রং সংরম্ভাদিন্দ্রং সাভ্যচরন্ততঃ ।।
 ততঃ সংস্তপ্তিতং দৃষ্ট্বা শত্রুং দেবান্ত যুপবৎ ।
 বদ্রবন্ত ততো ভীতা দৃষ্ট্বা শত্রুং বশীকৃতম্ ।।
 গতেষু সুরসজ্জেষু বিষ্ণুরিন্দ্রমভ্যবত ।
 মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রংতে নেষ্যামি ত্বাং সুরেশ্বর
 এবমুক্তন্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।
 বিষ্ণুনা রক্ষিতং দৃষ্ট্বা দেবী ক্রুদ্ধা বচোহবদৎ ।।

সকলেই শুক্রজননীর শরণ লইল। শুক্রমাতা
 তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন- দানবগণ!
 তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই। তোমরা ভয়
 পরিত্যাগ কর। আমার আশ্রয়ে থাকিলে
 তোমাদের আর ভয় থাকিবে না। দেবগণ
 অসুরগণকে ভীত ও শুক্রমাতার শরণাপন্ন
 দেখিয়া তৎকালে স্বীয় বলাবলের বিচার না
 করিয়াই সহসা তাহাদিগকে হনন করিতে
 লাগিলেন। ভীত ক্রান্ত অসুরদিগকে সুরগণ
 কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া দেবী শুক্রমাতা
 ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তে
 দেবগণকে ইন্দ্রবিহীন করিব। এই বলিয়া
 তিনি ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া সংরম্ভভরে বিচরণ
 করিতে লাগিলেন। ১১৮-১৩১। দেবগণ
 তখন ইন্দ্রকে যুপবৎ স্তম্ভিত দর্শনে ভীত হইয়া
 নানা দিকে পলায়ন করিলেন। সুরগণ পলায়ন
 করিলে বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন- হে সুরেশ্বর।
 তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর; আমি তোমায়
 এস্থান হইতে লইয়া যাইব। বিষ্ণু এই কথা
 কহিলে পুরন্দর বিষ্ণুদেহে প্রবেশ করিলেন।
 ইন্দ্রকে বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হইতে দেখিয়া

এষা ত্বাং বিষ্ণুনা সাক্ষং দহানি মঘাবানিব ।
মিষতাং সৰ্বভূতানাং দৃশ্যতাং মে তপোবলম্ ।
তয়াভিভূতৌ তৌ দেবা ন্দ্রাবিষ্ণু জজ্ঞতুঃ ।
কথং মুচ্যেব সহিতৌ বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত ॥
ইন্দ্রোহববীজ্জহীহ্যেনাং যাবনৌ ন দহেদ্বিভো
বিশেষণাভিভূতোহমতস্ত্বং জহি মা চিরম্ ॥
ততঃ সমীক্ষ্য তাং বিষ্ণুঃ জীবধং কর্তুমাস্থিতঃ
অভিধ্যায় ততশ্চক্রমাপন্নঃ সত্বরং প্রভুঃ ॥
তস্যাঃ সত্বরমাণায়াঃ শীঘ্রকারী সুরারিহা ।
জিয়া বিষ্ণুস্ততো দেব্যাঃ ত্রুরং বুদ্ধা চিকীৰ্ষিতম্
ক্রুদ্ধস্তদব্রজমাবিধ্য শিরশ্চিচ্ছেদ মাধবঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা জীবধং ঘোরং চুকোপ ভৃগুরীশ্বরঃ ।
ততোহভিশপ্তো ভৃগুণা বিষ্ণুর্ভার্যাবধে তদা ।

গুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে
মঘবন্! এই আমি সৰ্বভূতের সমক্ষেই
তোমাকে বিষ্ণুর সহিত দণ্ড করিব । আমার
তপোবল দর্শন কর । বিষ্ণু ও ইন্দ্র এইরূপে
গুক্রমাতা কর্তৃক অভিভূত হইয়া পড়িলে
তাঁহারা উভয়ে পরস্পর বলাবলি করিতে
লাগিলেন । বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন, — আমরা
কিভাবে এক্ষণে এই দেবীর হস্ত হইতে
অব্যাহতি পাই? তখন ইন্দ্র বলিলেন, — হে
বিভো! যাবৎ ইনি আমাদের দণ্ড করেন ।
তাবৎ কালের মধ্যে আপনিই ইহাকে বিনাশ
করুন । এই দেবীর প্রভাবে আমি
বিশেষরূপেই নিগৃহীত হইয়াছি; অতএব
শীঘ্রই ইহার বধ সাধন করুন । অনন্তর বিষ্ণু
তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জীবধে উদ্যত
হইলেন । তিনি চিন্তা করিবামাত্র সত্বর তাঁহার
চক্র আসিয়া উপস্থিত হইল । সুরারিসংহারী
হঁরি তখন দেবীর ত্রুরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া
ক্ষিপ্ৰহস্তে ক্রোধের সহিত অজ্ঞাঘাতে তদীয়
শিরশ্ছেদ করিলেন । তৎকালে তাদৃশ ঘোর
জীবধ-ব্যাপার দেখিয়া ভৃগু ক্রুদ্ধ হইলেন এবং
বিষ্ণুকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন

যস্মাস্তে জানতা ধর্মানবধ্যা জী নিযুদিতা ।
তস্মাস্ত্বং সন্তকৃত্বো বৈ মানুষেষু প্রবৎস্যসি ॥
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্মো পুনঃপুনঃ ।
লোকে সৰ্ব্বহিতার্থায় জায়তে মানুষেষিড়াহ ॥
অনুব্যাহত্য বিষ্ণুং স তদাদায় শিরঃ স্বয়ম্ ।
সমানীয় ততঃ কার্য্য অপো গৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥
এষ ত্বাং বিষ্ণুনা সত্যে হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।
যদি কৃৎনো ময়া ধর্মশরিতো জায়তেহপি বা
তেন সত্যেন জীবস্ব যদি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥
সত্যাভিভ্যাহতা তস্য দেবী সঞ্জীবিতা তদা ।
তদা তাং প্রোক্ষ্য শীতাভিরঙ্গিজীবেতি
সোহব্রবীৎ ॥

ততস্তাং সৰ্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুগোথিতামিব ।
সাধু সাধ্বিত্যদৃশ্যানাং বাচস্তাঃ সস্বনুদিশঃ ॥
দৃষ্ট্বা সঞ্জীবিতামেবং দেবীং তাং ভৃগুণা তদা ।

যে, ধর্মানুসারে জীজাতি অবধ্য, ইহা তুমি
জানিয়া—অনিয়াও যখন জী-হত্যা করিলে; এই
অপরাধে তোমাকে সন্তবার মনুষ্যলোকে বাস
করিতে হইবে । ভৃগু বিষ্ণুকে এইরূপ অভিশাপ
দিয়া ভার্য্যার সেই ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিলেন
এবং তাহাকে দেহের সহিত যোগ করিয়া হস্তে
জল গ্রহণপূর্বক বলিলেন—বিষ্ণু তোমাকে নিহত
করিয়াছেন; আমি সত্যবলে তোমায় পুনর্জীবিত
করিব । যদি আমি সমস্ত ধর্ম আচরণ করিয়া
থাকি, সমস্ত ধর্মতত্ত্ব আমার বিদিত থাকে এবং
সর্বদা আমি যদি সত্য বাক্য প্রয়োগ ও সত্যের
সেবা করিয়া থাকি, তবে এই দেবী মম পত্নী
জীবিতা হউন । ১৩২-১৪৪ । ভৃগুর
সত্যবাক্যে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার পত্নী জীবিত
হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া ভৃগু শীতল জলে
অভ্যুক্ষণপূর্বক বলিলেন—দেবি! জীবিত
হইলে । অনন্তর সমস্ত প্রাণী ভৃগুপত্নীকে
সুগোথিতার ন্যায় দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল ।
অদৃশ্য ভূতবৃন্দের কণ্ঠ হইতেও সাধু সাধু রব
উত্থিত হইতে লাগিল এবং দিকসমূহও ধ্বনিত

মিষতাং সৰ্বভূতানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ।।
 অসম্ভ্রান্তেন ভৃগুণা পত্নীং সঙ্ঘীবিতাং ততঃ ।
 দৃষ্ট্বা শক্ৰো ন লেভেহথ শৰ্ম কাব্যভয়াস্ততঃ
 প্রজাগরে ততশ্চেন্দ্রো জয়ন্তীমাঅনঃ সুতাম্ ।
 প্রোবাচ মতিমানবাক্যং স্বাং কন্যাং পাকশাসনঃ
 এষ কাব্যো হ্যনিদ্রায় চরতে দারুণং তপঃ ।
 তেনাহং ব্যাকুলঃ পুত্রি কৃতো ধৃতিমতা দৃঢ়ম্ ।।
 গচ্ছ সম্ভাবয়শ্চৈনং শ্রমাপনয়নৈঃ শুভৈঃ ।
 তৈস্তৈর্মনোহনুকুলৈশ্চ ছাপচারৈরতন্দ্রিতা ।।
 দেবী সা হীন্দ্রদুহিতা জয়ন্তী শুভচারিণী ।
 যুক্তধ্যানঞ্চ শাম্যস্তং দুৰ্কলং ধৃতিমাস্থিতম্ ।।
 পিত্রা যথোক্তং কাব্যং সা কাব্যো কৃতবতী
 তদা ।
 গীর্জিচ্চবানুকুলাভিঃ স্তবতী বসন্তভাষিণী ।।

গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা সুখাবহৈঃ ।
 শুশ্রুষন্ত্যানুকূলা চ উবাস বহলাঃ সমাঃ ।।
 পূর্ণে ধুম্রব্রতে চাপি ঘোরে বর্ষসহস্রিকে ।
 বরেণ চন্দ্রয়ামাস কাব্যং প্রীতো ভবন্তদা ।
 এবং ক্রবৎস্বয়ৈকেন চীর্ণং নান্যেন কেনচিৎ ।
 তস্মাস্ত্বং তপসা বৃদ্ধা শ্রুতেন চ বলেন চ ।।
 তেজসা চাপি বিবুধান্ সৰ্বানভিভবিষ্যসি ।
 যচ্ছ কিঞ্চিন্যাম ব্রহ্মণ্ বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ।
 সাক্ষঞ্চ সরহস্যঞ্চ যজ্ঞোপনিষদাং তথা ।
 প্রতিভাস্যতি তে সৰ্বং তচ্চাদ্যস্তং ন কস্যাচিৎ
 সৰ্ব্বাভিভাবী তেন ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি
 এবং দত্ত্বা বরাংস্তস্মৈ ভার্গবায় পুনঃপুনঃ ।।
 অজেয়ত্বং ধনেশত্বমবধ্যত্বঞ্চ বৈ দদৌ ।
 এতান্নান্কা বরান্ কাব্যঃ সম্প্রহৃষ্টতনুরূহঃ ।।

হইল। সৰ্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে ভৃগুর প্রভাবে
 তৎপত্নীর জীবনপ্রাপ্তি হইল; ইহা তখন অদ্ভুত
 ব্যাপার হইয়া পড়িল। ভৃগু অসম্ভ্রান্ত ভাবে
 পত্নীকে জীবিত অবস্থায় দেখিলেন। ইন্দ্র এই
 ব্যাপার দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের ভয়ে তখন হইতে
 আর শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ভাবনায়
 ভাবনায় রাত্রিযোগেও দেবেন্দ্রের নিদ্রা রহিল
 না। তিনি স্বীয় সুতা জয়ন্তীকে একদা বলিলেন,
 – অয়ি পুত্রি! অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রপদ
 লোপ করিবার জন্য কঠোর তপস্যার নিয়ত
 আছেন; তাই আমি ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব
 তোমার প্রতি আমার আদেশ এই যে, তুমি
 সেই শুক্রাচার্য্যের নিকট যাও। সেখানে গিয়া
 তদীয় শ্রমাপনয়ন ও মনঃপ্রিয় উপচারাди দ্বারা
 অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার সেবা করিতে থাক।
 ইন্দ্রনন্দিনী শুভচারিণী জয়ন্তী তৎকালে সেই
 ধ্যাননিষ্ট শমগুণাবলম্বী ধৃতিশীল শুক্রাচার্য্য-
 সমীপে গমন করিলেন এবং পিতা যেরূপে
 যেরূপে তাঁহার সেবা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন,
 তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও
 মৃদু-মধুর বাক্যে সেই তপোনিষ্ঠ ভৃগুনন্দনের

স্তব করিতেন, কখন তাঁহার গাত্রসংবাহন
 করিতেন, এইরূপে বিবিধ সুখাবহ ব্যাপারে
 তাঁহার সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। তিনি
 শুক্রাচার্য্যের সেবাকার্য্যে নিয়ত হইয়া সেই
 আশ্রমে বহু বর্ষ যাপন করিলেন। অনন্তর
 ভৃগুনন্দনের সেই সহস্রবার্ষিক কঠোর ধুম্রব্রত
 সাক্ষ হইল। মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে তখন
 বর গ্রহণের জন্য ধরোচিত করিলেন;
 বলিলেন—হে দ্বিজ! তুমি এমন একটি ব্রত
 আচরণ করিয়াছ, যাহা অন্যে কখন করিতে
 পারে নাই। অতএব তুমি তপস্যা, প্রতিভা,
 শাস্ত্রজ্ঞান, বল, ও তেজো দ্বারা সমগ্র
 সুরসমাজকে নিশ্চয়ই অভিভূত করিবে। হে
 ভৃগুনন্দন! আমার যাহা কিছু মন্ত্রশক্তি আছে,
 তাহা সাক্ষ ও সরহস্য তোমাতেই প্রতিভাত
 হইবে। তুমি ভিন্ন আর কাহার নিকট তাহা
 থাকিবে না। ১৪৫-১৫৮। তুমি সেই
 মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সৰ্ব্বাভিভাবী দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 হইবে। ভবদেব ভার্গবকে এইরূপ বরদান
 করিয়া তাঁহাকে অজেয়ত্ব, ধনেশত্ব, এবং
 অবধ্যত্ব বরও দান করিলেন। ভৃগুনন্দন এই

হর্ষাৎ প্রাদুর্ভৌ তস্য দেবস্তোত্রং মহেশ্বরম্
তদা তিৰ্য্যকস্থিতস্তেবং তুষ্টুবে নীললোহিতম্
নমোহস্ত শিতিকষ্ঠায় সুরূপায় সুবর্চসে
রিরিহাণায় লোপায় বৎসরায় জগৎপতে ।।
কপর্দিনে হৃর্দরোমে হয়ায় করণায় চ ।
সংস্কৃতায় সুতীর্থায় দেবদেবায় রংহসে ।।
উষ্ণীষিণে সুবজ্রায় সহস্রাক্ষায় মীড়ু ষে ।
বসুরেতায় রুদ্রায় তপসে চীরবাসসে ।।
হ্রস্বায় মুক্তকেশায় সেনান্যে রোহিতায় চ ।
কবয়ে রাজবৃদ্ধায় তক্ষকক্রীড়নায় চ ।।
গিরিশায়ার্কনেত্রায় যতিনে জাম্ববায় চ ।
সুবৃত্তায় সুহস্তায় ধন্বিনে ভার্গবায় চ ।।
সহস্রবাহবে চৈব সহস্রামলচক্ষুষে ।
সহস্রকুক্ষয়ে চৈব সহস্রচরণায় চ ।
সহস্রশিরসে চৈব বহুরূপায় বেধসে ।
ভবায় বিশ্বরূপায় শ্বেতায় পুরুষায় চ ।।
নিষঙ্গিণে কবচিনে সূক্ষ্মায় ক্ষপণায় চ ।
তাম্রায় চৈব ভীমায় উগ্রায় চ শিবায় চ ।। ১৬৯

সকল বর লাভ করিলে হর্ষভরে তাঁহার
রোমরাজি প্রহুট হইল । তাঁহার মুখ হইতে
তখন এক অপূর্ব মহেশ্বরস্তোত্র প্রাদুর্ভূত
হইল । তিনি তিৰ্য্যগ্ভাবে থাকিয়াই দেবদেব
নীললোহিতকে তৎকালে স্তব করিতে
লাগিলেন; ভার্গব বলিলেন—হে জগৎপতে!
তুমি শীতিকষ্ঠ, সুরূপ, সুবর্চা, রিরিহাণ,
লোপ, ও বৎসর, তোমাকে নমস্কার । তুমি
কপর্দী, উর্দরোমা, হয়, করণ, সংস্কৃত, সুতীর্থ,
দেবদেব, রংহস, উষ্ণীষী, সুবজ্র, সহস্রাক্ষ,
মীড়ান, বসুরেত, রুদ্র, তপঃ, চীরবাসা, ব্রহ্ম,
মুক্তকেশ, সেনানী, রোহিত, কবি, রাজবৃদ্ধ,
তক্ষকক্রীড়ন, গিরিশ, অর্কনেত্র, যতি, জাম্বব,
সুবৃত্ত, সুহস্ত, ধন্বী, ভার্গব, সহস্রবাহু,
সহস্রামলচক্ষু, সহস্রকুক্ষি, সহস্রচরণ,
সহস্রশিরা, বহুরূপ, বেধা, ভব, বিশ্বরূপ, শ্বেত
পুরুষ, নিষঙ্গী, কবচী, সূক্ষ্ম, ক্ষপণ, তাম্র,
ভীম উগ্র, শিব, বজ্র, পিশঙ্গ, পিঙ্গল, অনিল,

বজ্রবে চ পিশঙ্গায় পিঙ্গলায় নিলায় চ ।
মহাদেবায় সর্বায় বিশ্বরূপশিবায় চ ।। ১৭০
হিরণ্যায় চ শিষ্টায় শ্রেষ্ঠায় মধ্যমায় চ ।
বজ্রবে চ পিশঙ্গায় পিঙ্গলায়াক্ষণায় চ ।
পিনাকিনে চেষুমতে চিত্রায় রোহিতায় চ ।।
দুন্দুভ্যৈকপাদায় অর্হায় বৃদ্ধয়ে তথা ।
মৃগব্যাধায় সর্পায় স্থাণবে ভীষণায় চ ।
বহুরূপায় চোত্রায় ত্রিনেত্রায়ৈশ্বরায় চ ।
কপিলায়ৈকবীরায় মৃত্যবে ত্র্যম্বকায় চ ।।
বাস্তোম্পতে পিনাকায় শঙ্করায় শিবায় চ ।
আরণ্যায় গৃহস্থায় যতয়ে ব্রহ্মচারিণে ।।
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ধ্যাননে দীক্ষিতায় চ ।
অন্তর্হিতায় শর্করায় মান্যায় মালিনে তথা ।।
বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ ।
রোধসে চেকিতানায় ব্রহ্মিষ্ঠায় মহর্ষয়ে ।।
চতুষ্পাদায় মেধ্যায় ধর্মিণে শীঘ্রগায় চ ।
শিখভিনে কপালায় দংষ্ট্রিণে বিশ্বমেধসে ।।
অপ্রতীঘায় দীপ্তায় ভাস্করায় সুমেধসে ।।
ক্রুরায় বিকৃত্যৈব বীভৎসায় শিবায় চ ।।
সৌম্যায় চৈব পুণ্যায় ধার্মিকায় শুভায় ।
অবধ্যায়ামৃত্যুজায় নিত্যায় শাশ্বতায় চ ।।

মহাদেব, শর্ক, বিশ্বরূপ, শিব, হিরণ্য, শিষ্ট,
শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, বজ্র, পিশঙ্গ, পিঙ্গল, অরুণ,
পিনাকী, ইষুমান, চিত্র, রোহিত, দুন্দুভ্য,
একপাদ, অর্হ, বুদ্ধি, মৃগব্যাধ, সর্প, স্থাণু,
ভীষণ, বহুরূপ, উগ্র, ত্রিনেত্র, ঈশ্বর, কপিল,
একবীর, মৃত্যু, ত্র্যম্বক, বাস্তোম্পতি, শিনাক,
শঙ্কর, শিব, আরণ্য, গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী,
সাংখ্য, যোগ, ধ্যানী, দীক্ষিত, অন্তর্হিত, শর্ক,
মান্য, মালী, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত, কেবল, রোধঃ,
চেকিতান, ব্রহ্মিষ্ঠ, মহর্ষি, চতুষ্পাদ, মেধ্য, ধর্মী,
শীঘ্রগ, শিখভী, কপালী, দংষ্ট্রী, বিশ্বমেধা,
অপ্রতীঘাত, দীপ্ত, ভাস্কর, সুমেধা, ক্রুর, বিকৃত,
বীভৎস, শিব, সৌম্য, পুণ্য, ধার্মিক, শুভ,
অবধ্য, অমৃত্যু, নিত্য শাশ্বত জটা, শয়ড, শূলী,

কট্যায় শরভায়ৈব শূলিনে চ ত্রিচক্ষুষে ।
 সোমপায়াজ্যপায়ৈব ধূমপায়োন্মপায় চ ।।
 শুচয়ে রেরিহাণায় সদ্যোজাতায় মৃত্যবে ।
 পিশিতাশায় খৰ্কায় মেধায় বৈদ্যুতায় চ ।।
 ব্যাশ্রিতায় শ্রবিষ্ঠায় ভারতায়ান্তরিক্ষয়ে ।
 ক্ষমায় সহমানায় সত্যায় তপনায় চ ।।
 ত্রিপুরায় দীপ্তায় চক্রায় রোমশায় চ ।
 তিগ্নায়ামেধায় সিদ্ধায় চ পুলস্তয়ে ।।
 রোচমানায় খন্ডায় ক্ষীতায় ঋষভায় চ ।
 ভোগিনে যুজ্ঞমানায় শান্তায়ৈবোর্ধ্বরেতসে ।।
 অঘ্নায় মখ্ণায় মৃত্যবে যজ্ঞিয়ায় চ ।
 কৃশানবে প্রচেতায় বহুয়ে কিশলায় চ ।।
 সিকতায় প্রসন্নায় বরেণ্যায়ৈব চক্ষুষে ।
 ক্ষিপ্ৰগবে সুধন্বায় প্রমেধ্যায় শিবায় চ ।।
 রক্ষোঘ্নায় পশুঘ্নায় বিঘ্নায় শয়নায় চ ।
 বিভ্রান্তায় মহান্তায় অন্তয়ে দুৰ্গমায় চ ।।
 দক্ষায় চ জঘন্যায় লোকানামীশ্বরায় চ ।
 অনাময়ায় চোৰ্দ্ধায় সংহত্যাধিষ্ঠিতায় চ ।।
 হিরণ্যবাহবে চৈব সত্যায় শমনায় চ ।
 অসিকল্লায় মাঘায় বীরিণ্যায়ৈকচক্ষুষে ।।
 শ্রেষ্ঠায় বামদেবায় ঈশানায় চ ধীমতে ।
 মহাকল্লায় দীপ্তায় রোদনায় হসায় চ ।।

ত্রিচক্ষু, সোমপ, আজ্যপ, ধূমপ, উন্মপ, শুচি, রেরিহাণ, সদ্যোজাত, মৃত্যু, পিশিতাশ, খৰ্ক, মেঘ, বৈদ্যুত ব্যাশ্রিত, শ্রবিষ্ঠ, ভারত, অন্তরিক্ষ, ক্ষম, সহমান, সত্য, তপন, ত্রিপুর, দীপ্ত, চক্র, রোমশ, তিগ্নায়ামেধ, মেধ্য, সিদ্ধ, পুলস্তি, রোচমান, খন্ড, ক্ষীত, ঋষভ, ভোগী, যুজ্ঞমান, শান্ত, উৰ্দ্ধরেতা, অঘ্ন, মখ্ণ, মৃত্যু, যজ্ঞিয়, কৃশানু, প্রচেত, বহু, কিশল, সিকতা, প্রসন্ন, বরেণ্য, চক্ষু, ক্ষিপ্ৰলব, সুধন্ব, প্রমেধ্য, শিব, রক্ষোঘ্ন, পশুঘ্ন, বিঘ্ন, শয়ন, বিভ্রান্ত, মহান্ত, অন্তি, দুৰ্গম, দক্ষ, জঘন্য, লোকেশ্বর, অনাময়, উৰ্দ্ধ, সংহতব্যাধিষ্ঠিত, হিরণ্যবাহু, সত্য, শমন, অসিকল্ল, মাঘ, বীরিণ্য, একচক্ষু, শ্রেষ্ঠ, বামদেব, ঈশান, ধীমান্, মহাকল্ল, দীপ্ত,

দৃঢ়ধন্বনে কবচিনে রথিনে চ বরুথিনে ।
 ভৃগুনাথায় শুক্রায় বহিরিষ্টায় ধীমতে ।।
 অঘায় অঘশংসায় বিপ্রিয়ায় প্রিয়ায় চ ।
 দিগ্বাসঃকৃতিবাসায় ভগ্নায় নমোহস্ত তে ।।
 পশুনাং পতয়ে চৈব ভূতানাং পতেয় নমঃ ।
 প্রণবে ঋগ্‌যজুঃসামে স্বধায়ৈ চ সুধায় চ ।।
 বষট্কারতমায়ৈব তুভ্যমন্ত্রাত্মনে নমঃ ।
 স্রষ্ট্রে ধাত্রে তথা হোত্রে হর্ত্রে চক্ষপণায় চ ।।
 ভূতভব্যভবায়ৈব তুভ্যং কালাত্মনে নমঃ ।
 বসবে চৈব সাধ্যায় রুদ্রাদিত্যাশ্বিনায় চ ।।
 বিশ্বায় মরুতে চৈব তুভ্যং দেবাত্মনে নমঃ ।
 অগ্নীষোমত্বিজৈজ্যায় পশুমন্ত্রৌষধায় চ ।।
 দক্ষিণাবভৃথায়ৈব তুভ্যং যজ্ঞাত্মনে নমঃ ।
 তপসে চৈব যোগায় সত্ত্বায় চ শমায় চ ।।
 অহিংসায়াপ্যলোভায় সুবেশায়াতিশায় চ ।
 সৰ্বভূতাত্মভূতায় তুভ্যং যোগাত্মনে নমঃ ।।
 পৃথিব্যে বাস্তরিক্ষায় দিবায় চ মহায় চ ।
 জনস্তপায় সত্যায় তুভ্যং লোকাত্মনে নমঃ ।।

রোদন, হস, দৃঢ়ধন্বা, কবচী, রথী, বরুথী, ভৃগুনাথ, শুক্র, বহিরিষ্ট, ধীমান্, অঘ, অঘশংস, বিপ্রিয়, প্রিয়, দিগ্বাসা, কৃতিবাসা, এবং ভগ্ন, আপনাকে নমস্কার । ১৫৯-১৯১ । আপনি পশুপতি ও ভূতপতি, আপনাকে নমস্কার । আপনি প্রণব, ঋক্, যজুঃ, সাম, স্বধা, সুধা ও বষট্কারতম, আপনাকে নমস্কার । আপনি স্রষ্টা, ধাতা, হোতা, হর্তা, ক্ষপণ, ভূত-ভব্য-ভব, ও কালাত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি বসু, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিন, বিশ্ব, মরুৎ ও দেবাত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি অগ্নীষোম, ঋত্বিক্, ইজ্য, পশুমন্ত্রৌষধ, দক্ষিণা বভৃথ ও যজ্ঞাত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি তপ, যোগ, সত্ত্ব, শম, অহিংসা, অলোভ, সুবেশ, অতিশয়, সৰ্বভূতাত্মভূত ও যোগাত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি

অব্যক্তায়াথ মহতে ভূতায়ৈবেন্দ্রিয়ায় চ ।
তন্মাত্রায় মহান্তায় তুভ্যং তত্ত্বাত্মনে নমঃ ।।
নিত্যায় চাথ লিঙ্গায় সূক্ষ্মায় চেতনায় চ ।
শুদ্ধায় বিভবে চৈব তুভ্যং নিত্যাাত্মনে নমঃ ।।
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু স্বরন্তেষু ভবাদিষু ।
সত্যান্তেষু মহান্তেষু চতুর্ষু চ নমোহস্ত তে
নমঃ ক্রোড়ে ময়া হ্যস্মিন্দসদসদ্ব্যাকৃতং বিভো
মন্তুজ ইতি ব্রহ্মণ্য সর্বং তৎক্ষমমহিসি ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বিষ্ণুমাহাত্ম্যে
শঙ্করবকীর্তনং নাম সপ্তনবতি
তমোহধ্যায়ঃ ।। ৯৭ ।।

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবমারাধ্য দেবেশমীশানং নীললোহিতম
ব্রহ্মেতি প্রণতস্তম্শ্চৈ প্রাজ্ঞলির্বাচ্যম ব্রবীৎ ।।
কাব্যস্য গাত্রং সংস্পৃশ্য হস্তেন প্রতিমান ভবঃ

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিব, মহ, জনঃ, তপ,
সত্য ও লোকাত্মা, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি অব্যক্ত মহান, ভূত, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র,
মহান্ত, ও ভবাত্মা, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি নিত্য, লিঙ্গ, সূক্ষ্ম, চেতন, শুদ্ধ, বিভব
ও নিত্যাত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি
ভূবাদি স্বর্গান্ত ত্রৈলোক্যস্বরূপ এবং
সত্যলোকাদি মহর্লোকান্ত চতুর্লোকস্বরূপ,
আপনাকে নমস্কার । হে বিভো! আমি এই
স্তবে আপনাকে যে সদসংরূপে কীর্তন
করিলাম, আপনি আমাকে ভক্ত মনে করিয়া
আমার ঐ দোষ ক্ষমা করুন । ১৯২-২০২ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৭ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, -গুত্রাচার্য্য এইরূপে দেবদেব
নীললোহিত ঈশানকে আরাধনা করিয়া
তাঁহাকে ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রণামপূর্বক যুক্তকরে
বাক্য বলিলেন । ভবদেব প্রীত হইলেন এবং

নিকামং দর্শনং দত্ত্বা তত্রৈবাস্তয়ধীয়ত ।।
ততঃ সোহস্যর্হিতে তস্মিন দেবেশানুচরে তদা
তিস্টন্তীং প্রাজ্ঞলির্ভূত্বা জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ ।।
কস্য ত্বং সুভগে কা বা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা
মহতা সপসা যুক্তং কিমর্থং মাং জুগোপসি ।।
অনয়া সততং ভক্ত্যা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোহস্মি বরবর্ণিনি ।।
বিশিচ্ছসি বরারোহে কস্তে কামঃ সমৃধ্যতাম ।
তং তে সম্পুরয়ামাদ্য যদ্যপি ন্যাং সুদুর্লভম ।।
এবমুক্তারবীদেনং তপসা জ্ঞতুমহিসি ।
চিকীর্ষিতং মে ব্রক্ষিষ্ঠ ত্বং হি বেথ যথাতথম ।।
এবমুক্তোহব্রবীদেনাং দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা ।
মাহেন্দ্রী ত্বং বরারোহে মন্ধিতার্থমিহাগতা ।।
ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি দশ বর্ষ্যণি বামিনি ।।
অদৃশ্যং সর্বভূতৈস্য সম্প্রয়োগমিহেচ্ছসি ।।

স্বীয় হস্তদ্বয়ে তদীয় গাত্র স্বর্শ করিয়া তাঁহাকে
সম্যক্ দর্শন-দানাভ্যে অন্তর্দান করিলেন ।
অনন্তর সানুচর দেবেশ ঈশান অন্তর্হিত হইলে
ইন্দ্রপ্রেরিত জয়ন্তীকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া
গুত্র অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক তাঁহাকে বলিতে
লাগিলেন । গুত্র বলিলেন, -হে শুভগে! তুমি
কাহার পত্নী, কেনই বা আমার দুঃখ দেখিয়া
তুমি কাতর হইতেছ? আমি কঠোর তপস্যায়
প্রবৃত্ত, তুমি কি জন্য আমার রক্ষার নিমিত্ত
উদযুক্ত হইয়াছ? হে সুশ্রোণি! তোমার এই
অবিচলিত ভক্তি, বিনয়, দম এবং স্নেহে আমি
বড়ই প্রীত হইয়াছি; অতএব হে বরবর্ণিনি ।
তোমার অভীষ্ট কি, তাহা বল । হে বরারোহে ।
একান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা সম্যক পূরণ
করিব । ১-৬ । গুত্রাচার্য্যের কথা শেষ হইলে
জয়ন্তী উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্ । আপনি তপস্যা
দ্বারাই আমার অভিলষিত যথায়থ পরিজ্ঞাত
হউন । অনন্তর গুত্র দিব্য-নেত্রে তাহার
চিকীর্ষিত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, - ওঃ
বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি ইন্দ্রের কন্যা; আমার

দেবেন্দ্রানলবর্ণাভে বরারোহে সুলোচনে ।
 ইমং বৃণীষ কামং তে মন্তো বৈ বস্ত্রভাষিণি ।।
 এবং ভবতু গচ্ছামে গৃহান বৈ মন্তকাশিনি ।
 ততঃ স্বগৃহমাগম্য জয়ন্ত্যা সহিতঃ প্রভুঃ ।।
 স তয়া সংবশেদেব্য দশ বর্ষাণি ভাহশঃ ।
 অদৃশঃ সর্বভূতানাং মায়ায়া সংবৃতস্তদা ।।
 কৃতার্থমাগতং দৃষ্টা কাব্যং সর্বে দেতেঃ সুতাঃ
 অভিজগুর্গৃহং তস্য মুদিতান্তে দিদ্মবঃ ।।
 গতা যদা ন পশ্যন্তো জয়ন্ত্যা সংবৃতং গুরুম ।
 দাক্ষিণ্যং তস্য তদবুদ্ধা প্রতিজগুর্য়থাগতম ।।
 বৃহস্পতিস্ত সংরুদ্ধং জ্ঞাত্বা কাব্যং চকার হ ।
 পিতৃর্থে দশ বর্ষাণি জয়ন্ত্যা হিতকাম্যয়া ।।
 বুদ্ধা তদন্তরং সোহথ দৈয়ানিমিব চোদিতঃ ।
 কাব্যস্য রূপমাঙ্ঘায় সোহসুরান সমভাষত ।।

হিত-সাধন জন্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছ ।
 হে সুশ্রোণি । হে বরারোহে! হে ভামিনি!
 নিখিল প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া তুমি যে আমার
 সহিত দশ বৎসর হইয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা
 করিয়াছ, হে বরারোহে! হে সুলোচনে! হে
 অনলতুল্যপ্রভে! তুমি আমার নিকট তোমার
 অতীষ্ট সেই বর প্রাপ্ত হও, হে মধুরভাষিণি!
 তাহাই হউক; হে মন্তকাশিনি! চল, এখন আমরা
 গৃহে গমন করি । অনন্তর শুক্র জয়ন্তীর সহিত
 স্বগৃহে আগমন করিলেন, এবং মায়াধারা
 সর্বভূতের অদৃশ্য হইয়া ক্রমে দশ বৎসর
 তাহার সহিত একত্র বাস করিলেন । এই সময়
 অসুরগণ গুরুকে সফল-মনোরথ ও প্রত্যাগত
 জানিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং সকলে
 মিলিয়া তাহার দর্শনজন্য শুক্রগৃহে আগমন
 করিল । শুক্রচার্য্য তখন জয়ন্তীর মায়ায় আবৃত;
 সুতরাং অসুরগণ যে তাহাকে দেখিতে পাইল
 না, ইহাতে তাহারা শুক্রচার্য্যের প্রসন্নতা
 বুঝিয়াই নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিল ।
 পিতার হিতকামনায় জয়ন্তী শুক্রকে দশ বৎসর
 সংরুদ্ধ করিয়াছেন । বৃহস্পতি এই অবসরে

ততঃ সমাগতান দৃষ্টা বৃহস্পতিরূচাব তান ।
 স্বাগতং মম যাজ্ঞানাং সম্প্রপ্তেহস্মি হিতায় চ
 অহং বোধ্যাপয়িষ্যামি প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া হি স
 ততস্তে হৃষ্টমনসো বিদ্যার্থমুপপেদিয়ে ।।
 পূর্বং কাম্যস্তদা তস্মিন সময়ে দশবার্ষিকে ।
 যযৌ চ সমকালং স সদ্যোৎপন্নমতিস্তদা ।।
 সময়ানেত দেবযানী সদ্যোজাতা সুতা তদা ।
 বুদ্ধিঞ্চক্রে ততশ্চাপি যাজ্ঞানাং প্রত্যবেক্ষণে
 শুক্র উবাচ ।

দেবি গচ্ছামহে দ্রষ্টুং তব যাজ্ঞান শুচিস্মেতে
 বেদান্তপ্রেক্ষিতে সাধি ত্রিবর্ণায়তলোচনে ।।
 এতবমুক্তাব্রবীদেবী ভজ ভক্তান মহাব্রত ।

শুক্রের বেশ ধারণ করিলেন এবং অসুরগণ-
 প্রেরিতের ন্যায় তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ
 করিলেন । অনন্তর এক দিন দৈত্যগণকে
 আগমন করিতে দেখিয়া কপট শুক্রবেশী
 বৃহস্পতি বলিলেন, - হে যজমানগণ!
 তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত?
 তোমাদের হিতের নিমিত্ত আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা
 লাভ করিয়াছি; এক্ষণে ঐ বিদ্যা তোমাদিগকে
 শিখাইব । অনন্তর অসুরগণ সঞ্জীবনী
 বিদ্যালাভ করিবে, এজন্য প্রসন্নমনে, গুরুর
 নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । ৭-১৮ ।
 অতঃপর জয়ন্তীর পূর্ব-প্রার্থিত দশ বৎসর পূর্ণ
 হইল; শুক্রচার্য্যেরও মোহাপগমে দিব্যজ্ঞান
 জন্মিল এবং দেবযানী নামী একটি কন্যাও সদ্য
 জন্মলাভ করিল । তখন শুক্রচার্য্য ভাবিলেন,
 -একবার যজমানগণকে দেখিয়া আসি ।
 অনন্তর তিনি জয়ন্তীকে বলিলেন, -হে দেবি!
 হে শুচিস্মিতে! হে বিদ্রান্তলোচনে! হে আয়ত-
 লোচনে! আমি আমার যজমানগণের দর্শন
 জন্য একবার যাইতে ইচ্ছা করি । জয়ন্তী উত্তর
 করিলেন, - হে মহাব্রত! হে ব্রহ্মন্! আপনি
 আপনার ভক্তগণকে দর্শন করিতে গমন

এষ ব্রহ্মন সতাং ধর্মো ন ধর্মং লোপয়ামি তে
সূত উবাচ ।

ততো গত্বাসুরান দৃষ্টা দেবাচার্যোণ ধীমতা ।
বক্ষিতান কাব্যরূপেন বেধসাসুরমব্রবীৎ ।।
কাব্যং মাং তাত জ্ঞানীধ্বমেষ হ্যঙ্গিরসো ভূবি
বক্ষিতা বত যুযং বৈ ময়ি শক্তে তু দানবাঃ ।।
শ্রুত্বা তথা ক্রবাণং তং সম্ভ্রাতা দিতিনৃদদঃ ।
প্রেক্ষ্যন্তে স্ম হ্যভৌ তত্র স্থি তাঃ খিন্নাঃ

শুচিস্মিতাঃ ।।

সম্প্রমুঢ়াঃ স্থিতাঃ সর্বৈ প্রাপদ্যন্ত ন কিঞ্চন ।
ততস্তেষু প্রমুঢ়েষু কাব্যস্তান পুনরব্রবীৎ ।।
আচার্যো বো হাহং কাব্যো দেবাচার্যোহয়

মঙ্গিরাঃ

অনুগচ্ছত-মাং সর্বৈ ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম ।।
এবমুক্তাসুরাঃ সর্বৈ তাবুভৌ সমবেক্ষ্য চ ।
তদাসুরা বিশেষন্ত ন ব্যজানন্তয়োর্দ্বয়োঃ ।।
করিবেন; ইহা সজ্জনগণের ধর্ম । আপনি
কখনই এ ধর্ম লোপ করিবেন না । সূত
বলিলেন, - অনন্তর গুরু অসুরদিগের সমীপে
গমনপূর্বক দেখিলেন, - সুরাচার্য্য ধীমান্
বৃহস্পতি গুরুবেশ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে
প্রতারিত করিয়াছেন । এতদর্শনে বিস্মিত
হইয়া তিনি অসুরগণকে বলিলেন, - হে
তাতগণ! আমিই গুরুচার্য্য, ইনি গুরু নন, -
ইনি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি! হে দানবগণ ।
কি দুঃখের বিষয়! আমি থাকিতেই ইনি
তোমাদিগকে প্রতারিত করিলেন ।
দিতিসুতগণ গুরুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া সম্ভ্রাত, খিন্ন ও বিস্মিত হইল এবং
তৎকালে তাহারা উভয় গুরুকেই প্রকৃষ্টরূপে
দর্শন করিতে লাগিল । সকলেই বিমূঢ়ভাবে
অবস্থিত; কেহই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে
পারিল না । তখন গুরু সেই মোহাক্রান্ত
অসুরদিগকে বলিতে লাগিলেন, - আমিই
তোমাদিগের গুরু । ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি ।
অতএব এই বৃহস্পতিকে ত্যাগ করিয়া

বৃহস্পতিরূপাচ্চৈতানসম্ভ্রাতোহষমঙ্গিয়াঃ ।

কাব্যোহহং বো গুরুদৈত্যা মদ্রপোহরং

বৃহস্পতিঃ ।।

স মোহয়তি রূপেণ মামকেনৈষ বোহসুরাঃ ।
শ্রুত্বা তস্য ততস্তে বৈ সম্ভ্রাত্যথ বচোহব্রবীৎ
অয়ং নো দশ বর্ষাণি সততং শান্তি বৈ প্রভুঃ ।।
এষ বৈ গুরুরশ্মাকমন্তরেন্ন রয়ংদ্বিজঃ ।।
ততস্তে দানবাঃ সর্বৈ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ।
বচনং জগৃহস্তস্য চিরাভ্যাসেন মোহিতাঃ ।।
উচুস্তমসুরাঃ সর্বৈ ক্রুদ্ধাঃ সংরক্তলোচনাঃ ।
অয়ং গুরুহিতোহশ্মাকং গচ্ছ ত্বং নাসি নো
গুরুঃ ।।

ভার্গবোহঙ্গিরসো বায়ং ভবতু্যৈস নো গুরুঃ

তোমরা আমারই অনুগমন কর । অসুরগণ গুরু
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় গুরুকে
সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও কে যে যথার্থ গুরু, তাহা
বুঝিতে সমর্থ হইল না । বৃহস্পতি ও গুরুকে
লক্ষ্য করিয়া অসুরগণকে বলিতে লাগিলেন,
আমিই যথার্থ গুরু, আমিই তোমাদের গুরু;
ইনিই বৃহস্পতি । হে দৈত্যগণ! এই বৃহস্পতি
আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে মোহিত
করিতেছেন । অনন্তর এই সকল তর্ক বিতর্ক
শুনিয়া অসুরগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া
বৃহস্পতিকেই তাহাদের গুরু বলিয়া নিশ্চয়
করিয়াছিল এবং বলিল, - এই প্রভুই আমাদের
দশবর্ষ যাবৎ নিরন্তর শাসন করিয়া আসিতেছেন,
অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে ইনিই আমাদের গুরু ।
অনেক দিনের অভ্যাস বশতঃ মোহাচ্ছন্ন দানবগণ
বৃহস্পতিকেই গুরু নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে
প্রণিপাত ও অভিবাদন করিল এবং তাঁহারই কথা
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল । অনন্তর গুরুকে লক্ষ্য
করিয়া ক্রোধসংরক্তলোচন অসুরগণ কৃত্রিম রোষে
কহিল, - “ইনিই আমাদের হিতকারী গুরু । তুমি
আমাদের গুরু নও, অতএব চলিয়া যাও । ইনি
ভার্গবই হউন, আর অঙ্গিরাই হউন, ইনিই
আমাদের গুরু নিশ্চিত । আমরা ইহারই আদেশ

স্থিতা বয়ং নিদেশেহস্য গচ্ছ ত্বং সাধু মা চিরম্
 এবমুজাসুরাঃ সৰ্ব্বৈ প্রাপদ্যন্ত বৃহস্পতিম্ ।
 যদা ন প্রতিপদ্যন্তে তেনোক্তং দনুহৃদিতম্ ॥
 চূকোপ ভার্গবস্তেষামবলেপেন বৈ তদা ।
 বোধিতাপি ময়া যস্মান্ন মাং ভজত দানবাঃ ॥
 তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পয়াভাবং গমিষ্যথ ।
 ইতি ব্যাহৃত্য তান কাব্যো জগামাথ যথাগতম্
 জ্ঞাত্বাভিশস্তানসুরান কাব্যেন তু বৃহস্পতিঃ ।
 কৃতার্থঃ স তদা হৃষ্টঃ স্বরূপং প্রত্যপদ্যত ।
 বুদ্ধাসুরাংস্তদা ভ্রষ্টান কৃতার্থোহন্তরধীয়ত ॥
 ততঃ প্রনষ্টে তস্মিংস্তে বিভ্রান্তা দানবাস্তদা ।
 অহো দিগ্বিজিতাস্তেন পরস্পরমথাক্রবন ॥
 পৃষ্টতো বিমুখাশ্চৈব তাড়িতা বেধসা বয়ম্ ।
 দক্ষাশ্চৈবোপযোগাচ্চ স্বে স্বে চার্থেষু মায়য়া ॥

মানিয়া চলিব, তুমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার ।" অসুরগণ এই কথা কহিয়া বৃহস্পতির অনুগমন করিলে, গুক্রাচার্য্য বিবিধ হিতবাক্য বলিলেও যখন গর্র্ববশতঃ তাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, - হে দানবগণ! আমি বহু প্রবোধবাক্য বলিলেও তোমরা আমার আদেশে অবহেলা করিলে, অতএব অচিরে তোমাদের জ্ঞান বিনষ্ট ও তোমরা পরাভূত হইবে । অসুরগণের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া গুক্র যথাস্থানে গমন করিলেন । বৃহস্পতিও তখন অসুরগণের প্রতি গুক্রের এইরূপ অভিশাপবাণী শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং অসুরগণ ভ্রষ্ট হইল বলিয়া স্বীয় রূপ ধারণ পূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । তখন অভিশপ্ত অসুরগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, - অহো! আমরা গকে দিক! কেননা আমরা সুরচার্য্যকর্তৃক প্রতারিত হইয়া একান্ত বিভ্রান্ত হইয়াছি । বৃহস্পতি স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত মায়া বিস্তার করিয়া আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন । আমরা

ততো হসুরাঃ পরিত্রস্তা দেবেভ্যস্তুরিচা যযুঃ
 প্রহ্লাদমথতঃ কৃত্বা কাব্যস্যানুগমং পুনঃ ॥
 ততঃ কাব্যং সমাসাদ্য অভিতস্থরবাস্থখাঃ ।
 তানাগতান পুনর্দৃষ্টা কাব্যো যাজ্ঞানুবাচ হ
 ময়াপি বোধিতাঃ কালে যতো মাং নাভিনন্দথ
 ততস্তেনাবলেপেন গতা যুয়ং পরাভবম্ ॥
 প্রহ্লাদস্তথোবাচ মানং ত্বং ত্যজ ভার্গব ।
 স্থান যাজ্ঞান ভজমানাংচ ভক্তাংশ্চৈব
 বিশেষতঃ ।

ত্বয়া পুষ্টা বয়ং তেন দেবাচার্য্যেণ মোহিতাঃ ।
 ভজানহঁসি নঃ জ্ঞাতুং জ্ঞাত্বা দীর্ঘেণ চক্ষুষা ॥
 যদি নস্ত্বং ন কুরুষে প্রসাদং ভৃগুনন্দন ।
 অপধ্যাতাস্তয়া হৃদ্য প্রবেক্ষামো রসাতলম্ ॥

গুক্রশাপে দক্ষ হইয়াছি, আমরা নিশ্চিতই কার্য্যোদ্ধারে বিমুখ হইলাম । অনন্তর দেবগণ হইতে ভীত হইয়া দানবসকল প্রহ্লাদকে অগ্রে করিয়া পুনরায় সত্বর অসুরগণের অনুসরণ করিল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লজ্জাবশতঃ অধোমুখে অবস্থিত হইল । গুক্র তখন সেই প্রহ্লাদপ্রমুখ অসুরগণকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন, - আমি যথাকালই তোমাদিগকে প্রবোধিত করিয়াছি, কিন্তু গর্র্ববশতঃ তোমরা আমাকে অভিনন্দিত কর নাই, অতএব তোমাদের পরাভব সুনিশ্চিত । অনন্তর প্রহ্লাদ বলিলেন, - হে ভার্গব! আপনি অভিমান ত্যাগ করুন । ইহারা আপনার যজমান; আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, বিশেষতঃ ইহারা আপনার একান্ত ভক্ত । আপনি প্রশান্তচক্ষু; অতএব আপনি ইহা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেবগণ বৃহস্পতি ইহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনি আপনার এই সকল ভক্তদিগকে পরিত্রাণ করুন । ৩৩-৪৫ । হে ভৃগুনন্দন! আপনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করেন, তবে আপনা কর্তৃক

সূতা উবাচ ।

জ্ঞাত্বা কাব্যো যথাতত্বং কারুণ্যেনানুকম্পয়া ।
 এবং শুক্রোহনুনীতঃ স ততঃ কোপং ন্যয়চ্ছত
 উচাচেদং ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং রসাতলম ।
 অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোহয়ং প্রাপ্তো বো ময়ি জায়াতি
 ন শক্যমন্যথাকর্তৃমদন্তং বলবন্তরম ।
 সংজ্ঞা প্রনষ্টা যা বোহদ্য কামং তাং প্রতিলল্লার্থ
 প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত ।
 মৎপ্রসাদাচ্চ যুগ্মাভির্ভুক্তং ত্রৈলোক্যমৃজ্জিতম্ ॥
 যুগাখ্যা দশ সম্পূর্ণা দেবান্যক্রম্য মুদ্ধনি ।
 তাবন্তমের কালং বৈ ব্রহ্মা রাজ্যমভাসত ।।
 সাবর্ণিকে পুনস্তভ্যং রাজ্যং কিল ভবিষ্যতি ।
 লোকানামীশ্বরো ভাবো পৌত্রস্তব পুনর্বলিঃ ॥
 এবং কিলমহং প্রোক্তং পৌত্রস্তে ব্রহ্মণা স্বয়ম

পরিত্যক্ত হইয়া অদ্যই আমরা রসাতলে
 প্রবেশ করিব । সূত বলিলেন,—যথার্থবিৎ শুক্র
 অসুরগণ কর্তৃক উক্তরূপে অনুনীত হইয়া
 কোপ পরিত্যাগ করিলেন এবং দয়াপরবশ
 হইয়া তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা
 প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—তোমাদের
 কোন ভয় নাই, তোমরা রসাতলে গমন করিও
 না; দেখ, আমি প্রবুদ্ধ থাকিলেও অবশ্যম্ভাবী
 ঘটনার অন্যথা হইবে না । প্রবলতর অদৃষ্টের
 অন্যথা করিতে আমি সমর্থ নহি । তোমাদের
 সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবে, এই যে অভিশাপ প্রদান
 করিয়াছি, তাহা অবশ্যই ফলিবে । কালক্রমে
 তোমাদের সংজ্ঞা লোপ পাইবে, ইহা ব্রাহ্মই
 নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন । আমার অনুগ্রহেই
 তোমরা বলবীর্য্যে দেবতাগণকে আক্রমণ
 করিয়া দশযুগ যাবৎ ত্রৈলোক্যরাজ্য উপভোগ
 করিয়াছ । হে প্রহ্লাদ! পুনরায় সাবর্ণিক মন্বন্ত
 রে তোমরা দশযুগ যাবৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে!
 তৎকালে বলি নামে সর্বলোকসম্মত তোমার
 এক পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে । ব্রহ্মা স্বয়ংই
 ইহা আমাকে বলিয়াছেন । তার পর তাহার

তথা হৃতেষু লোকেষু তপোহস্য ন ক্লিষ্টবৎ ॥
 যশ্মাৎ প্রবৃন্তয়শাস্য ন কামানভিসন্ধিতাঃ ।
 তন্মাদজেন প্রীতেন দন্তং সাবর্ণিকেহন্তরে ।।
 দেবরাজ্যং বলের্ভাব্যমিতি মামীশ্বরোহব্রবীৎ
 তন্মাদদৃশ্যো ভূতানাং কালাকাজ্জী স তিষ্ঠতি
 প্রীতেন চামরত্বং বৈ তদং তুভ্যং স্বয়ম্ভবা ।
 তন্মান্নিরুৎসুকত্বং বৈ পর্য্যায়ং সহ মাকুলঃ ।।
 ন চ শক্যং ময়া তুভ্যং পুরস্তাধৈ বিসর্পিতুম ।
 ব্রহ্মণা প্রতিষিদ্ধোহস্মি ভসিষ্যং জানতা প্রভো
 ইমৌ চ শিষ্যৌ দ্বৌ মহ্যং তুল্যাবেতৌ

বৃহস্পতেঃ ।

দৈবতৈঃ সহ সংরক্তান সর্বানবো ধারয়িষ্যতঃ ।।

সূত উবাচ ।

এবমুক্তান্ত দৈতেয়াঃ কাব্যোনাক্লিষ্টকর্মণা ।
 ততস্তাভ্যং যযুঃ সাক্ষং প্রহ্লাদ প্রমুখান্তদা ।।
 অবশ্যম্ভাবমর্থত্বং শ্রুত্বা শুক্রাচ্চ দানবাঃ ।

রাজ্য অপহৃত হইলে, সে কামনাবিহীন হইয়া
 তপস্যা করিবে, ও প্রাণিগণের অদৃশ্য হইয়া
 সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে । এজন্য ব্রহ্মা
 সন্তুষ্ট হইয়া সাবর্ণিক মন্বন্তরে তাহাকে অমরত্ব
 প্রদান করিবেন এবং তৎকালে ঐ বলিই
 দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাও ব্রহ্মা আমাকে
 বলিয়াছেন । অতএব হে প্রহ্লাদ! তুমি নিরুৎসাহ
 বা আকুল হইও না, কালের গতি সহ্য কর ।
 আমি ব্রহ্মা কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছি; পরন্তু যাহা
 যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা জানিয়া, শুনিয়া কিরূপে,
 তোমাদের সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান হইতে পারি?
 দেবগণ বৃহস্পতির ও তোমরা আমার শিষ্য,
 এই উভয় পক্ষই তুল্য; তবে দেবাসুর সংগ্রাম
 উপস্থিত হইলে আমরা উভয়েই স্বীয় স্বীয়
 শিষ্যের রক্ষা বিধান করিব । ৪৬-৫৮ । সূত
 কহিলেন,—অক্লিষ্টকর্ম্মা কাব্য কর্তৃক প্রহ্লাদ প্রমুখ
 দিতিসূতগণ এইরূপে আভিহিত হইয়া তথা
 হইতে প্রস্থান করিল, এবং শুক্রসমীপে
 অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সকল শ্রবণ করিয়া, শুক্র

সকৃদাশংসমানস্ত জয়ং কাব্যেন ভাষিতম্।

দংশিতাঃ সাধুধাঃ সৰ্বে ততো দেবান

সমাহ্বয়ন।

অথ দেবাসুরান দৃষ্টা সংগ্রামে সমুপস্থিতান ।

ততঃ সংবৃত্তসন্নাহা দেবাস্তান সমযেধিয়ন।

দৈবাসুরে ততস্তপ্তিন বর্তমানে মতং সমাঃ ।

অজয়নসুরা দেবান ভগ্না দেবা অমন্ত্রয়ন।

দেবা উচু ।

বৃন্দমর্কপ্রভাবং ন জানীমস্তু সুরৈর্বয়ম ।

তস্মাদযজ্ঞং সমুদ্दिश्य कार्यं চাত্ত্বহিতহু যৎ।

তজজ্ঞানাপহতাভেতৌ কৃত্বা জেষ্যামহেহসুরান

অথোপামন্ত্রয়ন দেবাঃ ষণ্ডামকৌ তু তাবুভৌ।

যজ্ঞে সমাহ্বয়িষ্যামস্ত্যজতমসুরান দ্বিজৌ ।

গ্রহং তং বা গ্রহীষ্যামোহনুজিত্য তু দানবান

এবং তত্যজতুস্তৌ তু ষণ্ডামকৌ তদাসুরান

তাহাদের ভাবী বিজয়বার্তাই বলিলেন বলিয়া
বিতর্ক করিতে লাগিল। অনন্তর অসুরগণ
বর্ম্মাদি ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া
দেবগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তদনন্তর
দেবগণ অসুরদিগকে যুদ্ধার্থ আগত দেখিয়া
বর্ম্মদ্বারা স্বীয় শরীর আবৃত করিলেন, এবং
তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই
দেবাসুর-সমর শতবৎসর ধরিয়া চলিল।
অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাজিত করিল; তখন
দেবগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।
দেবগণ বলিলেন,—আমরা ষণ্ডামর্কের প্রভাব
জানি না, তাই আমরা অসুরগণ কর্তৃক পরাভূত
হইয়াছি; অতএব আমরা আত্মহিতের জন্য এক
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ষণ্ডামর্ককে আহ্বান
করি। ঐ যজ্ঞে ষণ্ডামর্কের জ্ঞান অপহরণ
করিয়া অবশ্যই আমরা অসুরগণকে পরাজিত
করিতে পারিব। দেবগণ গোপনে এইরূপ
মন্ত্রণা করিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন
এবং ষণ্ডামর্কও সেই যজ্ঞে আহূত হইলেন।
তখন দেবগণ তাহাদিগকে বলিলেন, হে

ততো দেবা জয়ং প্রাপ্তা দানবাশ্চ পরাভবন।

দেবাসুরান পরাভাব্য ষণ্ডামর্কারূপাগমন।

কাব্যশাপাভিভূতাশ্চ অনাধারাশ্চ তং পুনঃ।

বধ্যমানান্তদা দেবৈববিবিশুস্তে রসাতলে।

এবং নিরুদ্যমাশ্চ বৈ কৃতাঃ শস্ত্রেণ দানবাঃ।

ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগুনৈমিত্তিকেন চ।

জজ্ঞে পুনঃ পুনবিষ্কুর্যজ্ঞে চ শিখিলে প্রভুঃ।

কর্ত্ত্বং ধর্ম্মব্যবস্থানমধর্ম্মস্য চ নাশনম।।

প্রহ্লাদস্য নিদেশে তু যেহসুরা ন ব্যবস্থিতাঃ

মনুষ্যবধ্যাংস্তান সর্ব্বান ব্রহ্মানুব্যাহরঃ প্রভুঃ।

ধর্ম্মান্নারায়ণস্তত্মাঃসমুতচান্দ্রবেহন্তরে।

যজ্ঞং প্রবর্ত্তয়ামাস চৈত্যে বৈবস্বতেহন্তরে।

প্রাদুর্ভাবে তদান্যস্য ব্রহ্মবাসীৎপুরোহিতঃ।

দ্বিজদ্বয়! আপনারা সম্প্রতি অসুরগণকে
পরিত্যাগ করুন, আমরা তাহাদিগকে যুদ্ধে
পরাজিত করিলে, অভিলাষ হয় ত পুনরায়
তাহাদিগকে আপনারা গ্রহণ করিবেন।
দ্বিজদ্বয় ষণ্ডামর্ক এই কথা শুনিয়াই অসুরগণকে
পরিত্যাগ করিলেন। তারপর দেবাসুর-সমরে
দেবগণ জয় ও অসুরগণ পরাভব প্রাপ্ত
হইলেন। দেবগণ অসুরদিগকে পরাভূত
করিয়া ষণ্ডামর্কের নিকট উপস্থিত হইলেন।
শুক্রশাপাভিভূত নিরাশ্রয় অসুরগণ
দেবগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া রসাতলে প্রবেশ
করিল। শুক্রচার্য্যের সেই অভিশাপ-বলেই
ইন্দ্র দানবগণকে হতোদ্যম করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন। তদবধি যখনই যাগ যজ্ঞাদি
শিখিল হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্ম
সংস্থাপন জন্য প্রভু বিষ্ণু তখনই জন্মগ্রহণ
করিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছেন। ৬০-৬৯।
ইতঃপর চান্দ্রম মন্বন্তরে প্রহ্লাদের শাসনে
যে সকল অসুর ব্যবস্থিত ছিল না, প্রভু ব্রহ্মা
মনুষ্যবধ্য সেই সকল অসুরগণের বধের জন্য
মানুষরূপী বিষ্ণুর অবতার বিধান করেন।
তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য নারায়ণ প্রাদুর্ভূত
হন। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্য আর এক

চতুর্থ্যাস্ত যুগাখ্যায়ামপন্থেঘসুরেষজাধ । ।
 সদ্ভূতঃ স সমুদ্রান্তহিরণ্যকশিপোর্বধে ।
 দ্বিতীয়ো নরসিংহোহভুদ্রঃ সুরপুরসরঃ । ।
 বলিসংস্থেষু লোকেষু ত্রেতায়াং সপ্তমে যুগে ।
 দৈত্যৈস্ত্রৈলোক্য আক্রান্তে তৃতীয়ো বামনো-
 হভবৎ ॥

সজ্জিপ্যাত্মানমঙ্গেষু বৃহসপইতপুরসরম ।
 যজমানস্ত দৈত্যেন্দ্রামদিত্যাঃ কুলনন্দনঃ ।
 দ্বিজো ভূত্বা শুভে কালে বরিং বৈরোচনং পুরা
 ত্রৈলোক্যস্য ভবান রাজা ত্বয়ি স্ববং প্রতিষ্ঠিতম
 দাতুর্মহসি মে রাজন বিক্রমাংস্ত্রীনিতি প্রভুঃ । ।
 দদামীত্যেব তং রাজা বলির্বৈরোচনোহ ব্রবীৎ
 বামনং তং চ বিব্রাহয় ততোহনুমুদিতঃ স্বয়ম ।
 স বামনো দিবং স্বৰ্গ পৃথিবীঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

দৈত্য প্রাদুর্ভূত হইলে এক যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়,
 সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা ঋত্বিকের কার্য্য করেন ।
 অতঃপর চতুর্থ যুগে যখন অসুরগণ প্রাদুর্ভূত
 হয়, তখন বিষ্ণু সমুদ্র মধ্য হইতে সমুদ্রভূত
 হন । তারপর হিরণ্যকশিপু প্রাদুর্ভূত হইলে,
 তিনি দেবগণপুরঃসর ভীষণ নরসিংহরূপ দ্বিতীয়
 অবতার পরিগ্রহ করেন । তদনন্তর ত্রেতার
 সপ্তম যুগে বলি যখন ত্রিলোকের অধিপতি, তখন
 অসুরগণ কর্তৃক ত্রিলোক আক্রান্ত হইলে বিষ্ণু
 বিষ্ণু বামন অবতার গ্রহণ করেন । ইহা তৃতীয়
 অবতার । ঐ সময় অদিতিনন্দন বামন স্বীয়
 অস্ত্র খর্ব্ব করিয়া এবং বৃহস্পতিকে সম্মুখে
 রাখিয়া যাগকারী দৈত্যেন্দ্র বলির সম্মুখে উপস্থিত
 হন, বিপ্র-বেশধারী বামন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া
 বিরোচনপুত্র বলিকে বলিলেন, -হে রাজন!
 আপনি ত্রিভুবনের রাজা, আপনি প্রভু এবং
 আপনাতে সকল প্রতিষ্ঠিত; অতএব ত্রিপদ
 পরিমিত স্থান আমাকে দান করুন । বলি তাঁহাকে
 একান্ত খর্ব্ব দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার বাক্যের
 অনুমোদন করিলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন
 সেই প্রভু বামন ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, আকাশ এবং

ত্রিভিঃ ত্রুমৈবিশ্বমিদং জগদাক্রামত প্রভুঃ । ।
 অত্যাৱিচ্যত ভূতাত্মা ভাস্করং যেন তেজসা ।
 প্রকাশয়ন দিশঃ সৰ্ব্বাঃ প্রদিশচ্চ মহাযশাঃ । ।
 শুশুভে স মহাবাহঃ সৰ্ব্বরৌকান প্রকাশয়ন ।
 আসুরীং শ্রিয়মাহত্য ত্রীল্লোকাংশ্চ জনার্দনঃ ।
 সপুত্রপৌত্রানসুরান পাতালতলমানয়ৎ । ।
 নমুচিঃ শম্বরশ্চৈব প্রহ্লাশ্চৈব বিষ্ণুনা ।
 তুরা হতা বিনিৰ্ধূতা দিশঃ সম্প্রতিপেদিয়ে । ।
 মহাভূতানি ভূতাত্মা সবিশেষাণি মাধবঃ ।
 কালঞ্চ সকলং বিপ্রাংস্তদ্রদভূতমদর্শয়ৎ । ।
 তস্য পাত্রে জগৎসৰ্ব্বমাত্মানমনুপশ্যতি ।
 ন কিঞ্চিদস্তি লোকেষু যদব্যাপ্তং মহাত্মান । ।
 তদ্বৈ রূপমুপেন্দ্রস্য দেবদানবমানবাঃ ।
 দৃষ্টা সম্মুখঃ সৰ্ব্বৈ বিষ্ণুতেজেবিমোহিতাঃ । ।
 বলিঃ সিতো মহাপাশৈঃ সবন্ধুঃ সসুহৃদগণঃ ।

পৃথিবী এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আক্রমণ করিলেন ।
 তখন সেই মহাযশাঃ ভূতাত্মা বামন যেন স্বীয়
 তেজে সূর্য্য হইতেও অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া
 সকল দিক্ বিদিক্ প্রকাশিত করিলেন । সেই
 মহাবাহ জনার্দন, অসুরলক্ষী আকর্ষণ ও ত্রিলোক
 আক্রমণপূর্ব্বক দিক্ সকল সমুদ্রভাসিত করিয়া
 সাতিশয় শোভমান হইলেন । নমুচি, শম্বর ও
 প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরগণকে পুত্র পৌত্রসহ
 পাতালতলে প্রবেশ করাইলেন । ভূতাত্মা মাধব
 মহাবল তুর অসুরগণকে নিঃশেষ রূপে নিহত
 করিলেন । অপরাপর অনেক অসুর কম্পিত-
 কায়ে দিক্‌বিদিকে পলায়ন করিল । তৎকালে
 বিপ্রগণ সেই অদ্ভূত দর্শন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ
 করিতে লাগিলেন । ৭০-৮২ । তাঁহারা দেখিলেন,
 -সমস্ত জগৎ ও তাঁহাদেরও আত্মা সেই মহাত্মার
 শরীরে বিদ্যমান এবং ত্রিলোকে এমন কিছুই
 অবশিষ্ট নাই যে, সেই মহাত্মা পরিব্যাপ্ত করেন
 নাই । দেব, দানব ও মানবগণ উপেন্দ্রের সেই
 অদ্ভূত বপু দর্শনপূর্ব্বক সকলেই বিষ্ণুতেজে মোহ

বিরোচনকুলং স্বৰূপং পাতালে সন্নিবেশিতম ।।
 ততঃ সৰ্ব্বামরৈশ্বৰ্য্যং দত্তেন্দ্রায় মহাত্মনে ।
 মানুষেষু মহাবাহঃ প্রাদুরাসীজ্জনানন্দনঃ ।।
 এতান্ত্রিস্তঃ স্মৃতান্তস্য দিব্যাঃ সমুতয়ঃ শুভাঃ
 মানুষ্যঃ সপ্ত যান্তস্য শাপজাংস্তান্নিবোধত ।।
 ত্রেতাযুগে তু দশমে দস্তাদ্রৈয়ো বভূব হ ।
 নষ্টে ধৰ্ম্মে চতুৰ্থশ্চ মার্কণ্ডেয়পুৰঃসরঃ ।।
 পঞ্চমঃ পঞ্চদশ্যাস্ত ত্রেতায়াং সম্ভব হ ।
 নকাতুশ্চক্রবৰ্ত্তিতে তস্মৌ তথ্যপুৰঃসরঃ ।।
 ঐকোনবিংশে ত্রেতায়াং সৰ্ব্বক্ষাত্ৰান্তকোহভবঃ
 জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুৰঃসরঃ ।।
 চতুৰ্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা ।
 সপ্তমো রাবণস্যর্থ জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ ।।
 অষ্টমো দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাঃ ।
 বেদব্যাসস্ততো জজ্ঞে জাতুকৰ্ণপুৰঃসরঃ ।।

প্রাপ্ত হইলেন । তিনি সুহৃদ্ব বন্ধুগণসহ বলিকে
 পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া সমস্ত বিরোচনকুলকে
 পাতালে প্রেরণপূর্বক মহাত্মা ইন্দ্রকে
 ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেন । সেই মহাবাহু
 জনানন্দন মানুষ রূপে দিব্যবপু ধারণ করিয়া এই
 অবতারত্রয় পরিগ্রহ করেন । তাঁহার শাপজ
 অপর যে সাতটি মানুষাবতার আছে, তাহা শ্রবণ
 করুন । ত্রেতাযুগের দশমযুগে ধর্ম্ম সকল বিনষ্ট
 হইতে থাকিলে তিনি মার্কণ্ডেয়পুৰঃসর
 দস্তাদ্রৈয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন । ইহা তাঁহার
 চতুর্থ অবতার । ত্রেতাযুগে মাকাতার
 শাসনকালে পঞ্চদশীর গর্ভে তথ্যপুৰঃসর তাঁহার
 পঞ্চম অবতার । ত্রেতার ঊনবিংশ যুগে নিখিল
 ক্ষত্রিয়ের অভিকারক বিশ্বামিত্র পুৰঃসর ষষ্ঠ
 অবতার জামদগ্ন্য । ত্রেতার চতুৰ্বিংশযুগে
 রাবণবধের জন্য বশিষ্ঠ প্রমুখ দশরথাত্মজ রাম
 অবতার । ইহা সপ্তম অবতার । অষ্টম-
 জাতুকৰ্ণপুৰঃসর-বেদব্যাস অবতার । ইনি
 দ্বাপরযুগের অষ্টাবিংশযুগে পরাশর হইতে
 জন্মগ্রহণ করেন । ঐরূপ অষ্টাবিংশতিযুগে
 দ্বাপরের শেষ অংশে যখন ধর্ম্মের বিনাশ

তথৈব নবমো বিষ্ণুবদিত্যাঃ কশ্যাপাত্মজঃ ।
 দেবক্যা বসুদেবাত্ত ব্রহ্মগার্গ্যপুৰঃসরঃ ।।
 অপ্রমেয়ো নিযোজ্যশ্চ যত্র কামচরো বশী ।
 ক্রীড়তে ভগবান্নোকে বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ।।
 ন প্রমাতুং মহাবাহঃ শক্যোহসৌ মধুসূদনঃ ।
 পরঃ পরমেতশ্চাধিশ্বরূপান্ন বিদ্যতে ।।
 অষ্টাবিংশতিমে তদ্বৎপরস্যাংশসজ্জয়ে ।
 নষ্টে ধৰ্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুবৃষ্ণিকূলে প্রভুঃ ।।
 কৰ্ত্তুং ধৰ্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম ।
 মোহয়ন সৰ্ব্বভূতানি যোগাত্মা যোগমায়য়া ।।
 প্রবিষ্টো মানুষীং যোনিং প্রচ্ছন্নচরতে মহীম ।
 বিহারার্থং মনুষ্যেষু সান্দীপনিপুৰঃসরম ।
 যত্র কংসঞ্চ সাব্বঞ্চ দ্বিবিদঞ্চ মহাসুরম
 অরিষ্টং বৃষভহৈচব পুতনাং কেশিনং হয়ম ।।
 নাগং কুবলয়াপীড়ং মল্লরাজগৃহাধিপম ।।
 দৈত্যান মানুষদেহস্থান সূদয়ামাস বীর্যবান ।

উপস্থিত হয়, তখন বৃষ্ণিকূলে বসুদেবরূপী
 কশ্যপের ঔরসে দেবকীরূপিণী অদিতির গর্ভে
 ব্রহ্মগার্গ্যপুৰঃসর প্রভু বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন ।
 ইহাই নবম অবতার । ইহার অপ্রমেয় প্রবাব
 বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না । এই বালরূপী
 ভগবান ক্রীড়াপুস্তলীর ন্যায় কত ক্রীড়াই
 করিয়াছেন । এই মহাবাহু মধুসূদনের সে সকল
 ক্রীড়ার ইয়ত্তা হয় না । রূপে ইনি অদ্বিতীয় ।
 এই যোগাত্মা অসুরগণের নিধন ও
 ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা
 মোহিত করিয়া মানুষী যোনিতে প্রবিষ্ট
 হইয়াছিলেন । বশী কামচর বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবে
 সমস্ত মহী পর্য্যটন করিয়াছিলেন । মানুষভাবে
 বিহার করিবার জন্যই ইনি সান্দীপনি মুনির
 পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন । ৮৩-৯৯ । এই
 অবতারে ইনি মানুষশরীরে মহাসুর কংস শাশ্ব,
 দ্বিবিদ, অরিষ্ট, বৃষভ, পুতনা, কেশী, হয়,
 কালিয় নাগ, কুবলয়াপীড় হস্তী, মল্লরাজ চাপুর
 প্রভৃতি দানবগণকে নিহত করেন । ইনি

ছিন্নং বাহুসহস্রাঞ্চ বাণস্যাভূতকর্মণঃ ।
 নয়কশ্চ হতঃ সজ্জ্য যবনশ্চ মহাবলঃ ।।
 হৃতানি চ মহীপানাং সর্বরত্নানি তেজসা ।
 দুরাচারাশ্চ নিহতাঃ পার্শ্বা যে রসাতলে ।।
 এতে লোকহিতার্থায় প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ ।
 অশ্মিন্বেব যুগে ক্রীণে সন্ধ্যাশ্লিষ্টে ভবিষ্যতি
 কঙ্কিবিষ্ণুযশা নাম পারশর্য্যঃ প্রতাপবান ।
 দশমো ভাব্যসভূতো যাজ্ঞবল্ক্যপুত্রঃসরঃ ।।
 অনুকর্ষন সর্বসেনাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলাম ।
 প্রগৃহীতায়ুধৈবিপ্রৈর্বৃতঃ শতসহস্রশঃ ।।
 নাত্যর্থং ধার্মিক্যে যে চ যে ধর্ম্মদ্বিষঃ কুচিঃ ।
 উদীচ্যান্যাদ্যদেশাংশ্চ তথা বিক্র্যাপরাস্তিকান
 তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রাবিতান সিংহলৈঃ সহ
 গাক্ষারান পারদাংশ্চৈব পহ্লাবান যবনাং শকান
 তুষারানবর্বরাংশ্চৈব পুলিন্দানদরদান খসান ।
 লম্পকানক্রকান রুদ্রান কিরাতংশ্চৈব স প্রভুঃ
 প্রবৃন্তচক্রো বলবান শ্লেচ্ছানামন্তকৃৎসলী ।
 অদ্রশ্য সর্বভূতানাং পৃথিবীং বিচরিস্যতি ।।

বীর্য্যবলে অভূতকর্ম্ম বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন
 করেন, এবং নরক ও যবনকে নিহত করেন ।
 ইনি স্বীয় তেজে মহীপালদিগের সমস্ত রত্ন হরণ
 করেন, এবং রসাতলস্থ দুরাচারপরায়ণ
 রাজগণকে নিহত করিয়াছিলেন । লোকহিতের
 জন্য এই সকল মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,
 আবার এই যুগের শেষ সন্ধ্যাংশে প্রতাপবান্
 বিষ্ণুযশা পরাশরতনয় যাজ্ঞবল্ক্যপুত্রঃসর কঙ্কী
 জন্মগ্রহণ করিবেন । ইহা ভাবী দশম অবতার ।
 ইনি অনেক সেনা, হস্তী, অশ্ব, রথ ও শত সহস্র
 অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া এক মহাবিপ্লব উপস্থিত
 করিবেন । অতিশয় অধার্মিক, ধর্ম্মদ্বিষী, উদীচ্য,
 মধ্য ও বিক্র্যপর্ব্বতের অপরাধবাসী সিংহল,
 দ্রাবিড়, দাক্ষিণাত্য, গাক্ষার, পারদ, পহ্লাব,
 যবন, শক, তুষার, বর্ব্বর, পুলিন্দ, দরদ, খস,
 লম্বক, অক্রক, রুদ্র, কিরাত; এই সকল
 শ্লেচ্ছদিগকে সেই চক্রবর্ত্তী মহাবল প্রভু কঙ্কী
 নিধন করিয়া সর্বভূতে অদৃশ্য ভাবে পৃথিবীতে

মানবঃ স তু সঞ্জ্জ্যে দেবস্যাংশেন ধীমতঃ ।
 পূর্ব্বজনানি বিষ্ণুর্য্যঃ প্রমিতির্নাম বীর্য্যবান ।।
 গোদ্রেণ বৈ চন্দ্রসমঃ পূর্ণে কলিযুগেহভবঃ ।
 ইত্যেতাস্তস্য দেবস্য দশ সমুতয়ঃ স্মৃতাঃ ।।
 তৎ তৎ কালঞ্চ কার্য্যঞ্চ তত্ত্বহৃদিশ্য করিণম ।
 অংশেন ত্রিযু লোকেষু তাস্তা যোনীঃ প্রপৎস্যতে
 পঞ্চবিংশোদ্ধিতো কল্পে পঞ্চবিংশতি বৈ সমাঃ
 বিনিঘ্নন সর্বভূতানি মানুষানেব সর্বশঃ ।।
 কৃত্বা জীবাবশেষাং তু মহীং ক্রুরেণ কর্ম্মণা ।
 সংশাতয়িত্বা বৃষলান প্রায়শস্তানধার্মিকান ।।
 ততঃ স বৈ তদা কঙ্কিচরিতার্থঃ সসৈনিকঃ ।
 কর্ম্মণা নিহতা যে তু সিদ্ধান্তে তু পুনঃ স্বয়ম ।।
 অকস্মাৎ কুপিতান্যোন্যং ভবিষ্যতি চ মোহিতাঃ
 ক্ষপয়িত্বা তু তান সর্বান ভাবিনার্ধেন

চোদিতান ।।

গঙ্গায়মুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্যতি সানুগঃ ।

বিচরণ করিবেন । বিষ্ণু পূর্ব্বজন্মে যে বীর্য্যবান
 প্রমিতি নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই
 দেবাংশে মানবরূপে কলির পূর্ণবস্থায় কঙ্কী
 অবতার পরিগ্রহ করিবেন এবং ইহার শরীর
 শশধর সদৃশ হইবে । যে যে কাল, কায় ও কারণ
 বলিয়াছি, তদনুসারে তিন দিকেই
 অংশাবতাররূপে দেব বিষ্ণু তৎতদ্ যোনি আশ্রয়
 করিয়া উল্লিখিত দশটি শরীর পরিগ্রহ করিবেন ।
 ১০০-১১২ । পঞ্চবিংশতি কল্পে পঞ্চবিংশতি
 বৎসরে বিষ্ণু মানুষ শরীরে কঙ্কীরূপে নিখিল
 ক্রুরকর্ম্ম প্রাণীর বিনাশ সাধন করিয়া যাবতীয়
 অধার্মিক বৃষলগণের উৎসাদনপূর্ব্বক স্বীয়
 সৈন্যগণ সহ আপনার অবতার গ্রহণ চরিতার্থ
 করিবেন । তাৎকালিক প্রজাগণ স্ব স্ব কর্ম্ম
 দ্বারা নিহত প্রায় হইয়াই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, অপর
 অনেকে অকস্মাৎ স্বয়ং পরস্পর কুপিত হইয়া
 বিমুক্ত হইবে । স্বীয় ভাবী প্রয়োজনের বশবর্ত্তী
 হইয়া কঙ্কী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া
 স্বীয় কর্তব্যের অবসান করিবেন । তৎপরে কঙ্কী

ততো ব্যতীতে কঙ্কো তু সামান্যৈঃ সহ
সৈনিকৈঃ ।।

নৃপেথথ বিনষ্টেযু তদা তুপ্রগ্রহাঃ প্রজাঃ ।
রক্ষণে নিনিবৃন্তে তু হত্বা চান্যোন্মাহবে ।।
পরস্পরহৃতাস্বাসা নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ ।
পুরাণি হিত্বা গ্রামাংশ্চ তুল্যাস্তা নিস্পরিগ্রহাঃ
প্রনষ্টশ্রুতিধর্ম্যাশ্চ নষ্টধর্ম্যাশ্রমস্তথা ।

হুত্বা লব্ধপায়ুষশ্চৈব ভসিষ্যন্তি বনৌকসঃ ।
সরিৎপর্ষিতসেবিন্য পত্রমূলফলাশনাঃ ।
চীরপত্রাজিনধরাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ ।।
অবপায়ুবো নষ্টাবাস্তা বহুবাধাঃ সুদুঃখিতাঃ ।
এবং কষ্টামনুপ্রাপ্তাঃ কলিসঙ্ক্যাশকে তদা ।।
প্রজাঃ ক্ষয়ং প্রয়াস্যন্তি ইর্কং কলিযুগেন তু ।
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন প্রকৃতে চ কৃতে পুনঃ
প্রপঃস্যন্তে যথান্যায়ং স্বভাবাঘ্নে নান্যথা ।
ইত্যেতৎকীর্তিতং সর্ব দেবাসুরবিচেষ্টিতম ।।
যদুবংশপ্রসেন মহম্বো বৈষ্ণবং যশঃ ।
তুর্কসেদ্য প্রবক্ষ্যামি পুণ্ড্রার্জ্যোহরনোত্তথা ।।
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে বিষ্ণুমাহাত্ম্য
কথনং নামাষ্টনবতিতিমোহধ্যায়ঃ ।। ৯৮ ।।

অতীত হইলেও অল্প বল মহীপালগণ বিনষ্ট
হইলে আশ্রয়হীন প্রজাগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ
হইয়া অনাশ্রুত, নিশ্চেষ্ট ও দুঃখিত ভাবে পুরগ্রাম
পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ নিরাশ্রয় প্রজারা
পরস্পর যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইবে । তখন বেদধর্ম
ও আশ্রমধর্ম বিলুপ্ত হইবে । প্রজাবর্গ হুত্বকায়,
বহুলপরিধায়ী, বনবাসী, অল্লায় এবং মূল-
ফলাশী, নদী ও পর্বতবাসী হইয়া ভীষণ
সঙ্করতা প্রাপ্ত হইবে । তখন বাস্তাবিহীন
বনবাসীরা বহু বাধাসম্মিত ও অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়া পড়িবে । কলিসঙ্ক্যাংশে প্রজাগণ এইরূপে
দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত
হইবে । অনন্তর কলিযুগ একবারে নিঃশেষিত
হইলে, পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্তিত হইবে । তখন
প্রজাসকল ন্যায়ানুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ

নববতিতিমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ

তুর্কসেদ্য সুতো বহির্বহেগোভানুরাত্মজঃ ।
গোভানোস্ত সুতো বীইজ্জসানুরপরাজিতঃ ।।
করকমজ্জিসানেদ্য মরুত্তস্য চাত্মজঃ ।
অন্যস্তাবিক্কিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতঃ পুরা ।
অনপত্যো মরুত্তস্য স রাজাসীদিতি শ্রুতঃ ।
দুষ্কৃতং পৌবরং চাপি সর্বৈ পুত্রমকল্পয়ন ।।
এবং যযাতিশাপেন জরায়ঃ সঙ্ক মেন তু ।
তুর্কসোঃ পৌবরং বংশং প্রবিবেশ পুরা কিল ।
দুষ্কৃতস্য দায়াদঃ শরুবো নাম পার্থিবঃ ।
শরুখাত্ত জনাপীড়চত্বরস্তস্য চাত্মজাঃ ।।
পান্ড্য কেলশ্চৈব চোলঃ কুল্যস্তথৈব চ ।

নাই । এই আপনাদের নিকট যদুবংশপ্রসঙ্গে
সমস্ত দেবাসুরের মহৎ কার্যকলাপ কীর্তন
করিলাম,—এক্ষণে ঐরূপ তুর্কসু, পুরু দ্রুহ্য
ও অনুর বংশ কীর্তন করিতেছি । ১১৩-১২৩ ।
অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৯৮ ।।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—তুর্কসুর পুত্র বহি; তৎপুত্র
ভোগানু; তৎপুত্র ত্রিসানু; ইনি বীর ও অজেয়
ছিলেন । ইহার পুত্রের নাম করকম; তৎপুত্র
মরুত্ত । আবিষ্কৃত পুত্র অপর এক মরুত্ত
ছিলেন । আমরা শুনিয়াছি, ঐ করকম পুত্র
মরুত্ত অনপত্য অবস্থায় রাজা হইয়াছিলেন ।
পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্কৃতকে তাঁহার
পুত্ররূপে কল্পনা করেন । যযাতি জরাজীর্ণ
অবস্থায় তুর্কসুকে অভিষাপ প্রদান করিবার
বহুকাল পরে এইরূপে তুর্কসুবংশের সহিত
পুরুবংশের সংস্রব ঘটিয়াছিল । দুষ্কৃতির পুত্র
শরুখ; তৎপুত্র জনাপীড় । ইহার চারিপুত্র-
পান্ড্য, কেরল, চোল ও কুল্য । ইহাদের

তেশাং জনপদাঃ কুল্যাং পান্ড্যাশোলাঃ

সকেরলাঃ

দ্রুহস্য তনয়ৌ বীরৌ বক্র সেতুশ্চ বিক্রতো ।
অরুদ্যধঃ সেতুপুত্রস্ত বাত্রবো রিপুরুচ্যতো ॥
যৌবনাশ্বেন সমিতি কৃচ্ছ্রেণ নিহতেঃ বলী ।
যুদ্ধং সুমহদাসীত্তু মাসান পরি চতুর্দম ।
অরুদস্য তু দায়াদো গাক্কারো নাম পার্শ্বিবঃ ।
খ্যায়তে ষস্য নায়া তু গাক্কারবিষয়ো মহান ॥
গাক্কারদেশজাশ্চাপি তুরগা ব্যাজিনাং বরাঃ ।
গাক্কারপুত্রো ধর্মদ্য ধৃ তন্তস্য সুতোহভবঃ ॥
ধৃতস্য দুর্দমো জজ্ঞে প্রচেতান্তস্য চাত্রজঃ ।
প্রচেতসঃ পুত্রশতং রাজানঃ সর্ব এব তে ॥
শ্লেচ্ছরাষ্ট্রি বিপাঃ সর্বে হ্যদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ
অণোঃ পুত্রা মহাত্মানস্তয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ।
সভানরশ্চ পক্ষশ্চ পরপক্ষস্ততৈব চ ।
সভানরস্য পুত্রদ্য বিদ্বান কালানলো নৃপঃ ॥

অধিষ্ঠিত জনপদ সকল ইহাদের নামানুসারেই
পান্ড্য, চোল, কেরল ও কুল্যাখ্যায় বিখ্যাত
ছিল। দ্রুহ্যের দুই পুত্র-বক্র এবং সেতু। এই
উভয় পুত্রই বিশ্বাবশ্রুত বীর। ইহাদের মধ্যে
সেতুর অরুদ এবং বক্রের রিপু নামক পুত্র
বিখ্যাত। রিপুর সহিত রাজা যৌবনাশ্বের
চতুর্দশ মাস যাবৎ দারুণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে
যৌবনাশ্ব অতি কষ্টে বলবান রিপুকে নিহত
করেন। অরুদের পুত্র গাক্কার নামে রাজা
হন। ইহারই নামানুসারে বিশাল গাক্কার দেশ
বিখ্যাত হয়। এই গাক্কারদেশীয় অশ্বসকল
সমস্ত অশ্বজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট।
গাক্কারের পুত্র ধর্ম; তৎপুত্র ধৃতি; তৎপুত্র
দুর্দম; তৎপুত্র প্রচেতা; এই প্রচেতার একশত
পুত্র। ইহারা সকলেই রাজা হইয়া শ্লেচ্ছরাজ্যের
আধিপত্য লাভ করত উত্তর দিক আশ্রয়
করেন। মহাত্মা মনুর তিন পুত্র; তিন জনই
পরম ধার্মিক। তাঁহাদের নাম-সভানর, পক্ষ
ও পরপক্ষ। তন্মধ্যে সভানরের পুত্র বিদ্বান

কালানলস্য ধর্মাত্মা সৃঞ্জয়ো নাম ধার্মিকঃ ।

সৃঞ্জয়স্যভবৎ প্রুতা বীরা রাজা পুরঞ্জয়ঃ ।।

জনমেজয়ো মহাসত্ত্বঃ পুরঞ্জয়সুতোহভবঃ ।

জনমেজয়স্য রাজর্ষের্মহাশালোহভবনুপঃ ।।

অসীদিন্দ্রসমো রাজা প্রতিষ্ঠিতযমা দিবি ।

মহামনাঃ সুতন্তস্য মহাশালস্য ধার্মিকঃ ।।

সগুদ্বীপেশ্বরো রাজা চক্রবর্তী মহাযশাঃ ।

মহামনান্ত পুত্রো যৌ জনয়ামাস বিক্রতো ।।

উশীনরহ্চ ধর্মজ্ঞঃ তিতিক্ষুধৈব ধার্মিকম ।

উশীনরস্য পত্ন্যদ্য পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ ।।

মৃগা কৃমী নবা দর্বা পঞ্চমী চ দৃষদ্বতী ।

উশীনরস্য পুত্রাদ্য পঞ্চ তাসু কুলোদ্বহাঃ ।

তপসা তে সুমহতা জাতবৃদ্ধাশ্চ ধার্মিকাঃ ।।

মৃগায়ান্ত মৃগঃ পুত্রো নবায়ানব এব তু ।

কৃম্যাঃ কৃমিদ্য দর্বায়াঃ সুব্রতো নাম ধার্মিকঃ

কালানল রাজা; তৎপুত্র ধার্মিক সৃঞ্জয়; তৎপুত্র
বীর পুরঞ্জয়; তৎপুত্র মহা বীর্য্য জনমেজয়;
তৎপুত্র নরপতি মহাশাল। ১-১৫। ইনি
স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের ন্যায় প্রখ্যাতকীর্তি রাজা
ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম মহামনা; তিনিও
পরম ধার্মিক রাজা; রাজা বলিয়া রাজা! তিনি
মহাযশা, সগুদ্বীপের অধীশ্বর চক্রবর্তী রাজা!
তাঁহার দুই পুত্র; দুইজনই বিশ্ববিশ্রুত।
তাঁহাদের একের নাম উশীনর; অপর তিতিক্ষু।
এই দুই রাজপুত্রই ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিক। উশীনর
রাজর্ষিবংশীয় পঞ্চকামনীর পাণিগ্রহণ করেন।
তাঁহাদের নাম-মৃগা, কৃমি, নবা, দর্বা ও
দৃষদ্বতী। এই সকল পত্নীর গর্ভে উশীনরের
পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণ সকলেই
কুল-ধুরন্দর ছিলেন। ইহারা বিপুল তপস্যা
করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত
করেন। এই উশীনর নন্দনগণ সকলেই ধার্মিক
ছিলেন। ইহাদের নাম-মৃগ, নব, কৃমি, সুব্রত
ও শিবি। ইহারা উশীনর হইতে যথাক্রমে তদীয়
পত্নী মৃগা, নবা, কৃমি, দর্বা ও দৃষদ্বতীর গর্ভে

দুষদীসুতশ্যাপি শিবিরৌমীনরো দ্বিজাঃ ।
 শিবেঃ শিবপুরং খ্যাতং যৌধেয়শ্চ মৃগস্য তু ॥
 নরস্য নবরাত্রিশ্চ কৃমেস্ত কৃমিলা পুরী ।
 সুব্রতস্য তথাস্বষ্টা শিবিপুত্রান্নিবোধত ॥
 শিবেদ্য শিবয়ঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ।
 বৃষদৰ্ভঃসবীরস্য কেকয়ো মদ্রকস্তথা ॥
 তেষাং জনপদাঃ ক্ষীতাঃ কেকয়া মাদ্রাকান্তথা ।
 বৃষদৰ্ভাঃ সুহীদৰ্ভাস্তিতিক্কাঃ শূনৃত প্রজাঃ ॥
 তৈতিক্ষুরভবদ্রাজপূৰ্বস্যোং দিশি বিক্রমতঃ ।
 উশদ্রথো মহাবাহুস্তস্য হেমঃ সুতোহভবঃ ॥
 হেমস্য সুতপা জজ্ঞে সূতঃ সুতযশা বলী ।
 জাতো মনুষ্যামোন্ধ্যাং বৈ ক্ষীণে বংশে

প্রজেল্লয়া

মহাযোগী স তু বলির্বন্ধো যঃ স মহামনাঃ ।
 পুত্রানুৎপাদয়ামাস চাতুৰ্বণ্যকরান ভুবি ॥
 অঙ্গং স জনয়ামাস বঙ্গং সুক্ষং তথৈব চ ।

জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে শিবির
 শিবপুরী, মৃগের যৌধেয় পুর, নবের নবরাত্রি,
 কৃমির কৃমিলাপুরী এবং সুব্রতের অম্বষ্ঠা নামী
 পুরী প্রখ্যাত। এক্ষণে শিবিরপুত্রদিগের বিবরণ
 শ্রবণ করুন। শিবির লোকবিখ্যাত চারিপুত্র;
 নাম-বৃষদৰ্ভ, সুবীর, কেকয় ও মদ্র। এই
 চারিপুত্র শিবি নামে পরিচিত। ইহাদের
 অধিকৃত জনপদ সকল সর্বথা সুসমৃদ্ধ। ঐ
 সকল জনপদ কেকয়, মদ্রক, বৃষদৰ্ভ ও সুবিদৰ্ভ
 আখ্যায় বিখ্যাত। এক্ষণে তিতিক্ষুর প্রজাগণের
 নাম শ্রবণ করুন—তিতিক্ষনন্দন মহাবাহু উষদ্রথ
 একজন পূৰ্বদেশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন।
 তাঁহার পুত্রের নাম—হেম; তৎপুত্র সুতপশ্বী
 বলি। এই বলিই বিষ্ণু, কর্তৃক বন্দীকৃত সেই
 মহামনা মহাযোগী বলি। ইনি অসুরযোনি
 হইয়াও প্রজালিন্সু হেমের ক্ষীণপ্রায় বংশে মনুষ্য
 যোনিতে জন্ম লইয়াছিলেন। রাজা বলি
 চাতুৰ্বণ্যস্থাপক পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ
 পুত্রগণের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ ও পুন্ড্র।
 ইহারা বলির ক্ষেত্রজ পুত্র। বলির এই পুত্রগণ

পুন্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে ॥
 বালেয়া ব্রহ্মণশ্চৈব তস্য বংশকরাঃ প্রভোঃ
 বলেদ্য ব্রহ্মণা দস্তা বরাঃ প্রীতেন ধর্মতঃ ॥
 মহাযোগিত্বমায়ুশ্চ কল্লায়ুঃপারমাণকম ।
 সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্ম্যে চৈব প্রভাবনা ॥
 ত্রৈলোক্যদর্শনং চৈব প্রধান্যং প্রসবে তথা
 বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্যতত্ত্বার্থদর্শনম ॥
 চতুরো নিয়তান বর্ণাং জ্বং বৈ স্থাপয়িতেতি চ
 ইত্যুক্তো বিভূনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং
 যযৌ ॥

কালেন মহতা বিদ্বান স্বং বৈ স্থানমুপাগতঃ ।
 তেষাং জনপদাঃ ক্ষীতা বঙ্গঙ্গসুক্ষকান্তথা ॥
 পুন্ড্রঃ কলিঙ্গাশ্চ তথা তেষাং বংশং নিবোধত
 তস্য তে তনয়াঃ সর্বে ক্ষেত্রজ মুনিসম্ভবাঃ ।
 সম্ভূতা দীর্ঘতমসঃ সুদেষ্ণায়াং মহৌজসঃ ॥

সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া তদীয় বংশবিস্তার
 করেন। পূৰ্ব্বে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে
 কতিপয় বর দান করিয়াছিলেন, যে, হে বলে!
 তুমি মহাযোগী হইবে। তোমার আয়ুঃপরিমাণ
 কল্পকাল পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট রহিবে। সংগ্রামে
 অজেয়ত্ব, ধর্ম্যে প্রগাঢ় অভিনিবেশ ত্রৈলোক্য
 দর্শনের ক্ষমতা, সন্তান উৎপাদনে প্রাধান্য,
 বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্ম্যতত্ত্ব দর্শনে
 নিপুণতা, এই সকলই তোমার যথায়থ হইবে।
 তুমি নিয়মানুযায়ী চতুৰ্বর্ণের স্থাপয়িতা হইবে।
 বিভূ ব্রহ্মা এইরূপ বরদান করিলে রাজা বলি
 পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১৬-৩২। অনন্ত
 র বহুকাল অতীত হইলে সেই বিদ্বান্ বলিরাজা
 পরমপদ লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের
 নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ ও পুন্ড্র
 নামক পাঁচটি সুসমৃদ্ধ জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ
 করে। বলিনন্দনগণ মুনির ঔরসজাত ও বলির
 ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহাতেজা
 দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে বলিমহিষী সুদেষ্ণার
 গর্ভে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। ঋষিগণ

এষয় উচুঃ ।

কথং বলেঃ সুতাঃ পঞ্চ জনিতাঃ ক্ষেত্রজাঃ

প্রভো ।

ঋষিণা দীর্ঘতমসা এতনো ব্রহ্মি পৃচ্ছতাম ।।

সূত উবাচ ।

অশিজো নাম বিখ্যাত আসীক্ষীমানৃষিঃ পুরা
 ভীৰ্য্যা বৈ মমতা নাম বভুবাস্য মহাত্মনঃ ।।
 অশিজস্য কনীয়াত্র পুরোধা যো দিবৌকসাম
 বৃহসত্ত্বিহন্তেজা মমতাং সোহভ্যপদ্যত ।।
 উবাচ মমতা তং তু বৃহস্পতিমনিচ্ছতী ।
 অন্তর্বত্ম্যস্মি তে ভ্রাতৃজ্যেষ্ঠস্যষ্টমিতা ইতি ।।
 অয়ং হি মে মহাগর্ভো রোচতেহতি বৃহস্পতে
 অশিজং ব্রহ্ম চাভ্যস্য ষড়ঙ্গং বেদমুদ্বিরন ।।
 অমোঘরেতাস্ত্বক্ষাপি ন মাং ভজিতুর্মসি ।
 অত্নেন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে প্রভো
 এবমুক্তস্তয়া সম্যগুবৃহন্তেজা বৃহস্পতিঃ ।

কহিলেন,—কিরাপে দীর্ঘতমা ঋষি বলিরাজের
 পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেন? হে প্রভো!
 সে বৃন্তান্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি—বলুন ।
 সূত কহিলেন,— পুরাকালে অশিজ নামে
 বিখ্যাত এক ধীমান্ ঋষি ছিলেন । সেই মহাত্মা
 ঋষির ভাৰ্য্যার নাম ছিল - মমতা । অশিজ
 ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি
 একদা মমতাকে স্বীয় কামাকাজ্জ্বা জ্ঞাপন
 করেন । মমতা সে প্রস্তাবে অনিচ্ছা জানাইয়া
 বৃহস্পতিকে বলিলেন,—আমি তোমার জ্যেষ্ঠ
 ভ্রাতার আহিত গর্ভ ধারণ করিতেছি ।
 এইদেখ, বৃহস্পতে! আমার মহাগর্ভ
 দেদীপ্যমান হইতেছে । এই গর্ভস্থ মহাপুরুষ
 অশিজ ব্রহ্ম অভ্যাস করিয়া ষড়ঙ্গ বেদ উচ্চারণ
 করিতেছেন । বিশেষতঃ তুমিও
 অমোঘরেতাঃ; সুতরাং আমি এখন তোমার
 উপভোগযোগ্য নহি । আমার এই সময়
 অর্থাৎ এই গর্ভাবস্থা অতীত হইয়া যাউক,
 পরে যেরূপ মনে হয় করিবে । মমতা বৃহন্তেজা

কামাত্মানং মহাত্মাপি নাত্মানং সোহভ্যধারিয়ৎ ।
 সম্ভূত্বৈব ধর্মাত্মা তয়া সাক্ষং বৃহস্পতিঃ ।
 উৎসৃজন্তং তদা রেতো গর্ভস্থঃ সোহভ্যভাসত
 নো স্নাতক ন্যসো হৃষ্মিনদ্বয়োর্নেহাস্তি সম্ভবঃ
 অমোঘরেতাস্ত্বক্ষাপি পূর্ব্বক্ষগাহমিহাগতঃ ।।
 শশাপ তং তদা ক্রুদ্ধ এবমুক্তো বৃহস্পতিঃ ।
 অশিজন্তং সুতং ভ্রাতৃগর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ ।।
 ষম্মাত্মমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেজিতে সতি ।
 মামেবমুক্তবান্নোহান্তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি ।।
 ততো দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত ।
 অথাশিজো বৃহৎকীর্তির্বৃহস্পতিরিবৌজসা ।।
 উর্দ্ধরেতাস্ততচ্চাপি ন্যবসদভ্রাতুরাশ্রমে ।
 গোধর্ম্মং সৌরভেয়াত্তু বৃষভাচ্ছূতবান প্রভো ।।

বৃহস্পতিকে এই কথা কহিলেন বটে; কিন্তু
 তিনি মহাত্মা হইয়াও স্বীয় কামাকুল আত্মাকে
 নিবারিত করিতে পারিলেন না । মমতার নিষেধ
 সত্ত্বেও সেই ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি তাঁহার সহিত
 সঙ্গত হইলেন । অনন্তর বৃহস্পতি যখন
 রেতঃসেক করেন, তখন গর্ভস্থ পুরুষ বলিয়া
 উঠিলেন,—ওহে তাত! এ গর্ভে দুই জনের স্থান
 নাই; আমি জানি—তুমি অমোঘরেতা; সুতরাং
 আমিই পূর্ব্ব আসিয়া এই গর্ভস্থান অধিকার
 করিয়া আছি জানিয়া, তুমি এক্ষণে রেতঃপাতে
 বিরত হও । বৃহস্পতির রেতঃসেকে বাধা
 জন্মিল । তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং
 অবিলম্বে সেই গর্ভস্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে
 এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে, এ হেন
 সর্ব্বভূতের সুখকরকালে তুমি মোহক্রমে
 আমায় যে হেতু এমন কথা কহিলে, এই জন্য
 তোমাকে দীর্ঘ তমোমধ্যে প্রবেশ করিতে
 হইবে । ৩২-৪৫ । অনন্তর গর্ভস্থ অশিজনন্দন
 বৃহস্পতির শাপে দীর্ঘতমা ঋষি হইয়া জন্ম গ্রহণ
 করিলেন । এই দীর্ঘতমা ঋষি তেজে বৃহস্পতির
 সমকক্ষ এবং অশেষ কীর্তির আধার । ইনি
 উর্দ্ধরেতা হইয়া তখন হইতে ইহার ভ্রাতার
 আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন । দীর্ঘতমা এই

তস্য ভ্রাতা পিতৃবাদ্য চকার ভবনং তদা ।
 তন্মিন হি তত্র বসতি যদৃচ্ছাভ্যাগতো বৃষঃ ।।
 দর্শার্থমাহুতান দর্ভাংশ্চচার সুরভীবৃতঃ ।
 জঘ্নাহ তং দীর্ঘদমা বিস্কুরন্তুঃ শৃঙ্গয়োঃ ।।
 স তেন নিগৃহীতস্য ন চচাল পদাং পদম ।
 ততোহব্রবীদ্বৃষন্তং বৈ মুঞ্চ মাং বলিনাংবর ।।
 ন ময়াসাদিতস্তাত বলবাংস্তুদ্বিধঃ ক্বচিৎ ।
 ত্র্যম্বকং বহতা দেবং মতো জাতেহস্মি

ভূতলে ।।

মুঞ্চ মাং বলিনাং শ্রেষ্ঠ প্রীতস্তেহহং বরং বৃণু ।
 এবমুক্তোহব্রবীদেনং জীবন্তুং মে ক্ব যাস্যসি
 তেন হুহং ন মোক্ষ্যামি পরবাদং চতুষ্পদম ।
 ততস্তং দীর্ঘতমসং স বৃষঃ প্রত্যুবাচ হ ।
 নান্মাকং বিদ্যাতে তাত পাতকং স্তেয়মেব বা ।

সময় সুরভিনন্দন বৃষভের নিকট গোধর্ম
 অভ্যাস করেন । একদা ঋষি দীর্ঘতমা তদীয়
 ভ্রাতার নির্মিত ভবনে বসিয়া আছেন, এই
 সময় যদৃচ্ছাক্রমে এক বৃষভ তথায় আগমন
 করিল । ঐ বৃষের সঙ্গে সুরভিও আসিয়াছিল ।
 এ দিন দর্শনাগ সমাধা করিবার জন্য আশ্রমে
 প্রচুর দর্ভ সংগৃহীত ছিল । বৃষ স্বীয় শৃঙ্গদ্বয়
 প্রস্কুরিত করিয়া ঐ আশ্রমস্থ দর্ভরাশি গ্রাস
 করিল । কিন্তু ঋষি দীর্ঘতমার হস্তে নিগৃহীত
 হইয়া সে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল
 না । তখন বৃষ কহিল,—হে বলিপ্রবর! অমায়
 তুমি পরিত্যাগ কর । আমি ভবাদৃশ বলবান
 ব্যক্তি কুত্রাপি দেখি নাই । আমি দেব
 ত্রিলোচনকে বহন করিয়া থাকি এবং ভূতলেই
 আমার জন্ম হইয়াছে । অতএব হে বলিশ্রেষ্ঠ!
 আমায় মুক্ত কর । আমি প্রীত হইয়া তোমায়
 বরদান করিতেছি; গ্রহণ কর । বৃষ এই কথা
 কহিলে ঋষি দীর্ঘতমা বলিলেন,—তুমি বাঁচিয়া
 থাকিয়া আমার হস্ত হইতে কোথায় যাইবে?
 তুমি পরম্ব-ভক্ষী চতুষ্পদ, তোমায় আমি
 কিছুতেই মুক্ত করিব না । তখন সেই বৃষ

ভক্ষ্যভক্ষ্যং ন জানীমঃ পেয়াপেয়ং চ সর্বশঃ
 কার্য্যাকার্য্যং ন বৈ বিদ্বো গম্যাগম্যং তথৈব চ
 ন পাপানো বয়ং বিপ্র ধর্মো হ্যেষ গবাং স্মৃতঃ
 গবাং নাম স বৈ শ্রুত্বা সম্ভান্তনুযুচ্য তব ।
 ভক্ত্যা চানুশ্রবিকয়া গোসুতং বৈ প্রসাদয়ৎ ।।
 প্রসাদিতে গতে তন্মিন গোধর্মং ভক্তি তদ্যতম
 মনসৈব তদাদত্তে তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ ।
 ততো যবীয়সঃ পত্নীমৌতথ্যস্যভ্যমন্যত ।
 বিচেষ্টমানাং রুদতীং দৈবাং সম্মুঢ়চেতনঃ ।।
 অবলেপন্ত তং মত্বা শরদ্বাংস্তস্য নাক্ষমং ।
 গোধর্মং বৈ বলং কৃত্বা স্রুযাং স সমমন্যত ।।
 বিপর্য্যয়ন্ত তং দৃষ্টা শরদ্বান প্রত্যচিন্তয়ৎ ।

দীর্ঘতমা ঋষিকে আবার বলিল,—হে তাত!
 আমাদের পাতক বা স্তেয় কিছুই নাই; আমরা
 ভক্ষ্যভক্ষ্য জানি না, পেয়াপেয় বুঝি না,
 কার্য্যাকার্য্য ও গম্যাগম্য আমাদের জানা নাই ।
 অথচ আমরা পাপী নহি । হে বিপ্র! আমরা
 গোজাতি; আমাদের ইহাই বটে ধর্ম । তখন
 ঋষি দীর্ঘতমা গোণাম শ্রবণ করিয়া সসম্রমে
 তাহাকে মোচন করিলেন এবং ভক্তি ও বিনয়
 সহকারে সেই সুরভিনন্দন বৃষকে প্রসাদিত
 করিলেন । বৃষ প্রসাদিত হইয়া গমন করিলে
 ঋষি দীর্ঘতমা তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া
 মনোদ্বারাই ভক্তিভাবে গো-ধর্ম গ্রহণ
 করিলেন । ৪৬-৫৭ । অনন্তর দীর্ঘতমা সম্মুঢ়
 চিত্তে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔতথ্যের পত্নীসহ
 সঙ্গত হইবার উপক্রম করিলেন । ঔতথ্যপত্নী
 এই গহিত কার্য্যে যথাসাধ্য বাধা প্রদান
 করিলেন, অবশেষে ত্রন্দন করিতে লাগিলেন ।
 কিন্তু ঋষি শরদ্বান্ ইহা জানিয়া দীর্ঘতমার
 গর্বিত ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না ।
 বলা বাহুল্য, দীর্ঘতমা গোধর্মকেই সার জ্ঞান
 করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সহিত সঙ্গম করিবার
 উপক্রম করিতেছিলেন । ঋষি শরদ্বান্ এই ঘটনা
 বিপর্য্যয় দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—চিন্তা করিয়া

ভবিষ্যমর্থং জ্ঞাত্বা চ মহাম্মা চ না মৃত্যুতাম ।
প্রোবাচ দীর্ঘতমসং ক্রোধাঙ্গং রক্থলোচনঃ ।
গম্যাগম্যং ন জানীষে গোধর্ম্যাং প্রার্থয়ন

স্বধাম ।

দুর্কৃত্ত্বং ত্যজ্যাম্যে গচ্ছ ত্বং শ্বেন কর্মণা ।
যস্মাত্মমন্ধো বৃদ্ধশ্চ ভর্তব্যো দুরনুষ্ঠিতঃ ।
তেনাসি ত্বং পরিত্যক্তো দুরাচারোহসি মে
মতিঃ ।

সূত উবাচ ।

কর্মণ্যস্মিংশ্রুতঃ ক্রুরে তস্য বুদ্ধরজায়ত ।
নির্বৎস্য চৈব বহুশো বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য চ ।
কোষ্ঠে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্য গঙ্গা স্তসি সমসৃজ্য
উহ্যমানঃ সমুদ্রস্ত সপ্তাহং শ্রোতসা তদা ।
তং সস্ত্রীকো বলিনাম রাজা ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ ।
অপশ্যন্নাঙ্জামানস্ত শ্রোতসাভ্যাসমাগতম ॥

ভবিষ্যৎ ব্যাপার বুঝিলেন,—বুঝিয়া স্বীয় মহত্ব-
গুণে দীর্ঘতমার মৃত্যুবিধান করিলেন না ।
কিন্তু ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া দীর্ঘতমাকে
কহিলেন,—মৃত! তুমি গম্যাগম্য বুঝ না,
গোধর্ম আশ্রয় করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে কামনা
করিতেছ । অতএব তুমি দুর্কৃত্ত্ব; তোমার স্বীয়
কর্মফলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিলাম ।
তুমি যথেষ্ট গমন কর । তুমি অন্ধ ও বৃদ্ধ
বলিয়া এতদিন আমি তোমায় পোষণ
করিয়াছি । কিন্তু এক্ষণে দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান
করিয়াছ; তাই তোমায় পরিত্যাগ করিলাম ।
আমার মতে তুমি একজন অতি দুরাচার । সূত
কহিলেন,—এই ঘটনার পর সেই দীর্ঘতমা
ঋষির নিয়ত ক্রুর কর্মেই বুদ্ধি জন্মিল । ঋষি
শরদ্বান্ কেবল তাঁহাকে বহুবার ভৎসনা
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না । তিনি বাহুদ্বয় দ্বারা
দীর্ঘতমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে
নিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর দীর্ঘতমা সপ্তাহ
কাল সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন । ক্রমাগত
ভাসিয়া ভাসিয়া তিনি তট-নিকটে আসিলে
ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ সস্ত্রীক বলিরাজা তাঁহাকে জলমগ্ন

ত্বং গৃহীত্বা স ধর্মাত্মা বলিবৈরোত্তদা ।
অন্তঃপুরে জুগোপিনং ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ
তর্পয়ণ ॥

প্রীতঃ স বৈ বরেণ্যে চন্দ্রয়ামাস বৈ বলিম ।
স চ তস্মাদ্বরং বব্রে পুত্রার্থী দানবর্ষভঃ ।
বলিরুবাচ ।

সন্তানার্থং মহাভাগ ভাৰ্য্যায়া মম মানদ ।
পুত্রান ধর্মার্থসংযুক্তানুৎপাদয়িতুমর্হসি ॥
এবমুক্ত্য দেনর্ষিস্তথাস্তিত্যুক্তবান হি তম ।
সুদেষ্ণাং নাম ভাৰ্য্যাং স্বাং রাজাশৌ

প্রাহিণোত্তদা ॥

অন্ধং বৃদ্ধং দৃষ্টা ন সা দেবী জগাম হ ।
স্বাং চ ধাত্রেয়কীং দৈশ্ব ভূষায়িত্বা ব্যসজ্জয়ৎ ॥
কক্ষীবচক্ষুষৌ তস্যাং শুদ্রাযোন্যমৃষির্বশা ॥
জনয়ামাস ধর্মাত্মা পুত্রাবেতৌ মহৌজসৌ ॥
কক্ষীবচক্ষুষৌ তৌ তু দৃষ্টা রাজা বলিস্তদা ।

অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । বিরোচন-সূত
ধর্মাত্মা বলি, দীর্ঘতমাকে তথা হইতে লইয়া
আসিলেন—আনিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি দ্বারা
তাঁহার তৃপ্তি সাধনপূর্বক তাঁহাকে অন্তঃপুরে
রক্ষা করিলেন । একদা ঋষি দীর্ঘতমা বলিকে
বর গ্রহণে প্ররোচিত করিলে, পুত্রার্থী দানবরাজ
তাঁহার নিকট বর চাহিলেন । বলি বলিলেন—হে
মানদ, মহাভাগ! মদীয় ভাৰ্য্যার গর্ভে আপনি
কতিপয় পুত্র উৎপাদন করুন । বলি এই কথা
কহিলে ঋষি তাহাতে 'তথাস্ত' বাক্যে সম্মতি
প্রকাশ করিলেন । বলিরাজ তখন তাঁহার নিকট
স্বীয় ভাৰ্য্যা সুদেষ্ণাকে প্রেরণ করিলেন ।
৫৯-৬৮ । দেবী সুদেষ্ণা ঋষিকে অন্ধ এবং
বৃদ্ধ দর্শনে নিজে তাঁহার নিকট গেলেন না; স্বীয়
ধাত্রেয়িকাকে বিভূষিত করিয়া তৎসমীপে
পাঠাইয়া দিলেন । ধর্মাত্মা ঋষি সেই শূদ্রার গর্ভে
দুইটি মহৌজা পুত্র উৎপাদন করিলেন । ঐ
পুত্রদ্বয়ের নাম কক্ষীব এবং চক্ষুষ । বলিরাজা
দেখিলেন—কক্ষীব ও চক্ষুষ নামে দুইটি

প্রাধীতো বিধিবৎ সমাগীশ্বরৌ ব্রহ্মবাদিনৌ ।।
 সিকৌ প্রত্যক্ষধর্মণৌ বুধৌ শ্রেষ্ঠতমাবপি ।
 মমৈতাবিতি হোবাচ বলিবৈরোচনস্তৃষিম ।।
 নেতৃত্বাচ ততস্তং তু মমৈতাবিতি চাব্রবীৎ ।
 উৎপন্নৌ শূদ্রযোনৌ তু ভবচ্ছান্মাসুরোত্তমৌ
 অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং মত্বা সুদেষ্ণা মহিষী তব ।
 প্রাহিণোদবমানায় শূদ্রাং ধাত্রেয়কীং মম ।।
 ততঃ প্রসাদয়ামাস পুনরন্তমৃষিসত্তমম ।
 বলির্ভার্য্যাং সুদেষ্ণাঞ্চ ভর্ৎসয়ামাস বৈ প্রভুঃ
 পুনশ্চৈনামলকৃত্য ঋষয়ে প্রত্যপাদয়ৎ ।
 তাং স দীর্ঘতমা দেবীমব্রবীদযদি মাং শুভে ।।
 দগ্না লবণমিশ্রাণাং সুন্যক্ণাং নগ্নকং ত্রপা ।
 লিহিষ্যস্যজগুন্লস্তী আপাদতলমন্তকম ।।
 ততস্ত্বং প্রাপ্যসে দেবি পুত্রাংশ্চ মনসেন্নিতান
 তস্য সা তদ্বচো দেবি সর্বং কৃতবর্তী তথা

যথাবিধি বেদধ্যায়ী ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী পুত্র
 জন্মিয়াছে। তদর্শনে তিনি ঋষিকে
 कहিলেন-আমার এই দুইটি শ্রেষ্ঠতম
 প্রত্যক্ষধর্মী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষি
 বলিলেন,-না, ইহারা তোমার নহে; আমার পুত্র,
 তোমার ব্যপদেশে আমারই এই পুত্রদ্বয় শূদ্রযোনি
 হইতে জন্মিয়াছে। ভবদীয় মহিষী সুদেষ্ণা
 আমাকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ মনে করিয়া আমার
 অবমাননার জন্য স্বীয় শূদ্রজাতীয়া ধাত্রেয়িকাকে
 মৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শূদ্রা
 হইতেই এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।
 তৎশ্রবণে বলি ঋষিকে প্রসাদিত করিলেন এবং
 ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তিরস্কার করিলেন। অনন্তর
 তিনি পুনর্ববার পত্নীকে অলঙ্কৃত করিয়া
 ঋষিসমীপে উপনীত করিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা
 তখন তাঁহাকে বলিলেন-হে শুভে! নগ্নাবস্থায়
 লবণমিশ্র দধি দ্বারা মদীয় সর্বাস্ত উপলিঙ হইলে
 তুমি যদি বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া আমার আপাদ
 মন্তক লেহন করিতে পার, তাহা হইলে মনোভীষ্ট
 পুত্র সকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। দেবী সুদেষ্ণা
 ঋষির কথানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই করিলেন; কিন্তু

অপানঞ্চ সমাসাদ্য জুগুন্লস্তী ন্যবজ্জয়ৎ ।
 তামুবাচ ততঃ সর্ষিষন্তে পরিহৃতং শুভে ।
 বিনাপানং কুমারং ত্বং জনয়িষ্যসি পূর্বজম ।
 ততস্ত্বং দীর্ঘতমসং সা দেবী প্রত্যুবাচ হ ।
 নার্সি ত্বং মহাভাগ পুত্রং দাতুং মমেদৃশম ।
 ঋষিরুবাচ ।

তবাপরাধো দেব্যেষ নান্যথা ভবিতা নু বৈ ।
 দেবীদানীঞ্চ তে পৌত্রমহং দাস্যামি সুব্রতে
 তস্যাপানং বিনা চৈব যোগ্যাভাবো ভবিষ্যতি
 তাং স দীর্ঘতমাস্চৈব কুক্ষৌ স্পৃষ্টেদমব্রবীৎ
 প্রাশিতং দধি যন্তেহদ্য মমঙ্গাঐ শুচিশ্মিতে
 তেন তে পুরিতো গর্ভঃ পৌর্ণমাস্যমিবোদধিঃ
 ভবিষ্যন্তি কুমারান্তে পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ।
 তেজস্বিনঃ পরাক্রান্ত যজ্ঞানো ধার্মিকান্তথা ।।

গাত্রলেহন কালে ঘৃণায় তদীয় অপানদেশ
 পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঋষি তাঁহাকে,
 कहিলেন-হে শুভে! যেহেতু তুমি অপান দেশ
 বর্জ্জন করিলে; এই জন্য প্রথমে তোমার এক
 অপানবিহীন পুত্র উৎপন্ন হইবে। অনন্তর দেবী,
 দীর্ঘতমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,-হে মহাভাগ!
 আমায় আপনি ঈদৃশ পুত্র প্রদান করিবেন না।
 ৬৯-৮০। ঋষি कहিলেন,-হে দেবি! ইহা
 তোমারই অপরাধের ফল। ইহার অন্যথা
 হইতে পারে না। হে সুব্রতে! তবে কথা এই
 যে, সম্প্রতি তোমার পুত্র ঐ প্রকার না হইয়া
 পৌত্রই ঐরূপ হইবে। এক্ষণে আমি তোমায়
 তাদৃশ বরই প্রদান করিব; তোমার ঐ পৌত্র
 অপানবিহীন হইলেও ইহার যোগ্যতার অভাব
 হইবে না। এই বলিয়া দীর্ঘতমা সুদেষ্ণার উভয়
 কুক্ষি স্পর্শ করিয়া বলিলেন,-হে শুচিশ্মিতে!
 তুমি আমার অঙ্গ হইতে দধি প্রাশন করিয়াছ,
 এই জন্য পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উদধির ন্যায় গর্ভ
 তোমার পূর্ণ হইয়াছে। তোমার দেবকুমার-
 প্রতিম পঞ্চ পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। তাহারা
 সকলেই তেজস্বী, পরাক্রান্ত, যাজ্ঞিক ও ধার্মিক

ততোহঙ্গদ্য সুদেষায়া জ্যেষ্ঠপুত্রো ব্যজায়ত ।
 বঙ্গস্তম্মাৎ কলিঙ্গস্য পুত্রো সুক্ষস্ততৈব চ ।
 বংশভাতস্ত পঙ্কজতে বলেঃ ক্ষেত্রেহভবৎ স্তদা
 ইত্যেতে দীর্ঘতসসা বলেদন্তাঃ সূতাঃ পুরা ।।
 প্রজাস্তপতাতস্তন্য ব্রহ্মণা কারণং প্রতি ।
 অপত্যমস্য দারেবু শ্বেষু মা ভূন্বহাত্ননঃ ।।
 ততো মনুষ্যযোনাং বৈ জনয়ামাস স প্রজাঃ ।
 সুরভিদীর্ঘতমসমথ প্রীতো বচোহব্রবীৎ ।।
 বিচার্য যশ্মাদেগাধর্ম্যং ত্বমেবং কৃতবানসি ।
 তেন ন্যায়েন মুমুচে অহং প্রীতোহস্মি তেন তে
 তস্মাস্তব তমো দীর্ঘং নিস্দ্য়াদাম্যদ্য পশ্য বৈ ।
 বাহ্পত্যঞ্চ যন্তেহন্যাং পাপং সন্তিষ্ঠতে তনৌ
 জরামৃত্যুভয়ঙ্কৈব আত্মায় প্রণুদামি তে ।
 আত্মাতমাত্রঃ সোহপশ্যৎ সদ্যস্তমসি নাশিতে
 আয়ুশ্মাংচ যুবা চৈব চক্ষুশ্মাংচ ততোহভবৎ ।

হইবে । অনন্তর সুদেষা হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠ
 পুত্র অঙ্গ জন্মগ্রহণ করিলেন । পরে ক্রমান্বয়ে
 বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুক্ষ নামক পুত্রগণ উৎপন্ন
 হন । বলির ক্ষেত্রে এই পাঁচ জন বংশধর পুত্র
 জন্মগ্রহণ করেন । পুরাকালে দীর্ঘতমা বলিকে
 এই সকল পুত্র অর্পণ করিয়াছিলেন । পূর্বে
 কোনও কারণে ব্রহ্মা ঋষি দীর্ঘতমার আত্মপুত্র
 উৎপাদনে বিঘ্ন বিধান করিয়াছিলেন; সেই জন্য
 ঐ মহাত্মার স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপত্তি হয় নাই ।
 এই কারণেই তিনি মানুষ যোনিতে প্রজা
 উৎপাদন করেন । সুরভি প্রীত হইয়া
 দীর্ঘতমাকে বলিলেন, -যেহেতু গোধর্ম
 পর্যালোচনা করিয়া তুমি এই প্রকার করিলে,
 এই জন্য তোমায় আমি প্রীত হইয়া মোচন
 করিলাম । তুমি দেখ, এই কারণেই এখন আমি
 তোমার দীর্ঘ তমোভাব অপনয়ন করিতেছি ।
 তোমার দেহে অন্য যে বাহ্পত্য পাপ আছে,
 সেই পাপ এবং তোমার জরা-মরণ ভয়ও আমি
 আত্মাণ করিয়া অপনীত করিতেছি । এই বলিয়া
 সুরভি আত্মাণ করিবামাত্র ঋষি
 দেখিলেন-সহসা তাঁহার তমোরাশি বিনষ্ট

গবা দীর্ঘতমাঃ সোগন্ধ গৌতমঃ সমপদ্যত ।।
 কক্ষীবাংস্তা ততো গভা সহ পিত্রা গিরিপ্রজাম
 যতোদিষ্টং হি পিত্রার্থে চচার বিপুলং তপঃ ।।
 ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতঃ স বৈ ।
 বিধুয় মানুজো দোষান ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান

প্রভুঃ ।।

ততোহব্রবীৎ পিতা চৈনং পুত্রবানশ্ম্যহং প্রভো
 সৎপুত্রেণ ত্বয়া তাত কৃতার্থোহস্মি যশস্বিনা ।।
 যুক্তাত্মা হি ততঃ সোহথ প্রাপ্তবান ব্রহ্মণঃ

ক্ষয়ম ।

ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্য কক্ষীবান সহস্যসৃজৎ সূতান
 কৃষ্ণাঙ্গা গৌতমাস্তে বৈ স্মৃতাঃ কক্ষীবতঃ সূতাঃ
 ইত্যেষ দীর্ঘতমসো কলেবৈরোচনস্য বৈ ।
 সমাগমঃ সমাখ্যাতঃ সন্তানং চোভয়োস্তয়োঃ ।
 বলিস্তানভিষিচ্যেহ পঞ্চ পুত্রানকশ্মদান ।।

হইল । তিনি আয়ুশ্মান, চক্ষুশ্মান ও যুবা পুরুষ
 হইয়া উঠিলেন । গো কর্তৃক তাঁহার দীর্ঘতমঃ
 অপনীত হইল বলিয়া পরবর্তী কালে তিনি
 গৌতম নামে পরিচিত হইলেন । অনন্তর
 কক্ষীবান পিতার সহিত গিরিব্রজে গমন
 করিলেন । সেখানে গিয়া তিনি পিতার তৃপ্তির
 জন্য যথাবিধি বিপুল তপস্যা আচরণ করিলেন ।
 দীর্ঘকাল পরে কক্ষীবান তপঃসিদ্ধ হইয়া দোষ
 পরিহারপূর্বক অনুজ সহ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।
 অতঃপর পিতা কহিলেন, -হে প্রভাবশালিন্!
 আমি অদ্য তোমার দ্বারা পুত্রবান হইলাম । হে
 তাত! তুমি যশস্বী, সৎপুত্র; তোমার জন্য আমি
 কৃতার্থ হইলাম । এই বলিয়া ঋষি দীর্ঘতমা
 যোগাবলম্বনে ব্রহ্মপদে বিলীন হইলেন ।
 কক্ষীবান ব্রাহ্মণ হইয়া এক সহস্র পুত্র উৎপাদন
 করেন । ৮১-৯৬ । তাঁহার পুত্রগণ সকলেই
 কৃষ্ণাঙ্গ গৌতম খ্যাতি লাভ করিলেন । এই আমি
 বিরোচনন্দন বলি ও দীর্ঘতমার সমাগম-সংবাদ
 এবং ঐ উভয়ের পুত্রলাভ-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম ।
 রাজা বলি তাঁহার সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে

কৃতার্থঃ সোহপি যোগাত্মা যোগমশ্রিত্য চ
প্রভুঃ ।

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কালাকাজী চরত্যত । ।
তত্রাস্য তু রাজর্ষে রাজাসীদধিবাহনঃ ।
সাপরাধসুদেষ্টায়া অনপানোহভবনুপঃ । ।
অনপানস্য পুত্রস্ত রাজা দিবিরথঃ স্মৃতঃ ।
পুত্রো দিবিরথস্যাসীদ্বান ধর্মরথো নৃপঃ ।
স বৈ ধর্মরথঃ শ্রীমান যেন বিষ্ণুপদে গিরৌ ।
সোমঃ শঙ্কোণ সহ বৈ যজ্ঞে পীতো মহাত্মনা ।
সূনুর্ধর্মরথস্যাপি রাজা চিত্ররতোহভবৎ ।
অথ চিত্ররথস্যাপি রাজা দশরথোহভবৎ
লোমপাদ ইতি খ্যাতো यस্য শান্তা সুতাভবৎ
স তু দাশরথিবীরচতুরঙ্গে মহামনাঃ ।
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞেহথ কুলবর্দ্ধনঃ । ।
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্য পৃথুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ।
পৃথুলাশ্বসুতস্তাপি চম্পা নাম বভূব হ ।
চম্পস্য তু পুরী রম্যা রম্যা যা মালিনী ভবৎ

বিভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য
হইলেন এবং পরে যোগাবলম্বনে সর্বভূতের
অদৃশ্য হইয়া কালপ্রতীক্ষায় তপস্যাচরল
করিতে লাগিলেন । রাজর্ষি অঙ্গের পুত্র রাজা
দধিবাহন; সুদেষ্টার অপরাধে ইনি
অপানবিহীন হইয়াছিলেন; তাই ইহার অপর
নাম অনপান । অনপানের পুত্র দিবিরথ;
তৎপুত্র রাজা ধর্মরথ । সেই শ্রীমান ধর্মরথ
রাজা বিষ্ণুপদ পর্বতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া
ছিলেন । মহাত্মা ইন্দ্র সেই যজ্ঞে স্বয়ং সোম
পান করেন । ধর্মরথের পুত্রের নাম রাজা
চিত্ররথ; তৎপুত্র দশরথ; ইনি লোমপাদ নামে
বিখ্যাত ছিলেন । প্রথমে শান্তা নামে ইহার
একমাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল । দশরথের
পুত্র মহামনা চতুরঙ্গ; ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসাদে
দশরথের এই কুলবর্দ্ধন পুত্র উৎপন্ন
হইয়াছিল । চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাশ্ব; তৎপুত্র
চম্প; চম্পের রম্য পুরীর নাম চম্পাবতী ও
মালিনী । এই পুরী চতুর্বর্ণশালিনী । রাজা চম্প

চম্পাবতী পুরী চম্পা চতুর্বর্ণা চ বৈ বসৎ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি চম্পাবত্যাং পুরাবসৎ ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ সর্বৈশ্চ ধর্মনিষ্ঠিতৈঃ
সর্বৈশ্চ ধর্মো বৈ তপসা সর্বৈশ্চ বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ।
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্ষ্যঙ্গস্য সুতোহভবৎ ।
জজ্ঞে বৈ তন্ডিকস্তস্য বারণং শুক্রবারণম ।
আনয়ামাস স মহীং মত্রেবাহনমুত্তমম । ।
হর্ষ্যঙ্গস্য তু দায়াদো রাজা ভদ্ররথঃ কিল ।
অথ ভদ্ররথস্যাসীদবৃহৎকর্ম্ম প্রজেশ্বরঃ ।
বৃহদ্রথঃসুতস্তস্য তন্মাজ্জজ্ঞে বৃহন্নানাঃ ।
বৃহন্নানান্ত রাজেন্দ্রা জনয়ামাস বৈ সুতম । ।
নাম্না জয়দ্রথং নাম তন্মদদৃঢ়রথো নৃপঃ ।
আসীদদৃঢ়রথস্যাপি বিশ্বজিজ্ঞনমেজয়ঃ । ।
দায়াদস্তস্য চাঙ্গৈভ্যো যশ্মাৎ কণোহভবনুপঃ ।
কর্ণস্য শূরসেনস্য দ্বিজস্তস্যাত্মজঃ স্মৃতঃ । ।
ঋষয় উচুঃ ।

সূতাত্মজঃ কথং কর্ণঃ কথং চাঙ্গস্য বংশজঃ ।
এতদিচ্ছাম বৈ শ্রোতুমত্যর্থং কুশলো হসি ।

এখানে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস করিয়াছিলেন । ইহার
রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্ব স্ব
ধর্মে অনুরক্ত ছিল । সকলেই তপস্যা ও
ধর্মচরণ করিত । সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ছিল ।
পূর্ণভদ্রের প্রসাদে চম্পের হর্ষ্যঙ্গ নামে এক পুত্র
হয় । বৈতন্ডিক নামে ইহার এক হস্তী ছিল ।
ইনি মন্ত্রবলে ইন্দ্রের উত্তম বাহন ঐরাবতকে
ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন । ৯৭-১০৯ ।
হর্ষ্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ; তৎপুত্র প্রজানাথ
বৃহৎকর্ম্ম; তৎপুত্র বৃহদ্রথ; তৎপুত্র বৃহন্নানা;
বৃহন্নানা জয়দ্রথ নামে এক পুত্র উৎপাদন
করেন । জয়দ্রথের দৃঢ়রথ নামে এক পুত্র হয় ।
দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্ববিজয়ী জনমেজয় । ইহার
অঙ্গ হইতে কর্ণ নামে এক পুত্র হয় । কর্ণ
অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন । তাহার পুত্রের নাম
শূরসেন; তৎপুত্র ধ্বজ । ঋষিগণ কহিলেন-কর্ণ
সূতপুত্র হইলেন কিরূপে? এবং কিরূপেই বা

সূত উবাচ ।

বৃহত্তানোঃ সূতো জজ্ঞে নায়া রাজা বৃহন্নানাঃ ।
 তস্য পত্নীদ্বয়ং চার্সীচৈদ্যস্যোভে চ তে সুতে
 যশোদবৌ চ সত্যা চ তাত্যাং বংশদ্য ভিত্ততে
 জয়দ্রথশ্চ রাজেন্দ্রো যমোদেব্যাং ব্যজা ত ।।
 ব্রহ্মক্ষত্রান্তরঃ সত্যবিজয়ো নাম বিষ্ণুতঃ ।
 বজয়স্য ধৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো ধৃতব্রতঃ ।।
 ধৃতব্রতস্য পুত্রস্য সত্যকর্মা মহাযশাঃ ।
 সত্যকর্মসুতশ্চাপি সূতস্বধিরথস্ত বৈ ।।
 স কর্ণং পরিজগ্মাহ তেন কর্ণদ্য সূতজঃ ।
 এবম্বঃ কথিতং সর্বং কর্ণে যদৈ প্রচোদিতম ।।
 এতেহঙ্গবংশজাঃ সর্বের রাজানঃ কীর্তিতা ময়া
 বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ পুরোস্ত শৃণুত প্রজাঃ ।।

সূত উবাচ ।

পুরোঃ পুত্রো মহাবাহু রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ ।
 অবিক্রান্ত সূতস্তস্য যঃ প্রাচীমজয়দিশম ।।

তিনি অঙ্গবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন? তুমি
 একান্ত বক্তৃকুশল; আমরা তোমার মুখে এই
 সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত
 কহিলেন—বৃহত্তানুর পুত্র রাজা বৃহন্নানা; তাহার
 দুই পত্নী—দুই জনই চৈদ্য নরপতির নন্দিনী।
 তাহাদের নাম—যশোদেবী ও সত্যা। এই দুই
 পত্নী হইতেই ঐ বংশ দুইভাগে বিভক্ত হয়।
 রাজেন্দ্র জয়দ্রথ যশোদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ
 করেন। সত্যা হইতে বিখ্যাত ব্রহ্মক্ষত্র বিজয়
 উৎপন্ন হন। বিজয়ের পুত্র ধৃতি; তৎপুত্র
 ধৃতব্রত; তৎপুত্র মহাযশা সত্যকর্মা; তৎপুত্র
 সূত অধিরথ; এই অধিরথ কর্ণকে পরিগ্রহ
 করেন; তাই কর্ণ সূতপুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন।
 কর্ণসম্বন্ধে আপনাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় এই
 বর্ণন করিলাম। বলা বাহুল্য, অঙ্গবংশীয়
 রাজগণের সমুদায় বিবরণই আপনাদের নিকট
 কীর্তিত হইল। এক্ষণে বিস্তর ও
 আনুপূর্ব্বক্রমে পুরুর প্রজাবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।
 সূত কহিলেন,—পুরুর পুত্র মহাভূজ রাজা
 জনমেজয়; তৎপুত্র অবিক্র; ইনি প্রাচী দিক্

অঙ্কিতঃ প্রবীরস্ত মনস্যুরভবৎ সূতঃ ।

রাজাথো জয়দো নাম মনস্যোরভবৎ সূতঃ ।।
 দায়াদন্তস্য চাপ্যাসীদধ্বকর্নাম মহীপতিঃ ।
 ধুক্কাবহগবী পুত্রঃ সঙ্ঘাতিস্তস্য চাত্মজঃ ।।
 সঙ্ঘাতেরথ রৌদ্রাশ্বস্তস্য পুত্রান্নিবোধত ।
 রৌদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যাং বৈ দশান্সরসি সুনবঃ ।
 রজেয়ুশ্চ কৃতেয়ুশ্চ কক্ষ্যুঃ স্থভিলেয়ু চ ।
 ঘৃতেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চৈচব সপ্তমঃ ।।
 ধর্ম্যেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ বনেয়ুর্দশমস্ত সঃ ।
 রুদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শুভা জামলজা ততা ।।
 তলা খলা চ সপ্তৈতা যা চ গোপজলা স্মৃতা ।
 তথা তাম্ররসা চৈব রত্নকুটী চ তা দশ ।
 আদ্রোয়ো বংশতস্তসাং ভর্তা নাম্না প্রভাকরঃ
 অনাদৃষ্টদ্য রাজর্ষী নিবেয়ুস্তস্য চাত্মজঃ ।।
 রিবেয়োর্জুলনা নাম ভার্য্যাবৈ তক্ষাকাত্মজা ।
 যস্যাং দেব্যাং স রাজর্ষী রন্তিনারং ত্বজীজনং
 রন্তিনারঃ সরস্বত্যাং পুত্রানজনয়চ্ছুভান ।
 ত্রসুং তথাপ্রতিরথং ধ্রুবং চৈবাতিধার্মিকম ।।

জয় করিয়াছিলেন। অবিক্রের পুত্র প্রবীর;
 তৎপুত্র মনস্যু; তৎপুত্র রাজা জয়দ; তৎপুত্র
 মহীপতি ধুকু; তৎপুত্র বহগবী; তৎপুত্র সঙ্ঘাতি;
 তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব। এই রৌদ্রাশ্বের পুত্রগণের
 বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমরা ঘৃতাচীর গর্ভে
 রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—
 রজেয়ু, কৃতিয়ু, কক্ষ্যু, স্থভিলেয়ু, ঘৃতেয়ু,
 জলেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্যেয়ু, সন্নতেয়ু ও বনেয়ু।
 এতদ্ভিন্ন রৌদ্রাশ্বের দশটি কন্যা জন্মিয়াছিল,
 তাহাদের নাম—তলা, খলা, গোপজলা, রুদ্রা,
 শূদ্রা, মদ্রা, শুভা, জামলজা, তাম্রবর্ণা ও
 রত্নকুটী। অত্রিবংশীয় প্রভাকর উহাদিগের পাণি
 গ্রহণ করেন। রাজর্ষি অনাদৃষ্টের পুত্রের নাম
 রিবেয়ু। রিবেয়ুর স্ত্রী তক্ষকনন্দিনী জুলনা।
 ইহার গর্ভে রাজর্ষি রিবেয়ু রন্তিনার নামে এক
 পুত্র উৎপাদন করেন। রন্তি সরস্বতীর গর্ভে
 ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটি ধার্মিক

গৌরী কন্যা চ বিখ্যাতা মাক্ষাতুর্জননী শুভা ।
 ধূর্য্যোহপ্রতিরথস্রাপি কঠস্তস্যাতবৎ সুতঃ ।।
 মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য যশ্মাৎ কাষ্ঠায়না দ্বিজাঃ ।
 ইতিনানুয়মস্যাসীৎ কন্যা সাজনয়ৎ সুতান ।।
 এসোঃ সুদয়িতং পুত্রমিলিনং ব্রহ্মবাদিনম ।
 উপদানবী ততো লেভো চতুরস্থিলিনাত্রাজান ।।
 সুশ্রুতমথ দুশ্রুতং প্রবীরমনঘং ততা ।
 চক্রবর্তী ততো জজ্ঞে দৌশ্রুতিনৃপশ্রুতমঃ ।।
 শকুন্তলায়াং ভরতো যস্য নান্না তু ভারতম ।
 দুশ্রুতং প্রতি রাজানং বাণবাচাশরীনিণী ।।
 মাতা ভজ্ঞা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ
 ভর স্বপুত্রং দুশ্রুত সতামাহ শকুন্তলা ।।
 রেতোধঅঃ পুত্রং নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ।

পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা উৎপাদন করেন। সুন্দরী গৌরী মাক্ষাতার জননী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অপ্রতিরথের ধূর্য্য নামে এক পুত্র হয়। ধূর্য্যের পুত্র কঠ; তৎপুত্র মেধাতিথি; ইহার পুত্রগণ এই মেধাতিথি হইতেই কাষ্ঠায়ন দ্বিজ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ইহার এক কন্যা ছিল। সেই কন্যার গর্ভেও কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়। রস্তিনস্তন ত্রসুর প্রিয় পুত্র ইলিন। ইনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ইলিন হইতে উপদানবী চারিটি পুত্র লাভ করেন; সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—সুশ্রুত, দুশ্রুত, প্রবীর ও অনঘ। দুশ্রুত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন। এই দুশ্রুত নন্দন মহারাজ চক্রবর্তী ছিলেন। ইহারই নামানুসানে ভারতবর্ষ নাম প্রসিদ্ধ হয়। পুরাকালে রাজা দুশ্রুতের প্রতি এইরূপ এক অশরিনী বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল যে, মাতা ভজ্ঞারূপিনী; পুত্র পিতারই আত্মা, কেননা, যে যাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, সে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। অতএব হে দুশ্রুত! তুমি তোমার স্বীয় পুত্রকে পোষণ কর; শকুন্তলা সত্য কথাই কহিয়াছে। হে নরদেব! পিতা পুত্রকে যম ভয় হইতে পরিভ্রাণ করিয়া থাকে। তুমিই

ত্বং চাস্য দাতা গর্ভস্য মাভমংস্থাঃ শকুন্তলাম ।
 ভরতস্তিসৃষু জীযু নব পুত্রানজীবনৎ ।
 নাভ্যনন্দচ্চ তান রাজা নানুরূপা মমেতু্যত ।।
 ততস্তা মাতরঃ ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্নিন্যূর্যমক্ষয়ম ।
 ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিতথং পুত্রজন্ম তৎ ।।
 ততো মরুদ্ভিরানীয় পুত্রস্য স বৃহস্পতেঃ ।
 সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুদ্ভিঃ ক্রুতুভিবিভুঃ ।
 তত্রৈবোদাহরন্তীদং ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ ।
 জন্মসংক্রমণধৈব মরুদ্ভির্ভতায় বৈ ।।
 পত্ন্যামাসন্নগর্ভায়ামশিজঃ সংস্থিতঃ কিল ।
 ব্রাতুর্ভার্য্যাং স দৃষ্টাথ বৃহস্পতিরুবাচ হ ।
 অলক্তা তনুং স্বাং তু মৈথুনং দেহি মে শুভে
 এবমুক্তব্রবীদেনমন্তর্বতী হ্যহং বিভো ।

এই গর্ভের ধাতা; অতএব পুত্রকে ও শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না। ভরত তাঁহার তিন জ্বর গর্ভে নয় পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু সেই সকল পুত্র নিজের অনুরূপ হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন না। অনন্তর মাতৃপণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের গর্ভোৎপন্ন সমস্ত পুত্রকেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সেই নরেন্দ্র ভরতের পুত্রজন্ম বিফল হইয়া গেল। অতঃপর যজ্ঞের ফলে মরুদগণ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে আনয়ন করিয়া ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করিলেন। ২২৯-২৩৯। ভরতের উদ্দেশে মরুদগণ কর্তৃক ধীমান্ ভরদ্বাজের এইরূপ জন্মসংক্রমণ ব্যাপার উপলক্ষে এক পুরাবৃত্তান্ত উদাহৃত আছে যে, পূর্বে অশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পত্নীর আসন্ন গর্ভাবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন। অশিজপত্নী বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূ; বৃহস্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—হে শুভে! তুমি স্বীয় দেহ বিভূষিত করিয়া আমাকে মৈথুন দান কর। বৃহস্পতির এই কথায় অশিজপত্নী উত্তর করিলেন—হে

গৰ্ভঃ পরিণতশ্চায়ং ব্রক্ষ ব্যাহরতে গিয়া ।।
 মমোঘরেভাস্তৃগপি ধম্মশ্চৈব বিগর্হিতঃ ।
 এবমুক্তোহব্রবীদেনাং স্ময়মানো বৃহস্পতিঃ ।।
 বিনয়ো নোপদেস্টব্যস্তুয়া মম খণ্ডন ।
 হর্ষমাণঃ প্রসহ্নৈনাং মৈথুনাযোপচক্রামে ।।
 তকো বৃহস্পতিং গর্ভে গর্ষমাণমুবাচ হ ।
 সন্নিবিষ্টো হ্যহং পূর্বমিহ তাত বৃহস্পতে ।।
 অমোঘরেতাচ্চ ভবান্নবকাশোচস্তু চ দ্বয়োঃ
 এবমুক্তঃ স গর্ভেণ কুপিতঃ প্রত্যুবাচ হ ।।
 যস্মান্মমীদৃশে কালে সর্বভূতেষু সতি ।
 প্রতিষেধসি তত্তস্মাস্তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি ।।
 পাদান্ত্যাং তেন তচ্ছন্নং মাতুর্দারং বৃহস্পতেঃ
 ভদ্রেতস্ত তয়োর্মধ্যেহনিবার্য্যাঃ শিশুকোহভবৎ
 সদ্যোজাতং কুমারং তং দৃষ্টাথ মমতাব্রবীৎ

গামিষ্যামি গৃহং স্বং বৈ ভর দ্বাজং বৃহসপএত ।।
 এবমুত্বা গতায়্যং স পুত্রং ত্যজতি তৎক্ষণাৎ
 ভরশ্ব দ্বাজমিত্যুক্তো ভরদ্বাজস্ততোহভবৎ ।।
 মাতাপিতৃভ্যাং সন্তজ্ঞং দৃষ্টাথ মরুতং শিশুম
 গৃহীত্বৈনং ভরদ্বাজং জগ্মুনেত কৃপয়া ততঃ ।।
 তস্মিন কালে তু ভরতো মরুদ্ভিঃ ক্রুতুভিঃ

ক্রমাৎ ।

কাম্যনৈমিত্তিকৈর্ষজৈর্ষজতে পুত্রলিঙ্গায়া ।।
 যদা সা যজমানে বৈ পুত্রান্নাসাদয়ৎ প্রভুঃ ।
 যজ্ঞং ততো মরুৎসোমং পুত্রার্থে পুনরাহরৎ ।।
 তেন তে মরুতস্তস্য মরুৎসোমেন তোষিতাঃ ।
 ভরদ্বাজং ততঃ পুত্রং বহিস্পত্যং মনীষিণম ।।
 ভরতস্ত ভরদ্বাজং পুত্রং প্রাপ্য তদাব্রবীৎ ।
 প্রজায়াংসংস্রতায়্যংবৈ কৃতাখোহহং ত্বয়া বিভো
 পূর্বস্ত বিতথং তস্য কৃতং বৈ পুত্রজন্ম হি ।

বিভো! আমি অন্তর্কর্ত্তী আছি। আমার গর্ভ
 পূর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে বেদবাক্য উচ্চারণ
 করিতেছে। তুমি অমোঘরেতাঃ-বিশেষতঃ
 এইরূপ ধর্মও অতি গর্হিত। সুতরাং আমি
 তোমার প্রস্তাবে অসম্মত। অশিজপত্নী এই
 কথা কহিলে, বৃহস্পতি হাসিয়া উত্তর করিলেন-
 তুমি আমায় কোনরূপ বিনয় শিক্ষা দিও না;
 এই বলিয়া হর্ষভরে সহসা তাহাকে মৈথুন
 করিতে উপক্রম করিলেন। অনন্তর গর্ভস্থ
 বালক তখন প্রহৃষ্ট বৃহস্পতিকে বলিলেন, -হে
 তাত বৃহস্পতে! আমি পূর্বে আসিয়া এখানে
 উপবিষ্ট হইয়াছি। আপনি অমোঘরেতাঃ-
 আপনার রেতঃপাত ব্যর্থ হইবে না; অথচ
 এখানে দুইজন থাকিবার স্থান নাই। গর্ভ এই
 কথা কহিলে বৃহস্পতি কুপিত হইয়া কহিলেন-
 যেহেতু তুমি এই প্রকার সর্বভূতের সুখকর
 কালে আমায় নিষেধ করিলে; এই অপরাধে
 তুমি দীর্ঘ তমোমধ্যে প্রবেশ করিবে। যাহা
 হউক, গর্ভস্থ বালক পদ দ্বারা মাতার যোনিদ্বার
 রুদ্ধ করিয়া রাখিল, কাজেই বৃহস্পতির বীৰ্য্য
 প্রবিষ্ট হইতে হইতেই তখন এক শিশু ভূমিষ্ঠ

হইল। সদ্যোজাত কুমারকে দেখিয়া
 অশিজপত্নী মমতা কহিলেন-হে বৃহস্পতে!
 আমি গৃহে যাই; তুমি এই দ্বাজ অর্থাৎ জারজ
 শিশুকে ভরণ কর। মমতা এই বলিয়া পুত্র
 পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।
 'ভরশ্বদ্বাজম' এই কথা বলায় তৎকালে সেই
 পুত্রের নাম হইল ভরদ্বাজ। মরুদ্গণ
 দেখিলেন, -মাতা-পিতা শিশুকে পরিত্যাগ
 করিয়া গেল। তদর্শনে তাঁহারা কৃপাপরবশ
 হইয়া তাহাকে গ্রহণপূর্বক গ্রহণ করিলেন।
 রাজা ভরত এই সময় পুত্রকামনায় কাম্য এবং
 নৈমিত্তিক ভেদে বিবিধ যজ্ঞেয় অনুষ্ঠান
 করিতেছিলেন। তিনি বহু যজ্ঞ করিয়াও যখন
 পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না, তখন পুনরায়
 মরুৎসোম যজ্ঞের আহরণ করিলেন। এই
 মরুৎসোম যজ্ঞে মরুদ্গণ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট
 হইলেন এবং বার্ষ্পত্য মনীষী ভরদ্বাজকে
 লইয়া গিয়া ভরতের পুত্ররূপে উপকল্পিত
 করিলেন। ১৪০-১৫৪। ভরত ভরদ্বাজকে
 পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, -হে বিভূগণ!

ততঃ স বিতথো নান ভরদ্বাজস্তাথাভবৎ ।।

তস্মাদিব্যো ভরদ্বাজো ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়োহ-

ভবৎ ।

দ্বিমুখ্যায়ণনামা স স্মৃতো দ্বিপিতসদ্য বৈ ।।

ততোহথ বিতথে জাতে ভরতঃ স দিবং যযৌ

বিতথস্য তু দায়াদো ভুরমন্যুব্ধব হ ।।

মহাভূতোপমাশাসংচাত্বারো ভুবমন্যুজাঃ

বৃহৎক্ষত্রো মহাবীর্যো নয়ো গাথশ্চ বীর্যবান

নরস্য সাক্ষতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রৌ মহৌজসৌ ।

গুরুবীর্যাদ্রিদেবশ্চ সাক্ষত্যাবররৌ স্মৃতৌ ।।

দায়াদাশ্চাপি গাথস্য শিনিবদ্ধাভব হ ।

স্মৃতিশ্চৈতে ততো গাথ্যাঃ ক্ষত্রোপেতা

দ্বিজাতয়ঃ ।।

মহাবীর্যসুতশ্চাপি ভীমস্তস্মাদুভক্ষয়ঃ ।

তস্য ভার্য্যা বিশালা তু সুষুবে বৈ সুতত্রয়ম ।

ত্রয়্যাক্ষণিং পুষ্করিণং তৃতীয়ং সুষুবে কপিম ।

আমার প্রজা নষ্ট হইয়াছিল; আমি এ সময় এই পুত্রলাভে কৃতার্থ হইলাম । ভরতের পুত্রোৎপত্তি প্রথমে বিতথ হইয়াছিল, এই জন্য ঐ আনীত পুত্র ভরদ্বাজ বিতথ নামেই অভিহিত হইলেন । এইরূপে সেই ভরদ্বাজ দিব্য ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ্য হইতে ক্ষত্রিয়ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন । তিনি দ্বিমুখ্যায়ণ ও দ্বিপিতৃক নামে পরিচিত । পুত্র বিতথ জন্মিবার পর ভরত স্বর্গে গমন করিলেন । কালক্রমে বিতথেরও ভূমন্যু নামে এক পুত্র হইল । ভূমন্যুর চারিজন মহাপ্রাণ পুত্র উৎপন্ন হয় । ঐ পুত্রচতুষ্টয়ের নাম বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য, নর ও গাথ; তন্মধ্যে নরের পুত্র সাক্ষতি । সাক্ষতির দুই পুত্র; গুরুবীর্য ও ত্রিদেব । গাথের পুত্রগণ গাথ নামে পরিচিত । ইহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত । মহাবীর্যের পুত্রের নাম ভীম; তৎপুত্র উপক্ষয় । এই উপক্ষয়ের ভার্য্যার নাম বিশাখা । বিশাখা তিন পুত্র প্রসব করেন । সেই পুত্রত্রয়ের নাম-ত্রয়্যাক্ষণি, পুষ্করী ও কপি । কপি হইতে কতিপয় ক্ষত্রিয়প্রবর পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্রগণ

কপেঃ ক্ষত্রবরা হ্যেতে ততঃ প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ।

গাথ্যাঃ সাক্ষতয়ো বীর্য্যাঃ কষএত্রাপেতা

দ্বিজাতয়ঃ ।

সংশ্রিতাদ্ভিরসং পক্ষং বৃহৎক্ষত্রস্য বক্ষ্যতি ।।

বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সুহোত্রো নাম ধার্মিকঃ ।

সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তী নাম বভূব হ ।

তেনেদং নির্মিতং পূর্বং নাম্নাবৈ হস্তিনাপুরম

হস্তিনশ্চাপি দায়াদাশ্চয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ।

অজমীড়ো দ্বিজামীড়ঃ পুরুমীড়স্তথৈব চ ।।

অজমীড়স্য পত্ন্যস্ত শুভাঃ কুরুকুলোদ্ধহাঃ ।

নীলিনী কেশিনী চৈব ধুমিনী চ বরাসনা ।।

অজমীড়স্য পুত্রস্য তাসু জাতাঃ কুলোদ্ধহাঃ ।

তপসোহস্তে সূমহতো রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য ধার্মিকাঃ

ভরদ্বাজ প্রসাদেন শৃণুধ্বং তস্য বিস্তরম ।

অজমীড়স্য কেশিন্যা কণ্ঠ সমভাবৎ কিল ।।

মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য তস্মাৎ কণ্ঠায়না দ্বিজাঃ ।

সকলেই মহর্ষি হইয়াছিলেন । গাথ, সাক্ষতি ও মহাবীর্য, ইহাদের সন্তানগণ সকলেই ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি । ইহারা অঙ্গিরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এক্ষণে বৃহৎক্ষত্রের বংশ বর্ণন করিতেছি । বৃহৎক্ষত্রের পুত্র ধার্মিক সুহোত্র । তৎপুত্র হস্তী । এই হস্তীই হস্তি নাপুরীর নির্মাতা । হস্তীর পরম ধার্মিক তিন পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহাদের নাম- অজমীড়, দ্বিজামীড় ও পুরুমীড় । অজমীড়ের তিনটি কুরুকুলবর্দ্ধিনী সুন্দরী পত্নী ছিল । তাহাদের নাম-নীলিনী, কেশিনী, ও ধুমিনী । ১৫৫-১৬৭ । এই সকল পত্নীর গর্ভে অজমীড়ের কতিপয় কুরুকুরধুরন্ধর পুত্র উৎপন্ন হয় । বৃদ্ধ রাজার বিপুল তপস্যার ফলেই ভরদ্বাজের প্রসাদে এই সকল পুত্র জন্মিয়াছিল । তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন । কেশিনীর গর্ভে অজমীড়ের কণ্ঠ নামে এক পুত্র হয় । কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাষ্ঠায়ন দ্বিজগণের

অজমীড়স্য ধুমিন্যাং জজ্ঞে বৃহদসূৰ্ণপঃ ।।
 বৃহদসৌৰ্বৃহদ্বিষ্ণুঃ পুত্রস্তস্য মহাবলঃ ।
 বৃহৎকৰ্ম্মা সুতস্তস্য পুত্রস্তস্য বৃহদ্রথঃ ।।
 বিশজিস্তনয়স্তস্য সেনজিস্তস্য চাত্বজঃ ।
 অথ সেনজিতঃ পুত্রাচ্চাত্বারো লোকবিশ্ৰুতাঃ ।।
 রুচিরাম্চচ্চ কাব্যচ্চ রামো দৃঢ়ধনুস্ততা ।
 বৎসচ্চাবন্তাকো রাজা यस্য তে পরিবৎসরাঃ ।।
 রুচিরাম্চস্য দায়াদঃ পৃথুষোণো মহাযশাঃ ।
 পৃথুষেণস্য পারস্য পারান্নীপোহথ জজ্ঞিবান ।।
 यस্য চৈকশতং চাসীৎ পুত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম ।
 নীপা ইতি সমাখ্যাতা রাজানঃ সৰ্ব্ব এব তে ।।
 তেভাং বংশকরঃ শ্রীমান রাজাসীৎ কীর্ত্তিবৰ্দ্ধন
 কাম্পিল্যে সময়ো নাম স চেষ্টসমরোহভবৎ ।
 সমরস্য পরঃ পারঃ সত্বদশ্ব ইতি ত্রয়ঃ ।
 পুত্রাঃ সৰ্ব্বগুণোপেতাঃ পারপুত্রো বৃষুৰ্বভৌ ।
 বৃষোদ্য সুকৃতিৰ্নাম সুরুতেনেহ কৰ্ম্মণা ।

প্রসিদ্ধি । অজমীড়ের ধুমিনীগর্ভে বৃহদসূ নামে
 এক পুত্র হইয়াছিল । বৃহদসুর পুত্র মহাবল
 বৃহদ্বিষ্ণু, তৎপুত্র বৃহৎকৰ্ম্মা; তৎপুত্র বৃহদ্রথ;
 তৎপুত্র বিশজিৎ তৎপুত্র সেনজিৎ ।
 সেনজিতের লোকবিখ্যাত চারিপুত্র; তাহাদের
 নাম-রুচিরাম্, কাব্য, রাম ও দৃঢ়ধনু বৎস ।
 কনিষ্ঠ বৎস আবন্তক নামে রাজা হইয়াছিলেন ।
 এই বৎসের নামানুসারেই পরিবৎসর গণনা
 হয় । রুচিরাম্‌য়ের পুত্র মহাযশা পৃথুসেন;
 তৎপুত্র পার; তৎপুত্র নীপ । আমরা শুনিয়াছি,
 এই নীপ রাজার এক শত পুত্র হইয়াছিল । ঐ
 পুত্রগণ সকলেই নীপ নামে বিখ্যাত রাজা
 হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে একজন মাত্র
 বংশধর কীর্ত্তিবৰ্দ্ধন শ্রীমান রাজা ছিলেন ।
 কাম্পিল্যে ইনি রাজত্ব করিতেন । ইহার নাম
 ছিল সমর । সমর সত্যসত্যই সমরপ্রিয়
 ছিলেন । সমরের তিন পুত্র-পর, পার, ও
 সত্বদশ্ব । এই পুত্রগণ সকলেই সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন
 ছিলেন । ইহাদের মধ্যে পারের এক পুত্র হয়;

জজ্ঞে সৰ্ব্বগুণোপেতো বিভ্রাজস্তস্য চাত্বজঃ ।।
 বিভ্রাজস্য তু দায়াদস্ত্বগুহো নাম পার্শ্বিবঃ ।
 বভুব শুকজামাতা ঋচীৰ্ভত্তা মহাযশাঃ ।।
 অণুহস্য তু দায়াদো ব্রহ্মদত্তো মহাতপাঃ ।।
 যোগসুনাঃ সুতস্তস্য বিশ্বকুসেনোহভবন্নপঃ ।
 বিভ্রাজপুত্রা রাজানঃ সুরুতেনেহ কৰ্ম্মণা ।
 বিশ্বকুসেনস্য পুত্রস্য উদকুসেনো বভুব হ ।।
 ভল্লাটস্তস্য দায়াদো রাজাসীজ্ঞনমেজয়ঃ ।
 ভল্লাটস্য তু দায়াদো রাজাসীজ্ঞনমেজয়ঃ ।
 উগ্রায়ুধেন তস্যার্থে সৰ্ব্ব নীপাঃ প্রণাশিতাঃ ।।
 ঋণয় উচুঃ ।

উগ্রায়ুধঃ কস্য কস্মিন বংশে চ কীর্ত্তাতে
 কিমর্থম্ভেব নীপান্তে তেন সৰ্ব্ব প্রণাশিতাঃ ।।
 সূত উবাচ ।

দ্বিমীড়স্য তু দায়াদো বিভ্রাজ্ঞে যবীনবঃ ।
 ধৃতিমাংস্তস্য পুত্রস্তস্য সত্যধৃতিঃ সূতঃ ।।

তাহার নাম বৃষু । বৃষুর পুত্র সুকৃতি; ইনি সৰ্ব্বদা
 সুকৃত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা ছিলেন । ইহার এক
 সৰ্ব্বগুণযুত পুত্র হয়, ইহার নাম বিভ্রাজ ।
 বিভ্রাজের পুত্র মহাযশা রাজা অণুহ । অণুহ ঋচীর
 ভর্তা ও শুকের জামাতা ছিলেন । ইহার পুত্র
 মহাতপা ব্রহ্মদত্ত; তৎপুত্র যোগসূনু; তৎপুত্র
 রাজা বিশ্বকসেন । বিভ্রাজবংশীয়গণ সুকৃত
 কৰ্ম্মের ফলে সকলেই রাজা হইয়াছিলেন ।
 বিশ্বকসেনের পুত্র রাজা উদকসেন; তৎপুত্র
 ভল্লাট । ইহারই হস্তে তৎকালিক রাজা নিহত
 হইয়াছিলেন । ভল্লাটের পুত্র জনমেজয়, ইনি রাজা
 হইয়াছিলেন । এই জনমেজয়ের নিমিত্ত উগ্রসেন
 সমস্ত নীপদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ।
 ১৬৮-১৮২ । ঋষিগণ কহিলেন,-উগ্রায়ুধ কাহার
 পুত্র? কোন বংশে জন্মিয়াছিলেন? কি নিমিত্ত
 তিনি সমগ্র নীপবংশের ধ্বংসসাধন করেন? সূত
 কহিলেন,-দ্বিমীড়ের যবীনর নামে এক বিভ্রান
 পুত্র হয় । এই যবীনরের পুত্রের নাম ধৃতিমান;

অথ সত্ৰধৃতেঃ পুত্রো দৃঢ়নেমিঃ প্রতাপবান ।
 দৃঢ়নেমিসুতস্ত্যপি সুবৰ্ম্মা নাম পার্শ্বিবঃ ।।
 আসীৎ সুবৰ্ম্মণঃ পুত্রঃ সার্কভৌমঃ প্রতাপবান
 সার্কভৌম ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যামেকরাদ্রুবভৌ
 তস্যাম্বয়ে চ মহতি মহৎপৌরবনন্দনঃ ।
 মহৎপৌরবপুত্রস্ত রাজা রুদ্ররথঃ স্মৃতঃ ।।
 অথ রুদ্ররথস্যাপি সুপার্শ্ব নাম পার্শ্বিবঃ ।
 সুপার্শ্বতনয়স্ত্যপি সুমতির্নাম ধার্মিকঃ ।।
 সুমতেরপি ধর্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমান প্রভুঃ ।
 তস্যাসীৎ সনতির্নাম কৃতস্তস্য সুতোহভবৎ ।।
 শিস্যো হিরণ্যনাভেস্য কৌতুমস্য মহাত্মনঃ ।
 চতুর্বিংশতিধা তেন প্রোক্তান্তাঃ সামসংহিতাঃ
 স্মৃতাশ্চৈব প্রাচ্যনামনঃ কার্ত্তা সায়াং তু সামগা
 কার্ত্তিরম্মায়ুধঃ সোহথ বীরঃ পৌরবনন্দনঃ ।।
 বভূব যেন বিক্রম্য পৃষতস্য পিতামহঃ ।
 নীলো নাম মহাবাহুঃ পঞ্চালক্ষাধিপতির্হতব ।।১৯২

তৎপুত্র সত্যধৃতি; তৎপুত্র প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমি;
 তৎপুত্র রাজা সুবৰ্ম্মা । সুবৰ্ম্মার এক প্রতাপবান্
 পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম সার্কভৌম । ইনি
 সার্কভৌম নামে প্রখ্যাত হইয়া পৃথিবীর একচ্ছত্র
 রাজা হইয়াছিলেন । ইহার মহাবংশে মহৎপৌর
 নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । এই মহৎপৌরের
 পুত্রের নাম রাজা রুদ্ররথ । রুদ্ররথের পুত্র রাজা
 সুপার্শ্ব; সুপার্শ্বের পুত্র ধার্মিক সুমতি; তৎপুত্র
 ধর্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমান; তৎপুত্র সনতি । এই
 সনতির পুত্র কৃত । ইনি কৌতুমশাখী মহাত্মা
 হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন । ইনিই চতুর্বিংশতি
 প্রকার সামসংহিতার বক্তা । তৎপ্রবর্ত্তিত
 সংহিতাগুলি প্রাচ্য নামে অভিহিত । ইনি
 সামসংহিতার প্রণেতা; তাই ইহার বংশীয়েরা
 সামগায়ী । এই কৃতীর উথায়ুধ নামে এক
 পৌরববংশবর্দ্ধন বীর পুত্র জন্মিয়াছিল । এই
 উথায়ুধই বিক্রম প্রকাশ করিয়া পৃষতের
 পিতামহ পঞ্চালধিপতি মহাবাহু নীল রাজাকে
 নিহত করিয়াছিলেন । ইহার পুত্রের নাম মহাযশা
 ক্ষেম; তৎপুত্র সুবীর; তৎপুত্র নৃপঞ্জয়; তৎপুত্র

উথায়ুধস্য দায়াদঃ ক্ষেমো নাম মহাযশাঃ ।
 ক্ষেমাৎ সুবীরঃ সঞ্জয়ে সুবীরস্য নৃপঞ্জয়ঃ ।
 নৃপহচর্য্যাদ্বীররথ ইত্যেতে পৌরবাঃ স্মৃতাঃ ।
 অজমীড়স্য নীলেনিন্যাং নীলঃ সমভবন্নপঃ ।
 নীলস্য তপসোম্বেণ সুশান্তিরভ্যজায়ত ।।
 পুরুজানুঃ সুশান্তেন্সু রিক্শদ্য পুরুজানুজঃ ।
 ততস্য রিক্শদায়াদা ভেদাচ্চ তনয়াস্ত্রিমে ।।
 মৃগহলঃ সৃঞ্জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিয়ুস্তথা ।
 যবীয়াংচাপি বিক্রান্তঃ কাম্পিল্যশ্চৈব পঞ্চমঃ ।।
 পঞ্চানাং রক্ষণার্থায় পিততানভ্যভাসত ।
 পঞ্চানাং বিদ্ধি পীঞ্চতান স্কীতা জনপদা যুতাঃ
 অলং সংরক্ষণে তেষাং পাহালা ইতে বিমুতাঃ
 মৃগহলস্যাপি মৌদগল্যাঃ ক্ষত্রোপেতদ্বিজাতয়ঃ
 এততে হুঞ্জিরসঃ পক্ষে সংশ্রিতাঃ কষ্ঠমৃদগলাঃ
 মৃদগলস্য সুতো জ্যোষ্ঠো ব্রহ্মিষ্ঠঃ সুমহাযশাঃ

বীররথ । ইহারা সকলেই পুরুবংশজাত ।
 নলিনীর গর্ভে অজমীড়ের নীল নামে এক পুত্র
 হয় । তীব্র তপস্যার ফলে ঐ নীল হইতে এক
 পুত্র জন্মে । এই পুত্রের নাম সুশান্তি । সুশান্তি
 র পুত্র পুরুজানু; তৎপুত্র রিক্শ; রিক্শ হইতে
 পাঁচটি বিভিন্ন পুত্র উৎপন্ন হয় । উহাদের
 নাম—মুদগল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষ্ণু, যবীয়ান, এবং
 কাম্পিল্য । ১৮৩-১৯৬ । এই পঞ্চপুত্রই
 সুবিখ্যাত, সুবিক্রান্ত, পঞ্চ রাজা ছিলেন ।
 ইহাদের জন্মের পর পিতা রিক্শ ইহাদিগকে
 ভরণপোষণ করিবার জন্য
 বলিয়াছিলেন,—জানিবে—অত্রত্য সুসমৃদ্ধ পাঁচটি
 জনপদেরই তোমরা অধিপতি হইলে । এই
 পঞ্চ জনপদই তাহাদের রক্ষণ-পোষণে
 পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল; তাই পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল
 জনপদ পঞ্চাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ।
 মুদগলের বংশধরেরা মৌদগল্য নামে
 পরিচিত । ইহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি । উহারা
 কষ্ঠমৌদগল নামে অভিহিত হইয়া সতত
 অঙ্গিরার পক্ষেই অবস্থিত । মুদগলের জ্যেষ্ঠ

ইন্দ্রসেনা যতো গৰ্ভং বধ্যশ্চ প্রত্যপদ্যত ।
 বধ্যশ্চান্মিথুনং জজ্ঞে মোনকা ইতি নঃ শ্রুতিঃ । ।
 দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী ।
 মারুতস্য দায়াদহল্যা সমসূয়ত । ।
 শতুনন্দমৃষিশ্রেষ্ঠং তস্যাপি সুমহাযশাঃ ।
 পুত্রঃ সত্যধৃতির্নাম ধনুর্বেদস্য পারগঃ । ।
 অথ সত্যধৃতেঃ শূক্রং দৃষ্টান্নরসমগ্রতঃ ।
 প্রচক্ষন্দ শরস্ত্রে মিতুনং সিমপদ্যত । ।
 কৃপয়া তচ্চ জগ্নাহ শস্ত্রনুর্মুগয়াং গতঃ ।
 কৃপঃ স্মৃতঃ স বৈ কন্যাদেগীতমী চ কৃপী তথা
 এতে শারদ্বতাঃ প্রোক্তা ঋতথ্যা গৌতমান্বয়াঃ
 অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দিবোদাসস্য সন্ততিম । ।
 দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রক্ষিষ্ঠো মিত্রযুর্নপঃ ।
 মৈত্রেয়ম্য ততো জজ্ঞে স্মৃতা এতেহপি সংশ্রিতাঃ ।

এতহিপি সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষাত্রোপেতাদ্য
 ভার্গবাঃ ।
 রাজাপি চ্যবনো বিদ্বাংস্ততোহপ্রতিরথোহভবৎ
 অথ বৈ ব্যবনাকীমান সুদাসঃ সমপদ্যত ।
 সৌদাসঃ সহদেবশ্চ সোমকস্তস্য চাত্মজঃ । ।
 অজমীঢ়ং পুনর্জাতঃ ক্ষীণে বংশে স সোমকঃ
 সোমকন্য সুতো জন্মভূতঃ তস্মিন মতং বিবো
 পুত্রাণামজমীঢ়স্য সোমকত্বৈ মহাত্মনঃ ।
 তেষাং ঘবীয়ান পৃষতো দ্রুপদস্য পিতাভবৎ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সুতস্তস্য ধৃষ্টকেতুশ্চ তৎসুতং ।
 মহিষী চাজমীঢ়স্য ধুমিনী পুত্রগর্ভিনী । ।
 পুনর্ভবে তপস্তপে শতং বর্ষাণি দূশ্রম ।
 হ্রদ্রপ্যান্দিদ্রা হ্যভবৎ পবিত্রমিতভোজনা । ।
 অহোরাত্রং কুশেবের সুবাপ সুমহাব্রতা ।
 তস্যাং বৈ ধুমবর্ণয়ামজমীঢ়শ্চ বীর্যবান । । ২১৩

পুত্র-সুমহাযশা ব্রক্ষিষ্ঠ । রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা ইহা
 হইতে এক পুত্র প্রসব করেন । উহার নাম
 বধ্যশ্চ । আমরা শুনিয়াছি, ঐ বধ্যশ্চ হইতে
 মেনকার গর্ভে এক মিথুন উৎপন্ন হয় । ঐ
 মিথুনের একজন - রাজর্ষি দিবোদাস এবং
 অপর - যশস্বিনী অহল্যা । শারদ্বৎ হইতে
 অহল্যার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্র
 ঋষিশ্রেষ্ঠ শতানন্দ । ইহার পুত্র মহাযশা
 সত্যধৃতি ধনুর্বেদের পারদর্শী ছিলেন । একদা
 সম্মুখে এক অস্ত্র দর্শনে সত্যধৃতির
 রেতঃস্থলিত হইয়া শরস্ত্রে পতিত হয় । ঐ
 পতিত রেতঃ হইতে একটা মিথুন জন্মগ্রহণ
 করে । ঘটনা ক্রমে রাজা শস্ত্রনু মৃগয়ায়
 গিয়াছিলেন; তিনি কৃপাপূর্বক ঐ সদ্যোজাত
 মিথুনকে গ্রহণ করেন । সেই হইতে উহার
 একের নাম কৃপ; অপর কন্যা কৃপী । এই
 কৃপীর নামান্তর গৌতমী । এই আমি শারদ্বতের
 বংশবিস্তার বলিলাম; এই বংশীয়গণ
 গৌতমগোত্রীয়; ইহারা ঋতথ্য নামে পরিচিত ।
 অতঃপর দিবোদাসের সন্ততি বিস্তার

বলিতেছি । দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু । ইনি
 ব্রক্ষিষ্ঠ ছিলেন । ইহার পুত্রের নাম মৈত্রেয় । এই
 দিবোদাসবংশীয়গণ ক্ষত্রোপেত ও ভার্গবের
 পক্ষাশ্রয়ী বলিয়া ভার্গব । চ্যবন নামে এই বংশে
 এক বিদ্বান্ রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্র অপ্রতিরথ ।
 ঐ চ্যবনের আরও এক পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহার
 নাম সুদাস । সুদাসের পুত্র সহদেব; তৎপুত্র
 সোমক । বংশক্রয়ের উপক্রমে রাজা অজমীঢ়ই
 পুনরায় সোমক হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ।
 সোমকের পুত্র জম্ব । জম্ব মৃত্যুমুখে পতিত
 হইলে সোমকরূপী মহাত্মা অজমীঢ়ের একশত
 পুত্র উৎপন্ন হয় । উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত ।
 ইনি দ্রুপদের পিতা । ১৯৭-২১০ । দ্রুপদের
 পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন; তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু । অজমীঢ়ের মহিষী
 ধুমিনী শতবর্ষ যাবৎ দূশ্র তপস্যা করেন । ইনি
 তপশ্রণ কালে অগ্নিতে আহুতি দিতেন, অন্দিদ্রায়
 রাত্রি কাটাইতেন, পবিত্রভাবে থাকিতেন,
 মিতভোজনে জীবন ধারন করিতেন এবং
 অহোরাত্র কুশান্তরণে শয়ন করিতেন । এই ভাবে
 তাঁহার মহাব্রত আচরিত হইয়াছিল । ব্রতচরণের

ঋক্ষং সা জনয়ামাস ধুম্রবর্ণং সিতাশ্রজম ।
 ঋক্ষাং সংবরণো জজ্ঞো কুরুঃ সংবরণাদভূৎ ।।
 যঃ প্রয়াগং পদাক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ ।
 কুট্টৈনং সুমহাতেজা বর্ষাণি সুবহুন্যথ ।।
 কৃষ্যমাণে তদা শত্রুস্তত্রাস্য বরদো বভৌ ।
 পুণ্যহুচ রমণীঞ্চ পুণ্যকৃষ্টির্নিষেবিতম ।।
 তস্যান্ববায়জাঃ খ্যাতাঃ কুরবো নৃপসন্তমাঃ ।
 কুরোস্য দয়িতাঃ পুত্রাঃ সুধন্বা জহুরেব চ ।।
 পরিক্ষিতো মহারাজঃ পুত্রকচারিমর্দনঃ ।
 সুধন্বনদ্য দায়াদঃ পুত্রাঃ সনন্বা জহুরেব চ ।।
 পরিক্ষিতো মহারাজঃ পুত্রকচারিমর্দনঃ ।
 চ্যবনস্য কৃতঃ পুত্র ইষ্টা যজ্ঞৈর্মহাতপাঃ ।।
 বিশ্রুতং জনয়ামাস পুত্রমিন্দ্রসথং নৃপঃ ।
 বিদ্যোপরিচরং বীরং বসুং নামান্তরিক্ষগম ।।
 বিদ্যোপরিচরাজ্জজ্ঞে গিরিকা সপ্ত সূনবঃ ।

কঠোরতায় তিনি ধুম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন ।
 ঐ অবস্থায় বীর্য্যবান অজমীঢ় তাঁহার গর্ভে রিক্ষ
 নামে এক ধুম্রবর্ণ পুত্র উৎপাদন করেন । রিক্ষ
 হইতে সম্বরণের জন্ম হয় । সম্বরণ হইতে কুরু
 জন্মগ্রহণ করেন । এই কুরু পদব্রজে প্রয়াগ
 হইয়া পরে কুরুক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক উহাকে পুণ্য
 তীর্থরূপে পরিণত করেন । মহাতেজা কুরু
 কুরুক্ষেত্রে আসিয়া বহু বর্ষ যাবৎ ঐ স্থান কর্ষন
 করেন । এই ব্যাপারে ইন্দ্র তাঁহাকে বর দানে
 উদ্যত হন । তাঁহার বরের প্রভাবে ঐ স্থান
 পুণ্য, রমণীয় ও পুণ্যকারীদিগের নিষেবণীয়
 হয় । এই কুরুর বংশধর নৃপশ্রেষ্ঠগণ সকলেই
 কুরু নামে বিখ্যাত । রাজা কুরুর পাঁচ পুত্র;
 নাম-সুধন্বা, জহু, পরিক্ষিত পুত্রক, ও
 অরিমর্দন । তন্মধ্যে সুধন্বার পুত্র মতিমান্
 সুহোত্র; তৎপুত্র-চ্যবন । ইনি এক জন ধর্মাথ
 তত্ত্বজ্ঞ বিশিষ্ট রাজা ছিলেন । ইহার পুত্র মহাতপা
 কৃত । ইনি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্রুত
 নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । বিশ্রুত স্বীয়
 গুণে ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন । বিদ্যোপরিচয়
 নামে এক অন্তরিক্ষচর বসু হইতে গিরিকা

মহারথো মগধরাদুবিশ্রুতে যো বৃহদ্রথ ।।
 প্রত্যগ্রহঃ কুশশ্চৈব যযাহর্মণিবাহনম ।
 মাইথিল্যশ্চ ললিতশ্চ মৎস্যকালশ্চ সপ্তমঃ ।।
 বৃহদ্রথস্য দায়াদঃ কুশাশ্রো নাম বিশ্রুতঃ ।
 কুশাশ্রস্যাত্রজশ্চৈব ঋষভো নাম বীর্য্যবান ।।
 ঋষভস্যাপিদায়াদঃ পুষ্পবান্নাম ধার্মিকঃ ।
 বিক্রান্তস্তস্য দায়াদো রাজা সত্যহিতং স্মৃতঃ ।।
 তস্য পুত্রঃ সুধন্বা চ তন্মাদুর্জঃ প্রতাপবান ।
 উর্জস্য নভস্য পুত্রস্তস্মাজ্জজ্ঞে স বীর্য্যবান ।।
 শকলে ধ্বংসে বৈ জাতো জরয়া নৃকতস্য সঃ ।।
 সর্ব্বক্ষত্রস্য জেতাসৌ জরাসন্ধো মহাবলঃ ।
 জরাসন্ধস্য পুত্রস্য সহদেবঃ প্রতাপবান ।।
 সহদেবাত্রজঃ শ্রীমান সোমাধিঃ সুমহাতপাঃ ।
 শ্রুতশ্রবাস্য সোমাদের্মগধং পরিকীর্তিতঃ ।।

সূত উবাচ ।

পরিক্ষিতস্য দায়াদো বভুব জনমেজয়ঃ ।

সাতটী পুত্র লাভ করেন । ঐ পুত্রসপ্তকের মধ্যে
 প্রথম পুত্র মগধরাজ বৃহদ্রথ । তদনন্তর প্রত্যগ্রহ,
 কুশ, মণিবাহন, মাখল্য, নলিন ও মৎস্যকাল ।
 ইহাদের মধ্যে বৃহদ্রথের পুত্র কুশাশ্র; তৎপুত্র
 বীর্য্যবান ঋষভ; তৎপুত্র ধার্মিক পুষ্পবান;
 তৎপুত্র বীর্য্যবান রাজা সত্যহিত । তৎপুত্র সুধন্বা;
 তৎপুত্র প্রতাপবান্ উর্জ; তৎপুত্র নভস । ইনি
 অতি বীর্য্যবান্ ছিলেন । ২১১-২২৫ ।
 ঘটনাক্রমে ইনি দুইভাগে জন্মগ্রহণ করেন ।
 জরা নাম্নী রাক্ষসী পরে ঐ ভাগদ্বয় সন্ধিত করে;
 এজন্য পরবর্ত্তী কালে ইনি মহাবাহু জরাসন্ধ
 নামে অভিহিত হন । মহাবল জরাসন্ধ নামে
 অভিহিত হন । মহাবল জরাসন্ধ সমস্ত
 ক্ষত্রিয়জাতিকে জয় করিয়াছিলেন । জরাসন্ধের
 পুত্রের নাম সহদেব । সহদেবের পুত্র শ্রীমান
 সোমাধি । ইনি একজন বিশিষ্ট তপস্বী ছিলেন ।
 সোমাধির পুত্র শ্রুতশ্রবা । এই সকল রাজা মগধ
 বলিয়া বিখ্যাত । সূত কহিলেন,- পরিক্ষিতের
 পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র রাজা সুরথ; তৎপুত্র

জনমেজয়স্য পুত্রস্ত সুরথো নাম ভূমিপঃ ।
 সুরথস্য তু দায়াদো ভমিসেনোহপি নামতঃ । ।
 জহু স্বজনয়ং পুত্রং সুরথং নাম ভূমিপম ।
 সুরথস্য তু দায়াদো বীরো রাজা বিদুরথঃ । ।
 বিদুরথসূতশ্চাপি সার্কভৌম ইতি শ্রুতি ।
 সার্কভৌমাজ্জয়ৎসেন আরাধিস্তস্য চাত্রজঃ । ।
 আরাধিতো মহাসত্ত্ব অযুতায়ুস্ততঃ স্মৃতঃ ।
 অক্রোধনোহযুতায়োস্ত তস্মাদ্বেবাতিথিঃ স্মৃতঃ
 দেবাতিথেদ্য দায়াদ ঋক্ষ এব বভূব হ ।
 ভীমসেনস্তথা ঋক্ষাদিলীপস্তস্য চাত্রসজঃ ।
 দিলক্ষপসূনুঃ প্রতিপস্তস্য পুত্রাজ্জয়ং স্মৃতঃ ।
 দেবাপিঃ শন্তনুশ্চৈব বাহ্লীকশ্চৈব তে এয়ঃ ।
 বাহ্লীকস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ সন্তবাহ্লীশ্বরো নৃপঃ ।
 বাহ্লীকস্য সূতশ্চৈব সোমদন্তো মহাযশাঃ ।
 জজ্ঞিরে সোমদন্তাত্ত ভুরিভূরিশ্রবাঃ শরঃ । ।
 দেবাপিস্য প্রবব্রাজ বনং ধর্মপরীক্ষয়া ।
 উপাধ্যাদ্য দেবানাং দেবাপিরভবনুনিঃ । ।
 চ্যবনোহস্য হি পুত্রস্ত ইষ্টকচ্চ মহাত্মনঃ ।

ভীমসেন । জহুর পুত্র রাজা সুরথ; তৎপুত্র বীর
 বিদুরথ । শুনা যায়-ঐ বিদুরথের সার্কভৌম
 নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । রাজা জয়ৎসেন
 সার্কভৌম হইতে জন্মগ্রহণ করেন । এই
 জয়ৎসেনের পুত্র আরাধি; তৎপুত্র মহাসত্ত্ব;
 তৎপুত্র অযুতায়ুধ; তৎপুত্র অক্রোধন; তৎপুত্র
 দেবাতিথি; তৎপুত্র ঋক্ষ; তৎপুত্র ভীমসেন;
 তৎপুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র প্রতীপ;
 প্রতীপের তিন পুত্র; নাম-দেবাপি, শন্তনু ও
 বাহ্লীক । বাহ্লীকের পুত্র মহাযশা সোমদন্ত ।
 সোমদন্তের তিন পুত্র; নাম-ভুরি, ভুরিশ্রবা ও
 শল । দেবাপি ধর্মসম্বলয়ের জন্য বন গমন
 করেন । এই দেবাপি পরে একজন বিশিষ্ট মুনি
 হইয়া দেবগণের উপাধ্যায়পদে বরিত হন ।
 এই মহাত্মার দুই পুত্র ছিল; নাম-চ্যবন ও
 ইষ্টক । শন্তনু মহাভিষ নাম ধারণ করিয়া রাজা
 হইয়াছিলেন । এই রাজাকে দক্ষ্য করিয়া

শন্তনুশ্চবভবদ্রাজা বিদ্বান বৈ স মহাভিষং । ।
 ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শোলাকং প্রতি মহাভিমন ।
 যং যং রাজা স্পৃশতি বৈ জীর্ণং সময়তো নরম
 পুনরুবা স ভবতি কস্মাস্তে শন্তনুং বিদুঃ ।
 ততোহস্য শন্তনুত্বং বৈ প্রজান্বিহ পরিশ্রুতম
 সতুপযেমে ধর্মাত্মা শন্তনুর্জাহুবীং নৃপঃ । ।
 তস্যাং দেবব্রতং ভীষ্মং পুত্রং সোহজনয়ং প্রভুঃ
 স চ ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পান্ডবানাং পিতামহঃ
 কালে বিচিত্রবীর্য্যস্ত দাসীঘজনয়ং সূতম ।
 শন্তনোদীয়িতং পুত্রং প্রজাহিতকরং প্রভুম ।
 কৃষ্ণদৈ; ড্রাপায়নশ্চৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্য্যকে । ।
 ধৃতরাষ্ট্রঃ পান্ডুঃ বিদুরঃ চাপাজীজনং ।
 ধৃতরাষ্ট্রাস্তু গান্ধারী পুত্রাণাং সুযুবে শতম । ।
 তেসাং দুর্য্যোধনো জ্যেষ্ঠঃ সর্বক্ষত্রস্য স প্রভুঃ
 মাদ্রী রাজ্ঞী পৃথা চৈব পান্ডোভার্য্যে বভূবতুঃ
 দেবদত্তাঃ সূতাস্তাত্যাং পানেডারথ্যে বিজজ্ঞিরে

এইরূপ এক শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে যে,
 এই রাজা সময়পূর্বক যে যে জীর্ণ পুরুষকে
 স্পর্শ করিবেন, সেই সেই পুরুষই পুনরায় যুবত্ব
 লাভ করিবে । ইহাই ইহার শন্তনু নামের
 নিরুক্তি । তদীয় প্রজাসাধারণমধ্যে শন্তনুত্ব
 এইরূপই পরিশ্রুত । সেই ধর্মাত্মা শন্তনু
 জাহুবীর পাণিগ্রহণ করেন । জাহুবীর গর্ভে
 তাঁহা হইতে দেবব্রত ভীষ্ম নামে এক পুত্র
 উৎপন্ন হয় । এই ভীষ্ম পান্ডবগণের পিতামহ ।
 ২২৬-২৪০ । কালক্রমে দাসকন্যার গর্ভে ইহার
 আরও এক পুত্র উৎপন্ন হয় । ঐ পুত্রের নাম
 বিচিত্রবীর্য্য । বিচিত্রবীর্য্য শন্তনুর প্রিয়পুত্র ও
 প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন । ঐ বিচিত্রবীর্য্যের
 ক্ষেত্রে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও
 বিদুর নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন । গান্ধারী
 ধৃতরাষ্ট্র হইতে একশত পুত্র প্রসব করেন । ঐ
 পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ ও সমস্ত
 রাজন্যের প্রভু । পান্ডুর দুই ভার্য্যা, নাম-মাদ্রী
 ও পৃথা । এই দুই পান্ডুমহিষীর গর্ভে পান্ডুর

ধৰ্মাদযধিষ্ঠিরো জজ্ঞে বায়োজজ্ঞে বৃকোদরঃ ।।
 ইন্দ্রাঙ্কনঞ্জয়ো জজ্ঞে শত্রুতুল্যপরাক্রমঃ ।
 অশ্বিন্যাং সহদেবশ্চ নকুলশ্চাপি মাদ্রিজৌ ।
 পত্নৈচব পান্ডবেভ্যশ্চ দ্রৌপদ্যাং জজ্ঞিরে সুতা
 দ্রৌপদ্যজনয়াজ্যেষ্ঠং প্রতিবিক্র্যং যুধিষ্ঠিরাৎ ।।
 হিড়িম্বা ভীমসেনাস্তু জজ্ঞে পুত্রং ঘটোৎকচম্ ।
 কাশ্যা পুনভীমসেনাজজ্ঞে সৰ্ব্বকং সুতম্ ।।
 সুহোত্রং বিজয়া মাদ্রী সহদেবাদজায়ত ।
 কৰ্ম্মরত্নাস্তু চৈদ্যায়াং নিরমিত্তস্ত নাকুলিঃ ।।
 সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত ।
 উত্তরায়াস্তু বৈরাঢ্যাং পরিক্ষিদভিমন্যুজঃ ।।
 পরিক্ষিতস্য দায়াদো রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ ।
 ব্রাহ্মণান স্থাপয়ামাস স বৈ বাজসনেয়িকান ।।
 অসপত্নং তদামর্য্যবৈশম্পায়ন এব তু ।

বংশরক্ষার্থে দেবপ্রদত্ত পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 তন্মধ্যে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে
 বৃকোদর এবং ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র পরাক্রমী ধনঞ্জয়
 জন্ম গ্রহণ করেন । এই পান্ডবত্রয় পৃথা-
 গর্ভজাত । মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে
 নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন । পঞ্চ পান্ডব
 হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন
 হইয়াছিল । তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির হইতে দ্রৌপদী
 প্রতিবিক্র্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন ।
 ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে
 এক পুত্র হয় । ইহা ভিন্ন ভীমসেন হইতে
 কাশিনন্দিনীর গর্ভে আরও এক পুত্র হইয়াছিল ।
 ঐ পুত্রের নাম সর্ব্ববৃক । মদ্ররাজ-নন্দিনী বিজয়া
 সহদেব হইতে সুহোত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন
 করেন । নকুল হইতে চৈদ্যনন্দিনী কৰ্ম্মরত্নীর
 গর্ভে নিরমিত্ত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । পার্থ
 হইতে সুভদ্রার গর্ভে বীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ
 করেন । বিরাট-নন্দিনী উত্তরা অভিমন্যু হইতে
 পরিক্ষিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন ।
 পরিক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় । জনমেজয়
 বাজসনেয়িক ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা স্থাপন

ন স্থাস্যতীহ দুর্ব্বন্ধে তবৈতদ্বচনং ভুবি ।।
 যাবৎ স্থাস্যাম্যহং লোকে তাবন্নৈতৎপ্রশস্যতে
 অভিতঃ সংস্থিতশ্চাপি ততঃ স জনমেজয়ঃ ।
 পৌর্ণমাস্যেন হবিষা দেবামিষ্টা প্রজাপতিম্ ।
 বিজ্ঞায় সংস্থিতোহপশ্যন্তুধীষ্টাং বিবোর্মখে ।।
 পরিক্ষিতনয়শ্চাপি পৌরবো জনমেজয়ঃ ।
 দ্বিরশ্বমেধামাহুত্যা ততো বাজসনেয়কম্ ।
 প্রবর্ত্তয়িত্বা তদব্রহ্ম ত্রিখর্ব্বী জনমেজয়ঃ ।।
 খর্ব্বমশ্বকমুখ্যাণাং খর্ব্বমঙ্গনিবাসিনাম্ ।
 খর্ব্বঞ্চ মধ্যদেশানাং ত্রিখর্ব্বী জনমেজয়ঃ ।
 বিষাদাদ ব্রাহ্মণৈঃ সার্কমভিশস্তঃ ক্ষয়ং যযৌ ।।
 তস্য পুত্রঃ শতানীকো বলবান সত্যবিক্রমঃ ।
 ততঃ সুতং শতানীকং বিপ্রাস্তমভ্যষেচয়ন ।।
 পুত্ৰাহশ্বমেধদন্তোহভুচ্ছতানীকস্য বীর্য্যবান্ ।
 পুত্ৰোহশ্বমেধদতাতাঘৈ জাতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।।

করিয়াছিলেন । ইহাতে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া
 তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, হে দুর্ব্বন্ধে!
 জগতে তোমার কথা স্থির থাকিবে না, অন্ততঃ
 আমি যতদিন জীবিত আছি, তাবৎ ঐ কথার
 কোনই মূল্য থাকিবে না । অনন্তর জনমেজয়
 উভয় সন্ধটে পড়িয়া পৌর্ণমাস যজ্ঞে হবি দ্বারা
 প্রজাপতিকে অর্চনা করিলেন এবং প্রযতভাবে
 অবস্থানপূর্ব্বক যাহা ইষ্ট, তাহা অবগত
 হইলেন । অনন্তর পরিক্ষিৎনন্দন কুরুবংশধর
 জনমেজয় দুইটী অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ
 করিয়া বাজসনেয়ক ব্রহ্ম প্রবর্ত্তিত করত ত্রিখর্ব্বী
 হইয়া পড়িলেন । ২৪১-২৫৪ । প্রধান প্রধান
 অশ্বাকগণ, অঙ্গদেশবাসিগণ ও মধ্যদেশীয়গণ,
 এই ত্রিবিধ লোকের নিকটই খর্ব্ব হওয়ায়
 জনমেজয় ত্রিখর্ব্বী হইয়াছিলেন । পরে তিনি
 অভিশপ্ত হইয়া বিষাদভরে তৎপ্রবর্ত্তিত
 ব্রাহ্মণগণ সহ ক্ষয় প্রাপ্ত হন । তাঁহার পুত্র
 শতানীক । ইনি বলবান সত্যবিক্রম ছিলেন ।
 ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করেন ।
 শতানীকের পুত্র বীর্য্যবান অশ্বমেধদত্ত । এই

অধিসামকৃষ্ণো ধর্মাত্মা সাম্প্রতোহয়ং সহায়মাঃ
যস্মিন প্রশাসতি মহীং যুগ্মাভিরিদমাহুতম ।।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি যর্ষাণি দুষ্টরম ।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
ঋষয় উচুঃ ।

শ্রেতুং ভবিষ্যমিচ্ছমঃ প্রজানাং বৈ মহামতে
সূত সার্কং নৃপৈর্ভব্যং ব্যতীতং কীর্তিতং ত্বয়া
যত্ত্ব সংস্থাস্যতে কৃত্যমুৎপৎস্যন্তি চ যে নৃপাঃ
বর্ষাথতোহপি প্রবৃহি নামতশ্চৈব তানুপান ।।
কালং যুগপ্রমাণঞ্চ হনদোষান ভবিষ্যতঃ ।
সুখদুঃখে প্রজানাঞ্চ ধর্মতঃ কামতোহর্থতঃ ।।
এতৎ সর্বং প্রসংখ্যায় পৃচ্ছতাং ব্রহ্মি তত্ত্বতঃ
স এবমুক্তো মুনিভিঃ সূতো বুদ্ধিমতাং বকরঃ ।
অচচক্ষে যথাবৃন্তং যতাদৃষ্টং যথাশ্রুতম ।।

অশ্বমেধদত্ত হইতেই মহাত্মা পরপুরবিজয়ী
অধিসামকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন । সম্প্রতি এই
যশস্বী রাজাই রাজ্য শাসন করিতেছেন ।
ইহারই অধিকারকালে আপনারা তিন বৎসর
যাবৎ এই দুর্লভ দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন ।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতীর তীরে
আপনাদের এই দীর্ঘ যজ্ঞের দুই বর্ষ
অতিবাহিত হইয়াছে । ঋষিগণ কহিলেন, হে
মহামতে! তুমি অতীত ঘটনা কীর্তন করিয়াছ ।
অধুনা আমরা রাজা ও প্রজার ভবিষ্য বিবরণ
শুনিতে ইচ্ছা করি । যে সকল রাজ্য জন্মিবেন;
জন্মিয়া তাঁহারা যে যে কীর্তি স্থাপন করিবেন;
তুমি নামানুসারে সেই সেই রাজা ও রাজকীর্তি
বর্ণন কর । ভাবী কালপ্রমাণ, গুণ, দোষ এবং
প্রজাগণের ধর্ম, অর্থ ও কামানুযায়ী সুখ-
দুঃখাদির বিষয় আমরা বিস্তৃতরূপে জিজ্ঞাসা
করিতেছি; তুমি আমাদের নিকট ঐ সকল
বিবরণ যথাযথ কীর্তন কর । মুনিগণ এই কথা
কহিলে বুদ্ধিমৎপ্রবর সূত যথাদৃষ্টি, যথাশ্রুতি,
যথাবৎ বৃন্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন । সূত

সূত উবাচ ।

যথা মে কীর্তিতং সর্বং ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা ।
ভাব্যং কলিযুগশ্চৈব তথা মন্বন্তরাণি তু ।।
অনাগতানি সর্বাণি ব্রুবতো মে নিবোধত ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভবিষ্যন্তি নৃপাদ্য যে ।।
ঐলাংশৈচব তথেষ্টাকুন সৌদ্যুমাংশৈচব পার্শ্বিবান
যেষু সংস্থাপ্যতে ক্ষত্রমৈক্ষাকবমিদং শুভম ।।
তান সর্বান কীর্তয়িষ্যামি ভবিষ্যেপঠিতানুপান
]তেভ্যঃ পরি চ যে চান্যে উৎপৎস্যন্তে
মহীক্ষিতঃ ।।

ক্ষতাঃ পারশবাঃ শুদ্রস্তথা যে চ দ্বিজাতয়ঃ ।
অঙ্গাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ তুলিকা যবনৈঃ সহ ।।
কৈবর্তাভীরশবরা যে চান্যে শ্লেচ্ছজাতয়ঃ ।
বর্ষাথতঃ প্রবক্ষ্যামি নামতশ্চৈব তান নৃপান ।।
অধিমাংসকৃষ্ণঃ সোহয়ং সাম্প্রতং পৌরবান নৃপঃ
তস্যাম্বারে বক্ষ্যামি ভবিষ্যে তাবতো নৃপান
অধিসামকৃষ্ণপুত্রো নির্বাক্তো ভবিতা কিল ।

কহিলেন,—অদ্ভুতকর্ম্ম ব্যাস তাঁহার নিকট ভাবী
কলিযুগ তথা মন্বন্তরসমূহের বিষয় যেরূপ যেরূপ
বলিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই বলিতেছি ।
আপনারা শ্রবণ করুন । ভাবী কালে যাহারা নৃপ
হইবেন, আমি অতঃপর তাঁহাদের কথাই কহিব ।
যাঁহাদের সন্তান সন্ততির উপর সমস্ত ইক্ষ্বাকুপ্রভব
ক্ষত্রিয়কুল প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই ইল ইক্ষ্বকু, ও
সুদ্যুম্নবংশীয় ভাবী রাজন্যবর্গের বিবরণ কীর্তন
করিব । ২৫৫-২৬৬ । তাঁহাদের পরবর্তী কালে
অন্য যে সকল ক্ষত্র, পারশব, শূদ্র, দ্বিজাতি, অঙ্গ,
শক, পুলিন্দ, তুলিক, যবন, কৈবর্ত, আভীর, শবর
ও অন্যান্য শ্লেচ্ছজাতীয় রাজা হইবেন; তাঁহাদের
নাম কীর্তন করিব । সম্প্রতি এই যে অধিসামকৃষ্ণ
রাজ্য শাসন করিতেছেন, এতদ্বংশীয় ভাবী
কালের তাবৎ নরপতির নামই এক্ষণে প্রকাশ
করিতেছি । অধিসামকৃষ্ণের এক পুত্র হইবেন,

সঙ্গায়াপহতে তস্মিন্গরে নাগসংহরে ।
 ত্যক্তা চ তং প্রবাসঞ্চ কৌশাম্যং স নিবৎস্যতি
 ভবিষ্যদুষ্কৃতপুত্র উষ্ণাচ্চিত্ররথঃ স্মৃতঃ ।
 শুচিদ্রুথম্চিত্ররথদ্বুতিশাংশ্চ শুচিদ্রুথাৎ ॥
 সুষেণো বৈ মহাবীর্যো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ
 তস্মাৎ সুষেণাভুবিতা সুতীর্থো নাম পার্থিবঃ
 রুচঃ সুতীর্থভুবিতা ত্রিচক্ষো ভুবিতা ততঃ ।
 ত্রিচক্ষস্য তু দায়াদো ভুবিতা বৈ সুখী বলঃ ॥
 সুখীবলসুতশ্চাপি ভাব্যো রাজা পরিপুতঃ ।
 পরিপুতসুতশ্চাপি ভুবিতা সুনয়ো নৃপঃ ।
 মেধাবী সুনয়স্যাথ ভবিষ্যতি নরাধিপঃ ।
 মেধাবীনঃ সুতশ্চাপি দন্তপানিভবিষ্যতি ॥
 দন্তপানেনিরামিত্রো নিরামিত্রাচ্চ ক্ষেমকঃ ।
 পঞ্চবিংশনৃপা হ্যেতে ভবিষ্যাঃ পূর্ববংশজাঃ ।
 অত্রানুবংশশ্লোকোহয়ং গীতো বিপ্রৈঃ পুরাবিদৈঃ
 ব্রহ্মকসত্রস্য যো যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎততঃ ॥
 ক্ষেমকং পাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্যতি বৈ
 কলৌ ।

তাহার নাম নির্বক্ষ । গঙ্গাপ্রবাহে হস্তিনাপুরী
 বিধ্বস্ত হইলে ইনি তত্রত্য আবাসভবন পরিত্যাগ
 করিয়া কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করিবেন ।
 উষ্ণ নামে ইহার এক পুত্র হইবে । এই উষ্ণের
 পুত্র চিত্ররথ; তৎপুত্র শুচিদ্রুথ; তৎপুত্র ধৃতিমান;
 দৎপুত্র সুষেণ । ইনি মহাবীর্য ও মহাযশা
 হইবেন । ইহার পুত্রের নাম-রাজা সুতীর্থ । সুতীর্থ
 হইতে রুচ; রুচ হইতে ত্রিচক্ষ জন্যগ্রহণ করিবেন ।
 ত্রিচক্ষের পুত্র সুখীবল; তৎপুত্র রাজা পরিপুত;
 তৎপুত্র নরপতি সুনয়; সুনয়ের পুত্র নরাধিপ
 মেধাবী; তৎপুত্র দন্তপানি; তৎপুত্র নিরামিত্র; এই
 নিরামিত্র হইতে রাজা ক্ষেমক জন্যগ্রহণ
 করিবেন । এই পঞ্চবিংশতি জন আদিবংশীয়
 ভবিষ্য রাজা । এ সম্বন্ধে পুরাবিদ ব্রাহ্মণগণ
 এইরূপ এক অনুবংশ শ্লোক কীর্তন করেন যে,
 যে বংশ ব্রহ্মকত্রের মূলীভূত ও দেবর্ষি জন
 কর্তৃক সম্মানিত, কলিকালে রাজা ক্ষেমকের পরই

ইতোষ পৌরবে বংশো যথাবদনুকীর্ণিতঃ ॥
 ধীমতঃ পাদুপুত্রস্য অর্জুনস্য মহাত্মনঃ ।
 অতঃ উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উষ্ণাকুণাং মহাত্মানাম
 বৃহদ্রথস্য দায়াদো বীরো রাজা বৃহৎক্ষয়ঃ ।
 ততঃ ক্ষয়ঃ সুতস্তস্য বৎসব্যহস্ততঃ ক্ষয়াৎ ॥
 বৎসব্যহাৎ প্রতিব্যহস্তস্য পুত্রো দিবাকরঃ ।
 যশ্চ সাম্প্রতমধ্যান্তে অযোধ্যাং নগরীং নৃপঃ
 দিবাকরস্য ভুবিতা সহদেবো মহাযশাঃ ।
 সহদেবস্য দায়াদো বৃহদশ্বো ভবিষ্যতি ॥
 তস্য ভানুরথো বাব্যঃ প্রতীতাত্মশ্চ তৎসুতঃ
 প্রতীতাত্মসুতশ্চাপি সুপ্রতীতো ভবিষ্যতি ॥
 সহদেবঃ সুতস্তস্য সুনক্ষত্রশ্চ তৎসুতঃ ॥
 কিন্নরস্ত সুনকক্ষত্রাভবিষ্যতি পরস্তপঃ ।
 ভুবিতা চার্তরিক্ষস্য কিন্নরস্য সুতো মহান ॥
 অন্তরিক্ষাৎ সুপর্ণদ্য সুপর্ণাচ্চাপ্যমিত্রজিৎ ।
 পুত্রস্তস্য ভরদ্বাজো ধর্মী তস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥
 পুত্রঃ কৃতঞ্জয়ো নাম ধর্মিণঃ স ভবিষ্যতি ।
 কৃতঞ্জয়সুতো ব্রাতো তস্য পুত্রো রণঞ্জয়ঃ ॥

সেই বংশের অবসান হইবে । এই আমি
 পৌরব বংশ যথার্থ কীর্তন করিলাম । ধীমান্
 পাদুপুত্র মহাত্মা অর্জুনের বংশ বিবৃত হইল ।
 অতঃপর মহাত্মা উষ্ণাকুদিগের বংশ বর্ণন
 করিতেছি । বৃহদ্রথের বীর পুত্র রাজা বৃহৎক্ষয়;
 তৎপুত্র ক্ষয়; তৎপুত্র বৎসব্যহ তৎপুত্র
 প্রতিব্যহ; তৎপুত্র দিবাকর; এই দিবাকরই
 সাম্প্রতি অযোধ্যা নগরীতে রাজা হইয়া অবস্থান
 করিতেছেন । ২৬৭-২৮৪ । দিবাকরের এক
 মহাযশা পুত্র হইবেন; তাহার নাম সহদেব;
 সহদেবের পুত্র হইবেন বৃহদশ্ব; তৎপুত্র
 ভানুরথ; তৎপুত্র প্রতীতাত্ম; তৎপুত্র সুপ্রতীত;
 তৎপুত্র সহদেব; তৎপুত্র সুনক্ষত্র; তৎপুত্র
 কিন্নর; কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ; তৎপুত্র সুপর্ণ;
 তৎপুত্র অমিত্রজিৎ; তাহার পুত্র ভরদ্বাজ;
 ভরদ্বাজের পুত্র ধর্মী; তৎপুত্র কৃতঞ্জয়; তৎপুত্র

ভবিতা সঞ্জয়শ্চাপি বীরো রাজা রণজয়াৎ ।
সঞ্জয়স্যসুতঃ শাক্যঃ শাক্যচ্ছুদ্ধোদনোহভবৎ
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা শাক্যার্থে রাহুলং শ্মৃতঃ ।
প্রসেনজিত্তো ভাব্যঃ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ
ক্ষুদ্রকাংক্ষুলিকো ভাব্যঃ ক্ষুলিকাংসুরথঃ শ্মৃতঃ
সুমিত্রঃ সুরথস্যাপি অন্ত্যশ্চ ভবিতা নৃপঃ ।।
এক ঐক্ষকবাঃ প্রোক্তা ভবিতারঃ কলৌ যুগে
বৃহৎলাব্ধয়ে জাতা ভবিতারঃ কলৌ যুগে ।
সুরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।।
অত্রানুবংশশ্লোকোহয়ং ভবিষ্যজৈরুদাহৃতঃ ।
ইক্ষাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রাভ্যো ভবিষ্যতি ।।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্যতি বৈ

কলৌ ।

ইত্যেতন্মানবং ক্ষত্রমৈলঞ্চ সমুদাহৃতম ।।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্যতি বৈ
কলৌ ।

ইত্যেতন্মানবং ক্ষত্রমৈলঞ্চ সমুদাহৃতম ।।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মাগধেয়ান বৃহদ্রাথান ।
জরাসন্ধস্য যে বংশে সহদেবান্বয়ে নৃপাঃ ।।

ব্রাতঃ ব্রাতের পুত্র রণজয়ঃ তৎপুত্র বীর সঞ্জয়ঃ
সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য হইতে শুদ্ধোদনের
অবির্ভাব । শুদ্ধোদনের পর রাহুলঃ তৎপরবর্তী
রাজা প্রসেনজিৎ; তদনন্তর ক্ষুদ্রকঃ তাহার পর
ক্ষুলিকঃ তৎপশ্চাৎ সুরথ এবং তাঁহার অবসানে
সুমিত্র রাজা হইবেন । সুমিত্র পর্য্যন্তই এই
বংশের বিস্তৃতি । কলিযুগে উল্লিখিত রাজগণ
রাজত্ব করিবেন । ইহারাই বৃহৎলাবংশীয় ভাবী
রাজা । এই রাজগণ সকলেই শূর, কৃতবিদ্য,
সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় । এ সম্বন্ধে
ভবিষ্যদ্বৈদগণ এইরূপ এক অনুবংশ শ্লোক
কীর্তন করিয়া থাকেন যে, ইক্ষাকুদিগের এই
মহাবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই বিস্তৃত । কলিকালে
রাজা সুমিত্রকে পাইয়াই এ বংশ নিঃশেষ
হইবে । এই আমি ঐলবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলের
বার্তা কীর্তন করিলাম; অতঃপর মাগধের

অতীতা বর্তমানাস্চ ভবিষ্যাস্চ তথা পুনঃ ।
প্রধান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত ।।
সংগ্রামে ভারতে তস্মিন সহদেবো নিপাতিতঃ
সোমাদিস্তস্য তনয়ো রাজির্ষিঃ স গিরিব্রজে ।।
পঞ্চাশতং তথাষ্টৌ চ সমা রাজ্যমকারয়ৎ ।
শ্রুতশ্রবাস্চতুঃষষ্টিসমাস্তস্য সুতোহভবৎ ।।
অযুতায়ুস্য ষড়্বিংশং রাজ্যং বর্ষণ্যকারয়ৎ ।
সমাঃ মতং নিরামিত্রো মহীং ভুক্তা দিবং গতঃ
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট চ সুকৃতঃ প্রাপ্তবান মহীম
ত্রয়োবিংশং বৃহৎকর্ম্ম রাজ্যং বর্ষণ্যকারয়ৎ ।
সেনাজিৎ সাম্প্রতঞ্চাপি এতা বৈ ভোক্ষ্যতে
সমাঃ ।

শ্রুতজয়ন্ত বর্ষাণি চত্বারিংশদ্বিষ্যতি ।।
মহাবলো মহাবাহুর্মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ।

রাজন্যগণের বিবরণ বলিতেছি । বিখ্যাতনামা
জরাসন্ধের বংশধর সহদেবের অন্বয়ে যে
সকল অতীত, অনাগত ও বর্তমান নরপতির
নাম পরিশ্রুত হয়, প্রাধান্যক্রমে তাঁহাদের
বিবরণ প্রকাশ করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ
করুন । সেই প্রসিদ্ধ ভারত-সংগ্রামে জরাসন্ধ-
পুত্র সহদেব নিপাতিত হইলে তৎপুত্র রাজর্ষি
সোমাদি গিরিব্রজের সিংহাসনে আরোহণ
করেন । তিনি অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ যাবৎ রাজ্য
করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র শ্রুতশ্রবা চতুঃষষ্টি
বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । শ্রুতশ্রবার পুত্র
অযুতায়ু । ইনি ষড়্বিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজ্য
করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র নিরামিত্র । ইনি
একশত বর্ষ কাল রাজ্যভোগ করিয়া স্বর্গারোহণ
করেন । ২৮৫-২৯৮ । তাঁহার পুত্র সুকৃত্য ।
তিনি ষটপঞ্চাশৎ বর্ষ এবং তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্ম
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজ্য শাসন করেন ।
ইহার পুত্র সাম্প্রতি মগধরাজ্যের সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । ইনিও ইহার পিতার
ন্যায় ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মগধ-রাজ্য ভোগ
করিবেন । ইহার পুত্র শ্রুতজয় চতুর্বিংশতি
বর্ষ, তৎপুত্র মহাবল মহাবাহু পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ,

পঞ্চত্রিংশত্ত্ব বর্ষাণি মহর্ষি পালয়িতা নৃপঃ ।।
 অষ্টাপঞ্চাশতঞ্চান রাজ্যে স্থাস্যতি বৈ শুচিঃ
 অষ্টাবিংশৎসমাঃ পূর্ণাঃ ক্ষেমো রাজা ভবিষ্যতি
 ভুবতস্ত চতুষষ্টি রাজ্যং প্রাপ্যতি বীর্যবান ।
 পঞ্চবর্ষাণি পূর্ণাণি ধর্মেনেত্রো ভবিষ্যতি ।
 ভোক্ষ্যতে নৃপতিশ্চৈব অষ্টপঞ্চাশতং সমাঃ ।
 অষ্টত্রিংশৎ সমা রাজ্যং সুব্রতস্য ভবিষ্যতি ।।
 চত্বারিংশদশাষ্টৌ চ দৃঢ়সেনো ভবিষ্যতি ।
 ত্রয়ত্রিংশত্ত্ব বর্ষাণি সুমতিঃ প্রাপ্যতে ততঃ ।।
 দ্বাবিংশতিসমা রাজ্যং সুচলো বোক্ষ্যতে ততঃ
 চত্বারিংশৎসমা রাজা সুনৈত্রো ভোক্ষ্যতে ততঃ
 সত্যজিৎ পৃথিবীবাজাঃ ত্র্যশীতিঃ ভোক্ষ্যতে

সমাঃ ।

প্রাপ্যোমাং বীরজিচ্চাপি পঞ্চত্রিংশত্ত্বাবিষ্যতি ।।
 অরিঞ্চয়দ্য বর্ষাণি পঞ্চাশৎ প্রাপ্যতে মহীম ।
 দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথঃ ।।
 পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি ।
 বৃহদ্রথেষ্টীতেষু বীতহোত্রেষু বর্তিষু ।।

তৎপুত্র শুচি অষ্টপঞ্চাষৎ বর্ষ, তৎপুত্র ক্ষেম পূর্ণ
 অষ্টাবিংশতি বর্ষ, তৎপুত্র ভুবন চতুষষ্টি বর্ষ,
 তৎপুত্র ধর্মেনেত্র পূর্ণ পঞ্চ বর্ষ, তৎপুত্র সুব্রত
 অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ, তদনন্তর দৃঢ়সেন অষ্টপঞ্চাশৎ
 বর্ষ, তৎপরে সুমতি ত্রয়ত্রিংশৎ বর্ষ, তৎপশ্চাৎ
 সুবল দ্বাবিংশতি বর্ষ তদনন্তর রাজা সুনৈত্র
 চত্বারিংশৎ বর্ষ, তাহার পর সত্যজিৎ ত্র্যশীতি
 বর্ষ, অনন্তর বীরজিৎ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ, এবং
 সর্বশেষে অরিঞ্চয় পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্যন্ত এই
 মহীরাজ্য ভোগ করিবেন। বৃহদ্রথ হইতে এই
 দ্বাত্রিংশৎ নরপতি পর পর প্রাদুর্ভূত হইবেন।
 সমষ্টিতে পূর্ণ এক সহস্র বর্ষ বৃহদ্রথবংশীয়দিগের
 রাজত্ব হইবে। তাঁহাদের অবসানে
 বীতহোত্রবংশের রাজত্বকালে সমস্ত
 ক্ষত্রিয়দিগকে অবজ্ঞা করিয়া মুনিক নামক
 জনৈক রাজকর্মচারী স্বীয় প্রভু রাজা প্রদ্যোতকে
 নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যভিষিক্ত
 করিবে। সমস্ত সামন্ত নরপতি সেই ভাবী নূতন

মুনিকঃ স্বামিনং হত্বা পুত্রং সমভিষেক্যতি ।
 মিশতাং ক্ষত্রিয়াণা হি প্রদ্যোতমুনিকো বলাৎ
 স বৈ প্রণতসামন্তো ভবিষ্যোহনয়বর্জিতঃ ।
 ত্রয়োবিংশৎসমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ ।।
 চতুর্বিংশৎ সমা রাজা পালকো ভবিতা ততঃ
 বিশাখযুপো ভবিতা নৃপঃ পঞ্চাশতীং সমাঃ ।।
 একত্রিংশৎসমা রাজ্যমজকস্য ভবিষ্যতি ।
 ভবিষ্যতি সমা বিংশত্ত্বসুতো বর্তিবর্দ্ধনঃ ।
 অষ্টত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে
 সুতাঃ ।

হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাকো ভবিষ্যতি
 বাবাণস্যাং সুতস্তস্য সম্প্রাপ্যতি গিরিবজ্রম
 শিশুনাকস্য বর্ষাণি চত্বারিংশত্ত্ববিষ্যতি ।।
 শকবর্ণঃ সুতস্তস্য ষট্‌ত্রিংশচ্চ ছবিষ্যতি ।
 ততস্য বিংশতিং রাজা ক্ষেমবর্ম্মা ভবিষ্যতি ।।
 অজাতশত্রুর্ভবিতা পঞ্চবিংশৎসমা নৃপঃ ।

রাজার নিকট প্রণত হইবেন। ঐ রাজা কোন
 নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিবেন না। তিনি
 ত্রয়োবিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজ্য শাসন করিবেন।
 অনন্তর রাজা পালক চতুর্বিংশতি বর্ষ, তৎপর
 নৃপতি বিশাখযুপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, অনন্তর রাজা
 অজক, ত্রকত্রিংশৎ বর্ষ, তৎপশ্চাৎ তদীয় পুত্র
 বর্তিবর্দ্ধন বিংশতি বর্ষ, রাজ্য ভোগ করিবেন।
 প্রদ্যোতের বংশধর এই পঞ্চ রাজকুমার
 ক্রমান্বয়ে একশত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষকাল রাজ্য
 শাসনে ব্যাপ্ত থাকিবেন। অনন্তর উহাদের
 সমস্ত যশঃপ্রভা পরিম্লান করিয়া শিশুনাক নামক
 জনৈক রাজা গিরিবজ্রে রাজত্ব করিবেন।
 ২৯৯-৩১৪। ইহার পুত্র বাবাণসী প্রদেশে রাজা
 হইবেন। ইনি ক্রমান্বয়ে চত্বারিংশৎ বর্ষ যাবৎ
 রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইহার পুত্র
 শকবর্ণের রাজত্বকাল ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ হইবে।
 অতঃপর বিংশতিবর্ষ পর্যন্ত ক্ষেমবর্ম্মার
 রাজাধিকার কাল। ইহার পর পঞ্চবিংশতিবর্ষ
 যাবৎ রাজা অজাতশত্রুর রাজ্যশাসন কাল

চত্বরিংশৎসমা রাজ্যং ক্ষত্রৌজাঃ প্রাপ্যতে
ততঃ ।।
অষ্টাবিংশৎসমা রাজা বিবিসারো ভবিষ্যতি ।
পঞ্চবিংশৎ সমা রাজা দর্শকস্ত ভবিষ্যতি ।।
উদায়ী ভবিতা যশ্মালয়ত্রিংশৎসমা নৃপঃ ।
স বৈ পুরবরং রাজ পৃথিব্যাং কুসুমহ্রায়ম ।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুর্থেহন্দে করিষ্যতি ।।
দ্বাচত্বরিংশৎসমা ভাব্যো রাজা বৈ
নন্দিবর্দ্ধনঃ ।

চত্বরিংশলয়শ্চৈব মহানন্দী ভবিষ্যতি ।।
ইত্যেতে ভবিতারো বৈ শৈশুনাকা নৃপা দশ
শতানি ত্রীণি বর্ষাণি দ্বিমষ্ট্যভ্যধিকানি তু ।।
শৈশুনাকা ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবান্ধবাঃ ।
এতৈঃ সার্কং ভবিষ্যন্তি তাবৎকালং নৃপাঃ সরে
ঐক্ষাকবংশচতুর্বিংশৎপাঞ্চগলাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।
কালকাস্ত চতুর্বিংশচতুর্বিংশতু হৈহয়াঃ ।।

দ্বাত্রিংশদৈ কলিঙ্গাদ্য পঞ্চবিংশত্তথা শকাঃ ।
কুয়বশ্চাপি ষটত্রিংশদষ্টাবিংশতিমৈথিলাঃ ।।
শূরসেনাক্রয়োবিংশদ্বীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ ।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব এব মহীক্ষিতঃ ।।
মহানন্দি সুতশ্চাপি শ্রদ্রায়াং কালসংবৃতঃ ।
উঃসৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্বক্ষত্রান্তরে নৃপঃ ।
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ বদ্রযোনয়ঃ ।
একরাট স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্য ত । ভ ।
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি পৃথিবীং পালয়িষ্যতি ।
সর্বক্ষত্রহরোদ্ধত্য ভাবিনোহখ্যস্য বৈ বলাৎ ।।
সহস্রাস্তৎসুতা হ্যষ্টৌ সমঃ দ্বাদশ তে নৃপাঃ ।
মহাপদ্মস্য পর্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ।।
উদ্ধরিষ্যতি তান সর্বান কৌটিল্যো বৈ
দ্বিরষ্টভিঃ ।
ভুক্ত মহীং বর্ষশতং নন্দেন্দুঃ স ভবিষ্যতি ।।
চন্দ্রগুপ্তং নৃপং রাজ্যে কৌটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি

চলিবে । অনন্তর রাজা ক্ষত্রৌজা চত্বরিংশৎ
বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করিবেন । তৎপশ্চাৎ
রাজা বিবিসার অষ্টাবিংশতি বর্ষ, রাজা দর্শক
পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং নরপতি উদায়ী
ত্রয়ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্য শাসন করিবেন । এই
শেষোক্ত রাজা কুসুমপুর নামে এক প্রসিদ্ধ পুর
নির্মাণ করিবেন । এই কুসুমপুর গঙ্গার দক্ষিণ
কূলে বিরাজ করিবে । ইহার রাজ্যশাসনের
চতুর্থ বৎসরে ঐ পুরী নির্মিত হইবে । অতঃপর
রাজা নন্দিবর্দ্ধন দ্বিচত্বরিংশৎ বর্ষ এবং তৎপশ্চাৎ
নরপতি মহানন্দী ত্রিচত্বরিংশৎ বর্ষ রাজত্ব
করিবেন; এই দশ জন শিশুনাকবংশীয় ভাবী
রাজ । ইহারা সমষ্টিতে তিন শত দ্বিষষ্টি বর্ষ
পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিবেন । ইহাদের সম-
সাময়িক আরও অনেক ক্ষত্রবন্ধু রাজার
অভ্যুদয় হইবে । ইক্ষাকবংশের চতুর্বিংশতি,
পঞ্চলদিগের পঞ্চাবিংশতি, কালকদিগের
চতুর্বিংশতি, হৈহয়- বংশীয়দিগের
চতুর্বিংশতি কলিঙ্গদেশীয় দ্বাত্রিংশৎ,

শকজাতীয় পঞ্চবিংশতি, কুরুবংশীয়দিগের ষট্
ত্রিংশৎ, মৈথিলদিগের অষ্টাবিংশতি,
শূরসেনবংশীয় ত্রয়োবিংশতি এবং
বীতিহোত্রবংশের বিংশতিজন মহীপতি একই
কালে রাজত্ব করিবেন । সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার
অবসানে রাজা মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র
মহাপদ্ম রাজা হইবেন । এই মহাপদ্ম হইতেই
শূদ্রযোনিজাত ভাবী রাজন্যগণের অধিকারকাল
সূচিত হইবে । রাজা মহাপদ্ম ভারতবর্ষের
একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন । ৩১৫-৩২৭ । তিনি
অষ্টাবিংশতি বর্ষ যাবৎ পৃথ্বী পালন করিবেন ।
ভবিতব্যতার ফলে ঐ মহাপদ্মের এক সহস্র পুত্র
উৎপন্ন হইবে । তাহাদের মধ্যে মাত্র দ্বাদশ জন
নরপতি আট বৎসর করিয়া রাজত্ব করিবেন ।
মহাপদ্মের অবসানে ঐ সকল রাজা ক্রমে ক্রমে
রাজ্য ভোগ করিতে থাকিবেন । ইহাদের
অবসানে নন্দ রাজা হইবেন । তিনি একশত
বর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন । পরে কৌটিল্যের
কৌশলে উক্ত সমস্তরাজাই রাজ্যচ্যুত হইবেন ।

চতুর্বিংশৎসম রাজা চন্দ্রগুপ্তো ভবিষ্যতি ।।
 ভবিতা ভদ্রসারন্য পঞ্চবিংশৎসমা নৃপঃ ।
 ষড়বিংশতু সমা রাজা অশোকো ভবিতা নৃষু
 তস্য পুত্রঃ কুনালদ্য বর্ষাণ্যস্টৌ ভবিষ্যতি ।
 কুনালসুনুরষ্টৌ চ ভোজ্ঞা বৈ বন্ধুপালিতঃ ।।
 বন্ধুপালিতদায়দো দশমানীন্দ্রপালিতঃ ।
 ভবিতা সপ্ত বর্ষাণি দেববর্মা নরাধিপঃ ।।
 রাজা শতধরশাষ্টৌ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ।
 বৃহদশ্চ বর্ষাণি সপ্ত বৈ ভবিতা নৃপঃ ।।
 এতৌতে নব ভূপা যে বোক্ষ্যন্তি চ বসুন্ধরাম
 সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেভ্যঃ শুঙ্গান গমিষ্যতি
 পুষ্পমিত্রস্য সেনানীরুদ্ধস্য বৈ বৃহদ্রথমঃ ।
 কায়মিষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিং সদৈব তু ।।
 পুষ্পমিত্রসুতাশাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সমা নৃপাঃ ।
 ভবিতা চাপি তজ্জ্যেষ্ঠঃ সপ্ত বর্ষাণি বৈ ততঃ ।।

অতঃপর কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে
 স্থাপন করিবেন। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্বিংশতি বর্ষ
 পর্যন্ত রাজত্ব করিবেন। অতঃপর ভদ্রসর রাজা
 হইবেন। ইনি পঞ্চবিংশতি বর্ষ রাজ্য শাসন
 করিবার পর তৎপুত্র রাজা অশোক ষড়বিংশতি
 বর্ষ রাজত্ব করিবেন। অশোকের পুত্র কুনাল
 আট বর্ষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহার
 পর বন্ধুপালিত আটবর্ষ পর্যন্ত রাজ্যভোগ
 করিবেন। অনন্তর বন্ধুপালিতের পুত্র
 ইন্দ্রপালিত দশ বর্ষ, তৎপুত্র রাজা শতধর আট বর্ষ,
 তদনন্তর রাজা বৃহদশ্চ সপ্তবর্ষ রাজ্য শাসন
 করিবেন। এই নয় জন ভূপতি পর পর বসুধা
 রাজ্য ভোগ করিবেন। সমষ্টিতে ইহাদের
 রাজত্বকাল একশত সপ্তত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে
 ইহাদের নিকট হইতে ঐ রাজ্য শুঙ্গ
 বংশীয়দিগের হস্তে পতিত হইবে। সেনাপতি
 পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া
 নিজে ষষ্টি বর্ষ রাজত্ব করিবেন। পুষ্পমিত্রের
 আট পুত্র হইবে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্ত বর্ষ

বসুমিত্রঃ সুতো ভাব্যো দশ বর্ষাণি পর্ষিবঃ ।
 ততোহঙ্গকঃ সমা হে তু ভবিষ্যতিদ সুতশ্চ যে
 ভবিষ্যন্তি সুতস্তস্য ক্ষেমভূমিঃ সমা দশ ।
 রাজাঘোষসুতশ্চাপি বর্ষাণি ভবিতা ত্রয়ঃ ।। ৩৪০
 ততো বৈ বিক্রমিত্রস্ত সমা রাজা ততঃ পুনঃ ।
 দ্বাত্রিংশত্ত্বিভা চাপি সমা ভাগবতো নৃপঃ ।। ৩৪১
 ভবিষ্যতি সুতস্তস্য ক্ষেমভূমিঃ সমা দশ ।
 দশৈতে বঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধারাম
 শতং পূর্ণং দশ দ্বৈ চ তেভ্যঃ কিং বা গমিষ্যতি
 অপার্বিবসুদেবন্ত বাল্যদ্যসনিনং নৃপম ।।
 দেবভূমিস্ততোহন্যশ্চ শৃঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ ।
 ভবিষ্যতি সমা রাজা নবকণ্ঠায়নস্য সঃ ।
 ভূতিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুঃবিংশত্ত্বিভাষ্যতি ।।
 ভবিতা দ্বাদশ সমা তদ্বানুরায়ণো নৃপঃ ।।
 সুশর্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমা দশ ।
 চতুরদ্যঙ্গকৃত্যন্তে নৃপাঃ কণ্ঠায়না দ্বিজাঃ ।।

যাবৎ ঐ রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর বসুমিত্র
 দশ বৎসর এবং তৎপুত্র অঙ্গক দুই বৎসর
 রাজ্য করিবেন। অনন্তর পুলিন্দকগণ তিন
 বৎসর, রাজা ঘোষসুত তিন বৎসর, তৎপুত্র
 বিক্রমিত্র তিন বৎসর, তদনন্তর রাজা ভাগবত
 দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ, এবং তৎপুত্র ক্ষেমভূমি দশ
 বৎসর রাজ্য শাসন করিবেন। এই দশ জন
 শুঙ্গবংশীয় রাজা ভাবী কালে বসুধা ভোগ
 করিবেন। অনন্তর শৃঙ্গবংশীয় দেবভূমি রাজা
 হইবেন। ইনি নবকণ্ঠায়ন নাম ধারণ করিয়া
 কতিপয় বর্ষ রাজত্ব করিবার পর ইহার পুত্র
 ভূতিমিত্র চতুর্বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিবেন।
 ৩২৮-৩৪৪। তদনন্তর নরপতি নারায়ণ দ্বাদশ
 বর্ষ এবং তৎপুত্র সুশর্মা দশ বর্ষ, রাজ্য শাসন
 করিবেন। এই চারিজন ভাবী রাজা কাণ্ঠায়ন
 দ্বিজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের নিকট সমস্ত
 সামন্ত নরপতি অবনত হইবেন। সমষ্টিতে
 ইহারা পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্য করিবেন। ইহাদের
 অবসানে অঙ্গরাজগণ রাজ্য অধিকার করিবেন;

তাব্যঃ প্রণতসামস্তচত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
 তেষাং পর্যায়কালে তু তরুকা তু ভবিষ্যতি ।।
 কষ্ঠায়নমধোদ্ধত্য সুশর্মণং প্রসহ্য তম ।
 শুঙ্গানাঞ্চাপি যচ্ছিষ্টং খষপয়িত্বা বলং তদ ।
 সিদ্ধুকো হুঙ্কজাতীয়ঃ প্রান্যতীমাং বসুন্ধরাম
 ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা সিদ্ধুকো ভবিতা তুথ
 অষ্টৌ মাতশ্চ বর্ষাণি তদ্বদশ ভবিষ্যতি ।।
 শ্রীমাতকর্ণিভবিতা তস্য পুত্রস্ত বৈ মহান ।
 পঞ্চাশভং সমাঃ ষট্ চ শতকর্ণিভবিষ্যতি ।।
 আপাদবদ্ধো দশ বৈ দস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ।
 চতুবিংশত্তু বর্ষাণি ষট্ সমা বৈ ভবিষ্যতি ।।
 ভবিতা নেমিকৃষ্ণদ্য বর্ষাণাং পঞ্চবিংশতিম্ ।
 ততঃ সংবৎসরং পূর্ণং হালো রাজা ভবিষ্যতি ।।
 পঞ্চসপ্তকরাজানো ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ।
 ভাব্যঃ পুত্রিক্ষেণক্ষ সমাঃ সোহপ্যেকবিংশতিম্
 শাতকর্ণিবর্ষমেকং ভবিষ্যতি নরাধিপঃ ।
 চকার শাতকর্ণিশ্চ ষণ্মাসান বৈ নরাধিপঃ ।

কাষ্ঠায়নদিগের শেষ রাজা সুশর্মাকে এবং
 শুঙ্গদিগের অবশিষ্ট সেনাবলকে সহসা বিতাড়িত
 ও বিনষ্ট করিয়া অঙ্কজাতীয় সিদ্ধুক রাজা এই
 রাজ্য অধিকার করিবেন । ইনি ত্রয়োবিংশতি
 বর্ষ রাজ্য শাসন করিবার পর রাজাভীষ্ম অষ্টাদশ
 বর্ষ রাজত্ব করিবেন । শ্রী-শাতকর্ণী নামে ইহার
 এক বিখ্যাত পুত্র হইবে । ঐ পুত্র রাজা হইয়া
 অতঃপর ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব করিবেন । অনন্ত
 র তৎপুত্র আপাদবদ্ধ চত্বারিংশৎ বর্ষ যাবৎ
 রাজপদে বিরাজ করিবেন । অনন্তর তৎপুত্র
 আপাদবদ্ধ চত্বারিংশৎ বর্ষ যাবৎ রাজপদে বিরাজ
 করিবেন । অনন্তর রাজা নেমিকৃষ্ণ পঞ্চবিংশতি
 বর্ষ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা হাল পূর্ণ এক বৎসর
 রাজত্ব করিবেন । ইহাদের মধ্যে পাঁচ সাত জন
 রাজা অতি প্রবল পরাক্রম হইবেন । হাল রাজার
 রাজত্বের পর পুত্রিক্ষেন রাজা হইবেন । তিনি
 একবিংশতি বর্ষ রাজ্য করিবেন । অনন্তর
 শাতকর্ণী নামে জনৈক নরপতি একবর্ষ ছয়মাস

অষ্টাবিংশত্তু বর্ষাণি শিবস্বামী ভবিষ্যতি ।।
 রাজা চ গৌতমীপুত্র একবিংশৎসমা নৃষু ।
 একোনবিংশতিং রাজা যজ্ঞশ্রীঃ শাতকর্ণ্যখ ।।
 ষড়্‌ব ভবিতা তস্মাদবিজয়ন্ত সমা নৃপঃ ।
 দন্তশ্রীঃ শাতকর্ণী চ তস্য পুত্রঃ সমাজয়ঃ ।
 পুলোবাপি সমা সপ্ত অন্যোষাঞ্চ ভবিষ্যতি ।
 ইত্যেতেবৈ নৃপাঞ্জিংশদ্রু ভোক্ষন্তি যে মহীষ
 সমাঃ শতানি চত্বারি পঞ্চ ষড়্‌বৈ ততৈব চ ।
 অজ্ঞাণাং সংস্থিঃ পঞ্চ তেষাং বংশাঃ সমাঃ
 পুনঃ ।।

সপ্তৈব তু ভবিষ্যন্তি দশাভীরাশ্চতো নৃপাঃ ।
 সপ্ত গর্দভিনশ্চাপি ততোহথ দশ বৈ শকাঃ ।
 যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুযারান্ত চতুর্দশ ।
 ত্রয়োদশ মরুভাশ্চ মৌনা হুষ্টাদমৈব তু ।।
 অজ্ঞাভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শতে দ্বৈশতঞ্চ বৈ ।
 শতানি ত্রীণ্যশীতিঞ্চ ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শকাঃ

পর্যন্ত রাজ্যাধিকার করিয়া রহিবেন । তাহার
 পর শিবস্বামী রাজা হইবেন । ইনি অষ্টাবিংশতি
 বর্ষ রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন । রাজা
 গৌতমী-পুত্র একবিংশতি বর্ষ রাজ্য ভোগ
 করিবেন । অনন্তর শাতকর্ণীবংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রী
 উনবিংশতি বর্ষ, নৃপতি বিজয় ছয় বর্ষ, তৎপুত্র
 শতকর্ণী দন্তশ্রী তিন বর্ষ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা
 পুলোবা সপ্তবর্ষ রাজত্ব ভোগ করিবেন । এতদ্ভিন্ন
 অন্যান্য অঙ্ক নরপতিও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত
 হইবেন । এইরূপে পর পর ত্রিশজন অঙ্ক
 নরপতি এই মহী ভোগ করিবেন । ৩৪৫-৩৫৭ ।
 সমষ্টিতে তাঁহাদের রাজত্বকাল চারিশত একাদশ
 বর্ষ । এই অঙ্ক নরপতিগণ পঞ্চবংশে বিভক্ত
 হইয়া অবস্থিত হইবেন । অনন্তর সপ্তদশ জন
 আভীর রাজত্ব করিবেন । আভীর নরপতিগণের
 রাজত্বের পর সাত জন গর্দভী রাজা, দশ জন
 শক রাজা, আট জন যবন রাজা, চতুর্দশ জন
 তুযার রাজা, ত্রয়োদশ জন মরুভ রাজা, এবং
 অষ্টাদশ জন মৌন রাজা রাজত্ব করিবেন ।

অশীতিহৈচব বর্ষাণি ভোক্তারো যবনা মহীম ।
 পঞ্চবর্ষশতানীহ তুষারাণাং মহী স্মৃতা ॥
 শতান্যর্দ্ধচতুর্থানি ভবিতাবস্ত্রয়োদশ ।
 মরুভা বৃষলৈঃ সার্কং ভাব্যান্যা শ্লেচ্ছাজাতয়ঃ ।
 শতীনি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি শ্লেচ্ছা একাদমৈব তু
 তচ্ছেন্নেচ কালেন ততঃ কোলিকিলা বৃষাঃ ।
 ততঃ কোলিকিলেভ্যশ্চ বিদ্যশক্তির্ভবিষ্যতি ।
 সমাঃ সন্নবতিং জ্ঞাত্বা পৃথিবীহুচ সমেষ্যতি ।।
 বৃষান বৈদিশকাংশ্চাপি ভবিষ্যাংশ্চ নিবোধত ।
 শেষস্য নাগরাজস্য পুত্রঃ স্বরপুরঞ্চয়ঃ ।।
 ভোগী ভবিষ্যতে রাজা নৃপো নাগকুলোদ্ধহঃ
 সদাচন্দ্রস্য চন্দ্রাংশো দ্বিতীয়ো নগবাংশ্রুতা ।।
 ধনধর্ম্মা ততশ্চাপি চতুর্থো বিংশজঃ স্মৃতঃ ।
 ভূতিনন্দস্ততশ্চাপি বৈদেশে তু ভবিষ্যতি ।
 অঙ্গানাং নন্দনস্যাস্তে মধুনন্দির্ভবিষ্যতি ॥
 তস্য ভ্রাতা যবীয়াংশ্চ নাম্না নন্দিযশাঃ কিল ।।

অঙ্গগণ সর্বসমেত তিনশত বর্ষ, শকরাজগণ
 তিন শত অশীতি বর্ষ, যবন রাজগণ অশীতি বর্ষ,
 তুষার নরপতিগণ পঞ্চ শত বর্ষ, ত্রয়োদশ জন
 মরুভা ও বৃষল জাতীয় রাজা সার্ক চতুঃশত
 বৎসর এবং অন্যান্য একাদশ জন শ্লেচ্ছজাতীয়
 রাজা তিনশত বর্ষ এই মহী ভোগ করিবেন ।
 অনন্তর কালক্রমে এই রাজ্য কোলিকিলজাতীয়
 বৃষরাজগণের অধিকৃত হইবে ।
 কোলিকিলদিগের নিকট হইতে রাজা বিদ্যশক্তি
 রাজ্য গ্রহণ করিবেন । তিনি রাজা হইয়া সন্নবতি
 বর্ষ পৃথিবী শাসন করিবেন । এক্ষণে ভাবী কালীন
 বৈদেশিক বৃষরাজগণের বার্তা শ্রবণ করুন ।
 নাগরাজ শেষের পুত্র নাগকুরধুরন্ধর
 পরপুরবিজয়ী ভোগী, বিদেশ-রাজ্যের প্রথম
 রাজা হইবেন । অনন্তর সদাচন্দ্র, চন্দ্রাংশ,
 নখবান, ধনধর্ম্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ, ইহারা
 যথাক্রমে বিদেশে রাজা হইবেন । অঙ্গবংশীয়
 রাজা নন্দনের পর রাজা মধুনন্দি রাজত্ব
 করিবেন । এই মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম

তস্যাস্বয়ে ভবিষ্যনিত রাজানন্তে ত্রয়দ্য বৈ ।
 গৌহিত্রঃ শিশুকো নাম পুরি কায়াং নৃপোঽবভৎ
 বিদ্যশক্তিসুতশ্চাপি প্রবীরা নাম বীর্যবান
 ভোক্ষ্যন্তি চ সমাঃ ষষ্টিং পুরাং কাঞ্চনকাঞ্চ বৈ
 যক্ষ্যনিত বাজপৌয়শ্চ সআপ্তবরদক্ষিমৈঃ ।
 তস্য পুত্রস্য চত্বারো ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ ।।
 বিদ্যাকানাং কুহিহীতে নৃপা বৈ বাহ্লিকাস্ত্রয়ঃ
 সুপ্রতীকো নভীরদ্য সমা বোক্ষ্যতি

ত্রিংশতম ।।

মখ্যমা নাম বৈ রাজা মাহিষীণাং মহীপতিঃ ।
 পুষ্পমিত্রা ভবিষ্যন্তি পট্টমিত্রাস্ত্রয়োদশ ।।
 মেকলায়াং নৃপাঃ সপ্ত ভবিষ্যনিত চ সত্তমাঃ ।
 কোমলায়াস্ত রাজানো ভবিষ্যন্তি ম বিলাঃ ।।
 মেঘা ইতি সমাখ্যাতা বুদ্ধিমন্তো নবৈব তু ।
 নৈষধাঃ পার্থিবাঃ সর্বে ভবিষ্যন্ত্যামনুক্ষয়াঃ ।।

নন্দিযশা । এই নন্দিযশার বংশে তিনজন রাজা
 হইবেন । তাহাদের নাম দৌহিত্র, শিশুক ও
 বীর্যবান প্রবীর । ইহারা তিনজনে সমষ্টিতে
 ষষ্টি বর্ষ রাজত্ব করিবেন । ইহাদের মধ্যে রাজা
 প্রবীর পূর্বোক্ত বিদ্যশক্তির পুত্র । রাজা শিশুক,
 পুরিকা নগরীতে এবং অপন নৃপদ্বয় কাঞ্চন
 পুরীতে থাকিয়া রাজ্যেশ্বর্য্য ভোগ করিবেন ।
 এই নরপতিগণ ভূরদক্ষিণাধিত বহু বাজপেয়
 বাজপেয় যজ্ঞেয় অনুষ্ঠাতা হইবেন । অনন্তর
 প্রবীরের চারি পুত্র রাজা হইবেন ।
 বিদ্যাকবংশের অবসানে সুপ্রতীকাদি তিনজন
 বাহ্লীক রাজা ত্রিংশৎবর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন ।
 ৩৫৮-৩৭৩ । অনন্তর মাহিষীদিগের মধ্যে
 শক্যমা নামে একজন রাজা হইবেন । অতঃপর
 পুষ্পমিত্র ও পট্টমিত্র নামীয় ত্রয়োদশ জন রাজা
 রাজত্ব করিবেন । মেকলায় সাত জন শ্রেষ্ঠ
 নরপতির রাজাসন স্থাপিত হইবে । কতিপয়
 মহাবল রাজা কোমলায় থাকিয়া রাজত্ব
 করিবেন । অতঃপর মেঘ নামে নয় জন বিখ্যাত
 বুদ্ধিশালী রাজা হইবেন । এই রাজগণ সকলেই

নলবংশপ্রসূতান্তে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ।

মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বনির্ভবিষ্যতি ।।

উৎখাদ্য পার্শ্ববান সর্বান সোহস্যান বর্ণান

করিষ্যতি ।

কৈবর্তান্ পঞ্চকান্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্থথা

স্থাপয়িষ্যতি রাজানো নানাদেশেষু তেজসা ।

বিশ্বক্ষানির্নহাসতো যুদ্ধে বিষ্ণুসমো বলী ।। ৩৭৯

বিশ্বক্ষানির্নরপতিঃ ক্লীবাকৃতিরিবোচ্যতে ।

উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্রম্ ক্ষত্রমন্যং করিষ্যতি ।।

দেবান পিতৃশ্চ বিপ্রাশ্চ তর্পয়িত্বা সকৃৎপুনঃ ॥

জাহ্নবীতীয়মাসাদ্য শলীরং যস্যতে বলী ।।

সন্ন্যস্য স্বশরীরম্ শত্রুলোকং গমিষ্যতি ।

নবনাকান্ত ভোক্ষ্যনিত পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ

মথুরাহ্ চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ

অনুগমং প্রয়াগহ্ চ সাকেত-মগধাংস্তকা ।

এতাজ্ঞনপদান সর্বান ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ

নিষধদেশীয় এবং নলবংশ প্রসূত । ইহারা বীর্য্যবান এবং মহাবল । অনন্তর মহাবীর্য্য মাগধ বিশ্বক্ষানি রাজা হইবেন । ইনি তাৎকালিক বিভিন্ন পার্শ্বদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্যবর্ণীয় কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিবেন । রাজা বিশ্বক্ষানি পাঁচ জন কৈবর্ত, পুলিন্দ ও ব্রাহ্মণকে নানা দেশে রাজপদে স্থাপন করিবেন । ইনি মহাসত্ত্ব ও সময়ে বিষ্ণুর ন্যায় বলশালী হইবেন । কথিত আছে, নরপতি বিশ্বক্ষানি ক্লীবাকৃতি হইবেন । ইনি তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবেন । এই রাজা দেব, পিতৃ ও বিপ্রদিগকে তর্পিত করিয়া জাহ্নবীতীর আশ্রয়পূর্ব্বক শরীর পরিহার করিবেন, -শরীর পরিহার পূর্ব্বক ইনি শত্রুলোকে উপনীত হইবেন । অনন্তর নয় জন নাগ রাজা চম্পাবতীপুরী ভোগ করিবেন । পরে সাত জন নাগরাজ রম্য মথুরা পুরীতে থাকিয়া রাজ্যেশ্বর্য্য ভোগ করিবেন । তদনন্তর গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ গঙ্গার সমীপবর্তী প্রয়াগ,

নিষধানযদুকাংশ্চৈব পৈশীতান কালতোপফান

এতান জনপদান সর্বান ভোক্ষ্যন্তি মণি-

ধান্যজাঃ ।।

কোশলাংশ্চক্রপৌন্ড্রাংশ্চতাম্রলিগুনসসাগয়ান

চম্পাঐক্যেব পুরীং রম্যাংভোক্ষ্যনিত দেবরক্ষিভাব

কলিঙ্গা মহিষাশ্চৈব মহেন্দ্রনিলয়াশ্চ যে ।

এতাজ্ঞনপদান সর্বান পালয়িষ্যতি বৈ গুহঃ ।।

শ্রীয়াষ্ট্রংতক্ষ্যকাংশ্চৈব ভোক্ষ্যতে কনকাহ্বাঃ

তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে হ্যেতে মহীক্ষিতঃ

অল্পপ্রসাদাহনতা মহাক্রোধা হ্যধার্ম্মিকাঃ ।

ভবিষ্যন্তীহ যবনা ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ ।।

নৈব মুর্দ্ধাভিষিক্তান্তে ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ ।

যুগদোষহরাচার্য্য ভবিষ্যন্তি নৃপান্ত তে ।।

স্ত্রীণাং বালবধেনৈব হত্বা চৈব পরস্পরম ।

ভোক্ষ্যন্তি কলিশেষে তু বসুধাং পার্শ্ববাস্ত

উদিতোদিতবংশান্তে উদিতান্তমিতান্তথা ।

ভবিষ্যন্তীহ পর্যায়ে কালেন পৃথিবীক্ষিতঃ ।।

বিহীনান্ত ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মতঃকামতোহর্থতঃ ।

সাকেত ও মগধ প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব করিবেন । মণিধান্যবংশীয় নৃপতিগণ নিষধ, যদুক, শৈশীত ও কালপোতকে; গুহরাজ কোশল, অন্ধ্র, পৌন্ড্র, সসাগর তাম্রলিগু, দেবরক্ষিত রম্য চম্পাপুরী, কলিঙ্গ মহিষ ও মহেন্দ্রনিলয়ে এবং কনক রাজগণ সৌরাষ্ট্র ও ভক্ষ্যক প্রভৃতি জনপদে একই সময়ে রাজত্ব করিবেন । অতঃপর কতিপয় অল্প প্রসাদবিশিষ্ট, অতিক্রোধী, অসত্যবাদী অধার্ম্মিক যবন রাজা রাজ্য করিবে । ৩৭৮-৩৮৮ কদাচ তাহারা মুর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে পারিবে না । সেই সকল রাজা যুগদোষবশে অতি দুরাচার হইবে । তাহারা কলির শেষে পরস্পর বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ করিবে । তাহাদের বংশ কোথাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং কোথাও বা বর্দ্ধিত হইয়া বিনষ্ট হইবে । কালপর্যায়ে সেই সকল রাজাই রাজ্য করিতে থাকিবে । তাহারা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থহীন হইবে । যে যে জনপদে

তৈবিমিশ্রা জনপদা শ্লেচ্ছাচারাশ্চ সর্বশঃ ।।
 বিপর্যয়েন বর্গেণ নারিষ্যন্তি বৈ প্রজাঃ ।
 লুক্কান্তরতাত্চৈব ভবিতারস্তদা নৃপাঃ ।।
 ভেষাং ব্যতীতে পর্যায়ে বহুজীকে যুগে তদা
 লবানুবং ভ্রম্যমাণা আয়ুরূপবলশ্চৈতঃ ।।
 তথা গতাসু বৈ কাষ্ঠং প্রজাসু জগতীশ্বরঃ ।
 রাজানঃ সম্প্রণশ্যন্তি কালেনোপহাতান্তদা ।।
 কঙ্কিনোপহতাঃ সর্বে শ্লেচ্ছা যাস্যন্তি সর্বশঃ ।
 অধার্মিকাশ্চ তেহত্যর্থং পাষণ্ডাশ্চৈব সর্বশঃ ।।
 প্রনষ্টে নৃপশব্দে চ সঙ্ক্যাশ্চিষ্টে কলৌ যুগে ।
 কিঞ্চিচ্ছিষ্টাঃ প্রজাস্তা বৈ ধর্ম্যে নষ্টেহপরিগ্রহাঃ
 অসাধনা হতাস্বাশ্চ ব্যাধিশোকেন পীড়িতাঃ ।
 অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব পরস্পরবধেন চ ।।
 অনাথা হি পরিভ্রস্তা রার্ভামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ ।
 ত্যজ্জ্বা পুরাণি গ্রামাশ্চ ভবিষ্যন্তি বনৌকসঃ
 এবং নৃপেষু নষ্টেষু প্রজাস্ত্যজ্জ্বা গৃহাণি তু ।

তাহাদের বাস, সেই সেই জনপদ প্রায়
 শ্লেচ্ছাচার হইয়া পড়িবে। রাজগণ বিপর্যস্ত
 হইয়া পরস্পর প্রজাক্ষয় করিবেন। তৎকালে
 নৃপতিবর্গ প্রায়শঃ লুক্ক ও অসত্যরত হইবেন।
 তাহাদের সেই রমণীভূয়িষ্ঠ যুগের অবসানে
 আয়ু, রূপ, বল ও জ্ঞান তিল তিল পরিমাণে
 ক্ষয় পাইবে। তখন প্রজাবৃন্দ চরম দশায়
 উপনীত হইলে কালের আঘাতে রাজগণ বিনষ্ট
 হইবেন। এই সময় অধার্মিক শ্লেচ্ছপাষণ্ডগণ
 কঙ্কির প্রভাবে উপহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন
 করিবে। কলিসঙ্ক্যার প্রারম্ভে নৃপনাম লুপ্ত
 হইবে। কিয়ৎসংখ্যক প্রজা মাত্র অবশিষ্ট
 রহিবে; পরস্তু ধর্ম্য নষ্ট হওয়ায় তাহারাও
 অপরিগ্রহ, সহায়শূন্য, হতসর্বস্ব, ব্যাধি ও
 শোকপীড়িত, অনাবৃষ্টি-দঙ্ক, পরস্পরের
 বধবিধানে ক্ষয়প্রাপ্ত, অনাথ, ভীত-ভ্রস্ত এবং
 দুঃখার্ভ হইবে। তাহারা পুর কিম্বা গ্রামসমূহ
 পরিত্যাগপূর্বক বনে গিয়া আশ্রয় লইবে।
 এইরূপ অরাজকতার ফলে প্রজাগণ গৃহ

নষ্টে শ্লেহে দুরাপন্থা ভ্রষ্টশ্লেহাঃ সুহৃজ্জনাঃ ।।
 বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ ।
 সরিৎপর্বতসেবিন্যো ভবিষ্যন্তি প্রজাস্তদা ।।
 সন্নিতঃ সাগরানুপান সেবন্তে পর্বতানি চ ।
 অঙ্গান কলিঙ্গান বঙ্গাশ্চ কাশ্মীরান কাশি-
 কোশলান ।।

ঋষিকান্কগিরিদ্রোণীঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
 কৃৎস্নং হিমবতঃ পৃষ্ঠং কুলঞ্চ লবণান্তসঃ ।
 অরণ্যান্যভিপৎস্যন্তি আর্য্যো শ্লেচ্ছজনৈঃ সহ ।।
 মৃগৈর্মীনৈবিহমৈচ্ছ স্বাদদৈস্তক্ষুতিস্যথা ।
 মধুশাকঞ্চলৈর্মূলৈর্বর্ভয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।।
 বীবং বর্ণঞ্চ বিবিধং বহুলান্যজিনানি চ ।
 স্বয়ং কৃত্বা বিবৎস্যন্তি যতা মুনিজনাস্তথা ।।
 বীজান্নানি তথা নিম্নেখীহস্তঃ কাষ্ঠশঙ্কুভিঃ ।
 অজৈতকং খরোষ্ট্রঞ্চ পালয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ।।

ছাড়িবে, কাহারও প্রতি কাহারও শ্লেহ থাকিবে
 না, প্রজাদের দুর্দশার একশেষ হইবে;
 সুহৃদগণও শ্লেহবিহীন হইয়া পড়িবে। বর্ণাশ্রম-
 ব্যবস্থা থাকিবে না, ভীষণ বর্ণসাক্ষর্য্য উপস্থিত
 হইবে। মৃতাবশিষ্ট প্রজাসাধারণ তখন
 সরিৎতীরে বা পর্বতে গিয়া বাস করিতে
 থাকিবে। মানবেরা সরিতে, সাগরে, অনুপ
 দেশে, শৈলে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ- কাশ্মীর-
 কাশী-কোশল ও গিরিদ্রোণী প্রভৃতিতে গিয়া
 আশ্রয় লইবে। আর্য্যগণ শ্লেচ্ছদিগের সহিত
 একযোগে হিমালয়ের পৃষ্ঠে, লবণাক্তির কলে
 ও গভীর অরণ্যসমূহে বাস করিবেন।
 ৩৮৯-৪০৩। মানবগণ মৃগ, মীন, বিহঙ্গ,
 স্থাপদ, তরক্ষু, মধু, শাক, ফল ও মূলাদি দ্বারা
 জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। তাহারা মুনিজনের
 ন্যায় বিবিধ চীর, পর্ণ, বহুল ও অজিন স্বয়ং
 সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিবে, নিম্ন প্রদেশে
 গিয়া বীজার অন্বেষণ করিবে, কাষ্ঠ ও শঙ্কু
 প্রভৃতি দ্বারা সযত্নে ছাগ, মেঘ, খর ও উষ্ট্রাদি
 পশু পালন করিবে, জলের জন্য নদীকূল আশ্রয়

নতীর্বস্যন্তি তোয়ার্থে কুলমাশ্রিত্য মানবাঃ ।
 পার্থিবস্যবহারেণ বিবাহন্তঃ পরস্পরম্ ॥
 বহুপত্যাঃ প্রজাহীনাঃ শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ।
 এবং ভবিষ্যন্তি নরাস্তদাধর্ম্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥
 হীনাকীনাংস্তথা ধর্মান প্রজা সমনুবর্ততে ।
 আয়ুস্তদা ত্রয়োবিংশং ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥
 দুর্বলা বিষয়গ্নানা জরয়া সম্প্ররিপুতাঃ ।
 পত্রমূলফলাহারাস্তীরকৃষ্ণাজিন্যম্বরাঃ ॥
 বৃত্ত্যর্থমভিলিঙ্গন্তুচরিত্যন্তি বসুন্ধনাম ।
 এতৎকালমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজাঃ কলিযুগান্তকে ॥
 ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন দেব্যে বর্ষসহস্র্যকে ।
 নিঃশেষাদ্য ভবিষ্যন্তি সার্দং কলিযুগেন তু ॥
 স সঙ্খ্যাংশে তু নিঃশেষে কৃতং বৈ
 প্রতিপৎস্যতে ॥
 যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিস্র্যবৃহস্পতী ।
 একরাশৌ ভবিষ্যন্তি তদা কৃতযুগং ভবেৎ ॥

এষ বংশক্রমঃ কৃৎস্নং কীর্তিতো বো যথাক্রমম
 অতীতা বর্তমানম্চ তথৈবানাগত্যাশ্চ যে ॥
 মহাপদ্মাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎপরিষ্কৃতঃ ।
 এতদ্বর্ষসহস্রস্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশদুত্তরম্ ॥
 প্রমাণং বৈ তথা চোক্তং মহাপদ্মান্তরঞ্চ যৎ ।
 অন্তরং তচ্ছতান্যষ্টৌ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সমাঃ স্মৃতাঃ
 এতৎকালান্তরং ভাব্যা অদ্র্যাত্তা যে প্রকীর্তিতাঃ
 ভবিষ্যন্তত্র সংখ্যাতাঃ পুরাণজৈঃ শতর্ষিভিঃ
 সপ্তষষ্ঠ্যস্তদা প্রহঃ প্রতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম ।
 সপ্তবিংশৈঃ শতৈর্ভাব্যা অদ্র্যাগান্তে ত্বয়া পুনঃ
 সপ্তবিংশতিপর্যন্তে কৃৎসেন্ নক্ষত্রমন্তলে ।
 সপ্তর্ষন্তে তিষ্ঠন্তি পর্যায়েণ শতং মতম ।
 সপ্তর্ষীগাং যুগং হ্যেতদ্বিব্যয়া সংখ্যায়্য স্মৃতম্ ॥
 সা সা দিব্যা স্মৃতা ষষ্টিদিব্যাহুশ্চৈব সপ্তর্ষিঃ
 তেভ্যঃ প্রবর্ততে কালো দিব্যঃ সপ্তর্ষিভিস্তনৈস্তঃ
 সপ্তর্ষীগান্তু যে পূর্বা দৃশ্যন্তে উতাতরাदिशि ।

করিয়া রহিবে এবং রাজাদিগের আচরনে
 তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত পীড়িত
 করিবে । বহু নর প্রজাহীন হইবে; অনেকে
 বহু পুত্রের পিতা হইবে, এবং শৌচাচারহীন
 হইয়া তৎকালে অধর্ম্মই অবস্থিতি করিবে ।
 প্রজাসাধারণ অতি নিকৃষ্টতম ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী
 হইবে । তখন আয়ুষ্কাল মাত্র ত্রয়োবিংশতি
 বর্ষ হইবে; তাহার ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবে
 না । লোক সকল-দুর্বল, বিষয়-বিষণু,
 জরাজীর্ণ, পত্র-মূল ও ফলাহারী এবং
 কৃষ্ণাজিন-বসনধারী হইবে । তাহারা জীবিকা
 নির্বাহের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ
 করিবে । কলিযুগের অবসানে প্রজাবৃন্দ
 এইরূপই হইবে । দিব্য বর্ষসহস্রাত্মক কলিযুগ
 ক্ষীণ হইলে, ঐ যুগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাগণ
 নিঃশেষ হইয়া যাইবে । সঙ্খ্যাংশের সহিত
 কলিকাল শেষিত হইলে কৃতযুগ প্রবৃত্ত হইবে ।
 যখন চন্দ্র, সূর্য পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতিগ্রহ
 একই রাশিতে সমুদিত হইবে, তখনই

কৃতযুগের উপক্রম হইবে । এই আমি যথাক্রমে
 সমুদয় বংশক্রম কীর্তন করিলাম; অতীত,
 অনাগত, বর্তমান, সমস্ত রাজবৃত্তান্তই বলা হইল ।
 পরিষ্কিতের জন্য হইতে মহাপদ্মের অভিষেক
 কাল একসহস্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বলিয়া নির্ধারিত ।
 মহাপদ্মের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্ব কালের
 প্রমাণও নির্ণীত হইয়াছে । মহাপদ্মের রাজত্ব
 কাল হইতে অদ্র্যদিগের রাজত্বকালের পরিমাণ
 অষ্ট শত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর । ভবিষ্যবেদী
 পুরাণজগণ এইরূপ কালসংখ্যাই নির্ণয়
 করিয়াছেন । ৪০৪-৪১৭ । সপ্তর্ষিগণ প্রতি
 নক্ষত্রে এক এক শত বর্ষ যাবৎ বাস করিয়া
 থাকেন । এইরূপে তাহারা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে
 সপ্তবিংশতি শত বর্ষ বাস করেন । পর্যায়ক্রমে
 ঐরূপে এক এক নক্ষত্রে এক এক শত বর্ষ কাল
 অবস্থানের নাম সপ্তর্ষিদিগের এক একটী যুগ
 বলিয়া কথিত । ঐ যুগ দিব্যসংখ্যায় নির্ণীত হইয়া
 থাকে । দিব্য এক ষষ্টি বর্ষকেই সপ্তর্ষিগণের
 এক শত বর্ষ গণনা করা হয় । সপ্তর্ষিদিগের

ততো মধ্যো চ না নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং দিব
 তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা জ্ঞেয়া ব্যোমি শতং সমাঃ
 নক্ষত্রখামৃষীণাঞ্চ যোগস্যৈতন্নিদর্শনম্ ।।
 সপ্তর্ষয়ো মধ্যযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম
 অন্ধ্রানেত তু চতুর্বিংশে ভবিষ্যন্তি মতে মম ।।
 ইমান্তদা তু প্রকৃতিব্যাপৎস্যন্তি প্রজা ভূশম ।
 অনুতোপহতাঃ সর্বা ধর্মতঃ কামতোহর্থতঃ ।।
 শ্রীতস্মর্ন্তে প্রশিথিলে ধর্মে বর্ণাশ্রমে তদা ।
 সঙ্করং দুর্বলাত্মানঃ প্রতিপৎস্যন্তি মোহিতাঃ ।।
 সংসক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তি শুদ্রাঃ সাক্ষং দ্বিজাতিভিঃ
 ব্রাহ্মণাঃ শুদ্রবষ্টারঃ শূদ্রা বৈ মন্ত্রযোনয়ঃ ।।
 উপস্থাস্যানিত তান বিপ্রান্তদা বৈ বৃত্তিলিঙ্গবঃ ।
 লবং লবং ভ্রশ্যমানাঃ প্রজা সর্বাঃ ক্রমেণ তু

গতিক্রমে এইরূপে দিব্য কাল প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। সপ্তর্ষি প্রথমতঃ নক্ষত্রমন্ডলের পূর্বদিকে এবং পরে উত্তর দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর অন্তরীক্ষের সম-মধ্যভাগে যে নক্ষত্র দেখা যায়, তাহার সহিত সপ্তর্ষি মিলিত হইলে তাঁহাদের শত বর্ষকালের পূর্ণতা জানা যায়। নক্ষত্রমন্ডল ও সপ্তর্ষিদিগের যোগব্যাপারের ইহাই নিদর্শন। আমার মতে পরিক্ষিতের রাজতুকালে সপ্তর্ষি একশত বর্ষ মধ্যানক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইবেন। অনন্তর অন্ধ্র রাজাদিগের রাজত্বের অবসানে তাঁহারা শতভিষা নক্ষত্রে গিয়া মিলিত হইবেন। তৎকালে পৃথিবীস্থ প্রজা সাধারণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সকলেই অসত্যে উপহত এবং ধর্ম অর্থ ও কাম হইতে হীন হইবে। শ্রীত স্মার্ত কর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম তখন শিথিল হইয়া যাইবে। দুর্বলচেতা মোহপ্রাপ্ত প্রজাদিগের মধ্যে ঐ সময় সাক্ষ্য ঘটবে। শূদ্রগণ দ্বিজাতিগণের সহিত সংসক্ত হইবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রযাজী ও শূদ্রেরা মন্ত্রবক্তা হইবে। বৃত্তিলিঙ্গায় ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগের আনুগত্য করিবেন। তিল তিল পরিমাণে প্রজাবর্গ তখন ক্ষয় পাইতে থাকিবে। অবশেষে

ক্ষয়মেব গমিষ্যন্তি ক্ষীণশেষা যুগক্ষয়ে ।
 যস্মিন কৃস্ণেণা দিব যাতস্তস্মিন্বেব তদা দিনে
 প্রতিপন্নং কলিযুগস্তস্য সংখ্যাং নিবোধত ।
 সহস্রাণাং শতানীহ ত্রীহি মানুষসংখ্যায়া ।।
 ষষ্টিধ্বংস সহস্রাণি বর্ষাণামুচ্যতে কলিঃ ।।
 দিব্যং বর্ষসহস্রং তৎসঙ্খ্যাংশং প্রকীর্তিতম ।
 নিঃশেষে চ তদা তস্মিন কৃতংবে প্রতিপৎস্যতে
 ঐল উক্ষাকুবংশশ্চ সহ ভেদৈঃ প্রকীর্তিতৌ ।
 ইক্ষাকোদ্য স্মৃতঃ ক্ষত্রঃ সুমিত্রান্তং বিবস্বতঃ ।।
 ঐলং কষত্রং ক্ষেমকান্তং সোমবংশবিদো বিদুঃ
 এতে বিবস্বতাঃ পুত্রাঃ কীর্ততাঃ কীথিবর্দ্ধনাঃ
 অতীতা বর্তমানাস্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্বয়ে স্মৃতাঃ
 যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমীতাতাঃ সহস্রশঃ ।

যুগক্ষয়ে ক্ষীণাবিশিষ্ট প্রজাগণ সম্পূর্ণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে দিনে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, ঐ দিনেই কলি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে সেই কলিযুগের সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মানুষমানে তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বর্ষ কলিকালের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দিব্য সহস্র বর্ষ উহার সঙ্খ্যাংশ কথিত হইয়া থাকে। যখন সমগ্র কলিকাল নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখনই কৃত যুগ প্রবর্তিত হইবে। ৪১৮-৪৩০। ঐল ও ইক্ষাকুবংশের যে কিছু পার্থক্য আছে, তৎসহ ঐ দুই বংশের বৃত্তান্ত আমি কীর্তন করিয়াছি ইক্ষাকু হইতে যে ক্ষত্রিয়বংশের আবির্ভাব, তদংশীয় সুমিত্র পর্য্যন্ত ই তাহার পরিশেষ। আর চন্দ্র-বংশাভিজ্ঞ বুধগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষেমক পর্য্যন্তই ঐল ক্ষত্রিয় বংশের অবসান। এই আমি বিবস্বানের কীর্তিবর্দ্ধন পুত্রগণের বিবরণ কীর্তন করিলাম। যে সকল সূর্য্যবংশীয় নরপতি স্ব স্ব কৃতকর্মের ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়াছেন, হইবেন বা বর্তমানে আছেন, তাঁহাদের সকলের কথাই বলা হইয়াছে। যুগে যুগে সহস্র সহস্র

বহুত্বনামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে ।।
 পুনরাক্তবহুত্বাচ্চ ন ময়া পরিকীর্তিত ।
 বৈবস্বতেহন্তরে হ্যগ্নিনিমিবংশঃ সমাপ্যতে ।।
 এতস্যানন্ত যুগাখ্যায়াং যতঃ ক্ষত্রং প্রপৎস্যতে
 তদথা হি কথায়িষ্যামি গদতো মে নিবোধত ।।
 দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ইক্ষাকোচ্চৈরমোমতঃ
 মহাযোড়বলোপেতঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ ।।
 সুবর্চাঃ সোমপুত্রস্য ইক্ষাকোস্য ভবিষ্যতি ।
 এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ।।
 ন চ বিংশে যুগে সোমবংশস্যদির্ভবিষ্যতি ।
 দেবাপিরসপত্নস্য ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ ।।
 ক্ষত্রপ্রবর্তকৌ হ্যেতৌ ভবিষ্যতে চতুর্যুগে ।
 এবং সর্বত্র বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থে তু লক্ষণম ।।
 ক্ষীণে করিযুগে তস্মিন ভবিষ্যে তু কৃতে যুগে
 সপ্তর্ষিভিন্ত তৈঃ সার্কমাদ্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ ।।

মহাত্মা অতীত হইয়াছেন । বাহুল্য এবং
 পুনরুক্তি ভয়ে প্রত্যেক বংশজাত
 মহাত্মাদিগের নামসংখ্যা আমি নির্দেশ
 করিলাম না । বৈবস্বত মন্বন্তরে রাজা নিমি
 পর্য্যন্তই রাজবংশের পরিসমাপ্তি । এই
 বর্তমান যুগে যেরূপে আবার ক্ষত্রিয়োৎপত্তি
 হইবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
 পুরুবংশীয় রাজা দেবাপি কঠোর যোগবল
 অবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে অবস্থান
 করিবেন এবং ইক্ষাকুকুলে সোম হইতে সুবর্চা
 নামে এক পুত্র জন্মিবেন । চতুর্বিংশ যুগে
 এই দুই মহাত্মাই পুনরায় ক্ষত্রিয়বংশের
 প্রবর্তন করিবেন । বিংশ যুগে সোমবংশের
 আদি মূল কেহই থাকিবেন না । দেবাপি
 নিঃসপত্নভাবে ঐল বংশের আদি রাজা
 হইবেন । চারি যুগেই ঐ দুই পূর্বোক্ত
 রাজা ক্ষত্রিয়কূলের প্রবর্তক হইবেন । ক্ষত্রিয়
 সন্তান উৎপাদনের জন্য পর্বতও এইরূপ
 লক্ষণই জানিতে হইবে । কলিযুগ ক্ষীণ ও
 ভাবী কৃত যুগ প্রবর্তিত হইলে, ঐ রাজদ্বয় ভাবী

গোত্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভবিষ্যতে প্রবর্তকৌ
 দ্বাপরাংশে ন তিষ্ঠন্তি ক্ষত্রিয়া ঋষিবিঃ সহ ।।
 কালে কৃতযুগে চৈব ক্ষীণে ত্রেতাযুগে পুনঃ ।
 বীজার্থন্তে ভবিষ্যন্তি ত্রক্ষক্ষত্রস্য বৈ পুনঃ ।।
 এবমেব তু সর্বৈযু তিষ্ঠন্তীহান্তরেষু বৈ ।
 সপ্তর্ষয়ো নৃপৈঃ সাক্ষং সন্তানার্থং যুগে যুগে ।।
 ক্ষত্রস্যৈব সমুচ্ছেদঃ সান্বধো বৈ দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ
 মন্বন্তরাণাং সপ্তনাং সন্তনশ্চ সুতাশ্চ তে ।।
 পরম্পরা যুগানাঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ ।
 যথা প্রবৃতিস্তেষাং বৈ পতন্তানাং তথা ক্ষয়ঃ ।।
 সপ্তর্ষয়ো বিদুস্তেষাং দীর্ঘায়ুর্দ্ব্যক্ষয়ান্ত তে ।
 এতেন ক্রমযোগেন ঐক্কেমুন্ধনয়া দ্বিজাঃ ।।
 উৎপদ্যমানাক্রেতায়াং ক্ষীয়মাণে কলৌ পুনঃ ।।
 অনুবাপ্তি যুগাখ্যান্ত যাবন্মান্বন্তরক্ষয়ঃ ।।
 জামদগ্ন্যোন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশেষিতে ।
 কৃতে বংশকুলাঃ সর্বাঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপৈঃ ।।

সপ্তর্ষিগণ সহ প্রাদুর্ভূত হইবেন । পুনর্ব্বার যখন
 ত্রেতাযুগের আদ্যাবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন
 তাঁহারাই আবার ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্তক হইবেন ।
 দ্বাপরাংশে কি ঋষি, কি ক্ষত্রিয়, কেহই থাকিবেন
 না । কৃত ও ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হইলে সেই সেই
 ঋষি ও রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশের বীজভূত
 হইবেন । সমস্ত মন্বন্তরে এইরূপে
 ক্ষত্রিয়বংশের অবস্থিতি । সন্তান নিমিত্ত সপ্তর্ষিগণ
 যুগে যুগে রাজগণ সহ এইরূপেই অবতীর্ণ হইয়া
 থাকেন । ৪৩১-৪৪ । ক্ষত্রিয়বংশের সমুচ্ছেদ,
 দ্বিজগণ সহ তাঁহাদের সংস্রব, সপ্ত মন্বন্তর, মন্বন্ত
 রীয় প্রজাবৃন্দ, যুগপরম্পরা, ব্রহ্মক্ষত্রকূলের উদ্ভব,
 তাঁহাদের উৎপত্তি প্রকার, উৎপন্ন হইবার পর
 পুনরায় তাঁহাদের ক্ষয় এবং তাঁহাদের দীর্ঘায়ুষ্টি
 আদি বিবরণ, সপ্তর্ষিগণ অবগত থাকেন । এইরূপ
 ক্রমানুসারে ঐল ও ইক্ষাকুবংশীয় দ্বিজাতিগণ
 ত্রেতাযুগে উৎপন্ন হইয়া কলিযুগের ক্ষয়কাল
 পর্য্যন্ত যুগানুবর্তন করেন । মন্বন্তরের ক্ষয়কাল
 পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে এইরূপেই উৎপন্ন হইতে
 হয় । জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম রাজন্যগণসহ

দ্বিবংশকরণাষ্ট্রৈব কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত ।।
 ঐলস্যেক্ষকুন্দস্য প্রকৃতিঃ পরিবর্ততে ।
 রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাস্য তথান্যে ক্ষত্রিয়াঃ নৃপাঃ ।।
 ঐলবংশস্য যে খ্যাতান্তস্তথৈবৈক্ষাকবানৃপাঃ ।
 ভেষামেকশতং পূর্ণং কুলানামভিষেকিণাম ।
 তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তরো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ।
 ভজতে ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্থী তদযথাশিশম ।।
 তেহতীতাঃ সমানা য়ে ব্রুবতস্তুরিবোধত ।
 শতং বৈ প্রতিবিদ্যানাং মতং নাগাঃ শতং
 হয়াঃ ।।

ধার্ত্তরাষ্ট্রৈশ্চকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ ।
 শতঞ্চ ব্রহ্মদত্তানাং শীরিণাং বীরিণাং শতম ।।
 ততঃ শতন্তু পৌলানাং শ্বেতকাশকুশাদয়ঃ ।
 ততোহবরে সহস্রং বৈ মেহতীতাঃ শতবিন্দবঃ
 ঐজিরে চার্ষমেধৈস্তে সর্বে নিযুতদক্ষিণৈঃ ।

সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদ সাধন করিলে, অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য উভয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণেরই পুনরুৎপত্তি হয়। আমি সে বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন, জামদগ্ন্যকৃত সংহারের পর ঐল ও ঐক্ষাকব উভয় বংশেই পুনর্ব্বার সন্তান বিস্তার হয়। ধারাবাহিক ক্রমে ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় রাজা হইয়া থাকেন। ঐল ও ঐক্ষাকব, এই দুই বংশেই বহু প্রখ্যাত রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অভিষিক্ত রাজগণের পূর্ণ এক শত কুল, এবং ভোজগণের তদপেক্ষা দ্বিগুণ, এইরূপে ক্ষত্রিয়দিগের তিন শত কুল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, সেই সকল তুল্যনামীয় রাজাদিগের বিষয় বলি, শ্রবণ করুন। একশত প্রতিবিদ্য, এক শত নাগ, এক শত হর, এক শত ধৃতরাষ্ট্র, অশীতি জন জনমেজয়, এক শত ব্রহ্মদত্ত, এক শত বীরী, এক শত পৈল এবং এক এক শত শ্বেত, কাশ ও কুশাদি নামীয় নরপতি ও শতবিন্দু নামে এক সহস্র রাজা অতীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিযুত দক্ষিণাশ্রিত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের

এবং রাজর্ষয়োহতীতাঃ শতশোহথ সহস্রাঃ
 মনোবৈবস্বতস্যাস্মিন বর্ত্তমানেহন্তরে তু য়ে ।
 তেষাংনিবোধিতোৎপন্না লোকে সন্ততয়ঃস্মৃতাঃ
 ন শক্যং বিস্তরং তেষাং সন্তানানাং পরম্পরা
 তৎপূর্ব্বাপরযোগেন বত্ং বর্ষশতৈরপি ।।
 অষ্টাবিংশদযুগাখ্যাদ্য গতা বৈবস্বতেহন্তরে ।
 এতা রাজর্ষিভিঃ সার্কং শিষ্টা বাস্তা নিবোধত
 চত্বারিংশচ্চ য়ে চৈব ভবিষ্যাঃ সহ রাজভিঃ ।
 যুগাখ্যানাং বিশিষ্টাদ্য ততো বৈবস্বতক্ষয়ঃ ।।
 এতদ্বঃ কথিদং সর্ব্বং সমাসব্যাসংযোগতঃ ।
 পুনরুক্তং বহুত্বাচ্চ ন শক্যন্তু যুগৈঃ সহ ।।
 এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চবিংশা বিশাং হিতাঃ
 কীর্ত্তিতাহমিতা য়ে য়ে লোকান বৈ ধারয়ন্ত্যত
 লভতে চ বয়ান পঞ্চ দুর্লভানিহ লৌকিকান ।।

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপে শত শত সহস্র রাজর্ষি অতীত হইয়াছেন। এই বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর; এই মনুর অধিকার কালে যাঁহারা রাজা হইয়াছেন, তাঁহাদের বহুসংখ্যক সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সন্তানপরম্পরার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বাপর যোগ করিয়া এক শত বর্ষেও বলিবার শক্তি আমার নাই। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টবিংশ যুগ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে রাজর্ষিগণ সহ সে সকল অবশিষ্ট রাজসন্ততি আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভাবী কালে এই যুগে আরও চত্বারিংশ জন বিশিষ্ট রাজা রাজত্ব করিবেন। পরে বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে। এই আমি আপনাদের নিকট সংক্ষেপে ও বিস্তৃতক্রমে সমস্ত রাজবৃত্তান্ত বলিলাম। পুনরুক্তি ও বহুত্ব প্রযুক্ত আমি সমস্ত যুগীয় রাজগণের বংশ বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। যযাতিপুত্রদিগের প্রজাহিতৈষী পঞ্চবিংশতি বংশধরের বিবরণ কীর্ত্তিত হইল। ইহারা সকলেই অমিত প্রভাব এবং এই লোকসমূহের ধারন কর্ত্তা। এই সকল রাজবংশ-বিবরণ শ্রবণে এবং ধারণে

আয়ুঃ কীর্ত্তিং ধনং পুত্রান স্বৰ্গং চানন্ত্যমপুতে
দারণাচ্ছবণাচ্চৈব তে লোকান ধাবন্ত্যত ।
ইত্যেষ বো ময়া পাদস্তৃতীয়ঃ কথিতো দ্বিজাঃ
বিস্তরেণানুপূৰ্ব্বা চ কিং ভূয়ো বৰ্ত্তয়াম্যহম ।।
ইতে শ্রমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে তুৰ্ব্ব্বাদি
বংশবর্ণনং নাম নবনবতি তমোসূধ্যায়ঃ ।
সমাপ্তশ্চায়মুপোদঘাতপাদঃ ।

উপসংহারপাদঃ ।

শতমোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরুবাচ ।

শ্রুত্বা পাদং তৃতীয়ন্তু ক্রান্তং সূতেন ধীমতা ।
ততচ্চতুর্থং পথচ্চুঃ পাদং বৈ ঋষিসন্তমাঃ ।। ১
ঋষয় উচুঃ ।

পাদঃ ক্রান্তস্তৃতীয়োহয়মনুষঙ্গেন যন্তুয়া ।
চতুর্থং বিস্তরাং পাদং সংহারং পরিকীর্ত্তয় ।। ২

আয়ুঃ কীর্ত্তি, ধন, পুত্র ও অনন্তকাল স্বৰ্গ, এই
পঞ্চ সুদুর্লভ লৌকিক বর প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট
বিস্তর ও আনুপূৰ্ব্বীক্রমে তৃতীয় পাদ কীর্ত্তন
করিলাম, অতঃপর আর কি বর্ণন করিব বলুন ।
৪৪৫-৪৬৪ ।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৯০ ।।

শততম অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, - ধীমান্ সূত বর্ণিত তৃতীয় পাদ
শ্রবণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠগণ অতঃপর চতুর্থ
পাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিগণ
কহিলেন, - হে সূত । তুমি অনুষঙ্গ নামক
তৃতীয় পাদ বর্ণন করিয়াছ, অধুনা চতুর্থ
উপসংহারপাদ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর । যে
সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, সেই সমস্ত
এবং অন্যান্য মন্বন্তর, বর্ত্তমান মন্বন্তরের
সপ্তর্ষিদিগের বৃত্তান্ত এবং মহাত্মা সাম্প্রতিক

মন্বন্তরাণি সৰ্ব্বাণি পূৰ্ব্বাণ্যেবাপরৈঃ সহ ।
সপ্তষাণামথৈতেষাং সাম্প্রতস্যান্তরে মনোঃ ।।
বিস্তরাবয়বধৈঃ নিসর্গস্য মহাত্মনঃ ।
বিস্তরেণানুপূৰ্ব্বা চ সৰ্ব্বমেব ব্রবীহি মে ।। ৪
সূত উবাচ ।

ভবতাং কথয়িষ্যামি সৰ্ব্বমেতদযথাতথম ।
পাদং ত্বিমং সংহারং চতুর্থং মুনিসন্তমাঃ ।। ৫
মনোবৈবস্বতস্যোমং সাম্প্রতস্য সহাত্মনঃ ।
বিস্তরেণানুপূৰ্ব্বা চ নিসর্গং শৃণুত দ্বিজাঃ ।। ৬
মন্বন্তরাণাং সংক্ষেপং ভবিষ্যোঃ সহ সপ্তর্ষিঃ ।
প্রলয়ধৈঃ লোকানগং ক্রবতো মে নিরোধত ।
এতান যুক্তানি বৈ সম্যকসপ্তসপ্তসু বৈ ময়া ।
মন্বন্তরাণি সংক্ষেপং চুণুতানিগতানি মে ।। ৮
সাবর্ণস্য প্রবক্ষ্যামি মনোবৈবস্বতস্য হ ।
ভবিষ্যস্য ভবিষ্যন্তি সমাসান্ত্রিধেত ।। ৯
অনাগতাশ্চ সপ্তৈব শ্রুতান্তিহ মহর্ষয়ঃ ।

মনুর সৃষ্টি-বিস্তারবার্ত্তা, এই সমুদায়
আনুপূৰ্ব্বীক্রমে বিস্তৃতবার্ত্তা বর্ণন কর । সূত
কহিলেন, - হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই চতুর্থ
সংহারপাদের কীর্ত্তনে আপনাদের জিজ্ঞাসিত ঐ
সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথ ব্যক্ত করিব । হে
দ্বিজগণ! বর্ত্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর
সৃষ্টিবিবরণ এক্ষণে আনুপূৰ্ব্বীক্রমে বিস্তৃত ভাবে
শ্রবণ করুন । ভবিষ্য সপ্ত মন্বন্তরের সহিত
অতীত মন্বন্তরসমূহের ও লোক সকলের
সংহারবার্ত্তা সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনারা
অবহিত হউন । অতীত সপ্ত মন্বন্তরের বর্ণন
প্রসঙ্গে যদিও ভবিষ্য সপ্ত মন্বন্তরের কথা সম্যক
কীর্ত্তন করিয়াছি, তথাচ আবার সে সকল আমি
সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন । এক্ষণে ভাবী
সাবর্ণ মনু এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর বিবরণ
বলিব । ভাবী মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন,
তাঁহাদের নাম সংক্ষেপে বলি, অবধান করুন ।

কৌশিকো গালবশ্চৈব জামদগ্ন্যশ্চ ভার্গবঃ । ।
 দ্বৈপায়নো বলিষ্ঠশ্চ কৃপঃ শারদ্বতস্থথা ।
 আত্রেয়ো দীপ্তিমাংশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ কাশ্যপঃ
 ভারদ্বাজস্তথা দ্রৌণিমাংশ্চৈব মহাযশাঃ ।
 এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যাঃ পরিমৰ্ষয়ঃ । ।
 সুতপাশ্চান্নিতাভাশ্চ সুখাশ্চৈব গণাস্ত্রয়ঃ ।
 ভেবাং গণাস্ত দেবানামেকৈকো বিংশ কঃ স্মৃতঃ
 নামতস্য প্রবক্ষ্যামি নিবোধধ্বং সমাহিতাঃ ।
 রিভস্তপশ্চ শুক্লশ্চদ্যুতিজ্যোতিঃ প্রভাকরৌ
 প্রভাসো ভাসকৃৎস্মন্তেজোরশির্ষ তুবিরটি ।
 অর্চিস্মান দ্যোতনো ভানুর্ষশঃ কীর্তির্বুধো
 ধৃতিঃ ।

বিংশতিঃ সূতপো হ্যেতো নামভিঃ পরিকীর্তিতাঃ
 প্রভুর্বিভুর্বিভাসশ্চ জেতা হস্তারিহা রিতুঃ ।
 সুমতিঃ প্রমতিদীপ্তিঃ সমাখ্যাতো মহো সহান
 দেহো মুনির্নয়ো জ্যেষ্ঠঃ সমঃ সত্যশ্চ বিশ্রুতঃ
 ইত্যেতে হ্যমিতাভাদ্য বিংশতিঃ পরিকীর্তিতাঃ

অনাগত সপ্ত মহর্ষিই প্রখ্যাত । কুশিকনন্দন
 গালব, জমদগ্নিসুত ভার্গব, বশিষ্ঠগোত্রীয়
 দ্বৈপায়ন, শারদ্বতবংশীয় কৃপ, আত্রেয় দীপ্তিমান,
 কাশ্যপ ঋষ্যশৃঙ্গ এবং ভারদ্বাজগোত্রীয় দ্রৌণি
 অশ্বথামা, এই সপ্ত মহাত্মাই ভাবী মন্বন্তরের
 পরমর্ষি, সুতপ, অমিতাভ ও সুখ ভবিষ্য মন্বন্ত
 রীয় দেবগণের এই তিনটি গণ প্রখ্যাত ।
 ইহাদের এক এক গণে বিংশতি দেব বিরাজিত ।
 এক্ষণে ইহাদিগের নাম নির্দেশ করিতেছি,
 শ্রবণ করুন-ঋত, তপ, শুক্র, দ্যুতি, জ্যোতি,
 প্রভাকর, প্রভাস, ভাসকৃৎ, ধর্ম, তেজঃ, রশ্মি,
 ঋতু, বিরটি, অর্চিস্মান, দ্যোতন, ভানু, যশ,
 কীর্তি, বুধ, ও ধৃতি এই বিংশতি সুতপা দেবগণ
 নামতঃ কীর্তিত হইল । প্রভু, বিভু, বিভাস,
 জেতা, হস্তা, অরিহা, রিভু, সুমতি, প্রমতি, দীপ্তি,
 সমাখ্যাত, মহ, মহান, দেব, মুনি, নয়, জ্যেষ্ঠ
 শম, সত্ত্ব ও বিশ্রুত, এই বিংশতি অমিতাভ
 নামক দেবগণ কীর্তিত হইল । দম, দাতা, বিদ,

দমো দাতা বিদঃ সোমো বিত্তবৈদ্যো যমৌ
 নিধিঃ ।
 হোমং হব্যং হৃতং দানং দেয়ং দাতা তপঃ শমঃ
 ধ্রুবং স্থানং বিধানঞ্চ নিয়মশ্চেতি বিংশতিঃ ।
 মুখ্যা হ্যেতে সমাখ্যাতাঃ সাবর্ণেঃ প্রথমে
 হস্তরে । ।

মারীচসৈব তে পুত্রাঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।
 সাম্প্রতস্য ভবিষ্যন্তি সাবর্ণস্যান্তরে মনোঃ । ।
 ভোমিন্দ্রে ভবিষ্যস্য বলিবৈরোচনঃ পুরা ।
 বীরবাংশবরীয়াংশ্চ নির্মোহঃ সত্যবাকৃকৃতী
 চরিস্কুরাজ্যো বিষ্ণুশ্চ বাচঃ সুমতিরেব চ ।
 সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নবৈব তু । ।

নব চান্যেযু বক্ষ্যামি সাবর্ণেশ্চান্তরেষু বৈ ।
 সাবর্ণমনবশ্চাস্যে ভবিষ্যা ব্রহ্মণঃ সূতাঃ । ।
 মেরুসাবণিনস্তে বৈ দৃষ্টা যে দিব্যদৃষ্টিভিঃ ।
 দক্ষস্য তে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সূতাঃ
 মহতা তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠি মহৌজসঃ ।

সোম, বিত্ত, বৈদ্য, যম, নিধি, হোম, হব্য,
 হৃত, দান, দেয়, দাতা, তপ, শম, ধ্রুব, স্থান,
 বিধান ও নিয়ম-এই বিংশতি শুক নামক
 দেবগণ কথিত হইল । সাবর্ণ মন্বন্তরের
 প্রথমাবস্থায় ইহঁরাই দেবগণের পদে
 অধিষ্ঠিত । ১-১৫ । এই দেবগণ মরীচিনন্দন
 মহাত্মা কশ্যপের পুত্র । অধুনাতন মন্বন্ত
 রের পর ভাবী সাবর্ণ মন্বন্তরে ইহঁরাই দেবতা
 হইবেন । বিরোচন-নন্দন বলি ইহঁদের ভাবী
 ইন্দ্র । সাবর্ণ মনুর নয় জন পুত্র হইবে ।
 তাহাদের নাম-বীরবান্, অবরীয়ান্, নির্মোহ,
 সত্যবাকৃ, কৃতী, চরিস্কু, আজ্য, বিষ্ণু, বাচ ও
 সুমতি । অন্য সাবর্ণ মন্বন্তরীয় নয় জন
 মনুপুত্রের নাম কীর্তন করিব । ভাবী কালে
 অন্য আরও অনেক সাবর্ণ মনু হইবেন । ঐ
 সকল ব্রহ্মনন্দন মনু দূরদর্শিগণের মতে
 মেরুসাবর্ণি নামে অভিহিত । ঐ মনুগণের
 মধ্যে অনেকে দক্ষের দৌহিত্র-তদীয় প্রিয়তম

ব্রহ্মদির্ভিস্তে জনিতা দক্ষৈণৈব চ ধীমতা ।।
মহর্লোকগতাবৃত্য ভবিষ্যা মেরুমশ্রিতাঃ ।
মহাভাবাদ্য তে পূর্বং জজ্ঞিরে চাক্ষুমেহন্তরে
ঋষয় উচুঃ ।

দক্ষেন জনিতাঃ পুত্রাঃ কন্যায়ামাত্ননঃ কথম ।
ভবেন ব্রহ্মণা চৈব ধর্মেন চ মহাত্মনঃ ।।

সূত উবাচ ।

অতো ভবিষ্যান ব্রহ্ম্যামি সাবর্ণমনবদ্য যে ।
তেষাং জন্ম প্রভাবঞ্চ নমস্কৃত্য প্রচেতসে ।।
বৈশ্বতে হ্যপম্পৃষ্টে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে চ চাক্ষুষে ।
জজ্ঞিরে মনবন্তে হি ভবিষ্যানাগতান্তরে ।।
প্রাচেতসস্য দক্ষস্য দৌহিত্রা মনবদ্য যে ।
সাবর্ণা নামতঃ পঞ্চ চত্বারঃ পরমর্ষিজাঃ ।।
সংজ্ঞাপুত্রস্য সাবর্ণ একো বৈবস্বতস্তথা ।
জ্যেষ্ঠঃ সংজ্ঞাসুতো নাম মনুবৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।।

দুহিতার গর্ভজাত । তাঁহারা মহৌজা,
মহাতপস্বী ও মেরুপৃষ্ঠবাসী । তাঁহাদের অনেকে
ব্রহ্মাদি দেব এবং ধীমান্ দক্ষ প্রজাপতি হইতে
উৎপন্ন । তাঁহারা মহর্লোকে অবস্থান করেন;
সেখান হইতে আসিয়া মেরুপৃষ্ঠের আশ্রয় লন ।
পূর্বের চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহাদের জন্ম
হইয়াছিল । সেই ভবিষ্যৎ মনুগণ অতীব
মহানুভব । ঋষিগণ কহিলেন, -দক্ষ কিরূপে
অত্রকন্যায় পুত্রোৎপাদন করিলেন? এবং ভব,
ব্রহ্মা ও ধর্ম হইতেই বা সেই মহাত্মাগণের জন্ম
হইল কিরূপে? সূত কহিলেন, -আমি
প্রচেতাকে নমস্কার করিয়া অতঃপর ভাবী সাবর্ণ
মনুদিগের বিবরণ এবং তাঁহাদের জন্ম ও
প্রভাবের বিষয় বর্ণন করিতেছি । চাক্ষুষ মন্বন্ত
রের অন্ত্যাবশেষে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের
প্রারম্ভে ঐ সকল ভবিষ্য সাবর্ণ মনু জন্ম গ্রহণ
করিয়াছেন । উহাদের মধ্যে পাঁচজন সাবর্ণ
মনু, দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র, চারিজন মনু
মহর্ষি হইতে সমুৎপন্ন এবং একজন
হায়াসংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণ । সংজ্ঞাসুত বৈবস্বত মনু
ঐ সাবর্ণ মনুর জ্যেষ্ঠ । বৈবস্বত মন্বন্তরের

বৈশ্বতেহন্তরে প্রাপ্তে সমুৎপত্তিস্তয়োঃ শুভা
চতুর্দশৈতে মনবঃ কীর্তিতাঃ কীর্তিবর্ধনাঃ ।।
বেদে শ্রুতৌ পুরাণে চ সর্ব্বতে প্রভবিষ্যবঃ ।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে ভুতানাং পতয়ঃ স্থিতাঃ
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সন্তদীপা সপর্ব্বতা ।
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাস্যা নরেশ্বরৈঃ ।।
প্রজাভিস্তপসা চৈব বিস্তরং তেষু বক্ষ্যতে ।
চতুর্দশৈচ তে জ্ঞেয়াঃ সর্গাঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ।।
মন্বনাতরাধিকারেষু বর্ত্তন্তেহত্র সকৃৎ সকৃৎ ।
বিনিবৃত্তাধিকারান্তে হমর্লোকং সমাশ্রিতাঃ ।।
সমতীতান্ত যে তেষামষ্টৌ ষষ্টান্তধাপরে ।
পূর্ব্বেষু সাম্প্রতচ্যায়ং শান্তিবৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।।
য শিষ্টান্তান প্রবক্ষ্যামি সহ দেবর্ষিদানবৈঃ ।
সহ প্রজানিসর্গেণ সর্ব্বাংস্ত্বনাগতান দ্বিজান ।।
বৈবস্বতনিসর্গেণ তেষাং জ্ঞেয়স্ত বিস্তরঃ ।

উপক্রমে এই শেষোক্ত মনুদ্বয়ের শুভ জন্ম
সম্ভটিত হয় । এইরূপে কীর্তিবর্ধন চতুর্দশ
মনু কীর্তিত হইয়াছেন । কি বেদ, কি শ্রুতি,
কি পুরাণ, -সর্ব্বত্রই ইহারা প্রভুবিষ্ণু,
প্রজাপতি ও সর্ব্বভূতপতি বলিয়া বর্ণিত । ঐ
মনুগণ দ্বারাই এই শৈলদীপবতী সমগ্র পৃথ্বী পূর্ণ
যুগ সহস্র যাবৎ প্রতিপালিত । উহাদের প্রজা
ও তপঃসমৃদ্ধি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি ।
স্বয়ম্ভুবাদি মন্বন্তর সৃষ্টি চতুর্দশধা বিভক্ত ।
১৬-৩৫ । মনুগণ স্ব স্ব মন্বন্তরাধিকারে এক
একবার বর্ত্তমান থাকেন । যখন তাঁহাদের
অধিকার কাল ফুরাইয়া যায়, তখন তাঁহারা
মহর্লোকে গিয়া আশ্রয় লন । তাঁহাদের মধ্যে
আট জন মনুর অধিকারকাল অতীত হইয়াছে ।
পরে আরও ছয় মন্বন্তর অতীত হইবে । পূর্ব্ব
মন্বন্ত-সমূহের অবসানে সম্প্রতি এই বৈবস্বত
মনুর অধিকার কাল চলিতেছে । এক্ষণে যাহারা
অবশিষ্ট আছেন, দেব, ঋষি, দানব, দ্বিজ ও
অন্যান্য প্রজানিসর্গ সহ তাঁহাদের বিবরণ ব্যক্ত
করিতেছি । সেই সকল মনুর সৃষ্টিবিস্তার

অন্যনা নাতিরিক্খাস্তে যস্মাৎ সর্বৈ বিবস্বতঃ
 পুনুক্তা বহুত্বাৰ্জ্জ ন বক্ষ্যে তেষু বিস্তরম ।
 মন্বন্তরেষু ভাবেষু ভূতেধপি তথৈব চ ।।
 কুলে কুলে নিসর্হা স্ত তস্মাদ্ভ্যুয়ো বিভাগশঃ ।
 তেষামেব হি সিদ্ধার্থং বিস্তরেণ ক্রমেণ চ ।।
 দক্ষস্য কন্যা ধর্মিষ্ঠা সুব্রতা নাম বিপ্রতা ।
 সর্বকন্যবশিষ্ঠা তু শ্রেষ্ঠা ধর্মপরা সুতা ।
 গৃহীত্বা তাং পিতা কন্যাং জগাম ব্রহ্মণোহন্তিকে
 বৈরাজস্তমুপাসীনং ধর্মেণ চ ভবেম ত ।
 ভবধর্মসমীপস্থং দক্ষং ব্রহ্মাভ্যভাসত ।।
 দক্ষ কন্যা তবেয়ং বৈ জনয়িষ্যতি সুব্রত ।
 চতুরো বৈ মনু পুত্রাংস্তাতুর্বণ্যকরান ভুবান
 ব্রহ্মণাবেচনং শ্রুত্বা দক্ষো ধার্মো ভবস্তাদা ।
 তাং কন্যাং মনসা জগুঃস্রয়স্তে ব্রহ্মণা সহ ।।
 সত্যাভিধ্যায়িনাং তেষাং সদ্যঃ কন্যা ব্যজয়ত

বৈবস্বত মনুর প্রজাসৃষ্টিরই অনুরূপ । ইহা হইতে
 তাঁহাদের প্রজাসৃষ্টির ন্যূনতিরিক্ততা কিছুই নাই ।
 ভূত ও ভাবী মন্বন্তরসমূহে প্রত্যেক বংশে যে
 সকল বিভিন্ন সৃষ্টি হয়, পুনরুজ্জি ও বাহুল্য ভয়ে
 তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ আমি আর এখানে
 বলিতে ইচ্ছা করি না, দক্ষ প্রজাপতির সুব্রতা
 নামী এক ধার্মিকা কন্যা হয় । এই কন্যা
 সর্বকনিষ্ঠা হইলেও অন্যান্য কন্যা অপেক্ষা ইনি
 গুণশ্রেষ্ঠা ও পরম ধার্মিকা । দক্ষ সেই কন্যাকে
 সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মসমীপে গমন করেন । ব্রহ্মা তখন
 বৈরাজ্য লোকে ধর্ম ও ভব সহ একযোগে
 উপাসনাকার্য্যে নিরত ছিলেন । তিনি ভব ও
 ধর্মের সমীপাগত দক্ষকে দেখিয়া বলিলেন,—হে
 দক্ষ! তোমার কন্যা এই সুব্রতা চারিটী পুত্র
 উৎপাদন করিবে । ঐ পুত্রগণ সকলেই ভারী
 কালে চারিজন চতুর্বর্ণের সংস্থাপক মনু
 হইবেন । ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দক্ষ, ধর্ম, ভব--
 -ইহারা সকলেই মনে মনে সেই কন্যা সহ সঙ্গত
 হইলেন । এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও সেই সঙ্গে মনে
 মনে তৎসহ রমণ করিলেন । এই সকল

সদৃশানুরূপাংস্তেয়াং চতুরো বৈ কুমারকান ।
 সংসিদ্ধাঃ কার্য্যকারণে সঙ্ঘাতান্তে শ্রিয়ান্বিতাঃ
 উপবোগসমর্লৈশ্চ সদ্যোজাতৈঃ শরীকৈঃ ।
 তে দৃষ্টা তান স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্মব্যাহারিণস্তদা ।
 সংব্রূহা বৈ ব্যকর্যন্ত মম পুত্রো মমেতু্যত ।।
 অভিধানান্নানোংপন্নানুচুর্বে তে পরপরম ।
 যো যস্য বপুষা তুল্যোভজতাং স তু তং সুতম
 যস্য যঃ সদৃশশ্চাপি রূপে বীর্য্যে চ নামতঃ ।
 তং গৃহাতু সুভদ্রং বো বন্যতে যস্য য সমঃ ।।
 ধ্রুবং রূপং পিতুঃ পুত্রঃ সোহনুরূধ্যাদি সর্বদা
 তস্মাদাত্মসমঃ পুত্রঃ পিতুর্মামুশ্চ বীর্য্যন্তঃ ।।
 এবং যে সময়ং কৃত্বা সর্বণা জগৃহঃ সুতান ।
 যস্মাৎ সর্বণাস্তেষাং বৈ ব্রহ্মাদীনাং কুমারকাঃ

সত্যাভিধ্যায়ী দেবগণের সত্য সঙ্কল্প-ফলে ঐ
 কন্যা উহাদেরই অনুরূপ চারিটী সন্তান
 তৎক্ষণাৎ প্রসব করিল । এই কুমারগণ
 সকলেই কার্য্য সাধনে পটীয়ান, শ্রীমান্ এবং
 উপভোগসমর্থ, সদ্যঃ সমুৎপন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
 দ্বারা সুশোভন । এই কুমারচতুষ্টয়কে দেখিয়া
 ঐ সকল ব্রহ্মবাদী দেববৃন্দ স্ব স্ব সন্তান বলিয়া
 বুঝিলেন এবং সংরম্ভভরে সকলেই 'আমার পুত্র
 আমার পুত্র' বলিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ
 করিতে লাগিলেন । ৩৬-৪৮ । সেই পুত্রগণ
 পূর্বোক্ত দেবচতুষ্টয়ের অভিধান হেতু মন
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; সুতরাং সেই দেববৃন্দ
 পরস্পর এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলেন যে,
 এই পুত্রগণের মধ্যে যে যাহার দেহের অনুরূপ,
 সে তাহারই পুত্র । রূপে, বীর্য্যে, নামে, বর্ণে,
 যে পুত্র যাহার তুল্য হইবে, তিনি তাঁহাকে পুত্র
 বলিয়া গ্রহণ করিবেন । বস্তুত একথা নিশ্চিতই
 যে, পুত্র সর্বথা পিতার রূপেরই অনুকরণ
 করিয়া থাকে । অতএব বীর্য্যানুসারে পুত্র পিতা-
 মাতার আত্মতুল্যই হয় । ইহাই বটে প্রসিদ্ধ ।
 এইরূপ মীমাংসা করিয়া দেবচতুষ্টয় স্বীয় স্বীয়
 সমানবর্ণ পুত্রকে সকলেই আপনার বলিয়া গ্রহণ

সার্বণা মনবন্তস্মাৎ সৰ্বণত্বং হি তে যতঃ ।
মননাত্মাননাচৈব তস্মান্তে মনবঃ স্মৃতাঃ ।
চাক্ষুষস্যান্তরেহতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতস্য হ ।
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নামাভবৎ
সুতঃ ॥

ভূতামুৎপাদিতো যন্ত ভৌত্যো নামাভবৎ
সুতঃ ।

বৈবস্বতেহন্তরে রাজা দ্বৌ মনু তু বিবস্বতঃ ॥
বৈবস্বতো মনুৰ্যশ্চ সার্বণো যশ্চ বিষ্ণুতঃ ।
জ্যেষ্ঠঃ সংজ্ঞাসুতো বিদ্বান্মনুর্বৈবস্বতঃ প্রভুঃ
সৰ্বণায়াঃ সুতশ্চান্যঃ স্মৃতো বৈবস্বতো মনুঃ ।
সার্বণা মনবো য়ে চ চত্বরদ্য মহর্ষিজাঃ ॥
তপসা সন্ততাত্মানঃ শ্বেষু মন্বন্তরেষু বৈ ।
ভবিষ্যেযু ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বকার্যার্থসাধকাঃ ॥
প্রথমং মেরুসাবণৈর্দক্ষপুত্রস্য বৈ মনোঃ ।

করিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণের সমান-বর্ণ
হইয়াছিল বলিয়া ঐ কুমারেরা প্রত্যেকেই সার্বণ
মনু নামে বিখ্যাত । দেবগণের মনন হইতে
উৎপন্ন বলিয়াই উহাদের মনু নাম প্রসিদ্ধ ।
চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে, বৈবস্বত মনুর
প্রারম্ভে প্রজাপতি রুচির রৌচ্য নামে এক পুত্র
হয় । ভূতির গর্ভে ভৌত্য নামেও তাঁহার আর
এক পুত্র হইয়াছিল । বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য
হইতে উৎপন্ন দুইজন মনু রাজত্ব
করিয়াছিলেন । তাঁহাদের একজনের নাম
বৈবস্বত মনু, অপর সার্বণ মনু । এই উভয়ের
মধ্যে যিনি বৈবস্বত মনু, তিনি জ্যেষ্ঠ
সংজ্ঞাসুত, বিদ্বান ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন । এতদ্ভিন্ন
যিনি সূর্য্য হইতে ছায়াসংজ্ঞার গর্ভে উৎপন্ন
হন, তিনি সার্বণ মনু । এতদ্ব্যতীত অপর যে
চারিজন সার্বণ মনুর উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা
মহর্ষিজাত । এই মনুগণ সকলেই তপোনিষ্ঠ ।
ইহারা ভাবী কালীন স্ব স্ব মন্বন্তরে সৰ্ব্ব
কার্য্যক্ষম মনু হইয়া বিরাজ করিবেন । প্রথম
মনু দক্ষপুত্র মেরু সার্বণি । এই মেরু সার্বণির

পুত্রা মরীচিগর্ভাশ্চ সুশস্মাণশ্চ তে ত্রয়ঃ ।
সম্ভূতাশ্চ মহাত্মানঃ সৰ্ব্বৈ বৈবস্বতেহন্তরে
দক্ষপুত্রস্য পুত্রান্তে রোহিতস্য প্রজাপতেঃ ।
ভবিষ্যস্য ভবিষ্যন্ত একৈকো দ্বাদশো গণঃ ॥
ঐশ্বর্য্যসংগ্রহো রাহো বাহুবশস্তথৈব চ ।
পারা দ্বাদশ বিজ্ঞেয়া উত্তরাংশ্ত নিরোধত ॥
বাজিয়ো বাজিজিচৈব প্রভৃতিশ্চ ককদ্যযথ ।
দধিক্রাবায়পকাশ্চ প্রণীতো বিজয়ো মধুঃ ॥
তেজস্মান্নথবো দ্বৌ তু দ্বাদশৈতে মরীচয়ঃ ।
সুশস্মাণস্ত বক্ষ্যামি নামতস্ত নিবোধত ॥
বর্ণস্তথাপাঙ্গবিশ্বৌ মুরণ্যো ব্রজনোমতঃ ।
অমিতো দ্রবকেতুশ্চ জম্বোত্বাজশ্চাক্রকাঃ ॥
সুনেমিদ্যুতপাশ্চৈব সুশস্মাণঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
তেষামিন্দ্রতদা ভাব্যো হ্রদ্বতো নাম নামতঃ
স্কন্দঃ সোমপ্রতীকাশঃ কীর্তিকৈয়ন্ত পাবকঃ ।
মেধাতিথিশ্চ পৌলস্ত্যো বসুঃ কাশ্যপ এব চ ॥
জ্যোতিষ্মান ভার্গবশ্চৈব দ্যুতিমানঙ্গিয়ান্তথ ।

নামান্তর রোহিত প্রজাপতি; ইনি ভবিষ্য মন্বন্ত
রের ভবিষ্য মনু । ইহার অনেক গুলি পুত্র;
পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা । তাঁহারা তিন গণ বা
তিন ভাগে বিভক্ত; যথা--মরীচিগর্ভ, সুশস্মা ও
পার । ইহাদের প্রত্যেকগণ দ্বাদশভাগে বিভক্ত ।
তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ, রাহ ও বাহুবশ প্রভৃতি
পারগণ বলিয়া বিদিত । এক্ষণে অন্যান্য গণের
কথা শ্রবণ করুন । ৪৯-৬১ । বাজিও, বাজিজিও
প্রভৃতি, ককুদি, দধিক্রাবা, অয়পক্ক, প্রণীত,
বিজয়, মধু তেজস্মান্ এবং অথর্ব্বদ্বয়-এই দ্বাদশ
জন মরীচিগণ । এক্ষণে নামানুসারে
সুশস্মগণের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
বর্গ, অঙ্গ, বিশ্ব, মুরণ্য, ব্রজন, অমিত, দ্রবকেতু,
জম্বোত্ব, অজম্ব, শক্রক, সুনেমি ও
দ্যুতপা-ইহারা সুশস্মগণ বলিয়া কথিত । ভাবী
কালে অদ্বুত নামে এক দেব ইহাদের ইন্দ্র
হইবেন । পাবকনন্দন ইন্দুসুন্দর কার্তিকেয়
স্কন্দ, পুলস্ত্যবংশীয় মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রীয়

বসিতশ্চৈব বাসিষ্ঠ আত্রেয়ো হব্যবাহনঃ ।।
 সুতপাঃ পৌলবশ্চৈব সগুপ্তে রোহিতান্তরে
 ধৃতিকেতুদীপ্তকেতুঃ শাপহস্তে নিরাময়ঃ ।।
 পৃথুশ্চবাস্তখানীকো ভুরিদ্যুম্নো বৃহদ্রথঃ ।
 প্রথমস্য তু সাবর্ণেনব পুত্রঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।
 দশমে তুথ পর্যায়ে ধর্মপুত্রস্য বৈ মনোঃ ।
 দ্বিতীয়স্য তু সাবর্ণেভাব্যস্যোবাস্তরে মনোঃ ।।
 সুখামনা বিরাক্ষাশ্চ দ্বাবের তু গণৌ স্মৃতৌ ।
 ত্রিষিবস্তশ্চ তে সর্বের শতসংখ্যাশ্চ তে সমাঃ ।।
 প্রাণানাষচ্ছতঃ প্রোক্ত ঋষিভিঃ পুরুষেষু বৈ
 দেবান্তে বৈ ভবিষ্যন্তি ধর্মপুত্রস্য বৈ মনোঃ ।।
 তেষামিন্দ্রস্তথা বিদ্বান ভবিষ্যঃ মন্তিরুচ্যতে
 হবিষ্মান পৌলহঃ শ্রীমান সুকীর্তিচাপি ভার্গবঃ
 আপোমূর্তিস্তথাত্রেয়ী বশিষ্ঠশ্চাপি যঃ স্মৃতঃ ।
 পৌষন্ত্যঃ প্রতিপশ্চাপি নাভাগশ্চৈব কাশ্যপঃ
 অভিমন্যুশ্চাগ্নিরসঃ সগুপ্তে পরমর্ষয়ঃ ।।

বসু, ভৃগু বংশীয় জ্যোতিষ্মান্, অঙ্গিরোবংশীয়
 দ্যুতিমান্, বসিষ্ঠগোত্রীয় বসিত, আত্রেয়
 হব্যবাহন এবং পৌলবংশীয় সুতপা-ইহারা
 রোহিত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। প্রথম সাবর্ণির নয়
 পুত্র বিখ্যাত। তাহাদের নাম-ধৃতকেতু,
 দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্চবা,
 অনীক, ভুরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ। দশম পর্যায়ে
 ধর্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম ভাব্য। এই
 ভাব্য মনুর অধিকার কালে সুখমন ও বিরুদ্ধ
 নামে দুইটি গণ প্রসিদ্ধ। উহারা সকলেই
 দ্যুতিমন্ত, শত সংখ্যায় বিভক্ত ও সকলেই
 তুল্যধর্মী। ঐ দেবগণকে ঋষিগণ পুরুষদিগের
 প্রাণায়াম বলিয়া নির্দেশ করেন। ধর্মপুত্র মনুর
 অধিকার কালে উহাঁরাই দেবগণ হইবেন।
 বিদ্বান শান্তি উহাঁদের ভাবী ইন্দ্র বলিয়া কথিত।
 পুলহবংশীয় হবিষ্মান্, ভৃগুবংশীয় শ্রীমান্ সুকীর্তি,
 অত্রি ও বসিষ্ঠগোত্রীয় আপমূর্তি নামক ঋষিদ্বয়,
 পুলস্ত্যবংশীয় প্রতিপ, কাশ্যপগোত্রীয় নাভাগ
 এবং অঙ্গিরোবংশের অভিমন্যু-ইহাঁরাই এ
 মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা,

সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভুরিষেণশ্চ বীর্যবান
 শতানীকো নিরমিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ ।।
 ভুরিদ্যুম্নঃ সুবর্চাশ্চ দশৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ ।
 একাদশে তু পর্যায়ে সাবর্ণে বৈ তৃতীয়কে ।।
 নির্মাণরতয়ো দেবাঃ কামজা বৈ মনোজবাঃ ।
 গণান্তে তে ত্রয়ঃ খ্যাতা দেবতানাং মহাত্মানাং
 একৈ কত্রিংশতন্তেবাং গণাদ্য ত্রিদিবৌকসাম ।
 মাস্যহানি ত্রিংশত্তু যানি বৈ কবয়ো বিদুঃ ।।
 নির্মাণরতয়ো দেবা রাত্রয়দ্র বিহঙ্গমাঃ ।
 গণান্তে বৈ ত্রয়ঃ প্রোক্তা দেবতানাং ভবিষ্যতি
 মনোজবা মুহূর্তাশ্চ ইতি দেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 এতে হি ব্রহ্মণঃ পুত্রা ভবিষ্যা মনবঃ স্মৃতাঃ ।।
 তেষামিন্দ্রো বৃষো নাম ভবিষ্যঃ সুরারাটততঃ
 তেষাং সপ্তর্ষ্যশ্চাপি কীর্ত্যমানান্নিবোধত ।।
 হবিষ্মান কাশ্যপশ্চাপি বপুস্মাশ্চ ভার্গব ।
 বারুণিমৈচব চাত্রেয়ী বাসিষ্ঠো ভগ এব চ ।।

ভুরিষেণ, বীর্যবান, শতানীক, নিরমিত্র,
 বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভুরিদ্যুম্ন ও সুবর্চা এই দশ
 জন এই ভাব্য মনুরপুত্র। একাদশ পর্যায়ে
 তৃতীয় সাবর্ণি মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে
 মহাত্মা দেবতাদিগের নির্মাণরতি, কামজ ও
 মনোজব নামে তিনটি গণ বিখ্যাত।
 দেবতাদিগের ঐ তিন গণের এক একটি গণে
 ত্রিংশৎসংখ্যক দেব বিরাজমান। পণ্ডিতগণ
 মাসের যে ত্রিংশৎ দিবস নিরূপণ করেন, ঐ
 ত্রিংশৎ দিনাত্মক দেবই নির্মাণরতি। রাত্রি ও
 বিহঙ্গমাত্মক দেব কামজ এবং মুহূর্তাত্মক
 দেবগণ মনোজবগণ নামে কথিত। এ মন্বন্ত
 রে দেবতাদিগের ত্রিবিধ গণ এইরূপই
 উল্লিখিত। ৬২-৮০। ব্রহ্মপুত্র মনুর
 অধিকারকালে এই তিন দেবগণ আবির্ভূত
 হইয়া থাকেন। বৃষ নামক সুররাজ ইহাদের
 ইন্দ্র হইবেন। এক্ষণে এতন্মন্বন্তরীয়
 সপ্তর্ষিগণের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব বপুস্মান, আত্রেয়
 বারুণি, বাসিষ্ঠ ভগ, আগ্নিরস পুষ্টি, পৌলস্ত্য

পুষ্টিচাঙ্গিরসো জ্যেয়ঃ পৌসন্ত্যো নিশ্চয়স্তথা
 পৌলহো অগ্নিতেজাশ দেবা হ্যেকাদশেহন্তরে
 সৰ্ববেগঃ সুধৰ্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরোবহঃ ।
 ক্ষেমধৰ্ম্মা গৃহেযুশ্চ আদৰ্শঃ পৌল্লুকো মতঃ । ।
 সাবৰ্ণস্য তু তে পুত্রাঃ প্রাজাপত্যস্য বৈ মনোঃ
 দ্বাদশে তুথ পর্যায়ে রুদ্রপুত্রস্ত বৈ মনোঃ । ।
 চতুর্থ ঋতুসাবর্ণির্দেবাস্তস্যান্তরে শৃণু ।
 পৈঞ্চব তু গণাঃ প্রোক্তা দেবতানামনাগতাঃ
 হরিভা রোহিতাশ্চৈব দেবাঃ সুমনসস্তথা ।
 সুকৰ্ম্মণঃ সুপারাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ । ।
 ব্রহ্মণো মানসা হ্যেত একৈকো দশকো গণঃ ।
 অরুন্তিজো হবিশ্চৈব বিদ্বান যশ্চ সহস্রশঃ । ।
 পৰ্বতানুচরশ্চৈব অপোহন্ত মনোজবঃ ।
 উজ্জা স্বাহা সুধা তারা দশৈতে হরিতাঃ স্মৃতঃ
 তপোজানিভূতিশ্চৈব বাচা বন্ধাশ্চ যঃ স্মৃতঃ ।
 রজশ্চৈব তু রাজশ্চ স্বৰ্ণপাদস্তথৈব চ । ।
 ব্যুষ্টিবিধিশ্চ বৈ দেবো দশৈতে রোহিতাঃ
 স্মৃতাঃ ।

উষিতাদ্যন্ত যে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশং প্রকীর্তিতাঃ

নিশ্চয় এবং পৌলহ অগ্নিতেজা-ইহারা একাদশ
 মন্বন্তরের সপ্তর্ষি । সৰ্ববেগ, সুধৰ্ম্মা,
 দেবানীক, পুরোবহ, ক্ষেমধৰ্ম্মা, গৃহেযু, আদৰ্শ
 ও পৌল্লুক-এই কয়জন এই একাদশ মন্বন্ত
 রীয় সাবর্ণমনুর পুত্র । দ্বাদশ পর্যায়েৰ চতুর্থ
 মনু রুদ্রপুত্র ঋতুসাবর্ণি । এই মন্বন্তরীয়
 দেবগণের বিবরণ শ্রবণ করুন । এ মন্বন্তরে
 দেবতাদিগের পঞ্চ গণ প্রসিদ্ধ; যথা-হরিত,
 রোহিত, সুমনা, সুকৰ্ম্মা ও সুপার-এই দেবগণ
 ব্রহ্মার মানস পুত্র । ইহার এক এক গণে দশ
 দশ দেব বিরাজিত । তন্মধ্যে অরুন্তিজ, হবি,
 বিদ্বান্, পৰ্বতানুচর, অপ, অংশু, মনোজব,
 উজ্জা, স্বাহা, স্বধা ও তারা-ইহারা হরিতগণ ।
 তপঃ, জানি, ভূতি, বাচা, বন্ধু, রজ, রাজ,
 স্বৰ্ণপাদ, ব্যুষ্টি ও বিধি-এই দশ জন রোহিত
 গণ । উষিতাদি ত্রাশ্চিংশং বিখ্যাত দেবগণকে

দেবান সুমনসো বিদ্ধি সুকৰ্ম্মাণো নিবোধত । ।
 সুপবৰ্কা বৃষভঃ পৃষ্টঃ কৃমিদ্যুম্নৌ বিপশ্চিতঃ । ।
 বিক্রমশ্চ ক্রমশ্চৈব নিভৃতঃ কান্ত এব চ ।
 এতে সুকৰ্ম্মাণো দেবা সুতাশ্চৈবাং নিবোধত
 বরোদিতস্তথা জিষ্টো বর্চস্বী দ্যুতিমান হবিঃ
 শুভো হবিশ্চৈব প্রাণ্ডিৰ্যাপ্থো দশমস্তথা । ।
 সুপারা মানবাস্তেতে দেবা বৈ সম্প্রকীর্তিতাঃ
 তেষামিন্দ্রদ্য বিজ্যেয় ঋতমাধা মহাবমাৎ । ।
 কৃতির্বসিষ্টপুত্রস্য আত্রিয়ঃ সূতপাস্তথা ।
 তপোমূর্তিচাঙ্গিরসস্তপস্বী কাশ্যপস্তথা ।
 তপোহশায়নঃ পৌলস্ত্যঃ পুলহশ্চ তপোরতিঃ
 ভার্গবঃ সপ্তমস্তেবাং বিজ্যেয়স্ত তপোমতিঃ । ।
 এতে সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা অন্যে সাবর্ণিকেহন্তরে ।
 দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদুরথঃ । ।
 মিত্রবান মিত্রবিন্দুশ্চ মিত্রসেনোহ্রমিত্রহা ।
 মিত্রবাহুঃ সুবর্চাশ্চ দ্বাদশৈতে মনোঃ সূতাঃ
 ত্রয়োদশে তু পর্যায়ে ভাব্যা রোচ্যান্তরে পুনঃ
 ত্রয় এব গণাঃ প্রোক্তা দেবানস্ত স্বয়মুবা ।

সুমনোগণ বলিয়া বিদত হইবে । এক্ষণে সুকৰ্ম্ম
 নামক দেবগণের কথা শ্রবণ করুন । সুপৰ্কা,
 বৃষভ, পৃষ্ট, কৃপি, দ্যুম্ন, বিপশ্চিত, বিক্রম, ক্রম,
 নিভৃত ও কান্ত-ইহারা সুকৰ্ম্মা দেবগণ বলিয়া
 বিখ্যাত । এক্ষণে ইহাদের পুত্রদিগের নাম শ্রবণ
 করুন । বরোদিত, জিষ্ট, বর্চস্বী, দ্যুতিমান,
 হবি, শুভ, হবিশ্চৈব, প্রাণ্ডি, ব্যাপ্থ, সুপার ও
 মানত-ইহারা এই মন্বন্তরের দেব বলিয়া
 বিনিশ্চিত । মহাবশা ঋতমাদি ইহাদের ইন্দ্র ।
 ৮১-৯৫ । বসিষ্টপুত্র কৃতী, আত্র্যেয় সূতপা,
 আঙ্গিরস তপোমূর্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য
 তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি, এবং ভার্গব
 তপোমতি-ইহারা এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি ।
 দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদুরথ, মিত্রবান্,
 মিত্রবিন্দু, মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহু ও
 সুবর্চা-এই দ্বাদশ জন এই মন্বন্তরের মনুপুত্র ।
 দ্বাদশ পর্যায়েৰ রৌচ্য মন্বন্তরে দেবতাদিগের

ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রান্তে হি সৰ্বে মহাত্মনঃ ।
 সুত্রামাণঃ সুধৰ্ম্মাণঃ সুকৰ্ম্মাণশ্চ তে ত্রয়ঃ ।।
 ত্রিদশানাং গণাঃ প্রোক্তা ভবিষ্যাঃ সোমপায়িনঃ
 ত্রয়স্ত্রিংশদেবতারাঃ প্রাভবিষ্যন্ত যাজ্ঞিকৈঃ ।।
 আজ্যেন পৃষদাজ্যেন গ্রহশ্রেষ্ঠেন চৈ হি ।
 দেবৈদ্যেবাজ্যয়স্ত্রিংশৎ পৃথক্জেন নিবোধত ।।
 সুত্রামাণঃ প্রয়াজ্যান্ত আজ্যপা নাম সাম্পতম
 সুকৰ্ম্মণোহনুযাজ্যাদ্য পৃষদাজ্যাশিনস্ত যে ।।
 উপযাজ্যাঃ সুধৰ্ম্মাণ ইতি দেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 দিবস্পতির্মহাসত্ত্বস্তেবামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ।।
 পুলহাত্মজপুত্রান্তে বিজ্ঞেয়াস্য রুচেঃ সুতাঃ ।
 অগ্নির্যশ্চৈব ধৃতিমান পৌলস্ত্যঃ পথ্যবাংস্ত সঃ
 পৌলহস্তত্বদর্শী চ ভার্গবশ্চ নিরুৎসকঃ ।
 নিম্প্রকম্পস্তথায়েয়ী নির্মোহঃ কশ্যপস্তথা ।।
 স্বরূপশ্চৈ বাসিষ্ঠঃ সগৌহে তু ত্রয়োদশে ।
 চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তপোধর্ম্মথৃতো ভবঃ ।।
 অনেকক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ সুরসো নির্ভরঃ পৃথঃ ।

তিনটিগণ প্রখ্যাত । এই গণত্রয় ব্রহ্মার মানস
 পুত্র । উক্ত দেবগণের বিভাগত্রয়; যথা—সুত্রামা,
 সুধৰ্ম্মা ও সুকৰ্ম্মা—ইহারা ভাবী মন্বন্তরের
 সোমপায়ী দেবগণ । এই মন্বন্তরে যাজ্ঞিকগণ
 সহ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেব প্রসিদ্ধ । আজ্য, পৃষদাজ্য,
 গ্রহশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য দেবগণ সহ এই মন্বন্তরের
 দেবগণ ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক বলিয়া নির্দিষ্ট ।
 ইহাদিগকে পৃথক পৃথক রূপে নির্দেশ
 করিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রযোজ্য ও আজ্যপ
 প্রভৃতি নামক দেবগণ সুত্রামা; অনুযাজ্য ও পৃষ
 দাজ্যাশী দেবগণ সুকৰ্ম্মা এবং উপযাজ্য দেবগণ
 সুধৰ্ম্মা বলিয়া অভিহিত । মহাসত্ত্ব দিবস্পতি
 এই দেবগণের ইন্দ্র । রুচিপুত্রগণ পুলহের
 পৌত্র বলিয়া বিখ্যাত । অগ্নিরস ধৃতিমান,
 পৌলস্ত্য পথ্যবান্, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব
 নিরুৎসক, আয়েয় নিম্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্মোহ,
 এবং বাসিষ্ঠ স্বরূপ, ইহারা এই ত্রয়োদশ মন্বন্ত
 রের সপ্তর্ষি । চিত্রসেন, বিচিত্র, তপোধর্ম্ম, ধৃত,
 ভব, আনক, ক্ষত্রবৃদ্ধ, সুরস, নির্ভর, ও পৃথ,

রৌচ্যসৈতে মনোঃ পুত্রাহন্তরে তু ত্রয়োদশে
 চতুর্দশে তু পর্যায়ে ভৌত্যস্যপান্তরে মনোঃ
 দেবতানাং গণাঃ পঞ্চ প্রোক্তা যে তু ভবিষ্যতি
 চাক্ষুষাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রা ভাজরাস্তথা ।
 বাচাবৃদ্ধাশ্চ এত্রেতে পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ।।
 অপরাংশ মনোঃ সূনুন সগৌতান বিদ্ধি

চাক্ষুষান ।

বৃহদাদ্যনি সামানি কনিষ্ঠান সপ্ত তান বিদুঃ ।
 সপ্ত লোকাঃ পরিভ্রান্তে ভাজিয়াঃ সপ্ত বিদ্ধবঃ
 বাচাবৃদ্ধানৃধীন বিদ্ধি মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ ।
 সৰ্বে মন্বন্তরেন্দ্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তস্যলক্ষণাঃ ।।
 তেজসা তপসা বুদ্ধ্যা বলশ্ৰুতপরাক্রমৈঃ ।
 ত্রৈলোক্যে যানি সত্ত্বানি গতিমন্তি প্রবানি চ ।
 সর্ব্বশঃ শৈবগুণৈস্তানি ইন্দ্রান্তেহভিভবন্তি বৈ ।।
 ভূতাপবাদিনো হৃষ্টা মধ্যস্থা ভূতবাদিনঃ ।

ইহারা এই ত্রয়োদশ রৌচ্য মন্বন্তরের
 মনুপুত্র । ত্রয়োদশ পর্যায়ে ভৌত্য মনুর
 অধিকারে দেবতাদিগের পঞ্চ গণ প্রসিদ্ধ ।
 ঐ গণপঞ্চকের নাম—চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র,
 ভাজর, ও বাচাবৃদ্ধ । পরবর্তী সপ্ত
 মনুসূনুদিগকেই চাক্ষুষ দেবগণ বলিয়া
 জানিবেন । বৃহদাদি সামসমূহকেই কনিষ্ঠ
 দেবগণ বলিয়া অভিহিত করা হয় ।
 সপ্তলোকই দেবতাদিগের পবিত্র গণ, সপ্ত
 সিদ্ধুই ভাজির গণ, এবং ঋষিসমূহই বাচাবৃদ্ধ
 গণ বলিয়া নির্দিষ্ট । স্বায়ম্ভুব মনু হইতে
 আরম্ভ করিয়া সমস্ত মন্বন্তরেরই ইন্দ্র গণ
 তুল্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে । ৯৬-১১৩ ।
 এই ত্রৈলোক্যে যে সকল চরাচর প্রাণী
 আছে, যাহারা তেজ, তপস্যা, বুদ্ধি, বীৰ্য্য,
 শাস্ত্রজ্ঞান, ও পরাক্রমাদি স্বীয় গুণগণ দ্বারা
 সেই সকলকে অভিভূত করিতে পারেন,
 তাহারাই মন্বন্তরসমূহে ইন্দ্র হইয়া থাকেন ।
 যাহারা ভূতাপবাদী অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, আর
 সমস্তই মিথ্যা, ঈদৃশ জ্ঞানবান্ তাহারা হৃষ্ট;
 যাহারা ভূতবাদী অর্থাৎ ভূতসমূহের সত্য ও

ভূতানুবাদিনঃ সজ্জাঙ্গয়ো বেদাঃ প্রবাদিনাম
অগ্নীধ্রুঃ কাশ্যপশ্চৈব পৌলস্ত্যো মাগধশ্চ যঃ ।
বার্গবো হগ্নিবাহশ্চ শুচিরাগিরসস্তথা ।
ওজস্বী সুবলশ্চৈব ভৌত্যসৈ্যতে মনোঃ

সূতাঃ ।

সাবর্ণা মনবো হ্যতে চত্বারো ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।
একো বৈবস্বশ্চৈব সাবর্ণো মনুরুচ্যতে ।।
তৌচ্যো ভৌত্যশ্চ যৌ তৌ তু মস পৌলহ-
ভার্গবৌ ।

ভৌত্যসৈ্যবাধিপত্যে তু পূর্ণঃ কল্পস্ত পূর্য্যতে
সূত উবাচ ।

নিঃশেষেষু চ সৰ্বেষু তদা মন্বন্তরেষিহ ।
অন্তেহনেকযুগে কস্মিনশ্চ ক্ষীণে সংহার উচ্যতে
সপ্তৈহে ভার্গবা দেবা অন্তে মন্বন্তরে তদা ।
ভুক্তা ত্রৈলোক্যমধ্যস্থা যুগাখ্যাং হ্যেকসপ্ততিম
পিতৃভির্মনুভিশ্চৈব সাক্ষং সপ্তর্ষিভিস্য যে ।
যজ্ঞানশ্চৈব তেহপান্যে তদুজ্জাশ্চৈব তৈঃ সহ
মহলোকং গমিষ্যন্তি ত্যত্বা ত্রৈলোক্যমীশ্বরঃ

মিথ্যা এই উভয়ত্ববাদী, তাঁহারা মধ্যস্থ; আর
যাঁহারা ভূতপরম্পরার নিত্যত্ববাদী, তাঁহারা
সংসারাসক্ত । প্রকৃষ্ট পণ্ডিতগণের জ্ঞানের এই
ত্রিবিধ ব্যবহারভেদ সুবিদিত । কাশ্যপ,
অগ্নীধ্রু, পৌলস্ত্য, মাগধ, ভার্গব, অগ্নিবাহ,
আগিরস, শুচি, ওজস্বী ও সুবল, ইহারা ভৌত্য
মনুর পুত্র । এই চারিজন সাবর্ণ মনু ব্রহ্মাদি
দেব চতুষ্টয়ের পুত্র । এতদ্ব্যতীত অপর
একজন বৈবস্বত সাবর্ণ মনু নামে নিরূপিত ।
রৌচ্য এবং ভৌত্য এই দুই মনু পুলহ ও
ভৃগুবংশীয় । ভৌত্য মনুর আধিপত্যকালের
অবসানেই কল্পাবসান নিশ্চিত । সূত
কহিলেন,—অনেক যুগের অবসানে সর্বমন্বন্ত
র নিঃশেষিত হইলে বিশ্বসৃষ্টি সমস্তই সংহত
হইয়া থাকে । একসপ্ততি যুগ যাবৎ মন্বন্ত
রের অবসানে সপ্ত ভার্গব দেবগণ, পিতৃগণ,
মনুগণ, সপ্তর্ষিগণ, যাজ্ঞিকগণ ও তদনুরক্ত

ততন্তেষু গতেযুর্দ্ধং ক্ষীণে মন্বন্তরে তদা ।
অনাধারমিদং সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্য বৈ গমিষ্যতি
ততঃস্থানানি শূন্যানি স্থানিনাং তানি বৈ দ্বিজা
প্রব্রূয়ন্তি বিমুক্তানি তারাক্ষত্রৈস্ততা ।।
ততন্তেষু ব্যতীতেষু ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরেসিহ ।
সেন্দ্রান্তেষু সহরৌকং যশ্মিন্তে কল্পবাসিনঃ ।।
জিতাদ্যশ্চ গণা হ্যত্র চাক্ষুষান্তাচাতুর্দশ ।।
মন্বন্তরেষু সৰ্বেষু দেবান্তে বৈ মহৌজসঃ ।
ততন্তেষু গতেযুর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম ।
সমেত্য দেবান্তে সৰ্বে প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা
মহলোকং পরিত্যজ্য গণান্তে বৈ চতুর্দশ ।
সশরীরশ্চ শ্রয়তে জনলোকং সহানুগাঃ ।।
এবং দেবেষতীতেষু মহর্লোকাঙ্জনং প্রতি ।
ভূতাদিষবশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু চাপ্যত ।।
শুন্যেষু লোকস্থানেষু মহান্তেষু ভূদিষু ।

অন্যান্য সমস্ত গণ এই ত্রৈলোক্য মধ্যে
অবস্থানপূর্ব্বক ভোগাবসানে মহলোকে গমন
করিয়া থাকে । এই রূপে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিয়া
মন্বন্তরীয় প্রধান প্রধান পুরুষেরা উর্দ্ধে মহর্লোকে
গমন করিলে তৎকালে এই সমস্ত ত্রৈলোক্য
নিরাধার হইয়া পড়ে । হে দ্বিজগণ! অনন্তর
সেই সকল স্থানাভিমাত্রীদিগের স্থান সকল শূন্য
হয় । তারা, ঋক্ষ ও গ্রহাদি কর্তৃক বিযুক্ত হইয়া
সেই সেই স্থান বিধ্বস্ত হইয়া যায় । ত্রৈলোক্যের
প্রধানগণ অতীত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠ,
জিতাদি দেবগণ, চাক্ষুষ পর্য্যন্ত চতুর্দশ মনুগণ
এবং অন্যান্য মহৌজা দেবগণ সকলেই তখন
মহর্লোকে গমন-পূর্ব্বক কল্পবাসীদিগের সহিত
মিলিত হন । ১১৪-১২৪ । তাঁহারা এইরূপে
উর্দ্ধে কল্পবাসীদিগের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রলয়ে
সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া থাকেন । আমরা
শুনিয়াছি, অনন্তর মহর্লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত
চতুর্দশ গণ অনুচর সহচর সহ সশরীরে জন-
লোকে গমন করেন । এই রূপে দেবগণ
মহর্লোক হইতে জনলোকে প্রস্থান করিলে
অবশিষ্ট চরাচর সমস্ত ভূত বিনষ্ট হয় । ভূবাদি

দেবেষু চ গতেযুর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম ।।
 সংহত্য তাংস্ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃদানবান ।।
 সংস্থাপয়িতি বৈ সর্গং মহদবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে ।।
 চতুর্যুগসহস্রান্তমহর্ষদ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
 রাত্রিঃ যুগসম্ভ্রান্তমহোরাত্রবিদো জনাঃ ।।
 নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো যশ্চৈবাত্যন্দিতোগর্ধদতঃ
 ত্রিবিধঃ সর্বভূতানামিত্যেষ প্রতিসঙ্করঃ ।।
 ব্রাহ্মো নৈমিত্তিককস্তস্য কল্পদাহঃ প্রসংযমঃ ।
 প্রতিসর্গে তু ভূতানাং প্রাকৃতঃ করণক্ষয়ঃ ।।
 জ্ঞানাচ্চাত্যন্তিকঃ প্রোক্তঃ কারণানামসম্ভবঃ
 ততঃসংহত্য তান ব্রহ্মা দেবাংস্ত্রৈলোক্যবাসিনঃ
 অহরন্তে প্রকুরুতে সর্গস্য প্রলয়ং পুনঃ ।
 সুযুপ্তুর্ভগবান ব্রহ্মা প্রজাঃ সংহরতে তদা ।।
 ততো যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে চ যুগক্ষয়ে ।
 তত্রাত্মস্থাঃ প্রজাঃ বর্তুং প্রপেদে স প্রজাপতিঃ
 তদা ভবদ্যানাবৃষ্টিস্তদা সা শতবার্ষিকী ।

মহলৌকান্ত সমস্ত লোক স্থানশূন্য হইয়া পড়ে ।
 দেবগণ উর্দ্ধে কল্পবাসীদিগের সাযুজ্য লাভ
 করেন । অনন্তর ব্রহ্মা সেই সকল দেব, ঋষি,
 পিতৃ ও দানবদিগকে সংহার পূর্বক যুগক্ষয়ে
 মহৎ বৃষ্টির সুচনা করিয়া পুনরায় সৃষ্টি স্থাপন
 করেন । সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং
 সহস্র যুগে তাঁহার রাত্রি হয় । অহোরাত্রবিৎ
 পভিতেরা ব্রহ্মার দিবারাত্রির মান এইরূপই
 নির্দেশ করেন । নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও
 আত্যন্তিক, ভূতগণের এই ত্রিবিধ প্রলয় হয় ।
 এতন্মধ্যে ব্রাহ্ম কল্পদাহ নৈমিত্তিক,
 ভূতেন্দ্রিয়গণের সংহার প্রাকৃতিক এবং
 জ্ঞানপ্রভাবে কারণসমূহের অভাবই আত্যন্তিক
 প্রলয় বলিয়া কথিত । অনন্তর ব্রহ্মা
 ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত দেবতাদিগের সংহার
 করিয়া স্বীয় দিনাবসানে পুনরায় সৃষ্টি-সংহার
 করিয়া থাকেন । ব্রহ্মা সুযুপ্ত অবস্থাতেই সমগ্র
 প্রজাসৃষ্টি সংহার করেন । অনন্তর দিব্য সহস্র
 যুগের অবসানে সেই প্রজাপতি আত্মনিষ্ঠ

তথা যান্যল্লসারাগি সত্ত্বানি পৃথিবীতলে ।।
 তান্যোবাত্র প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযানিত চ ।
 সপ্তরশ্মিরথো ভূত্বা উদরিষ্ঠদ্বিভাবসুঃ ।।
 অসহ্যরশ্মির্ভগবান পিরঘ্নস্তো গভস্তিভিঃ ।
 হরিতা রশ্ময়স্তস্য দীপ্যমান্ত সপ্তভিঃ ।।
 ভূয় এব বিবর্তন্তে ব্যাপ্লাবন্তো বনং শনৈঃ ।
 ভৌমং কাষ্ঠং ঘনং তেজো ভৃশশক্তিত্ত দীপ্যতে
 তস্মাদুদকং সূর্য্যস্য তপতোহতি হি কথ্যতে ।
 নাবৃষ্ট্যা পরিচিস্তন্তি বারিণঅ দীপ্যতে রবিঃ ।
 তস্মাদপঃ পিবন যো বৈ দীপ্যতে রবিরশ্বরে
 তস্য তে রশ্ময়ঃ সপ্ত পিবন্ত্যস্তো মহার্ণবাৎ ।
 তেনাহারেণ সন্দীপ্তাঃ সূর্য্যাঃ সপ্ত ভবন্ত্যত
 ততস্তে রশ্ময়ঃ সপ্ত সূর্য্যভূতাশ্চতুর্দিশম ।

প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ।
 ঐ সময় শত বর্ষ যাবৎ অনাবৃষ্টি হয় । তাহাতে
 পৃথিবীতলে যে কিছু ক্ষীণজীবী প্রাণী থাকে,
 তাহারাও তখন প্রলীন হয়-হইয়া ভূমিত্ব প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । এই সময় বিভাবসু সপ্তরশ্মি
 হইয়া উত্থিত হন । তাঁহার রশ্মিস্পর্শ অসহ্য
 হইয়া পড়ে । তিনি গভস্তি বিস্তারে সমস্ত জল
 পান করিতে থাকেন । তাঁহার রশ্মিসকল
 হরিদ্বর্ণ হইয়া সপ্তধা দীপ্যমান হইতে থাকে ।
 ১২৫-১৩৯ । ঐ রশ্মিসমূহ ভৌম, বন, কাষ্ঠ,
 তেজঃ প্রভৃতি পুনঃপুনঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া
 বিবর্তিত হয় । সূর্য্য জল দ্বারাই দীপ্তি পাইয়া
 থাকেন; সুতরাং জলই তাঁহার তাপাধিক্যের
 কারা বলিয়া কথিত । কেন না, অবৃষ্টিবশে
 সূর্য্য তপ্ত হন না । অবৃষ্টিবশে তাঁহার তাদৃশ
 পরিবেশসন্নিবেশ হয় না এবং অবৃষ্টিবশে তিনি
 তাপযোগে কোন কিছু গ্রহণও করেন না ।
 সুতরাং বারি দ্বারাই রবির দীপ্তি হয় । বারি
 পান করিয়াই অম্বরে তিনি দীপ্তি পাইয়া
 থাকেন । তাঁহার সপ্তরশ্মি মহার্ণব হইতে
 তৎকালে জল পান করে । সেই জলাহারেই
 সপ্ত সূর্য্য সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন । সেই

চতুর্লোকমিমং সর্বং দহন্তি মিথিনস্তদা ।।
 প্রাপ্নাবপিতচ ভাভিস্ত উর্দ্ধক্কাধশ্চ রশ্মিভিঃ ।
 দীপ্যন্তেস্ত ভাস্করাঃ সপ্ত যুগানাতারি প্রতাপিনঃ ।
 ভে বারিণা চ সন্দীপ্তা বহুসাহস্ররশ্ময়ঃ ।
 থং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি নির্দহসেস্তা বসুন্ধরাম ।।
 ভতস্তেয়াং প্রতাপেন দহ্যমানা বসুন্ধরা ।
 সাত্ৰিনদ্যৰ্ণবা পৃথ্বী বিশ্লেহা সমপদ্যত ।।
 দীপ্তাভিঃ সত্ততাভিঃ চিত্রাভিঃ সমস্ততঃ ।
 অধশ্চোৰ্দ্ধহুচ তির্য্যক চ সংরুদ্ধং সূর্য্যরশ্মিভিঃ ।
 সূর্য্যগ্নীনাং প্রবৃদ্ধানাং সংসৃষ্টানাং পরস্পরম ।
 একদযুপযাতানামেকজ্বালং ভবত্যত ।।
 সৰ্বলোকপ্রণাশঞ্চ সোহনির্ভূত্বা তু মন্ডলী ।
 চতুর্লোকমিদং সর্বং নির্দহত্যাত্ত তেজসা ।।
 ততঃ প্রলীয়তে সর্বং জঙ্গমং স্থাবরং তদা ।
 নির্বৃক্ষা নিস্তৃণা ভূমিঃ কুর্মপৃষ্ঠসমা ভবেৎ ।।

সপ্তরশ্মিই চতুর্দিকে সূর্য্যস্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয় । এই সময় অগ্নিরশ্মিও এই লোকচতুষ্টয় দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হয় । তখন উর্দ্ধ ও অধঃ উভয় দিক্ই যথাক্রমে সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হয় । যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রতাপশালী সপ্ত ভাস্কর বারি সহযোগেও প্রদীপ্ত হইয়া বহু সহস্র রশ্মি ধারণপূর্ব্বক বসুধাকে দক্ষ করিতে করিতে আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন । উহাদের প্রতাপে অগ্নি, অন্ধি ও নদীশালিনী সমগ্র পৃথ্বী দক্ষ হইয়া একেবারেই নিঃশ্লেহ হইয়া পড়ে । দীপ্ত, বিচিত্র ও বিস্তৃত সূর্য্যরশ্মি সকল অধঃ, উর্দ্ধ, তির্য্যক, সর্বদিক্ সংরুদ্ধ করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে । সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিশিখা সকল পরস্পর মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং একই জ্বালামালার ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে । তখন অগ্নি মন্ডলাকারে বিদীপিত হইয়া সমস্ত লোক সংহার করে এবং স্বীয় তেজে এই সমগ্র লোকচতুষ্টয় দক্ষ করিতে

অম্বরীষমিবাতীতি সর্বং মারিষিতং জগৎ ।
 সর্বমেব তদাচ্চিভিঃ পূণং জাজ্বল্যতে নভঃ ।
 পাতালে যানি সত্ত্বানি মহোদধিগতানি চ ।
 ততস্তানি প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চা ।
 দ্বীপাশ্চ পর্ব্বতশ্চৈব বর্ষণ্যথ মহোদধিঃ ।
 সর্বং তদ্ধস্মসাচ্চক্রে সর্বাত্মা পাবকদ্য সঃ ।
 সমুদ্রেভ্যো নদীতাশ্চ পাতালেভ্যশ্চ সর্বতঃ
 পিররপঃ সমিক্কোহগ্নিঃ পৃথিবীমাশ্রিতো জলনঃ ।
 ততঃ সংবর্তকঃ শৈলানতিক্রম্য মহাংস্তথা ।।
 লোকান সংহরতে দীপ্তো ঘোরঃ সংবর্তকো
 হননঃ ।

ততঃ স পৃথিবীং ভিত্ত্বা রসাতলমশোষয়ৎ ।
 নির্দহ্য তাংস্ত পাতালান্নাগলোকমথাদহৎ ।
 অধস্তাং পৃথিবঅংদক্ষা উর্দ্ধং স দহতে দিবম ।

থাকে । তখন সমস্ত চরাচর জগৎ বিলয় প্রাপ্ত হয় । ভূমি নির্বৃক্ষ ও নিস্তৃণ হইয়া কুর্মপৃষ্ঠবৎ বিরাজ করিতে থাকে । তৎকালে এই প্রলয়দক্ষ জগৎ একটা বৃহৎ ভজ্জনপাত্রবৎ প্রতিভাত হয় । তখন সমস্ত আকাশমন্ডলই রশ্মিজালে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে । পাতালে এবং মহোদধি মধ্যে যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই প্রলীন হয়—হইয়া ভূষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাকে । দ্বীপ, পর্ব্বত, বর্ষ ও মহোদধি এই সকলই তখন সর্বাত্মা পাবক ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন । ১৪০-১৫৪ । সমুদ্র, নদী ও পাতাল হইতে সমস্ত জল পান করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নি সে কালে প্রজ্বলিত পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন । অনন্তর মহান সংবর্তক অনল শৈষসমূহকে অতিক্রম করিয়া দীপ্ত ও গোরাকারে লোক, সকলের সংহার সাধন করেন । অনন্তর তিনি পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক সে স্থান ও দ্বিশোষিত করেন এবং সেই সকল পাতাল দক্ষ করিয়া পরে উর্দ্ধগত স্বর্গলোকও দক্ষ করেন ।

যোজনানাং সহস্যাগি অযুতান্যর্কুদানি চ ।।
 উদতিষ্ঠাচ্ছিখাস্তস্য বহ্বাঃ সংবর্তকস্য তু ।
 গন্ধর্বাংশ্চ পিশাচাংশ্চ সমহোরগারাক্ষসান ।
 তদা দহতি সন্দীপ্তো গোলকক্ষেপ সর্বশঃ ।।
 ভূলোকন্তু ভুরলোকং স্থলোকহুচ মহন্তথা ।
 ঘোরো দহতি কালাগ্নিরেবং লোকচতুষ্টয়ম ।।
 ব্যাপ্তেষু তেষু লোকেষু তির্য্যগৃর্ধ্বমথাগ্নিনা ।
 তত্তেজঃ সমনু প্রাপ্তং কৃৎস্নং জগদিদং শনৈঃ ।
 অয়োগুড়নিভং সর্বং তদা হ্যেবং প্রকাশতে ।।
 ততো গজলাকারান্তড়িষ্টিঃ সমলকৃতাঃ ।
 উত্তিষ্ঠন্তি তদা ঘোরা ব্যোমি সংবর্তকা ঘনাঃ ।।
 কেচিমীলোৎপলশ্যমাঃ কেচিৎকুমুদসন্নিভাঃ ।
 কেচিদৈদুর্য্যসঙ্কশাঃ ইন্দ্রনীলনিভাঃ পরে ।।
 শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যহ্চননিভান্তথা ।
 ধূমবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎফতিঃ পয়োধরাঃ
 কোচ্চদ্রাসভবর্ণা বা লাক্ষারকখানিভান্ততা ।
 মনাশিলাভাস্তপরে কৃপোভান্তথাষুদাঃ ।।

সম্বর্তকাগ্নির বহু শিখা তখন অযুত অর্কুদ সহস্র
 যোজন স্থান ব্যাপিয়া উখিত হয় । ঐ অগ্নি তখন
 সন্দীপ্ত হইয়া গন্ধর্ব, পিশাচ, মহোষগ ও রাক্ষস
 এবং সমগ্র গোলকমন্ডলও দগ্ধ করিয়া থাকেন ।
 ঘোর কালাগ্নি ভূলোক, ভুরলোক, স্থলোক ও
 মহলোক, এই চারি লোকই দগ্ধ করেন । সেই
 অগ্নি কর্তৃক তির্য্যক, উর্দ্ধ ও অধোভাবে সকল
 লোক পরিব্যাপ্ত হইলে এ জগতের সর্বতও
 তাহার ভেজঃ অনুপ্রবিষ্ট হয় । তৎকালে এই
 সকল জগৎই আবোভড়সদৃশ প্রকাশ পাইতে
 থাকে । ঐ সময় সম্বর্তকনামক ভীষণ মেঘ সকল
 ভড়িন্মালায় অলকৃত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গজের
 ন্যায় উখিত হয় । তাহাদের মধ্যে কতকগুলি
 কুমুদ-সন্নিভ, কতকগুলি বৈদুর্য্য-প্রতিম,
 কতকগুলি ইন্দ্রনীলনিভ, অপর কতকগুলি শঙ্খ
 ও কুন্দ সদৃশ, অন্য কতকগুলি স্বভাবই
 অঞ্জনাকার, কতকগুলি ধূমবর্ণ, কতকগুলি
 পীতবর্ণ কতকগুলি রাসভ-তুল্যবর্ণ, কতকগুলি
 লাক্ষান্তনিভ, কতকগুলি মনঃশিলা-সন্নিভ এবং

ইন্দ্রগোপপনিবাঃ কেচিদুষ্টিষ্ঠন্তি ঘণা দিবি ।।
 কেচিৎপুরপরাকারাঃ কেচিদগজকুলোপমাঃ ।।
 কেচিৎ পর্বতসঙ্কশাঃ কেচিৎ স্থলনিভা ঘনাঃ
 কুভাগারনিভাঃ কেচিৎ কেচিনীনকুলোপমাঃ
 বহুরূপা ঘোররূপা ঘোরস্বরনিনাদিনঃ ।
 তদা জলধরাঃ সর্বৈ পুরয়ন্তি নভঃস্থলম ।।
 ততস্তে জলদা ঘোরা রাবিণো ভাস্করাত্তিকাঃ
 সপ্তধা সংবৃতানন্তমগিনং শময়ন্ত্যত ।।
 ততস্তে জলদা বর্ষং মুঞ্চন্তি চ মহৌদবৎ ।
 সুঘোরমশিবং সর্বং নাশয়ন্তি চ পাবকম ।।
 প্রবৃষ্টেচ তথাত্যর্থং বারিভিঃ পূর্য্যতে জগৎ
 অস্তিত্তেজোহভিভূতঞ্চ তদাগ্নিঃ প্রবিশত্যপঃ
 নষ্টে চাগ্নৌ বর্ষশতে পয়োদাঃ পাকসম্ভবাঃ ।
 প্রাবয়ন্তি জগৎসর্বং বৃহজ্জলপরিস্রবৈঃ ।।
 ধারাভিঃ পরয়ন্তীমং চোদামানাঃ স্বয়ম্ভুবা ।

কতকগুলি কপোতাভ । ঐ সময় কতকগুলি
 ইন্দ্রগোপ সদৃশ মেঘ আকাশে উখিত হয়,
 এবং আরও বিবিধকার বহু সংখ্যক মেঘ
 উখিত হইতে থাকে । তন্মধ্যে কতকগুলি
 গজকুল-প্রতিম, কতকগুলি পর্বতসদৃশ,
 কতকগুলি স্থলসন্নিভ, কতকগুলি
 কুভাগারনিভ, কতকগুলি মীনপুঞ্জ প্রতিম,
 কতকগুলি বহুরূপ, কতকগুলি ঘোররূপ
 এবং কতকগুলি ধোররবে নিনাদকারী । এই
 জলধরগণ তৎকালে সকলেই নভঃস্থল
 পরিপূর্ণ করিয়া থাকে । ১৫৫-১৬৮ ।
 তাহারা গভীর গর্জন করিতে করিতে জল
 বর্ষণ করে, ঐ সপ্তধা ভিন্ন ভাস্করাত্মক মেঘ
 সকল সেই প্রলয়াগ্নিকে তখন নির্বাপিত
 করিয়া ফেলে । জলদজাল সহাপ্রবাহাকারে
 বাসিবর্ষন করে; তাহাতে সেই আত ভীষণ
 অংশবায়ি বিনষ্ট হইয়া যায় । বারিরাশি
 প্রবেশ করিয়া জগৎ পূরিত করিয়া ফেলে ।
 সমস্ত তেজ জল দ্বারা অভিভূত হয়, অগ্নি
 তখন জএল প্রবেশ করেন । অগ্নি নষ্ট হইলে
 পাবক সম্ভব পয়োদবৃন্দ প্রভূত জলবর্ষণে

অন্যে তু সলিলৌদৈস্ত বেলামভিভবন্ত্যপি ।
 সাদ্রিদ্বীপান্তরং পৃথ্বী তান্তিঃ সহদ্যতে তদা ।।
 তস্য বৃষ্ট্যা চ তোয়ং তৎসর্বং হি পরিমন্ডিতম
 প্রবিশ ত্যদধৌ বিপ্রাঃ পীতং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ
 আদিত্যরশ্মিভিঃ পীতং জলমভ্রেবু তিষ্ঠতি ।
 পুনঃ পততি তদ্ভ্রমৌ তেন পূর্য্যন্তি চার্বাঃ ।।
 ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলাং পরিক্রামন্তি সর্বশঃ
 পর্বতাশ্চ বিশীৰ্য্যন্তে মহীচালু নিমজ্জতি ।।
 ততস্য সহসোদভ্রান্তঃ পয়োদাংস্তান্নভস্তলে ।
 সংবেষ্টয়তি ঘোরায়া দিবি বায়ুঃ সমস্ততঃ ।।
 তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
 পূর্ণে যুগসহস্রে বৈ নিঃশেষঃ কল্পঃ উচ্যতে ।।
 অখাস্তসা বৃতে লোকে প্রাহলেকার্ণবং বুধাঃ ।
 অথ ভূমিতলং খণ্ডঃ বায়ুশ্চেকার্ণবে তদা ।

নষ্টে ভাবেহবলানং তৎপ্রাজ্জায়ত ন কিঞ্চন ।।
 পার্থিবাস্থখ সামুদ্রা আপো হৈমাশ্চ সর্বশঃ ।
 প্রসরন্ত্যো ব্রজন্ত্যেকং সলিলাখ্যাং ভজন্ত্যত
 আগতাগতিকৈধেব তদা তৎসলিরং স্মৃতম ।
 প্রচ্ছদ্য তিষ্ঠতি মহীমৰ্ণব্যাখ্যঞ্চ তজ্জসম ।।
 আভাস্তি স্বপ্নাত্তা ভাভির্ভাশদো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু
 ভস্ম সর্বমনুপ্রাপ্য তন্মাদস্তো নিরুচ্যতে ।।
 নানাভে চেব শীঘ্রে চ ধাতুর্বে অর উচ্যতে ।
 একার্ণবে তদাপো বৈ না শীঘ্রান্তেব তা নরাঃ ।।
 তস্মিন যুগসহস্রান্তে দিবসে ব্রহ্মণো গতে ।
 তাবন্তং কালমেবান্তং ভবত্যেকার্ণবং জগৎ ।
 তদা তু সর্বব্যাপারা নিবর্তন্তে প্রজাপতেঃ ।
 এবমেকার্ণবে তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
 তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রাপাৎ ।।

সমস্ত জগৎ পরিপ্লাবিত করে । স্বয়ম্ভু কর্তৃক
 প্রেরিত হইয়া মেঘদল ধারা বর্ষণে সকল লোক
 পরিপূরিত করিয়া ফেলে । অন্যান্য মেঘ সকল
 জলরাশি বর্ষণে সমুদ্রের বেলাভূমি পরিপ্লাবিত
 করে । তখন অদ্রি ও দ্বীপপুঞ্জ সহ সমগ্র
 পৃথ্বী জল দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায় । হে বিপ্রগণ!
 বৃষ্টিবর্ষণে সমুদয় মেঘজল পরিচ্যুত হয় ।
 অনন্তর সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা পীত হইয়া উদধিমধ্যে
 প্রবেশ করে । অদ্রিত্যরশ্মি দ্বারা পীত হইয়া
 জল অভ্র মধ্যে অবস্থিত হয় । পুনরায় অভ্র
 হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় অর্ণব সকল
 জলে পূর্ণ হইয়া যায় । অনন্তর সমুদ্রগণ স্বীয়
 বেলা-ভূমি অতিক্রম করে । পর্বত সকল
 বিশীর্ণ হয় এবং মহী জলমধ্যে মগ্ন হইয়া যায় ।
 অতঃপর সহসা সমুদ্রভান্ত ঘোরাকৃতি যায়
 আকাশে প্রবাহিত হইয়া পয়োদবৃন্দকে
 আলোড়িত করে । সেই ধোর একার্ণবে স্থাবর
 জঙ্গম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় । পূর্ণ সহস্র যুগে
 সমুদয় নিঃশেষিত হয় । এই নিঃশেষ অবস্থাই
 কল্পকাল বলিয়া অভিহিত । জল দ্বারা সমস্ত
 লোক আবৃত হইলে, বুধগণ একার্ণব বলিয়া

বর্ণন করেন । সেই একার্ণবাবস্থায় তৎকালে
 ভূতল, নতস্তল, বা বায়ু কিছুই সংস্থান-
 সন্নিবেশ থাকে না । সমস্ত ভাব নষ্ট হইয়া যায় ।
 সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয় । কোন কিছুই পরিজ্ঞাত
 হওয়া যায় না । পার্থিব, সামুদ্র ও হৈম জলরাশি
 চতুর্দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া তৎকালে
 একমাত্র সলিলাখ্যা প্রাপ্ত হয় । সেই জলরাশি
 তখন অনবরত কেবল যাতায়াত করিতে তাকে ।
 ঐ অর্ণবাখ্য জল, ঐ সময় মহীমন্ডলকে
 প্রচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করে । 'ভা' শব্দ দীপ্ত
 ও ব্যাপ্তিবাচক । প্রলয়ে জলরাশি এই সমুদায়
 জগৎ ভস্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভাপুঞ্জ
 আতাত হয় বলিয়া উহা 'অস্ত' নামে নিরূপিত
 হয় । 'অর' ধাতুর অর্থ নানাত্ব ও শীঘ্রত্ব বলিয়া
 নির্দিষ্ট । একার্ণবে জলরাশি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া
 যায় না বলিয়া উহার 'নার' নামে নিরূপিত । এক
 সহস্র যুগের অবসানে ব্রহ্মার একটা দিন অতীত
 হয় । ব্রহ্মার সেই দিন পরিমাণ-কাল এই জগৎ
 একার্ণব অবস্থায় অবস্থান করে । তৎকালে
 প্রজাপতির সমস্ত ব্যাপার নিবর্তিত হয় ।
 এইরূপে একার্ণবে স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইয়া

সহস্রশীর্ষা সুমনাঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রবাক্ ।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি
দ্বয়ীপথো যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥

আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
অপূর্ব একঃ প্রথমদ্যুরাসট্ ।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহান্ বৈ
সম্পদ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ॥

চতুর্য়ুগসহস্রান্তে সর্বতঃ সলিলাপুতে ।
সুষুম্নুরপ্রকাশাং স্বাং রাত্রিন্তু কুরুতে প্রভুঃ ॥
চতুর্বিধা যদা শেতে প্রজাঃ সর্বাভ্যমভিতাঃ ।
পশ্যন্তে তং মহাত্মানং কালং সপ্ত মহর্ষয়ঃ ॥

জনলোকে বিবর্তন্তপসা লব্ধচক্ষুষঃ ।
ভৃগাদয়ো মহাত্মানঃ পূর্বে ব্যাখ্যাতলক্ষণাঃ ॥
সত্যাদীন সপ্ত লোকান বৈ তে হি পশ্যন্তি
চক্ষুষা ।

ব্রহ্মাণ্ডে তু পশ্যন্তি মহাব্রাহ্মীষু রাত্রিষু ॥
সপ্তর্ষয়ঃ প্রপশ্যন্তি সুপ্তকালং স্বরাত্রিষু ।

গেলে তখন একমাত্র সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষা, সুমনা, সহস্রচক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রবাক্, সহস্রবাহু, দ্বয়ীপথানুবর্তী, প্রজাপতি, আদিপুরুষ বলিয়া নিরূপিত, আদিত্যবর্ণ, ভুবনকর্তা, অপূর্ব, অদ্বিতীয়, তুরাষাট্, তমঃপরবর্তী, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকেন। ঐ প্রভু চতুর্য়ুগের অবসানে সমস্ত ভুবন সলিলাপুত হইলে শয়নেচ্ছায় স্বীয় রাত্রি কল্পনা করেন। যখন চতুর্বিধ প্রজার সংহার সাধন করিয়া ব্রহ্মা শয়ন করেন, তখন কেবল সপ্ত মহর্ষিই সেই মহাত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। ভৃগু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ জনলোকে অবস্থা-পূর্বক তপোবলে দিব্য চক্ষু লাভ করেন। ইহাদের লক্ষণাদি পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহারা চক্ষু দ্বারা সত্যাদি সপ্ত লোকই দর্শন করিয়া থাকেন। পরন্তু যখন মহা ব্রাহ্মী রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন ও ঐ ঋষিগণ ব্রহ্মাকে অবলোকন করেন। স্বীয় রাত্রিযোগে ব্রহ্মা যখন

কল্পনাং পরমেষ্ঠিত্বাশ্রমাদাদ্যঃ স পঠ্যতে ॥
স স্রষ্টা সর্বভূতানাং ঋত্নাদিষু পুনঃপুনঃ ।
এবমাবেপ্রয়িত্বা তু ঋত্নান্যেব প্রজায়তে ॥
অথাহুনি মহাতেজাঃ সর্বমাদায় সর্বকৃৎ ।
ততঃ স বসতে রাত্রিং তমস্যেকার্ণবে জলে ॥
ততো রাত্রিক্ষয়ে প্রাপ্তে প্রতিবুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ
মনঃ সিসৃক্ষয়া যুক্তং সর্গায় নিদধে পুনঃ ॥
এবং সলোকে নির্বৃন্তে উপশান্তে প্রজাপতৌ
ব্রহ্মনৈমিত্তিকে তস্মিন্ কল্পিতে বৈ প্রসংঘমে
দেহৈর্বিয়োগঃ সত্ত্বানাং তস্মিন্ বৈকুণ্ঠশঃ স্মৃতঃ
ততো দক্ষেষু ভূতেষু সর্বেষাং দিত্যরশ্মিভিঃ ।
দেবর্ষিমনুবর্ষেষু তস্মিন্ সঙ্কলনে তদা ॥
গন্ধর্বাদীনি সত্ত্বানি পিশাচাত্তানি সর্বশঃ ।
কল্পাদাবপ্রতপ্তানি জনমেবাশ্রয়ন্তি বৈ ।
তির্য্যগ্‌যোনীনি সত্ত্বানি নারকেরাণি যান্যপি ।
তদা তান্যপি দক্ষানি ধুতপাপানি সর্বশঃ ।

সুপ্তাবস্থায় থাকেন, ঋষিগণ তখনই তাঁহাকে দর্শন করেন। ব্রহ্মা কল্পপরম্পরায় চরম অবস্থান; এই জন্য তিনি আদ্য বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। সেই সর্বকর্তা মহাতেজা ব্রহ্মা স্বীয় আত্মায় সমুদয় সংগ্রহ করিয়া তাৎকালিক একার্ণব-জলে তমোময়ী রাত্রি বাস করেন। অনন্তর রাত্রি ক্ষয় হইলে, প্রজাপতি প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টিকামনায় পুনরায় মনোনিয়োগ করেন। ১৬৯-১৯৫। এইরূপে ব্রাহ্মনৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রজাপতি উপশান্ত ও লোক সকল নিঃশেষিত হইলে সমুদয় প্রাণীর দেহসকল বিযুক্ত হয়। অনন্তর আদিত্য-রশ্মিতাপে দেব, ঋষি ও মনুষ্যাদি ভূতবৃন্দ দক্ষ হইয়া যায়। তখন এইরূপ প্রলয়প্রবর্তনায় গন্ধর্বাদি পিশাচাত্ত যাবতীয় ভূতবৃন্দই কল্পকালে রশ্মিযোগে দক্ষ হইয়া জনলোকের আশ্রয় গ্রহণ করে। যে কিছু তির্য্যগযোনিগত এবং যে সকল নরক নিমগ্ন প্রাণী আছে, তাহারাও তখন দক্ষ হইয়া নিম্পাপদেহে জনলোকে গিয়া উপ-

জনে তান্যুপপদ্যন্তে যাবৎসংপ্রবতে জগৎ ॥
 ব্যুপায়াস্তু রজন্যাস্তু ব্রহ্মাণোহব্যাক্তজন্মনঃ ।
 জায়ন্তে হি পুনস্তানি সর্বভূতানি কৃৎস্নশঃ ॥
 ঋষয়ো মনবো দেবোঃ প্রজাঃ সর্বাশ্চতুর্বধাঃ
 তেষামপীহ সিদ্ধানাং নিধনোৎপত্তিরূচ্যতে ॥
 যথা সূর্য্যস্যলোকেহস্মিন্ন দয়াস্তমনং স্মৃতম্ ।
 তথা জন্মনিরোধশ্চ ভূতানামিহ দৃশ্যতে ॥২০২
 আভূতসংপ্রবাস্তুস্মাদ্ভবঃ সংসার উচ্যতে ।
 যথা সর্বাণি ভূতানি জায়ন্তে হি বর্ষাষিহ ॥
 স্থাবরাদীনি সত্ত্বনি কল্পে কল্পে তথা প্রজাঃ ।
 যথতর্তাবৃত্তুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে ॥২০৪
 দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ব্রহ্মন্তুরাত্রিসু ।
 প্রত্যাহারে চ সর্গে চ গতিমস্তি ধ্রুবানি চ ॥২০৫
 নিজমন্তে বিশন্তে চ প্রজাকারং প্রজাপতিম্ ।
 ব্রহ্মাণং সর্বভূতানি মহাযোগং মহেশ্বরম্ ॥
 স ব্রহ্মা সর্বভূতানাং কল্পাদিযু পুনঃপুনঃ ।
 ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্বমিদং জগৎ ॥

যেনৈব সৃষ্টা প্রথমং প্রযাতা

আপো হি মার্গেণ মহীতলেহস্মিন্ ।

স্থিত হয়। অনন্তর ব্রহ্মারাত্রির অবসানে পুনরায়
 তাহারা জন্ম গ্রহণ করে। ঋষি, মনু, দেব ও
 চতুর্বিধ প্রজা সকলেরই আবার উদ্ভব হয়।
 সিদ্ধগণেরও নিধনোৎপত্তি হইয়া থাকে। জগতে
 যেমন সূর্য্যের উদয়াস্ত অবধারিত, তেমনি
 ভূতগণেরও জন্ম-নাশ নিশ্চিত। ভূতসংপ্রবের
 পর ভব অর্থাৎ উৎপত্তি বলিয়া উহা সংসার
 নামে নিরূপিত। প্রলয়ের পূর্বে কল্পে কল্পে
 চরাচর ভূতবৃন্দকে যে যেরূপ আকার প্রকার
 সম্পন্ন দেখা যায়, ব্রাহ্ম-রাত্রির অবসানে
 পুনঃকল্পারম্ভেও সৃষ্টিব্যাপারে তাহাদিগকে সেই
 সেইরূপই দেখা যায়। চরাচর ভূতবৃন্দ প্রজাকর্ত্তা
 প্রজাপতি মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার দেহে বারম্বার
 প্রবেশ করে এবং বারম্বার তাহা হইতে নির্গত
 হয়। কল্পের আদিতে সেই ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেব
 ব্রহ্মাই বারম্বার ভূতবৃন্দকে সৃজন করেন। এ

পূর্বপ্রযাতেন তথা হ্যপোহন্যা-
 স্তেনৈব তেনৈব তু সংব্রজন্তি ॥২০৮
 তথা শুভেন দ্বশুভেন চৈব
 তত্রৈব তত্রৈব বিবর্ত্তমানাঃ ।
 মর্ত্যস্ত দেহান্তরভাবিতত্বা-
 দ্রবেবশাদুর্দ্ধমধশ্চরন্তি ॥২০৯
 যে চাপি দেবা মনবঃ প্রজেশা
 অন্যেহপি যে স্বর্গগতাশ্চ সিদ্ধাঃ ।
 তদ্ভাবিতাখ্যাতিবশাচ্চ ধর্ম্মাঃ
 পুনর্নিসর্গেণ ভবন্তি সত্ত্বাঃ ॥২১০

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি কালমাভূতসংপ্রবম্
 মন্বন্তরাণি যানি সূর্য্যখ্যাতানি ময়া দ্বিজাঃ ।
 সহ প্রজানিসর্গেণ সহ দেবৈশ্চতুর্দশ ।
 স যুগাখ্যাসহস্রস্ত সর্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ ।
 অস্যাঃ সহস্রে দ্বৈ পূর্বে নিঃশেষঃ কল্প উচ্যতে
 এতদ্রাক্ষ্যামহর্জের্যং তস্য সংখ্যাং নিবোধত ।
 নিমেষস্তল্যমাত্রা হি কৃতো লঘ ক্ষরেণ তু ॥২১৩

জগতের যত কিছু সকলই তৎকর্ত্তক সৃষ্ট হয়।
 প্রথম প্রবর্ত্তিত জলরাশি যে পথ ধরিয়া মহীতলে
 প্রয়াণ করে, অন্যান্য জলরাশিও সেই সেই
 পূর্ব-প্রয়াত পথেই প্রয়াণ করিয়া থাকে। এইরূপে
 দেখা যায়, মর্ত্যগণও দেহান্তরিত ও রবি-
 রশ্মির বশীভূত হওয়ায় স্ব স্ব শুভাশুভ কর্ম্মবশে
 সেই সেই কন্মনির্দিষ্ট পথে বিচরণপূর্বক উর্দ্ধ
 বা অধোলোকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল
 দেব, মানব, প্রজাবীশ, বা অন্যান্য স্বর্গগত
 সিদ্ধ পুরুষ, তাহারাও ভবিতব্যতা-নিবন্ধন ধর্ম্ম-
 সঙ্গতভাবে। পুনরায় সৃষ্ট হইয়া থাকেন। ১৯৬-
 ১২০। হে দ্বিজগণ! অতঃপর আমি প্রলয়
 কালের কথা কহিতেছি। পূর্বে প্রজাসৃষ্টি ও
 দেবসৃষ্টি সহ মৎকর্ত্তক চতুর্দশ মন্বন্তরের বিষয়
 বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল মন্বন্তর যুগসহস্রাব্দক;
 উহার দুই সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে এক কল্পকালের
 নিঃশেষ হইয়া থাকে। ইহাকে ব্রাহ্ম দিন বলিয়া
 নির্দেশ করা হয়। এই দিনসংখ্যার বিষয়

মানুষাঙ্গিনিমেযান্ত কাষ্ঠা পঞ্চদশ স্মৃতা ।
 লবঃ ক্ষণান্ত পট্টৈব বিংশৎকাষ্ঠা তু তে ত্রয়ঃ
 প্রস্থঃ সপ্তোদকাশ্চৈব সাধিকান্ত লবঃ স্মৃতঃ ।
 লবাস্ত্রিংশংকলা জ্যেয়া মুহূর্ত্তাস্ত্রিংশতঃ কলাঃ ॥
 মুহূর্ত্তান্ত পুনস্ত্রিংশদহোরাত্রমিতি স্থিতিঃ ।
 অহোরাত্রং কলানান্ত দ্ব্যধিকানি শতানি ষট্
 তশ্চৈব সংখ্যা জ্যেয়ং চন্দ্রা দত্যগতিযথা ।
 নিমেষা দশ পট্টৈব কাষ্ঠাস্ত্রিংশতঃ কলা ॥
 ত্রিংশংকলা মুহূর্ত্তস্ত দশ ভাগঃ কলা স্মৃতা ।
 চত্বারিংশংকলানান্ত মুহূর্ত্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥
 মুহূর্ত্তাশ্চ লবাশ্চাপি প্রমাণজ্যেঃ প্রকল্পিতাঃ ।
 তৎস্থানেনাভুসা চাপি পলান্যথ ত্রয়োদশ ॥
 মাগধেনৈব মানেন জলপ্রস্থো বিধীয়তে ।
 এতে চাপ্যুদকপ্রস্থাস্চত্বারো নালিকো ঘটঃ ॥
 হেমমাত্রেঃ কৃতচ্ছিদ্রৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
 সমাহনি চ রাত্রৌ চ মুহূর্ত্তা বৈ দিনালিকাঃ ॥

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একটি লথু অক্ষর
 উচ্চারণের কাল নিমেষ পদবাচ্য। মানুষগণের
 নেত্র স্পন্দনকেও নিমেষ বলা যায়। পঞ্চদশ
 নিমেষে এক কাষ্ঠা। কাষ্ঠারই নামান্তর লব। পাঁচ
 লবে এক ক্ষণ। সার্ক সপ্ত প্রস্থেও মতান্তরে এক
 লব হয়। ত্রিশ লবে এক কলা। ত্রিশ কলায় এক
 মুহূর্ত্ত। ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। এক অহোরাত্রে
 ছয় শত দুই কলা। এই সকল সংখ্যা দ্বারাই চন্দ্র
 সূর্য্যেয় গতির পরিমাণ নির্ণীত হয়। পঞ্চদশ
 নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা।
 ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত। মতান্তরে চল্লিশ কলার
 মুহূর্ত্ত। প্রমাণজ্ঞ জনগণ মুহূর্ত্ত লবাদির এইরূপ
 সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। জল দ্বারাও এক
 প্রকার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে। যথা,—
 মাগধমানের ত্রয়োদশ পল জলে এক প্রস্থ। ইহার
 চারিপ্রস্থে এক নালিক বা এক ঘট। চারি অঙ্গ
 লি পরিমাণ চারিটি স্বর্ণ মাষ দ্বারা একটি
 কলশীতে ছিদ্র করিলে তদ্বারা দিবারাত্রে প্রতি
 মুহূর্ত্তে দুই নালিক পরিমাণ জল ক্ষরিত হয়।

রবেগতিবিশেষেণ সর্ব্বেষু তু নীত্যশঃ ।
 অধিকং ষট্শতং যচ্চ কলানাং প্রবিধীয়তে ॥
 তদহর্নানুষং জ্যেয়ং নাক্ষত্রস্ত দশাধিকম্ ।
 সাবনেন তু মাসেন অদোহয়ং ম নুষঃ স্মৃতঃ
 এতদিব্যমহোরাত্রমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ।
 অহানেন তু যা সংখ্যা মাসত্বয়নবার্বিকী ॥
 তদা বহুমিদং জ্ঞানং সংজ্ঞা যা স্থপলক্ষ্যতাম্ ।
 কলানাং সুপরীমাণাং কাল ইত্যভিধীয়তে ॥
 যদহর্ব্রক্ষণং প্রোক্তং দিব্যা কোটী তু সা স্মৃতা
 শতানাক্ষ সহস্রাণি দশদ্বিগুণিতানি চ ।
 নবতিঞ্চ সহস্রাণি তথৈবান্যানি যানি তু ॥২২৬
 এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয়ো বিস্ময়ং পরমাদ্বুতম্ ।
 সংস্থাসন্তজনং জ্ঞানমপৃচ্ছন্নস্তরং তদা ॥২২৭
 ঋষয় উচুঃ ।

সংখ্যাপ্রলয়মাত্রস্ত মানুষেণৈব সম্মতম্ ।
 মানেন শ্রোতুমিচ্ছামঃ সঙ্কেপার্থপদাকরম্ ॥

রবির গতি-তারতম্য থাকিলেও সকল ঋতুতেই
 অহোরাত্রে ছয় শত দুই কলা কাল নির্দিষ্ট
 আছে। ইহার মানুষদিগের অহোরাত্র-পরিমাণ।
 নাক্ষত্রিক অহোরাত্রের পরিমাণ ছয়শত দশ
 কলা। ইহাই সাবনমান। এই মানের দ্বাদশ মাসে
 মানুষদিগের এক বৎসর হয়। ইহাই এক দিব্য
 অহোরাত্র। শাস্ত্রে এইরূপই নির্ণীত আছে। উক্ত
 দিবস পরিমাণ দ্বারাই মাস ঋতু অয়ন ও
 বৎসরাদি সংখ্যাত হয়। ঐ সমস্ত সংজ্ঞা উক্ত
 ব্রাহ্ম দিন পরিমাণ জ্ঞানের উপলক্ষণ মাত্র।
 কলা-সকলের উত্তমরূপে পরিমাণ করা যায়
 বলিয়া কাল সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম
 দিবসের পরিমাণ দিব্য মানের এক কোটি
 বিংশতি লক্ষ নবতি সহস্রাধিক কলা। ঋষিগণ
 এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া
 কালসংখ্যাবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনরায়
 জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১১—২২৭। ঋষিগণ
 কহিলেন,—আমরা সংক্ষেপে মানুষ-মানসম্মত
 দ্বারা সংখ্যা প্রলয়পরিমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

তেষাং শ্রুত্বা স দেবস্ত বায়ুর্লোকহিতে রতঃ ।
সঙ্কেপাদিব্যচক্ষুত্বান্ প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ
এতে রাত্র্যহনী পূৰ্ব্বং কীর্তিতে ত্বিহ লোকিকে
ভাসাং সংখ্যায় বর্ষাগ্রং ব্রাহ্মাং বক্ষ্যাম্যহঃ ক্ষয়ে
কোটিশতানি চত্বারি বর্ষাণি মানুষাণি তু ।
দ্বাত্রিংশচ্চ তথা কোটিঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া
দ্বিজৈঃ ॥২৩১

তথা শতসহস্রাণি একোননবতিঃ পুনঃ ।
অশীতিশ্চ সহস্রাণি এষ কালঃ প্লবস্য তু ॥২৩২
মানুষাখ্যেণ সংখ্যাতঃ কালো হ্যভূতসংপ্লবঃ ।
সপ্ত সূর্যাস্তদাগ্রেষু তদা লোকেষু তেষু বৈ
মহাভূতেষু লীয়ন্তে প্রজাঃ সর্বাশ্চতুর্বিধাঃ ।
সলিলেনাপ্লুতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥
বিনিবৃন্তে চ সংসারে উপশান্তে প্রজাপতে ।
নিয়ালোকে প্রদক্ষে তু নৈশেন তমসাবৃতে ।
ঈশ্বরাদিষ্ঠিতে হস্মিৎসুদা হ্যেকার্ণবে কিল ॥
তাবদেকার্ণবো জ্যেয়ো যাবদাসীদহঃ প্রভোঃ ।

লোকহিতৈষী দিব্য চক্ষুত্বান্ ভগবান্ বায়ু
ঋষিগণের কথা শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপতঃ
বলিলেন,— পূর্বের ব্রহ্মার যে লৌকিক দিবা
রাত্রির বিষয় কীর্তিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই
সকল দিবারাত্রির সংখ্যা করিয়া ব্রাহ্ম বর্ষমান
কীর্তন করিতেছি। মানুষমানের চারিশত দ্বাত্রিংশৎ
কোটি, একোননবতি লক্ষ, অশীতি সহস্র বর্ষ
কালই প্রলয়াবধি ব্রাহ্ম দিনমান। মানুষ পরিমাণে
এই প্রলকাল নির্দিষ্ট হইল। প্রলয়ে সপ্ত সূর্য
সমুদিত হইলে লোক সকল ও মহাভূত সকল
বিলীন হয়। চতুর্বিধ প্রজাসমষ্টিও নষ্ট হইয়া
থাকে। সলিল দ্বারা লোক সকল আপ্লুত হয়।
স্থাবরজঙ্গম জগৎ নষ্ট হইয়া যায়। সংসার-কার্য্য
শেষ হইলে প্রজাপতি উপশান্ত হন। দক্ষ লোক
নিয়ালোক ও নৈশ তিমিরে সমাবৃত হয়।
ঈশ্বরাদিষ্ঠিত ও জগৎ তখন একাণবীকৃত হইয়া
পড়ে। ভগবান্ ব্রহ্মার দিনমানের অবসানেই
একার্ণবের সূচনা; অতঃপর তাঁহার রাত্রি। এই

রাত্রিস্ত সলিলাবস্থা নিবৃন্তৌ চাপহঃ স্মৃতম্ ॥
অহোরাত্রস্তথৈবাস্য ক্রমেণ পরিবর্ততে ।
আভূতসংপ্লবো হ্যেব অহোরাত্রঃ স্মৃতঃ প্রভোঃ
ত্রৈলোকে যানি সত্ত্বনি গতিমস্তি ধ্রুবানি চ ।
আভূভেভ্যঃ প্রলীয়ন্তে তস্মাদাভূতসাপ্লবঃ ॥
অগ্রে ভূতঃ প্রজানাস্ত তস্মাদাভূতসংপ্লবঃ ২
আভূতাং প্লবতে চৈব তস্মাদাভূতসংপ্লবঃ ॥
শাস্বতে চামৃতত্বে চ শব্দে চাভূতসংপ্লবঃ ।
অতীতা বর্তমানাস্চ তথৈবানাগতাঃ প্রজাঃ ।
দিব্যসংখ্যা প্রসংখ্যাতা অপরার্কগুণীকৃতা ॥
পরার্কদ্বিগুণং চাপি পরমায়ুঃ প্রকীর্ততম্ ।
এতাবান্ স্থিতিকালস্ত অজস্যেহ প্রজাপতেঃ
স্থিত্যন্তে প্রতिसর্গশ্চ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥২৪১
যথা বায়ুপ্রবেগেণ দীপার্চিরূপশাম্যতি ।
তথৈব প্রতিসর্গেণ ব্রহ্মা সমূপশাম্যতি ॥২৪২
তথা হ্যপ্রতিসংসৃষ্টে মহাদাদৌ মহেশ্বরে ।
মহৎপ্রলীয়তেহব্যক্তে গুণসাম্যং ততো ভবেৎ

রাত্রি কেবলই সলিলাবস্থা। ইহার অবসানে
আবার ব্রহ্মা দিনের সূচনা। এইরূপে ব্রহ্মার
অহোরাত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে। নিখিল
ভূতবিলয়াবধি ব্রহ্মার অহোরাত্র। এই ত্রৈলোকে
যত কিছু চরাচর ভূত আছে, প্রলয়ে তাহাদের
সমুদয়ের বিলয় হয় বলিয়াই উহার নামান্তর
‘আভূত সংপ্লব’। শাস্বত এবং অমৃতত্ব শব্দেও
আভূতসংপ্লবপদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতীত,
অনাগত ও বর্তমান প্রজাবৃন্দের ত্রৈকালিক
আয়ুঃপরিমান, দিব্যসংখ্যায় অপরার্কপরিমিত।
পরন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মার পরমায়ু দ্বিপার্ক কাল।
তিনি ইয়ৎপরিমাণ কালই অবস্থান করিয়া
থাকেন। অতঃপর সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার
প্রতিসর্গ। ২২৬-২৪১। যেমন বায়ুবেগে
দীপার্চিঃ উপশান্ত হয়, প্রতিসর্গে ব্রহ্মাও তেমনি
উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপ্রতি সর্গে মহেশ্বর
মহাদাদিতে এবং মহৎ অব্যক্তে প্রলীন হয়।
অনন্তর গুণসাম্য হইয়া থাকে। এই আমি প্রলয়-

ইত্যেবে চ সমাখ্যাতো ময়া হ্যাত্তসংপ্লবঃ ।
ব্রহ্মনৈমিত্তিকো হ্যেব সম্প্রক্ষালনসংযমঃ ॥
সমাসেন সমাখ্যাতো ভূয়ঃ কিং বর্তয়ামি বঃ ।
য ইদং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষশঃ
কীৰ্ত্তনাচ্ছ বণাচ্চাপি মহতীং সিদ্ধিমাশ্नुয়াৎ ॥
ব্রাহ্মণো লভতে বিদ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিজয়ীভবেৎ
বৈশ্যস্ত্র ধনভাকৃ চৈব শূদ্রঃ সুখমবাশ্ণুয়াৎ ॥২৪৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে মহন্তর-
নিসর্গাদিকথনং নাম শততমো-
হধ্যায়ঃ ॥১০০॥

একাদিকশততমোহধ্যায়ঃ

বায়ুরূবাচ ।

অসাধারণবৃন্তেষু হতশেষাদিভির্দ্বিজৈঃ ।
ধর্ম্মা বৈশেষিকাশ্চৈব আচীর্ণাঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
তে দেবৈঃ সহ তিষ্ঠন্তি মহর্লোকনিবাসিনঃ ।

বৃন্তান্ত বলিলাম। ইহা ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয়
বলিয়া নির্দিষ্ট। আমি অবশ্য সংক্ষেপেই এ
বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর আপনারা
আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমার বর্ণিত
এই বিষয় যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য ধারণ, শ্রবণবা
কীৰ্ত্তন করে, সে মহতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ
ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে বিদ্যা, ক্ষত্রিয় হইলে
বিজয়, বৈশ্য হইলে ধনসম্পদ এবং শূদ্র হইলে
সুখ প্রাপ্ত হয়। ২৪২—২৪৬।

শতশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০০॥

একাদিকশততম অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন,—যে সকল সূক্ষ্মদর্শী দ্বিজাতি
লোকবিলক্ষণ চরিত্রবান্ হইয়া যাগ-যজ্ঞাদি সহ
বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারা
মহর্লোকে যাইয়া দেবগণ সহ অবস্থান করিয়া

চতুর্দশৈতে মনবঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥২
অতীতা বর্ত্তমানাস্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে ।
ঋষিভির্দৈবতৈশ্চৈব সহ গন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥৩
মহন্তরাধিকারেষু জায়ন্তীহ পুনঃপুনঃ ।
দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব মনবঃ পিতরস্তথা ॥৪
সর্ব্বে হাপি ক্রমাতেতা মহর্লোকসমাশ্রিতাঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ধর্ম্মিকৈঃ সহিতৈঃ সুরাঃ
তৈস্তথ্যকারিভির্যুক্তৈঃ শ্রদ্ধাবন্তিরদর্শিতৈঃ ।
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মেষু শ্রৌতস্মার্ত্তেবু সংস্থিতৈঃ ।
বিনিবৃত্তাধিকারান্তে যাবন্মহন্তরক্ষয়ঃ ॥৬
ঋষয় উচুঃ ।

মহর্লোকেতি যৎপ্রোক্তং মাতরিষংস্বয়া বিভে
প্রতিলোকে চ কর্ত্তব্যমনেকৈঃ সমবিস্তীর্ণাঃ ॥৭
যাবন্তশ্চৈব তে লোকা দহ্যন্তে যেন তে প্রভো
এতন্মঃ কথয় শ্রীত্যা ত্বং কি বেথ যথাতথম্ ॥৮
এবমুক্তস্ততো বায়ুমুনিভির্বিনয়ান্নভিঃ ।

থাকেন। ইতিপূর্বে আমি যে, অতীত অনাগত
ও ভবিষ্যৎ কীর্ত্তিমান্ চতুর্দশ মনুর বিবরণ
কীর্ত্তিন কথিরয়াছি, সেই মনুগণ, এবং ঋষি,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস,—ইহারা সকলেই
প্রত্যেক মহন্তরে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া
থাকেন। দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনুগণ ও
পিতৃগণ,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদিমধ্যে
যাঁহারা শ্রদ্ধাবান, সত্যবাদী, দস্তহীন, শ্রৌত-
স্মার্ত্তবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমাসক্ত, তাঁহাদিগের
সহিত মহন্তর শেষে বিধিনির্দিষ্ট কালান্তে
মহর্লোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।
ঋষিগণ কহিলেন,—হে বায়ো! আপনি যে
মহর্লোকের কথা কহিলেন, সেই মহর্লোক কি
প্রকার? প্রত্যেক লোকেই ত অনেকানেক মহাত্মা
অবস্থান করেন; সেই সমস্ত লোক সমুদায়ে
কয়টি? হে প্রভো! কি প্রকারেই বা তৎসমস্ত
দক্ষ হয়? হে বিভো! আপনি যথার্থ সমস্তই
অবগত আছে; অতএব আমাদিগের প্রতি
আপনার নৈসর্গিক প্রীতিবশে তাহা বলুন।
মুনিগণ বিনয় সহকারে এইরূপ বলিলেন

প্রোবাচমধুরং বাক্যং যথাতত্তেন তত্ত্ববিৎ ॥৯

বায়ুরুবাচ ।

চতুর্দশৈব স্থানানি বর্ণিতানি মহর্ষিভিঃ ।

লোকাখ্যানি তু যানি সূর্যেষু তিষ্ঠন্তি মানবাঃ

সপ্ত তেষু কৃতান্যাত্মকৃতানি তু সপ্ত বৈ ।

ভুরাদয়স্ত সংখ্যাতাঃ সপ্ত লোকাঃ কৃতাস্তিহ

অকৃতানি তু সপ্তৈব প্রাকৃতানি তু যানি বৈ ।

স্থানানি স্থানিভিঃ সার্কং কৃতানি তু নিবন্ধনম্ ॥

পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দিব্যং যচ্চ মহঃ স্মৃতম্ ।

স্থানান্যেতানি চত্বারি স্মৃতান্যার্বকানি চ ॥১৩

ক্ষয়াতিশয়যুক্তানি তথা যুক্তানি বক্ষ্যতে ।

যানি নৈমিত্তিকানি সৃষ্টিষ্ঠন্ত্যভূতসংপ্রবম্ ॥

জনস্তপশ্চ সত্যঞ্চ স্থানান্যেতানি ত্রীণি তু ।

ঐকান্তিকানি সত্ত্বানি তিষ্ঠন্তীহপ্রসংযমাৎ ॥১৫

ব্যক্তানি তু প্রবক্ষ্যামি স্থানান্যেতানি সপ্ত বৈ

ভুলোকঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়স্ত ভুবঃ স্মৃতঃ ॥

তত্ত্ববেত্তা বায়ু মধুর বাক্যে যথায়থ বলিতে লাগিলেন । ১—৯ । বায়ুকহিলেন,—লোক চতুর্দশটি; সেই সকল লোকেই মানবগণ যাইয়া বাস করিয়া থাকে । তন্মধ্যে সাতটি কৃত এবং অপর সাতটি অকৃত নামে অভিহিত । ভূপ্রভৃতি সপ্ত লোক ‘কৃত’ নামে এবং প্রাকৃত সপ্ত লোককে ‘অকৃত’ নামে নির্দেশ করা যায় । পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিব ও মহঃ, এই লোকচতুষ্টয় আণবিক নামে প্রসিদ্ধ । ইহারা ক্ষয়-বৃদ্ধি যুক্ত । যে সকল লোক ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, তাহার উল্লেখ করিতেছি । নৈমিত্তিক লোক সকল প্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী । জন, তপ ও সত্য, এই তিনটি লোক একান্ত সত্ত্ব-গুণবহুল; ইহাদিগের স্থিতিকাল কল্পান্ত পর্য্যন্ত । ভু প্রথম, ভুব দ্বিতীয়, স্বর্লোক তৃতীয় মহ চতুর্থ, জন পঞ্চম, তপঃ ষষ্ঠ, সত্য সপ্তম; ইহার পর নিরালোক । ব্রহ্মা, ভুঃশব্দ উচ্চারণে ভুলোক, ভুবশব্দ উচ্চারণে ভুবলোক এবং স্বঃশব্দ

স্বত্বীয়স্ত বিজ্ঞেয়শ্চতুর্থ্যে বৈ মহঃ স্মৃতঃ ।

জনস্ত পঞ্চমো লোকস্তপঃ ষষ্ঠো বিভাব্যতে ॥

সত্যস্ত সপ্তমো লোকো নিরালোকস্ততঃ

পরম্ ।

ভুরিতি ব্যাহতে পূর্বভুলোকশ্চ ততোহভবৎ

দ্বিতীয়ো ভুব ইত্যুক্ত অন্তরিক্ষং ততোহভবৎ

তৃতীয়ং স্বরিতীত্যাঙ্কে দিবং প্রাদুর্ভূব হ ॥১৯

ব্যাহরৈস্তিভিরেতৈস্ত ব্রহ্মা লোকমকল্পয়ৎ ।

ততো ভুঃ পার্থিবো লোকো হ্যন্তরিক্ষং ভুবঃ

স্মৃতম্ ॥২০

স্বর্লোকো বৈ দিবং হ্যেতৎ পুরাণে নিশ্চয়ংগতম্

ভূতস্যাধিপতিশ্চাগ্নিস্ততো ভূতপতিঃ স্মৃতঃ ॥২১

বায়ুর্ভুবস্যধিপতিস্তেন বায়ুর্ভুবস্পতিঃ ।

ভব্যস্য সূর্য্যোহধিপতিস্তেন সূর্য্যো দিবস্পতিঃ

মহেতিব্যাহতেনৈবং মহর্লোকস্ততোহভবৎ ।

বিনিবৃত্তাধিকারাণাং দেবানাং তত্র বৈ ক্ষয়ঃ ।

জনস্ত্য পঞ্চমো লোকস্তম্ভাজ্জায়ন্তি বৈ জনাঃ ।

উচ্চারণে স্বর্লোক নির্মাণ করিয়াছেন । ভুর্ভুবঃস্ব এই ব্যাহতিত্রয় হতে উক্ত লোকত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে । ভুলোক পার্থিব, ভুব অন্তরিক্ষ এবং স্বর্লোকই স্বর্গলোক । পুরাণশাস্ত্রে ইহাই নির্ণীত আছে । অগ্নি, ভূতের অর্থাৎ ভুলোকের অধিপতি বলিয়া ভূতপতি নামে, বায়ু ভুবলোকের অর্থাৎ অন্তরিক্ষ লোকের অধিপতি বলিয়া ভুবস্পতি এবং সূর্য্য, ভবের অর্থাৎ স্বর্গলোকের অধিপতি বলিয়া দিবস্পতি নামে প্রসিদ্ধ । ব্রহ্মা, মহঃশব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র মহর্লোকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল । দেবগণের অধিকার কাল শেষ হইলে তাঁহারা সেই মহর্লোকে যাইয়া অবস্থান করেন । জনলোক পঞ্চম লোক; উহা হইতেই জনগণের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে । ঐ লোক হইতে স্বায়ত্ত্ববাদি প্রজাবর্গের জনন হয় বলিয়া উহা জন নামে বর্গের জনন হয় বলিয়া উহা জন নামে অভিহিত

তাসাং স্বায়ত্ত্ববাদ্যানাং প্রজানাং জননাজ্জননঃ ।
 যাস্তাঃ স্বায়ত্ত্ববাদ্যা হি পুরস্তাৎপরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 কল্পদক্ষে তদা লোকে প্রতিষ্ঠতি তদা তপঃ ॥২৫
 ঋভুঃ সনৎকুমারাদ্যা যত্র সন্ত্যক্তরেতসঃ ।
 তপসা ভাবিতাত্মানস্তত্র সন্তীতি বা তপঃ ॥২৬
 সত্যেতি ব্রহ্মণঃ শব্দঃ সত্ত্বমাত্রস্ত সংস্মৃতঃ ।
 ব্রহ্মলোকস্ততঃ সত্যং সপ্তমং স তু ভাস্বরঃ ॥
 গন্ধৰ্ব্বাঙ্গরসো যক্ষা, গুহ্যকান্ত সরাক্ষসাঃ ।
 সর্পভূতপিশাচাশ্চ নাগাস্চ সহ মানুষ্যৈঃ ।
 স্বর্লোকবাসিনঃ সর্বের দেবা ভূবি নিবাসিনঃ ॥২৮
 মরুতো মাতরিশ্বানো রুদ্রা দেবাস্থথাম্বিনৌ ।
 অনিকেতান্তরিক্ষাস্তে ভুবর্লোক্যা দিবৌকসঃ
 আদিত্যা ঋতবো বিশ্বে সাধ্যাস্চ পিতরস্তথা
 ঋষয়োহঙ্গিরসশ্চৈব ভুবর্লোকং সমাশ্রিতাঃ ॥৩০
 এতে বৈমানিকা দেবাস্তায়াগ্রহনিবাসিনঃ ।
 ইত্যেতে ক্রমশঃ প্রোক্তা ব্রহ্মব্যাহারসম্ভবাঃ
 ভূর্লোকপ্রথমা লোকা মহদস্তাশ্চ তে স্মৃতাঃ ।
 আরভ্যস্তে তু তন্মাত্রৈঃ শুদ্ধান্তেষাং পরম্পরম্

হইয়া থাকে। পূর্বে যে স্বায়ত্ত্ববাদিয় কীর্তন
 করিয়াছি, কল্পান্তকালে লোক সকল দক্ষ হইয়া
 গেলে তাঁহারা তপোলোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ
 করিয়া থাকেন। ১০—২৫। ঋভু ও
 সনৎকুমারাদি তপঃ-সত্ত্বাত্মা উর্দ্ধরেতাগণ ঐ
 স্থানে বাস করেন বলিয়া উহাকে তপঃনামে
 অভিহিত করা হয়। সত্য শব্দ ব্রহ্মার
 সত্ত্বমাত্রবাচী; এজন্য ব্রহ্মলোকই সত্যনামে
 আখ্যাত। ঐ সত্যলোক স্বপ্রকাশ। উহা সপ্তম
 লোক। দেবগণ সকলেই স্বর্লোকবাসী। সর্প,
 ভূত, পিশাচ, নাগ ও মানুষাদি ভূতলবাসী।
 রুদ্র, মাতরিশ্বা মরুগণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়
 নিকেতনহীন; পরন্তু ইহারা ভুবর্লোকে বাস করিয়া
 থাকেন। আর আদিত্য, ঋভু, বিশ্বদেব, সাধ্য ও
 অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি, এবং পিতৃগণ—ইহারা
 বিমানে তারাগ্রহবলদ্বনে ভুবর্লোকেই বাস
 করেন। ব্রহ্মার শব্দোচ্চারণ জন্য লোক সকলের
 বিবরণ এই কহিলাম। ভূর্লোকাবধি মহর্লোকান্ত

শুক্রাদ্যাশ্চাক্ষুবাস্তশ্চি যে ব্যতীতা ভুবং শ্রিতাঃ
 মহর্লোকশ্চতুর্থস্ত তস্মিংস্তে কল্পবাসিনঃ ।
 ইত্যেতে ক্রমশঃ প্রোক্তা ব্রহ্মব্যাহারসম্ভবাঃ
 ভূর্লোকপ্রথমা লোকা মহদস্তাশ্চ যে স্মৃতাঃ ।
 তান্ সর্বান্ সপ্ত সূর্যাস্তে অর্চির্ভিনীর্দহন্তি বৈ
 মরীচিঃ কশ্যপো দক্ষস্তথা স্বায়ত্ত্ববোহঙ্গিরাঃ ।
 ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুরিত্যেবমাদয়ঃ ॥৩৫
 প্রজানাং পতয়ঃ সর্বের বর্জস্তে তত্র তৈ সহঃ ॥
 নিঃসত্তা নিশ্মমশ্চৈব তত্র তে স্বর্দ্ধরেতসঃ ॥৩৬
 ঋভুঃ সনৎকুমারাদ্যা বৈরাজ্যাস্তে তপোধনাঃ
 মন্বন্তরাণাং সর্বেষাং সাবর্ণানাং ততঃ স্মৃতাঃ ॥
 চতুর্দশানাং সর্বেষাং পুনরাবৃত্তিহেতবঃ ॥৩৭
 যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ সমাধায় তদাত্মনি ।
 ষষ্ঠে লোকে নিবর্তন্তে তত্তদাহ বিপর্যয়ে ॥৩৮
 সত্যস্ত সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্মার্গগামিণাম্ ॥
 ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ ॥৩৯
 পর্যাসপারিমাণ্যেন ভূর্লোকঃ সমিতিঃ স্মৃতঃ ।

উক্ত লোক সকল তন্মাত্র দ্বারাই আরম্ভ হয়।
 ইহারা পরম্পর অসঙ্কীর্ণ। শুক্র হইতে চাক্ষুব
 পর্যন্ত মনুগণ, যাহারা এক্ষণে ভুবর্লোকে বাস
 করিতেছেন, তাঁহারাও কল্পান্ত কালে সেই
 মহর্লোকে গিয়া অবস্থান করেন ব্রহ্মার
 ব্যাহতিসমুৎপন্ন লোক সকলের বিবরণ এই
 বর্ণিত হইল। ২৬—৩। ভূর্লোকাবধি মহলোক
 পর্যন্ত লোক সকল সপ্তসূর্যের রশ্মিজালে নির্দগ্ধ
 হইয়া যায়। মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, স্বায়ত্ত্বব, অঙ্গি
 রা, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু প্রভৃতি
 প্রজাপতিগণ সকলেই তখন জন লোকে বাস
 করিয়া থাকেন। ঋভু ও সনৎকুমারাদি নিঃসত্ত্ব,
 নিশ্মম, উর্দ্ধরেতা, সংসারবিরাগী তপোধনগণ
 তপোলোকে বাস করেন। সাবর্ণাদি চতুর্দশ
 মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি তপোলোক হইতেই হইয়া
 থাকে। সেই লোকবিপর্যয় কালে জনলোকাদি
 নিম্নলোকবাসীরা আত্মাতেই যোগ, তপঃ ও
 সত্যের সমাধান করিয়া তপোলোকে যাইয়া
 অবস্থান করেন। সত্য লোক সপ্তম লোক।

ভূম্যন্তরং যদাদিত্যাদন্তরিক্ষং ভুবঃ স্মৃতম্ ॥
সূর্য্যব্রহ্মাস্তরং যচ্চ স্বর্গলোকো দিবঃ স্মৃতঃ ।
ব্রহ্মাজ্জনাস্তরং যচ্চ মহর্লোকঃ স উচ্যতে ॥৪১
বিখ্যাতাঃ সপ্ত লোকাস্ত তেষাং বক্ষ্যামি
সিদ্ধয়ঃ ।

ভূর্লোকবাসিনঃ সর্বের অন্নাদান্ত রসাত্মকাঃ ॥
ভূবে স্বর্গে চ যে সর্বের সোমপা আজ্যপাশ্চ তে
চতুর্থে যেহপি বর্তন্তে মহর্লোকং সমাশ্রিতাঃ
বিজ্ঞেয়া মানসী তেষাং সিদ্ধির্বৈ পঞ্চলক্ষণা ।
সদ্যশ্চোৎপদ্যতে তেষাং মনসা সর্বমীপ্তিতম্
এতে দেবা যজন্তে বৈ যজ্ঞেঃ সর্বৈঃ পরস্পরম্
অতীতান্ বর্তমানাশ্চ বর্তমানাননাগতাঃ ॥৪৫
প্রথমানন্তরৈরিষ্টবা অন্তরাঃ সাম্প্রতৈঃ পুনঃ ।
নিবর্ত্তীত্যাসম্বন্ধোহতীতে দেবগণে ততঃ ॥
বিনিবৃত্তাধিকারাণা সিদ্ধিস্তেষাং নামসী ।
তেষাং মানসী জ্ঞেয়া শুদ্ধা সিদ্ধিপরম্পরা ॥৪৭
উক্তা লোকাশ্চ চত্বারো জনস্যানুবিধিস্থতা ।

ইহারই নামান্তর ব্রহ্মলোক । ইহার বিনাশ নাই ।
তত্রত্য অধিবাসীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ।
পরিমাণানুসারে ভুলোক অপরাপর লোকের
মধ্যবর্ত্তী; ভুলোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত মহর্লোক,
এই প্রকারে অপরাপর লোক সকল জ্ঞাতব্য ।
এক্ষণে উক্ত বিখ্যাত সপ্ত-লোকের সিদ্ধিসমূহের
উল্লেখ করিতেছি । ভূর্লোকবাসীরা রসাত্মক ও
অন্নভোজী । ভুবর্লোকবাসীরা সোমপায়ী ।
স্বর্লোকবাসীরা আজ্যপায়ী । মহর্লোকবাসীরা
পঞ্চবিধ মানসী সিদ্ধি-সমন্বিত । মনঃসঙ্কল্পমাত্র
তঁাহাদিগের সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ হয় । এই দেবগণ
যজ্ঞ দ্বারা পরস্পর যাজন করিয়া থাকেন ।
বর্ত্তমান-গণ অতীতদিগকে, ভাবিগণ
বর্ত্তমানদিগকে, এবং পরবর্ত্তীরা পূর্ববর্ত্তীদিগকে
যাজন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন । এই ক্রম ইহার
সীমা নির্দেশ হইতে পারে না । মহর্লোকবাসী

সমাসেন ময়া বিপ্রা ভূয়ন্তং বর্ত্তয়ামি বঃ ॥৪৮
বায়ুরুবাচ ।

মরীচিঃ কশ্যপো দক্ষো বসিষ্ঠশ্চাঙ্গিরা ভৃগুঃ ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুরিত্যেবমাদয়ঃ ॥৪৯
পূর্ব্বং তে সম্প্রসূয়ন্তে ব্রহ্মণো মনাসা ইহ ।
ততঃ প্রজাঃ প্রতিষ্ঠাপ্য জনমেবাশ্রয়ন্তি তে ।
কল্পদাহপ্রদীপেষু তদা কালেষু তেষু বৈ ।
ভুরাদিষু মহান্তেষু ভৃশং ব্যাপ্তেত্বথাগ্নিনা ॥
শিখা সংবর্ত্তকা জ্ঞেয়া প্রাপ্নুবন্তি সদা জনাঃ ।
যামাদয়ো গণাঃ সর্বের মহর্লোকনিবাসিনঃ ॥
মহর্লোকেষু দীপেষু জনমেবাশ্রয়ন্তি তে ।
সর্বের সূক্ষ্মশরীরান্তে তত্রস্থা তু ভবন্তি তে ।
তেষাং তে তুল্যসামর্থ্যাস্তল্যমুর্তিধরাস্থতা ।

জনলোকে বিবর্ত্তন্তে যাবৎ সংপ্লবতে জগৎ ॥
ব্যুষ্টায়াং তু রজন্যাং বৈ ব্রহ্মণোহব্যক্তযোনিঃ

দেবগণের অধিকারকাল অতীত হইলে শুদ্ধা
মানসী সিদ্ধি-পরম্পরা দ্বারা তাঁহারা জনলোকে
যাইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন । হে দ্বিজগণ !
এই আমি আপনাদিগের নিকট জনলোক ও
তাহার অধস্তন লোকচতুষ্টয়ের বিবরণ সংক্ষেপে
বর্ণন করিলাম । এক্ষণে সবিস্তরে আবার উক্ত
বিবরণ বর্ণন করিতেছি ॥৩৪—৪৮ বায়ু
বলিলেন;—মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, বসিষ্ঠ, অঙ্গি
রা, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু,—সর্বপ্রথমে
ইহঁারা ব্রহ্মার মানস সন্তানরূপে উৎপন্ন হইয়া
প্রজা বিস্তাণপূর্ব্বক পুনরায় জনলোকে যাইয়া
অবস্থান করিয়া থাকেন । কল্পান্তকালে
সংবর্ত্তকাগ্নির শিখা দ্বারা ভুলোকাবধি মহর্লোক
পর্য্যন্ত যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন
মহর্লোকবাসী যামাদি দেবগণ সূক্ষ্মশরীর
পরিগ্রহপূর্ব্বক জনলোকে যাইয়া অবস্থান করেন ।
সেখানে যাইয়া তাঁহারা তত্রত্য অধিবাসীদিগের
তুল্য সামর্থ্য ও রূপ লাভ করিয়া জগতের
বিনাশকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকেন । পরে ব্রহ্ম

অঙ্করাদৌ প্রসূর্যন্তে পূর্ববক্রমশস্থিহ ॥৫৫
 স্বায়ত্তুরাদয়ঃ সর্বৈ মরীচ্যস্তাস্ত্র সাধকাঃ ।
 দেবান্তে বৈ পুনস্তেষাং জায়ন্তে নিধনেশ্বিহ ॥
 যামাদয়ঃ ক্রমেণৈব কনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রজাপতেঃ ।
 পূর্বং পূর্বঃ প্রসূর্যন্তে পশ্চিমে পশ্চিমানুত্থা ॥
 দেবায়ৈ দেবতা হি সপ্ত সত্ত্বতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 ব্যতীতাঃ কল্পজান্তেষাং তিস্রঃ শিষ্টাস্তথা পরে
 আবর্তমীনা দেবান্তে ক্রমেণৈতেন সর্বশঃ ।
 গতা জবজ্জবীভাবং দশকৃত্বঃ পুনঃপুনঃ ॥৬৯
 ততস্তে বৈ গণাঃ সর্বৈ দৃষ্ট্বা ভাবেহনিত্যতাম্
 ভাবিনোহর্থস্য চ বলাৎ পুণ্যখ্যাতিবলেন চ ॥
 নিবৃত্তবৃত্তয়ঃ সর্বৈ স্বস্থাঃ সুমনসস্তথা ।
 বৈরাজে তুপপদ্যন্তে লোকমুৎসৃজ্য তজ্জনম্
 ততোহন্যেনৈব কালেন নিত্যযুক্তাস্তপস্বিনঃ
 কথনাচ্চৈব ধর্মস্য তেষাং তে জজ্ঞিরেহস্বরে ॥
 ইহোৎপন্নাস্ততস্তে বৈ স্থানান্যাপুরয়ন্ত্যত ।
 দেবত্বৈ চ ঋষিত্বৈ চ মনুষ্যত্বৈ চ সর্বশঃ ॥৬৩
 এবং দেবগণাঃ সর্বৈ দশকৃত্বো নিবর্ত্য বৈ ।

রজনীর অবসানে পুনরায় ব্রাহ্ম-দিবসের
 প্রায়স্কালে পূর্বক্রমানুসারে স্বায়ত্ত্ববাদি মনু ও
 মরীচি প্রভৃতি সৃষ্টিসাধক প্রজাপতিগণ প্রদূর্ত্ত
 হইতে থাকেন। তদনন্তর যামাদি দেবগণ
 পূর্বোক্ত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি ক্রমানুসারেই জন্মগ্রহণ
 করেন ॥৪৯—৫৭॥ সপ্তবিধ দেবতা, দেববংশেই
 জন্মিয়া থাকেন; তন্মধ্যে এক্ষণে কল্পজ চতুর্বিধ
 দেবতা অতীত হইয়াছেন, ত্রিবিধ দেবতা অবশিষ্ট
 আছেন। তাঁহারাও উক্তক্রমে দশবার জন্ম-মরণ
 দশা প্রাপ্ত হইয়া—ভাবসমূহের অনিত্যতা
 বুঝিয়া,—ভাবী বিষয়ের বলবত্তাহেতু পুণ্যপ্রভাবে
 প্রশান্তচিত্ত হইয়া—সুস্থভাবে সেই জনলোক
 পরিত্যাগ করিয়া বৈরাজধামে গমন করেন।
 পরে আবার সুদীর্ঘ কালান্তে নিয়ত যোগযুক্ত
 তপস্বী ধার্মিকদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া
 তাঁহারা দেবত্ব, ঋষিত্ব ও মনুষ্যত্বাদি অবলম্বনে

বৈরাজেবুপপন্নাস্তে দশ তিষ্ঠন্ত্যপন্নবান ॥৬৪
 পূর্ণে পূর্ণে ততঃ কল্পে স্থিত্বা বৈরাজকে পুনঃ ।
 ব্রহ্মলোকে বিবর্ত্তন্তে পূর্বপূর্বক্রমেণ তু ॥৬৫
 এতস্মিন্ ব্রহ্মলোকে তু কল্পে বৈরাজকে গতে
 বৈরাজং পুনরপ্যেকে কল্পস্থানমকল্পয়ন ॥৬৬
 এবং পূর্বনুপূর্বৈণ ব্রহ্মলোকগতেন বৈ ।
 এবং তেষু ব্যতীতেষু তপসা পরিকল্পিতে ।
 বৈরাজে তুপপদ্যন্তে দশকৃত্বো নিবর্ত্ততে ॥
 এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ ।
 নিধনং ব্রহ্মলোকে তু গতানামৃষিভিঃ সহ ॥৬৮
 সূত উবাচ ।

ন শক্যমানুপূর্ব্যেণ তেষাং বক্তুং প্রবিস্তরম্
 অনাদিত্বাচ্চ কালস্য অসংখ্যানাচ্চ সর্বশঃ ।
 এবমেব ন সন্দেহো যথাবৎ কথিতং ময়া ॥৬৯
 তদুপশ্রুত্য বাক্যর্থমৃষয়ঃ সংশয়াবৃতাঃ ।
 সূতমাত্তঃ পুরাণজ্ঞং ব্যাসশিষ্যং মহামতিম্ ॥

স্থানসমূহের আপুরণ করিয়া থাকেন। দেবগণ
 এই ভাবে দশবার জন্মগ্রহণান্তে বৈরাজ ধামে
 যাইয়া দশকল্প যাবৎ বাস করিয়া থাকেন। পরে
 আবার নিরূপিত কল্পকাল সম্পূর্ণ হইলে তথা
 হইতে পূর্বপূর্ব ক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।
 এই জন্য কেহ কেহ বৈরাজ লোককেই
 কল্পান্তকালীন লয়স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন।
 ফলতঃ জনগণ পূর্বোক্তক্রমে তপঃপ্রভাবে পুত
 হইয়া বৈরাজলোক পর্য্যন্ত গমনপূর্বক দশকল্প
 যাবৎ তথায় বাস করিয়া এই নিয়মেই ব্রহ্মলোক
 প্রাপ্ত হয়। শত সহস্র দৈবযুগে জনগণ মরণান্তে
 সপ্তর্ষিগণ সহ বৈরাজলোক পর্য্যন্ত যাইয়া
 বৈরাজলোক পর্য্যন্ত যাইয়া বৈরাজলোক হইতে
 ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছে ॥৫৮—৬৮॥ সূত
 কহিলেন,—এই সৃষ্টি-তত্ত্ব আনুপূর্ব্যক্রমে
 সবিস্তরে বর্ণন করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে। কারণ,
 কাল অনাদি এবং সংখ্যারও অন্ত নাই। সূতরাং
 আমি যেমন বলিলাম, এই ক্রমেই অপরাপর
 কল্পাদির বিষয় বুঝিতে হইবে; এ বিষয়ে সন্দেহ
 করা কৰ্ত্তব্য নহে। সূতের এই কথা শুনিয়া

ঋষয় উচুঃ ।

বৈরাজ্যন্তে যদাহারা যৎসত্বাশ্চ যদাশ্রয়াঃ ।
তিষ্ঠন্তি চৈব যৎকালং তয়ো ব্রাহ্মি যথাতথম্ ॥
তদুক্তমৃষিভির্বাচ্যং শ্রুত্বা লোকার্থতত্ত্ববিৎ ।
সূতঃ পৌরাণিকো বাক্যং বিনয়েনেদমব্রবীৎ ॥
ততঃ প্রাপ্যস্ত তে সর্বের শুদ্ধিশুদ্ধতমাশ্চ যে ।
আভূতসংপ্রবাস্তত্র দশ তিষ্ঠন্তি তে জনাঃ ॥৭৩
সর্বের সূক্ষ্মশরীরান্তে বিদ্যাংসো ঘনমুর্ত্তয়ঃ ।
স্থিতলোকস্থিতত্বাচ্চ তেবাং ভূতং ন দিব্যতে
উচুঃ সনৎকুমারাদ্যাঃ সিদ্ধান্তে যোগধর্ম্মিণঃ ।
খ্যাতিং নৈমিত্তিকীং তেবাং পর্যায়ে সমুপস্থিতে
স্থানত্যাগে মনশ্চাপি যুগপৎ সম্প্রবর্ততে ।
উচুঃ সর্বের তদান্যোন্ম্যং বৈরাজ্যঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥
এবহেব মহাভাগাঃ প্রণবং সম্প্রবিণ্য হ ।
ব্রহ্মলোকে প্রবর্ত্তধন্তমঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥
এবমুক্ত্বা তদা সর্বের ব্রহ্মান্তে ব্যবসায়িনঃ ।

ঋষিগণ সংশয়াস্থিত ব্যাসশিষ্য মহামতি পূরণ-
তত্ত্বজ্ঞ সূতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ।
ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! বৈরাজ্য লোকবাসী
জনগণের যাহা আহার, যেরূপ সামর্থ্য, যাহা
আশ্রয়, এবং তাঁহারা যতকাল তথায় অবস্থান
করেন, আমাদিগের নিকট তাহা যথার্থ বর্ণন
করুন । লোক তত্ত্বার্থবিৎ পৌরাণিক সূত,
ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—
হে মুনিগণ! সদাচরণে পরিশুদ্ধভম
জনলোকবাসীরা বৈরাজ্য লোকে যাইয়া দশ কল্প
যাবৎ তথায় বাস করিয়া থাকেন । তাঁহারা
সকলেই জ্ঞানী সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছমূর্ত্ত । অপরিণামী
স্থিরলোকে বাস নিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীরে
ভূতসম্পর্ক নাই । তত্রত্য যোগধর্ম্মী শুদ্ধবুদ্ধি
সনৎ কুমারাদি সিদ্ধগণ, দশ কল্পান্তে যখন
বিবর্ত্তনের সময় সমুপস্থিত হয়, তখন যুগপৎ
বৈরাজ্য ধাম পরিত্যাগে উৎসুক হইয়া পরস্পর
বলিতে থাকেন যে, হে মহাভাগ! আমরা
প্রণবাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোক আশ্রয় করিলে

যোজয়িত্বা তদাত্মানং বর্ত্তন্তে যোগধর্ম্মিণঃ ॥
তত্রৈব সম্প্রসীয়েন্তে শান্তা দীপার্চিবো যথা ।
ব্রহ্মকায়মবর্ত্তন্ত পুনরাবৃত্তিদূর্লভম্ ॥৭৯
লোকং তং সমনু প্রাপ্য সর্বের তে ভাবনাময়ম্
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য অমৃতত্বায় তে গতাঃ ॥
বৈরাজ্যেভ্যস্তথৈবোর্দ্ধমন্তরে ষড়ুণে ততঃ
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো যত্র ব্রহ্মা পুরোহিতঃ
তে সর্বের প্রণবাত্মানো বুদ্ধশুদ্ধতপাস্থথা ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্যামৃতত্বঞ্চ ভজন্ত্যত ॥
দ্বৈন্দ্রেস্তে নাভিভূয়ন্তে ভাবত্রয়বিবর্জিতাঃ ।
আধিপত্যং বিনা তুল্যা ব্রহ্মণস্তে মহৌজসঃ ॥
প্রভাববিজয়ৈশ্বর্য্যস্থিতিবৈরাগ্যদর্শনৈঃ ।
তে ব্রহ্মলৌকিকাঃ সর্বের গতিং প্রাপ্য
নিবর্ত্তনীম্ ॥৮৪

ব্রহ্মণা সহ দেবৈশ্চ সম্প্রাপ্তে প্রতिसংগরে ।
তপসোহস্তে ক্রিয়াত্মানো বুদ্ধাবস্থা মনীষিণঃ ।
অব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে সর্বের তে ক্লণদর্শিনঃ ॥

আমাদিগের সবিশেষ কুশল ঘটিবে । এইরূপ
বলিয়া সেই মহাত্মারা যোগাবলম্বনে অধ্যবসায়
সহকারে আত্মা দ্বারা আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত
করিয়া শান্ত দীপশিখার ন্যায় পুনরাবৃত্তিরহিত
ব্রহ্মত্ব লাভ করেন । তাঁহারা কল্পনাময় অনাময়
ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মানন্দে নিম্ন হইয়া অমৃতত্ব
প্রাপ্ত হন ॥৬৯—৮০ ॥ ব্রহ্মার বাসস্থান ব্রহ্মলোক,
বৈরাজ্য লোক হইতে ছয়ুণ উর্দ্ধে অবস্থিত ।
তত্রত্য অধিবাসীরা সকলেই প্রণাত্মা, শুদ্ধ, পরম
তপস্বী ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগে অমৃতত্ব-প্রাপ্ত ।
তাঁহারা সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়েন না;
সকলেই ভাবত্রয়-বর্জিত এবং আধিপত্য
ব্যতীত অপর সকল প্রকারেই ব্রহ্মার ন্যায়
তেজঃ, প্রভাব, বিজয়, ঐশ্বর্য্য, স্থিতি, জ্ঞান
এবং বৈরাগ্যাদি-সম্পন্ন । সেই সমস্ত বুদ্ধ, জ্ঞানী,
ক্রিয়াত্মা, ব্রহ্মলোকবাসীরা অনাবৃত্তি গতিলাভ
করিয়া মহাপ্রলয়ে যোগ্য কালবিবেচনায় ব্রহ্মার

ইত্যেতদমৃতং শুক্লং নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্।

দেবর্ষয়ো ব্রহ্মসত্রং সনাতনমুপাসতে।।৮৬

অপুনর্মার্গগাদীনাং তেবাং চৈবোর্করেতসাম্

কর্মাভ্যাসকৃতা শুদ্ধির্বেদান্তেষু পলক্ষ্যতে।।

অত্র তেহভ্যাসিনো যুক্তাঃ পরাং কাষ্ঠামুপাসতে

হিত্বা শরীরং পা প্ত্যানমমৃতত্বায় তে গতাঃ।।

বীভরাগা জিতক্লেধা নির্মোহাঃ সত্যবাদিনঃ

শান্তাঃ প্রণিহিতাত্মানো দয়াবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ

নিঃসঙ্গাঃ শুচয়শ্চৈব ব্রহ্মসায়ুজাগাঃ স্মৃতাঃ

অকামযুক্তৈর্ষে বীরান্তপোভির্দন্ধকিষ্কিণীঃ।

তেষামব্রংশিনো লোকা অপ্রমেয়সুখাঃ স্মৃতাঃ

এতদ্ ব্রহ্মপদং দিব্যং পরমং ব্যোমি ভাস্বরম্

যত্র গত্বা ন শোচন্তি হমরা ব্রহ্মণা সহ।।৯১

ঋষয় উচুঃ।

কস্মাদেব পরাধ্বশ্চ কশ্চৈব পর উচ্যতে।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তম্। নিগদ সন্তম।।৯২

সহিত অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হন। ইহাই নিত্য

শুদ্ধ অক্ষয় অব্যয় অমৃতপদ। এই প্রত্যাবর্তনহীন

পরম পদ লাভার্থই উর্দ্ধরেতা দেবর্ষিগণ,

বেদান্তবিহিত শুদ্ধিজনক কর্মময় ব্রহ্মসত্রের

অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং সেই কর্মযোগ্যময়

চরম সাধন ফলেই পাপময় শরীর পরিহার

করিয়া অমৃতত্ব লাভে সক্ষম হন। যাঁহারা সংসার-

বিরাগী, ক্লেধজয়ী, মোহহীন, সত্যবাদী, শান্ত,

দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, নিঃসঙ্গ, শুচি ও

সমাহিতাত্মা, তাঁহারা ই ব্রহ্মসায়ুজ্য প্রাপ্ত হন।

আর যে সমস্ত বীর মানব কামনাহীন তঃপপ্রভাবে

পাপরাশি দন্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই

অনন্তসুখময় পুনরাবৃত্তি-রহিত লোক লাভ

করেন। এই দিব্য স্বপ্রকাশ পরম ব্রহ্মপদ,

ব্যোমমণ্ডলে বিরাজমান; এখানে যাইতে পারিলে

ব্রহ্মার সহিত অমরত্ব উপভোগ করা যায়;

কদাচ আর শোক করিতে হয় না।৮১—৯১।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সন্তম্ সূত! পরাধ্ব

কাহাকে বলে? আর পরই বা কি? আমরা তাহা

জানিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহা আমাদিগকে

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মে পরাধ্বঞ্চ পরিসংখ্যাং পরস্য চ।

একং দশ শতশ্চৈব সহস্রশ্চৈব সংখ্যায়াঃ।।৯৩

বিজ্ঞেবমাসহস্রং তু সহস্রাণি দশায়ুতম্।

একং শতসহস্রং তু নিযুতং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ।।

তথা শতসহস্রাণাং দশকং কোটিকৃত্যতে।

অবর্বুদং দশ কোটিস্ত অজং কোটিশতং বিদুঃ

সহস্রমপি কোটীনাং খব্বমাছমনীষিণঃ।

দশকোটি সহস্রাণি নিখব্বমিতি তং বিদুঃ।।৯৬

শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্কুরিত্যভিধীয়তে।

সহস্রস্ত সহস্রাণাং কোটীনাং দশথা পুনঃ।

গুণিতানি সমুদ্রং বৈ প্রাঙ্কং সংখ্যাবিদো জনাঃ

কোটীসহস্রনিযুতং স চাস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।।৯৮

কেটিকোটীসহস্রাণি পরাধ্ব ইতি কীর্ত্যতে।

পরাধ্বং দ্বিগুণঞ্চাপি পরমাছননীষিণঃ।।৯৯

শতমাঙ্কং পরিদৃঢ়ং সহস্রং পরিপদ্বকম্।

বিজ্ঞেয়মযুতং তস্মান্নিযুতং প্রযুতং ততঃ।।১০০

অবর্বুদং ন্যবর্বুদঞ্চৈব অবর্বুদঞ্চ ততঃ স্মৃতম্।

বলুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা

আমার নিকট পরাধ্ব ও পরের পরিসংখ্যা শ্রবণ

করুন। এক, দশ, শত ও সহস্র সংখ্যা জ্ঞাত

আছেন। দশ সহস্রে এক অযুত, দশ নিযুতে এক

কোটি, দশ কোটিতে এক অবর্বুদ, শত কোটিতে

এক পদ্ব, সহস্র কোটিতে এক খব্ব, দশ সহস্র

কোটিতে এক নিখব্ব, শত কোটি সহস্রে এক

শঙ্কু এবং সহস্র সহস্র কোটিকে দশগুণিত করিলে

তাহাকে সংখ্যাতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ সমুদ্রসংজ্ঞায়

অভিহিত করিয়া থাকেন। ৯২—৯৭। সহস্রায়ুত

কোটিতে এক মধ্য, সহস্র নিযুত কোটিতে এক

অস্ত, সহস্র কোটি কোটিতে এক পরাধ্ব, এবং

দুই পরাধ্ব এক পর সংখ্যা নির্ণীত হইয়া থাকে।

শত সংখ্যাকে পরিদৃঢ়, এবং সহস্র সংখ্যাকে

পরিপদ্বকও বলে। অযুত, নিযুত, প্রযুত, অবর্বুদ,

ন্যবর্বুদ, খব্বুদ, খব্ব, নিখব্ব, শঙ্কু, পদ্ব, সমুদ্র,

খবর্ষৈষেব নিখবর্ষে শঙ্কুং পদ্মং তথৈব চ ॥১০১
সমুদ্রং মধ্যমৈষেব পরাধর্মমপরং ততঃ ।
এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ ॥১০২
শতানীতি বিজ্ঞানীয়াং সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ
কল্পসংখ্যা প্রবৃত্তস্য পরাধর্মং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥১০৩
ভাবচ্ছেষোহপি কালোহস্য তম্যাণ্ডে প্রতি-

সৃজ্যতে ।

পর এব পরাধর্মশ্চ সংখ্যাতঃ সংখ্যায়া ময়া ॥১০৪
যস্মাদস্য পরং বীর্য্যং পরমায়ুঃ পরস্তপঃ ।
পরা ব্রহ্ম পরং ধর্ম্যং পরা বিদ্যা পরা ধৃতিঃ
পরং ব্রহ্ম পরং জ্ঞানং পরমৈশ্বর্য্যমেব চ ।
তস্মাৎ পরতরং ভূতং ব্রহ্মাগোহন্যন্ন বিদ্যতে ॥
পরে স্থিতো হ্যেষ পরঃ সর্ব্বার্থেষু ততঃ পরঃ ।
সংখ্যাতস্ত পরো ব্রহ্মা তস্যার্কস্ত পরাধর্মতা ॥
সংখ্যেয়ং চাপ্যসংখ্যেয়ং সততঞ্চাপি তদ্বিকম্ ।

মধ্যম, পরাধর্ম, পর, ইত্যাদি সমুদয়ে অষ্টাদশটি সংখ্যা, মনীষিগণ কর্তৃক গণনা বিষয়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই অষ্টাদশ সংখ্যাই পরস্পর গুণিত হইয়া শত শত সংখ্যায় পরিণত হয়। মহাবিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কল্প কালের পরিমাণ সংখ্যা, সৃষ্টিপ্রবৃত্তি কাল হইতে এক পরাধর্ম। ইহার পরেও এক পরাধর্ম কাল সৃষ্টিরহিত অবস্থায় অতীত হয়। তদনন্তর পুনঃসৃষ্টি প্রারম্ভ হইয়া থাকে। সুতরাং এক সৃষ্টি হইতে অপর সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত কাল এক পর-পদবাচ্য। পর কালের সংখ্যা এই আমি কহিলাম। যেহেতু ব্রহ্মার বীর্য্য পর, পরমায়ু পর, তপস্যা পর, শক্তি পর, ধর্ম পর, বিদ্যা পর, ধৃতি পর, বেদজ্ঞান পর, সাধারণ জ্ঞান পর এবং ঐশ্বর্য্য পর; ব্রহ্মা অপেক্ষা অপর কিছুই পরতর নড়ই, তিনিই একমাত্র পরে স্থিত, এই নিমিত্ত সমস্ত জাগতিক পদার্থ মধ্যে সেই ব্রহ্মাকেই পরপদে অভিহিত করা যায়। তাঁহার অর্ধই পরাধর্ম পদবাচ্য ৯৮—১০৭। পুরুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মা—ইহারা সংখ্যা দ্বারা গণনার

সংখ্যেয়ং সংখ্যায়া দৃষ্টমপরাদ্বিভাব্যতে ॥১০৮
রাসৌ দৃষ্টে ন সংখ্যাস্তি তদসংখ্যস্য লক্ষণম্
আনমস্থ্যং মিতান্তেষু দৃষ্টমাপঞ্চলক্ষণম্ ॥১০৯
ঈশরৈস্তৎপ্রসংখ্যাতং শুদ্ধত্বাদিব্যদৃষ্টিভিঃ ।
এবং জ্ঞানপ্রতিষ্ঠত্বাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মানুপশ্যতি ॥১১০
এতচ্ছূত্বা তু তে সর্ব্বে নৈ মবেয়াস্তপস্বিনঃ ।
বাস্পপর্য্যাকুলান্ধ্রাশ্চ প্রহর্ষাদগদগদস্বরঃ ॥১১১
পপ্রচ্ছূর্তাতারশ্বানং সর্ব্বে তে ব্রহ্মাবাদিনঃ ।
ব্রহ্মলোকস্ত ভগবন্ যাবন্মাত্রাস্তরং প্রভো ॥
যোজনাত্রেণ সংখ্যাতং সাধনং যোজনস্য তু ।
ক্লেশস্য চ পরীমাণং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ॥
তেবাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মাতারশ্বা বিনীতবাক্ ।

অতীত। অথচ সংখ্যা দ্বারা গণনার অতীত। অথচ সংখ্যা দ্বারাই ইহাদিগের ন্যূনাধিকত্ব অনুমান করা যায়। এজন্য ইহাদিগকে সংখ্যেয়ও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পরাধর্মের পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারাই গণনাকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরবর্তী সংখ্যা সকল ব্যবহারিক বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিরূপিত আছে। উহা অসংখ্য মধ্যেই গণ্য। কারণ যাহার গণনায় সংখ্যা সকল নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহাই অসংখ্য পদবাচ্য। পরাধর্ম, পর, ব্রহ্মা, প্রকৃতি ও পুরুষ,— এই পঞ্চের তত্ত্ব নির্ণয়ে কোনও নির্দিষ্ট বিধান নাই; শুদ্ধবুদ্ধি, দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী যোগীরাই এ সকলের তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ। পরস্তু সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মা তৎসমস্তই দর্শন করিয়া থাকেন। নৈমিষীয় ব্রহ্মবাদী মহাবিগণ এই কথা শুনিয়া আনন্দশ্রু প্রাবিত নেত্রে বাস্প-গদগদকণ্ঠে বায়ুকে কহিলেন;—কে ভগবান্ বায়ো! ব্রহ্মলোক যতদূর অন্তরে অবস্থিত, উহার অন্তর পারমাণ যত ক্লেশ এবং যে প্রকারে উহার পরিমাণ করা যায়; আমরা এক্ষণে তাহাই যথাযথ জানিতে চাই; আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন। সেই মহর্ষি গণের এই কথা শুনিয়া বায়ুদেব

উবাচ মধুরং বাক্যং যথাদৃষ্টং যথাক্রমাৎ ॥১১৪
বায়ুরুবাচ ।

এতদ্বোহহং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মে বিবক্ষিতম্
অব্যক্তাভ্যক্তভাগো বৈ মহাস্থূলো বিভাব্যতে
দশৈব মহতাং ভাগা ভূতাদিঃ স্থূল উচ্যতে ।
দশভাগাধিকঞ্চাপি ভূতাদেঃ স্থূল উচ্যতে ।
দশভাগাধিকঞ্চাপি ভূতাদেঃ পরমাণুকঃ ॥১১৬
পরমাণুঃ সুসূক্ষ্মস্ত ভাবগ্রাহ্যো ন চক্ষুষা ।
যদভেদ্যতমং লোকে বিজ্ঞেয়ং পরমাণু তৎ ॥
জালান্তগগতে ভানৌ যৎসূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং সমবায়ো যদা ভবেৎ ।
ত্রসরেণুঃ সমাখ্যাতস্তৎপদ্মরজ উচ্যতে ॥১১৯
ত্রসরেণবশ্চ যেহপ্যষ্টৌ রথরেণুস্ত স স্মৃতঃ ।
তেহপ্যষ্টৌ সমবায়স্থা বলাগ্রং তৎস্মৃতং বুধৈঃ
বলাপ্রাণ্যষ্ট লিঙ্গা স্যাদ্যুকা তচ্চাষ্টকং ভবেৎ
যুকাষ্টকং যবঃ প্রাহরঙ্গুলস্ত যবাষ্টকম্ ॥১২১

বিনীত মধুর বাক্যে যথাক্রমে স্বীয় দর্শনানুসারে
বলিতে লাগিলেন । ১০৮—১১৪ । বায়ু
বলিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট আমার
অন্যান্য বিবক্ষিত বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাগ, অতি মহত্ত্ব স্থূল
বলিয়াই বিভাবিত । মহৎ অপেক্ষা ভূতাদি দশভাগ
স্থূল; তদপেক্ষা পরমাণু দশভাগ অধিক; এই
পরমাণু অতি সুক্ষ্ম, ইহা অনুভব দ্বারাই গ্রাহ্য ।
পরন্তু চক্ষু দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করা যায় না ।
জগতে যাহা অভেদ্যতম, তাহাই পরমাণু বলিয়া
নিরূপিত । গবাক্ষপথ ধরিয়া ভানুরশ্মি প্রবেশ
করিলে তন্মধ্যে যে সুক্ষ্ম, রজঃকণা পরিলক্ষিত
হয়, তাহাই প্রমাণসমূহের প্রথম প্রমাণ । অষ্ট
পরমাণুর যে সমবায়, তাহার নাম ত্রসরেণু ।
ইহা পদ্ম-রজ বলিয়া নির্দিষ্ট । অষ্ট ত্রসরেণু দ্বারা
এক রথরেণু পরিকল্পিত হয় । অষ্ট রথরেণুর
সমবায়কে পরিকল্পিত হয় । অষ্ট রথরেণুর
সমবায়কে বুধগণ বলাগ্র নামে নির্দেশ করেন ।
অষ্ট বলাগ্রে এক লিঙ্গা এবং অষ্ট লিঙ্গায় এক

দ্বাদশাঙ্গুলপর্ব্বাণি বিতস্তিস্থানবৃচ্যতে ।
রত্নিশ্চাঙ্গুলিপর্ব্বাণি বিজ্ঞেয়ো হ্যেকবিংশতিঃ ॥
চত্বারি বিংশতিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু ।
কিঞ্চদ্বিরত্নিবিজ্ঞেয়ো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ ॥১২৩
যগ্নবত্যঙ্গুলং চৈব ধনুরাঙ্ঘনীষিণঃ ।
এতদগব্যুতিসংখ্যার্থোপাদানং ধনুঃ স্মৃতম্ ॥
ধনুর্দণ্ডো যুগং নালী তুল্যান্যোতান্যথাস্থলৈঃ
ধনুঃস্ত্রিশতং নম্বমাঙ্ঘঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ।
ধনুঃসহস্রে দ্বৈ চাপি গব্যুতিরূপদিশ্যতে ।
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণি যোজনস্ত বিধীয়তে ॥১২৬
এতেন ধনুশ্চৈব যোজনস্ত সমাপ্যতে ।
এতৎ সহস্রং বিজ্ঞেয়ং শত্রুহ্নেশান্তরং তথা ॥
যোজনানান্ত সংখ্যাতং সংখ্যাজ্ঞানবিশারদৈঃ
এতেন যোজনাগ্রেণ শৃণুধ্বং ব্রহ্মাণোহস্তুরম্ ॥

যুকা । যুকাষ্টককে একটি যব বলিয়া ধরা হয় ।
অষ্ট যব এক অঙ্গুলি বলিয়া কথিত । দ্বাদশ অঙ্গু-
লি পর্ব্বকে এক বিতস্তি বলা হয় । এক-
বিংশতি অঙ্গুলি-পর্ব্ব এক রত্নি হইয়া থাকে ।
চতুর্বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হস্ত পরিমাণ
নির্দিষ্ট । দুই রত্নিতে অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গু-
লিতে এক কিঞ্চু পরিমাণ হয় । মনীষিগণ যগ্নযতি
অঙ্গুলিতে এক ধনুঃ পরিমাণ নির্দেশ করেন ।
এই ধনুঃ পরিমাণ এক গব্যুতি সংখ্যা নির্দেশ
করিবার উপাদানস্বরূপ । ধনু, দণ্ড, যুগ ও নালী,
এ সকলই অঙ্গুলিমানের সহিত তুলনীয় ।
তিনশত ধনুতে এক নম্ব হয়; ইহাই
সংখ্যাবিদগণেণ মত । দুই সহস্র ধনুতে এক
গব্যুতি পরিমাণ নির্দেশ করা হয় । অষ্ট সহস্র
ধনু, এক যোজন বলিয়া বিহিত ॥১১৫—১২৬ ॥
এইরূপে ধনু দ্বারাই যোজন পর্য্যন্ত নিরূপিত
হইল । সংখ্যাজ্ঞান-বিশারদগণ এইরূপই
যোজনমান নির্দেশ করিয়া থাকেন । এই
যোজনাগ্র দ্বারাই ব্রহ্মস্থানের ব্যবধান
বলিতেছি,—শ্রবণ করুন । মহীতল হইতে এক

মহীতলাং সহস্রাণাং শতাদুর্দ্ধং দিবাকরঃ ।
 দিবাকরাং সহস্রাণাং তাবদুর্দ্ধং নিশাকরঃ ॥১২৯
 পূর্ণং শতসহস্রস্ত যোজনানাং নিশাকরাং ।
 নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাং প্রকাশতে ॥১৩০
 শতং সহস্রং সংখ্যাতো মেরুদ্বিগুণিভং পুনঃ ।
 গ্রহাস্তরমথৈকৈকমুর্দ্ধং নক্ষত্রমণ্ডলাং ॥১৩১
 তারাগ্রশাণাং সর্বেষামধস্তাচ্চরতে বুধঃ ।
 তম্মোর্দ্ধং চরতে শুক্রস্তত্বাদুর্দ্ধঞ্চ লোহিতঃ ॥
 ততো বহুস্পতিশোচাৰ্দ্ধং তত্বাদুর্দ্ধং শনৈশ্চরঃ ।
 উর্দ্ধং শতসহস্রস্ত যোজনানাং শনৈশ্চরাং ॥
 সপ্তর্ষিমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাং প্রকাশতে ।
 ঋষিভিস্তু সহস্রাণাং শতাদুর্দ্ধং বিভাব্যতে ॥
 যোহসৌ তারাময়ে দিব্যে বিমানে হু স্বরূপকে
 উত্তানপাদপুত্রোহসৌ মেঢ়ীভূতো ধ্রুবো দিবি
 ত্রৈলোক্যৈব উৎসেধো ব্যাখ্যাতো

যোজনৈবয়া ।

মহন্তরেবু দেবানামিজ্যা যত্রৈব লৌকিক ॥

লক্ষ যোজন উর্দ্ধে দিবাকর । দিবাকর হইতে
 শত সহস্র যোজন উর্দ্ধে নিশাকর; নিশাকর
 হইতে শত সহস্র যোজন উর্দ্ধে সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল
 প্রকাশমান । মেরুমণ্ডল ইহা অপেক্ষাও দুই লক্ষ
 যোজন উপরিভাগে বিদ্যমান । নক্ষত্রমণ্ডল হইতে
 এক একটী বিভিন্ন গ্রহ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষা
 উর্দ্ধেভাগে অবস্থিত । সমুদয় তারাগ্রহের
 অধোভাগে বুধগ্রহ বিচরণশীল । তাহার উর্দ্ধে
 শুক্র, তদুর্দ্ধে মঙ্গল, তদুর্দ্ধে বৃহস্পতি এবং
 বৃহস্পতির উর্দ্ধে শনৈশ্চর্য বিচরণ করেন ।
 শনৈশ্চর হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সমগ্র
 সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রকাশমান । ঐ যে তারাময় হু স্বাকৃতি
 দিব্য বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া উত্তানপাদনন্দন
 ধ্রুব বিরাজ করিতেছেন, উনি সপ্তর্ষিমণ্ডল
 অপেক্ষা এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত । আমি
 যোজন পরিমাণ দ্বারা ত্রৈলোক্যের এই উৎসেধ-
 মান নিরূপণ করিলাম । এই ত্রৈলোক্যেই প্রতি

বর্ণাশ্রমেভ্য ইজ্যা তু লোকেহুস্মিন্মা প্রবর্ততে
 সর্বাঙ্গাং দেবযোনিীনাং স্থিতিহেতুঃ স বৈ স্মৃতঃ
 ত্রৈলোক্যমেতদ্ব্যখ্যাতমত উর্দ্ধং নিবোধত ।
 ধ্রুবাদুর্দ্ধং মহর্লোকো যস্মিংস্তে কল্পবাসিনঃ ।
 একযোজনকোটি সা ইত্যেবং নিশ্চয়ং গতম্-
 যে কোটৌ তু মহর্লোকাদ্যস্মিংস্তে কল্পবাসিনঃ
 যত্র তে ব্রহ্মণঃ পুত্রা দক্ষাদ্যাঃ সাধকাঃ স্মৃতাঃ
 চতুর্গুণোত্তরাদুর্দ্ধং জনলোকান্তপঃ স্মৃতম্ ।
 বৈরাজা যত্র তে দেবা ভূতদাহবিবর্জিতাঃ ॥
 যড়গুণস্ত তপোলোকাং সত্যলোকান্তরং স্মৃতম্
 অপুনর্স্মারকামাণাং ব্রহ্মলোকঃ স উচ্যতে ॥১৪১
 যস্মান্ চ্যবতে ভূয়ো ব্রহ্মাণং য উপাসতে ।
 এককোটিযোজনানাং পঞ্চাশমিযুতানি তু ॥

মহন্তরে দেবগণের এবং বর্ণাশ্রমবাসীদিগের
 লৌকিক যাগ-যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । সমস্ত
 দেবযোনির ইহাই প্রকৃষ্ট স্থিতিহেতু । এ
 ত্রৈলোক্যের কথা বলা হইল, অতঃপর ইহার
 উর্দ্ধে স্থানের বিষয় শ্রবণ করুন । ধ্রুব স্থানের
 উর্দ্ধে মহর্লোক অবস্থিত । এই লোকেই
 কল্পবাসীরা বাস করে । এইরূপ নিশ্চয় আছে
 যে, ধ্রুবলোক হইতে মহর্লোক এক কোটি যোজন
 উর্দ্ধে অবস্থিত । মহর্লোক হইতে দুই কোটি
 যোজন উর্দ্ধে জনলোক বিরাজমান । এখানে
 কল্পবাসী ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রমুখ সাধুসম্প্রদায়
 অবস্থান করেন । এই লোক হইতে চতুর্গুণ উর্দ্ধে
 সত্যলোক সমুদ্ভাসিত । যাহাদের জরা, মরণ
 বা জন্ম নাই, এ লোকে তাঁহাদেরই বাস । এই
 লোকেই ব্রহ্মলোক নামে অভিহিত করা হয় ।
 ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি এখানে আসিয়া আর কখনও
 এই লোক হইতে পরিচ্যুত হন না । ব্রহ্মলোক
 হইতে অণুর উর্দ্ধভাগের পরিমাণ এক কোটি
 পঞ্চাশৎ নিযুত যোজন আর অধোভাগের

উর্দ্ধভাগস্ততোহুস্য ব্রহ্মলোকাং পরঃ স্মৃতঃ
 চত্বশ্চৈব কোট্যন্ত নিযুতা পঞ্চযষ্টি চ ॥
 এবোৎসর্গাংশপ্রচারোহস্য গত্যন্তশ্চাপরঃ স্মৃতঃ
 ধ্রুবাগ্রমেতদ্ব্যাখ্যাতং যোজনাগ্রাদ্যথাশ্রুতম্
 অধোগতীনাং বক্ষ্যামি ভূতানাং স্থানকল্পনাম্
 গচ্ছন্তি যোরকর্মাণঃ প্রাণিনো যত্র কৰ্ম্মভিঃ ॥
 নরকো রৌরবো রোধঃ শূকরস্তাল এব চ।
 তপ্তকুণ্ডো মহাজ্বালঃ শবলোহথ বিমোচনঃ ॥
 কৃমী চ কৃমিভক্ষক্ লালাভক্ষো বিশংসনঃ।
 অধঃশিরাঃ পূর্ববহো রুধিরাক্ষস্তথৈব চ ॥১৪৭
 ভথা বৈতরণং কৃষ্ণমসিপত্রবনং তথা।
 অগ্নিজ্বালো মহাঘোরঃ সন্দংশোহথ স্বভোজনঃ
 তমঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ লোহশ্চাপ্যসিজতথা।
 অপ্রতিষ্ঠোহথ বীচ্যশ্বনরকা হোবমাদরঃ ॥১৪৯
 ভাসমা নরকাঃ সর্বের যমস্য বিষয়ে স্থিতাঃ।
 যেষু দুষ্কৃতকর্মাণঃ পতন্তীহ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৫০
 স্কুমেয়ধস্তান্তে সর্বের রৌরবাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 রৌরবে কুটসাক্ষী তু মিথ্যা যশ্চাভিশংসতি ॥

পরিমাণ চারি কোটি পঞ্চযষ্টি নিযুত যোজন।
 এই অংশের অধোভাগেই ধ্রুবের অবস্থান। এই
 আমি যেমন শুনিয়াছি, যোজনাগ্র মানে
 ধ্রুবাগ্রবার্ত্তী সেইরূপই বর্ণন করিলাম। এক্ষণে
 অধোগত ভূতবৃন্দের বাসস্থানের বিষয় বর্ণন
 করিতেছি। জ্বরকর্মা প্রাণিগণই স্ব স্ব কর্ম্মফলে
 ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া থাকে। রৌরব,
 রোধ, শূকর, তাল, তপ্তকুণ্ড, মহাজ্বাল, শবল,
 বিমোচন, কৃমি, কৃমিভক্ষ, লালাভক্ষ, বিশংসন,
 অধঃশিরা, পূর্ববহ, রুধিরাক্ষ, বৈতরণ, কৃষ্ণ,
 অসিপত্রবন, অগ্নিজ্বাল, মহাঘোর, সন্দংশ,
 স্বভোজন, তমঃ, কৃষ্ণসূত্র, লোহ, অসিজ,
 অপ্রতিষ্ঠ, বীচি ও অশ্ব, ইত্যাদি তমসাচ্ছন্ন
 নরকসকল যমের অধিকারে অবস্থিত। দুষ্কৃতকারী
 লোকেরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিপাকে এই সকল বিভিন্ন
 নরকে নিপতিত হয়। রৌরবাদি সমস্ত নরকই
 ভূমির অধোভাগে অবস্থিত। কুটসাক্ষী,

ক্রুয়গ্রাহে পক্ষবাদী হ্যসত্যাঃ পততে নরঃ ॥
 রোধে গোম্মো ভূণহা চ অগ্নিদাতা পুরস্য চ।
 শূকরে ব্রহ্মহা মজ্জেন্ সুরাপঃ স্বর্ণতঙ্করঃ ॥১৫৩
 তালে পতেৎ ক্ষত্রিয়হা হত্বা বৈশ্যঞ্চ দুর্গতিম্।
 ব্রহ্মহত্যাঞ্চ যঃ কুর্যাদ্যশ্চ স্যাদ্গুরুতল্পগঃ ॥
 তপ্তকুণ্ডে স্বসাগামী তথা রাজভটশ্চ যঃ।
 তপ্তলোহে চান্ধবগিক্ তথা বন্ধনরক্ষিতা ॥১৫৪
 সাধ্বীবিক্রয়কর্ত্তা চ যন্ত ভক্তং পরিত্যজেৎ।
 মহাজ্বালে দুহিতরং স্রুবাং গচ্ছতি যন্ত বৈ ॥
 বেদো বিক্রীয়তে যেন বেদং দুষয়তে চ যঃ।
 গুরুশ্চৈবাবমন্যন্তে বাক্রোশৈস্তাডয়ন্তি চ ॥
 অগম্যগামী চ নরো নরকং শবলং ব্রজেৎ।
 বিমোহে পতিতে চৌরো মর্যাদাং যো

ভিনন্তি বৈ ॥১৫৫

দুরিষ্টং কুরুতে যন্ত কীটমোহং প্রপদ্যতে।
 দেবব্রাহ্মণবিদেষ্টা গুরুণাং চাপ্যপূজকঃ।
 রত্নং দুষয়তে যন্ত কৃমিভক্ষং প্রপদ্যতে ॥১৫৮
 পশ্যাম্মতি য একোহস্যো ব্রাহ্মণীং সুহৃদঃ।

সুতাম্

মিথ্যাবাদী, একপক্ষবাদী ও অসত্যনিষ্ঠ নর
 রৌরবনরকে নিমগ্ন হয় ॥১২৭-১৫২॥ এইরূপে
 গোয়, ভূণঘাতী, অগ্নি দ্বারা গৃহদাহী ব্যক্তি
 রোধ নরকে, ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী ও স্বর্ণচোর
 ব্যক্তি শূকর নরকে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা
 বৈশ্যঘাতী ও গুরুতল্পগামী ব্যক্তি তালনরকে;
 ভগিনীগামী ও রাজঘাতী ব্যক্তি তপ্তকুণ্ডে;
 অশ্ববগিক্ ও অন্যায়পূর্বক বন্ধনকারী ব্যক্তি
 তপ্তলোহে; সাধ্বী স্ত্রীবিক্রয়ী, তপ্তপরিত্যাগী
 ও দুহিতুগামী ব্যক্তি মহাজ্বালে; বেদবিক্রয়ী,
 বেদনিন্দক, গুরুজনের অবমাননাকারী, কিম্বা
 গুরুকে কটু কথায় পীড়নকারী, অথবা
 অগম্যগামী নর শবলনরকে, মর্যাদালঙ্ঘনকারী,
 ও পরদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি বিমোহনরকে;
 দুষ্কার্যকারী কীটলোহে; দেবব্রাহ্মণদেষ্টা,
 গুরুজনের অসৎকারকারী ও রত্নদুষক ব্যক্তি
 কৃমিদুষক ব্যক্তি কৃমিভক্ষে; ব্রাহ্মণী, কন্যা ও

লালাভক্ষে স পততি দুর্গন্ধে নরকে গতঃ ॥
কাণ্ডকর্ত্তা কুলালশ্চ নিষ্কহর্ত্তা চিকিৎসকঃ ।
আরামেদগ্নিদাতা বঃ পততে স বিশংসনে ॥
অসংপ্রতিগ্রহী যশ্চ তথৈবাজ্যযাজকঃ ।
নক্ষত্রৈজীবতে যশ্চ নরো গচ্ছত্যারোমুখম্ ॥
ক্ষীরং সুরাঞ্চ মাংসঞ্চ লাক্ষাং গন্ধং রসং
তিলান্ ।

এবমাদীনি বিক্রীশন্ ঘোরে পূরবহে পতেৎ ॥
বঃ কুকুটানি বপ্ৰাতি মাজ্জারান্ সুকরাংশ্চ তান্
পক্ষিণশ্চ মৃগাংশ্চাগান্ সোহপ্যেনং নরকং
ব্রজেৎ ॥ ১৬৩

অজাবিকো মাহিষকস্তথা চক্রধ্বজী চ বঃ ।
রঙ্গোপজীবিকো বিপ্রঃ শাকুনিগ্রামযাজকঃ ॥
অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী ।
সুরাপো মাংসভক্ষশ্চ তথা চ পশুঘাতকঃ ॥
বিশস্তা মহিষাদীনাং মৃগহস্তা তথৈব চ ।
পৰ্ব্বকারশ্চ সূচী চ যশ্চ স্যান্মিত্রঘাতকঃ ।
ঋধিরাক্ষে পতন্ত্যেতে এবমাত্মনীষিণঃ ॥ ১৬৬
উপবিষ্টমেকপঙক্ত্যাং বিষমং ভোজয়ন্তি যে ।

সুহৃৎ বান্ধবদিগকে না দিয়া একাকী ভোজনকারী
ব্যক্তি লালাভক্ষনামক দুর্গন্ধ নরকে; কাণ্ডকর্ত্তা,
কুলাল, নিষ্কহর্ত্তা, চিকিৎসক ও আরামে অগ্নিদাতা
ব্যক্তি বিশংসননরকে; অসংপ্রতিগ্রাহী,
অযোজ্যযাজী ও নক্ষত্রজীবী ব্যক্তি অরোমুখ
নরকে; ক্ষীর, সুরা, মাংস, লাক্ষা, গন্ধ, রস, ও
তিলবিক্রয়কারী নর ভীষণ পূরবহে; এতদ্ভিন্ন
কুকুট, মাজ্জার, শূকর, পক্ষী, মৃগ, ও
ছাগবন্ধনকারীও পূরবহ নরকে; এবং অজাবিক,
মাহিষক, চক্রধ্বজী, রঙ্গোপজীবী, শাকুনিক,
গ্রামযাজী, গৃহদাহী, বিষদায়ী, কুণ্ডাশী,
সোমবিক্রয়ী, সুরাপ, মাংসভক্ষ, পশুঘাতক,
মহিষাদি-ঘাতী, মৃগাঘাতী, পৰ্ব্বকার, পরনিন্দক,
ও মিত্রঘাতী ব্রাহ্মণ ঋধিরাক্ষ নরকে নিপতিত
হইয়া থাকে। মনীষিগণ এইরূপই বলিয়াছেন।
এক পণ্ডিত্তে উপবিষ্ট বুড়ু লোকদিগকে

পতন্তি নরকে ঘোরে বিড়ুজ্যো নাত্র সংশয়ঃ
মৃষাবাদী নরো যশ্চ তথা প্রাক্রোশকোহস্তভঃ
পততে নরকে ঘোরে মূত্রাকীর্ণে স পাপকৃৎ ।
মধুগ্রাহাভিহস্তারো যাস্তি বৈতরনীং নরাঃ ।
উন্মত্তাশ্চিভ্ৰাশ্চ শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ॥
ক্রোধনা দুঃখদাশ্চৈব কুহকাকৃষ্টগামিনঃ ।
অসিপত্রবনে ছেদী তথা হোরত্রিকাশ্চ যে ।
কর্ত্তনৈশ্চ বিকৃত্যন্তে মৃগব্যাধৈঃ সুদারুণৈঃ ॥
আশ্রমপ্রত্যবসিতা অগ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ ।
ভোজ্যন্তে শ্যামশবলৈরয়ন্তুৈশ্চ বায়সৈঃ ॥
ইজ্যাব্রতসমালোপাং সন্দংশে নরকে পতেৎ
স্কন্দতে যদি বা স্বপ্নে ব্রতিনো ব্রহ্মচারিণঃ ॥
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ পুত্রৈরাজ্ঞা পতাশ্চ যে ।
তে সৰ্ব্বে নরকং যাস্তি নিয়তন্তু স্বভোজনে ॥
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধানি ক্রোধহর্ষসমম্বিতাঃ ।

যাহারা অসমান দ্রব্যে ভোজন করায়, তাহারা
ঘোর বিড়ুজ নরকে নিপতিত হয়, সন্দেহ
নাই। যে ব্যক্তি মৃষাবাদী, অশুভকারী ও অগ্রে
কটুবাক্য-বক্তা, তাদৃশ পাপিষ্ঠ জনকে মূত্রাকীর্ণ
নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা
মধুদানকর্ত্তাকে বিনাশ করে, তাহারা বৈতরনী
মধ্যে প্রয়াণ করে। যাহারা উন্মত্ত, ভ্রষ্টচিত্ত,
শৌচাচার—বর্জিত, ক্রোধী, দুঃখদায়ী, ও
কুহকী, তাহারা অসিপত্রবনে পতিত হইয়া
সুদারুণ মৃগ-ব্যাধিগণ দ্বারা কর্ত্তিত ও আকৃষ্যমাণ
হইয়া থাকে। যাহারা আশ্রমভ্রষ্ট, তাহারা
অগ্নিজাল নরকে নিপতিত হয়। এইখানে শ্যাম
ও শবলাকার বায়সেরা লৌহময় তুণ দ্বারা
উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করে।
যাহারা যজ্ঞ ও ব্রতাদির লোপকর্ত্তা, তাহারা
সন্দংশ-নরকে নিপতিত হয়। ব্রত কিম্বা ব্রহ্মচার্য্য
অবস্থায় যাহাদের বেতঃস্কন্দন হয়, এবং যাহারা
পুত্রের নিকট অধ্যয়নকারী কিম্বা পুত্রের
আজ্ঞাবাহী, তাহারা নিয়ত স্বভোজন নরকে
নিপতিত হইয়া থাকে। যাহারা হর্ষ ও অমর্ষের

কৰ্ম্মাণি যে তু কুব্ধস্তি সৰ্ব্বৈৰ্ নিরয়গামিণঃ ॥১৭৪॥
 উপরিষ্ঠাং সিতো ঘোর উষ্ণত্বা রৌরবো মহান্
 সুদারুণস্ত শীতাত্মা তস্যাধস্তান্তপঃ স্মৃতঃ ॥
 এবমাদিক্রমেণৈব বর্ণ্যমানানিবোধত ।
 তুমেরধস্তাং সপ্তৈব নরকাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 অধৰ্ম্মসূনবন্তে সূর্য্যদ্বাতামিষকাদয়ঃ ।
 রৌরবঃ প্রথমস্তেষাং মহারৌরব এব চ ॥১৭৭॥
 অস্যাধঃ পুনরপন্যঃ শীতস্তপ ইতি স্মৃতঃ ।
 তৃতীয়ঃ কালসূত্রঃ স্যান্মহাবিবিধিঃ স্মৃতঃ ॥
 অপ্রতিষ্ঠচতুর্থঃ স্যাদবীচি পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ।
 লৌহপৃষ্ঠস্তমস্তেষামবিধেয়স্ত সপ্তমঃ ॥১৭৯॥
 ঘোরত্বাদ্রৌরবঃ প্রোক্তঃ সান্তকো দহনঃ স্মৃতঃ
 সুদারুণস্ত শীতাত্মা তস্যাধস্তান্তমোহধমঃ ॥
 সপো নিকৃন্তনঃ প্রোক্তঃ কালসূত্রোহতিদারুণঃ
 অপ্রতিষ্ঠে স্থিতিনাস্তি ভ্রমস্তশ্মিন্ সুদারুণঃ ॥
 অবীচিদারুণঃ প্রোক্তো যন্ত্রসম্পীড়ণাচ্চ সঃ ।

বশীভূত হইয়া বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে,
 তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নরক গামী হইতে হয় ।
 পূর্ববর্ণিত রৌরব নরক-অতিমহান্—অতি
 দারুণ । উহা উর্দ্ধে শীতাত্মক এবং নিরে
 উষ্ণাত্মক । এই প্রকারে ভূমির অধোভাগে সপ্ত
 ভীষণ নরক বর্ণিত আছে । উহাদের বৃত্তান্ত
 শ্রবণ করুন । অধৰ্ম্ম হইতে ঐ সকল নরকের
 উৎপত্তি । উহারা অন্ধতামিষকাদি নামে পরিচিত ।
 উহাদের প্রথম রৌরব নরক । দ্বিতীয় মহারৌরব;
 ইহার অধোভাগে অন্য শীত ও উষ্ণাত্মক তৃতীয়
 নরক কালসূত্র; চতুর্থ অপ্রতিষ্ঠ; পঞ্চম অবীচি,
 ষষ্ঠ লৌহপৃষ্ঠ, সপ্তম প্রখ্যাত । ইহা জল ও
 দহনাত্মক । ইহার অধোভাগে তমো-নামক ভীষণ
 নরক শীতাত্মক । কালসূত্রে এক অতিদারুণ
 দংশনকারী সর্প বিরাজমান । অপ্রতিষ্ঠ নরকে
 অবস্থান অসম্ভব; সেখানে সর্বদাই সুদারুণ ভ্রম
 বিদ্যমান । অবীচি নরকে যন্ত্রযোগে নিপীড়িত
 করা হয় । এই জন্য এই স্থান অতীব ভীষণ ।

তস্মাৎ সুদারুণো লোহঃ কৰ্ম্মাণং ক্ষয়ণাচ্চ সঃ
 তথাভূতে শরীরত্বাদবিধেয়স্ত স স্মৃতঃ ।
 পীড়বন্ধবধাসঙ্গাদপ্রতীকারলক্ষণঃ ॥১৮৩॥
 উর্দ্ধং শৈলমিতান্তে তু নিরালোকাচ্চ তে স্মৃতাঃ
 দুঃখোৎকর্ষস্ত সৰ্ব্বৈষু অধৰ্ম্মস্য নিমিত্ততঃ ॥১৮৪॥
 উর্দ্ধং লৌকৈঃ সমাবতৌ নিরালোকৌ চ
 তাবুতৌ ।

কুটঙ্গারপ্রমাণেষ্ট শরীরৈঃ সূত্রনায়কাঃ ॥১৮৫॥
 উপভোগসমর্থেষ্ট সদ্যো জায়ন্তি কৰ্ম্মাভিঃ ।
 দুঃখপ্রকর্ষশ্চোগ্রস্ত তেষু সৰ্ব্বৈষু বৈ স্মৃতঃ ॥১৮৬॥
 যাতনাশ্চাপ্যসংখ্যেয়া নারকাণাং তথা স্মৃতাঃ ।
 তত্রানুভূয় তে দুঃখং ক্ষীণে কৰ্ম্মাণি বৈ পুনঃ ॥
 তিব্ৰগৃযোনৌ প্রসূয়ন্তে কৰ্ম্মশেষে গতে ততঃ
 দেবাশ্চ নারকাশ্চৈব উর্দ্ধং চাধশ্চ সংস্থিতাঃ ॥
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানিমিত্তেন সদ্যো জায়ন্তি মূর্তয়ঃ ।
 উপভোগার্থমুৎপত্তিরৌপপত্তিককৰ্ম্মতঃ ॥১৮৯॥

লৌহ নরক ইহা অপেক্ষা আরও ভীষণ । অবিধেয়
 নরক অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত হইলেও বদ-
 বন্ধনাদি-পীড়ন-সঙ্গে উহা অপ্রতিবিধেয় । ঐ
 সকল শৈলপরিমিত নরক সর্বদাই নিরালোক ।
 অধৰ্ম্ম নিমিত্ত ঐ সকল নরকে দুঃখাধিক্য ঘটয়া
 থাকে । নরকভোগান্তে পূর্বকৃত কৰ্ম্মসূত্রাবদ্ধ
 জীবগণ দন্ধাঙ্গারনিভ অথচ উপভোগক্ষম দেহে
 কৰ্ম্মানুসারে সদ্যই জন্ম গ্রহণ করে । আবার
 তাহারা সেই সেই নরকে গিয়া উৎকৃষ্ট দুঃখ
 ভোগ করিতে থাকে । নারকীদিগের যাতনা
 অশেষবিধ । তাহারা নরকে দুঃখে ভোগ করিয়া
 কৰ্ম্মক্ষয়ে পুনরায় তির্যক্‌যোনিতে অথবা অন্য
 কোন যোনিতে উৎপন্ন হয় । কৰ্ম্মক্ষয়ে
 দেবগণকেও নরকবাসী হইতে হয় । এইরূপে স্ব
 স্ব কৰ্ম্মফলে জীবগণ উর্দ্ধ বা অধোগতি প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । ১৭১-১৮৮ । ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্ম
 নিমিত্ত সদ্যই উপভোগযোগ্য দেহ পরিগ্রহ ঘটয়া
 থাকে । ঔৎপত্তিক কৰ্ম্মানুসারেই জীবের উৎপত্তি ।

পশ্যন্তি নারকান্ দেবা হৃদোবজান্ হৃদোগতান্
নারকাশ্চ তথা দেবান্ সর্বান পশ্যন্ত্যধোমুখান্
অনগ্রমূলতা যস্মাদ্ভারগাশ্চ স্বভাবতঃ ।

তস্মাদুর্দ্ধমধোভাবো লোকালোকে ন দিব্যতে
এষঅ স্বাভাবিকী সংজ্ঞা লোকালোকে প্রবর্ততে
অথাত্ৰবন পুনর্বাযুং ব্রাহ্মণাঃ সত্রিণস্তাদা ॥১৯২
ঋষয় উচুঃ ।

সর্বেষামেব ভূতানাং লোকালোকনিবাসিনাম্
সংসারে সংসরন্তীহ যাবন্তঃ প্রাণিনশ্চ তান্ ॥
সংখ্যায়া পরিসংখ্যায় ততঃ প্রক্ৰহি কৃৎস্নশঃ ।
ঋষীণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা মারুতো বাক্যমব্রবীৎ ॥
বায়ুরুবাচ ।

ব্র শক্যা জন্তবঃ কৃৎস্নাঃ প্রসংখ্যাতুং কথঞ্চন
অনাদ্যস্তাসু সঙ্কীর্ণা হ্যপ্যুহেন ব্যবস্থিতাঃ ।
গণনা বিনিবৃন্তৈধামানন্ত্যেন প্রকীর্তিতাঃ ॥১৯৫
ন দিব্যচক্ষুবা জ্ঞাতুং শক্যা জ্ঞানেন বা পুনঃ ।
চক্ষুষা বৈ প্রসংখ্যাতুমতো হ্যন্তে নরাধিপাঃ ॥

হয় । দেবগণ নরকবাসীদিগকে অধোগত ও
অধোমুখে অবস্থিত দেখেন । আবার
নরকবাসীরাও দেবগণকে অধোমুখে অবস্থিত
দেখে । কেননা, সে স্থানের অগ্র নাই, মূল নাই,
উহার স্থিরতা স্বাভাবিকী । সুতরাং লোকালোকে
উর্দ্ধ বা অধোভাব বিদ্যমান নাই । লোকালোকের
এইরূপই স্বাভাবিকী সংজ্ঞা প্রবর্তিত হইয়াছে ।
অতঃপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা পুনরায় বায়ুকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়ৌ !
লোকালোকনিবাসী নিখিল ভূতবৃন্দের মধ্যে যে
সকল প্রাণী এ সংসারে বিচরণ করে, তাহাদিগকে
সংখ্যাপূর্বক সম্পূর্ণরূপে কীর্তন কর । ঋষিগণের
সেই কথা শুনিয়া বায়ু বলিলেন,—সমুদয়
প্রাণিগণের সংখ্যা নির্দেশ করিবার শক্তি আমার
নাই । যন্তুপ্রবাহ, অনাদি, অনন্ত, সুসঙ্কীর্ণ ও মাত্র
তর্ক্যবগম্য । আনন্ত্যপ্রযুক্ত ইহাদের গণনা হওয়াই
অসম্ভব । অদিব্যচক্ষু বা অজ্ঞানেন্দ্র দ্বারা এই

অনাধ্যানাদবেদ্যত্বম্বেব প্রমো বিধীয়তে ।
ব্রহ্মণা সংজ্ঞিতং যন্তু সংখ্যায়া তন্নিবোধত ॥
যঃ সহস্রতমো ভাগঃ স্থাবরাণাং ভবেদিহ ।
পার্থিবাঃ ক্রিময়স্তাবৎ সংসেকাদ্যেষু সম্ভবাঃ ॥
সংসেকজ্ঞানাং ভাগেন সহস্রৈগৈব সম্মিতাঃ ।
ঔদকা জন্তবঃ সর্বে নিশ্চয়াত্তদ্বিচারিতম্ ॥১৯৯
সহস্রৈগৈব ভাগেন সম্ভানাং সলিলৌকসাম্ ।
বিহঙ্গমান্তু বিজ্ঞেয়া লৌকিকান্তে চ সর্বশঃ ॥
যঃ সহস্রতমো ভাগ্যন্তেষাং বৈ পক্ষিণাং ভবেৎ
পশবন্তঃসমা জ্ঞেয়া লৌকিকান্ত চতুষ্পদাঃ ॥
চতুষ্পদানাং সর্বেষাং সহস্রৈগৈব সম্মিতাঃ ।
ভাগেন দ্বিপদা জ্ঞেয়া লৌকিকেহস্মিংশ্ত সর্বশঃ
যঃ সহস্রতমো ভাগো ভাগে তু দ্বিপদাং পুনঃ
ধার্মিকান্তেন ভাগেন ধার্মিকৈভ্যো দিবং গতাঃ
যঃ সহস্রতমো ভাগো ধার্মিকাণাং ভবেদ্বিবি ॥
সম্মিতান্তেন ভাগেন মোক্ষিণস্তাবদেব হি ॥
স্বর্গোপপাদকৈঞ্চল্যা যাতনাস্থানবাসিনঃ ।

সমুদয় জন্তুকে জানিবার বা সংখ্যা করিবার
শক্তি কাহারও নাই । অচিন্ত্য এবং অবেদ্য বলিয়া
এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন বিধেয় নহে । তবে ব্রহ্মা
সংখ্যাপূর্বক উহা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,
তাহা শ্রবণ করুন স্থাবরদিগের যে সহস্রতম
ভাগ, তাবৎ-সংখ্যক পার্থিব কৃষি, ইহারা সংসেক
হইতে সমুৎপন্ন । এই সংসেকজাত রুমিদিগের
সহস্রভাগই জলীয় জন্তুগণ । ইহাই নিশ্চয়পূর্বক
বিচারিত । জলীয় প্রাণিগণের সহস্রভাগে
লৌকিক বিহঙ্গমগণ; বিহঙ্গমদিগের সহস্রতম
ভাগই তৎসমকক্ষ লৌকিক চতুষ্পাদ পশুগণ;
চতুষ্পাদদিগের সহস্রতমভাগে দ্বিপদগণ;
দ্বিপদদিগের সহস্রতম ভাগে স্বর্গীয় ধার্মিকগণ
এবং স্বর্গীয় ধার্মিকদিগের সহস্রতম ভাবে মুক্ত
পুরুষগণ । পর পর উৎকর্ষের এইরূপই ভাগক্রম
পরিজ্ঞেয় । যে সকল যাতনাস্থান-গত পাপু
কর্মরত দুরাত্মগণ পতিত ও মৃত্যু কবলিত

পতিতাঃ পাপকৰ্মণো দুরাত্মানো ম্রিয়ন্তি যে।
 রৌরবে তামসে হ্যেতে শীতোষ্ণং প্রাপ্নুবন্তিতে
 বেদনাকটুকাস্তদ্ধা যাতনাস্তানমাগতাঃ।
 উষ্ণস্ত রৌরবো জ্যেয়স্তেজো ঘোররসাত্মকঃ॥
 ততো স্বনাত্মকশ্চাপি শীতাত্ম সততং তপঃ।
 এবং সুদুৰ্ভাঃ সন্তঃ স্বর্গে বা ধার্মিকা নরাঃ॥
 এষা সংখ্যা কৃতা সংখ্যা ঈশ্বরের স্বয়ম্ভুবা।
 গণনা বিনিবৃত্তেষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী॥
 ঋষয় উচুঃ।

মহো জনস্তপঃ সত্যং ভতো ভাব্যো ভবন্তথা
 উক্তা হ্যেতে ত্বয়া লোকা এলাকানামস্তরেণ চ
 লোকান্তরঞ্চ যাদৃখে তম্মো ব্রুহি যথাতথন॥
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষীগামূর্ধ্বরেতসাম্।
 স বায়ুর্দৃষ্টতত্ত্বার্থ ইদং তত্ত্বমুবাচ হ॥২১০
 বায়ুরুবাচ॥

ব্যক্তং তর্কেণ পশ্যন্তি যোগাৎ প্রত্যক্ষদর্শিনঃ

হয়। তাহারা রৌরবাত্ম্য তামস্ নরকে নিপতিত
 হইয়া উৎকট শীত ও যগবস্থা ভোগ করিয়া
 থাকে। তখন যাতনাস্তানপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা
 তীব্র বেদনায় স্তম্ভপ্রায় হইয়া পড়ে। উষ্ণ রৌরব
 উত্তাপতীব্র ঘোর রসাত্মক বলিয়াই পরিজ্ঞেয়।
 শীতস্তম্ভক রৌরব পূর্বাপেক্ষাও ঘনাকার। এইরূপে
 স্বর্গেও সাধু ধার্মিক নর সুদুৰ্ভা। স্বয়ম্ভু এইরূপ
 সংখ্যাই নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার মানুষী গণনা
 হওয়া অসম্ভব। ইহার এই ব্রাহ্মী সংখ্যাই নির্দিষ্ট।
 ঋষিগণ কহিএলেন,—মহ, জন, তপঃ, সত্য,—
 এই সকল স্মৃত, ভাবী ও বর্তমান লোক আপনি
 পর পর কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকান্তর
 ক প্রকার? তাহা আমাদের নিকট যথার্থ কীর্তন
 করুন। তত্ত্বদশী বায়ু সেই উদ্ধরেতা ঋষিদিগের
 তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ত্বতঃ বলিতে
 লাগিলেন। বায়ু কহিলেন,—মনীষিগণ
 তর্কদ্বারা, যোগিগণ যোগবলে প্রত্যক্ষভাবে এবং
 কন্নিগণ প্রত্যাহার, ধ্যান ও তপস্যাক্রমে এই
 তত্ত্ব জ্ঞাত হন। ঋতু, সনৎকুমারাদি শুদ্ধবুদ্ধি,

প্রত্যাহারেণ ধ্যানেন তপসা চ ক্রিয়াত্মনঃ॥
 ঋতুঃ সনৎকুমারাদ্যাং সমুদ্ভাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
 ব্যপেতশোকা বিরজাঃ সন্তো ব্রহ্মৈব সত্তমাঃ
 অক্ষয়াঃ প্রীতিসংযুক্তা ব্রহ্মা তিষ্ঠন্তি যোগিণঃ
 ঋষীগাং বালখিল্যানাং তৈর্বথাহতমীশ্বরেঃ॥
 যথা চৈব ময়া দৃষ্টং সান্নিধ্যং তত্র কুবর্বতা।
 অতর্ক্যসৎকৃতার্থানামালয়ং চেশ্বরস্য যৎ॥২১৪
 ঈশ্বরঃ পরমাণ্ড্রাভাবগ্রাহ্যো ননীষিগাম্।
 জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ
 দ্রষ্টৃ ভ্রমাত্মসম্বোধমধিষ্ঠানত্বমেব চ।
 অব্যয়ানি দশৈতানি তস্মিন্তিষ্ঠন্তি শক্রে॥
 বিভূত্বাং খলু যৌগাশ্চিৰ্ভ্রান্নগোহনুগ্রহে রতঃ।
 স লোকবিগ্রহো ভূত্বা সাহায্যমুপতিষ্ঠতে॥২১৭
 অক্ষরং প্রথমব্যগ্রমষ্টমং দ্বৌপসর্গিকম্।
 তস্যৈশ্বরস্য সন্মাত্রং স্বাবং মারাময়ং পরম্॥
 মায়য়া কৃতমাচষ্টে মানী দেবো মহেশ্বরঃ।

শোকহীন, বিরজক, বুদ্ধ, ব্রহ্মসদৃশ সাধুগণ;
 বালখিল্যাদি মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহর্ষিগণ; ও অক্ষয়
 প্রীতিসম্বিত, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগিগণ, সেই
 ঈশ্বরধামের সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমিও
 সেই ব্রহ্মলোকে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
 যাঁহারা অতর্ক্য তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন,
 পরমাণুস্বরূপ পরমেশ্বর সেই সকল
 মনীষিগণেরই ভাবগ্রাহ্য। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বর্য্য,
 তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, দ্রষ্টৃত্ব, অধিষ্ঠানত্ব,
 ও আত্মজ্ঞান,—সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরে এই
 দশটি গুণনিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিভূ বলিয়া
 যোগিগণের যোগাশ্রম ও তাহারই অনুগ্রহে
 প্রতিষ্ঠিত। তিনিই বিগ্রহ পরিগ্রহপর্বক
 জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করেন। সেই
 পরমেশ্বরে পরমস্থান পরিণামরহিত, চিরস্থির,
 সুখদুঃখাদি বৈষয়িক সম্পর্কহীন, মায়াময়
 সৎস্বরূপ; উহাই অষ্টবিধ প্রকৃতিবিকারের মূল
 আশ্রয় এবং সমগ্র সৃষ্টির মূলস্থান। ১৮৯—
 ২১৮। মায়াময় মহেশ্বর নিজ মায়া দ্বারাই তাহা

দেবানামুপসংহারস্তৎপ্রমাণং হি কীর্ত্যতে ॥
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ ফ্রবভো মে নিবোধত ।
ত্রয়োদশৈব কোট্যস্ত নিযুতা দশ পঞ্চ চ ।
ভুলোকদিব্রহ্মলোকো বৈ যৌজনৈঃ

সম্প্রকীর্ত্যতে ॥২২০

একযোজনকেটি তু পঞ্চাশনিযুতানি চ ।
উর্দ্ধং ভাগবতাগুন্ধ ব্রহ্মলোকাং পরং স্মৃতম্ ॥
এষোর্দ্ধগঃ প্রচারস্ত গত্যস্তঞ্চ ততঃ স্মৃতম্ ॥
নিত্যা হ্যপরিসংখ্যোয়াঃ পরস্পরগুণাশ্রয়াঃ ॥
সূক্ষ্মাঃ প্রসবধর্মিণ্যস্ততঃ প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
যেভ্যোহধিকর্তা সঞ্জ্ঞে ক্ষেত্রজ্ঞে ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
তাসু প্রকৃতিমৎসূক্ষ্মমধিষ্ঠাতৃত্বমব্যয়ম্ ।
অনুৎপাদ্যং পরং ধাম পরমাণু পরেশয়ম্ ॥
অক্ষয়শ্চাপ্যনুহ্যশ্চ অমূর্তিমূর্তিমানসৌ ।
প্রাদুর্ভাবস্তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চৈবাণ্যনুগ্রহঃ ॥
বিধিরন্যোরনৌপম্যঃ পরমাণুর্মহেশ্বরঃ ।

নির্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানেই দেবগণের
সম্যক্ উপসংহার হইয়া থাকে। তদ্বিবরণ আমি
সবিস্তরে আনুপূর্ব্বীক্ৰমে বলিতেছি; আপনারা
অবধান করুন। ভুলোক হইতে ব্রহ্মলোক,
ত্রয়োদশ কোটি পঞ্চদশ নিযুত যোজন অন্তরে
বিরাজিত। ব্রহ্মলোকেরও উর্দ্ধে যে ব্রহ্মাণ্ডকট্যহ
বিদ্যমান, উহা ব্রহ্মলোক হইতে এককোটি
পঞ্চাশ নিযুত যোজন ব্যবধানে বর্তমান।
উর্দ্ধভাগের সীমা ঐ পর্য্যন্ত। ইহার পর আর
গতি নাই। সেই অগম্য প্রদেশ নিত্য, অসংখ্য,
পরস্পর গুণাশ্রয়ী, প্রসবধর্মী, সূক্ষ্ম, প্রকৃতিময়।
তাহা হইতেই জগৎকর্তা ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত
হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রকৃতিমান, সূক্ষ্ম, অক্ষয়,
অব্যয়, অনুৎপাদ্য, অতর্ক্য, অমূর্ত অথচ
মূর্তিমান, পরমাণুস্বরূপ, অধিষ্ঠানাত্মক, পরমধাম
পরমেশ্বর-বিরাজমান। তিনি প্রাদুর্ভাব তিরোভাব
স্থিতি বিধি দয়াদির মূল আশ্রয়; অথচ সর্ববিধ
বৃষ্টি দ্বারা অনৌপম্য। তিনি স্বপ্রকাশ এবং নিজ

সতেজা এষ তমসো মঃ পুরস্তাৎ প্রকাশকঃ ॥
যদগুমাসীৎ সৌবর্ণং প্রথমং দ্বৌপসর্গিকম্ ।
বৃহতং সর্ব্বতো বৃহত্তমীশ্বরাদ্যবজায়ত ॥২২৭
ঈশ্বরাদীজনির্ভেদঃ ক্ষেত্রজ্ঞে বীজ ইষ্যতে ।
যোনিং প্রকৃতিমাচষ্টে সা চ নারায়ণ্যত্মিকা ॥
বিভুলোকস্য সৃষ্ট্যর্থং লোকসংস্থানমেবহ ।
সম্বিসর্গঃ স তদ্বা চ লোকধাতুর্মহাত্মনঃ ॥২২৯
পুরস্তাদ্ভ্রহ্মলোকস্য অণ্ডাদবর্ষাকু চ ব্রহ্মণঃ ।
তয়োর্মধ্যে পুরং দিব্যং স্থানং যস্য মনোমরম্
তদ্বিগ্রহবতঃ স্থানমীশ্বরস্যামিতৌজসঃ ।
শিবং নাম পুরং তত্র শরণং জন্মভীরুণাম্ ॥
সহস্রাণাং শতং পূর্ণং যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ
অভ্যন্তরে তু বিস্তীর্ণং মহীমণ্ডলসংস্কৃতম্ ॥
মধ্যাহ্নার্কপ্রকাশেন পরতেজোহভিমর্দ্দিনা ।
শীতকৌন্তেন মহতা প্রাকারোণার্কবর্চসা ॥
দ্বারৈশ্চতুর্ভিঃ সৌবর্ণৈর্মুক্তাদামবিভূষিতৈঃ ।

তেজে পুরোবর্তী তমোরাশিরও প্রকাশক। যে
হিরণ্ময় অণ্ড, সৃষ্টির মূলীভূত, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ,
ও সর্ব্বথ্য বৃত্তাকার, তাহা উক্ত ঈশ্বর হইতেই
প্রাদুর্ভূত হয়। ঈশ্বর হইতেই বীজবিভাগ হইয়া
থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞই সেই বীজ। প্রকৃতিকেই যোনি
বলা যায়। উহা নারায়ণাত্মিকা। সেই লোকধাতা
মহাত্মা বিষ্ণু, লোক সৃষ্টি ও লোক সংস্থান
নিমিত্ত প্রকৃতি সহযোগে আত্ম তনুদ্বারা
ব্রহ্মলোক ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মলোকের
উর্দ্ধে এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের অধোভাগে এক
সুন্দর পুরী আছে, উহা মনোময় স্থান বলিয়া
নিরাপিত। ঐ পুরী শিবনামে নির্দিষ্ট। উহা
জন্মভীরুদিগের আশ্রয় স্থান এবং অপ্রতিমতেজা
মূর্তিমান ঈশ্বরের আশ্রয়। ২১৯—২৩১। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ পুরী পূর্ণ শত সহস্র যোজন
অয়ত; উহার অভ্যন্তর মহীমণ্ডল পর্য্যন্ত
বিস্তীর্ণ। ঐ পুরীতে এক মধ্যাহ্ন-মার্গও সমুজ্জ্বল
সুবর্ণময় মহা প্রকার বিদ্যমান। উহা পরতেজের
অভিস্কৃতিকর। ঐ পুরের চারিটি দ্বার আছে,

তপনীয়নিভেঃ শুভ্রৈর্গাঢ়ং সুকৃতবেষ্টনম্ ॥২৩৪
 তচ্চাকাশে পুরং রম্যং দিব্যঘণ্টাদিনাদিতম্
 ন তত্র ক্রমতে মৃত্যুর্ন তাপো ন জরা শ্রমঃ ॥
 ন তদন্যৈঃ পুরাচারং রূপমাসৌতুমহতি ।
 সহস্রাণাং শতং পূর্ণং যোজনানাং দিশো দশ
 তৎপুরং গোবৃদ্ধস্য তেজসা বাপ্য তিষ্ঠতি ।
 ভাবেন মনসো ভূমিবিন্যস্তা কনকাময়ী ॥২৩৭
 রতননবালুকয়া তত্র বিন্যস্তা শুভেহধিকম্ ।
 শারদেন্দুপ্রকাশানি বালসূর্য্যানিভানি চ ॥২৩৮
 অর্দ্ধশ্বেতার্দ্ধরক্তানি সৌরর্ণানি তথৈব চ ।
 রথচক্রপ্রমাণানি নালৈর্মরকতপ্রভৈঃ ॥২৩৯
 সৌকুমারেণ রূপেণ গন্ধিনোহ প্রতিমেন চ ।
 তত্র দিব্যানি পদ্মানি বনেষুপবনেষু চ ॥২৪০
 ভূঙ্গপত্রনিকাশানি তপনীয়ানি যানি চ ।
 অর্দ্ধকৃষ্ণাৰ্দ্ধরক্তানি সুকুমারান্তরাণি চ ॥২৪১

সেই দ্বারগুলি মুক্তাদামে সমলঙ্কৃত, সুবর্ণমণ্ডিত ও শুভ্র। আকাশে এই রম্য পুরী অবস্থিত এবং স্বর্গীয় ঘণ্টাসমূহে নিনাদিত। এই স্থানে জরা, মৃত্যু, তাপ বা ক্লেশ কিছুই নাই। এমন আর কোন পুরসমৃদ্ধিও নাই, যাহা এই পুরীর শ্রী অনুকরণ করে। এই পুরী দশ দিকে শত সহস্র যোজন ব্যাপিয়া বিরাজমান। ভগবান্ বৃষধ্বজ এই পুরীর অধিস্বামী; উহা আপনার তেজে আপনিই অবস্থিত রহিয়াছে। এই কনকময়ী পুরভূমি মনেরই কল্পনানুসারে বিন্যস্ত। উহাতে রত্নবালুকা সকল বিরাজমান; এই সকল বালুকা দ্বারা এই পুরভূমি সমধিক সুশোভমান। এই পুরীর বনে এবং উপবনসমূহে দিব্য পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি পদ্ম দেখিতে এক একটি শারদ সুধাকরনিত এবং কতকগুলি বালসূর্য্য-সদৃশ; আবার এমনও অনেক পদ্ম আছে, যাহাদের অনেকগুলি অর্দ্ধ শ্বেত ও অর্দ্ধ রক্ত এবং কতকগুলি সম্পূর্ণই সুবর্ণময়, এই সকল পদ্মের প্রমাণ এক একটি রথচক্রের ন্যায়। উহাদের নালগুলি মরকতপ্রভ, উহারা সুকুমার

আতপত্রপ্রমাণানি কিঞ্জলৈঃ সংবৃতানি চ ।
 ভূতঃ সপ্ত মহানদ্যস্তাসাং নামানি বোধত ॥২৪০
 বরা বরেণ্যা বরদা বরার্হা বরবর্ণিনী ।
 বরমা বরভদ্রা চ রম্যাস্তগ্নিন্ পুরোত্তমে ॥২৪৫
 পদ্মোৎপলদলোন্মিশ্রং ফেনাদ্যাবর্ত্তবিগ্রহম্ ।
 জলং মণিদলপ্রখ্যমাবহন্তি সরিধরাঃ ॥২৪৪
 ন তু ব্রহ্মার্বয়ো দেবা নাসুরাঃ পিতরস্তথা ।
 ন খন্মন্যেহপ্রমেয়স্য বিদুরীশস্য তৎপুরম্ ॥২৪৫
 তত্র যে ধ্যানমব্যগ্রাঃ সুযুক্তা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ
 পশ্যন্তীহ মহাত্মানঃ পুরং তদেগাবৃষঅত্মনঃ ॥২৪৬
 মধ্যে পুরবরেন্দ্রস্য তস্যাপ্রতিমতেজসা ।
 সুমহান্নৈরুসঙ্কাশো দিব্যো ভদ্রশ্রিয়া বৃতঃ ॥

রূপে ও অপ্রতিম গন্ধে মনোহর; উহাদের মধ্যে অনেকগুলি পদ্ম আবার দেখিতে ভূঙ্গপত্রবৎ কৃষ্ণকান্তি এবং সমস্ত পদ্মের অভ্যন্তর ভাগই অতি সুকোমল। উহাদের মধ্যে এমনও অনেক পদ্ম আছে, যাহারা দেখিতে এক একটি অতিপত্র-প্রমাণ। এই সকল পদ্মই কিঞ্জলপুষ্পে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন সাতটি মহানদী আছে; উহাদের নাম শ্রবণ করুন, যথা,—বরা, বরেণ্যা, বরদা, বরার্হা, বরবর্ণিনী, বরমা ও বরভদ্রা, এই সমস্ত রম্যনদী এই পূর্বোক্ত উত্তমপুরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই সরিদুরাগণ যে জলরাশি বহন করে, তাহা পদ্ম ও উৎপলদলে মিশ্রিত, ফেন ও আবর্ত্তাদি-সম্বিত এবং দেখিতে মণিদলসদৃশ ॥২৩২—২৪৪। না ব্রহ্মর্ষি, না দেব, না অসুর, নাপিতৃপুরুষগণ, না অন্য কেহ, কোন ব্যক্তিই অপ্রমেয় ঈশ্বরের সেই পুরীর বার্ত্তা বিদিত নহেন। তবে যাহারা একান্তই ধ্যাননিষ্ঠ, প্রকৃষ্ট যোগ-সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা এই মহাত্মা বৃষধ্বজের সেই পুরু দর্শন করিতে পারেন। সেই পুরবরের মধ্যভাগে এক পরম রমণীর সুমৈরুসদৃশ মহান্ প্রসাদ বিদ্যমান। এই প্রসাদি স্বীয় অপ্রতিম তেজে দীপ্যমান,

সহস্রাপাদঃ প্রসাদস্তপনীয়ময়ঃ শুভঃ ।
 অনুপমেয়ে রত্নৈশ্চ সৰ্ব্বতঃ স বিভূষিতঃ ॥২৪৮
 স্ফটিকৈশ্চন্দ্রসঙ্কশৈবৈদুর্যৈঃ সোমপ্রভৈঃ ।
 বালসূর্য্যপ্রতৈশ্চৈব সৌরগৈশ্চাগ্নিসম্ভবৈঃ ॥২৪৯
 রাজতৈশ্চাপি শুভে ইন্দ্রনীলময়ৈঃ শুভৈঃ ।
 দূর্ভৈর্বজ্রময়ৈশ্চৈব ইত্যেবং সুমসাহিতৈঃ ॥২৫০
 জ্বালৈশ্চ বিবিধাকারৈদীপ্যন্তিরধিবাসিতম্ ।
 চন্দ্ররশ্মিপ্রকাশাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥২৫১
 রত্নঘণ্টানিনাদৈশ্চ নিত্যপ্রমুদিতোৎসবৈঃ ।
 কিম্মরাণামধীবাসৈঃ সঙ্ক্যাভাকাররাজিতৈঃ ॥
 পরিবারসমস্তাষু হেমপুষ্পাদকপ্রভৈঃ ।
 যথা হি মেরুশৈলেন্দ্রা হেমশৃঙ্গৈर्वিরাজতে ॥
 চামীকরময়ীভিস্ত পতাকাভিস্তথা পুরম্ ।
 এবং প্রাসাদরাজোহসৌ ভূমিকাভিर्वিরাজতে ॥
 বসন্ত্যপ্রতিমা যত্র ব্রহ্মকস্য নিবেশনে ।
 লক্ষ্মীঃ শ্রীশ্চ বপূর্মায়ী কীর্ত্তিঃ শোভা সরস্বতী ।

সর্ববিধ শুভশ্রী দ্বারা সুশোভন এবং অনুপম
 রত্নরাজি দ্বারা সর্বতঃ সমুদ্ভাসমান। ঐ দিব্য
 প্রাসাদ সহস্র মূলস্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত। উহা
 চন্দ্রসন্নিভ স্ফটিকে, সোমপ্রভ বৈদুর্য্যে, বালার্ক
 ও অগ্নিপ্রতিম সুবর্ণে, ইন্দ্রনীল মণিময় শুভ
 রত্নে এবং শুভ সুদৃঢ় বহুল হীরকখণ্ডে সম্যক
 সুশোভিত। উহাতোনানাবিধ সমুজ্জ্বল গবাক্ষ
 আছে। ঐ প্রাসাদ চন্দ্ররশ্মিপ্রতিম নানা
 পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত, বহুল রত্নঘণ্টারবে মুখরিত
 এবং নিত্যোৎসবে প্রমুদিত। ঐ পুরে কিম্বদন্তিগের
 যে সকল বাসভবনে আছে, তৎসমস্ত
 সঙ্ক্যাকালীন অদ্রপঙ্ক্তির ন্যায় বিরাজিত। উহারা
 ঐ পুরীর চারিদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং
 হেমপুষ্প ও হেমগর্ভ উদকের ন্যায় প্রতিভাত।
 সুতরাং দেখিলে মনে হয়, সেই পুরী যেন ঐ
 সকল বাসভবন দ্বারা হেমশৃঙ্গ-মণ্ডিত শৈলেন্দ্র
 সুমেরুর ন্যায় বিরাজিত। ঐ পুরী চামীকরময়ী
 পতাকায় সমলঙ্কৃত। এইরূপে এই পুরীমধ্যস্থিত
 পূর্বোক্ত প্রাসাদবর বহু ভূমিকায় বিরাজমান।

দেবোবৈ সহিতা হ্যেতাক্রপগন্ধসমম্বিতাঃ ।
 নিত্যা হ্যপরিসংখ্যাতাঃ পরস্পরগুণাশ্রয়াঃ ।
 ভূষণং সৰ্ব্বরত্নানং যোনিঃ কাস্তিবিলাসয়োঃ ।
 কোটিশতং মহাভাগা বিভজ্যাত্মনমম্বিনা ।
 ভগবন্তং মহাত্মানং প্রতিমোদন্ত্যতদ্রিতাঃ ॥২৫৭
 তাসাং সহস্রশ্চান্যাঃ পৃষ্ঠতঃ পরিচারিকাঃ ।
 রূপিণ্যশ্চ শ্রিয়া যুক্তাঃ সৰ্ব্বাঃ কমললোচনাঃ ॥
 লীলাবিলাসসংযুক্তৈর্ভাবৈরতিমনোহরৈঃ ॥
 গণৈস্তাঃ সহ মোদন্তে শৈলাভৈঃ পাবকোপমৈঃ
 কুজা বামনিকাশ্চৈব বরগাত্রা হয়াননাঃ ।
 পুঞ্জাশ্চ বিকটশ্চৈব করালান্ধিচিপিটাননাঃ ॥
 লম্বোদরা হু স্বভূজা বিনেত্রা হস্তপাদিকাঃ ।
 মৃগেন্দ্রবদনাশ্চান্যা গজবজ্রোদরাস্তথা ॥২৬১

তথায় ত্র্যম্বকের আবাসে লক্ষ্মী, শ্রী, বপুঃ,
 মায়া, কীর্ত্তি, শোভা ও স্বরস্বতী প্রভৃতি অপ্রতিম
 রূপবতী দেবীগণ রূপ ও গন্ধাধিত হইয়া
 একসঙ্গে নিত্যই বাস করেন। ইহারা বহু গুণের
 আধার, কাস্তি ও বিলাসিতার বোনি এবং
 সমুদায় রত্নের ভূষণস্বরূপ। এই নিত্যপ্রতিষ্ঠ
 দেবীগণেই সংখ্যা করা যায় না। মহাভাগ্যবতী
 দেবীগণ স্ব স্ব আত্মা দ্বারা আত্মাকে শতকোটি
 অংশে বিভক্ত করিয়া নিরলসভাবে নিরন্তর
 সেই ভগবান্ মহাত্মা মহাদেবকে আমোদিত
 করিয়া থাকেন। ঐ দেবীগণের পশ্চাতে আরও
 সহস্র সহস্র পরিচারিকা আছে, তাহারা সকলেই
 রূপবতী, শ্রীমতী ও কমলদলবৎ
 লোচনবতী ॥২৪৫—৩৫৮। সেই পরি-
 চারিকাগণ লীলাবিলাসযুত অতি মনোহর
 হাবভাব প্রকাশ করিয়া প্রমথগণসহ ক্রীড়া
 করিয়া থাকে। ঐ প্রমথগণ সকলেই শৈলসন্নিভ
 ও পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত। ঐ পূর্বোক্ত
 পরিচারিকাগণ ব্যতীত আরও কতকগুলি
 কামরূপিণী নানা বেশধারিণী রমণী আছে;
 তাহাদের আকৃতি আপাতদর্শনে কুজা, বামনা,
 বররূপা, অর্ধাননা, পুঞ্জা, বিকট করালা,
 চিপিটানান, লম্বোদরা, হু স্বভূজা, বিনেত্রা,

গজাননান্তথৈবান্যাঃ সিংহব্যান্ত্রাননাস্থথা।
 লোহিতাক্ষা মহাস্তন্যাঃ শুভগাশ্চারুলোচনাঃ॥
 হ্রস্বকুক্ষিতকেশাশ্চ সুন্দর্যাশ্চারিলোচনাঃ।
 অন্যাশ্চ কামরূপিণ্যো নানাবেষধরাঃ স্থিয়ঃ॥
 অভ্যস্তরপরিষ্কন্ধা দেবাবাসগৃহোচিতাঃ।
 ররাম ভগবাংস্তত্র দশবাহুব্যহেশ্বরঃ॥১৬৪
 নন্দিনা চ গণৈঃ সার্কং বিশ্বরূপৈর্নমাহত্য়ভিঃ।
 তথা রুদ্রগণৈশ্চাপি তুল্যৌদার্য্যপরাক্রমৈঃ॥
 পাবকাত্মজসঙ্কটশৈর্যুপদাংষ্ট্রৌৎকটাননৈঃ।
 বন্দ্যমানো বিমানশ্চ পূজ্যমানশ্চ তৎপরৈঃ॥
 সর্ব্বর্ভুকুসুমাং মালাং জিহ্বমাণোরসি স্থিতাম্।
 নীলোৎপলদলশ্যামং পৃথুতাস্রায়তেক্ষণম্॥
 ঈষৎকরাললম্বোষ্ঠং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগণাঞ্চিতম্।
 সড়্ধর্কনেত্রং দুশ্প্রেক্ষ্যং রুচিরং চীরবাসসম্॥

হ্রস্বপদা, সিংহবদনা, গজমুখবৎ উদরবুতা,
 গজানানা, সিংহ ও ব্যাঘ্রবজ্রা, লোহিতনেত্রা ও
 মহাস্তনী। ইহাদের কাহারও কেশপাশ হ্রস্ব এবং
 কুক্ষিত, কেহ কেহ সুভগা, চারুলোচনা ও সুন্দরী।
 তাহারা পুরীর অভ্যন্তরে বিচরণশীলা এবং
 সর্ব্বথা দেবভবনে বাস করিবার যোগ্য।
 দশবাহুবরী ভগবান্ মহাদেব—নন্দী, বিশ্বরূপী
 মহাত্মা প্রমথগণ ও রুদ্রগণ সহ সতত
 তাহাদিগের মধ্যে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্রগণ
 সহ সতত তাহাদিগের মধ্যে বিহার করিয়া
 থাকেন। ঐ রুদ্রগণ সকলেই মহাদেবের ন্যায়
 ঔদার্য্য ও পরাক্রম-সম্পন্ন। উহাদের আকৃতি
 পাবকনন্দনের ন্যায় এবং বদন সকল যুপোপম
 দংষ্ট্রাসমূহে অতি ভীষণ। উহারা বিমানস্থ হইয়া
 তদগতমানে মহাদেবের পূজাকার্য্যে নিরত।
 মহাদেব স্থায় বন্ধোবিলম্বিত সকল ঋতুজাত
 কুসুমসম্বিত মালার আশ্রাণ লইতেছেন। তাঁহার
 আকৃতি—নীলোৎপলদলবৎ শ্যামবর্ণ, নয়—
 পৃথু, তাস্র ও আয়ত, এবং ওষ্ঠ—ঈষৎ করাল,
 লম্বিত ও তীক্ষ্ণ দাষ্ট্রামালায় অঙ্কিত। তিনি
 তিনটি নেত্রে অস্থিত, দুশ্প্রেক্ষ্য, সুন্দর,

আহবেষপরিষ্কিষ্টং দেবানামরিনাশনম্।
 বাহুনা বাহুমাবেশ্য পার্শ্বে সব্যেহস্তরে স্থিতম্
 ররাজ পট্টিশং তস্য বামাগ্রকরগোচরম্।
 মহাভৈরবনির্ঘোষং বলেনাপ্রতিমৌজসম্।
 দশবর্ণধনুশ্চৈব বিচিত্রং শোভতেহধিকম্॥২৬৯
 ত্রিশূলং বিদ্যুতভাসমবোঘং শক্রনাশনম্।
 জাজ্বল্যমানং বপুষা পরমং তত্ত্বিবা যুতম্॥
 অসিশ্চৈবৌজসাং শ্রেষ্ঠং শীতরশ্মিঃ শশী তথা
 তেজসা বপুষা কাস্ত্যা দেবেশস্য মহাত্মনঃ।
 শুশুভেহভ্যধিকং তত্র বেদ্যামগ্নিশিখা ইং।
 স্থিতঃ পুরস্তাদেবশ্য শাতকৌস্তময়ো মহান্।
 শুশুভে রুচিরঃ শ্রীমান সোদকঃ স কমণ্ডলুঃ॥
 অসিমাবেশ্য চাঙ্গেষু পাণ্ডুরাস্বরধারিণী।
 উরশ্ছদেন মহতা মৌক্তিকেন বিরাজিতা।
 চতুর্ভুজা মহভাগা বিজয়া লোকসম্মতা॥২৭৪

চীরবাসাশ্রিত, যুদ্ধে অপরিষ্কিষ্ট, দেবশক্রসংহারী
 এবং সব্যে পার্শ্বে ও অন্তরে বাহু দ্বারা বাহু
 বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। মহাদেব ঈদৃশ রূপেই
 সেখানে প্রমথবৃন্দের পূজনীয়। তাঁহার বামকরে
 পট্টিশাক্ত বিরাজিত। ঐ অস্ত্র—প্রভাবে অপ্রতিম
 এবং অতি ভয়ঙ্কর নিনাদকারী। তাঁহার দশবর্ণ
 নামে বিচিত্র ধনু আছে; উহা অত্যধিক
 শোভাসম্পন্ন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল আছে; উহা
 বিদ্যুদাভ, অমোঘ, শক্র সংহারী, আপন প্রভায়
 জাজ্বল্যমান এবং তদীয় দেহপ্রভায় আরও
 অধিক প্রভাবিত। ২৫৯—২৭০। তাঁহার
 দেজস্বির অসি ও শীতরশ্মি শশী, তেজে,
 দেহে এবং কাস্তিচ্ছটায় বেদিগত অগ্নিশিখার
 ন্যায় সমধিক সুশোভন। সেই মহাত্মা দেবেশের
 সম্মুখে এক জলপূর্ণ স্বর্ণ-কমণ্ডলু আছে, উহা
 অতি বৃহৎ, শ্রীমান্ এবং মনোহর। মহাভাগা
 চতুর্ভুজা বিরজা দেবী অপ্রতিম শ্রীর ন্যায়
 পরম শোভায় সর্ব্বদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া
 দেবদেবের সম্মুখে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক
 দণ্ডায়মান্য। বিজয়ার পরিধানে পাণ্ডুর বসন,
 অঙ্গে আসলতার অবেষ্টন এবং বন্ধে মহতী

দেব্যা আদ্যপ্রতীহারী শ্রীরিবাথতিমা পরা ।
 বিভ্রাজন্তী স্থিতা চৈব কৃতা দেবস্য চাঞ্জলিম্ ॥
 তস্যাঃ পৃষ্ঠানুগাশ্চান্যাঃ ত্রিযোহঙ্গরোগণান্বিতাঃ
 তাঃ খল্বভিনবৈঃ কাণ্ডৈরুপতিষ্ঠন্তি শঙ্করম্ ॥
 সর্বলক্ষণসম্পন্না বাদিত্রৈরুপবৃথিতাঃ ।
 উপগায়ন্তি দেবেশং গণা গন্ধর্বযোনয়ঃ ॥২৭০
 অভ্যন্নতো মহোরস্কঃ শরম্বেষসমদ্যুতিঃ ।
 শোভতে নন্দমানশ্চ গোপতিস্তস্য বেশ্মনি ॥
 স্কন্দশ্চ সপরীবারঃ পুত্রোহস্যামিতবীর্যবান ।
 রক্তাধরধরঃ শ্রীমান্ বরাহুজদলেক্ষণঃ ॥২৭১
 তম্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ চাষ্টবান্ ।
 ব্যপেতব্যসনাঃ ক্রুরাং প্রজানাং পালনে ব্রতাঃ
 তৈঃ সার্কং স মহাবীর্যঃ শোভতে শিখিবাহনঃ
 ব্যালক্ৰীড়নকৈস্তত্র ক্রীড়তে বিশ্ববাদিনঃ ॥
 যে নৃপা বিবুধেন্দ্রাণাং কাঞ্চনস্য প্রদায়িনঃ ।
 যে চ স্বায়তনা বিপ্রা গৃহস্থা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৮২
 গঢ়স্বাধ্যায়তপসস্তথা চৈবোজ্জ্বলন্তয়ঃ ।
 এতে সভাসদস্তস্য দেবেশস্য চ সম্মতাঃ ॥২৮৩

মৌক্তিক মালা লম্বমান । তাঁহার পশ্চাতে আরও
 অনেক অঙ্গরা ও অন্য রমণী বিরাজমানা; তাহারা
 নূতন নূতন কমনীয় ব্যবহারে নিয়ত শঙ্কর
 দেবের উপাসনায় তৎপর। সেখানে অনেক
 সুলক্ষণাবিত গন্ধর্বকুল জাত প্রমথ আছে,
 তাহারা বাদ্য বাজাইয়া দেবদেবের মাহাত্ম্য-গানে
 নিরত । মহাদেবের আবাসে তাঁহার মহোন্নত,
 মহোরস্ক, শারদ নীরদ-নিভ, বৃষরাজ বিরাজমান ।
 এতস্তিন্ন তদীয় পুত্র অমিততেজ শ্রীমান
 শিখিবাহন স্কন্দ সপরিবারে তথায় অবস্থিত ।
 তাঁহার নয়নদ্বয় অম্বুজ-দলবৎ সুন্দর । তিনি
 শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় প্রভৃতি ব্যসনবিহীন
 ক্রুরপ্রকৃতি প্রজাপালক অনুচর সহচরগণ সহ
 সেখানে বাল্যক্রীড়ায় নিরত । যে সকল নরপতি
 বিবুধশ্রেষ্ঠদিগকে কাঞ্চন দান করিয়াছেন, যে
 সকল ব্রাহ্মণ সংযমী, গৃহধর্ম্মাচারী ও ব্রহ্মবাদী,
 এবং যাহারা সাত্ত্বিক স্বাধ্যায় ও তপঃসম্পন্ন
 আর যাহারা উজ্জ্বলুনিষ্ঠ, তাঁহারাই এই শিবপুরে

মদন্তরাণ্যকেকানি ব্যবর্তন্তঃ পুনঃপুনঃ ।
 শ্রয়তাং দেবদেবস্য ভবিষ্যশ্চর্য্যমুত্তমম্ ॥২৮৪
 ব্যাঘ্রাশ্চৈবানুগান্তত্র কাঞ্চনাভাস্ত রবিনঃ ।
 স্বচ্ছন্দচারিণঃ সর্বৈ স্বয়ং দেবেন নির্মিতাঃ ॥
 মৃত্যোর্মৃত্যুসমাস্তে তু যমদর্পাপরারিণঃ ।
 বিভূতিমপ্যসংখ্যেয়াং কোন খল্বভিধাস্যতে ॥
 অতঃপরমিদং ভূয়ো ভবেনাভুতমুত্তমম্ ।
 ভুতানামনুকম্পার্থং যৎকৃতং তন্নিবোধত ॥
 মন্দরাদ্বিপ্রকাশনাং বলেনাপ্রতিমৌজসাম্ ॥
 হারকুন্দের্দুবর্ণানাং বিদ্যুদঘনাননাদিনাম্ ॥২৮৮
 চুড়ামণিধরাণাং বৈ মেঘসন্নিভবাসসাম্ ।
 শ্রীবৎসক্ৰিতবজ্রাণামঙ্গুলীশূলপাণিনাম্ ॥২৮৯
 এবং দিশানাং দেবানাং রূপেণোত্তমশালিনাম্
 তস্য প্রাসাদমুখ্যস্য স্তম্ভেযুত্তমশোতিষু ॥২৯০
 সংযতাগ্নিময়ীভিস্ত শৃঙ্খলাভিঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 মায়াসহস্রং সিংহানাং সুখং তত্র নিবাসিনাম্ ॥
 স্তম্ভেহপ্যপাসৃতাষষ্টং ত্র্যম্বকস্য নিবেশনে ।

দেবদেবের সভ্যসদ । পুনঃপুনঃ মদন্তর অতীত
 হইয়াছে, দেবদেবের সভা সেই ভাবেই আছে ।
 এক্ষণে সেই দেবদেব সম্বন্ধীয় আরও উত্তম
 আশ্চর্য্য ঘটনা কিছু শ্রবণ করুন । কাঞ্চনাভ
 মহাবেগশালী কতিপয় ব্যাঘ্র তাঁহার অনুগামী ।
 সেই ব্যাঘ্রগণ সকলেই স্বচ্ছন্দবিহারী । দেবদেহ
 স্বয়ং তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন । তাহারা
 মৃত্যুরও মৃত্যুতুল্য বেং যমেরও দর্পহারী ।
 দেবদেহের এইরূপ অসংখ্য বিভূতি আছে, তাহা
 কে না বর্ণন করিবে? ২৭১—২৮৬ । ভগবান্
 ভবদেব ভূতবৃন্দের অনুকম্পার নিমিত্ত পুনরাপি
 যাহা করিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ করুন ।
 মহাদেবের সেই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের উত্তম উত্তম
 স্তম্ভসমূহে তদীয় মায়ানির্মিত এক সহস্র সিংহ
 অগ্নিময় পাশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শৃঙ্খলিত
 আছে । তাহারা সেই অবস্থায় সকলেই সুখে
 বাস করিতেছে । সেই সিংহগণ দেখিতে

স্বথ তৎপ্রতিসম্পূজ্য বায়োর্বাক্যং সুবিস্মিতাঃ
ঋষয়ঃ প্রত্যভাষন্ত নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ॥২৯২
ভগবন্ সর্বভূতানাং প্রাণ সর্বত্রগ প্রভো।
কে তে সিংহমহাভূতাঃ ক্ তে জাতাঃ

কিমাত্মকাঃ ॥২৯৩

সিংহাঃ কেনাপরাধেন ভূতানাং প্রভবিস্কৃতা।
বৈশ্বানরময়ৈঃ পাশৈঃ সারুদ্ধান্ত পৃথক্ পৃথক্ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রদ্ধাবায়ুবাক্য জগাদ হ।
যদৈ সহস্রং সিংখানামীশ্বরেণ মহাত্মনা।
ব্যপনীয় স্বকাদেহাং ক্রোধাস্তে সিংহবিগ্রহাঃ
ভূতনামভয়ং দত্ত পুরা বদ্ধাগ্নিরন্ধনে।
যজ্ঞভাগনিমিত্তং ঈশ্বরস্যাজ্ঞয়া তদা ॥২৯৬
তেষাং বিধানমুক্তেন সিংহেনৈকেন লীলয়া।

মন্দরাদি-প্রতিম, বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, হায়, কুন্দ ও
ইন্দুর ন্যায় সমানবর্ণ, বিদ্যুদ্বিজড়িত বারিদ-
বৃন্দের ন্যায় নিনাদকারী, চুড়ামণিধারী, মেঘবৎ
বসন বেষ্টিত, শ্রীবৎসাক্ষিত, অঙ্গুলিরূপ
শূলপাণি, এবং রূপে ও তেজে দেবপ্রতিম।
ব্রাহ্মকের ভবনে উহার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান
করিতেছে। অনন্তর বায়ুর বাক্যের অভিনন্দন
করিয়া বিস্ময়াপন্ন নৈমিষীর ঋষিগণ প্রত্যুত্তরে
বলিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্বভূতের প্রাণ!
সর্বত্রগামিন্! ঐ মহাপ্রাণ সিংহগণ কোথায়
জন্মিয়াছে? উহাদের স্বরূপ কি? ভূতপতি
মহাদেবসমীপে কোন্ অপরাধে উহার অগ্নিময়
পাশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিবদ্ধ আছে?
ঋষিগণের কথা শুনিয়া বায়ু বলিলেন,—মহাত্মা
ঈশ্বর যে সিংহসহস্র সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার
তাঁহার ক্রোধস্বরূপ। তিনি পুরাকালে স্বীয় দেহ
হইতে ক্রোধরাশিকে ব্যপনিত করিয়া সিংহাকারে
পরিণামিত করত ভূতবৃন্দকে অভয় দিয়া অগ্নিময়
পাশে সেই সকল সিংহকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।
যজ্ঞভাগ নিমিত্ত দক্ষের সহিত ঈশ্বরের বিরোধ
ঘটিয়াছিল, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞায় উল্লিখিত
সহস্র সিংহের মধ্য হইতে কোন এক সিংহ

দেব্যা মন্যুং কৃতংজ্ঞাত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ
নিঃসূতা চ মহাদেব্যা মহাকালী মহেশ্বরী।
আত্মনঃ কৰ্ম্মসাক্ষিন্যা ভূতৈঃ সার্কং তদানুগৈঃ
স এষ ভগবান্ ক্রোধো রুদ্ৰাবাকৃতাশ্রয়ঃ।
বীরভদ্রোহপ্রমেয়াত্মা দেব্যা মন্যু প্রমাজ্জর্জনঃ ॥
তস্য বেষ্ম সুরেন্দ্রস্য সর্বগুহ্যতমস্য বৈ।
সনিবেশত্বনৌপম্যো ময়া বঃ পণিকীর্তিতঃ ॥
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যে তত্র প্রতিবাসিনঃ।
রম্যে পুরবরশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ বৈহা ভূমিষু ॥৩০১
নানারত্নবিচিত্রেষু পতাকাবহুলেষু চ।
সর্বকামসমৃদ্ধেযু বনোপবনশোভিষু ॥৩০২
রাজ্যেষু মহাশ্রেষু শাতকৌণ্ডময়েষু চ।
সঙ্খ্যাজসম্মিকাশেষু কৈলাসপ্রতিমেষু চ ॥৩০৩
ইষ্টৈঃ শব্দাদিভির্ভাগৈর্ঘে ভবন্যানুসারিণঃ।

বন্ধনমুক্ত হয়। সেই সিংহ মহাদেবীর দৈন্যের
বিষয় বুঝিয়া অনায়াসে দক্ষের সেই প্রসিদ্ধ
যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল। তৎকালে মহাদেবীর
দেহ হইতে তদীয় কৰ্ম্মের সাক্ষিনীরূপে সহাদেবী
মহেশ্বরী কতকগুলি অনুচর ভূত সহ প্রাদুর্ভূত
হইয়াছিলেন। ঐ রুদ্ৰাধিষ্ঠিত ভগবান্ ক্রোধই
সেই অপ্রমেয়াত্মা বীরভদ্র। এই বীরভদ্র হইতেই
দেবীর দৈন্য অপনীত হইয়াছিল। এই আমি
সেই সর্বগোপনীয় দেবদেবের বাসভবনের
বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। তাঁহার সেই বাসস্থানের
উপমা কুত্রাপি নাই ॥২৮৭—৩০০। অতঃপর
আমি তথাকার প্রতিবাসিবর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন
করিতেছি। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুরম্য শিবপুর
অন্তরীক্ষে অবস্থিত। উহা নানারত্নে চিত্রিত, বহু
পতাকায় অলঙ্কৃত, সর্ব কামনায় সমৃদ্ধ, এবং
বন ও উপবন দ্বারা সুশোণিত। উহার স্থানে
স্থানে স্বর্ণ ও রজতময় বহুল প্রাসাদে বিরাজমান।
ঐ প্রসাদসমূহের মধ্যে কতকগুলি সঙ্খ্যাকালীন
অভ্রসন্নিভ এবং কতকগুলি দেখিতে
কৈলাসসদৃশ। ইষ্ট শব্দ ও যজ্ঞাদি ভাগ কল্পনা
দ্বারা যে সকল সুরত ব্যক্তি ভবদেবের আনুগত্য

প্রাসাদবরমুখ্যেঐ তেষু মোদন্তি সুব্রতাঃ ॥
ব্রহ্মঘোষৈরবিরতাঃ কথাশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ ।
গীতবাদিত্রয়োবাশ্চ সংস্তবাশ্চ সমস্ততঃ ॥৩০৬
সংহতশ্চৈবমতুলা নানাশ্রয়কৃতাস্থথা ।
এবমাদীনি বর্তন্তে তেষাং প্রসাদমুর্দ্ধনি ॥৩০৬
সহস্রপাদঃ প্রসাদস্তপনীয়ময়ঃ শুভঃ ।
অনৌপবৈবরৈ রত্নৈঃ সর্বতঃ পরিভূষিতাঃ ॥
স্ফটিকৈশ্চন্দ্রসঙ্কটশৈবৈদূর্যমণিসম্প্রভৈঃ ।
বালসূর্যময়ৈশ্চাপি সৌবর্ণৈশ্চগ্নিসম্প্রভৈঃ ॥৩০৮
চুক্রশুশ্রূষয়ঃ শ্রুত্বা নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ।
আপন্নসংশয়াশ্চেমং বাক্যমুচুঃ সমীরণম্ ॥৩০৯
ঋষয় উচুঃ ।

কে তু তত্র মহাত্মানো যে ভবস্যানুসারিণঃ ।
অনুগ্রাহ্যতমাঃ সম্যক্ প্রমোদন্তে পুরোত্তমে ।
ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা বায়ুর্বাহুমথাববীৎ ॥৩১০
বায়ুরুবাচ ।

শ্রাবতাং দেবদেবস্য ভক্তির্ঘৈরনুকল্পিতা ।

করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সেই সেই উত্তম উত্তম
প্রাসাদে বিহার করেন। তাঁহাদের অধিকৃত সেই
সেই উত্তম উত্তরম প্রাসাদে বিহার করেন।
তাঁহাদের অধিকৃত সেই সেই প্রসাদোপরি অবিরত
ব্রহ্মঘোষময়ী বিবিধ শুভ কথা, গীত ও
বাদিত্রধ্বনি, নানা সুসম্বন্ধ স্ততিগাথা এবং
নানাবিষয়িনী আলাপ আলোচনা চলিয়া থাকে।
উহাদের মধ্যে যে একটি প্রসিদ্ধ প্রাসাদে
দেবদেবের আবাসস্থান, উহা সহস্র মূল স্তম্ভোপরি
প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাসাদ বিশুদ্ধ স্বর্ণময় এবং আরও
বিবিধ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত। ঐ সকল রত্ন
চন্দ্রসন্নিত স্ফটিকময়, বৈদূর্যমণিপ্রতিম, বালার্কের
ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন, সুবর্ণ ও অগ্নিপ্রভ।
নৈমিষাষণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ তখন
সংশয়াপন্ন হইয়া বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
হে বায়ো! তথায় যাঁহারা ভবের আনুগত্য করেন,
হে বায়ো! তথায় যাঁহারা ভবের আনুগত্য করেন,
কে সেই মহাত্মগণ? কে তাঁহারা ভবানুগৃহীত
হইয়া সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরে বিহার করিতেছেন?

হীমন্তঃ সুজ্জিতা দাস্তাঃ শৌর্য্যবুক্তা হ্যালোলুপাঃ
মধ্যাহরাশ্চ মাত্রাশ্চ আত্মারামা জিতেন্দ্রিয়াঃ
জিতদম্বা মহোৎসাহাঃ সৌম্যা বিগতমৎসরাঃ
ভাবস্থাঃ সর্বভূতানামব্যাপারা অনাকুলাঃ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ।
অনন্যমনসো ভূত্বা প্রণমা যে মহেশ্বরম্ ॥৩১৩
তৈর্লব্ধং রুদ্রসালোক্যং শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ।
ভবস্য রূপসাদৃশ্যং নীতশ্চৈবহ্যনুত্তমম্ ॥৩১৪
বৈশ্বানরমুখাঃ সর্বৈ বিশ্বরূপাঃ কপর্দিনঃ ।
নীলকণ্ঠাঃ সিতগ্রীবাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাভ্রিলোচনাঃ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রকৃতোষধীষা জটামুকুটধারিণঃ ।
সর্বৈ দশভূজা বীরাঃ পদ্মাস্তরসুগন্ধিনঃ ॥৩১৬
তরুণাদিত্যসঙ্কশাঃ সর্বৈ তে পীতবাসসঃ ।
পিনাকপাণয়ঃ সর্বৈ শ্বেতগোবৃষবাহনাঃ ॥৩১৭
শ্রিয়াম্বিতাঃ কুণ্ডলিনো মুক্তাহারবিভূষিতাঃ ।
তেজসোহভ্যধিকা দেবৈঃ সর্বজ্ঞাঃ সর্বদর্শিনঃ
বিভজ্য বহুবাত্মানং জরামৃত্যুবিবর্জিতাঃ ।

ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া বায়ু বলিলেন,—শ্রবণ
করুন,—যে সকল দেবদেবভক্ত লজ্জাশীল,
দাস্ত, শ্রীমান্, শৌর্য্যসম্পন্ন, আলোলুপ,
মিতাহার, আত্মারাম, জিতেন্দ্রিয়, জিতদম্ব,
মহোৎসাহ, প্রয়দর্শন, অমৎসর, ভাবনিষ্ঠ,
সর্বভূতসমদর্শী, অনাকুল, মহাপুরুষ, অনন্যমনে
কর্ম্ম, মন, বাক্য ও বিশুদ্ধ অন্তরাত্মায় মহেশ্বরের
শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা রুদ্রসালোক্য লাভ
করিয়াছেন। তাঁহাদের শাস্বত অব্যয় পদপ্রাপ্তি
হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই ভবদেবের অনুত্তম
রূপ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩০১—৩১৪। ঐ
ভবপুরবাসী পুরুষেরা সকলেই বৈশ্বানরমুখ,
বিশ্বরূপী, কপর্দি, নীলকণ্ঠ, সিতগ্রীব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র,
ত্রিলোচন, অর্দ্ধচন্দ্ররূপ উষধীষধারী,
জটামুকুটমালী, দশভূজধারী বীর্য্যশালী, তরুণ
অরুণসন্নিভ, পদ্মাস্তরসুগন্ধি, পীতবাসা,
পিনাকপাণি, শ্বেতগোবৃষারোহী, শ্রীসমম্বিত,
কুণ্ডলী, মুক্তাহার-মণ্ডিত, দেবগণাপেক্ষা
তেজোধিক, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী। উহারা
আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া অজর ও

ক্ৰীড়ন্তেবিবিধৈর্ভাবৈর্ভোগান্ প্রাপ্যসুদূর্লভান্ ।
 স্বচ্ছন্দগত্যঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধৈশ্চান্যৈর্বিবোধিতাঃ ।
 একাদশানাং রুদ্রাণ্যং কোট্যোহনেকামহাত্মনাম্
 এভিঃ সহ মহাত্মানো দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 ভক্তানুকম্পী ভগবান্মোদতে পার্বতীপ্রিয়ঃ ॥
 নাহং তেষাস্তু রুদ্রাণাং ভবস্য চ মহাত্মনঃ ।
 নানাত্মনুপশ্যামি সত্যমেতদ্রবীমি বঃ ॥ ৩২২
 মাতরিশ্বাবরীং পুণ্যামিত্যেতামীশ্বরাস্তু তাম্
 অথ তে ঋষয়ঃ সর্বৈ দিবাকরসমগ্রভাঃ ।
 শ্রুত্বৈমাং পরমাং পুণ্যং কথাং ত্রৈলোক্যকীং ততঃ
 ভৃশং চানুগ্রহং প্রাপ্য হর্বং চৈবাপ্যনুত্তমম্ ।
 সন্তাবয়িত্বা চাপ্যোনাং বায়ুমুচুর্গহাবলম্ ॥ ৩২৪
 ঋষয় উচুঃ ।

সমীরণ মহাভাগ অস্মাকঞ্চ ত্বয় বিভো ।
 ঈশ্বরস্যোত্তমং পুণ্যমষ্টমং হৌপসর্গিকম্ ॥ ৩২৫
 অমরভাবে নানা সুদূর্লভ ভোগরাশি
 উপভোগপূর্বকবिवিধভাবে ক্রীড়া করিতেছেন ।
 তাঁহাদের গতি স্বেচ্ছামত । তাঁহারা স্বয়ং সিদ্ধ;
 অপিচ অন্যান্য সিদ্ধগণ কর্তৃক বিবোধিত । সেই
 মহাত্মগণই একাদশ কোটি রুদ্র । এই সকল
 মহাত্মা রুদ্রদেব সমভিব্যাহারে ভক্তানুকম্পী
 ভগবান্ দেবদেব গৌরীপ্রিয় মহা মহেশ্বর সেই
 শ্রেষ্ঠপুরে বিহার করিয়া থাকেন । কিন্তু আমি
 সেই সকল রুদ্র ও মহাত্মা ভবদেবের নানাত্ম
 কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না; অর্থাৎ তাঁহারা
 সকলেই অভিন্নদেহ । ইহা সত্যই আমি বলিতেছি ।
 বায়ু ঈশ্বরের নিকট এই পুণ্যখ্যান যেমন
 শুনিয়াছিলেন, সেইরূপই বর্ণন করিলেন । অনন্তর
 সেই দিবাকরদ্যুতি ঋষিগণ এই পরম পুণ্য
 শৈবী কথা শ্রবণ করিয়া একান্ত আত্মপ্রসাদ ও
 বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ ঐ
 কথার অভিনন্দন করিয়া আবার মহাবল বায়ুকে
 বলিতে লাগিলেন । ঋষিগণ কহিলেন,—হে
 মহাভাগ! হে ভগবন্! সমীরণ! আপনি

তস্য স্থানং প্রমাণঞ্চ যথাবিপরিকীর্তিতম্ ।
 যো গন্ধেন সমৃদ্ধং বৈ পরমং পরমাত্মনঃ ॥ ৩২৬
 মহাদেবস্য মাহাত্ম্যং দুর্বিজ্ঞেয়ং সুরৈরপি ।
 স্তেন মাহাত্ম্য যোগেন সহস্রস্যামিতৌজসঃ ॥
 যস্য ভক্তেশ্বসন্মোহো হনুকম্পার্থমেব চ ।
 ব্রাহ্মী লক্ষ্মীঃ স্বয়ং জুষ্টা যা সাপ্রতিমশালিনী ॥
 ব্যাপ্য জ্যোৎস্নেব খং চন্দ্রং বিন্যস্তা বিশ্বরূপিনী
 বিধুতির্ভাজতেহত্যাং দেবদেবস্য বেশ্মনি ।
 মহাদেবস্য তুল্যানাং রুদ্রাণাস্তু মহাত্মনাম্ ।
 তৎসর্বং নিখিলেনেদং বক্তাদমৃতনিশ্রবন্ ॥
 আপীয় খলু সর্বস্য ভক্ত্যাস্ত্যভিস্ত সুরতাঃ ।
 নাস্তি কিঞ্চিদবিজ্ঞেয়মন্যৈশ্চৈবানুগামিনঃ ।
 প্রশ্নং দেববর প্রাণ যথাবদ্বক্তুমহসি ॥ ৩৩১

আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের পরম পবিত্র অষ্টম
 উপসর্গিক স্থান ও প্রমাণ—যাহা সেই পরমাত্মার
 দিব্যগন্ধে সুসমৃদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত যথাবিৎ
 কীর্তন করিয়াছেন । বস্তুতঃ মহাদেবের মাহাত্ম্য
 সুরগণেরও দুর্বিজ্ঞেয় । তিনি স্বীয়
 মাহাত্ম্যযোগেই সহস্র সহস্র আমতৌজা পার্শ্বচর
 সৃষ্টি করিয়াছেন । অনুকম্পা বিতরণের জন্যই
 ভক্ত জনে যাঁহার সন্মোহ নাই, অপ্রতিম
 রূপশালিনী ব্রাহ্মী লক্ষ্মী স্বয়ং যাঁহার সেবা
 করেন এবং আকাশ ও চন্দ্রকে ব্যাপিয়া জ্যোৎস্না
 যেমন বিরাজ করে, তেমনি তিনি সর্বতোভাবে
 যাঁহার দেহে বিকাশ পাইতেছেন, যে দেবদেবের
 নিলয়ে তদীয় বিশ্বরূপিনী বিভূতি অত্যধিক
 সুশোভিত হইতেছে, এবং মহাত্মা একাদশকোটি
 রুদ্র যে মহাদেবেরই তুল্যাকারে প্রতিভাত, সেই
 দেব-সম্বন্ধীয় এতৎ সমস্ত বৃত্তান্তই ভবদীয় বক্তৃ
 হইতে পীযুষ-ধারার ন্যায় আমরা সম্পূর্ণরূপে
 ভক্তিপূর্বক পান করিয়াছি; তাহাতে আমরা তৃপ্ত
 হইয়াছি ॥ ৩১৫—৩৩০ । এক্ষণে এ সম্বন্ধে
 আমাদিগের আর অভিজ্ঞেয় কিছুই নাই । অতএব
 হে দেববর! প্রাণ! আপনি আমাদিগের আর

সূত উবাচ ।

স খলুবাচ ভগবান্ কিং ভূয়ো বৰ্ত্তরাম্যহম্ ।
কিং ময়া চৈব বক্তব্যং তদ্বদিষ্যামি সূত্রতাঃ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

আদিত্যাঃ পারিনার্ষেয়াঃ সিংহা বৈ ক্রোধ-
বিক্রমাঃ ।

বৈশ্বানরা ভূতগণা ব্যাঘ্রাশ্চৈবানুগামিনঃ ॥ ৩৩৩ ॥
আভূতসংপ্রবে ঘোরে সর্বপ্রাণভূতাং ক্ষয়ে ।
কিমবস্থা ভবন্ত্যেতে তন্নো ব্রুহি যথার্থবৎ ॥

বায়ুরুবাচ ।

এতে যে বৈ ময়া প্রোক্তাঃ সিংসব্যাঘ্রগণৈঃ সহ
যে চান্যে সিদ্ধিসম্প্রাপ্তা মাতরিষা জগাহ দ ॥
ইদঞ্চ পরমং তত্ত্বং সমাখ্যাস্যামি শৃণুতাম্ ।
বিজ্ঞাতেশ্বরসম্ভাবমব্যক্তং প্রভবং তথা ॥ ৩৩৬ ॥
তত্র পূর্বগতাশ্চৈব কুমারা ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥ ৩৩৭ ॥
ধোড়শ্চ কপিলশ্চৈবামানুরিশ্চ মহাযশাঃ ।
মুনিঃ পঞ্চশিখশ্চৈব যে চান্যেহপ্যেবমাদায়ঃ ॥

একটি প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করুন । সূত বলিলেন,—ঋষিগণের কথা শুনিয়া ভগবান্ বায়ু পুনরপি কহিলেন,—হে সূত্রতগণ । আর কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিব ? আমার বক্তব্য আর কি আছে, যে আমি তাহা বলিব ? ঋষিগণ কহিলেন,—সেই মহাদেবের পারিপার্শ্বিক অদিত্যগণ, ক্রোধবিক্রম সিংহগণ, বৈশ্বানর গণ, ভূতগণ ও অনুগামী ব্যাঘ্রগণ, সর্ব প্রাণীর ক্ষয়জনক ভীষণ প্রলয়কালে কোন্ অবস্থায় অবস্থিত হয় ? ইহা আমাদের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন । বায়ু বলিলেন,—এই যে আমি সিংহ ব্যাঘ্রাদি সহ শিবসমীপবর্ত্তীদিগের বৃত্তান্ত বলিয়াছি এবং অন্য যাহারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই পরমতত্ত্ব এক্ষণে ব্যাখ্যান করিতেছি । উহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দন সনক, সনন্দ, সনাতন, বোড়ু, কপিল, আসুরি এবং মহাযশা

ততঃ কালে ব্যতিক্রান্তে কল্পানাংপর্যয়ে গতে
মহভূতবিনাশান্তে প্রলয়ে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৩৩৯ ॥
অনেকরুদ্রকোট্যন্ত যাঃ প্রসন্না মহেশ্বরী ।
শব্দাদীন বিষয়ান্ তোগান্ সত্যস্যাষ্টবিধাশ্রয়ান
প্রবিণ্য সর্বভূতানি জ্ঞানযুক্তেন তেজসা ।
বৈহায়পদমব্যগ্রঃ ভূতানামনুকম্পায়া ॥ ৩৪১ ॥
তত্র যান্তি মহাত্মানঃ পরমাণুং মহেশ্বরম্ ।
তরন্তি সুমহাবর্ত্তাং জন্মমৃত্যুকদাং নদীম্ ॥ ৩৪২ ॥
ততঃ পশ্যন্তি সর্বাণং পরং ব্রহ্মাণমেব চ ।
দেব্যা বৈ সহিতাঃ সপ্ত যা দেব্যাঃ পরিকীর্ণিতাঃ
যন্তঃসহস্রং সিংহানামাদিত্যানাং তথৈব চ ।
বৈশ্বানরভূতভব্যব্যাঘ্রাশ্চৈবানুগামিনঃ ॥ ৩৪৪ ॥
আবেশ্যাশ্বনি তান সর্বান সংখ্যায়োপদ্ববাং-
স্তথা ।

লোকান্ সপ্ত ইমান্ সর্বান্ মহাভূতানি পঞ্চ চ
বিষ্ণুনা সহ সংযুক্তঃ কুরুতি বিকরোতি চ ।

মুনি পঞ্চশিখ, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেকে সেই আদি-কারণ অব্যক্ত ঈশ্বর-সত্তা বিদিত হইয়া পূর্বেই পরম-গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে কল্পাবসানে মহাভূতনিচয়ের বিনাশান্তে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন ঐ অনেককোটি রুদ্রগণ সত্যাবলম্বনে শব্দাদি বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানময় তেজে সর্বভূতে আত্মভাবের উপলব্ধি করিয়া অব্যগ্র বৈহায়-পদে প্রয়াণ করেন । ইহাদের প্রতি মহেশ্বরী প্রসন্না হন । ইহারা পরমাণুস্বরূপ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ জনন-মরণ জলবাহিনী সংসারনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৩১-৩৪২ ॥ অনন্তর উহারা সেই পূর্ববর্ণিত সপ্ত দেবী সহ কেবল ব্রহ্মকেই অবলোকন করেন । সেই যে সহস্র সিংহ, আদিত্য, ও ভূত, ভব্য, অনুগামী ব্যাঘ্রদিগের কথা বলিয়া আসিয়াছি, ভগবান্ ভবদেব সৃষ্টি-প্রলয়ে তাহাদিগের সকলকে এবং সপ্ত লোক ও পঞ্চ মহাভূতদিগকে আত্মায় আরোপিত করিয়া বিষ্ণু

স রুদ্রো যঃ সামময়স্তথৈব চ যজুর্ময়ঃ ।। ৩৪৬ ।।
 স এষ ওতঃ প্রোতশ্চ বহিরন্তশ্চ নিশ্চাৎ ।
 একো হি ভগবান্নাতো হ্যনাদিশ্চাত্ত্বকৃদ্ভিজাঃ ।।
 ভভন্ত ঋষয়ঃ সর্বের্ দিবাকরসমপ্রভাঃ ।
 স্বং স্বমাশ্রমসংবাসমারোপ্যাগ্নিং তথাস্বনি ।।
 কন্মাণা মনসা বাচা বিশুদ্ধেনাস্তুরাত্মনা ।
 অনন্যমনসো ভূত্বা প্রপদ্যন্তে মহেশ্বরম্ ।। ২৪৯ ।।
 ব্রভোপবাসনিরতাঃ সর্বভূতদয়াপরাঃ ।
 যোগমনুপমং দিব্যং প্রাপ্তুং তৈশ্চিহ্নসংশয়েঃ ।।
 প্রপদ্য পরয়া ভক্ত্যা জ্ঞানযুক্তেন তেজসা ।
 তৈর্লব্ধং রুদ্রসালোক্যং শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ।।
 যঃ পঠেত্তপসা যুক্তো বায়ুপ্রোক্তামিমাং স্তুতিম্
 ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা স্বক্ৰিয়াপরঃ
 লভতে রুদ্রসালোক্যং ভক্তিমান্ বিগতজ্বরঃ ।
 অমদ্যপশ্চ যঃ শূদ্রো ভব ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।।

সহ সম্মিলিতভাবে পুনঃপুন তাহাদিগের সৃষ্টি ও সংহার করিতে থাকেন। সংহারকালে তিনি রুদ্ররূপে পরিণত হন। এই রুদ্রই সামময় এবং যজুর্ময়। তিনি অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। হে দ্বিজগণ! তিনিই একমাত্র জগতের নাথ, অনাদি-নিধন ভগবান্। এই কথা শুনিবার পর সেই দিবাকর-দ্যুতি ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রমাবাসে অধ্যাধ্যান করিয়া কন্ম, মন, বাক্য ও বিশুদ্ধ অন্তরাত্মায় অনন্যমনে স্থায় আত্মার সেই মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রত এবং উপবাসে নিয়ত হইলেন এবং সর্বভূতে সদয় হইয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সর্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহারা পরম ভক্তিযোগে জ্ঞানময় তেজে রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করিলেন। তাঁহাদের শাস্বত অব্যয় পদ অধিগত হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা স্বকন্মনিষ্ঠ বৈশ্য, ইহাদের মধ্যে যিনিই একাগ্রতার সহিত এই বায়ুপ্রোক্ত স্তব পাঠ করেন, তিনিই বিগতজ্বর হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। অমদ্যপায়ী, জিতেন্দ্রিয় শূদ্র যদি ভবে

আভূতসংপ্রবাহ্যী অপ্রতীযাতলক্ষণঃ ।
 গাণপত্যং স লভতে স্থানং বা সর্বকামিকম্
 মদ্যপো মদ্যপৈঃ সাদ্ধং ভূতসঙ্কেতশ্চ মোদতে
 সৌহৃদ্যমানো মহীপৃষ্ঠে মর্ত্যানাং বরদো
 ভবেৎ ।

ইতি হোবাচ ভগবান্ বায়ুর্বাণ্যমিদং বরং ।।

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে শিবপূর্ববর্ণনং
 নানৈকশততমোহধ্যায়ঃ ।। ১০১ ।।

দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রত্যাহারং প্রবক্ষ্যামি পরম্যাণ্ডে স্বয়ম্ভুবঃ ।
 ব্রহ্মণঃ স্থিতিকালে তু ক্ষীণে তন্নিঃসৃতদা প্রভো
 যথেন্দং কুরুতেহধ্যাত্মং সুসুস্মৎ বিশ্বমীশ্বরঃ ।
 অব্যাক্তান্ গ্রসতে ব্যক্তং প্রত্যাহারে চ কৃৎস্নঃ

ভক্তিয়ুক্ত হয়, তবে তাহারও প্রলয়াবধি পরমায়ু হইয়া থাকে; সে গাণপত্য অথবা সর্বকাম-সমলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হয়। আর যদি মদ্যপ হইয়া ভবভক্ত হয়, তবে মদ্যপায়ী প্রমথগণ সহ বিহার করিয়া থাকে। সেই মহাদেব মহীপৃষ্ঠে মর্ত্যগণ কর্তৃক অর্চিত হইয়া তাহাদিগের বরপ্রদ হইয়া থাকেন। ভগবান বায়ু এই বাক্যই বলিয়াছেন। ৩৪৩—৩৫৫।

একশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অতঃপর পরম পুরুষ স্বয়ম্ভুর প্রত্যাহার বর্ণন করিতেছি। প্রভু ব্রহ্মার স্থিতিকাল শেষ হইলে সেই পরমেশ্বর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে লুপ্তাকার করিয়া আত্মসাৎ করেন। কল্পক্ষয়কালের অল্পমাত্র অবশেষ থাকিতে সেই ঈশ্বর সৃষ্টির প্রত্যাহার করিতে আরম্ভ করেন। তখন অব্যক্ত ভূত সকল ব্যক্ত ভূতসমূহকে

পত্রং তদনু কল্পানামপুণে কল্পসঙ্ক্ষয়ে ।
উপস্থিতে মহাঘোরে স্থ্যপ্রত্যক্ষে তু কম্যচিৎ ॥
অস্তে দ্রুমম্য সম্প্রাপ্তে পশ্চিমস্য মনোস্তদা ।
অস্তে কলিযুগে তস্মিন্ ক্ষীণে সংহার উচ্যতে
সম্প্রক্ষালে তদা বৃন্তে প্রত্যাহারে স্থ্যপস্থিতে
প্রত্যাহারে তদা তস্মিন্ ভূততন্মাত্রসঙ্ক্ষয়ে ॥
মহাদেবিকারস্য বিশেষান্তম্য সঙ্ক্ষয়ে ।
স্বভাবকারিতে তস্মিন্ প্রবৃন্তে প্রতिसঙ্করে ॥ ৬
আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্বং ভূমেগন্ধাত্মকং গুণম্
আন্তগন্ধা ততো ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥
প্রবিষ্টে গন্ধতন্মাত্রে তোয়াবস্থা ধরা ভবেৎ ॥
আপস্তদা প্রনষ্টা বৈ বেগবত্যো মহাঘনাঃ ।
সর্বমাপূরয়িত্বৈদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ ॥ ৮
অপামন্তি গুণো যন্ত জ্যোতিষে লীয়তে রসঃ
নন্তস্ত্যাপস্তদা তস্ম রসতন্মাত্রসঙ্ক্ষয়াৎ ॥ ৯
তেজসা সংহতরসা জ্যোতিষ্টবং প্রাপ্নুবন্ত্যত ।
প্রপ্তে চ সলিলে তেজঃ সর্বতোমুখমীক্ষ্যতে ॥

গ্রাস করিতে থাকে। দ্রুমনামক অস্তিম মঞ্জুর
অধিকার কালের অস্তে কলিযুগের শেষভাগে
জগতের এক ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হয়।
তখন ব্রহ্মসৃষ্ট সমগ্র জগৎ ক্ষয় পাইয়া অপ্রত্যক্ষ
হইতে থাকে। এই ভাবে জগতের সংহার আরম্ভ
হয়। সেই প্রতিসঙ্কর সময়ে প্রকৃতিবর্শেই মহাদি
বিশেষান্ত জগতের সংক্ষয় হয়। প্রথমতঃ জল
সকল ভূমির গন্ধাত্মক গুণ গ্রাস করিয়া ফেলে;
তাহাতে ভূমি গন্ধহীন হইয়া জলমধ্যে লীন
হইয়া যায়। তখন আর পৃথিবীর উপলব্ধি থাকে
না; কেবলমাত্র জলেরই উপলব্ধি হয়। সর্ব
জগৎ পূরণ করিয়া অবস্থিত সেই জলরাশি
মহাশব্দে মহাবেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে
থাকে। পরে জলের রস গুণ তেজোমধ্যে বিলীন
হয়, তাহাতে রসতন্মাত্র ক্ষয়হেতু জলরাশি
অদৃশ্যভাব লাভ করে। ১—৯। তখন রসসমূহের

অথাগ্নিঃ সর্বতো ব্যাপ্ত আদন্তে তজ্জলং তদা
সর্বমাপূর্য্যতেহর্চিভিস্তদা জগদিদং শনৈঃ ॥ ১১
অর্চিভিঃ সন্ততে তস্মিংস্তির্য্যগূর্ধমধস্ততঃ ।
জ্যোতিবোহপি গুণং রূপং বায়ুরন্তি প্রকাশকম্
প্রলীয়তে তদা তস্মিন্ দীবার্চিরিব মারুতে ॥
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে হতরূপো বিভাবসুঃ ।
উপশাম্যতি তেজো হি বায়ুনা ধূয়তে মহৎ ॥ ১৩
নিরালোকে তদা লোকে বায়ুভূতে চ তেজসি
ততস্ত মূলমাসাদ্য বায়ুঃ সন্তবমান্ননঃ ॥ ১৪
উর্দ্ধং চাধঃ চ তির্য্যক্ চ দোষবীতি দিশো দশ
বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশং গ্রসতে চ তৎ ॥
প্রশাম্যতি তদা বায়ুঃ খন্ত তিষ্ঠত্যনাবৃতম্ ।
অরূপমরসস্পর্শমগন্ধং ন চ মূর্তিমৎ ॥ ১৬
সর্বমাপূরয়নাদৈঃ সূমহত্ত্বং প্রকাশতে ।
পরিমণ্ডলং তচ্ছবিরমাকাশং শব্দলক্ষণম্ ॥ ১৭
শব্দমাত্রং তদাকাশং সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

সংহার করিয়া সর্বব্যাপী মহান্ তেজোরশি
পরিলাক্ষিত হইতে থাকে। জগতের উর্দ্ধ, অধঃ,
পার্শ্ব, সর্বদিকেই মহান্ অগ্নির উপলব্ধি হইয়া
থাকে। পরে প্রদীপরশ্মির ন্যায় সেই
তেজোরশির রূপতন্মাত্র বায়ুমণ্ডলে ক্রমশঃ
বিলীন হইতে থাকে। রূপতন্মাত্র লীন হইলে
সেই অগ্নি বায়ুমধ্যে উপশান্ত হয়। তেজোরশি
বায়ুমধ্যে উপশান্ত লীন হইলে লোকসকল
আলোকহীন হইয়া যায়। কেবলমাত্র আলোকহীন
হইয়া যায়। কেবলমাত্র বায়ুসঞ্চারের উপলব্ধি
হইতে থাকে। তখন মূল কারণ একমাত্র
আকাশমণ্ডলে উর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, সকল দিকেই
কেবল মাত্র বায়ুর সঞ্চারই অনুভূত হয়। পরে
আকাশ সেই বায়ুর স্পর্শগুণকে গ্রাস করিতে
থাকে। তাহাতে বায়ু প্রশান্ত হইয়া যায়।
কেবলমাত্র গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শহীন অমূর্ত
মহাশব্দযুক্ত অবাকাশাত্মক আকাশ সমস্ত
আবরণ করিয়া বর্তমান থাকে। পরে ভূতাদি
তামস অহঙ্কারন্তু সেই আকাশের শব্দ গুণকে
গ্রাস করে; তাহাতে তখন আকাশেরও আর

তং তু শব্দগুণং তম্য ভূতাদিগ্রসতে পুনঃ ॥১৮
 ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্বুতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ।
 অভিমানাত্মকো হ্যেব ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥
 ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ।
 মহানাত্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কল্পো ব্যবসায়কঃ ॥২০
 বুদ্ধির্মনশ্চ লিঙ্গশ্চ মহানক্ষর এব চ।
 পর্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তমাহস্তত্বচিন্তকাঃ ॥২১
 সম্প্রলীনেষু ভূতেষু গুণসাম্যে তমোময়ে।
 স্বাত্মন্যেব স্থিতে চৈব কারণে লোককারণে ॥
 বিনিবৃত্তে তদা সর্গে প্রকৃতিবস্থিতেন বৈ।
 তদাদ্যন্তপরোক্ষত্বাদদৃষ্টত্বাচ্চ কস্যচিৎ ॥২৩
 অনাখ্যানাদবাধত্বাদজ্ঞানাজ্জ্ঞানিনামপি।
 আগতাগতিকত্বাচ্চ গ্রহণং তন্ন বিদ্যতে ॥২৪
 ভাবগ্রাহ্যানুমানাচ্চ চিন্তয়িত্বৈদমুচ্যতে।
 স্থিতে তু কারণে তস্মিন্নিত্যে সদসদাত্মিকে ॥
 অনির্দেশ্যা প্রবৃত্তির্বৈ স্বাত্মিকা কারণেন তু।
 এবং সপ্তাদয়োহভ্যন্তাৎ ক্রমাৎ প্রকৃতয়ন্ত বৈ

উপলব্ধি থাকে না; কেবল মাত্র ভূতেন্দ্রিয়ময়
 অভিমানাত্মক ভূতাদি তামস অহঙ্কারই প্রকাশমান
 থাকে। অতঃপর বুদ্ধিরূপী মহৎ তত্ত্ব সেই
 ভূতাদিকেও গ্রাস করিয়া ফেলে। এই মহত্ত্বই
 সঙ্কল্প ও অব্যবসায়িক আত্মা। তত্ত্বচিন্তক
 জনগণ ইহাকেই বুদ্ধি, মন, লিঙ্গ, মহান্ ও
 অক্ষর, প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া
 থাকেন। ১০—২১। এইরূপে ভূতচয় প্রলীন,
 গুণগণ সাম্যভাবাপন্ন, সমস্ত তমোময়
 লোককারণ কারণসমূহ আত্মাবস্থিত এবং সৃষ্টি
 নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে আদ্যন্তের
 অনুপলব্ধি ও সমস্তেরই অদর্শন ঘটিয়া থাকে।
 নাম বা বুদ্ধির অভাব হেতু তখনকার সেই
 অবস্থা জ্ঞানিগণেরও উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়
 না। অজ্ঞান প্রভাবে তখন গতাগতিক ক্রমেও
 কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না। তথাপি
 তাৎকালিক অবস্থার বিষয়ে কেবলমাত্র চিন্তবৃত্তি
 দ্বারা অনুমান করিয়া বলা যায়, যে, তখন নিত্য
 সদসদাত্মক পরম কারণেই সমস্তের প্রতিষ্ঠা হয়;

প্রত্যাহারে তদা সর্গে প্রবিশস্তি পরস্পরম্।
 যেনেদমাবৃতং সর্বমগুমঙ্গ প্রলীয়তে।
 সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং সপর্বতম্।
 উদকাবরণং যচ্চ জ্যোতিষাং লীয়তে তু তৎ
 যন্তৈজসং চাবরণমাকাশং গ্রসতে তু তৎ।
 যদ্বায়ব্যাং চাবরণমাকাশং গ্রসতে তু তৎ ॥২৯
 আকাশাবরণং যচ্চ ভূতাদিগ্রসিতে তু তৎ।
 ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ ॥
 মহত্ত্বং গ্রসতেহব্যক্তং গুণসাম্যং ততঃ পরম্
 এতৌ সংহারবিস্তারৌ ব্রহ্মাব্যক্তান্তঃ পুনঃ
 সৃজতে গ্রসতে চৈব বিকারান্ সর্গসংযমে।
 সংসিদ্ধকার্যকরণাঃ সংসিদ্ধা জ্ঞানিনস্ত বৈ ॥
 গত্বা জবজ্জবীভাবে স্থানেষু প্রসংযমাৎ।
 প্রত্যাহারে বিযুক্ত্যন্তে ক্ষেত্রজ্ঞাঃ করণৈঃ পুনঃ
 অব্যক্তা ক্ষেত্রমিত্যাছরক্ষা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
 সাধর্ম্যবৈধর্ম্যকৃতঃ সংযোগোহনাদিমাংস্তয়োঃ
 এবং সর্গেবু বিজ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞেদ্বিহ ব্রাহ্মণাঃ।

প্রকৃতি দেবী সেই কারণেই অব্যক্তাকারে অবস্থান
 করেন বলিয়া তখনকার কোন কিছুই নির্দেশ
 করা যায় না। প্রত্যাহারকালে এই প্রকারেই সপ্ত
 প্রাকৃত পদার্থের পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবেশ
 ঘটিয়া থাকে। সপ্তদ্বীপ, গিরি, সমুদ্রাদিসমন্বিত
 সপ্তশোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড তখন তদীয় আবরণ
 জলরাশিতে বিলীন হয়। সেই জলরাশি
 তদীয়াবরণ তেজোমধ্যে, তেজোরাশি
 তদীয়াবরণ বায়ুমধ্যে, বায়ুরাশি তদীয়াবরণ
 আকাশমধ্যে, আকাশ তদীয়াবরণ ভূতাদি
 অহঙ্কারে, ভূতাদি অহঙ্কার বুদ্ধিপদবাচ্য মহত্ত্ব
 এবং মহত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া
 যায়। অতঃপর প্রাকৃত গুণসমূহের সাম্যাবস্থা
 ঘটিয়া থাকে। উক্ত সৃষ্টি-সংহারকার্য ব্রহ্মনিষ্ঠ
 অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতিই
 সকলের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন।
 প্রকৃতিবশেই জ্ঞানময় ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ সৃষ্টিকালে

ব্রহ্মবিচ্ছেব বিজ্ঞেয়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং পৃথক্ পৃথক্
বিষয়াবিষয়ত্বঞ্চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্মৃতম্ ।
ব্রহ্মা তু বিষয়ো জ্ঞেয়োহবিষয়ঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞার্থং প্রচক্ষতে ।
বহুত্বাচ্চ শরীরানাং শরীরী বহুধা স্মৃতঃ ॥৩৭
অব্যুহাসঙ্করাচ্চৈব জ্যোতির্বচ্চ ব্যবহৃতঃ ।
সম্মাৎ প্রতিশরীরং হি সুখদুঃখোপলব্ধিতা ।
তস্মাৎ পুরুষনানাত্বং বিজ্ঞেয়ং তু বিজ্ঞানতা ॥
যদা প্রবর্ততে চৈষাং ভেদানাক্ষেব সংযমাঃ ।
স্বভাবকারিতাঃ সর্বের কালেন মহতা তদা ॥
নিবর্ততে তদা তস্য স্থিতিরাগঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
সহসা যোজ্যকৈঃ সর্বৈর্ব্রহ্মলোকনিবাসিভিঃ ॥
বিনিবৃত্তে তদা রাগে স্থিতাবান্নিবাসিনাম্ ।

কার্য্যকারণরূপে বহুত্ব প্রাপ্ত হয়; আবার লয়কালে
একীভাব গ্রহণ করিয়া থাকে ॥২২—৩৩॥ অব্যক্ত
প্রকৃতিকেই ক্ষেত্র বলা যায়; ব্রহ্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ
শব্দে অভিহিত করা হয় । ইহাদিগের সাধর্ম্য-
বৈধর্ম্য ঘটিত সংযোগ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত
রহিয়াছে । সকল সৃষ্টিতেই ক্ষেত্রজ্ঞগণের এই
প্রকারে আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিয়া থাকে । হে
ব্রাহ্মণগণ! যাহারা পৃথক পৃথকরূপে এই
ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন, তাহাদিগকেই ব্রহ্মবিৎ
বলিয়া জানিবেন । ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের বিষয়ত্ব
ও অবিষয়ত্ব প্রখ্যাত আছে । ব্রহ্মাই বিষয় এবং
অব্যক্তই অবিষয় বলিয়া জ্ঞাতব্য । ক্ষেত্র—
ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারাই অধিষ্ঠিত । ক্ষেত্র-তত্ত্বাভিজ্ঞগণ
এইরূপই বলিয়া থাকেন । শরীরের বহুত্ব নিবন্ধন
শরীরীও বহু বলিয়াই জ্ঞাতব্য; পরন্তু
তেজঃপদার্থের ন্যায় উহা অসংঘাত অথচ
সাম্মিলিতভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে । প্রত্যেক
শরীরেই সুখ-দুঃখাদির পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হয়
বলিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পুরুষ-বহুত্ব অবধারণ
করিবেন । প্রকৃতিবশে যখন এই ভেদপ্রবৃত্তির
সংযম ঘটে, তখন কালাত্মক মহত্ত্ব দ্বারা স্বয়ম্ভুর

তৎকালবাসিনাং তেষাং তদা তদোষদর্শিনাম্
উৎপদাতেহথ বৈরাগ্যমাত্মবাদ প্রণাশনম্ ।
ভোজ্যভোক্তৃদ্বনানাত্বে তেষাং তত্ত্বাবদর্শিনাম্
পৃথগ্জ্ঞানেন ক্ষেত্রজ্ঞাস্ততস্তে ব্রহ্মালৌকিকাঃ
প্রকৃতৌ করণাভীতাঃ সর্বের নানাপ্রশ্নিনঃ ॥
স্বাশ্বন্যোবাবতিষ্ঠন্তে প্রশান্তা দর্শনাত্মকাঃ ।
শুদ্ধা নিরঞ্জনাঃ সর্বের চেতনাচেতনাস্থতা ॥৪৪
তত্রৈব পরিনিব্বানাঃ স্মৃতা নাগামিনস্ত তে ।
নির্গুণত্বান্নয়ান্নানঃ প্রকৃত্যন্তে ব্যতিক্রমাৎ ॥
ইত্যেবং প্রাকৃতঃ প্রোক্তঃ প্রতिसর্গঃ স্বয়ম্ভুবঃ
ভিদ্যন্তে সর্বভূতানাং করণানি প্রসংযমে ॥
ইত্যেব সংযমশ্চৈব তত্ত্বানাং করণৈঃ সহ ।
তত্ত্বপ্রসংযমো হোম স্মৃতো হ্যাবর্তকো দ্বিজাঃ ।
ব্রহ্মাধর্ম্মো ততো জ্ঞানং শুভে সত্যানুতে তথা
উর্দ্ধভাবো হ্যধোভাবঃ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে ॥

স্থিতিবুদ্ধি বিনিবৃত্ত হইয়া যায় । তখন
ব্রহ্মলোকবাসী অপরাপর সকলেই স্থিতিবৃত্তির
দোষ দর্শন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হন । সুতরাং
তাহাদিগের আত্মবাদাত্মক অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া
যায় । তাহাতে সেই ক্ষেত্রজ্ঞসমূহ ভোজ্য-
ভোক্তৃদ্ব-জ্ঞানহীন হইয়া নানাত্বদর্শনাভাবে
প্রশান্ত হইয়া আত্মাকেই অবস্থান করে । সেই
চেতনাচেতনাত্মক ক্ষেত্রসমূহ তখন শুদ্ধ
নিরঞ্জনরূপে সেই প্রকৃতিতেই নির্বাণপ্রাপ্ত হয়;
তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না । প্রকৃতির
নির্গুণাবস্থা হেতু তখন আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞসমূহের
আত্মরূপে কিছুমাত্র উপলব্ধি থাকে না । স্বয়ম্ভুর
প্রাকৃত প্রতिसর্গ এই প্রকার উক্ত হইয়া থাকে ।
প্রকৃতির গুণসংযম বশতঃ তখন সর্বভূতের
সমস্ত করণেরই ভেদ ঘটিয়া থাকে । সেই
গুণসংযম কারণ সহ তত্ত্ব-সমূহের উপসংহার
হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ! এই তত্ত্বসংযম,
আবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৪৪-৪৭॥ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম,
তপ, জ্ঞান, শুভ, অশুভ, সত্য, মিথ্যা, উর্দ্ধভাব,
অবোধবাব, সুখ, দুঃখ, প্রিয়, ও অপ্রিয়,

সর্বমেতৎ প্রয়াতস্য গুণমাত্রাত্মকং স্মৃতম্ ।
 নিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ তদা জ্ঞানিনাং যচ্ছূভাশুভম্ ॥
 প্রকৃত্যৈকৈব তৎসর্বং পুণ্যং পাপং প্রতিষ্ঠিত
 যোন্যবস্থা স্বভাবে চ দেহিনং তু নিষিচ্যতে ॥
 জন্তুনাং পাপপুণ্যং তু প্রকৃতৌ যৎপ্রতিষ্ঠিতম্
 অব্যক্তস্থানি তান্যেব পুণ্যপাপানি জন্তুভিঃ ।
 যোজয়ন্তি পুনর্দেহে দেহান্যত্বে তথৈব চ ॥৫১
 ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তু জন্তুনাং গুণমাত্রাত্মকাবুভৌ ।
 করণৈঃ স্বৈঃ প্রচীয়েতে কায়ত্বেনেহ জন্তুভিঃ ॥
 সুচেতনাঃ প্রলীয়ন্তে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতা গুণাঃ ।
 সর্গে চ প্রতिसর্গে চ সংসারে চৈব জন্তুভিঃ ।
 সংযুক্ত্যন্তে বিযুক্ত্যন্তে করণৈঃ সঞ্চরন্তি চ ॥৬৩
 রাজসী তামসী চৈব সাত্ত্বিকী চৈব বৃত্তয়ঃ ।
 গুণমাত্রাঃ প্রবর্তন্তে পুরুষাধিষ্ঠিতাঙ্গিধা ॥৬৪
 উর্দ্ধং দেবাত্মকং সত্ত্বমধোভাগাত্মকং তমঃ ।
 তয়োঃ প্রবর্তকং মধ্য ইহৈবাবর্তকং রজঃ ॥৬৬
 ইত্যেবং পরিবর্তন্তে ত্রয়ঃ শ্রোতোগুণাত্মকাঃ
 লোকেষু সর্বভূতানাং তন্ন কার্য্যং বিজ্ঞানতা ॥

গুণমাত্রাত্মক এতৎ সমস্ত, জ্ঞানিগণের যাহা
 কিছু শুভাশুভ এবং পাপ-পুণ্যাত্মক, সমস্তই
 তখন প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুনরায়
 সৃষ্টিকালে অব্যক্ত প্রকৃতিস্থ তৎসমস্ত যোনি,
 অবস্থা, পাপ, পুণ্যাদি—দেহিগণের দেহান্তর
 ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই সংযুক্ত হইয়া থাকে।
 জন্তুগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণমাত্রাত্মক; কার্য্য্য বস্থায়
 উহা স্ব স্ব কারণ দ্বারাই উপচিত হইয়া থাকে।
 ক্ষেত্রজ্ঞা ধিষ্ঠিত সুচেতন গুণসমুদায় সৃষ্টি স্থিতি-
 সংহার চালে সংযুক্ত বিযুক্ত ও সঞ্চারযুক্ত
 হইয়া থাকে। পুরুষা ধিষ্ঠিত গুণমাত্রাত্মক
 বৃত্তিনিচয়, রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী এই
 ত্রিবিধরূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। উর্দ্ধভাগ
 দেবাত্মক সত্ত্ব, অধোভাগ জড়াত্মক তম এবং
 এতদুভয়ের প্রবর্তক ইহলোকপ্রাপক রজোগুণ
 মধ্য বলিয়া জ্ঞাতব্য। ত্রিলোকে সর্বভূতের মধ্যেই
 এই ত্রিবিধ ভাবে গুণত্রয় পরিবর্তিত হয়। অতএব

অবিদ্যাপ্রত্যয়ারজ্ঞা আরভান্তে হি মানবৈঃ ।
 এতান্ত গত্যস্তিষ্যঃ শুভাঃ পাপাত্মিকাঃ স্মৃতাঃ
 তমসাভিভবাজ্জন্তুর্য্যাতাত্যং ন বিন্দতি ।
 অতদ্বদর্শনাং সোহুথ ত্রিবিধং বধ্যতে ততঃ ॥
 প্রাকৃতেন চ বন্ধেন তথা বৈকারিকেন চ ।
 দক্ষিণাভিস্তৃতীয়েন বন্ধোহত্যন্তং বিবর্ততে ॥
 ইত্যেতে বৈ ত্রয়ঃ প্রোক্তা বন্ধা হ্যজ্ঞানহেতুকাঃ
 অনিত্যে নিত্যসংজ্ঞা চ দুঃখে চ সুখদর্শনম্ ॥
 অস্মে স্বমিতি চ জ্ঞানমশুচৌ শুচিনিশচয়ঃ ।
 মেষামেতে মনোদোষা জ্ঞানদোষা বিপর্য্যাত্মাং
 রাগদ্বেষণিবৃত্তিচ তজ্জ্ঞানং সমুদাহতম্ ।
 অজ্ঞানং তমসো মূলং কর্ম্মদ্বয়ফলং রজঃ ।
 কর্ম্মজন্তু পুনর্দেহো মহাদুঃখং প্রবর্ততে ॥৬২
 শ্রোত্রজা নেত্রজা চৈব ত্বগ্জিহ্বাশ্রাণতন্তথা ।
 পুনর্ভবকারী দুঃখা কর্ম্মণাং জায়তে তু সা ॥৬৩

জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে গুণগণের অনুষ্ঠানই
 বজ্জনীয়। মানবগণ অবিদ্যাবশে বিবিধ
 কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই ত্রিবিধ শুভ-পাপ-
 মধ্যাত্মক গতি লাভ করিয়া থাকে। জন্তুগণ
 তমোগুণে অভিভূত হইয়া যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত
 হইতে পারে না। সেই নিমিত্তই ত্রিবিধ কর্ম্ম
 দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথম প্রাকৃত বন্ধন,
 দ্বিতীয় বৈকারিক বন্ধন, তৃতীয় দক্ষিণাত্মক
 বন্ধন, এই ত্রিবিধ বন্ধনে জন্তুগণ অতিশয়
 আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অজ্ঞানহেতুক বন্ধনত্রয়ের
 এই আমি বিবৃত করিলাম। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান,
 অশুচিতে শুচিজ্ঞান,—বিপর্য্যয়বশে সজ্ঞাত এই
 সর্বজ্ঞ জ্ঞানদোষ বা মনোদোষ অতীত, তাঁহারাই
 জ্ঞানী এবং তাঁহাদিগের সেই জ্ঞানই
 জ্ঞানপদবাচ্য। তমোগুণ অজ্ঞানজনক এবং
 রজোগুণ বিবিধ কর্ম্মোৎপাদক; সেই কর্ম্মবশেই
 মহাদুঃখদেহোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ৪৮—৬২।
 চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ও ত্বক্, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়
 জন্য পুনর্জন্ম সাধক দুঃখময় কর্ম্মসমূহ প্রাদুর্ভূত

সতৃষ্ণে হতিহিতো বালঃ স্বকৃতেঃ কৰ্মণঃ ফলেঃ
তৈলপালীকবজ্জীবন্তুত্রেব পরিবর্ততে ।।৬৪
তস্মাৎ স্থূলমনর্থানাং জ্ঞানমুপদিশ্যতে ।
তং শত্রুসমবধায়ৈকং জ্ঞানে যত্নং সমাচরেৎ ।।
জ্ঞানন্ধি ত্যজ্যতে সৰ্বং ত্যাগাদ্ভুদ্ধিৰ্বিরজ্যতে
বৈরাগ্যাচ্ছুদ্ধতে চাপি শুদ্ধঃ সত্ত্বেন মুচ্যতে ।।
অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি রাগং ভূতাপহারিণম্ ।
অভিষঙ্গায় যো যস্মাদ্বিষয়োহপ্যবশাস্ত্রনঃ ।।৬৭
অনিষ্টমভিষঙ্গং হি প্রীতিতাপবিবাদনম্ ।
দুঃখলাভেন তাপশ্চ সুখানুস্মরণং তথা ।।৬৮
ইত্যেয বৈষয়ো রাগঃ সত্ত্বত্যাঃ কারণং স্মৃতম্
ব্রহ্মাদৌ স্থাবরাস্তে বৈ সংসারে হ্যাধিভৌতিকে
অজ্ঞানপূৰ্ব্বকং তস্মাদজ্ঞানস্ত বিবজ্জয়েৎ ।।৬৯
ধন্য চার্যং ন প্রমাণং শিষ্টাচারং তথৈব চ ।

হয় । বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই স্বকৃত কৰ্মফলে
ভোগতৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া তৈলযন্তুস্থ
তৈলপালীকসম নিরন্তর সেই কৰ্ম্মময় সংসারেই
পরিবর্তিত হইতে থাকে । এজন্য অজ্ঞানকেই
যাবতীয় অনর্থের মূল বলিয়া নির্বাচন করা
হয় । অতএব সেই অজ্ঞানকেই একমাত্র শত্রু
বলিয়া অবধারণপূর্বক জ্ঞানার্জনে যত্নপরায়ণ
হওয়া কর্তব্য । জ্ঞানফলে অজ্ঞানত্যাগ, তাহা
হইতে বৈরাগ্যবুদ্ধি, তাহা হইতে সত্বশুদ্ধি ও
সত্ত্বশুদ্ধির ফলে মুক্তিলাভ হয় । ৬৩—৬৬ ।
অতঃপর প্রাণিবর্গের মোহকর রাগের বিবরণ
বলিতেছি; এই রাগের প্রভাবেই প্রাণীরা
অবশভাবে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে । অনুরাগবশেই
প্রীতি, তাপ ও বিষাদোৎপত্তি ঘটে । কান্ধিত
বিষয়ে বাধা ঘটিলেই দুঃখ জন্মে এবং তখন
সুখের স্মৃতি মনোমধ্যে সমুদিত হয় । ব্রহ্মাদি
স্থাবরাস্ত আবিভৌতিক সংসারে এই অনুরাগের
ফলেই জীবের উৎপত্তি ঘটে । পরন্তু অজ্ঞান
হইতেই এই অনুরাগের উৎপত্তি; সুতরাং সেই
অজ্ঞানকেই বর্জন করা কর্তব্য । আর্য মত বা

বর্ণাশ্রমবিরোধী যঃ শিষ্টশাস্ত্রবিরোধকঃ ।।৭০
এষ মার্গো হি নিরধি তির্যগ্‌যোনৌ চ কারণম্
তির্যগ্‌যোনিগতৈকৈকব রিণং স নিরুচ্যতে ।।
বিবিধা যাতনাস্থানে তির্যগ্‌যোনৌ চ বদ্ধিধে
কারণে বিষয়ে চৈব প্রতিঘাতস্ত সৰ্ব্বশঃ ।।৭২
অনৈশ্বর্য্যস্ত তৎসৰ্বং প্রতিঘাতাত্মকং স্মৃতম্ ।
ইত্যেযা তামসী বৃত্তির্বুতাদীনাং চতুর্বিধা ।।
সত্ত্বমাত্রকং চিত্তং যথা সত্ত্বপ্রদর্শনাৎ ।
তত্ত্বানাঞ্চ তথা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা বৈ তত্ত্বদর্শনাৎ ।।৭৪
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞানানাত্মমেতজ্ জ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
নানাত্তদর্শনং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্বৈযোগমুচ্যতে ।।৭৫
তেন বন্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ
সংসারে বিনিবৃন্তে তু মুক্তো লিঙ্গেন মুচ্যতে ।।
নিঃসন্ধকো হ্যচেতন্যঃ স্বাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
স্বাত্মব্যবস্থিতশ্চাপি বিরূপাখ্যেন লিখ্যতে ।।

শিষ্টাচার উক্ত অজ্ঞানের অনুকূল নহে; উহা
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও শিষ্টানুমত শাস্ত্রের বিরোধী ।
এই অজ্ঞান পথ অস্থির এবং তির্যক্‌যোনিরও
কারণ । আবার তির্যক্‌যোনি হইতেও অপর
যাতনাস্থান প্রাপ্তির উহাই কারণ । জীব, সেই
অজ্ঞানবশেই বিবিধ যাতনা স্থান ও ষড়বিধ
তির্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া কামনাপ্রতিঘাতজন্য
নানা দুঃখ উপভোগ করে । ভূতবর্গের তামসী
অজ্ঞানবৃত্তি চতুর্বিধা; উহা সর্বথা
ইচ্ছাপ্রতিঘাতাত্মক অনৈশ্বর্য্যময় । চিত্ত,
সত্ত্বমাত্রাত্মক; তত্ত্ববিচার দ্বারা সত্ত্বের স্ফুরণ
হয়; তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে । সত্ত্ব ও
ক্ষেত্রজ্ঞের নানাত্ত-জ্ঞানই জ্ঞান পদবাচ্য । এই
জ্ঞান হইতে যোগোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে । ফলতঃ
চিত্তের সত্ত্ব-তার-তমাবশেই সংসারে বন্ধন ও
মুক্তি হয় । মুক্ত হইলে লিঙ্গশরীরের বিনাশ
হইয়া থাকে । মুক্তাবস্থায় চিত্ত সর্বসম্বন্ধ হীন,
অচেতনাকারে আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে । এই
অবস্থাকে বিরূপসংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় ।

ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং সমাসাজ্জ্ঞান-

মোক্ষয়োঃ ।

স চাপি ত্রিবিঃ প্রোক্তো মোক্ষো বৈ

তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৭৮

পূর্ব্বং বিয়োগো জ্ঞানেন দ্বিতীয়ো রাগ ঙ্ক্ষয়াৎ
লিঙ্গাভাবস্তু কৈবল্যং কৈবল্যাত্তু নিরঞ্জনম্ ॥
নিরঞ্জনত্বাচ্ছূন্যস্ত ততো নেতা ন বিদ্যতে ।
তৃণলক্ষ্যাত্তৃতীয়স্ত ব্যাখ্যাতং মোক্ষকারণম্ ।
নিমিত্তমপ্রতীঘাত ইষ্টশব্দাদিলক্ষণে ॥ ৮০
অষ্টাবেতানি রূপাণি প্রাকৃতানি যথাক্রমম্ ॥
ক্ষেত্রজৈবসজ্যস্তে গুণমাত্রাত্মকানি তু ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বৈরাগ্যং দোষদর্শনাৎ ॥
দিব্যে চ মানুষে চৈব বিষয়ে পঞ্চলক্ষণে ।
অপ্রদ্বেষোহনভিষঙ্গঃ কর্তব্যো দোষদর্শনাৎ ॥
তাপপ্রীতিবিষাদানাং কার্যং তু পরিবর্জ্জনম্ ।
এবং বৈরাগ্যমাত্মায় শরীরী নির্মামো ভবেৎ
অনিত্যমশিবং দুঃখমিতি বুদ্বানুচিন্তা চ ।

এই আমি সংক্ষেপে জ্ঞান ও মোক্ষের কথা
কহিলাম । তত্ত্বদর্শীরা সেই মোক্ষকে ত্রিবিধ বর্ণন
করেন । জ্ঞান প্রভাবে বিষয়বিয়োগ জন্য এক
প্রকার মোক্ষ হয় । তৎফলে রাগক্ষয়হেতু, লিঙ্গ
ভাব, তজ্জন্য কৈবল্য, নিরঞ্জনত্ব, তন্নিমিত্ত
শূন্যত্ব, এবং তাহা হইতে নিষ্ক্রিয়ত্ব জন্মে । এই
মোক্ষ, দ্বিতীয় প্রকার । আর তৃণলক্ষ্য জন্য যে
মোক্ষ, তাহাই তৃতীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত ।
মোক্ষাবস্থায় শব্দাদি বিষয়সমূহে প্রতীঘাতজ
দুঃখানুভূতি থাকে না । প্রকৃতির গুণ মাত্রাত্মক
পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ রূপ, যথা-নিয়মে
ক্ষেত্রজসমূহে অবসজ্জ হইয়া থাকে ৬৭—৮১ ।
অতঃপর দোষদর্শনহেতু বৈরাগ্যের বিবরণ
বলিতেছি । দিব্য ও মানুষ পঞ্চবিধ বিষয়সমূহে
দোষ দর্শনহেতু অনাসক্তি ও দ্বেষাভাব অবলম্বন
করা কর্তব্য । তাপ, প্রীতি ও বিষাদের বর্জ্জন
করিয়া দেহিগণের বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক নির্মম
হওয়া উচিত । এ সংসার অনিত্য, অমঙ্গলাদায়

বিশুদ্ধং কার্য্যকরণং সত্বান্যেতি বশস্ত য়ে ।

পরিপক্ককষায়ো হি কৃৎস্নান্ দোষান্ প্রপশ্যতি

ততঃ প্রাণকালে হি দৌৰ্বৈনৈমিত্তিকৈস্তথা ॥

উদ্বা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ ।

স শরীরমুপাশ্রিত্য কৃৎস্নান্ দোষান্ রূপদ্বি বৈ

প্রাণস্থানানি ভিন্দন হি চ্ছিন্দন্মাণ্যতীত্য চ

শৈত্যাৎ প্রকুপিতো বায়ুরূর্দ্ধং তু ক্রমতে ততঃ

স চায়ং সর্ব্বভূতানাং প্রাণস্থানেষবস্থিতঃ ।

সমাসাৎ সংবৃতে জ্ঞানে সংবৃতেষু চ কর্ম্মসু ॥

স জীবোহনভ্যধিষ্ঠানঃ কর্ম্মভিঃ শ্বেঃ পুরাকৃতৈঃ

অষ্টাঙ্গপ্রণিবৃত্তীর্কৈ স বিচ্যাবয়তে পুনঃ ॥ ৯০

শরীরং প্রজহন্ সো বৈ নিরুচ্ছ্বাসস্ততো ভবেৎ

এবং প্রাণৈঃ পরিত্যক্তো মৃত ইভ্যভিধীয়তে

যথেষ্ট লোকে খদ্যোতং নীরমানমিতস্ততঃ ।

রঞ্জনং তদ্বধে যস্তু নেতানেতা ন বিদ্যতে ॥

ও দুঃখময়, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য ও
কারণসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয় ।

এরূপ করিলে সমস্ত প্রাণী তাহার বশীভূত
হইয়া থাকে । চিত্তের কষায়ভাবের পরিপাক
ঘটিলে সমগ্র দোষদর্শনে সামর্থ্য জন্মে । এইরূপ
দোষদর্শী ব্যক্তির মৃত্যুকালে যখন নৈমিত্তিক
দোষরাশি দ্বারা প্রকুপিত উদ্বা তীব্র বায়ুচালিত
হইয়া শরীরমধ্যে দোষসমূহের অবরোধ করে,
তখন প্রাণস্থান সকল ভিন্ন এবং মর্মান্থান সকল
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে । নিম্নাঙ্গে উদ্বার
অভাবে শৈত্যাধিক্যহেতু প্রকুপ্ত হইয়া বায়ু তখন
উর্দ্ধগামী হয় । তদবস্থায় সর্ব্বভূতের প্রাণস্থানস্থ
জীব, পুরাকৃত কর্ম্মবশে জ্ঞান ও কর্ম্মের অবরোধ
হেতু অষ্টাঙ্গ প্রাণবৃত্তির ব্যত্যয় নিমিত্ত শ্বাস-
প্রশ্বাস-রহিত হইয়া শরীর পরিহার করে । সেই
প্রাণহীন শরীরকে মৃত সংজ্ঞায় অতিহিত করা যায় ।
ইত্যন্তঃ নীরমান খদ্যোতের প্রকাশে যেমন তদীয়
নেতাও বিদ্যোভিত হয়, কিন্তু খদ্যোতের মরণে
নেতার আর উপলব্ধি থাকে না, প্রাণহীন দেহও

তৃষণক্ষয়তৃতীয়স্ত ব্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণম্ ।
শব্দাদ্যে বিষয়ে দোষবিষয়ে পঞ্চলক্ষণে ॥৯৩
অপ্রদ্বৈবোহনভিষঙ্গঃ প্রীতিতাপবিবজ্জনম্ ।
বৈরাগ্যকারণং হ্যেতৎ প্রকৃतीনাং লয়স্য চ ॥৯৪
অষ্টৌ প্রকৃতয়ো জ্ঞেয়াঃ পূৰ্ব্বোক্তা বৈ

যথাক্রমম্ ।

অব্যক্তাদ্যাস্ত বিজ্ঞেয়া ভূতাস্তাঃ প্রকৃতেল্লয়াঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ শিষ্টাঃ শাস্ত্রাবিরোধিনঃ ।
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্মোহয়ং দেবস্থানেষু কারণম্ ॥৯৬
ব্রহ্মাদীনি পিশাচাস্তান্যষ্টৌ স্থানানি দেবতাঃ ।
ঐশ্বর্যমণিমাধ্যং হি কারণং হ্যষ্টলক্ষণম্ ॥৯৭
নিমিত্তম প্রতীঘাত ইষ্টে শব্দাদিলক্ষণে ।
অষ্টাবেতানি রূপাণি প্রাকৃতানি যথাক্রমম্ ॥৯৮
ক্ষেত্রজ্ঞেয়নুষজ্যস্তে গুণমাত্রাত্মকানি তু ।
প্রাবৃট্‌কালে পৃথক্‌ন পশ্যন্তীহ ন চক্ষুষা ॥৯৯

তদ্রূপ । তৃষণক্ষয়ই তৃতীয় মোক্ষকারণ বলিয়া
বিখ্যাত । দোষহেতু পঞ্চবিধ শব্দাদি বিষয়ে
দ্বৈবাভাব ও আসক্তিরাহিত্য, আর তত্ত্বং বিষয়ে
প্রীতি ও অপ্রীতি বজ্জন; ইহা বৈরাগ্যের কারণ
বলিয়া স্থিরীকৃত । ইহার ফলে প্রকৃতির লয়
আয়ত্তীভূত হয় । পূর্বোক্ত অব্যক্তাদি পঞ্চভূতাস্ত
অষ্টবিধ প্রকৃতির যথাক্রমে লয় অভ্যাস করিতে
হয় । শাস্ত্রাবিরোধী বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠায়ী জনগণই
শিষ্টপদ-বাচ্য । তাঁহারা যে ধর্মানুষ্ঠান করেন
তাহাই দেবত্ব লাভের কারণ । ব্রহ্মাবধি পিশাচাস্ত
অষ্টবিধ দেবসৃষ্টি । অণিমাди অষ্টবিধ ঐশ্বর্য এই
অষ্টবিধ সৃষ্টিভেদের হেতু । এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের
তারতম্যে শব্দাদি অষ্টলক্ষণাত্মক ইষ্ট বিষয়ে
প্রতীঘাতের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে । সেই
প্রাকৃত গুণমাত্রাত্মক অষ্টবিধ রূপ ক্ষেত্রজ্ঞসমূহে
সংক্রান্ত হয় । বর্ষাকালে নভোমণ্ডলগত মেঘমধ্যে
ধূমাদি পদার্থের চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ না হইলেও
যেমন অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, তদ্রূপ
জীবও প্রত্যক্ষবিষয়ীকৃত না হইলেও সিদ্ধগণ
দিব্য চক্ষে তাহাকে অবলোকন করিয়া থাকেন ।

পশ্যন্ত্যেবংবিধং সিদ্ধা জীবং দিব্যেন চক্ষুষা ।
স্বাবিতি স্থানপানশ্চ যোনিঃ প্রবিশতস্তথা ॥১০০
তির্য্যগ্‌র্দ্ধমবস্তাচ্চ ধাবতোহপি যথাক্রমম্ ।
জীব প্রাণাস্তথা লিঙ্গং কারণঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥১০১
পর্যায়বাচকৈঃ শব্দৈরেকার্থৈঃ সোহভিলিখ্যতে
ব্যক্তাব্যক্তে প্রমাণোহয়ং স বৈ রূপস্ত কৃৎসনঃ
অব্যক্তাস্তগৃহীতঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতঞ্চ যৎ ।
এবং জ্ঞাত্বা শুচির্ভূত্বা জ্ঞানাদে বিপ্রমুচ্যতে ॥
নষ্টধৈব যথা তত্ত্বং তত্ত্বানাং তত্ত্বদর্শনে ।
যথেষ্টং পরিনির্বাতি ভিন্নে দেহে সুনিবৃত্তে ॥
ভিদ্যতে কারণঞ্চাপি অব্যক্তজ্ঞানিনস্তথা ।
মুক্তো গুণশরীরেণ প্রাণাদ্যেন তু সর্বশঃ ॥
নান্যচ্ছরীরমাদত্তে দন্ধে বীজে যথাক্ষুরঃ ।
জীবিকঃ সর্বসংসারাদ্বীজশরীরমানসঃ ॥১০৬
জ্ঞানাত্তদুর্দশাচ্ছুদ্ধঃ প্রকৃতিং সোহনুবর্ততে ।
প্রকৃতিং সত্যমিত্যাখবিকারোহনুতমুচ্যতে ॥

জীব দ্বিজাদি উচ্চযোনির ন্যায় ব্যাধাদি হীন-
যোনিতে প্রবেশ করে; ফলতঃ উর্দ্ধ অধঃ পার্শ্ব
সকল দিকেই যাতায়াত করিয়া থাকে । জীব,
প্রাণ, লিঙ্গ, কারণ প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দে
সেই জীবেরই উল্লেখ হইয়া থাকে । সেই জীবই
ব্যক্তাব্যক্ত সমগ্র জগদাকারে পরিব্যক্ত ।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অব্যক্তাস্ত সমগ্র জগতের এই
কারণতত্ত্ব অবগত হইলে নিষ্কল্মষ হইয়া মুক্তি
লাভ করা যায় ৮২—১০৩ । জাগতিক
পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞান হইলে দেহপাতাস্তে জীব
যথেষ্ট স্বাধীন ভাবে বহির্গত হইয়া থাকে ।
অব্যক্তজ্ঞানীর জন্মকারণ সকলের নাশ হেতু
প্রাণাদি গুণপরিণামসমূহ বিযুক্ত হয় । তখন
শারীর ও মানস কন্মবীজ থাকে না বলিয়া দন্ধ
বীজ হইতে যেমন অকুরোদগম হয় না, তদ্রূপ
সেই জীবেরও আর শরীরান্তর ঘটে না । সে
তখন চতুর্দশ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া
প্রকৃতিতেই প্রতিনিবৃত্ত হয় । প্রকৃতি সত্য, বিকার

অসম্ভাবোহনৃতং জ্ঞেয়ং সম্ভাবঃ সত্যমুচ্যতে ।
 অনামরূপক্ষেত্রজ্ঞানামরূপং প্রচক্ষতে ॥১০৮
 যস্মাৎ ক্ষেত্রং বিজানাতি তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে
 ক্ষেত্র প্রত্যয়তো যস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ শুভ উচ্যতে
 ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্মর্যতে তস্মাৎ ক্ষেত্রং তজ্জৈব-
 ভাব্যতে ।

ক্ষেত্রস্ত প্রত্যয়ং দৃষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রত্যয়ী সদা ।
 ক্ষয়ণাৎ করণাচ্চৈব ক্ষতত্রাণাত্ত্বৈব চ ।
 ভোগ্যত্বাদ্বিবরত্বাচ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রবিদো বিদুঃ
 মহাদ্যৎ বিশেষাত্ত্বং সর্বৈরূপ্যং বিলক্ষণম্ ।
 বিকারলক্ষণং তদ্বৈ সাক্ষরক্ষরমেব চ ॥১১২
 তমের চ বিকারস্ত যস্মাদ্ভৈ করতে পুনঃ ।
 তস্মাচ্চ করণাচ্চৈব ক্ষরমিত্যভিধীয়তে ॥
 সংসারনরকেভ্যশ্চ ত্রায়তে পুরুষঞ্চ যৎ ।
 দুঃখত্রাণাৎ পুনশ্চাপি ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
 সুখদুঃখমোহভাবাভ্যোজ্যমিত্যভিধীয়তে ।

মিথ্যা, অসম্ভাব মিথ্যা, সম্ভাবই সত্য; সুধীগণ
 এইরূপই বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ নামরূপহীন,
 পরন্তু তাঁহাতে নাম-রূপের কল্পনা করা হয়
 মাত্র। ক্ষেত্রকে জানেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ
 বলে। ক্ষেত্রজ্ঞান জন্মিলেই জীবের মঙ্গল লাভ
 হয়; এজন্য ক্ষেত্রজ্ঞকে শুভসংজ্ঞায় অভিহিত
 করা যায়। জনগণ এই কারণেই সতত ক্ষেত্রজ্ঞের
 স্মরণ করেন; এবং ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-শালীরা
 ক্ষেত্রেরই ভাবনা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র প্রত্যয়
 এবং ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যয়ী। ক্ষরণ, করণ, ক্ষতত্রাণ,
 ভোগ্যত্ব ও বিষয়ত্ব নিবন্ধন ক্ষেত্রবিদগণ উহাকে
 ক্ষেত্রসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। সর্বৈরূপ্য
 বিলক্ষণ মহাদাদি বিশেষাত্ত্ব ক্ষরাক্ষর সমস্তই
 বিকার-পদবাচ্য। সেই বিকারসমূহের ক্ষরণ
 করেন বলিয়া ক্ষর নাম প্রযুক্ত হয়। সংসারনরক
 হইতে পুরুষকে পরিত্রাণ করেন বলিয়াও
 ক্ষেত্রসংজ্ঞা নির্বাচিত হইয়াছে। ১০৪—১১৪ ।
 সুখ, দুঃখ ও মোহ এই ভাবত্রয় ভোজ্য পদবাচ্য।

অচেতনত্বাদ্বি বিষয়ে তদ্বিধর্ম্মং বিভুঃ স্মৃতম্ ॥
 ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি বিকারপ্রসূতং তু তৎ ।
 অক্ষরং তেন চাপ্যুক্তমক্ষীগতাত্ত্বৈব চ ॥১১৬
 যস্মাৎ পূর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ।
 পূরপ্রত্যয়িকো যস্মাৎ পুরুষেত্যভিধায়তে ॥
 পুরুষং কথয়াম্যদ্য কথং তজ্জৈব বিভাব্যতে ।
 শুদ্ধো নিরঞ্জনাত্ত্বো জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জিতঃ ॥
 অস্তি নাস্তীতি সোহন্যো বা বদ্ধো মুক্তো
 গতঃ স্থিতঃ ।

নৈহেতিকান্তনির্দেশ্যসূক্তস্তশ্চিন্ন বিদ্যতে ॥
 শুদ্ধত্বাৎ তু দেশ্যো বৈ হৃষ্টত্বাৎ সমদর্শনঃ ।
 আত্মপ্রত্যয়কারী স ন ন্যূনং চাপি হেতুকম্ ।
 ভাবগ্রাহ্যমনুমান্যং চিত্তয়ন প্রমুহ্যতে ॥১২০
 যদা পশ্যতি জ্ঞাতারং শান্তার্থং দর্শনাত্মকম্ ।
 দৃশ্যাদৃশ্যে নির্দেশ্যং তদ্বা তদুদ্বরণং বরম্ ॥
 এবং জ্ঞাতা সুবিজ্ঞাতা ততঃ শান্তিং নিষচ্ছতি

অচেতন বিষয়াশ্রয়ে উক্ত ধর্ম্মত্রয় প্রতিষ্ঠিত।
 বিকার ধর্ম্ম ক্ষয়, ক্ষরণ, ও ক্ষীণতা নাই বলিয়া
 অক্ষয় নাম নির্বাচিত হইয়াছে। পুন্নে শয়ন
 করেন বলিয়া পুরুষসংজ্ঞা এবং পুরের জ্ঞান
 আছে বলিয়াও পুরুষ নাম নির্বাচিত হয়।
 এক্ষণে পুরুষতত্ত্বজ্ঞাগণ কিপ্রকারে পুরুষত্ব জ্ঞাত
 হয়েন, তদ্বিবরণ বলিতেছি। পুরুষ,—শুদ্ধ,
 নিরঞ্জন, জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জিত ও অস্তি-নাস্তি
 প্রত্যয়রঞ্জিত। তাঁহাতে গত, স্থিত, বদ্ধ, মুক্ত
 ইত্যাদি কোন বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে
 না। শুদ্ধত্বহেতু তিনি অনির্দেশ্য এবং সদা
 আনন্দস্বরূপ বলিয়া সমদর্শন। তিনি আত্মানন্দে
 নিমগ্ন; তাঁহাতে কোনও হেতু বিদ্যমান নাই।
 তিনি ভাবগ্রাহ্য ও অনুমানমাত্রগম্য। তাহাকে
 চিন্তা করিলে আর মুক্ত হইতে হয় না। এই
 দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের উপশমস্থান, জ্ঞানময়,
 অনির্দেশ্য পরম পুরুষের দর্শন লাভ করিলে
 মানবের উদ্ধার লাভ হয়। যাহার এই পুরুষতত্ত্ব
 জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞাতা প্রকৃতিস্থ হইয়া

কার্যে চ কারণে চৈব বুদ্ধ্যাতৌ ভৌতিকৈ তদা
সম্প্রযুক্তো বিষুক্তো বা জীবতো বা মৃতস্য চ
বিজ্ঞাতা ন চ দৃশ্যেতে পৃথক্ভেদেনৈহ সর্বশঃ ॥
স্বেনাত্মানং তমাত্মানং কারণাত্মা নিষচ্ছতি ।
প্রকৃতৌ কারণে চৈব স্বাত্মন্যোবোপতিষ্ঠতি ॥
অস্তি নাস্তীতি সোহন্যো বা ইহামুত্রেতি বা
পুনঃ ।

একত্বং বা পৃথক্ভং বা ক্ষেত্রজপুরুষেতি বা
আত্মবান্ স নিরাত্মা বা চেতনোহচেতনোহপি
বা ।

কর্তা বা সোহপ্যকর্তা বা ভোক্তা বা ভোজ্য-
মেব বা ॥১২৫

যজ্ঞ জ্ঞাত্বা ন নিবর্তন্তে ক্ষেত্রজ্ঞে তু নিরঞ্জনে ।
অবাচ্যং তদনাখ্যানাদগ্রাহ্যত্বাদহেতুনি ॥১৩৬
অপ্রতর্ক্যমচিন্ত্যত্বা বাপ্যত্বাচ্চ সর্বশঃ ।
নাভিলিম্পতি তত্তত্ত্বং সম্প্রাপ্য মনসা সহ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞে নিৰ্গুণে শুদ্ধে শাস্ত্রে ক্ষীণে নিরঞ্জনে
ব্যপেতসুখদুঃখে চ নিরুদ্ধে শান্তিমাগতে ॥
নিরাত্মকে পুনস্তম্ভিন্ বাচ্যাবাচ্যো ন বিদ্যতে ।

কারণাত্মাতেই অবস্থান করেন । কার্য-কারণাত্মক
বুদ্ধ্যাদি ভৌতিক পদার্থচরে, সংযুক্ত বা বিযুক্ত,
জীবিত বা মৃত, সর্বভূতে পৃথক্ভূতপে বিজ্ঞাতা,
মানব আত্মা দ্বারা সেই কারণাত্মাতে মিলিত
হইয়া থাকেন । সেই পুরুষ ইহ বা পরলোকে
আছেন বা নাই; তিনি এক বা অনেক, ক্ষেত্রজ্ঞ
বা পুরুষ, আত্মবান্ বা অনাত্মা, চেতন বা
অচেতন, কর্তা বা অকর্তা, ভোক্তা বা ভোজ্য,
ইত্যাদি কোন ব্যাপদেশযোগ্য নহেন । বস্তুতঃ
যে নিরঞ্জন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান হইলে
পুনরাবৃত্তি রহিত হয়, তাঁহার কোনও সংজ্ঞা না
থাকায় তিনি চিন্তার অতীত ও সকলের গম্য
বলিয়া অপ্রতর্ক্য । মনের সাহায্যে তাহাকে প্রাপ্ত
হইলে আর বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না ॥১১৫—
১২৭ । ক্ষেত্রজ্ঞ, বাসনাক্ষয় নিবন্ধন সুখঃদুঃখহীন

এতৌ সংহারবিস্তারৌ ব্যক্তাব্যক্তৌ ততঃ পুন
সৃজতে প্রসতে চৈব গ্রন্থঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং সর্বং পুনঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥
অধিষ্ঠানপ্রবৃত্তেন তস্য তেহবুদ্ধিপূর্বকম্ ।
সাধর্ম্য্যবৈধর্ম্য্যকৃতঃ সংযোগো বিধিতস্তয়োঃ ।
অনাদিমান্ স সংযোগো মহাপুরুষজঃ স্মৃতঃ ।

যাবচ্চ সর্গপ্রতিসর্গকাল-

স্তাবচ্চ তিষ্ঠতি সুসম্মিরুদ্ধঃ ।

পূর্বং হিতব্যে তদবুদ্ধিপূর্বং

প্রবর্ততে তৎপুরুষার্থমেব ॥১৩২

এষা নিসর্গ প্রতিসর্গপূর্বং

প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ ।

অনাদ্যনন্তা হ্যভিমানপূর্বকং

বিদ্রাসয়ন্তী জগদভ্যুপৈতি ॥১৩৩

ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গস্থতীয়ো হেতুলক্ষণঃ ।

উক্তো হ্যগ্নিংস্তদাত্যস্তং করজ্ঞস্তং প্রমুচ্যত ॥

নিৰ্গুণ শুদ্ধ শাস্ত্র নিরাত্মক নিরঞ্জে বিলীন
হইলে তখন আর বাচ্যাবাচ্য থাকে না । এই
ব্যক্তাব্যক্ত সৃষ্টি-সংহার সেই পরম পুরুষ হইতেই
হইয়া থাকে । ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই সমগ্র জগৎ
সেই পরম পুরুষই সৃজন করেন এবং লয়কালে
গ্রাস করিয়া থাকেন । তদীয় অধিষ্ঠানভূত মূল
প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশেই অবুদ্ধিপূর্বক এই সৃষ্টির
সাধিত হইয়া থাকে । প্রকৃতি-পুরুষের সেই
সংযোগ সাধর্ম্য্য-বৈধর্ম্য্য ঘটিত; উহার আদি
কাল নাই; চিরকালই উহা বিদ্যমান । সৃষ্টির
আদি কাল হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সেই পরম
পুরুষকে প্রকৃতি দেবী আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া
রাখেন; তদবস্থায় পুরুষের অবুদ্ধিপূর্বকই এই
সৃষ্টি প্রবর্তিত হয় । এই সৃষ্টি-সংহার কার্যে
প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই কারণ; তবে পুরুষ
উদাসীন মাত্র । অভিমানাত্মক এই সৃষ্টিসংহার
ব্যাপার অনাদি ও অনন্ত । ইহা বিষয় চিন্তা
করিলেও অন্তরে ত্রাস জন্মে । প্রাকৃত সৃষ্টির এই
তৃতীয় প্রকার হেতু বর্ণিত হইল । এ তত্ত্বের

ইত্যেব প্রতিসর্গো বদ্বিবিধঃ কীর্তিতো ময়া ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ত্তয়াম্যহম্ ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে প্রতিসর্গ-
বর্ণনং নাম দ্বাদ্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০২

ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্তিতম্ ।
প্রজানাং মনুভিঃ সার্কং দেবানামৃষিভিঃ সহ ॥১
পিতৃগন্ধর্বভূতানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্ ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষাণামেব পক্ষিণাম্ ॥২
অত্যদ্ভুতানি কৰ্ম্মাণি বিধিমান্ ধম্মনিশ্চয়ঃ ॥৩
বিচিত্রাশ্চ কথাযোগা জন্ম চাগ্র্যমনুত্তমম্ ।
ভৎকথ্যমানমস্মাকং ভবতা শ্লক্ষুয়া গিরা ।
মনঃকৰ্ম্মসুখং সৌতে শ্রীণাত্যাভূতসংপ্রবম্ ॥৪
এবমারম্ভ্য তে সূতং সংকৃত্য চ মহর্ষয়ঃ ।

কার্য-কারণজ্ঞ জনগণ ইহা হইতে মুক্তি লাভ
করিতে পারেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট
ত্রিবিধ প্রতিসর্গ যথাক্রমে সবিস্তারে কীর্তন
করিলাম। অতঃপর অপর কোন বিষয় বর্ণন
করিব? ১২৮—১৩৫।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০২॥

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত। আপনি দেব,
মনু, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস,
দৈত্য, দানব, যক্ষ, পক্ষী, প্রভৃতি প্রজাবর্গের
অত্যদ্ভুত কৰ্ম্ম, অত্যগ্র অনুত্তম জন্ম, সবিধি
ধর্ম্ম, ও বিচিত্র বিবিধ কথা মনঃকৰ্ম্মসুখাবহ
মনোহর বচনাবলী দ্বারা বর্ণন করিয়া
আমাদিগের পরম পরিতোষ সাধন করিয়াছেন।
ইহা শ্রবণে জগতে কাহারই বা শ্রীতি না জন্মে?

পপ্রচ্ছুঃ সত্রিণঃ সর্ব্ব পুনঃ সর্গপ্রবর্ত্তনম্ ॥৫
কথং সূত মহাপ্রাজ্ঞ পুনঃ সর্গঃ প্রপৎস্যতে ।
বন্ধেষু সম্প্রলীনেষু গুণসাম্য তমোময়ে ॥৬
বিকারেববিসৃষ্টেষু অব্যক্তে চাত্মনি স্থিতে ।
অপ্রবৃন্তে ব্রহ্মণানু মহাসাধুজ্যগৈস্তদা ।
কথং প্রপৎস্যেতে সর্গস্তমঃ প্রবৃহি পৃচ্ছতাম্
এবমুক্তস্ততঃ সূতস্তদাসৌ লোমহর্ষণঃ ।
ব্যাখ্যাতুমুপচক্রাম পুনঃ সর্গপ্রবর্ত্তনম্ ॥৮
অহং বো বর্ত্তয়িষ্যামি যথা সর্গঃ প্রপৎস্যতে ।
পূর্ব্ববৎ স তু বিজ্ঞেয়ং সমাসান্তং নিবোধত ॥৯
দৃষ্টৈবানুমেয়ং তর্কং বক্ষ্যামি যুক্তিতঃ ।
তস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥১০
অব্যক্তবৎপরোক্তদ্বাদ্গ্রহণং তদুরাসদম্ ।
বিকারেঃপ্রতিসংহৃষ্টে গুণসাম্যে নিবর্ত্ততে ॥
প্রধানং পুরুষাণাঞ্চ সাধম্যেণৈব নিবর্ত্ততে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রলীয়েতে অব্যক্তৌ প্রাণিনাং সদা
সত্ত্বমাত্রাত্মকৌ ধর্ম্মৌ গুণসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতঃ ।

নৈমিষারণ্যবাসী সত্রয়াগদীক্ষিত মহর্ষিগণ
এইরূপ বাক্যে সূতকে সন্তোষিত করিয়া পুনরায়
সৃষ্টিপ্রবৃত্তি বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ
সূত! পুনঃ-সৃষ্টি কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়? যখন
ক্ষেত্রজ্ঞ সকল প্রাকৃত গুণবন্ধন হইতে বিমুক্ত
হইয়া যায়। যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থা
প্রাপ্ত হয়, যখন সমস্ত তমোময়াকার ধারণ
করে, যখন বিকারসমূহের প্রবৃত্তি থাকে না,
জীবজাত যখন ব্রহ্মার সহিত মহাসাধুজ্য লাভ
করিয়া অব্যক্ত আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন
আবার কি প্রকারে নূতন সৃষ্টি প্রারম্ভ হয়?
আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহাই
আমাদিগকে বলুন। এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া
লোমহর্ষণ সূত অপর সৃষ্টিপ্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন ১—৮। সূত বলিলেন,—সৃষ্টি
যেরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা আপনাদিগকে
বলিতেছি। সৃষ্টি বিষয়ে পূর্ব্ব যেমন যেমন
বলিয়াছি, সৃষ্টিপ্রবৃত্তি তদুপহি জানিবেন। তথাপি
আমি সংক্ষেপে বলিতেছি; আপনারা অবধান

তমোমাত্রাকোহধর্মো গুণে তমাস তিষ্ঠতি ॥
অবিভাগবস্তাবেতৌ গুণসাম্যস্থিতাবুভৌ ।
সর্বকার্যে বুদ্ধিপূর্বং প্রধানস্য প্রপৎস্যতে ॥
অবুদ্ধিপূর্বং ক্ষেত্রেজ্ঞো হ্যধিষ্ঠাস্যতি তান্ গুণান্
এবং তানভিমানেন প্রপৎস্যেতে যুতাবুভৌ
যদা প্রবর্তিতব্যক্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োর্ধর্যোঃ ।
ভোজ্যভোজ্যত্বসম্বন্ধং প্রপৎস্যেতে যুতাবুভৌ
তন্মাচ্ছরণমব্যক্তং সাম্যে স্থিতা গুণাত্মকান্ ।
ক্ষেত্রজ্যাধিষ্ঠিতং তচ্চ বৈষম্যং ভজতে তু তৎ
ততঃ প্রপৎস্যতে ব্যক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োর্ধর্যোঃ
ক্ষেত্রজ্যাধিষ্ঠিতং সত্ত্বং বিকারং জনয়িষ্যতি ॥১৮

সহকারে শ্রবণ করুন । অব্যক্ততত্ত্বের ন্যায় পরোক্ষ
বলিয়া এই সৃষ্টিতত্ত্বও নিতান্ত দূরধিগম্য । প্রত্যক্ষ
ও অনুমান দ্বারা যুক্তি অনুসারে এ তত্ত্বের
আলোচনা করিতে হয় । বস্তুতঃ এ তত্ত্ব নির্ণয়ে
মনের সহিত বাক্যের বিরাম ঘটিয়া থাকে ।
বিকারসমূহের প্রতिसংহার হইলে প্রকৃতির
গুণত্রয়ের সাম্যভাব ঘটিয়া থাকে । তখন ক্ষেত্রজ
পুরুষ সকল প্রকৃতিতে সাধর্ম্যে সমস্তই সেই
অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয় । সত্ত্বমাত্রাত্মক ধর্ম
তখন প্রকৃতির সত্ত্বগুণে এবং তমোমাত্রাত্মক
অধর্ম তমোগুণে বিলীন থাকে । ইহারা তখন
বিভাগহীন হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে অবস্থান
করে; এবং প্রকৃতির পরিণাম কালে বুদ্ধিপূর্বক
সর্বকার্যে প্রবর্তিত হয় । ক্ষেত্রজ কিন্তু
অবুদ্ধিপূর্বকই প্রকৃতির সেই গুণগণের উপভোগ
করিয়া থাকেন । বিবর্তন কালে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের
অভিমানমাত্রেই ভোজ্য-ভোগ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত
হয় । সাম্যভাবাপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতির গুণগণ
সৃষ্টিপ্রারম্ভে ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হইয়া বৈষম্য
ভাবাবলম্বন করে; তখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের
পার্থক্য প্রকটিত হয় । ক্ষেত্রজ্যাধিষ্ঠিত সত্ত্বগুণ,
তখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের চতুর্বিংশতিপ্রকার

মহাদ্যং বিশেষাত্তং চতুর্বিংশগুণাত্মকম্ ।
ক্ষেত্রজস্য প্রধানস্য পুরুষস্য প্রপৎস্যতে ॥১৯
ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমঃ সোহথ ভবিতা চেশ্বরঃ পুনঃ ।
ততো জ্যেষ্ঠস্য কৃৎসস্য সর্বভূতপতিঃ শিবঃ ॥২০
ঈশ্বরঃ সর্বমুক্তানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মাময়ো মহান্ ।
আদিদেবঃ প্রধানস্যানুগ্রহায় প্রবক্ষ্যতে ॥২১
অনাদৌ বরমুৎপাদ বুভৌ সূক্ষ্মৌ তুতৌ স্মৃতৌ
অনাদিসংযোগযুতৌ সর্বক্ষেত্রজমেব চ ॥২২
অবুদ্ধিপূর্বকং যুক্তৌ মশকোদুঘরৌ তদা ।
অপ্রত্যয়মনাদ্যঞ্চ স্থিতাবুদকমগ্ন্যশঃ ॥২৩
প্রবৃন্তে পূর্বতঃ পূর্বং পুনঃ সর্গে প্রপৎস্যতে ।
অজ্ঞা গুণৈঃ প্রবর্তন্তে রজঃসত্ত্বতমাত্মকম্ ॥২৪
প্রবৃত্তিকালে রজসাভিপন্ন-
মহত্ত্বভূতাদিবিশেষতাক্ষ ।

বিকার ঘটাইয়া মহাদি বিশেষ তত্ত্বান্ত সৃষ্টির
ঘটাইয়া মহাদি বিশেষ তত্ত্বান্ত সৃষ্টির প্রবর্তন
করে । সেই ক্ষেত্রজই তখন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর
বলিয়া প্রকটিত হন । প্রকৃতির অনুগ্রহে ইনি
সর্বভূতপতি, ঈশ্বর, মুক্তিদাতা মঙ্গলময়,
আদিদেব ব্রহ্মাময় ব্রহ্মা নামে, প্রসিদ্ধ । ৯—
২১ । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ অনাদি, সূক্ষ্মসকলের
আদি, অনাদি কালাবধি, পরস্পর সংযুক্ত; এবং
সর্বক্ষেত্র-তত্ত্বাভিজ্ঞ । মশক ও উদুঘর এবং
মৎস্য ও জলের ন্যায় ইহারা অপ্রতর্ক্য নিয়ত-
সম্বন্ধযুক্ত, উপসংহতা অজ্ঞা প্রকৃতি পুনঃ
সৃষ্টিকালে স্বীয় রজঃ-সত্ত্ব-তমঃসংজ্ঞক
গুণত্রয়যোগে বিকৃত হইয়া জগদাকারে পরিণাম
প্রাপ্ত হন । ক্ষেত্রজগণ এই প্রকৃতির সৃষ্টি-
প্রবৃত্তিকালে রজোগুণে আক্রান্ত হইয়া মহৎ,
মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ও বিশেষাদি পরিণাম লাভ
করিয়া আবার গুণবসান কালে স্বভাব অবলম্বন
করিয়া থাকে । ধ্যাননিষ্ঠ, সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মার
সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকালে পরস্পর বিধর্মী রজঃ-সত্ত্ব-
তমোময় কার্য্যকারণ নিবন্ধন অভিমানী ক্ষেত্র
ও ক্ষেত্রজ পরস্পর ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয় । অব্যক্ত

বিশেষতাং চেন্দ্রিয়ভাষ্য যান্তি
 গুণাবসানে পতিভির্মনুষ্যাঃ ॥২৫
 সত্যাবিধ্যায়িনস্তস্য ধ্যায়িনঃ সন্নিমিত্তকম্ ।
 রজঃসত্ত্বতমা ব্যক্তা বিধর্ম্মাণঃ পরস্পরম্ ॥২৬
 আদ্যন্তে সম্প্রপৎস্যন্তে ক্ষেত্রতজ্জ্ঞাত্ত সর্বশঃ
 সংসিদ্ধকার্যকরণা উৎপদ্যন্তেহভিমানিনঃ ॥২৭
 সর্বৈ সত্ত্বাঃ প্রপদ্যন্তে অভ্যক্তাঃ পূর্বমেব চ ।
 প্রসূতে যা চ সুবহাঃ সাধিকাশ্চাপ্যসাধিকা ॥
 সংসরন্তস্ত তে সর্বৈ স্থানপ্রকরণৈঃ সহ ।
 কার্য্যাণি প্রতিপৎস্যন্ত উৎপদ্যন্তে পুনঃপুনঃ
 গুণমাত্রাত্মকশ্চৈব ধর্ম্মাধর্ম্মো পরস্পরম্ ।
 আরম্ভস্তীহ চান্যোন্যং বরণানু গ্রহেণ চ ॥৩০
 সর্বৈ তুল্যাঃ প্রসূষ্টার্থং সর্গাদৌ যান্তি বিক্রিয়াম্
 গুণান্তং প্রতিধাবন্তে তস্মাস্তস্তস্য রোচতে ॥৩৩
 গুণান্তে যানি সর্বাণি প্রাক্‌সৃষ্টৈঃ প্রতিপেদিরে
 ভান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥
 হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্ম্মাধর্ম্মাব্তানতে ।
 তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাস্তস্তস্য রোচতে ॥
 মহাভূতেষু নানাত্মমিদ্రిয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু ।

হইতে প্রথমতঃ সাধক ও অসাধক সত্ত্বগুণময়
 সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্থান প্রকরণাদি সহ কার্য্যরূপে
 পুনঃপুনঃ আবির্ভাব-তিরোভাব লাভ করিতে
 থাকে। ক্ষেত্রজগণ সৃষ্টিবিস্তারার্থ পরস্পর
 সর্বথা তুল্য হইলেও গুণমাত্রাত্মক ধর্ম্মাধর্ম্ম
 বরানুগ্রহাদি দ্বারা বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। গুণবৈচিত্র্যবশেই তাহারা একস্থিধ বিকার
 প্রাপ্ত হয়, এবং সেই গুণগণেই সর্বথা সমাসক্ত
 হইয়া পড়ে ॥২২—৩১। ক্ষেত্রজগণ প্রথম
 সৃষ্টিতে যেমন যেমন গুণ সকল লাভ করে,
 পরসৃষ্টিতে ঠিক তেমনই গুণসমূহে সমাজ্ঞাত্ত
 হইয়া থাকে; সেই গুণসংযোগবশেই হিংস্র,
 অহিংস্র, মৃদু, ক্রুর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা
 প্রভৃতি ভাবসমূহ আশ্রয় করে, সেই সেই ভাবই
 তাহাদিগের রূচিকর হইয়া থাকে। মহাভূত,
 ইন্দ্রিয়ার্থ, মূর্ত্তপদার্থ, এবং প্রাণিগণের নানাত্ম,—

বিপ্রয়োগাশ্চ ভূতানাঃ গুণে ভ্যাঃ সম্প্রবর্ত্ততে
 ইত্যেব বো ময়া খগতঃ পুনঃ সর্গঃ সমাসতঃ ।
 সমাসাদেব বক্ষ্যামি ব্রহ্মাণোহথ সমুদ্ভ্রাম্ ॥৩৫
 অব্যক্তাৎ কারণান্ত্রায়ানিত্যাৎ সদসদাত্মকাৎ
 প্রধানপুরুষাভ্যাং তু জায়তে চ মহেশ্বরঃ ॥৩৬
 স পুত্রঃ সত্ত্ববপিতা জায়তে ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ।
 সৃজতে স পুনর্লোকানভিমান গুণাত্মকান্ ॥৩৭
 অহঙ্কারস্ত মহতস্তস্মাস্তুতানি চাত্মনঃ ।
 যুগপৎসম্প্রবর্ত্তন্তে ভূতান্যেবেন্দ্রিরাণি চ ।
 ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে ॥৪৮
 বিস্তরাবয়বস্তেষাং যথাপ্রজঃ যথাশ্রুতম্ ।
 কীর্ত্তিতং বো যথা পূর্বং তথৈবাদ্যুপধার্য্যতাম্
 এতচ্ছ্রুতা নৈমিবেয়াস্তদানীং
 লোকেৎপত্তিং সংহিতিকং ব্যয়ঞ্চ ।
 তস্মিন্‌ সত্রেহবভূথং প্রাচ্য শুদ্ধাঃ
 পুণ্যং লোকমৃষয়ঃ প্র ধ্রুবন্তি ॥৪০

এতৎসমস্তই গুণবৈচিত্র্যবশে সত্ত্বঘটিত হয়। এই
 আমি আপনাদিগকে পুনরায় সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্ষেপে
 ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণন করিতেছি। নিত্য
 সদসদাত্মক অব্যক্ত কারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষ
 হইতে মহেশ্বর্য্যশালী এক পুত্র জন্মে। তাঁহারই
 নাম ব্রহ্মা। তিনিই অভিমান গুণাত্মক এই
 বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃজন করেন। তিনিই মহৎপদ বাচ্য।
 তাঁহা হইতে প্রথমে অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার
 হইতে যুগপৎ ভূতেন্দ্রিয়চয় প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত
 ভূতচয় হইতে অপর ভূতানকর জন্মে। এইভাবে
 সৃষ্টি-বিস্তার ঘটিয়া থাকে। হে মুনিগণ! এই
 সৃষ্টি অতীব বিস্তৃত; আমি আপনাদিগের নিকট
 ইতঃপূর্বে যথামতি যথাশ্রুত যেরূপ কীর্ত্তন
 করিয়াছি, আপনারা এ তত্ত্ববর্ত্তা তদুপই
 জানিবেন ॥৩২—৩৯। নৈমিষারণ্যবাসী
 মহর্ষিগণ, সূতসমীপে জগতের এই প্রকার
 উৎপত্তি-স্থিতি-সংহতি বিবরণ শ্রবণপূর্বক সেই
 যজ্ঞক্ষেত্রে অবভূথ-স্নানান্তে পরিশুদ্ধ হইয়া

যথা যুয়ং বিধিবদেবতাদী-

নিষ্টববা চৈবাবভূথং প্রাপ্য শুদ্ধাঃ ।

ত্যাঙ্গা দেহনায়ুষোহন্তে কৃতার্থান্ ।

পুণ্যলোকান্ প্রাপ্য যথেষ্টং চরিত্যথ ॥৪১

এতে তে নৈমিবেয়া বৈ ইষ্টবা সৃষ্টবা চ বৈ তদা ।

জগ্মুশ্চববৃথস্নাতাঃ স্বৰ্গং সৰ্ব্বং তু সত্রিপঃ ॥৪২

বিপ্রাস্তথা যুয়মপি ইষ্টবা বহুবিধৈর্গণৈঃ ।

আয়ুষেঅহন্তে ততঃ স্বৰ্গং গন্তাবঃস্থ দ্বিজোত্তমাঃ

প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথাবস্তুপরিগ্রহঃ ।

অনুষঙ্গ উপোদ্ঘাত উপসংহার এব চ ॥৪৪

এবমেতচ্চতুষ্পাদং পুরাণং লোক সম্বতম্ ।

উবাচ ভগবান্ সাক্ষাদ্বায়ুর্লোকহিতে রতঃ ॥

নৈমিষে সত্রমাসাদা মুনিভ্যো মুনিসত্তমাঃ ।

তৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং ভূতোৎপত্তিলয়ানি চ ॥

প্রাধানিকীৰ্ত্তিমাং সৃষ্টিং তথৈবেশ্বরকারিতাম্ ।

সম্যগ্বিদিহা মেধাবী ন মোহমধিগচ্ছতি ॥৪৭

ইমং যো ব্রাহ্মণো বিদ্বানিতিহাসং পুরাতনম্ ।

পুণ্যলোকলাভ করিয়াছিলেন । এইরূপ আপনারাও

যথাবিধি দেব-যজ্ঞনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া

অবভূথ স্নানপূর্ব্বক পবিত্র হইবেন এবং

আয়ুঃক্ষয়ান্তে দেহত্যাগ করিয়া সৎকৰ্ম্মলভ্য

পুণ্যলোকে যাইয়া যথেষ্ট বিচরণ করিবেন ।

সেই নৈমিষীয় মুনিগণ যেমন সত্র-যাগানুষ্ঠান

ও প্রজোৎপাদন করিয়া অবভূথ স্নানান্তে স্বর্গে

গমন করিয়াছেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারাও

তদ্রূপ বহুবিধ যাগানুষ্ঠান করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে

স্বর্গে যাইবেন ৪০—৪৩ । হে মুনিবরগণ!

প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার,—

এই পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত লোকসম্বত এই

মহাপুরাণ, নৈমিষারণ্যে যজ্ঞক্ষেত্রে মুনিদিগের

নিকট লোকহিতার্থী ভগাবন্ বায়ু স্বয়ং কীৰ্ত্তন

করিয়াছেন । প্রক্রিয়া পাদে বর্ণনীয় বিষয়-সমূহের

উল্লেখ আছে । সেই বায়ুর প্রসাদে ভূতগণের

লয়োৎপাদ-সমন্বিত প্রকৃতি পুরুষ-রচিত

সৃষ্টিবৃত্তান্ত-মণ্ডিত এই পুরাণতত্ত্ব অবগত হইয়া

শুণ্যচ্ছাবয়েদ্বাপি তথাধ্যাপয়তেহপি চ ॥

স্থানেষু স মহেন্দ্রস্য মোদতে শাস্ত্বতীঃ সমাঃ ।

ব্রহ্মসায়ুজ্যগো ভুত্বা ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥

তেষাং কীৰ্ত্তিমতাং কীৰ্ত্তিঃ প্রজ্ঞেশানাং মহাত্মনাম্

প্রথয়ন্ পৃথিবীশানাং ব্রহ্মভূয়ায় গচ্ছতি ॥৫০

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্বতম্ ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নোক্তং পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৫১

মহন্তরেশ্বরগাঞ্চ যঃ কীৰ্ত্তি প্রথয়েদিমাম্ ।

দেবতানাম্বীপাঞ্চ তুরিদ্রা গতেজসাম্ ।

স সৰ্ব্বৈর্মুচ্যতে পাপৈঃ পুণ্যঞ্চ মহদাপ্লব্যাৎ ॥৫২

যশ্চৈদং শ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ সদা পৰ্ব্বণি পৰ্ব্বাণ ।

ধূতপান্থা জিতস্বৰ্গো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩

যশ্চৈদং শ্রাবয়েচ্ছাঙ্কে ব্রাহ্মণান্ পাদমন্ততঃ ।

অক্ষয়ং সার্বকামীয়ং পিতৃংস্ত্রোচোপতিষ্ঠতি ॥

যস্মাৎ পুরা হনতীদং পুরাণং তেন চোচ্যতে ।

মেধাবী মানব কদাচ মোহগ্রস্ত হন না । যে

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, এই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ

করে, বা শ্রবণ করায়, কিম্বা অধ্যাপন করে,

সে সুদীর্ঘকাল মহেন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে

ব্রহ্ম-সায়ুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি

প্রাপ্ত হয় । গ্রন্থবর্ণিত কীৰ্ত্তিমান্ মহাত্মা

প্রজাপালকগণের কীৰ্ত্তিমান্ মহাত্মা করিয়া মানব

ব্রহ্মত্ব-লাভে সক্ষম হয় । হে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ!

কৃষ্ণদ্বৈপায়নোক্ত বেদানুমোদিত এই মহাপুরাণ,

ধন, পুণ্য, যশঃ ও আয়ুঃ প্রদাকে । যে জন,

প্রভূত ধন-সম্পন্ন মহাতেজা মহন্ত রশ্মগণের

এই কীৰ্ত্তিকাহিনী বিস্তার করে, সে সমস্ত পাপ

হইতে মুক্ত হইয়া মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয় । যে

বিদ্বান্ মানব পৰ্ব্ব পৰ্ব্ব এই পুরাণ অপরকে

শ্রবণ করায়, সে পাপহীন হইয়া স্বর্গবাসান্তে

ব্রহ্মত্ব লাভ করে । যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে

ব্রহ্মারগণকে এই পুরাণ অন্ততঃ এক পাদও

শ্রবণ করায়, তদীয় পিতৃগণের সৰ্ব্বকামসমৃদ্ধ

অক্ষয় তৃপ্তি প্রাপ্তি হয় । যেহেতু ইহা পুরাকালে

অর্পিত অর্থাৎ বর্তমান ছিল, তজ্জন্য ইহাকে

বিরুদ্ধমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৫
 তথৈব ত্রিবিধে বর্ণেষু যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ ।
 ইতিহাসমিমাংসং ব্রহ্মা ধর্মায় দধতে মতিম্ ॥৫৬
 যাবন্ত্যস্য শরীরেষু রোমকুপাণি সর্বশঃ ।
 তাবৎ কোটিসংখ্যানি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ॥
 ব্রহ্মসায়ুজ্যগো ভূত্বা দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥
 সর্বপাপহরং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ যশস্বি চ ।
 ব্রহ্মা দদৌ শাস্ত্রমিদং পুরাণং মাতরিশ্বনে ॥৫৮
 তস্মাচ্চোশনসা প্রাপ্তং তস্মাচ্চাপি বৃহস্পতিঃ
 বৃহস্পতিস্তু প্রোবাচ সবিত্রে তদনন্তরম্ ॥৫৯
 সবিতা মৃত্যবে প্রাহ মৃত্যুশ্চেচ্ছায় বৈ পুনঃ ।
 ইন্দ্রশ্চাপি বশিষ্ঠায় সোহপি সারস্বতায় চ ॥৬০
 সারস্বতস্ত্রিধামে চ ত্রিধামা চ শরদ্বতে ।

শরদ্বতস্ত্রিবিষ্টায় সোহন্তরিক্ষায় দত্তবান্ ॥৬১
 বর্ষিণে চান্তরিক্ষো বৈ সোহপি ত্র্য্যাক্ষণায় চ ।
 ত্র্য্যাক্ষণেঅ ধনঞ্জয়ে স চ প্রাদাৎ কৃতঞ্জয়ে ॥৬৩
 কৃতঞ্জয়াতৃণঞ্জয়ো ভরদ্বাজায় সোহপ্যথ ।
 গৌতমায় ভরদ্বাজঃ সোহপি নির্য্যস্তরে পুনঃ ॥
 নির্য্যস্তরস্তু প্রোবাচ তথা বাজশ্রবায় চ ।

পুরাণ বলা যায়। পুরাণের এই নিরুক্তি যে জানে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। বর্ণত্রয় মধ্যে যে সকল মানব এই উত্তম ইতিহাস শ্রবণে করিয়া ধর্ম্মে মতি স্থাপন করে, সে তদীয় শরীরস্থ লোমকূপ-পরিমিত সহস্র কোটি বর্ষ স্বর্গে সানন্দে দেবগণসহ বাস করিয়া পরে ব্রহ্মসায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়। পূর্বে ব্রহ্মা, বায়ুকে এই সর্বপাপহর পুণ্যকর, সুপবিত্র, যশঃপ্রহ পুরাণ শাস্ত্র দান করেন। বায়ু হইতে উশনা; ও তাঁহা হইতে বৃহস্পতি উহা প্রাপ্ত হন। পরে বৃহস্পতি উহা সবিতাকে বলেন; সবিতা মৃত্যুকে, মৃত্যু ইন্দ্রকে, ইন্দ্র বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ সারস্বতকে, সারস্বত ত্রিধামাকে, ত্রিধামা শরদ্বান্কে, শরদ্বান্ ত্রিবিষ্টকে, ত্রিবিষ্ট অন্তরিক্ষকে, অন্তরিক ত্র্য্যাক্ষণকে, ত্র্য্যাক্ষণ ধনঞ্জয়কে, ধনঞ্জয় কৃতঞ্জয়কে, কৃতঞ্জয় তৃণঞ্জয়কে তৃণঞ্জয় ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ গৌতমকে, গৌতম নির্য্যস্তরকে, নির্য্যস্তর

স দদৌ সোমশুদ্রায় স দদৌ তৃণবিন্দরে ॥
 তৃণবিন্দুস্ত দক্ষায় দক্ষঃ প্রোবাচ শক্তয়ে ।
 শক্তেঃ পরাশরশ্চাপি গর্ভস্থঃ ক্রতবানিদম্ ॥
 পরাশরাজ্জাতুকর্ণস্তস্মাদ্ভৈপায়নঃ প্রভুঃ ।
 ভৈপায়নাৎ পুনশ্চাপি ময়া প্রাপ্তং দ্বিজোত্তমাঃ
 ময়া বৈ তৎপুনঃ প্রোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে ।
 ইত্যেব বাচা ব্রহ্মাদিগুণা সমুদ্রহতা ॥৬৭
 নমস্কার্য্যশ্চ গুরবঃ প্রযত্নেন মনীষিভিঃ ।
 ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং সর্বার্থসাধকম্ ॥৬৮
 পাপঘ্নং নিয়মেনেদং শ্রোতব্যং ব্রাহ্মণৈঃ সদা ।
 নাশুচৌ নাপি পাপায় নাপ্যসংবৎসরোষিতে
 নাশ্রদ্ধধানাবিদুষে নাপুত্রায় কথঞ্চন ।
 নাহিতায় প্রদাতব্যং পবিত্রমিদমুক্তমম্ ॥৭০

অব্যক্তং বৈ যস্য যোনিং বদন্তি
 ব্যক্তং দেহং কালমন্তর্গতে চ ।
 বহিঃ বক্তং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে
 দিশঃ শ্রোত্রে ঘ্রাণমাঙ্কুচ বায়ুম্ ॥৭১

বাজশ্রবাকে, বাজশ্রবা সোমশুদ্রাকে, সোমশুদ্র তৃণবিন্দুকে, তৃণবিন্দু দক্ষকে, দক্ষ শক্তিকে, শক্তি গর্ভস্থ পরাশরকে, পরাশর জাতুকর্ণকে, জাতুকর্ণ প্রভু ভৈপায়নকে এই পুরাণ উপদেশ করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভৈপায়ন হইতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই। আমি আমার অমিতবুদ্ধি পুত্রকে ইহা উপদেশ করিয়াছি। ব্রহ্মাদি গুরুগণ এই ভাবে এই বায়ুর পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গুরুজনকে মনীষিগণের সযত্নে নমস্কার করা কর্তব্য। ধন, পুণ্য, আয়ুঃ, ও যশঃপ্রদ, সর্বার্থসাদক, পাপনাশক এই পুরাণ ব্রাহ্মণগণের নিয়ম সহকারে সদা শ্রোতব্য। অশুচি, পাপী, শ্রদ্ধাহীন, অবিদ্বান, অপুত্রক, অহিতকারী কিম্বা যে জন সংবৎসর কাল শিষ্যভাবে সেবা-শুশ্রূষা করে নাই—তাহাকে, এই উত্তম পবিত্র পুরাণ কদাচ দিবে না। অব্যক্ত যাঁহার যোনি, ব্যক্তব্যক্ত কাল যাঁহার দেহ, বহিঃ যাঁহার মুখ, চন্দ্র-সূর্য্য যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্ যাঁহার কর্ণ, বায়ু যাঁহার নাসিকা, বাক্য যাঁহার

বাচো বেদাংশ্চানরিক্ষং শরীরং
ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকুপান্ ।
সৰ্বাণি চান্ধানি তথৈব তানি
বিদ্যাশ্চ অঙ্গানি চ যস্য পুচ্ছম্ ॥৭২
তং দেবদেবং জননং জনানাং
সৰ্বেষু লোকেষু প্রতিষ্ঠিতঞ্চ ।
বরং বরাণাং বরদং মহেশ্বরং
ব্রহ্মাণমাদিং প্রযতো নমস্যে ॥৭৩
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে সৃষ্টিবর্ণনং
নাম ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৩॥

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনকাদি ঋষয় উচুঃ ।

সূত সূত মহাভাগ ত্বয়া ভগবতা সত্য ।
ব্যাসপ্রসাদাধিগতশাস্ত্রসম্বোধনেন চ ॥১
অষ্টাদশ পুরাণানি সেতিহাসাসি চানব ।
উপক্রমোপসংহারবিধিনোক্তানি কৃৎস্নশঃ ॥২
চতুর্দশসহস্রঞ্চ মাৎস্যং প্রোক্তমতিশুটম্ ।

বেদ, অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর, ক্ষিতি যাঁহার
পদদ্বয়, তারকাসমূহ যাঁহার রে, মকুপ, সমস্ত
বিদ্যা যাঁহার অঙ্গ সকল, বেদাঙ্গ যাঁহার পুচ্ছ,
সেই সর্বপ্রাণীর জনক, সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিত,
সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের আদি, বরপ্রদ ব্রহ্মাকে আমি
প্রযতভাবে নমস্কার করি ৷৪৪—৭৩।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷১০৩।

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন,—হে অনন্ত
মহাভাগ সূত । আপনি ব্যাসদেবের প্রসাদে নিখিল
শাস্ত্রমর্ম অধিগত হইয়া উপক্রম ও উপসংহার
বিধির সহি সেতিহাস অষ্টাদশ পুরাণ সম্পূর্ণরূপে
কীর্তন করিয়াছেন । তন্মধ্যে মাৎস্য পুরাণে চতুর্দশ

তৎসংখ্যাকং ভবিষ্যঞ্চ প্রোক্তং পঞ্চগতাদিকম্
মার্কণ্ডেয়ং মহারম্যং প্রোক্তং নবসহস্রকম্ ॥
কথিতং ব্রহ্মবৈবর্তমষ্টাদশসহস্রকম্ ॥৪
শতোত্তরঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং সূর্য্যসংখ্যাসহস্রকম্ ।
অথ ভাবগতং দিব্যমষ্টাদশসহস্রকম্ ॥৫
সহস্রাণি দশৈবোক্তং পুরাণং ব্রহ্মনাকম্ ।
অযুতশ্লোকযুটিতং পুরাণং বামনাভিধম্ ॥৬
তথৈবায়ুতসংখ্যাতং পুরাণং বামনাভিধম্ ।
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রমনিলাং তদগতং শুভম্ ॥৭
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং নারদীয়মুদাহৃতম্ ॥৮
সহস্রপঞ্চপঞ্চাশৎপ্রোক্তং পদ্মং সুবিস্তরম্ ।
সপ্তদশসহস্রস্ত কুর্ম্ম* প্রোক্তং মনোহরম্ ॥৯
চতুর্বিংশতিসাহস্রং শৌকরং পরমাদ্বুতম্ ।
একাদশীতিসহস্রাণি স্বান্দমুক্তং সুবিস্তৃতম্ ॥১০
এবমষ্টাদশোক্তানি পুরাণানি বৃহত্তি চ ।
পুরাণেষু বহুবো ধর্ম্মান্তে বিনিরূপিতাঃ ॥১১
রাগিণাঞ্চ বিরাগাণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
গৃহস্থানাং বনস্থানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং বিশেষতঃ ॥১২
ব্রাহ্মণকলিত্রয়বিশাং যে চ সঙ্করজাতয়ঃ ।

সহস্র, ভবিষ্য পুরাণে পঞ্চ শতাধিক চতুর্দশ
সহস্র, মার্কণ্ডেয়পুরাণে নব সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্তে
অষ্টাদশ সহস্র, ব্রহ্মাণ্ডে শতাধিক দ্বাদশ সহস্র,
ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, ব্রাহ্মো দশ সহস্র,
বামনে অযুত সংখ্যক, আদিপুরাণে দশ সহস্র,
বায়ু পুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, নারদীয়ে
ত্রয়োবিংশতি সহস্র, গরুড় পুরাণে
একনোবিংশতি সহস্র, পদ্মে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র,
কুর্মে সপ্তদশ সহস্র, বরাহে চতুর্বিংশতি সহস্র,
এবং সুবিস্তৃত স্বন্দপুরাণে একাদশীতি সহস্রসংখ্যক
শ্লোক বিরাজিত ৷১—১০। এই অষ্টাদশ
পুরাণকেই মহাপুরাণ বলে । আপনি এই সকল
মহাপুরাণে কি রাগী, কি বিরাগী, কি যতি, কি
ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বনস্থ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র,
কি ব্রাহ্মণ, কি কলিত্রয়, কি বৈশ্য—এ সকলেরই

গঙ্গাদ্যা যা মহানদ্যো যজ্ঞব্রততপাংসি চ ॥১৩
 অনেকবিধদানানি যমাস্ত নিয়মৈঃ সহ।
 যোগধর্ম্মা বহুবিধাঃ সাংখ্যা ভাগবতাস্তথা ॥১৪
 ভক্তিমার্গা জ্ঞানমার্গা বৈরাগ্যানিলনীরজাঃ।
 উপাসনবিধিচ্ছোক্তাঃ কর্ম্মসংশুদ্ধিচেতসাম্ ॥১৫
 ব্রাহ্মাং শৈবং বৈষ্ণবঞ্চ সৌরং শাক্তং তথর্হিতম্
 ষড়্দর্শনানি চোক্তানি স্বভাবনিয়তানি চ ॥১৬
 এতদন্যচ্চ বিবিধং পুরাণেষু নিরূপিতম্।
 অতঃ পরং কিমপ্যস্তি ন বা বোদ্ধব্যমুত্তমম্ ॥
 ন জ্ঞায়েত যদি ব্যাসো গোপয়েদথ বা ভবান্
 অত্র নঃ সংশয়ং ছিদ্ধি পূর্ণঃ পৌরাণিকো যতঃ
 সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক বহুধ্যামি প্রশ্নমেনং সুদুর্লভম্।
 অতিগোপ্যতরং দিব্যমনাথ্যেয়ং প্রচক্ষতে ॥
 পরাশরসূতো ব্যাসঃ কৃৎস্না পৌরাণিকীং কথাম্
 সর্ববৈদার্থঘটিতাং চিন্তয়ামাস চেতসি ॥২০

বহু ধর্ম্ম নিরূপণ এবং গঙ্গাদি মহানদী, যজ্ঞ, ব্রত, তপ, বিবিধ দান, যম, নিয়ম, সাংখ্য ও ভাগবত প্রভৃতি বহুবিধ যোগধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, বায়ু ও বরুণোপসনা ধর্ম্ম, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মসংশুদ্ধি-চেতা-সাধকগণের ব্রাহ্মা, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, ও শক্তি প্রভৃতি উপাসনাবিধি, স্বভাবনিয়ত ষড়্দর্শন ও এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ের পর্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে কি না? ভগবান্ ব্যাসদেব অথবা আপনি কোন বিষয় গোপন করিয়াছেন কি না? তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব আপনি এ বিষয়ে আমাদের সংশয় ছেদন করুন? যেহেতু আপনি একজন বিশিষ্ট পূর্ণ পৌরাণিক। সূত বলিলেন,—হে শৌনক! আমি দুর্লভ প্রশ্নোত্তর বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সুবিদ্য গ্রন্থ অনাথ্যেয় এবং অতি গোপনীয় বলিয়া কথিত। একদা পরাশরনন্দন ব্যাসদেব সর্ব বৈদার্থ-ঘটিত পৌরাণিক কথা কীর্ত্তন করিতে

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মে ময়া সম্যগুদীহতঃ।
 মুক্তিমার্গা বহুবিধা উক্তা বেদাবিরোধতঃ ॥২১
 জীবেশ্বরদ্বাভেদো নিরস্তঃ সূত্রনির্ণয়ে।
 নিরূপিতং পরং ব্রহ্ম শ্রুতিযুক্তবিচারতঃ ॥২২
 অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরং পদম্।
 যদর্থং ব্রহ্মচর্য্যাদিবানপ্রস্থ্যতিরতম্ ॥২৩
 আচরন্তি মহাপ্রাজ্ঞা ধারণাঞ্চ পৃথগ্বিধাম্।
 আসনং প্রাণরোধশ্চ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥২৪
 ধ্যানং সমাধিরেতানি যমৈশ্চ নিয়মৈঃ সহ।
 অষ্টাঙ্গানি যদর্থঞ্চ চরন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥২৫
 যদর্থং কর্ম্ম কুর্বন্তি বেদাজ্জামাত্রতৎপরঃ।
 পরাপর্ণধিয়া সম্যগ্নিদ্ধামাঃ কলিলোজ্জ্বিতাঃ ॥
 যজ্ঞজ্ঞপ্তয়ে নিরাকর্ষুং পাপাচরণামাত্মনঃ।
 গঙ্গাদিতীর্থচর্য্যাণি নিষেবন্তে শুচিব্রতাঃ ॥২৭
 তদব্রহ্ম পরমং শুদ্ধমনাদ্যন্তমনাময়ম্।
 নিত্যং সর্বগতং স্থাগু কুটস্থং কুটবর্জিতম্ ॥২৮
 সর্বেদ্রিয়চরাভাসং প্রাকৃতেদ্রিয়বর্জিতম্।

করিতে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি বেদাবিরোধে বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম্ম, বহুবিধ মুক্তিমার্গ এবং সূত্র নির্ণয় দ্বারা জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ নিরস্ত করিয়া শ্রুতিসম্মত বিচারে অক্ষর, পরমাত্মা পরমপদ পরম ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছি। যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থাদি ধর্ম্ম যতিধর্ম্ম, পৃথক্বিধ ধারণা এবং আসন, প্রাণরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, যম ও নিয়ম এই অষ্টাঙ্গযোগ আচরণ করিয়া থাকেন। যাহারা প্রাপ্তি আশায় মনীষিগণ সর্ব বাধা পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র বেদাজ্ঞাকে শিরোধার্য্য করিয়া নিষ্কামভাবে, ব্রহ্মার্পণ কর্মে বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং শুচি ব্রতগণ যাহাকে জানিবার জন্য স্থায় পাপাচরণ নিরাকরণ মানসে গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন, সেই পরম, শুদ্ধ, অনাদ্যন্ত, অনাময়, নিত্য, সর্বগত, স্থাগু কুটস্থ, কুটবর্জিত,

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নং নিত্যং চিন্মাত্রমব্যয়ম্ ।।২৯
অধ্যাস্তং সৰ্পবদ্যত্র বিশ্বেষেতৎ প্রকাশতে ।
বিশ্বশ্মিন্নপি চাত্রেতি নিৰ্ব্বিকারঞ্চ রজ্জুবৎ ।।৩০
সম্যচ্চিচারিতং যদ্বৎফেনোন্মিৰ্বুদ্বদোদকম্ ।
তথা বিচারিতং ব্রহ্ম বিশ্বস্মান পৃথগ্ভবেৎ ।।৩১
সৰ্ব্বাব্রহ্মৈব নানাত্বং নাস্তীতি নিগমা জগুঃ ।
যস্মাদ্ভবন্তি ব্রহ্মণ্ডকোটয়ো ন ভবন্তি চ ।।৩২
যদুন্মেষ নমেষাভ্যাং জগতাং প্রলয়োদয়ো ।
ভবেতাং যা পরা শক্তিৰ্যদাধারতয়া হিতা ।।৩৩
যস্মিন্নদং যতশ্চেদং যেনেদং যদিদং স্মৃতম্ ।
যদজ্জানাজ্জগদ্ভ্রাতী যস্মিন্ জ্জাতে জগন্ন হি ।।৩৪

সৰ্বেন্দ্রিয়চর, অতীন্দ্রিয়, দিক্কালাত্মক, নিত্য, চিন্মাত্র ও অব্যয় পরব্রহ্মে এই বিশ্ব অধ্যাস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইয়া নিখিল ঘট-পট-অদি-স্বরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অবিদ্যাবশে রজ্জুগত সৰ্পভ্রমের ন্যায় এই বিশ্ব ব্রহ্মে অধ্যাস্ত হইয়া প্রকাশ পায় আর অবিদ্যাপগমে ভ্রম-সৰ্পে রজ্জুর ন্যায় এই বিশ্বে নিৰ্ব্বিকার পরব্রহ্মেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সম্যক্ বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে যে, যেমন ফেন, উন্মি ও বুদ্বুবাদি হইতে ব্রহ্মও পৃথক্ নহেন অর্থাৎ ফেন, উন্মি ও বুদ্বুদ সকল যেমন জলেরই বিকার, তেমনি এই বিশ্বও ব্রহ্মের বিকারাভাস মাত্র। সমস্তই ব্রহ্ম, নানাত্ব নাই; ইহাই নিগম সকল গান করিয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের কদাপি উৎপত্তি নাই। পরব্রহ্মের নিমেষে জগতের প্রলয় এবং উন্মেষে জগতের উদয় হইয়া থাকে। পরাশক্তি পরব্রহ্মের আধাররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মই এই জগতের অধিকরণ, অপাদান ও করণ, এবং তিনিই সাক্ষাৎ এই জগৎ। পরব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে এই জগৎ জগৎরূপেই ভাসমান হয়। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারিলে তখন আর এ জগৎকে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা অসত্য, জড় ও দুঃখাত্মক,

অসত্যং যজ্জড়ং দুঃখমবস্থিতি নিরূপিতম্ ।
বিপরীতমতো যদৈ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকম্ ।।৩৫
জীবে জাগ্রতি বিশ্বাত্ম্যং স্বপ্নে যতৈজসং স্মৃতম্
যচ্চক্ষুষ্যং চক্ষুরথ শ্রোত্রাণাং শ্রোত্রমপ্যতি ।
তত্ত্বচাং রসনং তস্য প্রাণং প্রাণস্য যাদ্বদুঃ ।।
বুদ্ধিজ্ঞানেন চ প্রাণাঃ ক্রিয়াশক্ত্যা নিরন্তরম্ ।।
যস্মোশিরে সমভ্যেতুং জ্জাতুঞ্চ পরমার্থতঃ ।।৩৮
রজ্জ্বাবহির্মরৌ বারি নীলিমা গগনে যথা ।
অসদ্বাস্থমিদং ভাতি যস্মিন্নজ্ঞানকল্পিতম্ ।।৩৯
পটাবচ্ছন্ন এবায়ং মহাকশো বিভিধ্যতে ।
কার্য্যোপাধিপরিচ্ছন্নং তদ্বদ্যজ্জীবসংজ্ঞকম্ ।।
মায়ায়া চিত্রকারিণ্যা বিচিত্রগুণশীলয়া ।
ব্রহ্মাণ্ডঃ চিত্রমতুলং যস্মিন্ ভিত্তিবিবাপিতম্ ।।
ধাবতোহন্যানতিক্রান্তং বদতো বাগগোচরম্ ।

বলিয়া নিরূপিত, ইহার বিপরীতই, “সচ্চিদা-
নন্দমূর্ত্তি পরব্রহ্ম। তিনি জীবের জাগ্রত অবস্থায়
বিশ্বাত্ম্য, স্বপ্নাবস্থায় তৈজসাত্ম্য, সুষুপ্তি অবস্থায়
প্রাজ্ঞসংজ্ঞ, এইরূপে সর্বাবস্থায়ই প্রসিদ্ধ। তিনি
চক্ষুরচক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, স্বকের স্বক্, রসনার
সরসা এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়া অভিহিত।
মানবগণ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রাণ ও ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা
তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয় না।।১১—
৩৭। রজ্জুদামে অহি, মক্কফেত্রে বারি ও গগনে
নীলিমার ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা তাঁহাতে এই অসৎ
বিশ্ব সংরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই অনন্ত
অসীম মহাকাশই যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ
ঘটাভ্যন্তরস্থ হইয়া ঘটাকাশরূপে অভিহিত হয়,
তেমনি পরব্রহ্মও কার্য্যোপাধি-পরিচ্ছন্ন হইয়া
জীবাত্মা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।
বিচিত্রগুণশালিনী চিত্রকারণী মায়ার প্রভাবে
এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ চিত্র, ভিত্তির ন্যায় পরব্রহ্মে
আরোপিত হইয়া থাকে। ঐ অক্ষর পরব্রহ্ম
ধাবনকারীরও অতিক্রমকারী, বক্তৃবাক্যেরও

বেদবেদান্তসিদ্ধান্তেবিনির্নীতং তদঙ্করম্ ।। ৪২
 অঙ্করায় পরং কিঞ্চিং সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ
 ইত্যেবং শ্রীতে বেদে বহুধাপি বিচারিতে ।।
 অঙ্করস্যাশ্রয়শ্চাপি স্বাত্মরূপতয়া স্থিতম্ ।
 পরমানন্দসন্দোহরূপমানন্দবিগ্রহম্ ।। ৪৪
 লীলাবিলাসরাসকং বহুবীযুথমধ্যগম্ ।
 শিখিপুচ্ছকিরীটেন ভাস্বরভ্রুচিহ্নেন চ ।। ৪৫
 উল্লসদ্বিদ্যুদাটোপকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ।
 কর্ণোপান্তচরম্ভ্রুজংকীরীটমনোহরম্ ।। ৪৬
 কুঞ্জবৃক্ষপ্রিয়াবৃন্দবিলাসরত্নিলম্পটম্ ।
 পীতাম্বরধরং দিব্যং চন্দনালেপমণ্ডিতম্ ।। ৪৭
 অধরামৃতসংসিক্তবেণুনাদেন বহুবীঃ ।
 মোহয়ন্তুং চিদানন্দমনঙ্গমদভঞ্জনম্ ।। ৪৮

অগোচর এবং বেদ-বেদান্ত-সিদ্ধান্তে বিনির্নীত ।
 তাঁহা হইতে পর আর কিছুই নাই; তিনিই পরাকাষ্ঠা
 ও পরা গতি । বহুধা বিচারিত বেদশাস্ত্রে এই
 প্রকারই শ্রুত হওয়া যায় । আমরা বেদ-শাস্ত্র
 হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসবিলাস-রসিক
 কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষই আশ্রয়রূপ অঙ্করের
 আশ্রয়রূপে অবস্থিত এবং ইনিই বেদের একমাত্র
 বিষয় । এই পরমপুরুষই পরমানন্দ-সন্দোহরূপ,
 আনন্দবিগ্রহ, লীলাবিলাস-রসিক ও গোপাঙ্গ
 নাগণ-মধ্য-বিরাজিত । ইহারই উত্তমাস্ত্রে ভাস্বর
 রত্ননিকরনির্মিত শিখি-পুচ্ছ চূড়া শোভমান ।
 ইহার কর্ণদ্বয়ে উল্লসিত-বিদ্যুৎ প্রভা-প্রদীপিত
 রমণীয় কুণ্ডলযুগল দেদীপ্যমান । ইহার খঞ্জন-
 গঞ্জন মনোহর নয়নদ্বয় আকর্ষণ বিস্তারিত । ইনি
 কুঞ্জে কুঞ্জে বহুবীবৃন্দের বিলাসে রতি-লাম্পট্য
 প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইনি দিব্য পীতাম্বর ধারণ
 ও সর্বাস্ত্রে চন্দন লেপন করত চিদানন্দস্বরূপে
 তাঁহার অধরামৃত-সংসিক্ত মোহনবংশী বাদন
 করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের মন হরণ ও তাহাদের
 অনঙ্গ-মদ ভঞ্জন করিয়াছিলেন । এই কোটি-কাম

কোটিকামকলাপূর্ণং কোটিচন্দ্রাংশুনির্মলম্ ।
 ত্রিরেখকণ্ঠবিলসদ্রত্নগুঞ্জামৃগাকুলম্ ।। ৪৯
 যমুনাপুলিনে তুঙ্গে তমালবনকাননে ।
 কদম্বচম্পকশোকপারিজাতমনোহরে ।। ৫০
 শিখিপারাবতশ্চ* পিককোলাহলাকুলে ।
 নিরোধার্থং গবামেব ধাবমানমিতস্ততঃ ।। ৫১
 রাধাবিলাসরসিকং কৃষ্ণাখ্যাং পুরুষং পরম্ ।
 শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যো যতস্তদেগাচরোহৈবৎ
 এবং ব্রহ্মণি চিন্মাত্রৈ নিগুণৈ ভেদবজ্জিতৈ ।
 গোলোকসংজ্ঞকে কৃষ্ণে দীব্যতীতি শ্রুতং ময়
 নাতঃ পরতরং কিঞ্চিন্নিগমাগময়োরাপি ।
 তথাপি নিগমো বক্তি হ্যঙ্করাৎ পরতঃ পরঃ ।।

গোলোকবাসী ভগবানঙ্করাৎ পর উচ্যতে ।
 তস্মাদপি পরঃ কোহসৌ গীয়তে শ্রুতিভিঃ সদা
 উদ্দিষ্টৈর্বেদবচনৈবিশেষো জ্ঞায়তে কথম্ ।
 শ্রুতের্বার্থোহন্যথা বোধ্যঃ পরতত্ত্বঙ্করাদিতি ।।

কলাপূর্ণ কোটি চন্দ্রাংশু-সুনির্মল শ্রীহরিই
 ভ্রমরবাক্ষারিত রত্ন-গুঞ্জাশোভিত মাল্যদামে
 উপশোভিত হইয়া যমুনা-পুলিনে শিখী, পারাবত,
 শুক, ও পিক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের কোলাহলে
 আবুলীকৃত, কদম্ব, চম্পক, অশোক ও পারিজাত
 প্রভৃতি বৃক্ষরাজি-রাজিত তুঙ্গ তমাল-বনে গো-
 চারণার্থ ইতস্তত ধাবন করিয়াছিলেন । এই
 ভেদবজ্জিত, নিগুণ, চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই
 গোলোকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন । ৩৮—৫৩ ।
 ইহাই আমরা শুনিয়াছি । নিগম এবং আগমে
 ইহার পরতর কিছুই উক্ত হয় নাই । তথাচ
 নিগম শাস্ত্রে ইনি অঙ্করের পরবর্তী হইতেও
 পরবর্তী বলিয়া কীর্তিত হয় । শ্রুতিতে এইরূপ
 কীর্তিত হয় যে, গোলোকবাসী ভগবান্ অঙ্কর
 হইতে পরবর্তী এবং পরবর্তী হইতেও যিনি
 পরবর্তী তিনি কে? বেদবচনে এইরূপ উদ্দিষ্ট
 হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ উপলব্ধি হয়
 কি প্রকারে? অথবা ‘পরতত্ত্বঙ্করাৎ’ এই শ্রুতি-

শ্রুত্যর্থং সংশয়াপন্নো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
বিচারয়ামাস চিরং ন প্রপেদে যথাতথ্যম্ ॥৫৭

সূত উবাচ ।

বিচারয়ন্নপি মুনির্নাপি বেদার্থনিশ্চয়ম্ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ব্যত্র মুহ্যন্তি সুরয়ঃ ॥
তদাপি মহতীমার্জিৎ সতাং হৃদয়তাপিনীম্ ।
পুনর্বিচারয়ামাস কং ব্রজামি করোমি কিম্ ॥
পৃচ্ছামি ন জগত্যগ্নিন্ সর্বজ্ঞং সর্বদর্শনম্ ।
অজ্ঞাতান্যতমং লোকে সন্দেহবিনিবর্তকম্ ॥
মেরোঃ কুহরিণীং গতা চার পরমং তপঃ ।
যত্র কার্ত্ত্বয়রক্ষুর্জজ্ঞোৎস্নাজালৈর্নিয়ন্তরম্ ॥৬১
সদা প্রবাধতে বিশ্বজ্ঞমঃস্তোমং দৃশন্তদম্ ।
চকাস্তে যত্র পরমং কান্তারমতিসুন্দরম্ ॥৬২
নানাধ্রুমলতাকুঞ্জকুন্দং পক্ষিনিদিতম্ ।
ক্ষুৎপিপাসাভয়ক্রোধতাপগ্নানিবিবজ্জিতম্ ॥

বাক্যের অর্থ অন্যরূপ বুঝিতে হইবে,—
সত্যবতীসুত ব্যাসদেব শ্রুত্যর্থ উক্তপ্রকার
সংশয়াপন্ন হইয়া সুচিত্রকাল চিন্তা করিয়াও
যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না । তিনি চিন্তা
করিয়াও বেদার্থ-নিশ্চয়ে সার্থ হইলেন না । বেদ
সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ; মনীষিগণও তাহার
তত্ত্বার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হন না । সত্যবতীনন্দন
বেদব্যাস তত্ত্বার্থ-নিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া
হৃদয়তাপিনী মহতী বেদনা প্রাপ্ত হইলেন এবং
পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এখন
এই সংশয় অপনোদনের জন্য কি করি? কাহার
নিকট যাই? জগতে এমন হেক সর্বদর্শন-
পারদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ নাই যে, যাহাকে প্রশ্ন
করিয়া সংশয়াপনয়ন করিতে পারি? এইরূপ
চিন্তার পর তিনি সন্দেহনিবর্তক পুরুষ না পাইয়া
মেরুকন্দেরে গমন করিয়া পরম তপ আচারণ
করিতে লাগিলেন । ঐ স্থানের নয়নপীড়াকর
অন্ধকাররাশি, সুবর্ণজ্যোতি জ্যোৎস্না-জাল দ্বারা
সম্যক্ নিরাকৃত হওয়ার ঐ প্রদেশ সুন্দররূপে

জলাশয়েবহুবৈধেঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ।
জাতরূপশিলানন্ধতটসঞ্চারপক্ষিভিঃ ॥৬৪
যুক্তমস্তোজোপবনৈঃ সেব্যমানং সমস্ততঃ ।
শিবৈরধ্যাসিতং ভাবৈহিংস্রৈঃ সৌভ্যঃ সমুজ্-
ঝিতম্ ॥৬৫

নির্জর্জনং দিব্যালতিকাপ্রিয়খণ্ডবরাজিতম্ ।
শুকৈঃ পারাবতৈহৃদৈরুন্মদম্মণ্ডকোকিলম্ ॥
উৎপতৎপদ্মরজসাং পটলামোদদিভুপম্ ।
তত্রাপি কাঞ্চনী দিব্যা গুহা পরমশোভনা ॥
তাং প্রবিশ্য জিতাহারো জিতচিন্তো জিতাসনঃ
সম্মার বেদাংশ্চতুরস্তদেকাগ্রিমনা মুনিঃ ॥৬৮
ত্রয়ী জগাম শরদাং শতস্য স্মরতোহস্য হি ।

দীপ্যমান । ঐ স্থানে ক্ষুদা নাই, পিপাসা নাই,
ভয় নাই, ক্রোধ নাই, এবং তাপ ও গ্লানি নাই ।
স্থানে স্থানে নানা ধ্রুমলতা কীর্ণ মঞ্জুল কুঞ্জ-
সমূহে বিবিধ বিহঙ্গমগণ কৃজনচ্ছলে সুস্বরে
আনন্দভরে গান করিতেছে । চতুর্দিকে
পদ্মিনীখণ্ডমঞ্জিত মনোহর সরোবর-নিবহ
বিরাজমান । ঐ সরোবর সকলের সুবর্ণ-
শিলাবদ্ধ তটপ্রদেশে বিবিধ জলচর পক্ষী বিচরণ
করিতেছে । পদ্মগন্ধ বহন করিয়া গন্ধবহ অহরহ
ঐ স্থান আমোদিত করিতেছে । হিংস্রজন্তু কদাপি
ঐ স্থানে বিচরণ করে না সর্বদাই যেন ঐ
স্থান, মঙ্গলভাবে পরিক্রান্ত হইতেছে । ৫৪-৬৫

ঐ স্থান সর্বদাই নির্জর্জন দিব্য লতিকা ও
প্রিয়খণ্ড সকল নিত্য ঐ স্থানের শোভা-সম্পাদন
করিয়াছে । শুক, পারাবত ও মণ্ড কোকিলগণের
কলকণ্ঠস্বরে নিত্য ঐ স্থান সর্বদা মুখরিত ।
জলাশয়সমূহ হইতে উজ্জীয়মান উৎপল-রেণু-
পটল পূঞ্জে পূঞ্জে ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া
নিরন্তর নিঙ্খুখ আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে ।
ঐ স্থানের কোন্ অংশে এক কাঞ্চনময় দিব্য
শোভা গুহা বিরাজিত । সেই গুহায় প্রবেশ

প্রাদুরাসংস্ততো বেদাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ ॥৬৯
 শ্মুরংপদ্মপলাশাঙ্কা জটামুকুটধারিণঃ ।
 কৃশমুণ্ডিকরাণ্ডোজা মৃগত্বজ্জাতিতাংসকাঃ ॥৭০
 স্বরৈঃ ষোড়শভিঃ কণ্ঠবদনাঃ প্রণবাস্তরাঃ ।
 কচ্চগোষ্ঠিবৈবর্ণৈঃ পঞ্চাবয়বপাণয়ঃ ॥৭১
 টবর্গদক্ষচরণা বামপাদান্তবর্গতঃ ।
 আন্তরন্ত্যন্তবর্ণশ্চ যেষাং কুক্ষিদ্বয়াত্মকৌ ॥
 নাভিনিভ্রাঃ কান্তপৃষ্ঠা মোদরা যরলবোৎকচাঃ
 অগ্নিদুষ্কাংসক্লিসংস্থানা ধরাগ্রীবা ভূতাংসকাঃ ।
 অন্তস্থসক্লিসংস্থনা বৈখরীবাগ্নিজুষ্টিতাঃ ।
 অপশ্যাম্মথুরামেষাং হৃদয়াণ্ডোজকল্পিতাম্ ॥৭৪
 হরের্ভগবতঃ সাক্ষাদাবির্ভাবস্থলী হি সা ।
 কাশীমপশ্যদ্ভ্রদন্তে মায়ামাধারসংস্থিতাম্ ॥৭৫
 লিঙ্গদেশে ততঃ কাঞ্চীমবন্তীং নাভিমণ্ডলে ।
 কণ্ঠস্থং দ্বারকামেষাং প্রয়াগং প্রাণগং তথা ॥
 সব্যাপসব্যায়োস্তেষাং গঙ্গাপি যমুনা নদী ।
 মধ্যে সরস্বতী সাক্ষাদগয়াক্ষেত্রং তথাননে ॥

করিয়া জিতাহার জিতচিহ্ন জিতাসন মুনি
 সত্যবতীনন্দন তদেকাগ্রমনা হইয়া চতুর্বেদ
 স্মরণ করিয়া তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন ।
 এইরূপ অবস্থায় তিন শত বৎসর অতীত হইলে
 চতুর্বেদ তাঁহার সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হইল । বেদ
 সকলে মুক্তি অতি মনোহর—তাহাদের নয়ন
 প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশ সদৃশ, মস্তকে জটার মুকুট,
 করে কুশওচ্ছ এবং স্বক্ষদেশে লব্ধিত লব্ধিত
 মৃগচর্ম্ম । ষোড়শ স্বর উহাদের মুখমণ্ডল, প্রণব
 মধ্যদেশ; ক-বর্গ ও চ-বর্গ পঞ্চম অবয়ববিশিষ্ট
 হস্ত, ট-বর্গ দক্ষিণ চরণ, ত-বর্গ বাম চরণ প
 ও ফ কুক্ষিদ্বয়, ব পৃষ্ঠদেশ, ভ নাভিমণ্ডল, ম
 উদর, য হৃদয়, র-ল-ব কেশপাশ, অগ্নিবীজ
 (রং) দক্ষিণ স্বক্ষ, পৃথ্বীবীজ (লং) গ্রীবাদেশ,
 ভূত অর্থাৎ বায়ুবীজ (যং) বামস্বক্ষ এবং যাবতীয়
 অন্তঃস্থবর্ণ তাহাদের স্ক্লিসংস্থান । তাহারা বৈখরী
 বাক্য দ্বারা সর্বদাই প্রস্ফুরিত হইতেছে । তাহাদের
 হৃদয়াণ্ডোজে ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎ আবির্ভাব-
 স্থলী মথুরাপুরী, ভূমধ্যে মায়া রূপ আধারাবিষ্ঠিত

হনুগ্রীবামধ্যগতঃ প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
 বদর্য্যশ্রমেতেষাং ব্রহ্মরক্রে দর্শনং ॥৭৮
 পৌণ্ড্রবর্দ্ধননোপালপীঠং নয়নযোযুগে ।
 পীঠং পূর্ণগিরিং নাম ললাটে সমদৃশ্যত ॥৭৯
 কণ্ঠে চ মথুরাপীঠং কাঞ্চীপীঠং কটিস্থিতম্ ।
 জলন্ধরং তথা পীঠং স্তনদেশেষদৃশ্যত ॥৮০
 ভৃগুপীঠং কর্ণদেশে অযোধ্যাং নাসিকাপুটে ।
 ব্রহ্মরক্রে স্থিতং ব্রাহ্ম্যং শৈবং সীমান্তসীমনি ॥
 শাক্তং জিহ্বাগ্রধিষণং বৈষ্ণবং হৃদয়াবুজে ।
 সৌরং চক্ষুঃপ্রদেশস্থং বৌদ্ধচ্ছায়াসুসদতম্ ।
 সৌত্রামণিং কণ্ঠদেশে পশুবন্ধমথোরসি ।
 বাজপেয়ং কটিতটে অগ্নিহোত্রং তথাননে ॥
 অশ্বমেধং কটিতটে নরমেধমথোদরে ।
 রাজসূয়ং শিরোদেশে আবসথ্যং তথাধরে ॥
 উদ্ধেষ্ঠে দক্ষিণাগ্নিঞ্চ গ্রাহপত্যং মুখান্তরে ।
 হব্যং শ্রুতৌ মন্ত্রভেদান্তথা রোমস্ববস্থিতান্ ।
 ভূতৈরিব মহারাজং পুরাণৈর্ন্যায়মিষ্মিতৈঃ ॥

কাশী, লিঙ্গদেশে কাঞ্চী, নাভিমণ্ডলে অবন্তী,
 কণ্ঠে দ্বারকা, প্রাণে প্রয়াগ, আননে গয়া, হনু ও
 গ্রীবার মধ্যপ্রদেশে প্রভাসতীর্থ, ব্রহ্মরক্রে
 বদরিকাশ্রম, নয়নযুগলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
 নেপালপীথ, ললাটে পূর্ণগিরিপীঠ, কণ্ঠে
 মথুরীপীঠ, কটিদেশে কাঞ্চীপীঠ, স্তনমণ্ডলে
 জলন্ধরপীঠ, কর্ণদেশে ভৃগুপীঠ, নাসিকাপুটে
 অযোধ্যা, এবং তাহাদের দক্ষিণতাগে গঙ্গা,
 বামতাগে যমুনা ও মধ্যভাগে সরস্বতী নদী
 বিরাজিত । ব্রাহ্ম্য ধর্ম্ম তাহাদের ব্রহ্ম রক্রে,
 শৈবধর্ম্ম সীমান্তে, শক্তিধর্ম্ম জিহ্বায়, বৈষ্ণব
 ধর্ম্ম হৃদয়ে, পৌরধর্ম্ম নেত্রে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম
 তাহাদের ছায়ার অবস্থান করিতেছে ৬৬—৮২ ।
 তাহাদের কণ্ঠদেশে সৌত্রামণি যাগ, বন্ধঃস্থলে
 পশুবন্ধ, কটিতটে বাজপেয়, মুখে অগ্নিহোত্র,
 কটিতটে অশ্বমেধ, উদরে নর মেধ, শিরোদেশে
 রাজসূয়, অধরে আবসথ্য, উর্দ্ধ ওষ্ঠে দক্ষিণাগ্নি,
 মুখমধ্যে গ্রাহপত্য, শ্রুতিমধ্যে হবনীয় বস্তু,
 এবং তাহাদের রোম সকলে মন্ত্রবেধসমূহ

সংহিতাভিষ্চ তদ্বৈষ্ণুচ পৃথক্ পৃথক্ পাসিতান্ ।
কৰ্মজ্ঞানোপাসনাভির্জনানুগ্রহকারকান্ ।। ৮৬
দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতমনা মুনিঃ কৃষ্ণে বভূব তান্ ।
ব্রহ্মতোজোময়ান্ দিব্যাংস্তপতোহকানিবচ্যতান্ ।
জ্বলতোহগ্নীনিবোদকান্ কোটীন্দুসমদর্শনান্ ।।
ববন্দে সহবোধায় দণ্ডবৎপতিতো মুনিঃ ।
কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহমিতীরয়ন্
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং মনঃ ।
অদ্য মে সফলং চায়ুৰ্যন্তবন্তোহক্ষিগোচরাঃ ।। ৮৯
অলৌকিকং লৌকিকঞ্চ যৎকিঞ্চিদপি বিদ্যতে
ন তদ্বোহবিদিতং বেদ্যং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ
যৎ ।। ৯০

ন প্রবৃত্তিফলা যুযং দর্শয়ন্তোহপি তান্ সদা ।
যদ্বন্ধাকর সঙ্কোচবিধানায়েহ রাগিণাম্ ।। ৯১
প্রপঞ্চম্যপি মিথ্যাত্বে ব্রহ্মাত্বে বা বিধীতরৌ
বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূত্যগণ যেমন মহারাজের
উপাসনা করে, তেমনি ন্যায়মিশ্রিত পুরাণ,
সংহিতা ও তন্ত্র সফল কৰ্ম, জ্ঞান ও উপাসনা
দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেই বেদচতুষ্টয়ের
উপাসনা করিতেছে। তখন মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
আকাশচ্যুত প্রদীপ্ত আদিত্য, প্রজ্বলিত ছতশন
ও কোটীন্দুসমকান্তি দিব্য ব্রহ্মতোজোময়
বেদচতুষ্টয়কে সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত দর্শনে
সহসা গাত্ৰোত্থানপূর্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত
হইয়া তাহাদের বনদনা করিতে লাগিলেন,—
বলিলেন, অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম; অদ্য আমার
জন্ম, মন ও পরমায়ু সফল হইল—যে হেতু
অদ্য আমি আপনাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিলাম।
অলৌকিক ও লৌকিক যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে
আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই; যে হেতু
আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদয় বিষয়ই
বিগত আছেন। আপনারা বিরাগীদিগের
যথেষ্টাচার সঙ্কোচের জন্যই আপনারা যে
প্রবৃত্তিমার্গের উপদেষ্টা নহেন—ইহা তাহাদিগকে
জানাইয়া থাকেন। জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ও

ন মৃগারাগবিষয়ৌ তৎসঙ্কোচবিধিক্ষয়ৌ ।। ৯২
অতো লোকহিতৈর্নূনং পরমার্থনিরূপণে ।
স্বোক্তাঃ স্বর্গাদিবিষয়া নশ্বর ইতি নিন্দিতাঃ ।।
অধিকারিবিভেদেন কৰ্মজ্ঞানোপদেশতঃ ।
ব্রাতং সৰ্বং জগদ্ নং শব্দব্রহ্মাত্মমূর্তিভিঃ ।। ৯৪
অতোহহং প্রষ্টুমিচ্ছামি ভবন্তশ্চৈকপালবঃ ।
কৰ্ম্মাণাং ফলমাদষ্টং সর্গঃ কামৈকচেতসাম্ ।। ৯৫
ঈশাপ্রতিধিয়াং পুংসাং কৃতস্যাপি চ কৰ্ম্মাণঃ ।
চিন্তাশুদ্ধস্ততো জ্ঞানং মোক্ষঞ্চ তদনন্তরম্ ।। ৯৬
মোক্ষো ব্রহ্মৈক্যমিত্যেবং সাক্ষদানন্দমেব যৎ
সৰ্বং সমাপ্যতে তাস্মিন্ জ্ঞাতে বদ্ধি কৃতাকৃতম্
যন্নিঃসঙ্গং চিদাকাশং জ্ঞানরূপমসংবৃতম্ ।
নিরীহমচলং শুদ্ধমণ্ডলং ব্যাপকং স্মৃতম্ ।। ৯৮

ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক যে বিধি নিষেধ; তাহা মিথ্যা
অনুরাগের (অবিদ্যার) বিষয় নহে, কিন্তু ঐ
বিধি-নিষেধই আবার মিথ্যা জ্ঞানের সঙ্কোচক
হইয়া থাকে। এজন্য আপনারা পরমার্থ-নিরূপণ
প্রকরণে লোকহিতের নিমিত্ত ভাবিত স্বর্গাদি-
বিষয়া স্বীয় উক্তিপরস্পরাকে নশ্বর স্বর্গভোগাদি
প্রতিপাদক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং
অধিকারিবিশেষে আপনারা শব্দ-ব্রহ্মায় মূর্তিতে
জ্ঞান ও কৰ্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া এই জগৎ
উদ্ধার করিতেছেন ।। ৮৩—৯৪ । আপনারা যদি
কৃপা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট
কিঞ্চিৎ জানিতে ইচ্ছা করি। বাসনা-বিজড়িত-
চিন্তা কৰ্ম্মিগণের সংকৰ্ম্মের ফল স্বর্গ, আর
ঈশ্বরপিতচিন্তা ব্যক্তিগণের কৃতকৰ্ম্মের ফল—
চিন্তাশুদ্ধি। চিন্তাশুদ্ধি হইতে তাহাদের জ্ঞান এবং
জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ-ব্রহ্মের
সহিত একতা-প্রাপ্তি মাত্র। উহা সাক্ষিদানন্দস্বরূপ;
ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তি ঘটিলে মানবের কৃত কৰ্ম্মজন্য
যাহা কিছু ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম রূপ অদৃষ্ট—তৎসমস্তই
সেই ব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম—নিঃসঙ্গ,
চিদাকাশ, জ্ঞানরূপ অসংবৃত, নিরীহ, অচল,

বিকারেষু বিনশ্যৎসু নিৰ্বিকারং ন নশ্যতি ।
 যথাক্রমতমসা ব্যাপ্তলোকস্য রবিরোজসা ॥৯৯
 লোহস্যেব মণিস্তদ্বদ্রব্যা নিশ্চেতয়িতৃ যৎ ।
 যদাভাসেন সা সত্তাং প্রতিপদ্য বিজুস্ততে ॥
 জীবেশ্বরাদিরূপেণ বিশ্বাকারেণ চাপ্যহো ।
 তস্যামপি প্রলীনায়াং কূটস্থঃ যদেকলম্ ॥১০১
 ভবন্তিরেবং নির্ণীতঃ তত্ত্বৈব ন সংশয়ঃ ।
 তথাপি মম জিজ্ঞাসা বর্ততে কেবলং হৃদি ॥
 অতোহপি পরমং কিঞ্চিদ্বর্ততে কিম্বা ন বা
 তদ্বদন্ত মহাভাগা ভবন্তস্তত্ত্বদর্শনাঃ ॥১০৩
 যচ্ছবঃফলমেবেহ জনুষো মে কৃতার্থতা ।
 এবং ব্রুবন্তমনঘং ব্যাসং সত্যবতীসূতম্ ।

সাধু সাধিবতি সঙ্কীৰ্ত্ত্য প্রত্যুচুর্নিগমা বচঃ ॥

বেদা উচুঃ ।

সাধু সাধু মহা প্রাজ্ঞ বিষ্ণুরাত্মা শরীরিণাম্ ।

শুদ্ধ, অগুণ ও ব্যাপক। যাবতীয় বিকারের
 বিনাশ হইলেও ঐ নিৰ্বিকার ব্রহ্ম বিনষ্ট হন
 না। আদিত্য যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎকে
 আলোকিত করেন, মণি যেমন লৌহকে
 প্রাকশিত করে, তদ্রূপ নিৰ্বিকার ব্রহ্ম হইতে
 এই জগৎ প্রকাশিত। ইহাঁরই আভাস মাত্রে এই
 অনাদি অনন্তা সৃষ্টি চিরস্থায়ী রূপে বিজুস্তমাণা।
 অহো! সৃষ্টি চিরস্থায়ী রূপে বিজুস্তমাণা। অহো!
 সৃষ্টি প্রলীন হইলে জীবেশ্বররূপী বিশ্বাকারব্রহ্মরূপ
 এই পরব্রহ্মই কূটস্থ ও অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান
 থাকেন। এই যে আপনারা ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরাপণ
 করিয়াছেন, ইহা অদ্ভুতঃ ঐরূপই বটে; ইহাতে
 আবার কিছুমাত্র সংশয় নাই; তথাপি আমার
 হৃদয়ে কি যেন কেমন কে জিজ্ঞাসার ভাব
 উদ্ভিত হইতেছে। আমার মনে হইতেছে—
 সম্ভবতঃ ইহা হইতেও পরম পদার্থ কিছু
 থাকিবে। হে মহাভাগগণ! আপনারা তত্ত্বদর্শী;
 যদি কিছু গুহ্য রহস্য থাকে, তাহা অম্যাকে
 বলুন;—যাহা শ্রবণ করিয়া আমার জন্য সার্থক
 হইবে। তখন আবির্ভূত বেদগণ সত্যবতীসূত
 অনন্ত ব্যাসদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণান্তর

অজোহপি জন্ম সম্পদ্য লোকানুগ্রহমীহসে ॥
 অন্যথা তে ন ঘটতে সংসারকর্ম বন্ধনম্ ।
 অস্পৃষ্টো মায়ায়া দেব্যা কদাচ্ছিজ্ঞানগুহয়া ॥
 বিভবী স্বেচ্ছয়া রূপং স্বেচ্ছ্যৈব নিগৃহসে ।
 অস্মৎসম্মত এবার্থো ভবতা সম্প্রদর্শিতঃ ॥
 পুরাণেধিতিহাসেবু সত্রেষপি চ নৈকথা ।
 অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং সর্বকারণকারণম্ ॥১০৮
 তস্যাত্মানোহপ্যাত্মভাবতয়া পুষ্পস্য গন্ধবৎ ।
 রসবদ্বা স্থিতং রূপমবেহি পরমং হি তৎ ॥১০৯
 অনুভূতং তদাত্মাভিজ্ঞাতে প্রাকৃতিকে লয়ে ।
 অক্ষরাৎপরতত্ত্বাত্মাদ্যৎপরং কেবলো রসঃ ।
 ন চ তত্র বয়ং শব্দাঃ শব্দাতীতে তদাত্মকাঃ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ব্যাস-
 সংশয়াপনোদনং নাম চতুরধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥১০৪॥

‘সাধু-সাধু’ বলিয়া তাঁহার বাক্য গ্রহণ
 করিলেন এবং বলিলেন যে, হে মহাপ্রাপ্ত!
 আপনাকে ধন্যবাদ। আপনিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু,
 এবং শরীরীদিগের আত্মা। আপনি অজ
 হইয়াও লোকানুগ্রহের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ
 করেন। নতুবা আপনার সংসার-বন্ধন
 ঘটিবার নহে। আপনি মায়া-দেবী কর্তৃক অস্পৃষ্ট
 হইয়া কদাচিৎ জ্ঞান-গুহা অবলম্বনে
 স্বেচ্ছাবশেই তিরোহিত হন! আপান পুরাণ,
 ইতিহাস ও সূত্রসমূহে যে সমস্ত রহস্য
 পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের
 সম্মত ॥ অক্ষর পরম ব্রহ্ম সর্ব কারণেরই
 কারণ। পুষ্পের রস-গন্ধের ন্যায় ঐ
 আত্মস্বরূপেরও আত্মস্বরূপ রূপ আছে; তাহা
 অতীব পরম রহস্য বলিয়ড়া জানিবেন।
 আমরা শব্দময় বলিয়া প্রাকৃতিক লয়কালীন
 ঐ শব্দাতীতরূপ অনুভব করিয়া থাকি মাত্র;
 পরন্তু উহার অভিধান বিষয়ে সক্ষম
 নহি। ৯৫—১১০।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৪॥

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরুবাচ ।

অত উদ্ধং প্রবক্ষ্যমি গয়ামাহাত্ম্যনুত্তমম্ ।
যচ্ছ ত্বা সৰ্বপাপেভ্যা মুচ্যতে নাত্র সংশয় ॥১

সূত উবাচ ।

সনকাদ্যৈর্মহাভাগৈর্দেবর্ষিঃ স চ নারদঃ ।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ প্রণম্য বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥২

নারদ উবাচ ।

সনৎকুমার মে ব্রূহি তীর্থং তীর্থোত্তমোত্তমম্ ।
তারকং সৰ্বভূতানাং পঠতাং শৃণ্বতাং তথা ॥৩

সনৎকুমার উবাচ ।

বক্ষ্যে তীর্থবরং পুণ্যং শ্রাদ্ধাদৌ সৰ্ব্বতারকম্ ।
গয়াতীর্থং সৰ্ব্বদেশে তীর্থেভ্যোহপ্যধিকং শৃণু
গয়াসুরস্তপস্তপে ব্রহ্মণা ক্রতবেহর্ষিতঃ ।
প্রাপ্তস্য তস্য শিরসি শিলাং ধর্ম্মো হৃদ্যায়য়ৎ ॥

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন,—অনন্তর যাহা শ্রবণ করিলে
নিঃসংশয়ে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়,
সেই উত্তম গয়ামাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি। সূত
কহিলেন,—সনকাদি মহাভাগগণ সহ দেবর্ষি
নারদ বিধিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সনৎকুমারকে
এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন,—
হে সনৎকুমার! তীর্থসমূহের মধ্যে যে তীর্থ
সর্বোত্তম এবং যে তীর্থের মহাত্ম্য পাঠ বা
শ্রবণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, সেই তীর্থ
আমাদের নিকট কীর্তন করুন। সনৎকুমার উত্তর
করিলেন,—শ্রাদ্ধাদিতে সর্ববিধ মুক্তিপ্রদ পবিত্র
তীর্থকর গয়াতীর্থের বিষয় শ্রবণ করুন। এই
গয়াতীর্থ পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ।
এক সময়ে যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া গয়াসুর এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিল।
ব্রহ্মা এই গয়াসুরের মস্তকে এক শিলা স্থাপন
করিয়া সেই শিলার উপর যজ্ঞ করেন। গয়াসুর

তত্র ব্রহ্মকরোদ্যাগং স্থিতশ্চাপি গদাধরঃ ।
ফল্লতীর্থাদিরূপেণ নিশ্চলার্থমহানশম্ ।
গয়াসুরস্য বিপেল্ল ব্রহ্মাদ্যৈর্দেবর্ষিভিঃ সহ ॥৬
কৃতযজ্ঞো দদৌ ব্রহ্মা ব্রহ্মণেভ্যো গৃহাদিকম্
শ্বেতকল্পে তু বারীহে গয়ো যাগমকারয়ৎ ॥৭
গয়ানাম্না গয়া খ্যাত্যা ক্ষেত্রং ব্রহ্মাভিকাঙ্ক্ষিতম্
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ পুত্রান্নরকাত্তয়তীরবঃ ॥৮
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নদ্রাতা ভবিষ্যতি ।
গয়াং প্রাপ্তং সূতং দৃষ্ট্বা পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ
পদ্ম্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা সোহম্ভ্যং কিংন
দাস্যতি ॥৯

এষ্টব্য বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ
যজ্ঞেত চান্ধমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসজেৎ ।
গয়াং গত্বান্নদাতা যঃ পিতরন্তেন পুত্রিণঃ ।
পক্ষত্রয়নিবাসী চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ।

বিচলিত না হয়, এজন্য গদাধর বিষ্ণু ব্রহ্মাদি-
দেবগণ সহ সর্বদা ফল্ল তীর্থাদিরূপে এই
তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত
করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গৃহাদি প্রদান করিয়াছিলেন।
শ্বেত বারাহ কল্পে গয়াও এ স্থানে একটি যজ্ঞ
করেন। ঐ গয়নাম হইতেই এই ক্ষেত্রের নাম
গয়াক্ষেত্র হইয়াছে। এই ক্ষেত্র ব্রহ্মার
অভিলিষত। পুত্র গয়াগমন করিয়া আমাদিগকে
উদ্ধার করিবে, এইরূপ অভিপ্রায়েই নরকভয়তীর
পিতৃগণ পুত্র কামনা করেন। পুত্র গয়ায় গমন
করিলে পিতৃগণের নিরতিশয় আমোদ উপস্থিত
হয় ॥১—৯। তাহার বলেন,—পুত্রগণ গয়ায়
গিয়া পদাধারা জল স্পর্শ করিলেও তাহাদিগের
কিছুই অদেয় থাকেনা। কোনও পুত্র গয়ায়
গমন করিবে, কেহ অশ্বমেধাদি দ্বারা পিতৃগণের
তৃপ্তিবিধান করিবে, কেহ বা নীলবৃষ উৎসর্গ
করিবে, এজন্য পিতৃগণ বহুপত্র ইচ্ছা করিয়া
থাকেন। গয়া গমন করিয়া যে পুত্র অন্নদান
করে, পিতৃগণ সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হন।
যে পুত্র পক্ষত্রয় গয়ায় বাস করে, তাহার

নো চেৎপঞ্চদশাহং বা সপ্তরাত্রিং ত্রিরাত্রিকম্
মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াং প্রাপ্য বিনশ্যতি ।
পিণ্ডং দদ্যাচ্চ পিত্রাদেৱান্ননোহপি তিলৈবিনা
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুবিসনাগমঃ ।
পাপং তৎসদজং সৰ্বং গয়াশ্রাদ্ধাৱিনশ্যতি ॥১৩
আত্মজোহপ্যন্যজো বাপিগয়াভূমৌ যদা তদা
ব্রহ্মান্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তন্নৱেদব্রহ্ম শাস্তৱতম্ ॥
নামগোত্র সমুচ্চাৰ্য্য পিণ্ডপাতনমিষ্যতে ।
যেন কেনাপি কষ্টেচিৎ স যাতি পরমাং গতিম্
ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং কার্য্য গোগৃহে মরণেন কিম্
বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রো গয়াং ব্রজেৎ
গয়ায়াং সৰ্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাচ্চিচক্ষণঃ ।

সপ্তকুল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এখানে অন্যান্য
পঞ্চদশ দিন বাস করাই বিধি, পঞ্চদশ দিন বাস
না ঘটিলে যে মানব সাত কিংবা তিন রাত্রি
বাস করে, তাহার মহাকল্প-কাল-সঞ্চিত পাপ
বিনষ্ট হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে পিত্রাদির পিণ্ডদান
করিবে। এখানে নিজেরও পিণ্ডদান করা যায়,
কিন্তু ঐ পিণ্ড তিল ভিন্ন দিতে হয়। গয়াশ্রাদ্ধ
করিলে মানবের ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য,
গুরুদ্বীগমন ও তত্ত্বংপাপকারীর সঙ্গজন্য যাবতীয়
পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুত্র পিত্রাদির কিংবা
অন্য যে কেহ যখন তখন যাহার নাম করিয়া
গয়া ক্ষেত্রে পিণ্ড দান করে, সে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে
গমন করে। নাম গোত্র উভয় উল্লেখপূর্ব্বক
যখন তখন যে কোন ব্যক্তির পিণ্ড দান করা
হয়, ঐ পিণ্ডদানে তত্ত্বব্যক্তির পরমগতি লাভ
হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ,
কুরুক্ষেত্রে বাস, মানবগণের এই চতুর্বিধ মুক্তির
কারণ কথিত হয়; এজন্মধ্যে পুত্র যদি গয়া
গমন করে, তবে আর ব্রহ্মজ্ঞান, গোগৃহে মরণ
কিংবা কুরুক্ষেত্র বাসের প্রয়োজন হয় না।
বিচক্ষণ ব্যক্তি সকলকালেই গয়াশ্রাদ্ধ করিবেন;
মলবাস, জন্মদিন, বৃহস্পতি ও শুক্রের অন্তগমন,

অধিমাসে জন্মদিনে চান্তেপি গুরুশুক্রয়োঃ ॥
ন ত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহহৃদেহপি বৃহস্পতৌ ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব মৃতানাং পিণ্ডকৰ্ম্মসু ॥১৯
মহাতীর্থে তু সম্প্রাপ্তে ক্ষতদোষো ন বিদ্যতে ।
তথা দৈব প্রমাদেন সু সুমহৎ ব্রণেষু চ ।
পুনঃ কৰ্ম্মাধিকারী চ শ্রাদ্ধকৃদ্ ব্রহ্মলোকভাক্
সকৃদগয়াভিগমনং সকুৎপিণ্ডস্য পাতনম্ ।
দুর্লভং কিং পুনর্নিত্যমগ্নিস্তেব ব্যবস্থিতিঃ ॥২১
প্রমাদানমিয়তে ক্ষেত্রে ব্রহ্মাদেমুক্তিদায়কে ।
ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যথা মুক্তির্লভ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২২
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চয়েৎ ।
তৈস্তষ্টেস্তোষিতাঃ সৰ্বা পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ।
মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সৰ্ব্বতীর্থেষু যং বিধিঃ ।

সিংহস্থ বৃহস্পতি এবং চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ,
মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান ক্রিয়ায় এই সকল কাল
কখনই ত্যাগ করিবেন না। মহাতীর্থ গয়াতীর্থে
ক্ষত-দোষাদি ধর্তব্য নহে, দৈবঘটনায় কোন
ক্ষতাদি জন্মিলেও তাহার গয়াশ্রাদ্ধে সম্পূর্ণ
অধিকার আছে। সেই অবস্থাতেও গয়াকার্য্য
করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। একবার
গয়ায় গমন বা একবার পিণ্ড দান করিলে
তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না; এই গয়ায় নিত্য
বাসের কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মজ্ঞান হইতে
যে রূপ মুক্তিলাভ হয়, মুক্তিদায়ক ব্রহ্মাদির
এইক্ষেত্রে প্রমাদবশতঃ মৃত্যু ঘটিলেও ঐরূপ
মুক্তিভাগী হওয়া যায়, সংশয় নাই। ১০—
২২। কীকট দেশে মৃত ব্যক্তি ও গয়াক্ষেত্রে
পিণ্ডদান ফলে মুক্ত হয়, এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি
নিত্যই কীকট দেশস্থ এই গয়াক্ষেত্রে সৰ্ব্বপ্রয়াত্নে
বাস করিবেন। এই গয়ায় ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগকে
হব্য কব্যা দ্বারা পূজা করিতে হয়, তাহার তুষ্ট
হইলেই পিতৃগণ সহ দেবতারা তৃপ্ত হইয়া
থাকেন। মুণ্ডন ও উপবাস সকল তীর্থেই বিহিত;

বজ্জয়ীত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াম্
দণ্ডং প্রদর্শয়েত্তিষ্কুর্গয়াং গত্বান পিণ্ডদঃ ।
দণ্ডং ন্যস্য বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সহ মুচ্যতে ॥
ন দণ্ডী কিম্বিষং ধস্তে পুণ্যং বা পরমার্থতঃ ।
অতঃ সর্বাং ক্রিয়াং ত্যজ্ঞা বিষ্ণু ধ্যায়তি

ভাবুকঃ ॥২৭

সন্ন্যাসেৎ সর্বকর্মাণি বেদমেকং ন সন্ন্যাসেৎ ।
মুণ্ডং কুর্য্যচ্চ পূর্বেহস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে
সার্কক্রোশদ্বয়ংমানং গম্নেতি ব্রহ্মণেরিতম্
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ
তন্মধ্যে সর্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি সন্তি বৈ
শ্রাদ্ধকৃদ্যো গয়াক্ষেত্রে পিতৃগামনুগো হি সঃ ॥
শিরসি শ্রাদ্ধকৃদ্যস্ত কুলানাং শতমুদ্বরেৎ ।
গৃহাচ্চলিতমাত্রেণ গয়ায়াং গমনং পদে ॥৩০
পদে পদেহস্থানেধস্য যৎফলং গচ্ছতো গয়াম্ ।
তৎফলঞ্চ ভবেনুনং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩২

কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াক্ষেত্রে
বিধেয় নহে। তিস্কু গয়ায় গমন করিয়া দণ্ড
প্রদর্শন করিবেন, পিণ্ডদান তাঁহার কর্তব্য নহে;
বিষ্ণুপদে দণ্ড ন্যস্ত করিলেই তাঁহার পিতৃগণ
সহ তিনি মুক্ত হইবেন। দণ্ডধারীর কোনরূপ
পাপ বা পুণ্য নাই, তাঁহারা এই গয়াক্ষেত্রেই পূর্ব
পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ যে কোন স্থানে মস্তক
মুণ্ডন করিবেন। ব্রহ্মা এই গয়ার পরিমাণ আড়াই
ক্রোশ, গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ এবং গয়াশির
একক্রোশ বলিয়াছেন। ত্রিলোক মধ্যে যে সকলম
পুণ্য তীর্থ আছে, সে সমস্তই এই স্থানে বিদ্যমান।
এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধকারী পিতৃগণের ঋণ হইতে
মুক্ত হয় এবং গয়াশিরে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার
সপ্তম কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। মানব গয়াযাত্রা
করিয়া গৃহ হইতে নির্গমনপূর্বক চলিতে আরম্ভ
করিলে পদে পদে পিতৃগণের স্বর্গারোহণ-সোপান
নির্মিত হয় এবং গয়ায় উপনীত হইবার পর
প্রতিপদ বিক্ষেপে তাঁহাদের এক একটা অশ্বমেধ

পায়সেনাপি চরণা সন্তুনা পিষ্টকেন বা ।
তণ্ডুলৈঃ ফলমূলাদ্যৈগলয়ায়াং পিণ্ডপাতনম্ ॥৩৩
তিলকঙ্কেন খণ্ডেন শুভেন সম্বতেন বা ।
কেবলেনৈব দধী বা উজ্জ্বল মধুনাথ বা ॥৩৪
পিণ্ড্যাকং সম্বতং খণ্ডং পিতৃভ্যোহক্ষয়মিত্যুত
ইজ্যতে বার্তবং ভোজ্যং হবিষ্যাম্ মুনীরিতম্
একতঃ সর্ববস্তুনি রসবস্তি মধুনি হি ।
স্বত্বা গদাধরাণ্ড্যাক্ষং ফল্গুতীর্থস্থি বিধিঃ ॥৩৭
পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃ প্রত্যবনেজনম্ ।
নাবাহনং ন দিগ্বন্ধো ন দোষো দৃষ্টিসম্ভবঃ ।
সকারুণ্যেন কর্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ ॥৩৮
অন্যত্রাবাহিতাঃ কালে পিতরো যাস্ত্যমুং প্রতি
তীর্থে সদা বসন্ত্যেতে তস্মাদাবাহনং ন হি ॥
তীর্থশ্রাদ্ধং প্রযচ্ছন্তিঃ পুরুষৈঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ

যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পায়স, চরু,
শক্ত, পিষ্টক, তণ্ডুল, ফল মূলদি, তিলকঙ্ক,
সম্বত ও শুভখণ্ড, অথবা কেবল দধি বা উত্তম
মধু ও ঘৃতখণ্ডসহ পিণ্ড্যাক দ্বারা গয়ায় পিণ্ডদান
করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়।
ঋতুপন্ন ভোজ্য বা মুনিগণনির্দিষ্ট হবিষ্যাম্
ভোজন করিয়া গদাধরের পাদপদ্ম ও
ফল্গুতীর্থোদক স্মরণপূর্বক রসযুক্ত ও সর্ববিধ
মধুর বস্ত্র পিতৃগণের পূজার নিয়োজিত করিবে।
পিণ্ডের আসন, পিণ্ডদান, প্রত্যবনেজন, দক্ষিণ্য
ও অন্নসংকল্পে তীর্থশ্রাদ্ধে আবাহন নাই, এবং
দৃষ্টিদোষ নাই বলিয়া দিগ্বন্ধনও কর্তব্য নহে।
বিচক্ষণগণ ভক্তি-সহকারে এইরূপে তীর্থশ্রাদ্ধ
করিবেন। অন্য শ্রাদ্ধাদি সময়ে যে পিতৃগণের
আবাহন করা হয়, তাঁহারাই তীর্থযাত্রীর পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। পিতৃগণ সর্বদা
তীর্থে বাস করেন বলিয়া তীর্থশ্রাদ্ধে আবাহন
বিহিত নহে। ফলাকাঙ্ক্ষী তীর্থ শ্রাদ্ধকারী

কামং ক্রোধং তথা লোভং ত্যক্ত্বা কার্য্য।

ত্রিয়ানিশম্ ॥৪০

ব্রহ্মচার্য্যেকভোজী চ ভূশায়ী সত্যবাকৃশ্চিঃ।

সর্বভূহিতে রক্তঃ স তীর্থফলমধ্বতে ॥৪১

তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ পাষণ্ডং পূর্বতন্ত্যজেৎ।

পাষণ্ডঃ স চ বিজ্ঞেয়ো যো ভবেৎ কামকারকঃ

তীর্থেষু যে নরা ধীরাঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি তদগতাঃ।

যথা ব্রহ্মবিদো বেদ্যং বস্ত্র চানন্যচেতসঃ।

প্রবিশন্তি পরেশাখ্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মপরায়ণাঃ ॥৪৩

যান্তে বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।

সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ।

স্নাতো গোদো বৈতরণ্যং ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্বরেৎ

তথাক্ষয়বটং গঙ্গা বিপ্রান্ সন্তোষরিব্যতি।

ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনার্চয়েৎ

তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সৰ্বাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ

ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধদানকালে সতত কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিবেন। ব্রহ্মচারী, একভোজী, ভূতলশায়ী সত্যবাদী, পবিত্র ও নিখিল প্রাণিহিতে রত ব্যক্তিগণই তীর্থফল ভোগ করিয়া থাকেন? যে ব্যক্তি যথেষ্টাচারী, তাহাকে পাষণ্ড বলে। ধীর তীর্থযাত্রী এইরূপে পাষণ্ডীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। অনন্যমনা ব্রহ্মাদিগণের যেমন একই ব্রহ্ম বস্তু ধ্যেয়, তদ্রূপ তদগত হইয়া যে ধীর ব্যক্তি কৰ্ম্ম করেন, তিনি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া পরেশাখ্য ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। গয়াক্ষেত্রে বৈতরণী নামক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত যে একটি নদী আছে, পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় যে ব্যক্তি তথায় স্না ও গোদান করে, সে বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সে বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সে ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। এইরূপ অক্ষয় বটে গমন-পূর্বক ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে হয়; এই সকল ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেন পিতৃগণ সহ দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। গয়ায় এমন স্থান নাই, যেখানে তীর্থ

গয়ানাং ন হি তৎস্থানং যত্র তীর্থং ন বিদ্যতে
সান্নিধ্যং সৰ্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততো বরম্।

মীনে মেঘে স্থিতে সূর্য্যে কন্যায়াং কাম্যকেষ্টে
গয়ানাং দুর্লভং লোকে বদন্তি ঋষয়ঃ সদা।

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপ্রাতানম্ ॥

মকরে বর্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়াশ্রাদ্ধং সুদুর্লভম্ ॥৪৮

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।

ন তচ্ছক্যং ময়া বক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যং

নাম পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গয়াসুরঃ কথংজাতঃ কিম্ভাবঃ কিমাত্মকঃ;

তপস্তপং কথং তেন কথং দেহপবিত্রতা ॥১

নাই, এখানে সকল তীর্থেরই সান্নিধ্য আছে বলিয়াই এই গয়াতীর্থ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মীন (চৈত্র), ধনু (পৌষ), মেঘ (বৈশাখ), কন্যা (আশ্বিন) এবং বৃষ (জ্যৈষ্ঠ) রাশিতে যখন সূর্য্য অবস্থান করেন, ঋষিগণ বলেন, সেই সকল কালই গয়াকার্য্যে দুর্লভ; তাঁহারা আরও বলেন,—ত্রিলোক মধ্যে গয়ায় পিণ্ডদানই একটি দুর্লভ কার্য্য। এক'ত মাঘমাসের সূর্য্য গ্রহণই দুর্লভ, তাহার পর আবার মাঘমাসীর সূর্য্যগ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধ ততোধিক দুর্লভ; ঋষিগণ বলেন,—এই কালেই গয়াশ্রাদ্ধ সমধিক প্রশস্ত। মানব গয়াশ্রাদ্ধে যে ফলপ্রাপ্ত হয়, শতকোটি কল্পেও আমি তাহার ফল বলিতে সমর্থ নহি ৩৮—৪০।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৫ ॥

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—গয়াসুর
কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার প্রভাব ও

সনৎকুমার উবাচ ।

বিশ্বেণাভ্যম্বুজাজ্জাতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
প্রজাঃ সমজ্জ সস্প্রোক্তঃ পূৰ্বং দেবেন বিষ্ণুনা
আসুরৈগৈব ভাবেন অসুরানসৃজৎ পুরা
সৌমনসেন ভাবেন দেবান্ সুমনসোহসৃজৎ
গয়াসুরোহসুরাণাঞ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ।
যোজনানাং সপাদঞ্চ শতং তম্যোচ্ছুরঃ স্মৃতঃ ।।৪
স্থূলঃ সৃষ্টিযোজনানাং শ্রেষ্ঠোহসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ
কোলাহলে গিরিবরে তপন্তেপে সুদাক্ষণম্ ।।৫
বহুবর্ষসহস্রাণি নিরুচ্ছাসং স্থিরোহভবৎ ।
স্তম্ভপস্তাপিতা দেবাঃ সঙেক্ষাভং পরমং গতাঃ
ব্রহ্মলোকং গতা দেবাঃ প্রোচুস্তেহথ পিতামহম্
গয়াসুরাদ্রক্ষ দেব ব্রহ্মা দেবাঃস্ততোহব্রবীৎ ।।
ব্রজামঃ শঙ্করং দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ গতাঃ শিবম্
কৈলাসে চাক্রসন্নত্বা রক্ষ দেব মহাসুরাৎ ।।৮

স্বরূপ কিরূপ, আর কেনই বা সে তপস্যা করিল
ও কি করিয়াই বা তাহার দেহ পবিত্র হইল?
সনৎকুমার উত্তর করিলেন,—লোক-পিতামহ
ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হন এবং
তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, ইহা বিষ্ণু দেব
সম্যকুপকারে কহিয়াছেন। তিনি পূর্বকালে আসুর
সমধিক বল-পরাক্রম-শালী এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।
ইহার উচ্চতা একশত পঁচিশ যোজন ও স্থূলতা
বাট যোজন। গয়াসুর গিরিবর কোলাহল নামক
পর্বতে বহুসহস্র বৎসর যাবৎ নিশ্বাস রোধপূর্বক
অবস্থিত হইয়া অতীব কঠোর তপস্যা করে;
তখন তাহার তপস্যা-প্রতাপ দেবগণ অত্যন্ত
সংক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক পিতামহ
ব্রহ্মাকে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।
দেবগণ বলেন,—হে দেব! গয়াসুর হইতে
আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে
বলিলেন,—হে দেবগণ! চলুন আমরা শঙ্কর
সমীপে গমন করি; ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া
দেবগণসহ কৈলাসে গমন করিলেন এবং

ব্রহ্মাদ্যানব্রবীচ্ছত্বা জামঃ শরণং হরিম্ ।
ক্ষীরাকৌ দেবদেবেশঃ স নঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি
ব্রহ্মা মহেশ্বরো দেবা বিষ্ণুং নত্বা প্রতুষ্টবুঃ ।।১
দেবা উচুঃ ।

ও নমো বিষ্ণবে ভর্ত্রে সর্বেধাং প্রভববিষ্ণবে
রোচিষ্ণবে জিষ্ণুবে চ রাক্ষসাদিগ্রসিষ্ণুবে ।।১০
ধরিষ্ণুবেহখিলস্যাস্য যোগিনাং পারয়িষ্ণুবে ।।
বর্দ্ধিষ্ণুবে হানস্তায় নমো ভ্রাজিষ্ণুবে নমঃ ।।১১

সনৎকুমার উবাচ ।

এবং স্ততো বাসুদেবঃ সুরাণাং দর্শনং দদৌ
কিমর্থমাগতা দেবা বিষ্ণুনোক্তান্তমব্রবন্ ।।
গয়াসুরভয়াদেব রক্ষাম্মানব্রবীধরিম্ ।
ব্রহ্মাদ্যা বাস্ততং দৈত্যমাগমিষ্যাম্যহং ততঃ ।
কেশবো গরুড়াক্রুড়ো বরং দাতুং গয়াসুরে ।

কৈলাসপতিকে প্রণাম করিয়া বলিতে
লাগিলেন,—হে দেব! এই মহাসুর হইতে
আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর শঙ্কু ব্রহ্মাদি
দেবগণকে কহিলেন,—ক্ষীরপয়োনিধিতে
দেবদেব হরি শয়ান আছেন, চলুন, আমরা
তাঁহার নিকট গমন করি। তিনিই আমাদের মঙ্গ
ল বিধান করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মা, মহাদেব ও
অন্যান্য দেবগণ তথায় গমন করিয়া বিষ্ণুকে
স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—
যিনি রোচিষ্ণু, জিষ্ণু, যোগিগণের পালয়িতা,
এবং যিনি রাক্ষসদিগকে গ্রাস ও সপ্তলোক
ধারণ করিয়াছেন; যিনি নিয়ত বর্দ্ধনশীল যিনি
অনন্ত, জিষ্ণু, নিখিল লোকের প্রভবিষ্ণু বিভু,
সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। ১—১১। সনৎকুমার
বলিলেন,—হে দেবগণ! কিজন্য আপনারা
আগমন করিয়াছেন? বিষ্ণুর কথায় দেবগণ
উত্তর করিলেন,—হে দেব! গয়াসুরের ভয়
হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিষ্ণু
বলিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই
অসুরসমীপে—গমন করুন, রতাপর আমিও

সর্বৈ স্বং স্বং সমাহ্বায় যযুর্বাহনমুত্তমম্ ॥১৪
উচুস্তং বাসুদেবাদ্যাঃ কিমর্থং তপ্যতে ত্বয়া ।
সন্তুষ্টাঃ স্বাগতাঃ সর্বৈ রবৎ ক্রাহি গয়াসুর ॥১৫
গয়াসুর উবাচ ।

যদি তুষ্টাঃ স্থ মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুরহেশ্বরাঃ ।
সর্বদেবদ্বিজাতিভ্যো যজ্ঞ তীর্থশিলোচ্চয়াৎ ॥
দেবেভ্যোহতিপবিত্রোহমৃষিভ্যোহপি শিবা-
ব্যয়াৎ ।

মস্ত্রেভ্যো দেবদেবীভ্যো যোগিভ্যশ্চাপি
সর্বশঃ ॥১৭
ন্যাসিভ্যশ্চাপি কশ্মিভ্যো ধর্মিভ্যশ্চ তথা পুনঃ
যতিভ্যোহতিপবিত্রেভ্যঃ পবিত্রঃ স্যাৎ সদা
সুরাঃ ॥১৮

পবিত্রমস্তু তং দেবা দৈত্যমুহুত্বা যযুর্দিবম্ ।
দৈত্যং দৃষ্ট্বা চ স্পৃষ্ট্বা চ সর্বৈ হরিপুরং যয়ুঃ ॥১৯
শূন্যং লোকত্রয়ং জাতং শূন্য্য যমপুরী হ্যভুৎ ।

আসিতেছি। অনন্তর বিষ্ণু বর দান নিমিত্ত
গরুড়ারোহনে গয়াসুর সমীপে আগমন করিলেন,
অন্যান্য দেবগণও নিজ নিজ বাহনে আরোহণ
করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। তখন বাসুদেব
প্রমুখ দেবগণ গয়াসুরকে বলিতে লাগিলেন,—
হে গয়াসুর। তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ;
তোমার তপস্যায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া
আগমন করিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। গয়াসুর
বলিল,—হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-প্রমুখ সুরগণ!
যদি আমার প্রতি আনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন
সকল দেব, দ্বিজাতি, নিখিল যজ্ঞশিলা, দেব,
ঋষি, অব্যয় শিব, মন্ত্র, দেবদেবী, সকল প্রকার
যোগী, কশ্মভ্যাগী, কশ্মী, ধার্মিক এবং অতি
পুতগতি—অপেক্ষাও সর্বদা অতি পবিত্র হই।
দেবগণ তখন “পবিত্র হও” গয়াসুরকে এই
বর প্রদান করিলেন এবং তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ
করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। অনন্তর

যম ইন্দ্রাদিভিঃ সার্কং ব্রহ্মলোকং ততোহগমৎ
ব্রহ্মাণমুচিরে দেখা গয়াসুরবিলোপিতাঃ ।
ত্বয়া দন্তোহধিকারো বৈ গৃহাণ ত্বং পিতামহ ॥
ব্রহ্মাবীভূতো দেবান্ ব্রজামো বিষ্ণুমব্যয়ম্
ব্রহ্মাবীভূতো দেবান্ ত্বয়া দন্তবরেহসুরে ॥
তদর্শনাদ্যয়ুঃ স্বর্গং শূন্যং লোকত্রয়ং হভুৎ ।
দেবৈরুক্তো বাসুদেবোরহ্মাণং স বচোহরবীৎ
গয়াসুরং প্রার্থয়ন্ যজ্ঞার্থং দেহি দেবকম্ ।
বিষ্ণুস্তঃ সসুরো ব্রহ্মা গয়াপশ্যন্মহাসুরম্ ॥
গয়াসুরোহব্রবীদৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং ত্রিদশৈঃ সহ ।
সম্পূজ্যোথায় বিধিবৎ প্রণতঃ শ্রদ্ধয়াষিতঃ ॥
গয়াসুর উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ।
নাগতোহতিথির্ব্রহ্মা সর্বং প্রাপ্তং মরাদ্য বৈ

লোকত্রয় ও যমপুরী শূন্য হইলে, গয়াসুর কর্তৃক
হতকীর্তি যম ইন্দ্রাদি দেবগণসহ ব্রহ্মলোকে
গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে পিতামহ!
আপনি আমাদিগকে যে অধিকার প্রদান
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পুনরায় গ্রহণ করুন।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! ইহার প্রতিবিধান
জন্য চলুন আমরা অব্যয় বিষ্ণুসমীপে গমন
করি। অনন্তর ব্রহ্মাদি লোকত্রয় শূন্য হইয়াছে।
দেবগণের বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে
বলিলেন,—হে ব্রহ্মাণ! আপনি গয়াসুর সমীপে
গমনপূর্বক যজ্ঞের জন্য তাহার দেহ প্রার্থনা
করুন, অতঃপর বিষ্ণু কর্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মা অন্যান্য
সুরগণ সহ গয়াসুরসমীপে উপনীত হইলে
গয়াসুর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া
গাত্রোত্থানপূর্বক বিধিবৎ প্রণাম ও শ্রদ্ধাসহকারে
পূজা করিয়া বলিতে লাগিল। ১২—২৫।
গয়াসুর বলিল,—আজ আমার জন্ম ও তপস্যা
সফল হইল, কেন না স্বয়ং ব্রহ্মা আমার
অতিথিরূপে সমাগত হইয়াছেন। অতএব আজ
আমি সকলই প্রাপ্ত হইয়াছি। হে যোগিন,

যোগিন্‌যোগাদ্বিৎ সৰ্বলোকস্বামিন্‌ পিতৰ্গুরো
যদৰ্থমাগতো ব্রহ্মাংস্তৎকাৰ্য্যং করবাণ্যহম্ ॥২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

পৃথিব্যাং যানি তীৰ্থানি দৃষ্টানি ভ্রমতা ময়া ।
যজ্ঞার্থং ন তু তে তানি পবিত্রানি শরীরতঃ ॥
ত্বা দেহে পবিত্রত্বং প্রাপ্তং বিষ্ণুপ্রসাদতঃ ।
অতঃ পবিত্রং দেহং ত্বং যজ্ঞার্থং দেহি মেহসুর
গয়াসুর উবাচ ।

ধন্যোহহং দেবদেবেশ যদেহং প্রার্থ্যতে ত্বয়া
পিতৃবংশঃ কৃতার্থো মে দেহে যাগং করোষি
চেৎ ॥৩০

ত্বয়ৈবোৎপাদিতো দেহঃ পবিত্রস্ত ত্বয়া কৃতঃ ।
সৰ্ব্বমামুপকারায় যাগোহবশ্যং ভবত্বিতি ॥৩১
ইত্যুক্তা সোহপতদ্ভুমৌ শ্বেতকল্পে গয়াসুরঃ ।
নৈৰ্ব্বাৰ্ত্তীং দিশমাপিত্য তদা কোলাহলে গিরৌ

যোগাদিবিৎ, সৰ্বলোকস্বামিন্‌, পিতঃ গুরো! আপনি যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, হে ব্রহ্ম! আমি তাহা সম্পাদন করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে যজ্ঞের উপযুক্ত পবিত্র কোন তীর্থই দেখি নাই। হে অসুর! বিষ্ণুর প্রসাদে তোমারই দেহ সৰ্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়াছে; অতএব যজ্ঞের নিমিত্ত তোমার পবিত্র দেহ আমাকে অর্পণ কর। গয়াসুর উত্তর করিল,—হে দেবদেবেশ! আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত আমার দেহ প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমি ধন্য হইলাম, কেবল ইহাই নহে, আপনি আমার দেহে যাগ করিবেন, এজন্য আমার পিতৃকুলও ধন্য; আপনিই এই দেহ সৃজ। করিয়াছেন, আবার আপনিই ইহার পবিত্রতা-বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে সৰ্ব্বভূতের উপকারার্থ এই দেহে যাগ অনুষ্ঠিত হউক। দানব গয়াসুর এই কথা বলিয়া সেই কোলাহল অচলের নৈৰ্ব্বাৰ্ত্ত দিগ আশ্রয় করিল

শিরঃ কৃৎনোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃৎন তু
দক্ষিণে ।

ব্রহ্মা সন্ততসম্ভারো মানসান্‌ ত্বজোহসৃজৎ ॥
অগ্নিশর্মাণমমৃতং শৌনকং জজ্জিলিং মৃদুম্ ।
কুথুমিং বেদকৌণ্ডিল্যং হরীতং কাশ্যপং কৃপম্
গর্গং কৌশিকবাসিষ্ঠো মুনিং ভার্গবমব্যয়ম্ ।
বৃদ্ধং পারাশরং কণ্ঠং মাণ্ডব্যং শ্রুতিকেবলম্ ॥
শ্বেতং সুতালং দমনং সুহোত্রং কঙ্কদেব চ ।
লোকাঙ্কিঞ্চ মহাবাহুং জৈগীষব্যং তথৈব চ ॥
দধিপঞ্চমুখং বিপ্রমৃষভং কর্কমেব চ ।
কাত্যায়নং গোভিলঞ্চ মুনিমুগ্রমহাব্রতম্ ॥৬৭
সুপালকং গৌতমঞ্চ তথা বেদশিরোব্রতম্ ।
জটামালিনমব্যগ্রং চাটুহাসঞ্চ দারুণম্ ॥৬৮
আত্রেয়ং চাপ্যঙ্গিরসমৌপমন্যুং মহাব্রতম্ ।
গোকর্ণঞ্চ গুহাবাসং শিখণ্ডিনমুখাব্রতম্ ॥৬৯
এতানস্যাংশ্চ বিপ্রেন্দ্রান্‌ বেধা লোকপিতামহঃ
পরিকল্প্যাকরোদ্যাগং গয়াসুরশরীরকে ॥৮০

এবং উত্তরদিকে মন্তক ও দক্ষিণদিকে পদদ্বয় করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল ॥২৬—
৩৩। এই ঘটনা শ্বেত বরাহ কল্পে সম্পাদিত হইয়াছিল। অনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞসম্ভায় আহরণ করিয়া পৌরোহিত্য কার্যের জন্য অগ্নিশর্মা, অমৃত, শৌনক, শান্তস্বভাব, জাজলি, কুথুমি, বেদকৌণ্ডিল্য, হরীত, কাশ্যপ, কৃপ, গর্গ, কৌশিক, বাসিষ্ঠ, অব্যয়, ভার্গবমুনি, বৃদ্ধ পরাশর, কণ্ঠ, মাণ্ডব্য, শ্রুতিকেবল, শ্বেত, সুতাল, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, মহাবাহু, লোকাঙ্কি, জৈগীষব্য, দধিপঞ্চমুখ, বিপ্রশ্রেষ্ঠ কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিল, মুনি উগ্রমহাব্রত, সুপালক, গৌতম, বেদাশবোব্রত, অব্যগ্র জটামালী, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, মহাব্রত ঔপমন্যু, গুহাবাসী গোকর্ণ, শিখণ্ড এবং উমাব্রত প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র মানস প্রজা সকল সৃজন করিলেন এবং এই সকলকে পুরোহিতরূপে পরিকল্পিত করিয়া

অগ্নিশর্মাপি পঞ্চাঙ্গীশ্বখাদেতানথাসুজং।
 দক্ষিণাগ্নিং গার্হপত্যাহবনীয়ো তপোব্যয়ঃ ॥৪১
 সত্যাবসথ্যা দেবর্ষিষেবু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
 যজ্ঞস্য চ প্রতিষ্ঠার্থং বিপ্রৈভ্যো দক্ষিণাং দদৌ
 হত্বা পূর্ণাছতিং ব্রহ্মা স্নাত্বা চাবভূথেন তু।
 যজ্ঞযুপং সুইরেঃ সাক্ষং সমানীয় ব্যরোপয়ৎ ॥৪৩
 ব্রহ্মণঃ সরসাং শ্রেষ্ঠে সরসেবাশ্রিতং শুভম্।
 চলিতশ্চকিতো ব্রহ্মা ধর্মরাজমভাবত ॥৪৪
 জাতা গৃহে তব শিলা সমানীয়াবিচারয়ন্।
 দৈত্যস্য শ্রীষ্মং শিরসি তাং ধাবয় মমাজ্ঞয়া ॥
 নিশ্চলার্থং যমঃ শ্রদ্ধাধারয়ন্ মন্তকে শিলাম্।
 শিলায়াং ধাবিতায়াস্তু সশিলশ্চাসুরোহচলৎ ॥
 দেবানুচেহধ রুদ্রাদীন্ শিলায়াং নিশ্চল্যঃ কিল

গয়াসুরের শরীরে যজ্ঞ করিলেন। হে দেবর্ষে! ইহাদের মধ্যে মহাতাপস অগ্নি শর্ম্মার মুখ হইতে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়া, ন সত্য ও আবসস্য এই পাঁচটি অগ্নি সম্ভূত হইল। এই অগ্নিসমূহেই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইল। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মা, দ্বিজগণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন এবং পূর্ণাছতি প্রদান ও অবভূথ স্না করিয়া দেবগণ সহ যজ্ঞযুপ আনয়নপূর্বক উত্তম ব্রহ্মসরোবরে প্রোক্ষিত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা চলিতে চলিতে সহসা কম্পিত শইয়া ধর্মরাজকে বলিলেন,—তোমার গৃহে এই শিলা জন্মিয়াছে, আমার অজ্ঞায় কোনরূপ বিচার না করিয়াই ঐ শিলা আনয়নপূর্বক শীঘ্র গয়াসুরের মন্তকে স্থাপন কর। শিলা মন্তকে রক্ষিত হইলে গয়াসুর নিশ্চল হইবে বুঝিয়া যম তাহাই করিএলেন। কিন্তু ঐ শিলা গয়াসুরের মন্তকে স্থাপিত হইলেও সে শিলাসহ বিচলিত হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা রুদ্রাদি সমস্ত দেবতাগণকে বলিলেন,—এই শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য আপনারা উহার উপর অবস্থান করুন। ব্রহ্মার আদেশ তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইল। দেবগণ স্বস্বপদ

তিষ্ঠন্ত দেবাঃ সকলান্তথেত্যুত্বা চ তে স্থিতাঃ
 দেবাঃ পাদৈর্লক্ষয়িত্বা তথাপি চলিতোহসুরঃ
 ব্রহ্মাথ ব্যাকুলো বিষ্ণু গতঃ ক্ষীরাক্ষিশায়িন।
 তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা নত্বা চাদৃত্য তং প্রভুম্
 ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মাওস্য পতে নাথ নমামি জগতাং পতিম্।
 গতিং কীর্তিমতাং নৃণাং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কম্ ॥
 বিশ্বক্সেনোহব্রবীদ্বিষ্ণুং দেব ত্বাং স্তোতি
 পদ্মজঃ।

হরিরাহনয় ত্বং তং বিষ্ণুস্তঃ স তমানয়ৎ।
 অজমুচে হরিঃ কস্মাদাগতোহসি বদস্ব তৎ ॥
 ব্রহ্মোবাচ।

দেবদেব কৃতে যাগে প্রচচাল গয়াসুরঃ।
 শিলায়াং দেবরাপিণ্যাং ন্যস্তায়াং তস্য মন্তকে
 রুদ্রাদিষু চ দেবেবু সংস্থিতেশ্চ সুরোহচলৎ।

দ্বারা শিলাকে চাপিয়া ধরিলেন। ইহাতেও সে শিলা নিশ্চল হইল না। সে আবার কাঁপিয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মা ব্যাকুল হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পুনরপি প্রমাণ করিয়া সেই প্রভু বিষ্ণুকে আদরসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন ৩৫-৪৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মাওপতে! কে নাথ! হে জগৎপতে! আপনাকে নমস্কার, কীর্তিমান্ মানবগণের আপনিই ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে বিষ্ণু-পার্শ্বচর বিষবকুসেন বিষ্ণুকে গিয়া বলিলেন,—হে বিষ্ণে! আপনাকে পদ্ম যোনি স্তব করিতেছেন। হরি বলিলেন,—“তাহাকে এখানে আনয়ন কর” বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকুসেন ব্রহ্মাকে আনয়ন করিলে, হরি তাঁহাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মান্! কি জন্য আপনি আগমন করিয়াছেন, তাহা কীর্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবদেব! দেবরাপিণী শিলা গয়াসুরমন্তকে স্থাপন করিয়া যজ্ঞ সমাহিত করিয়াছি কিন্তু গয়াসুর বিচলিত হইয়াছে; এমন

ইদানীং নিশ্চলার্থং হি প্রসাদং কুরু মাধব ।।৫২।
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা হ্যাকৃষ্য স্বশরীরতঃ ।
মূর্তিং দদৌ নিশ্চলার্থং ব্রহ্মাণে ভগবান্ হরিঃ ।।
অনীয় মূর্তিং ব্রহ্মাপি শিলায়াং সমধারয়ৎ ।
তথাপি চলিতং বীক্ষ্য পুনর্দেবমথাহুয়ৎ ।।
আগত্য বিষ্ণুঃ ক্ষীরাক্ষেঃ শিলায়াং সংক্ৰিতো-
হভবৎ ।

জনার্দনাভিধানেন পুণ্ডরীকেতি নামতঃ ।
শিলায়াং নিশ্চলার্থং হি স্বয়মাদিগদাধরঃ ।।৫৫।
নিশ্চলার্থ পঞ্চধাসীচ্ছিলায়াং প্রপিতামহঃ ।
পিতামহোহথ ফল্গুশঃ কেমারঃ কনকেশ্বরঃ ।।
ব্রহ্মা স্থিতঃ স্বয়ং তত্র গজরূপী বিনায়কঃ ।
গয়াদিত্যশ্চোত্তরাকো দক্ষিণার্কস্থিধা রবিঃ ।।
লক্ষীঃ সীতাভিধানেন গৌরী চ মঙ্গলাহুয়া ।
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যা চ সবস্বতী ।।

কি, রুদ্রাদি দেবগণও পদভরে ঐ শিলার উপর
অবস্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি সে শিলা বিচলিত
হইয়া উঠিয়াছে। হে মাধব! সম্প্রতি ঐ শিলাকে
নিশ্চল করিবার জন্য আপনি প্রসন্ন হউন। অনন্তর
ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া ভগবান্ হরি স্বীয় শরীর
হইতে একমূর্তি আকর্ষণ করিয়া গয়াসুরকে নিশ্চল
করিবার জন্য ব্রহ্মাকে তাহা অর্পণ করিলেন।
ব্রহ্মা ঐ মূর্তি আনয়ন করিয়া শিলার উপর
সংস্থাপন করিলেন; কিন্তু ইহাতেও গয়াসুর নিশ্চল
হইল না দেখিয়া ব্রহ্মা পুনর্বার বিষ্ণুকে আহ্বান
করিলেন। শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য এইবার
স্বয়ং আদি গদাধর বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগর অবস্থান
করিলেন। এখানে তাঁহার নাম হইল,—জনার্দন
ও পুণ্ডরীকাক্ষ। এইরূপ ব্রহ্মাও পিতামহ
প্রপিতামহ, ফল্গুশ, কেমার ও কনকেশ্বর এই
পাঁচ নামে বিভক্ত হইয়া ঐ শিলার অবস্থান
করিলেন, অনন্তর গজরূপী বিনায়ক; গয়াদিত্য,
উত্তরার্ক ও দক্ষিণার্করূপে দিগা বিভক্ত সূর্য্য;
সীতা নামে লক্ষ্মী; মঙ্গলাহুয়া নামে গৌরী;

ইন্দ্রো বৃহস্পতিং পৃষা বসবোহস্তৌ মহাবলাঃ ।
বিশ্বে দেবাশ্চাশ্বিনেয়ী মারুতো বিশ্বনায়কঃ ।।
সযক্ষোরগগন্ধর্ব্বান্তুর্দেবাঃ স্বশক্তিভিঃ ।।৫৯।
আদ্যয়া গদয়া চাসৌ যন্মাদৈত্যঃ স্থিরীকৃতঃ ।
স্থিত ইত্যেব হরিণা তন্মাদাদিগদাধরঃ ।।৬০।
উচে গয়াসুরো দেবান কিমর্থং বঞ্চিতো হ্যহম্
যন্তার্থং ব্রহ্মাণে দত্তং শরীরমলয়ং ময়া ।
বিশ্বেষর্বচনমাত্রেণ কিং ন স্যাং নিশ্চলো হ্যহম্
যৎসুরৈঃ পীড়িতোহত্যর্থং গদয়া হরিণা তথা
পীড়িতো যদ্যহং দেবাঃ প্রসন্নাঃ সন্তু সর্ব্বদা ।।
গদাধরায়স্তুষ্টাঃ প্রোক্তু সাক্ষং গয়াসুরম্ ।
বরং বৃহি প্রসন্নাঃ স্মো দেবানুচে গয়াসুরঃ ।।
যাবৎ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রকৃতারকাঃ ।

গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সবস্বতী এই ত্রিধা বিভক্ত
সন্ধ্যা; ইন্দ্রি, বৃহস্পতি, পৃষা, মহাবল অষ্টবসু,
বিশ্বদেব, অশ্বিনীনন্দনদ্বয়, বিশ্বনায়ক পবন এবং
যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্বগণ ও স্ব স্ব শক্তি সহ
দেবগণও ঐ শিলায় অবস্থিত হইলেন। হরি
আদি গদা দ্বারা এই অসুরের স্থিরীকরণ
করিয়াছিলেন; এজন্য ইহঁদের নাম আদি গদাধর
হইয়াছে। অনন্তর গয়াসুর বলিল,—হে
দেবগণ! আপনারা কি জন্য আমাকে প্রতারিত
করিলেন, ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য আমার শরীর
প্রার্থনা করিলে আমি পূর্বেই তাহা অর্পণ
করিয়াছি। বিষ্ণুর অদেশেই কি আমি নিশ্চল
হইয়া থাকিতাম না? যাহা হউক, দেবগণ স্ব
স্ব পদে ও বিষ্ণু গদাধার আমাকে অত্যন্ত
পীড়িত করিয়াছেন; হে দেবগণ! আমি
তজ্জন্যব্যথিত হইয়াও আপনাদের অনুগ্রহ
প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হউন ।৪৯—
৬২। গয়াসুরের ঈদৃশ বিনয়বাক্যে গদাধরাদি
দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—
আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, ঐক্ষণে
তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। গয়াসুর
নিবেদন করিল—“যে পর্য্যন্ত পৃথিবী, পর্ব্বত,

তাবচ্ছিন্নায়াং তিষ্ঠন্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 অন্যে চ সকলা দেবা মল্লমা ক্ষেত্রমন্ত বৈ ॥
 পঞ্চক্ৰোশং গয়াক্ষেত্রং ক্ৰোশমেকং গয়াশিরঃ
 তন্মধ্যে সৰ্ব্বতীর্থানি প্রযচ্ছন্ত হিতং নৃণাম্ ॥
 স্নানাদিতপর্ণং কৃত্বা পিণ্ডদানাং ফলাধিকম্ ।
 মহাশ্মনি সহস্রং কুলানাং চোদ্ধরেমরঃ ॥৬৬
 ব্যক্তাব্যক্তরূপেণ যুযং তিষ্ঠত সৰ্বদা ।
 গদাধরঃ স্বয়ং লোকাস্তুয়াং সৰ্ব্বাঘনাশনাং ॥
 শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রযাস্ত তে
 ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনশ্যতু চ সেবিনাম্ ॥
 নৈমিষং পুষ্করং গঙ্গা প্রয়াগশ্চাবিমুক্তিকম্ ।
 এতান্যান্যানি তীর্থানি দিবি ভূব্যস্তরিক্ষিতঃ ॥
 সমায়াস্ত সদা নৃণাং প্রযচ্ছন্ত হিতঃ সুরাঃ ॥৬৯
 কিং বহুজ্ঞা সুরগণা যুত্থাষেকাপি দেবতা ।

চন্দ্র, সূর্য্য: তারকা বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ এই শিলায় অবস্থান করুন; আর আমার নামে এই ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ হউক। পঞ্চ ক্ৰোশ গয়াক্ষেত্র ও ক্ৰোশমাত্র গয়াশির—ইহার মধ্যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান থাকিয়া মানবগণের মঙ্গল বিধান করুন। মানবগণ আর দেহে প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল তীর্থে স্নান, তপর্ণ ও পিণ্ডদান করিয়া সহস্র সহস্র কুল উদ্ধার করুক, এবং হে দেবগণ! আপনারা ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সৰ্বদা এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হউন। গদাধর স্বয়ং নিখিল লোকের পাপ নাশ করুন, আর এখানে যে সকল সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করা হইবে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করুন। ঐ তীর্থসেবিগণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হউক; নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গা, প্রয়াগ ও অবিমুক্ত বানাণসী, এই সকল ও অন্যান্য তীর্থ এবং স্বর্গ, ভূতল ও অন্তরীক্ষ হইতে দেবগণ সৰ্বদা এই স্থানে আগমন করিয়া মানবদিগের হিতসাধন করুন। হে সুরগণ! অধিক আর কি বলিব, আপনাদিগের মধ্যে একটি দেবতাও যদি আমার প্রার্থনানুসারে ঐ

ক্ষেত্র তিষ্ঠেদহং চাপি সময়ঃ প্রতিপাল্যতাম্ ॥
 গয়াসুরবচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বিষ্ণুদয়ং সুরাঃ ।
 ত্বয়া যৎ প্রার্থিতং সৰ্ব্বং তদ্ব্যবিত্যতঃশয়ম্ ॥
 অশ্মৎপাদানচ্চয়িত্বা যাম্যস্তি পরমাং গতিম্ ।
 দৈবৈর্দত্তবরো দৈত্যো হর্ষিতো নিশ্চলোহভবৎ
 স্থিতেষু চৈব দেবেষু ব্রাহ্মণেভ্যো দদাবজঃ ।
 গ্রামাংশ্চ পঞ্চপঞ্চাশংপঞ্চক্ৰোশীং গয়াং তথা ॥
 গৃহান্ কৃত্বা দদৌ দিব্যান্ সৰ্ব্বোপকরসংযুতান্
 কামধেনুং কল্পবৃক্ষং পারিজাতাদিকাস্তরান্
 মহানদীং ক্ষীরবহাং ঘৃতকুল্যাস্তথৈব চ ॥৭৮
 মধুস্রবাং মধুকুল্যাং দিব্যাজ্যাত্যসরাংশি চ ।
 সুবর্ণদীর্ঘিকাঞ্চৈব বহুনাদিপৰ্বতান্ ॥৭৫
 ভক্ষ্যভোজ্যফলাদীংশ্চ সৰ্ব্বং ব্রহ্মা স্জজনদদৌ
 ন যাচয়ধবং বিপ্রেন্দ্রা অন্যানুজ্ঞা দদাবজঃ ॥
 দত্তা যযৌ ব্রহ্মলোকং নত্বা হ্যাদিগদাধরম্ ।

স্থান অবস্থান না করেন, তবে আমিও অবস্থান করিতে অসমর্থ। অতএব আপনারা আমার এই প্রার্থনা প্রতিপালন করুন।” অনন্তর নারায়ণাদি, সুরগণ গয়াসুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, নিঃশংসয় তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে এবং আমাদিগের পাদপদ্ম পূজা করিয়া তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ এইরূপ বর প্রদান করিলে গয়াসুরও আহ্লাদিত হইয়া নিশ্চল হইল। অনন্তর দেবগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অযোনিজ ব্রহ্মা তাঁহার যজ্ঞে বৃত্ত ব্রাহ্মণগণের জন্য বিবিধ উপকরণসহ দিব্য গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে পঞ্চক্ৰোশী গয়া, তত্রত্য পঞ্চগম্বানি গ্রাম, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ পারিজাতাদি তরু, ক্ষীরবহা মহানদী, ঘৃতকুল্যা, মধুস্রাবী “মধুকুল্যা, দিব্য ঘৃতপূর্ণ সরোবর, সুবর্ণের দীর্ঘিকা, অন্নাদি বিবিধ সমাগ্রীযুক্ত বহু পর্বত, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং ফলমূলাদি এই সমস্ত প্রদান করিলেন। ৬৩—৭৬। দানকালে ব্রহ্মা কহিলেন—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনারা অন্য

ধর্মারণ্যে তত্র ধর্মং যাজয়িত্বা যযাচিরে ।। ৭১
 ধর্মার্যোগে চ লোভাঽনৈ প্রতিগৃহ্য ধনাদিকম্ ।
 ততো ব্রহ্মা সমাগত্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ শশাপ হ
 কৃতবস্তো যতো লোভং মদভেষ্মখিলেষপি ।
 ভস্মাদৃণাধিকা যুয়ং ভবিষ্যন্তি সদা দ্বিজাঃ ।।
 যুত্মাকং স্যাৎবারিবহা নদী পাষণপর্বতাঃ ।
 নদ্যাদরো বারিবহা মৃন্ময়াশ্চ তথা গৃহাঃ ।। ৮০
 কামধেনুঃ কল্পবৃক্ষো মল্লোকমূপতিষ্ঠতাম্ ।
 এবং শপ্তা ব্রহ্মণা তে প্রার্থয়ন্তোহব্রবন্মজম্ ।।
 ত্বয়া যদন্তমখিলং তৎসর্বং শাপতো গতম্ ।
 জীবনার্থং প্রসাদং নো ভগবন কর্তুমহসি ।। ৮২
 তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মা প্রোবাচেদং দয়াম্বিতাঃ ।

কাহারও সমীপে কিছু যাজ্ঞা করিবেন না। এই
 কথা বলিয়াই এই সকল সামগ্রী প্রদান
 করিয়াছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে দান
 ও আদি গদাধরকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মালোকে
 গমন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধর্মারণ্যে
 ধর্মের যজ্ঞ যাজনপূর্বক লোভবশতঃ তাঁহার
 নিকট যাজ্ঞা করিয়া ধনাদি গ্রহণ করেন। তদনন্তর
 ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাহাতে
 তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় আগমনপূর্বক
 ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান
 করিয়াছিলেন,—হে বিপ্রগণ! তোমাদের প্রচুর
 সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তোমরা লোভের বশবর্তী হইয়াছ;
 অতএব হে দ্বিজগণ! সর্বদা তোমরা অধিক
 ঋণযুক্ত থাকিবে এবং তোমাদের ক্ষীরবহা নদী
 বারিবহা হইবে; আর রত্নময়, পর্বত সকল
 প্রস্তরময়, মধুকুল্যাди জলময় এবং দিব্য গৃহ
 সকল মৃন্ময় হইবে। আজ হইতে কামধেনু ও
 কল্পবৃক্ষ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে
 চলিয়া যাউক। বিপ্রগণ ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে
 অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যে
 সকল বস্তু আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন,
 আপনার শাপে তৎসমস্তই বিনষ্ট হইল। হে
 ভগবন্! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের

তীর্থোপজীবিকা বৃয়মাচন্দ্রার্কং ভবিষ্যথ ।। ৮৩
 লোকাঃ পুণ্যা গয়ায়াং যে শ্রাদ্ধিনো

ব্রহ্মলোকগাঃ ।

যুত্মান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদা ।।
 আক্রান্তং দৈত্যজঠরং ধর্ম্মেণ বিরজাদ্রিণা ।
 নাভিকূপসীমীপে তু দেবী যা বিরজা হিতা ।।
 তত্র পিণ্ডাদিকং কৃত্বা ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ ।
 মহেন্দ্রগিরিণা তস্য কৃতৌ পাদৌ সূনিশ্চলৌ;
 তত্র পিণ্ডাদিকং সপ্ত কুলানুদ্ধরতে নরঃ ।। ৮৬

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
 নাম ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।। ১০৬ ।।

জীবিকার জন্য কোন উপায় বিধান করুন।
 ব্রাহ্মণগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্বক দয়াবান
 ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দ্বিজগণ! এই
 পৃথিবীতে যাবৎকাল পর্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য বিদ্যমান
 থাকিবেন, তাবৎকাল তীর্থদ্বারা আপনাদের
 জীবিকা অর্জিত হইবে। যে সকল পুণ্যকারী
 মানব এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই
 আপনাদিগকে পূজা করিবেন এবং আপনারা
 পূজিত হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ও
 শ্রাদ্ধদাতারাও পূজা করিবেন এবং আপনারা
 পূজিত হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ও
 শ্রাদ্ধদাতারাও ব্রহ্মালোকে গমন করিবেন। পবিত্র
 বিরজ পর্বত দ্বারা দৈত্যজঠর আক্রান্ত হইয়াছে,
 তাহার নাভিকূপ সমীপে বিরাজা দেবী
 বিরাজিতা। ঐ স্থানে পিণ্ডদান করিয়া মানব
 ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। মহেন্দ্র
 পর্বত দ্বারা দৈত্যের পদদ্বয় নিশ্চল করা
 হইয়াছে, ঐ পদদ্বয়ে পিণ্ডদান করিয়া নর সপ্তকুল
 উদ্ধার করিতে পারে। ৭৭—৭৬।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬

একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কথং শিলা সমুৎপত্তা যয়াক্রান্তো গয়াসুরঃ ।

কিং রূপং কিঞ্চ মাহাত্ম্যং তস্যাঃ কিং বদ নাম চ

সনৎকুমার উবাচ ।

আসীদ্রম্মো মহাতেজাঃ সৰ্ববিজ্ঞানপারগঃ ।

বিশ্বরূপা চ তৎপত্নী ভৰ্ত্ত্বতপরায়ণা ॥২

তস্যাং ধৰ্ম্মাং সমুৎপত্তা কন্যা ধৰ্ম্মব্রতা সতী ।

রূপযৌবনসম্পত্তা লক্ষীরিব গুণাধিকা ॥২

তম্যাং যে তু গুণা হাসংস্তে তিষ্ঠন্তি জগন্দ্ৰয়ে

ধৰ্ম্মো ধৰ্ম্মব্রতায়ন্তু ত্রিষু লোকেষু মার্গয়ন ॥

নানুরূপং বরং লেভে ধৰ্ম্মোহিথ বরসিদ্ধয়ে ।

তপঃ কুরু বরার্থং ত্বং তথ্যেতু্যক্তা বনং যযৌ

কন্যা সাচ তপস্তপে সৰ্কোষাংদুষ্করং চ যৎ ।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিলা কেন উৎপন্ন হইল, কি রূপেই বা গয়াসুর ঐ শিলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং শিলার নাম, রূপ ও মাহাত্ম্য কি, এই সমস্ত পারদর্শী মহাতেজা ধৰ্ম্মনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্বামিব্রত পরায়ণা বিশ্বরূপা নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিল। ধৰ্ম্মের ঔরসে ও বিশ্বরূপার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ধৰ্ম্মব্রতা; রূপ-যৌবনসম্পত্তা সতী ধৰ্ম্মব্রতা গুণবাহুল্যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ছিলেন। ত্রিভুবনের নিখিল গুণই ঐ ধৰ্ম্মব্রতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ধৰ্ম্ম ত্রিলোক অন্বেষণ করিয়াও কন্যা ধৰ্ম্মব্রতার জন্য অনুরূপ বর প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর ধৰ্ম্ম বয়প্রাপ্তির জন্য কন্যাকে বলিলেন,—হে আত্মজে! তুমি বরলাভার্থ তপস্যা কর। কন্যা পিতার আদেশক্রমে বন গমন করিল এবং অন্যের দুষ্কর তপশ্চরণ করিতে

বায়ুভক্ষা শ্বেতকল্মে যুগানামযুতং পুরা ॥৬

ব্রহ্মাণো মানসঃ পুত্রো নরীচিনাম বিশ্রুতঃ ।

পর্যটন পৃথিবীং সৰ্ব্বাং কন্যারত্নং দদর্শ সঃ ।

রূপযৌবনসম্পত্তা পরমে তপসি স্থিতাম্ ।

পত্রচ্ছাথ মরীচস্তাংকাঙ্ক্ষং কস্যাদি তদ্বদ ॥

রূপেণানেন মাং ভীকু বিমোহয়সি সূত্রতে ।

ব্রহ্মাত্মজোহহং বিখ্যাতো মরীচিবেদপারগঃ ॥

মরীচৈর্বচনং শ্রুত্বা কন্যা প্রোবাচ তং মুনিম্ ।

অহং ধৰ্ম্মব্রতা নাম ধৰ্ম্মপুত্রী তপোম্বিতা ॥১০

পতিব্রতার্থং বিপেন্দ্র চরামি পরমং তপঃ ।

ধৰ্ম্মব্রতার্থং মরীচিস্তামুবাচ প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ॥১১

পতিব্রতা দর্শনাত্মে ভাবয়সি শুভব্রতে ।

পতিব্রতেক্ষয়া পৃথ্বীং বিচরামি হ্যহনিশম্ ॥১২

ত্বং চেৎ পতিব্রতা জাতা ভজে ত্বাং ভজ মাং

বরম্ ।

লাগিল। ধৰ্ম্মব্রতা বায়ুভোজনে শ্বেতকল্মীয় অযুত যুগ তপস্যা করিয়াছিল। এই সময় ব্রহ্মার মানসতনয় বিখ্যাত মরীচি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে সেই কন্যারত্নটিকে দেখিতে পাইলেন। রূপযৌবন-সম্পত্তা সেই কন্যাকে কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত দেখিয়া মরীচি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভীকু! তুমি কাহার পত্নী, ইহা আমাকে বল। হে সূত্রতে! আমি ব্রহ্মার মানস পুত্র বিখ্যাত বেদপারগ মরীচি; তোমার রূপযৌবন যেন আমায় বিমোহিত করিতেছে ১—৯। মরীচির বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা ঐ মুনিকে বলিল,—হে বিপেন্দ্র! আমার নাম ধৰ্ম্মব্রতা, ধৰ্ম্ম আমার জনক, আমি আমার অনুরূপ পতিপ্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছি। ধৰ্ম্মব্রতার কথা শুনিয়া মরীচি প্রীতি হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—হে শুভব্রতে! আমার দর্শনলাভেই তুমি পতিব্রতা হইয়াছ, আমিও পতিব্রতার দর্শনকামনায় দিবা রাত্রি পৃথিবী বিচরণ করিতেছি। এখন দেখিলাম,—ভুবনে তুমি একমাত্র আমার অনুরূপা পত্নী ও

লোকেন ত্বাদৃশী কন্যা মম তুল্যেন তে বরঃ
ধর্মব্রতে ধর্মপত্নী তস্মাত্ত্বং ভব মেহধূনা ।
ধর্মব্রতা মুনিং প্রাহ ধর্মং যাচয় সূত্রত ॥১৪
তচ্ছ্রুত্বা ধর্মমগমন্মুনিং ধর্মো দর্দশ হ ।
তেজঃপুঞ্জং বরং নত্বা আসনার্যাদিনার্চয়ৎ ॥
কিমর্থমাগতঃ পৃষ্টো মরীচিধর্মমব্রবীৎ ।
কন্যার্থং ভ্রমতা পৃথা দৃষ্ট্বা তে কন্যাকা বরা ।
মহাং কন্যাঞ্চ তাং দেহি শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি ॥
অর্থ্যাদিনা সমভ্যর্চ্য ধর্মঃ প্রোচে তথৈতি ।
তম্ ।
ধর্মব্রতাং সমানীয় দত্তবাংস্তাং মরীচয়ে ॥১৭
ব্রাহ্মণায় বিবাহেন ধনরত্নাদিকং দদৌ ।

আমিই তোমার অনুরূপ বর, অতএব তুমি যদি
পতিব্রতা হইতে ইচ্ছা কর, আমাকে ভজনা কর,
আমিও তোমাকে ভজনা করি। হে ধর্মব্রতে!
এখন এইরূপে তুমি আমার ধর্মপত্নী হও। মুনির
বাক্যে ধর্মব্রতা উত্তর করিল,—হে সূত্রত! আপনি
আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন;
এইরূপ বলিলে মুনি তৎক্ষণাৎ ধর্মের নিকট
গমন করিলেন। ধর্ম তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুনিবর
মরীচিকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন এবং
আসন ও অর্থ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কিজন্য আমার
নিকট আসিয়াছেন? মরীচি বলিলেন,—আমি
একটী পতিব্রতা পত্নীর অধেষণ জন্য এই পৃথিবী
ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার কন্যা ধর্মব্রতাকে
দর্শন করিলাম; এক্ষণে তুমি সেই কন্যাকে আমার
করে অর্পণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অনন্তর
ধর্ম মরীচিকে অর্থ্যাদি দ্বারা সম্যক্রূপে পূজা
করিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং
বন হইতে স্বীয় কন্যা ধর্মব্রতাকে আনয়নপূর্বক
তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। এই বিবাহে
ব্রাহ্মণকে ধনরত্নাদি প্রদত্ত হইল এবং মরীচিও

বরঞ্চ দত্তবাংস্তস্মৈ তদ্বাকং যন্তথা কৃতম্;
অগ্নিহোত্রেণ সংহিতাং স্বাশ্রমং তাং দ্বিজো
হনয়ৎ ॥১৮
রেমে মুনিস্তয়া সার্কং যথা বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ।
পার্বত্যা চযা শত্ৰুঃ সরস্বত্যা যথা হ্যজঃ ॥১৯
জজ্ঞে পুত্রশতং তস্যাং মরীচেবিষ্ণুনা পমম্ ।
মরীচিঃ ফলপুষ্পার্থং বনং গত্বা সমাগতঃ ॥২০
শ্রান্তঃ কদাচিত্তাং পত্নীমুবাচেতি পতিব্রতাম্ ।
ভূত্বা তু শয়নস্থস্য পাদসংবাহনং কুরু ॥২১
ধর্মব্রতা তথৈতুত্বা শয়নস্থস্য সামুনেঃ ।
পাদসংবাহনক্ষেত্রে ঘৃতেনাভ্যজ্য তৎপরা ॥২২
নিদ্রায়মাণেহথ মুনৌ ব্রহ্মা তং দেশমাগতঃ ।
ইয়েষ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং মনসার্চয়িত্বং প্রভুম্ ॥২৩

ধর্মকে “তোমার মঙ্গল হউক” এই এই বর
দান করিয়া অগ্নিহোত্র সহ পত্নী ধর্মব্রতাকে
স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। পার্বতী সহ
শত্ৰু, লক্ষ্মী সহ বিষ্ণু এবং সরস্বতী সহ ব্রহ্মা
যেদ্রুপ ক্রীড়া করেন, মুনি মরীচিও তদ্রূপ
ধর্মব্রতার সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।
অনন্তর কালে ধর্মব্রতার গর্ভে শত পুত্র জন্মগ্রহণ
করিল। এক সময় মরীচি এক বন হইতে ফলপুষ্প
আহরণ পূর্বক অতীব শ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত
হইলেন এবং ভোজনাশ্তে শয়ন করিয়া পত্নী
ধর্মব্রতাকে বলিলেন,—প্রিয়ে! আমার পাদ
সংবাহন কর। পতিব্রতা ধর্মব্রতা তৎক্ষণাৎ
শয়ান মুনির পাদদ্বয় ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া
অনন্যমনে সংবাহন করিতে লাগিলেন ॥২০—
২২। অনন্তর মরীচি নিদ্রিত হইলে ব্রহ্মা সেই
আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন
ধর্মব্রতা স্বপ্নে ব্রহ্মাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা
করিলেন,—ইনি আমার পূজার্থ এদিকে আমিও
পতির পাদ-সংবাহনে নিযুক্ত; এক্ষণে কিরূপে
এই জগদগুরুর পূজা করা যায়? এইরূপ অনেক
চিন্তার পর ধর্মব্রতা তাঁহাকে গুরুরও গুরু
মনে করিয়া ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন

পাদসংবাহনং কুর্য্যাং কিং পূজ্যোহয়ং জগদ্
গুরুঃ।

ইত্যাকুলা সমুত্তমৌ মদ্রা সা তং গুরোৰ্গুরুম্
অৰ্ঘ্যপাদ্যাদিকং দত্ত্বা ব্রহ্মাণং সমপূজয়ৎ।
সংকৃত্যাস্ত শয্যায়াং বিশ্রামমকরোদজঃ।।২৫।
এতস্মিন্তরে ভর্তা সমুত্তমৌ স্বতন্ত্রতঃ।
ধর্মব্রতামপশ্যন্ স বিপ্রঃ ক্রুদ্ধ শশাপ তাম্।।
পাদসংবাহনং ত্যক্ত্বা বস্মাদাঙ্গাং বিহায় মে।
গতান্যত্র ততঃ পাপাচ্ছাপদক্ষা শিলা ভব।।
ভর্তা ধর্মব্রতা শপ্তা মরীচিঃ গ্রাহ সা ক্রুশা।
শয়ানে ত্বয়ি সম্প্রাপ্তে ব্রহ্মা ত্বজ্জনকো গুরুঃ।।
ত্বয়োথায় হি কর্তব্য স্বগুরোঃ পূজনং সদা।
ময়া তু ধর্মচারিণ্য তব কার্যে কৃতে মনে।।
অদোষাহং যতঃ শপ্তা তস্মাচ্ছাপং দদামি তে
তৃষ্ণা শাপং মহাদেবাত্ত্বতঃ প্রাজ্যস্যসংশয়ম্।।

এবং অৰ্ঘ্য পাদ্যাদি প্রদানপূর্বক ব্রহ্মার পূজা করিলেন। এইরূপে পূজিত হইয়া ব্রহ্মা উত্তম শয্যায় শয়ন করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে স্বামী মরীচি স্বীয় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং পত্নী ধর্মব্রতাকে দেখিয়া ক্রোধবশত তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—তুমি আমার আদেশ অবহেলা করিয়া পাদসংবাহন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন করিয়াছ, অতএব এই পাপে দণ্ড হইয়া তুমি শিলা হও। পতিকর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধা ধর্মব্রতা তাঁহাকে বলিল,—হে দেব! আপনি নিদ্রিত হইলে আপনার পিতা ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হন, এরূপ স্থলে আপনারই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পিতার পূজা করা উচিত। হে মনে! আমি ধর্ম বুদ্ধিতেই আপনার কার্য্য করিয়াছি, অতএব আমি নির্দোষ, আপনি যথব অমার প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রয়োগ করিলেন, তখন আমিও আপনাকে এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে,—হে স্বামিন্! আপনিও মহাদেব

ব্যাকুলং তং পতিং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলাগাং
প্রজাপতিম্।

নত্বা শয়ানাং ব্রহ্মাণমগ্নিং প্রজ্জ্বল্য চেক্টনৈঃ।।
গার্হপত্যে স্থিতা চক্রে তপঃ পরমদুষ্করম্।
তথা শপ্তো মরীচিচ্চ তপস্তপে সুদারুণম্।।
পতিব্রতায়ান্তপসা মরীচেষ্টপসা তথা;
ইন্দ্রাদয়শ্চ সন্তপ্তা গতান্তে শরণং হরিম্।।৩২।
উচুঃ ক্ষীরাদুধৌ সুপ্তং সন্তপ্তান্তপসা হরে।
পতিব্রতায়শ্চ মুনৈস্ত্রৈলোক্যং রক্ষ কেশব।।
ইন্দ্রাদীনাং বচঃ শ্রদ্ধা বিমুখধর্মব্রতাং যযৌ।
এতস্মিন্বেব কালে তু প্রবুদ্ধো ভগবানজঃ।
উর্ধ্বধর্মব্রতাং দেবা অগ্নিস্থাং তাং সকেশবাঃ।।
অগ্নিমধ্যে তপঃ কর্তুং কস্য শক্তিঃ পতিব্রতে।
ত্বয়া কৃতং তৎপরমং সর্বলোকভয়ঙ্করম্।।৩৬।

কর্তৃক অভিশপ্ত হইবেন। অনন্তর ধর্মব্রতা তদীয় অভিশাপবাণী শ্রবণে স্বামীকে ব্যাকুল দেখিয়া নিজেও ব্যাকুল হইলেন এবং শয়ান ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তদনন্তর কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া সেই গার্হপত্য অগ্নিতে অবস্থিত হইয়া অতি দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অভিশপ্ত মরীচিও ঐরূপ সুদারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পতিব্রতা ধর্মব্রতা ও মরীচি এই উভয়ের তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া হরির শরণ লইলেন।।২৩—৩৩। তাঁহারা ক্ষীরোদশায়ী হরির নিকটে গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে হরে! আমরা পতিব্রতা ধর্মব্রতা ও মরীচির তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়াছি, হে কেশব! আপনি ত্রিলোক রক্ষা করুন। ইন্দ্রাদির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি ধর্মব্রতাসমীপে গমন করিলেন, এই সময় ভগবান্ ব্রহ্মাও জাগরিত হইলেন। অনন্তর বিষ্ণুসহ দেবগণ অগ্নিমধ্যে অবস্থিত ধর্মব্রতাকে বলিতে লাগিলেন,—হে পতিব্রতে! অগ্নির মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? একমাত্র তুমিই সর্বলোক-ভয়ঙ্কর দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ! হে ধর্মজ্ঞে!

বরং বরয় ধম্মজ্জে অস্মত্তো যদভীজিতম্ ।
 বিষ্ণ্বাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা দেবান্ ধর্মব্রতাব্রবীৎ ।
 ভর্তৃশাপমশক্তাহং নিবর্তয়িতুমোজসা ।
 দত্তো মরীচিনা শাপো মহ্যং স হ্যপগচ্ছতু । ৩৮
 ধর্মব্রতাবচঃ শ্রুত্বা প্রোচুরেতাং সুরাঃ পুনঃ ।
 ধর্মব্রতে ধর্মপুত্রি শাপোহয়ং পরমর্ষিণা । ৩৯
 দত্তস্তে ন নিরাকর্তুং শক্যো দেবদ্বিজাতিভিঃ
 তস্মাদন্যং বরং ব্রুহি যতো ধর্মস্য সংস্থিতিঃ ॥
 ভবেদৈ ত্রিষু লোকেষু বেদোক্তস্য শুভব্রতে
 দেবানাং বচনং শ্রুত্বা দেবান্ ধর্মব্রতাব্রবীৎ ॥
 ভর্তৃঃ শাপান্মেচয়িতুং ন শক্তাশ্চ যদামরাঃ ।
 মহ্য বরং প্রযচ্ছধ্বং এবংবিধমনুত্তমম্ ॥
 শিলাহং হি ভবিষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পাবনী শুভা
 নদীনদসরস্तीর্থদেবাদিভ্যোহতিপাবনী ॥ ৪৩
 ঋষ্যাদিভ্যো মুনিভ্যশ্চ মুখ্যদেবেভ্য এব চ ।

তুমি আমাদের নিকট হইতে তোমার অভিলষিত
 বর প্রার্থনা কর। বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণের এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মব্রতা তাহাদিগকে
 বলিল,—স্বামীর শাপ নিবারণ করিতে অসমর্থ
 হইয়াই আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব
 মরীচি আমায় যে শাপ দিয়াছেন, তাহা
 অপনোদিত হউক। ধর্মব্রতার বাক্য শুনিয়া
 দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে
 ধর্মব্রতে! মহর্ষি মরীচি যে অভিশাপ প্রদান
 করিয়াছেন, কি দেব, কি দ্বিজ, কেহই তাহার
 অন্যথা করিতে সমর্থ নহে; অতএব হে ধর্মপুত্রি!
 হে শুভব্রতে! ত্রিলোকে যাহাতে বেদোক্ত ধর্মের
 রক্ষা হয়, এরূপ অন্য বর প্রার্থনা কর। দেবগণের
 বাক্য শুনিয়া ধর্মব্রতা তাহাদিগকে বলিলেন,—
 হে অমরগণ! যদি আমাকে স্বামিশাপ হইতে
 মুক্ত করিতে অসমর্থ হন, তবে আপনারা আমাকে
 এইরূপ বরদান করুন, যেন আমি শিলা হইয়াও
 ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নদ, নদী, সরোবর, তীর্থ, দেব,
 ঋষি, মুনি ও প্রধান প্রধান দেবগণ হইতেও
 অতি পবিত্র ও শুভদ হই এবং ত্রিলোকমধ্যে

ত্রৈলোকে যানি লিঙ্গানি ব্যক্তাব্যক্তাঙ্কান্যাপি
 তানি তিষ্ঠন্তু মদেহে তীর্থরূপেন সর্বদা ॥ ৪৪
 তীর্থান্যপি চ সর্বাণি নক্ষত্রপ্রমুখাস্থতা;
 তিষ্ঠন্তু দেবাঃ সকলা দেব্যাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৪৫
 শিলাস্থিতেষু তীর্থেষু স্নাত্বা কৃতাত্ত তপর্ণম ।
 শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্ত তে
 গদাপরো দৃশ্যতীর্থং সর্বতীর্থোত্তমম্ ।
 মুক্তির্ভবেৎ পিতৃগাঞ্চ বহুনাং শ্রাদ্ধতঃ সদা ॥ ৪৬
 জরায়ুজাণ্ডজা বাপি শ্বেদজা বাপি চোদ্ভিদঃ ।
 ত্যজ্ঞা দেহং শিলায়াং তে যান্তু বিষ্ণুস্বরূপতাম্
 যথাচ্ছিতে হরৌ সর্বৈ যজ্ঞাঃ পূর্ণা ভবন্তি হি ।
 তথা শ্রাদ্ধং তপর্ণঞ্চ স্নানং চাক্ষয়মস্থিহ ॥ ৪৭
 মম দেহে সুরেশানাং যে জপন্তি শ্রুতাদিকম্
 অচিরেণাপি তে সিদ্ধাঃ সিদ্ধিতাজো ভবন্তু বৈ
 পিতৃগাং কুলসাহস্রমাঙ্ঘ্রনা সহিতং নরঃ ।
 শ্রাদ্ধদিনা সমুদ্ভূত্যা বিষ্ণুলোকং নয়েদ্ভ্রুবম্ ॥

যে সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত লিঙ্গ আছে,
 তৎসমস্তও যেন তীর্থরূপে সর্বদা আমার দেহে
 প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমস্ত তীর্থ, নক্ষত্রপ্রমুখ নিখিল
 দেব ও দেবী এবং মুনিগণ ইহারা আমার
 শিলাদেহে অবস্থান করুন। এই তীর্থে স্নান ও
 তপর্ণকারী ও সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধদাতা ব্যক্তিগণ
 ব্রহ্মলোকে গমন করুন। গদাধর সকল তীর্থের
 শ্রেষ্ঠ একটি দৃশ্যতীর্থ হউক, এখানে সর্বদা
 শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের মুক্তি হউক; এমন
 কি, জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি
 প্রাণিবর্গও শরীর পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর স্বরূপ
 প্রাপ্ত হউক ৩৪—৪৮। হরি আর্চিত হইলে
 সমস্ত যজ্ঞ যেমন সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ এই তীর্থে
 স্নান, শ্রাদ্ধ, তপর্ণ, অক্ষয় ফলজনক হউক। হে
 সুরেশানি! আমার দেহে অবস্থিত হইয়া বিনি
 বেদ জপ করিবেন, তিনি অচিরে সিদ্ধিপ্রাপ্ত
 হউন। এখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া মানব আপনার
 সহিত পিতৃগণের উদ্ধার সাধনপূর্বক
 নিঃসংশয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করুক। হে সুরগণ

যাবতো হি সরিছেষ্ঠা গঙ্গাদ্যাশ্চ হ্রদাঃ শুভাঃ
সমুদ্রাদ্যাঃ সরোমুখ্যা মানসাদ্যাঃ সুরেশ্বর্যাঃ
নৃণাঃ শ্রাদ্ধং বিদধতো মুক্তয়ে নিবসন্ত মে ॥৫২
শরীরেণ সমারান্ত কচিমো যান্ত দেবতাঃ ।
একে বিষ্ণুত্রিধামুর্তির্বিবৎসকীর্ত্যতে বৃধেঃ ॥
তাবচ্ছিলায়াং সর্বার্ণি তীর্থানি সহ দৈবতৈঃ ।
সদা তিষ্ঠন্ত মুনয়ো গঙ্গবর্ষণাং গণাশ্চ যে ॥৫৪
যাবন্তিষ্ঠতি ব্রহ্মাণ্ডং তাবন্তিষ্ঠতু বৈ শিলা ।
মম দেহেহশরীরে চ যে জপন্তি তপন্তি চ ॥৫৫
জুহোত্যগ্নৌ চ তেষাং বৈ তদক্ষব্যোপতিষ্ঠতাম্
অক্ষয়ন্ত ভবেচ্ছ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ ।
শিলাপর্বতরূপেণ ময়ি তিষ্ঠত সর্বদা ॥৫৬
পতিব্রতাবচঃ শ্রদ্ধা দেবাঃ প্রোচুঃ পতিব্রতাম্
তুয়া যৎপ্রার্থিতং সর্বং তন্তুবিষ্যত্য সংশয়ম্ ॥
গয়াতরস্য শিরসি ভবিষ্যসি যদা স্থিরা ।

যে সকল শ্রেষ্ঠ নদী, গঙ্গা, শুভদ হ্রদ, সাগর
সকল ও মানসাদি প্রধান প্রধান সরোবর
আছেন, শ্রাদ্ধদাতা মানবগণের মুক্তির জন্য
তাহারাও আমার দেহে অবস্থান করুক। দেবগণ
সশরীরে আমার দেহে আগমন করুন, এবং
কদাচ তাহারা যেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
গমন না করেন। পণ্ডিতগণ যেমন এক বিষ্ণুরই
ত্রিধা মূর্তিভেদ কল্পনা করেন, বস্তুতঃ উহা একত্রই
প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ দেবগণসহ নিখিল তীর্থ,
মুনিগণ ও গঙ্গবর্ষণ মদীয় শিলাময় শরীরে
অবস্থিত হউন। যত কাল ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে,
ততকাল এই শিলাও বিদ্যমান থাকুক এবং
আমার এই শিলাময় শরীরে জপ, তপ ও
অগ্নিতে আত্মতি প্রদান প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই
অক্ষয় ফলপ্রদ হউক। অধিক কি শ্রাদ্ধ, জপ,
হোম, তপস্যা সমস্তই শিলাপর্বতরূপী আমার
দেহে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকুক। পতিব্রতাধর্মব্রতা-
নামক শুনিয়া দেবগণ তাহাকে বলিলেন, তুমি
যাহা প্রার্থনা করিলে, নিঃসংশয়রূপে তাহা সম্পন্ন
হইবে। তুমি যৎকালে গয়াসুরের মন্তকে নিশ্চল

তদা পাদাদিরূপেণ স্থাস্যামস্তয়ি সুস্থিরাঃ ।
বরং শিলায়ৈ দত্তেবং তত্রৈবাত্তদধুঃ সুরাঃ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৭॥

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

বক্ষ্যে শিলায়া মাহাত্ম্যং শৃণু নারদ মুক্তিদম্ ।
যস্য গায়ন্তি দেবাশ্চ মাহাত্ম্যং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১
শিলা স্থিতা পৃথিব্যাং সা দেবরূপাতিপাবনী;
বিচিত্রাখ্যং শিলাতীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতম্
তস্যাঃ সংস্পর্শনাল্লোকাঃ সর্বের হরিপুরং যবুঃ ।
শূন্যে লোকত্রয়ে জাতে শূন্যো যমপুরী হ্যভুঃ ॥৩
যম ইন্দ্রাদিভির্গত্বা উচে ব্রহ্মাণমদ্ভুতম্ ।
অধিকারং গৃহাণাথ যমদণ্ডং পিতামহ ॥৪

হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন আমরাও তোমার
উপর স্ব স্ব পদ স্থাপন করিয়া নিশ্চল হইয়া
থাকিব। অনন্তর দেবগণ শিলায় পিণী
ধর্মব্রতাকে এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্দান
করিলেন ॥৪৯—৫৮॥

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৭॥

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নারদ! মুনি
পুঙ্গবগণ ও সুর সকল যাহার মাহাত্ম্য গান
করিয়া থাকেন, সেই মুক্তিদায়িনী শিলার মহিমা
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ অতি পবিত্র
দেবরূপিনী শিলার পৃথিবীতে অবস্থান কালে
ত্রিলোক মধ্যে উহা বিচিত্র শিলাতীর্থ নামে
বিস্তৃত হয় এবং ঐ শিলাসম্পর্শে লোক সকল
হিরপুরে গমন করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে
লোকত্রয় শূন্য হইয়া উঠে। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ
সহ যম ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাহাকে
কহিলেন,—হে পিতামহ! ভবৎপ্রদত্ত অধিকার

যমমুচে ততো ব্রহ্মা স্বগৃহে ধারয়ত্ব তাম্ ।
 ব্রহ্মোক্তো ধর্মরাজস্ত গৃহে তাণ সমধরায়ৎ ॥
 যমোহধিকারং স্বং চক্রে পাপিনাং শাসনাদিকম্
 এবংবিধা গুরুতরা শিলা জগতি বিশ্রুতা ॥৬
 যথা ব্রহ্মা যথা বিষ্ণুর্যথা দেবো মহেশ্বরঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডে চ যথা মেরুস্তথেষং দেবরূপিনী ॥৭
 গয়াসুরস্য শিরসি গুরুত্বাকারতা যতঃ ।
 অতঃ পবিত্রযোর্বোগঃ পিতৃণাং মোক্ষদায়কঃ ॥
 পবিত্রয়োর্বয়োযোগে হয়মেধমজোহকরোৎ ।
 ভাগার্থমাগতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্বাদীনব্রচ্ছিলা ॥৯
 শিলাস্থিতি প্রতিজ্ঞাস্ত কুর্ব্বন্ত পিতৃমুক্তয়ে ।
 তথৈতু্যক্ষা শিলায়াং তে দেবা বিষ্ণুর্বাদয়ঃ স্থিতাঃ
 শিলারূপেণ মূর্ত্যা চ পদরূপেণ দেবতাঃ ।
 মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত্বরূপেণ স্থিতাঃ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞয়া ॥১১

এই যমদণ্ড গ্রহণ করুন। যমের কথায় ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—এই শিলা লইয়া গিয়া নিজের গৃহে স্থাপন কর; অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে যম এই শিলা স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পাপীদিগের শাসন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেহ মহেশ্বর ও পৃথিবীস্থিত মেরুর ন্যায় এই দেবরূপিনী গুরুতর শিলা এইরূপে জগতে মিশ্রিত হইল। অতি গুরুত্ব হেতুই গয়াসুরের মস্তকে এই শিলা স্থাপিত হইয়াছিল; এবং গয়াসুরের মস্তক ও এই শিলা—এই উত্তর পবিত্র বস্তু একত্র মিলিত হইয়া পিতৃগণের মোক্ষদানে সমর্থ হইয়াছে। এই দুই পবিত্র বস্তুর যোগেই ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে ভাগগ্রহণ জন্য বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শিলা তাঁহাদিগকে বলিল,—পিতৃগণের মুক্তির জন্য আপনারা এই শিলায় অবস্থান করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন। শিলার প্রার্থনায় বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে তখন ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া কেহ শিলারূপে, পদদ্বারা,

দৈত্যস্য মুণ্ডপৃষ্ঠে তু যস্মাৎ সা সংস্থিতাশিলা
 তস্মাৎ স মুণ্ডপৃষ্ঠাদিঃ পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥
 আচ্ছাদিতঃ শিলাপাদঃ প্রভাসেনাদ্রিণা যতঃ ।
 ভাসিত্যে ভাস্করেণেতি প্রভাসঃ পরিকীর্তিতঃ
 প্রভাসং হি বিনির্ভদ্য শিলাদুষ্ঠো বিনির্গতঃ ।
 অঙ্গু ঠাথিত ঈশোহপি প্রভাসেশঃ প্রকীর্তিতঃ
 শিলাদুষ্ঠৈকদেশো যঃ সা চ প্রেতশিলা স্মৃতা
 পিণ্ডদানাদ্যতস্তম্যাং প্রেতত্বান্মুচ্যতে নরঃ ॥১৫
 মহানদীপ্রভাসাদ্যোঃ সঙ্গমে স্নানকুম্বরঃ;
 রামো দেব্যা সহ স্নাতো রামতীর্থং ততঃ স্মৃতম্
 প্রার্থিতোহত্র মহানদ্যা রাম স্নাতো ভবেতি চ
 রামতীর্থং ততো ভূত্বা ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞাতম্
 জন্মান্তরশতং সাগ্রং যৎকৃতং দুষ্কৃতং ময়া ।
 তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ ॥১৮
 মস্ত্রেশানেন যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত মানবঃ ।

কেহ মূর্ত্তিদ্বারা আবার অনেকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত বিবিধরূপে এই শিলায় অধিষ্ঠিত হইলেন। ১—
 ১১। পবিত্রতম গয়াসুরের মস্তকপৃষ্ঠে এই পুত শিলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বত পিতৃগণের ব্রহ্মলোকপ্রদ হইয়াছে এবং প্রভাস, পর্ব্বত এই শ্রেষ্ঠ শিলাকে অবচ্ছাদিত করিয়াছিল, এজন্য সূর্য্য এই পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া শিলার যে একটি অঙ্গুষ্ঠ নির্গত হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠোদ্ধিত এই মহাদেবই প্রভাসেশ নামে কীর্ত্তিত হন। এই অঙ্গুষ্ঠের এক অংশই প্রেতশিলা বলিয়া বিদিত। মহানদী ও প্রভাসেশ সঙ্গম স্থানে স্নান করিয়া এই শিলায় পিণ্ডদান করিলে মানবের প্রেতত্ব পরিহার হইয়া থাকে। তারপর রামতীর্থ, মহানদী ‘এখানে স্নান করুন’ বলিয়া রামকে প্রার্থনা করিলে রাম সীতার সহিত স্নান করিয়াছিলেন, এজন্য তৈলোক্য-বিশ্রুত “রামতীর্থ” নাম হইয়াছে, রামতীর্থ-স্নানে আমার সে সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া যে মানব এখানে

রামতীর্থে পিণ্ডদত্ত বিষ্ণুলোকং প্রয়াত্যসৌ ॥
 তথৈতু্যক্কা স্থিতো রামঃ সীতয়া ভরতাগ্রজঃ
 রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়কর।
 তাং নমস্যোহত্র দেবেশং মম নশ্যতু পাতকম্ ॥
 মন্ত্ৰেণানেন যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ সপিণ্ডকম্।
 প্রেতেত্বাস্তস্য পিতরো বিমুক্তাঃ পিতৃতাং যযুঃ
 আপত্ত্বমসি দেবেণ জ্যোতিষাংপতিরৈব চ।
 পাপং নাশয় মে দেবো মনোবাঙ্কায়কর্মজম্ ॥
 নমস্কৃত্য প্রভাসেশং ভাসমানং শিবং ব্রজেৎ
 তঞ্চ শঙ্কু নমস্কৃত্য কুর্যাদ্যমবলিং ততঃ ॥
 রামে বনং গতে শৈলমাগত্য ভরতঃ স্থিতঃ ॥
 পিতৃপিণ্ডাদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্য তত্র চ ॥
 রামং সীতাং লক্ষ্মণঞ্চ মুনীন স্থাপিতবান্ প্রভু
 তরতস্যাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং পুণ্যতমৈবৃতম্।

পিণ্ডদান করে, সেই পিণ্ডদাতা বিষ্ণুলোকে গমন
 করিতে সমর্থ হয়। মহানদী কর্তৃক পূর্বোক্ত
 রূপে প্রার্থিত হইয়া ভরতাগ্রজ রাম “তাহাই
 হউক” বলিয়া এখানে সীতাসহ অবস্থান
 করিতেছেন। “হে রাম, হে মহাবাহো, আপনি
 দেবগণের অভয়দাতা; আমি আপনাকে নমস্কার
 করি, আমার পাতক বিনাশ করুন” যে মানব
 এই মন্ত্ৰে স্নান করিয়া সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করে,
 তাহার পিতৃগণ প্রেতত্ববিমুক্ত হইয়া পিতৃগণসহ
 মিলিত হন। “আপনি জল, আপনিই গ্রহ-
 নক্ষত্রাদির পতি, হে দেবেশ। আপনি আমার
 মনবাক্য ও কায়কৃত পাপ বিনাশ করুন।”
 প্রভাসকে নমস্কার করিয়া যে ব্যক্তি এইরূপ
 বলে, এবং শঙ্কুর নমস্কারান্তে যমবলি প্রদান
 করে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। রাম
 বনগমন করিলে ভরত এই প্রভাসপর্বতে
 আরোহণপূর্বক পিতৃপিণ্ড প্রদান করেন।—প্রভু
 ভরত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও অনেক মুনিগণকে
 এখানে স্থাপিত করিয়া এখানে বাস করেন।
 সতত পুণ্যজন-সেবিত এই ভরতাশ্রম অতি

মতঙ্গস্য পদং তত্র দৃশ্যতে সর্বমানুষৈঃ ॥২৫
 স্থাপিতং ধর্মসর্বস্বং লোকস্যাস্য নিদর্শনাৎ।
 মতঙ্গস্য পদে শ্রাদ্ধী সর্বস্তারয়তে পিতৃন ॥২৬
 রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা রামং সীতাং সমর্চ্যচ
 রামেশ্বরং প্রণম্যথ ন দেহী জায়তে পুনঃ ॥২৭
 শিলায়া জঘনং ভূয়ঃ সমাক্রান্তং নগেব তু।
 ধর্মরাজেন সন্তোষ্যন্তো ন গচ্ছেতি নগঃ স্মৃতঃ
 যমরাজধর্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
 তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে
 দ্বৌ স্থানৌ শ্যামধবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ
 তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি মাতামেতাবহিংসকে
 ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাম্যনৈর্ঋত্যসংস্থিতাঃ।
 বায়সাঃ প্রতিগৃহুস্ত ভূমৌ পিণ্ডং মর্যাপিতম্ ॥
 শিলায়া দক্ষিণে হস্তে স্থাপিতঃ কুণ্ডপর্বতঃ।
 তিমিরাদিত্য ঈশানভর্গাবেতে মহেশ্বরঃ ॥৩২

পবিত্র। এখানে মতঙ্গ মুনিরও এক আশ্রমপদ
 দৃষ্ট হয়। এই মহাত্মা মতঙ্গ মুনির আদর্শে
 এখানকার লোকগণ একমাত্র ধর্মই প্রতিষ্ঠিত
 রহিয়াছে। এই মতঙ্গাশ্রমে শ্রাদ্ধদাতা তদীয়
 সমস্ত পিতৃলোক উদ্ধার করিয়া থাকে। মানব
 রামতীর্থে স্নান, রাম-সীতার পূজা এবং
 রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আর জন্মলাভ করে
 না ॥২২—২৭। ধর্মরাজাদিষ্ট নগশিলার
 জঘনদেশ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত, এই নগ
 কখনও এই শিা পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন
 না বলিয়া ইহার নাম নগ। “যমরাজ ও
 ধর্মরাজ ইহারা দুইজন শিলার নিশ্চলার্থ
 অবস্থিত, আমার পিতৃগণের মুক্তি কামনায়
 তাঁহাদিগকে বলিপ্রদান করিতেছি; এই যে
 বৈবস্বত কুলোদ্ভব শ্যাম ও শবলাখ্য কুকুরদ্বয়:
 ইহাদিগকে বলিপ্রদান করিলাম, ইহারা যেন
 আমার কোনরূপ হিংসা করে না? ঐন্দ্র, বারুণ,
 বায়ব্য, বাম্য এবং নৈঋত দিগুস্থিত
 বায়সগণভূমিতে মৎপ্রদত্ত বলি গ্রহণ করুক”
 এই স্থানে পিণ্ডদানকালে পিণ্ডদাতা এই সকল
 প্রার্থনা করিলেন। শিলার দক্ষিণহস্ত কুণ্ডপর্বত

বহিদৌ বরণৌ রুদ্রাশ্চদ্বারঃ পিতৃমোক্ষদাঃ ॥
ভরতাশ্রমযাসাদ্য ভ্রামমেৎ পূজয়েন্নবঃ ॥ ৩৩
পাপেভ্যাশ্চোপপাপেভ্যো মুচ্যতে পিতৃভিঃ সহ
যত্র কুত্রাপি দেবর্ষে ভরতশ্রমশ্রমে নরঃ ।
স্নাতঃ শ্রাদ্ধদিকং কুর্য্যাস্তংকল্পেহ পান হীয়তে
গয়ায়াং চান্দ্রয়ং শ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ ।
সর্বমানন্ত্যমার্থৈর্ষে যদন্তুং ভরতাশ্রমে ॥ ৩৫
চতুর্যুগস্বরূপেণ চতস্রো রবিমূর্তয়ঃ ।
দৃষ্ট্বাঃ স্পৃষ্টাঃ পূজিতাস্তাঃ পিতৃণাং মুক্তিদায়িকাঃ
মুক্তিবামন ইত্যেব তারকাখ্যো বিধিঃ পরঃ ।
সংসারার্ণবতপ্তানাং নাবাবেতৌ সুরেশ্বরৌ ।
তারকং ব্রহ্ম বিশেষাং মৃতানাং জীবতামিদম্ ॥
ত্রিবিক্রমঞ্চ ব্রহ্মাণং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
পিতৃভিঃ সহ ধর্ম্মায়া স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
শিলায়া বামপাদেহপি তথাভ্যুদ্যন্তকো গিরিঃ

প্রতিষ্ঠিত। এই কুণ্ড পর্বতে তিমিরাদিত্য,
ঈশান, ভর্গ, বহি, বরুণাদয় এবং রুদ্রচতুষ্টয়—
এই সকল মহেশ্বর পিতৃগণের মোক্ষদাতা।
ভরতাশ্রমে আগমনপূর্বক যে মানব ইহাঁদিগকে
প্রণাম ও পূজা করে, সে পিতৃগণ সহ পাপ ও
উপপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে দেবর্ষে! এই
ভরতাশ্রমের যে কোন স্থানে স্নান ও শ্রাদ্ধদিকারী
ব্যক্তি ভরত হইতে কোনক্রমেই হীন নহে।
গয়ায় শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপস্যা অক্ষয়
হয়—বিশেষতঃ ভরতাশ্রমে প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি অনন্ত
ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখানে
চতুর্যুগ স্বরূপ সূর্যের চারিটি মূর্তি আছে, ঐ
মূর্তিচতুষ্টয়ের দর্শন ও স্পর্শন বা পূজন
পিতৃগণের মুক্তিদায়ক। মুক্তি ও বামন তারক
নামে আরও অত্যুত্তম দুইটি মূর্তি দৃষ্ট হয়।
সংসারসাগর মগ্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ সুরেশ্বর
নৌকাস্বরূপ এবং ঐ তারকব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
কি মৃত, কি জীবিত, সকলেরই মুক্তিদাতা। যিনি
তত্রত্য পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রম ও ব্রহ্মাকে দর্শন
করেন, সেই ধর্ম্মায়া পিতৃগণ সহ-পরমগতি

স্থাপিতঃ পিণ্ডদস্তত্র পিতৃন্ ব্রহ্মাপুরং নয়েৎ ॥
নৈমিষারণ্যপার্শ্বে তু ঈজে ব্রহ্মা সুরৈঃ সহ ।
মুখ্যসংজ্ঞং হি তস্তীর্থং দেবাস্তত্র পদে স্থিতাঃ
ত্রিষু তেষু পদেষু তীর্থেষু মুনিসত্তম ।
যৎকিঞ্চিদন্তু ভং কন্ম তৎপ্রণশ্যতি নারদ ॥
তদ্রৈমিষিবনং পুণ্যং সেবিতং পুণ্যপৌরুষৈঃ ।
তত্র ব্যাসঃ শুকঃ পৈলঃ কণ্বো বেধাঃ শিবো
হরিঃ ॥ ৪২

তেষাং দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে পাভকৈর্নরঃ ।
বামহস্তে শিলায়াস্ত তথা চোদ্যন্তকো গিরিঃ ॥
স পর্বতঃ সমানীতো হ্যগস্তেন মহাত্মনা ।
তত্র ব্রহ্মা হরশ্চৈব তপশ্চোগ্রঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ৪৪
তত্রাগস্ত্যস্য হি বরং কুণ্ডং ত্রৈলোক্যদুর্লভম্ ।
যত্র মুন্যষ্টকং সিদ্ধং তপস্তপ্তা শিবং গতম্;
কুণ্ডে মুন্যষ্টকং নহা পিতৃন্ ব্রহ্মাপুরং নয়েৎ ॥

প্রাপ্ত হন। শিলার বামপাদে অভ্যুদ্যন্তক গিরি
প্রতিষ্ঠিত; সেখানে পিণ্ডদান করিয়া নয়
পিতৃগণকে ব্রহ্মাপুরে প্রেরণ করিতে পারে।
এখানে নৈমিষারণ্যের পার্শ্বদেশেই ব্রহ্মা দেবগণ
সহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই তীর্থই এ স্থানে
শ্রেষ্ঠ; দেবগণও এইখানেই নিত্য অবস্থিত। হে
মুনিসত্তম নারদ! এই সকল তীর্থ ও আশ্রমপদ
মানবের সমস্ত অশুভকন্ম বিনাশ করিয়া
থাকে। ২৮—৪১। এই পুণ্য নৈমিষারণ্য ব্যাস,
শুক, পৈল, কন্ম, ব্রহ্মা, শিব, হরি এবং অন্যান্য
পুণ্যকারিগণে সেবিত; ইহাঁদিগের দর্শন মাত্রই
নর পাতক হইতে মুক্ত হয়। শিলার বামহস্তে
উদ্যন্তক নামক এক পর্বত অবস্থিত। মহাত্মা
অগস্ত্য কর্তৃক এই পর্বত আনীত হয়; এখানে
ব্রহ্মা ও শিব উগ্র তপস্যা ত্রৈলোক্যদুর্লভ একটি
অগস্ত্য কুণ্ড আছে। এখানে ব্যাস শুকাদি আট
জন মুনি তপঃসিদ্ধ হইয়া শিবলোকে গমন
করিয়াছিলেন। ঐ মুন্যষ্টক নামক কুণ্ডকে নমস্কার

অগস্ত্যনাথ দেবর্ষে উদয়াদ্রোহাথনা।
 শিলায়া বামহস্তেহপি স্থাপিতো গিরিরাট্শতঃ
 বাদিত্র্যদ্যোদিব্যগীতেরাদ্যো বাদিত্র্যকো গিরিঃ
 তত্র বিদ্যাধরো নাম গন্ধর্ব্বাঙ্গরসাং গণৈঃ।
 সমেতোহদ্যাপি গীতানি দিব্যানি সহ গীয়তে
 মোহনশ্চ সুনীথশ্চ শৈলুজো মোহনোত্তমঃ।
 পর্ব্বতো নারদধ্যানী সঙ্গীতী পুষ্পদন্তকঃ।
 হাহাহুপ্রভৃতয়ো গীতনাদং প্রচক্রিরে।।৪৮
 তথা চিত্ররথো নাম সর্ব্বগন্ধর্ব্বসংবৃতঃ।
 গায়ন্তি মধুরাণ্যেব গীতান্যেদ্রৌ মহোৎসবম্।।
 অতঃ স পর্ব্বতো দেবৈঃ সেব্যতেহদ্যাপি
 নিত্যশঃ।

ধর্ম্মরাজস্তত্র দেবো হরো ভস্মাঙ্গরাগবান্।।
 পার্বত্য্য সহিতো রুদ্রঃ পর্ব্বতে গীতনাদিতে।
 মোদতে পূজিতো ধ্যেয়ঃ পিতৃণাং পরমাং
 গতিম্।।৫১
 গয়ায়াং পরমাত্মা হি গোপতির্বা গদাধরঃ।

করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন। হে দেবর্ষে! মহাত্মা অগস্ত্য উদয়-গিরি হইতে এই মনোরম গিরিশ্রেষ্ঠ উদ্যন্তককে শিলার বাম হস্তে স্থাপিত করেন, এখানে দীব্য গীত বাদ্য ধ্বনিত হওয়ায় এই আদি পর্ব্বত যেন স্বর্গ বলিয়া অনুমিত হয়। অঙ্গরাগণ সহ বিদ্যাধরেরা এই পর্ব্বতে সমাগত হইয়া অদ্যাপি দিব্য গীত গাহিয়া থাকেন। মোহন, সুনীথ, শৈলুজ, মোহনোত্তম, পর্ব্বত, নারদ, ধ্যানী, সঙ্গীতী ও পুষ্পদন্তক এবং হাহাহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এই পর্ব্বতে গীতধ্বনি করিয়া থাকেন; এইরূপ সকলগন্ধর্ব্বের পরিবৃত হইয়া চিত্ররথ নামক এক গন্ধর্ব্ব এই পর্ব্বতে মধুর গীত ও মহা উৎসব করিয়া থাকেন। দেবগণ আজও নিত্য বাদিত্র-মুখরিত এই পর্ব্বতের সেবা করেন। হে বিপ্রগণ! পার্বতী ও রুদ্রগণ সহ ভস্মাঙ্গারধারী হয় এখানে অধিষ্ঠিত। ঐ হরের পূজা ও ধ্যান করিলে পিতৃগণের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। হে মুনে! এই

হীয়তে বৈষ্ণবী মায়া তথা রুদ্রার্চয়া মুনে।।
 শিলায়া দক্ষিণে হস্তে ভস্মকুটো গিরিধ্বতঃ।
 ধর্ম্মরাজেন তত্রাস্তে অগস্ত্যঃ সহ ভার্য্যা।।
 অগস্ত্যস্য পদে স্নাতঃ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকগঃ।
 ব্রহ্মগন্ত বরং লেভে মাহাত্ম্য ভূবি দুর্লভম্।।
 লোপামুদ্রাং তথা ভার্য্যাং পিতৃণাং পরমাং
 গতিম্।

তত্রাগস্ত্যেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া।।৫৫
 অগস্ত্যঞ্চ সভার্য্যঞ্চ পিতৃন্ ব্রহ্মপূরং নয়েৎ।
 দণ্ডিনাথ তপস্তপে সীতার্দ্ৰেদক্ষিণে গিরৌ।।
 বটো বটেশ্বরস্তত্র স্থিতশ্চ প্রপিতামহঃ।
 তদগ্রে রুক্ষিণীকুণ্ডং পশ্চিমে কপিলা নদী।
 কপিলেশো নদীতিরে অমাসোমসমাগমে।।
 কপিলায়াং নরঃ স্নাত্বা কপিলেশং সমর্চ্য চ।
 কৃতে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে পিতরো মোক্ষমাধুয়ঃ।

গয়াধামে যিনি গোপালক পরমাত্মা গদাধর ও শঙ্করের অর্চনা করেন, তিনি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হন না। শিলার দক্ষিণকরে ধর্ম্মরাজ ভস্মকুট গিরি ধারণ করিয়াছেন। এখানে পত্নী জনসূয়া সহ অগস্ত্য মুনি বাস করেন; এই অগস্ত্যপদে স্নান ও পিণ্ডদান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। মহর্ষি অগস্ত্য এই স্থানে ব্রহ্মার নিকট হইতে ত্রৈলোক্য-দুর্লভ বর ও লোপামুদ্রা নামী পত্নী লাভ করেন এবং এই স্থানমাহাত্ম্যে পিতৃগণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যাকারীও এই অগস্ত্যেশ্বর দর্শন করিয়া মুক্ত হয়। ৪২—২৫। পত্নী সহ আগস্ত্যদর্শনকারীর পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন। সীতার্দ্্রির দক্ষিণে দণ্ডী তপস্যা করেন, সেখানে একটি প্রধান বটবৃক্ষ আছে। তথায় ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন। তাঁহার সম্মুখে রুক্ষিণীকুণ্ড, পশ্চিমে কপিলা নদী। অমাবস্যার দিন কপিলেশ এখানে আসিয়া থাকেন; মানব এই কপিলা নদীতে স্নান ও কপিলেশ্বর পূজা করিয়া শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিলে তাহার পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন। এই গিরিবর

অগ্নিধারা গিরিবয়াদাগতোদ্যন্তকাদনু।
তত্র সারস্বতং কুণ্ডং সরস্বত্যা প্রকল্পিতম্॥
শুক্রস্তত্র সূতৈঃ সাদ্ধং ষণ্ডামর্করয়তে নরঃ॥
তত্র তত্র মুনীন্দ্রাণাং পদেষু মুনিসত্তম।
শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিকুৎস্তাতঃ পিতৃস্তারয়তে নরঃ॥
শিলায়া বামহস্তেহপি গৃধ্রকূটো গিরিধৃতঃ।
গৃধ্ররূপেণ সংসিদ্ধান্তপন্তপ্ত্বা মহর্ষয়ঃ। ৬১
অতো গিরিগৃধ্রকূটস্তত্র গৃধ্রেশ্বরঃ স্থিতাঃ।
দৃষ্ট্বা গৃধ্রেশ্বরং নত্বা যারাচ্ছন্তোঃ পদং নরঃ॥
তত্র গৃধ্রে গুহায়াঞ্চ পিণ্ডদঃ শিবালোকভাকু।
তত্র গৃধ্রে বটং নত্বা প্রাপ্তকামোদিবং ব্রজেৎ
ঋণমোক্ষং পাপমোক্ষং শিবং দৃষ্ট্বা শিবং
ব্রজেৎ।
শূলক্ষেত্রঞ্চ তত্রাস্তে পিণ্ডদঃ স্বর্নয়েৎপিতৃন্॥
আদিপালেন গিরিণা সমাক্রান্তং শিলোদরম্

অন্তক পর্বতের সমীপ দিয়া একটি অগ্নিধারা আসিয়াছে। এখানে সরস্বতীকুণ্ড বিদ্যমান। ঐ কুণ্ড সরস্বতী-নির্মিত; ষণ্ডামর্কাদি পুত্রগণসহ শুক্র এখানে অবস্থিত। হে ঋষিসত্তম! অত্রত্য মুনীন্দ্রগণের আশ্রমে শ্রান ও শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দানের মানব পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া থাকে। শিলা বামহস্ত দ্বারা গৃধ্রকূট পর্বত ধারণ করিয়াছেন। এখানে মহর্ষিগণ গৃধ্ররূপে তপস্যা করিয়া সম্যকপ্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখানে গৃধ্রেশ্বর বিয়াজিত, এইজন্য এই পর্বতের গৃধ্রকূট নাম হইয়াছে; মানব এই গৃধ্রেশ্বরের দর্শনে শিবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই গৃধ্রকূটের গুহায় পিণ্ডদান করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে একটি বটবৃক্ষ আছে। ঐ বটবৃক্ষকে নমস্কার করিলে অভীষ্টসিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে ঋণমোক্ষ ও পাপমোক্ষ নামক শিব আছেন। ঐ শিবের দর্শনে শিবলোক লাভ হয়; এখানে একটি শূলক্ষেত্রও বিদ্যমান। এই শূলক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ স্বর্গ গমন করেন। আদিপাল নামক পর্বতদ্বারা শিলার

তত্রাস্তে গজরূপেণ বিঘ্নেশো বিঘ্ননাশনঃ॥
তং দৃষ্ট্বা মৃত্যতে বিঘ্নেঃ পিতৃন্ ব্রহ্মপূরং নয়েৎ
নিতম্বে মুণ্ডপৃষ্ঠম্য দেবদারুবনং ত্রভূৎ।
মুণ্ড পৃষ্ঠারবিন্দাদ্রী দৃষ্ট্বা পাপং বিনাশয়েৎ॥
গয়ানাভৌ সুযুন্মায়াং পিণ্ডদঃ স্বর্নয়েৎ পিতৃন্॥
শিলায়া বামপাদে তু স্থাপিতঃ প্রেতপর্বতঃ।
ধর্মরাজেন পাপেভ্যো গিরিঃ প্রেতশিলাহয়ঃ
পাদেন দূরে নিক্ষিপ্তঃ শিলায়াঃ পাপভারতঃ;
গতঃ শিলায়াঃ সংসর্গাৎ প্রেতকূটঃ পবিত্রতাম্
প্রেতকুণ্ডঞ্চ তত্রাস্তে দেবাস্তত্র পদে স্থিতাঃ।
তত্র কুণ্ডাদিকং কৃত্বা প্রেতত্বান্মোচয়েৎ পিতৃন্॥
পৃথক্স্থিতাস্চ বহবো বিঘ্নকারিণ এব তে।
শ্রাদ্ধাদিকারিণাং নৃণাং তীর্থে পিতৃবিমুক্তয়ে!!
প্রেতা ধানুর্ধরূপেণ করগ্রহণকারকাঃ। ৭০

উদর আক্রান্ত হইয়াছে। তথায় গজরূপী বিঘ্ননাশন বিনায়ক বিদ্যমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন। মুণ্ডপৃষ্ঠের নিতম্বদেশে এক দেবদারুবন আছে। ঐ মুণ্ডপৃষ্ঠ ও অরবিন্দ পর্বত দর্শন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। গয়ার নাভি ও সুযুন্মা ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ স্বর্গ গমন করেন। ধর্মরাজ কর্তৃক শিলার বামপাদে প্রেত পর্বত স্থাপিত হইয়াছে। এই গিরি পূর্বে পাপময় ছিল বলিয়া প্রেতপর্বত নামে অভিহিত; অতীব পাপভারাবিত দর্শনে ধর্মরাজ ইহা বামপদ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করেন। ধর্মরাজের পাদস্পর্শে এই প্রেত পর্বত পবিত্রতা লাভ করে। এখানে একটি প্রেত কুণ্ডও আছে। দেবগণ সর্বদা তথায় বিদ্যমান; এখানে কুণ্ডাদি নির্মাণে প্রেতলোক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে যাহারা শ্রাদ্ধাদি দানের জন্য গমন করে, প্রেতগণ ধনুর্ধারণ করিয়া তাহাদের নিকট করগ্রহণ করিয়া থাকে। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বত

পাদাঙ্কিতাং মুণ্ডপৃষ্ঠাং মহাদেবনিবাসিনীম্।
 তাং দৃষ্ট্বা সৰ্বলোকে মুক্তঃ পাপোপপাতকৈঃ
 গয়াশিরসি পুণ্যে চ সৰ্বপাপবিবৰ্জিতে।
 প্রেতাদিবৰ্জিতং যস্মান্ততোহতিপাবনং বরম্
 কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যা রাজগৃহং বনম্।
 চ্যবনম্যাশ্রমং পুণ্যং নদী পুণ্যা পুনঃপুনা ॥৭৩
 বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডশ্চ গৃধ্রকূটশ্চ শোণকঃ।
 অত্র শ্রাদ্ধাদিনা সৰ্বান্ পিতৃন ব্রহ্মপূরং নয়েৎ
 ক্রৌঞ্চরূপেণ হি মুদির্মুণ্ডপৃষ্ঠে তপোহকরোৎ
 তস্য পাদাঙ্কিতো যস্মাৎ ক্রৌঞ্চপাদস্ততঃ স্মৃতঃ
 স্নাতো জলাশয়ে তত্র নয়েৎ স্বৰ্গং স্বকং কুলম্
 বলিঃ কাকশিলায়াঞ্চ কাকোভ্য ঋণমোক্ষদঃ ॥
 মুণ্ডপৃষ্ঠস্য সানৌ হি লোমশো লোমহর্ষণঃ।
 দ্বাবেতৌ পরমং তপ্ত্বা তপঃসিদ্ধিং পরাং গতো
 আহুতাস্তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লোমশেন মহানদী।

মহাদেবের পাদদ্বারা অঙ্কিত এবং এখানে তাঁহার
 বাসস্থান। এই মুণ্ডপৃষ্ঠকে দর্শন করিয়া মানবগণ
 পাপ ও উপপাতক হইতে মুক্ত হয়। সৰ্বপাপ-
 বিবৰ্জিত পবিত্র গয়াশিরে প্রেতাতির অধিকার
 নাই; এজন্য ঐ গয়াশির অতি পবিত্র। কীকটদেশে
 বনের মধ্যে রাজগৃহ, আশ্রমের মধ্যে চ্যবন্যাশ্রম,
 নদীর মধ্যে পুনঃপুনা নদী এবং ক্ষেত্রমধ্যে এই
 গয়াক্ষেত্র অতিপুত। এই গয়ায় বৈকুণ্ঠ, লোহদণ্ড,
 গৃধ্রকূট ও শোণকনামক কয়টি স্থান আছে, এই
 সকল স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে সমস্ত পিতৃলোক
 ব্রহ্মপূরে গমন করেন। মুণ্ডপৃষ্ঠে ক্রৌঞ্চরূপ
 ধারণপূর্বক ক্রৌঞ্চ মুনি তপস্যা করেন। ঐ
 মুনির পাদদ্বারা অঙ্কিত হইয়া ঐ মুণ্ডপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চপদ
 নামে অভিহিত হইয়াছে। অত্রত্য জলাশয়ে স্নান
 করিলে স্নানকারীর পিতৃকুল স্বৰ্গ গমন করে।
 এখানে একটি কাকশিলা আছে, ঐ কাকশিলায়
 বলি প্রদানে কাকগণের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া
 যায়। মুণ্ডপৃষ্ঠের সানুদেশে লোমহর্ষণ লোমশ ও
 ক্রৌঞ্চপাদে তপসস্কারী ক্রৌঞ্চ—এই মুনিদ্বয়
 পরম তপস্যা করিয়া অত্যুত্তম সিদ্ধিলাভ করেন।
 লোমশ মুনি স্বীয় তপঃপ্রভাবে শরাবতী, বেত্রবতী,

শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥৭৮
 কাবেরী সিদ্ধুরীরা চ চন্দনা চ সরিধরা।
 বাশিষ্ঠা সরযুগঙ্গা যমুনা গণ্ডকীন্দীরা ॥৭৯
 মহাবৈতরণী নাম্না নিষ্করা চ দিবৌকসঃ।
 সাবব্যলকনন্দা চ উদীচী কনকাহুয়া ॥৮০
 কৌশিকী ব্রহ্মদা জ্যেষ্ঠা সৰ্বস্যাধবিমোচিনী।
 কৃষ্ণবেধা চর্ম্মধ্বতী দ্বেনদৌ মুক্তিদায়িকৈঃ ॥৮১
 আহুতে সরিতাং শ্রেষ্ঠে লোমহর্ষণে সাহসাৎ।
 তপসস্ত প্রভাবেণ নর্মদা মুনিপুঙ্গব,
 তাসু সৰ্বাসু যঃ স্ন ত্বা পিণ্ডদঃ স্বর্নয়েৎপিতৃন
 ব্রহ্মাযোনিং প্রবিষ্টাথ নির্গচ্ছেদ্যস্ত মানবঃ।
 পরং ব্রহ্ম স যাতিহ বিমুক্তো যোনিসঙ্কটাৎ ॥
 নিষ্করায়াং পুষ্করিণ্যাং স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকং নরঃ।
 কুর্যাৎ ক্রৌঞ্চপদে দিব্যে নিয়মাদ্বামরত্রয়ম্ ॥
 সৰ্বান্ পিতৃনয়েৎ স্বৰ্গং পঞ্চ পাপিন এব চ ॥
 জনান্দনো ভগ্নকূটে তস্য হস্তে তু পিণ্ডদঃ।

চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী, সিদ্ধু, ইয়া নদী,
 শ্রেষ্ঠ চন্দনা, বাশিষ্ঠী, সরযু, গঙ্গা, যমুনা,
 গণ্ডকী, ইন্দীরা, মহাবৈতরণী, নিধারা, সারবী,
 অলকনন্দা, উদীচী, কনকা, কৌশিকী, ব্রহ্মদা,
 মুক্তিদাত্রী কৃষ্ণবেধা ও চর্ম্মধ্বতী এবং নর্মদা
 এই সকল নদীশ্রেষ্ঠগণকে আনয়ন করেন, এই
 সমস্ত নদীই স্বৰ্গ হইতে ক্ষরিত এবং সৰ্ববিধ
 পাপ-বিনাশে সমর্থ। হে মুনিপুঙ্গব! স্বীয় তপঃ-
 প্রভাবে লোমশ কর্তৃক এই সকল অত্যুত্তম নদী
 সমাচ্ছত হইয়াছে। এসমস্ত নদীতে স্নান করিয়া
 যে ব্যক্তি পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃগণ স্বৰ্গ
 গমন করিয়া থাকেন। ৫৬—৮২। যে মানব
 ব্রহ্মাযোনিতে প্রবেশ করিয়া অনন্তর তথা হইতে
 নির্গমন করে, সে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া
 ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। দিব্য ক্রৌঞ্চপাদে নিষ্কারা
 নামক পুষ্করণী বিদ্যমান, মানব এই পুষ্করণীতে
 নিয়মপূর্বক দিনত্রয় স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে
 তদীয় পিতৃগণ পঞ্চবিধ মহাপাতকযুক্ত হইলেও

আত্মনোহপথ্যবান্যেবাং সর্বোনাপি তিলৈবিনা
জীবতাং দধিসম্মিশ্রাং সর্বৈ তে বিশ্বলোকগাঃ
যন্ত পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন ।
যদুদ্दिश्य ত্বয়া দেয়স্তম্মিন্ পিণ্ডো মৃত্যে প্রভো
এব পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন ।
অন্তকালে গতে মহ্যং ত্বয়া দেয়ো গয়াশিরে ॥
জনার্দন নমস্তভ্যং নমস্তে পিতৃমোক্ষদ ।
পিতৃপতে নমস্তে তু নমস্তে পিতৃরূপেণে ॥৮৯
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ ॥
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ঋণত্রয়বিমোচক ।
লক্ষীকান্ত নমস্তে তু পিতৃণাং মোক্ষদো ভব ॥
বামজানুং সুসম্পাত্য নত্বা ভীমো জনার্দনম্
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা ভ্রাতৃভির্বন্দ্রলোকভাক্ ।

স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন। ভগ্নকুট পর্বতে
জনার্দন বিরাজিত। এই জনার্দনের বামহস্তে
জীবিত ব্যক্তির দধিমিশ্রিত পিণ্ডদান করিতে
হয়। ঐরূপ পিণ্ড নিজের কিংবা অন্যেরও
দেওয়া যায়; কিন্তু পিণ্ডে তিল মিশ্রিত করিবে
না। যাহাদের উদ্দেশ্যে জনার্দনের হস্তে পিণ্ড
অর্পিত হয়, সে সমস্ত লোকই বিশ্বলোকে গমন
করে। পিণ্ডদানকালে ঐরূপ প্রার্থনা করিবে—
“হে জনার্দন! আমার কিংবা যাহার উদ্দেশ্যে
তোমার হস্তে এই পিণ্ড দান করিলাম, আমি
কিংবা তদ্ব্যক্তি মৃত হইলে তুমি গয়াশিরে এই
পিণ্ড পৌছাইয়া দিও। হে জনার্দন! তুমিই
পিতৃগণের মোক্ষদাতা, তোমাকে নমস্কার; হে
পিতৃপতে! তুমি পিতৃরূপী, তোমাকে নমস্কার।
জনার্দন স্বয়ং পিতৃরূপে গয়ায় অবস্থিত। সেই
পুণ্ডরীকনমন জনার্দনকে দর্শন করিয়া মানব
দেব, ঋষি ও পিতৃ এই ঋণত্রয় হইতে যুক্ত
হয়। ধর্ম্মাত্মা ভীম বাম জানু সম্পাতিত
করিয়া—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ত্রিবিধ ঋণ
হইতে বিমোচন কর, হে লক্ষীকান্ত! তুমি
পিতৃগণেণ মোক্ষদ হও, তোমাকে নমস্কার।
ঐরূপে প্রার্থনা সহকারে সপিণ্ডগণ সহ

পিতৃভিঃসহ ধর্ম্মাত্মা কুলানাঞ্চ শতেন চ ॥৯১
শিলায়াং ব্যক্তরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাঙ্ঘ্রনা স্থিতঃ
লক্ষ্মীশো বিবুধৈঃ সাক্ষং তস্মাদেবময়ী শিলা

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নামাষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৮॥

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কথং ব্যক্তস্বরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ।
কথং ব্যক্তস্বরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাঙ্ঘ্রনা স্থিতঃ ॥১
কথং গদা সমুৎপত্তা যথা হাদিগদাধরঃ ।
গদালোলং কথং চাসীৎ সর্বপাপক্ষয়করম্ ॥২

সনৎকুমার উবাচ ।

গদো নামাসুরো হ্যাসীদজ্ঞানজ্ঞতরো দৃঢ়ঃ ।
প্রার্থিতো ব্রহ্মাণে প্রাদাৎ স্বশরীরাস্থি দুস্ত্যজম্
ব্রহ্মোক্তো বিশ্বকর্মাণি গদাং চক্রেহভুতাং তদা

পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিয়া ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ
এবং শত কুল সহ ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী পতি বিষ্ণু সমস্ত দেবগণ
সহ ব্যক্ত ও ব্যক্তা-ব্যক্তরূপে এই শিলায়
অবস্থিত; এজন্য এই শিলা দেবময়ী
হইয়াছে ॥৮৩—৯২।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৮॥

নবাধিকশততম অধ্যায় ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আদি গদাধর
বিষ্ণু কি জন্য ব্যক্তরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া আবার
ব্যক্তাব্যক্তরূপে এই শিলায় অবস্থিত? তাহার
গদাই বা কিরূপে সমুৎপন্ন হইল এবং
সর্বপাপক্ষয়কর গদালোলই বা কেন সম্ভূত
হইল? সনৎকুমার উত্তর করিলেন,—পূর্বকালে
গদ নামক এক অসুর ছিল। তাহার অস্থি বজ্র
হইতেও দৃঢ়। এক সময় ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া দুস্ত্যজ হইলেও সে তাহার শরীরাস্থি

তদস্মি বজ্রনিষ্পেষিঃ কুন্দৈঃ স্বর্গে স্থাপয়য়াৎ ॥৪
 অথ কালেন মহতা মনৌ স্বায়ত্ত্ববে কচিৎ ।
 হেতী রক্ষো ব্রহ্মপুত্রস্তপস্তপে সুদারুণম্ ॥৫
 দিব্যবর্ষসহস্রাণাং শতং বায়ুমভক্ষয়ৎ ।
 উন্মুখশ্চোৰ্দ্ধ্বাৎশ্চ পাদাসুষ্ঠভরণে হ ॥৬
 একেনাতিষ্ঠদব্যগ্রঃ শীর্ণপর্ণানিলাশনঃ ।
 ব্রহ্মাদীংস্তপসা তুষ্ঠান বরং বরে বরপ্রদান্ ॥৭
 দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ শস্ত্রাশ্চৈববিধৈর্ননুজাদিভিঃ ।
 কৃষ্ণেশানাদিচক্রাদ্যৈরবধ্যঃ স্যং মহাবলঃ ॥৮
 তথৈতু্যঙ্কাস্তহিতাস্তে হেতির্দেবানথাজায়ৎ ।
 ইন্দ্রতুমকরোদ্ধেতির্ভীতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ ॥৯
 হরিং তে শরণং জগ্মাকুর্হেতিং জহীতি তান্ ।

তাহাকে অর্পণ করে। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা বজ্রনিষ্পেষণে সমর্থ কুন্দ (কুঁদ) দ্বারা গদাসুরের অস্থি হইতে এক অদ্ভুত গদা নির্মাণ করিয়া স্বর্গে স্থাপন করেন। অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে এক অদ্ভুত গদা নির্মাণ করিয়া স্বর্গে স্থাপন করেন। অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে স্বায়ম্ভুব মঘসুরের কোন এক সময়ে ব্রহ্মানন্দন হেতি রাক্ষস দিব্যপরিমাণে শত সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা করে। তপস্যাকালে সে কখন বায়ুভোজী, কখন উর্দ্ধমুখ, কখন উর্দ্ধবাহু, কখন অঙ্গুষ্ঠমাত্রনির্ভর, কখন এক অঙ্গুষ্ঠে নিশ্চলভাবে অবস্থিত, কখন শুষ্কপর্ণাহারী হইয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ তৎসমীপে উপস্থিত হইলে সে প্রার্থনা করিল,—“হে দেবগণ! দেব, দৈত্য, নর, বিবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, দেব কৃষ্ণ ও ঈশান এবং চক্রাদি অস্ত্রেরও আমি অর্বধ্য ও আমি যেন মহাবলশালী হই।” দেবগণ তৎকালে “তাহাই হউক” বলিয়া অস্তহিত হইলে হেতিও যুদ্ধে দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রভি ভোগ করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা ও হরাদি দেবগণ ভীত হইয়া হরির শরণ লইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—আপনি হেতিকে নিহত করুন। বিষ্ণু উত্তর করিলেন,—হে সুরগণ।

উচ্চ হরিরবধ্যোহয়ং হেতির্দেবাসুরৈঃ সুরাঃ ॥
 মহাজ্ঞং মে প্রযচ্ছধ্বং হেতিং হন্মি হি যেন তম্
 ইত্যুক্তাস্তে ততো দেবা গদাং তাং হরয়ে দদুঃ
 দধার তাং গদামাদৌ দেবৈরুজ্জো গদাধরঃ ।
 গদয়া হেতিমাহত্যা দেবৈঃ স ত্রিদিবং যযৌ ॥১২
 গদামাদাববষ্টভ্য গয়াসুরশিরঃশিলাম্ ।
 নিশ্চলার্থং স্থিতো যশ্মাস্ত্রয়াদিগদাধরঃ ॥১৩
 শিলাপর্বতরূপেণ ব্যক্ত আদিগদাধরঃ ।
 শিলাসৌ মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রি প্রভাসো নাম পর্বতঃ ॥
 উদ্যন্তো গীতনাদশ্চ ভস্মকুটো গিরির্মহান্ ।
 গৃধ্রকুটঃ প্রেতকুটশ্চাদপালোহরবিন্দকঃ ॥১৫
 পঞ্চলোকঃ সপ্তলোকা বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডকঃ ।
 ক্রৌঞ্চপাদোহক্ষয়বটঃ ফল্গুতীর্থং মধুস্রবা ॥
 দধিকুল্যা মধুকুল্যা দেবিকা চ মহানদী ।
 বৈতরণ্যাদিরূপেণ ব্যক্ত আদিগদাধরঃ ॥১৭

এই হেতি দেবাসুরের অবধ্য; অতএব যাহা দ্বারাআমি হেতিকে নিহত করিতে পারি; আপনারা আমাকে এইরূপ একটি মহাজ্ঞ প্রদান করুন। হরি এইরূপ বলিলেন দেবগণ গদাসুরাশ্বি-নির্মিত ঐ সুদৃঢ় গদা তাহাকে প্রদান করিলেন। ১—১৩। গদাধর হরি, দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রথমে ঐ গদা ধারণ করিলেন। অনন্তর ঐ গদা দ্বারা হেতির নিধন সাধন করিয়া দেবগণ সহ ত্রিদশালরে গমন করিলেন। প্রথমে বিষ্ণু এই গদা ধারণ-পূর্বক গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত তদীয় শিরঃস্থিত শিলাকে নিপীতন করিয়া অবস্থিত হন; এজন্য ইহাঁর নাম আদিগদাধর। আদিগদাধর শিলাপর্বতরূপে ব্যক্ত এবং গয়াসুর-শিরঃস্থিত শিলা; মুণ্ডপৃষ্ঠ, প্রভাস, উদ্যন্ত, গীতনাদ, ভস্মকুট, গৃধ্রকুট, প্রেতকুট, আদিপাল, অরবিনন্দক প্রভৃতি মহাগিরি; পঞ্চলোক, সপ্তলোক, বৈকুণ্ঠ, লোহদণ্ডক, ক্রৌঞ্চপাদ ও অক্ষয়বট প্রভৃতি ক্ষেত্র, ফল্গুতীর্থ, মধুস্রবা, দধিকুলা, মধুকুল্যা, মহানদী দেবিক ও বৈতরণী নদী প্রভৃতি ব্যক্তরূপেও

বিবেকঃ পদং রুদ্রপদং ব্রহ্মণঃ পদমুত্তমম্ ।
 কশ্যপস্য পদং দিব্যং দ্বৌ হস্তৌ যত্র নির্গতৌ
 পঞ্চাঙ্গীনাং পদান্যত্র ইন্দ্রাগস্ত্যপদে পরে ।
 রবেশ্চ কার্ত্তিকেয়ম্য ক্রৌঞ্চমাতঙ্গয়োরপি ॥১৯
 মুখ্যলিঙ্গানি সৰ্ব্বাণি ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ ।
 আদ্যে গদাধরশ্চৈব ব্যক্তঃ শ্রীমান্ গদাধরঃ
 গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী সন্ধ্যা চৈব সরস্বতী ।
 গয়াদিত্যশ্চোত্তরাকো দক্ষিণাকোহপি নৈমিষঃ
 শ্বেতাকো গণনাথশ্চ বসবোহস্তৌ মুনীশ্বরঃ ।
 বুদ্ৰাশ্চৈকাদশৈবাপ্য তথা সপ্তর্ষয়োহপরে ॥২২
 সোমনাথশ্চ সিদ্ধেশঃ কপদীশো বিনায়কঃ ।
 নারায়ণো মহালক্ষ্মীব্রহ্মা শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥২৩
 মার্কণ্ডেশ্যেণ কোটীশো অঙ্গিরেশঃ পিতামহঃ
 জনার্দনো মঙ্গলা চ পুণ্ডরীকাক্ষ উত্তমঃ ॥২৪
 ইত্যাদিব্যক্তরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ।
 হেতির্যো রাক্ষসস্তম্ভিন্ হতো বিষ্ণুপুংসং গতঃ ॥
 ব্রহ্মণা সহ রুদ্রাদ্যৈঃ কারিতে নিশ্চলেহসুরে
 তুষ্টাবাদ্যগদাপাণিং বেধা হর্ষণে নিবৃত্তঃ ॥২৬

আদি গদাধর বিরাজিত । ঐরূপ উত্তম বিষ্ণুপদ,
 রুদ্রপদ, ব্রহ্মপদ, দিব্য কশ্যপপদ ও ঐ কশ্যপপদ
 ও ঐ কশ্যপপদ হইতে নির্গত হস্তদ্বয়, পঞ্চাঙ্গিপদ,
 ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ, রবিপদ, কার্ত্তিকেয়পদ,
 ক্রৌঞ্চপদ, মণ্ডলপদ এবং অপরাপর মুখ্যলিঙ্গ
 সকল ও শ্রীমান, আদি গদাধর বিষ্ণুর ব্যক্তরূপ ।
 এতদ্ভিন্ন গায়ত্রী, সাবিত্রী, সন্ধ্যা, সরস্বতী,
 গয়াদিত্য, উত্তরাক, দক্ষিণাক, নৈমিষ, শ্বেতাক,
 গণনাম, অষ্টবসু, মুনীশ্বরগণ, একাদশরুদ্র,
 সপ্তর্ষি, সোমনাথ, সিদ্ধেশ, কপদীশ, বিনায়ক,
 নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শ্রীপুরুষোত্তম,
 মার্কণ্ডেশ্যেণ, কোটীশ, অঙ্গিরেশ, পিতামহ,
 জনার্দন, মঙ্গলা ও উত্তম পুণ্ডরীকনয়ন প্রভৃতিও
 আদি গদাধরের ব্যক্তরূপ । হে দেবর্ষে! পূর্বে
 হে হেতির কথা, বলিয়াছি, সে বিষ্ণু কর্তৃক
 নিহত হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিলে এবং রুদ্রাদি
 দেবগণ সহ ব্রহ্মা কর্তৃক গয়াসুর স্থির হইলে

ব্রহ্মোবাচ ।

গদাধরং ব্যপগতকালকন্মষং
 গয়াগতং বিদিতগুণং গুণাতিগম্ ।
 গুহাগতং গিরিবরগৌরগেহগং
 গণার্চিতং বরদমহৎনমামি ॥২৭
 অহঃশ্রিয়ং ত্রিংশগণাদিসুশ্রিয়ং
 ভবশ্রিয়ং দিতিভবদারণশ্রিয়ম্ ।
 কলিশ্রিয়ং কলিমলমর্দনশ্রিয়ম্ ।
 গদাধরং নৌমি তমাশ্রিতশ্রিয়ম্ ॥২৮
 দৃঢ়াদৃঢ়ং পরিবৃটগাঢ়সংস্কৃতং
 ক্রমাদ্ভুতং সুদৃঢ়মরুঢ়িরুঢ়িগম্ ।
 তমাত্যগং দৃঢ়দুরিতাদ্যটেকিতং
 স্বটৌকৃতং দৃঢ়তরগোত্রসূক্তিতম্ ॥২৯
 বিদেহকং করণকলাবিবর্জিতং
 বিজ্ঞমকং দিনকরবেদিভূষিতম্ ।

ব্রহ্মা নিবৃত্ত হইলেন ও হর্ব সহকারে আদি
 গদাপাণি বিষ্ণুর স্তব করিলেন ॥১৪—২৬। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—যিনি গুণবিন্ হইয়াও সত্ত্ব, রজ ও
 তমোগুণের অতীত, যাহাকে কালজনিত পাপ
 স্পর্শ করে না, সেই গদাধর গয়ায় আগম
 করিয়াছেন; যিনি বিনয়কাদি গণনায়ক কর্তৃক
 অর্চিত হন, গরিবর হিমালয়ের গুহা যাহার
 গৃহ সেই বরদ গদাধরকে আমি নমস্কার করি ।
 যিনি দানবকুল নিশ্চল করিয়া দেবগণের
 শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন, যিনি দিবার বিকাশ
 করেন, ভগবান্ ভবানীপতি ভবও যাহার কৃপায়
 শ্রীযুক্ত; কলিকলুব নিরাস করিয়া যিনি কলির
 শ্রীরূপে বিরাজমান, সেই আশ্রিতবৎসল
 গদাধরকে আমি নমস্কার করি । যিনি দৃঢ় হইতে
 দৃঢ়তর, প্রবল প্রাণিগণ যাহাকে গাঢ় ভক্তি
 সহকারে সম্যক্ স্তব করিয়া থাকেন, যিনি অদ্ভুত
 বিক্রমসম্পন্ন, যিনি অজ হইয়াও জন্মিগণের
 গম্য, যিনি পূজনীয়গণের অগ্রণী, অতি দুরিভ
 সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাহাকে প্রাপ্ত শয় না, যিনি
 আত্মলভ্য, বাক্য-মনের অগোচর হইলেও

গদাধরং ধ্বনিমুখবজ্জিতং পরং
নমাম্যহং সততমনাদিমীশ্বরম্ । ৩০
মনোহিতিগং মতিগতিবজ্জিতং পরং
সদাব্যয়ং স্তুতিশরসি স্তুতং বুধৈঃ ।
চিদাম্বকং কলিগতকারণাতিগং
গদাধরং হৃদয়গতং নমামি তম্ । ৩১

সনৎকুমার উবাচ ।

দেবৈঃ সার্কং ব্রহ্মণৈবং স্তুতশ্চাদিগদাধরঃ ।
উচে বরংবৃণীষ ত্বং সরং ব্রহ্মা তমব্রবীর । ৩২
শিলায়াং দেবরূপগ্যাংন তিষ্ঠামস্তয়া বিনা ।
হাস্যমোহত্র ত্বয়া সার্কং নিত্যং ব্যক্তাদি-
রূপিণা । ৩৩

এবমস্তু শ্রিয়া সার্কং স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ।
লোকানাং রক্ষণার্থায় জগতাং মুক্তিহেতবে ॥
সুব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো জনার্দন ইতি শ্রুতঃ ।

সুপ্রসিদ্ধ বংশবর্ণন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণাদিরূপে যাঁহার উপলব্ধি হয় আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা-বিহীন, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি মধ্যাহ্নমার্গের ন্যায় দীপ্যমান, যাঁহার শব্দাদি ও মুখাদি অবয়ব নাই, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ; সেই অনাদি ঈশ্বর গদাধরকে আমি সতত নমস্কার করি। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ; সেই অনাদি ঈশ্বর গদাধরকে আমি সতত নমস্কার করি। যিনি মনের অতীত, যাঁহার মতি গতি নাই, যিনি অব্যয়, পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ স্তব দ্বারা যাঁহাকে সতত স্তব করেন, যিনি চিদাম্বক, কলিকালগত কারণসমূহের অতীত; হৃদয়গত সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি। সনৎকুমার বলিলেন,—আদি গদাধর বিষ্ণু দেবগণ সহ ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মান্! তুমি বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি আপনি ব্যতীত দেবরূপী শিলায় অবস্থান করিব না; অতএব ব্যক্তাদিরূপে নিত্য আপনার সহিত মিলিত হইয়া ঐ শিলায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর “তাহাই হউক” বলিয়া লোক রক্ষা ও জগতের মুক্তির

বেদেরগম্যা বা মূর্তিরাদিভূতা সনাতনী ।
সূদ্যক্তা শ্বেতকল্পে সা ভবিষ্যতি তথা পুনঃ ।
বান্ধাহকল্পে হ্যবজ্ঞা ব্যক্তিমপ্যগমং পুরা । ৩৫
সস্তারণায় লোকানাং দেবানাং রক্ষণায় চ ।
গয়াপিরসি সুব্যক্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৩৬
যে দ্রক্ষ্যস্তি সদা ভক্ত্যা দেবমাদিগদাধরম্ ।
কুষ্ঠরোগাদিনির্মুক্তা যাস্যস্তি হরিমন্দিরম্ । ৩৭
যে দ্রক্ষ্যস্তি সদা ভক্ত্যা দেবমাদিগদাধরম্ ।
তে প্রাপ্যস্তি ধনং ধান্যমায়ুরারোগ্যমেব চ ॥
কলত্রপুত্রপৌত্রাদিশুণকীর্তিসুখানি চ ।
শ্রদ্ধয়া যে নমস্যস্তি রাজ্যং ব্রহ্মপুরং তথা ।
ভুক্ত্বা ব্রজেয়ুঃ সততং পুণ্যপুঞ্জফলংনৈরাঃ । ৩৯
গন্ধদানেন গন্ধাচ্যঃ সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ ।
ধূপদানেন রাজ্যাপ্তিদীপাদীপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৪০
ধ্বজাদানাং পাপহানির্যাত্রাকৃদব্রহ্মলোকভাক্ ।

জন্য পুণ্ডরীকনয়ন আদি গদাধর জনার্দন লম্বীর সহিত সুব্যক্তরূপে ঐ শিলায় অবস্থিতি করিলেন। যে মূর্তি দেবের অগম্য, সনাতনী এবং আদিভূতা শ্বেতকল্পে পুনরায় লোকগণের সম্যকপ্রকার তরণের ও দেবগণের রক্ষণের জন্য গয়াশিরে পূর্বকালে ব্যক্ত থাকিয়াও যে মূর্তি বরাহকরে অব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সুব্যক্ত হইবে। ইহা আমরা শুনিয়াছি। ২৭-৩৬। যাঁহারা ভক্তি সহকারে সতত দেব আদি গদাধরকে নিরীক্ষণ করে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেও রোগমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দির গমনে সমর্থ হয়। সতত ভক্তিপূর্বক আদি গদাধরের দর্শনে মানবগণ ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, কলত্র, পুত্র, পৌত্র, শুণ, কীর্তি, সুখ প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার করে, তাহাদের রাশি রাশি পুণ্যফল লাভ হয় এবং সেই সকল মানব ইহকালে রাজ্যভোগ ও অস্ত্রে ব্রহ্মপুরে গমন করে। এইরূপ নরগণ আদি গদাধরকে গন্ধদানে গন্ধাচ্য, কুসুমদানে সৌভাগশালী, ধূপদানে রাজ্যপ্রাপ্তি, দীপদানে প্রদীপ্ত, ধ্বজদানে নিষ্পাপ, যাত্রায়

শ্রাদ্ধপিণ্ড প্রদো যন্ত বিষ্ণুং নেষ্যন্তি বৈ পিতৃন্
শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি স্তোত্রৈর্গদাগদাধরম্ ।
স্তোষ্যন্তি চ সমভ্যর্চ্য পিতৃশ্চেষ্যন্তি মাধবম্ ।
শিবোহপি পরয়া প্রীত্যা তুষ্টাবাদিগদাধরম্ ॥৪২

শিব উবাচ ।

অব্যক্তরূপো যো দেবো মুণ্ডপৃষ্ঠাদিরূপতঃ ।
ফল্গুতীর্থাদিরূপেণ নমাম্যদিগদাধরম্ ॥৪৩
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ পদরূপেণ সংস্থিতাঃ ।
মুখাদিলিঙ্গরূপেণ নমাম্যদিগদাধরম্ ॥৪৪
অব্যক্তরূপো যা দেবো জনার্দনস্বরূপতঃ ।
মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং জাতো নমাম্যদিগদাধরম্ ॥৪৫
শিলায়াং দেবরূপিণাং স্থিতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ
পূজিতং সংকৃতং দেবৈস্তং নমামি গদাধরম্ ॥
যং চ দৃষ্ট্বা ততঃ স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ।
শ্রাদ্ধাদৌ ব্রহ্মলোকাপ্তির্নমাম্যদিগদাধরম্ ॥৪৬

ব্রহ্মলোকভাগী হয় এবং যে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দান
করে, তাহার পিতৃগণ বিষ্ণুপুরে গমন করেন ।
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক আদি গদাধরকে নমস্কার
ও পূজা করিয়া স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করে, তাহার
পিতৃগণের মাধবপ্রাপ্তি ঘটে । শিবও পরম
প্রীতিসহকারে আদি গদাধরের স্তব করেন । শিব
বলেন,—যে দেব মুণ্ডপৃষ্ঠাদি ও ফল্গুতীর্থ রূপে
অব্যক্ত, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার
করি । যিনি পদ ও মুখাদি চিহ্ন ধারণপূর্বক
ব্যক্তাব্যক্ত রূপে বিরাজিত, আমি সেই আদি
গদাধরকে নমস্কার করি । জনার্দন স্বরূপ যে
গদাধর মুণ্ডপৃষ্ঠপর্বতে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়া
অব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, আমি তাঁহাকে
নমস্কার করি । ব্রহ্মাদি সুরগণ সহ দেবরূপিণী
শিলায় অবস্থান করিলে দেবগণ যাহাকে পূজাদি
দ্বারা সংকৃত করিয়াছিলেন, আমি সেই গদাধরকে
নমস্কার করি । যাহাকে দর্শন, স্পর্শন, পূজন ও
নমস্কার করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলে ব্রহ্মলোক লাভ
হয়, আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি ।

মহাদেশে জগতো ব্যক্তসৈকং হি কারণম্ ।
অব্যক্তজ্ঞানরূপং তং নমাম্যদিগদাধরম্ ॥৪৮
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রাণাহকারবর্জিতম্ ।
জাগ্রৎস্বপ্নবিনির্মুক্তং নমাম্যদিগদাধরম্ ॥৪৯
নিত্যানিত্যাবিনিম্মুক্তং সত্যমানন্দমব্যয়ম্ ।
তুরীয়ং জ্যোতিরাত্মনং নমাম্যদিগদাধরম্ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

এবং স্তুতো মহেশেন প্রীতো হ্যাদিগদাধরঃ ।
স্থিতো দেবঃ শিলায়াং স ব্রাহ্মাদ্যৈর্দেবতৈঃ সহ
সংস্থিতং মুণ্ডপৃষ্ঠাদৌ দেবমাদিগদাধরম্ ।
স্তবন্তি পূজয়ন্তীহ ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্ত তে ॥৫০
ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বৈশ্বদেবমর্থার্থী চার্ত্তমমাপ্নুয়াৎ ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ।
রাজা বিজয়মাপ্নোতি শূদ্রশ্চ সূখমাপ্নুয়াৎ ॥৫১

মহাদি ব্যক্ত জগতের যিনি একমাত্র কারণ
এবং যিনি অব্যক্ত ও জ্ঞানরূপী, আমি সেই
আদি গদাধরকে নমস্কার করি । যিনি দেহ,
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহকার বর্জিত,
যিনি জাগৎ সুবুপ্তি আদি অবস্থা হইতে নির্মুক্ত,
আমি সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি । যিনি
নিত্য, অনিত্য, বিমুক্ত, সত্য, আনন্দ, অব্যয়,
জ্যোতি ও তুরীয় আত্মা, আমি সেই আদি
গদাধরকে নমস্কার করি । সনৎকুমার
বলিলেন,—দেব আদি গদাধর মহেশের এবং
বিধ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ
শিলায় অবস্থান করিলেন । মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতে
অবস্থিত দেব আদি গদাধরকে যাহারা স্তব ও
পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া
থাকে । আদি গদাধরকে স্তব ও পূজা করিয়া
ধর্মার্থী ধর্ম, অর্থকামী অর্থ, কামকামী কাম
এবং মোক্ষার্থী মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; বন্ধ্যা বেদ-
বেদাঙ্গপারাগ পুত্র লাভ করে, রাজা বিজয়
প্রাপ্ত হন ও শূদ্র সুখলাভ করিয়া থাকে । আদি

পুত্রার্থী লভতে পুত্রানভ্যর্চ্যাদিগদাধরম্।
যনসা প্রার্থিতং সর্বং পূজ্যৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্বরেঃ

ইতি শীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৯॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

গয়াযাত্রাং প্রবক্ষ্যাম শৃণু নারদ মুক্তিদাম্।
নিষ্কৃতিঃ শ্রাদ্ধকর্তৃণাং ব্রহ্মণা গীয়তে পুরা ॥১
উদ্যতশ্চেদগয়াং গন্তং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
বিধায় কাপটীবেষং কৃত্বা গ্রামপ্রদক্ষিণম্ ॥২
ভতো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনন্
স্ততঃ প্রতিদিনং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ ॥
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ।
অহঙ্কারবিমুক্তো যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৪

গদাধর হরিকে পূজা করিয়া পুত্রার্থী পুত্র লাভ
করে; এমন কি, মন দ্বারা যে সমস্ত বস্তু প্রার্থনা
করা যায়, তৎসমস্তও গদাধরের পূজা দ্বারা
লাভ হইয়া থাকে ॥৩৭—৫৫।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৯॥

দশাধিক শততম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নারদ। পূর্বকালে
ব্রহ্মা ব্রহ্মা যে গয়াশ্রাদ্ধকারিগণেষ নিষ্কৃতির
বিষয় কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই মুক্তিপ্রদ
গয়াযাত্রা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।
গয়াগমনে উদ্যত ব্যক্তি বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ,
কৌপীনধারণ, গ্রামপ্রদক্ষিণ এবং শ্রাদ্ধশেষ
ভোজন করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিবেন। অনন্তর
প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন পথগমন
করিবেন। এই রূপে প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত,
সন্তুষ্ট, নিয়ত শুচি ও অহঙ্কারহীন হইয়া যিনি
তীর্থযাত্রা করেন, তিনিই তীর্থফললাভ করিয়া

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চাপি সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিঞ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৫
ততো গয়াপ্রবেশে চ পূর্বতোহস্তি মহানদী।
তত্র তোয়ং সমুৎপাদ্য স্নাতব্যং নির্মলে জলে
দেবাদীংস্তপয়িত্বাথ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি।
স্ববেদশাখাগদতমর্ঘ্যাবাহনবর্জিতম্ ॥৭
অপরেহহি শুচির্ভূত্বা গচ্ছেদৈ প্রেতপর্বতে।
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা দেবাদীংস্তপয়েৎ সুধীঃ
কুর্য্যাদ্ধ্বং সপিণ্ডানাং প্রযতঃ প্রেতপর্বতে।
প্রাচীনাবীতেনা ভাব্যং দক্ষিণাভিমুখঃ সুধীঃ ॥
কব্যবাহোহনলঃ সোমো যমশ্চৈব্যার্যমা তথা ॥
অগ্নিঋতা বহিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥১০
আগচ্ছন্ত মহাভাগা যুগ্মাভী রক্ষিতাঙ্গিহ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ
তেষাং পিণ্ডপ্রদানার্থমাগতোহস্মি গয়ামিমাম্

ধাকেন। যাঁহার হস্ত, পাদ ও মন সুসংযত এবং
যিনি বিদ্যা তপ ও কীর্তি সম্পন্ন, তিনিই তীর্থফল
লাভ করেন। অনন্তর গয়াপ্রবেশ পথের পূর্বে
যে মহানদী বিদ্যমান, ঐ নদীর নির্মল জল
উত্তোলন করিয়া তাহাতে স্নান ও দেবাদের
তর্পণ করিবেন এবং স্বীয় বেদশাখানুসারে অর্ঘ্য
ও আবাহনবর্জিত যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবেন।
সুখী ব্যক্তি পরদিনে শুচি হইয়া প্রেতপর্বতে
গমনপূর্বক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও দেবাদের তর্পণ
করিবেন এবং প্রযত হইয়া ঐ প্রেতপর্বতে
সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধকালে
জ্ঞানবান্ শ্রাদ্ধকর্তা দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী
হইবেন ॥১—৯। অনন্তর আচমন করিয়া
“কব্যবাহ অনল, সোম, জম, অর্যমা, মহাভাগ
অগ্নিঋতা বহিষদ ও সোমপ পিতৃদেবগণ
আপনারা এইস্থানে আগমন করুন, আমার
পিতৃগণ এবং মদীয় কুলজাত সগোত্রগণের
পিণ্ডপ্রদান জন্য আমি এই গয়ায় আগমন
করিয়াছি, মদীয় পিতৃগণ আপনাদিগের দ্বারা
রক্ষিত হইয়া আমার দণ্ড এই শ্রাদ্ধে অনন্ত
তৃপ্তিলাভ করুন” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া

তে সৰ্বের তৃপ্তিমায়াস্ত শ্রাদ্ধেনানেন শাস্বতীম্
আচম্যোদ্ধাচ পঞ্চাঙ্গং প্রাণায়ামং প্রযত্নতঃ ।
পুনরাবৃত্তিরাহতব্রহ্মলোকাপ্তিহেতবে ॥১৩
এবঞ্চ বিধিবচ্ছাদ্ধং কৃত্বা পূৰ্ব্বং যথাক্রমম্ ।
পিতৃনাবাহ্য চাত্যর্চ্য মৈত্রেঃ পিণ্ড প্রদো ভবেৎ
তীৰ্থে প্ৰেতশিলাদৌ চ চরণা সমুতেন বা ।
প্রক্ষাল্যপূৰ্ব্বং তৎস্থানং পঞ্চগব্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্
তৈর্মৈত্রেয়থ সম্পূজ্য পঞ্চগব্যৈশ্চ দেবতাম্ ॥১৫
যাবন্তিলা মনুষ্যৈশ্চ গৃহীতাঃ পিতৃকৰ্মসু ।
গচ্ছন্তি তাবদসুরাঃ সিংহব্রহ্মা যথা মৃগাঃ ॥১৬
অষ্টকাসু চ বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং চ মৃত্যেহহনি ।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্যাদন্যত্র পতিনা সহ ॥১৭
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তু মাত্ৰাদি গয়ায়াং পিতৃপূৰ্ব্বকম্ ।
পাদ্যপূৰ্ব্বং সমারত্য দক্ষিণাগ্নিকুশৈঃ ক্রমাৎ ।
পিত্রাদীনাং সমাস্তীৰ্য্য শেষং গৃহ্যোক্তমাচরেৎ
দদ্যুঃ শ্রাদ্ধং সপিণ্ডানাং তেষাং দক্ষিণভাগতঃ ।

তদনন্তর যত্নপূৰ্ব্বক পঞ্চাঙ্গ প্রাণায়াম করিবেন ।
পুনর্জন্ম-রহিত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য
এই মন্ত্রে যথাক্রমে পিতৃগণের অবস্থান, পূজন
ও বিধিপূৰ্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিতে
হয় । প্ৰেতশিলাদিতীৰ্থে গিয়া সেইস্থান
পঞ্চগব্যদ্বারা পঞ্চগব্যমন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালন
ও ঐ পঞ্চগব্যমন্ত্রে দেবগণের পূজা করিয়া
সমুত তরু দ্বারা পিতৃগণের তিল গ্রহণ করে,
সিংহভীত মৃগের ন্যায় অসুরগণ তখনই তথা
হইতে চলিয়া যায় । অষ্টকা সকলে, বৃদ্ধি ও
গয়াশ্রাদ্ধে এবং মৃততিথিতে মাতার শ্রাদ্ধ পৃথক্
পৃথক্ করিতে হয়, কিন্তু অন্য স্থলে পতির
সহিতই কর্তব্য । বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অগ্রেই মাত্ৰাদির
শ্রাদ্ধ বিহিত, গয়ায় প্রথমেই পিত্রাদির শ্রাদ্ধ
করিবে । দক্ষিণাগ্নি কুশ আন্তরণপূৰ্ব্বক পাদ্য হইতে
আরম্ভ করিয়া অন্য সমস্ত বস্তু দ্বারা পিতৃগণের
শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যান্য বিধি স্ব স্ব বেদানুদারেই
অনুষ্ঠিত হইবে । বিধিপূৰ্ব্বক কুশের আন্তরণ

কুশানাস্তীৰ্য্য বিধিনা সকৃদ্বাত্রা তিলোদকম্ ॥
গৃহীত্বাঞ্জলিনা তেভ্যঃ পিতৃতীৰ্থেন যত্নভঃ ।
সজ্জনা মুষ্টিমাত্রাণ দদ্যাদক্ষ্যাপিণ্ডকম্ ।
সম্বান্ননস্তিলাস্তিষ্ঠ কুশেদ্বাবাহয়েত্ততঃ ॥২০
আব্রহ্মান্ত্রপৰ্য্যন্তং দেবাধিপিতৃমানবাঃ ।
তৃপ্যন্ত পিতরঃ সৰ্বের মাতৃদ্বীপনিবাসিনাম্ ॥২১
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্ ।
আব্রহ্মভুবনাপ্লোকাদিদমস্ত তিলোদকম্ ॥২২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।
মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ॥২৩
মাতামহস্তপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হক্ষয়মুপতিষ্ঠতাম্ ॥
মুষ্টিমাত্রপ্রমাণঞ্চ আর্দ্রামলকমাত্রকম্ ।
শমীপত্রপ্রমাণং বা পিণ্ডং দদ্যাদগয়াশিমে ।
উদ্ধারেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলানি শতমুদ্বারেৎ ॥

করিয়া তাহাতে একবার তিলোদক প্রদান করিবে
এবং ঐ অঅস্তীর্ণ কুশে পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে
এবং তাহার দক্ষিণভাগে সপিণ্ডগণের শ্রাদ্ধ
করিবে । যত্নসহকারে পিতৃতীৰ্থে অঞ্জলি-
বন্ধনপূৰ্ব্বক এক মুষ্টি ছাতু গ্রহণ করিয়া
অক্ষ্যাপিণ্ড প্রদান করিতে হয় । অনন্তর এই
মন্ত্রে সম্বান্নগণকে তিলোদক দ্বারা কুশে আবাহন
করিবে যথা—অতীতকোটি সপ্ত কুল, সপ্ত
দ্বীপনিবাসিগণ এবং ব্রহ্মা হইতে ত্রিভুবন
পর্য্যন্তেব জন্য এই তিলোদক কল্পিত হইতেছে ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্মপর্য্যন্ত দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব,
মাতৃমাতামহাদি সকল পিতৃগণ তৃপ্ত হউন;
পিতা পিতামহ, প্রতিমামহ, মাতা, পিতামহী,
প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতাবহ এবং
বৃদ্ধপ্রমাতামহ, আমি ইহাদিগকে যে পিণ্ডদান
করি, তাহা অক্ষয় হউক ১০—২৪ । মুষ্টিমাত্র
বা আর্দ্র আমলক অথবা শমীপত্র প্রমাণে
গয়াশিমে পিণ্ডদান করিয়া মানব সপ্তগোত্র ও
শতকুল উদ্ধার করিতে পারে । পিতা, মাতা,

পিতৃমাতৃঃ স্বভার্য্যা ভগিন্যা দুহিতুস্তথা ।
 পিতৃসুমাতিষসুঃ সপ্ত গোত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 চতুৰ্বিংশতিবিংশশ্চ ষোড়শ দ্বাদশৈব হি ।
 রুদ্রাদ্রিবসবশ্চৈব কুলান্যেকোত্তরং শতম্ ॥২৭
 নাবাহনং ন দিগ্‌বন্ধো ন দোষো দৃষ্টিসম্ভবঃ ।
 ন কারণেন কর্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ ॥
 পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পূনঃ প্রত্যবনেজনম্ ।
 দক্ষিণা চান্নসঙ্ঘং তীর্থশ্রাদ্ধেদ্বয়ং বিধিঃ ॥২৯
 অশ্মৎকুলে মৃত্যু য়ে চ গতিৰ্বেষাং ন বিদ্যতে
 আবাহয়িষ্যে তান সৰ্বান্ দৰ্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
 মাতামহকুলে য়ে চ গতিৰ্বেষাং ন বিদ্যতে
 আবাহয়িষ্যে তান্ সৰ্বান্ কুশপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
 বন্ধুবর্গকুলে য়ে চ গতিৰ্বেষাং ন বিদ্যতে ।
 আবাহয়িষ্যে তান্ সৰ্বান্দৰ্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ
 ইত্যেতৈর্মন্ত্রৈঃ সজলৈস্তিলৈর্দর্ভেষু ধ্যানবান্ ।

পত্নী, ভগিনী, কন্যা, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, ইহারা
 সপ্তগোত্র বলিয়া অভিহিত হয়। এতন্মধ্যে
 পূৰ্বোক্তরূপ পিণ্ডদানে, পিতার চতুৰ্বিংশতি,
 মাতার বিংশ, পত্নীর ষোড়শ, ভগিনীর দ্বাদশ,
 কন্যার একাদশ, পিতৃস্বসার সপ্ত এবং মাতৃস্বসার
 অষ্ট এই একশত একটি কুলের উদ্ধার হইয়া
 থাকে। তীর্থ শ্রাদ্ধে আবাহন বা দিগ্‌বন্ধন নাই।
 দৃষ্টিসম্ভূত কোন দোষও গ্রাহ্য নহে; কাতরতা
 সহকারে তীর্থশ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে; তীর্থশ্রাদ্ধে ইহাই
 হইল বিধি। “আমার কুলে যাঁহারা মৃত হইয়াছেন,
 যাঁহাদের কোন গতি নাই, এই কুশার উপর
 তিলোদক দ্বারা আমি সেই সমস্ত পিতৃগণের
 আবাহন করিতেছি। বন্ধুগণের কুলে জন্মিয়া
 যাঁহারা মৃত হইয়াছেন। বন্ধুগণের কুলে জন্মিয়া
 যাঁহারা মৃত হইয়াছেন। বন্ধুগণের কুলে জন্মিয়া
 যাঁহারা মৃত হইয়াছেন এবং যাঁহারা মৃত ও
 গতিহীন, কুশার উপর তিলোদক দ্বারা আমি
 সেই সমস্ত পিতৃগণের আবাহন করিতেছি।”
 শ্রাদ্ধকারী একাগ্রমনে এই সকল মন্ত্রে তিলোদক

আবাহ্যভার্জ তেভ্যশ্চ পিণ্ডান্ দদ্যাদ্
 যথাক্রমম্ ॥৩৩
 অশ্মৎকুলে মৃত্যু য়ে চ গতিৰ্বেষাং ন বিদ্যতে
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৩৪
 মাতামহকুলে য়ে চ গতিৰ্বেষাং ন বিদ্যতে ।
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৩৫
 বন্ধুবর্গকুলে য়ে চ গতিৰ্বেষাং ন বিদ্যতে ।
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৩৬
 অজাতদস্তা য়ে কেচিদ্মে চ গৰ্ভে প্রপীড়িতাঃ
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৩৭
 অগ্নিদন্ধাশ্চ য়ে কেচিৎপ্রাণিদন্ধাস্তথা পরে ।
 বিদ্যুচ্চৌরহতা য়ে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
 দাবদাহে মৃত্যু য়ে চ সিংহব্যায়হতাশ্চ য়ে ।
 দংষ্টিভিঃ শৃঙ্গৈর্ভিক্ষাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং
 দদাম্যহম্ ॥৩৯

দ্বারা কুশার উপর পিতৃগণের আবাহন এবং
 যথাক্রমে পূজা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে
 পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এক
 একটি পিণ্ডদান করিতে হয়, যথা—“আমাদের
 কুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের
 কোন গতি নাই, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য এই
 পিণ্ড প্রদান করিলাম। বন্ধুবর্গকুলে যাঁহারা
 জন্মিয়াছেন এবং যাঁহাদের কোন কোনরূপ
 গতি নাই, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য পিণ্ড দান
 করিতেছি। দণ্ডোসগম না হইতে যাঁহারা মৃত
 হইয়াছে বা গৰ্ভেই যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে বা
 গৰ্ভেই যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের
 জন্য এই পিণ্ডদান করিলাম। অগ্নিতে দন্ধ হইয়া
 যাঁহারা মরিয়াছেন বা যাঁহাদের মৃত্যুর পর
 অগ্নিসংকার হয় নাই, কিংবা বিদ্যুৎ বা চৌর
 কর্তৃক যাঁহারা হত হইয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে
 এই পিণ্ডদান করিলাম ॥২৫—৩৮। যাঁহারা
 দাবদাহে কিংবা সিংহ, ব্যায় অথবা অন্য কোন

উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে ।
 আত্মাপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
 অরণ্যে বত্মনি রণে ক্ষুরা তুষয়া হতাঃ ।
 ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যেস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
 রৌরবে চাক্রতামিষ্মে কালসূত্রে চ যে গতাঃ
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৪২
 অসিপত্রবনে শ্বোরে বৃন্তীপাকেষু যে গতাঃ ।
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৪৩
 অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ ।
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৪৪
 অনেকযাতনাসংস্থা যে নীতা যমকিঙ্করেঃ ।
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৪৫
 নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ ।
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৪৬
 পশুযোনিগতা যে চ পক্ষীকীটসরীসৃপাঃ ।
 অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা ।
 মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্

দংষ্ট্রী বা শৃঙ্গী জন্তুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন,
 তাহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ড দান করিলাম ।
 যাহাদের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহারা
 বিব কিংবা শস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া মৃত্যুমুখে
 পতিত হইয়াছে, অথবা স্বয়ংই আত্মঘাতী
 হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ডদান
 করিলাম । যাহারা অরণ্যে, পথে কিংবা রণে মৃত
 হইয়াছে, অথবা ভূত, প্রেত কিংবা পিশাচাদি
 কর্তৃক হত হইয়াছে; তাহাদের উদ্দেশ্যে এই
 পিণ্ডদান করিলাম । কালের নিয়মে যাহারা
 অন্ততামিষ্র নামক নরকে গমন করিয়াছে তাহাদের
 উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ডদান করিলাম । সর্ববিধ
 নরক ও যাবতীয় মাতনায় যাহারা অবস্থিত,
 তাহাদের উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ডদান করিতেছি ।
 যাহারা স্থায়ী স্থায়ী কৰ্ম্ম দ্বারা অন্য সহস্র সহস্র
 জাতিতে ভ্রমণ করিতেছেন এবং মানুষজন্ম

দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ ।
 মৃতা অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্
 যে কেচিং প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম ।
 তে সর্বের তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডেনানেন সর্বদা ॥
 যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ ।
 তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষম্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥
 পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ ।
 গুরুশ্বশুরবন্ধুনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ ॥
 যে গোকূলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ ।
 ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্তাঃ পঙ্গবস্তথা ॥
 বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কূলে মম ।
 তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষম্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥
 আ ব্রহ্মাণো যে পিতৃবংশজাতা
 মাতৃস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ ।

যাহাদের দুর্লভ, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই পিণ্ডদান
 করিলাম । মদীয় যে সকল বান্ধবাদি পিতৃগণ
 অসংস্কৃত অবস্থায় মৃত হইয়া আকাশ, অন্তরীক্ষ
 এবং ভূমিভাগে অবস্থিত, তাহাদের উদ্দেশ্যে
 আমি এই পিণ্ডদান করিতেছি । আমার পিতৃগণ
 মধ্যে যে কেহ প্রেতরূপে বিদ্যমান, এই পিণ্ডদান
 দ্বারা তাহারা সকলেই সর্বদা তৃপ্ত হউন । যাহারা
 আমার বান্ধব এবং যাহারা অন্যান্য জন্মেও
 আমার বান্ধব ছিলেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে মৎপ্রদত্ত
 এই পিণ্ড ফলজনক হউক । আমার পিতৃ ও
 মাতৃবংশে, গুরু, শ্বশুর ও বান্ধব বংশে; এবং
 অন্যান্য বান্ধব কূলে যাহারা মৃত হইয়াছেন,
 আমার কূলে যিনি স্ত্রীপুত্র বিহীন হইয়া মরিয়াছেন
 বলিয়া তাহাদের পিণ্ড ও ক্রিয়ালোপ হইয়াছে;
 যাহারা জাতমাত্র বিরূপ অন্ধ ও পঙ্গু; গর্ভস্রাবে
 যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে; এমন কি মদীয়কূলে
 যাহাদের নাম জানি বা না জানি; তাহাদের
 উদ্দেশ্যে মৎপ্রদত্ত এই পিণ্ড অক্ষয় ফলজনক
 হউক ॥৩৯—৫৩। যাহারা আব্রহ্মা মদীয় পিতৃ

কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা
ভূত্যান্তথৈবাত্মিতসেবকাস্ত ॥৫৪
মিত্রাণি শিষ্যাঃ পশবশ্চ বৃক্ষা
দৃষ্টা হৃদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ ।

জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাস্ত
তেভাঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥৫৫

এতৈশ্চ সৰ্ব্বমষ্টৈশ্চ স্ত্রীলিঙ্গান্তং সমুহ্য চ ।
পিণ্ডান্দদ্যাম্ যথা পূৰ্ব্বং স্ত্রীণাং মাত্ৰাদিকাক্রমাৎ
স্বগোত্রে পরগোত্রে বা দম্পত্যঃ পিণ্ডপাতনম্
অপৃথগ্নিঞ্চলং শ্রাদ্ধং পিণ্ডং চোদকতৰ্পণং ॥
পিণ্ডপাত্রে তিলান্ ফিণ্ডবা পুরয়িত্বা শুভোদকৈঃ
মন্ত্ৰেণানেন পিণ্ডান্তান্ প্রদক্ষিণযথাক্রমম্ ।
পরিবিচ্য তিলান্ সৰ্ব্বান্ প্রনিপত্য সমাপয়েৎ ॥
পিতৃন বিসৃজ্য চাচম্য সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ সুরান্
সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা ।
ময়া গয়াং সমাসদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃত্য ॥৫৬

ও মাতৃবংশজাত; কিম্বা মদীর এই কুলদ্বয়ের
দাস, ভূতা, আশ্রিত, সেবক, মিত্র, শিষ্য, পশু,
বৃক্ষ, দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপে কৃতোপকার এবং
জন্মান্তরে যে আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল;
তাহাদের উদ্দেশে এই পিণ্ড প্রদত্ত হইল।” এই
সকল মন্ত্রদ্বারা আবার সৰ্ব্বত্র পুংলিঙ্গস্থানে
স্ত্রীলিঙ্গ উচ্চারণপূর্বক যথাক্রমে পূর্বরূপে
মাতৃগণের পিণ্ডপ্রদান করিবে। স্বগোত্রই হউক,
আর পরগোত্রই হউক, স্ত্রী-পুরুষের একত্র
পিণ্ডদান করিলে পিণ্ড তৰ্পণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ নিষ্ফল
হয়। অনন্তর পিণ্ডপাত্রে তিল নিষ্ক্রেপপূর্বক
শুদ্ধ জলদ্বারা যথাক্রমে দক্ষিণক্রমে বারত্রয়
অভিষেচন করিবে; অনন্তর সমস্ত পিতৃগণকে
নমস্কার করিয়া কার্য সম্পূর্ণ করিবে। তার পর
পিতৃগণের বিসর্জন ও পুনরাচমন করিয়া
সুরগণকে সাক্ষী করিবে। “হে ব্রাহ্মা ঈশানাদি
দেবগণ! আপনারা সাক্ষী হউন, আমি গয়ায়
আগমন করিয়া পিতৃগণের নিষ্কৃতি করিলাম।

আগতোহস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর
হমেব সাক্ষী ভগবন্নুগোহহমুণত্রয়াৎ ॥৬০
সৰ্ব্বস্থানেবু চৈবং স্যাৎ পিণ্ডদানং তু নারদ ।
প্রেতপৰ্ব্বতমারভ্য কুর্য্যাস্তীর্থেষু চ ক্রমাৎ ।
তিলমিশ্রাংস্ততঃ সন্তুমিঞ্চিপেৎ প্রেতপৰ্ব্বতে ।
অপসব্যেন দেবর্ষে দক্ষিণাভিমুখেন চ ॥৬২
যে কেচিৎপ্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরো মম ।
তে সৰ্ব্বে তৃপ্তিমায়াস্ত সন্তুভিঙিলমিশ্রিতৈঃ ॥
আব্রহ্মাস্তম্বপর্য্যস্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।
ময়া দন্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়াস্ত সৰ্ব্বশঃ ॥৬৪
প্রেতহ্মাচ্চ বিমুক্তাঃ স্যুঃ পিতরন্তম্য নারদ ।
প্রেতত্বং তস্য মাহাত্ম্যাকুলে চাপি ন জায়তে
নাম্মা প্রেতশিলা খ্যাতা গয়াশিরসি মুক্তয়ে ।
তীর্থমস্তাদিরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ॥৬৬

ইতিশ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নাম দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১০॥

হে গদাধর! আমি পিতৃকার্য্যের জন্য গয়ার
আগমন করিয়াছি, হে ভগবন্! তুমি সাক্ষী
হও,—আমি দেব, ঋষি ও পিতৃ এই ত্রিবিধ ঋণ
হইতে মুক্ত হইলাম। “হে নারদ! প্রেতপৰ্ব্বত
হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ ক্রমানুসারেই গয়া
তীর্থের সকল স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইবে। হে
দেবর্ষে! প্রেতপৰ্ব্বতে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী
হইয়া তিলমিশ্রিত ছাতু প্রদান করিয়া “আমার
পিতৃগণের মধ্যে যে কেহ প্রেতরূপে বর্তমান,
এই তিল মিশ্রিত ছাতুদ্বারা তাঁহারা সকলেই
তৃপ্ত হউন। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু
চরাচর পদার্থ আছে, মৎপ্রদত্ত জল দ্বারা তাহারা
পরিতৃপ্ত হউক। হে নারদ! এই মন্ত্র পাঠ করিলে
পিণ্ডদাতার সমস্ত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত
হন; এমন কি, ঐ পিণ্ডদান-মাহাত্ম্যে তাঁহার কুলে
কদাচ প্রেতত্ব হয় না। গয়াশিরে প্রেতশিলা নামে

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

আদৌ তু পঞ্চতীর্থেষু চোত্তরে মানসে বিধিঃ
আচম্য কুশহস্তেন শিরশ্চাত্ত্বক্ষ্য বারিণা ॥১
উত্তরং মানসং গচ্ছেন্নস্ত্রোণ স্নানমাচরেৎ ।
উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যগ্নিবিগুহ্যয়ে ॥২
সূর্যালোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে ।
স্নানার্থং তপণং কৃত্বা শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ সপিণ্ডকম্
মানসং হি সরো হ্যত্র তস্মাদুত্তরমানসম্ ।
সূর্য্যং নত্বার্চয়িত্বাথ সূর্যালোকং নয়েৎ পিতৃন্
নমো ভগবতে ভর্ত্রে সোমভৌমঙ্গুরূপিণে ।
জীবভার্গবসৌর্য্যেয়রাষ্ট্রকে তুষ্ণরূপিণে ॥৫
উত্তরান্মানসান্মোনী ব্রজেদক্ষিণমানসম্ ।

যে বিখ্যাত শিলা আছে, তীর্থ ও মন্দিরাদি রূপে
যদি গদাধর ঐ শিলায় বিদ্যমান
রহিয়াছেন ৷৫৪—৬৬।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১০॥

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—উত্তরমানসস্থিত
পঞ্চতীর্থের বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে
আচমন, হস্তে কুশবারণ এবং মস্তকে জলের
অভ্যক্ষণ প্রদান করিয়া উত্তরমানসে গমন করিবে।
অনন্তর “পিতৃগণের মুক্তি ও সম্যক্ প্রকারে
সূর্যালোক প্রাপ্তি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আমি
উত্তরমানসে স্নান করিতেছি” এই মন্ত্রে স্নান
করিবে। তার পর স্নানান্ত তপণ করিয়া সপিণ্ড
শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে মানস সরোবর বিদ্যমান,
এজন্যই উত্তর মানসে এইরূপ নাম হইয়াছে।
এখানে সূর্যকে নমস্কার ও পূজা করিবে পিতৃগণ
সূর্যালোকে গমন করেন। ‘সোম, মঙ্গল, বুধ,
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুরূপী প্রভু
ভগবান্ সূর্য্যদেবকে নমস্কার’ এই মন্ত্রে
দিবাকরকে নমস্কার করিবে। অনন্তর মোনী হইয়া

উদীচীতীর্থমিত্যুক্তং তত্রৌদীচ্যং বিমুক্তিদম্
অত্র স্নাতো দিবং যাতি স্বশরীরেণ মানবঃ ॥
মধ্যে কনখলং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
স্নাতঃ কনকবস্ত্রাতি নরো যাতি পবিত্রতাম্ ॥
তস্য দক্ষিণভাগে চ তীর্থং দক্ষিণমানসম্ ।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয়মূদাহৃতম্ ॥৮
স্নাত্বা তেষু বিধানেন কুর্যাচ্ছ্রাদ্ধং পৃথক্ পৃথক্
দক্ষিণে মানসে স্নানং করোম্যগ্নিবিগুহ্যয়ে ॥
সূর্যালোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে ।
ব্রহ্মহত্যাदिपापौघयातनाया विमुक्तये ॥১০
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণমানসে ।
সূর্য্যং নত্বার্চয়িত্বা চ সূর্যালোকং নয়েৎ পিতৃন্
নম্যামি সূর্য্যং তৃপ্তার্থং পিতৃণাং তারণায় চ ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ুৰারোগ্যবৃদ্ধয়ে ॥১২
ফল্গুতীর্থং ব্রজেত্তস্মাৎ সৰ্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্

উক্ত। মানস হইতে দক্ষিণ মানসে গমন করিবে।
এই উত্তর দিকের তীর্থ কথিত হইল, এই উত্তর
দিকস্থিত তীর্থ মুক্তিদ; মানব এখানে স্নান করিয়া
স্বশরীরে স্বর্গ গমন করে। মধ্যে ত্রিলোক-বিশ্রুত
কনখল তীর্থ, এখানে স্নান করিয়া মানব স্বর্গতুল্য
রূপ ধারণ করে এবং পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়।
কনখলের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ মানস তীর্থ; এই
দক্ষিণ মানসে আবার তিনটি তীর্থ কথিত হয়,
ঐ সকল তীর্থে আমি পিতৃগণের মুক্তি,
সূর্য্যএলাকসংসিদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য
বিধিপূর্বক স্নান করিয়া পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ
করিবে। “আমি দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি”
এই মন্ত্রে মানব বিধিপূর্বক স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাदि
পাপনিবহ-জনিত যাতনা হইতে মুক্ত হয়। “হে
দিবাকর! আমি এই দক্ষিণ মানসে স্নান
করিতেছি, পিতৃতৃপ্তির জন্য আমি সূর্য্যদেবকে
নমস্কার করি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্যকে
নমস্কার ও পূজা করিলে পিতৃগণ সূর্যালোকে
গমন করেন এবং পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য,
আয়ু, আরোগ্য প্রভৃতি অভ্যুতর লাভ হয়। ১—
১২। অনন্তর সৰ্ব্বতীর্থোত্তম ফল্গুতীর্থে গমন

মুক্তিৰ্ভবতি কর্তৃণাং পিতৃণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা ॥
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ ফল্লুকো হ্যভবৎ পুরা
 দক্ষিণাগ্নৌ হতং তত্র তদ্রজঃ ফল্লুতীর্থকম্ ॥
 ত্রীথানি যানি সৰ্ব্বাণি ভুবনেষুখিলেষুপি ।
 তানি স্নাতুং সমায়াস্তি ফল্লুতীর্থং সুতৈঃ সহ ॥
 গঙ্গা পাদোদকং বিষেগঃ ফল্লুতীর্থাদিগদাধরঃ ।
 স্বয়ং হি দ্রবরাপেণ তস্মাদ্গঙ্গাধিকং বিদুঃ ॥১৬
 অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ ।
 নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি ফল্লুতীর্থে যদাপ্নুয়াৎ
 ফল্লুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ।
 সপিণ্ডকং স্বসূত্রোক্তং নমেদথ পিতামহম্ ॥১৮
 নমঃ শিবায় দেবায় ঈশায় পুরুষায় বৈ ।
 অঘোরবামদেবায় সদ্যোজাতায় শস্তবে ॥১৯
 ফল্লুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্ ।

করিবে। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকরী ও
 তদীয় পিতৃগণের মুক্তি হইয়া থাকে। পূর্বকালে
 ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে হত দক্ষিণাগ্নির রজ হইতে এই
 ফল্লুতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ব্রহ্মা কর্তৃক
 প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞপতি স্বয়ং বিষ্ণু ঐ যজ্ঞে
 ফল্লুতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হন। ত্রিভুবনে যে সকল
 তীর্থ আছে, দেবগণ সেই সকল তীর্থে স্নান
 করিবার জন্য এই ফল্লুতীর্থে আগমন করিয়া
 থাকেন। গঙ্গা বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপন্ন হন,
 কিন্তু এই ফল্লু আদি-গদাধরের শরীর হইতেও
 ক্ষরিত হইয়াছিলেন, এজন্য ফল্লু গঙ্গা হইতে
 শ্রেষ্ঠ। ফল্লুতীর্থে আগমনে যে ফললাভ হয়,
 শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও তাদৃশ ফল
 প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মানব এই ফল্লুতীর্থে স্নান
 করিয়া তর্পণ ও স্ব স্ব বেদোক্ত ক্রমে সপিণ্ডগণ
 সহ শ্রাদ্ধ করিবে এবং তৎপরে পিতামহকে
 বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—“শিব,
 দেব ঈশ, পুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত
 শস্তু ইহাদিগকে নমস্কার।” মানব ফল্লুতীর্থে স্নান
 ও আদি গদাধর বিষ্ণুকেদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ

আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশ পূর্বান্ দশাপরান্
 নত্ব গদাধরং দেবং মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ ।
 ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
 প্রদ্যুম্যানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥২১
 পঞ্চতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃনথ
 অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃ স্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতম্ ।
 ন কুর্যাদযো গদাপাগেষ্টস্য শ্রাদ্ধং নিরর্থকম্ ॥
 নাগকূটাদ্গৃধ্রকূটাদ্যুপাদুস্তরমানসাৎ ।
 এতদ্ গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্লুতীর্থং তদুচ্যতে
 প্রথমেহহি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ে দিবসে
 রজ্ঞেৎ ॥

ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যস্মাদ্ যজ্ঞমকারয়ৎ ।
 গমনাদ্ব্রহ্মলোকাপ্তিৰ্ভবত্যেব হি নারদ ॥২৩
 মতঙ্গবাপ্যায় যঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ।
 গঙ্গা নত্বা মতঙ্গেশমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২৪

আত্মাকে এবং উর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ
 পুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর
 প্রণব উচ্চারণপূর্বক “বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন,
 অনিরুদ্ধ, বিষ্ণু ও শ্রীধর ইহাদিগকে নমস্কার”
 এই মন্ত্রে গদাধরকে নমস্কার করিয়া পূজা করিবে।
 যে মানব পঞ্চতীর্থে স্নান করে, তাহার পিতৃগণ
 ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি গদাধরকে
 পৃষ্ঠামৃত দ্বারা স্নান ও পুষ্প বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত
 না করে, তাহার কৃত শ্রাদ্ধ নিষ্পল হয়। নাগকূট,
 গৃধ্রকূট, যূপ এবং উত্তর মানস হইতেই গয়াশির
 ও ফল্লুতীর্থ কথিত হয়। প্রথমদিনের কর্তব্য এই
 কথিত হইল। প্রথমদিনের কর্তব্য এই কথিত
 হইল। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন
 করিবে। এই ধর্ম্মারণ্যেই ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।
 হে নারদ! এই ধর্ম্মারণ্যে গমন মাত্রেই ব্রহ্মলোক
 প্রাপ্তি হয়। ১৩—২৩। এখানে একটী মতঙ্গ
 বাপী আছে, এই মতঙ্গবাপীতে স্নান করিয়া
 তর্পণ ও মতঙ্গেশকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র পাঠ
 করিবে। “আমি এই মতঙ্গতীর্থে আগমন করিয়া

প্রমাণাং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ ।
 ময়াগত্য মতসেহস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা
 পূর্বং হি ব্রহ্মতীর্থে চ কূপে শ্রাদ্ধাদি কারয়েৎ
 তৎকূপযূপয়োর্মধ্য সর্বাংস্তারয়তে পিতৃন্ ।
 ধর্মং ধর্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ ॥
 নমস্তেহশ্বথরাজার ব্রহ্মবিষুণিশিবাশ্বনে ।
 বোধিক্রমায় কঙ্কণাং পিতৃণাং তারণায় চ ॥২৭
 যেহস্মৎকূলে মাতৃবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতঃ
 তদর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং বাস্তু শাস্বতীম্ ॥
 ঋণত্রয়ং ময়া দত্তং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্ ।
 ত্বৎপ্রাসাদান্মহাপাপাদিমুক্তোহহং ভবার্ণবাৎ ॥
 তৃতীয়ে ব্রহ্মসরসি স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডরুচকম্ ।
 কৃত্বা সর্বপ্রমাণেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ সূত ॥৩০
 স্নানং কেরোমি তীর্থেহস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে ।
 তৎকূপযূপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্

পিতৃগণের নিস্তার করিলাম, দেবগণ ইহার প্রণাম
 ও লোকপালগণ সাক্ষী হউন ।” প্রথমে ব্রহ্মতীর্থের
 কূপে শ্রাদ্ধাদি করিবে, এই কূপ ও যূপের মধ্যে
 শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত পিতৃগণের মুক্তি হইয়া
 থাকে । এখানে পিতৃগণ ও শ্রাদ্ধকারীর মুক্তির
 জন্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধর্ম ও ধর্মেশ্বরকে নমস্কার
 করিয়া মহাবোধিতরুকে নমস্কার করিবে । “আমি
 অশ্বথরাজ ব্রহ্ম-বিষু-শিবাশ্বা বোধিক্রমকে
 নমস্কার করি । আমার বংশে ও আমার মাতৃবংশে
 যে সকল বান্ধব দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমার
 দর্শন ও স্পর্শনে তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গতি লাভ
 করুন । হে বৃক্ষরাজ ! আমি গয়ায় আগমন ও
 পিণ্ডাদি দান করিয়া ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত
 হইলাম, এবং তোমার অনুগ্রহে মহাপাপ হইতে
 বিমুক্ত হইয়া ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম ।”
 হে বৎস নারদ ! তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মদরোবরে
 “আমি ঋণত্রয় বিমুক্তির জন্য এই তীর্থে স্নান
 করিতেছি” এই মন্ত্রে স্নান করিয়া সর্ববিধ
 প্রমাণানুরূপ যথাবিধি সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে ।

যাগং কৃত্বোথিতো যুপো ব্রহ্মণা যুপ ইত্যসৌ
 কৃত্বা ব্রহ্মসরঃশ্রাদ্ধং সর্বংস্তারয়তে পিতৃন ॥৩২
 যূপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥
 ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥
 নমোহস্ত ব্রহ্মণেহজায় জগজ্জন্মাদিরূপিণে ।
 ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারকায় নমো নমঃ ॥৩৪
 গোপ্রচারসমীপস্থা আত্মা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ ।
 তেষাং সেচনমাত্রেন পিতরো মোক্ষগামিণঃ ॥
 আত্মং ব্রহ্মসরোদ্ধৃতং ব্রহ্মদেবময়ং তরুন্ ।
 বিষ্ণুরূপং প্রসিধ্যামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥৩৬
 একো মুনিঃ কুণ্ডকুশাগ্রহস্ত
 আত্মস্য মূলে সলিলং দদানঃ ।
 আত্মশ্চ সিদ্ধঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা
 একা ত্রিণ্যা দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা ॥৩৭
 ততো যমবলিং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন সংযতঃ ।

অত্রত্য কূপ ও যূপের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি করিলে
 পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন । ব্রহ্মা যজ্ঞ
 সমাপ্ত করিয়া এই যূপ উত্থাপন করিয়াছিলেন,
 এজন্য ইহার নাম ব্রহ্মযুগ হইয়াছে; এই
 ব্রহ্মসরোবরে শ্রাদ্ধাদি করিলে সমস্ত পিতৃগণ
 মুক্তিলাভ করেন । ঐ যূপ প্রদক্ষিণ করিলে
 বাজপেয় ফল প্রাপ্তি হয়, এবং “যিনি জগতের
 জন্মাদিরূপ, যিনি ভক্তগণের ও পিতৃগণের
 উদ্ধারকর্তা, যাহার জন্ম নাই, সেই ব্রহ্মাকে
 নমস্কার” এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে
 পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন ॥২৪—৩৪।
 গোপ্রচার ক্ষেত্রের সমীপে ব্রহ্মকল্পিত আত্মবৃক্ষ
 অবস্থিত; ঐ বৃক্ষের সেচন মাত্রেই পিতৃগণ
 মোক্ষলাভ করেন । “ব্রহ্মসরোবর হইতে সমুদ্ভূত
 দেবব্রহ্মময় বিষ্ণুরূপী আত্মতরুকে পিতৃগণের
 মুক্তির জন্য সেচন করিতেছি”, এই মন্ত্রে সেচন
 করিতে হয় । কুণ্ড ও কুশাগ্রহস্ত এক মুনি ঐ
 চূততরুর মূলে সলিল সেচন করেন; পিতৃগণের
 তৃপ্তি এই উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় । অনন্তর

যমরাজযশ্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
 ততঃ শ্বানবলিং দদ্যান্মস্ত্রেণানেন নারদ।
 দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
 ত্বাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষতাং গতি সর্বদা
 ততঃ কাকবলিং দদ্যান্মস্ত্রেণানেন নারদ।
 ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাম্য্য বৈ নৈঋতাস্থথা।
 বায়সাঃ প্রতিগৃহুস্ত ভূমৌ পিণ্ডং সমর্পিতম্।।৪০
 ফল্লুতীর্থে চতুর্থেইহি স্নানাদিকমথাচরেৎ।
 গয়াশিরম্যথ শ্রাদ্ধং পাদে কুর্য্যাং সপিণ্ডকম্।।
 সাক্ষাদগয়াশিরস্তত্র ফল্লুতীর্থপ্রিতং কৃতম্।।৪১
 নাগাজ্জনানার্দনাদব্রহ্মাবূপাচ্ছোত্তরমানসাৎ।
 এতদগয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্লুতীর্থং তদুচ্যতে।।
 পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তরমানসাৎ।
 ফল্লুতীর্থস্ত বিজ্ঞেয়ং দেবানামাপি দুর্লভম্।।৪৩
 ক্রৌঞ্চপাদাং ফল্লুতীর্থং যাবৎসাক্ষাদগয়াশিরঃ
 মুখং গয়াসূরসৈত্যতস্তস্মাচ্ছ্রাদ্ধমিহাঙ্কয়ম্।।৪৪

সংযত হইয়া এই মন্তের যমবলি প্রদান করিবে।
 শিলাকে নিশ্চল করিবার জন্য যমরাজ ও
 যশ্মরাজ এখানে অবস্থিত, পিতৃগণের মুক্তির
 জন্য তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করিতেছি।” হে
 নারদ! অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে কুকুরবলি প্রদান
 করিবে। শ্যাম ও শবল নামক বৈবস্বতকুলোদ্ভব
 যে দুইটি কুকুর আছে, তাঁহাদিগকে বলি প্রদান
 করিতেছি, ঐ কুকুরদ্বয় আমাকে সর্বদা রক্ষা
 করুন। অনন্তর এই মন্ত্রে কাকবলি প্রদান করিবে।
 যথা—“ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, যাম্য এবং নৈঋত
 দিকস্থিত বায়সগণ ভূমিতে মৎপ্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ
 করুন।” অনন্তর চতুর্থদিবসে ফল্লুতীর্থে
 গমনপূর্বক স্নান তর্পণাদি করিয়া তারপর
 গয়াশিরস্থিত বিষ্ণুপদে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে।
 সাক্ষাৎ গয়াসূর মন্তকে এই ফল্লুতীর্থ অবস্থিত
 বেং নাগ, জনার্দন, ব্রহ্মাবূপ ও উত্তরমানস
 ইহার মধ্যস্থিত স্থানই গয়াসূরমন্তক ও ইহাই
 ফল্লুতীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রহ্ম-সরোবর
 হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরমানস পর্য্যন্ত দেবদুর্ভভ
 ফল্লুতীর্থ বিরাজমান। ক্রৌঞ্চপাদ হইতে

মুণ্ডপৃষ্ঠাকগাধস্তাং সাক্ষাৎ তৎফল্লুতীর্থকম্।
 আদ্যো গদাধরো দেবো ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিতঃ
 বিষ্ণুবাতিপরাপেণ পিতৃণাং মুক্তিহেতবে।।৪৫
 এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশসম্।
 স্পর্শনাৎপূজনাংপি পিতৃণাং দত্তমঙ্কয়ম্।।৪৬
 শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা কুলসাহস্রমাশ্রনা।
 নয়োদ্বিষ্ণুপদং দিব্যমনন্তং শিবমব্যয়ম্।।৪৭
 শ্রাদ্ধং কৃত্বা রুদ্রপদে নয়েৎ কুলশতং নরঃ।
 সহস্রাশ্রনা শিবপুরং তথা ব্রহ্মপদে নরঃ।
 ব্রহ্মলোকং কুলশতং সমুদ্ভূত্য নয়েৎ পিতৃন।
 কশ্যপস্য পদে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন।
 দক্ষিণাগ্নিপদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।
 গার্হপত্যপদে শ্রাদ্ধী বাজপেয়ফলং লভেৎ।।৫০
 শ্রাদ্ধং কৃত্বাহবনীয়ে অশ্বমেধফলং লভেৎ।
 শ্রাদ্ধং কৃত্বা সভ্যপদে জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ
 আবসথ্যপদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।

গয়াসূরমন্তক পর্য্যন্ত ফল্লুতীর্থ এবং ইহাই সাক্ষাৎ
 গয়াসূরের মুখ। এই গয়াসূরমুখে দত্ত শ্রাদ্ধাদি
 অঙ্কয় হয়। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতের অধোদেশ হইতেই
 সাক্ষাৎ সেই ফল্লুতীর্থ বিরাজিত। পিতৃগণের
 মুক্তিদানার্থ দেব আদি গদাধর এইস্থানে
 ব্যক্তাব্যক্তরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই
 গদাধরের দিব্য পদাপন্ন দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয়
 এবং স্পর্শন ও পূজনে পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত
 শ্রাদ্ধাদি অঙ্কয় হইয়া থাকে। ৩৫—৪৮। এই
 বিষ্ণুপদে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে নিজের সহিত
 সহস্রকুল দিব্য অনন্ত বিষ্ণুপদে মিলিত হয়;
 রুদ্রপাদে শ্রাদ্ধ করিলে মানব শতকুল ও স্বীয়
 আত্মার সহিত অব্যয় শিবপদে গমন করে এবং
 ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিয়া সমস্ত পিতৃগণের
 উদ্ধারপূর্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। এইরূপ
 কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক,
 দক্ষিণাগ্নিপদে ব্রহ্মপুর, গার্হপত্যপদে বাজপেয়
 ফল, আসবনীয়পদে অশ্বমেধ ফল, সভ্যপদে

শ্রাদ্ধং কৃত্বা শক্রপদে ইন্দ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন
অগস্ত্যস্য পদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
ক্রৌঞ্চমাতঙ্গয়োঃ শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ
পিতৃন ॥৫৩

শ্রাদ্ধী সূর্য্যপদে পঞ্চ পাপিনোহর্কপুরং নয়েৎ
কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধী শিবলোকং নয়েৎ পিতৃন
গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী রুদ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন
গজকর্ণতর্পণকৃমিশ্রলং স্বর্নয়েৎ পিতৃন ॥৫৫
অন্যেযাঞ্চ পদে শ্রাদ্ধী পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ
সর্ব্বেষাং কাশ্যপং শ্রেষ্ঠং বিবেক রুদ্রস্য বৈ পদম
ব্রহ্মগন্ত পদএণাপি শ্রেষ্ঠং তত্র প্রকীর্ত্বিতম্ ॥৫৬
প্রবন্তে চ সমাপ্তৌ চ তেষামন্যতমং স্মৃতম ।
শ্রেয়স্করং ভবেত্তত্র শ্রাদ্ধকর্ত্তৃশ্চ নারদ ॥৫৭
কাশ্যপস্য পদে দিব্যে ভারদ্বজো মুনিঃ পুরা ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বাদ্যতো দাতুং পিতৃদিভ্যশ্চ
পিণ্ডকম্ ॥৫৮

জ্যোতিষ্টোম ফল, আবসখ্যপদে ব্রহ্মপুর, শক্রপদে
ইন্দ্রপুর, অগস্ত্যপদে ব্রহ্মপুর এবং ক্রৌঞ্চ ও
মাতঙ্গপদদ্বয়ে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া
থাকে। পঞ্চবিধ পাপকারিগণও সূর্য্যপদে শ্রাদ্ধ
করিলে তদীয় পিতৃগণ অর্কপুণ গমন করিতে
সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে
পিতৃগণের শিবলোক এবং গণেশপদে শ্রাদ্ধ
করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। গজকর্ণ তীর্থের
নির্ম্মল জলে তর্পণকারীর পিতৃগণ স্বর্গ গমন
করেন। অন্যান্য পদসমূহে শ্রাদ্ধ করিলেও
শ্রাদ্ধদাতার পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন।
বিষ্ণু প্রভৃতির করিয়া যে সকল পদের বিষয়
বলা হইল, এতন্মধ্যে কাশ্যপ, বিষ্ণু, রুদ্র ও
ব্রহ্মার পদই শ্রেষ্ঠ। হে নারদ! শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের
আরম্ভে ও পরিসমাপ্তিতে এইসব পদমধ্যে যে
কোন পদই শ্রাদ্ধকর্ত্তার শ্রেয়স্কর জানিবে।
পূর্ব্বকালে ভারদ্বাজ মুনি পিতৃগণ উদ্দেশে দিব্য
কাশ্যপপদে শ্রাদ্ধ-করিয়া পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে
সেই কাশ্যপপদ হইতে শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণ দুইখানি

শুক্রকৃষ্ণৌ ততো হস্তৌ পদমুদ্ভিদ্য নির্গতৌ ।
দৃষ্ট্বা হস্তদ্বয়ং তত্র মুনিঃ সংশয়মাগতঃ ॥৫৯
ততঃ স্বমাতরং শান্তাং পপ্রচ্ছ স মহামুনিঃ ।
কাশ্যপস্য পদে দিব্যে শুক্রে কৃষ্ণেহথ বা করে
পিণ্ডো দেয়ো ময়া মাতর্জানাসি পিতরং বদ ॥

শান্তোবাচ ।

ভারদ্বাজ মহাপ্রাজ্ঞ দেহিকৃষ্ণয় পিণ্ডকম্ ।
ভারদ্বাজস্ততঃ পিণ্ডং দাতুং কৃষ্ণয় চোদ্যতঃ ॥
শ্বেতোহদৃশ্যাহরবীজত পুত্রস্তং হি মমৌরসঃ
কৃষ্ণেহব্রবীন্মম ক্ষেত্রং ততো মে দেহি পিণ্ডকম্
শ্চৈরিণ্যথাবীদাতুং ক্ষেত্রিণে বীজিনে ততঃ
ভারদ্বাজস্ততঃ পিণ্ডং কাশ্যপস্য পদে দদৌ ।
হংসযুক্তবিমানেন ব্রহ্মলোকমুভৌ গতৌ ॥৬৩
রামো রুদ্রপদে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানায় চোদ্যতেঃ ।
পিতা দশরথঃ স্বর্গাৎ প্রসার্য্য করমাগতঃ ॥৬৪

হস্ত নির্গত হইয়াছিল। ঐ হস্ত দর্শনে সংশয়াপন্ন
মহামুনি ভারদ্বাজ স্বীয় মাতা শান্তা সমীপে
গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি দিব্য
কাশ্যপপদে পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে শুক্র ও
কৃষ্ণবর্ণ দুইখানি হস্ত নির্গত হইয়াছে, হে জননি!
ইহার মধ্যে কে আমার পিতা, যদি আপনার
জানা থাকে বলুন, আমি কোন্ হস্তে পিণ্ড দান
করিব? ৪৭—৬০। শান্তা উত্তর করিলেন,—
হে মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ! তুমি কৃষ্ণহস্তে পিণ্ডদান
কর। অনন্তর ভারদ্বাজ কৃষ্ণহস্তে পিণ্ডদানে উদ্যত
হইলে শ্বেতহস্ত অদৃশ্য হইয়া বলিতে লাগিল,
হে ভারদ্বাজ! তুমি আমার ঔরস পুত্র, অতএব
আমাকে পিণ্ড দাও এবং কৃষ্ণ বলিল,—তুমি
আমার ক্ষেত্রজ পুত্র; অতএব আমাকে পিণ্ড
প্রদান কর। অনন্তর তদীয় শ্চৈরিণী মাতা আদেশ
করিলেন,—পুত্র! তুমি ক্ষেত্রী ও বীজী এই
উভয়কেই পিণ্ড দান কর। অনন্তর ভারদ্বাজ
কাশ্যপপদে সেইরূপ পিণ্ডদান করিতে ক্ষেত্রী ও
বীজী উভয় পিতাই হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ
করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাম রুদ্রপদে

নাদাং পিণ্ডং করে রামো দদৌ রুদ্রপদে ততঃ
 শাস্ত্রাথাতিক্রমাদ্ভীতং রামং দশরথোহরবীং
 তারিতোহহং ত্বয়া পুত্র রুদ্রলোকমবাধুরাম।
 হস্তে পিণ্ডপ্রদানেন স্বর্গতিনিহি মে ভবেৎ। ৬৬
 ত্বঞ্চ রাজ্যং চিরং কৃৎস্না পালয়িত্বা দ্বিজান্ প্রজাঃ
 যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃৎস্না বিষ্ণুলোকং ব্রজিষ্যসি
 পূর্য্যাম্বোধ্যাজ্ঞনৈঃ সার্কং কৃমিকীটাদিভিঃ সহ।
 ইত্যুক্তাসৌ দশরথো রুদ্রলোকং পরং যযৌ
 ভীষ্মো বিষ্ণুপদে শ্রেষ্ঠে আহুয় পিতরং স্বকম্
 শ্রাদ্ধং কৃৎস্নাদ্যতা দাতুং পিত্রাদিভ্যশ্চ পিণ্ডকম্
 পিতুর্বিনিগতো হস্তো গয়াশিরসি শস্তনোঃ।
 নাদাং পিণ্ডং করে ভীষ্মো দদৌ বিষ্ণুপদে

ততঃ। ৭০

শ্রাদ্ধাদি করিয়া পিণ্ডদানে উদ্যত হইলে তদীয়
 পিতা দশরথ কর প্রসারণ করিয়া স্বর্গ হইতে
 অবতরণ করিলেন। কিন্তু রাম তখন তাঁহার
 করে পিণ্ডদান না করিয়া রুদ্রপদেই পিণ্ডদান
 করিলেন। অনন্তর রাম “পিতার করে পিণ্ড না
 দিয়া রুদ্রপদে পিণ্ডদানে আমার শাস্ত্রাতিক্রম
 করা হইল কি না” এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীত
 হইলেন। দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—হে পুত্র!
 তুমি যদি আমার স্বর্গতি হইত না; তুমি যে
 রুদ্রপদে পিণ্ডদান করিয়াছ, ইহাতে আমি যুক্ত
 হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইলাম। আমার আশীর্ব্বাদে
 তুমি অক্ষুণ্ণ রাজ্য উপভোগ, দ্বিজ ও প্রজাগণের
 পালন, এবং সদক্ষিণ বহু যজ্ঞ করিয়া
 অযোধ্যাপুরীস্থ জনগণ এমন কি, ক্রিমি কীটাদি
 সহ অস্ত্রে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। রাজা দশরথ
 এই বলিয়া রুদ্রলোকে গমন করিলেন। ভীষ্ম
 শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদে স্বীয় পিতাকে আবাহনপূর্ব্বক
 শ্রাদ্ধ করিয়া গয়াশিরে পিত্রাদির পিণ্ডদানে উদ্যত
 হইলে তদীয় পিতা শাস্ত্রানুর হস্তদ্বয় নির্গত হয়,
 তখন ভীষ্মও তাঁহার করে পিণ্ডদান না করিয়া
 বিষ্ণুপদেই পিণ্ড দিয়াছিলেন; ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া

শাস্ত্রনুঃ শ্রাহ সন্তুষ্টঃ শাস্ত্রার্থে নিশ্চলো ভবান্
 ত্রিকালদৃষ্টির্ভবতু চাস্ত্রে বিষ্ণুশ্চ তে গতিঃ।।
 স্বেচ্ছয়া মরণং চান্ত ইত্যুক্তা মুক্তিমাগতঃ।
 কনকেশঞ্চ কেদারং নারসিংহঞ্চ বামনম্।
 উদম্বার্গে সমভ্যর্চ্য পিতৃন্ সর্ব্বাংশ্চ তারয়েৎ
 গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডান্ যেষাং নান্না তুনির্ব্বপেৎ
 নরকস্থা দিবং বাস্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ঃ। ৭৩
 সর্ব্বত্র মুণ্ডপৃষ্ঠাদিঃ পদৈরেভিঃ সুলক্ষিতঃ।
 প্রয়াস্তি পিতরঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকমনায়ম্। ৭৪
 হেতাসূরস্য যচ্ছীর্ষং গদয়া তদ্বিধা কৃতম্।
 ততঃ প্রক্ষালিতা যস্মাঞ্জীর্থং তচ্চ বিমুক্তয়ে।
 গদালোলমিতি খ্যাতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।।
 গদালোল মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাত্বরেঃ।

স্নানং করোমি সিদ্ধার্থমক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াম্। ৭৬

শাস্ত্রনু কহিলেন,—পুত্র! তুমি শাস্ত্রার্থে নিশ্চল;
 অতএব তুমি ত্রিকালদর্শী হও এবং অস্ত্রে যেন
 তোমার বিষ্ণুপদে গতি হয়। পরন্তু তুমি ইচ্ছামৃত্যু
 হইবে, এই কথা বলিয়া শাস্ত্রনু মুক্তিলাভ
 করিলেন। হে নারদ! উত্তর পথস্থিত কনকেশ,
 কেদার, নারসিংহ এবং বামন ইহাদিগকে পূজা
 করিলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন। মানব অন্য
 যাহার নাম করিয়া এই গয়াশিরে পিণ্ডদান
 করিবে, তাহার নরকস্থ হইলে স্বর্গে গমন এবং
 স্বর্গস্থ হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। ৬১—৭৩।
 মুণ্ডপৃষ্ঠাদির সর্ব্বত্রই এই সমস্ত পদচিহ্ন
 বিরাজিত, এই সমস্ত স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে
 পিতৃগণ অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বিষ্ণু
 গদা দ্বারা হেভি নামক অসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড
 করিয়া যেস্থানে গদা প্রক্ষালন করেন, ঐ স্থান
 গদালোল তীর্থ নামে প্রখ্যাত; এই তীর্থ।
 সর্ব্বতীর্থোত্তম এবং পিতৃগণের মুক্তিদ। “বিষ্ণুর
 গদা প্রক্ষালন হেতু এই গদাগোল মহাতীর্থ
 বলিয়া গণ্য, আমি সিদ্ধি নিমিত্ত এখানে স্নান

পঞ্চমেহি গদালোলে স্নাত্বা কুৰ্য্যাৎ
সপিণ্ডকম্ ।

শ্রাদ্ধং পিতৃন্ ব্রহ্মলোকং নয়েদাত্মানমেব চ ॥
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদিনাচ্চয়েৎ ।
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সৰ্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ
কৃতে শ্রাদ্ধেহক্ষয়বটে অগ্নেনৈব প্রযত্নতঃ ।

পিতৃগ্নয়েদ্ ব্রহ্মলোকমক্ষয়ন্ত সনাতনম্ ॥৭৯
বটবৃক্ষসমীপে তু শাকেনাপ্যদকেন বা ।

একস্মিন্ তোজিতে বিপ্রৈ কোটির্ভবন্তি
ভোজিতাঃ ॥৮০

দেয়ং দানং ষোড়শকং গয়াতীর্থপুরোধসে ।
বস্ত্রং গন্ধাদিভিঃ পুত্রৈঃ সম্যকুসম্পূজ্য যত্নতঃ
একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রা !
বায়ুরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে ॥৮২
সংসারবৃক্ষশত্ৰুয়াশেষপাপহরায় চ ।

করিতেছি, আমি যেন অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হই” এই
মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চম দিনে প্রসিদ্ধ গদালোলে
স্নান করিয়া সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে নিজের এবং
পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । অনন্তর
অক্ষয়বটে অগ্নিদ্বারা যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধ করিয়া
হব্য কব্যাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক ব্রহ্ম-কল্পিত
ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবে; তাঁহারা সন্তুষ্ট
হইলেই পিতৃগণ সহ সমস্ত দেবতা তুষ্ট হইয়া
থাকেন । এইরূপ করিলে পিতৃগণের অক্ষয়
সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । বটবৃক্ষ সমীপে
শাক কিম্বা কেবল জল দ্বারাও যদি একটি
ব্রাহ্মণকে ভোজন করান শয়, ঐরূপ একটি
ব্রাহ্মণ ভোজন কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের
সমতুল্য হইয়া থাকে । অনন্তর বস্ত্র ও গন্ধাদি
দ্বারা পুত্রাদির সহিত গয়াতীর্থ পুরোহিতকে
সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া যত্নপূর্বক ষোড়শ
দান করিবে । তদনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অক্ষয়
বটকে প্রণাম করিবে—“প্রলয়কালে বিষুও
যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া বাহার সন্মুখে শয়ন
করিয়াছিলেন, যোগশায়ী বালরূপধর সেই
অক্ষয় বটকে নমস্কার । যিনি সংসার

অক্ষয়ব্রহ্মদাত্রে চ নমোহক্ষয়বটায় বৈ ॥৮২
কলৌ মাহেশ্বর্য লোকা যেন তস্মাদ্গদাধরঃ ।
লিঙ্গরূপোহভবন্তস্ত বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্ ॥৮৪

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে গয়ামাহাত্ম্যং
নামৈকাদ গাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১১॥

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

যজ্ঞং চক্রে গয়ো রাজা বহুসং বহুদক্ষিণম্ ।
যত্র দ্রব্যসমূহনাং সংখ্যা কর্তুনং শক্যতে ॥
সিকতা বা যথা লোকে যথা চ দিবি তারকাঃ
তথা রত্নসূবর্ণাদ্যৈরসংখ্যাতাস্ত দক্ষিণাঃ ॥
নৈবেহ পূর্বে যে কেচিন্ন কারয্যন্তি চাপরে ।

বৃক্ষচ্ছেদনের অঙ্গুররূপ, যিনি অশেষরূপে পাপ
হরণ করিয়া থাকেন, যিনি অক্ষয় ব্রহ্মজ্ঞান দান
করেন, সেই অক্ষয় বটকে নমস্কার ।” অনন্তর
প্রপিতামহ বিষ্ণুকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিলে;
যথা—“কলিকালে মানবগণ প্রায়শঃ শিবভক্ত
হইবে, এজন্য যে গদাধর হরি লিঙ্গরূপী
হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে বন্দনা করি ॥”৭৮—
৮৪ ।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১১॥

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—গয়া রাজা বহু
অন্নসমন্বিত ও বহু দক্ষিণায়ুক্ত যে যজ্ঞ
করিয়াছিলেন, ত্রিলোকের বালি ও আকাশের
তারকারাজির ন্যায় সেই যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহের
সংখ্যা করা যায় না । গয়রাজ ঐ যজ্ঞে রত্ন
সূবর্ণাদি যে সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন,
তাহাও পূর্ববৎ অসংখ্য । ইহলোকে পূর্বে ঐরূপ
যজ্ঞ কেহ করে নাই, এবং ভবিষ্যৎকালে কেহ
করিতেও পারিবে না; দ্বিজগণ পূজিত ও তৃপ্ত

এবং লঙ্কবরো রাজা রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ
 প্রেতরাজঃ সহ প্রেতৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিবং গতঃ ॥
 প্রেতঃ কশ্চিদ্ভিমুক্তার্থং বণিজং কক্ষিদ্রবীং ।
 মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ডনির্বাণং কুরু ॥১৬
 প্রেতভাববিমুক্তার্থং ত্বং গৃহাণ ধনং মম ।
 তদ্ধনং সর্বমাদায় গয়াশ্রাদ্ধব্যয়ং কুরু ॥১৭
 ধনম্যৈতস্য যষ্ঠাংশং তুভ্যং বৈ দত্তবানহম্ ।
 স্বনামানি যথান্যায়ং সম্যগাখ্যাতবানহম্ ॥১৮
 গত্বা গয়াং গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকম্ ।
 সমদাদ্বন্ধুভিঃ সার্কং যপিভূভ্যন্ততো দদৌ ॥১৯
 প্রেতঃ পেতত্বনির্মুক্তো বণিকৃষ্ণগৃহমাগতঃ ।
 এবং গয়াস্য শস্ত্রোশ্চ ক্ষেত্রং বিধেয়ং রবেস্তথা
 উপোষিতোহব গয়াতীর্থে মহানদীস্থিতে ।

তদনন্তর বিষ্ণুপুরে গমন কর। রাজা গয়া
 পিতাগণের নিকট এবং বিধ বর প্রাপ্ত হইয়া
 এবং রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন
 করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রেতরাজও গয়াশ্রাদ্ধ
 করিয়া প্রেতগণ সহ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।
 কোন একজন বণিক্ গয়ায় গমন করিতেছে
 দেখিয়া এক প্রেতরাজ স্বীয় প্রেতত্ববিমুক্তি
 কামনায় তাহাকে কহিল,—“আমার নামে
 গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিও, আমার এই যে সমস্ত
 সঞ্চিত ধন আছে, তৎসমস্ত তুমি গ্রহণ কর।
 এই ধনের যষ্ঠাংশের একাংশ তুমি স্বয়ং গ্রহণ
 করিবে এবং অবশিষ্ট ধন দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধ ব্যয়
 নির্বাহ করত আমার মুক্তির জন্য আমার নামে
 গয়ায় পিণ্ডদান করিবে।” অনন্তর বণিক্ গয়ায়
 গমন করিয়া প্রেতরাজের বান্ধবগণ সহ
 সম্যক্‌প্রকারে তদীয় পিণ্ডপ্রদান করিয়া তার পর
 স্বীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিল। বণিক্ এইরূপে
 পিণ্ডদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং
 প্রেতরাজও বান্ধবগণ সহ প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত
 হইল। এই তোমার নিকট গয়াতীর্থের শত্ৰু,

গায়ত্র্যাঃ পুরতঃ স্নাত্বা প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসয়েৎ ॥
 শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা নয়েদ্‌ব্রহ্মণ্যতাং কুলম্ ॥
 তীর্থে সমুদিতে স্নাত্বা সাবিদ্র্যোঃ পুরতো নরঃ
 সন্ধ্যামুপাস্য মধ্যাহ্নে নয়েৎকুলশতং দিবম্ ।
 পিণ্ডদানং ততঃ কুর্যাৎপিতৃণাং মুক্তিকাম্যয়া
 প্রাচীসরস্বতীতীর্থে স্নাত্বা চাপি যথাবিধি ।
 সন্ধ্যামুপাস্য সায়াহ্নে বিষ্ণুলোকং নয়েৎপিতৃন
 বহুজন্মকৃতাং সন্ধ্যালোপান্মুক্তস্তিসন্ধ্যাকৃৎ ॥২১
 বিশালায়াং লেলিহানে তীর্থে চ ভরতাশ্রমে ।
 পাদাঙ্কতে মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধরসমীপতঃ ॥২৪
 তীর্থে চাকাশগঙ্গায়াং গিরিকর্ণমুখে চ ।
 স্নাতোহথ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকং কুলশতং নয়েৎ
 দেবনদ্যাং বৈতরণ্যাং স্নাতঃ স্বর্গং নয়েৎপিতৃন

বিষ্ণু ও রবির ক্ষেত্রবৃত্তান্ত কথিত হইল। অনন্তর
 মহানদীর সমীপস্থ গয়াতীর্থবার্ত্তা শ্রবণ কর।
 এখানে স্নান করিয়া গয়াতীর সম্মুখে প্রাতঃসন্ধ্যার
 উপাসনা করিবে; এখানে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে
 সমস্ত কুলের ব্রহ্মণ্য লাভ হয়। অনন্তর সমুদিত
 তীর্থে স্নান ও মধ্যাহ্নে সাবিদ্রীর সম্মুখে তাহার
 উপাসনা করিয়া পিতৃগণের মুক্তিকামনায়
 পিণ্ডদান কর্তব্য; এইরূপ করিলে তাহার শতকুল
 স্বর্গে গমন করে। তদনন্তর পূর্বদিকে
 সরস্বতীতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া সায়াংসন্ধ্যার
 উপাসনা করিলে পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে গমন
 করেন। যে ব্যক্তি ঐ স্থানত্রেয়ে যথাক্রমে তিনটি
 সন্ধ্যার উপাসনা করে, সে বহুজন্ম সন্ধ্যালোপ
 জন্ম সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥১৪—২১।
 তারপর মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতে গদাধর সমীপে তদীয়
 পাদাঙ্কিত বিশালাক্ষেত্রস্থিত লেলিহান নামক
 তীর্থ; এখানে ভরতাশ্রম বিদগ্ধমান; এই
 আশ্রমপ্রান্তে স্বর্গগঙ্গারও প্রবাহ রহিয়াছে; যে
 ব্যক্তি এই গঙ্গায় স্নান করিয়া ভরতাশ্রমতীর্থে
 ও গিরিকর্ণমুখে পিতৃগণের পিণ্ডদান করে,
 তাহার শতকুল ব্রহ্মলোকে গমন করে। দেবনদী
 বৈতরণীতে স্নান করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন
 করেন; আর স্নানানন্তর বৈতরণীতে গোদান

ভবেদগয়ায়াং মুক্তিস্তে শিবোক্তঃ প্রযযৌ গয়াং
শিলাস্থিতস্তপস্তপে সর্বেষাং দুষ্করঞ্চ যৎ ।
মরীচিরীশ্বরাজ্ছপ্তঃ কৃষ্ণত্মগং পুরা ।
তপসা দারুণেনেহ স বিপ্রঃ শুক্লতা গতাঃ । ৩৯
হাররূঢ়ে মরীচিঞ্চ বরং বৃণু হি পুত্রক ।
কিমলভ্যং ত্বয়ি তুষ্টে মরীচিঃ প্রাহ মাধবম্ ॥
হরশাপাধিমুক্তোহহং শিলা ভবতু পাবনী ।
পিতৃমুক্তিকরী চ স্যাস্তথেষুত্যাঙ্গা দিবং গতঃ ॥
দিবৌকসাং পুষ্করিণীং সমাসদ্য নরঃ শুচিঃ ।
যন্ত দন্তং পিতৃভ্যস্ত ভবত্যক্ষয়মিত্যুত । ৪২
তত্র স্নাতো দিবং যাতি স্বশরীরেণ মানবঃ ।
পাপানং প্রজহাত্যেব জীর্ণত্বচমিবোরগঃ ।
তৎপঙ্কজবনং পুণ্যং পুণ্যকুণ্ডিনিষেবিতম্ । ৪৩

মরীচি গয়ায় গমন করিয়া শিলায়
অবস্থানপূর্বক অন্যের অসাধ্য দুষ্কর তপশ্চরণ
করিলেন; তিনি পূর্বে শঙ্করশাপে কৃষ্ণবর্ণ
হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই সুদারুণ তপঃপ্রভাবে
পুনরায় শুক্লত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যা
দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বলিলেন,—আমি
তোমার প্রতি প্রীতি হইয়াছি, আমার নিকট
হইতে তোমার অলভ্য কিছুই নাই। হে পুত্রক!
বর প্রার্থনা কর। মরীচি মাধবসমীপে “আমি
শঙ্করশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এক্ষণে এই
শিলা পবিত্রা এবং পিতৃগণের মুক্তিবিধায়িনী
হউক” এইরূপ প্রার্থনা করায় বিষ্ণু “তাহাই
হউক” বলিলে মরীচি স্বর্গে গমন করিলেন।
মানব অত্রত্য দেবপুষ্করিণীতে আগমনপূর্বক
শুচি হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে যে পিণ্ডদান
করে, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। সর্পগণ
যেমন নিষ্পোক ত্যাগ করে, তদ্রূপ এখানে স্নান
করিয়া পাপবিমুক্ত নর সশরীরে স্বর্গগমনে সমর্থ
হইয়া থাকে। এখানে পুণ্যজননিবেধিত একটি
কমল কানন বিদ্যমান, এই কাননে পাণ্ডুশিলা
অধিষ্ঠিত। হে মনে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐ শিলায়

পাণ্ডুশিলা বৈ তত্রাস্তে শ্রাদ্ধং যত্রাক্ষয়ং ভবেৎ
যুধিষ্ঠিরস্ত তস্যাং হি শ্রাদ্ধাং কর্তুং যযৌ মনে ॥
তত্র কালে পাণ্ডুনোক্তং মদ্রাস্তে দেহি পিণ্ডকম্
হস্তং ত্যক্তা শিলায়াঞ্চ পিণ্ডদানং চকার সঃ ॥
শিলায়াং পিণ্ডদানেন গ্রহস্টো ব্যামনন্দনঃ ।
বরং দদৌ স্বপুত্ররয় রাজ্যং কুরু মহীতলে ॥ ৪৬
অকণ্টকস্ত সম্পূর্ণং ত্বং মে দ্রাতা হি পুত্রক ॥ ৪৭
ইত্যুক্তা প্রযযৌ পাণ্ডুঃ শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ।
মতঙ্গস্য পদে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥
নির্মথ্যাগ্নিং শমীগর্ভে বিধিবিষ্ণুবাдиभिः सह ।
লেভে তীর্থস্ত যজ্ঞার্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
মখসংজ্ঞস্ত ততীর্থং পিতৃণাং মুক্তিদায়কম্ ।
স্নাত্বা চ তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদো মুক্তিমাप्नुयात् ॥

শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন; ঐ পাণ্ডুশিলায় শ্রাদ্ধ করিলে
তাহা অক্ষয় হয়। যুধিষ্ঠির যখন পিণ্ডদান করেন,
তৎকালে পাণ্ডু নরপতি তথায় উপনীত হইয়া
যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—“আমার হস্তে পিণ্ড
না দিয়া শিলার উপরই পিণ্ডদান করেন; ইহাতে
ব্যাসনন্দন পাণ্ডু সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় পুত্র
যুধিষ্ঠিরকে বরদান করেন,—হে পুত্রক! তুমি
আমার পরিভ্রাণ করিয়াছ, অতএব মহীতলে
নিকটকে সমস্ত পৃথিবীরাজ্য ভোগ করিয়া
ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সশরীরে স্বর্গে গমন
কর। তোমার দর্শনমাত্রে নরকবাসিগণ পুত
হইয়া স্বর্গধামে আগমন করিবে।” পাণ্ডু এইরূপ
বলিয়া শাস্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইলেন। মাতঙ্গ
মুনির পদে শ্রাদ্ধকারী মানবের পিতৃগণ
ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তারপর মখনামক
তীর্থ; এই তীর্থ পিতৃগণের মুক্তি প্রদ যজ্ঞের
নিমিত্ত শমীগর্ভস্থ মথিত অগ্নি হইতে ব্রহ্মা
বিষ্ণু প্রভৃতির সহিত ত্রিলোকবিশ্রুত এই
মখতীর্থ সমুদ্ভূত হয়; এখানে স্নান, তর্পণ ও

পিতৃন্ স্বর্গং নয়োন্নত্বা সঙ্গমেহঙ্গারকেশ্বরৌ ।
 গয়াকূটে পিণ্ডদানাদশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৫২
 ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্ব চ তারয়েৎ পিতৃন ।
 ত্যক্তপাপো ভবেমুক্তঃ সঙ্গমে স্নানমাচরেৎ ॥
 ইষ্টিং চক্রেহশ্বমেধাখ্যাং বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
 ইষ্টিতো নির্গতঃ শঙ্করং বর্গু বশিষ্ঠকম্ ॥৫৪
 প্রাহেতি তং বশিষ্ঠোহপি শিব তুষ্ঠোহসি মে
 যদি ।

বস্তব্যং চাত্র দেবেশ তথৈত্ব্যঙ্ক শিবঃ স্থিতঃ
 পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদেষু চ ।
 স্নাত্বা নত্বাথ সম্পূজ্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎপিতৃন ॥
 কন্দমালে গয়ানাভৌ মূণ্ডপৃষ্ঠসমীপতঃ ।
 স্নাত্বা শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা পিতৃণামনুশো ভবেৎ ॥
 ফল্লুচণ্ডীশ্মশানান্ধীমঙ্গলাদ্যাঃ সমর্চয়েৎ ।

পিণ্ডদান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ৩৮—
 ৫১ । অঙ্গারক ঈশ্বরের সঙ্গমস্থানে ঐ দেবদ্বয়কে
 নমস্কার করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন ।
 গয়াকূটে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে অশ্বমেধ ফললাভ
 এবং ভস্মকূটে ভস্মনাথকে প্রণাম করিলে
 পিতৃগণের উদ্ধার হয় । এই গয়াকূট ও ভস্মকূটের
 সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে মানব পাপপরিহীন মুক্ত
 হইতে পারে । মুনিসত্তম বশিষ্ঠ এখানে অশ্বমেধ
 যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞ হইতে শিব নির্গত হইয়া
 বশিষ্ঠকে বলেন,—‘হে মুনে! বর প্রার্থনা কর ।’
 অনন্তর বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবেশ!
 যদি আমার প্রতি আপনি এখানে সতত অবস্থান
 করেন । তদনন্তর শিব “তাহাই হউক” এইরূপ
 বলিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন । ধেনুকারণ্যে
 কামধেনু-পদে স্নান, নমস্কার ও পূজা করিয়া
 পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন
 করেন । মূণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতের সমীপস্থ গয়াসুরের
 নাভিতে কন্দমাল তীর্থ; এখানে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি
 করিলে পিতৃগণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । এখানে

গয়ায়াঞ্চ বৃষোৎসগান্ধিঃসপ্তকুলমুদরেৎ ।
 যত্র তত্র স্থিতা দেবা ঋষয়োহপি জিতেন্দ্রিয়াঃ
 আদ্যং গদাধরং ধ্যায়ন্ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিদানতঃ ।
 কুলানাং শতমুদ্রত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥
 গয়াগরো গয়াদিত্যা গায়ত্রী চ গদাধরঃ ।
 গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকাঃ ॥৬০
 গয়াখ্যানমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ।
 শৃণুয়াচ্ছৃদ্ধয়া যন্ত স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৬১
 পাঠয়েদ্ধা গয়াখ্যানেং বিপ্রভ্যঃ পুণ্যকর্মরঃ ।
 গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন সুনিশ্চিতম্ ॥
 গয়ায়া মহিমানঞ্চ অভ্যসেদ্ যঃ সমাহিতঃ ।
 তেনেষ্টং রাজসূয়েন অশ্বমেধেন নারদ ॥৬২
 লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাহসি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্ ।
 তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি

ফল্লুচণ্ডী, শ্মশানান্ধী, মঙ্গলা প্রভৃতির
 সম্যকপ্রকারে পূজা করা কর্তব্য । গয়াতীর্থের
 সর্বত্রই জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ ও দেবগণ
 অবস্থিত । এই পুণ্যতীর্থ গয়ায় বৃষোৎসর্গ কৃত
 হইলে একবিংশতি কুল উদ্ধার হয় । আদি
 গদাধরকে ধ্যান করিতে করিতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি
 দান করিলে শ্রাদ্ধদাতার শতকুল উদ্ধার ও
 পিতৃগণের ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে । গয়াগর,
 গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া এবং গয়াসুর
 এই ষড়্ গয়া মুক্তিদায়িকা । যে মানব এই পুণ্য
 গয়াখ্যান সতত পাঠ বা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ
 করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । যে পুর্যকারী
 নয় ব্রাহ্মণ দ্বারা এই গয়াখ্যান পাঠ করায়,
 নিশ্চয় তাহার ইহা দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধই করা হয় ।
 যে সমাহিত-চিত্তে গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করে,
 হে নারদ! এই অভ্যাস দ্বারাই তাহার রাজসূয়
 ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়া থাকে । যে
 গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক লেখে, অন্য কাহারও দ্বারা
 লেখায় বা পূজা করে, কমলা অচঞ্চলা হইয়া
 সুপ্রসন্নমনে তাহার ভবনে অধিষ্ঠান করেন ।

পিতৃন্ স্বর্গং নয়েন্নত্ৰা সঙ্গমেহস্মারকেশ্বরৌ ।
 গয়াকূটে পিণ্ডদানাদশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৫২
 ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্ব চ তারয়েৎ পিতৃন ।
 ত্যক্তপাপো ভবেন্মুক্তঃ সঙ্গমে স্নানমাচরেৎ ॥
 ইষ্টিং চক্রেহশ্বমেধাখ্যাং বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
 ইষ্টিতো নির্গতঃ শত্ৰুর্বারং বর্গু বশিষ্ঠকম্ ॥৫৪
 প্রাহেতি তং বশিষ্ঠোহপি শিব তুষ্টোহসি মে
 যদি ।

বস্তব্যং চাত্র দেবেশ তথৈতু্যত্না শিবঃ স্থিতঃ
 পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদেষু চ ।
 স্নাত্বা নত্বাথ সম্পূজ্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎপিতৃন ॥
 কন্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠসমীপতঃ ।
 স্নাত্বা শ্রাদ্ধাদিকং কৃৎবা পিতৃণামনুণো ভবেৎ ॥
 ফল্গুচণ্ডীশ্মশানাক্ষীমঙ্গলাদ্যাঃ সমর্চয়েৎ ।

পিণ্ডদান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ৩৮—
 ৫১ । অস্মারক ঈশ্বরের সঙ্গমস্থানে ঐ দেবদ্বয়কে
 নমস্কার করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন ।
 গয়াকূটে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে অশ্বমেধ ফললাভ
 এবং ভস্মকূটে ভস্মনাথকে প্রণাম করিলে
 পিতৃগণের উদ্ধার হয় । এই গয়াকূট ও ভস্মকূটের
 সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে মানব পাপপরিহীন মুক্ত
 হইতে পারে । মুনিসত্তম বশিষ্ঠ এখানে অশ্বমেধ
 যজ্ঞ করেন । সেই যজ্ঞ হইতে শিব নির্গত হইয়া
 বশিষ্ঠকে বলেন,—‘হে মূনে! বর প্রার্থনা কর।’
 অনন্তর বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবেশ!
 যদি আমার প্রতি আপনি এখানে সতত অবস্থান
 করেন । তদনন্তর শিব “তাহাই হউক” এইরূপ
 বলিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন । ধেনুকারণ্যে
 কামধেনু-পদে স্নান, নমস্কার ও পূজা করিয়া
 পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন
 করেন । মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতের সমীপস্থ গয়াসুরের
 নাভিতে কন্দমাল তীর্থ; এখানে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি
 করিলে পিতৃগণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । এখানে

গয়ায়াঞ্চ বৃষোৎসগান্দিঃসপ্তকুলমুদরেৎ ।
 বত্র তত্র স্থিতা দেবা ঋবরোহপি জিতেন্দ্রিয়াঃ
 আদ্যং গদাধরং ধ্যায়ন্ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিদানতঃ ।
 কুলানাং শতমুদ্রত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥
 গয়াগয়ো গয়াদিত্যা গায়ত্রী চ গদাধরঃ ।
 গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকাঃ ॥৬০
 গয়াখ্যানমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ।
 শৃণুয়াচ্ছৃদ্ধয়া বস্ত্র স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৬১
 পাঠয়েদ্ধা গয়াখ্যানেং বিপ্রভ্যঃ পুণ্যকল্পরঃ ।
 গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন সুনিশ্চিতম্ ॥
 গয়ায়া মহিমানঞ্চ অভ্যাসেদ্ যঃ সমাহিতঃ ।
 তেনেষ্টং রাজসূয়েন অশ্বমেধেন নারদ ॥৬২
 লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাহসি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্ ।
 তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি

ফল্গুচণ্ডী, শ্মশানাক্ষী, মঙ্গলা প্রভৃতির
 সম্যকপ্রকারে পূজা করা কর্তব্য । গয়াতীর্থের
 সর্বত্রই জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ ও দেবগণ
 অবস্থিত । এই পুণ্যতীর্থ গয়ায় বৃষোৎসর্গ কৃত
 হইলে একবিংশতি কুল উদ্ধার হয় । আদি
 গদাধরকে ধ্যান করিতে করিতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি
 দান করিলে শ্রাদ্ধদাতার শতকুল উদ্ধার ও
 পিতৃগণের ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে । গয়াগয়,
 গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া এবং গয়াসুর
 এই ষড়্ গয়া মুক্তিদায়িকা । যে মানব এই পুণ্য
 গয়াখ্যান সতত পাঠ বা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ
 করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । যে পুর্যকারী
 নয় ব্রাহ্মণ দ্বারা এই গয়াখ্যান পাঠ করায়,
 নিশ্চয় তাহার ইহা দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধই করা হয় ।
 যে সমাহিত-চিত্তে গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করে,
 হে নারদ! এই অভ্যাস দ্বারাই তাহার রাজসূয়
 ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়া থাকে । যে
 গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক লেখে, অন্য কাহারও দ্বারা
 লেখায় বা পূজা করে, কমলা অচঞ্চলা হইয়া
 সুপ্রসন্নমনে তাহার ভবনে অধিষ্ঠান করেন ।

উপাখ্যানমিদং পুণ্যং গৃহে তিষ্ঠতি পুস্তকম্ ।
সপাণিচৌরজনিতং ভয়ং তত্র ন বিদ্যতে ॥৬৫
শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্ যস্ত গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
বিধিহীনস্ত তৎসৰ্ব্বং পিতৃগাত্ত গয়াসমম্ ॥৬৬
যানি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে তানি দৃষ্টানি তত্র বৈ
যেন জ্ঞাতং গয়াখ্যানং শ্রুতং বা পঠিতং মুনে

যাহার গৃহে এই গয়ার পবিত্র উপাখ্যান পুস্তক
অবস্থিত, সে গৃহে সর্প, চৌর এবং অগ্নিজনিত
ভয় থাকে না। শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি এই উত্তম
গয়ামাহাত্ম্য পাঠ করে, ঐ সকল শ্রাদ্ধ বিধিহীন
হইলেও পিতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত গয়াশ্রাদ্ধের
তুল্য ফল দান করে। হে মুনে! নারদ! ত্রিভুবনে
যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থই গয়ায়
পরিদৃষ্ট হয়; এই গয়াখ্যান সম্বন্ধে আমি যে রূপ
জ্ঞানি যে রূপ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াছি,

সূত উবাচ ।
সনৎকুমারো মুনিপুঙ্গবায়
পুণ্যং কণাধ্বাথ নিবেদ্য ভক্ত্যা ।
স্বমাশ্রমং পুণ্যবনৈরুপেতং
বিসৃজ্য সঙ্গীতগুরুং জগাম ॥৬৮
ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত উপসংসার-
পাদে গয়ামাহাত্ম্যং নাম দ্বাদশাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥১১২॥

তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করিলাম। সূত বলিলেন,—
সনৎকুমার ভক্তি সহকারে মুনিপুঙ্গব নারদকে
এই সকল পুণ্য কথা নিবেদন করিলেন এবং
তদনন্তর সেই সঙ্গীতগুরু নারদের নিকট হইতে
বিদায় লইয়া পুণ্যবনোপেত স্থায় আশ্রমে গমন
করিলেন ॥৫২—৬৮।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১২॥

সমাপ্তধেওদং বায়ুপুরাণ ॥